ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান

সরল শব্দার্থকোষ

কলিম খান   রবি চক্রবর্তী

সরল শব্দার্থকোষ

সরল শব্দার্থকোষ

ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান

কলিম খান   রবি চক্রবর্তী

একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

SARAL SABDARTHAKOSH : KRIYABHITTIK-BARNABHITTIK SABDARTHER ABHIDHAN (A Dictionary based on verbs inherent in the speech-sounds of the Bengali Language) by Kalim Khan & Ravi Chakravarti.

Rs. 500.00

❒ প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৩ ❒ **প্রচ্ছদ** : রাজু দেবনাথ ❒ **প্রকাশক** : একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ❒ **মুদ্রক**: গীতা প্রিন্টার্স, ৫১ এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

৫০০ টাকা (পাঁচ শত টাকা)

(ক্রেতা এই বইয়ের সঙ্গে 'বাংলা বাঁচলে সভ্যতা বাঁচবে' নামে একটি পুস্তিকা বিনামূল্যে পাইবেন।)

যে বিশ্বে তোমাদের রেখে চলে যাব
সে বিশ্বকে তোমাদের বাসযোগ্য করে যেতে পারলাম না,
যা পারলাম তারই সর্বশেষ পরিণতি এই গ্রন্থ।
হে আমাদের নয়নমণি আমাদের উত্তরপ্রজন্ম,
আমাদের মুক্তি তোমাদের চর্য্যায়।

কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর যৌথভাবে প্রকাশিত গ্রন্থ

১. বাংলা বানান বাংলা ভাষা (২০০৪)*
২. বাংলাভাষা: প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ (২০০৬, ২য় মুদ্রণ ২০০৮) — ১২৫ টাকা
৩. অবিকল্পসন্ধান : বাংলা থেকে বিশ্বে (২০০৮) — ১২৫ টাকা
৪. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ১ম খণ্ড (২০০৯) এবং ২য় খণ্ড (২০১১) — প্রতি খণ্ড ৯০০ টাকা
৫. সুন্দর হে সুন্দর (২০১১) — ১২৫ টাকা
৬. বঙ্গযান (২০১২) — ৬০ টাকা।
৭. বাংলা বাঁচলে সভ্যতা বাঁচবে (২০১৩) — ৫০ টাকা

কলিম খান-এর প্রকাশিত গ্রন্থ

৮. মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে (১৯৯৫, ২য় সংস্করণ ২০০৪) — ১৫০ টাকা
৯. দিশা থেকে বিদিশায় : নতুন সহস্রাব্দের প্রবেশবার্তা (১৯৯৯) — ১২৫ টাকা
১০. ফ্রম এনলাইটেনমেন্ট টু ইমোশনাল বন্ডেজ : জ্যোতি থেকে মমতায় (২০০০) — ১০০ টাকা
১১. পরমাভাষার সংকেত (২০০১ ঢাকা)*
১২. আত্মহত্যা থেকে গণহত্যা : আসমানদারি করতে দেব কাকে (২০০২) — ১২৫ টাকা
১৩. পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন : ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক ... (২০০২) — ১২৫ টাকা

রবি চক্রবর্তী-র প্রকাশিত গ্রন্থ

১৪. India Rediscovered (2002) — ১৫০ টাকা
১৫. দিগন্তের টানে : The Lure of the Horizon (2012) — ১২৫ টাকা

* উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে (১) গ্রন্থটি পরবর্তীকালে (২) গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। সেই কারণে পৃথকভাবে (১) গ্রন্থটি আর পাওয়া যায় না। (১১) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকায়। পরে তাতে আরও কয়েকটি অধ্যায় যোগ করে (১৩) গ্রন্থটি কলকাতায় প্রকাশ করা হয়। তাই (১১) গ্রন্থটি পৃথকভাবে সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই। যোগাযোগ : ৯৪৩৪০৫৯৫৭৯

ভূমিকা-১

আজকের বিশ্বে যত রকমের অভিধান ও শব্দার্থকোষ লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে, এই শব্দার্থকোষ তাদের সকলের থেকে আলাদা। প্রচলিত সব ভাষার সকল অভিধানে শব্দের মানে দেওয়া হয় শব্দের বাইরে থেকে; এই কোষগ্রন্থে শব্দের মানে দেওয়া হয়েছে, শব্দের ভিতরে যে মানে থাকে, সেটি উদ্ধার ক'রে, নিষ্কাশন ক'রে, নির্ব্বচন ক'রে। অর্থাৎ, অন্য কোনো অভিধান থেকে শব্দের মানেটি দেখে নিয়ে কিংবা কারও মুখ থেকে শব্দটির মানে জেনে নিয়ে শব্দের অর্থ দেওয়ার যে রীতিটি একালের অভিধানকারেরা অনুসরণ করেন, এই কোষগ্রন্থে সে রীতি অনুসরণ করা হয়নি। শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করা হয়েছে শব্দের ভিতর থেকে এবং এক বা একাধিক বাক্যের সাহায্যে সেই অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। কীভাবে, সে প্রসঙ্গে আসছি। তার আগে নতুন পাঠকের কাছে কিছু পূর্ব্বকথা বলে নেওয়া চাই।

■ কিছু অনিবার্য্য পূর্ব্বকথা

ইতিপূর্ব্বে আমরা দুজনে ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধি-নির্ভর গবেষণামূলক কোষগ্রন্থ 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' দুই খণ্ডে লিখে প্রকাশ করেছি (২০০৯ অক্টোবর-এ প্রথম খণ্ড, ২০১১ জানুয়ারিতে দ্বিতীয় খণ্ড)। কিন্তু বহু পাঠকের দাবি ছিল তারই ক্ষুদ্রাকার নিত্যব্যবহার্য্য সরলীকৃত একটি শব্দার্থকোষের। এই গ্রন্থ দ্বারা সেই দাবি পূর্ণ করার চেষ্টা করা হল। অবশ্য এর পিছনে কিছু ঘটনা-পরম্পরা আছে। সংক্ষেপে সেকথা বলি।

শব্দের ভিতরেই শব্দের মানে থাকে, ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে সেকথা জেনে বাক্যের সাহায্যে সেকথা প্রকাশ করে দেওয়া যায় — এই ছিল আমাদের নতুন ভাষাতাত্ত্বিক অর্জ্জন। ২০০০ সাল থেকেই আমাদের ঐ নতুন ভাষাতাত্ত্বিক অর্জ্জন নিয়ে একটি অভিধান রচনার অনুরোধ করতে থাকেন আমাদের পাঠকবন্ধুরা। ২০০২ সালে কাজটি শুরু করা গেলেও নানা কারণে প্রায়ই সে কাজ বন্ধ রাখতে হয়। শেষমেষ কাজটি ২০০৭ থেকে কার্য্যকরী ভাবে শুরু করা গেল বটে, কিন্তু ২০০৮ সালে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী পাঠক আমাদের চলমান গবেষণামূলক কাজের গতি ও বিশালতা দেখে আপত্তি তুললেন, এবং অনুরোধ করলেন, আমরা যেন সবার আগে একটি সরল সর্ব্বজনবোধ্য ও নিত্যব্যবহার্য্য ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থকোষ সংকলন করে দিই। অগত্যা, তখনকার চলমান গবেষণামূলক কাজটি পাশে সরিয়ে রেখে আমরা 'সরল শব্দার্থকোষ' সংকলনের কাজে হাত লাগাই। মাস দুয়েক সে কাজ করার পরে আমরা বুঝতে পারি, ঐ কাজ সম্পূর্ণ করা অসম্ভব যদি না মূল গবেষণামূলক কাজটি শেষ করে ফেলা যায়। সমস্যাগুলি সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই এবং পুনরায় মূল কাজে হাত লাগাই। ২০০৯ ও ২০১১ সালে আমাদের সেই মূল গবেষণামূলক

কাজ 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' নামে প্রকাশিত হয়ে যায়। কিন্তু ততদিনে আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে এতই বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ি যে, ঐ 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'ক্লান্তি মোদের ক্ষমা করো প্রভু' বলে আমরা আমাদের শেষ প্রার্থনা জানিয়ে দিই। ফলত, ইতোপূর্ব্বে দু'মাস ধরে করে রাখা 'সরল শব্দার্থকোষ' গ্রন্থটিতে হাত দেওয়ার আশা ছাড়তে হয়।

কিন্তু আমরা ছাড়লেই তো ছাড়া হয় না, যিনি ছাড়া-ধরার মালিক সেই পরমাপ্রকৃতির অনুমোদন লাগে। তাঁর ইচ্ছায় ভুবনবিহারী গোষ্পদে ডোবে, পঙ্গু গিরি লঙঘন করে। তাঁর কৃপায় ৮৩ বছরের বৃদ্ধ শয্যাশায়ী রবি চক্রবর্তী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন; তাঁরই কৃপায় চিকিৎসাবিভ্রাটে ব্যতিব্যস্ত এবং আর্থিক সমস্যাদিতে জেরবার কলিম খান একসময় নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলেন। ২০১২ সালের জুন মাস থেকে 'সরল শব্দার্থকোষ' গ্রন্থের কাজে পুনরায় হাত লাগানো সম্ভব হল। সেই কাজের ফল আজকের এই 'সরল শব্দার্থকোষ'। কী আছে এই কোষগ্রন্থে?

■ সরল শব্দার্থকোষ-এর বিষয়

সালোক-সংশ্লেষ করে গাছেরা। কীভাবে করে, কোনো গাছ তা বলে দিতে পারে না। উদ্ভিদবিজ্ঞানী সেটি আমাদের বলে দেন। একইভাবে, নিজ নিজ মনোভাব পুরে দিয়ে শব্দ লেনদেন করে কথাবার্ত্তা বলেন জনসাধারণ। কীভাবে করেন, কোনো সাধারণ ভাষাভাষীর পক্ষে তা বলে দেওয়া সম্ভব নয়। ভাষাবিজ্ঞানী সেটি আমাদের বলে দেবেন, এই ভেবে আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁদের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, কোন নিয়মে মানুষ শব্দের ভিতরে অর্থ (মনোভাব) প্রবেশ করান এবং নিষ্কাশন করেন, সেকথা তাঁরাও বলতে পারছেন না। সমগ্র প্রচলিত ভাষাতত্ত্ব ঘেঁটে আমরা জানতে পারি — ভাষা দু-পায়ে চলে, তার একটি পা হল শব্দের পাশে শব্দ গাঁথার নিয়ম; আর একটি পা হল, শব্দে মানে ঢোকানো ও বের করার নিয়ম। প্রথম নিয়মটি একালের ভাষাতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন; সে ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের বৈয়াকরণ পাণিনির উপর নির্ভর করে সবচেয়ে সফল হয়েছেন চমস্কি সাহেব। কিন্তু দ্বিতীয় নিয়মটি অনেক চেষ্টা করেও কেউ বুঝে উঠতে বা আবিষ্কার করতে পারেননি। ফলে প্রচলিত ভাষাতত্ত্ব চলছে খোঁড়া হয়ে, একপায়ে। তাঁরা ঘোষণা করে দিয়েছেন, শব্দের ভিতরে মানে ঢোকানোর ও বের করার কোনো নিয়ম নেই; এটি একটি নিয়মহীন খামখেয়ালি ('আর্বিট্রারি') ব্যাপার। আর, সেকথাই মেনে নিয়েছেন বিশ্বের সব ভাষাবিদ, এমনকি আধুনিক ভারতীয় ও বঙ্গীয় ভাষাবিদগণও।

আমাদের কিন্তু নিয়মটি জানার একান্ত প্রয়োজন পড়েছিল। এবং সুদীর্ঘ চেষ্টার পর বাংলাভাষীর মনোভূমির অভ্যন্তরে প্রবাহিত ফল্গুধারার ন্যায় সেই নিয়মটি একদিন অকস্মাৎ দেখা দিয়ে কলিম খানকে সচকিত করে দেয়; এবং সেকথা তিনি প্রবন্ধাদি লিখে সবাইকে জানাতে থাকেন। রবি চক্রবর্তী নিজের মতো করে এরই সন্ধানে ছিলেন; তিনি কলিম খান-এর প্রবন্ধে এই নিয়মটি দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন — 'ইউরেকা! এটাই তো খুঁজছিলাম।'

ক্রমে দুজনে হাত লাগিয়ে নিয়মটিকে সম্পূর্ণ রূপে উদ্ধার করার চেষ্টা চালাতে থাকেন তাঁরা। তার মধ্যে এসে গেল অভিধান রচনার দায়িত্ব। ভালই হল। প্রাপ্ত সেই নিয়মের যাথার্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য বাংলাভাষার সকল বর্ণ ও বর্ণের অভ্যন্তরে বিরাজিত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থকে সকল ক্রিয়াপদের মূল ধরে ধরে গবেষণা করে বের করে আনা গেল। সুদীর্ঘ সেই তিতিক্ষা ও আনন্দের কথা আমরা সবিস্তারে আমাদের 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' গ্রন্থে বলেছি। কিন্তু সে তো বিশাল গবেষণা গ্রন্থ! সাধারণের ব্যবহারের জন্য এই নিয়মে রচিত সরল সহজ শব্দার্থকোষের দাবি তো পূর্ণ করা যায়নি। সেই আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

'সরল শব্দার্থকোষ' রচনার কাজ করতে গিয়ে একে 'সম্পূর্ণ' বাংলা অভিধান করার দুঃসাহস আমরা করিনি। বাংলাভাষায় শব্দের মোট সংখ্যা কত, কেউ তা জানেন না। তা নিয়ে কেউ কোনো কার্য্যকরী গবেষণা করেছেন বলেও শুনিনি। আমরা তা করতে গিয়ে দেখি, বাংলাভাষী জনসাধারণের মনের গভীরে বাংলাভাষার শব্দসৃষ্টির বিশাল বিশাল বারোটি কর্ম্মশালা[১] রয়েছে এবং সেগুলির সবগুলিই অত্যন্ত সজীব, সক্রিয় ও সচল। সচল বলে রোজই নতুন নতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে; আজও। সচল বলেই সাধারণ বাংলাভাষী আজও 'ঝপাং', 'পুঁচকে ঝলক', 'সটাসট-ফটাফট' ... প্রভৃতি অজস্র শব্দ প্রয়োজন হলেই বানিয়ে নিতে পারেন; কিন্তু কীভাবে বানান, তা তাঁরা কিছুতেই আপনাকে 'ভাষাবিজ্ঞানসম্মতভাবে' বলে দিতে পারবেন না। বলে দেবেন প্রকৃত ভাষাবিজ্ঞানী, বলে দেবে বাংলাভাষীর মনের গভীরের ঐ বারোটি কর্ম্মশালা[১]। আমরা যতদূর জানি, বিশ্বের অন্য কোনো ভাষায় এতগুলি 'মানবমনের গভীরের শব্দসৃজন কর্ম্মশালা' একসঙ্গে ব্যবহার হয় না। ইংরেজিভাষীগণ ব্যবহার করেন কার্য্যত চারটি। সেকারণে বাংলাভাষায় শব্দসংখ্যা ইংরেজির চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি, এককথায় অগণ্য।[১] আমাদের পূর্ব্বসূরী অভিধানকারগণ বাংলাভাষীর মুখে প্রচলিত অধিকাংশ বাংলা শব্দকে বাদ দিয়ে মাত্র ৭০-৮০ হাজার শব্দের অভিধান সংকলন করেছেন।

কিন্তু আমাদের দুজনের কাজ তো 'সংকলন' নয়, যে, এখান-সেখান থেকে পড়ে বা শুনে এক একটা শব্দের মানে সংগ্রহ করে টুকে দিলাম, হয়ে গেল! আমাদেরকে তো এক একটা শব্দের ভিতরে কী মানে আছে, সেটি সেই শব্দের ভিতর থেকে বের করে এনে বলে দিতে হবে। সে কাজ করতে হলে প্রথমে শব্দার্থের নিয়মটি বলে দেওয়া দরকার; তারপর তার প্রয়োগ দেখানো দরকার। তাহলে পাঠকপাঠিকা নিজেরাই বাংলাভাষার সমস্ত শব্দের অর্থ নিজেরাই বের করে নিতে পারবেন। এই কোষগ্রন্থে আমরা সেরকমই করেছি। **অ** থেকে **হ** পর্যন্ত সকল বর্ণের অর্থ দিয়ে তত্তদ বর্ণের সৃষ্ট শব্দসমূহকে বর্ণানুক্রমিকভাবে কোষগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছি, তাও মোটামুটি প্রচলিত ও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ শব্দগুলিকে। তার পর প্রতিটি শব্দের ভিতর থেকে তার অর্থটিকে নিষ্কাশন করে বাক্যের সাহায্যে তা প্রকাশ করেছি। যেক্ষেত্রে একটি বাক্যে শব্দটির অর্থ স্পষ্ট হয়নি, সেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক বাক্য ব্যবহার করেছি। পাশে প্রচলিত শব্দার্থের দু-চারটি নমুনা দিয়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি সমস্ত বাংলা শব্দের একটি সম্পূর্ণ অভিধান লেখা সম্ভব নয়। উত্তর হল, আগে সম্ভব ছিল না, এখন সম্ভব। এখন আন্তর্জাল রয়েছে। তাতে চলমান একটি ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থকোষ খুলে ফেলা যেতে পারে। আগ্রহী বাংলাভাষীগণ তাতে যোগ দিলে এবং নিত্যনতুন শব্দের যোগান চালিয়ে যেতে থাকলে একদিন সেই শব্দার্থকোষ **পরিপূর্ণ** হওয়ার জন্য চালু থাকতে পারবে। কিন্তু তার জন্য তো লোকবল অর্থবল এবং শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য চাই। কিঞ্চিৎ মানসিক সামর্থ্য ছাড়া আর তো আমাদের দুজনের কিছুই অবশিষ্ট নাই। তাই সে চেষ্টা আমরা করিনি।

■ শব্দ-এর ভিতরের অর্থ জানবেন তো অপবিশ্বাস ও ভীরু-ভাবনাসমূহ ত্যাগ করুন

এক) অনেকের মতো আমাদের দুজনেরও এতকাল বিশ্বাস ছিল যে, জনসাধারণ বোকাসোকা; তাঁরা **চন্দ্র** উচ্চারণ করতে পারেন না বলে **চাঁদ** বলেন। ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে শব্দের ভিতর থেকে শব্দের মানে উদ্ধার করতে গিয়ে আমাদের ঐ-প্রকার আত্মগরিমা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি, ভাষার প্রকৃত সম্পদকে সজীব-সপ্রাণ অবস্থায় ধরে রেখেছেন গ্রামের মানুষ, বিশেষত মেয়েরা, স্কুল-কলেজে না-পড়া তথাকথিত অশিক্ষিত আকাট-মূর্খেরা (আন্‌কাট ডায়মন্ডেরা), ধরে রাখেন সমস্ত বাংলাভাষী শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণ (অ্যাকাডেমি-শিক্ষায় অতি-উচ্চশিক্ষিত ও যন্ত্রে বা **বুদ্ধির-ঢেঁকি**তে পরিণত অতি অল্পসংখ্যক অতিবিদ্বান বাদে)। কাকু, দাদু, গড়িমসি, পোড়ামুখী, ভালোবাসা, চামচা, চাটনী, ছিটকিনি, ভাঙানী, ঢলানী, ঢালাও, বুদ্ধির ঢেঁকি ... এরকম শত শত আধুনিক এবং শতকরা একশোভাগ ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দ জনসাধারণই সৃষ্টি করেছেন, প্রচলিত রেখেছেন; কোনো অতিবিদ্বান পণ্ডিতে করেনি। তাঁরা আদৌ যদি কোনো শব্দ সৃষ্টি করেন, (যথা, 'অস্মিতা', 'আস্তিক্যবোধ', 'প্রাতিস্বিকতা' প্রভৃতি) তবে সে শব্দকে টবের ফুলগাছের মতো পরিচর্য্যা করে বাঁচাতে হয় নিজেদের আলাপ-আলোচনায় লেখাযোখায় বারংবার ব্যবহার করে; অন্যথায় সে শব্দের মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু জনসাধারণ যে শব্দ সৃষ্টি করেন তা প্রকৃতির গাছপালার ন্যায় নিজেই বেঁচে থাকে। এ বিষয়ে অগণিত তথ্য দেওয়া যেতে পারে। আমরা এখানে একটি মাত্র উদাহরণ ও তার ব্যাখা দিয়ে পরবর্ত্তী বিষয়ে চলে যাব।

আগের দিন পাড়ায় কোনো কুকর্ম্ম করতে গিয়ে ধরা পড়ে দু-চারটে চড়-চাপড় জুতো ছাতার মার খেয়েছে যে ছেলেটি, পরিবারের মা-মাসিমারা তাকে বলেন 'মুখপোড়া'। কিন্তু মুখ তো তার সম্পূর্ণ অক্ষত আছে, পোড়েনি। তাহলে কেন মায়েরা তাকে 'মুখপোড়া' বলেন? প্রায় একই ধরনের আরও বহু শব্দ তাঁরা ব্যবহার করেন; যথা, গা-জ্বলা বা গাত্রদাহ, মাথামোটা, কানকাটা, বুকফাটা, ঠোঁটকাটা, পোড়াকপালী, ঘর-জ্বালানী, ঘর-ভাঙানী ... ইত্যাদি। সবাই বোঝেন, এই শব্দগুলির বিশেষত্ব হল, দৃশ্য অর্থে এগুলি কথিত বা গৃহীত হয় না। মা-মাসিমারা যখন ছেলেটিকে 'মুখপোড়া' বলছেন, তখন তাঁরা নিজেরাও খুব ভাল করেই জানেন যে, ছেলেটির দৃশ্য মুখটি অক্ষত আছে। তাহলে তাঁরা তাকে 'মুখপোড়া' বলছেন

কেন ? বলছেন এই জন্য যে, ছেলেটির ভাবমূর্ত্তির মুখটি পুড়ে গেছে। তার মানে, সব মানুষের যে একটি করে ভাবমূর্ত্তি রয়েছে, প্রত্যেক মানুষ যে তার ভাবমূর্ত্তিটাও বয়ে বেড়ায়, এই কথাটা ঐ মা-মাসিমারা অব্যক্তভাবে জানেন। জানেন বলেই ঐ ধরনের শব্দ তাঁরা অনায়াসে প্রয়োগ করে ফেলেন; কোনো অসুবিধাই হয় না তাঁদের। আমরা যারা নিজেদেরকে খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান ভাবি, তাঁদের মনে রাখা ভাল, সাধারণ বাংলাভাষী মূর্খ (?) নরনারীর মনের গভীরে যে বারোখানি বিশাল বিশাল শব্দসৃষ্টির কর্ম্মযজ্ঞ চলছে, তার ধারণ ও সৃজন ক্ষমতা অসীম। আমরা, যারা একালের কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করতে গিয়ে আমাদের মনের গভীরের ঐ কর্ম্মশালাগুলি ধ্বংস[২] করে ফেলেছি, আমরা যেন এবার একটু সংযত হই; সাধারণ বাংলাভাষীর কাছে, বাঙালী মেয়েদের কাছে অবনত মস্তকে দাঁড়াই। কেননা, বাংলাভাষার প্রকৃত সম্পদ সজীবভাবে বহন করছেন তাঁরাই; মনের ভিতরে বাংলা শব্দ সৃজনের বারোটি কর্ম্মশালা এখনো সক্রিয় রেখেছেন তাঁরাই। জনসাধারণের মাধ্যমে প্রবাহিত বাংলাভাষার এই ধারা এখনও এতই প্রবল যে, শুধুমাত্র গাছ মাছ কীট পতঙ্গ শাক পাতা পশু পাখী প্রভৃতির এবং বাঙালীর ও তার গ্রামসমূহের বাংলা নামশব্দগুলির প্রকৃত অর্থ জানতে পারলেই বাংলাভাষার মূল শক্তির বা প্রকৃত সম্পদের সংবাদ জেনে ফেলা যেতে পারে। এই কোষগ্রন্থ সে ব্যাপারে পাঠকপাঠিকার চোখ খুলে দেবে, আশা করা যায়।

আরও একটি স্থানে বাংলাভাষার প্রকৃত সম্পদ রয়েছে, তবে রয়েছে নির্জীব হয়ে, মৃত হয়ে। সে হল আমাদের বাংলার মধ্যযুগের তথাকথিত বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার, যার ধ্বংসাবশেষ ভারতচন্দ্র পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ-হরিচরণে এসে ঠেকেছে। বাংলা শব্দের অর্থ জানতে হলে এই সজীব ও নির্জীব শব্দভাণ্ডারের শরণাপন্ন হওয়া দরকার।

দুই) অনেকের মতো আমরাও বিশ্বাস করতাম, দৃশ্য জগৎকে ও নানান বাস্তব কর্ম্মাদিকে বোঝানোর জন্যই মানুষ তার ভাষার শব্দসমূহের সৃষ্টি করেছে। ভাবতাম, কর্ম্মজগৎ, সমাজশাসনের জগৎ, এবং চিন্তাজগৎ — একত্রে এই তিনরকম জগতের কাজ চালানোর জন্যই মানবজাতি শব্দ ও ভাষার সৃষ্টি করেছে। আমাদের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থসন্ধান আমাদের সেই ধারণা ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখেছি, শব্দসৃষ্টির মূল প্রেরণা দৃশ্য বস্তুকে বোঝানোর চেষ্টা থেকে আসেইনি, এসেছে **অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়** বিষয় ও বস্তু থেকে। দৃশ্য জগতের পশ্চাতে (দেহের পিছনে মনের মতো), দৃশ্য জগতের চেয়ে বহুগুণ বড়, যে বিশাল অদৃশ্য জগৎ (নিয়মের জগৎ) রয়েছে, সেই অদৃশ্য জগৎই মানবজাতিকে বাধ্য করেছিল সুর, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাষা, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সৃষ্টি করে সেগুলির মাধ্যমে সমাজসদস্যদের সবাইকে সেই অদৃশ্য জগৎ বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক করে রাখতে। অর্থাৎ, অদৃশ্য জগৎই শব্দসৃষ্টির আদি প্রেরণা এবং প্রধানত জ্ঞানচর্চ্চাই শব্দ ও ভাষা সৃষ্টির মূল কারণ। ক্রমে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বসূরীরা এক একটি অদৃশ্য সত্তাকে তার ক্রিয়া দেখে তদনুসারী শব্দে চিহ্নিত করেছেন এবং দৃশ্য জগতে তার সমরূপী সমধর্ম্মী সত্তাকে সেই একই নামে সনাক্ত করে সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়ার, সচেতন বা সতর্ক করার,

চেষ্টা করেছেন। যথা, সমাজে প্রবাহিত অদৃশ্য 'আবিষ্কৃত-জ্ঞান'ধারাকে তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন **ব্রহ্মপুত্র** নামে; দৃশ্য একটি সমরূপী-সমধর্ম্মী জলপ্রবাহকেও তাঁরা সেই একই নামে শনাক্ত করে দেন। রাষ্ট্রের সঙ্গে লুকোচুরি করে যে পণ্যবিক্রয় চলত তাঁরা তার নাম দিয়েছিলেন **চম্পা**; আর, রাষ্ট্রের নীতি উপেক্ষা করে যে পণ্যকে উৎপাদন ও বিক্রিবাটা করতে হয় তাকে **কদম্ব** নাম দেওয়া হয়েছিল; সমধর্ম্মী ফুলকেও সেই একই নামে শনাক্ত করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু, যেখানে দৃশ্যজগতে কোনো সদৃশ বা সমধর্ম্মী বস্তুকে পাওয়া যায়নি সেখানে তাঁদেরকে সমরূপী-সমধর্ম্মী কাল্পনিক সত্তা সৃষ্টি করে নিতে হয়েছিল। যেমন, রপ্তানির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত পণ্যকে বলা হত **পারিজাত** ('পারে যাওয়ার জন্য জাত যে'); কিন্তু তার সমধর্ম্মী ফুল উদ্ভিদজগতে পাওয়া যায়নি; তাই 'স্বর্গীয় পুষ্প' বলে পারিজাত ফুলের নাম ঘোষিত হয়েছে। রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, কিম্পুরুষ, গরুড়, মকর, দশানন, দশরথ, রাষ্ট্র, শাখামৃগ ... প্রভৃতি এই জাতেরই অজস্র শব্দ বাংলাভাষায় আজও প্রচলিত রয়েছে।

তার মানে, শব্দ সৃষ্টি করা হয়েছে প্রধানত অদৃশ্য বস্তুকে বিষয় করে নিয়ে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার সদৃশ ও সমধর্ম্মী বস্তু বাহ্যজগতেও আছে এবং তাদের একই নামে সনাক্ত করা হয়েছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাহ্যজগতে সদৃশ বা সমধর্ম্মী কোনো বস্তু নাই, তাই ঐ নামের কোনো বস্তু বাস্তবে পাওয়া যায় না। তাহলে তো আমরা যখন শব্দের ভিতরে অর্থ দেখতে যাব, তখন তার প্রথম অর্থটিই হতে পারে অদৃশ্য জগতের কোনো সত্তার কথা; সাদৃশ্যে বা সাধর্ম্মে দৃশ্য জগতে তাকে পাওয়া যেতে পারে, না-ও পারে। ...

এই দিক থেকে যখন আমরা শব্দার্থসন্ধানে এগোই, আমরা অবাক হয়ে দেখি, আমরা দৃশ্য জগৎটিকেই কমবেশি চিনি জানি; অদৃশ্য জগৎটি যেন আমাদের নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ, যে অদৃশ্য জগৎকে চেনানো জানানোর জন্য বা জ্ঞানচর্চ্চা করার জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শব্দ ও ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন, সেই অদৃশ্য জগৎটাই বহু ক্ষেত্রে বিস্মৃতিলোকে চলে গিয়ে অধরা হয়ে গেছে; আমরা পড়ে আছি তার দৃশ্য রূপটিকে নিয়েই। ফল হয়েছে এই যে, শ্লোকের পদে পদে চরণে চরণে জ্ঞানের যে **চরণামৃত** আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রেখে গিয়েছিলেন, তা পান না করে আমরা দৃশ্য কোনো সত্তার চরণ-ধোয়া জল খেয়ে চলেছি এবং **পাদোদক-মূঢ়**তে পরিণত হয়েছি। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটিই উপায় — শব্দের অদৃশ্য বা মানসিক অর্থকে সর্ব্বাগ্রে চিহ্নিত করা এবং তারপর তার বাহ্যিক সদৃশ বা সমধর্ম্মী অর্থটি সরবরাহ করা। আমরা দেখলাম, অধিকাংশ অভিধানকারগণ শব্দের সদৃশ অর্থটিকেই প্রধান এবং বহু ক্ষেত্রে একমাত্র অর্থ হিসেবে দিয়ে গিয়েছেন। অদৃশ্য অর্থটি কেউ কেউ দু-চারটি ক্ষেত্রে দিয়ে থাকলেও হরিচরণ দিয়ে গিয়েছেন তুলনামূলক ভাবে বেশি। আমরা অদৃশ্য অর্থটিকে প্রধান অর্থ রূপে বুঝে নিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হতে পারিনি। দীর্ঘকালের বিস্মৃতি ও অব্যবহারের কারণে শব্দার্থের অদৃশ্য রূপটিকে ঠিকঠাক বুঝে তুলে আনা ও প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া, তার জন্য সর্ব্ব বিষয়ে — জীবজগৎ, জড়জগৎ, সমাজ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ... সকল বিষয়ে, যথেষ্ট জ্ঞান থাকা

দরকার। তত জ্ঞান আমাদের নেই; তার ওপর নানারকম অপবিশ্বাস ও ভীরু-ভাবনা চিন্তার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তা-সব সাধ্যমতো কাটিয়ে যতখানি পেরেছি, করেছি। শব্দের প্রকৃত অর্থের পাশে সাদৃশ্য-অর্থ সাধ্যমতো চিহ্নিত করে প্রকাশ করেছি।...

তিন) অন্য অনেকের ন্যায় আমাদেরও মনে হত, শব্দের ক) বানান; খ) বিভক্তি, প্রত্যয়, ব্যুৎপত্তি, উপসর্গ, সন্ধি, সমাস, ব্যাকরণ; গ) তৎসম, তদ্ভব, সংস্কৃতভাষা ... উরি ব্বাবা! কবে যে এগুলি থেকে মুক্তি পাব! নবম দশম শ্রেণীতে পড়তে পড়তে বারবার এরকমই মনে হত। ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থ সেই ভীতি থেকে আমাদের সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়েছে।

ক) আসলে, আমাদের বাংলা ভাষা পাঠের প্রক্রিয়া হয়ে গিয়েছে কমপিউটারে গুণ করার বিদ্যার মতো। ৭ টিপে গুণিত চিহ্ন টিপে ১২ টিপে দিলাম, হয়ে গেল ৮৪। ফলে ছেলেমেয়েরা ভুলেই যাচ্ছে যে ৭টা ১২ কিংবা ১২টি ৭ যোগ করলেই ৮৪ হয়। নামতা হল এরই 'গুহ্য' ('শর্টকাট্') প্রক্রিয়া। দীর্ঘকাল ধরে কোনো গুহ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করে লক্ষ্যপূরণ করে নিতে থাকলে লোকে পিছনের তত্ত্বটি ভুলে গিয়ে বিপদে পড়ে যায়। দক্ষনীতির এটিই সবচেয়ে বড় বিপদ। আমরা সেই বিপদে পড়ে গেছি। গুহ্য (শর্টকাট) করতে করতে তত্ত্বটাই গুপ্ত হয়ে গেছে।

আমাদের মাস্টারমশাইরা আমাদের পড়িয়েছেন, '**ক-এ আ-কার ল** = কাল', 'ক-এ **র-ফলা য** = ক্রয়'; বর্ণগুলির মানে তো বলে দেননি, **কার** ও **ফলা**র মানেও বলে দেননি, বলা ভাল, বলে দিতে পারেননি। আমরাও যন্ত্রের মতো মুখস্ত করে গেছি। তারপর এসে গেছে শাসক ইংরেজ। ইতিহাসের মারে তাদের ভাষাচর্চার মধ্যে **কার** ও **ফলা** জাতীয় কোনো ধারণাই গড়ে উঠতে পারেনি; এছাড়া অর্থপূর্ণ বর্ণের ধারণাও নাই। অনিবার্যভাবে অর্থহীন বর্ণের পাশে বর্ণ বসিয়ে যন্ত্রের মতো শব্দগুলি মুখস্ত করেই সে কাজ চালায়। কিন্তু তাতে কী! সে যে রাজা। রাজার শব্দ যদি যন্ত্রবৎ হয়, আমাদের শব্দ যন্ত্রবৎ হলে দোষের কী আছে — প্রজাদের নেতা বুদ্ধিজীবীরা ভাবেন! অতএব আধা-যন্ত্র বাংলা শব্দকে পুরা-যন্ত্র করার জন্য বাংলা শব্দের বানানের উপর শুরু হল হাতুড়ি পেটাই। সব তীরকে **তির** করে নাও, তির্য্যককে **তির্যক** করে নাও ... ইত্যাদি।

ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্ব এই যন্ত্রণার হাত থেকে আমাদের **মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছে**। সে কেবল (অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ং ঃ ঁ) ৪৬টি বর্ণের প্রত্যেকটির অর্থই সরবরাহ করেনি, **কার** ও **ফলা** শব্দের মানেও সরবরাহ করে দিয়েছে। আর, এই ৪৬টি বর্ণের অর্থ এবং **কার** ও **ফলা**র অর্থ মনে থাকলে (এবং 'সরল শব্দার্থকোষ'-এর সাহায্যে তার প্রয়োগ রপ্ত করে নিতে পারলে) আপনি যে কোনো বাংলা শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করে নিতে পারবেন। লোকে যেরকম বানানে শব্দ লিখবে, তার সেরকম অর্থই বেরিয়ে আসবে। লেখক-পাঠক নিজেরাই বুঝে যাবেন কোন বানানে লেখা শব্দ তাঁদের মনোভাব বহন ক'রে ঠিকঠাক নিয়ে যেতে পারছে। বানান ভুলের সমস্যা থেকে বাংলাভাষা মুক্তিলাভ করবে। ...

এক্ষেত্রে আমরা বললুম 'মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছে', কিন্তু 'মুক্তি দিয়েছে' এমন কথা লিখতে পারলাম না। কারণ সে তো বাস্তবে প্রয়োগের ব্যাপার। সুদীর্ঘ কাল একরকম বানানে লেখা ও পড়া রপ্ত হয়ে থাকলে সেই অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন বানানে লেখা ও পড়া অভ্যাস করতে সময় লাগবে। আমরা যেমন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থের বানান অনুসরণ করার নীতি মান্য করে এই গ্রন্থ রচনা করেছি। কোনো শব্দে তার অন্যথা দেখা গেলে বুঝতে হবে, হয় সে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, 'প্রুফ রিডিং'-এর ভুল, অথবা, সেই শব্দের ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের যুক্তিসিদ্ধ অর্জ্জন আছে।

খ) বিভক্তি, প্রত্যয়, ব্যুৎপত্তি, উপসর্গ ... এককথায় সমগ্র ব্যাকরণই আমাদের কাছেও ছিল ভয়াবহ। অর্থাৎ কিনা, তি তস্ অন্তি সি থস থ ... অচ অণ ইন ঘঞ ঢক আনি আম ইম ... প্র পরা অপ সম নি ... এসব মুখস্ত করতে হয়। এগুলির মানে কী, কেন মুখস্ত করতে হয়, তার কোনো সদুত্তর নেই কোথাও। বাংলা বা সংস্কৃত ভাষার অধিকাংশ শিক্ষকই এগুলির উত্তর জানেন না। গোটা ব্যাকরণ শাস্ত্রটাকেই সাপের মন্ত্রের বই বানিয়ে ফেলা হয়েছে। ...

ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থ আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, আসলে এগুলো সবই কমপিউটারের 'শর্টকাট-কী'-এর মতো গুহ্য প্রক্রিয়া। সন্দেহ নেই, আমাদের পূর্ব্বসূরী মনীষীগণকে দীর্ঘকাল ধরে অনেকে মিলে একনিষ্ঠভাবে ও বহু সাধনায় ঐ গুহ্য প্রক্রিয়াগুলি ('শর্টকাট-কী'গুলি) উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। ছাপাছাপি, কাগজ ... এসব তখন ছিল কল্পনার অতীত; ব্রাহ্মীলিপি সম্বল, ছাল ইত্যাদির উপর হাতেই যৎসামান্য লেখালেখি, বাকি সবই স্মৃতিতে বহন করতে হয়; গুহ্য প্রক্রিয়া তো লাগবেই। সেই উদ্ভাবনসমূহ যখন মোটামুটি স্বীকৃতি লাভ করেছে তারও প্রায় পাঁচশো বছর পরে, আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্ব্বাব্দে প্রথম পাঠ**শালা**-জাতীয় অধ্যয়ন-অধ্যাপন স্থানের প্রচলন হয়েছে '**শালা**তুরীয়' বিদ্বানদের হাতে। ...

কিন্তু গুহ্য প্রক্রিয়া বা শর্টকাট মাত্রেই এক প্রকারের যান্ত্রিকতা দোষদুষ্ট, কৃত্রিম। সেই কৃত্রিমের ব্যবহার সতর্ক হয়ে করতে হয়; মনীষীরাই বলে গেছেন। অন্যথায় কৃত্রিম সত্তাই মানুষের মাথায় উঠে তার উপর রাজত্ব করতে শুরু করে দেয়; মানুষ তখন আর যন্ত্রকে চালায় না, যন্ত্র মানুষকে চালায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 'তি' বিভক্তির মানে যে 'তারণ সক্রিয় যাহাতে', এই কথাটি বুঝলেই 'ইচ্ছতি', 'গচ্ছতি', 'ভবতি' 'উঠতি' 'পড়তি' 'বসতি' প্রভৃতি শব্দের আধখানা এমনিতেই সরল হয়ে যায়। কিন্তু বোঝাবুঝির সেই পথটাই বন্ধ হয়ে গেছে। গুহ্য সেই প্রক্রিয়ার টানা পুনরাবৃত্তি তাদের পিছন দিকের তত্ত্ব বা মানেটাকে উহ্য রাখতে রাখতে হারিয়ে ফেলে সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছে। ফলত, গোটা ব্যাকরণ শাস্ত্রটাই সাপের মন্ত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে এবং একটা বোঝায় পরিণত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ের উপর বসে তাদের মাথা খাচ্ছে। ঘাড়ের উপর বসে পড়া নরখাদককে সিন্দবাদ নাবিক যেমন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল, আমাদের ছেলেমেয়েরাও তেমনি বিভক্তি প্রত্যয়াদি সম্বলিত ব্যাকরণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেভাবেই আত্মরক্ষা করে থাকে। ...

ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধি সকল বিভক্তি প্রত্যয় উপসর্গাদির অর্থ নিষ্কাশন করে

সেগুলির ভিতরে কী রয়েছে তা সব বলে দেয়, দিয়েছে, বলার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। এবার তার সাহায্যে গুহ্য প্রক্রিয়াগুলির মানে জেনে নিয়ে ব্যাকরণকে তার যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করে ফেলা যেতে পারে। যে মুহূর্ত্তে সেটি করা যাবে, তৎক্ষণাৎ জানা যাবে যে, ভারতবর্ষীয় ব্যাকরণ শাস্ত্র হল মানবমনের গভীরে যে বারোখানি শব্দসৃষ্টির কর্ম্মযজ্ঞ চলছে, তারই শত শত হাতিয়ার ও সেই হাতিয়ার ব্যবহারের কলাকৌশল সম্বলিত একটি সেকেলে গ্রন্থ। 'সরল শব্দার্থকোষ' বর্ণানুক্রমিক শব্দের সারিতে পড়ে যাওয়া বহু বিভক্তি প্রত্যয় উপসর্গাদির অর্থ নিষ্কাশন ও নির্ব্বচন করে বাংলা ব্যাকরণের সামনে সেই মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

গ) আমাদের বাংলাভাষায় নাকি প্রচুর পরিমাণে তদ্ভব, তৎসম, সংস্কৃত শব্দ আছে। এই সব 'তৎসম' 'তদ্ভব' 'সংস্কৃত' শব্দগুলি শুনলেই কৈশোরের ভীতি ফিরে আসে। স্কুলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে ভয় পায়নি, এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যল্প। আমরাও কমবেশি পেতাম। তার লিপি, তার উচ্চারণ, সবই কেমন সেকেলে রাগী-রাগী আঁধারের গন্ধ ছড়াত। ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থ কেবল এই যন্ত্রণা থেকে আমাদের মুক্তির পথই দেখায়নি, জরাগ্রস্ত প্রচলিত সংস্কৃত-ভাষাচর্চ্চাকেও মুক্তিপথের নিশানা দেখিয়ে দিয়েছে।

ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধি প্রথমেই জানায় যে, সংস্কৃত ভাষা মানুষের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাষা নয়; বাংলা বা ইংরেজির মতো কোনো জাতি অনাদিকাল থেকে এই ভাষাকে বহন করে আজ অবধি আনেনি। সংস্কৃত হল বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম 'মানভাষা' (standard language), যা প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা বহু সাধনায় বানিয়েছিলেন এবং জ্ঞানচর্চ্চা ও কর্ম্মজগৎ চালানোর কাজে ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন। সেই ভাষার সবচেয়ে বড় গৌরব এই যে, মানুষের মুখনিঃসৃত ভাষার পিছনে যে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক অমোঘ বৈজ্ঞানিক নিয়ম সক্রিয় রয়েছে, সংস্কৃতকারগণ সেই নিয়মটি বুঝে নিয়ে পরিপার্শ্বে প্রচলিত ভাষাগুলি থেকে উপাদান আহরণ করে এবং তাদের ঐ বৈজ্ঞানিক নিয়মে **সংস্কার** করে সংস্কৃত ভাষাটি বানিয়েছিলেন। আর, তার সবচেয়ে বড় অগৌরব এই যে, কৃত্রিম ও দক্ষনীতিনির্ভর হওয়ার কারণে তা স্বভাবতই মজা নদীতে পর্য্যবসিত হয়েছে এবং ক্ষমতার বাহক হওয়ার কারণে বহু ক্ষেত্রে তা ক্ষমতাহীন জনসাধারণের উপর বোঝার মতো চেপে বসেছে এবং জনসাধারণের পক্ষে বিরক্তিকর হয়েছে।

তার মানে, সংস্কৃতের মূল শক্তি ও গৌরব ছিল তার ভিতরের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক নিয়মাবলী; আধুনিক সংস্কৃত ঠিক সেখান থেকেই বিচ্যুত হয়ে প্রতীকী ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার মতো হয়ে গেছে। হিব্রু ভাষার বিরুদ্ধে ঠিক এই অভিযোগটিই তুলেছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড বোহম। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাভাষা তার স্বর্ণযুগে ('মধ্যযুগে') মৃত সংস্কৃতের মূল শক্তি ও গৌরব আত্মসাৎ করে নিয়ে সচল হয়ে যায়। সেই শক্তি ছিল বলেই বাংলাভাষায় এই ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবোধ অর্জ্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ শক্তি সক্রিয়ভাবে অন্য কোনো ভাষার ব্যবহারিক জগতে সমপরিমাণে নাই।

চার) বাংলাভাষায় বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ নিয়ে 'আধুনিক' ভাষাবিদগণের বাগজাল

বিস্তারের শেষ নেই। একদল ভাষাবিদ আছেন, যাঁরা পারলে সব বাংলা শব্দকেই বিদেশী শব্দ হিসেবে দেখিয়ে দিতে পারলে মনে শান্তি পান। এ বিষয়ে জনসাধারণের হেলদোল দেখা যায় না। তাঁরা মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনে যে শব্দকে হাতের কাছে পান তাই ব্যবহার করে বসেন, অন্যথায় নতুন শব্দ বানিয়ে ফেলেন। জাতবিচারের মতো তাঁদের কোনো দেশী-বিদেশী বাছবিচার নেই, থাকে না। ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধির গবেষণা জানিয়ে দেয় যে, বিশ্বের সকল ভাষার উৎস একটিই। দশ-বিশ প্রজন্ম পরে তাদের মধ্যে দূরত্ব ঘটলেও বহু ক্ষেত্রে এখনো সাদৃশ্য-সাধর্ম্য রয়েছে; ভাই-বেরাদর বলে কথা, থাকবে নাই বা কেন! রয়েছে বলেই অন্য ভাষার শব্দকে স্বজাতীয় মনে হলেই গ্রহণ করে নিতে জনসাধারণের বাধে না, বাধেনি। বাংলাভাষার আত্মস্থ করে নেওয়া আরবী ফারসী শব্দের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সেগুলি বাংলা শব্দের স্বভাবের (উচ্চারণ ও অর্থের) খুব কাছাকাছি, এবং সেজন্যেই সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই বাংলাভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এরকম বহু শব্দের ক্ষেত্রে এই অঙ্গীভবন এতই ঘনিষ্ঠ ও গভীর যে, সেগুলিকে অন্য ভাষার শব্দ বলে মনেই হয় না। এমনকি, বাংলাভাষার ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মেই সেই শব্দগুলির অর্থ নিষ্কাশন করা যায়। বহু আরবী ফারসী উর্দু হিন্দি শব্দের ক্ষেত্রে আমরা সেটাই করেছি। এমনকি দু-চারটি ইংরেজি শব্দের ক্ষেত্রেও আমরা একই নীতি গ্রহণ করেছি। মোট কথা, যে শব্দের ভিতর থেকে বাংলাভাষার ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক নিয়মে তার অর্থ নিষ্কাশন করা গেছে, তাকেই আমাদের এই শব্দার্থকোষের অন্তর্ভুক্ত করেছি; জনসাধারণ যেমন দেশী-বিদেশী বাছবিচার করেন না, আমরাও করিনি। ...

■ শব্দার্থের মূলতত্ত্ব

এবার আমরা ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্বের মহাবিজ্ঞান বা দর্শন (সায়েন্স অফ অল সায়েন্সেস) বিষয়ে অনুপ্রবেশ করব। অনেকেই মানবেন, দৃশ্য বা অদৃশ্য **অস্তিত্বে**র বিষয়ে বলার জন্যই শব্দ অর্থাৎ শব্দকণা বা বর্ণের (অর্থপূর্ণ ধ্বনির) উদ্ভব। **অস্তিত্ব** মাত্রেই পুরুষ-প্রকৃতির 'দ্বৈত কিন্তু অদ্বৈত' বা দ্বৈতাদ্বৈত (two in one) রূপ; বিবেকানন্দের মতে, বিশ্বের জ্ঞানব্রতীদের সেটিই সর্ব্বোচ্চ অর্জ্জন। সেই **অস্তিত্ব**সকল নিয়েই বাস্তব, বাস্তব ঘটনাবলী। আর, বাস্তবে যা ঘটে, শব্দ (অর্থপূর্ণ ধ্বনি) তাকে তদ্রূপে প্রকাশ করে থাকে। বর্ণ বা অক্ষর তারই লিপিরূপ। কীভাবে শব্দ তা সব করে, তার অঙ্কটি, আমাদের বিচারে এইরূপ —

অস্তিত্ব = পুরুষ-প্রকৃতির সমুচ্চিত চলন; (দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত কিন্তু অদ্বৈত, two in one)
বা, অস্তিত্ব = আধেয়-আধারের সমুচ্চিত চলন; (content ও form-এর সমুচ্চিত চলন)
বা, অস্তিত্ব = ক্রিয়া-ক্রিয়াকারীর সমুচ্চিত চলন; (action ও actor-এর সমুচ্চিত চলন)
বা, অস্তিত্ব = আধেয়রূপী (দ্রুত) ক্রিয়া ও আধাররূপী (শ্লথ) ক্রিয়ার সমুচ্চিত চলন;
বা, অস্তিত্ব = ক্রিয়ার পরিমাণ ও ক্রিয়াধারীর কম্পনের সমুচ্চিত চলন;
বা, অস্তিত্ব = ক্রিয়া-ধ্রুবক দ্বারা মাপিত মোট ক্রিয়া ও তজ্জাত কম্পনধারীর সমুচ্চিত চলন;

বা, অস্তিত্ব = ক্রিয়া-ধ্রুবক ও কম্পনধারীর সমুচ্চিত চলন;
বা, E (existence) = hf; (পদার্থবিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্কের তত্ত্বটি স্মরণ করুন)।
অতএব : —

বর্ণ (অর্থপূর্ণ ধ্বনি) = ক্রিয়া ও সেই ক্রিয়াধারীর সমুচ্চিত চলন;
বা, বর্ণ (অর্থপূর্ণ শব্দকণ) = ক্রিয়া ও সেই ক্রিয়াধারীর (বিশেষ্যের) সমুচ্চিত চলন;
বা, বর্ণ (অক্ষর) = ক্রিয়া ও তাহার ক্রিয়াধারী সক্রিয় থাকে যাহাতে;
বা, বর্ণ : ● বরকরণ (আবরণকারীকে সসম্মানে গ্রহণ করা) চলমান যাহাতে; অথবা, ক্রিয়ার আধার রূপে স্বভাবত বরেণ্য যে; কিংবা, শব্দ, সুর, রূপ (রঙ), সমাজ ... প্রভৃতির প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ম্মাধিকারে বিশেষ বিশেষ একক রূপে বরেণ্য যে; অথবা, ধ্বনির উড়ন্ত মাদুর-স্বরূপ যে সত্তা বিশেষ ক্রিয়াকে উপরে বসাইয়া লইয়া উড়িয়া চলিয়াছে; কিংবা, বিশেষ আবেগের উৎসারকে বিষয়ীকৃত করিয়া যে সুরের ধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে; অথবা, যে রঙের কণা বিশেষ বোধের রূপকে বিষয়ীকৃত করিয়া আভাসিত হইয়া থাকে; কিংবা, যে মানবগোষ্ঠী সমাজদেহের বিশেষ কর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে ধারণ করিয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিয়া থাকে। / যাহার দ্বারা রঞ্জন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▫ অক্ষর, শব্দাংশ, সপ্তসুর, সপ্তরং, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ; বর্ণনা করা, বিবৃত করা, সবিস্তর বলা বা লেখা, রূপগুণ ব্যাখ্যা করা।

এই তত্ত্বকথাকে খুব সহজ করে বললে বলতে হয়, মানুষের ভাষার শব্দের প্রতিটি বর্ণের ভিতরে এক বা একাধিক ক্রিয়া ও তার ক্রিয়াকারী সক্রিয় থাকে; তাদের ঠিকঠাক চিহ্নিত করতে পারা ও বলে দেওয়াকেই সেকালের শব্দার্থতত্ত্ববিদগণ বলতেন 'নির্ব্বচন করা'। আমরা সেই কাজটিই করার চেষ্টা করেছি। এই গ্রন্থে প্রতিটি বর্ণের শুরুতে বর্ণের ভিতরে কী অর্থ রয়েছে, সেটি বলে দিয়ে তার প্রয়োগ দেখানোর চেষ্টা করেছি।

■ কথাশেষে

আগেই বলেছি, আজকের বিশ্বে যত রকমের অভিধান ও শব্দার্থকোষ লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে, এই শব্দার্থকোষ তাদের সকলের থেকে আলাদা। এই কোষগ্রন্থে শব্দের মানে দেওয়া হয়েছে, শব্দের ভিতরে যে মানে থাকে, সেটি উদ্ধার ক'রে, নিষ্কাশন ক'রে, নির্ব্বচন ক'রে।

কেন একালের প্রচলিত অভিধানগুলিতে শব্দের ভিতর থেকে শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করা হয় না, তার সংক্ষিপ্ত কারণ হল, ঐ অভিধানকারগণ পশ্চিমের ভাষাতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশ্বাস করেন, শব্দের ভিতরে শব্দের মানে নাই, থাকে না; বিশেষ শব্দের বিশেষ মানের বা অর্থের ব্যাপারটি মানুষের পূর্ব্বপুরুষদের খামখেয়ালি (আর্বিট্রারি) নিয়মহীন আচরণ মাত্র। কেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গাছকে গাছ, ইংরেজের পূর্ব্বপুরুষেরা tree-কে tree বলতে গেলেন, তা নাকি কেউ জানে না, তাঁরাও জানেন না।[৩] কিন্তু কথা হল, নিয়ম ছাড়া এই বিশ্বে কিছুই ঘটে না; একথা তাঁরাই বলেন। অথচ, এক্ষেত্রে নিয়মটি তাঁরা দেখতে পাননি বলে,

নিয়মটি নেই, এ ফতোয়া দিয়েছেন তাঁরাই এবং মানুষের পূর্ব্বপুরুষকে পরোক্ষভাবে 'নিয়মজ্ঞানহীন', 'খামখেয়ালি' বলে গাল পেড়েছেন। পশ্চিমের ভাষাতত্ত্বের এই অনাচার বহুকাল থেকে চলে আসছে। বলতে কী, প্লেটোর আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যের ভাষাতত্ত্বে এইরূপ নিজেদেরকে জ্ঞানী ভাবা ও পূর্ব্বপুরুষদের বোকা বলে পরোক্ষে গালি দেওয়া আজও রাজত্ব করে আসছে। মোটকথা, শব্দার্থ বিষয়ে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব একেবারেই অন্ধ। এসব কথা আমরা আমাদের পূর্ববর্ত্তী গ্রন্থগুলিতে অনেকবার বিস্তারিতভাবে জানিয়েছি।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ কিন্তু বহু প্রাচীন কাল থেকে জানত যে, শব্দের ভিতরেই শব্দের মানে থাকে। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শব্দার্থতত্ত্বের গ্রন্থ ভারতের **যাস্ক**-রচিত **নিরুক্ত**তেই এই নীতির কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল। পরবর্ত্তী কালের ভারতবর্ষীয় অভিধানকারগণ সেই নীতিই কমবেশি অনুসরণ করে তাঁদের কোষগ্রন্থ ও অভিধানসমূহ লিখে রেখে গেছেন। বাংলায় এই ভাষাজ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ ঘটেছিল পাঠান রাজত্বের ছত্রছায়ায়, তথাকথিত মধ্যযুগে — শ্রীচৈতন্যের কালে, মঙ্গলকাব্যে, কৃত্তিবাস-কাশীরাম ও হিন্দু-মুসলিম পদকর্ত্তাদের হাতে। কিন্তু ভারতে ইংরেজের শাসনকালে আধুনিক বাংলাভাষার পণ্ডিতগণ, নানা অনিবার্য সামাজিক ঐতিহাসিক কারণে, তাঁদের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত শব্দার্থতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার নিজেরাই অনেকটা বিস্মৃত হয়ে যান। তার ফলে, একদিকে তাঁরা যেমন জনসাধারণের মাধ্যমে প্রবহমান বহুকাল ক্রমাগত ঐতিহ্য ও ভাষার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হন এবং প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি ও মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর মানে বুঝবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভুল শব্দার্থতত্ত্বের বিপরীতে নিজেদের মহান শব্দার্থতাত্ত্বিক উত্তরাধিকারকে খাড়া করতেও ব্যর্থ হন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা, আশীর্বাদ ও সক্রিয় আনুকূল্যে শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' গ্রন্থটি প্রণয়ন করে সেই শব্দার্থতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেন না। অতঃপর, তাঁদের সেই অতীতহারা বাংলাভাষা অধঃপতনের চূড়ান্তে পৌঁছায় স্বাধীনতা-উত্তর কালে। ...

আমরা সেই প্রাচীন ভারতীয় শব্দার্থতত্ত্বকে উদ্ধার করে তাকে তার দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আজকের বিশ্বে প্রচলিত কোনো অভিধান বা শব্দকোষ কোনো দর্শন বা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; সবই ছন্নছাড়া অন্ধ প্রতীকী-অর্থসংগ্রহ মাত্র, নিয়মনীতিহীন, অবৈজ্ঞানিক। আমাদের এই কোষগ্রন্থ কিন্তু সুস্পষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে আগাগোড়া প্রতিটি শব্দের অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করে গেছে। যে মূল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে তা করা হয়েছে, তার কথা উপরে **মূলতত্ত্ব** অংশে আলোচিত হয়েছে।

আমাদের নিবেদন এই যে, আমাদের অজস্র ভুল থাকতে পারে, কিন্তু একটি কথা একশো শতাংশ নির্ভুল যে, মানুষের ভাষার শব্দের বা উচ্চারিত ধ্বনির (বর্ণের) ভিতরেই শব্দের মানে আছে, থাকে; এবং তাকে সচেতনভাবে শব্দ ও বর্ণের ভিতর থেকেই নিষ্কাশন করে আনা এবং বাক্যের সাহায্যে নির্ব্বচন করাই শব্দার্থতত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা সেই কাজ সাধ্যমতো করার চেষ্টা করেছি।[৪]

শব্দার্থতত্ত্বের এই নবাবিষ্কৃত পদ্ধতি স্বভাবতই বিপুল সৃষ্টিশক্তির এক অনন্ত অমৃতভাণ্ডার। ধ্বংসের মহাশক্তি যেমন আণবিক শক্তি, সৃষ্টির (মানুষের মানসিক সৃষ্টির) মহাশক্তি তেমনি এই শব্দাণুশক্তি (বর্ণশক্তি, অর্থময়-ধ্বনিশক্তি, শব্দব্রহ্ম)। আণবিক-বোমার শক্তি যেমন বাহ্য-অণুর ভিতরে কী আছে তা দেখতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তেমনি মানসকণার বা বাক্যের শব্দকণার (বর্ণের) ভিতরে কী আছে তা দেখতে গিয়ে বেরিয়ে আসে এই মানসিক মহাসৃষ্টির শক্তি। শব্দকণার বা বর্ণের সেই দর্শন প্রয়োগ করেই এই শব্দার্থকোষ গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে। আমরা নিশ্চয় করে ঘোষণা করছি, যে পাঠক-পাঠিকা এই গ্রন্থ পাঠ করতে করতে শব্দের অন্দরমহলে যাওয়ার ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থসন্ধান প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হতে হতে খানিকটা হলেও এই বর্ণদর্শন আত্মস্থ করে নিতে পারবেন, বর্ণ-বিদারণের কলাকৌশল আয়ত্ত করে নিতে পারবেন, অসীম মানসিক সৃষ্টিশক্তির অধিকারী /অধিকারিণী হওয়া থেকে কেউ তাঁদের আটকাতে পারবে না।

পাদটীকা

১. এই 'সরল শব্দার্থকোষ' গ্রন্থের সঙ্গে 'বাংলা বাঁচলে সভ্যতা বাঁচবে' নামে একটি পুস্তিকা একসাথে প্রকাশিত এবং কোষগ্রন্থটির সঙ্গে বিনামূলে প্রদত্ত হয়েছে। তাতে তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে। তার মধ্যে একটি প্রবন্ধের নাম 'বাংলা ভাষার সম্পদ কোথায়'। সেখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সহজ কথায় বারোটি কর্মশালা বলতে বোঝায়, ভাষায় নূতন শব্দসৃষ্টির নানান বিজ্ঞানসম্মত রীতি বা কৌশল।

২. আমাদের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলি, এককথায় অ্যাকাডেমিগুলি যে যন্ত্র (বা বলদ) তৈরির কারখানা মাত্র এবং খুবই খারাপ, সেকথা আমাদের বহুবার বলে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আমাদের 'অবিকল্পসন্ধান : বাংলা থেকে বিশ্বে' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ইতোপূর্বেই করেছি। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলা চাই যে, জ্ঞানকে সহস্র বিদ্যায় বিভাজিত করে আজকের কুবের-শাসিত যুগের অ্যাকাডেমি নামক ডাইনী আমাদের সন্তানদের ডাকতে থাকে। তাতে ঢুকে গিয়ে একটি ছেলে যত উচ্চশিক্ষিত হয়, ততই একটি বিদ্যায় দক্ষ ও ৯৯৯টি বিদ্যায় মূর্খ হতে থাকে সে এবং সেকথা সে নিজের মুখেই বলতে থাকে — 'রসায়নে মাস্টার ডিগ্রি করেছি, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারি; ভাষাতত্ত্ব বা ইতিহাস বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না' ... ইত্যাদি। অর্থাৎ, সে যে একটি বিষয়ে পণ্ডিত বাকি ৯৯৯টি বিষয়ে মূর্খ, সেকথা সে নিজেই ঘোষণা করতে থাকে। কেবল তাই নয়, যত উচ্চশিক্ষিত হয়, ততই সূর্য্যালোক-বিচ্ছিন্ন (স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জ্ঞানবিচ্ছিন্ন) ও বিজলী-বাতিনির্ভর (দক্ষবিদ্যা নির্ভর) হয়ে যায়; ততই তার মনের ভিতরের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক শব্দসৃজন কর্ম্মশালাগুলি নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। যে কারণে, নতুন কিছু দেখলে এবং তার নাম বলে না দিলে গ্রাম্য বাংলাভাষী মেয়েরা পর্যন্ত যখন একটা নতুন শব্দ বানিয়ে ফেলতে পারে [আমাদের হাতে যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল 'গাঁথনাকল' (stapler), 'গলাপোল' (subway) ... ইত্যাদি] আমরা শিক্ষিতেরা তেমন পারি না। ...

৩. শব্দার্থসাধনা আমাদের দুজনকে অশেষ কৃপা করেছে। তার ফলে আমরা দুজন আজ জেনে গেছি, কেন বাংলাভাষী গাছকে গাছ বলেন এবং কেন ইংরেজিভাষী tree-কে tree বলেন।

গাছকে গাছ বলা হয় কেন, সেকথা এই কোষগ্রন্থেই লেখা আছে। আর, tree-কে tree বলা হয় কেন, সেকথা আমাদের দুজনের কাছে খুবই সহজ হলেও অন্যদের পক্ষে তা বেশ কঠিন। আমরা আমাদের অর্জন থেকে খুব সহজে বলে দিতে পারি — আদিতে পৃথিবীর একটিই ভাষা ছিল এবং তার থেকেই সকলের জন্ম হয়েছে। তার উত্তরাধিকার বাংলাভাষা ধরে রেখেছে প্রায় একই স্বভাবে, কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য ভাষা সেই উত্তরাধিকার থেকে বহু দূরে সরে গেছে। সেই দূরে সরে যাওয়া ভাষার একটি হল ইংরেজি। আদি 'তৃ' (উপর দিকে উত্তীর্ণ হওয়া) থেকে তারা শব্দটি পেয়েছিল বটে, কিন্তু ইতিহাসের মারে ত-বর্গ থেকেই বঞ্চিত হওয়ার কারণে ইংরেজকে 'তৃ' পেতে হয়েছে tree রূপে।

৪. কিন্তু তাতে কী! আমরা আঙুল তুলে উদিত সূর্যের দিকে দেখাচ্ছি, নিন্দুকপ্রবর বলছেন আমাদের আঙুলে 'বানান ভুল প্রভৃতির' কাদা লেগে রয়েছে। কী মুশকিল! মহাশয়, যেদিকে দেখাচ্ছি সেদিকে দেখুন; ওখানে আলোর ঠিকানা রয়েছে, আপনার, আমাদের, বাংলাভাষীদের গৌরব রয়েছে। ও আমাদের সবাইকে বাঁচাবে, ভারতবাসীকে বাঁচাবে, বিশ্ববাসীকে বাঁচাবে। সেদিকে না দেখে আমাদের আঙুল দেখছেন কেন; সেখানে তো কাদা থাকতেই পারে। কর্দমাক্ত জীবনের উপরে উঠে মনের মতো করে নিখুঁত করার সুযোগ পেলাম কই!

রবি চক্রবর্তী কলিম খান

১৩.০৬.১৩

ভূমিকা-২

পাঠসঙ্কেত ও কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

● এই চিহ্ন বা সঙ্কেতটির ঠিক পরেই শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ দেওয়া হয়েছে। সেই অর্থ অন্য কোনো অভিধান বা শব্দকোষ থেকে পাওয়া গিয়ে থাকলে একটি '/' চিহ্নের পরে সেই অর্থ সরবরাহ করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে গ্রন্থটির নামোল্লেখ করা হয়েছে এই ভাবে: —

(ব.শ.) — 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ছা.অ.) — 'ছাত্রবোধ অভিধান'।

(পৌ.অ.) — 'পৌরাণিক অভিধান', শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার।

(ঢা.অ.) — 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

❒ এই সঙ্কেতটির ঠিক পরেই শব্দটির প্রচলিত প্রতীকী অর্থ দেওয়া হয়েছে। সে অর্থ নেওয়া হয়েছে উপরোক্ত সব ক'টি অভিধান থেকেই, তবে পৌরাণিক অভিধান-এর ব্যবহার হয়েছে সবচেয়ে কম এবং বঙ্গীয় শব্দকোষের ব্যবহার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের সংগৃহীত প্রতীকী অর্থও দেওয়া হয়েছে।

✳ এই সঙ্কেতটি ব্যবহার করা হয়েছে এই কথা জানাতে যে, বর্তমান সংকলকদ্বয়ের দ্বারা ইতোপূর্বে সংকলিত 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' গ্রন্থে শব্দটির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। আগ্রহী পাঠকপাঠিকা চাইলে সেই গ্রন্থটি দেখে নিতে পারেন।

❖ এই সঙ্কেতটি জানাতে চায়, আমরা যে কমপিউটারে এই গ্রন্থের কাজটি করেছি, তাতে 'ত-এ র-ফলা' (ত্র) লেখা যায়, কিন্তু 'ত-এ ত-এ র-ফলা' লেখা যায় না; অথচ সেরূপ লেখা বহুক্ষেত্রে আবশ্যিক। কেননা, ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক কোষে একটি বর্ণ বাদ গেলে একটি ক্রিয়াও বাদ পড়ে গিয়ে অর্থবিকৃতি ঘটে যায়। সেই কারণে আমরা এক্ষেত্রে 'ত-এ ত-এ র-ফলা' বোঝাতে 'ত্‌ত্র' বা 'ৎত্র' লিখেছি। যেমন, ছৎত্র, ছাৎত্র, পুত্‌ত্র।

বিপ. — বিপরীত শব্দ।

তু. — তুলনীয়।

দ্র. — দ্রষ্টব্য।

মোটা হরফ — প্রত্যেকেটি মোটা হরফের শব্দের ক্ষেত্রেই বুঝতে হবে যে, তার নিজস্ব ভুক্তিতে শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক ও প্রতীকী অর্থ অবশ্যই পাওয়া যাবে।

কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. আজকাল নির্ব্বিচারে দ্বিত্ব বর্জ্জন করা হয়; যেমন, নির্দ্দিষ্ট - নির্দিষ্ট, বর্জ্জন - বর্জন প্রভৃতি। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থকোষের কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, বহু শব্দের ক্ষেত্রেই এমন নির্ব্বিচারে দ্বিত্ববর্জ্জন শব্দগুলির অর্থনাশ করে দেয়। আমরা দেখেছি, এমন বহু শব্দ হয়, যেগুলি দ্বিত্ব-বিনা একরকম অর্থ প্রকাশ করে এবং দ্বিত্বসহ আর একরকম অর্থ প্রকাশ করে, আর দুটোই আমাদের ব্যবহারে লাগে; যেমন পত্র, পত্ত্র, গায়ত্রী, গায়ত্ত্রী প্রভৃতি। এমন বহু শব্দ রয়েছে, দ্বিত্ব থাকলে যে শব্দগুলি অমূল্য অর্থ ধারণ করে এবং দ্বিত্ব ছাড়া কোনো অর্থই হয় না। এই সকল জটিলতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমরা যেখানে নিশ্চিত হতে পেরেছি, সেখানে দ্বিত্ব বর্জ্জন করেছি, অন্যথায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বানান অনুসরণ করেছি।

২. যেহেতু শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থটি একটি বাক্যে প্রকাশ করা হয় এবং তার দ্বারা বিশেষ ধরনের কাজটি কীরূপ, কে বা কারা কাজটি করে, তাদের বোঝানো হয়, সেই কারণে ঐ শব্দের একাধিক নির্দেশকতা (রেফারেন্ট) থাকে। ফলত, প্রতিটি শব্দেরই একাধিক প্রতীকী অর্থ থাকে। বঙ্গীয় শব্দকোষের গৌরব এই যে, তিনি সেই সমস্ত অর্থগুলিই সরবরাহ করেছেন, যার সংখ্যা কোনো কোনো শব্দের ক্ষেত্রে ৫০ ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু কী কারণে একটি শব্দের অত অর্থ হয়, তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়ে যাননি। আমরা দেখেছি, শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থই শব্দটির অতগুলি অর্থের কারণ। তাই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ জানলেই বাকি অর্থগুলির যাথার্থ্য বুঝতে পারা যায়। সেকারণেই সব প্রতীকী অর্থ আমরা দিইনি। এখানে আমরা উল্লিখিত ব.শ., ঢা.অ., প্রভৃতি অভিধানে যে অর্থগুলি দেওয়া আছে তার দু-তিনটি দিয়েছি। তার পর কোনো কোনো স্থলে '... ইত্যাদি' লিখে দেওয়া হয়েছে। সেভাবে দেখলে প্রায় সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রেই '... ইত্যাদি' লেখা উচিত ছিল। তাতে অকারণ এ গ্রন্থের অবয়ব বৃদ্ধি পেত। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। শুধুমাত্র ... দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ বাক্যে লিখতে হয়। কিন্তু বোধগম্য রূপে সেরূপ বাক্য তৈরি করা অনেক ক্ষেত্রে খুবই কঠিন। শব্দান্তর্গত বিষয় যত বেশি আয়ত্তে আসে, তার অর্থ-প্রকাশক বাক্য নির্ম্মাণ সেই পরিমাণ সহজ হয়ে যায়। আমাদের পূর্বপ্রকাশিত 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' গ্রন্থে আমরা যে নীতিটি গ্রহণ করেছিলাম তা এইরূপ — প্রথমে প্রায় প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে আমাদের তৈরি করা ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থপ্রকাশক বাক্য নিজেরা নির্ম্মাণ করে লিখেছিলাম। তারপর যে যে শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে পাওয়া গেছে, সেটিও উল্লেখ করেছিলাম। বর্তমান এই কোষগ্রন্থে আমরা সর্বাধিক জোর দিয়েছি শব্দটির বর্ণানুসার অর্থের উপরে। শব্দের বর্ণগুলি যে অর্থ ধরে রেখেছে, তাকে যথাযথ বাক্যে প্রকাশ করার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি আমরা — বাক্যটিকে বর্ণানুসার রাখা,

বাস্তব ক্রিয়ানুসার রাখা, প্রায়োগিক প্রচলনানুসার রাখা, এবং সর্বোপরি সাধ্যমতো সহজবোধ্য রাখা — এই চারটি দিকে নজর রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক সময় অর্থপ্রকাশক বাক্যটি আমাদের পূর্বপ্রকাশিত 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' গ্রন্থে দেওয়া অর্থপ্রকাশক বাক্যের থেকে আরও সহজ করে ফেলা গেছে, এবং সেকারণে তা অনেক ক্ষেত্রে একটু বদলে গেছে; যদিও মূলে তা একই ধারণার প্রকাশক-বাক্যই বটে। তাই এই কোষের কোনো শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ যদি 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ'-এ প্রদত্ত অর্থের থেকে আলাদা মনে হয়, তাতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই।

৫. হসন্তকে সাধ্যমতো বাদ দিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেননা, শুধুমাত্র ক্রিয়ার কথা সে বলে, যা বাস্তবে ঘটে না, কেবল পরস্পরের বোঝার জন্য প্রয়োজন হয়। বোঝানোর জটিলতা পরিহার করার জন্য হসন্ত আগাগোড়া বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন ক্ মানে হল করণ-ক্রিয়া। কিন্তু কারক ছাড়া সে ক্রিয়া দেখা একেবারেই অসম্ভব।

■ **কৃতজ্ঞতাস্বীকার**

আমাদের সহযোগীদের বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ'-এ আমরা কমবেশি বলেছি। অবশ্য যাঁদের কথা পুনরায় না বললেই নয়, তাঁরা হলেন সর্বশ্রী নারায়ণচন্দ্র দাস, আশিস মুখোপাধ্যায়, জয়দেব দাস, সৌরভ চক্রবর্তী, রাজু দেবনাথ এবং শঙ্করপ্রসাদ দে মহাশয়। এঁদের সকলের এবং আমাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় এই শব্দার্থকোষের প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও 'একুশ শতক'-এর শ্রী অরুণ কুণ্ডু ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের সকলের কাছে আমরা একান্তভাবে কৃতজ্ঞ।

রবি চক্রবর্তী   কলিম খান

১৩.০৬.১৩

অ

অ : ● আধার লাভ করিয়াছে যে (তেজাদি); অথবা, (দুরন্ত বলিয়া অবয়বহীন) গতিকে না-করণ করিয়া দিলে যাহার জন্ম হয়; কিংবা, হৃদগত হইয়া মনোলোকে স্থিত বা ভূমিষ্ঠ হয় যে; অথবা, যাহা হইতে জগতের সূচনা হইয়া থাকে। /যে রক্ষা করে। (ব.শ.)। ◻ অস্তিত্বমাত্র, সত্তামাত্র, নাকৃত, আধেয়ধারী আধার, কথার মাত্রা, '**অ**, তাই বুঝি।' *

অই : ● **অ** (অস্তিত্ব) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সত্তা চলিয়া যাইতেছে; কিংবা, যাহার দিকে আঙুল তুলিয়া দেখান হয়। ◻ ঐ, সেই।

অএ : ● **অ** (অস্তিত্ব) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, 'হে বিশেষ দিশায় চলমান অস্তিত্ব'! (এদিকে আইস ... ইত্যাদি)। ◻ সম্বোধন।

অং : ● **অ**-এর (অস্তিত্বের) ং (রহস্যরূপ) যাহাতে; অথবা, অস্তিত্বের ভিতরে যে তেজ থাকে তাহার (·) ং-রূপ বা বিন্দুরূপ যাহাতে; কিংবা, যাহা না থাকিলে অস্তিত্বই থাকে না; অথবা, বাংলায় যাহাকে 'ং' এবং সংস্কৃতে যাহাকে (·) রূপে লেখা হয়। ◻ তেজকণা।

অংরূপিণী : ● যে সক্রিয় আধার **অং**-এর (রহস্যময় অস্তিত্বের) **রূপ** লাভ করিয়া চলমান থাকে; অথবা, (সিন্ধুর বিন্দুরূপের ন্যায়) ং-রূপ (বা · বিন্দুরূপ) যে অখণ্ড প্রকৃতির; অথবা, 'অং' উচ্চারণ করিয়া মনে মনে তাহা হইতে 'অ' বাদ দিলে যে ধ্বনি বা শব্দ-কণ (শব্দবিন্দু) থাকিয়া যায়; কিংবা, যাহা (যে রূপবিন্দু) পর পর যোগ করিলে রেখা, রেখা যোগে তল, তল যোগে জগতের সকল ঘন বস্তু-সমূহের জন্ম হইতে পারে বা হইয়া থাকে ...; কিংবা, এইভাবে, যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-এর সারস্বরূপ বিন্দু হইতে পঞ্চভূতময় এই অখণ্ড জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। ◻ অণুরূপা, বিন্দুরূপিণী, অখণ্ড তেজরূপিণী। *

অংশ : ● **অং**-এর (...অখণ্ডের) শক্তি যোজিত থাকে যাহাতে; অথবা, যে **খণ্ড** পৃথকভাবে সক্রিয় থাকিতে পারে; অথবা, যে **খণ্ড** অখণ্ডের (মূল স্বভাবের) প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে; কিংবা, যাহা (অখণ্ডকে খণ্ড করিয়া) বিভাজন করিয়া পাওয়া যায়। ◻ ভাগ, খণ্ড, কশ্যপ-পুত্র। *

অংশক : ● **অংশ** (...খণ্ড বা বিভাজন) করে যে। ◻ বিভাজক।

অংশকল্পনা : ● **অংশ**-এর (খণ্ড খণ্ড করার) কল্পনা থাকে যাহাতে। ◻ ভাগ দেওয়া, অংশপ্রদান।

অংশগ্রাহী : ● **অংশ** গ্রহণ করে যে।

অংশন : ● **অংশ**করণ (খণ্ড করা) **অন** (চলমান) থাকে যাহাতে। ◻ বিভাজন।

অংশবিবর্ত্তী : ● যে বা যাহারা (নিজের বা নিজেদের) **অংশ** বিবর্ত্তিত করিয়া (খাটাইয়া তাহার ফসল) গ্রহণ করে; অথবা, ভাগে পাওয়া পৈতৃক জমি চাষ করিয়া ফসল ফলাইয়া খায় যে।

অংশভাগী : ● **অংশ**-এর ভাগ পায় যে।

অংশাংশ : ● **অংশ**-এর **অংশ** থাকে যাহাতে। ◻ ভাগের ভাগ, কলা।

অংশাংশি : ● **অংশ**-এর **অংশ**করণ সক্রিয় যাহাতে (যে ক্রিয়ায়)। ◻ ভাগাভাগি।

অংশাংশী : ● **অংশ**-এর **অংশ** পায় যে।

অংশাবতার : ● যিনি (কোনো অখণ্ড **সত্তার**) **অংশ** লইয়া অবতীর্ণ হন। ◻ ঈশ্বরের অবতার — মৎস্যকূর্ম্মাদি। (ব.শ.)। *

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

অংশিত : ● যাহার **অংশন** (খণ্ডকরণ) করা হইয়াছে।

অংশী : ● **অংশ**-এর (খণ্ডের) সক্রিয় আধার যে। / অংশ যাহার আছে। (ব.শ.)। ◻ ভাগী।

অংশীদার : ● **অংশী**র (খণ্ডধারীর) দান রহে যাহাতে; অথবা, যে **অংশী** তাহার **অংশ** দান (বা গ্রহণ) করিতে পারে। /যাহার অংশ আছে। (ব.শ.)। ◻ ভাগী। *

অংশু : ● **অংশ** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, অখণ্ডের যে **অংশ** (খণ্ড) নবরূপে বা সূক্ষ্ম রূপে দেখা দেয়; কিংবা, রাষ্ট্রের শাসনতাপ তাহার বাহকে বা সরকারী করণিকে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) সূর্য্যের আলোতাপ তাহার বাহকে বা কিরণে উত্তীর্ণ যাহাতে। ◻ সরকারী কর্ম্মী, (সাদৃশ্যে) সূর্য্যকিরণ, সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ, আঁশ। *

অংশুক : ● **অংশু** (আঁশ) দ্বারা কৃত যে। ◻ বসন, তেজপাত, অভ্রপ্রভা। *

অংশুধর : ● যিনি **অংশু** (...কিরণাদি) সমূহকে ধারণ করেন। ◻ অধিরাষ্ট্র, রাষ্ট্র, (সাদৃশ্যে) সূর্য্য, সূত্রধর, সূতাহাটার মালিক।

অংশুপতি : ● যিনি **অংশু**র (কিরণসমূহের) অধিপতি। ◻ অধিরাষ্ট্র, রাষ্ট্র, (সাদৃশ্যে) সূর্য্য, সূত্রাধিপতি।

অংশুমালী : ● যাহার **অংশু**মালা (কিরণ-মালা) আছে। ◻ রাষ্ট্র, (সাদৃশ্যে) সূর্য্য।

অংশুমান : ● যিনি **অংশু**সমূহ লইয়া বর্ত্তমান। ◻ করণযুক্ত, কিরণযুক্ত, সূত্রসূক্ষ্মাংশ-যুক্ত, আঁশাল, সগররাজার বংশধর রাজা। *

অংস : ● **অং**-এর (... অখণ্ডের) একরৈখিক শক্তি যোজিত যাহাতে বা যেখানে। / যাহা ভারাদি কর্ত্তৃক সমাহত হয়। (ব.শ.)। ◻ কাঁধ।

অংসকূট : ● **কূট**বৎ উচ্চ **অংস** (কাঁধ) যাহাতে। ◻ ষাঁড়ের ঝুঁটি।

অংসত্র : ● **অংস**কে (কাঁধকে) ত্রাণ করে যে। ◻ কাঁধে রাখা বিঁড়া বা পাটকরা গামছা।

অক : ● **অ** (নাকৃত) **ক** (কারী) যাহাতে; অথবা, কারীর কর্ম্ম করিতে থাকা বাধাগ্রস্ত বা নিষিদ্ধ যাহাতে। / যাহা সুখের বিরোধী। (ব.শ.)। ◻ দুঃখ, পাপ। (দ্র. **নাক**)।

অকট : ● **অ** (নাকৃত) **কট** (কারীর টঙ্কার) যাহাতে; অথবা, যে কারী টঙ্কারিত হয় না। ◻ অপ্রকট।

অকট বিকট : ● **অকট** ও **বিকট** (বিপরীত কট) যাহাতে; অথবা, যাহা প্রকটিত হয় না এবং যাহা বিপরীতভাবে টঙ্কারিত হয়; কিংবা, যে নীরব থাকে এবং মুখ বিকৃত করিয়া ভেংচায়। ◻ অপ্রকট-বিপ্রকট।

অকরণ : ● **অ** (নাই) **করণ** (কর্ম্মীগণ) যাহার; অথবা, করিবার উপায় নাই যাহার (যে দেহের); কিংবা, যে সমাজদেহের **করণ** বা সরকারী কর্ম্মচারীসমূহ নাই; কিংবা, যে মানব-দেহের কর্ম্মচারীসমূহ (**করণা**দি, ইন্দ্রিয়াদি) নাই। / যাহার করণ (দেহ-ইন্দ্রিয়াদি) নাই; অথবা, যাহার নির্ম্মাণ নাই। (ব.শ.)। ◻ সর্ব্বকরণহীন, নিরাকার ..। *

অকস্মাৎ : ● **অ** (নাই) **কস্মাৎ** (কোনো কিছু হইতে) যাহার; অথবা, যাহা কোনো কারণ হইতে (জাত হইয়া) আসে নাই; কিংবা, লক্ষণার্থে, যাহা হঠাৎ আসিয়াছে, ঘটিয়াছে বা হইয়াছে। ◻ অকারণ, অতর্কিত, সহসা।

অকালকুষ্মাণ্ড : ● যে **কুষ্মাণ্ড** (শিক্ষিত বেকার, কুমড়া) অকালে জন্মায় (এবং প্রায়শ পচিয়া যায়)। ◻ অকর্ম্মণ্য জন, (সাদৃশ্যে) অকালের কুমড়ো। *

অকালবোধন : ● **অকালে** (তদ্বিষয়ের)

বোধ জাগানো হয় যে আচারে; কিংবা, অপরিপক্ব পরিস্থিতিতে বিদ্রোহের ডাক দেওয়া হয় যে ঘোষণায়। ❒ অসময়ে দেবীর (জন-গোষ্ঠীর) জাগরণার্থ অনুষ্ঠান বিশেষ। ✱

অকিঞ্চন : / ন কিঞ্চন যাহার; অথবা, যাহার কিছুই নাই। (ব.শ.)। ❒ নিঃস্ব, নির্ধন।

অকিঞ্চিৎকর : ● / যে কিছুই করে না; অথবা, যাহা কিঞ্চিৎ (ক্ষতি বা বৃদ্ধি) করে না। (ব.শ.)। ❒ ক্রিয়াশূন্য, নগণ্য, তুচ্ছ ...।

অকৃতজ্ঞ : ● **কৃত** বিষয়ে জ্ঞাত নয় যে। / যে কৃতজ্ঞ নহে; অথবা, কৃত উপকার মনে রাখে না যে। (ব.শ.)। ❒ নিমকহারাম।

অক্কা (অক্‌কা) : ● **অক** (অস্তিত্বকরণ) করে যে। ❒ জননী, মা।

অক্কা-পাওয়া : ● **অক্কা**কে (জননীকে বা মাকে) পাওয়া হয় যাহাতে; অথবা, বৈষ্ণব-দিগের 'কেষ্টো-পাওয়া'র ন্যায় শাক্তদিগের কালিকাদি মাতৃদেবীকে পাওয়া হয় যাহাতে (যে মরণে)। ❒ মরিয়া যাওয়া। ✱

অক্ষ : ● **অক** (অস্তিত্বকরণ) দিশাগ্রস্তভাবে প্রযুক্ত বা বিচ্ছুরিত (ব্যাপ্ত) যাহাতে; অথবা, (পণ্যাদি) দেবন করা বা 'দেব-দেব করা' হয় যাহাতে; কিংবা, দাম লইয়া পণ্যাদি প্রদান করা হয় যাহাতে। / যাহা (বিষয়) ব্যাপ্ত করে; অথবা, যাহাদ্বারা দেবন হয়; কিংবা, যাহা চক্রের নাভিচ্ছিদ্র ব্যাপ্ত করে। (ব.শ.)। ❒ ক্রয়-বিক্রয়াদিলক্ষণ ব্যবহার, (সাদৃশ্যে) পাশা, চাকা। ✱

অক্ষক্রীড়া : ● **অক্ষ**মূলক ক্রীড়া যাহাতে। ❒ বিক্রিবাটা করা, নিলাম করা, (সাদৃশ্যে) পাশাখেলা। ✱

অক্ষপাদ : ● **অক্ষ**করণ পায়ে (সেবক, ভৃত্যাদি, প্রজাদির মাধ্যমে চলে) যাহার; অথবা, যে সম্প্রদায়ের পরিচালকেরা কর্ম্মচারীদের মাধ্যমে ব্যাপনকর্ম (সম্প্রদায়ের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রিবাটা) করিয়াছিলেন। ❒ ন্যায়সূত্রকার গৌতমমুনি। ✱

অক্ষবাট : ● **অক্ষ**-এর বাট (বাড়ী) যে; অথবা, **অক্ষ**করণ করা হয় যে স্থানে। ❒ হাটচালা, দোকান, নিযুদ্ধভূ, (সাদৃশ্যে) পাশা-খেলার স্থান, মল্লভূমি। ✱

অক্ষম : ● নেই **ক্ষম** (**ক্ষ**-করণ বা খাবলে-খুবলে নেওয়া সীমায়িত) যাহার। / যাহার ক্ষমা নাই। (ব.শ.)। ❒ ক্ষমভিন্ন, অসমর্থ। ✱

অক্ষর[১] : ● **অক্ষ** (...ব্যাপ্তি) রহে যাহাতে; অথবা, মনোভাব ধারণকারী **বর্ণ** লিখিত হইয়া ব্যাপ্ত হয় যে রূপে। / যাহা বেদাদি ব্যাপ্ত করে। (ব.শ.)। ❒ অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণ। ✱

অক্ষর[২] : ● **অ** (নাই) **ক্ষরণ** যাহার। / যাহা ক্ষরিত বা নষ্ট হয় না। (ব.শ.)। ❒ অনশ্বর, নিত্য, ধ্রুব, পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম।

অক্ষরমুষ্টিকাকথন : ● / অক্ষরসূচক মুষ্টিকাদ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুলির ও করপত্রের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানদ্বারা বর্ণপ্রকাশপূর্ব্বক কথা বলা (Finger speech) হয় যাহাতে। (ব.শ.)। দ্র. **ম্লেচ্ছিতবিকল্প**।

অক্ষি : ● **অক্ষ** (...ব্যাপ্তি) গতিশীল যাহাতে, কিংবা (দৃষ্টিকে বিষয় পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া) লইয়া যায় যে। ❒ নেত্র, চক্ষুঃ। ✱

অক্ষেত্রজ্ঞ : ● **ক্ষেত্র** (দেহতত্ত্ব) বিষয়ে জানে না যে। ❒ দেহতত্ত্ব অনভিজ্ঞ, বীজ নিষেকের ক্ষেত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ। ✱

অখণ্ড : ● **অ** (নয়) **খণ্ড** (টুকরা) যে; অথবা, যাহাকে **খণ্ড** করা হয় নাই। ❒ সমগ্র, পূর্ণ, আস্ত, গোটা।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

অখিল : ● নেই **খিল** যাহার; অথবা, খি-কে (বাহিরের হস্তক্ষেপকে) **লয়** করার বা ঠেকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা নেই যাহাতে; অথবা, যাহা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত আছে, কোনো-দিকে কোনো বাধা বা সীমা নাই। ❒ অশেষ, অবাধ, সমগ্র, চষা ভূমি। ✱

অগ : ● **অ** (নাই) গমন যাহাতে; অথবা, যাহার পরে আর **গমন** নাই; অথবা, যে সামাজিক সংস্থা স্থিররূপে সক্রিয় থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বৃক্ষ (পর্ব্বত) স্থির রূপে সক্রিয় থাকে। /যে যায় না। (ব.শ.)। ❒ সামাজিক সংস্থা, (সাদৃশ্যে) বৃক্ষ, পর্ব্বত। ✱

অগণিত : ● যাহা **গণিত** নহে; কিংবা, যাহাকে **গণনা** করা হয় নাই। ❒ অসংজ্ঞাত, অসংখ্যক, বহু। ✱

অগণ্য : ● **অ** (নাই) **গণ্য** যাহাতে; অথবা, যাহাকে **গণনা** করা যায় না, যায়নি, কিংবা **গণনা** করা অসম্ভব। ❒ অগণনীয়, অসংখ্য।

অগত্যা : ● **অগতি** (গতিহীনতা) থাকে যে আধারে। ❒ গতির অভাবে, উপায়ান্তরের অভাবে, কার্য্যগতিকে, কাজে-কাজে।

অগদ : ● **অ** (নাই) **গদ** যাহাতে; অথবা, যাহার গদ (গতিদাতা, ছোঁয়াচে রোগ, ভাষা) নাই। / যাহাতে রোগ থাকে না। (ব.শ.)। ❒ নীরোগ, ভাষাহীন, নীরব ...। ✱

অগস্ত্য : ● যিনি **অগকে** (পণ্যবাদীদিগের আদিম সংস্থাকে) স্তম্ভিত করেন (আর মাথা তুলিতে দেন নাই); অথবা, বৈদিক সভ্যতার ভিতরেই তাহার অধিরাষ্ট্রের (হিমালয়ের) বিপরীতে পণ্যজীবীগণের যে সংস্থা (**বিন্ধ্য-পর্ব্বত**) মাথা তুলিয়াছিল, তাহাকে চিরকালের ন্যায় অবনতমস্তক করিয়া দিয়াছিলেন যিনি (যে মহর্ষি গোষ্ঠী)। / যিনি অগকে (বিন্ধ্য-পর্ব্বতকে) স্তম্ভিত করেন। (ব.শ.)। ❒ বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ✱

অগা : ● **অগ**-এর (অগমনের) আধার যে; অথবা, বিদ্যাবুদ্ধি খাটাইয়া (সমাজ সংসারে) ঠিকঠাক চলিতে পারে না যে; কিংবা, যে চালাক-চতুর বা চালু নয়। ❒ নির্বোধ, বোকা।

অগাধ : ● **অ** (নাই) **গাধ** যাহাতে; অথবা, যাহা অগভীর নয় (সুগভীর)। / যাহাতে গাধ (প্রতিষ্ঠা) নাই। (ব.শ.)। ❒ গম্ভীরমহত্ত্ব, অতিগভীর, অতলস্পর্শ, প্রচুর, বিপুল।

অগ্নি : ● **অগ**-এর (অস্তিত্বের গমনের) নাকরণ-অনকরণ (**ন**) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, অহিতের নাকরণ ও হিতের অনকরণ করিয়া যে তেজের গমন চলে; কিংবা, যাহা সমগ্র জগতে, ত্রিলোকে, সর্ব্বজীবে অজস্র রূপে সক্রিয় থাকে বলিয়া **বেদ**-গ্রন্থের অধিকাংশ শ্লোক তাহাকে লইয়াই (বিজ্ঞানের অধিকাংশ আলোচনাও সেই তেজ বা 'এনার্জি'কে লইয়াই) চলে; অথবা, জ্ঞানকর্ম্মের অগ্নিশিখা বহন করেন যে জ্ঞানীগণ; অথবা, যে শরীরায়াসজীবীগণ কর্ম্মযজ্ঞে শ্রমাগ্নি নিষেক করেন। / যাহা যজ্ঞে প্রথমে প্রণীত হয়; অথবা, সর্ব বিষয়ে যে আপনাকে অগ্রত্ব পাওয়ায়; কিংবা, যাহা বক্র গমন করে। (ব.শ.)। ❒ জ্ঞানাগ্নি, জ্ঞানাগ্নিধারী, শ্রমাগ্নি, শ্রমাগ্নিধারী, (সাদৃশ্যে) আগুন। ✱

অগ্নিপরীক্ষা : ● **অগ্নির** (জ্ঞানাগ্নিধারীদের) মাধ্যমে যে পরীক্ষা করা হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) প্রতীকীভাবে দৃশ্য আগুনের মাধ্যমে যে পরীক্ষা করা হয়। ❒ জ্ঞানীগণের দ্বারা ও সাদৃশ্যে অগ্নিদ্বারা অপরাধীর দোষনিরূপণ, কঠোর পরীক্ষা মাত্র। ✱

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

অগ্নিবাহন : ● অগ্নিস্বরূপ-জ্ঞানের বাহন যে; অথবা, আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত পুনরাবৃত্তি-মূলক জ্ঞানের বা বিদ্যার বাহন যে। ▫ দক্ষ, বিশেষজ্ঞ; (সাদৃশ্যে) ছাগ। ❋

অগ্নিসাক্ষী : ● অগ্নিস্বরূপ জ্ঞানীগণ যাহা সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন। ▫ সেকালে অগ্নিস্বরূপ জ্ঞানীগণকে বলা হত 'অগ্নিসাক্ষী'; একালে (**পাদোদক-মূঢ়**তার কারণে) দৃশ্য আগুনকে সাক্ষী রেখে বলা হয় 'অগ্নিসাক্ষী'। ❋

অগ্র : ● **অগ** (যাহার পরে আর গমন নাই) তাহা রহে যাহাতে। ▫ প্রথম, আগা, আগে। ❋

অগ্রজ : ● / অগ্রে জন্ম যাহার। (ব.শ.)। ▫ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

অগ্রজন্মা : ● / যে অগ্রে জন্মে। (ব.শ.)। ▫ পূর্ব্বজাত।

অগ্রজাতি : ● **অগ্রজাত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে জাতি আগাইয়া আছে।

অগ্রবীজ : ● (বৃক্ষের) যে **অগ্র** ভাগ বীজ রূপে সক্রিয় হয়; অথবা, যে বৃক্ষের শাখাগ্র কাটিয়া পুঁতিলে বা অন্য বৃক্ষে বসাইলে জীবিত থাকে ও গাছ হয়। ▫ কলমের গাছ।

অগ্রসর : ● **অগ্রে** সরে যে; অথবা, যে আগের দিকে সরে। ▫ অগ্রগামী। ❋

অগ্রহায়ণ : ● সবার আগে **হায়ন** করা হয় যে কালে; অথবা, কৃষিকার্য্য শেষ হইয়া প্রথম ফসল কাটা হয় যে কালে; কিংবা, বর্ষ আরম্ভ (বা শেষ) হয় যে কালখণ্ড হইতে। /যাহা বৎসরের **প্রথম** মাস। (ব.শ.)। ▫ মার্গশীর্ষ মাস।

অগ্রহার : ● **অগ্রে হরণ** থাকে যাহার; অথবা, সবার আগে যাহাকে দিতে হয়। ▫ ব্রাহ্মণ-জীবিকার্থ রাজদত্ত ক্ষেত্র বা গ্রাম, **শাসন**, ব্রহ্মোত্তরভূমি। ❋

অগ্রাহ্য : ● যাহা **গ্রাহ্য** নহে; অথবা, যাহাকে গ্রহণ করা হয় নাই, হয় না। / যাহা গ্রহণের অযোগ্য। (ব.শ.)। ▫ নিষিদ্ধ গ্রহণ, অস্বীকার্য্য, অপ্রতিগ্রহণীয়। ❋

অগ্রিম : ● **অগ্র** (আগা) সক্রিয় হইয়া সীমায়িত হয় যাহাতে; অথবা, যে সীমায়িত সত্তা (ধনাদি) আগে আগে যায়। ▫ অগ্রে দেয়, আগাম।

অঘ : ● **অ** (নয়) **ঘ** (গমনস্থিত) যে; অথবা, যে গমন স্থিত নহে (বিক্রয়ের জন্য চলিয়া যায়)। ▫ পণ্য, পাপ, পাপকরণ, অশৌচ।

অঘমর্ষণ : ● **অঘ**-কে (...পাপকে) মর্ষণ বা সহ্য করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা পাপের সহন সাধিত হয়। / যাহা দ্বারা পাপ কর্ম্ম-অক্ষম হইয়া সহনীয় হয়। (ব.শ.)। ▫ পাপ-নাশক সুক্ত 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ...' ইত্যাদি। ❋

অঘাসুর : ● যে অসুর **অঘ** বা পাপ (উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও বিনিময়) করে। ▫ বকাসুর ও পুতনার ভ্রাতা ও কংসের সেনাপতি। ❋

অঘোর : ● নেই **ঘোর** যাহার; অথবা, যাহার সংসারের **ঘোর** (প্রচলিত ব্যবস্থার ঘোর বা মোহ) কাটিয়া গিয়াছে; অথবা, সম্পূর্ণ মোহমুক্ত যে। / যাহা হইতে ঘোর নাই। (ব.শ.)। ▫ অতিভীষণ, সুগভীর, প্রগাঢ়। ❋

অঘোরপন্থী : ● **অঘোর** পন্থাই মুক্তির পন্থা যাহাদের। ▫ অঘোরমতানুসারী বা অঘোর-পথাবলম্বী শৈবসম্প্রদায় বিশেষ। ❋

অঘোরী : ● **অঘোর**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ অঘোর-উপাসক। ❋

অঙ্ক : ● **অং**-কে (অস্তিত্বের রহস্যরূপকে) মিত বা সীমায়িত (**ম, অম**) করা হয় যাহাতে; অথবা, রহস্যময় অপরিমেয়কে পরিমেয় রূপে (অগণ্যকে গণিত রূপে)

আত্মস্থ করিবার চেষ্টা করা হয় যাহাতে; কিংবা, নাটকে উপস্থাপিত ঘটনা-পরম্পরার এক একটি পরিমিত (**অম**-কৃত) অধ্যায় থাকে যাহাতে। ◘ পরিমেয়করণ, গণনাকরণ, আয়ত্তকরণ, আঁক, কোল, মান, হিসাব, নাটকের অঙ্ক ... ইত্যাদি। ❋

অঙ্কন : ● **অঙ্ক** (...পরিমেয়করণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সংখ্যা বা রেখাদির দ্বারা অপরিমেয়কে পরিমেয় করা চলমান যাহাতে। ◘ অঙ্ক কষা, আঁকা।

অঙ্কমুখ : ● / নাটকের যে অঙ্কে অন্যান্য অঙ্কের নিবন্ধনীয় বস্তুসমূহের মূল বিষয়ের সূচনা থাকে। (ব.শ.)।

অঙ্কলক্ষ্মী : ● যে লক্ষ্মীকে **অঙ্ক**-এ (...আয়ত্তে) ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছে। ◘ হাতের লক্ষ্মী, গাঁটের কড়ি, পকেটস্থ টাকা, ব্যাঙ্কে স্বনামে রাখা টাকা ...।

অঙ্কিত : ● **অঙ্ক** (...পরিমেয়করণ) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **অঙ্কন** করা বা আঁকা হইয়াছে।

অঙ্কিনী : ● **অঙ্ক** (কোল, দাগ) আছে যাহার।

অঙ্কুর : ● **অঙ্ক** (...পরিমিত) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, সত্তার **অঙ্ক** বা পরিমিত রূপ (বীজ, অগ্রবীজ) নব-উদ্ভিদে পরিণত হয় যাহাতে। / যাহা বীজ হইতে উদগত হয়। (ব.শ.)। ◘ বীজাদি জাত নব উদ্ভিদ, আঁকুর। ❋

অঙ্কুরণ : ● **অঙ্কুর** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◘ আঁকুর হওয়া।

অঙ্কুরপর্ব্বত : ● যে **পর্ব্বত**-এ (...ব্যবস্থায়, সংস্থায়) সত্তাসমূহের **অঙ্কুরণ** হয়; অথবা, যে মাতৃসদন (maternity hospital) বা শিশুনিকেতনগুলিতে উত্তরপ্রজন্মের প্রসব ও লালনপালন করা হয়।

অঙ্কুশ : ● **অঙ্ক** (...পরিমিত) সত্তা (সূচীমুখ-কৃত লোহা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া (অস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া) শক্তিপ্রযুক্ত হয় যাহাতে; অথবা, যে সূচীমুখ লৌহ-অস্ত্র দিয়া মাহুত হস্তীকে আঘাতপূর্ব্বক চালনা করে। ◘ লৌহময় বক্রাগ্র হস্তিচালনাস্ত্র, ডাঙশ। ❋

অঙ্কুশি : দ্র. **আঁকশি**।

অঙ্কুশিত : ● **অঙ্কুশ** দ্বারা আহত যে।

অঙ্গ : ● **অং** (...তেজাদি) গমন করে বা চলে যাহাতে (যে আধারের দ্বারা); অথবা, তেজাদি যে অবয়ব গ্রহণ করিয়া (দেহধারণ করিয়া) তাহার মাধ্যমে সক্রিয় হয় বা চলে; কিংবা, জাগতিক সামাজিক জৈবিক তেজের সক্রিয় হইবার জন্য যে জগদ্দেহ সমাজদেহ জীবদেহ লাগে। / যাহা শীতাদি হেতু চালিত হয়। (ব.শ.)। ◘ দেহ, গা, দেশ (বিহার), বলিরাজের পুত্র। ❋

অঙ্গদ : ● যিনি **অঙ্গ** (কিছু মানুষকে নতুন সমাজশরীর) দেন; অথবা, যিনি কোনো সংস্থায় বা সামরিক বাহিনীতে নবনিযুক্তদের শিক্ষা (ট্রেনিং) দেন। / যিনি যুদ্ধে শত্রুকে অবখণ্ডিত করেন; অথবা, যাহা প্রগণ্ডরূপ অঙ্গ শোধন করে। (ব.শ.)। ◘ বালির পুত্র, লক্ষ্মণের পুত্র, বৃহতীর পুত্র। ❋

অঙ্গধৌতি : ● যাহাতে **অঙ্গ** (দেহাদি) **ধৌত** করা হয়; অথবা, যে প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে জলপান করিয়া পেটের ভিতরে তাহাকে ব্যাপকভাবে নাড়াচাড়া করিয়া (পেটের ময়লাসমূহ ধুইয়া) সমস্ত জল মুখ বা পায়ু দিয়া নিষ্কাশন করিয়া দেওয়া হয়। ◘ দেহের অভ্যন্তর ধুইবার হঠযোগী প্রক্রিয়াবিশেষ। ❋

অঙ্গন : ● **অঙ্গ** (...তেজাদির গমন করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, তেজাদির দেহধারণ দেহাতিরিক্ত যে স্থান-কাল-পাত্রে প্রসারিত হইতে থাকে / গৃহ হইতে নির্গত হইয়া যেখানে যায়। (ব.শ.)। ◘ চত্বর, আঙিনা, উঠান।

অঙ্গনা : ● **অঙ্গন**-এর (...দেহাতিরিক্ত দেহধারণ-চেষ্টার) আধার যে; অথবা, তেজাদির দেহাতিরিক্ত দেহধারণ-চেষ্টাকে আধার দেয় যে; কিংবা, দেহমনের উদ্বৃত্ত উৎসর্জ্জনকে নূতন দেহ দেয় যে। ◘ জমি, কারুকর্ম্মশালা, (সাদৃশ্যে) ভার্য্যা, স্ত্রীমাত্র ...।

অঙ্গার : ● **অঙ্গ**-এর (তেজসম্পন্ন দেহের) আধার রহে যাহাতে; অথবা, যাহার বাহ্যিক বা মানসিক তেজ চলিয়া গিয়াছে, কেবল একটু-আধটু তেজলিপ্ত আধার পড়িয়া আছে; কিংবা, যাহা দ্বারা পুনরায় তেজের বা **অগ্নির** প্রজ্বলন হইতে পারে। / যাহা মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। ◘ অলাত, আঙরা, কয়লা, **কলঙ্ককর**, মালিন্যজনক।

অঙ্গারপর্ণ : ● **অঙ্গার**-এর **পর্ণ** বা **অঙ্গার** থাকে যে **পর্ণে**; অথবা, যাহাতে (যে দলিলে, কাগুজে মুদ্রাদিতে) নানা রূপে তেজাদি লিপ্ত হইয়া সক্রিয় থাকে; কিংবা, কর্ম্মযজ্ঞের যে অভিজ্ঞ পরিচালক অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ◘ আগুনে পাতা, সম্পদধারী কাগজের পাতা, কুবেরের সখা ও গন্ধর্ব্বরাজ, অন্যনাম চিত্ররথ ও দগ্ধরথ।

অঙ্গিরা : ● **অঙ্গ** (তেজাদির দেহধারণ করা) সক্রিয় হইয়া রহে যে আধারে; অথবা, মানুষের মেধাশ্রমাদির দেহধারণ (উৎপন্নে রূপায়ণ) করা রহে যাহাতে; কিংবা, যাঁহারা (যে শিক্ষাব্রতী মহর্ষিগণ) সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের বিদ্যাবুদ্ধি দান করিতেন। ◘ প্রাচীন শিক্ষাব্রতীগণ, পৌরাণিক সত্তা। *

অঙ্গিরসগণ : ● **অঙ্গিরার** গোত্রাপত্যগণ। ◘ অঙ্গিরার **পুত্র**, শিষ্য বা ছাত্রগণ।

অঙ্গী : ● **অঙ্গ**-এর (দেহের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, **অঙ্গীকরণ** করে যে। ◘ আধারবান, অবয়বী, দেহী।

অঙ্গীকার : ● **অঙ্গী** (অঙ্গীকরণ বা দেহের অন্তর্ভুক্তকরণ) করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **অঙ্গী** (অঙ্গধারী) কোনো কিছু স্বীকার (স্ব-অধিকারভুক্ত) করে। ◘ স্বীকার, গ্রহণ, ধারণ ... ইত্যাদি।

অঙ্গীভূত : ● **অঙ্গী** (দেহীর) এলাকার ভিতরে **ভূত** (ভবিত) হইয়াছে যে। ◘ অবয়বীভূত।

অঙ্গুল : ● যে-**অঙ্গ** (অঙ্গের অংশ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া (কোনো কিছু) লইতে যায়; অথবা, সমাজদেহের যে **অঙ্গ** (সরকারী পরামর্শদাতা-সংগ্রাহক) কর্ম্মযজ্ঞের ফসলের অংশ লইতে যায়; কিংবা, যাহা না বাঁকাইলে ঘি উঠে না। (দ্র. **অঙ্গুলী**)। / যাহা গ্রহণার্থ যায়। (ব.শ.)। ◘ হস্তপদ-শাখা, বাৎস্যায়ন মুনি (angel, angle)। *

অঙ্গুলি : ● **অঙ্গুল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে কনিষ্ঠ সরকারী কর্ম্মীর মাধ্যমে **অঙ্গুল** সক্রিয় হয়।

অঙ্গুলী : ● **অঙ্গুলির** আধার যে; অথবা, যে কনিষ্ঠ সরকারী কর্ম্মী কর-প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে যায়; কিংবা, যে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীকে দিয়া সমাজের দুধ সর ঘি বা ধনসম্পদ তুলিয়া আনা হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) হাতের যে আঙুল দিয়া দৃশ্য ঘি তুলিয়া আনা হয়। ◘ সরকারী কর্ম্মী, (সাদৃশ্যে) আঙুল। *

অচট : ● **অ** (নাই) **চট** (চয়নটঙ্কার) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **চট** পড়ে নাই। / যে জমিতে লাঙ্গলের চোট লাগে নাই। (ব.শ.)। ▫ অনাহত, আচষা, অনাবাদী।

অচ্যুত : ● **অ** (নয়) **চ্যুত** (স্খলিত) যে। / যাহা চ্যুত নহে; অথবা, যাঁহার স্বপদ হইতে চ্যুতি নাই; কিংবা, যিনি স্বপদ হইতে চ্যুত হন না। (ব.শ.)। ▫ অভ্রষ্ট, অক্ষর, অবিনাশী ... বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। *

অচ্ছ : ● নয় ছ (চয়ন-ছাদিত বা আচ্ছাদিত) যে; অথবা, যাহাতে ছাদনাদি কোনো বিঘ্ন নাই; অথবা, যাহা দৃষ্টিকে ছেদন করে না, চলিয়া যাইতে দেয় (transparent); কিংবা, **স্ফটিকস্বচ্ছ**তার কারণে যাহার ভিতরের সবকিছু দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া বাংলাভাষী **'আচ্ছা'** বা 'ঠিক আছে' বলিয়া থাকেন। / যাহা দৃষ্টি ছেদন (নির্ম্মলতা হেতু দৃষ্টি রোধ) করে না। (ব.শ.)। ▫ অনাবিল, নির্ম্মল, স্ফটিক। *

অচ্ছাবাক : ● **অচ্ছ**-এর (নির্ম্মলের) আধার **বাক** যাহার; অথবা, যাঁহারা গোপন না করিয়া কর্ম্মপরিকল্পনার সব কথা সবাইকে বলিয়া দেন। ▫ প্রাচীন কর্ম্মযজ্ঞের পরিচালকদের একটি অংশ। *

অচ্ছোদ : ● **অচ্ছ** (নির্ম্মল) **উদ** যাহাতে; অথবা, যাহা **স্বচ্ছ** প্রবাহ (জলপ্রবাহ, জ্ঞান-প্রবাহ, পণ্যপ্রবাহ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। / অচ্ছ উদ (উদক) যাহার। (ব.শ.)। ▫ হিমালয়ে স্থিত স্বচ্ছজল সরোবর বিশেষ, যাহা **অচ্ছোদা** নদী হইতে জাত। *

অছি : ● অস্তিত্বের **ছি** যাহাতে; অথবা, সত্তাকে **সক্রিয়**ভাবে আচ্ছাদন (লালন-পালন) করিয়া রাখে যে। ▫ তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক।

অছিলা : ● নাই **ছিলা** (সক্রিয় আচ্ছাদন লালনকারী) যাহাতে; অথবা, যাহাতে কার্য্যের মুখরক্ষা করিবার আচ্ছাদন নাই; কিংবা, কার্য্যের যুক্তিসম্মত কারণ নাই যাহাতে। ▫ ছুতা, মিথ্যা কারণ।

অজ : ● **অ** (নাই) জনন যাহাতে; অথবা, যে (কাহারও দ্বারা) জনিত হয় না (স্বয়ম্ভু হয়); অথবা, যে কাহাকেও জনন করিতে পারে না। ▫ বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, স্বনিযুক্ত রাজা অজ, অপগামী, দক্ষ, পাঁঠা, নপুংসক। *

অজগর : ● **অজ**কে (ছাগকে) গ্রাস করে যে; অথবা, একটি গোটা ছাগল গিলিয়া ফেলে যে। ▫ বৃহৎ সর্পবিশেষ।

অজগব : ● **অজ**-এর (ছাগের, অপগামীর, দক্ষের) গমন বহন করে যে; অথবা, দক্ষের দ্বারা যৌথ-উৎপাদন হওয়া রক্ষা করে যে; কিংবা, যাহাতে ভোগ্য ফসলাদি উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু উদ্বৃত্ত বিক্রেয় **পণ্য** উৎপাদন না হইতে পারে তদ্রূপ ব্যবস্থার প্রচলন ও বহন করে যে। ▫ শিবধনু, হরধনু। *

অজমুখ : ● **অজ**-এর (ছাগের) ন্যায় মুখ যাহার (যে দক্ষ-বিশেষজ্ঞদের)। ▫ দক্ষ-প্রজাপতির অন্য নাম। *

অজয় : ● নেই **জয়** যাহাতে; অথবা, যাহাকে **জয়** করা যায় না এবং যে কাহাকেও **জয়** করে না বা করিতে যায় না। / যাহার জয় (পরাভব) নাই। (ব.শ.)। ▫ অভিভবহীন, সারবান, বীরভূম জেলার নদবিশেষ। *

অজয়া : ● **অজয়**-এর আধার যে; অথবা, যে আধারশক্তিকে **জয়** করা যায় না এবং সে কাহাকেও **জয়** করিতে যায় না। ▫ ভাঙ, অবিদ্যা, মায়া। *

অজস্র : ● **ন জস্র** যাহাতে; অথবা, অনকৃত জনিতের একরৈখিক বিচ্ছুরণ রহে যাহাতে; অথবা, ছেদহীন অবিরাম ধারায় প্রবাহিত রহে যে। □ সন্তত, নিরন্তর, পর্য্যাপ্ত, প্রচুর।

অজাতশত্রু : ● অজাত শত্রু যাহার। / যাহার শত্রু জন্মে নাই। (ব.শ.)। □ যুধিষ্ঠির, শিব, মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র। *

অজামিল : ● **অজ**-এর আধারের সহিত মিলিত যে; অথবা, **অজ**-নীতির অনুসরণ-কারীদের সঙ্গে মিলিত যে। □ কান্যকুব্জবাসী দ্বিজবিশেষ। *

অজিত : ● নেই **জিত** যাহাতে; অথবা, যাহাকে জেতা যায় না এবং যে কাহাকেও জিতিতে যায় না। / জিত ভিন্ন (অন্যরূপ যে)। (ব.শ.)। □ অবিজিত এবং অবিজয়ী, ষষ্ঠ মন্বন্তরের অবতার, দেবগণবিশেষ। *

অজিন : ● **অজ** (ছাগ) সক্রিয় হইয়া অনকৃত যাহাতে (যাহার ভিতরে); অথবা, দক্ষ-বিশেষজ্ঞগণ যে আবরণের ভিতরে সক্রিয় থাকিয়া তাঁহাদের কার্য্যাদি করিয়া থাকেন; অথবা, সেকালের উৎপাদন কর্মযজ্ঞে জ্ঞানযোগী-কর্ম্মযোগীগণকে ঘিরিয়া থাকা **ব্যাঘ্রচর্ম্ম** ও **কৃষ্ণসার** মৃগের **চর্ম্মের** ন্যায় যে সামাজিক আবরণ **ধূলি**প্রভৃতি সমস্ত বহিরাগত ঝঞ্ঝাটকে দূরে সরাইয়া রাখিত; কিংবা, যে আর্থিক সামাজিক বাহ্যিক নিরাপত্তার বলয়ের ভিতরে বিশেষজ্ঞ-বিদ্যাধরেরা কর্ম্মরত থাকেন। □ পরিচালকের নিরাপত্তা বা 'সিকিউরিটি', (সাদৃশ্যে) কৃত্তি, যোগীর ব্যবহার্য্য ব্যাঘ্র ও কৃষ্ণসারাদির চর্ম্ম।

অজিনযোনি : ● **অজিন** উৎপন্ন হয় যাহা হইতে; অথবা, যে জনসাধারণ (হরিণ) হইতে দক্ষবিশেষজ্ঞগণের নিরাপত্তা-সহযোগীরা উঠিয়া আসেন। □ অজিনের উৎপত্তিস্থান, কদলী কন্দলী প্রভৃতি ষড়্বিধ হরিণ। *

অজীগর্ত্ত : ● **অজ**-ই গর্ত্ত যাহার; অথবা, দক্ষতাই বিপদের কারণ যাহার। □ শুনঃশেপ বা শুনঃশেফ ঋষির পিতা। *

অজুহাত : দ্র. **বজুহাত**।

অজেয় : ● যে **জেয়** নহে। / যাহাকে জয় করা যায় না। (ব.শ.)। □ অপরাজেয়।

অজ্ঞ : ● নেই **জ্ঞ** যাহাতে; অথবা, কোথায় কী **জনিত**, উৎপাদিত বা ঘটিত হল না-হল তাহার খবর জানে না যে; অথবা, **জ্ঞ**-এর (প্রচলিত জ্ঞানের) ভিতরে যাহা আছে তাহা জানে না যে; কিংবা, **জ্ঞ**-এর (প্রচলিত জ্ঞানের) বাইরে যাহা কিছু আছে তাহা জানে যে। / যে জানে না; অথবা, যাহা হইতে জ্ঞানী নাই। (ব.শ.)। □ জ্ঞানহীন, বিশেষ-জ্ঞানশূন্য, সর্ব্বজ্ঞ। *

অঞ্চ : ● **অং**-এর (অস্তিত্বের রহস্যরূপের) চয়ন (চয়ন-চরণ-চলন ইত্যাদি) যাহাতে; অথবা, তেজধারীর তেজের প্রকাশ থাকে যাহাতে। □ উৰ্দ্ধগমন, শিখা, আভা, আঁচ।

অঞ্চল : ● **অঞ্চ**-এর (অস্তিত্বের রহস্যময় চলন) বা আঁচ লালিত যাহাতে; অথবা, তেজধারীর (শাসকের) তেজ বা আঁচ (শাসনতাপ) যতদূর পর্যন্ত গিয়া পড়ে। / যাহা প্রান্ত প্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। □ শাসকের এলাকা, দেশ, ভূভাগ, বস্ত্রান্ত, আঁচল। *

অঞ্চিত : ● **অঞ্চ** (আঁচ) সক্রিয়া হইয়া তারিত যাহাতে। □ পূজিত, অর্চ্চিত, সম্মানিত, আকুঞ্চিত, বক্রীকৃত, ব্যাপ্ত, গুম্ফিত, গ্রথিত।

অঞ্জ : ● **অং** (অস্তিত্বের রহস্যরূপ) জনিত যাহাতে; অথবা, প্রত্যাশানুরূপ বা সমুচিত

বিদ্যা জনন করে যে; কিংবা, পরিপূরক বা **উচিত** জনন (সৃজন) করিবার বিদ্যাবুদ্ধি থাকে যাহাতে; অথবা, যে বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা **উচিত** জনন করিয়া নব নব সত্তার সৃজন (উৎপাদন) বা প্রকাশন ঘটান যায়। *

অঞ্জন : ● **অঞ্জ** (...সমুচিত বিদ্যাবুদ্ধি জনন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে জ্ঞানা**ঞ্জন** দ্বারা) নব নব উৎপাদন কর্ম্ম চলিতে থাকে (দ্র. **নিরঞ্জন**); কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার কালি দিয়া উত্তর-প্রজন্মের জ্ঞানচক্ষু উন্মেষণ উদ্দেশ্যে **জ্ঞানাঞ্জন**-শলাকা (কাজলদানী) বানান হয়। / যে রব দ্বারা শুভাশুভ ব্যক্ত করে; অথবা, যাহা দ্বারা চক্ষু লিপ্ত হয়। (ব.শ.)। ❐ দক্ষজ্ঞান, দক্ষজ্ঞানী, পশ্চিম-দিকের দিগ্গজ, নীলগিরি, (সাদৃশ্যে) কাজল, আঁজনি ইত্যাদি। *

অঞ্জনা : ● **অঞ্জন**-এর আধারশক্তি যে; অথবা, প্রাচীন ভারতের যে শিক্ষাব্রতীগণ কর্ম্মযজ্ঞের বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার জ্ঞানা**ঞ্জন** দ্বারা উত্তরপ্রজন্মকে শিক্ষাদান করিতেন; কিংবা, যাঁহাদের গর্ভ হইতে সেকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত **হনুমান**-এর জন্ম হইয়াছিল; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে (প্রকৃতি) কাজল পরিয়াছে। ❐ অঞ্জনবর্ণযুক্তা, ঈশান-দিকের দিক্করিণী, হনুমানের জননী ...। *

অঞ্জলি : ● **অঞ্জ**-এর (...সমুচিত জননের) লালন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, দেবদেবীর বা প্রভুর প্রত্যাশানুরূপ দৃশ্য বা অদৃশ্য সত্তাদি সৃজনপূর্ব্বক সমুচ্চিত মানসে তাহা উৎসর্গের নিমিত্ত লালন করা সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) প্রত্যাশানুরূপ পুষ্পাদি জনন-পূর্ব্বক তাহা উৎসর্গের জন্য সমুচ্চিত দুই হাতে লালন করা সক্রিয় যাহাতে। / যাহা দ্বারা বিনয় প্রকাশিত হয়। (ব.শ.)। ❐ (সাদৃশ্যে) মিলিত করতলদ্বয়, আঁজলা। *

অঞ্জসা : ● **অঞ্জ**-এর (...সমুচিত জননের) নির্য্যাস থাকে যাহাতে; অথবা, সর্ব্বপ্রকারের জননের বা সৃজনের (উৎপাদনের) বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সারাৎসার থাকে যাহাতে (যে তত্ত্বে)। দ্র. **সামঞ্জস্য**। ❐ সারকথা, তত্ত্ব।

অট : ● **অ**-এর (অস্তিত্বের) টঙ্কার (অঘোষিত-ঘোষণা) থাকে যাহাতে; কিংবা, যে **অস্তিত্ব** — 'আমি হয়েছি', 'আমি বর্ত্তমান আছি', 'আমি বিকশিত হচ্ছি', 'আমি বাড়ছি', 'আমি চলছি' ... ইত্যাকার স্বতঃপ্রণোদিত কোনো একটি কর্ম্মের প্রকাশ (ঘোষিত বা অঘোষিত ভাবে) করিয়া থাকে। ❐ ভ্রমণকারী, যাও।

অটন : ● **অট** (...স্বতঃপ্রণোদিত কর্ম্মের টঙ্কার) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, **অট**করণ চলমান যাহাতে; কিংবা, হওয়া বাড়া চলা ইত্যাদি চলিতেছে যাহাতে; অথবা, খাদ্যাদির ব্যবস্থা থাকায় (**অনটন** না থাকায়) চলমান (**অট**করণ করিতেছে) যে। ❐ গতি, পরিক্রমণ, **অনটন**, **পর্য্যটন**।

অটবী : ● **অট**-এর (...হওয়া বাড়া ইত্যাদির টঙ্কারের) বাহক সক্রিয় যে আধারে; অথবা, সামাজিক অরণ্যে যে সকল পরিবার বা সংস্থারা নিজ নিজ উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালাইয়া উৎপাদিত ফসলাদি ফলাইয়া ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করিতেছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) দৃশ্য অরণ্যের বৃক্ষেরা নিজ নিজ ফুল ফল ফলাইয়া ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। / মৃগয়ার্থে যেখানে যায়; অথবা, বার্দ্ধক্যে যেখানে যায়। (ব.শ.)। ❐ জনারণ্য, (সাদৃশ্যে) অরণ্য।

অটুট : ● নাই **টুট** (অবটঙ্কার) যাহাতে; অথবা, যাহা **টুটে** নাই; অথবা, যাহা যথা-পূর্ব্বং টঙ্কার করিতেছে; কিংবা, যাহার টঙ্কাব-করণে কোনো ত্রুটি ঘটে নাই; অথবা, যাহা আগের মতোই আছে। ⊓ অভগ্ন, আস্ত।

অট্ট : ● **অট** (...স্বতঃপ্রণোদিত হওয়া-বাড়া ইত্যাদির টঙ্কার) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, 'হইয়াছে'র টঙ্কার টঙ্কারিত যাহাতে (যে গৃহে, বিপণিতে, হাটে); কিংবা, যাহা 'আমি হইয়াছি ইত্যাদি' প্রকাশ (টঙ্কার) করিয়াই থামে না, সুস্পষ্ট ঘোষণা (টঙ্কার) করিতে থাকে। / যাহা অতিক্রম করে; অথবা, যে স্থানে বিক্রয়ার্থ পশুবধ হয়। (ব.শ.)। ⊓ প্রাসাদের উপরিস্থিত গৃহ, বিপণি, হাট।

অট্টালিকা : ● **অট্ট**-এর (...বাড়বৃদ্ধির টঙ্কারিত টঙ্কারের) আধারকে লালনপূর্ব্বক সক্রিয় করে যে সত্তা; অথবা, যে প্রাসাদোপম গৃহ হইতে বাড়বৃদ্ধি-লব্ধ সত্তার (শাসকের, ধনীর) আত্মঘোষণা চলিতে থাকে। / যাহা অন্য গৃহ অতিক্রম করে। (ব.শ.)। ⊓ প্রাসাদোপম বাড়ী, প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহ, রণগৃহ, উচ্চস্থানে নির্ম্মিত ভূমিকা।

অট্টহাসি : ● **অট্ট** (অস্তিত্বের টঙ্কার টঙ্কারিত) হয় যে হাসিতে; অথবা, যে হাসি হাস্যকারীর অস্তিত্বকে অত্যন্ত প্রকট করে। ⊓ উচ্চহাস্য।

অঢেল : ● **অ** (অস্তিত্ব) **ঢেল**কৃত বা **ঢের**কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো সত্তাকে প্রচুর পরিমাণে ঢালিয়া বা স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। ⊓ ঢের, প্রচুর, অনেক।

অণ : ● **অ**-এর (অস্তিত্বের) ভাব মাত্র থাকে যাহাতে, অস্তিত্ব থাকে না; অথবা, অস্তিত্বের ভাবের **তন্মাত্র** রূপ থাকে যাহাতে।

অণিমা : ● **অণ**-এর (অস্তিত্বের তন্মাত্র রূপের) সক্রিয় সীমায়িত আধার যে; অথবা, **অণু**রূপে অস্তিত্ব লাভের পূর্বাবস্থা থাকে যাহাতে। ⊓ অণুভাব, অণুত্ব, সূক্ষ্মতা, অষ্ট-ঐশ্বর্য্যের একতম। ✱

অণু : ● **অণ** (অস্তিত্বের তন্মাত্র রূপ) নব রূপে (প্রকটিত রূপে) উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, অস্তিত্ব সঙ্কুচিত হইয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ যে রূপে (**তটস্থ**লক্ষণ লইয়া) টিকিয়া থাকিতে পারে। ⊓ সূক্ষ্ম, লব, লেশ, কণ, অতি **সূক্ষ্ম**তম অবিভাজ্য অংশ (atom)। ✱

অণ্ড : ● **অণ** (অস্তিত্বের তন্মাত্র রূপ) ডয়িত (উড্ডয়নকৃত) হয় যাহাতে; অথবা, যাহার মাধ্যমে অস্তিত্ব নবলোকে উড্ডয়ন করে; কিংবা, সামাজিক **সন্ধ্যা**র যে তন্মাত্ররূপ সমাজকে উচ্চগুণসম্পন্ন সমাজে উত্তীর্ণ করে; অথবা, জৈবিক **সন্ধ্যা**র যে তন্মাত্ররূপ জীবকে উচ্চগুণসম্পন্ন জীবে উত্তীর্ণ করে। (দ্র. **ডিম্ব**)। / যাহা দ্বারা অবয়ব সংযোগ-প্রাপ্ত হয়; অথবা, যাহা হইতে শাবক নির্গত হয়। (ব.শ.)। ⊓ বিপ্লব, (সাদৃশ্যে) আন্ডা (পোলট্রির ডিম নহে)। ✱

অণ্ডজ : ● **অণ্ড** হইতে জনন যাহার; অথবা, সমাজবিপ্লব হইতে যে সামাজিক সত্তাদের (দোকানদার, ধনবান ইত্যাদির) জন্ম হইয়াছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) দৃশ্য অণ্ড হইতে যে সকল জীবের (পক্ষী, সর্পাদির) জন্ম হয়। / অণ্ড হইতে জাত। (ব.শ.)। ⊓ অণ্ডজাত প্রাণীমাত্র, পক্ষী, সর্প ... ইত্যাদি।

অত : ● **অ** (অস্তিত্ব) তারিত যাহাতে; অথবা, অস্তিত্বের তারণ যে পর্য্যন্ত (যতগুলি পর্য্যন্ত) গিয়াছে; কিংবা, **অত**করণ (বাড়িতে থাকা, চলিতে থাকা ...) চলে যাহাতে। ⊓ ঐ-পরিমাণ, ঐ-সংখ্যক, ততগুলা; সতত গমন।

অতঃ (অতস্) : ● **অত** (...ঐ-পর্য্যন্ত তারণ) সম্পূর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে অত-এর শেষ বা বিসর্গ পর্য্যন্ত (হিসাবে ধরা হইয়া) আছে। ◻ ঐ পর্য্যন্ত।

অতঃপর : ● **অতঃ**-এর (ঐ-পর্য্যন্তের) পালন রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে **অতঃ**-এর (ঐ-পর্য্যন্তের) পরবর্তী অধ্যায় রহিয়াছে। ◻ এই স্থান কাল পাত্র হইতে; ইহার পরে। ✻

অতএব : ● **অত**-এর দিশা বাহিত যাহাতে; অথবা, ঐ পর্য্যন্ত যাহা হইয়া আসিয়াছে তাহার ন্যায় প্রবাহন চলে বা চলিবে যাহাতে। ◻ এই হেতুই, এই নিমিত্ত; এই কারণে, ইহা হইতে, ইহা অপেক্ষা। ✻

অতর্ক : ● নেই **তর্ক** (তুলনামূলক বিচার) যাহাতে। / যাহার তর্ক (তর্কহেতু) নাই। (ব.শ.)। ⊓ অহেতুক, তর্কহীন, তর্কাভাব।

অতর্কিত : ● নয় **তর্কিত** যে; অথবা, যাহা **তর্ক** (তুলনামূলক বিচার) করিয়া গৃহীত হয় নাই; অথবা, যাহাকে **তর্ক** (তুলনামূলক বিচার) করিবার আগেই উপস্থিত হইয়া গিয়াছে; কিংবা, (ফলে) যাহা 'আকস্মিক' বলিয়া প্রতীয়মান হয়। / যাহা তর্কিত (চিন্তিত) নহে। (ব.শ.)। ◻ অচিন্তিত, অননুমিত, অবিচারিত। ✻

অতল : ● যাহার **তল** পাওয়া যায় না। (দ্র. **অথৈ**)। / যাহার তল নাই। (ব.শ.)। ⊓ গভীর, অগাধ, অনধিগম্য।

অতলস্পর্শ : ● যাহার **তল** স্পর্শ করা যায় না। / যাহার তলের (অধোদেশের) স্পর্শ নাই। (ব.শ.)। ⊓ অতি গভীর।

অতশত : ● **অত** ও **শত** যাহাতে; অথবা, যাহাদের যতগুলি পর্য্যন্ত গণনা করা হইয়াছে এবং যাহাদের **শত** পর্য্যন্ত গণনা করা হইয়াছে; কিংবা, লক্ষণার্থে, যাহাদের নানা সংখ্যক সত্তাকে হিসাবে ধরা হইয়াছে। ◻ নানা বিষয়, খুঁটিনাটি।

অতসী : ● **অতস্** (**অত**খানি বড় হওয়াই শেষ) যে সক্রিয় আধারের; অথবা, যে গাছ জন্মিয়া বড় হইয়া ফুল ফোটায় এবং সেখানেই তাহার শেষ হইয়া যায় (ফল ফলানোতে যেন-বা তাহার প্রয়োজন নাই); কিংবা, যে যুবতী নারীর পুত্রকন্যা এখনও হয় নাই। ◻ নীল-ফুলের ছোট গাছ, মসিনা গাছ, তিসি, শণবৃক্ষ (hemp), পীতপুষ্পের বৃক্ষ ও তাহার পুষ্প; সদর্থে চিরকুমারী, কদর্থে বাঁজা মেয়ে।

অতি : ● **অত** (ঐ-পরিমাণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **অত**করণ (বাড়িতে থাকা, অধিক হওয়া) চলিতেছে যাহাতে; কিংবা, চলিতে থাকা সক্রিয় যাহাতে। ◻ অধিক, বেশি, বহুতর, সতত গমন।

অতিক্রম : ● **অতি** (অতিযায়িত) **ক্রম** (আবর্ত্তন-পূর্ব্বক যাওয়া) যাহাতে; অথবা, **ক্রম** অতিক্রান্ত যাহাতে; কিংবা, ডিঙাইয়া যাওয়া হয় যাহাতে। ◻ উল্লঙ্ঘন করা, টপকে যাওয়া।

অতিক্রান্ত : ● যে **অতিক্রম** করিয়াছে; কিংবা, যাহাকে **অতিক্রম** করা হইয়াছে। ◻ অতীত, উল্লঙ্ঘিত।

অতিথি : ● **অ** (নাই) **তিথি** (গতিশীল তারীর থাকা সক্রিয়) যাহাতে; অথবা, যে তারণকারী সত্তা ক্ষণিকের জন্য থাকিয়া তাহার কাজটুকু করিয়া চলিয়া যায়, থাকে না; কিংবা, প্রাচীন ভারতে সম্প্রদায়-সদস্যদের গৃহে গৃহে গিয়া তেরাত্রির অধিক না থাকিয়া যে জ্ঞানব্রতী-গণ সামাজিক

উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ দিতেন; অথবা, যিনি কোন দিন আসিবেন এবং চলিয়া যাইবেন, তাহার ঠিক থাকে না; কিংবা, (সাদৃশ্যে) গৃহাগত সম্মানীয় আগন্তুক মাত্র যাহাতে। / যাহার তিথি নাই; অথবা, যাহার স্থিতি নাই; কিংবা, যে যায়, থাকে না, অথবা, অনিত্যাবস্থান হেতু যাহার তিথি বা দিন নাই। (ব.শ.)। ◻ একরাত্র পরগৃহবাসী ব্রাহ্মণ, অভ্যাগত, গৃহাগত, অত্রি, (লক্ষণার্থে) যে কোনো মাননীয় আগন্তুক।

অতিপ্রাকৃত : ● / যাহা প্রাকৃতকে অতিক্রম করিয়াছে। (ব.শ.)। ◻ অস্বাভাবিক, অলৌকিক।

অতিবাদ : ● **অতি** (অধিক) **বাদ** (কথন) যাহাতে। ◻ অতিক্রমবাদ, পরুষবাদ, কঠোর বাক্য-প্রয়োগ, অত্যুক্তি, অতিশয়োক্তি।

অতিবাহ : ● **অতি** (অধিক) **বাহ** (বহ হইতে জাত) যে; অথবা, যাহারা যৌথব্যবস্থার উদ্বৃত্ত (ভোগাতিরিক্ত, ভোগাবশিষ্ট) উৎপন্নকে শাসনকেন্দ্রে (সূর্য্যে) লইয়া যাইত; কিংবা, যাহারা স্বতান্ত্রিকব্যবস্থার (পরভোগ্য) পণ্যকে ধনলোকে (চন্দ্রে) লইয়া যায়; অথবা, বাড়তি বা উদ্বৃত্ত বাহিত হয় যাহাতে। ◻ অর্চ্চিরাদ্যভিমানী দেবতা (ইঁহারা লিঙ্গশরীর অবচ্ছিন্ন সত্তাকে বা উৎপন্নকে **পিতৃযান** ও **দেবযান** দ্বারা যথাক্রমে **ব্রহ্মালোকে** ও **চন্দ্র**লোকে লইয়া যান।)। *

অতিবাহিত : ● **অতিবাহ** (উদ্বৃত্তবাহক) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **অতিবাহন** করা হইয়াছে; কিংবা, যে কালপ্রবাহকে ভোগাবশিষ্ট (**যাপন-কৃত**) করা হইয়াছে। ◻ উৎপন্ন বা পণ্য প্রবাহে নিক্ষিপ্ত, অতিক্রমিত। *

অতিমুক্ত : ● অতি **মুক্ত** যে; অথবা, মানসিক ও দৈহিক সর্ব্বপ্রকারের বন্ধনাদি (বর্ণাদি) হইতে মুক্ত যে; কিংবা, যাহা কোনো বর্ণের অধিগত নহে। / যে অতিশয় (সম্যক) মুক্ত; অথবা, যে পুষ্প শুভ্রতায় মুক্তাকেও অতিক্রম করিয়াছে। (ব.শ.)। ◻ লব্ধনির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ-মুক্তিপ্রাপ্ত, আসক্তিরহিত, নিঃসঙ্গ, মুক্তাতিশায়ী; (সাদৃশ্যে) তিনিশবৃক্ষ, গাবগাছ, মাধবীকুসুম, মাধবীলতার গাছ। *

অতিমুক্তক : ● **অতিমুক্ত** করে যে। ◻ মোক্ষদাতা, (সাদৃশ্যে) মল্লিনী, গাবগাছ। *

অতিমুক্তি : ● অতি **মুক্তি** যাহাতে; অথবা, **অতিমুক্ত** সক্রিয় যাহাতে। ◻ পরিনির্ব্বাণ।

অতিরিক্ত : ● যাহা **রিক্ত**কে (...প্রান্তিককে) অতিক্রম করে; অথবা, **রিক্ত**-এর ('যত্র আয় তত্র ব্যয়'-এর) **অতি** (অধিক) থাকে যাহাতে। ◻ অতিশয়িত, সমধিক, উদ্বৃত্ত, বেশী। *

অতিসর্গ : **অতি** (অধিক) **সর্গ** (সৃজন, উৎপাদন) যাহাতে; অথবা, যে অতি উৎপাদন পরিত্যাগ করা হয় বা অন্যকে প্রদান করা হয় বা করা হইয়াছে; অথবা, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে যাহা করার অনুমতি ছিল না। / যাহা সর্গ অতিক্রম করিয়াছে; অথবা, যাহা না করিলে প্রত্যবায় (অপচয়) নাই তাদৃশ অনুজ্ঞা বা নিয়োগ যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ উদ্বৃত্ত উৎপাদন, ভোগাতিরিক্ত সৃজন, পরিত্যজ্য, মুক্ত, বিসর্জ্জন, ত্যাগ, দান, উৎসর্জ্জন, উৎসর্গ। *

অতিসুন্দর : ● **সুন্দর**কে অতিক্রম করে যে। ◻ অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ, খুব ভালো।

অতীত : ● **অতি** (সক্রিয় চলিতে থাকা) **ইত** (গত) যাহাতে; অথবা, যে **অত**করণ গত হইয়াছে; অথবা, যে কাল **অতিক্রান্ত**

হইয়াছে। / যে অতিক্রম করিয়াছে। (ব.শ.) । ❒ গত, বিগত, পূর্ব্ব। ❋

অতুল : ● নেই **তুল** যাহার; অথবা, যাহার **তুল্য** আর কেহই নাই। / ন তুলা যাহার। (ব.শ.)। ❒ তুলাহীন, তুলনারহিত।

অতুলন : ● নেই **তুলনা** যাহার; অথবা, যাহার **তুলনা** করা হয় নাই। / ন তুলনা যাহার। (ব.শ.)। ❒ তুলনারহিত, অনুপম।

অতুলনীয় : ● যাহা (অন্য কাহারও সহিত) **তুলনীয়** নহে; অথবা, যাহা (এতই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বা বিশেষ যে তাহা) কাহারও সহিত **তুলনীয়** নহে। ❒ অতুল্য, বিসদৃশ।

অতুলপ্রসাদ : ● **অতুল** (তুলনাহীন) **প্রসাদ** (প্রসন্ন, নির্ম্মল ...) যে; অথবা, যে অন্যদের তুলনাহীন প্রসন্নতা ও নির্ম্মলতা দান করে এবং নিজেও প্রসন্ন নির্ম্মল থাকে; কিংবা, অতি সমাদরে আপন সন্তানকে যে নামে ডাকিতে সেকালের বাংলাভাষী গর্ব্ববোধ করিতেন। ❒ কবি **অতুলপ্রসাদ** সেন।

অতুল্য : ● **অতুল** থাকে যাহাতে; অথবা, যে (এতই বিশেষ যে) কাহারও **তুল্য** নহে। ❒ অসদৃশ, বিষম, অমিত।

অত্যন্ত : ● **অতি**র (সক্রিয় **অত**করণের বা চলিতে থাকার) **অন্ত** (...শেষ) যাহাতে; অথবা, যাহার পরে আর যাওয়া (পাওয়া খাওয়া ধরা মারা বা অন্য কোনো ক্রিয়া করা) যায় না। ❒ অতিশয়, অত্যধিক ..। ❋

অত্যাচার : ● **আচাব অতিক্রান্ত** যাহাতে; অথবা, যে আচার স্বাভাবিক আচারের সীমা অতিক্রম করে; কিংবা, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনা হয় যাহাতে। / যে আচার (প্রথা) অতিক্রম করিয়াছে। (ব.শ.)। ❒ উৎকট আচার, অনুচিত আচরণ ...। ❋

অত্র : ● **অ**-এর (অস্তিত্বের) **ত্র** (ত্রাণ) থাকে যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রে)। ❒ এখানে, এখন, এই সত্তায়।

অত্রস্থ : ● **অত্র** স্থিত যে; অথবা, এখানে আছে যে। ❒ ইহাতে, এই স্থানে।

অত্রি (অত্‌ত্রি ❖) : ● **অত্‌ত্র** (**অত**করণের বা চলার সমস্যাদি হইতে চলার মুক্তিসাধন বা **ত্রাণ**) সক্রিয় করেন যিনি বা যাঁহারা; অথবা, (দক্ষযজ্ঞ-কাণ্ডে আবিষ্কারক শিবের ভৈরবগণ প্রথম শ্রেণীর দক্ষদিগের মুণ্ড কাটিয়া ফেলিলে) যে দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞান-ব্রতীগণ (মহর্ষিগণ বা 'ছাগমুণ্ডি-দক্ষগণ') প্রাচীন ভারতের উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালানোর বিষয়ে সম্প্রদায়সমূহকে পথপ্রদর্শন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ❒ অত্‌ত্রি মুনি, কর্ম্মযজ্ঞ-পরিদর্শক। ❋

অথ : ● **অ** (অস্তিত্ব) গিয়া **থ** (থিতু) হয় যাহাতে (বা যে পর্যন্ত)। ❒ অতঃপর, আরম্ভ, প্রশ্ন, অধিকার, বিকল্প, পক্ষান্তরে, সমুচ্চয়, যদি, তাহা হইলে, সেই হেতু। ❋

অথচ : ● **অথ**-এর (...এতাবৎ-এর) সহিত চয়িত যে। ❒ পক্ষান্তরে, অন্যপক্ষে, কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, তাহা হইলেও। ❋

অথবা : ● **অথ**-এর (এতাবৎ আধারিতের পাশে) বিকল্প আধার যাহাতে। ❒ পক্ষান্তরে, কিংবা, বা।

অথর্ব্ব : ● অতঃপর (**অথঃ**) আর যেসকল গতিশীল বাহকাদি চলমান বা অন (**অর্ব্বন্**) থাকে; অথবা, মানবজাতির জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিবার জন্য তত্ত্ব (ঋক), প্রয়োগ (যজুঃ), ও উৎপন্নাদি-বিতরণের (সাম-এর) পর আর যাহা কিছু (বিবিধ) ভাবিতে ও করিতে লাগে। ❒ ঐহিকমঙ্গলকর

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

মন্ত্রস্বরূপ বেদবিশেষ, চতুর্থবেদ। ✱

অথৈ (অথই) : ● **অ** (নাই) **থই** (থৈ) যাহার; অথবা, যাহার **থই** (থৈ) পাওয়া যায় না; অথবা, যে উপরিতলে **তা-থৈ** করা জলাশয়ের তলার মাটিতে পা রাখিয়া হাত উপরে তুলিলে জলের তরঙ্গায়িত উপরি-তলের নিম্নাংশ (**তা**-টি) হাতে পাওয়া বা ছোঁয়া গেলেও উচ্চ দিকটি (**থৈ**-টি) হাতে পাওয়া যায় না বা ছোঁয়া যায় না। (দ্র. **অতল**)। ❒ মানুষ-ডোবা জল, প্রায় ৮-৯ ফুট গভীর জল। ✱

অদ : ● **অ** (নাই) দান যাহাতে; অথবা, ছাড়িয়া দেওয়া নাই যাহাতে; কিংবা, লক্ষণার্থে, যাহাকে অবশ্যই ভক্ষণ করা হয় (ছাড়িয়া দেওয়া হয় না); অথবা, যে ভক্ষণের হাত হইতে মুক্ত হইলেই **অদ্ভুত** হয়। ❒ ভক্ষণ করা।

অদন : ● **অদ** (...ভক্ষণ করা) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ নাছোড়, ভক্ষণ।

অদিতি : ● **অ** (নয়) **দিতি** (দ্বৈধীকৃত) যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী যৌথতা ও স্বাতন্ত্র্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয় নাই; কিংবা, যে জনগোষ্ঠী অখণ্ডবাদিতায় (যৌথ সামাজিক ব্যবস্থায়) বিশ্বাস করে। ❒ দিতিবিরোধিনী, দক্ষকন্যা কশ্যপপত্নী ও আদিত্যগণের জননী, যৌথ রাষ্ট্রব্যবস্থা বা **পৃথিবী**। ✱

অদৈন্য : ● নেই **দৈন্য** যাহাতে বা যাহার। / যাহার দৈন্য নাই। (ব.শ.)। ❒ দীনতাহীন, কার্পণ্যরহিত, ধনবান, সম্পন্ন। ✱

অদৃশ্য : ● নয় **দৃশ্য** যে; অথবা, যে দেখা দেয় না; অথবা, যাহাকে দেখা যায় না। / যাহা দৃশ্য নহে। (ব.শ.)। ❒ চক্ষুর অবিষয়, দৃষ্টিবহির্ভূত, দর্শনের অযোগ্য।

অদৃষ্ট : ● নয় **দৃষ্ট** যে; অথবা, যে দৃষ্ট হয় না; অথবা, যাহাকে দেখা যায় না। / যাহা দৃষ্ট নহে। (ব.শ.)। ❒ অনবলোকিত, অচিন্তিত, ভাগ্য, ভাগধেয়, দৈব, বিধি। ✱

অদ্ভুত : ● **অদ** (ন-দান বা নাছোড়) হইতে **ভূত** যে; অথবা, নাছোড়কে কোনোমতে ছাড়াইয়া বহির্গত বা মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আলুথালু আবির্ভূত হইয়াছে যে; কিংবা, যাহার স্বভাবত **ভূত** হওয়ার বা উপস্থিত হওয়ার কথা নয়, তাহার আকস্মিক অবিন্যস্ত ভূত হওয়ন যাহাতে। /যাহা অকস্মাৎ ঘটিয়াছে। (ব.শ.)। ❒ আকস্মিক, বিস্ময়কর, আশ্চর্য্য, অপূর্ব্ব, তৎকালভূত, অলৌকিক। ✱

অদ্বৈত : ● **অ** (নাই) দ্বৈত যাহার। / যাহার দ্বৈত (ভেদ) নাই। (ব.শ.)। ❒ অদ্বয়, অভেদ, অতুল, কেবল, অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম। ✱

অদ্য : ● **অদ** (...তৎকাল) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা **অদ্য** (সবেমাত্র, **সদ্য** বা আজ) ঘটিয়াছে। ❒ এই দিনে, আজ, তৎকাল। ✱

অধ : ● **অ** (নাই) **ধারী** যাহাতে; অথবা, যাহার ধারণকারী কেহ নাই বলিয়া যাহা নিম্নে পতিত; অথবা, ধারণকারী নাই বলিয়া সত্তা পতিত হইয়া ধারিত হয় যাহাতে বা যে নিম্ন স্থানে-পাত্রে। ❒ নিম্ন, নীচ।

অধঃ (অধস্) : ● **অধ**-এর শেষাবস্থা যাহাতে; অথবা, ধারণকারী (**ধ** বা ধারী) নাই বলিয়া সত্তা পতিত হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত ধারিত হয় যে স্থানে বা পাত্রে; কিংবা, যাহার নিম্নে আর কোনো স্থান নাই। ❒ অধর লোক, পাতাল, রসাতল, অধর, নিম্ন।

অধঃপতন : ● (মনোলোক বা বাহ্যলোক হইতে) **অধঃ**-তে পতিত হওয়া চলমান যাহাতে। ❒ নিম্নে পতন, চরিত্রভ্রংশ, অবস্থার

অবনতি, ভাগ্যবিপর্য্যয়।

অধঃপাত : ● **অধঃ**-তে পতন যাহাতে। ❐ অধোদেশে গমন, অধোগতি, চরিত্রের অবনতি, বদ্ স্বভাব।

অধস্তন : ● (সমাজদেহাদির) **অধঃ** দিকের **তন** (...দেহাংশ) যাহাতে; অথবা, সমাজদেহ, রাষ্ট্রদেহ, সংস্থাদেহ, বংশদেহ প্রভৃতির নীচের দিকে যে অংশ থাকে। ❐ নিম্নস্থিত, নিম্নগত, বংশ-পরম্পরাক্রমে পরবর্ত্তী, অধীন।

অধঃশিরাঃ : ● / অধঃ শিরঃ যাহার; যাহার মস্তক নিম্নাভিমুখ (থাকে)। (ব.শ.)। ❐ নতশির, অবাক্শিরাঃ, নরকবিশেষ। *

অধম : ● **অধ** (নিম্নগমন) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, (পতিত হইতে হইতে) **অধ**-তে (গিয়া) সীমায়িত যে; কিংবা, যাহার **অধ**-তে বা নিম্নে আর নামা যায় না। / যে অধঃ (অধো ভবতি)। (ব.শ.)। ❐ কুৎসিত, নিন্দিত, নির্গুণ, ন্যূনতম, নীচ, হীন, ভারবাহী।

অধর : ● নেই ধরা যাহাতে; অথবা, ওষ্ঠের যে নিম্নাংশ হইতে রস ঝরিয়া পড়ে। / যাহা কিছু ধরে না; অথবা, যে বাদী পূর্ব্ববাদ ত্যাগ করিয়া অন্য বাদ অবলম্বন করে। (ব.শ.)। ❐ অধঃস্থিত, হীন, পূর্ব্ব, হীনবাদী, (সাদৃশ্যে) ঊর্দ্ধ ও নিম্ন ওষ্ঠ, অধোভাগ, যোনি, চঞ্চু।

অধরমদিরা : ● **মদিরা**তুল্য **অধর**রস (উভয়-ওষ্ঠরস) যাহাতে। ❐ সুরাবৎ মত্ততাজনক অধররস।

অধরমধু (অধরসুধা) : ● **মধু**র (বা **সুধা**র) ন্যায় **অধর**রস (উভয় ওষ্ঠরস) যাহাতে। ❐ অধরের মধুতুল্য, অধরামৃত।

অধরোষ্ঠ : ● **অধর**-এর নিম্নভাগ বা **ওষ্ঠ** যাহাতে। ❐ নিম্ন ওষ্ঠ, নীচের ঠোঁট। (বিপরীত 'উত্তরোষ্ঠ')।

অধর্ম্ম : ● **অ** (নয়) **ধর্ম্ম** যাহা; অথবা, সত্তার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক স্বভাব থাকে না যাহাতে; কিংবা, জনশ্রুতি যাহাকে 'মানুষের ধর্ম্ম' বলিয়া চিহ্নিত করে তাহা থাকে না যাহাতে; অথবা, পুরাণমতে, নিজের প্রয়োজন নিজে উৎপাদন না করিয়া রামের উৎপন্ন কিনিয়া শ্যামকে বিক্রয় করিয়া লভ্যাংশ দ্বারা জীবিকার্জ্জন করা হয় যাহাতে; কিংবা, প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের কথিত ধর্ম্মের বিপরীত যে কোনো আচরণকেই যে নামে চিহ্নিত করিয়া থাকেন। ❐ ধর্ম্মবিরোধী, অবৈধ কার্য্য, দুষ্কৃত, পণ্যবিনিময়। *

'অধর্ম্মের মর্য্যাদা' : ● স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **ধর্ম্ম**-এর বিরোধী যে আচরণকে সমাজ 'সঠিক' বলিয়া স্বীকৃতি ও সামাজিক সম্মান (মর্য্যাদা) দিয়াছে; কিংবা, পুরাণমতে, **পণ্য**-বিনিময় করা সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত যাহাতে; অথবা, প্রজাপতি **বেণ** (বেনিয়াবৃত্তির প্রচলন করিয়া) যে **অধর্ম্মের মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিংবা, দেবীপুরাণ যাহাকে 'মহৎ অধর্ম্মের মর্য্যাদা' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ❐ বিনিময়ের মর্য্যাদা, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সামাজিক স্বীকৃতি। *

অধি : ● **অধ**করণ (নিম্নে রাখিয়া বা থাকিয়া ধারণ করা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, অন্য কাহাকেও সক্রিয়ভাবে নিজের নীচে আনিয়া ধারণ করা বা স্বয়ং নীচে থাকিয়া ধারণ করা সক্রিয় থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে **অধ** বা নিম্ন (স্থান, কাল, পাত্রাদি) সক্রিয় হইয়া ধারণমূলক কোনো কার্য্য করে। ❐ উপরি, **অধি**কার, আধিক্য, ঐশ্বর্য্য ...। *

অধিক : ● **অধি**করণ কৃত যাহাতে; অথবা,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যে **অধ** সত্তা ক্রিয়াবান হইয়া বহু কিছুকে তাহার অধিকারে আনিয়া ফেলিয়াছে বা অধীন করিয়াছে (ফলে বহু কিছু তাহার অধিগত, তাই **অধিক**)। ⊓ অনেক, বেশি, অত্যন্ত, বয়োবৃদ্ধ, প্রচুর ...।

অধিকরণ : ● **অধি**-কার করা বা **অধি**-ভুক্ত করা অন (চলমান) যাহাতে (যে ব্যবস্থায়); অথবা, যাহাতে অন্য স্থান-কাল-পাত্রকে সক্রিয়ভাবে **অধ**করণ (নিজ শাসন-এলাকার নীচে আনয়ন) করা হয়। / যাহা অধিকৃত হয়; অথবা, যাহা দ্বারা বা যাহাতে পঞ্চাঙ্গ বিচার অধিকৃত হয়। (ব.শ.)। ⊓ নিয়োগ, বিষয়, অভিধেয়, বিচার্য্য বাক্য, আধার, ক্রিয়া আধাররূপ কারকবিশেষ, বিচারালয়, আধিপত্য।

অধিকরণিক : ● **অধিকরণ** সক্রিয়ভাবে করেন যিনি। ⊓ অধিকারী।

অধিকর্ত্তা : ● **অধি**করণ করেন যিনি। ⊓ অধিকারী, স্বামী, প্রভু।

অধিকার : ● **অধি**করণ করা (সক্রিয়-**অধ**করণ করা) থাকে যাহাতে; অথবা, অধীনীকরণ করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে অধিকৃত অধিকারীর কিছু স্বভাব মানিয়া লয় এবং অধিকারী অধিকৃতের কিছু (স্বভাব অনুসরণের) অবকাশ ছাড়িয়া দেয়; কিংবা, অধীনীকরণের দায়দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যাদি থাকে যাহাতে। ⊓ অধিকৃত বিষয়, কর্তব্য বিষয়, পদাধিকার, ইচ্ছানুসারে ক্রয়বিক্রয়াদি-কার্য্যকরণে স্বামিত্ব, প্রভুত্ব, বিষয়ে জ্ঞান। ❋

অধিকারত্রয় : ● মানুষের যে তিনটি মৌলিক **অধিকার** ছিল বা থাকে — নিজের উপর নিজের অধিকার, সমাজের একজন সদস্য রূপে প্রাপ্য সামাজিক-অধিকার, জগতের একজন সদস্য রূপে প্রাপ্য জাগতিক-অধিকার; অথবা, ভারতবর্ষীয় জনসাধারণ **দক্ষযজ্ঞে**র পরে তাঁহাদের যে অধিকারত্রয় **মহর্ষি**দিগকে দান করিয়া দিয়াছিল (বর্ত্তমানে যে অধিকারত্রয় যৎকিঞ্চিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে মাত্র)। ▢ যথার্থ মৌলিক অধিকার।

অধিকারস্থ : ● **অধিকার** স্থিত যাহাতে। / অধিকারে যে থাকে। (ব.শ.)। ▢ পদস্থিত, নিয়োগবর্ত্তী, অধিকৃত দেশবাসী, রাজ্যস্থিত।

অধিকারী : ● **অধি**করণ করে যে; অথবা, **অধিকার**-এর সক্রিয় আধার যে। / যে অধিকারে করে। (ব.শ.)। ▢ অধিকারবিশিষ্ট, ক্ষমতাবিশিষ্ট, যোগ্যপাত্রভূত, স্বামিত্ববিশিষ্ট, প্রভু, অধ্যক্ষ, পার্ষদের অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ পাত্র, বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের উপাধি, বৈষ্ণবের উপাধি, প্রধান পার্ষদ ...। ❋

অধিগত : ● যাহা কাহারও মানসিক বা বাহ্যিক **অধি**কারের এলাকায় **গ**মন করিয়াছে। ▢ প্রাপ্ত, বিদিত, অধীত।

অধিত্যকা : ● যে ত্যকাকে (তাককে) **অধি**-ভুক্ত করা হইয়াছে। (দ্র. **উপত্যকা**)। ▢ আরূঢ় স্থল, পর্ব্বতের ঊর্দ্ধ (উপরিস্থ) ভূমি (Table-land)।

অধিদেব : ● (ভক্তকে) **অধি**-ভুক্ত (বা আপন **অধীনে** আনয়ন) করিয়াছেন যে **দেব**; অথবা, মানবমনকে **অধি**কার করে বা করিয়া রাখে যে (বিনিময়পূর্ব্বক বা বিনিময়হীন দানকারী সত্তা)। ⊓ অধিষ্ঠিত দেব, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অধিদেবতা : ● (ভক্তকে) **অধি**-ভুক্ত (বা আপন **অধীনে** আনয়ন) করিয়াছেন যে **দেবতা**। ⊓ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অধিদেব।

অধিদেবন : ● **অধিদেব** অন (চলমান) থাকেন যাহাতে (যেখানে); অথবা, যে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

দেবন-কর্ম্মকে (পণ্য-লেনদেনকে) **অধিভুক্ত** করা গিয়াছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) পাশার দান দেওয়া হয় যে স্থানে। ⊓ দ্যূতক্রীড়াস্থান, পাশা খেলার জায়গা।

অধিদেবী : ● (ভক্তকে) **অধি**-ভুক্ত (বা আপন **অধীনে** আনয়ন) করিয়াছেন যে **দেবী**। ⊓ অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

অধিপতি : ● **অধি**কার করিয়া পতিত্ব করেন যিনি; অথবা, যে পতি তাঁহার অধীনে রাখেন (রাখিয়া পতিত্ব করেন)। / যে উপরিস্থ হইয়া পালন করে। (ব.শ.)। ⊓ রাজা, অধিকারী, ঈশ্বর, অধ্যক্ষ, স্বামী, প্রভু, (সুশ্রুত মতে) মস্তকের অংশবিশেষরূপ মর্ম্মস্থান। ✱

অধিবাস : ● **অধি**-ভুক্ত করার সময় (সু) বাসিত করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **অধি**কারী **অধীনীকরণ** কালে অধিকৃতকে আপনার প্রিয় গন্ধে বিমোহিত করিয়া নিজের মতো করিয়া লয়। /বিধিপূর্ব্বক কোনো পদে স্থাপন বা বরণ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ⊓ সুরভীকরণ, নিজ রীতিনীতি ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তকরণ, যাগপূজাবিবাহাদিতে গন্ধাদি দ্বারা করণীয় সংস্কারবিশেষ।

অধিবাসন : ● **অধিবাস** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা করণীয় সুরভীকরণরূপ সংস্কারবিশেষ, প্রতিমায় দেবতার অধিষ্ঠাপন, যজ্ঞের পূর্ব্বদিনে দেবতাদির আবাহনপূর্ব্বক পূজনাদিকর্ম্ম।

অধিবেশ : ● যে **অধি**র (মানসিক ও বাহ্যিক স্থান-কাল-পাত্রের অধিকারের এলাকার) ভিতরে অন্যের প্র**বেশ** ঘটে; অথবা, যাহাতে বিশেষ স্থান-কালে কিছু পাত্রকে এক বা একাধিক বিষয়ের **অধি**কারে প্র**বেশ** করাইয়া রাখা হয়।

অধিবেশন : ● **অধিবেশ** অন (চলমান) থাকে যাহাতে।

অধিভূ : ● যে ভূ (...জাত) শক্তি মানুষকে (মানুষের মনকে) **অধি**কার করে বা করিবার চেষ্টা করে। ⊓ উপরি স্থিত, অধিপ, প্রভু, নায়ক।

অধিভূত : ● **অধিভূ** (...দখলকারী সত্তা) তারিত যাহাতে; অথবা, জগতে জাত যে বলবান সত্তা (সামাজিক বা জৈব শক্তিমান সত্তা) মানবমনকে অধিকার করে বা করিবার চেষ্টা করে। /যাহা প্রাণীমাত্রে অধিষ্ঠিত। (ব.শ.)। ⊓ সামাজিক শক্তিধর (ভূপতি, সেনাপতি, বিদ্যাধর ...), জৈব শক্তিধর (সিংহ, বাঘ প্রভৃতি), জড় শক্তিধর (আগুন, ঝড়, বজ্রাদি), বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ।

অধিরথ : ● রথ **অধি**কারে যাহার। / যিনি রথে আরূঢ় থাকেন। (ব.শ.)। ⊓ সারথি, কর্ণের পালকপিতা। ✱

অধিরাষ্ট্র : ● **রাষ্ট্র**কে **অধি**ভুক্ত রাখিয়া পরিচালনা করে যে (জ্ঞানব্রতী সম্প্রদায়); অথবা, **রাষ্ট্রে**র (**পৃথু**র) উদ্ভবের আগে যাহার উদ্ভবকে (পুরাণানুসারে) 'মানুষের ধর্ম্মরক্ষাকারী' 'প্রজাপতিতন্ত্র' নামে চিহ্নিত করা যায়; কিংবা, **বেণ** বা **বেনিয়া**র উদ্ভবকে ঠেকাইতে গিয়া যে প্রজাপতিতন্ত্র **রাষ্ট্রে**র (**পৃথু**র) জন্ম দিতে বাধ্য হইয়াছিল; অথবা, প্রাচ্য দেশগুলিতে মুনি ঋষি গুরু আউলিয়া মোহান্ত পীর ... প্রমুখ এবং পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে পোপ, সেন্ট ... প্রমুখদের দ্বারা অধিষ্ঠিত **অধিরাষ্ট্র**গুলি সেকালের **রাষ্ট্র**গুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিত বলিয়া প্রায় সকল রাজাকেই তাহাদের 'রাজধর্ম্ম' পালন করিতে হইত; কিংবা, শিল্পবিপ্লব ও সাম্প্রতিক

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

কুবেরপুঁজি নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়িত বিশ্বব্যবস্থা সেই জ্ঞানব্রতী সম্প্রদায়কে প্রায়-বিলুপ্ত করিয়া দিয়া **পুঁজি**দাসী-বুদ্ধিজীবিদের সাহায্যে সেই **অধিরাষ্ট্র**কেই দখল করিয়া বসিয়াছে বলিয়া দেশে দেশে 'মানুষের ধর্ম্ম' আজ যারপরনাই লঙ্ঘিত হইতেছে। দ্র. **পৃথু, প্রজাপতি, মহান**।

অধীন : ● **অধি**গত **ইন** যাহাতে; অথবা, অধিকারী যে **অধি**কৃতকে তাঁহার শাসন-এলাকার ভিতরে আনিয়া রাখিয়াছেন; অথবা, যাহাতে **ইন** (মানুষের অভ্যন্তরের সত্তা বা in) অন্য কাহারও **অধি**কারে থাকে। দ্র. **ইন্দ্র**। / অধিগত ইন যাহা কর্ত্তৃক; অথবা, প্রভুকে প্রাপ্ত যে। (ব.শ.)। ❐ আয়ত্ত, বশগত, আশ্রিত, বশবর্ত্তী, পরাধীন। ✱

অধীনত : ● **অধীন** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে নামাইয়া অধিকারে আনা গিয়াছে।

অধুনা : ● নয় **ধুনা** যে; অথবা, যাহাকে (যে সমস্ত ঘটনাকে) এখনও **ধুন**করণ (তুলো ধুনার ন্যায় মস্তিষ্কে বিস্তর নাড়াচাড়া) করিয়া **অতীতে** নিক্ষেপ করা হয়নি (ধুনকরণ চলিতেছে বা এইমাত্র ধুনা সমাপ্ত হইয়াছে, এইবার অতীতে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে।)। ❐ এই সময়ে, ইদানীম্, সম্প্রতি, এখন।

অধুনাতন : ● **অধুনা** (... নয় **ধুনা**) **তন** যাহাতে; অথবা, **অধুনা** তারিত হইয়া অনকৃত যাহাতে; অথবা, **অধুনার** স্বভাব থাকে যাহাতে (যে স্থান-কাল-পাত্রে, আধারে, দেহে)। দ্র. **তন**। ❐ ইদানীন্তন, এখনকার। দ্র. তন, নূতন, পুরাতন, চিরন্তন, সায়ন্তন, সনাতন।

অধ্যবসায় : ● **অধি**গত **অবসান** (শেষ) যাহাতে; অথবা, শেষাবধি লাগিয়া থাকা চলমান থাকে যাহাতে। / অসাধ্য কার্য্যে বলের সহিত উদ্যম যাহাতে; অথবা, 'এই কার্য্য আমার কর্ত্তব্য' এইরূপ বিনিশ্চয় যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ উৎসাহ, অশক্যে বলোদ্যম।

অধ্যয়ন : ● **অধি**পূর্ব্বক **অয়ন** (মানসিক ভাবে যাওয়া) যাহাতে; অথবা, মনে মনে যাওয়া (অধিকার করা) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ পাঠ করা।

অধ্যাত্ম : ● **অধি**কৃত **আত্মা** (মানুষের 'আমি'বোধ) যাহাতে; অথবা, যে যে বহিঃ-শক্তি মানুষের 'আমি'বোধকে **অধি**কার করে বা করিবার চেষ্টা করে; কিংবা, যখন 'আমি ইহা করিতেছি' বলিয়া কোনো মানুষ এমন কিছু করে যাহা স্বভাবত তাহার করার কথা নয়, তখন তাহার 'আমি'বোধ যাহার দ্বারা **অধি**কৃত বলিয়া অনুমান করা যায়; অথবা, মানুষের **আত্মা**কে ('আমি'-বোধকে) দখল করিয়া ভোক্তৃরূপে (দখলকারী রূপে) সেই **আত্মা**কে খাটাইয়া নেয় যে বা যাহারা। ❐ আমিত্ব-দখলকারী, মগজ-দখলকারী। ✱

অধ্যাত্মজ্ঞান (অধ্যাত্মবিদ্যা) : ● কে বা কাহারা মানুষের **আত্মা**কে ('আমি'-বোধকে) **অধি**কার করে বা করিতে পারে, তদ্বিষয়ক **জ্ঞান (বিদ্যা)** থাকে যাহাতে। ❐ মগজ-দখলকারীদের বিষয়ে জ্ঞান, ত্রিতাপজ্ঞান। ✱

অধ্যাপক : ● **অধ্যাপন** করেন যিনি; অথবা, ছাত্রের মানসিক **অধি**কার কার্য্যকে (**অধ্যয়ন**কে) পালন করেন যিনি। / যিনি অধ্যয়ন করান। (ব.শ.)। ❐ অধ্যাপয়িতা, আচার্য্য, উপাধ্যায়।

অধ্যাপন : ● **অধি**কার-করণের পালন চলে

যাহাতে; অথবা, ছাত্রের মানসিক **অধিকার** কার্য্য (**অধ্যয়ন**) পালন করা চলে যাহাতে। ❒ অধ্যয়ন করান, পাঠনা, পড়ান। ✻

অধ্যাপনা : ● **অধ্যাপন**-এর আধার যে; অথবা, **অধ্যাপন** কার্য্য চলে যাহাতে। ❒ অধ্যয়ন করান, পাঠনা, পড়ান।

অধ্যায় : ● **অধি**কার-পূর্ব্বক যাওয়া থাকে যাহাতে; অথবা, একটু একটু করিয়া (বাহ্যিক বা মানসিক ভাবে) **অধি**কার-পূর্ব্বক যাওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে বা যাহার মাধ্যমে **অধ্যয়ন** করা হয়। ❒ পর্য্যায়, পাঠ, পরিচ্ছেদ, বিষয় বিশেষের পাঠযুক্ত গ্রন্থাংশ।

অধ্যুষিত : ● **অধি**কার পূর্ব্বক বাস করা হয় যাহাতে। ❒ অধিষ্ঠিত, সেবিত।

অন : ● **অ**-এর (অস্তিত্বের) অনকরণ বা নাকরণ যাহাতে; অথবা, যে অস্তিত্ব আপনার বিকাশ বা সমাপ্তির দিকে চলিয়াছে। ❒ জীবন, চলন (চল-অন), বলন (বল-অন)। (ইংরেজি on শব্দটি adverb রূপে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, বাংলা অন শব্দটিও সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কথাটি ইংরেজি in ও বাংলা 'ইন' শব্দের ক্ষেত্রেও খাটে।) ✻

অনন্ত : ● নেই **অন্ত** যাহার; অথবা, যাহার অন্ত বা শেষ নাই। ❒ কল্পান্তেও স্থায়ী।

অনন্তনাগ : ● যে **নাগের অন্ত** বা শেষ নাই; অথবা, (ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা) যে নাগরিকদের (ব্যক্তিমালিকদের) সংখ্যা অগণ্য; কিংবা, যে **নাগ**-এর অগণ্য মুণ্ড; অথবা, যে বহু মাথাওয়ালা (পৃথক সেভিংস অ্যাকাউন্ট হোল্ডার) **নাগ**-এর টাকা ব্যাঙ্কে থাকে। ❒ নাগরাজ অনন্ত, শেষনাগ। ✻

অনবধান : ● **অবধান** (নামাইয়া মনের পাত্রে ধারণ করা) হয় না যাহাতে বা তদ্রূপ করে যে। / ন অবধান যাহার। (ব.শ.)। ❒ অন-বহিত, অমনোযোগী, অবধানের অভাব।

অনবদ্য : ● যাহা **অবদ্য** নহে; অথবা, যাহা অবশ্য **বদ্য** বা কথনীয়। ❒ কথনীয়, অনিন্দনীয়, অগর্হণীয়, দোষশূন্য।

অনল : ● **অন**-এর (চলমান সত্তার) লালন-লোপন করে যে; অথবা, যাহা কিছু অনকৃত বা বর্ত্তমান হইয়া রহিয়াছে সেই সমস্ত সত্তাকে লালন বা লুপ্ত করে বা করিতে পারে যে। ❒ আগুন ... ইত্যাদি। ✻

অনাথ : ● নেই **নাথ** যাহার। / যাহার প্রভু নাই। (ব.শ.)। ● প্রভুহীন, মাতৃপিতৃহীন।

অনাথপিণ্ড : ● **অনাথে**র পিণ্ড (খাদ্যাদির সংহত রূপ) যাহাতে; অথবা, অনাথদিগের খাদ্যাদি থাকে যাহাতে।

অনাথপিণ্ডদ : ● অনাথদিগকে পিণ্ড (খাদ্যাদি) দান করিতেন যিনি। ❒ বৌদ্ধযুগের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠিবিশেষ। ✻

অনাদি : ● নাই **আদি** (আরম্ভ) যাহার। / যাহার **কারণ** বা পূর্ব্বকাল নাই। (ব.শ.)। ❒ জন্মহীন, স্বয়ম্ভু, আরম্ভকালহীন, নিত্য।

অনাদিনিধন : ● যে **অনাদি**-সত্তার **নিধন** নাই বা হয় না। /যাহার জন্ম মৃত্যু নাই। (ব.শ.)। ❒ নিত্য, শাশ্বত।

অনাবিল : ● **আবিল** নয় যে; অথবা, যাহাতে মানসিক বা বাহ্যিক নিম্নগামী মল বা আবর্জ্জনাদি নাই। / নয় আবিল যাহা। (ব.শ.)। ❒ অকলুষ, স্বচ্ছ, রোগাদিরহিত।

অনিন্দিত : ● যে **নিন্দিত** নহে। ❒ অগর্হিত, প্রশস্ত, উৎকৃষ্ট, সাধু, সুন্দর, অনবদ্য ...।

অনিন্দিতা : ● যে (প্রকৃতিসত্তা) **নিন্দিত** নহে। ❒ শোভনা, সুন্দরী, সাধ্বী।

অনিন্দ্য : ● নেই **নিন্দা** যাহাতে; অথবা, যে কাহারও নিন্দা করে না এবং কেহ যাহার নিন্দা করে না। (দ্র. **অজয়**)। ❒ উৎকৃষ্ট। ＊

অনিমেষ : ● নেই **নিমেষ** যাহাতে; অথবা, (মানসিক বা বাহ্যিক) অভিভবেচ্ছায় (গ্রহণেচ্ছায়) এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যে। ❒ নিমেষহীন, নেত্রস্পন্দনশূন্য, সতৃষ্ণ-দৃষ্টি, দেব, মৎস্য, বিষ্ণু।

অনিরুদ্ধ : ● নয় **নিরুদ্ধ** যে; অথবা, যাহাকে রোধ করা যায় নাই বা রোধ করা হয় নাই। ❒ নিরোধহীন, অপ্রতিবন্ধ, অবাধ।

অনিল : ● যে **অন** সক্রিয় হইয়া (অন্য সত্তাদের) লালিত-লয়প্রাপ্ত করে। ❒ বায়ু, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুদেবতা ... ইত্যাদি। ＊

অনিশ : ● নেই **নিশা** যাহাতে। / যাহাতে নিশা (ক্রিয়াবিচ্ছেদ) নাই। (ব.শ.)। ❒ বিরাম-হীন কাল, অবিরাম, সতত, নিশাহীন।

অনীক : ● **অন**-এর (চলমানের) সক্রিয় করণ (কর্ম্মনির্বাহক) থাকে যাহাতে। ❒ সৈন্য, বৃন্দ, শ্রেণী ... ইত্যাদি। ＊

অনীশ : ● নাই **ঈশ** (গতিশক্তির বিচ্ছুরণ বা সামর্থ্য) যাহাতে; অথবা, সামর্থ্য নাই যাহার। ❒ ঈশভিন্ন, অসমর্থ, ঈশ্বরভিন্ন, অস্বতন্ত্র, ঈশহীন, প্রভুশূন্য ...।

অনীহ : ● যাহার **ঈহা** নাই সে।

অনীহা : ● নেই **ঈহা** যে আধারে।

অনসূয়া : ● নেই **অসূয়া** যাহার; অথবা, **দক্ষযজ্ঞ** পণ্ড হওয়ার পর 'ছাগমুণ্ডি-দক্ষ' বা **অত্‌ত্রি** ❖ মুনির পরিচালিত যে জনগোষ্ঠী কখনো কাহারও গুণে দোষাবিষ্কার করিত না; কিংবা, অন্যের ভাল দেখিয়াও যাহার **গাত্রদাহ** হয় না; অথবা, যে জনগোষ্ঠী, প্রাচীন যৌথসমাজের ভিতরে যাহারা ব্যক্তিগত ধনাদির চেষ্টা করিত তাহাদের দোষ দেখিত না। (দ্র. **অরুন্ধতী**)। / যাহার অসূয়া (গুণে দোষাবিষ্কার) নাই। (ব.শ.)। ❒ অত্রিমুনির পত্নী। ＊

অনু : ● **অন**করণ (চলমানতা, বর্ত্তমানতা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা স্বয়ং না চলিয়া সংশ্লিষ্ট অন্যতর কিছু করে। ❒ পশ্চাৎ, পরে, সাদৃশ্য, সাম্য, যথার্থ, লক্ষণ, চিহ্ন ... ইত্যাদি। ＊

অনুকরণ : ● **করণ** যে ভাবে হইয়াছে, পশ্চাতে তাহার ন্যায় করা হয় যাহাতে। / অনুরূপীকরণ অর্থাৎ গুণক্রিয়াদি দ্বারা কোনো বিষয়ের সাদৃশ্যকরণ যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ সদৃশ ক্রিয়া করণ, নকল করা।

অনুকম্পা : ● যাহাতে অল্প **কম্পন** আছে; অথবা, যে আচরণ দ্বারা ঈষৎ কম্পিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, বড় ক্ষতি করা হয় না। ❒ কৃপা, দয়া। ＊

অনুকল্প : ● **কল্প**-এর অনুসারী যে। / যাহা গৌণভাবে বিহিত। (ব.শ.)। ❒ গৌণকল্প।

অনুগ্রহ : ● যাহাতে অল্প গ্রহণ থাকে; অথবা, ক্ষমতাবান গ্রহণকারী তাঁহার প্রাপ্যের সবটা গ্রহণ না করিয়া অল্প গ্রহণ করিয়া বাকিটা ছাড়িয়া দেয় যাহাতে। ❒ প্রসাদ, দয়া। ＊

অনুদ্যূত : ● যাহাতে দেবন-এর অনুবর্ত্তন থাকে; অথবা, খুচরো বেচাকেনা করা হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) পুনরায় এক-দু দান পাশকক্রীড়া করিয়া নেওয়া হয় যাহাতে। ❒ খুচরা বিক্রিবাটা করা, পুনর্দেবন, (সাদৃশ্যে) পুনর্ব্বার পাশকক্রীড়া। ＊

অনুধাবন : ● যাহাতে পশ্চাৎ ধাবন থাকে; অথবা, যাহাতে মানসিক বিষয়ের পশ্চাতে ধাবন করা থাকে। ❒ অনুগমন, অনুচিন্তন।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ＊ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

অনুনয় : ● **নয়**-এর পশ্চাৎ **নয়** যাহাতে, অথবা, (সিংহের ন্যায় শিকারপূর্ব্বক) প্রধান নয়কারী বা গ্রহণকারীর পশ্চাতে (ফেউয়ের ন্যায়) অল্প গ্রহণকারীর গ্রহণ থাকে যাহাতে; কিংবা, 'হে প্রভু, আপনি সিংহভাগ গ্রাস করিতেছেন করুন, আমি একটু-আধটু উচ্ছিষ্ট খাইতেছি, ইহাতে অপরাধ লইবেন না' - এইরূপ আচরণ যাহাতে। ❐ বিনয়, প্রসাদন, প্রার্থনা।

অনুন্নত : ● **উন্নত** নয় যে।

অনুবর্ত্তন : ● **অনু** (পশ্চাতে বা ক্ষুদ্রাকারে) **বর্ত্তন** থাকে যাহাতে। ❐ অনুসরণ, অনিবৃত্তি।

অনুবর্ত্তিত : ● যাহা **অনুবর্ত্তন** করিয়াছে।

অনুবাদ : ● **বাদ**-এর (কথনের) অনুসারী যে; অথবা, কথিত বিষয়ের পুনঃকথন যাহাতে; কিংবা, যাহা পুনরায় কথিত হয়। ❐ পুনরুক্তি, বিধিপ্রাপ্ত বিষয়ের বাক্যান্তরে অনুবচন বা পুনঃকথন, ভাষান্তরে পুনঃকথন।

অনুভব : ● (বাহ্য) হওয়নের পশ্চাৎ (মানুষের মনোলোকে) যে হওয়ন ঘটে। / বিষয়ের অনুরূপ ভবন যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ প্রত্যক্ষাদি ইত্যাদি আট প্রকার অনুভব। *

অনুভাব : ● **অনুভব** হইতে জাত; অথবা, যাহা হইতে জ্ঞানীর মাথায় জ্ঞানের অগ্নিশিখা জ্বলে। /যাহা দ্বারা উদ্বোধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ তেজঃ, মহিমা ... ইত্যাদি। *

অনুমতি : ● **মতি**র অনুকূল **মতি** যাহাতে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী তাঁহাদের পরিচালকের **মতি** জানিয়া তদনুসারে চলিতেন। ❐ সম্মতি, অনুজ্ঞা, অনুকূলমতি, অঙ্গিরার পত্নী। *

অনুমান : ● **মান**-এর (দ্র. **মান**[১] ও **মান**[২]) **অনু**করণ (সদৃশ পরিমাপকরণ) যাহাতে। / ব্যাপ্যজ্ঞান দ্বারা ব্যাপকের নিশ্চয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা অনুমিত হয়। (ব.শ.)। ❐ হেতু দ্বারা নিশ্চয় করা, বোধ করা।

অনুমোদন : ● যে **মোদন** (স্বীকার করিয়া আনন্দলাভ) মূল **মোদন**কে অনুসরণ করে। ❐ কোনো বিষয়ের অনুকূলে (অর্থাৎ ইহা আমার অভিমত এইরূপে) মতপ্রকাশ, সম্মতি, অনুমতি, প্রীত করা।

অনুযায়ী : ● **যায়ী**র (গামীর) পশ্চাতে যায় যে; অথবা, **যায়ী** যেভাবে যায় সেইভাবে যায় যে। ❐ পশ্চাদ্‌গামী, অনুসারী, অনুকারী।

অনুযোগ : ● যে আচরণের দ্বারা পশ্চাতে কিঞ্চিৎ **যোগ** করা হয়। ❐ প্রশ্ন, মতপ্রকাশ, আপত্তি সহ স্বীকার। *

অনুরক্ত : ● যাহার মন কাহারও দ্বারা **রক্ত** (রাঙানো বা রঞ্জিত) হইয়াছে। ❐ অনুরাগ-যুক্ত, রাগপ্রাপ্ত।

অনুরাগ : ● পশ্চাতে **রাগ** (... ষড়ৈশ্বর্য্য বা ষড়রিপু রঞ্জক) যাহাতে। ❐ অত্যন্ত প্রীতি, আসক্তি, ক্রোধ, রাগ।

অনুরোধ : ● যাহাতে অল্প **বিরোধি**তা করা হয়। (বেত মারবেন না স্যার, এই অন**রোধ**।) ❐ অল্প বাধাদান, প্রার্থনা।

অনুসন্ধান : ● **সন্ধান**-এর **অনু**গামী যে। ❐ অন্বেষণ, চিন্তন, লক্ষ্যীকরণ, অনুক্রমে স্থাপন।

অনুসন্ধানী : ● / যে সব বিষয়ের খবর রাখে। (ব.শ.)। ❐ অন্বেষণকারক, খোঁজ-খবরে পাকা।

অনূপ : ● **অন** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া **পা**লিত যাহাতে; অথবা, অনুগত উপদেশ বা প্রদেশ যাহাতে; কিংবা, যেখানে জনগণ অনুগত। / যে স্থানে জল অনুগত। (ব.শ.)। ❐ অনুগত-উদক, জলপ্রায় দেশ, উপনিবেশ, কলোনি। *

অনূরু : ● যে জনগোষ্ঠীর সঞ্চিত বাহ্যসম্পদ

বা বাহ্যসম্পদ-সঞ্চয়েচ্ছা নাই। / যাহার উরু নাই। (ব.শ.)। ◻ গরুড়ের অগ্রজ অরুণ, **কপোত**বর্ণ। ✱

অন্ত : ● **অন**করণ তারিত যাহাতে; অথবা, চলমানতা অবশেষে যেখানে গিয়া ঠেকে। ◻ চরম, নাশ, লয়, শেষ ... ইত্যাদি। ✱

অন্তঃকরণ : ● যে **করণ** (কর্মচারীরা) অন্তর্গত (শরীরের ভিতরে মন বুদ্ধি চিত্ত ইত্যাদি রূপে সক্রিয়) থাকে। দ্র. **হৃদ**। ✱

অন্তর : ● **অন্ত** রহে যাহাতে; অথবা, (সত্তার) **অন্ত** বা প্রাণকেন্দ্র রহে যেখানে; কিংবা, যে মধ্যস্থানের দুই দিকে বা বিভিন্ন দিকে নানা বস্তুর **অন্ত** রহিয়াছে। / যে মধ্য গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ◻ মধ্যবর্ত্তী, অন্তর্গত ...। ✱

অন্তরায় : ● **অন্তর** (মধ্যস্থান) সক্রিয় যাহাতে। ◻ ব্যবধানস্থিত, বিঘ্ন, বাধা। ✱

অন্তরাল : ● **অন্তর** (মধ্যাঞ্চল, ফারাক) আল (আড়াল) রূপে সক্রিয় যাহাতে। / যে অন্তর গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ◻ ব্যবধান, আড়াল। ✱

অন্তরীক্ষ : ● **অন্তরে** (মনের ভিতরে) **ঈক্ষণ** করিলে (দেখিলে) যাহাকে দেখা যায়। /যাহা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে দৃষ্ট হয়। (ব.শ.)। ◻ মনের আকাশ, মনোলোক ...। ✱

অন্তর্জ্জলী : ● **অন্তর**-এ (মধ্যবর্ত্তী স্থানে) যে জলপ্রবাহ চলে তাহাতেই জলদান করা হয় যাহাতে; অথবা, পণ্যপ্রবাহে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দান (বিক্রয়) করা হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) **পাদোদক-মূঢ়তার** কারণে মৃত বা মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে গঙ্গাপ্রবাহে নিমগ্ন করা হয় যাহাতে। ◻ গঙ্গাদি নদীর জলমধ্যে দান।

অন্তর্দ্ধান : ● **অন্তর** (মধ্যবর্ত্তী স্থান, 'বাফার জোন') ধারণ করে যাহাকে। ◻ অদৃশ্যস্থানে স্থিতি, অদৃশ্যত্ব। ✱

অন্তর্ভুক্ত : ● **অন্তর** কর্ত্তৃক **ভুক্ত** যে; অথবা, যাহাকে দখল করিয়া কুক্ষিগত করা বা ভিতরে রাখা হইয়াছে। ◻ অন্তর্গত, মধ্যস্থিত। ✱

অন্তর্যামী : ● **অন্তঃকরণ**কে সংযমন করেন যিনি। /যিনি মধ্যে থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করেন। (ব.শ.)। ◻ অন্তঃকরণ-নিয়ামক, আত্মা, জ্ঞানময় চৈতন্য। ✱

অন্তি : ● **অন**করণের তারণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে ক্রিয়া সক্রিয়ভাবে চলিতেছে। ◻ সমীপে, কহন্তি, করন্তি।

অন্ত্য : ● **অন্ত** থাকে যাহাতে। ◻ অন্ততম, শেষ, অধম।

অন্ত্যজ : ● **অন্ত্য** জনিত হয় যাহাতে; অথবা, অন্তে অবস্থানকারীগণ জনিত যাহাতে; কিংবা, সমাজ পর্ব্বতের নিম্নতম পর্ব্বে জাত হয় যাহারা। দ্র. **পর্ব্বত**। ◻ অন্ত্যবর্ণজাত, নীচজাতি, রজক চর্ম্মকার প্রভৃতি সপ্তজাতি, বর্দ্ধকী নাপিত প্রভৃতি সপ্তদশ জাতি, শূদ্র।

অন্ত্র : ● **অন**কে (সত্তার অস্তিত্বের **অন** বা চলমান থাকাকে) ত্রাণ করে যে; অথবা, সত্তার কেন্দ্রবিন্দুকে (মনের বা দেহের মর্ম্মস্থানকে) বিপর্য্যস্ত হইতে না দিয়া ধরিয়া রাখে যে। /যাহা দ্বারা দেহ বন্ধ হয়। (ব.শ.)। ◻ মনের মর্ম্মস্থান, দেহবন্ধক নাড়ীবিশেষ, আঁত, আঁতুড়ি।

অন্ধ : ● যে-**অন** (চক্ষুষ্মানের দর্শনেচ্ছা) ধৃত হইয়া রহিয়াছে; কিংবা, যাহার দৃষ্টিশক্তিকে কেহ রোধ করিয়া রাখিয়াছে। ◻ চক্ষুঃসত্ত্বেও দর্শন-সহকারী আলোকাদির কার্য্যকারিত্বের অভাবে দৃষ্টিশক্তিহীন। ✱

অন্ধক : ● **অন্ধ** করে যে। /যে (নিজেকে) অন্ধ করে। (ব.শ.)। ◻ অন্ধজন, যদুবংশীয়

ক্ষত্রিয়বিশেষ। *

অন্ধকার : ● **অন্ধ**করণ করে যে (তিমিরাদি)। /যাহা অন্ধ করে। (ব.শ.)। ◻ তিমির। *

অন্ধিসন্ধি : ● **অন্ধি** (অন ধারণ সক্রিয়) এবং **সন্ধি** (সমান ধারণ সক্রিয়) যাহাতে; অথবা, (ঠোকাঠুকি) রোধ করা ও জোড়-বাঁধা বা **সন্ধি**সাধন করা চলে যাহাতে; কিংবা, মারামারি ঝগড়াঝাঁটি যুদ্ধ থামাইয়া উভয় পক্ষে মেলবন্ধন করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয় যাহাতে। ◻ সংযোগস্থল, জোড়ের মুখ, সন্ধান, তত্ত্ব, খোঁজখবর।

অন্ধ্র : ● **অন্ধ** (অনকৃতকে ধারণ করা) আ**বর্ত্ত**মান রহে যাহাতে; অথবা, যাহারা (যে **ত্রিকলিঙ্গ**-এর অংশ) বেদবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার নিগড় হইতে নির্গত বা অনকৃত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়াছিল (এবং সে কারণে বেদবাদীগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছিল)। /বৈদেহিক হইতে কারাবরস্ত্রীতে জাত সঙ্কীর্ণজাতি যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ অন্ধ্র-নামক দেশ, তদ্দেশবাসীগণ।

অন্ন : ● **অন** (চলমানতা) অনকৃত হয় যাহাতে। /যাহা দ্বারা বাঁচে; অথবা, যাহা ভূতেরা ভক্ষণ করে। (ব.শ.)। ◻ স্বিন্ন তণ্ডুল, ভাত। *

অন্য : ● **অন** (চলমানতা) থাকে যাহাতে; অথবা, দ্রষ্টার চারিদিকে যে সকল চলমান সত্তা থাকে। ◻ ভিন্ন, তদ্‌ভিন্ন, অপর। *

অন্যায় : ● নাই **ন্যায়** (... আগের মতো) যাহাতে। ◻ ন্যায়হীন, অনুচিত ...। *

অন্যায্য : ● **অন্যায়** থাকে যাহাতে। ◻ ন্যায়ভিন্ন, ন্যায়রহিত, অনুচিত, অযৌক্তিক।

অন্বীক্ষা : ● **অনু** (পিছনে পিছনে অনুসরণ করিতে করিতে বা মানসিকভাবে বিষয়ের অনুসরণ করিতে করিতে দেখা বা দেখিতে থাকা বা) **ঈক্ষণ** করা হয় যাহাতে।

অন্বেষণ : ● **অনু এষণ** (দিশাগ্রস্ত ইচ্ছাকরণ) যাহাতে; অথবা, যে প্রাপণেচ্ছা ধরা, গ্রহণ করা, আত্মসাৎ করা ইত্যাদি করে না, শুধুমাত্র প্রাপ্তব্যের দর্শনলাভটুকু করিতে চায়। ◻ অনুসন্ধান, গবেষণা।

অপ : ● **অ** (নাই) **প** (পালন, পতন) যাহাতে; অথবা, **অ** (অস্তিত্ব) হেলাভরে পালিত হয় যাহাতে (যে সমাজদেহে, যে মানবদেহে); অথবা, বিধিবদ্ধ এবং সেকারণেই সীমায়িত দিশাগ্রস্ত বা নিম্নমানে পালন করা হয় যাহাকে (যে প্রজাগণকে); কিংবা, (সাদৃশ্যে) অবহেলাভরে যে জলরাশি পালিত হয়। /যাহা ব্যাপ্ত করে। (ব.শ.)। ◻ অপালন, নিম্নমানে পালন, মন্দ, প্রজাগণ, জলরাশি; উপসর্গবিশেষ। *

অপকৃষ্ট : ● যাহা নিম্ন মানে (নিম্ন মানের পদ্ধতিতে বা উপায়ে বা অকালে) কর্ষিত হইয়াছে। ◻ অপনীত, হীন, অধম। *

অপক্ব : ● যাহা **পক্ব** নহে। ◻ পক্বভিন্ন, কাঁচা, অসিদ্ধ। *

অপগম : ● **অপ** (নিম্নমানের) গমন যাহাতে। ◻ পলায়ন, অভাব, বিচ্ছেদ, মরণ।

অপগামী : ● যে **অপ**গমন (নিম্নমানের গমন) করে; অথবা, নিম্নমানের সঙ্গম করে যে। ◻ ভ্রংশ, দক্ষ, ছাগ, **ঢেমন**। দ্র. **ছাগরতি**। *

অপচয় : ● **অপ** (নিম্নমানের) চয় (চয়ন) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে **অপ**ভাবে চয়ন থাকে বলিয়া অনেক চয়নীয় বস্তু নষ্ট হয়। ◻ হানি, অপহরণ, ক্ষতি, ব্যয় ...।

অপত্য : ● **অপতন** (নেই পতন) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা অধিকারীকে পতিত

হইতে দেয় না; কিংবা, যে উৎপন্ন (সন্তান, পণ্য) তাহার অধিকারীকে বাঁচাইয়া রাখে। /যাহা দ্বারা বংশ পতিত হয় না। (ব.শ.)। ◘ উৎপন্ন, পণ্য, (সাধর্ম্মে) সন্তান, পুত্র বা কন্যা, শাবক, পিতামহাদির অপতনে হেতুভূত পৌত্রাদি, (ব্যাকরণে) অপত্যার্থে প্রত্যয়।

অপত্যবিক্রয়ী : ● যে অপত্য বিক্রয় করে; অথবা, যে আপন উৎপাদিত উৎপন্নকে পণ্যরূপে বিক্রয় করে; অথবা, 'পরের উৎপন্ন আমি লইব কেন? আমার প্রয়োজনীয় বস্তু আমিই বানাইব; পরের জিনিস কি নিজের মনের মতো হইতে পারে?' — ইত্যাকার আপত্তি সত্ত্বেও নিজ নিজ **অপত্যবিক্রয়** প্রচলিত হওয়ায় ভারতসমাজ বলিয়াছিল, 'আমাদের পিতৃপিতামহ আচরিত পথ বিদূষিত করিয়ো না'। (ঋগ্বেদ - ৭/৪/৭,৮)। ✱

অপদান : ● অপ (নিম্নমানের) দান করা হয় যাহাতে; অথবা, যে দান উপকারের তুলনায় অধিক অপকার করে। দ্র. **অবদান**। /যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; অর্থাৎ যে কর্ম্ম হেতু সকলে সৎ বলিয়া জানে। (ব.শ.)। ◘ পরিশুদ্ধাচরণ, বৃত্তাদ্ভুত-কর্ম্ম, কীর্ত্তিজনক অদ্ভুত কার্য্য, **অবদান**।

অপদার্থ : ● যাহা **পদার্থ** নহে; অথবা, যে **পদ**-এর অর্থ নাই; কিংবা, **পদ**-এর অর্থ (ক্রিয়া, কার্য্য) নাই যাহাতে। / যাহাতে তৎপদবাচ্য অর্থ নাই; অথবা, যে মনুষ্য-পদবাচ্য নহে। (ব.শ.)। ◘ পদার্থভিন্ন, অদ্রব্য, মনুষ্যত্বহীন, অসার, অযোগ্য। ✱

অপবর্গ[১] : ● অপ (নিম্নমানের) বর্গ (বিজাতীয়ের বর্জ্জন) যাহাতে; অথবা, উৎপাদক তাঁহার উৎপন্নের ভালগুলি পরিবারের ভোগের জন্য রাখিয়া অগ্রহণ-যোগ্য মন্দগুলি (ছোট, পোকা-খাওয়া, অপুষ্টগুলি) বিক্রয় করিয়া দেয় যাহাতে ('ক্যাশক্রপ'-এর উৎপাদন প্রচলিত হওয়ার আগে বঙ্গের চাষীদের যাহা রীতি ছিল)। / যাহাতে দুঃখ অপবর্জ্জিত হয়। (ব.শ.)। ◘ বিতরণ, উৎসর্জ্জন, অপবর্জ্জন, ত্যাগ, ক্রিয়াবসানসাফল্য, পূর্ণতা, নির্ব্বাণ।

অপবর্গ[২] : ● অপ (ন-পালনযোগ্য) বর্জ্জিত যাহাতে; অথবা, উৎপাদিত শস্যাদির অপ্রয়োজনীয় অংশ (আগড়া ফেলা, কলাই বাহির করিয়া লইয়া শুঁটি ফেলা ... ইত্যাদি) ঝাড়াই-বাছাই করা হয় যাহাতে। ◘ অপবর্জ্জন, ক্ষেপন, ত্যাগের হেতুভূত সমাপ্তি, ফলপ্রাপ্তি।

অপবর্জ্জন : ● অপ (... অপ্রয়োজনীয়ের) বর্জ্জন করা হয় যাহাতে (যে ঝাড়াই-বাছাইয়ে, মন্দ ফসলের বিক্রয়ে); অথবা, অপবর্জ্জ (**অপবর্গ**) অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◘ ফলপ্রাপ্তিহেতু কর্ম্মসমাপন। ✱

অপবাদ : ● অপ (নিম্নমানের) যে **বাদ**; অথবা, নিম্নমানের কথন থাকে যাহাতে। ◘ নিন্দা, পরীবাদ, কুৎসা, মিথ্যাবাদ।

অপভ্রংশ : ● নিম্নে **ভ্রংশ** যে। / যাহা সাধুভাষা হইতে ভ্রষ্ট। (ব.শ.)। ◘ অধঃপতন, স্খলন, অধোগতি, চ্যুতি, বিকৃত উচ্চারিত শব্দ ...।

অপমান : ● অপ (নিম্নস্তরের) **মান**করণ বা **মান**প্রদান যাহাতে; অথবা, যথার্থ মান হইতে নিম্নমান (মানের বোধ) যাহাতে। ◘ অনাদর, অবহেলন, পরিভব, অবজ্ঞা।

অপয়া : ● অ (নয়) **পয়া** (সৌভাগ্যদায়ক) যে; অথবা, **অপ** (অপালন বা মন্দ) **যায়** (ঘটে) যাহা হইতে। ◘ অপায়যুক্ত,

অভাগ্যবান, অলক্ষণ, হতভাগ্য।

অপর : ● **অ** (নয়) **পর** (প্রয়োজনীয়) যে; অথবা, নিজের বাহিরে যাহাদের নিকট (যে অপ্রয়োজনের জগৎ-এর নিকট) মানুষ হাত পাতে না; কিংবা, যাহা হইতে **পর** (প্রয়োজনীয়) আর কিছুই নহে; অথবা, যাহা **পর** নহে - হয় তাহা অপেক্ষা মন্দ কিংবা তাহা অপেক্ষা ভাল (অর্থাৎ, **পর**-এর চাইতেও **পর** বা **পরাৎপর**)। / যাহা **পর** নহে। (ব.শ.)। ❐ অন্য, অপ্রয়োজনীয়, অতি-প্রয়োজনীয়, অধম, অতি-উত্তম, অধিক, অর্ব্বাচীন, পরবর্ত্তী ...। ✱

অপরাধ : **অপ** (নিম্নমানের) **রাধ** (আরাধনা) যাহাতে; অথবা, সমাজস্বীকৃত আরাধনার হইতে হীন **আরাধনা** যাহাতে। / স্বকর্তব্যের অকরণ জন্য দোষ যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ অতিক্রম, সমাজ বা রাষ্ট্রবিরুদ্ধ বা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম্মজন্য দোষ। ✱

অপরা-বিদ্যা : ● **অপর**-এর আধারস্বরূপ যে বিদ্যা; অথবা, যাহা হইতে **পর** আর হয় না, তদ্রূপ **অপর**-সম্বন্ধীয় বিদ্যা থাকে যাহাতে। ❐ বেদবেদাঙ্গ বিদ্যা, **অপরা-বিদ্যা**।

অপরূপ : **অপকৃষ্ট** রূপ যাহার; অথবা, যাহা প্রাচীন যৌথসমাজের চোখে নিন্দনীয় ছিল; কিংবা, নিজেকে সাজাইয়া (স্বাভাবিক রূপ হইতে অন্যতর রূপে লইয়া যাওয়া) অস্বাভাবিক করা নিন্দনীয় যাহাতে; অথবা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বা পণ্যজীবিতার যুগের সূচনা হইলে যাহা (নিন্দনীয় **আশ্চর্য্য, অলঙ্কার, মৎস্যগন্ধা** প্রভৃতি শব্দের ন্যায়) প্রশংসনীয় হইয়া যায়। ❐ অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব্ব, পরমসুন্দর, অলৌকিকরূপ সম্পন্ন। ✱

অপর্ণা : ● নেই **পর্ণ** ('পাত' বা জীবিকা) যে আধারশক্তির; অথবা, ভোজনের পাতা বা জীবিকা ত্যাগ করিয়াছে যে, কিংবা, যাহার ভাগের পাত পড়েনি; অথবা, সাধনার নিমিত্ত সামাজিক ভোজন-পাত বা জীবিকা ত্যাগ করিয়াছেন যিনি; কিংবা, যে নব্য-শিক্ষিত তরুণতরুণীর ভাগে সমাজবৃক্ষের পাতা বা পাত পড়েনি; অথবা, যে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের জীবিকা নাই। / যাঁহার ভক্ষণার্থ পর্ণও ছিল না, এমন প্রকৃতি। (ব.শ.)। ❐ জীবিকাত্যাগী সাধক বা সাধিকা, নব্যশিক্ষিত বেকার শ্রেণী, (সেকেলে ভাষায়) পার্ব্বতী, উমা। ✱

অপসর্জ্জন : ● যে সর্জ্জন অপ। ❐ ছিন্ন, কৃত্ত, পরিশোধিত (ঋণ)। ✱

অপাংক্তেয় : ● যে **পাংক্তেয়** নহে; অথবা, যে ব্যক্তি যে **পংক্তি**তে গ্রাহ্য নহে (যদিও সজাতীয় **পংক্তি**তে গ্রাহ্য)। ❐ পঙ্‌ক্তি-ভোজনের অযোগ্য, সাধুলোকের সহিত একত্র ভোজনাদির অযোগ্য। ✱

অপাঠ্য : ● অপাঠ (ন-পাঠ হইতে অপপাঠ পর্যন্ত) থাকে যাহাতে। / যাহা পড়া যায় না। (ব.শ.)। ❐ পাঠের অযোগ্য, অস্পষ্টাক্ষরে লিখিত। ✱

অপাদান : ● অপ (নিম্নমানের) **আদান** থাকে যাহাতে। / যাহা হইতে বিশ্লিষ্ট হয়। (ব.শ.)। ❐ বিশ্লেষ বুঝাইলে যাহা অবধিভূত তাদৃশ কারকবিশেষ, বিশ্লেষণ, নিয়োজন। ✱

অপি : ● **অপ** (মন্দ, নিম্ন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **অস্তিত্বের পালন** সক্রিয় যাহাতে। ❐ সম্ভাবনা, গর্হা, নিন্দা, অবধারণ, ও, এমনকি, সত্ত্বেও, যদ্য**পি**, তথা**পি**।

অপিধান : ● / যে দ্রব্য দ্বারা আবরণ সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ❐ আচ্ছাদন, আবরণ।

অপু : ● **অপ** (মন্দ, নিম্ন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে ভাল বা উচ্চ মানের স্বভাব ধারণ করে। ◘ বাঙালীর প্রিয় সন্তানের ডাক নাম।

অপূর্ব্ব : ● যাহা **পূর্ব্বে** কখনো দেখা যায় নাই। / যাহার সদৃশ পূর্ব্ব বস্তু নাই; অথবা, 'যাহা পূর্ব্ব নহে; কিংবা, যাহা অন্য প্রমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। (ব.শ.)। ◘ অভিনব, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অলৌকিক। *

অপেক্ষণ : ● **অপ** (নিম্নমানের বা অনর্থক) **ঈক্ষণ** যাহাতে। ◘ প্রতীক্ষা করা। *

অপেক্ষা : ● অপ-ঈক্ষণ যে আধারে; অথবা, যাহাতে (কাহারও জন্য) তাকাইয়া থাকা দীর্ঘায়িত হয়; কিংবা, লক্ষণার্থে, তদ্রূপ কোনো কিছুর জন্য তাকাইয়া থাকার তুলনায় অন্য গ্রহণযোগ্য থাকে যাহাতে। ◘ স্পৃহা, হইতে, চেয়ে। *

অপৌরুষেয় : ● যাহা পৌরুষেয় নয়; অথবা, যাহা কোনো **অপুরুষ** (ঈশ্বর, রাষ্ট্র, সরকার, কোম্পানি, দল বা পার্টি, 'কমিশন', 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' ...) করিয়াছে; অথবা, যাহার কারককে দেখা যায় না; কিংবা, যাহার কারক ঈশ্বরতুল্য বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া লজ্জা দেন না বা লজ্জিত হন না; অথবা, যাহার কারক শয়তানতুল্য বলিয়া নিজেকে **অপুরুষ**-এর পশ্চাতে লুকাইয়া রাখে। / যাহা পুরুষ কৃত নহে, যাহা করা অশক্য। (ব.শ.)। ◘ অপুরুষ-কৃত, নিত্য। *

অপ্রতুল : ● যাহা **প্রতুল** নহে; অথবা, যাহা **প্র**য়োজনের সঙ্গে **তুল্য** নহে; অথবা, যাহা প্রয়োজনের তুলনায় কম। / প্রকৃষ্ট তুলার অভাব (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◘ অভাব, দুর্দ্দশা, অসঙ্গতি, দুর্গতি।

অপ্রধান : ● যাহা প্রধান নহে। ◘ প্রধানভিন্ন, অনুৎকৃষ্ট।

অপ্সরা : ● **অপ** (অপালনীয়, নিম্নমানের, মন্দ) **সর**-এর (বাহ্যসম্পদের) আধার যে; অথবা, উদ্বৃত্ত উৎপন্নাদির আধার যে; কিংবা, যে (প্রকৃতিশক্তি) জলে (জনগণের ভিতরে) বিচরণ করে। / নিরুক্ত মতে '**জলে** জন্ম হেতু যাহারা **জলে** যায়'; অথবা, রামায়ণ মতে 'যাহারা মথিত সমুদ্র**জল** হইতে জাত'; কিংবা, ভরত মতে 'যাহারা বিহারার্থ **জলে** যায়'। (ব.শ.)। ◘ আদি দোকানদার, (পুরাণের ভাষায়) স্ত্রীজাতি দেবযোনিবিশেষ, উর্ব্বশী-প্রভৃতি স্বর্গবেশ্যা, **দেবাঙ্গনা**। *

অব : ● **অ** (না) বহন যাহাতে; অথবা, চলমানতা হইতে চ্যুত হইয়া স্থিররূপে বা নিম্নমানে বাহিত যে; কিংবা, **অ**-এর (অস্তিত্বের) বহন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা যেরূপে আছে তাহাকে সেরূপে (অর্থাৎ তাহাব বৃদ্ধিসাধন রুদ্ধ করিয়া এবং সেকারণে স্থির বা নিম্ন রূপে) বহন করা চলে যাহাতে। ◘ অবহন, অবাহক, ঈষদার্থ, অনাদর। *

অবকাশ : ● **অব** (অবাহক) **কাশ** (কারীর সার্বিক বিচ্ছুরণ বা দীপ্তি) যাহাতে; অথবা, আ**কাশ**-এর মাঝে মাঝে যে ফাঁকগুলি থাকে। ◘ ব্যাপ্তিরহিত স্থান, ফাঁক ...। *

অবক্রয় : ● যাহা দ্বারা **অব** (নিম্নমানের) **ক্রয়** হয়। / যাহা দ্বারা ক্রীত হয়। (ব.শ.)। ◘ ভাড়া, বাণিজ্যার্থ রাজাকে দেয় শুল্ক ...।

অবগাঢ় : ● **অব** (নিম্নে) গাহন (**নিমজ্জন**) যাহাতে; অথবা, **অব** (নিম্ন) স্থানে ডুবিয়াছে যে। ◘ অন্তঃপ্রবিষ্ট, নিম্ন, কৃতাবগাহন ...।

অবগাহ : ● **অব** (নিম্ন বা বিপরীত) গাহন (গান) যাহাতে। ◘ প্রবেশ, অধিগম, নিমগ্ন

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

হওয়া, ভিতরে ঢুকা, তলান। *

অবগাহন : ● **অবগাহ্** অন বা চলিতেছে যাহাতে। ❐ স্নান করা, গীতরসে ডোবা।

অবগীত : ● **অব**গান (নিম্নমানের বা মন্দ গান) যাহাতে থাকে। ❐ গর্হিত, নিন্দিত, দুষ্ট, অসাধুগীত। *

অবগ্রহ : ● **অব** (নিম্নমানের) গ্রহণ যাহাতে থাকে; অথবা, অপ্রাপ্য প্রাপণ যাহাতে থাকে; কিংবা, সরকারী আমলাগণ দান-বর্ষণ না করিয়া অনুচিত গ্রহণ করে যাহাতে। / যাহা দ্বারা হস্তী নিগৃহীত হয়। (ব.শ.)। ❐ বর্ষবিঘাত, অনাবৃষ্টি, নিগ্রহ ...। (বিপ. 'অনুগ্রহ')।

অবগ্রহণ : ● **অবগ্রহ্** অন (প্রচলিত) থাকে যাহাতে। ❐ শাসন, অভিভবন। *

অবচ্ছিন্ন : ● **অব** (নিম্নমানের) ছেদন থাকে যাহাতে; অথবা, কোনো সত্তা হইতে যে অংশ কাটিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। ❐ কৃত্ত, বিযুক্ত, পরিচ্ছিন্ন।

অবতার : ● যিনি **অব**তীর্ণ (উত্তীর্ণের বিপরীত) হন। /যিনি অবতরণ করেন; অথবা, যে রূপে দেবতাদি পৃথিবীতে আবির্ভূত হন; অথবা, পৃথিবীতে দেবতাদির নরাদি রূপে আবির্ভাব যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ বিষ্ণুর দশ অবতার স্বরূপ মৎস্যকূর্ম্মাদি। *

অবতীর্ণ : ● **অব** (নিম্ন) স্থানে **তীর্ণ** যে। ❐ কৃতাবরোহণ, নিম্নদেশগত, ভূতলে অন্যরূপে আবির্ভূত (দেবাদি), আপতিত।

অবদান : ● **অব** (ক্ষতিকর) দান যাহাতে; অথবা, যে দান দাতার গৌরব বৃদ্ধি করে কিন্তু কার্য্যত গ্রহীতার বিস্তর ক্ষতিসাধন করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে বাকি রাখে না; কিংবা, জন্মসূত্রে প্রত্যেক মানুষের **অধিকারত্রয়** একপ্রকার বলিয়া প্রতিদানহীন দান দাতা-গ্রহীতা উভয়ের কার্য্যত ক্ষতিসাধন করে — দাতা নিজেকে **'মহান'** ভাবিতে শুরু করে এবং গ্রহীতা মানসিকভাবে হীন হইয়া যায় (বাহ্যিকভাবে হীন হওয়া তাহার পক্ষে শুধু সময়ের অপেক্ষা) এবং ফলত উভয়ের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ বলবৎ হইয়া যায়। ❐ অপদান, মন্দদান, **দুঃখ**।

অবদ্য : ● যাহা **বদ্য** নহে; অথবা, যাহা বলা যায় না, বা, বলিতে নাই। ❐ অকথ্য, অবাচ্য, কথনাযোগ্য, নিন্দনীয়, গর্হণীয়।

অবধ : ● নেই **বধ** যাহাতে; অথবা, যেখানে **বধ** ঘটে না (কিন্তু মল্লযুদ্ধ হয়); কিংবা, যেখানে মাল-কাড়াকাড়ির যুদ্ধ চলে, কিন্তু কেহ কাহাকেও প্রাণে মারিয়া ফেলে না। ❐ অবধদেশ, অযোধ্যা, অবিনাশ, অহিংসা। *

অবধান : ● **অব** (স্থির বা নিম্ন রূপে) **ধান**-করা (ধারণ করা অনকৃত বা চলমান) যাহাতে; অথবা, মনে মনে কোনো চলন্ত বর্ত্তমান বিষয়ের **অনুধাবন** করিয়া তাহাকে ধরিয়া মনোলোকে আনিয়া স্থিররূপে ধারণ করা হয় যাহাতে; ফলত, যে ধারণা তাহার বাস্তব রূপ হইতে নিম্নমানের না হইয়া পারে না; কিংবা, শুধুমাত্র বাহ্যরূপকে অবলোকন করিয়া তাহাকেই মনোলোকে ধারণ করা হয় যাহাতে। ❐ অবহিত, মনোযোগী ...।

অবধারণ : ● **অব** (স্থিররূপে) ধারণ যাহাতে। / 'ইহা এইরূপই' - ঈদৃশ বিষয়-পরিচ্ছেদ যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ নিশ্চয়, নিরূপণ, সিদ্ধান্ত।

অবধারিত : ● **অবধারণ**-কৃত যাহাতে; অথবা, লক্ষণার্থে, যাহা তদ্রূপ ঘটিবেই। ❐ নিশ্চিত, নির্ণীত, সিদ্ধান্তিত।

অবধি : ● **অব** (স্থিররূপে) ধারণ করা সক্রিয় যাহাতে (যে পর্য্যন্ত)। (দ্র. **নিরবধি**)। ◻ সীমা, পরিচ্ছেদ, পর্যন্ত, চরম সীমা, অবধান। ❋

অবধূত : ● **অব ধুত** যাহার; অথবা, যাহাকে নিম্নমানের ধোলাই করা হইয়াছে; অথবা, যিনি (আপন অভ্যন্তরের) **অব**কে **ধুত** (ক্ষেপন, ত্যাগ) করিয়াছেন; কিংবা, যাহাকে (সমাজ বা পরিবার) অবক্ষিপ্ত করিয়াছে। /যে ব্যক্তিকে অবজ্ঞাপূর্বক লোকেরা পরিত্যাগ করিয়াছে। (ব.শ.)। ◻ কম্পিত, অবজ্ঞাত, তিরস্কৃত, ত্যক্ত, বর্ণাশ্রমধর্ম্মহীন সংসারাসক্তি-রহিত সন্ন্যাসী, সদাশিব।

অবধূতী : ● **অবধূত**-এর আধার যে প্রকৃতিশক্তি। ◻ শিবাদেবী।

অবনত : ● **অব** (নিম্নে) নত যে; অথবা, সাধারণ নিয়মে যতখানি নত হওয়ার কথা তাহা হইতে অধিক নত যে; কিংবা, যাহাকে নিম্নে নত করা হইয়াছে।

অবভাষণ : ● **অব** (নিম্নমানের) **ভাষণ** যাহাতে। ◻ বিরুদ্ধভাষণ, নিন্দন, কথন, বাদ।

অবভাস : ● **অব** (নিম্নমানের) **ভাস** (দর্শানো) যাহাতে। ◻ দীপ্তি, প্রকাশ, সাক্ষাৎকার, জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান।

অবয়ব : ● **অব** (নিম্ন মানের) যাওয়া (যোগসাধন) বহন করে যে; অথবা, সত্তার সহিত নিম্নগুণসম্পন্ন যে অংশ **যুক্ত** থাকে; কিংবা, যে স্থিতিগুণসম্পন্ন অংশের উপর নির্ভর করিয়া সত্তা তাহার বাহ্যগতি অতি-বাহিত করে। ◻ দেহ, সমুদয়ের একদেশ, অংশ, আরম্ভক দ্রব্য।

অবলম্ব : ● যাহার দ্বারা নিম্নে লম্বিত হওয়া বা ঝুলিয়া থাকা যায়। / যাহা লম্বিত হয়; অথবা, জীবিকার্জ্জনের উপায় (থাকে যাহাতে) (ব.শ.)। ◻ আশ্রয়, আধার, বৃত্তি, চাকুরী।

অবলম্বন : ● **অবলম্ব** অন (চলমান) থাকে যাহাতে।

অবলীলা : ● **অব** (নিম্ন মানের) **লীলা** (...লেনদেন লালন-লয়ন) যাহাতে; অথবা, যে **লীলা** বাহ্যিক-দৃশ্য লেনদেনে নামিয়া আসিয়াছে; কিংবা, যে নিম্নমানের লীলা-খেলা অনায়াসে খেলা যায়। ◻ ক্রীড়া, খেলা, অনায়াস, অনাদর।

অবলোকন : ● **অব** (নিম্নমানের) লোকন যাহাতে। /যাহার দ্বারা দর্শন সাধিত হয় (গবাক্ষ প্রভৃতি)। (ব.শ.)। ◻ অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষ ... ইত্যাদি। ❋

অবশ : ● নেই **বশ** যাহাতে; অথবা, যে **বশ** মানে না কিংবা অন্যকে **বশ** মানায় না, (আত্মস্বরূপে যথাস্থিত থাকে)। / যাহার বশ (আপনার সম্বন্ধে আয়ত্ততা) নাই। (ব.শ.)। ◻ অস্বতন্ত্র, অস্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বাধীন, অন্যের আয়ত্ততাহীন, স্বেচ্ছাচারী, স্বরক্ষণাক্ষম, আত্মরক্ষাসমর্থ, অসংযত, অনিয়তেন্দ্রিয়।

অবশিষ্ট : ● যাহা **অবশেষ** রূপে থাকিয়া গিয়াছে। ◻ অতিরিক্ত, উদ্বৃত্ত।

অবশেষ : ● **শেষ**-এর **অব** (অবহন) যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্তভাবে **শিষ**করণের (খাইয়া শেষ করার) পরে যে অবাহিত অংশ (**অব**) বা **অবশিষ্ট**াংশ পড়িয়া থাকে। ◻ অন্ত, অন্তাংশ, শেষাংশ। ❋

অবশ্য : ● **অবশ** (...'আত্মস্বরূপে যথাস্থিতি') থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা স্বভাবসিদ্ধ থাকে বলিয়া অপরিহার্য্য রূপে প্রতীয়মান হয়। ◻ বশ্যভিন্ন, অনায়ত্ত, অপরিহার্য্য, নিশ্চিত।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

অবশ্যম্ভাবী : ● যাহার উদ্ভব **অবশ্য**ই হইবে। /যাহা অবশ্য ঘটিবে। (ব.শ.)। ❐ নিশ্চিত ভবিতব্য, অপরিহার্য্য।

অবস্থা : ● **অব** (... চলমানতা হইতে চ্যুত হইয়া নিম্নরূপে) স্থিত যে; অথবা, কোনো সত্তাকে স্থির রূপে দেখা হয় যাহাতে; কিংবা, **অব** (নিম্নমানে) থাকা যাহাতে। ❐ স্থিতি, দশা।

অবস্থান : ● **অবস্থা** (অবস্থিতি) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ থাকা, বসতি, দাঁড়ান ...।

অবস্থিত : ● **অবস্থা** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, স্থির রূপে (বা নিম্নমানে) স্থিত যে।

অবস্থিতি : ● **অবস্থিত** সক্রিয় যাহাতে। ❐ স্থিতি, বাস।

অবহিত : ● **অব** (স্থিররূপে) ধারণ কৃত বা **'অবধাত'** যাহাতে; অথবা, যেহেতু স্থিররূপে ধারিত হইলেই **হিত** (অনড়) হইয়া যায়, সেকারণে 'অবধাত' হইলেই 'অবহিত' হয়। ❐ কৃতাবধান, সাবধান, বিজ্ঞাত। ❋

অবাস্তব : ● যাহা **বাস্তব** নহে। /বাস্তব যাহাতে নাই। (ব.শ.)। ❐ অসত্য, মিথ্যাভূত, বাস্তবের অভাব, অযাথার্থ্য, অমূলকতা।

অবিদ্যা : ● নাই **বিদ্যা** যাহাতে; কিংবা, যাহা **বিদ্যা** নহে; অথবা, যাহা মানুষের **বিবেক**-জ্ঞান রহিত করিয়া দেয়; কিংবা, যে **বিদ্যার** দ্বারা একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকে (জ্ঞানরহিতং কেবলং কর্ম্মং)। / যাহা আত্মা নহে তাহাকে আত্মা বলিয়া জানা যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ বিদ্যার অভাব, বিদ্যাবিরোধী, বিপর্য্যয়জ্ঞান (একটিকে আর একটি বলিয়া জানা), অযথার্থবুদ্ধি, (বেদান্ত অনুসারে) মায়া, (মনু ও মেধাতিথি অনুসারে) কৃষি-বাণিজ্য-রাজসেবাদি কার্য্য, উপপত্নী, রাঁড়। ❋

অবিনাশ : ● নেই **বিনাশ** যাহার।

অবিনাশী : ● **অবিনাশ**-এর সক্রিয় আধার যে।

অবিনাশ্য : ● **অবিনাশ** থাকে যাহাতে।

অবিমৃশ্য : ● নয় **বিমৃশ্য** (বিচারবিশ্লেষণ-পূর্ব্বক ত্যাজ্য) যে; অথবা, যাহাতে বিশেষ বা বিপরীত **মৃশ্য** নাই; (অর্থাৎ, স্বাভাবিক **মৃশ্য** আছে); কিংবা, যাহা বিচারবিশ্লেষণ-পূর্ব্বক গ্রহণযোগ্য। ❐ বিমর্শনের অযোগ্য, অবিচার্য্য, অসন্দিগ্ধব্য অর্থাৎ সন্দেহেরও অযোগ্য।

অবিমৃশ্যকারিতা : ● **অবিমৃশ্য** করণ তারিত যে আধারে। ❐ অবিমৃশ্যকারিভাব, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য-বিচাররাহিত্য, অবিবেকিতা।

অবিমৃশ্যকারী : ● যে **অবিমৃশ্য** কাজ করে; অথবা, যাহাকে ত্যাগ করা উচিত নয়, তাহাকে ত্যাগ করে যে।

অবিসংবাদ : ● **বিসংবাদ** (বিপরীত বার্ত্তা) নাই যাহাতে। ❐ বিসংবাদের অভাব, অবিরোধ, অনুল্লঙ্ঘন।

অবেক্ষণ : ● **অব** (স্থির বা নিম্ন দৃষ্টিতে) **ঈক্ষণ** থাকে যাহাতে; অথবা, একপ্রকার স্থির ধারণা (বা দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যা) লইয়া তাহাকেই মানদণ্ড খাড়া করিয়া তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখা চলে যাহাতে। ❐ অবলোকন, অবধান, পর্য্যবেক্ষণ।

অব্দ : ● **অব** (নিম্নাভিমুখী) দান রহে যাহাতে; অথবা, ধনসম্পদের ধারা একবার করিয়া বর্ষিত হয় যাহাতে (যে আবর্ত্তন কালে, যে ধনবাহকদের দ্বারা); অথবা, (সাদৃশ্যে) বৃষ্টিধারা একবার করিয়া বর্ষিত হয় যে বৃষ্টিবাহকদিগের দ্বারা। /যে জল দেয়। (ব.শ.)। ❐ সংবৎসর, বর্ষ, জলদ, মেঘ।

অব্যক্ত : ● যাহাকে **ব্যক্ত** করিতে পারা যায় না (কিন্তু অনুভব করা যায়)। /যাহা ব্যক্ত (স্পষ্ট উচ্চারিত) নহে। (ব.শ.)। ◘ অপরিস্ফুট, অকথিত, ব্যক্তিহীন। *

অব্যয় : ● যাহার **ব্যয়** (বিপরীত দিকে যাওয়া) নাই; অথবা, বাংলাভাষায় যে শব্দগুলি ব্যয়হীনভাবে (একইভাবে) ব্যবহৃত হয় (বদলায় না)। ◘ ক্ষয়শূন্য, নিত্য; কিন্তু, অথচ, সুতরাং, অতএব ... ইত্যাদি। *

অব্রাহ্মণ : ● নন **ব্রাহ্মণ** যিনি; অথবা, নেই **ব্রাহ্মণ** (ব্রাহ্মণত্ব) যাহাতে। /যেখানে ব্রাহ্মণ নাই। (ব.শ.)। ◘ ব্রাহ্মণরহিত, আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, (রাজভৃত ক্রয়বিক্রয়ী বহুযাজ্য গ্রামযাজক ইত্যাদি ভেদে অব্রাহ্মণ ষড়্‌বিধ।) ব্রাহ্মণভিন্ন জাতি। *

অভয়া : ● নাই **ভয়** যাহা হইতে; অথবা, যে প্রকৃতিশক্তি সমাজদেহকে **ভয়মুক্ত** বা বালাইমুক্ত (শত্রুমুক্ত) রাখে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে ফল মানবদেহকে রোগবালাই মুক্ত রাখে। ◘ দুর্গা, গৌরী, (সাদৃশ্যে) হরীতকী।

অভাগা : ● নেই **ভাগা** (ভাগ্যাংশ) যাহার। ◘ ভাগ্যহীন, দুর্ভাগ্যবান, মন্দ, পোড়া।

অভাগী : ● নেই **ভাগা** যে স্ত্রীর। /দায়ে অনধিকারী (যে)। (ব.শ.)। ◘ ভাগরহিত, ভাগ্যহীনা, হতভাগিনী, পোড়া-কপালী।

অভাজন : ● যে **ভাজন** নহে; অথবা, ভাগ করিয়া অংশ দেওয়া যায় এমন **ভাজন** নহে যে; কিংবা, সমাজের একজন সদস্য রূপে বিরাজ করার যোগ্যতাটুকুও যে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ◘ অনাধার, অপাত্র, দুর্জ্জন, শত্রু, ভাগ্যহীন, নির্ব্বোধ।

অভাব : ● নেই **ভাব** (ভবজাত) যাহাতে; অথবা, ভবজাত বা ভবিত কোনো সত্তা নাই; কিংবা, লক্ষণার্থে, প্রয়োজনীয় বিষয় বা বস্তু নাই যাহাতে; অথবা, দারিদ্র্য সূচিত যাহাতে। ◘ ভাবহীন, অবিদ্যমানতা, অনুপস্থিতি, অলাভ, বিনাশ।

অভি : ● **অ** (অস্তিত্ব বা স্থিতরূপী) **ভ** (আত্মম্ভরি) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সুস্থিত সত্তা উপরিস্থ থাকিয়া 'অভিভাবকের ন্যায়' সক্রিয় হয়। ◘ উপরি, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, ভৃশার্থ, পূজা, সৌম্য ... ইত্যাদি। *

অভিচরণ : ● যাহা দ্বারা কোনো কিছুর উপরে **চরণ** করা যায় বা চরা যায়।

অভিজিৎ : ● **অভি**পূর্ব্বক (উপরিস্থ হইয়া) জিতিয়াছে যে।

অভিজিত : ● **অভিপূর্ব্বক** (উপরিস্থ হইয়া) জিত (পরাজিত) হইয়াছে (হারিয়াছে) যে।

অভিজ্ঞ : ● যিনি **অভিপূর্ব্বক** (ঘটনাবলীর উপরে বা বাইরে থাকিয়া) জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। / 'ইহা তাহাই' এইরূপ নির্ণয় সমর্থ যিনি। (ব.শ.)। ◘ জ্ঞাতা, পণ্ডিত, অবগতিবিশিষ্ট, চেতন, প্রত্যভিজ্ঞাত। *

অভিজ্ঞতা : ● **অভিজ্ঞ** (উপরিস্থ থাকিয়া অর্জ্জিত জ্ঞান) তারিত যাহাতে।

অভিজ্ঞা : ● **অভিজ্ঞ**-এর আধার যে। ◘ প্রথমোৎপন্নজ্ঞান, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞান।

অভিজ্ঞাত : ● **অভিজ্ঞা** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **অভিজ্ঞতার** অন্তর্ভুক্ত আছে। / 'ইহা তাহাই' এইরূপ নিঃসংশয় জ্ঞানের বিষয়ীকৃত (পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ)। (ব.শ.)। ◘ প্রত্যভিজ্ঞাত, অভিমত-জ্ঞানবান, কুশল। *

অভিজ্ঞান : ● **অভিজ্ঞা** অন (চলমান) যাহাতে। /যাহার দ্বারা এইরূপ জ্ঞান সাধিত হয় যে 'ইহা তাহাই'। (ব.শ.)। ◘ 'ইহা তাহাই' এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞান, স্মরণার্থ প্রত্যভিজ্ঞ্যান,

অঙ্গুরীয়কাদি, (recognition)। ❋

অভিজ্ঞান-সঙ্কট : ● **অভিজ্ঞান**-এর সঙ্কট (identity crisis) যাহাতে; অথবা, **অভিজ্ঞান** (প্রত্যভিজ্ঞান বা recognition) ঠিকঠাক না থাকায় সামাজিক বা ধর্ম্ম সংকট দেখা দেয় যাহাতে। ◘ যথাযথ পরিচিতির সংকট, identity crisis।

অভিধা : ● **অভিপূর্ব্বক** (উপরিস্থ থাকিয়া) ধারণ যে আধারে (যে শব্দে, যে নামে); অথবা, যাহা দ্বারা কোনো সত্তাকে তাহার উপরিস্থ থাকিয়া শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়; কিংবা, শব্দের যে শক্তিতে তাহার সহজ মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ উচ্চারণমাত্রে শ্রোতার মনোলোকে অনায়াসে প্রতীত হয়। / যাহা দ্বারা অভিহিত হয়; অথবা, যে শক্তি শব্দনিষ্ঠ-অর্থবোধ জনন করে। (ব.শ.)। ◘ সংজ্ঞা, আখ্যা, নাম, শব্দ, শব্দশক্তিভেদ (শব্দের ত্রিবিধ শক্তি - অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা।) ❋

অভিধান : ● **অভিধা** (শব্দ বা নাম দ্বারা চিহ্নিত করা) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা সত্তাদিকে পৃথক পৃথক আখ্যায় (নামে, **অভিধায়**) আখ্যায়িত করা (ডাকা) চলিতে থাকে; কিংবা, যে গ্রন্থে সত্তা-সমূহের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক **অভিধার** (নামের) তালিকা থাকে। ◘ কথন, উচ্চারণ, দ্যোতন, আখ্যায়িত করা, নামকরণ, শব্দের আখ্যান বা নামকোষ।

অভিনন্দন : ● উপরিস্থ হইয়া **নন্দন** কৃত হয় যাহাতে; অথবা, যে **নন্দন** কোনো উপরিস্থ সত্তা অধীনস্থ সত্তার সফলতার জন্য করিয়া থাকেন (ছাত্র শিক্ষককে বা প্রজা রাজাকে **অভিনন্দন** জানাইতে পারেন না, বিপরীত-টাই সম্ভব।)। ◘ সন্তোষণ, প্রশংসা।

অভিনয় : ● **অভি**-পূর্ব্বক (উপরিস্থ থাকিয়া) আনযন করা হয় যাহাতে; অথবা, নাট্যাদির ঘটনাবলীকে **অভিভাবকের** ন্যায় দেখিয়া জানিয়া বুঝিয়া শ্রোতৃসমীপে **আনযন** (পুনঃসৃজন) করা হয় যাহাতে। / যাহা দ্বারা হৃদ্‌গত ভাব শ্রোতৃসমীপে নীত হয়। (ব.শ.)। ◘ অবস্থানুকরণ, শ্রোতৃগণের সমীপে অভিনেয় বিষয়ের আনয়ন।

অভিনীত : ● **অভিনয়** কৃত যাহাতে। ◘ অভিমুখে প্রাপিত, সমীপনীত, কৃতাভিনয়।

অভিনেতা : ● **অভিনীত** করিয়াছেন বা করেন যিনি। ◘ অভিনয়-কারক।

অভিপ্রায় : ● **অভিপূর্ব্বক** (উপরিস্থ মনের বা তদ্রূপ **অভিভাবকোচিত** কাহারও) প্রকৃষ্ট গমন বা আগমন যাহাতে। দ্র. **প্রায়**। / যাহাকে পায়। (ব.শ.)। ◘ অভিগামী, অভিসন্ধি, হৃদয়গত ভাব, বিবক্ষিতার্থ, তাৎপর্য। ❋

অভিপ্রেত : ● যাহা **অভিপ্রায়** অনুসারে প্রাপ্ত হইয়াছে। ◘ অভিমত, উদ্দিষ্ট, মনোগত, বিবক্ষিত, সঙ্কেতিত, অভিলষিত, ইষ্ট, প্রিয়।

অভিবাদ : ● /যে শব্দ দ্বারা পরকে (অভি-বাদিত ব্যক্তিকে) অভিবাদকের প্রতি আশীর্ব্বাদ বা কুশলপ্রশ্ন করায়। (ব.শ.)। ◘ অভিবাদ-প্রতিপাদক শব্দ, পাদগ্রহণপূর্ব্বক বা বাক্য দ্বারা নতি, প্রণাম, বন্দনা, সত্যাধিক কথন।

অভিবাদন : ● **অভিবাদ** (সত্যাধিক কথন) অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ অভিমুখীকৃত্য সম্বোধ্য, বাক্য দ্বারা অর্থাৎ 'প্রণাম করি' এই শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক নতি।

অভিবাসন : ● **অভিপূর্ব্বক** (উপরিস্থ থাকিয়া) **বাস**করণ যাহাতে; অথবা, **অভি**-ভাবকের ন্যায় উপরে থাকিয়া দুর্গতদের বসবাস করার ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে।

অভিভব : ● **অভিপূর্ব্বক** (উপরিস্থ থাকিয়া বা উপর হইতে) **ভবন** যাহাতে। / রোগাদি হেতু গাত্রাদির জড়ীভাব যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ পরাভব, তিরস্কার, আক্রান্তি, দ্রোহ। *

অভিভবন : ● **অভিভব** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ অভিভব, পরাভব, আক্রমণ।

অভিভাবক : ● **অভিভবন** করে যে; অথবা, **অভি** (উপরিস্থ থাকিয়া) **ভাবন** করে যে। / যে শাসনে রাখে। (ব.শ.)। ❐ অভিভব-কারক, পরাজেতা, রক্ষণাবেক্ষণকারক, তত্ত্বাবধানকার (guardian)। *

অভিভাষণ : ● **অভিপূর্ব্বক** (উচ্চ অবস্থানে বিরাজ করিয়া) **ভাষ** অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, **অভিপূর্ব্বক** যে ভাষণ দেওয়া হয়। ❐ সম্ভাষণ, সভায় সভ্যগণের সম্মুখে সভাপতির বক্তব্য বিষয়।

অভিভূত : ● **অভি** দ্বারা **ভূত** যে; অথবা, উপরিস্থ কোনো শক্তির দ্বারা **ভূত** যে। ❐ পরাজিত, পরাভূত, মোহিত, বিবেকরহিত, আবিষ্ট, বশীকৃত।

অভিমন্যু : ● **অভি** (উপরিস্থ থাকার) **মন্যু** যে; অথবা, 'আমার সমান নাই, এই মনন' করেন যিনি; কিংবা, উপরিস্থ থাকিয়া মনন করেন যিনি; অথবা, 'আমা হইতে মননশীল কেহই নাই' এই **অভিমান** যাঁহার; অথবা, অভিমনন বা 'আত্মবিষয়ে পূজ্যতাবুদ্ধি' (self-respect) ধারণ করেন যিনি। / যিনি অভী (নির্ভীক) এবং মন্যু (মন্যুমান)। (ব.শ.)। ❐ সুভদ্রাগর্ভজাত অর্জ্জুনপুত্র। *

অভিমান[১] : ● **অভির** (উপরিস্থ থাকার) জন্য মননজাত বোধ (মান) যাহাতে; অথবা, অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র ও উচ্চ মান-এর বোধ যাহাতে; কিংবা, "আমি এই করিয়াছি ঐ করিয়াছি, তাই অন্যদের তুলনায় আমার কৃতি, কীর্ত্তি ইত্যাদি অধিক এবং সেকারণে আমার পৃথক একটি 'স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা' থাকা উচিত" — এই বোধ যাহাতে; অথবা, যৌথ হইতে স্বতন্ত্র হইবার দাবি থাকে যাহাতে। / 'আমার সমান নাই' এই মনন যাহাতে; অথবা, অর্থ বিদ্যা কুলাদির দর্প যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ আপনার প্রতি স্বতন্ত্র মান, আপনার প্রতি উৎকর্ষারোপ, আত্মকর্ত্তৃত্বাদিবোধ, অহঙ্কার।

অভিমান[২] : ● **অভির** (উপরিস্থ থাকার) জন্য মননজাত বোধ (মান) যাহাতে; অথবা, অন্য সবাই যে উচ্চ অবস্থানে বিরাজ করিতেছে, তথায় আমি কেন থাকিতে পারিব না, এই বোধ যাহাতে; অথবা, যৌথতা হইতে নিবারিত বা নিষ্কাশিত হইবার বেদনা ও ক্ষোভ থাকে যাহাতে। / স্নেহহেতুক অনাদরজন্য-চিত্তক্ষোভ যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ আত্মবিষয়ে পূজ্যতাবুদ্ধি, আত্মসম্মান-বোধ, প্রণয়কোপ, বাঙালীর অভিমান। *

অভিযোগ : ● উপরিস্থ থাকিয়া যাহা **যোগ** করা হয়; অথবা, উপর হইতে মানসিক বা বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ করা হয় যাহাতে। ❐ অভিনিবেশ, সংযোগ, যুদ্ধার্থ আক্রমণ, অন্য-কৃত অপরাধাদির রাজসমীপে নিবেদন, নালিশ।

অভিরূপ : ● **অভিপ্রেত রূপ** যাহার; অথবা, যাহার **রূপ** (মানসিক বা বাহ্যিক চেহারা) কেমন হইবে তাহা উপরিস্থ থাকিয়া নির্ণীত যাহাতে; কিংবা, (সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি) কোনো জ্ঞানমূলক বিষয়ের (শাস্ত্রাদির) প্রকৃত **স্বরূপ** (অর্থ) কী হইবে, **অভিভাবক**-এর ন্যায় উপরিস্থ থাকিয়া তাহা নির্ণয় করেন যিনি। / অভিমত বা অভিলক্ষ্য রূপ যাহার; অথবা, শাস্ত্রার্থ

নিরূপণ করে যে। (ব.শ.)। ☐ অভীষ্টরূপবান, অভিমত রূপ, অভিলক্ষ্যমূর্ত্তি, বিদ্বান, দিব্যরূপ।

অভিলাষ : ● **অভি**পূর্ব্বক (উপরিস্থ থাকিয়া) **লাষ** (ইচ্ছা) করা হয় যাহাতে; অথবা, প্রজারা বিস্তর খাজনা দিক, কিংবা, ভৃত্যেরা ঠিকঠাক সেবা করুক - যথাক্রমে রাজার ও প্রভুর এইরূপ ইচ্ছাকরণ থাকে যাহাতে। ☐ ইচ্ছা, বাঞ্ছা, মনোরথ, সঙ্গমেচ্ছা, অনুরাগ, লোভ।

অভিলাপ : ● **অভি**পূর্ব্বক (উপরিস্থ থাকিয়া) **লাপ**করণ (আলাপন) করা হয় যাহাতে; অথবা, রাজা প্রজাদিগের সহিত, প্রভু ভৃত্যদিগের সহিত, শিক্ষক ছাত্রদিগের সহিত যে বাক্যালাপ করেন। ☐ কথন, বাক্য-প্রয়োগ, শব্দ, সঙ্কল্পজ্ঞাপক বাক্য। ＊

অভিশপ্ত : ● **অভি**পূর্ব্বক (উপরিস্থ থাকিয়া) **শাপ** দেওয়া হইয়াছে যাহাকে। ☐ শাপগ্রস্ত।

অভিশাপ : ● **অভি**পূর্ব্বক (উপরিস্থ থাকিয়া) যে **শপ**করণ করা হয়; অথবা, অথবা, যাহাতে দুর্ব্বলের উপর ক্ষমতাবানের ইচ্ছানুসার অনিষ্টপাতন থাকে। / ব্রাহ্মণ গুরু বৃদ্ধ সিদ্ধ-পুরুষ কর্ত্তৃক অনিষ্টাভিশংসন যাহাতে। (ব.শ.)। ☐ মিথ্যাপবাদ-কথন, মিথ্যাদোষারোপ।

অভিহিত : ● **অভি**পূর্ব্বক (উপরিস্থ থাকিয়া) ধারণকৃত বা 'অভিধাত' যাহাতে; অথবা, যেহেতু **ধাত** (ধারণ) করিলেই **হিত** (অনড়) হইয়া যায়, সেকারণে 'অভিধাত' করিলেই 'অভিহিত' হইয়া যায়; কিংবা, যাহাকে **অভিধা**-ত করা হইয়াছে বা নাম ধরিয়া ডাকা হইয়াছে। ☐ কথিত, 'ডাকিত', সংজ্ঞিত।

অভেদ : ● নেই **ভেদ** যাহাতে। ☐ ভেদহীন, অবিভক্ত, তদাত্মভাব, তাদাত্ম্য, অতিসাম্য-কথন, একরূপতা। ＊

অভেদ্য : ● **অভেদ** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে **ভেদ** করা যায় না। ☐ অশক্যভেদ, অবিদার্য্য, অবেধ্য, হীরক। ＊

অভ্যর্থনা : ● **অভি** (উপরিস্থ থাকিয়া) **অর্থ** করা অনকৃত যে আধারে; অথবা, অভ্যাগতকে তাঁহার **অর্থ**-এর বা কার্য্যকারিতার অধিক করিয়া আদর-আপ্যায়ন করা হয় যাহাতে। /অভ্যাগত ব্যক্তির সৎকার ও সমাদর (যাহাতে)। (ছা.অ.)। ☐ প্রার্থনা, যাচ্ঞা, সম্ভাষা, সংবর্দ্ধনা। ＊

অভ্যস্ত : ● **অভ্যাস** কৃত যাহাতে। /যাহা পুনঃ পুনঃ আচরিত; অথবা, একরূপ ক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত। (ব.শ.)। ☐ কৃতাভ্যাস, অনুশীলিত, শিক্ষিত, অধীত। ＊

অভ্যাস : ● **অভি** (উপর) হইতে **অস** (একরৈখিক শক্তিপ্রয়োগ) যাহাতে; অথবা, উপরিস্থ হইয়া অস্তিত্বকে চালান হয় যাহাতে। /পুনঃ পুনঃ করণ যাহাতে। (ব.শ.)। ☐ সামীপ্য, অন্তিক, নিকট, আবৃত্তি, অনুশীলন, পুনঃ পুনঃ স্থাপন ...। ＊

অভ্যুত্থান : ● **অভি**-র কারণে (উপরিস্থ হইবার জন্য) **উত্থান** যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে ক্রিয়ার দ্বারা) **অভি**তে (উপরিস্থ অবস্থানে) উত্থিত হওয়ন চলে। ☐ সম্মানার্থ আসন হইতে উত্থান, অভ্যুদয়, উদ্ভব, উদয়, রাজাভিদ্রোহ, বিদ্রোহ।

অভ্যুদয় : ● **অভি**-তে (উপরিস্থ অবস্থানে) উদ্‌গমন (**উদয়**) যাহাতে; অথবা, প্রচলিতের উপরের আস্তরণ ভেদ করিয়া উপরে উত্থান-পূর্ব্বক আবির্ভাব যাহাতে; কিংবা, পতনের ঠিক বিপরীত ক্রিয়া যাহাতে। ☐ উদীয়মান, উদ্ভব, আভ্যুদয়িক বিবাহাদি উৎসব, বৃদ্ধি-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ। ＊

অভ্র : ● **অভ** (অভিভাবকসুলভ আচরণ-কারী) আবর্ত্তমান রহে যাহাতে; অথবা, যে রাজপুরুষগণ (আমলাতন্ত্র) সমাজ-আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে মেঘ বাহ্যাকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। / যে পরিক্রমণ করে। (ব.শ.)। ◻ মেঘ, আকাশ।

অভ্রংলিহ : ● **অভ্র**কে (মেঘকে) লেহন করে (চাটে) যে। ◻ মেঘস্পর্শী, আকাশচুম্বী, (sky-scrapper - 'আকাশ-আঁচড়ান', অনুবাদ - সুভাষ মুখোপাধ্যায়)।

অভ্রভেদী : ● **অভ্র**কে (মেঘকে) ভেদ করিয়া চলিয়া যায় যে। ◻ মেঘ ভেদকারী, অতি বর্দ্ধিত, অত্যুচ্চ, বিমান।

অম : ● **অ** (অস্তিত্ব) সীমায়িত যাহাতে (যে মানসিক বা বাহ্যিক তেজ-এ); অথবা, অস্তিত্বলাভকরণ সীমায়িত যাহাতে (যে উৎপন্নে); কিংবা, **অং**রূপিণীর (অপরিমেয় তেজের) **অম**রূপ (বিন্দুরূপ বা পরিমিত সীমায়িত রূপ) থাকে যাহাতে। *

অমন : ● (পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট কোনো) অস্তিত্বের **মত** (মন্যমানিত) যে। ◻ ঐপ্রকার, ওরকম, **অমন**ধারা, এরূপ।

অমনি : ● **অমন** (ঐরূপ) সক্রিয় যাহাতে। ◻ ঐরূপই, ঐপ্রকারেই, ঐভাবেই ... ইত্যাদি।

অমর : ● নেই **মরণ** যাহার; অথবা, যে 'বিরাট-মানুষ' (সমাজমন) মরেন না; কিংবা, যে মানবসমূহের কখনোই মৃত্যু হয় না, 'পিতৃগণ', 'দেবগণ', 'ঋষিগণ' রূপে (দ্র. **তর্পণ**) তাঁহাদের প্রবাহ চলিতেই থাকে। ◻ মরভিন্ন, কীর্ত্তিহেতু চিরস্মরণীয়, অনশ্বর, মৃত্যুজয়ী। *

অমরতরু : ● **অমর** যে **তরু**। ◻ দেবপ্রিয় বৃক্ষ, পারিজাত মন্দার কল্পবৃক্ষ সন্তান হরিচন্দন - এই পঞ্চ **দেবতরু**, কল্পবৃক্ষ। *

অমর্ত্ত্য : ● যে **মর্ত্ত্য** নহে। ◻ মরণরহিত।

অমর্ষী : ● যে **মর্ষী** (**মর্ষ** সক্রিয় যে আধারে) বা ক্ষমাশীল নহে; অথবা, যে গ্রামের অধিবাসীগণের পূর্ব্বপুরুষেরা কোনো কালে অত্যাচার সহন না করিয়া বিদ্রোহ করিয়া-ছিলেন। ◻ অসহন, অসহিষ্ণু, ক্রুদ্ধ; মেদিনীপুর জেলার একটি গঞ্জের নাম।

অমাবসু : ● **অম**-এর (তেজের) আধার বা **অমা** যে **বসু** (**বস**করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে); অথবা, যে বাহ্যসম্পদ সঞ্চয় করে। ◻ উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুরূরবার পুত্র।

অমাবস্যা : ● **অমাবস** (সম্পদের সঞ্চিত রূপ) থাকে যে আধারে; অথবা, যৌথসম্পদ ও ব্যক্তিসম্পদ অপ্রকাশিত যাহাতে (যে কালখণ্ডে)। / যে তিথিতে সূর্য্য ও চন্দ্র সহবাস করে। (ব.শ.)। ◻ কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশী তিথি, সূর্য্যেন্দুসঙ্গম, দর্শ।

অমায়িক : ● **মায়িক** (প্রযুক্তিবিদ) নহে যে; অথবা, **মায়া**বিদ্যার (প্রযুক্তিবিদ্যার) প্রয়োগ করিয়া মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয় ও বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না যে; কিংবা, 'অ্যাকাডেমিতে উচ্চশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ' হইলে যেরূপ দাম্ভিক হয় তদ্রূপ নহে যে। ◻ অমায়াবান, অকপট, সরল, সাধু, আড়ম্বরহীন, মায়ালেশহীন, মায়াবরণহীন, স্বচ্ছ, স্বার্থহীন।

অমার্জ্জিত : ● নয় **মার্জ্জিত** যে। ◻ অপরি-শীলিত, অপরিষ্কৃত, অসংস্কৃত, মলযুক্ত।

অমিত : ● যাহা **মিত** (পরিমিত) নহে। ◻ অপরিমিত, অসীম, মহান্, নির্দ্দিষ্ট।

অমিতাভ : ● **অমিত** আভা যাহার। / যাহার অমিতা আভা। (ব.শ.)। ◻ মহাপ্রভ, অতি-দীপ্ত, অষ্টম মন্বন্তরের দেবগণ, বুদ্ধদেব।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

অমুক : ● **অম**-কে (তেজবান সত্তাকে) নব-রূপে উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, যে তেজধারী সত্তা বিশেষ রূপে সক্রিয় হইয়া চলিয়াছে। ❑ অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্ত্তে প্রযোজ্য সর্ব্বনাম, ঐ, ফলনা।

অমূর্ত্ত : ● যাহা **মূর্ত্ত** (পরিচ্ছিন্ন) নহে; অথবা, যে ভাবসত্তা দেহ পায়নি বলিয়া এখনও অদৃশ্য আছে। ❑ মূর্ত্তভিন্ন, অবয়বহীন, অপরিচ্ছিন্ন-পরিমাণ, অরূপ ... ইত্যাদি।

অমূল্য : ● নেই **মূল্য** যাহাতে; অথবা, যাহার কোনো **মূল্য** নাই; কিংবা, যাহার এত **মূল্য** যে সে **মূল্য** দেওয়া যায় না। ❑ মূল্যহীন, বিনিময়ে অপ্রাপ্য, অর্থাদির বিনিময়ে অপ্রাপ্য, অসাধারণ মূল্যবান।

অমৃত[১] : ● **অ (নয়) মৃত** যে। / যে মরে না; অথবা, যাহা দ্বারা মরণ হয় না; কিংবা, যার দ্বারা অমরতা সাধন করা যায়; অথবা, যাহাতে মরণ নাই। (ব.শ.)। ❑ ব্রহ্ম, ব্রহ্মানন্দ, মৃত্যুহীন, অমরত্বপ্রদ, মৃত্যুঞ্জয়, অমৃতবৎ প্রীতিকর বিষয়, চরণা**মৃত** ...। ✱

অমৃত[২] : ● **অম** (তেজাদি) পুনরাবৃত্ত হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, জাগতিক তেজাদি কর্ম্মযজ্ঞে পুনরাবৃত্ত হইয়া তারিত হয় যাহাতে (যে বাহ্যসম্পদে)। ❑ বাহ্যসম্পদ, **মধু**।

অমোঘ : ● **মোঘ** (**মোহ**তে গত ও স্থিত) নহে যে। / সত্য সঙ্কল্প যাহার। (ব.শ.)। ❑ অব্যর্থ, উৎপাদনশীল, যথার্থ, সার্থক।

অমোঘা : ● **অমোঘ**-এর আধার যে; অথবা, যে নিশ্চয় মোহগ্রস্থ হয় না, এমন প্রকৃতি; কিংবা, যে সংস্থার উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করা হয় (অবশ্যই বিক্রয় হইয়া যায়)। ❑ পাটলিবৃক্ষ, পারুল, পটোললতা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, শক্তিবিশেষ, শিবপত্নী, দুর্গা।

অম্বর : ● '**অম** বাহক' (তেজধারক শব্দ বা পণ্য) রক্ষিত হয় যেখানে। / যাহা শব্দ গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ❑ শব্দাশ্রয়, আকাশ, বাজার, পণ্যলোক, (marketing sphere) । ✱

অম্বা : ● **অম** (উৎপন্ন বা আদিপণ্য) বহন-কারীর আধার যে। ❑ মাতা, দুর্গা, অপ্সরা-বিশেষ, কাশীরাজের প্রথমা কন্যা। ✱

অম্বিকা : ● **অম** (... আদিপণ্যাদি) বাহককে সক্রিয় করে যে আধারশক্তি। ❑ পার্ব্বতী, ওষধিবিশেষ, কটুকী, কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা। ✱

অম্বালিকা : ● **অম্বা**র (... আদিপণ্যাদির) লালন সক্রিয় করে যে আধারশক্তি। ❑ কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যা। ✱

অম্বু : ● **অম** (... তেজাদি) বাহক নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, তেজবাহক তরল-রূপে (সঙ্গীত, কথকতা, পদাবলী প্রভৃতি জ্ঞানরসের ধারা কিংবা পানীয় জলের ধারা রূপে) পরিণত যাহাতে। / যাহা প্রবাহিত হয়। (ব.শ.)। ❑ প্রবাহিত জ্ঞানরস বা ধনরস, জল, রস, দ্রব।

অম্বুপ্রবাহ : ❑ সিন্ধুব্রহ্মপুত্রাদি; পুংবাচক নদ।

অম্ল : ● **অম** (তেজাদি) লালন করিলে যাহা হয় বা লালিত যাহাতে; অথবা, দীর্ঘকাল লালনের কারণে মানুষের অর্জ্জিত সম্পদে (জ্ঞানসম্পদ, বাহ্যসম্পদে) যে-প্রকারের 'আমার' 'আমার' বোধ ঢুকিয়া যায়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) রসগোল্লাদি মিষ্টান্ন দীর্ঘকাল তদবস্থায় রাখিলে তাহাতে যে (টক) স্বাদ ঢুকিয়া যায়। দ্র. **দধি**। ❑ 'আমার'- এই বোধ; স্বত্বাধিকার বা ব্যক্তিমালিকানার বোধ, (সাদৃশ্যে) অম্লরসযুক্ত, টক। ✱

অম্লমধুর : ● অম্ল ও মধুর যাহাতে; অথবা, ব্যক্তিগতভাবে অর্জ্জিত জ্ঞান-ধন সকলের (যৌথের বা পরিবারের, গোষ্ঠীর, সমাজের) মঙ্গলের জন্য নিবেদিত যাহাতে; কিংবা, প্রিয়জনকে নিন্দামূলক নামে ডাকিয়া বা 'নিন্দাচ্ছলে কৃষ্ণভজনা' করিয়া বঙ্গভাষী যে জ্ঞানরসের চূড়ান্তে পৌঁছিয়াছে; অথবা, শেষ পাতে **চাটনি** পরিবেশন করিয়া বঙ্গভাষী যে বোধের বাহ্য-ব্যবহারেও উত্তীর্ণ হইয়াছে। ◻ ঈষৎ অম্লরসযুক্ত ও মিষ্টতাপ্রধান ফলাদি, (পাকা নেংড়া আম অম্লমধুর, ফজলী ও বোম্বাই আম মধুর)।

অম্লান : ● যাহা **ম্লান** নহে। ◻ ম্লানভিন্ন, পরিষ্কৃত, অনুপহত, উজ্জ্বল, প্রসন্ন।

অয় : ● অ (অস্তিত্ব) যায় যাহাতে; অথবা, দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে (বাহ্যিক বা মানসিক) যাওয়া থাকে যাহাতে; কিংবা, এপাশ হইতে ওপাশে (অধিকারীর অধিকৃত দ্রব্যের) যাওয়া থাকে যাহাতে। ◻ গমন, প্রদক্ষিণ-গমন, পাশক, মঙ্গলানুষ্ঠান।

অয়ন : ● অয় (...যাওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে যাওয়া চলে যাহাতে। ◻ গমন, গতি, অয়নাভি-মানিনী দেবতা, **অধ্যয়ন**।

অযাচক : ● নয় যাচক যে; অথবা, যে যাচ্ঞা বা প্রার্থনা করে না। ◻ অপ্রার্থিত; যাচ্ঞা বিনা লব্ধ অন্নাদি।

অযাচক-বৃত্তি : ● / প্রার্থনা বিনা লব্ধ অন্ন জীবিকা যাহার। (ব.শ.)। ◻ অপ্রার্থনা-বৃত্তি। যাচ্ঞা বিনা লব্ধ অন্নাদি প্রাপণ।

অযাচী : ● যে যাচ্ঞা বা প্রার্থনা করে না।

অযাচী-ব্রাহ্মণ : ● যে ব্রাহ্মণগণ কদাপি প্রার্থনা করেন না। ◻ ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এখনও রয়েছেন, রয়েছেন মুসলমানদের মধ্যেও 'মিশকিন' নামে। ✱

অযোগবাহ (অযোগবাহ বর্ণ) : ● যাহারা **অযোগ** কিন্তু **বাহ**, তাহারা; অথবা, যে মানুষদিগকে সমাজের কোনো নিম্নতম স্তরেও **যোগ** করিয়া ধরা (হিসাব করা) হয় না, কিন্তু সমাজের বোঝা **বহন**-কর্ম্ম করাইয়া লওয়া হয়; কিংবা, মূল সমাজের সঙ্গে যাহাদের স্বাভাবিক যোগ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে (**অযোগ**) কিন্তু তথাপি **বাহ** অর্থাৎ তাহার পরেও সমাজের কিছু কাজ তাহাদিগকে দিয়াই করানো হয়; অথবা, **বর্ণ** বা শ্রেণীবিভাজিত সমাজের এই **অযোগবাহ**-শ্রেণীর বা বর্ণের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাভাষার বর্ণমালার যে **বর্ণ** বা অক্ষরেরা। / অযোগ (যোগরহিত) এবং তথাপি বাহ বা কার্য্যের নির্ব্বাহক যাহারা। (ব.শ.)। ◻ অনুস্বার বিসর্গ জিহ্বা-মূলীয় উপধ্মানীয় ও যম, এই বর্ণগুলি। ✱

অযোধ : ● যে **অযুদ্ধ (অরণ)** করে; অথবা, যে বেচাকেনা টানাটানি বা **মল্লযুদ্ধ** করে বা অর্থনৈতিক যুদ্ধ করে, প্রাণে-মারা দৈহিক যুদ্ধ করে না। দ্র. **অযোধ্যা**। / যে যোদ্ধা নহে। (ব.শ.)। ◻ পণ্যবিক্রেতা, অযোদ্ধা। ✱

অযোধ্য : ● যাহাতে **অযোধ**গণ (লিপ্ত) থাকে; অথবা, মাল **কেনাকাটা** করা হয় যাহাতে, কিন্তু প্রাণে মারামারি করা হয় না। ◻ অনাক্রমণীয়, অনভিভবনীয়। (ব.শ.)। ✱

অযোধ্যা : ● অযোধ্য-এর আধার যে; অথবা, যে আধারে (স্থানে) **অযোধ্য** থাকে; কিংবা, প্রাচীন ভারতে যে যে স্থানে পণ্যাদি বিক্রিবাটা করা হইত (বৈদিক ব্যবস্থায় যাহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম ছিল)। ◻ কোশলা, উত্তরকোশলা,

সাকেত। *

অযোনিজ (অযোনিসম্ভব, অযোনিসম্ভূত) : ● যাহা যোনি হইতে জাত (সম্ভব, সম্ভূত) নহে। ◘ অগর্ভসম্ভূত, স্বয়ম্ভূ, নিজবীর্যে উৎপত্তি, অযোনি (মানসাদি) হইতে জাত - মনুপ্রভৃতি। *

অর : ● **অ**-এর (অস্তিত্বের) আবর্ত্তন রহে যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তনের (পুনরাবর্ত্তনের, পরাবর্ত্তের ...) গতি রহে যাহাতে। ◘ কালচক্রের দ্বাদশাংশ, অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর, (সাদৃশ্যে) চক্রের নাভি (কেন্দ্র) ও নেমির (পরিধির) মধ্যস্থ তির্য্যক কাষ্ঠখণ্ড, চাকার পাখি (spoke), শৈবাল, কোণ, পর্পট, ক্ষেতপাপড়ী। দ্র. **অরগুণ**। *

অরগুণ : ● **অর** (আবর্ত্তনশীলতা) গুণ যাহার। ◘ সদ্‌গুণ, ভাল গুণ। (**অর**-এর মতো দয়া মায়া সহায়তা প্রভৃতি মনের উঁচু অংশগুলি আবর্ত্তনকালে পরিপূরক সত্তাদের সহায়ক হয়, তাই তাদের কাছে সেই **অর**গুণ সদ্‌গুণ। কিন্তু বিপরীত সত্তাদের সঙ্গে শুরু হয় বিরোধ, ঘর্ষণ; উদ্ভব হয় অগ্নির।) *

অরণ[১] (অর-ণ) : ● **অর** (আবর্ত্তনশীলতা) অন (চলমান) যাহাতে; কিংবা, যাহা আবর্ত্তিত হইলে বা ঘর্ষণ করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। ◘ আবর্ত্তনশীল ও ঘর্ষণশীল। দ্র. **অরণি**। *

অরণ[২] (অ-রণ) : ● নেই **রণ** (...যুদ্ধ) যাহাতে; অথবা, যাহাতে যুদ্ধ হয় না (অথচ যুদ্ধের পরিবেশ থাকে); কিংবা, যাহাতে **অরণ** (**অযুদ্ধ**) হয় বা মাল-কেনাকাটা (**মল্লযুদ্ধ**) হয়। / অবিদ্যমান যুদ্ধ যাহাতে। (ব.শ.)। ◘ রণশূন্য, অবিদ্যমানযুদ্ধ। *

অরণি : ● **অরণ[১]** (ঘর্ষণশীলতা) সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে। / যাহা অগ্নি জনন করে (অগ্নিজননার্থ যে কাষ্ঠ কাষ্ঠান্তর দ্বারা ঘৃষ্ট হয়)। (ব.শ.)। ◘ অগ্নিমন্থবৃক্ষ, মার্গ। *

অরণ্য : ● **অরণ[২]** ('অবিদ্যমান যুদ্ধ') থাকে যাহাতে (যে স্থানে); অথবা, যে স্থানে (সমাজবনে) বড় বড় পরিবার গোষ্ঠী সংস্থা সংগঠন (বৃক্ষ ও পর্ব্বতাদি) থাকে এবং যেখানে পণ্যজীবীগণ (শ্বাপদেরা) পরস্পরের সহিত নিয়ত **মল্লযুদ্ধ** বা **অযুদ্ধ** করে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বাহ্যবন বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি সমাকীর্ণ ও শ্বাপদেরা যেখানে বিরাজ করে। / যাহা রম্য নহে; অথবা, যে স্থানে শেষ বয়সে যায়; কিংবা, শ্বাপদেরা যেখানে যায়। (ব.শ.)। ◘ বিপিন, কানন, বন (শঙ্করাচার্য্যকৃত দশ উপাধি - তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, পুরী, সরস্বতী, ভারতী)। *

অরবিন্দ : ● **অর**সমূহ (আবর্ত্তনশীল সত্তা-সমূহ) বিষয়ে বিদিত যে (দ্র. **গোবিন্দ**); অথবা, জাগতিক সামাজিক মানসিক আবর্ত্তন-শীল সত্তাসমূহ বিষয়ে বিদিত থাকে যে (ব্যক্তি বা গোষ্ঠী); কিংবা, যে গোষ্ঠীর সদস্যেরা গোল হইয়া বসিয়া একত্রে **অর**-সমূহ বিষয়ে বিচারবিমর্শ করেন; অথবা, (সাদৃশ্যে) গোল আসনসমূহের ন্যায় পাপড়ি যে পদ্মের। / যাহা চক্রের **অরে**র (আরার) ন্যায় দল (পাপড়ি) লাভ করে। (ব.শ.)। ◘ সমাজ-পরিচালক জ্ঞানীদের পদ সমূহ, সামাজিক পদ্ম; (সাদৃশ্যে) প্রাকৃতিক পদ্ম, ইন্দীবর। *

অরি : ● **অর** (...ঘর্ষণশীল) সক্রিয় যাহাতে। /যে হননার্থ যায়। (ব.শ.)। ◘ অরযুক্ত, অমিত্র, শত্রু, কামক্রোধাদি ষড়বর্গ, বিট্‌খদির। *

অরিত্র : ● যে **অর** (আবর্ত্তনশীল সত্তা) সক্রিয় হইয়া (তৎকালিক পরিস্থিতি হইতে)

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ত্রাণ করে। ⊓ দাঁড়।

অরিন্দম : ● **অরি**কে (...রিপুকে, শত্রুকে) দমন করে যে। ⊓ রিপু বা শত্রুদমনকারী।

অরিষ্ট : ● **অ** (নাই) **রিষ্ট** (টঙ্কারিত রেষারেষি) যাহাতে; অথবা, যাহাতে রেষারেষি-পূর্ব্বক মারামারি নাই (কিন্তু সহন-শীল কেনাকাটা লেনদেন আছে)। / যাহার অকালমরণরূপ অশুভ নাই। (ব.শ.)। ⊓ অহিংসিত, নির্ব্বিঘ্ন, শুভ, কশ্মলময়, পাপময়, দুর্নিমিত্তসূচক, অশুভরহিত, বলির জ্যেষ্ঠপুত্র কংসচর অসুর; বৃষভাসুর, অনিষ্টস্থানস্থিত রবি প্রভৃতি গ্রহ; (সাদৃশ্যে) নিমগাছ, রশুন, রিঠা।

অরিষ্টনেমি : ● **অরিষ্ট**-এর **নেমি** (পরিধি-পরিক্রমণ) যাহাতে; অথবা, যে পর্যন্ত রেষা-রেষিহীন প্রাপণের সীমা থাকে; কিংবা, যিনি রেষারেষিহীন প্রাপণের সীমা বৃদ্ধি করেন; অথবা, **অরিষ্ট**-নীতি মান্য করিয়া চলে যে (যে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ)। ⊓ অপ্রতিহত গরুড়, বিনতার পুত্র, কশ্যপ, প্রজাপতি-বিশেষ, গন্ধর্ব্ববিশেষ, তীর্থঙ্করবিশেষ, মহাভারতোক্ত ঋষি। *

অরুণ : ● **অর** (আবর্ত্তন) **ঊন** যাহাতে; কিংবা, সদ্য **কপিল** হইয়াছে যে; অথবা, ব্যক্তিগত জ্ঞান বা ধন বা পণ্যের উদ্ভব হইয়া গেলেও যাহা তখনও সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি, নিষিদ্ধও হয়নি। /যে আকাশে যায়। (ব.শ.)। ⊓ **কপিল**বর্ণ, **কপোত**বর্ণযুক্ত, অনুরাগরঞ্জিত, ঈষদরক্ত-বর্ণ, প্রভাত ও সন্ধ্যার আলো। *

অরুন্ধতী : ● **অরুণ**-কে (...সদ্য **কপিল**বর্ণ প্রাপ্ত সত্তাকে) ধারণপূর্ব্বক সক্রিয়ভাবে তারণ করেন যিনি; অথবা, প্রাচীন যৌথ-সমাজের (বশিষ্ঠ পরিচালিত) যে সম্প্রদায়, যৌথ সমাজের ভিতরেই যাহারা স্বাতন্ত্র্যবাদী হইয়া ব্যক্তিগত জ্ঞান-ধনের সাধনা করিতে শুরু করিয়াছিল তাহাদের বিরোধিতা না করিয়া বরং সহায়তা করিয়া দিত। / যিনি রোধ করেন না। (ব.শ.)। ◻ মহর্ষি কর্দ্দম ও দেবহূতির কন্যা, দক্ষকন্যা। দ্র. **অনসূয়া**। *

অরূপরতন : ● **রূপ** (আকার) নাই যে রতনের; অথবা, যে মহারত্নের কোনো **রূপ** নাই। ◻ রবীন্দ্রসৃষ্ট 'পরমব্রহ্ম'বাচক শব্দ।

অর্ক : ● **অর** (পুনরাবৃত্তিজনক ভাবে সক্রিয়) করে যে; অথবা, যৌথসমাজের যে কেন্দ্র (জ্ঞান ও ধনের কেন্দ্র) সমাজসদস্যদিগকে পুনরাবৃত্তিজনক কর্ম্মযজ্ঞাদি (শস্য উৎপাদন প্রভৃতি) করিতে প্ররোচিত করে। /যাহার অর্চ্চনা করা যায় বা উচিত। (ব.শ.)। ◻ যৌথ সমাজকেন্দ্র, (সাদৃশ্যে) সূর্য্য। *

অর্কব্রত : ● **অর্ক** (যৌথসমাজের একজন সদস্যরূপে কর্ম্ম করা) ব্রত যাহার; অথবা, **অর্কে**র ব্রতই যাহার ব্রত। ◻ অগ্রহায়ণাদি আট মাস সূর্য্যের তাপে অল্প অল্প রসাকর্ষণের এবং বাকি চার মাস বৃষ্টি রূপে তা বিতরণ করিয়া দেওয়ার ন্যায় রাজার পীড়ন বিনা প্রজাদের নিকট হইতে করগ্রহণ ও চাষের সময়ে সেই সম্পদ বিতরণ করিয়া দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করাই প্রকৃত অর্কব্রত।

অর্কবৃক্ষ : ● **অর্ক** স্বরূপ যে **বৃক্ষ** (সমাজ ব্যবস্থা)। ◻ রাষ্ট্রের উদ্ভবের আগে প্রাচীন সমাজ-পরিচালন ব্যবস্থার একটি নাম।

অর্ঘ : ● **অর**-এর (আবর্ত্তনের বা পরাবর্ত্তের) গমনস্থিতি যাহাতে; অথবা, সমমূল্যের কোনো বস্তুর পরিবর্ত্তে যাহা দেওয়া হয় বা গমনস্থিত করে। / যাহার দ্বারা ক্রয় সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ মূল্য, বিনিময়মূল্য। *

অর্ঘ্য : ● **অর্ঘ** (বিনিময়মূল্য) থাকে যাহাতে। ◘ অর্ঘযোগ্য, মূল্যবান, পূজার্থ দ্রব্য। ✱

অর্চ্চি : ● **অর্চ**-এর (অরচয়নের বা পুনরাবৃত্তি করিয়া চয়নের) চয়িত হওয়ন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি-মূলক কর্ম্মযজ্ঞ হইতে চয়িত উৎপন্ন সংগ্রহ করে যে; কিংবা, কর্ম্মফলস্বরূপ উৎপন্ন বা তেজ ধারণ করিয়া দীপ্ত যে। ◘ জ্যোতিঃ, বহ্নিশিখা, তেজঃ।

অর্চ্চিষ্মান : ● **অর্চ্চি**র নির্য্যাস লইয়া বর্ত্তমান যে। ◘ ফসলবান, দীপ্তিমান, অগ্নি, সূর্য্য।

অর্চ্চিরাদ্যাভিমানী দেবতা : ● 'আমার এই ফসল হাতে আছে, ইহা আমি দিতে পারি' - এই অভিমান যে **দেবতা**দের। ◘ আদি পণ্যবান, উপদেববিশেষ।

অর্জ্জ : ● **অর** (পুনরাবৃত্তিমূলক গতিদান) জননের (অর্জের) **জনন** থাকে যাহাতে; অথবা, পুনরাবৃত্তিমূলক কর্ম্মযজ্ঞাদি করিয়া শস্যাদি জননপূর্ব্বক গ্রহণ করা হয় যাহাতে। ◘ অলব্ধলাভ, গ্রহণ, গ্রহণার্থ যত্ন।

অর্জ্জন : ● **অর্জ্জ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **অর্জ্জ**করণ চলিতে থাকে। ◘ অলব্ধলাভ-করণ, আদান, গ্রহণ। ✱

অর্জ্জুন : ● **অর্জ্জ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি সমাজস্বীকৃত অলব্ধলাভ করেন; কিংবা, যিনি শুক্ল কর্ম্ম করেন; অথবা, যিনি সাদা টাকা রোজগার করেন। ◘ কুন্তীপুত্র তৃতীয় পাণ্ডব, (সাদৃশ্যে) শ্বেতবর্ণ, অর্জ্জুন গাছ, অর্জ্জুন ঘাস। ✱

অর্ণঃ (অর্ণস্) : ● **অর**-সমূহের (আবর্ত্তন-কারীদিগের) **টঙ্কারবোধ** থাকে যাহাতে। ◘ জনসাধারণ, (সাদৃশ্যে) জল।

অর্ণব : ● **অর্ণ**কে বহন করে যে। ◘ জনসমুদ্র, (সাদৃশ্যে) জলসমুদ্র। ✱

অর্থ : ● **অব** (পুনরাবর্ত্তন) থাকে যাহাতে; অথবা, পুনরাবর্ত্তন ক্রিয়ার মানসফল (জ্ঞান) ও বাহ্যফল (ধন) থাকে যাহাতে; কিংবা, যে জ্ঞান (ক্রিয়ার মানসফল ভিত্তিক শব্দার্থ) বা ধন (ক্রিয়ার বাহ্যফল ভিত্তিক পণ্যার্থ) একই ভাবে (একই মানেতে, একই মূল্যে) পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে; অথবা, সামাজিক মানুষ যে পুনরাবৃত্তি-যোগ্য জ্ঞান-ধন লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে; কিংবা, যাহাতে (সংকল্পজ বা বিকল্পজ) গতি থাকে। ◘ ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল, কর্ম্মজ্ঞান ও কর্ম্মফল-জ্ঞান, মানে বা জ্ঞানসম্পদ এবং টাকা বা ধনসম্পদ, প্রার্থনা, অভিলাষ, ইচ্ছা। ✱

অর্থকর : ● **অর্থ** (বাহ্য ক্রিয়াফল বা টাকা) করে যে। ◘ ধনকরণশীল, অর্থোপার্জ্জনকর।

অর্থচিন্তক : ● **অর্থ** (মানস ক্রিয়াফল বা কার্য্য) চিন্তা করে যে। ◘ কার্য্যদ্রষ্টা।

অর্থজ্ঞ : ● **অর্থ** (মানস ক্রিয়াফল বা কার্য্য) বিষয়ে জানেন যিনি। ◘ কার্য্যতত্ত্বজ্ঞ।

অর্থতন্ত্র : ● **অর্থ** (মানস ক্রিয়াফল বা কার্য্য) **তন্ত্র** (ব্যবস্থা) যাহার। / যাহার কর্ম্ম মুখ্য। (ব.শ.)। ◘ কার্য্যপ্রধান, কার্য্যসিদ্ধান্ত।

অর্থত্রয় : ● **অর্থ**-এর (ক্রিয়ার মানস ও বাহ্য ফলের) তিন প্রকার রূপ যাহাতে; অথবা, শব্দার্থ ও পণ্যার্থের (জ্ঞান ও ধনের) তিন প্রকার রূপ যাহাতে; কিংবা, অভিধার্থ লক্ষণার্থ ব্যঞ্জনার্থ - এই তিনপ্রকার শব্দার্থ বা জ্ঞানার্থ এবং (তাহাদের সমান্তরাল) শুক্লার্থ (white money) **শবলার্থ** (grey money) কৃষ্ণার্থ (black money) - এই তিনপ্রকার পণ্যার্থ বা ধনার্থ থাকে যাহাতে।

অর্থনা : ● **অর্থ**করণ (মানে করা বা টাকা করা) অন (চলমান) থাকে যে আধারে; কিংবা, শুধুমাত্র টাকা করা (টাকা হস্তগত করা) থাকে যাহাতে। ◘ যাচনা, প্রার্থনা।

অর্থনিশ্চয় : ● **অর্থ** (মানস ক্রিয়াফল বা কার্য্য) নিশ্চয় করা হয় যাহাতে। ◘ কার্য্য-নিরূপণ।

অর্থবান : ● **অর্থ** (বাহ্য ক্রিয়াফল) **বান** যে। ◘ ধনবান।

অর্থবিজ্ঞান : ● **অর্থ** (মানস ক্রিয়াফল) **বিজ্ঞান** ('অর্থের যথাবস্থভাবে বোধ') যাহাতে। ◘ শব্দার্থবোধ।

অর্থবিদ : ● **অর্থ** (মানস ক্রিয়াফল বা কার্য্য) বিষয়ে **বিদি**ত যিনি। ◘ শব্দাদির অর্থবেত্তা, শব্দার্থজ্ঞ, কার্য্যজ্ঞ।

অর্থশাস্ত্র : ● **অর্থ** (বাহ্য ক্রিয়াফল বা টাকা-পয়সা) বিষয়ের যে **শাস্ত্র**। / যে শাস্ত্রে শ্রুতি-স্মৃতির অবিরোধী রাজকার্য্যাদির উপদেশ ও সুকৌশলে অর্থোপার্জ্জন বর্ণিত থাকে। (ব.শ.)। ◘ অর্থসম্বন্ধী শাসনগ্রন্থ, কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্র**।

অর্থহীন : ● **অর্থ** (মানস ও বাহ্য ক্রিয়াফল) **হীন** বা শূন্য যে; অথবা, যাহার জ্ঞানার্থ (শব্দার্থ) বা ধনার্থ (পণ্যার্থ) নাই। ◘ অভিধেয়হীন, বাচ্যার্থরহিত; ধনহীন, দরিদ্র।

অর্থাৎ : ● **অর্থ**-এর (ক্রিয়ার মানসফলের) আধারের তারণ যাহাতে; অথবা, জ্ঞানার্থ (শব্দার্থ) যেখানে গিয়া ঠেকে। ◘ অর্থানু-সারে, তাৎপর্য্যক্রমে, বস্তুতঃ, ফলে, মানে।

অর্দ্ধ : ● **অর** (আবর্ত্তনের) দান ধারিত থাকে যাহাতে (যে বৃত্তের পরিধিতে); অথবা, চাকার **অর** (আরা) যে অবধি ভারবহন করে; কিংবা, লেবুকে 'ঠিক আধখানা' করিলে যাহাকে (যে পরিধিকে) পাওয়া যায়। /যাহা দ্বারা সমুদায় বাড়ে। (ব.শ.)। ◘ সমখণ্ড, ঠিক অর্দ্ধেক। ✱

অর্পণ : ● **অর**-এর (পরাবর্ত্তের) পালন অন থাকে যাহাতে; কিংবা, 'দানের বিপরীতে দান করিব' - এই **পণ** (প্রতিজ্ঞা) থাকে যাহাতে। ◘ স্বত্বত্যাগানুকুল-ব্যাপার, প্রতিদান। ✱

অর্পিত : ● যাহাতে **অর**-পালন (বিনিময়-করণ) তারিত হইয়াছে; কিংবা, যাহা (কোনো কিছুর পরিবর্ত্তে) **অর্পণ** করা হইয়াছে। ◘ অন্যের হাতে প্রদত্ত, নিবেশিত, নিক্ষিপ্ত। ✱

অর্ব্বন : ● **অর** (পুনরাবৃর্ত্তন)-বাহীর বাহক অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◘ দ্র. **অর্ব্বা**, **গন্ধর্ব্ব**। (ঋ-বন — অর্ব্বন)।

অর্ব্বা : ● **অর** (পুনরাবর্ত্তন)-বাহী বাহকের আধার যে; কিংবা, পুনরাবৃত্তিকারী শক্তির বাহক যে। ◘ বিশেষজ্ঞ, ইন্দ্র, ঘোটক।

অর্ব্বাচীন : ● **অর্ব্বা** চয়নকারী অনকৃত যাহাতে; অথবা, মূল পুনরাবর্ত্তন-কর্ম্ম হইয়া যাইবার পরে যে পরবর্ত্তী কর্ম্ম করিতেছে। ◘ পরে জাত, ইদানীন্তন, আধুনিক।

অর্হ : ● **অর** (পুনরাবৃত্তিমূলক গতিদান) হয় বা স্থির থাকে যাহাতে; অথবা, সত্তাকে হইতে বা কার্য্যকরী করিতে পারে যে। ◘ যোগ্য, সমর্থ, উচিত ... ইত্যাদি।

অর্হৎ : ● **অর্হ**-এর (পুনরাবৃত্তিমূলক উৎপা-দনের) তারণ যাহাতে; অথবা, **অর্হ** হইতে আগত বা তারিত যে (পণ্যাদি); কিংবা, যাঁহারা **অর্হৎ**-করণকে সমর্থন করিয়াছিলেন। ◘ প্রশস্ত, পূজ্য, মান্য, বৌদ্ধ, জৈন। ✱

অল : ● **অ** (নয়) লালনীয় যে; অথবা, যাহা লালন করা উচিত নয় (যদিও অনেকেই তাহা করে); কিংবা, সমাজশাসক

কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ যে কাজ অনেকেই করিয়া থাকে (এবং সরকারও তাহা জানে); অথবা, (একালের ভাষায়), যে বিষয়ে 'বিধিসম্মত সতর্কীকরণ' বিঘোষিত থাকে (যথা, 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর', যদিও ধূমপান অনেকেই করে, রাষ্ট্র তাহা করিতে দেয়, এবং উচ্চহারে কর গ্রহণ করে।)। ▭ নিবারণ, নিষেধ, ভূষণ, অলঙ্করণ।

অলক : ● **অল** (নিষিদ্ধ সত্তাকে লালন) করে যে; অথবা, নিষিদ্ধ জানিয়াও চূর্ণ অপুষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপন্ন লালন (করিয়া বিক্রয়) করে যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) চূর্ণকুন্তল বা **কেশ** (মালিকানা) মুখের উপর ঝুলিয়া থাকে যাহাতে। / যাহা মুখ ভূষিত করে। (ব.শ.)। ◱ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন, (সাদৃশ্যে) ভঙ্গুরকন্তল, চূর্ণকুন্তল, কুটিলকেশ। ✻

অলকনন্দা (অলকানন্দা) : ● **অলক**-কে (**অলকা**-কে) **নন্দ** করে যে বা মুক্তির পথ দেখায় যে; অথবা, উদ্বৃত্ত উৎপন্নকে বিক্রীত হইয়া চলিয়া যাইবার পথ দেখায় যে (পণ্যপ্রবাহ বা **গঙ্গা**)। / অলক দ্বারা নন্দয়িত্রী। (ব.শ.)। ▭ ভারতবর্ষীয়া গঙ্গা, স্বর্গগঙ্গা।

অলকা : ● **অলক**-এর (নিষিদ্ধ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন লালকের) আধার যে; অথবা, উদ্বৃত্ত উৎপন্নের লালন ও বিক্রিবাটা চলে যাহাতে (যে জনগোষ্ঠীতে, যে সুখস্বর্গলোকে, যে **সুমেরু**তে); কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে স্ত্রীর মুখে চূর্ণকুন্তল শোভা পায়। ▭ অলকবিশিষ্টা, মেরুশিখরস্থ কুবেরপুরী, মেয়েদের নাম। ✻

অলকাতিলকা : ● **অলকা** ও **তিলকা** যাহাতে; অথবা, **অলক**-করণ ও **তিলক**-করণ করে যে সত্তা; কিংবা, নিষিদ্ধ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রয় করিয়া ও সামাজিক বা সরকারী পদাধিকার বলে ধন আহরণ চলে যাহার; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে ব্যক্তি মুখে **অলক** ঝুলাইয়াছে এবং **তিলক** কাটিয়াছে। ▭ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রেতা ও সরকারী পদাধিকারী, (সাদৃশ্যে) চূর্ণকুন্তল ও মুখে চন্দনগোরোচনাদিকৃত তিলকাকার চিহ্নধারী, ললাটে লম্বিত ভঙ্গিযুক্ত কেশগুচ্ছ ও মুখে চন্দনাদি-রচিত তিলপুষ্পাকার চিত্রধারী।

অলকানন্দা : দ্র. **অলকনন্দা**।

অলঙ্করণ : ● **অলম** (নিষেধ) করা হইয়াছে যে **করণ** (আচরণ); অথবা, সেকালের যৌথসমাজে, যে অনুচিত লজ্জাজনক লোক-নিন্দাজনক (স্বাতন্ত্র্যবাদী, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রয়াদি) কাজ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই তাহা করিত; কিংবা, পরে পরে **অলম**কে (নিষেধকে) অতিক্রম করিবার নিমিত্ত সত্যকে (স্বাতন্ত্র্যকে, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রয়কে) মিথ্যার আবরণ দেওয়া চলিত যে **করণে** বা আচরণে; অথবা, 'কর্ম্মযজ্ঞই ভুবনের নাভি' বলিয়া কর্ম্মযজ্ঞের এই **অলঙ্করণ** মানুষের মনে (কাব্যাদিতে) ও মুখে (প্রসাধনে) সরাসরি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; কিংবা, প্রাচীন যৌথসমাজের চোখে নিন্দনীয় সত্তাগুলি (**অপরূপ, আশ্চর্য্য, মৎস্যগন্ধা** এবং **অলঙ্করণ, অলঙ্কার**ও) ইতিহাসের নিয়মেই পরবর্ত্তী স্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজের চোখে গৌরবজনক হইয়া যায়; অথবা, সর্ব্বোপরি, **অলঙ্করণ**-এ 'সত্যকে মিথ্যার আবরণে' প্রকাশ করিতে গিয়া যে **সুন্দর**-এর **সৃষ্টি** হয়, স্বভাবতই তাহা মানুষের কাব্যে ও প্রসাধনাদিতে **অলঙ্কার** রূপে দেখা দিতে থাকে। (দ্র. **অল**)। / যাহার দ্বারা মণ্ডন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▭ (সাদৃশ্যে)

প্রসাধন, মণ্ডন, ভূষণ। ❋

অলঙ্কার : ● **অলম** (নিষিদ্ধ) যে **কার** (কার্য্য); অথবা, নিষেধ সত্ত্বেও ঐতিহাসিক-সামাজিক কারণে যাহা করা হইয়া থাকে (দ্র. **অলঙ্করণ**); কিংবা, 'সত্যকে মিথ্যার আবরণে উপস্থাপন' করিতে গিয়া মানুষ তাহার মানসিক রূপচর্চ্চায় (কাব্যাদিতে) এবং বাহ্যিক রূপচর্চ্চায় (প্রসাধনে) যে **অলঙ্কার**-এর (**সুন্দর**-এর) সৃজন করিয়া ফেলিয়াছে। ❒ কাব্য-শোভাকর ধর্ম্ম, কাব্যের গুণদোষ-প্রতিপাদক, ভূষণ, গহণা। ❋

অলম : ● **অল** (অলালন) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, লালন না করা ঘোষিত যাহাতে (যে পরিমিত বাচনে)। ❒ নিষেধ।

অলম্বুষা : ● **অলম** (নিষিদ্ধ) বহন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া দিশাগ্রস্তভাবে থাকে যাহাতে; অথবা, নিষিদ্ধ ব্যক্তিপুঁজি সংগ্রহপূর্ব্বক সঞ্চয় ও ভোগ করে যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) অত্যন্ত **মেদ** জমিয়া মোটা হইয়া গিয়াছে যে। ❒ মেদবতী রমণী (মেদিনীপুরের গ্রামে মেয়েরা ধনী ও মোটা পুরুষ বা মহিলাকে এই শব্দে গালি দেয়)।

অলস : ● **অ** (নেই) **লস** (লালন-লয়নের শক্তিপ্রয়োগ) যাহাতে; অথবা, কোনো কিছুকে লালন বা লয়ন করিবার শক্তি প্রয়োগ করে না যে। / কার্য্যে ব্যাপৃত নয় যে। (ব.শ.)। ❒ মন্দ, ব্যাপারহীন, অকর্ম্মণ্য, কুঁড়ে।

অলাত : ● **অল**করণ (নিষিদ্ধকরণ) তারিত যাহাতে; অথবা, সামাজিক ক্ষমতাবান যাহাকে শাসন-তাপে **দগ্ধ** করিয়াছে বা বেদম প্রহার করিয়াছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহাকে বাহ্য আগুনে পোড়ান হইয়াছে। / অগ্নি কর্ত্তৃক ঈষৎ গৃহীত বা দগ্ধ যে। (ব.শ.)। ❒ (সাদৃশ্যে) সাগ্নিক বা নিরগ্নি বহ্নিদগ্ধকাষ্ঠ, অর্দ্ধদগ্ধকাষ্ঠ, উল্মুক।

অলাতশান্তিপ্রকরণ : ● **অলাত** করিয়া **শান্তির প্রকরণ** করা হয় যাহাতে; অথবা, আচ্ছা করিয়া পিটাইয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় বা 'শ্মশানের শান্তি' প্রতিষ্ঠা করা হয় যাহাতে। (তন্ত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।)

অলাবু : ● যে **যতি**ধর্ম্ম-গ্রহণকারী জন-সাধারণের মধ্যে ডুবিয়া তাঁহাদের কর্ম্মযজ্ঞে পরামর্শাদি প্রদানের কাজে যুক্ত হয় না, উপরিতলে ভাসিয়া চলে। / যাহা জলে লম্বিত (মগ্ন) হয় না। (ব.শ.)। ❒ যতিধর্ম্ম, (সাদৃশ্যে) লাউ।

অলি : ● **অল**করণ (নিষিদ্ধকে লালন করা বা অলালিতব্যকে লালন করা) সক্রিয় যাহাতে (যে ব্যক্তির বা পথের মাধ্যমে); অথবা, মোক্ষ (ঈশ্বরপ্রাপ্তি) ঘটে যাহার মাধ্যমে (যে গুরুস্থানীয় ব্যক্তির বা তাঁহার দেখানো পথের মাধ্যমে); কিংবা, নিষিদ্ধ পণ্য বিক্রয় করিয়া মূল্যপ্রাপ্তি ঘটে যাহার মাধ্যমে (যে গুপ্তক্রেতা বা তাহার লেন-দেনের গুপ্ত পথের মাধ্যমে); অথবা, পণ্য উৎপাদিত হইলেই যে গুপ্তক্রেতা গুনগুন করিতে শুরু করিয়া দেয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) ফুল ফুটিলে বা ফল পাকিলে যাহারা ডাকিতে শুরু করে; অথবা, যাহাদের গুঞ্জনে বা ডাকে ফুল ফোটে, ফল পাকে। / গুঞ্জন করিতে সমর্থ যে। (ব.শ.)। ❒ সাধুপুরুষ, মুনি, পীর, গুপ্ত ক্রেতা, গুপ্ত বা অপ্রকাশিত পথ, (সাদৃশ্যে) ভ্রমর, কোকিল, কাক ...।

অলিগলি : ● **অলি**-পথ ও **গলি**-পথ যাহাতে; অথবা, গুপ্ত (অলালিত, সঙ্কীর্ণ, সুড়ঙ্গ, সূক্ষ্ম, আল) পথ যাহাতে এবং গলিয়া

যাওয়া যায় এমন পথ যাহাতে। ▫ গুপ্তপথ ও গলিপথ, গলিঘুঁজি।

অলীক : ● **অল**-এর (অলালনের) সক্রিয় আধার কৃত যাহাতে; অথবা, অলালন করার কারণে যে সত্তা বিলুপ্ত (মিথ্যা) হইয়া গিয়াছে। /যাহা বারিত হয়। (ব.শ.)। ▫ মিথ্যা, অমূলক, অপ্রিয় বস্তু বা বিষয়।

অলোক : ● **অ** (নেই) **লোক** যাহাতে; অথবা, যেখানে **লোক** নাই; অথবা, যাহাকে **লোক**ন করা যায় না। ▫ অদৃশ্য, নির্জন।

অলৌকিক : ● **অ** (নয়) **লৌকিক** যে; অথবা, যাহা **লৌকিক** নহে। ▫ লোকে অবিদিত, লোকাতীত, অপার্থিব, স্বর্গীয়, দিব্য, বেদে প্রচলিত, সংস্কৃতে অপ্রচলিত। *

অল্প : ● **অল** (নিষেধ) পালিত হয় যাহাতে; অথবা, যাহাকে কমাইয়া রাখা হইয়াছে (যদিও এমনিতে সে কম নয়); কিংবা, অনুমতির অধিক উৎপাদন করিতে পারে না যে; অথবা, যাহাকে 'সেনসর' করা হইয়াছে। / যাহা বারণ করিবার যোগ্য। (ব.শ.)। ▫ ঈষৎ, কিঞ্চিৎ (পরিমাণে), সামান্য, পরিমিত। *

অশ : ● **অ**-এর (অস্তিত্বের) **শ** (শক্তি-বিচ্ছুরণ বা প্রয়োগ) যাহাতে; অথবা, সত্তার (অভাবপূরণের জন্য কাম্যের) প্রাপণেচ্ছা যায় যাহাতে (যে জ্ঞানসারের মাধ্যমে); কিংবা, লক্ষ্যের দিকে গমনকারী সত্তার শক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক আত্মসাৎকরণ থাকে যাহাতে (যে মেধাশ্রমের প্রয়োগে)। ▫ ভোজন, ব্যাপ্তি, প্রাপ্তি, উপভোগ, সংঘাত, রাশীকরণ।

অশন : ● **অশ**করণ (শক্তি প্রয়োগ করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সুদূর লক্ষ্যে গমন করিবার জন্য এই মুহূর্ত্তে যে আত্মসাৎকরণ করা হয়; কিংবা, ছয়মাস পরে ভাত পাইবার প্রত্যাশায় ধানচাষের নিমিত্ত এখন যে লাঙল করা হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) এই মুহূর্ত্তে যে আগ্রাসন করা হয়। ▫ দূরব্যাপী, ব্যাপ্তি, ভোজন।

অশনি : ● **অশন** (...ব্যাপ্তকরণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, আগ্রাসন করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা চলমান যাহাতে। ▫ বজ্র, বৈদ্যুতাগ্নি, বিদ্যুৎ।

অশিক্ষিত : ● **শিক্ষিত** নয় যে। দ্র. **শিক্ষিত**।

অশোক : ● **অ** (নাই) **শোক** (...দুঃখানুভব) যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক সংস্থা মানুষের বাহ্যিক ও মানসিক পুষ্টিসাধনায় ভোজ্য উৎপাদন করে; কিংবা, ইষ্টাদি (পুত্রাদি) জননে সহায়তা করে যে ('অশোকারিষ্ট')। দ্র. **পঞ্চবটী**। /যাহা হইতে শোক নাই। (ব.শ.)। ▫ শোকহীন, দুঃখরহিত; বিনোদন সংস্থা, স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, বকুল। *

অশ্রু : ● **অশ**-এর (ব্যাপ্তির) নিমিত্ত আবর্ত্তন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপ্তিকালে মনোলোকের ঊর্দ্ধসীমা লঙ্ঘিত হইলে অন্তদৃষ্টিতে যে আনন্দের আবেগধারা নামিয়া আসে; কিংবা, ... মনোলোকের নিম্নসীমা লঙ্ঘিত হইলে ... বাহ্যদৃষ্টিতে যে বেদনার আবেগধারা নামিয়া আসে; অথবা, (সাধর্ম্মে) আনন্দে বা দুঃখে বাহ্যচক্ষু হইতে যে জল ঝরে। /যাহা ব্যাপ্ত করে। (ব.শ.)। ▫ নেত্রজল, সাত্ত্বিকবিকারবিশেষ।

অশ্লীল : ● **অ** (নয়) **শ্লীল** (...অনিন্দিত) যে; অথবা, সমাজ কর্ত্তৃক অনিন্দিত জ্ঞান, ধন, বা বীর্য্যাদি থাকে না যাহাতে; কিংবা, যাহা বা যে **শ্রীমান** নহে। ▫ অশোভন, কুৎসিত, লজ্জাকর, ভাঁড়ামিবচন।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▫ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

অশ্ব : ● **অশ** (...জ্ঞানসার) বহন করে যে (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা অ্যাকাডেমিতে উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি); অথবা, (সমাজের আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত জ্ঞানসার বহনকারী) যে বিশেষজ্ঞ বিশাল বিশাল কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনা করিতে পারেন; কিংবা, নানাপ্রকারের বিপুল পরিমাণ **ঘট** ঘটাইতে (পণ্য উৎপাদন করাইতে) পারেন বলিয়া যাহাদিগকে **ঘোটক**ও বলা হইয়া থাকে; অথবা, যে **ঘোটক** ঘট ঘটানোকে বহুদূর লক্ষ্যে (বনপাহাড়কে বা গাছ-লোহাপাথরকে বিশাল রেলব্যবস্থায়) পরিণত করিয়া দিতে পারে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে ঘোড়া বহুদূর লক্ষ্যে যাইতে বা লইয়া যাইতে পারে। ❏ বিশেষজ্ঞ, দক্ষজ্ঞানী, (সাদৃশ্যে) ঘোড়া। ✱

অশ্বচালনা : ● **অশ্ব**কে (বিশেষজ্ঞকে) চালনা করা হয় যাহাতে; অথবা, যে বিদ্যা ঠিকঠাক না জানিলে দেশে রাজত্ব করা কঠিন; কিংবা, রাজা **ঋতুপর্ণ** পণ্য-লেনদেনের কলাকৌশল (**অক্ষক্রীড়া**) শিখানোর পরিবর্ত্তে **নল**-রাজার নিকট হইতে যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ❏ বিশেষজ্ঞদিগকে পরিচালনা করা; (সাদৃশ্যে) ঘোড়সওয়ারি। ✱

অশ্বডিম্ব : ● **অশ্ব** (...উচ্চশিক্ষিত উপাধি-ধারী বা ডিগ্রিধারী বিশেষজ্ঞ) কর্ত্তৃক প্রসূত **ডিম্ব** (মিথ্যা বা হীন পরিবর্ত্তন) যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন **অশ্ব**গণ (দক্ষজ্ঞানীগণ, বিশেষজ্ঞগণ) করিবেন বলিয়া রব তোলা হয় (কিন্তু বাস্তবে সেরূপ কোনোদিন হয় নাই, হয় না, হইবে না, হইতে পারে না; তাই তাহা অলীক ধারণামাত্র)। ❏ বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধন, অসম্ভব কল্পনামাত্র, (সাদৃশ্যে) ঘোড়ার ডিম। ✱

অশ্বত্থ : ● **অশ্ব**গণ (বিশেষজ্ঞরা) থাকে যাহাতে (যে যৌথব্যবস্থায়); অথবা, (সাদৃশ্যে) প্রাচীন ভারতীয় বোধ পরিচালিত হইয়া তাহার প্রতীকী আচরণ রূপে আজও অশ্বত্থ নামক বৃক্ষের তলায় যে মাটির ঘোড়া রাখিয়া আসা হয়। / অশ্বেরা এই গাছে থাকে; অথবা, যাহা শ্বত্থ (অল্পকালস্থায়ী) নহে। (ব.শ.)। ❏ সংসারবৃক্ষ, যৌথ-সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা; (সাদৃশ্যে) আশুথ গাছ, পিপুল (people)।

অশ্বত্থামা : ● **অশ্বত্থ**-এর তেজ থাকে যাহার; অথবা, রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা অনুমোদিত যে (শক্তি বা সত্তা)। / অশ্বের ন্যায় স্থাম (শৌর্য্যাদি) যাহার। (ব.শ.)। ❏ দ্রোণপুত্র।

অশ্বমেধ : ● **অশ্ব**গণের (বিশেষজ্ঞদের) **মেধ**করণ (বিনিয়োগ) করা হয় যাহাতে; অথবা, যে উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে (সমাজ-বনের) **অশ্ব**দের (বিশেষজ্ঞদের) **মেধা** নিঃশেষে বিনিয়োগ করা হয়। / যে যজ্ঞে অশ্বহিংসা আছে। (ব.শ.)। ❏ বিশেষজ্ঞদের দিয়া সামাজিক কর্মযজ্ঞ চালানো; (সাদৃশ্যে) ঘোড়াবলি। ✱

অশ্বিনী : ● **অশ্ব** সক্রিয় হইয়া অন (চলমান) থাকে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, বিশেষজ্ঞদের উপদেশ নির্দেশ অনুসারে যে জনগোষ্ঠী কর্মরত থাকেন। ❏ অশ্বমুখাকৃতি, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের প্রথম নক্ষত্র। ✱

অশ্বিনীকুমার : ● **অশ্বিনী**র কুমার যে; অথবা, যৌথসমাজের কেন্দ্রীয় জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের ঔরসে ও সুদপুঁজির গর্ভে যে সত্তার জন্ম হইয়াছিল; কিংবা, নাসত্য ও দস্র নামের যে দুই পৌরাণিক সত্তা

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সূচনা করিয়াছিলেন। □ পৌরাণিক যমজ সত্তা। *

অষ্ট : ● অস্তিত্বের (অষ্ট দিশায় — পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বায়ু অগ্নি ঈশান নৈর্ঋত) দিশাগ্রস্ত টঙ্কারণ যাহাতে। □ আট।

অষ্টক : ● আট ভাগ করা হয় যাহাতে। / অষ্ট (কপর্দ্দকাদি) দ্বারা ক্রীত। (ব.শ.)। □ অষ্ট সংখ্যক। *

অষ্টকা : ● আট ভাগ করিয়া রাখা হয় যে আধারে। / যে তিথিতে পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভক্ষণ করেন। (ব.শ.)। □ অষ্ট বিভাগ যুক্ত গ্রন্থ। *

অষ্ট ঐশ্বর্য্য : ● আট প্রকার ঐশ্বর্য্য (থাকে যাহাতে)। □ শিবের অষ্ট ঐশ্বর্য্য — অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামবসায়িতা। *

অষ্টসিদ্ধি : ● আট প্রকার (সাধনালব্ধ) সিদ্ধি থাকে যাহাতে। □ শিবের অষ্ট ঐশ্বর্য্যই অষ্টসিদ্ধি রূপে প্রচলিত।

অষ্টচণ্ডী : ● **চণ্ডী** (বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী) যে আট রূপে আবির্ভূতা হন। □ চণ্ডীর অষ্টমূর্ত্তি — মঙ্গলা বিমলা সর্ব্বমঙ্গলা কালী রাত্রিকালিকা বিকটা কামাখ্যা ও ভবানী। *

অষ্টতারিণী : ● তারিণী (ত্রাণকারিণী জনশক্তি) যে আট রূপে দেখা দেন। □ তারা উগ্রা মহোগ্রা বলা কালী সরস্বতী কামেশ্বরী চামুণ্ডা। *

অষ্টদিক্‌পাল : ● সমাজের আটটি দিক (কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ... ইত্যাদি) যে দিকপালগণ রক্ষা করেন। □ ইন্দ্রাদি। *

অষ্টদিগ্‌গজ : ● সমাজের আটটি দিক যে দিগ্‌গজগণ রক্ষা করেন। □ ঐরাবতাদি। *

অষ্টদিগ্‌বাহ : ● সমাজের আটটি দিকের দায়িত্বের ভার যে দিগ্‌বাহগণ বহন করেন। □ ঐরাবতাদি।

অষ্টনাগ : ● যে আট শ্রেণীর **নাগ**রূপ নাগরিকগণ **নগ**-এর (অধিরাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের) আশ্রয়পুষ্ট হইয়া থাকেন। □ অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীর কর্কট শঙ্খ। *

অষ্টনায়িকা : ● আট শ্রেণীর (সম্পদ) আনয়নকারী জনগোষ্ঠী যাহাতে। □ দুর্গার অষ্ট শক্তি - উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা অতিচণ্ডা চামুণ্ডা চণ্ডা চণ্ডাবতী। *

অষ্টনিধি : ● যে অষ্ট সত্তা নির্গত বা নিহিতকে (সম্পদকে) সক্রিয়ভাবে ধারণ করে। □ কুবেরের অষ্টনিধি (নবনিধি?) — পদ্ম মহাপদ্ম মকর কচ্ছপ মুকুন্দ নীল নন্দ (কুন্দ) শঙ্খ, এবং খর্ব্ব। *

অষ্টপাশ (অষ্টবন্ধন) : ● আট প্রকার **পাশ** বা **বন্ধন** অর্থাৎ গ্রন্থন যাহাতে। □ ঘৃণা লজ্জা ভয় সন্দেহ মান অপমান জাতি ও শীল। *

অষ্টাঙ্গ : ● যাহার অষ্ট অঙ্গ আছে। □ প্রণাম, সেনা, যোগ, পূজা, বিচারালয়, আয়ুর্ব্বেদ ও মৈথুন - ইহাদের প্রত্যেকের অষ্ট অঙ্গ আছে।

অষ্টাদশ শস্য : ● যে অষ্টাদশ সত্তাকে শাসনাধীন করা গিয়াছে; অথবা, যাহাদিগকে মানুষ চাষ করিতে শিখিয়া লইয়াছে। □ যব গোধুম ধান্য তিল কঙ্গু কুলত্থ মাষ মুদগ মসুর নিষ্পাব শ্যামাক সর্ষপ গবেধুক নীবার আঢ়কী সতীনক চণক চীনক। *

অষ্টাদশ পুরাণ : ● পুরা বিষয়ক জ্ঞানসম্পদ যাহাতে, এমন অষ্টাদশ গ্রন্থ। □ ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড — এই অষ্টাদশ পুরাণ।

অষ্টাদশ বিদ্যা : ● যাহার দ্বারা বিদিত হওয়া

যায়, এমন অষ্টাদশ জ্ঞানশাখা। ◻ ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত প্রভৃতি ৬) বেদচতুষ্টয় (৪) মীমাংসা ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ববেদ অর্থশাস্ত্র — এই অষ্টাদশ শাস্ত্র।

অষ্টাপদ : ● যে সত্তা আটটি নির্ভরস্থলের উপর পা রাখিয়া দাঁড়ায়। / অষ্ট পদ যাহার। (ব.শ.)। ◻ (অষ্টসিদ্ধিযুক্ত) কৈলাসপর্ব্বত, (সাদৃশ্যে) মাকড়সা, চন্দ্রমল্লী ...। *

অষ্টাবক্র : ● আট-বাঁকা সত্তা যে। / অষ্ট স্থানে বক্র (যাহার)। (ব.শ.)। ◻ বিখ্যাত মহর্ষি ও সংহিতাকার। *

অস : ● **অ**-এর (অস্তিত্বের) **স** (একরৈখিক শক্তি প্রয়োগ) যাহাতে; অথবা, সূর্য্যের যে কিরণকণাটি রেখা বরাবর চলিতেছে। ◻ সত্তা, বিদ্যমানতা, অস্তিত্ব, ক্ষেপণ, গতি।

অসদাগম : ● অসৎ ভাবে আগম যাহাতে; অথবা, সৎ হইতে আগম নাই যাহাতে। ◻ 'অসৎ (বেদবিরোধী) শাস্ত্র, নাস্তিকাদি শাস্ত্র, ধনাদিলাভের অসদুপায়। *

অসভ্য : ● **সভ্য** নয় যে। ◻ সভায় অসাধু, অসামাজিক, সভার অযোগ্য (স্ত্রীবর্ণনাদি), অশিষ্ট, নীচ, কুৎসিত, অশ্লীল (শব্দাদি), খল।

অসমঞ্জ : ● যাহাতে সম্যক **অঞ্জসা** নাই। ◻ সগররাজের পুত্র, অসঙ্গত। *

অসামঞ্জস্য : ● **সামঞ্জস্য** নেই যাহাতে।

অসামান্য : ● যাহা **সামান্য** নহে; অথবা, যে সমান নয়, হয় উঁচু নয় নীচু; কিংবা, যাহা সমানের পরিধির উর্দ্ধসীমা বা নিম্নসীমা লঙ্ঘন করিয়াছে (তাই সে হয় খুব ভাল, নয় খুব মন্দ)। ◻ অনুপম, অতুল, অসাধারণ, ইতরস্বত্বহীন, বিশেষ, বিলক্ষণ।

অসি : ● **অস** (অস্তিত্বের একরৈখিক শক্তি প্রয়োগ) সক্রিয় যাহাতে। /যে পাপ নাশ করে। (ব.শ.)। ◻ কৃপাণ, তরোয়াল। *

অসিত : ● **অ** (নয়) **সিত** (শুক্ল) যে; অথবা, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত হিংসা (অধর্ম্ম) করে যে; কিংবা, যে-টাকার আয়কর দেওয়া হয় নাই; অথবা, পৌরাণিক ভাষায়, যাহার **পিণ্ড**দান করা হয় নাই। / যে 'হিংসাযুক্ত ধর্ম্মও ত্যাগ করে' না। (ব.শ.)। ◻ সিতবিরোধী, কৃষ্ণ, অবদ্ধ, মুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, শনিগ্রহ, কৃষ্ণপক্ষ।

অসিতদেবল : ● **অসিত**কর্ম্মা **দেবল** (**দেবন** কর্ম্মের লালনকারী) যাহাতে; অথবা, যিনি **অসিত** (হিংসাকারী) তিনিই **দেবল** (**দেবন**-কারী, 'দেবদ্রব্যোপজীবী') যাহাতে; কিংবা, প্রাচীন ভারতে যে ব্রাহ্মণগণ এই দুই প্রকার কার্য্যই করিতেন। *

অসু : ● **অস** (অস্তিত্বের একরৈখিক শক্তি প্রয়োগ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে 'একরৈখিক শক্তি প্রয়োগ সক্রিয়' (**অসি**) করিলে প্রাণহরণ করিতে পারে, তাহা প্রাণদান করে যাহাতে। ◻ তাপ, পঞ্চবৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, প্রাণ, জল, গতা**সু**।

অসূয়া : ● **অ** (নয়) **সূয়া** (সুরাদি অভিষব-কারী) যে; অথবা, ভাল মানসিক বা বাহ্যিক বিষয় চুয়াইয়া আনে না যে। /পরগুণে দোষ আবিষ্করণ যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ গুণে দোষা-বিষ্করণশীল, পরগুণ-অসহন, অন**সূয়া**।

অসুর : ● **অসু** (প্রাণ) রহে যাহাতে; অথবা, বৈদিক পূর্ব্ব সনাতন যুগে তৎকালিক যৌথ সমাজের (**মহান** বা **আদিদেব** নামে কথিত) যে পরিচালকেরা মানুষের সমাজদেহকে পঞ্চপ্রাণবায়ুতে (**অসু**তে) ভরিয়া রাখিতেন; কিংবা, যাঁহারা নিজেদের সর্ব্বপ্রকারের অর্জ্জন বিনিময়হীন-দান রূপে সাধারণ

সমাজসদস্যদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন বলিয়া তাঁহাদের **দেব** নামেও অভিহিত করা হইত; অথবা, যাঁহাদের উত্তরাধিকার জরথুষ্ট্রদিগের ঈশ্বরস্বরূপ **অসুর**-এ বা 'আহুর-মাজদা'য় আজও বলবৎ আছে; কিংবা, যাঁহাদের নামে **অসুরীয়** বা **এশিরিয়া** শব্দটি আজও শুনিতে পাওয়া যায়; অথবা, বৈদিক যুগের সূচনা হইতে (অর্থাৎ **দক্ষ**যুগ বা **সভ্য**যুগ-এর প্রতিষ্ঠার পর হইতে) যাঁহাদের স্বভাবের পতন হইতে শুরু করে এবং একদিকে **অসুর**গণের পরিচালক সত্তা মৌলবাদী যৌথতাবাদী অধঃপতিত-আদিম-সমাজতন্ত্রবাদী বেদবাদী ও রাক্ষস সত্তায় পরিণত হইয়া যায় এবং অপরদিকে 'বিনামূল্যে বিতরণকারী' সত্তা বিনিময়পূর্ব্বক দানকারী **দেব**তায় বা পণ্যজীবী-ব্যবসায়ীতে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। /দেবের ক্ষেপণ করে যে; অথবা, যাহাদের সম্বন্ধে সুরাধিদেবতা বারুণী নাই। (ব.শ.)। ◻ সুরশত্রু, দৈত্য। ❋

অসুরস্বামিক : ● সমাজের **অসুর** শ্রেণীর পরিচালকেরা স্বামী যাহার (যে গর্জ্জনকারী **মেঘে**র)। (বিপ. **ইন্দ্রস্বামিক**)।

অস্ত : ● **অস**করণ (সত্তার একরৈখিক শক্তি প্রয়োগকরণ বা চলমানতা) তারিত যাহাতে; অথবা, সত্তা যেখানে গিয়া ঠেকে বা স্থিত হয়। ◻ ক্ষিপ্ত, নিরস্ত, অবসানপ্রাপ্ত। ❋

অস্তি : ● **অস্ত** (স্থিত সত্তা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **অস্ত**-হওয়ন (বা স্থিতরূপে থাকন) চলিতে আছে; কিংবা, স্থিররূপে চলমান যে। ◻ বিদ্যমান, আছে, বর্ত্তমান।

অস্তিত্ব : ● **অস্তি** (চলমান স্থিতসত্তা) তারিত হইয়া বাহিত হয় যাহাতে; অথবা, মোটামুটি একপ্রকার স্থির রূপ লইয়া তারিত ও বাহিত থাকা চলে যাহাতে। ◻ অস্তিভাব, সত্তা, বর্ত্তমানতা, বিদ্যমানতা।

অস্থি : ● **অ**-এর (অস্তিত্বের) স্থিত হওয়ন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **অস্তি**র (চলমান স্থিতসত্তার) হওয়ন চলে যাহাতে (যে কাঠামোতে); কিংবা, যে কঙ্কালের উপর বাকি ছয়টি ধাতু লিপ্ত হইয়া জীবের শরীর সাধন করে বা গড়িয়া তোলে। ◻ শরীরস্থ সপ্তধাতুর একতম, হাড়, আঁটি।

অস্ত্র : ● **অস**কে (অস্তিত্বকে) ত্রাণ করে যে; অথবা, যাহা ছুঁড়িয়া মারিয়া ক্ষতিকর সত্তাকে বা শত্রুকে তাড়ান যায়। ◻ ক্ষেপণযোগ্য বাণাদি।

অস্পৃশ্য : ● যে **স্পৃশ্য** (মানসিক বা দৈহিক সংসর্গের যোগ্য) নহে; অথবা, যাহাকে কোনো কিছু (বেদাদি) জানিতে দেওয়া হয় না; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহাকে দৈহিকভাবে **স্পর্শ** করা ঠিক নয় (ঘোষণা করিয়া তাহাকে ছোঁয়াছুঁয়ি নিষিদ্ধ কবিয়া রাখা হইয়াছে)। (দ্র. -**রাম, বাল্মীকি**)। ◻ স্পর্শের অযোগ্য, অশুচি, (censored, untouchable)।

অহ : ● **অ** (না) হয় যে (কাল); অথবা, যে কাল ভূত (ভবিত) হইয়া নাকৃত হইতে হইতে নিঃশেষিত হইয়া যায়। ◻ দিন, দিনরাত্রি, ২৪ ঘণ্টা, প্রত্যহ।

অহং : ● **অস্তিত্বের হওয়ন** রহস্যময় যাহাতে; অথবা, যে অস্তিত্ব বাহ্যরূপ গ্রহণ করিয়া নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। ◻ আমি।

অহঙ্কার : ● **অহং** কর্ত্তৃক যাহা করা হইয়াছে; অথবা, 'আমি করেছি, আমি করেছি', এইরূপ 'আমি' 'আমি' (বা **অহং**) করে যে সত্তা; পুরাণাদির ইতিহাস অনুসারে **মহৎ** মানুষ **দক্ষ**জ্ঞানের অধিকারী হইলে তাহার

মনে যে বোধের জন্ম হয়। / 'আমি'র করণ বা বোধ যাহাতে; অথবা, 'আমি' এই অভিমান যাহাতে; কিংবা, 'আমি কর্ত্তা', 'আমার ইহা' ইত্যাদি অভিনিবেশ যাহাতে। (ব.শ.)। ℸ আত্মোৎকর্ষহেতু অভিমান; গর্ব্ব; 'মহতের পুত্র হইল নাম অহঙ্কার'। *

অহমিকা : ● **অহং** সক্রিয় কৃত যে আধারে; অথবা, যাহা হইতে **অহম**-এর প্রকাশ হইয়া থাকে। ❒ অহঙ্কার, বড়াই।

অহরহ : ● **অহঃ**-এর (সম্পূর্ণ দিনরাত্রির) সহিত **অহ** যাহাতে; অথবা, একটি দিনরাত্রি শেষ হইবার পর আর একটি দিনরাত্রি যাহাতে। ℸ দিন প্রতিদিন, প্রতি দিনরাত্রি, অহর্নিশ, সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বদা।

অহর্নিশ : ● **অহঃ** ও **নিশা** যাহাতে; অথবা, অস্তিত্বের হওয়ন যে কালে এবং তাহার মল নিষ্কাশন যে কালে; কিংবা, যে কালে ভোগ্যাদি উৎপাদন করা হয় এবং যে কালে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ত্যাগ (দান, বিক্রয়) করা হয়। ❒ অহোরাত্র, নিশিদিন।

অহল্যা : ● **অ** (নয়) **হল্যা** (হলকর্ষণযোগ্য) যে (জনপদ অধ্যুষিত ভূভাগ); অথবা, নিরুক্ত অনুসারে, যে প্রাচীন জনগোষ্ঠী বাঁধ বাঁধিয়া নদীজলের ব্যবহারপূর্ব্বক যৌথ চাষ করিত; কিংবা, **অক্ষপাদ গৌতম** পরিচালিত যে সম্প্রদায় তাঁহার অবর্ত্তমানে **ইন্দ্রে**র প্ররোচনায় **পণ্য** উৎপাদন (শুধুমাত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই শস্যাদি উৎপাদন) করিতে শুরু করিয়াছিল, এবং গৌতম ফিরিয়া আসিয়া যাহা বন্ধ করিয়া দেন; অথবা, ফলত ক্ষতিগ্রস্ত **ইন্দ্র** ক্রোধান্বিত হইয়া বাঁধসকল ভাঙিয়া দিয়া বন্যার জলে সেই সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভূভাগকে হলকর্ষণের অযোগ্যা বা **অহল্যা** করিয়া দেন; কিংবা, বিনিয়োগযোগ্য বৃহৎপুঁজি (**রামচন্দ্র**) আসিলে যে **অহল্যা**-ভূমি পুনরায় চাষযোগ্য হইয়া যায়; অথবা, যে কর্ম্মীজনগণ এতই একনিষ্ঠ যে তাঁহাকে মহাপাপ নাশকারী প্রত্যহ প্রাতঃস্মরণীয়া **পঞ্চকন্যা**র এক কন্যা রূপে ভারতবর্ষ চিহ্নিত করিতে পারিয়াছিলেন। /যাঁহার বিরূপজন্য নিন্দ্যত্ব নাই। (ব.শ.)। ❒ কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী, (সেকেলে ভাষায়) পঞ্চকন্যার অন্যতমা। **

অহি : ● **অহ**করণ (ভূতকে নাকরণ করা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ভূতকে বা উৎপন্নকে আত্মসাৎ করে যে। /যাহা অন্তরিক্ষে গমনাগমন (বিচরণ) করে। (ব.শ.)। ❒ সবিষ সর্প, বঞ্চক, বৃত্রাসুর। *

অহিত : ● **অ** (নয়) **হিত** যে; অথবা, যাহা সত্তার পক্ষে **হিত**কর নহে। ℸ অশুভ, অপথ্য (খাদ্য), প্রতিকূল, নাশক ... ইত্যাদি।

অহি নকুলে : ● **অহি** (সর্প) ও **নকুল**-এর (স্বাতন্ত্র্যবাদীর) বিরোধ যাহাতে; অথবা, যৌথসমাজের গুপ্ত সম্পত্তিবান ও ঘোষিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সম্পদসংগ্রহকারীর বিরোধ যাহাতে; কিংবা, পরিবারে স্থিত গুপ্ত পর-পুরুষগামিনী ও বেশ্যার বিরোধ যাহাতে। ❒ সাপে-নেউলে, আদায়-কাঁচকলায়। *

আ

আ : ● **অ**-এর (আধেয়র বা নাকরণ-অনকরণের) আধার বা আশ্রয় যে; অথবা, আধেয়কে বা অস্তিত্বকে ক্রোড় দেয় বা আধারিত করে যে; কিংবা, আধেয়কে নিষ্ক্রিয় বা না করিয়া দিয়া রাখে যে; অথবা, আধেয়কে চলমান বা অন করিয়া রাখে যে। ❒ আধেয়ধারী, অস্তিত্ব, আধার,

আধারিত করা, না-করা, নাকৃত, অন-করা, অনকৃত, আশ্রিত। ＊

আই : ● **আ** (আধারিত করা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, প্রাচীন যৌথ ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজে যিনি বংশের আধারস্বরূপা থাকিয়া রক্ষা করিতেন; কিংবা, (শিবাহ, রামাহ, বোনাই ... প্রভৃতি ক্ষেত্রে) তত্তদ সত্তার ক্রিয়াকে আধারিত করিয়া সক্রিয় যে। ◘ মাতামহী, **আই**-বিভক্তি, তদ্‌ভাব, তদ্ধর্ম্ম, তৎকর্ম্ম, তৎগুণ, খোদাই, ঢালাই ...।

আইচ : ● **আই**করণের (আধারিত করার) জন্য চয়ন করে যে; অথবা, যে বা যাহারা সমাজকে গতিশীল রাখার জন্য সমাজ-শাসকের পক্ষে শক্তি প্রভৃতি (জ্ঞানসম্পদ, ধনসম্পদ) চয়ন করিয়া আনিত। ◘ কায়স্থদের উপাধিবিশেষ।

আইঢাই : ● **আই** (আধারকরণ সক্রিয়) ও **ঢাই** (শূন্যগর্ভ সক্রিয়) যাহাতে; অথবা, কাহাকেও আধারিত করিবার চেষ্টা বা **আই**করণ যাহাতে এবং আধার লাভের বাসনায় শূন্যগর্ভ সত্তার হাহাকার বা **ঢাই**করণ যাহাতে। ◘ ব্যাকুলতা।

আইবুড়ো : ● কাহাকেও আধারিত করিবার বা **আই**করণ করিবার অপেক্ষায় যে **বুড়ো** হইয়া যাইতেছে। ◘ অবিবাহিত।

আই-মা : ● **আই**করণ (আধারিত করিয়া রক্ষাকরণ) করেন যে **মা**; অথবা, আদি **আই** যাহা পারিতেন ও করিতেন তাহার স্মৃতির পরম্পরাবাহিত অভ্যাসের ধ্বংসাবশেষ যাহাতে। ◘ দিদিমা, রক্ষাকারিণী মাতা।

আইল : ● **আই** (আধারিত করিতে বা হইতে) লালিত বা লয়প্রাপ্ত যে; অথবা, যে আসিয়াছে; কিংবা, যে (ক্ষেত্রকে বা ক্ষেতে জমা জলকে) আধারিত করে। ◘ আসিল, আল, আলি, আলিপথ।

আইসে : ● **আই** (আধারিত করিতে বা হইতে) দিশাগ্রস্তভাবে বিসর্জ্জিত (ক্ষিপ্ত) বা রক্ষিত যাহাতে। ◘ আসে।

আউড়ান : ● **আ**-এর (আধারিতের) **উড়ান** যাহাতে; অথবা, বক্তব্যকে শব্দে ধরিয়া সেই শব্দ উড়ান হয় (উচ্চারণ করা হয়) যাহাতে। ◘ উচ্চারণ করা, বলিতে থাকা।

আউল : ● **আ** (অনকৃত) **উল** (নবরূপী লালনকারী) যাহাতে; কিংবা, যে অস্তিত্বধারী নিজেকে খুলিয়া-মিলিয়া ধরেন; অথবা, যাঁহারা স্বচ্ছ ও লোকস্বভাব অর্জ্জনে সক্ষম ছিলেন। ◘ আকুল, প্রেমোন্মত্ত, ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ, সিদ্ধপুরুষ। ＊

আউলবাউল : ● **আউল** ও **বাউল** (বিকল্প-পথগামী আউল বা দ্বৈতাদ্বৈতের আধার) উভয় সত্তা উপস্থিত যাহাতে; কিংবা, (নিজেকে খুলিয়া-মিলিয়া ধরার কারণে) আলুলায়িত ও ব্যাকুলায়িত উভয় সত্তা থাকে যাহাতে। ＊

আউলা : ● **আউল**-এর আধার যে; অথবা, নিজেকে খুলিয়া-মিলিয়া ধরিয়াছে যে। ◘ স্খলিত হওয়া, আলুলায়িত হওয়া, খসা (খুলিয়া পড়া)। ＊

আউলিয়া : ● **আউল** (...স্বচ্ছপুরুষ) সক্রিয় হইয়া যান (থাকেন) যে আধারে। ◘ সিদ্ধ-পুরুষ, ঈশ্বরের ভাবাবেশে শিথিল পুরুষ। ＊

আওতা : ● **আ** (আধারিত করা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা শাসনতাপ, রৌদ্রতাপ প্রভৃতিকে আটকাইয়া আধারিতব্য সত্তাকে রক্ষা করে; কিংবা, শাসনতাপ বা রৌদ্রতাপ রুদ্ধ যাহাতে। ◘ ছায়া, শাসনতাপ বা রৌদ্রতাপ রুদ্ধ।

আঃ (আহ্‌) : ● **আ** (আধারিত) বিসর্জ্জিত যাহাতে; অথবা, (**আ**-এর বা আধেয়কে ধারিত করণের তৃপ্তি যাহাতে); কিংবা, আধেয়কে ত্যাগ করণের স্বস্তি যাহাতে। ☐ সুখব্যথা বা দুখব্যথার প্রকাশ।

আঁ : ● **আ**-এর (আধারের বা আশ্রয়দাতার) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, যাহার ভিতর হইতে রহস্যময় শব্দ বাহির হয়। ☐ 'আঁ' করিয়া কাঁদিয়া উঠা।

আঁইষ : ● **আঁ**-এর (রহস্যময় আধারের) গতি দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে সত্তার মনের ত্বক (অধিকারী) বা 'আমি' দিশাগ্রস্ত (স্বতন্ত্রবাদী) হইয়া গিয়াছে; কিংবা, যে সত্তার দেহের ত্বক স্বতন্ত্র খণ্ড হইয়া গিয়াছে। ☐ আমিষ-সংসৃষ্ট, মৎস্যাদি সম্পৃক্ত, **আঁষ**।

আঁক : ● **আঁ**-করণ (আশ্রিতকে রহস্যময়) করা হয় যাহাতে; অথবা, মনোলোকে আশ্রিত বিষয় বা বস্তুকে টানিয়া আনিয়া রহস্যময় চিহ্নে রূপান্তরিত করা হয় যাহাতে (যে রূপে বা শব্দে) ☐ চিহ্ন, রেখা, সংখ্যাসূচক চিহ্ন ১ ২ ইত্যাদি ...; 'আঁক' করিয়া উঠা, অঙ্কিত করা, আঁকা।

আঁকশি : ● **আঁক**-করণের (...টানিয়া আনার) শক্তিপ্রয়োগ সক্রিয় যাহাতে। (**অঙ্কুশী**)। ✽

আঁকা : ● **আঁক**-করণের (...চিহ্নিতকরণের) আধার যে; অথবা, যাহাতে **আঁক**-করণ করা হয়। ☐ চিত্রিত, রেখাকৃত, অঙ্কিত করা।

আঁকাবাঁকা : ● **আঁকা** ও **বাঁকা** (বিকল্প রূপে **আঁকা**) যাহাতে; অথবা, যাহা **আঁক**করণ করা ও **বাঁক**করণ করা আছে; অথবা, সত্তার তদ্রূপ ও কল্পিত বা সম্ভাব্য রূপ উভয় লিখিত যাহাতে। ✽

আঁখি : ● রহস্যময় অনকৃত **খ**-করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে রহস্যময় সত্তা দূরবর্ত্তী অন্য কোনো সত্তার নিকট গিয়া তাহার রূপকে **খ**-করণ করিয়া (খাবলাইয়া) ফিরিয়া আসে। ☐ অক্ষি, চক্ষু।

আঁচ : ● **আঁ**-করণ (আশ্রিতকে রহস্যময় করা) চয়িত যাহাতে; অথবা, মনের আগুন জ্বালাইয়া তাহার উত্তাপ গ্রহণ বা দান করা হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) ঘরের উনুন জ্বালাইয়া তাহার উত্তাপ গ্রহণ বা দান করা হয় যাহাতে। ☐ অনুমান করা, আন্দাজ করা বা দেওয়া, উত্তাপ পাওয়া বা দেওয়া। ✽

আঁচড় : ● **আঁ**-এর (রহস্যময় অস্তিত্বধারীর) **চড়**-করণ যাহাতে; অথবা, উচ্চস্থানে **চড়া**র জন্য যেভাবে তাহার গায়ে হাতের থাবা ও নখ দিয়া আকর্ষণ করা হয়। ☐ নখঘাত জন্য ভেদ, নখ দ্বারা বিদারণ, নখাদির দাগ। ✽

আঁচড়-কামড় : ● **আঁচড়** ও **কামড়** (কাম আবর্ত্তিত হয় বা গড়ায় যাহাতে); অথবা, যাহাতে হাত-নখ দিয়া **আঁচড়** ও মুখ-দাঁত দিয়ে **কামড়** দেওয়া হয়।

আঁচড়া : ● **আঁচড়**-এর আধার যে। ☐ নখাঘাতে ছিন্ন করা, নখাদির দ্বারা দাগ কাটা, ধান্যাদির ক্ষেত্র আঁচড়াইয়া ঘাস উঠানোর কৃষিযন্ত্রবিশেষ।

আঁচড়া-আঁচড়ি : ● **আঁচড়া** ও **আঁচড়ি** (**আঁচড়** সক্রিয় যাহাতে); অথবা, যাহাকে আঁচড়ান হইয়াছে এবং যাহাকে আঁচড়ান চলিতেছে।

আঁচড়ান : ● **আঁচড়া** (...চড়ার চেষ্টা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে আঁচড়-করা চলিতে থাকে।

আঁচড়ান-কামড়ান : ● **আঁচড়ান** ও **কামড়ান** (**কামড়া** অন বা চলমান) যাহাতে।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ☐ প্রতীকী অর্থ। ✽ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

আঁচল : ● **আঁচ** (অস্তিত্বধারীর রহস্যময় চয়ন) লালিত যাহাতে; অথবা, মেয়েরা যাহাতে ফুল কুল ছোটমাছ ইত্যাদি চয়ন করিয়া রাখে। ⊓ শাড়ীর প্রান্তভাগ, আঁচলা।

আঁচা : ● **আঁচ**-এর (অস্তিত্বধারীর রহস্যময় চয়নের) আধার যে; অথবা, **আঁচ**করণ করা চলে যাহাতে। ⊓ অনুমান করা।

আঁচান : ● **আঁচা** (**আঁচ**করণ করা) অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ আচমন করা। ✱

আঁচিল : ● **আঁচি** (সক্রিয় **আঁচ**) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে। ⊓ ফোঁড়া জাতীয় স্ফীতি।

আঁচীল-পাঁচীল : ● **আঁচীল** (সমস্ত স্ফীত, বিস্তৃত বা প্রসারিত অংশ লইয়া গৃহের অংশ) ও **পাঁচীল** (গৃহাদির পালনকারী বহিঃপ্রাঙ্গণ ঘিরিয়া দেয়াল) যাহাতে। ✱

আঁজলা, আঁজি, আঁজিনা, আঁজিলা, আঁজুল : দ্র. **অঞ্জলি**।

আঁট : ● **আঁ**-এর (রহস্যময় আধারের) টঙ্কার যাহাতে; অথবা, যে মানসিক আধার যুক্তিযুক্ত-ভাবে মানসিক আধেয়কে ধরিয়া রাখে; কিংবা, যে বাহ্যিক আধার টানটানভাবে বাহ্যিক আধেয়কে ধরিয়া রাখে। ⊓ যুক্তিযুক্ততা, টানটান, দৃঢ়বদ্ধ, কষা। ✱

আঁটরা : ● **আঁট**কৃত রহে যে আধারে। ⊓ আঁটির মত, দৃঢ়, শক্ত।

আঁটরা-বাঁট : ● **আঁটি**র ন্যায় শক্ত হইয়া রহিয়াছে যে বাঁট। /যে গোস্তন (গাভীর বাঁট) হইতে সহজে দুগ্ধ নিসৃত হয় না। (ব.শ.)।

আঁটসাঁট : ● **আঁট** ও **সাঁট** (সাঁটিয়া থাকা) উভয় থাকে যাহাতে; অথবা, বাইরে আনদ্ধ বা **আঁটা** এবং ভিতরে সন্নদ্ধ বা **সাঁটা** যাহাতে; অথবা, (একত্রিত কাঠির ন্যায় বস্তু-সমূহকে) বাহিরের দিক হইতে দৃঢ়বদ্ধ করা এবং ভিতরে (সেই বস্তুগুলিকে পরস্পরের গায়ে গায়ে সাঁটিয়া) দৃঢ়বদ্ধ করা হয় যাহাতে। ⊓ দৃঢ়গ্রন্থিযুক্ত, দৃঢ়বদ্ধ, সুদৃঢ়। (ব.শ.)। ✱

আঁটা : ● **আঁট**-এর আধার যে। ⊓ কষা, টান টান করিয়া বাঁধা।

আঁটি : ● **আঁট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাকে আঁটিয়া বাঁধা হইয়াছে। ⊓ আঁটিয়া বাঁধা, দৃঢ়বদ্ধ তৃণকাষ্ঠাদির গুচ্ছ, খড়ের আঁটি।

আঁটাআঁটি : ● **আঁটা** ও **আঁটি** যাহাতে; অথবা, যাহা **আঁট**করণ করা হইয়াছে এবং যাহার **আঁট**করণ চলিতেছে। ⊓ টানাটানি, কষাকষি, স্পর্দ্ধাপ্রকাশ, স্পর্দ্ধাবাক্য-প্রয়োগ।

আঁঠি : ● আধারের রহস্যময় টঙ্কারস্থিতি যাহাতে; অথবা, যাহা আঁটকৃত হইয়া স্থিত রূপে সক্রিয় থাকে। ⊓ ফলের বীজ, বিচি, আমের আঁঠি।

আঁত : ● **আঁ** (রহস্যময় আধার) তারিত যাহাতে; অথবা, মনের বা দেহের কেন্দ্রবিন্দু যাহাতে; কিংবা, যাহাতে ঘা দিয়া কথা বলিতে নাই। ⊓ মর্ম্মস্থান, অন্ত্র, আঁতুড়ি, নাড়ীবন্ধন।

আঁতিপাঁতি : ● **আঁতি** (...কেন্দ্র, অন্তর) ও **পাঁতি** (পঙ্‌ক্তি) যাহাতে; অথবা, বিন্যস্ত শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বয়ের মাঝে যে ফাঁক থাকে; কিংবা, **আঁতি** বা সত্তার কেন্দ্র এবং **পাঁতি** বা পঙ্‌ক্তিবিন্যাস যাহাতে; অথবা, যাহাতে (**আঁতিপাঁতি করিয়া খুঁজিতে** হইলে) কাম্য সত্তাকে পঙ্‌ক্তিগুলিতে বা পাঁতিতে (সারিতে) বসিয়া পড়িয়াছে কি না তাহা দেখা হয় এবং পঙ্‌ক্তিগুলির ফাঁকে বা আঁতিতে (অন্তরে অন্তরে) কোথাও বসিয়া রহিয়াছে কিনা তাহা খুঁজিয়া দেখা হয়। ⊓ অন্তর বা ফাঁকে ফাঁকে এবং বিন্যস্ত শ্রেণীতে শ্রেণীতে,

সারিতে এবং দুই সারির ফাঁকে ফাঁকে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

আঁতু পুঁতু : ● ইহা আমার আঁতে (আত্মায়) উত্তীর্ণ, ইহা আমার পোতে (পুত্রতে) উত্তীর্ণ — এই রহস্যময় আকুতি যাহাতে। ❐ স্বীয় আত্মার ও পুত্রের ন্যায় অতিপ্রিয় বস্তু।

আঁশ : ● আধারের রহস্যময় শক্তিযোজক রহে যাহাতে। দ্র. **অংশু**। ❐ সূর্য্যকর, আম কাঠ পাট শণ বৃক্ষত্বক ও তুলা প্রভৃতির সূক্ষ্ম রেখাবৎ অংশ। *

আঁশলা : ● **আঁশ** (...রেখাবৎ সত্তা) লালিত যাহাতে। ❐ আঁশলা আম ... ইত্যাদি।

আঁষ : ● **আঁ**-এর (রহস্যময় আধারের) শক্তিযোজক দিশাগ্রস্ত যাহাতে; যে অদৃশ্য মনোত্বক ('আমি'বোধ) দিশাগ্রস্ত বা স্বতন্ত্র (স্বতন্ত্রবাদী) হইয়া থাকে; কিংবা, স্বতন্ত্র বা 'আমি'ভাব প্রকট যাহাতে (মানুষের যে মনোভাবে বা আচরণে); অথবা, (সাদৃশ্যে) যে দৃশ্য দেহত্বক ছোট ছোট খণ্ড বা স্বতন্ত্র হইয়া থাকে; কিংবা, ছোট ছোট আঁষ প্রকট যাহাতে (মাছের যে ত্বকে)। দ্র. **আঁইষ, আমিষ**। ❐ মাছের গায়ের অংশ।

আঁষটিয়া (আঁষটে) : ● **আঁষ** সক্রিয়ভাবে টঙ্কারিত হইয়া যায় যাহাতে (**আঁষ** দিশাগ্রস্ত-ভাবে টঙ্কারিত যাহাতে)। ❐ স্বাতন্ত্র্যের গন্ধ, ব্যক্তিমালিকানার গন্ধ, (সাদৃশ্যে) আঁষওয়ালা মাছের গন্ধ। *

আঁষবঁটি : ● যে বঁটিতে **আঁষ**যুক্ত সত্তাকে (মাছকে) কাটাকাটি করা হয়।

আকট : ● **আ** (আশ্রিত) **কট** (কারীর টঙ্কার) যাহাতে; অথবা, কারীর স্বাভাবিক টঙ্কারসমূহ থাকে যাহাতে (যে আচরণে); কিংবা, যাহা **উৎকট বিকট** বা **প্রকট** নহে; অথবা, যাহা কট কট করিয়া তাকায় বা আঘাত করে।

আকটবিকট : ● **আকট** ও **বিকট** যাহাতে; অথবা, যাহা **কট কট** করিয়া তাকায় বা আঘাত করে এবং যাহা বিরুদ্ধভাবে **কট কট** করিয়া তাকায় বা আঘাত করে। ❐ বিশ্রী চেহারা।

আকর : ● **আ** (আধারিত) **কর** (করণের স্থান ও পাত্রাদি বর্ত্তমান) যাহাতে। ❐ উৎপত্তিস্থান, রত্নখনি, সমূহ, মূলস্থান, রত্নাকর, সুধাকর।

আকাঙ্ক্ষা : ● **আশ্রিত কাঙক্ষা** (কামানুসারে খাবলাইয়া লইবার ইচ্ছা) যাহাতে। ❐ ইচ্ছা, অভিলাষ, বস্তুর রমণীয়তা হেতু স্পৃহা।

আকাট : ● **আ** (না-করা) **কাট** (**কট**জাত) যাহাতে; অথবা, যাহাকে **কাট**-করা (ছাঁট করা) হয় নাই; অথবা, স্বাভাবিক অবিন্যস্ত অপরি-শীলিত আদি রূপে আছে যে। ❐ স্বাভাবিক অস্তিত্ব, অখণ্ড, আদিরূপী, গোটা, নিরেট।

আকাট-মূর্খ : ● **আকাট** (কাট-ছাঁটহীন) যে মূর্খ; অথবা, (হীরের টুকরো ছেলের মনে যেরূপ উচ্চমানের কাট ও ছাঁট পড়ে, সেরূপ) যে মূর্খের মনে কোনো কাট বা ছাঁট পড়েনি; কিংবা, যে মানুষ (হীরের টুকরো) এখনও অকৃত্রিম স্বাভাবিক প্রাকৃতিক রূপে আছে। (দ্র. **কাটমূর্খ**)। ❐ নিরেট মূর্খ।

আকাটা : ● **আ** (না-করা) **কাটা** (কর্ত্তিত) যে; অথবা, যাহাকে কাটিয়া ফেলা হয় নাই।

আকাশ : ● **আ** (আশ্রিত) **কাশ** (...শব্দাদির উদগমন) যাহাতে; অথবা, পণ্যাদি উদগত হইয়া যায় যাহাতে (যে সমাজমনের আকাশে); কিংবা, শব্দাদি উদগত হইয়া যায়

যাহাতে (যে বাহ্যলোকের আকাশে)। ◘ অম্বর, পণ্যলোক (marketing sphere), (সাদৃশ্যে) শব্দলোক, ব্যোম। *

আকাশগঙ্গা : ● যে **গঙ্গা** (পণ্যধারা) আকাশে (পণ্যলোকে) প্রবাহিত হয়; অথবা, সমাজ-শীর্ষে যে পণ্যধারা প্রবাহিত। ◘ আকাশ-বাহিনী গঙ্গা, মন্দাকিনী, স্বর্গগঙ্গা। *

আকীর্ণ : ● **আ** (অন-করা) **কীর্ণ** (বিক্ষেপণ) যাহাতে; অথবা, সর্ব্বদিকে (বিন্যস্ত বা অবিন্যস্ত ভাবে) ছড়াইয়া রাখা হয় যাহাতে। ◘ ব্যাপ্ত, বিক্ষিপ্ত।

আকুতি : **আ** (অন-করা) **কুত** (কী, কোথায়, কেন, কত, কী ব্যাপার ... ইত্যাকার দুশ্চিন্তামূলক আবেগ) সক্রিয় যাহাতে। ◘ আগ্রহ, অভিপ্রায়, চিত্তের আকুলতা, শতরূপার কন্যা। *

আক্কেল : ● **আ** (আশ্রিত) **ক্কেল** (দিশাগ্রস্ত কার্য্যকারণ লালিত) যাহাতে; অথবা, কার্য্য করিবার দিশাগ্রস্ত বিদ্যাবুদ্ধি লালিত যাহাতে। ◘ বুদ্ধি, বিবেচনা, ভালমন্দ বোধ, কাণ্ডজ্ঞান।

আক্রম : ● **আ** (অন-করা) **ক্রম** (...পর্য্যায়) যাহাতে; অথবা, ক্রমের পর ক্রম, পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়, দিনের পর দিন, এলাকার পর এলাকা, একের পর এক — এভাবে স্থান-কাল-পাত্রের ক্রমসমূহের আশ্রয় যাহাতে। ◘ সমীপগমন, বলে অতিক্রমণ।

আক্রমণ : ● **আক্রম** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, ক্রমের পর ক্রম পার হওয়ন যাহাতে। ◘ ক্রমান্বয়ে অধিকার করা।

আক্রান্ত : ● **আক্রমণ** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **আক্রমণ** করা হইয়াছে। ◘ অধিগত, অঙ্গীকৃত।

আক্রোশ : ● আধারিত **ক্রোশ** (আবর্ত্তন-কারীর শক্তি বিচ্ছুরিত বা প্রযুক্ত) যাহাতে; অথবা, নবরূপে উত্তীর্ণ **ক্র**-এর (আবর্ত্তন-কারীর) রাগ বা ক্রোধের বিচ্ছুরণ আশ্রিত যাহাতে। ◘ দোষারোপণ, প্রতিশোধেচ্ছা, হুঙ্কার। *

আখড়া : ● অস্তিত্বধারীর করণস্থিতি গড়ায় যেখানে; অথবা, আধারিত **খড়** (শস্যের উদ্বৃত্তসমূহ) যাহাতে (যে স্থানে); কিংবা, যেখানে **খড়** (উদ্বৃত্ত শস্যাদি) লইয়া **মল্লরঙ্গ** চলে; অথবা, যেখানে বাবাজীরা উদ্বৃত্ত জ্ঞান লইয়া রঙ্গ করেন; যেখানে মল্লেরা কুস্তি প্রভৃতি করে। দ্র. **অক্ষবাট**। ◘ **মল্লরঙ্গ, হাট,** বাবাজীদের কর্মস্থল ... ইত্যাদি। *

আখ্যা : ● **আ** (অনকৃত) **খ্যা** (সমাজ-আকাশে উদ্ভাষিত কথা) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কোনো বস্তু বা বিষয়কে **খ্যা** (নাম দিয়া ডাকা বা **আখ্যায়িত**) করা হয়। /যাহা দ্বারা খ্যাত হয়। (ব.শ.)। ◘ অভিধান, নাম, সংজ্ঞা।

আখ্যাত : ● **আখ্যা** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহার সম্পর্কে **আখ্যা** প্রযুক্ত হয়; অথবা, যাহা **খ্যাত** হইয়াছে। ◘ কথিত, সংজ্ঞিত, প্রকটিত, ভাষিত ...।

আখ্যান : ● **আখ্যা** অন (চলমান) যাহাতে (যে কথামালায়); অথবা, তদ্বিষয়ক কথা চলে যাহাতে। ◘ কথন, বচন, বিজ্ঞাপন, পূর্ব্বঘটিত বিষয়ের বর্ণন, উপাখ্যান ...।

আখ্যায়িকা : ● **আখ্যা** সক্রিয়ভাবে যায় যে কারীর দ্বারা; অথবা, **আখ্যান** কথিত হয় যাহাতে। /যে বিষয় কবি স্বয়ং অথবা অন্য কেহ অনুভব করিয়াছেন। (ব.শ.)। ◘ উপলব্ধার্থা, ইতিহাস ...। *

আগ : ● **আ**-এর (আধারের) গমন যাহাতে;

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

অথবা, **সত্তার** আধার (আশ্রয়দাতা রক্ষক) বা খোলাস্বরূপ যে অংশ সত্তার সামনে থাকে। দ্র. **অগ্র**।

আগড়া : ● **আ** (আধার বা আশ্রয়) **গড়ায়** যাহাতে; অথবা, খোলস গড়ায় যাহাতে; কিংবা, ধানের যে খোসায় চাল জন্মায় না, খোসামাত্র জন্মায়। ⊓ বীজশূন্য ধান, ধানের শূন্য খোসা, (খোসার গুঁড়া বা কুঁড়া নয়)।

আগডোম : ● আগাইয়া যায় যে **ডোম** বা যোদ্ধা। ⊓ অগ্রগামী পদাতিক যোদ্ধা।

আগধড় : ● **ধড়**-এর (দেহের) **আগ**-এ বা সামনে যাহা থাকে। ⊓ কাঁধ হইতে কোমর পর্যন্ত অংশ। (দ্র. **পাছধড়**)।

আগম : ● **আ** (আধারিত করিতে বা হইতে) **গমন** যাহাতে; অথবা, যাহা (দর্শক, শ্রোতা, ভোক্তার নিকট) আসে; অথবা, যে জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদ গ্রাহকের নিকট আসে। /যাহার দ্বারা জ্ঞানলাভ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ জ্ঞানাগম, আয়, আবির্ভাব, পণ্যদ্রব্যের দেশান্তরে উপস্থিতি, আমদানি।

আগমন : ● **আগম** (...আসা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **আগমিত** হওয়া বা আসিয়া উপস্থিত হওয়া চলে যাহাতে। ⊓ আসা।

আগমশাস্ত্র : ● **আগম** বিষয়ক **শাস্ত্র** ('শাসনসাধন') যাহাতে। /যাহা শিবমুখ হইতে আগত, গিরিজামুখে গত, এবং বাসুদেবের অভিমত। (ব.শ.)। ⊓ তন্ত্রশাস্ত্র, বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র। ✱

আগমনী : ● যাহাতে (উমার) **আগমন** সম্বন্ধে কথা ও গান আছে। ✱

আগরী : ● **আগ**-এর রহন সক্রিয় যে আধারে। ⊓ অগ্রগণ্যা, শ্রেষ্ঠা। দ্র. **অগ্র**।

আগলদিঘল : ● **আগ**-এর লালন যাহাতে এবং সক্রিয় দানের গমনস্থিতের লালন যাহাতে; অথবা, যাহা **আগে** এবং **দিঘে** চলে। ⊓ আগে ও দৈর্ঘ্যে, লম্বা-চওড়ায়।

আগলসুক্য : ● /যে আগে আপন সুখ খোঁজে। (ব.শ.)।

আগলা : ● দ্রব্যসমূহের **আগ** বা বহির্মুখী দিক লালন করে যে। ◻ পাহারা দেওয়া।

আগা : ● **আগ**-এর আধার যে।

আগাও : ● আগে আগে চলো।

আগু : ● **আগ** (সত্তার বাহিরের আবরণ-অংশ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, সত্তার বহিরাবরণ তাহার রক্ষাকারী রূপে সামনে থাকে যাহাতে। ⊓ অগ্রণী।

আগুন : ● **আগু** (...রক্ষাকারী বা বিপরীত পক্ষকে আক্রমণকারী) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, বলবীর্য্যাগ্নি চলমান যাহাতে। দ্র. **অগ্নি**।

আগুয়ান : ● **আগু**-র (...রক্ষণকারীর বা আক্রমণকারীর) যাওয়া অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সত্তার রক্ষাকারী বা বিপরীত পক্ষের আক্রমণকারী অগ্রসরমান যাহাতে। ◻ অগ্রসর, অগ্রণী।

আগুসার : ● **আগু** আগু সরে সরে যায় যে। ◻ অগ্রসর।

আগে : ● **আগ** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। ◻ অগ্রে।

আগেকার : ● যাহা **আগে** কৃত হইয়াছে। ◻ পূর্ব্বকৃত।

আগ্নিমাঠর : ● যাহা অগ্নিমঠে (তেজকেন্দ্রে) রহে; অথবা, যাহা সমাজের বা রাষ্ট্রের কেন্দ্রে থাকে। ⊓ সূর্যসমীপবাসী। ✱

আগ্নেয় : ● যাহা অগ্নির সম্বন্ধে সম্পর্কিত থাকে; অথবা, জ্ঞানাগ্নি বা ক্ষমতাগ্নির সহিত সম্পর্কিত যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) দৃশ্য অগ্নির

সহিত সম্পর্কিত যে। ◘ অঙ্গিরাগণ, দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়, (সাদৃশ্যে) আগুনে। ✱

আগ্নেয়াস্ত্র : ● যে অস্ত্র হইতে অগ্নি বাহির হয়। ◘ কামান, বন্দুক ইত্যাদি। ✱

আগ্রহ : ● **আ** (অনকৃত) **গ্রহ** (গ্রহণেচ্ছা) যাহাতে; অথবা, যাহাতে অন্যের উৎপন্ন গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বা চেষ্টা সক্রিয় থাকে। ◘ গ্রহণেচ্ছা, আসক্তি।

আগ্রাসন : ● **আ** (অনকৃত) **গ্রাসন** (গ্রাসকরণ) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কাঙ্ক্ষিতকে গ্রাস করা চলিতে থাকে। ◘ গলাধঃকরণ করা, অন্য দেশ দখল করা।

আঙ্গিরস : ● **অঙ্গিরসগণ** হইতে জাত। ◘ অঙ্গিরসের গোত্রাপত্যগণ এবং অঙ্গিরা কর্ত্তৃক কৃত ও ব্যাখ্যাত বিষয়াদি। ✱

আঙ্গিরসগণ : ● /অঙ্গিরার অপত্য, পুত্র, পৌত্রাদি। (ব.শ.)। ◘ **অঙ্গিরা**র ছাত্রের ছাত্রগণ, তস্য ছাত্রগণ, এবং এভাবে ক্রমান্বয় পরম্পরাগত ছাত্রগণ; যাহাদের অধীত বিদ্যা জেরক্সের জেরক্সের জেরক্সের ... জেরক্স হইয়া যাওয়ায় অপাঠ্য, অকার্য্যকরী, ও অনর্থক হইয়া যায়।

আচট : ● যাহাকে **চটান** হয়নি। ◘ অনাহত, আচষা, পতিত।

আচরণ : ● **আ** (অনকৃত) **চরণ** (**চর**করণ) যাহাতে; অথবা, মানসিক বা বাহ্যিক চরণে চরণে (পদে পদে) যে ক্রিয়া করা হইয়া থাকে। ◘ আচার, চরিত, ব্যবহার...। ✱

আচার : ● **আ** (আশ্রিত) **চার**² যাহাতে; অথবা, বিশেষ **আচরণের** পুনরাবৃত্তি যাহাতে; কিংবা, সুদীর্ঘকাল একই **আচরণ**-এর পুনরাবৃত্তি করিতে থাকার ফলে যাহা অনড় অটল সুনির্দ্দিষ্ট স্থির স্বভাবে বা ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে; অথবা, (সাদৃশ্যে) আম লেবু প্রভৃতিকে সুনির্দ্দিষ্ট স্থির স্বভাবে বা স্বাদে রূপায়িত করা হয় যাহাতে। ◘ স্নান আচমন প্রভৃতির সুনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতি, পারম্পর্য্যক্রমাগত বিধি, (সাদৃশ্যে) আম ইত্যাদির আচার। ✱

আচার্য্য : ● **আচার** থাকে যাহাতে তাহার আধার যিনি; অথবা, রীতি বা পরম্পরায় কিংবা গ্রন্থাদিতে যে **আচার** ধৃত থাকে, সেই **আচার** কণ্ঠস্থ বা জ্ঞাত যাঁহার। /বেদাভ্যাসার্থ যাঁহার নিকটে যায়; অথবা, যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করিয়া সঙ্কল্প ও সরহস্য বেদ পাঠ করান। ◘ বেদাধ্যাপক, শিক্ষকমাত্র, যজ্ঞাদিতে ধর্ম্মোপদেশক গুরু ...। ✱

আচোট : ● যাহাতে **চোট** লাগে নাই। ◘ অনাহত, আচষা, পতিত।

আচ্ছন্ন : ● **আ** (অনকৃত) **ছন্ন** বা **ছন্দ** (ছাঁদে আবৃত করা) যাহাতে; অথবা, যাহাকে **আচ্ছাদন** করা বা ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। ◘ আবৃত, ব্যাপ্ত, সংবীত।

আচ্ছা : ● **অচ্ছ** (নির্ম্মল) হইতে জাত থাকে যে আধারে; অথবা, যাহার ভিতরে কোনো মল বা মালিন্য চোখে পড়ে না; কিংবা, লক্ষণার্থে, মালিন্যহীন বলিয়া যাহাকে 'ঠিক আছে' বা **আচ্ছা** বলা হইয়া থাকে।

আচ্ছাদ : ● **আ** (অনকৃত) চয়ন-ছাদন যাহাতে; অথবা, চয়িতকে ঢাকে বা ছাদিত করে যে। /যাহার দ্বারা আচ্ছাদন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◘ বস্ত্র, আবরণমাত্র, আবরণ, ঢাকনী, পরিচ্ছদ, কোষ, পিধান, গৃহের কাষ্ঠপঞ্জর, চাল।

আচ্ছাদন : ● **আচ্ছাদ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, ছাদন চলে যাহাতে। ◘

আবরণ, ঢাকনী, পরিচ্ছদ।

আচ্ছাদিত : ● **আচ্ছাদ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **আচ্ছাদন** করা হইয়াছে। ❐ আবৃত, ঢাকা, আচ্ছন্ন।

আছড়া : ● **আ** (অন-করা) **ছড়া** (ছড়িয়ে দেওয়া) যাহাতে; অথবা, যে আচরণে ধৃত বিষয় বা বস্তু ছড়াইয়া পড়ে। ❐ ছিটা, জলের ছড়া।

আছড়ান : ● **আছড়া** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **আছড়া**করণ চলে। ❐ সজোরে মাটিতে ফেলিয়া ছড়ানো।

আছাড় : ● **ছাড়**-এর আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে উপরে তুলিয়া বা ধরিয়া রাখা অবস্থায় হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আছাড়-কাছাড় : উপরে তুলিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে (**আছাড়**) এবং উপরে তুলিয়া সজোরে নিম্নে পাতিত করা হয় যাহাতে (**কাছাড়**)।

আছে : ● **আ** (অনকৃত) দিশাগ্রস্ত ছাদন যাহাতে; অথবা, চলমান সত্তা (আধেয়বান-আধার) একভাবে আবর্ত্তমান বা বিদ্যমান যাহাতে। ❐ বিদ্যমান, বর্ত্তমান ...।

আজ্ঞা : ● **আ** (অনকৃত) **জ্ঞা** (**জ্ঞ**করণ করা বা জানাইয়া দেওয়ার আধার) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (করণীয়) জানাইয়া দেওয়া হয়; অথবা, **আজ্ঞা** স্বীকার করা হয় যাহাতে। ❐ আদেশ, আদেশস্বীকার, বিধিনিষেধ। ❋

আজ্ঞাকারী : ● **আজ্ঞা** করেন যিনি।

আজ্ঞাচক্র : ● **আজ্ঞা** বিষয়ক চক্র যাহাতে; অথবা, যে চক্র (চক্রের সদস্য) অধীনস্থ-দিগকে আজ্ঞা করেন; অথবা, সমাজশরীরের ভ্রূ-মণ্ডলে (মন্ত্রীপরিষদে) যে **আজ্ঞা**কারী সদস্যগণ থাকেন; কিংবা, **আজ্ঞা** বিষয়ক আলোচনা চলে যে চক্রে। ❐ তন্ত্রমতে সমাজদেহের বা মানবদেহের আজ্ঞাচক্র; মন্ত্রিমণ্ডল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল। ❋

আজ্ঞাধীন : ● যিনি বা যাঁহারা **আজ্ঞা**র অধীন। ❋

আজ্ঞানুবর্ত্তী : ● **আজ্ঞা** অনুসারে কর্ম্মে অনুবর্ত্তিত হয় যে।

আজ্ঞানুসারী : ● যিনি বা যাঁহারা **আজ্ঞা** অনুসারে কর্ম্মাদি করেন।

আজ্ঞাবহ : ● যিনি বা যাঁহারা **আজ্ঞা** বহন করেন। ❋

আজ্য : ● **অজ**-জাত থাকে যাহাতে; অথবা, কর্ম্মযজ্ঞে দক্ষের (অজ-এর) যে পুনরাবৃত্তি-মূলক জ্ঞানসম্পদ শ্রমিকের শ্রমের সহিত মিলাইয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। / যাহা দ্বারা হবনীয় দ্রব্য মিশ্রিত হয়। (ব.শ.)। ❐ বিলীন সর্পিঃ, দক্ষবুদ্ধি, মেধা, (সাদৃশ্যে) গলিত ঘৃত, ঘৃতবৎ তৈলাদি যাগসাধনদ্রব্য।

আড় : ● **আ**-এর (আধারিতের বা **সত্তার**) গড়ান যাহাতে; অথবা, যে উচ্চ বাঁধ, আল, পাড় ... ইত্যাদির ভিতরে জলাদির গড়ান চলে; অথবা, জলপ্রবাহ বা তদ্রূপ কোনো সত্তাকে যেদিক হইতে **আড়** করা বা আটকানো যায়; কিংবা, যেদিক (যে কম এলাকার দিক বা প্রস্থের দিক) হইতে **আড়**করণ বা আটকানো সহজসাধ্য। ❐ ক্ষেত্রের সীমাস্বরূপ জলরক্ষার্থ দীর্ঘ উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ, জাঙ্গাল, আল, পর্দা, প্রস্থ, (সাদৃশ্যে) উচ্চস্থান, তীর, ধার ...; হাঁড়ি-প্রভৃতির জন্য বাঁশের বা কাঠের আড় ...।

আড়-ওড় : ● **আড়**করণ এবং **ওড়**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **আড়াল** করা হয় এবং যাহা দ্বারা 'চাদর-ওড়া'র ন্যায়

ঢাকিয়া দেওয়া হয়। ┌ আড়াল ও ঢাকা।

আড়ং : ● **আড়**-এর (আশ্রিতের) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, আশ্রিতের গড়ান-উড়ান রহস্যময়ভাবে চলে যেখানে; অথবা, রাজ-রোষের আড়ালে যে কাজ-কারবার চালান হইত। ┌ গঞ্জ, গোলা, বাজার, প্রতিমা বিসর্জ্জনোপলক্ষে নদী-প্রভৃতির তীরে সাময়িক বাজার, কারখানা।

আড়ংধোলাই : ● **আড়ং**-এর কাজে লিপ্ত থাকার জন্য রাষ্ট্রের তরফে রাজপুরুষেরা যে ধোলাই দিতেন; অথবা, (সাদৃশ্যে) ধোপা যেভাবে তক্তায় পিটিয়া কাপড় ধোলাই করে। *

আড়কাঁথি : ● **আড়াল** করার জন্য **কাঁথ** (মাটির দেয়াল) সক্রিয় যাহাতে। /শত্রু-প্রতিরোধার্থ কৃত দেয়ালসদৃশ মৃত্তিকার উচ্চ আলি (বাঁধ) যাহাতে। (ব.শ.)।

আড়কাঠ : ● গাভীকে আটকানোর জন্য বা **আড়** করার জন্য লাগানো ৬-৮ হাত লম্বা বাঁশের কাটা খণ্ড যাহাতে। ┌ আড়ের (প্রস্থের) দিকের বাঁশ, ঘরের আড়া, কড়িকাঠ, ষাঁড়ের সঙ্গমকালে গাভী যাতে বিশেষ নড়াচড়া করিতে বা ছিটকাইয়া সরিয়া যাইতে না পারে, সেজন্যে দুদিক হইতে ঢেরা করিয়া ধরা চারখানি বংশখণ্ড।

আড়কাঠি : ● **আড়**-এর (...প্রস্থের) দিকে লাগানো **কাঠি** যাহাতে; অথবা, মাঠে সরু নালার প্রবাহিত জলে মাছ ধরিবার জন্য (নালার গায়ে বড় গর্ত্ত করিয়া বা 'ডিঞা' বানাইয়া) নালায় প্রস্থের বা **আড়**-এর দিকে (জল গলিতে পারে কিন্তু মাছ গলিতে পারে না, এইভাবে) যে সকল বাঁশের **কাঠি** লাগানো হয় (যেখানে গলিতে না পারিয়া মাছেরা লাফ দিলেই বানানো গর্ত্তে গিয়া পড়ে); কিংবা, **আড়ে** বা **আড়ালে** থাকিয়া কাঠি করে যে বা কাঠির মতো আচরণ করে যে। / অন্যদেশে পাঠাইবার নিমিত্ত অর্থাদির লোভ দেখাইয়া কুলি সংগ্রহ করে যে (recruiter)। (ব.শ.)।

আড়কালা : ● যে কালার বা বধিরের একদিকের কানে শব্দের গমনপথ **আড়** করা বা **আড়াল** করা আছে। ┌ এক কানে শোনে না এমন, আধকালা।

আড়কোল : ● কোলের **আড়** যাহাতে; অথবা, মায়ের যে কোলে শুইয়া বা কোলের **আড়ে** শুইয়া সন্তান দুধ খায়।

আড়কোলা : ● **আড়কোল**-এর আধার যে; অথবা, **আড়কোল** হইয়া থাকে যে। ┌ শিশুতুল্য হওয়া, (ব্যঞ্জনার্থে) বুঝিয়াও অবুঝের ভান করা।

আড়খেমটা : ● খেমটা নাচগানের **আড়ে** যে স্থূল কথাবার্ত্তা বলা হয়; অথবা, তদ্রূপ নাচগান যাহাতে। ┌ সঙ্গীত ও নৃত্যের তালবিশেষ।

আড়ঘোমটা : ● যে-ঘোমটা (দৃষ্টিকে) **আড়** বা আড়াল করে। ┌ অর্দ্ধাবগুণ্ঠন। *

আড়ঙ্গ : ● **আড়ং**-এর গমন যাহাতে; অথবা, **অঙ্গ**-এর (রাষ্ট্রশরীরের) **আড়**-এ যাহা চলে; অথবা, **আড়ং** চলে যে স্থানে; অথবা, রাজরোষের আড়ালে যে পণ্যজীবিতা চলিত। ┌ গঞ্জ, গোলা, বাজার, প্রতিমা বিসর্জ্জনোপলক্ষে নদী-প্রভৃতির তীরে সাময়িক বাজার, কারখানা।

আড়চোখ : ● যে চোখের দৃষ্টি সামনে না দেখিয়া আনুভূমিকভাবে (horizontally) বা **আড়া-আড়ি** দেখে। ┌ কটাক্ষ। *

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ┌ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

আড়ত : ● যাহার **আড়ে** উৎপাদকের পণ্যাদি তারিত হয়; অথবা, দস্তুরী বা কমিশন লইয়া বিক্রয় করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত (রাষ্ট্রচক্ষুর **আড়ালে**) যে স্থানে অন্যের মাল মজুত করিয়া রাখা হয়। ∗

আড়বাঁশি : ● যে-বাঁশী **আড়**ভাবে (আনুভূমিকভাবে, অর্থাৎ ১৮০ ডিগ্রিতে) ধরিয়া বাজাইতে হয়। ㄇ আড়ভাবে ধরিয়া বাদনীয় বাঁশের বংশীবিশেষ। ∗

আড়মাদলা : ● যে মাদলের **আড়** (প্রস্থ) অধিক তাহার ন্যায় যে; অথবা, যে মাদল **ডুমো** করিয়া বানানো তাহার ন্যায় যে। / যাহা দৈর্ঘ্যে ও আড়ে প্রায় সমান; অথবা, ৫ হাত লম্বা ৪ হাত চওড়া মশারি আড়মাদলা হয়। (ব.শ.)। ㄇ ডুমো, ১০:৭:৭, Golden Rectangle, দৈর্ঘ্য : প্রস্থ = ১০:৭।

আড়ম্বর : ● **আ** (অনকৃত) **ডম্বর** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ডম্বর** করা (...সামান্য উন্নতি লইয়া ঘটা করা) হইয়া থাকে। ㄇ তূর্য্যধ্বনি, মহারব, হস্তিগর্জ্জন, মেঘগর্জ্জন, আরম্ভ, হর্ষ, দর্প, বাদ্যবিশেষ, দর্পযুক্ত বাক্য।

আড়ম্বরী : ● **আড়ম্বর**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে সক্রিয়ভাবে আড়ম্বর করে। ㄇ আড়ম্বরযুক্ত, গর্ব্বিত, দাম্ভিক।

আড়ষ্ট : ● **আড়**ভাবে একদিশায় স্থিত যে-টঙ্কারী। ㄇ স্থির, স্তব্ধ, নিস্পন্দ। ∗

আড়া : ● **আড়**-এর আধার যে। ㄇ ঘরের দেয়ালের মাথায় আরার ন্যায় স্থাপিত স্থূল কাষ্ঠখণ্ড বা বংশদণ্ড, ঘরের কড়িকাঠ, আল্না, উচ্চতীর, পাড়, ধার, (সাদৃশ্যে) উচ্চস্থান, ডাঙ্গা, রাস্তার ধারের নয়নজুলি, মাছ ধরার নিমিত্ত দামদলের আল বা বাঁশের পাটা (বেড়), আড়ভাব, বক্রতা, টেরচাভাব, বাঁকিয়া যাওয়া, বিকৃত হওয়া। ∗

আড়া-আড়ি : ● **আড়া** ও **আড়ি** যাহাতে; অথবা, যাহাতে একজন **আড়**করণ করিলে অন্যজনও **আড়**করণ করিতে থাকে; কিংবা, দুই পরিপূরক বা বিপরীত সত্তা **আড়াআড়ি** করিয়া এক বা দ্বৈতাদ্বৈত (two-in-one) হইয়া থাকে যাহাতে (যে মটরদানায়, দিবসরজনীতে, দম্পতিতে ...); অথবা, যাহারা আনুভূমিকভাবে (১৮০ ডিগ্রিতে) মুখোমুখি হইয়া আছে; ㄇ পরস্পর বিপরীত-ভাব, দ্বেষাদ্বেষি, মাঝামাঝি ...। ∗

আড়াই : দ্র. **আঢ়াঈ**।

আড়ামোড়া : ● **আড়া**য় (আড়ভাবে) **মোড়** (মোচড়) দেওয়া হয় যাহাতে। /অবয়বের আড়াভাব (আড়ষ্টভাব) ভাঙার নিমিত্ত গামোড়া দেওয়া হয় যাহাতে। (ব.শ.)। ㄇ মটকানো, গা ভাঙা।

আড়াল : ● **আড়া লালিত** হয় যাহাতে; অথবা, **আড়**-এর আধারকে লালন করে যে; কিংবা, কোনো কিছুকে **আড়** করিয়া ধরিয়া তাহার পশ্চাতে কিছু রাখা বা করা হয় যাহাতে। ㄇ অন্তরাল, ব্যবহিত স্থান, গোপনস্থান, আবরণ, পর্দ্দা। ∗

আড়ালে-আবডালে : ● যাহা **আড়াল**-এর (কোনো কিছুর **আড়ের**) ও **আবডালের** (**আব** বা ঝুঁকিয়া মাটিতে ঠেকিয়া ঝোপ হইয়া থাকা **ডালের**) পশ্চাতে করা হয়; কিংবা, যাহা কোনো কিছু বাহ্যিক আড়-এর পশ্চাতে বা সামাজিক সংস্থার পশ্চাতে করা হয়। ㄇ অন্তরালে, বাঁধের আড়ে ও গাছের আড়ে, রাষ্ট্রচক্ষুর অন্তরালে।

আড়ি : ● **আড়**করণ (...বাঁকিয়া বসিয়া থাকা) সক্রিয় যাহাতে বা তদ্রূপ করে যে;

অথবা, **আড়**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, **অভিমান**[২] করিয়া টেরা হইয়া বসিয়া থাকে যাহাতে। ▢ আড়মাছ, শরারিপক্ষী, তীর, পার, উঁচু আল, অন্তরাল, আড়াল, আড়ভাব, অভিমান, মনোমালিন্য, দ্বেষ, শত্রুতা, পাশা খেলায় বিপক্ষের গুটি মারার জিদ ...। ❋

আড়ি-করা : ● **আড়ি** বা **অভিমান**[২] করা হয় যাহাতে; অথবা, প্রেমাবেগ প্রভৃতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা না পাইলে যে **আড়ি**র জন্ম হয়; কিংবা, যে **আড়ি** বা অভিমান ভাঙাইতে হয়, অন্যথায় যাহা ক্রমশ বাড়িয়া যাইতে থাকে; অথবা, ব্যক্তির অপরাধের প্রতিক্রিয়াহীন দোষস্খালনের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক চেষ্টা থাকে যাহাতে। ▢ অভিমান করা, কথাবার্ত্তা বন্ধ করা।

আড়ি-পাতা : ● **আড়**করণপূর্ব্বক থাকিয়া কান পাতা হয় যাহাতে। ▢ আড়ালে থাকিয়া অন্যের কথা শোনা।

আড়িবক : ● **আড়ি** ও **বক** যাহাতে; অথবা, **আড়**কারী (সমাজস্বীকৃত নহে এমন কর্ম্ম-কারী) ও **বক** (সমাজধর্ম্ম রক্ষাকারী ধর্ম্ম-**বক**) পরস্পরের বিরুদ্ধে গভীর সংগ্রামে লিপ্ত থাকে; কিংবা, পণ্যজীবী ও যৌথ-সমাজের আইনরক্ষকের যুদ্ধ যাহাতে। (সাদৃশ্যে) আড়মাছ ও মাছশিকারী বকপাখীর যুদ্ধ যাহাতে। ▢ পুরাণে 'আড়িবক সংগ্রাম' নামে আড়মাছ ও বকপক্ষীর কাহিনী।

আড়ে : ● **আড়** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা **আড়**-এর (আড়া-আড়ি ভাগ হইলে এক এক ভাগে যে **আড়** বা অর্দ্ধ থাকে তাহার) সহিত বিদ্যমান। ▢ অর্দ্ধে, আধা-আধি ভাগে, সাড়ে।

আড্ডা : ● **আড়**-এর (**আড়**কারীদিগের) গড়ান-উড়ান গিয়া স্থিত হয় বা চলে যাহাতে (যে স্থানে); অথবা, যেখানে প্রচলিতের বিকল্প বা বিপরীত ক্রিয়াকারীরা সমবেত হয়; কিংবা, (লক্ষণার্থে ও সাদৃশ্যে) যেখানে বিশেষ বিশেষ সত্তাগণ গিয়া সমবেত হয়; অথবা, প্রচলিতের গ্লানি হইতে মুক্তির বাসনায় সংশ্লিষ্ট মানুষেরা সমবেত হন যেখানে। ▢ বিকল্পকারী বা বিপরীতকারীদের মিলনস্থান, কার্য্যবিশেষের নিমিত্ত তৎসংক্রান্ত লোকদিগের সম্মিলনস্থান, একব্যবসায়ী বা একদেশবাসী লোকদিগের বাসস্থান, (সাদৃশ্যে) থাকার নির্দিষ্ট স্থান, ঠিকানা, ঠিকা গাড়ি পাল্কি প্রভৃতি যানের থাকার নির্দিষ্ট স্থান...।

আড্ডা-গাড়া : ● **আড্ডা** (বিকল্প মিলনস্থান) গড়িয়া তোলা যাহাতে।

আড্ডা-জমান : ● **আড্ডা** (বিকল্প মিলন) সংহত করা বা **জমান** হয় যাহাতে।

আড্ডা-মারা : ● **আড্ডা**র (বিকল্প মিলনের) মানসরস ছুঁড়িয়া দেওয়া বা আত্মসাৎ করা (মারিয়া লওয়া) হয় যাহাতে।

আড্ডা-দেওয়া : ● **আড্ডা**য় (বিকল্প মিলনে) গ্লানিমুক্তির মানসচেষ্টাদি না করিয়া অনর্থক গল্পগুজবে সময় কাটানো হয় যাহাতে।

আঢ়্যি (আঢ়াই, আড়াই) : ● **আঢ়** (স্থিত আড়াআড়ি) আধারিত হইয়া সক্রিয় যাহাতে (যে পরবর্ত্তী পদক্ষেপে); অথবা, যাহাতে একটি **আড়াআড়ি**, একটি আড়িআড়া, এবং একটি আড় থাকে। ▢ অর্দ্ধতৃতীয়, দুই ও অর্দ্ধ পরিমাণ।

আঢ্য : ● **আশ্রিত ঢ্য** (উড়ানস্থিতির থাকা) যাহাতে; অথবা, বাহ্যসম্পদ ও তজ্জনিত চিন্তা থাকে যাহাতে (যে সত্তায়)। / ধনচিন্তা করে যে। (ব.শ.)। ▢ ধনবান, বিশিষ্ট, সম্পন্ন।

আণ্ডির : ● **আণ্ড**-এর (অণ্ডজাত-র) সক্রিয়তা রহে যাহাতে; অথবা, বৈপ্লবিক নবজন্মের সক্রিয়তা রহে যাহাতে। ❒ সডিম্ব, বৃষণযুক্ত, সমুষ্ক (বৃষাদি)। ✱

আণ্ডাকাটা : ● (সাবালক হওয়ার অব্যবহিত পরই) **অণ্ড** (সৃষ্টিশীলতা বা মুষ্ক) কাটা গিয়াছে যাহার (যে সৃষ্টিশীল মানুষের, যে বৃষের); অথবা, যে সৃষ্টিশীল মানুষের সৃজনশীলতা বাদ দিয়া তাহাকে সংসারের জোয়াল টানার বা অন্য কিছু করার জন্য দক্ষমানুষে পরিণত করিয়া ফেলা গিয়াছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে ষাঁড় হইতে চলা গরুকে তাহার অণ্ডকোষ কাটিয়া দিয়া বলদে পরিণত করিয়া ফেলা হইয়াছে। (দ্র. বৃষোৎসর্গ)। ❒ একালের অধিকাংশ সাহিত্যিক, (সাদৃশ্যে) একপ্রকার গরু, আধাষাঁড়-আধাবলদ। ✱

আতঙ্ক : ● **আ** (অনকৃত) **তঙ্ক** (ত্রাস) যাহাতে; অথবা, প্রিয়বিরহজ সন্তাপের আশ্রয় যাহাতে; অথবা, সত্তার প্রিয় জন বস্তু বিষয়াদিকে এমনভাবে তারিত (বহিষ্কৃত, দূরীকৃত বা হত্যা) করা হয় যে, সত্তা প্রতিবাদ দূরের কথা, 'টুঁ'-শব্দমাত্র করিতে ভয় পায়। ❒ মহাভয়, ত্রাস, অতিশোকজাত তাপ, প্রচণ্ড উদ্বেগ, নিদারুণ পীড়া, অত্যন্ত ক্লেশ। ✱

আতত : ● **আ** (অনকৃত) তত (তারিত তারী) যাহাতে; অথবা, অনকৃত তারী-সত্তার ইচ্ছাকে যতদূর সম্ভব ততদূর পর্যন্ত তারিত করিতে থাকে যে। ❒ বিস্তৃত, প্রসারিত, আরোপিত, সর্বত্র গত, পরিব্যাপ্ত। ✱

আতত-ছিলা : ● **আতত**-কৃত যে ছিলা; অথবা, ধনুকের যে ছিলাকে যতদূর সম্ভব টানিয়া বাঁধা হইয়াছে (যাহার অধিক টানিলে যাহা ছিঁড়িয়া যাইত)। ❒ ধনুকের ছিলা।

আততায়ী : ● **আতত** (অনকৃত তারিত সত্তা) **আয়ী** (আসিয়াছে) যাহাতে (যে সক্রিয় আধারে বা রূপে); অথবা, **আতত** (...প্রেরিত সত্তা) আসিয়া যে রূপে উপস্থিত হইয়াছে বা দাঁড়াইয়া গিয়াছে; কিংবা, লক্ষণার্থে, কাহারও দ্বারা প্রেরিত হইয়া বধ করিতে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত যে। / যে সন্নদ্ধ হইয়া, অর্থাৎ বর্ম্মধারণপূর্ব্বক বধে উদ্যত। (ব.শ.)। ❒ বধোদ্যত, শত্রু।

আততি : ● **আতত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **আততকৃত** হওয়ার কারণে (তন্ত্রে, তারে, মনে) যে টান টান ভাব সর্বদা সক্রিয় থাকে। ❒ টান টান ভাব।

আতপ : ● **আ** (আশ্রিত) **তপ** যাহাতে। ❒ তাপয়িতা, উষ্ণ, তাপ, আতপতণ্ডুল। ✱

আতান্তর : ● **আত**-এর (অনকৃত তারীর) অন্তর যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তাকে তাহার দুই তারী (তারণকারী, তারক, তার) দুই বিকল্প বা বিপরীত দিকে টানিতেছে এবং সেকারণে (লক্ষণার্থে) সত্তা যে সমস্যায় পড়িয়াছে। ❒ দোটানায় পড়া, বিপদে পড়া।

আতিবাহিক : ● **অতিবাহ**-জাতকে সক্রিয় করে যে; অথবা, যে **অর্চ্চি**রাদ্য-অভিমানী দেবগণ (...পণ্যবান পণ্যধারীগণ) অতিবাহে (উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বহনে) নিযুক্ত থাকে; কিংবা, যে ধূমাদ্য-অভিমানী দেবগণ (...বিজ্ঞাপক পণ্যধারীগণ) অতিবাহে (উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বহনে) নিযুক্ত থাকে; অথবা, যাহারা সামাজিক ও ব্যক্তিগত ভাবে পণ্যবহন করে। দ্র. **প্রেত**। ❒ অতিবাহে নিযুক্ত, ইহলোক হইতে পরলোকে লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত অর্চ্চিরাদ্যভিমানী ও ধূমাদ্যভিমানী দেবগণ, অতিবাহসম্বন্ধী, পরলোকপ্রাপণ-

সম্বন্ধী (দেহ), সূক্ষ্মশরীর, লিঙ্গদেহ। *

আতু : ● **আ** (আধারিত করণেচ্ছায়) **তু** যাহাতে; অথবা, যাহাতে 'আয় আমার তু (প্রিয় তারণকারী)' — এইরূপ সম্বোধন থাকে। ⊓ প্রিয়জনকে (বৎস্যকে বা কুকুরকে) সম্বোধন, অতিরিক্ত আদরযত্ন।

আতুপুতু : ● **আতু** ও **পুতু** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **আতু-আতু** ও **পুতু-পুতু** করা হয়; অথবা, যাহাতে প্রিয় তারককে এবং পালনপূর্ব্বক তারণকারীকে আদরযত্ন করা হয়। ⊓ সহায়ক সত্তাকে আদরযত্ন করা।

আত্ম : ● (জীবের ভিতরে থাকিয়া নিজ ও অন্য সকল) অস্তিত্বধারীর তারণ বা তারণ-ভাব পরিমাপ করে যে। (দ্র. **মন**)। /যাহা ব্যাপ্ত করে বা সঞ্চরণ করে। (ব.শ.)। ⊓ স্ব, সত্তার 'আমি', ক্ষেত্রজ্ঞ। *

আত্মা : ● **আত্ম**-এর আধার যে; অথবা, **আত্ম**করণ করে যে; কিংবা, **আত্ম**-এর বোধ থাকে যাহাতে; অথবা, 'এই হলাম আমি' - এইরূপ ব্যক্তি-'আমি'র (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের) অব্যক্ত-বোধ থাকে যাহাতে (আধুনিক শিক্ষিতদের কাহারও কাহারও মধ্যে যাহা ব্যক্ত-বোধে পরিণত হইয়া যায়); কিংবা, একটি দেহ ও মনের অধিকারী যদি বলিতে শুরু করে, 'আমি করি, আমি বলি, ...' সেই আমিকে সেই দেহমনের আত্মা বলে। ⊓ সত্তার 'আমি'বোধ, শরীরাধিদৈবত। *

আত্রেয় : ● / অত্রির অপত্য। (ব.শ.)। ⊓ দত্তাত্রেয়, চন্দ্র, দুর্ব্বাসা।

আত্রেয়ী : ● আত্রেয়র আধারস্বরূপা প্রকৃতি। ◻ অত্রিকন্যা প্রভৃতি, অত্রিপত্নী অনসূয়া। *

আদর : ● **আ** (অনকৃত) **দর** (...স্নেহাদি-দাতার সক্রিয়তা) যাহাতে; অথবা, আরাম-দায়ক আধার প্রদত্ত যাহাতে। ◻ প্রীত্যতিশয়, যত্ন, বাৎসল্য; আদর করা, সম্মান করা। *

আদরা : ● **আদর**-এর আধার যে; অথবা, সত্তাকে স্নেহপূর্ব্বক ধারণ করে যে (কাঠামো); অথবা, সত্তার চেহারার সহিত কোনো বিরোধ না করিয়া খাপ খাইয়া যায় যে। ◻ কাঠামো, সদৃশ দেহ।

আদর্শ : ● **আ** (আধারিত) **দর্শ** (...প্রতিরূপ) যাহাতে; অথবা, জ্ঞানগোচরীভূত বিষয় ও বস্তু সমূহের সারসংক্ষেপ আধারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রতিরূপসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়; কিংবা, যাহাতে অনুসরণীয় প্রতিরূপ থাকে। /যাহাতে বিম্বিত দেহাদি দৃষ্ট হয়; অথবা, যে পুস্তকে পাঠাদি দেখিয়া অন্য পুস্তক লিখিত হয়; কিংবা, গ্রন্থার্থ প্রদর্শন করে যে; অথবা, যাহার অনুকরণ করা যায়। (ব.শ.)। ◻ নিদর্শন, প্রতিরূপ, অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় বিষয় বস্তু ব্যক্তি মাত্র, নমুনা, (সাদৃশ্যে) দর্পণ, আরশি, টীকা, মূলগ্রন্থ।

আদল : ● **অনকৃত দল** (চেহারা দান লালিত) যাহাতে। ◻ গঠন, আকৃতি।

আদান : ● **আ** (আধারিত) **দান** যাহাতে। ◻ গ্রহণ, অর্জ্জন, প্রাপণ।

আদানপ্রদান : ● **আদান** ও **প্রদান** (প্রকৃষ্ট দান) যাহাতে; অথবা, আধারিত দান (গ্রহণ) এবং প্রকৃষ্ট দান (দেওয়া) থাকে যাহাতে। ⊓ গ্রহণ ও দান, নেওয়া-দেওয়া।

আদায় : ● **দায়**-এর আশ্রয় যাহাতে; অথবা, (দাতার দিক হইতে দেখিলে) যাহা পরিশোধ করিতে হয়; অথবা, (গ্রহীতার দৃষ্টিতে) যাহা আহরণ করিতে বা গ্রহণ করিতে হয়। ◻ পরিশোধ, গ্রহণ।

আদায়ী : ● / যাহা প্রজা দিয়াছে; যাহাতে

আদায়ের হিসাব লেখা থাকে। (ব.শ.)। ❐ আদায়-করা, গ্রহণশীল, গ্রাহী।

আদি : ● **আ** (অনকৃত) দান সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে কার্য্যের বা সত্তার **সূচনা** হইয়াছে। /প্রথম গৃহীত যে। (ব.শ.)। ❐ প্রথম, পূর্ব্ব, সূচনা, প্রাথম্য, গণের প্রথম, কার্য্যের প্রথম, নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তি-কারণ, প্রাক্‌সত্তা, উপক্রম ...।

আদিত্য : ● **আদি**র তারণ থাকে যাহাতে; অথবা, প্রাচীন যৌথ (অখণ্ডিত বা অদিতি) সমাজব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে বা পরিচালক রূপে ছিলেন যাঁহারা। /অদিতি হইতে জাত। (ব.শ.)। ❐ আদিত্যসম্বন্ধী, দেবসম্বন্ধী, সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ, ইন্দ্রাদি দ্বাদশ আদিত্য, কায়স্থের উপাধিবিশেষ। ✱

আদিম : ● **আদি** (...সক্রিয় প্রাক্‌সত্তা) সীমায়িত যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রে)। ❐ আদিভব, পূর্ব্বস্থ, প্রথম, আদ্য।

আদুরী : ● **আদ** (আশ্রয়-প্রদত্ত) নবরূপে (প্রশ্রয়-প্রদত্ত রূপে) উত্তীর্ণ হইয়া রহে যে সক্রিয় আধারে। ❐ আদরের পাত্রী বা মেয়ে।

আদেশ : ● **আ** (অনকৃত) **দেশ** (দিশাদর্শন) যাহাতে; অথবা, যাহাতে বা যে আজ্ঞায় **দেশন** (দিশাদর্শন বা কোনদিকে যাইতে হবে, কী করিতে হইবে ... ইত্যাদির দিশা দর্শন) করান হয়। ❐ হুকুম, আজ্ঞা।

আদৌ : ● **আদ** (...প্রাক্‌দান) অস্তিত্ব লাভ করিয়া যে নবরূপী আধারে উন্নীত হয় তাহা হইতে; অথবা, বর্ত্তমান সত্তার সূচনায় লব্ধ প্রাক্‌দান হইতে; কিংবা, লক্ষণার্থে, কিছুমাত্র হওয়া থাকা করা ইত্যাদি আছে কি না তাহা লইয়া সংশয় যাহাতে। ❐ আদিতে, প্রথমে, আগে, অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বে, উপক্রমে, কার্য্যারম্ভে, মূলে, গোড়ায়।

আদ্য : ● **আদ** (প্রাক্‌দান) থাকে যাহাতে; অথবা, '**অদ** (ন-দান বা গ্রহণ) হইতে জাত' (**আদ**) থাকে যাহাতে। ❐ আদিভব, মূলভূত, অব্যবহিত পূর্ব্ব, আদিকারণ, অদনীয়, ভক্ষণীয়, ভক্ষদ্রব্য, খাদ্য, ধান্য।

আদ্যা : ● **আদ্য**-এর আধার যে। ❐ জন-সাধারণ, মহামায়া, আদিভবা, প্রধান শক্তি, মহাবিদ্যা, আদিদেবের শক্তি, আদ্যাশক্তি গৌরী। ✱

আদ্যোপান্ত : ● **আদি** ও **উপান্ত** (অন্তের পূর্ব্বাবস্থা) যাহাতে; অথবা, প্রাক্‌সত্তার পর হইতে শুরু করিয়া শেষের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দু বা মুহূর্ত্ত পর্যন্ত যাহাতে। ❐ প্রথমে ও শেষে।

আধান : ● **আ** (অন-করা) **ধান** (ধারণ করা চলমান) যাহাতে। ❐ স্থাপন, গর্ভাধান, নিষেক, করণ, উৎপাদন, গ্রহণ, ধারণ, সন্নিবেশ, অভিনিবেশ।

আধার : ● **আ** (অন-করা) **ধা** (ধারক সত্তা) **রহে যাহাতে; অথবা, যে ধারক সত্তা ধরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে বা ধরিয়াছে; কিংবা, আধেয়কে ধরে যে। /যে স্থানে ধারিত হয়; অথবা, শস্যাদিসেচনার্থ সেতুবন্ধ দ্বারা যে স্থানে জল নিরুদ্ধ থাকে। (ব.শ.)।** ❐ পাত্র, আশ্রয়, শস্যার্থ জলধারণ-স্থান, অধিকরণ কারক, মূলাধার চক্র। ✱

আধারশক্তি : ● **আধার**স্বরূপ যে **শক্তি**; অথবা, সমাজদেহের কর্ম্মযজ্ঞের মূলে আধারস্বরূপা যে কুণ্ডলিনী শক্তি (কর্ম্মী জনগণ) থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মানব-দেহের পাকযজ্ঞের মূলে আধারস্বরূপ যে কুণ্ডলিনী শক্তি থাকে। ❐ সর্ব্বাধারশক্তিরূপা

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ♦ দ্র. ভূমিকা-২।

পরমেশ্বরশক্তি **মহামায়া**, প্রকৃতি, মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি ...। ❋

আধি : ● **অধি** (সক্রিয় **অধ**) হইতে জাত; অথবা, **অধি**কার-করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যে **সত্তা সমাজমন** বা **মানবমনকে অধি**কার করে বা করিয়াছে (ফলত, লক্ষণার্থে, অধিকৃত সত্তা পীড়িত হয় বা হইতেছে)। /যাহা দ্বারা চিন্তা আহিত হয়। (ব.শ.)। ◻ মানসী ব্যথা, মনঃপীড়া, মনোকষ্ট, ব্যসন, অশুভ, প্রত্যাশা, অহঙ্কার, আক্রমণ, বন্ধন, বাঁধা দেওয়া, উপা**ধি**, সমা**ধি**, ব্যা**ধি**।

আধিদৈবিক : ● **অধিদেব** হইতে জাত (যে পীড়া); অথবা, মন-**অধি**কারকারী **দেবগণ** (বিনিময় লইয়া বা না লইয়া দানকারীগণ) হইতে যে **আধি** (মনোকষ্ট) হইয়া থাকে; কিংবা, **দেবগণ** আমাদের মন দখল করিলে আমাদের যে দুঃখকষ্ট হয়। ◻ দেবযোনি-প্রভৃতি হইতে সংঘটিত, যক্ষাদির আবেশ-নিবন্ধন (অর্থাৎ আবেশ হেতু) প্রবৃত্ত (দুঃখ), দেবতা অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত ...। ❋

আধিভৌতিক : ● **অধিভূত** হইতে জাত (যে পীড়া); অথবা, বলবান অজড় (মনুষ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি) এবং জড় (ক্ষিতিপ্রভৃতি পঞ্চভূত-জনিত) সত্তাগণ মানবমনকে **অধি**কার করিলে মানুষের যে মনঃপীড়া বা দুঃখ হয়; কিংবা, **ভূতগণ** (ভূতসত্তাগণ) আমাদের মন দখল করিলে আমাদের যে দুঃখকষ্ট হয়। ◻ বিদ্যমানতা, হওয়ন, ক্ষিতি-প্রভৃতি পঞ্চভূতজনিত ...।

আধুনিক : ● **অধুনা**-জাতকে সক্রিয় করে যে; অথবা, যে সদ্যোজাত ধারণাদিকে লইয়া সক্রিয় হয়; কিংবা, পাশ্চাত্যের শিল্প-বিপ্লবোত্তর ধারণাদিকে ধারণ করিয়া যাহারা সক্রিয় থাকে। ◻ অধুনাভব, ইদানীন্তন, অধুনাতন, সাম্প্রতিক, অর্ব্বাচীন, নব্য।

আধেয় : ● **আ** (আশ্রিত) **ধেয়** (ধারণীয়) যে; অথবা, **আধার** বা পাত্র যাহাকে ধারণ করে বা ধরিয়া রাখে; কিংবা, যথা, দেহ যে প্রাণকে ধরিয়া রাখে (দেহাধারের **আধেয়**); অথবা, পাত্র যে অন্নব্যঞ্জনকে ধরিয়া রাখে (পাত্রাধারের **আধেয়**)। /যে দ্রব্য আধারে স্থাপন বা নিবেশিত করা হয়। (ব.শ.)। ◻ আধানার্হ, স্থাপনীয়, বন্ধকরূপে স্থাপনীয়, যথাবিধি স্থাপনীয় বহ্নি, আধান ...। ❋

আধ্যাত্মিক : ● **আত্মা**কে (মানুষের 'আমিত্ব'কে) **অধি**কার করিয়া **সক্রিয়** হয় যে (ধারণাদি); অথবা, অস্বাভাবিক ধারণাদি দ্বারা 'আমিত্ব'কে দখল করিয়া রাখিবার কারণে মানুষের যে দুঃখকষ্ট হয়। /আত্মাকে অধিকার করিয়া জাত (যে)। (ব.শ.)। ◻ অধ্যাত্মভব, আত্মতত্ত্বসম্বন্ধী, আত্মবিষয়ক, ব্রহ্মসম্বন্ধী জ্ঞান বা বিদ্যা ...।

আন[১] : ● **অন** হইতে জাত; অথবা, **অন**কৃত যাহাতে; অথবা, যে চলমান আছে; কিংবা, দ্রষ্টা ভিন্ন আর যে সত্তা সম্মুখে **বর্ত্ত**মান। ◻ অন্য, ভিন্ন, অন্যজন।

আন[২] : ● **আ** (অনকৃত) **ন** (নী-করণ) যাহাতে; অথবা, লইয়া আসা অনকৃত বা চলমান করা হইয়াছে যাহাতে। ◻ আনয়ন কর।

আনকোরা : ● **কোরা** (সদ্যকৃত) অবস্থাতেই **আন**কৃত বা আনীত যে। ◻ নূতন, তাঁত-কাটা, আধোয়া, বিশুদ্ধ, খাঁটি।

আনচান : ● **আন**[২] (আনয়নেচ্ছা) ও **চান** (ত্যাগকরণেচ্ছা) যাহাতে; অথবা, যাহাতে একবার লইয়া যাইবার ইচ্ছা হয় এবং

পরক্ষণেই ফেলিয়া দিয়া হাত ধুইয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা হয়। ⊓ ব্যাকুল, অস্থির।

আনদ্ধ : ● **নদ্ধ**-এর (মাপসই করিয়া বদ্ধ-এর) আশ্রয় যাহাতে। ⊓ **নিয়ন্ত্রিত, পরিহিত,** চর্ম্মাবৃত, বদ্ধকোষ্ঠ, চর্ম্মাচ্ছাদিতমুখ বাদ্য — পটহ প্রভৃতি। *

আনন : ● **আন** (মনমধ্যে বা দেহমধ্যে আনয়ন) অনকৃত বা চলমান যাহাতে; অথবা, ভাবমূর্ত্তির ও দৃশ্যমূর্ত্তির মুখ যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা দেহ (সমাজদেহ, মানবদেহ) খায় ও কথা বলে। / যাহা দ্বারা পানাহার করিয়া বাঁচে। (ব.শ.)। ⊓ **কানন,** **দশানন,** (সাদৃশ্যে) বাহ্যমুখ, তুণ্ড, মুখ।

আনন্দ : ● **নন্দ**-এর (...মুক্তি-সুখের) আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **নন্দসমূহ** (...মুক্তির সুখসমূহ) আশ্রয় লাভ করে; কিংবা, মানুষ যাহাতে সর্ব্বোচ্চ সুখ বা তৃপ্তি পায়; অথবা, (রবীন্দ্রমতে), যাহাকে (যে সর্ব্বোচ্চ সুখ বা তৃপ্তিকে) ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া লাভ করা যায় কিন্তু সুগন্ধী সাবানে গা ধুয়ে পাওয়া যায় না (পাওয়া যায় নিম্ন মানের সুখ বা তৃপ্তি)। /যে আনন্দিত করে। (ব.শ.)। ⊓ ব্রহ্মজ্ঞানজন্য পরম সুখ, কৈবল্য, মোক্ষলাভ, অমৃতলাভ, অমৃতজ্ঞানরসলাভ, ত্রিনয়নের উন্মেষ, আবিষ্কারের বা উদ্ভাবনের বা সৃষ্টির সুখ, মূর্ত্তিময়ী প্রীতি, মহাহর্ষ, মহাসুখ।

আনন্দাশ্রু : ● **আনন্দ** হইতে জাত যে অশ্রু। ◻ আনন্দজন্য নেত্রনীর, হর্ষাশ্রু।

আনবাড়ী : ● **আন**[১]-এর বাড়ী যাহাতে। ⊓ অন্য জনের বাড়ী। 'আমার বঁধুয়া আনবাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া'।

আনাচ : ● **আনা** (আনয়নযোগ্য দ্রব্যাদি) চয়ন করা হয় যাহা (গৃহের লাগোয়া অংশ) হইতে। ◻ দ্র. **আনাচ-কানাচ**।

আনাচ-কানাচ : ● **আনাচ** ও **কানাচ** (গৃহের কানস্বরূপ বেরিয়ে থাকা অংশ) যাহাতে; অথবা, গৃহের লাগোয়া অংশে ও গৃহের কানস্বরূপ যে অংশে নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থাকে বা হয়। ◻ আড়াল-আবডাল।

আনাজ : ● (গৃহের **আনাচে-কানাচে**) যে সকল আনয়নযোগ্য (**আনা**) দ্রব্যাদি জনিত হয়। ◻ উদ্ভিজ্জ খাদ্য, পত্র ফল মূল প্রভৃতি তরকারি, শাকখাদ্য।

আনীত : ● **নীত**-এর আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহা অন্য স্থান হইতে আনয়ন করা হইয়াছে। ◻ স্থানান্তরপ্রাপিত, কৃতবহন।

আন্দোলন : ● **আন** (অনকৃত-জাত বা প্রচলন করিয়া দেওয়া) দোলন পুনঃপুনঃ চলে যাহাতে (যে সামাজিক মানসিক বা বাহ্যিক চলনে)। ◻ পুনঃ পুনঃ দোলন, মুহুশ্চালন, কম্পন, আলোচনা।

আপ : ● **অপ** (...সীমায়িত সমাজদেহ বা মানবদেহ) হইতে জাত যে; অথবা, জনগণকে (বা নিজ-দেহকে) পরিচালনা করে যে; কিংবা, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতা আছে যাহার; অথবা, যে সামাজিক সম্পদ পাইতে পারে, দিতেও পারে। ◻ জনগণমধ্যে ক্ষমতাধর জন, দেহমধ্যে 'আমিত্ব'বোধ, প্রাপ্তি, ব্যাপ্তি, (সাদৃশ্যে) জলরাশিমধ্যে বিন্দুজল, 'আপম্ বারি'। *

আপণ : ● **পণ**-এর ('তুমি ইহা দিলে আমি উহা দিব', এইরূপ প্রতিজ্ঞার বা সত্যঙ্কারের) আশ্রয় যাহাতে। (দ্র. **নিষণ্ণ, নিষদ্যা**)। / যে স্থানে ক্রয়বিক্রয় করা হয়। (ব.শ.)। ⊓ ক্রয়বিক্রয়স্থান, পণ্যশালা, দোকান, হাট। *

আপণিক : ● **আপণ**-কে সক্রিয় করে বা

করিয়া রাখে যে। /আপণ হইতে আগত বা প্রাপ্ত (করাদি)। (ব.শ.)। ◘ আপণসম্বন্ধী, বণিক, দোকানদার, আপণের অবক্রয় (রাজগ্রাহ্য দ্রব্য), হট্টাদির রাজকরদ্রব্য, হাটের বা বাজারের তোলা।

আপতন : ● **আ** (অনকৃত) **পতন** (নিম্নে পড়িতে থাকা) যাহাতে; অথবা, যাহা উপর হইতে পড়িয়াছে বা অবগত বা অবতীর্ণ হইয়াছে। ◘ আগমন, অবগতি, অবতরণ।

আপদ : ● **আ** (অনকৃত) **পদ** (...দখলকারী) যাহাতে; অথবা, যাহা সত্তাকে দখল করে বা করিতে আসে। ◘ বিপত্তি, দুর্দ্দশা। ＊

আপাতত : ● **আ** (অনকৃত) **পাতত** (পাতন করিয়া বা পাড়িয়া আনা) যাহাতে; অথবা, **আপাত** (চেষ্টাপূর্ব্বক পাতন করা বা পাড়িয়া আনা) তারিত যাহাতে; কিংবা, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু পাড়িয়া আনা (অবগত করা, অবতীর্ণ করা) গিয়াছে। ◘ অবতারিত, অতর্কিতে আগত, সম্যক অবধারণ বিনা আগত, সম্প্রতি, এক্ষণে ...।

আপন : ● **আপ** (...সামাজিক বা ব্যক্তিগত ক্ষমতা) অনকৃত যাহাতে; অথবা, **আপ**করণ করা অন (চলমান) যাহাতে; কিংবা, সামাজিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া চলেন যিনি; অথবা, নিজ দেহকে পরিচালনা করেন যিনি। ◘ নিজ, স্বয়ং।

আপনা : ● **আপন**-এর আধার যে। ◘ নিজস্ব, স্বপক্ষীয়।

আপনি : ● **আপন** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে ক্ষমতাধর সমাজের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে বা করিতে পারে এবং নিজেকেও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ◘ নিজে। ＊

আপান : ● **পান**-এর আশ্রয় যাহাতে। ◘ পান, সুরাপান, সুরাপানস্থান, পানার্থসভা, পানগোষ্ঠী, মাতালের চক্র।

আপামর : ● **পামর** হইতে (আরম্ভ করিয়া সমাজপরিচালকের ঠিক নিম্নের জন পর্যন্ত) সকল শাসিত (জন) যাহাতে। ◘ পামর হইতে সর্ব্বজন বা সাধারণ লোক, নীচ মূর্খ হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলই। ＊

আপীড় : ● **আ** (অনকৃত) **পীড়** (...উৎপতন) যাহাতে; অথবা, অনকৃত **পীড়ন** (উপরে পড়িয়া কষ্ট বা পীড়া দেওয়া) চলে যাহাতে; কিংবা, অধিকার বা মালিকানা লইয়া টানাটানি করে যে। (দ্র. **কুবলয়াপীড়**)। / শিখা পীড়ন করে যে। (ব.শ.)। ◘ নিপীড়ক, ক্লেশকর, শিরোভূষণ, মাল্যমাত্র। ＊

আপ্ত : ● **আপ** (...সামাজিক বা আর্থিক ক্ষমতা) তারিত যাহাতে (যে সহায়কে, যে বাক্যে)। ◘ প্রাপ্ত, অধিগত, উৎপাদিত, বিশ্বস্ত।

আপ্লুত : ● **প্লুত**-এর (...সিক্তের) আশ্রয় যাহাতে। ◘ স্নান, সিক্ত, প্লাবিত, অভিষিক্ত, নিমজ্জিত, কৃতসমাবর্ত্ত দ্বিজ ...।

আব : ● **অব** (...অবহন বা অনাদরে বহন) হইতে জাত; অথবা, অবয়বের যে অংশ ফুলিয়া উঠিয়াছে; কিংবা, গলপথে যে শূন্য হাওয়ার বা জলের থলি যাতায়াত করে। ◘ গালের ব্রণ, ঢোক।

আবডাল : ● গাছের যে **ডাল** ঝুঁকিয়া ফুলিয়া ঝোপে (**আব**-এ) পরিণত হইয়া উৎপাদিত ফলাদি লুকাইয়া ফেলে; কিংবা, সংস্থার যে শাখা ফুলিয়া ফাঁপিয়া ঝোপের ন্যায় উৎপাদিত ফসলাদি লুকাইয়া ফেলে। দ্র. **আড়ালে-আবডালে**।

আবর্জ্জন : ● **বর্জ্জন**-এর আশ্রয় যাহাতে; অথবা, **বর্জ্জন** চলে যাহাতে। ◘ আনমন,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। ＊ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ত্যাগ, দান, ক্ষেপণ, বশীকরণ। ❋

আবর্জ্জনা : ● **আবর্জ্জন**-এর আধার যে; অথবা, যাহা **বর্জ্জন** করা হয় বা করিতে হয়। ⊓ পরিত্যাজ্য দ্রব্য, ধুলা খড়কুটা প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলার মত দ্রব্য, জঞ্জাল। ❋

আবর্ত্ত : ● **বর্ত্ত**-এর (...আত্মকেন্দ্রিক ঘূর্ণনের) আশ্রয় যাহাতে; অথবা, একবারের উৎপাদন-চক্র পরিক্রমা করিয়া ফসলপ্রাপ্তি ঘটে যাহাতে। ⊓ চক্রাকারে ভ্রমণ, জলভ্রমি, পুনঃ পুনঃ চালন, পরিঘট্টন।

আবর্ত্তন : ● **আবর্ত্ত** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ⊓ চক্রাকারে ভ্রমণ, পরিঘট্টন, অভ্যাবৃত্তি, পুনঃ পুনঃ পাঠ, গুণন ...।

আবর্ত্তমান : ● **বর্ত্তমান** আশ্রিত থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা তাহার নিজস্ব **আবর্ত্তে** ঘূর্ণমান আছে। ⊓ ঘূর্ণমান, প্রত্যাবর্ত্তমান ...।

আবর্ত্তিত : ● **আবর্ত্ত** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহার **আবর্ত্তন** হইয়া গিয়াছে বা ঘটিয়া গিয়াছে। ⊓ পরিঘট্টিত, আলোড়িত (দুগ্ধাদি), গুণিত, ঘূর্ণিত, বারংবার উচ্চারিত, সঞ্জাতবর্ত্ত, আবর্ত্তযুক্ত।

আবশ্যক : ● যাহা **অবশ্য** করিতে হয় (অন্যথায় আত্মস্বরূপে যথাস্থিতি থাকে না)। / নিয়ম হেতু কর্ত্তব্য যাহা। (ব.শ.)। ⊓ অবশ্যকর্ত্তব্য, অবশ্যম্ভাব, অবশ্যকর্ত্তব্যতা, প্রয়োজনীয়তা, দরকার।

আবহ : ● **বহ**-এর আশ্রয় যাহাতে। /অভি-মুখে বহন করিয়া আনে যে। (ব.শ.)। ⊓ জনক, কারক; সপ্তস্কন্ধবায়ুর প্রথমস্কন্ধ ভূবায়ু, অগ্নির সপ্তজিহ্বার একতম। ❋

আবাদ : ● **আ** (অনকৃত) **বাদ** (...কথাবার্ত্তা) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা মানবের মনোভূমি কর্ষণ করা হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দ্বারা বাহ্যভূমি বা শস্যক্ষেত কর্ষণ করা হয়। ⊓ মনচাষ, (সাদৃশ্যে) জমিচাষ।

আবিল : ● **বিল**-এর আশ্রয় যাহাতে; অথবা, মানসিক মল থাকে যাহাতে; কিংবা, যে মানসিক সামাজিক আর্থিক মলবাহী সত্তা-সমূহ মানুষের দর্শনকে (দৃষ্টিভঙ্গিকে, ধর্ম্মকে) কলুষিত করে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে বাহ্য ময়লাদি মানবদেহের চারিদিক কলুষিত করে। / দৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করে যে। (ব.শ.)। ⊓ বুদ্ধির অবিষয়, দুর্ব্বোধ, অস্বচ্ছ, অপবিত্র, কলুষ, কলুষিত, দূষিত।

আবিস্ : ● **আব** (...অবজাত) সক্রিয় হইয়া নির্য্যাসত্যাগ করে যাহাতে; অথবা, যাহা ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাটিয়া বাহির হইয়া আসে।

আবির্ভাব : ● **আবিস্**-পূর্ব্বক **ভবন** (হওয়ন) যাহার; অথবা, যাহা উদ্ভূত হইয়া চক্ষুগোচর হয়। ⊓ উদ্ভূত, দৃষ্টিগোচরতা, দেবাদির নরাদিরূপে প্রকাশ। ❋

আবিষ্করণ : ● **আবিস্**-পূর্ব্বক করণ যাহাতে; অথবা, **আব** ফাটাইয়া তাহার অন্তর্নিহিত সত্তাকে বাহির করিয়া আনা চলে যাহাতে (যে প্রক্রিয়ায় বা প্রচেষ্টায়)। ⊓ প্রকটন, গোচরীকরণ, অজ্ঞাত বিষয় বা বস্তুর প্রকাশ করণ, উদ্ভাবন।

আবিষ্কার : ● **আবিষ্করণ** কৃত যাহাতে। ⊓ প্রকট, গোচর।

আবিষ্কৃত : ● যাহা **আবিষ্কার** করা হইয়াছে।

আবৃত্তি : ● **বৃত্তির** আশ্রয় যাহাতে; অথবা, একই কবিতা বা কাব্যাংশাদির উচ্চারণ কর্ম্মের **বৃত্ত** পরিক্রমা বা আবর্ত্তন বারংবার সক্রিয়ভাবে করা হয় যাহাতে। ⊓ পুনঃ পুনঃ পাঠ, আবর্ত্তন, পুনর্জ্জন্মাবৃত্তি। ❋

আবেদন : ● **বেদন**-এর আশ্রয় যাহাতে;

অথবা, যে কথাবার্ত্তায় **বেদন**-এর বিষয়সমূহ বলা থাকে। ⊓ রাজার নিকটে বাদীর কথিত বিষয়, প্রার্থনা।

আভরণ : ● আশ্রিত **ভরণ** যাহাতে। ⊓ সম্যক ধারণ বা পোষণ, ভূষণ, অলঙ্কার।

আভা : ● **ভা**-এর (দীপ্তির) আশ্রয় যাহাতে। ◻ দীপ্তি, প্রকাশ, ছায়া, বাতরোগ-বিশেষ।

আভাষ : ● **ভাষ**-এর আশ্রয় যাহাতে। ⊓ সম্ভাষা, আলাপ, গ্রন্থের ভূমিকা, মুখবন্ধ।

আভাষণ : ● **আভাষ** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ সম্ভাষা, অভিভাষণ, সম্বোধন।

আভাষিত : ● **আভাষণ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ⊓ আলপিত, কৃতসম্ভাষণ, উক্ত।

আভাস : ● **ভাস**-এর আশ্রয় যাহাতে। / যাহা তুল্যরূপে প্রতীত হয়। (ব.শ.)। ◻ তুল্যপ্রকাশ, দীপ্তি, বোধ, প্রতিবিম্ব, সাদৃশ্য, মিথ্যাবুদ্ধি ... ইত্যাদি।

আভ্যুদয়িক : ● **অভ্যুদয়** হইতে জাতকে সক্রিয় করে যে; অথবা, যাহা করিলে জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ প্রভৃতির বৃদ্ধি সাধিত হয় তাহার সহিত সম্বন্ধিত যে; কিংবা, (একালের ভাষায়) উন্নয়নমূলক কার্য্য করা হয় যাহাতে। /অভ্যুদয় যাহার প্রয়োজন। (ব.শ.)। ⊓ বৃদ্ধিফলক, হিতকর, অভ্যুদয়-নিমিত্ত, বৃদ্ধিনিমিত্ত, বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে অভ্যুদয়ফল শ্রাদ্ধবিশেষ। ❋

আম : ● **অম** (তেজ) হইতে জাত; অথবা, অস্তিত্বধারীর সীমায়ন যাহাতে; কিংবা, তেজ সীমায়িত রূপে থাকে যাহাতে; অথবা, বিষম-তেজাদি হেতু যাহা সমাজশরীরে (মানবশরীরে) জন্মায়। /যাহা পীড়িত করে; অথবা, যাহা ঈষৎ অগ্নিপ্রাপ্ত হইয়াছে। (ব.শ.)। ◻ ব্যক্তির ব্যক্তিমালিকানাবোধ, মলবৈষম্য রোগ, আমরোগ, আমাশয়, অদগ্ধ (ঘটাদি), অজীর্ণ (খাদ্য); (সাদৃশ্যে) আম্রফল। ❋

আমড়া : ● **আম**-এর (ব্যক্তিমালিকের পণ্যের) গড়ান-উড়ান যে আধারে; অথবা, যাহাতে নিম্নমানের পণ্যবিস্তার থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) টক ও শাঁসহীন ফল থাকে যাহাতে। ◻ (সাদৃশ্যে) একপ্রকার টক ফল।

আমড়াকাঠের ঢেঁকি : ● **আমড়া** গাছ হইতে প্রস্তুত করা হয় যে **ঢেঁকি**; অথবা, যে সংস্থা শুধুমাত্র নিম্নমানের পণ্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে বলিয়া তাহার ব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল হয়, আর সেকারণে সেই সংস্থার কর্ম্মী একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছুই করিতে পারে না এবং সে কাজও সে ঠিকঠাক করিতে পারে না; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে গাছের কাঠে প্রস্তুত ঢেঁকি হালকা বলিয়া তাহাতে ঠিকঠাক কাজ চলে না। ◻ অকেজো লোক; (সাদৃশ্যে) হালকা ঢেঁকি।

আমড়াগাছি করা : ● **আমড়াগাছ** (নিম্ন-মানের পণ্য উৎপাদন সংস্থা) যেরূপ মিথ্যা প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহার পণ্য বিক্রয় করে, তদ্রূপ করা হয় যাহাতে। ◻ (লক্ষণার্থে) অযথা প্রশংসা করা, চাটুবাক্যে ভুলানো।

আমন্ত্রণ : ● **মন্ত্রণ**-এর আশ্রয় যাহাতে; অথবা, **মন্ত্রণা** করিবার নিমিত্ত আহ্বান জানান হয় যাহাতে; কিংবা, **মন্ত্রণা**র (গূঢ় বিষয়ে আলাপ আলোচনার) উদ্দেশ্যে যে আহ্বানে অবশ্যই আহুতকে সসম্মানে খাদ্যাদি পরিবেশন করা হয়; অথবা, যাহার (যে **আমন্ত্রণ**-এর) উদ্দেশ্য লুপ্ত হইয়া আচারটুকু (খাওয়া-দাওয়াটুকু) প্রচলিত আছে। (দ্র. **মন্ত্রণ**)। /যেরূপ আজ্ঞাপালন ইচ্ছানুযায়ী,

অপালনেও প্রত্যবায় নাই, তাদৃশ নিয়োগ-বিশেষ (যাহাতে); অথবা, উৎসবাদিতে ভোজনের নিমিত্ত আহ্বান (যাহাতে)। (ব.শ.)। ▫ মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত আহ্বান, আপ্রচ্ছন, স্বাগতকুশলাদি-প্রশ্নপূর্ব্বক প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা, অভিমন্ত্রণপূর্ব্ব শলাপরামর্শ; (লক্ষণার্থে) ভোজনাদির জন্য আহ্বান। *

আময় : ● আশ্রিত **ময়** যাহাতে; অথবা, দেহ বা মন দূষিত যাহাতে। /হিংসা করে যে। (ব.শ.)। ▫ আধি-ব্যাধি, রোগ, পীড়া।

আমর্শ : ● **মর্শ**-এর আশ্রয় যাহাতে। ▫ বিষয়ের সম্যক স্পর্শ, সংস্পর্শ, মন্ত্রণা, পরামর্শ, প্রণিধান, বিচারণা, পরিমার্জ্জন।

আমল : ● **আম** (...ব্যক্তিমালিক প্রজাগণ) লালিত যাহাতে (যে কালচক্রে, শাসনকালে)। ▫ কালচক্র, রাজত্বকাল, শাসনকাল।

আমলকী : ● **আম**-এর (**অম**-জাতগণের) লালন সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যাহা সমাজদেহের (মানবদেহের) যথাস্থিতি রক্ষা করে। ▫ আমলা, 'বুরোক্র্যাট', (সাদৃশ্যে) ধাত্রী ফল, আমলকী ফল। *

আমলকী বৃক্ষ : ● **আমলকী-ফল** (আমলা) থাকে যে গাছে (ব্যবস্থায়)। ▫ আমলাতন্ত্র, (সাদৃশ্যে) ধাত্রীবৃক্ষ।

আমলা : ● **আম** (...**অম**জাত প্রজাগণকে) লালন করে যে। ▫ উচ্চপদের সরকারী কর্ম্মচারী, 'বুরোক্র্যাট', (সাদৃশ্যে) আমলকী গাছ ও তাহার ফল। *

আমানি : ● **আম**গ্রস্ত সক্রিয়ভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, **আম**-এর ন্যায় টক হইয়া গিয়াছে যে। ▫ পান্তাভাতের অম্লপানি।

আমি : ● **আম** (**অমজাত**) সক্রিয় যাহাতে (সেই সত্তা বা **ব্যক্তি**); অথবা, একটি দেহমনের আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটে যাহাতে (যে শব্দে); কিংবা, যাহাতে একটি দেহমনের অধিকারী (ব্যক্তি-ইন্দ্র) নিজেকে 'আমি' বলিয়া সম্বোধন করে; অথবা, খানিক জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের অধিকারী হইয়া তবেই যে সত্তা (দেহমনের পরিচালক ব্যক্তি-ইন্দ্র) নিজেকে 'আমি' বলিয়া সম্বোধন করিবার যোগ্য হইয়া থাকে। ▫ আত্মা, বক্তা নিজে, অহমিকা, অহংবোধের আশয়। *

আমিক্ষা : ● **মিক্ষা**র (সীমায়িতকে সক্রিয় করণের দিশাগ্রস্ত আধারের) আশ্রয় যাহাতে; অথবা, **মিহ্**-এর (মূত্রপুরীষকরণের) দিশাগ্রস্ত প্রয়োগের আশ্রয় যাহাতে; কিংবা, উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয় করিয়া মুদ্রা সঞ্চয় করা হয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) দুধকে দুধের কুচিতে পরিণত করা হয় যাহাতে; কিংবা, ভারতে যাহা খাওয়া বেদবাদীগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল এবং বেদবিরোধী বঙ্গবাসী তাহা ভরপুর খাইয়াছে এবং তাহা হইতে রসগোল্লা বানাইয়া জাতীয় বিশেষত্বে পরিণত করিয়াছে। ▫ মুদ্রা, মুদ্রা সঞ্চয়, (সাদৃশ্যে) দধিকুর্চ্চিকা, ছানা। *

আমিষ : ● **আমি** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, **মিষ**-এর (অভিভব করিবার ইচ্ছার) আশ্রয় যাহাতে; কিংবা, 'আমি' 'আমি' 'আমার' 'আমার' করিবার (মৎস্য মাংস খাইবার) ইচ্ছা থাকে যাহাতে। ▫ ব্যক্তিমালিক হওয়ার ইচ্ছা, বিষয়াভিলাষ, উপঢৌকন, উৎকোচ, (সাদৃশ্যে) অপক্ক মাংস, মাংস, মাছ। *

আমোদী : ● **আমোদ** (**মোদ**-এর আশ্রয়) সক্রিয় যে আধারে। ▫ আমোদবান, হর্ষিত; (সাদৃশ্যে) একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য।

আম্নাত : ● **ম্নাত**-সমূহের (অধীতসমূহের)

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▫ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহা উচ্চারণ করিয়া পাঠ করা হয় বা হইয়াছে। /যথাবিধি গুরুমুখে শ্রবণপূর্ব্বক বেদাদির অভ্যাস (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◻ যথাবিধিপঠিত, আখ্যাত, কথিত, পুনঃ পুনঃ কথন, বেদ, শ্রুতি, তন্ত্রশাস্ত্র ...।

আম্র : ● **আম** (...**অম**জাত) আবর্ত্তমান যাহাতে; অথবা, মানুষের **অম** বা তেজ (মেধা-শ্রম) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তেজবান থাকে যে। ◻ পণ্য, (সাদৃশ্যে) আম্রফল।

আম্রপালী : ● **আম্র** (...পণ্য) পালিত হয় যে সক্রিয় আধারে; অথবা, এককালীন বহু পণ্য উৎপাদন করে যে সংস্থা। ◻ পাইকারী উৎপাদন ব্যবস্থা; (সাদৃশ্যে) এক নারী বৈশ্যের নাম। দ্র. **পিকবন্ধু**।

আম্রবৃক্ষ : ● **আম্র** ফলায় যে **বৃক্ষ** (সংস্থা, ব্যবস্থা); অথবা, বিপুল পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে যে সংস্থা; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে গাছে প্রচুর ফল ফলে। ◻ (সাদৃশ্যে) আমগাছ।

আয় : ● যাহা **আ**-এর (অস্তিত্বধারীর) কাছে যায় (আসে); অথবা, যাহা **আ**-গমন করে। ◻ প্রাপ্তি, ধনাগম। ✱

আয়ু : ● **আয়** (...আগমন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, (অস্তিত্বধারীর) **আয়** (শ্বাসাদির আগমন) যে সময়কাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ◻ প্রাণ, জীবন। ✱

আয়ুধ : ● **আ** (...অনকৃত) **যুধ** (অভিভব করণের ইচ্ছায় গমন) যাহাতে; অথবা, **আয়ু** ধারণ করে (বাঁচায়) যে। /যাহা দ্বারা যুদ্ধ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ অস্ত্রমাত্র। দ্র. **হলায়ুধ**।

আয়ুর্ব্বেদ : ● যাহার দ্বারা **আয়ু**র বিষয়ে বিদিত হওয়া যায়। ◻ চিকিৎসাশাস্ত্র।

আয়োজন : ● **আ** (...অনকৃত) **যোজন** (যোগকরণ) যাহাতে; অথবা, যাহাতে অনেক কিছু যোজন করা হয়। ◻ সংযোজন, উদ্যোগ, আহরণ, আহৃত দ্রব্য বা দ্রব্যসম্ভার।

আয়োগ : ● **আ** (অনকৃত) **যোগ** (যুক্তকরণ) যাহাতে; অথবা, **যোগ**সাধন সমূহের আশ্রয় যাহাতে; কিংবা, যে সংস্থা নানা প্রকার **যোগ**সাধন করিবার ব্যবস্থা করে। ◻ সম্যক যোগ, ব্যাপার, উদ্যোগকারী।

আর : ● **অর** (আবর্ত্তন) হইতে জাত যে; অথবা, সত্তার আবর্ত্তনের ফলস্বরূপ যে নূতন আবর্ত্তনকারীসমূহ জন্মায়; কিংবা, সত্তার বিকল্প পাওয়া যায় যাহাতে। ◻ অপর, অন্য, (সাদৃশ্যে) চক্রাঙ্গকাষ্ঠবিশেষ, আরা। ✱

আরক্ত : ● **আ** (অনকৃত) **রক্ত** (...রাগযুক্ত) যে; অথবা, যে সত্তা প্রাণপ্রাচুর্য্যে বা লজ্জায় **রক্ত**বর্ণ (**লোহিত**বর্ণ) ধারণ করিয়াছে। ◻ ঈষৎ রক্ত, আলোহিত।

আরণ্য : ● **অরণ্য** (**অরণ** থাকে যেখানে) হইতে জাত যে; অথবা, সমাজের বনাঞ্চলের (নগরাদি, কারুকর্ম্মকেন্দ্রসমূহ, হাট প্রভৃতির) সহিত সম্বন্ধিত যে; কিংবা, যে কালে মন্দির-কেন্দ্রিক-সভ্যতা-নির্ভর ভারতের **গ্রাম**গুলি সমৃদ্ধ ছিল এবং শাসকেরা সেখানে বাস করিত সেই কালের সামাজিক বনাঞ্চল রূপী নগরাদির সহিত সম্বন্ধিত ছিল যাহা; অথবা, যেকারণে **গ্রাম্য** শব্দের বিপরীত শব্দ রূপে আজও **আরণ্য** শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ◻ নগরসম্বন্ধী, নগরীবিষয়ক, শহুরে; (সাদৃশ্যে) বন্য, জাঙ্গল।

আরণ্যক : ● **অরণ্য** বিষয়ক আচরণের চর্চা করে যে; অথবা, প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানীগণ তাঁহাদের অর্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞান (থিয়োরি বা **ব্রাহ্মণ**) সমাজবনে প্রয়োগ করিতে গিয়া

যে প্রায়োগিক জ্ঞান (**আরণ্যক**) লাভ করিয়াছিলেন; কিংবা, যে প্রায়োগিক জ্ঞানকে তাঁহারা বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরিয়, ঐতরেয়, কৌশিতকী উপনিষদে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ... ◘ অরণ্যভব, বনস্থিত, বন্য (মনুষ্য পথ অধ্যয়ন ন্যায় বিহার মনুষ্য ও হস্তী); আরণ্যবাসসম্বন্ধী, অরণ্যভব মনুষ্য; মুনিপ্রভৃতি, তপস্বী। ✱✱

আরতি : ● **আ** (অনকৃত) **রতি** (...কর্ম্মরত হওয়ন সক্রিয়) যাহাতে; অথবা, (**সন্তান**-উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে) **পুরুষ**-এর সহিত তন্ময় হইয়া **কর্ম্মরত** বা **সঙ্গমরত** আছে যে **প্রকৃতি**; কিংবা, কোনো সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে তাহার পরিচালকের (**পুরুষ**-এর) পরিচালনায় তদ্‌গত হইয়া **কর্ম্মরত** আছে যে কর্ম্মী (**প্রকৃতি**)। (দ্র. **সুরতহাল**)। ◘ চলমান সুরতি, কর্ম্মরত সুকর্ম্মী, নামমাত্র।

আরব : ● **আ** (অনকৃত) **রব** (উচ্চৈঃস্বরে শব্দ প্রকাশন) যাহাতে; অথবা, সরবে লেনদেন চলিত যে দেশে (লুকোচুরি করিয়া বা গুপ্তভাবে নয়)। ◘ উচ্চৈঃরব, ভীষণ শব্দ, মহাধ্বনি, দেশবিশেষ।

আরবী : ● **আরব** (রবাশ্রয়) সক্রিয় যে আধারে। ◘ আরবের ভাষা, আরবের অধিবাসী।

আরম্ভ : ● **আ** (অনকৃত) **রম্ভ** (আবর্ত্তন-সীমায়নের সূচনা) যাহাতে; অথবা, যাহার সূচনা পরিমিত কালের মধ্যে আবর্ত্তিত হইয়া কাম্যফল দান করে; কিংবা, নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে সমাপ্ত হয় এমন পুনরাবৃত্তিজনক কর্ম্মের একবারের আবর্ত্তনের সূচনা করা হয় যাহাতে; অথবা, যথা, যে সূচনায় ক্ষেতে একটি ধান বপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে হাজার ধান লাভ করা যায়। ◘ প্রথম কৃতি, উপক্রম, উদ্যোগ ...।

আরাত্রিক : ● **আ** (অনকৃত) **রাত্রিক** (রাত্রিতে করণীয়) যাহাতে; অথবা, যখন সমাজ আলো করিয়া **সূর্য্যস্বরূপ** রাজা থাকে না তখন যাহা করিতে হয়। /যাহা অরাত্রিতেও (অর্থাৎ রাত্রিতে এবং দিবসেও) নিবৃত্ত হয়। (ব.শ.)। ◘ নীরাজনকর্ম্ম, আরতি, নীরাজনার্থ দীপ ...। দ্র. **নীরাজন**।

আরাধনা : ● **আ** (অনকৃত) **রাধনা** (...বৃদ্ধি-সাধনা) যাহাতে; অথবা, যাহা (যে পুনরাবৃত্তি-জনক ফসল-উৎপাদক কর্ম্মকাণ্ড) যতবার আবর্ত্তিত করা যায় ততবারই বৃদ্ধি পায় - এমন **রাধকরণ** করা হয় যাহাতে। ◘ উপাসনা, সেবা, সাধনা, পরিচর্য্যা, উপচার ...। ✱

আরাম : ● **আ** (আশ্রিত) **রাম** (**রম**জাত) যাহাতে; অথবা, **রমণ**-অন্তে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিংবা, যথা, কৃষিক্ষেত্রে চাষের প্রত্যেক কালখণ্ড (মরসুম) অতিক্রম করিয়া ফললাভ করিতে পারিলে যে সুখানুভূতি হয়। ◘ আরতি, সুখানুভব, আরমণ, আক্রীড়া, আনন্দ, উদ্যান, ক্রীড়ার্থ বন, পুষ্পফলোপচয়হেতু ভূভাগ ...। ✱

আর্জ্জব : ● **ঋজু**তা বহন করে যে। ◘ অবক্রতা, সরলতা, পরপ্রতারণারাহিত্য।

আর্ত্ত : ● **আ** (অনকৃত) আবর্ত্তন তারণপূর্ব্বক তারিত যাহাতে (যে অন্যতর আবর্ত্তনে); অথবা, নিজস্ব আবর্ত্তন-পথে চলিতে চলিতে অন্যতর আবর্ত্তনের ভিতরে পড়িয়া গিয়াছে যে। ◘ পীড়িত, কাতর, আপন্ন ...।

আর্য্য : ● **আ** (অনকৃত) আবর্ত্তনের যাওয়া থাকে যাহাতে; অথবা, পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে আবর্ত্তনশীল দক্ষতামূলক পরীক্ষিত জ্ঞান

(explicit knowledge) ও তদনুসার কর্ম্ম (বারংবার পুনরাবৃত্ত হইয়া) চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, যে সত্তা আর আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিতে যায় না (উৎপথধাবন করিতে যায় না), ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত জ্ঞান লইয়াই কাজ চালায়। / **উপজীব্য**তা হেতু উপগম্য যিনি। (ব.শ.)। ▫ বেদানুসারে কর্ত্তব্যাচারী অকর্ত্তব্যত্যাগী ও আচারবান, উৎপথধাবন-বিমুখ, দক্ষ, বিশেষজ্ঞ, ভদ্রলোক ...। ✱

আর্য্যা : ● **আর্য্য**-এর (...পুনরাবৃত্তিকারীর) আধার যে; অথবা, **আর্য্য**করণ (...একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি) থাকে যাহাতে; কিংবা, যথা, শুভঙ্কর যে পুনরাবৃত্তিমূলক হিসাবের নিয়ম পয়ার ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। ▫ আর্য্যের স্ত্রী, শুভঙ্করী আর্য্যা।

আর্য্যাবর্ত্ত : ● **আর্য্য**গণের আব**র্ত্তন** (পুনঃ পুনঃ উদ্ভব) হইয়াছিল যাহাতে (যে মনোভূমিতে, বাহ্যভূমিতে); অথবা, **দৃষদ্বতী** ও **সরস্বতী**র মধ্যবর্ত্তী যে মনোলোকে **আর্য্য**গণ (শিব কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইলেও) পুনঃপুনঃ উদ্ভূত হইয়াছিলেন; কিংবা, ভারত-বর্ষের যে ভূভাগে **আর্য্য**গণ **আবর্ত্ত**মান হইয়াছিলেন। ▫ (সাদৃশ্যে) পূর্ব্বসমুদ্র পশ্চিমসমুদ্র হিমালয় ও বিন্ধ্য এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। ✱

আলগ্নী (অল্‌গনী) : ● **আ** (আশ্রিত) **লগ্ন** (...লাগিয়া থাকা) যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যথা, যে বংশদণ্ড ঘরের পূর্ব্ব-পশ্চিম বা উত্তর-দক্ষিণ দুই দেয়ালে সংলগ্ন থাকে (যাহাতে কাঁথা, কাপড় প্রভৃতি রাখা হয়)।

আল-টপকা : ● **আল-টপকান** হয় যাহাতে; অথবা, **আল** (সীমার আলি) লঙ্ঘন করা হয় যাহাতে; কিংবা, সমাজস্বীকৃত দৃশ্য বা অদৃশ্য লক্ষ্মণরেখা (যাহা সচরাচর কেহ লঙ্ঘন করে না) **টপকান** হয় যাহাতে (ফলত তাহা অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে বলিয়া আকস্মিক মনে হয়)। ▫ সীমালঙ্ঘন, হঠাৎ, আচম্বিতে।

আলাপ : ● **আ** (অনকৃত) **লাপ** (...মনো-ভাবের ভাষায় রূপান্তরণ হইতে জাত) যাহাতে; অথবা, মনোভাব উচ্চারিত হয় যে ভাষণে তাহা অনকৃত থাকে যাহাতে। ▫ গমনাগমন কালে প্রিয়বচন, পরস্পরকথন, সংগীতে স্বরসাধন।

আলাপ-সালাপ : ● **আলাপ** ও সহ-আলাপ যাহাতে। ▫ কথোপকথন।

আলিঙ্গন : ● **আ** (অনকৃত) **লিঙ্গন** (...তত্ত্বের প্রয়োগকরণ) যাহাতে; অথবা, আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত জ্ঞানের কর্ম্মযজ্ঞে প্রয়োগকরণ করা চলে যাহাতে (যে সান্নিধ্যে বা সন্নিকর্ষণে); কিংবা, (সাদৃশ্যে) পরস্পরকে জড়াইয়া ধরা হয় যাহাতে। ▫ আশ্লেষণ, পরিষঙ্গ, কোলাকুলি ...। ✱

আলেয়া : ● **আ**-এর (অনকৃত) দিশাগ্রস্ত **লয়ন** থাকে যাহাতে; অথবা, যে সত্তা অব্যক্ত ভাবে 'আইস, লইয়া যাও' বলিয়া কুহক বিস্তার করে। ▫ সঞ্চরণশীল দীপ্তিমান বাষ্পবিশেষ, ভূতযোনিবিশেষ।

আলো : ● **আ** (অনকৃত) লালনকারী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা 'গ্রহণ করো' 'গ্রহণ করো' বলিয়া সর্ব্বদিকে বিচ্ছুরিত হয়। ▫ অপ্রতিহত দীপ্তি, শিখা বা সূর্য্যের দীপ্তি, প্রভা।

আলোক : ● **আ** (অনকৃত) **লোক** (দর্শনসাধন) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্রষ্টব্যের উপর প্রতিফলিত থাকিলে মানুষের দৃষ্টি দ্রষ্টব্যকে দেখিতে সক্ষম হয়। /যাহার দ্বারা

দর্শন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ প্রতিফলিত আলো, দ্যোত, দীপ্তি, জ্যোতি ... । *

আলোকন : ● **আলোক** (প্রতিফলিত আলোর প্রকাশ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **আলোক**-করণ (প্রতিফলিত আলোর প্রকাশকরণ) চলে যাহাতে। ❐ দর্শন।

আলোচক : ● **আলোচনা** করে যে।

আলোচন : ● **আ** (অনকৃত) **লোচন** (...মনশ্চক্ষু দিয়া দেখা ...) যাহাতে; অথবা, (**আলোকন**পূর্ব্বক তুলিয়া আনা ও মনোলোকের চিত্রস্মৃতির ভাণ্ডারে রাখা জগতের প্রতিচ্ছবিসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিষয় বা বস্তুর ছবি আনয়নের জন্য) প্রেরিত মনশ্চক্ষু দ্বারা বিশেষ ছবি আনয়ন করা চলে যাহাতে; কিংবা, মনোলোক হইতে বিশেষ বিষয় বা বস্তুর প্রতিচ্ছবি আনিয়া তাহা লইয়া বিচার-বিবেচনা করা চলে যাহাতে। ❐ বিশেষ ধর্ম্মাদি বিবেচন, বিমর্শন, বিচিন্তন।

আলোচনা : ● **আলোচন**-এর আধার যে; অথবা, **আলোচন**-করণ চলে যাহাতে।

আল্‌গনী : দ্র. **আলগ্নী**।

আশয় : **আ** (আশ্রিত) **শয়** (...শক্তিধারীর শয়ন) যাহাতে; অথবা, শক্তিধারী শয়ন করে যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রে)। ❐ ধান্যাদি ধনাগার, ভাঁড়ার, ফলবিপাকপর্য্যন্ত চিত্তে শায়ী, কর্ম্মজন্য বাসনারূপ সংস্কার, শয়নস্থান, আধার, আশ্রয়, বাসস্থান, **পিত্তাশয় আমাশয় মূত্রাশয় গর্ভাশয়** ...।

আশা : ● **আশ** (**অশ**-জাতর) আধার যে; অথবা, **আ**-এর (অস্তিত্ববানের) **শ** (পাইবার ইচ্ছাশক্তির বিচ্ছুরণ) থাকে যে আধারে; অথবা, সত্তার মন যতদূর পর্য্যন্ত **আশ** (প্রাপ্তীচ্ছা-শক্তির প্রেরণ) করিতে পারে। / যাহা সমন্তাৎ ব্যাপ্ত করে। (ব.শ.)। ❐ আয়তা তৃষ্ণা, দীর্ঘাকাঙ্ক্ষা, অপ্রাপ্ত-প্রাপ্তীচ্ছা। *

আশাপতি : ● **আশা**র পতি যে; অথবা, সামাজিক প্রত্যাশা যে পর্য্যন্ত যায় সে পর্য্যন্ত আধিপত্য করে যে। ❐ দিক্‌রক্ষক, ইন্দ্রাদি; অযুত গ্রামের রাজস্বগ্রাহক রাজপুরুষ। *

আশপাশ : ● **আশ**করণ ও **পাশ**করণ যাহাতে; অথবা, যাহাকে মন দিয়া **আশা** করা যায় ও যাহাকে শরীর দিয়া **পাশ** বা স্পর্শ করা যায়। ❐ মনের সর্ব্বদিক ও দেহের সর্ব্বদিক, দেহমনের পার্শ্বদেশ, চারিদিক। *

আশী : ● **আশ**-এর (প্রাপ্তীচ্ছার) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা প্রাপ্তীচ্ছায় অন্যকে দখল করে বা করিবার প্রত্যা**শা** করে। ❐ কাঁকড়া বিছার দাঁড়া, **আশী**বিষ, পাকড়া**শী**।

আশীবিষ : ● যে **বিষ** সারা শরীর (শরীরের সমস্ত কোষ) দখল করে বা করিবার প্রত্যা**শা** করে। / আশীতে বিষ যাহার; অথবা, যাহার আশীতে (দাঁড়ায়) বিষ থাকে। (ব.শ.)। ❐ বিষধর, দর্ব্বীকর সর্পবিশেষ।

আশীর্ব্বাদ : ● **আশীষ** দানকারী **বাদ** (কথন) যাহাতে; অথবা, যে বাক্যাদি দ্বারা যতদূর **আশা** ততদূর পাইবার কথা বলা হইয়া থাকে। ❐ শুভবাক্যের কথন, প্রিয়ার্থ-প্রাপ্তীচ্ছার প্রকাশন, অনুগ্রহ, কৃপা।

আশু : ● **আশ** (প্রত্যাশিত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে প্রত্যাশিত সত্তা অল্প স্থান কালের ব্যবধানে উপস্থিত হয় বা হইবে; কিংবা, (লক্ষণার্থে) যাহা কিছু অনতিবিলম্বে ঘটে বা ঘটিতে পারে। ❐ ক্ষিপ্র, শীঘ্র, আউশ ধান।

আশ্চর্য্য : ● **আশ** (আশামূলক) **চর্য্য** (আচরণ থাকে) যাহাতে; অথবা, সকলের

সহিত মিলিয়া কোনো কার্য্য করিয়া তাহার ফল 'আমি লাভ করিব' - এইরূপ আচরণ যাহাতে; কিংবা, প্রাচীন যৌথসমাজে যে আচরণ কেহই করিত না, করিলে অন্যেরা বিস্মিত হইয়া যাইত। ◻ অদ্ভুত, বিস্ময়কর। ✱

আশ্রম : ● **শ্রম**-এর (তপস্যার) আশ্রয় যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রে); অথবা, যে জীবৎকালে যে সামাজিক রূপে **শ্রম** করিয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করা হয়; কিংবা, যে স্থানে শ্রমিকেরা শ্রম করে (ও কারুজ শিল্পপণ্য উৎপাদন করে); অথবা, (সেকালের ভাষায়) যে **তপোবনে তপস্বী**রা তপস্যা করে; কিংবা, অর্থহারা হইয়া যে **আশ্রম**কে একদিকে (ইংলিশ-মিডিয়াম সংস্কৃতচর্চ্চার ন্যায়) রামকৃষ্ণ-**আশ্রম** বা তদ্রূপ সংস্থাদি বানানো গিয়াছে এবং অপরদিকে গাঁজাখোর তান্ত্রিক-সাধুদের আড্ডা-আখড়া বা **আশ্রম** (ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষের সাধনভজন-স্থান) বানানো গিয়াছে। /যাহাতে ব্রতার্থ শ্রম করে। (ব.শ.)। ◻ কারুকর্ম্মশালা বা তদ্রূপ কর্ম্ম-কেন্দ্র বা কর্ম্মকেন্দ্রসমূহ, কর্ম্মজীবন-কাল, **পূর্ব্বাশ্রম**, বর্ণা**শ্রম**, চতুরা**শ্রম**, মুনিগণের বাসস্থান, তপোবন, ধর্ম্মারণ্য, মুনিবন। ✱

আশ্রয় : ● **আ** (অনকৃত) **শ্রয়** (আবর্ত্তমান শক্তির চলন) যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রে); অথবা, যে এলাকার ভিতরে সত্তার আবর্ত্তমান শক্তির চলন চলিতে দেওয়া হয়; কিংবা, যাহার শরণ লইলে সত্তা তাহার **বর্ত্তমানতার** যথাস্থিতি বজায় রাখিতে পারে। ◻ অবলম্বন, স্বীকরণ। দ্র. **সাশ্রয়**।

আশ্বস্ত : ● **আশ্বাস** পাইয়াছে যে; অথবা, **আশ্বাস** পাইয়া শান্ত হইয়াছে যে। ◻ আশ্বাসপ্রাপ্ত, সান্ত্বনাপ্রাপ্ত।

আশ্বাস : ● **আ** (অনকৃত) **শ্বাস** যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে **শ্বাস** (মানসিক প্রাণবায়ু) লাভ করা যায়; কিংবা, যাহা বাঁচিবার **বিশ্বাস** যোগায়। ◻ ভয়বারণার্থ ব্যাপার, অভয়দান, শান্ত করা।

আস : ● **আ**-এর (অস্তিত্বধারীর) **অস্তিত্ব** যাহাতে; অথবা, সত্তার অস্তিত্ব (অস্তিত্বের নির্য্যাস, শেষাবস্থা, আধার, আভাস, এক-রৈখিক শক্তিপ্রয়োগ) মাত্র যাহাতে; কিংবা, **আস**করণ (আধার গ্রহণ, আধারিত হওয়ন ... প্রভৃতি) করে যে। ◻ উপবেশন, স্থিতি, সত্তা; আগমন করা, আয় হওয়া ...। ✱

আসন : ● **আস** (অস্তিত্বধারীর অস্তিত্ব) **অন** (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক পদে বসিয়া অস্তিত্বধারীর অস্তিত্ব চলমান থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে চাটাই পিঁড়ি বা তদ্রূপ স্থানে লোকে বসে। ◻ সামাজিক পদ, (সাদৃশ্যে) উপবেশন, বসিবার স্থান। ✱

আসমুদ্র : ● **আ** (অনকৃত) **সমুদ্র** (জনসমুদ্র) যাহাতে; অথবা, যাহা **সমুদ্র** (জনসমুদ্র) পর্য্যন্ত প্রসারিত।

আসর : ● **আ** (আশ্রিত) **সর** (জ্ঞানসর) যাহাতে; অথবা, যেখানে জ্ঞানসুধার **সর**-এ (সরোবরে) মানুষ নিমজ্জিত হয়, হইয়া থাকে। ◻ মজলিস, পালাগান গায়কের বা যাত্রা-সম্প্রদায়ের সভা। ✱

আসা : ● **আস**-এর (আধারিত করিবার বা হইবার) আধার যে; অথবা, যে আধারিত করিতে বা হইতে আগমন করে; কিংবা, **আস**করণ (আগমন) চলে যাহাতে। ◻ আগমন, উপস্থিত হওয়ন। ✱

আস্ত : ● **অস্ত** (...স্থিতসত্তা) হইতে জাত; অথবা, যে সত্তা স্থিত হইয়া অখণ্ড রূপে

বিরাজ করে। ⊓ অখণ্ডিত, সমস্ত, গোটা।

আস্তিক : ● / অস্তি, অর্থাৎ পরলোক আছে, ইহা যাহার মতি। (ব.শ.)। ⊓ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, বেদবাদী, বিশ্বাসবান। *

আস্তীক : ⊓ আস্তীক মুনি। ইনি জনমেজয়ের যজ্ঞে মাতৃশাপে বিধ্বস্তপ্রায় নাগবংশ রক্ষা করেন। (ব.শ.)। দ্র. **সর্পমেধ যজ্ঞ**।

আস্থা : ● **আ** (অনকৃত) **স্থা** (থাকা) যাহাতে; অথবা, যে স্থানে বা পাত্রে **স্থা**-করা বা থাকা যায় বা নির্ভর করা যায়। ⊓ আলম্বন, অপেক্ষা, যত্ন, আদর, প্রত্যয়।

আস্পদ : ● **আস**কৃত (...উপবেশিত, উপবিষ্ট) **পদ** (...পালনদাতা) যাহাতে; অথবা, **আস**করণ করা যায় যে পাত্রে। ⊓ আত্মযাপনার্থ স্থান, প্রতিষ্ঠা, ভাজন ...।

আহল : ● **আ** (অনকৃত) **হল** (...ঘনত্বের লালন) যাহাতে; অথবা, ঘনিষ্ঠ-হওয়ন হইতে যে শত্রুতামূলক বিকর্ষণ ঘটে। ⊓ দ্র. **কোলাহল, হলাহল**।

আহরণ : ● **আ** (অনকৃত) **হরণ** (...আনিয়া স্থিরকরণ) যাহাতে; অথবা, (অস্থির এলো-মেলো জগৎ হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় বা বস্তু) আনয়ন করিয়া স্থির করিয়া রাখা হয় যাহাতে। ⊓ আনয়ন, সংগ্রহ।

আহার : ● **হার**-এর (হরণকৃতের বা হৃতির) আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহাকে আনয়ন করিয়া (খাদ্যরূপে) গ্রহণ করা হইয়াছে। ⊓ সংগ্রাহক, আনয়ন, ভোজন, পান।

আহিত : ● **হিত**-এর (ধাত-র) আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহাকে সংহত করিয়া তারিত করা বা ধারণপূর্ব্বক তারিত করা হইয়াছে। ⊓ স্থাপিত, আরোপিত ... ইত্যাদি।

আহুতি : ● **আ** (অনকৃত) **হুতি** (প্রক্ষিপ্তের তারণ সক্রিয়) যাহাতে; অথবা, উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে মেধাশ্রমাদি বিনিয়োগ করা হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) প্রতীকী আচরণ করিতে গিয়া (এবং তাহার অর্থ বিস্মৃত হইয়া) আগুনে ঘি ঢালা হয় যাহাতে। ⊓ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দেবোদ্দেশে ঘৃতাদি হবিঃ ক্ষেপণ, হোম, হবন। দ্র. **হুত**।

আহ্লাদ : ● অনকৃত **হ্লাদ** (...আনন্দাদি) যাহাতে। ⊓ আনন্দ, সুখ।

আহবনীয় : ● **আ** (অনকৃত) **হবনীয়** (হবন করণীয়) যে (যে অগ্নি); অথবা, যে আগুন (টাকা, মেধা, শ্রম ... ইত্যাদি) উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে বিনিয়োগ করা হয়। দ্র. **গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি**।

আহ্বান : ● অনকৃত **হ্বান** (...স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক) ডাকা হয় যাহাতে; অথবা, উদ্দেশ্যমূলক ডাকাডাকি চলে যাহাতে; কিংবা, চীৎকার করিয়া বা হুকুম করিয়া ডাকা হয় যাহাতে। ⊓ আকারণ, সম্বোধন, দেবাদির আবাহন, তলব করা।

ই

ই : ● যাহা চলে বা যায়; অথবা, সক্রিয় বা গতিশীল যে; কিংবা, (অস্তিত্বকে) সক্রিয় বা গতিশীল করে যে; কিংবা, দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে চলমান (যায়) যে; অর্থাৎ, সংসার চলে, ঘড়ি চলে, শাসন চলে, প্রেম চলে ... এইরূপ অদৃশ্য গতি বা সক্রিয়তা থাকে যাহাতে। ⊓ সক্রিয়, গতিশীল, যাওয়ন, যায়ী, ...। *

ইঃ : ● **ই**-এর (সক্রিয় ইচ্ছাশক্তির) বিসর্জ্জন যাহাতে; অথবা, সত্তা যাহাতে সক্রিয় হইয়া

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

মনোক্ষোভমূলক ইচ্ছাশক্তি প্রক্ষেপণ করে। ▫ সক্রোধ তর্জ্জনে, চিত্তবিকারে, ঔৎসুক্যে, সাহঙ্কার কথনে ...।

ইঁচড় : ● **ইঁচ**-এর (যায়ী সত্তার রহস্যময় চয়নের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে সত্তা তাহার কৈশোরেই (কাঁচা বয়সেই) কর্ম্মযজ্ঞে যুক্ত হইবার যোগ্যতা ধরে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহাকে কাঁচা বয়সেও পাক করিয়া খাওয়া যায়। ⊓ (সাদৃশ্যে) তরকারির কাঁটাল। দ্র. **ছেঁচড়**।

ইঁচড়ে-পাকা : ● **ইঁচড়ে** (কাঁচা বয়সে) **পাকার** (পরিপক্ব-বুদ্ধি মানুষের) ন্যায় আচরণ করে যে। ⊓ অকালপক্ব।

ইঁদারা : ● **ইঁদ** (সক্রিয় রহস্যময় বিদারণ) করা মাটির গর্ত্ত জলপূর্ণ রহে যাহাতে। ▫ কূপ, বড় কুঁয়া।

ইঁদুর : ● **ইঁদ** (সক্রিয় রহস্যময় বিদারণ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া আবর্ত্তমান যাহাতে; অথবা, মাটির ভিতরে আঁকাবাঁকা রহস্যময়-ভাবে করা গর্ত্তে তাহার যে কারক থাকিয়া যায়। ⊓ মুষিক। দ্র. **সুন্দর**।

ইক : ● **ই** (সক্রিয়) **ক** (করে) যে; অথবা, কোনো সত্তাকে সক্রিয় করে যে; কিংবা, যথা, নীতিকে সক্রিয় করে যে (নৈতিক)। [ইক কথাটির সরাসরি প্রচলন নাই; নৈতিক (নীতি + ইক), ধার্ম্মিক (ধর্ম্ম + ইক), সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক — ইত্যাদি অজস্র শব্দে প্রত্যয় রূপে যুক্ত হইয়া প্রচলিত আছে।] ✻

ইকড়িমিকড়ি : ● সক্রিয়করণের গড়ান গতিশীল যাহাতে এবং সীমায়িতকরণের গড়ান গতিশীল যাহাতে; অথবা, 'ইহা করিয়া জীবন গড়াই বা জীবনযাত্রা চালাই, এবং উহা করিয়া জীবন গড়াই বা জীবনযাত্রা চালাই'। ▫ শিশুদের খেলাবিশেষ। (সম্পূর্ণ ছড়াটির অর্থ বঙ্গীয় শব্দার্থকোষে দেওয়া আছে।) ✻✻

ইক্ষু : ● **ইক** (সক্রিয়করণ) **ক্ষু** (শক্তির দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ নবরূপে উত্তীর্ণ) যাহাতে; অথবা, যে স্বনির্ভর পরিবার তাহার একই উৎপন্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া উদ্বৃত্ত করিয়া ফেলে; অথবা, যে তৃণ বিপুল পরিমাণে জাত হইয়া থাকে। ⊓ বিশেষ পেশাদার পরিবার, (সাদৃশ্যে) আকগাছ। ✻

ইক্ষ্বাকু : ● (পুরাণের তথ্যানুসারে) হাঁচি হইতে জন্ম যাহার; অথবা, (উদ্বৃত্ত উৎপন্নের) ত্যাগব্যাকুলতা হইতে জন্ম যাহার। ▫ সূর্য্যবংশীয় রাজাদের আদিপুরুষ; (সাদৃশ্যে) তিতো লাউ। ✻

ইঙ্গন : ● **ইঙ্গ** (গমনের রহস্যরূপ) **অন** (চলমান) যাহাতে। ▫ গমন, মানসিক চলন। (দ্র. **জ্যোতিরিঙ্গন**)। ✻

ইঙ্গিত : ● **ইঙ্গ** (সক্রিয় রহস্যময় গমন) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা মনোভাব সক্রিয় হইয়া রহস্যরূপে গমন করে। ▫ হৃদ্‌গত ভাববোধক চেষ্টা বিশেষ, সংকেত, ইশারা। ✻

ইচ্ছা : ● **ইচ** (সক্রিয় চয়ন) ছান্দিত যাহাতে; অথবা, যে যাওনে (মানসগমনে) চয়ন (বিশেষ কিছুর কামনা) ছান্দিত থাকে। ▫ অভিলাষ, কামনা। ✻

ইট : ● **ই**-এর (যায়ীর) **টঙ্কার** যাহাতে; অথবা, যে সত্তার অবয়বে তাহার অস্তিত্বের টনটনে ভাব স্পষ্ট জানান দেয় বা টঙ্কারিত হয়। / যাহাতে জিগীষুর যাত্রা আছে। (ব.শ. / দ্র. **ইষ্**)। ▫ ইষ্টক।

ইত : ● ই (যায়ী) তারিত যাহাতে; অথবা, (এই) যে (মানসিক বা বাহ্যিক) যায়ী সত্তাটি সম্মুখে তারিত হইল বা চলিয়া গেল। ⊓ গত, অন্বিত। ❋

ইতস্ততঃ : ● ইত (সম্মুখে গত) ও **ততঃ** (হেথা-সেথা ব্যাপ্ত) যাহাতে; অথবা, যাহা সামনের দিকে গত এবং দক্ষিণে-বামে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ⊓ এদিক-সেদিক। ❋

ইতর : ● ই-এর (যায়ীর) **তর** (তারণ রক্ষণশীল) যাহাতে; অথবা, যাহারা **ই-তর** বা কম-গতিশীল (**ই-তম**, অধিক গতিশীল বা অগ্রণী নহে); কিংবা, সমাজের চলমান অগ্রগমনে যাহারা পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। ⊓ সাধারণ লোক, অশিক্ষিত, ছোটলোক। ❋

ইতি : ● **ইত** (গত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ইত ইত হইয়াছে বা হইতে থাকে যাহাতে (গত গত হইতে থাকিলে যেরূপ গতি হয়, তদ্রূপ); কিংবা, অদৃশ্য-যাওয়া গত বা শেষ হইয়াছে যাহাতে। ⊓ বক্ষ্যমানপ্রকারে, অবধারণ, মতো। ❋

ইতিকথা : ● **ইতি** (...শেষ) পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে কথা; অথবা, কোনো বিশেষ ব্যাপারের সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল ঘটনাবলীর কথা বলা হয় যাহাতে। /এই প্রকার যাহার কথা। (ব.শ.)। ⊓ পূর্ব্বকথা, পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

ইতিবৃত্ত : ● **ইতি** (ইত হইয়াছে) যে **বৃত্ত** (সমাজের **আবর্ত্তনে**র কথা); অথবা, সূচনা হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সমাজের যে **আবর্ত্তন** চলিয়া আসিয়াছে তাহার (ঘটনাবলীর) কথা বলা শেষ করা হইয়াছে যাহাতে। ⊓ দৃষ্ট ঘটনাবলী, বৃত্তান্ত। ❋

ইতিহ : ● **ইতি** (ঘটনাবলীর কথা শেষ) হয় যেরূপে; অথবা, ই (গমন) তারিত হইয়া যেখানে গিয়া স্থির রূপ গ্রহণ করে। ⊓ পরম্পরাগত লোকপ্রবাদ, ঐতিহ্য। ❋

ইতিহাস : ● **ইতিহ**-র (ইতিকথার স্থির রূপের) **আসা** বা আগমন যাহাতে; অথবা, পূর্ব্বতন ঘটনাবলীর বিবরণের স্থির রূপ লোকপরম্পরায় বাহিত হইয়া আসে যাহাতে। /যাহা উপদেশ পরম্পরা রূপে আছে। (ব.শ.)। ⊓ লোকক্রমাগত কথা, পূর্ব্ববৃত্তান্ত। ❋

ইত্যাদি : ● **ইতি আদিতে** যাহার; অথবা, যে সত্তার কথা বলা হইতেছে তাহার পরে তদ্রূপ আরো অন্যান্য সত্তার অস্তিত্ব থাকে যাহাতে; অথবা, (যথা) 'খাতা **ইত্যাদি** লইয়া আইস' বলিতে 'খাতা, বই, কলম, পেনসিল, স্কেল, লইয়া আইস' বোঝানো হয় যাহাতে। /ইতি আদি যাহার। (ব.শ.)। ⊓ এবমাদি, এবংবিধ, ইতিনামক, পূর্ব্বোক্ত-নামক। (দ্র. **প্রভৃতি**)। ❋

ইদানীং : ● সক্রিয়তা দানকারী রহস্যময় যাহাতে (যে কালে); অথবা, এই সামনেই যাহার ক্রিয়া চলিতেছে। ⊓ এক্ষণে, এখন।

ইদানীন্তন : ● **ইদানীং**-এর **তন** (তারিত হইয়া অনকৃত) যাহাতে। ⊓ অধুনাতন, সাম্প্রতিক।

ইন : ● ই (যায়ী) অনকৃত যাহাতে; অথবা, গতির বা সক্রিয়তার নিহিতকরণ যাহাতে; কিংবা, সক্রিয় সত্তাকে মিলান বা অন্তর্গত করা হয় যাহাতে। ⊓ বিভক্তি — অধি + **ইন** = অধীন, সঙ্গীন, রঙীন ...। ❋

ইন্দ : ● **ইন** (...অন্তর্গমন বা মেলন) দান যাহাতে; অথবা, 'আমার অন্তর্ভুক্ত করিব' কিংবা 'তোমার অন্তর্গত হইব' - এইরূপ

'আমি'ত্বের খর বোধ থাকে যাহাতে। / প্রভুত্ব করা (যাহাতে)। (ব.শ.)। ㄇ আমিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিমালিকানা, নৃপ, স্বামী, প্রভু। *

ইন্দিবর : ● **ইন্দ**-ই (আমিত্বই, স্বাতন্ত্র্যই, ব্যক্তিমালিকই) বরণীয় যাহার। ㅁ লক্ষ্মীর ইষ্ট, নীলোৎপল। *

ইন্দিরা : ● **ইন্দ** (...স্বাতন্ত্র্য) সক্রিয় হইয়া রহে যে আধারে; অথবা, যে তাহার গুণের (কল্যাণকারী গুণের) কারণে স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ㄇ লক্ষ্মী, শ্রী।

ইন্দু : ● **ইন্দ** (স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিমালিকানাবোধ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, স্বাতন্ত্র্য ধনতান্ত্রিক পুঁজিতে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, যে পুঁজি মুদ্রা বা চাঁদির কোমল কিরণধারা বিচ্ছুরিত করে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে ইন্দু চন্দ্রকর বিচ্ছুরিত করে। / যে (সুধায়) সিক্ত করে। (ব.শ.)। ㄇ সোমলতা, চন্দ্র, ক্ষয়বৃদ্ধি-যুক্ত চন্দ্র; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। *

ইন্দুমতী : ● **ইন্দু**র (ব্যক্তিপুঁজির, চন্দ্রের) সীমায়িত তারণের সক্রিয় আধার যে। ㅁ পূর্ণিমা, দশরথজননী। *

ইন্দ্র : ● **ইন্দ** ('আমিত্ব'বোধ) আবর্ত্তমান রহে যাহাতে; অথবা, সত্তার 'আত্মোপলব্ধি' ঘটিলে সে যখন 'আমি' বা 'আমরা' বলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে এবং তদ্রূপ বলে; কিংবা, ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহার 'আমিত্ব'বোধ, জাতির ক্ষেত্রে তাহাদের 'জাতীয়তা'বোধ, সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তাহাদের নিজ নিজ 'সাম্প্রদায়িকতা'বোধ, ... ইত্যাকার বোধ থাকে যাহাতে; অথবা, যে (ব্যক্তি-ইন্দ্রের) বোধ ব্যক্তির, যে (পারিবারিক-ইন্দ্রের) বোধ পরিবারের, যে (সাম্প্রদায়িক-ইন্দ্রের) বোধ সম্প্রদায়ের, যে (জাতীয়-ইন্দ্রের) বোধ জাতির পরিচালক রূপে সক্রিয় থাকে। / যিনি প্রভুত্ব করেন। (ব.শ.)। দ্র. **ইন্দ্রিয়**। *

ইন্দ্রজাল : ● যাহার দ্বারা ব্যক্তি-ইন্দ্র বা সামাজিক-ইন্দ্র জনসাধারণকে (জলকে) আচ্ছাদিত করে। ㅁ ইন্দ্রের জাল, কুহক, মায়া, বাজি, প্রতারণা। *

ইন্দ্রধনু : ● ইন্দ্র-এর (ব্যক্তি-ইন্দ্রের) **ধনু** (নিয়ম, রীতিনীতি, আইন) যাহাতে; অথবা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ যে সামাজিক নিয়মের (আইনের) প্রচলন ঘটান। / ইন্দ্রের ধনু। (ব.শ.)। ㅁ ইন্দ্রস্বামিক মেঘসম্বন্ধী ধনু। দ্র. **রামধনু, হরধনু**। *

ইন্দ্রপ্রমিতি : ● যাঁহারা **ইন্দ্র**কে (ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীকে) পরিমিত বা সীমিত করেন। ㅁ কপিঞ্জল। *

ইন্দ্রপ্রস্থ : ● ইন্দ্রত্ব (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য) যেখানে প্রকৃষ্টভাবে স্থিত বা প্রতিষ্ঠিত করা গিয়াছিল। ㅁ যুধিষ্ঠির-নির্ম্মিত নগরবিশেষ, দিল্লী। *

ইন্দ্রলুপ্ত : ● যাহা হইতে **ইন্দ্র** (আমিত্ব) লুপ্ত হইয়াছে; অথবা, (অতিভয় সন্ত্রাস আতঙ্ক প্রভৃতি কারণে) ব্যক্তির আমিত্ববোধ লুপ্ত হইয়া যায় যাহাতে; কিংবা, ফলত, ব্যক্তির মাথার চুল উঠিয়া যায় যাহাতে। ㅁ কেশ-নাশক রোগবিশেষ, টাকরোগ। *

ইন্দ্রস্বামিক : ● ইন্দ্র (ব্যক্তি-ইন্দ্র) স্বামীরূপে পরিচালনা করে যে আমলাতন্ত্রকে; অথবা, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করে যে ব্যক্তিপুঁজি। ㅁ দ্র. **ইন্দ্রধনু, অসুরস্বামিক**।

ইন্দ্রিয় : ● **ইন্দ্র** (আমিত্ববোধ) সক্রিয় হইয়া চলে যাহাদের দ্বারা ('আমি'র যে কর্ম্ম-চারীদের দ্বারা, বা চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চশ্রেণীর কর্ম্মীদের দ্বারা)। ㅁ মানুষের (ব্যক্তি-ইন্দ্রের)

বা 'আমি'র কর্ম্মচারীরা — পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বরূপ চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় স্বরূপ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ। ❋

ইন্ধন : ● ইন (সক্রিয়তা অনকরণের) ধারক অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যে সত্তা তেজাদি নিহিত করিয়া সক্রিয়তা দান করে। /যাহার দ্বারা দীপ্তি সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ প্ররোচনা, উন্মাদনা যোগান, দীপন, দাহ্য, জ্বালানী কাঠ। ❋

ইব : ● ই (তদ্গতি) বহন করে যে; অথবা, যাহার কথা বলা হইতেছে তাহার সক্রিয়তা বহন করে যে (যথা, যাইব, খাইব ... ইত্যাদি)। ❒ লইব, হইব ...ইতাদি।

ইম : ● ই (তদ্গতি) সীমায়িত যাহাতে। ❒ বিভক্তি - খণ্ডাইম, লইম। ❋

ইমন : ● তদ্গতির সীমায়ন চলমান যাহাতে। ❒ ইমন ও ইমনকল্যাণ রাগ।

ইমু : ● তদ্গতির সীমায়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। ❒ বিভক্তি — করিমু, কাটিমু।

ইমো : ● তদ্গতির সীমায়নের সর্বরূপ যাহাতে। ❒ বিভক্তি — বঞ্চিমো।

ইয়ত্তা : ● ইয়ৎ (তদ্গতির যাওয়ার তারণ) তারিত যে আধারে (যে স্থান, কাল, বা পাত্রে); অথবা, যে স্থান বা কাল বা পাত্র কোনো সত্তাকে তাহার অন্তিম গতি অবধি তাহাকে আধার রূপে ধরিয়া রাখে। ❒ সীমা, এতৎপরিমাণতা, এতৎসংখ্যকতা, পরিমাপ।

ইরা : ● ই (গতি) রহে যে আধারে; অথবা, যে জনপ্রবাহ চলিতেছে; কিংবা, রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্ব্বে জনগণের গোষ্ঠীবদ্ধ গমন যাহাতে। ❒ পৃথিবী, বাক্য, সরস্বতী, সুরা, জল, কশ্যপ-পত্নী ও বৃক্ষলতাদির জননী। (ইরাক, ইরাণ, ইরাবৎ, ইরাবতী)। ❋

ইরাবতী : ● যাহা **ইরাবৎ** (জনধারা, জ্ঞানধারা, পণ্যধারা, জলধারা প্রভৃতি দৃশ্য বা অদৃশ্য স্রোতোধারার ন্যায়) প্রবাহিত থাকে। ❒ জনগণবান, জলবতী, সমুদ্র, মেঘ, পাঞ্জাবের নদীবিশেষ।

ইরাবান : ● ইরার অধিকারী যে। ❒ ভূমিমান রাজা, উলুপীর গর্ভজাত অর্জ্জুনপুত্র। ❋

ইলঃ ● ই (গতি) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে। ❒ পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞান, ধন, জল ইত্যাদি।

ইলা : ● ই (গতি) লালিত যে আধারে। ❒ ভূমি, মনুর কন্যা, বুধের পত্নী ও পুরূরবার জননী; মেরুদণ্ডের বামভাগস্থিত নাড়ী-বিশেষ। ❋

ইলবিলা : ● ইল (মন্দ গতিধারা) থাকে যে বিলে। ❒ তৃণবিন্দু ও অপ্সরা অলম্বুষার কন্যা; যক্ষরাজ কুবেরের মাতা ও বিশ্রবা মুনির স্ত্রী। ❋

ইলাবৃত : ● **ইলা** দ্বারা আবৃত যে; অথবা, জনগোষ্ঠীর স্বভাব অনুসারে যে নয়টি মানসবর্ষে তাহাদের বিভাজিত করিয়া প্রাচীন মনীষীগণ দেখিয়াছিলেন, তাহাদের প্রথম যে বর্ষটিকে ইলাবৃত-বর্ষ নামে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। ❒ স্থানের নাম। ❋

ইষ : ● ই-র (তদ্গতির) দিশাগ্রস্ত শক্তি প্রযুক্ত যাহাতে; অথবা, যে যাওন (মানসগমন) একদিকে চলে বা একই ভাবে পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে। ❒ ইচ্ছা, অভিলাষ।

ইষিকা : ● ইষকে (দিশাগ্রস্ত ইচ্ছাকে) সক্রিয় করে যে আধারশক্তি। ❒ বাণ, শর। ❋

ইষু : ● **ইষ** (দিশাগ্রস্ত মানসগমন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, ইচ্ছার লক্ষ্যকে চিহ্নিত করা গিয়াছে যাহাতে। ❒ প্রাপ্তি,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ✤ দ্র. ভূমিকা-২।

নিরূপণ। ❋

ইষুধি : ● **ইষু**-র (ইচ্ছাপূর্ত্তির) ধারক সক্রিয় যাহাতে। ⌐ অন্বেষণ, অতিযত্নে দর্শন। ❋

ইষ্ট : ● **ইষ**-এর (দিশাগ্রস্ত ইচ্ছার) টঙ্কার থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা প্রাপ্ত হইলে ইচ্ছাপূর্ত্তি ঘটিবে - এই টঙ্কার থাকে যাহাতে। ❒ অভিলষিত, বাঞ্ছিত। ❋

ঈ

ঈ : ই-র আধার যে; অথবা, সক্রিয়তা গতি মানসগতি ... ইত্যাদির আধার যে।

ঈক্ষ : ● **ঈক** (সক্রিয় অস্তিত্বের করণ) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা কোনো বিশেষ সত্তাকে (মানসিক বা বাহ্যিক ভাবে) দেখিতে যায়। ⌐ দর্শন, দৃষ্টি।

ঈক্ষণ : ● **ঈক্ষ** (...দেখা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঈক্ষ**করণ (দেখিতে থাকা) চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা দেখিতে থাকা চলে। /যাহা দ্বারা দর্শন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ¬ দর্শন, অবলোকন।

ঈক্ষা : ● **ঈক্ষ**-এর (...দেখার) আধার যে; অথবা, **ঈক্ষ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, দেখিয়া বিচার-বিবেচনা করা চলে যাহাতে। ❒ পর্য্যালোচনা, বিচারণা। ❋

ঈপ্সা : ● **ঈপ** (সক্রিয়ভাবে পালন, পান, প্রাপণ) করিবার ইচ্ছা বা নির্য্যাসত্যাগ (একরৈখিক শক্তিক্ষেপন) যাহাতে; অথবা, প্রাপণেচ্ছার প্রকাশ থাকে যাহাতে। ❒ পাওয়ার ইচ্ছা, লিপ্সা।

ঈরণ : ● **ঈর** (সক্রিয় আধারের রহন বা রক্ষণ) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, ধারাপ্রবাহ অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❒ সঞ্চালন, প্রেরণ। ❋

ঈর্ষা : ● **ঈর** (সক্রিয় আধারের রহন) হইতে যে দিশাগ্রস্ত চলন আধারিত হইতে থাকে; অথবা, শ্রীবৃদ্ধি হইতে পরশ্রী-কাতরতা বৃদ্ধি লাভ করে। ❒ পরসম্পত্তি অসহন, পরশ্রী-কাতরতা। ❋

ঈশ : ● **ঈ** (সক্রিয় সত্তার) শক্তি বিচ্ছুরিত যাহা হইতে। /যাহা দ্বারা প্রভুত্ব করে। (ব.শ.)। ⌐ প্রভু, সমর্থ ... ইত্যাদি। ❋

ঈশসখা : ● **ঈশ**-এর (সমর্থ-এর) সহিত একসঙ্গে খায় যে; অথবা, প্রাচীন যৌথ-সমাজে সমাজ-পরিচালক সদাশিবগণের সহিত যে সম্পদ-বৃদ্ধিকারী (কিন্তু ব্যক্তি-মালিকানাহীন) সত্তা একত্র (কৈলাসে বা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যাশাতে) থাকিতেন (বৈদিক যুগের সূচনা হইতে যাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়)। / ঈশ সখা যাহার। (ব.শ.)। ⌐ শিবের সখা, কুবের। ❋

ঈশা : ● **ঈশ**-এর (সামর্থ্যের) আধার যে। ❒ সমর্থা, দুর্গা, লাঙলদণ্ড। ❋

ঈশিত্ব : ● **ঈশ** (সামর্থ্য) সক্রিয় ভাবে তারিত ও বাহিত হয় যাহাতে। / ঈশভাব যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ ঈশিভাব, প্রভুত্ব। ❋

ঈশ্বর : ● **ঈশ** (সামর্থ্য) বাহিত হইয়া রহে যাহাতে (যে সত্তায়); অথবা, যাহার **ঈশ** (সামর্থ্য) সকলের বরণীয়; কিংবা, যিনি নিজের কাজ নিজেই করিতে পারেন; অথবা, যিনি আত্মহত্যা করিতে পারেন না; কিংবা, যদিও, দশচক্রে যিনি অবশ্যই মরিয়া ভূত হন। ❒ স্বকার্য্যকরণক্ষম, জ্ঞানী, ধনী, বাহুবলী। ❋

ঈষ : ● **ঈ**-এর (সক্রিয় সত্তার) দিশাগ্রস্ত শক্তি প্রযুক্ত যাহাতে; অথবা, মনোবাঞ্ছা যে

পর্য্যন্ত বাড়াইয়া রাখা হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে লাঙলদণ্ড জোয়াল অবধি বাড়াইয়া রাখা হয়। ▢ প্রেরিত মনোবাঞ্ছা, (সাদৃশ্যে) লাঙলদণ্ড।

ঈষৎ : ● **ঈষ**-এর (দিশাগ্রস্ত সক্রিয় সত্তার) তারণ থাকে যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত হওয়ায় স্বভাবত ক্রমক্ষীয়মান হইয়া ক্ষীণ বা অল্প হইয়া গিয়াছে যে; কিংবা, লক্ষণার্থে, যাহা ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, অল্প হইয়া থাকে। ▢ কিছু, একটু, অল্প।

ঈহ্ : ● **ঈ**-এর (সক্রিয় সত্তার) **হ্** (হওয়ন) যাহাতে; অথবা, 'এইরূপ হোক', এমন ইচ্ছা ও চেষ্টা যাহাতে। ▢ ইচ্ছা, লিপ্সা ...।

ঈহা : ● **ঈহ্**-এর (ইচ্ছার) আধার যে। ▢ চেষ্টা, উদ্যম, অর্জ্জনেচ্ছা। ❋

ঈহামৃগ : ● **ঈহা**-রূপ (ধারণেচ্ছা-রূপ) **মৃগ** (সোনার হরিণ) যে; অথবা, আবিষ্কারক স্রষ্টা উদ্যোগী মানুষ যে **মৃগ** বা সোনার হরিণ (তত্ত্বাদি, সৃষ্টি, কৃতি) ধরিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা চালায়। ▢ চেষ্টাকৃত মৃগ। ❋

উ

উ : ● যাহা উৎলোকে বা ঊর্দ্ধলোকে যায়, অথবা, যাহা নবরূপে উত্তীর্ণ হয়; কিংবা, ওই যে উপরে বসিয়া আছে বা চলিয়া যাইতেছে। ▢ আমূল পরিবর্তনকারী, অস্তিত্বের পরিধির বহির্গামী, ঊর্দ্ধে, মনোলোকে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন, উৎকৃষ্ট বিকাশ। ... ❋

উই : ● **উ** (ঊর্দ্ধে) **ই** (যায়) যে; অথবা, যে কীট ভূমি হইতে (শুষ্ক কাঠের ভিতরে ভিতরে) ক্রমশ উপর দিকে উঠিতে থাকে (কিছুতেই নীচে নামে না)। ▢ কাষ্ঠাদি ভক্ষক পিপীলিকা জাতীয় কীটবিশেষ।

উঁকি : ● **উঁক** (রহস্যময় **উ**-করণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ঊর্দ্ধলোকে কী চলিতেছে তাহা জানিবার জন্য নিম্নলোক হইতে উপরে দেখিবার চেষ্টা যাহাতে; কিংবা, দোতলায় কী চলিতেছে, একতলা হইতে উপরে মুখ তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা থাকে যাহাতে। ▢ উপরে মুখ তুলিয়া বা বাহির করিয়া দেখা।

উঁকিঝুঁকি : ● **উঁকি** ও **ঝুঁকি** যাহাতে; অথবা, দোতলায় কী চলিতেছে তাহা জানার জন্য **উঁকি**-মারা (একতলা হইতে মুখ তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করা) হয় যাহাতে এবং **ঝুঁকি**-মারা (তিনতলা হইতে ঝুঁকিয়া দোতলায় দেখিবার চেষ্টা করা) হয় যাহাতে। ▢ উপরে মুখ বাহির করিয়া দেখা এবং নিম্নে ঝুঁকিয়া দেখা।

উঁচু : ● **উঁচ** (রহস্যময় **উ**-চয়ন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে সত্তা ঊর্দ্ধলোকে (ছাদে, ক্ষমতাশীর্ষে, স্বর্গলোকে) বসিয়া বা থাকিয়া নিম্নলোকের (ভূতলবাসীর, শাসিতের, মর্ত্তলোকের) বিষয়-আশয় চয়ন করিয়া লয়। ▢ উন্নত, উদ্ধত, কড়া ...।

উকুন : ● (মাথার) উপরে বসিয়া **কুন**করণ করে যে; অথবা, **কুনকুনে** ব্যথা দেয় যে। দ্র. **থানকুনী**। ▢ কেশকীটবিশেষ।

উক্ত : ● **উক** (উৎগামীকরণ) তারিত যাহাতে; অথবা, মনোভাবকে উৎলোকের দিকে গমন করান হইয়াছে যাহাতে; কিংবা, যাহা উচ্চারণপূর্ব্বক বলা হইয়াছে। ▢ কথিত, ভাষিত, উচ্চারিত।

উক্তি : ● **উক্ত** (...কথিত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **উক্ত**করণ চলিতে থাকে যাহাতে;

কিংবা, যাহা উক্ত হইয়াছে। ❒ কথন, বচন, ভাষণ, বাক্য।

উগাল : ● উ (উপরে) **গলান** করা চলে যাহাতে; অথবা, আচষা জমির উপরে বসা **খিল** ফাটাইয়া লাঙলের ফালের সাহায্যে নীচের মাটিকে উপরে গলগল করিয়া তুলিয়া ফেলা হয় যাহাতে (যে লাঙল চালনায়)। ❒ প্রথম হলযোজনা।

উগ্র : ● উ (উর্দ্ধে) গমন রহে যাহাতে; অথবা, **উগ** (উৎগমন /শিবত্ব) রহে যাহাতে; কিংবা, যাহা প্রচলিতের উর্দ্ধে গমন করে; অথবা, যাহাকে স্পর্শ করা যায় না তাহাকে স্পর্শ করে যে। ❒ উৎকট, অশক্যস্পর্শ। *

উগ্রচণ্ডা : ● যে আধারশক্তি **উগ্র** ও **চণ্ড**কে ধারণ করে; অথবা, যে বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী **উগ্র** ও **চণ্ড**-এর আধারস্বরূপা হইয়াছেন। ❒ অষ্টাদশভুজা দুর্গামূর্ত্তিবিশেষ; (সাদৃশ্যে) ভীষণা কোপনস্ত্রী। *

উগ্রচণ্ডী : ● **উগ্রচণ্ড**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী **উগ্রচণ্ড**-এর আধার রূপে সক্রিয় হইয়াছেন। ❒ অষ্টাদশভুজা দুর্গামূর্ত্তিবিশেষ। *

উগ্রতারা : ● যে **উগ্র**-জনগণশক্তি আপদ হইতে সবাইকে ত্রাণ করেন। ❒ মাতঙ্গী, তারারূপী দেবী। *

উগ্রশ্রবাঃ : ● **উগ্র** (উৎগতকে) **শ্রবণ** করেন যিনি; অথবা, যেসব কথা স্বর্গলোকে চলে সেসব কথাও যিনি শুনিতে পান; কিংবা, প্রচলিত মান হইতে উচ্চ মানের তত্ত্বকথা যিনি শুনিতে (ও বুঝিতে) পারেন। / যাহার উৎকৃষ্ট (শ্রুতিধর) কর্ণ; অথবা, অধিগত উপনিষদ রহস্য যাহার। (ব.শ.)। ❒ লোমহর্ষণপুত্র, সৌতি। *

উচ : ● **উ** (উর্দ্ধে) চয়ন করে যে; অথবা, উপরে উত্তীর্ণ হইয়া নীচে চয়ন করে যে; কিংবা, নীচে থাকিয়া উপরে হাত বাড়াইয়া চয়ন করে যে। ❒ সমবায়, যোগ্যতা।

উচিত : ● **উচ** (উর্দ্ধচয়ন) ইত (সক্রিয় হইয়া তারিত) যাহাতে; অথবা, পরিপূরক বা বিপরীত পক্ষের সমান উচ্চতায় উত্থিত যে। ❒ ঠিক, যোগ্য, প্রশস্ত। *

উচ্চ : ● **উচ** (উর্দ্ধচয়ন) চয়িত যাহাতে; অথবা, উপরে তুলিয়া আনা হইয়াছে যাহাকে। ❒ উর্ধ্বগত, উন্নীত, উপরিস্থিত।

উচ্চয় : ● **উচ** (উর্দ্ধচয়ন) চয়িত হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, যাহাতে উপরে থাকিয়া নিম্নদেশ হইতে চয়ন করা হইয়া থাকে। ❒ পুষ্পফলাদির সংগ্রহ, চয়ন, অভ্যুদয়, প্রকর, স্তূপ ... ইত্যাদি।

উচ্চার : ● **উচ** (উর্দ্ধচয়ন) **চার**কৃত (চারাইয়া দেওয়া) যাহাতে; অথবা, যাহা উদ্‌লোকে চারাইয়া দেওয়া হয় বা বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ❒ কথা, উৎসর্জ্জিত অর্থময় শব্দাদি ...।

উচ্চারণ : ● **উচ্চার** (উদ্‌লোকে চারানো) অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❒ কথন, উৎসর্জ্জন, বিঘোষণ। *

উচ্চৈঃশ্রবাঃ : ● **উচ্চৈঃ শ্রবণ** যাহার; অথবা, যে উঁচু শোনো, কিংবা, যে উঁচুতে বসিয়া শোনে; অথবা, শুনেও শোনে না যে। ❒ উচ্চপদে আসীন বিশেষজ্ঞ, দীর্ঘকর্ণ, ইন্দ্রের অশ্ব, (সাদৃশ্যে) কানে কালা। *

উচ্ছা : ● **উচ** (উর্দ্ধচয়ন) দ্বারা ছাদিত যে; অথবা, যাহার গাত্র উচ্চ উচ্চ ক্ষুদ্র স্তূপ দ্বারা ছাদিত থাকে। ❒ উদিশা, তিতকরলা,

ছোটকরলা।

উচ্ছিষ্ট : ● **উচ** (উচ্চে) **ছিষ্ট** (ছিটান) যাহাতে; অথবা, যাহা উপরে তুলিয়া (কাক পক্ষী কুকুর বিড়ালের উদ্দেশ্যে) ছিটাইয়া দেওয়া হয়; কিংবা, প্রাচীন ভারতে (**জম্বুদ্বীপে**) যে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন অবহেলাভরে বাজারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইত। ▫ পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত, **উৎসৃষ্ট**।

উচ্ছৃঙ্খল : ● শৃঙ্খল বা শৃঙ্খলা হইতে উর্দ্ধে গত যে; অথবা, যে প্রচলিত শৃঙ্খলার উর্দ্ধসীমা বা নিম্নসীমা লঙ্ঘন করিয়াছে বা করে। ▫ নবযুগের পথিক, গতযুগের পথিক, বন্ধনরহিত, উদ্দাম। *

উচ্ছুিত : ● উদলোকে (পরিধির বাইরে) গতিশীলতা বিচ্ছুরিত যাহার। ▫ উদগত, উত্থিত। *

উজাড় : ● /যে স্থান হইতে বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়াছে। (ব.শ.)। ▫ শূন্য, বিধ্বস্ত, খালি, জনশূন্য, উন্মূলিত করা। *

উজান : ● **উজ** (নবরূপে উত্তীর্ণ জনন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে উদ্বৃত্ত উৎপন্নের পণ্যধারা উদ্‌লোকের দিকে চলমান থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে জলধারা উপর দিকে ধাবমান হয়। ▫ **উর্দ্ধ**গামী চলমান পণ্যধারা, প্রতিকূলগামী পণ্যস্রোত, (সাদৃশ্যে) প্রতিকূলগামী জলস্রোত। দ্র. **উজ্জয়িনী**।

উজানী : ● **উজান**-এর সক্রিয় আধার যে।

উজ্জয়িনী : ● উদলোক জয় করা অন (চলমান) যে নগরী হইতে; অথবা, পণ্যের **উজান** চলিত যে নগরী হইতে; অথবা, পণ্যপ্রবাহের মাধ্যমে দেশবিদেশের বাজার দখল করিত যে স্থানের পণ্য। ▫ বিশালা, বিক্রমাদিত্যের রাজধানী, অবন্তী। *

উঞ্ছ : ● উদ্‌লোকে থাকিয়া নিম্ন হইতে (চয়নপূর্ব্বক আনয়নের) রহস্যরূপ আচ্ছাদিত থাকে যাহাতে। (দ্র. **উঞ্ছজীবী**)। /((যে ক্রিয়ার মাধ্যমে) ক্ষেত্রাদিতে পতিত ধান্যাদির কণশঃ আদান (করা হয়), অর্থাৎ পতিত ধান্যাদি একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া লওয়া হয়। (ব.শ.)। ▫ ক্ষেত্রপতিত ধান্যাদি একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া লওয়া। *

উঞ্ছজীবী (উঞ্ছধর্ম্মা, উঞ্ছবৃত্তি) : ● যে ব্যক্তি **উঞ্ছ ধর্ম্ম** বা **বৃত্তি**র দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে; অথবা, হেয় জীবনোপায় যাহার; প্রাচীন ভারতের যৌথসমাজে **অত্রি** প্রজাপতির ন্যায় যে সমাজপরিচালকগণ শস্যের মাঠে মাঠে ঘুরিয়া তাঁহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কোন ধান কেমন ফলিল, এক একটি ধানশীষ সংগ্রহ করিয়া তাহার বিচার-বিবেচনা করিতেন (কালে কালে এই বৃত্তি ধানের পড়িয়া থাকা শিষ কুড়নোয় অধঃপতিত হয় এবং অবশেষে 'হেয় জীবনোপায়' বা 'উঁছা' বৃত্তি রূপে নিন্দনীয় হইয়া যায়। ▫ উঞ্ছরূপ জীবিকা। *

উঞ্ছশিল : ● যে **উঞ্ছবৃত্তি** (ক্ষেত্রে পতিত ধানের শিষ চয়ন বৃত্তি) ও **শিলবৃত্তির** (পাকা ধানের শিষ চয়ন বৃত্তির) দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ▫ উঞ্ছশিল-জীবী, (একালে) হেয় জীবনোপায় যাহার। (প্রাচীনকালে দুটি বৃত্তিই ব্রাহ্মণের সম্মানীয় বৃত্তি ছিল, বর্ত্তমানে দুটি বৃত্তিই পরিত্যক্ত হইয়াছে।) *

উঠা : ● উদ-পূর্ব্বক স্থিত হওয়া হয় যাহাতে। ▫ উত্থিত হইয়া স্থির হওয়া, উঁচু স্থানে চড়া।

উঠান : ● **উঠা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে বা যেখানে; অথবা, বাহ্যিক (দৃশ্য) বা মানসিক (অদৃশ্য) **উঠ**করণ চলে যাহাতে;

কিংবা, যে স্থান হইতে গৃহে উঠে। ❒ উপরে তোলা, বাড়ীর আঙিনা। ❋

উড্ডয়ন : ● উদ্‌লোকে **ডয়ন** যাহাতে। ❒ নভোগমন, উৎপতন, উড়া।

উড় : ● নবরূপে উত্তীর্ণের গড়ান-উড়ান যাহাতে। ❒ পক্ষীর আকাশে গমন, উড়ার মতো দ্রুত যাওয়া।

উড়ন : ● **উড়** (উদ্‌লোকে উড়ান-গড়ান) অন (চলমান) যাহাতে। / খুঁটির যে অংশ মাটির উপরে থাকে, অর্থাৎ পোঁতা থাকে না। (ব.শ.)। ❒ উৎপতন, উড়া, উত্তরীয়, ওড়না, আচ্ছাদন, চাদর।

উড়নচণ্ডী : ● যে-**চণ্ডী** (ক্রুদ্ধ, গোঁয়ার, বিদ্রোহীজন) উড়নশীল। /যে টাকাকড়ি অপব্যয় করিয়া উড়ায় বা আসবাবপত্র নষ্ট করে, কিংবা যে কার্য্যে অর্থব্যয় অন্যায়। (ব.শ.)। ❒ অমিতব্যয়ী, লক্ষ্মীছাড়া, অপকৃষ্ট কার্য্য, গর্হিত কর্ম্ম।

উড়নী : ● **উড়ন** সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যাহা গায়ের উপর উড়িতে থাকে। ❒ ওড়না।

উড়া : ● **উড়**-এর আধার যে; অথবা, (মানসিক বা বাহ্যিক) **উড়**করণ থাকে যাহাতে। ❒ পক্ষীর আকাশগমন, উড়ালাফ, গায়ে দেওয়া, উড্ডয়নে প্রবর্ত্তিত করা, বেগে হটাইয়া দেওয়া বা তাড়ান, অগ্রাহ্য করা, তাচ্ছিল্য করা, অপব্যয় করিয়া শীঘ্র নিঃশেষ করা, আঘাতের বেগে উৎপাটিত করা ...।

উড়ান : ● **উড়া** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ নভোগতি, বায়ুতে সঞ্চলন, অবজ্ঞা, অপ-ব্যয়ে অর্থ নিঃশেষ করা।

উড়ানী : ● **উড়ান**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ উড়িবার বস্ত্র, উত্তরীয়, চাদর, স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ, উড়নী, ওড়না।

উড়িয়া : ● যাঁহারা উড়িয়া বা উত্থিত হইয়া (কিংবা, অন্য স্থান হইতে উৎখাত হইয়া) উৎকল দেশে আসিয়াছিলেন; **অথবা,** এককালে যাঁহারা বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মদেশের উদ্দেশ্যে উত্থিত বা উড়াইয়া দিতেন। ❒ উৎকলবাসীগণ। ❋

উড়িষ্যা : ● উড়িয়া (উৎখাত হইয়া) দিশা-গ্রস্তভাবে যে স্থানে গিয়ে থাকে; **অথবা,** যে দেশের জনগোষ্ঠী কারুজ পণ্য রপ্তানি করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। ❒ উৎকল দেশ।

উড়ে : ● **উড়** দিশাগ্রস্ত যাহাতে।

উতঙ্ক : ● নবরূপে উত্তীর্ণ তারণ তেজ প্রকাশ করে যাহাতে; অথবা, উদ্‌লোক (আ)তঙ্কিত করিয়াছিলেন যিনি। ❒ আয়োদধৌম্যের শিষ্য, গৌতমশিষ্য। ❋

উতথ্য : নবরূপে উত্তীর্ণ **তথ্য** (তারণ থাকে) যাহাতে; অথবা, উদ্‌লোকের তথ্য জানে যে। ❒ অঙ্গিরাপুত্র, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ❋

উতোর : ● **উ**-তে (উর্দ্ধলোকে) তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ করা হয় যাহাতে; **অথবা,** যে সত্তাকে তাহার উপর চাপান সকল বোঝা বা আবরণ সরাইয়া উপরে তারিত বা উত্থিত করা হয়। ❒ চাপান-**উতোর**।

উৎ, উদ্ : ● নবরূপে উত্তীর্ণ তারণ-ভাব (যাহাতে)।

উৎকচ : ● উদগত **কচ** যাহার। ❒ কেশহীন। দ্র. **ঘটোৎকচ**। ❋

উৎকট : ● উদগত **কট** যাহাতে; **অথবা,** যে কারীর টঙ্কার (**কট**) প্রচলিত লোক ছাড়াইয়া (সুখস্বর্গের) উদ্‌লোকে আসিয়া আঘাত করিতেছে; কিংবা, যাহা **প্রকট** বা **বিকট** মাত্র না থাকিয়া উদ্‌লোকের **নিকট** বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। ❒ অত্যধিক,

তীব্র, প্রবল, দুর্দ্ধর্ষ ...।

উৎকণ্ঠ : ● উদগত উদ্বেগের **আব** কণ্ঠে আসিয়া আঘাত করে যাহাতে। /উদগত **কণ্ঠ** যাহার। (ব.শ.)। ◻ উদ্বিগ্ন, ইষ্টলাভে কালক্ষেপ-অসহিষ্ণু। ❋

উৎকণ্ঠা : ● **উৎকণ্ঠ**-এর আধার যে। ◻ উদ্বেগ, ইষ্টলাভে কালক্ষেপ-অসহিষ্ণুতা।

উৎকর্ষ : ● উদগত কর্ষ (কৃষিশক্তি) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা মনোভূমি বা বাহ্যভূমি কর্ষণ করা যায় তাহার উদ্‌গমন থাকে যাহাতে। ◻ গুণবত্তা।

উৎকল : ● উদগত **কল** যাহাদের। ◻ কলিঙ্গ দেশ।

উৎকীর্ণ : ● (কোনো কিছুর) উপরে গাঁথিয়া গাঁথিয়া রাখা হয় যাহাতে।

উৎকৃষ্ট : ● যাহাকে কর্ষণ করিয়া উর্দ্ধে আনয়ন করা হইয়াছে। ◻ উর্দ্ধে আকৃষ্ট, কৃতকর্ষণ। ❋

উৎকোচ : ● যাহাতে কারক উদ্‌লোকের দিকে **উচিত** হয়। /উদগত কোচ যাহা দ্বারা; অথবা, যাহা দ্বারা কৌটিল্য যায়; কিংবা, যে ধনার্থ কুটিল হয়। (ব.শ.)। ◻ কার্য্যপ্রতিবন্ধ দূরীকরণার্থে অধিকৃত পুরুষকে বাদী বা প্রতিবাদী কর্ত্তৃক দত্ত ধন; অপপ্রদান, ঘুষ। ❋

উত্তম : ● যাহাতে তম (তমোগুণ) উদগত হয়; অথবা, বৈদিক-পূর্ব্ব সনাতন যুগে যাহা নিন্দিত ছিল কিন্তু বৈদিকযুগ হইতে যাহা ক্রমশ বেশি বেশি প্রশংসনীয় হইয়াছে। ◻ বিদ্যাচারজন্মাদি হেতু উৎকৃষ্ট, ইতরেতর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অপেক্ষাকৃত ভাল, স্বর্গাদি উপভোগযোগ্য। ❋

উত্তম-পশু : ● যে ব্যক্তি কঠোরভাবে একই জ্ঞান ও কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করে। /'যে প্রত্যহ দুর্গাপূজা বিষ্ণুপূজা শিবপূজা অবশ্যই করে, তাহাকে উত্তম পশু বলিয়া জানিবে।' — তন্ত্র (ব.শ.)। ◻ অতিদক্ষ, (সাধর্ম্ম্যে) প্রাণিমাত্র, যজ্ঞের বলি, ছাগাদি ...।

উত্তর : ● যাহা উদ্‌লোকে তারিত করে বা উত্তরণ ঘটায়; অথবা, প্রশ্নের চাপ কাটিয়া সরাইয়া উপরে উঠিয়া আসে বা উত্তীর্ণ হয় যে। /যাহা দ্বারা প্রকৃত অভিযোগ উত্তীর্ণ হয়। (ব.শ.)। ◻ উর্দ্ধতর (বিপ. **অধর**), উদীচ্য (north, বিপ. **দক্ষিণ**), অনন্তর দেশ কাল, উপরিতন (দ্র. **অধুনাতন**), বিরাট রাজপুত্র।

উত্তর-মীমাংসা : ● যে **মীমাংসা**-নীতি উত্তরকালে (ব্যাস কর্ত্তৃক) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ◻ বেদব্যাস-রচিত বেদান্তদর্শন।

উত্তরায়ণ : ● **উত্তর** দিকে **অয়ন** যাহাতে; অথবা, (সামাজিকভাবে এবং সাদৃশ্যে বাহ্যিক ভাবে) **উত্তর** দিকে যাওয়া অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যে কালখণ্ডে অসুরদিগের (আদিম সমাজতন্ত্রবাদী বা বেদবাদীদিগের) অসুবিধা হয় এবং দেবতাদিগের (পণ্যজীবীদিগের) সুবিধা হয়। (দ্র. **দক্ষিণায়ন**)। ◻ পণ্যজীবীদিগের **উত্তরণ** কাল, (সাদৃশ্যে) সূর্য্যের বিষুবরেখার **উত্তরে** গমন, মাঘাদি ষণ্মাসকাল, (দেবগণের উত্তরায়ণ দিন ও দক্ষিণায়ন রাত্রি), মকরসংক্রান্তি, যাগবিশেষ।

উত্তান : ● / উদগত তান (বিস্তার) যাহার। ◻ চিত, উন্মীলিত।

উত্তানপাদ : ● যাহার পায়ের বিস্তার উপরদিকে। ◻ অকৃষিজ কারুশিল্পজাত উৎপন্ন, উর্দ্ধচরণ (ভ্রূণ), নৃপবিশেষ। ❋

উত্তাপ : ● উত্থিত তাপ যাহাতে; অথবা, যে **তাপ** উপরদিকে উঠিয়াছে বা উঠিয়া

বিকীর্ণ হইতেছে। ☐ দীপ্তি, অধিক তাপ, তেজ, সন্তাপ।

উত্তীর্ণ : ● উত্থিত হইয়া **তীর্ণ** যে; অথবা, যাহা উপর দিকে উঠিয়া বা লাফ দিয়া **তীর্ণ** (পারগত) হইয়াছে। ☐ উত্থিত, অতিক্রান্ত, উল্লঙ্ঘিত, পারগত।

উত্তেজনা : ● **উদ্‌কৃত তেজন** যাহাতে; অথবা, যাহাকে **তেজ**করণ করিয়া **উর্দ্ধ**গমন করানো থাকে। ☐ উদ্দীপনা, তীক্ষ্ণীকরণ, প্রেরণা, প্রবর্ত্তনা।

উত্তেজিত : ● **উত্তেজন** (তেজ দান করিয়া উর্দ্ধগামী) করা হইয়াছে যাহাকে। ☐ উদ্দীপিত, নিশিত, প্রবর্ত্তিত।

উৎপত্তি : ● উদগত **পদ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা নবরূপে উত্তীর্ণ বা জাত হইয়া সক্রিয় আছে। দ্র. **উৎপাদন**। ✱

উৎপল : ● যাহা হইতে **পল** লাভ করা যায়; অথবা, যে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পদসমূহ হইতে বেতনাদি লাভ করা যায়। /উদগত পল যাহা হইতে; অথবা, যাহা জলের উপরে যায়। (ব.শ.)। ☐ কুবলয়, (সাদৃশ্যে) কুমুদমাত্র, নীলকমল, জলজপুষ্প-মাত্র, পদ্মকুসুমাদি। ✱

উৎপাদন : ● উপর দিকে পাদ (পা) অন থাকে যাহাতে; অথবা, যে সকল কর্ম্মফলের পা উপরদিকে তুলিয়া ধরা থাকে; কিংবা, যে কারুশিল্পজাত কর্ম্মফলের মাতা বা কাঁচামাল জাত বস্তুটির (সন্তানের) পার্শ্বে মাতার পদদ্বয়ের ন্যায় উপর দিকে উত্থিত থাকে (কৃষিজ উৎপন্নের ক্ষেত্রে যাহা থাকে না, কারণ শ্রমনিষেক-ক্ষেত্রস্বরূপ ভূমি শস্যের সহিত উঠিয়া আসে না)। ☐ উৎপত্তিকরণ, রেতোনিষেকপূর্ব্বক জনন। ✱

উৎপীড়ন : ● যে **পীড়ন** উদ্‌লোক হইতে আপতিত হয়; অথবা, যে পীড়া (সমাজ-দেহাংশকে বা কিছু মানুষকে) দেহসীমার বাহিরে বা দেশান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য করে। ☐ অতিপীড়ন, উন্মন্থন, সংমর্দ্দন, উপদ্রব, ফেনা, ফোঁড়া। ✱

উৎফুল্ল : ● উদ্‌লোকে **ফুল্ল** (নন্দিতপ্রকাশ) যে; অথবা, যে উর্দ্ধপানে তাহার আনন্দের দানপ্রকাশ করিয়াছে। ☐ বিকশিত, স্ফীত, বিস্ফারিত, উত্তান, স্ত্রীকরণ। ✱

উৎস : ● উত্থিত (বস্তু বিষয় ইত্যাদি) যেখানে (প্রথম) স্বরূপ লাভ করে; অথবা, যে স্থান হইতে পূর্ব্বতনের নির্য্যাস উদগত বা ত্যক্ত হইয়া থাকে। ☐ (সাদৃশ্যে) নির্ঝর। ✱

উৎসব : ● উদগত **সবন** (পিঠাদির-প্রসবন) যাহাতে; অথবা, **উৎস**-এর স্মৃতি বহন করে যে; কিংবা, ঐতিহাসিক মহত্তম কোনো ঘটনার বোধন বা উদ্বোধনপূর্ব্বক পর্ব্বাদির অনুষ্ঠান করা হয় যাহাতে। ... ☐ আনন্দজনক ব্যাপার, পার্ব্বণাদি। ✱

উৎসর্গ : ● উদগত **সর্গ** (সৃজনাদি) যাহাতে; অথবা, যে সৃজন উদ্‌লোকে যায়। ☐ ত্যাগ, পরিহার, দান ... ইত্যাদি। ✱

উৎসাহ : ● উদ্‌লোকে যাওয়ার চেষ্টাকে **সাহ** (সহযোগিতার আশ্বাস) দেওয়া হয় যাহাতে। ☐ উদ্যোগ, পুরুষার্থসাধন কর্ম্মারম্ভে অধ্যবসায়। ✱

উৎসৃষ্ট : ● যে সৃষ্ট (বস্তু বা বিষয়) উদ্‌লোকে যায়; অথবা, যে উৎপন্ন বেচিয়া দেওয়া হয়। (দ্র. **উচ্ছিষ্ট**)। ☐ পরিত্যক্ত, দত্ত, বিতীর্ণ, যথাবিধি দেবোদ্দেশে ত্যক্ত। ✱

উদ্‌ : ● নবরূপে উত্তীর্ণ দান-ভাব (যাহাতে)।

উদক : ● উত্তরণ দান করে যে; অথবা,

ঋষিঋণ, **দেবঋণ** ও **পিতৃঋণ** শোধ করিবার জন্য যথাক্রমে যে মানসসৃষ্টি, বাহ্যসৃষ্টি, ও উত্তরপ্রজন্ম-সৃষ্টি করিতে হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) প্রতীকী রূপে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য জল দিয়া যে **তর্পণ** করিতে হয়। ▫ জল, উদকসাধ্য তর্পণাদি, উদকদান, তর্পণ ...।

উদচ : ● উত্তীর্ণ আঁচ যায় যাহাতে বা যে দিকে; অথবা, প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও পণ্য যেদিকে যাইত। ▫ উর্দ্ধগত, উর্দ্ধগামী, উত্তর, উত্তরাভিমুখ, উত্তরদেশ, উত্তরকাল, উত্তরদিক্-সম্বন্ধী, অনন্তর, পরবর্তী।

উদর : ● উত্তীর্ণের দান রহে যাহাতে; অথবা, যে স্থান হইতে (খাদ্যাদি জারিত) বাহ্যশক্তির দান সমগ্র দেহে উত্তীর্ণ হয়। / যাহা হইতে বায়ু উদগত হয়। (ব.শ.)। ▫ জঠর, অন্নাশয়, পক্কাশয়, পেট।

উদাত্ত : ● উদ্‌লোকের নিমিত্ত দান তারিত হয় যাহাতে। ▫ দয়াত্যাগাদিসম্পন্ন, বিপুল-চিত্ত, উচ্চস্বর, তারস্বর। *

উদান : ● উদ্‌লোকে অন (চলমান) থাকে যে; অথবা, যাহা দ্বারা বাক্‌কর্ম্ম সাধন করা যায়; কিংবা, যাহা দ্বারা সমাজদেহে সংবাদ প্রবাহ প্রবাহিত থাকে। ▫ সমাজদেহের প্রাণাদি বায়ুর তৃতীয় বায়ু, একালের ভাষায় 'মিডিয়া', (সাদৃশ্যে) মানবদেহের কণ্ঠদেশস্থ উর্দ্ধগামী প্রাণবৃত্তিবিশেষ বায়ু। *

উদাস : ● উদ্‌লোকে নিবদ্ধ (মানসিক) অস্তিত্ব যাহার। ▫ বিষয়বিতৃষ্ণ, গৃহত্যাগী, আসক্তিহীন, সংসারবিরাগী, বান্ধবহীন, দৃক্‌পাতহীন, রিক্ত ... ইত্যাদি। *

উদাসী : ● উদ্‌লোকে নিবদ্ধ (মানসিক) অস্তিত্বের সক্রিয় আধার যে। ▫ বিরক্ত, গৃহশূন্য, কুলত্যাগী, অধীর, সন্ন্যাসী, বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী, ... ইত্যাদি। *

উদাসীন : ● উদ্‌লোকের দিকে তাকাইয়া নিজ আসনে আসীন যে; অথবা, বিবদমান কোনো পক্ষের দিকেই যাহার দৃষ্টিপাত বা কর্ণপাত নাই; কিংবা, **ঈহামৃগকে** ধরিবার জন্য একনিষ্ঠভাবে ধ্যানস্থ যে; অথবা, একান্তই আত্মকেন্দ্রিক কার্য্যে নিবদ্ধ যে। ▫ নিরপেক্ষ, আগ্রহহীন। *

উদাহরণ : ● যাহাতে উদ্‌লোক (মনোলোক, স্মৃতিলোক) হইতে আহরণ থাকে। ▫ উক্তি, অবস্থানুরূপ বিবরণ। *

উদীচী : ● **উদচ**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ উত্তর দিক।

উদ্‌গ্রীব : ● যে **গ্রীবা** তুলিয়া দেখিতেছে (কাম্য বিষয়, বস্তু, জনকে দেখা যাইতেছে কি না); অথবা, লক্ষণার্থে, যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া আছে। / উদ্‌গতা গ্রীবা যাহার। (ব.শ.)। ▫ উৎকণ্ঠ, উৎসুক।

উদঘাট : ● যে **উদ্** (উত্তোলনকর্ম্ম) **ঘাট** অতিক্রম করিবার কালে করিতে হয়; কিংবা, যে স্থানে (পণ্যাদির আচ্ছাদন) উত্তোলনকর্ম্ম করিতে হয়। / যে গৃহে রাজপুরুষকে আবৃত পণ্যাদি খুলিয়া দেখাইতে হয়। (ব.শ.)। ▫ প্রচ্ছাদিত পণ্যাদিদর্শনার্থ উদঘাটনাগার, চৌকীর ঘাট বা থানা। *

উদঘাটন : ● **উদঘাট** অন (চলমান) যাহাতে। ▫ হুড়কা খোলা, প্রতিবন্ধদূরীকরণ, ব্যক্তীকরণ। *

উদ্দীপক : ● উদ্‌কৃত **দীপক** যাহাতে; অথবা, বাহ্যিক বা মানসিক তেজ দান করিয়া **উদ্দীপিত** বা **উত্তেজিত** করে যে। (দ্র. **দীপ**)। ▫ করণেচ্ছাদি উদ্রেককর, উত্তেজক।

উদ্দীপনা : ● **উদ্**কৃত **দীপনা** যাহাতে; অথবা, বাহ্যিক বা মানসিক তেজ দানকরণ করা চলমান যাহাতে (যে আচরণে)। (দ্র. **দীপন**)। ❐ রসের উদ্বোধক বা পরিপোষক বিভাববিশেষ।

উদ্দীপ্ত : ● বাহ্যিক বা মানসিক তেজ প্রাপ্ত হইয়াছে যে। ❐ প্রজ্বলিত, উত্তেজিত।

উদ্দেশ : ● **উদ্**কৃত **দেশ** (দেশনা) যাহাতে; অথবা, কোন লক্ষ্যে যাইতে হইবে তাহা উল্লেখপূর্ব্বক দিশাদর্শন থাকে যাহাতে। ❐ অনুসন্ধান, লক্ষ্যীকরণ। ✻

উদ্দেশবৃক্ষ : ● যে **বৃক্ষে**র (ব্যবস্থার, সংস্থার) দিশায় লোকে যায়। ❐ চৈত্যতরু, তরু।

উদ্দেশ্য : ● **উদ্দেশ** থাকে যাহাতে। / যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বিষয়ের প্রবৃত্তি হয়। ❐ অনুসন্ধেয় বিষয়, অভিপ্রেত বিষয়, লক্ষ্য। ✻

উদ্ধত : ● যাহার দ্বারা উদ্‌লোক (ঊর্দ্ধলোক) আহত হয়; অথবা, যে দুঃখকষ্টের নিম্নলোক ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া সুখস্বর্গের ঊর্দ্ধলোকে আঘাত করিয়া বসে (ফলত, ঊর্দ্ধলোকের দৃষ্টিতে সে নিন্দনীয় হইয়া যায়)। ❐ উৎক্ষিপ্ত, উত্থিত, উদ্‌ঘাত; গর্ব্বিত, উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, প্রচণ্ড। ✻

উদ্ধার : ● উদ্‌লোক হইতে (অথবা উদ্‌-লোকের নিমিত্ত) হরণ রহে যাহাতে। ❐ অপনয়ন, অপকর্ষণ, বর্জ্জনীয় বা নিষিদ্ধবিক্রয় পণ্য, মনু মতে - অবিভক্ত সাধারণ ধন হইতে উদ্ধৃত জ্যেষ্ঠাদির বিংশাদিভাগ কিংবা যুদ্ধে জিত ধন হইতে উদ্ধৃত রাজাকে দেয় স্বর্ণরৌপ্য-ভূম্যাদি উৎকৃষ্ট ধন, উদ্ধৃত বা সঙ্কলিত শ্লোকাদি, বন্ধনাদি হইতে মুক্ত করা, ছাড়ানো। ✻

উদ্বর্ত্তন : ● উদলোকে **বর্ত্তন** যাহার। ❐ উদ্‌গমন, অতিরেক ...।

উদ্বৃত্ত : ● যাহা বৃত্তের ঊর্দ্ধে উঠিয়া বৃত্তের বাহিরে চলিয়া যায় বা পড়িয়া যায়। / বৃত্ত হইতে উদগত। (ব.শ.)। ❐ অধিক, উদগত, বাড়তি। ✻

উদ্বেল : ● উত্থিত **বেল**[২] যাহাতে; অথবা, যে দিশাগ্রস্ত মনোবল উত্থিত হইয়া মনসমুদ্রের বেলাভূমির দিকে ধাবিত। / বেলাকে উৎক্রান্ত যে। (ব.শ.)। ❐ উৎক্রান্তবেল, উচ্ছলিত, সীমাতিক্রান্ত।

উদ্বোধন : ● উদ্দীপ্ত বোধন যাহাতে; অথবা, যাহার দ্বারা 'স্মৃতিজননার্থ সংস্কারোদ্দীপন' হয়। ❐ বিস্মৃত বিষয়ের স্মরণ, জাগরণ, উদ্দীপন। ✻

উদ্ভট : ● (ভটের পরিধির) ঊর্দ্ধে **ভট** করে যে। ❐ মহাশয়, মহাত্মা, উদার; দুর্ম্মদ, দুর্দ্ধর্ষ; শ্রেষ্ঠ, অনুত্তম, উৎকৃষ্ট; অদ্ভুত, অসম্ভব, বিস্ময়কর; উৎকট, অতিপ্রবল; শূর্প, (সাদৃশ্যে) কচ্ছপ, গ্রন্থবহির্ভূত লোকপ্রসিদ্ধ অজ্ঞাত কবিকর্তৃক শ্লোক। ✻

উদ্ভব : ● উদ্‌লোকে **ভবন** যাহাতে; অথবা, যাহা নিম্ন হইতে আবরণ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া ভবিত বা ভূত হইয়াছে। / উৎকৃষ্ট-ভাবে ভবন যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে উদ্ভূত। (ব.শ.)। ❐ উৎপত্তি, উদ্ভূত, বৃদ্ধি।

উদ্ভাস : ● যাহা উদ্‌লোকে **ভাসে**। ❐ অতি-দীপ্তি, মহাজ্যোতিঃ।

উদ্ভিদ : ● মাটির উপরের আস্তরণ ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে যে। /উদ্ভেদন পূর্ব্বক নির্গত (যে)। (ব.শ.)। ❐ উদ্ভেদক, ভূমিভেদক, তরুগুল্মাদি (বৃক্ষ গুল্ম লতা বল্লী তৃণ - এই পঞ্চ উদ্ভিদ্), ... । ✻

উদ্যত : ● উদগতির জন্য নিয়মন তারিত যাহাতে; অথবা, উদগত হইবার নিমিত্ত,

নিজেকে সংযত করিয়া, চেষ্টিত যে। ⊓ উন্নীত, উদ্যোগকৃত।

উদ্যম : ● উদগতির নিমিত্ত সংযম যাহাতে। □ প্রয়াস, প্রযত্ন, প্রচেষ্টা। *

উদ্যান : ● যে স্থানে বসিয়া মনে মনে উর্দ্ধলোকে বিচরণ করা যায়। ⊓ উদগতি, রাজার সর্ব্বজনোপভোগ্য উপবন। *

উনন (উনান) : ● উদগতকে নাকৃত করিয়া অনকৃত করা হয় যাহাতে; অথবা, জ্বলন্ত বাহ্য অগ্নিকে আয়ত্ত করিয়া প্রজ্বলিত করা হয় যাহাতে; কিংবা, **উনন** হইতে জাত যে দীর্ঘস্থায়ী উনন। ⊓ কাঠ ও শুকনো পাতা প্রভৃতির সাহায্যে জ্বালানো সাময়িক চুলা, দীর্ঘস্থায়ী চুলা।

উনুন : ● উদগতকে নাকৃত ও নবরূপে উত্তীর্ণ করিয়া অনকৃত করা হয় যাহাতে; অথবা, জ্বলন্ত বাহ্য অগ্নিকে আয়ত্ত করিয়া নবরূপে (চকমকি, দেশলাই, তোলা আঁচ ... ইত্যাদিতে) উত্তীর্ণ করিয়া প্রজ্বলিত করা হয় যাহাতে। ⊓ তোলা উনুন।

উন্দ : ● উদ্‌লোককে নাকরণ-অনকরণ দেয় যে; অথবা, উদ্‌লোককে উপর দিকে উঠিতে না দিয়া উদ্‌লোকের অবতরণ-প্রসারণ বা সমোচ্চশীলতা দেয় যে। ⊓ গলিয়া জল হইয়া যাওয়া, আর্দ্রীকরণ।

উন্দুর : ● **উন্দ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, ঢিবিকে ফোঁপরা করিয়া দিয়া সমতলের সমান করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করে যে। ⊓ মূষিক। (দ্র. **সমুদ্র**)। *

উন্নত : ● উদ্‌লোক হইতে (অন্যকে) নমন করে (নমনীয় করে বা নামাইয়া দেয়) যে; (ফলে নিজেকে অন্যের তুলনায় উপরে স্থিত বা উন্নত বলিয়া মনে হয় তাহার); অথবা, অন্যদের নামাইয়া দিতে পারিলে নিজে উপরে উঠিয়া যাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় যাহাতে। □ উচ্চ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। *

উন্নতি : ● **উন্নত** সক্রিয় যাহাতে। □ উচ্চতা, তুলনায় বৃদ্ধি। *

উন্নয়ন : ● যাহাতে উর্দ্ধে আনয়ন থাকে। ⊓ উর্দ্ধনয়ন, উর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ। *

উন্নাসিক : ● উদগত **নাসিক** যে; অথবা, যে তাহার **নাসা**কে উদগত করিয়া আছে; কিংবা, বাধাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও যে তাহার **নাসা**কর্ম্ম (পণ্যাদি, শ্বাসাদি গ্রহণ বর্জ্জন) সগৌরবে করিতেছে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে **নাক** উঁচু করিয়া অন্যদের দেখিতেছে। □ ঘ্রাণ গ্রহণে আগ্রহশীল, (সাদৃশ্যে) নাক উঁচু করিয়া অবজ্ঞাকারী, তাচ্ছিল্যকারী।

উন্নীত : ● যাহাকে উর্ধ্বে আনয়ন করা হইয়াছে। □ উর্ধ্বে আনীত, উত্তোলিত। *

উন্নেতা : ● যিনি (নিজেকে বা অন্যকে) **উন্নীত** করেন। □ অধ্বর্য্যু এবং যজুর্বেদজ্ঞ।

উন্মত্ত : ● উদ্-মার্গে (উঠিয়া যাওয়ার ন্যায়) **মত্ত** (মাতাল) যে; অথবা, উন্মার্গগামিতার **মদ** সেবনের কারণে চিত্তবিভ্রমের ফলে দৈহিকভাবে মাতাল হইয়া লাফালাফি করে যে। ⊓ বায়ুজন্য চিত্তবিভ্রমযুক্ত, ভূতাবেশাদি হেতু বিভ্রান্তচিত্ত।

উন্মেষ : ● উদ্‌গত **মেষ** (অভিভবেচ্ছা) যাহাতে; অথবা, যাহাতে সমাজদেহ তাহার বাৎসরিক অভিভব কর্ম্মের (উৎপাদন, সংগ্রহাদি) সূচনা করে বা চোখের পাতা খুলিয়া দৃষ্টি প্রেরণ করিতে শুরু করে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মানবদেহ তাহার চোখ মেলিয়া দৃষ্টি প্রেরণ করিতে শুরু করে যাহাতে। □ চক্ষুঃ-উন্মীলন, প্রকাশ, বিকাস, উদয়,

উপবৃংহণ। দ্র. **নিমিষ।**

উপ : ● নবরূপে উত্তীর্ণের পালন যাহাতে। /যাহা উপজনন করে। (ব.শ.)। ◻ বাড়তি, উপ্‌রি, সহযোগী, খণ্ড, সামীপ্য, সান্নিধ্য। ✱

উপকণ্ঠ : ● **কণ্ঠ**-এর **উপ** (কাছাকাছি) যে; কিংবা, গলপথের মতো যে পথে কোনো স্থানে অনুপ্রবেশ করা যায়। ◻ নিকট।

উপকথা : ● যাহাতে মূল **কথার উপ্‌**রি (সংশ্লিষ্ট) কথা থাকে। ◻ সংক্ষিপ্ত কথা, আখ্যান।

উপকরণ : ● যে-**করণ** মূল করণের **উপ** বা সহায়ক। ◻ সাহায্যকরণ, প্রধান অঙ্গীভূত উপকারসাধনদ্রব্য, কার্য্যসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু।

উপকার : ● যে-**কার** মূল কার-এর **উপ** বা সহায়ক। ◻ সহায়ক, আনুগুণ্যসাধন (বিপ. অপকার)। ✱

উপক্রম : ● **ক্রম**-এর **উপ** যে; অথবা, মূল ব্যাপারের প্রথম ক্রমটির ঠিক আগে যে ক্রম থাকে। ◻ প্রাক্‌ক্রম, আরম্ভ।

উপক্রমণিকা : ● গ্রন্থের **উপক্রম**-এর সক্রিয়করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কোনো গ্রন্থ রচনার **উপক্রম** করা হয়। ◻ অবতরণিকা, ভূমিকা।

উপগম্য : ● **গম্য**-এর **উপ** (সহযোগী) যে; অথবা, যে সহযোগী স্থান বা পাত্রের নিকট যাইতে হয়। ◻ উপসর্পণীয়, অভিগম্য, প্রাপ্য, লভ্য।

উপগ্রহ : ● যে সত্তা **উপ** (খণ্ড বা খানিকটা) **গ্রহণ** করে (সবটা গ্রহণ করে না); অথবা, যে সামাজিক গ্রহণকারী প্রজাদিগের উৎপন্নের অংশ গ্রহণ করে (সমগ্র উৎপন্ন গ্রহণ করে না); কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে উপগ্রহণকারী বাহ্যাকাশে থাকে। ◻ বন্দীকরণ, অবরোধ, আনুকূল্য, অনুগ্রহ, প্রাণরক্ষার্থ শত্রুকে সর্ব্বস্ব দানপূর্ব্বক কৃত সন্ধিবিশেষ।

উপচয় : ● **উপ** চয়ন যাহাতে; অথবা, চয়নের অধিক চয়ন (বাড়তি চয়ন) যাহাতে; কিংবা, যে চয়ন এত অধিক যে **উপচাইয়া** পড়িয়া যায়। ◻ বৃদ্ধি, অতিরেক, উন্নতি, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, রাশি ... ইত্যাদি।

উপচার : ● **চার**-এর (**চরজাত-র**) **উপ** থাকে যাহাতে; অথবা, আ**চার**-এর সহিত যে বাড়তি বা সহযোগী আ**চার** করা হয়। ◻ সেবা, উপচর্য্যা, শিষ্টাচার, মনোরঞ্জনার্থ মিথ্যাভাষণ ...। ✱

উপজীবিকা : ● **জীবিকার উপ** বা সহকারী যে; অথবা, মূল বা প্রধান **জীবিকার** সহিত বাড়তি বা উপরি **জীবিকার্জ্জন** হয় যাহাতে। ◻ উপবৃত্তি, চাকরির ফাঁকে টিউশনি।

উপজীব্য : ● **জীব** থাকে যাহাতে তাহার **উপ** যে; অথবা, যে বিদ্যা বুদ্ধি দক্ষতা কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া (বা যাহাকে **উপজীব্য** করিয়া) মনুষ্যগণ **জীবিকার্জ্জন** করে। / যাহার দ্বারা জীবন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ জীবনার্থ আশ্রয়ণীয়, কর্ম্মার্থ অবলম্বনীয়, জীবনসাধন ...।

উপজীব্যতা : ● **উপজীব্য** তারিত যাহাতে; অথবা, **জীবিকা**-কর্ম্মের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যাদি থাকে যাহাতে (যাহার অধিকারে); অথবা, প্রকৌশলাদির বিদ্যা থাকে যাহাতে। (দ্র. **আর্য্য**)। ◻ দক্ষতার বিদ্যা, প্রকৌশল (টেকনিক্যাল নলেজ)।

উপঢৌকন : ● **ঢৌকন**-এর উপ বা সহকারী যে; অথবা, যাহা ভিতরে **ঢুকি**বার উপায়গুলির সহিত যুক্ত হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা

ভিতরে ঢুকিবার উপায় হয়। ◘ উপহার-প্রেরণ, ভেট দেওয়া, উপঢৌকিত দ্রব্য, উপায়ন, নজর, ডালি।

উপত্যকা : ● উপ **তাক** যাহাতে; অথবা, পর্ব্বতের পাদদেশে দেয়ালের **তাক**-এর ন্যায় যে অংশ বাহিরে নির্গত থাকে। ◘ পর্ব্বতের আসন্ন ভূমি বা সমীপস্থ দেশ, আসন্ন ভূমি, সন্নিহিত ভূমি। ✱

উপদিষ্ট : ● যাহাকে **উপদেশ** দেওয়া হইয়াছে; অথবা, যে **উপদেশ** পাইয়াছে। ◘ উপদেশপ্রাপ্ত, হিতকথা-প্রাপ্ত, কথিত।

উপদেশ : ● **দেশ**-এর (দিশাদর্শনের) **উপ** (সহকারী) যে; অথবা, **দেশন**-সহযোগী কথাবার্ত্তা বলা হয় যাহাতে; কিংবা, **দেশ**-এর (যে বিশেষ দিশায় বিকশিত হইতে হইবে বা যাইতে হইবে, সেই সব) কথার সহযোগী কথাবার্ত্তা বলা হয় যাহাতে (যে **দেশনায়** বা দিশা-নির্দ্দেশে)। ◘ অনুশাসন, হিতকথন, করণীয় সম্পর্কে নির্দ্দেশ, পরামর্শ।

উপদেশক : ● **দেশক**-এর সহকারী যে; অথবা, দিশাদর্শনে সহযোগিতা করেন যিনি।

উপদেষ্টা : ● **উপদেশ** টঙ্কারিত হইতে থাকে যে আধার হইতে; অথবা, যিনি **উপদেশ** দান করেন। ◘ পরামর্শ বা মন্ত্রণাদাতা, গুরু।

উপদ্রব : ● **দ্রব**-এর (গলিয়া তরলের) **উপ** (সহকারী, মতো) যে; অথবা, যাহা হইতে (যে অত্যাচার, দুর্দৈব প্রভৃতি হইতে) কঠিন সামাজিক সংগঠন (পরিবার, গোষ্ঠী প্রভৃতি) **দ্রবীভূত** হয় বা গলিয়া যায় (পারিবারিক বা গোষ্ঠিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে)। ◘ দুর্দৈব, উৎপাত, অত্যাচার, রাষ্ট্রবিপ্লব। ✱

উপদ্রুত : ● **দ্রুত**-এর (দ্রবীভূত-এর) **উপ** (সহকারী) যে; অথবা, **উপদ্রব** করা হইয়াছে যাহাতে (যাহার উপরে)। ◘ উপদ্রবযুক্ত, বিকারযুক্ত, পীড়িত, বিপ্রকৃত।

উপধান : ● **ধান**-এর (...ধারণের) **উপ** (সহযোগী) যে; অথবা, যাহা (সমাজদেহ বা মানবদেহকে) খণ্ডভাবে ধারণ করে (সম্পূর্ণ ধারণ করে না)। /যাহাতে মস্তক স্থাপিত হয়। (ব.শ.)। ◘ ব্রতবিশেষ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, (সাদৃশ্যে) শিরোধান, বালিশ।

উপনয়ন : ● **নয়ন**-এর (আনয়নের) **উপ** (সহায়ক) যে (সংস্কার); অথবা, যে সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণাদির সন্তান **উপবীত** ধারণ করে; কিংবা, যে সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গেলে 'ব্রাহ্মণসন্তান' 'জ্ঞানজীবী'র অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং সেই অধিকারবলে সামাজিক সম্পদ আনয়ন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। /যাহা দ্বারা বালক বেদাধ্যয়নার্থ গুরুসমীপে নীত হয়। (ব.শ.)। ◘ সমীপে নয়ন, আনয়ন। ✱

উপনিবেশ : ● **নিবেশ**-এর (নিবাসস্থানের) **উপ** (সহযোগী) যে **নিবেশ** (নিবাসস্থান) ; অথবা, শাসকের প্রেরিত লোকজন গিয়া নিজ দেশের বাহিরে যে দেশে নিবাস করে; কিংবা, যে দেশ দখল করিয়া বসবাস করা হয়। ◘ অনুপদেশ, 'কলোনি'।

উপনিষদ : ● **নিষদ**-এর (স্বাতন্ত্র্য, প্রাণবন্ততা, লোহিতকণিকা, পণ্যজীবিতা বা দোকানদারির) **উপ** (সহায়ক) যে **নিষদ** (গ্রন্থ); অথবা, যে গ্রন্থ **বেদ**-এর (যৌথতা, যথাস্থিতি, শ্বেত-কণিকা, বিনিময়হীন বিতরণের) বিপরীতে বিনিময়যুক্ত বিতরণকে বা পণ্যজীবিতাকে দার্শনিকভাবে সহায়তা করে। দ্র. **নিষণ্ণ**। / যাহা সহেতুক সংসারের অত্যন্ত অবসাদন করে; অথবা,

যাহা সংসারকারণের সমূল বিনাশ করে। (ব.শ.)। ◻ ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ, বেদের শিরোভাগ। *

উপনীত : ● **নীত**-এর (আনীতের) **উপ** (সহকারী) যে **নীত**; অথবা, যাহার **উপনয়ন** হইয়া গিয়াছে। ◻ সমীপে আনীত, উপনয়ন-কৃত। *

উপপদ : ● যে **পদ উপ** (সহকারী) রূপে (মূল পদের আগে বা পরে) উচ্চারিত হয়; অথবা, **উপ** (সহকারী) যে পদ। /উপ-উচ্চারিত পদ যে; অথবা, যে পদ পরে প্রযুক্ত হয়; কিংবা, পূর্ব্বোচ্চারিত (পূর্ব্বপ্রযুক্ত) পদ যে। (ব.শ.)। ◻ নামের পূর্ব্বে বা পরে প্রযোজ্য আর্য্য শর্ম্মা প্রভৃতি পদ, উপাধি, (ব্যাকরণে) প্রত্যয়বিধায়ক সূত্রে সপ্তম্যন্ত পদ।

উপপ্লব : ● **প্লব**-এর **উপ** যে। ◻ সমীপে প্লবন বা লম্ফ, উল্কাপাতাদিরূপ উৎপাত, উপদ্রব, বায়ুদাবানলাদি বাধক (পীড়াকর) বিষয় ... ইত্যাদি। *

উপবর্ত্তন : ● **বর্ত্তন**-এর **উপ** (সহকারী) যে; অথবা, যেখানে মানুষ তাহাদের বাৎসরিক কর্ম্মকাণ্ডের মাধ্যমে আবর্ত্তিত হয়। ◻ জনপদ, রাজ্য ...।

উপবিষ্ট : ● যে এখনও **প্রবেশ** করে নাই, কিন্তু প্রবেশ করিবে বলিয়া **প্রবিষ্ট** হওয়ার পূর্ব্বাবস্থায় বসিয়া আছে।

উপবীত : ● **বীত**-এর (সুকৌশলে বয়নকৃত যোগসূত্রের-এর) **উপ** (সহায়ক) যে; অথবা, 'যাহা দ্বারা বিশেষগতি সাধিত হয়' তাহার **উপ** বা সহকারী যে; কিংবা, যে যোগসূত্রের কারণে সামাজিক সম্পদের বিশেষ ভাগ (জ্ঞানজীবীর প্রাপ্যরূপে) পাওয়া যায়; অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহার প্রতীকী আচরণ করা হয় পৈতা ধারণের মাধ্যমে। ◻ যজ্ঞসূত্র, পৈতা। (দ্র. **উপনয়ন**)। *

উপভোগ : ● **ভোগে**র (অন্তর্ভুক্তকরণের) **উপ** (সহযোগী) যে ভোগ; অথবা, যাহা প্রধানত মন দিয়া **ভোগ** করিতে হয় (মুখ দিয়া নহে)। ◻ মাল্যচন্দনাদি-বিষয়ভোগ, নির্ব্বেশ, বৃক্ষের ফলপুষ্পপত্রাদির ভোগ, সম্ভোগ, সুরতভোগ, বিষয়ভোগ, বিষয়সেবা-জন্য সুখ। *

উপমা : ● **মা**-এর (পরিমিতের) **উপ** (ন্যায়) যে **মা**; অথবা, কোনো **মা**পিত সত্তার মতো যে সত্তাকে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়। /যাহা দ্বারা উপমিত হয়। (ব.শ.)। ◻ তুলনা, দৃষ্টান্ত। *

উপযুক্ত : ● **যুক্ত**-এর (যোজিতের) **উপ** যে; অথবা, যে যোজিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে কিন্তু এখনও যুক্ত হয় নাই - যুক্ত হওয়ার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে; কিংবা, প্রায় যুক্ত যে। ◻ যোগ্য, যথাযথ। *

উপর : ● **উ-পর** যে; অথবা, উদ্‌লোকে (উচ্চে) পালন রহে যাহার; কিংবা, **উপ-র** যাহাতে; অর্থাৎ, বাড়তি রহে যাহাতে। ◻ যানবাহনের উচ্চভাগ, অবয়বের উচ্চতর ভাগ, নির্দ্দিষ্টের অতিরিক্ত, বাড়তি। *

উপরি : ● **উপর** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা সত্তা হইতে অধিক বলিয়া তাহার উর্দ্ধে বাড়তি রূপে থাকে।

উপরিচর : ● **উপরি**তলে বিচরণ করে যে; অথবা, জলের উপরিতলে যে জলবিম্ব বিচরণ করিতে থাকে। ◻ জলবিম্ব, **ডিম্বিকা**।

উপরিচর বসু : ● যে **বসু** (সম্পদবান) সমাজের উপরে উপরে বিচরণ করিতেন।

❑ উর্দ্ধচর, চেদিরাজ্যের রাজা বসু, ব্যাসমাতা সত্যবতীর পিতা। *

উপল : ● **উপ** (সহযোগী) **লালিত** যাহাতে; অথবা, উ (নবরূপে উত্তীর্ণ) **পল** (মাংসাদি) যাহাতে; কিংবা, সংহত মানসসম্পদ থাকে যাহাতে; অথবা, শক্ত মূল্যবান প্রস্তরাদি যাহাতে। ❑ (সাদৃশ্যে) পাষাণ, মণি। *

উপলক্ষ্য : ● **লক্ষ্য**-এর **উপ** বা সহকারী যে **লক্ষ্য**; অথবা, যথা, রথ-দেখা **লক্ষ্য** হইলে কলা-বেচা **উপলক্ষ্য** হয় যাহাতে। ❑ সহ-উদ্দেশ্য, বাড়তি অভিপ্রায়। *

উপলব্ধ : ● **লব্ধ**-এর (প্রাপ্তির) **উপ** (বাড়তি) রূপে যাহা **লব্ধ** (প্রাপ্ত) হওয়া যায়; অথবা, লাভের উপ্‌রি হিসেবে যা পাওয়া যায়। ❑ বাড়তি প্রাপ্তি, উপ্‌রি লাভ। *

উপলব্ধি : ● **উপলব্ধ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **উপলব্ধ**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যাহা মানসিকভাবে লাভ করা হয়। ❑ মানসপ্রাপ্তি, নবলব্ধ বোধ।

উপলা : ● **উপল**-এর আধার যে; অথবা, ধ্রুবসত্য স্বরূপ জ্ঞানের (**দৃষদ্বতীর**) উপরে যে নবজ্ঞানের চর্চ্চা চলে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) জাঁতার উপরদিকে যে পাষাণ থাকে। ❑ সরস্বতী, (সাদৃশ্যে) পেষণযন্ত্রের (জাঁতার) দৃষদের উপরিস্থ ক্ষুদ্রতর প্রস্তরখণ্ড, শর্করা। *

উপশম : ● **শম**-এর (...শান্তের) **উপ** (সমীপস্থ) যে **শম**; অথবা, যাহা অশান্ত ক্ষোভ-বিক্ষোভ-রোগাদিকে খানিক শান্ত করে। /যে কর্ম্ম (রোগাদি) উপশম করে। (ব.শ.)। ❑ শান্তি, উপনিবৃত্তি। *

উপসংহার : ● **সংহার**-এর (...সার সংগ্রহের) **উপ** (সমীপস্থ) যে; অথবা, যাহা দ্বারা মানসিক **সংহার** বা সারসংগ্রহ করা হয়। ❑ গ্রন্থের বা বিষয়বিশেষের বস্তুসংক্ষেপ, উপনিগ্রহ। *

উপসর্গ : ● **সর্গ**-এর (সৃষ্টির) **উপ** (অনুসারী) যে **সর্গ**; অথবা, মূলসৃষ্টির বা মূল**সর্গ**-এর অনুষঙ্গে উপজনিত (by-product) **সর্গ** যে (রোগ উৎপাত প্রভৃতি); কিংবা, ভাষার মূল শব্দসৃষ্টির অনুষঙ্গে যে অব্যয় শব্দসমূহ সৃষ্ট হইয়া থাকে। /যাহা গতিসংজ্ঞা বা কর্ম্মপ্রবচনীয়তা হেতু অন্য পদের সহিত উপসৃষ্ট (প্রযুক্ত) হয়। (ব.শ.)। ❑ প্রাণীর শুভাশুভসূচক মহাভূতবিকার ভূকম্পাদি, আকস্মিক উৎপাত, রোগভেদ, ক্রিয়ার সহিত যুক্ত প্র-প্রভৃতি অব্যয়। [**প্র পরা অপ সম্‌ অনু অব নিস্‌ নির্‌ দুস্‌ দুর্‌ বি আ (আঙ্‌) নি অধি অপি অতি সু উদ্‌ অভি প্রতি পরি উপ** — দ্বাবিংশতি (২২টি) উপসর্গ।] *

উপস্থিত : ● **স্থিত**-এর (আসনে উপবিষ্ট হওয়ার) **উপ** (সমীপস্থ) যে; অথবা, আসিয়া **স্থিত** হওয়ার প্রাক্কালে যে-স্থিতি বা দাঁড়ান হয় (যাহার পরে আগন্তুক আসন গ্রহণ করিবেন, **স্থিত হইবেন বা বসিবেন**)। ❑ সমীপস্থিত, সমীপাগত। *

উপহার : ● **হার**-এর (মনোহরণের) **উপ** (সহযোগী) যে **হার**; অথবা, **হার**-এর (মনোহরণ হইতে উপলব্ধের) সহায়তা (**উপ**) থাকে যাহাতে। /যাহা উপহৃত হয়। (ব.শ.)। ❑ উপঢৌকনদ্রব্য, ভেট। *

উপহাস : ● **হাস**-এর (...বিসুখবিসর্জ্জনের) **উপ** (অনুষঙ্গে) যে **হাস**; অথবা, **হাসাহাসির** ('দোষোদ্দেশপূর্ব্বক হসন'-এর) সহকারী যে **হাস**; অথবা, অন্যের অসম্পূর্ণতা দেখিয়া বিসুখবিসর্জ্জন করা হয় যাহাতে। ❑ পরিহাস, নিন্দাসূচক হাস্য। *

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❑ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

উপাদান : ● **আদান**-এর সহযোগী বা **উপ** যে। /যাহা কার্য্য জননার্থ গৃহীত হয়। (ব.শ.)। ⊓ সমবায়ী কারণ, উপকরণ। ✱

উপাদেয় : ● যে **উপ-আদেয়** (বাড়তি-প্রাপ্তি) আদায়কারীকে তৃপ্তি দেয়। ⊓ উপরি-পাওনা, খাদ্যের স্বাদ। ✱

উপাধি : ● **আধি**-র (অধিকার-করণের) **উপ** (সহযোগী) যে; অথবা, যাহা থাকিলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে; কিংবা, নামের সহিত যুক্ত যে পেশানাম নামধারীকে তাহার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখে। ⊓ কুটুম্বভরণকারী পদ, ডেজিগনেশন (designation)। ✱

উপাধ্যায় : ● **অধ্যায়ের** উপ যে; অথবা, যিনি অধ্যয়নকারীকে তাহার অধ্যয়নে সহায়তা করেন। /যাঁহার নিকট আসিয়া পড়ে; যিনি বৃত্তির নিমিত্ত বেদের একদেশ (মন্ত্র, ব্রাহ্মণ) ও বেদাঙ্গ অধ্যাপন করেন। (ব.শ.)। ⊓ বেদাদির পাঠয়িতা, জীবিকার্থ বেদৈকদেশ ও বেদাঙ্গের অধ্যাপক। ✱

উপান্ত : ● **অন্ত**-এর (শেষের) **উপ** (সমীপ) যে; অথবা, শেষের ঠিক আগের স্থান বা কাল বা পাত্র যাহাতে; কিংবা, যাহার পরে সত্তাটি আর থাকে না বা নাই। ⊓ অন্তের অব্যবহিত পূর্ব্ব, তট, প্রান্ত।

উপার্জ্জন : ● **অর্জ্জন**-এর (আয়ের) **উপ** (বাড়তি) থাকে যে **অর্জ্জন**-এ; অথবা, মূল অর্জ্জনের পাশাপাশি বাড়তি বা উপ্‌রি অর্জ্জন থাকে যাহাতে; কিংবা, চাকুরীর পাশাপাশি 'টিউশনি' হইতে যে রোজগার হয়। ⊓ বাড়তি অর্জ্জন, উপায়, মূল বা ন্যায্য আয়ের উপর যে বাড়তি আয়। ✱

উপায় : ● **আয়**-এর (অর্জ্জনের) **উপ** (বাড়তি) থাকে যে **আয়**-এ; অথবা, মূল আয়ের পাশাপাশি বাড়তি বা উপ্‌রি আয় থাকে যাহাতে; কিংবা, **উপ-অয়ন**কারী থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, কার্য্যাদি **অয়ন** করার (চালানোর) সহযোগিতা করে যে (ক্রিয়া-কৌশলাদি)। ⊓ উপার্জ্জন, উপরি আয়, কার্য্যসিদ্ধির কৌশল। ✱

উপাসক : ● **উপাসনা** করে যে; অথবা, **উপ** আসনে বসে যে; অথবা, সমাজে প্রাপ্ত আসন ছাড়াও অন্যতর আসনে বা পদে অবস্থান করে যে। ⊓ পেশার বাইরে 'পার্ট টাইম' রোজগেরে, ধ্যানকারক, পূজক, সেবক, ভৃত্য, উপাসনাকারক। ✱

উপাসনা : ● **উপ** (সহকারী, উপ্‌রি) **আসন** করা হয় যাহাতে; অথবা, উপপদে বসিয়া (জ্ঞানমূলক বা ধনমূলক) অর্জ্জনচেষ্টা চালান হয় যাহাতে। ⊓ সগুণব্রহ্ম বিষয়ক মানসব্যাপার-বিশেষ, শাণ্ডিল্যবিদ্যাদি, সেবা, পরিচর্য্যা, ছন্দানুবৃত্তি, সাধ্যসাধনা, খোসামোদ। ✱

উপেক্ষা : ● **উপ** (খণ্ড বা খানিক) **ঈক্ষা** (দর্শন) যাহাতে; অথবা, যে-দেখায় যথাযথ-ভাবে দেখা হয় না, তাহা হইতে কম করিয়া দেখা হয়; কিংবা, যাহাতে অবহেলাভরে বা আড়চোখে একটুখানি দেখা হয়; অথবা, দেখিয়াও দেখা হয় না যে (ইচ্ছাকৃত) না-দেখায়। ⊓ অবজ্ঞা, অবহেলা। ✱

উপোষ : ● **উপ উষ** যাহাতে; অথবা, সহযোগী প্রাণশক্তি লাভ করা যায় যাহাতে। ⊓ অহোরাত্রব্যাপী অনাহার, উপবাস।

উমা : ● উ-এর (নবরূপে উত্তীর্ণের) **মা** (সীমায়ন) যাহাতে; অথবা, যাহাতে নব-প্রজন্মের সীমায়ন চলে; কিংবা, যাহারা কাজ করিতে যায় না, লেখাপড়া করে। ⊓ ছাত্র-সমাজ। (দ্র. **সরমা**)। ✱

উরু : ● উ (নবোত্তীর্ণ) র (রক্ষণ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, সমাজদেহের সামাজিক উৎপাদনব্যবস্থা নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে (যে সুসংগঠিত অতি উৎপাদনশীল-ব্যবস্থায় — **পৃথু**তে বা ক্ষত্রিয় পরিচালিত সমাজকাঠামোয় বা রাষ্ট্রে); অথবা, (সাদৃশ্যে) মানবদেহের দেহব্যবস্থা চলে যে বক্ষদেশ হইতে। ◘ সমাজদেহের বক্ষ বা রাষ্ট্র, ক্ষত্রিয়, কর্ম্মযোগীগণ, বিস্তীর্ণ, বিশাল, বিপুল, মহান, পৃথু, ব্যাপক, উদার, সর্ব্বাতিরিক্ত, অতিশয়, নানা, প্রবল, প্রচণ্ড, উত্তম, প্রচুর, প্রভূত; (সাদৃশ্যে) মানবদেহের বক্ষ। (দ্র. **উরু**)। ✱

উর্ব্ব : ● **উর্ব**-কে (অতি উৎপাদনশীল শক্তিকে) বহন করে যে; অথবা, অতি উৎপাদন-শক্তির বাহক যে।

উর্ব্বর : ● **উর্ব্ব** (অতি উৎপাদনশক্তি-বাহক) রহে যাহাতে। ◘ সুউৎপাদনশক্তি-বিশিষ্ট, প্রচুর শস্যাদিজনক। ✱

উর্ব্বরা : ● **উর্ব্বর**-এর আধার যে। ◘ উর্ব্বর ক্ষেত্রাদি।

উর্ব্বশী : ● **উর্ব্ব**-এর (অতি উৎপাদন-শীলের) শক্তি বিচ্ছুরণের সক্রিয় আধার যে; অথবা, (যখন সম্প্রদায়গুলির শীর্ষে শীর্ষে অর্থাৎ শুধুমাত্র স্বর্গলোকে উৎপন্নের লেনদেন চলিত সেই কালে) যৌথসমাজে অত্যধিক শস্যাদি উৎপন্নকারী সম্প্রদায়ের উৎপন্নকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিত যে আদি পাইকারেরা; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে নারী স্বর্গলোক মত্ত করেন। / যিনি উরুকে (মহাপুরুষকে) বশ করেন। (ব.শ.)। ◘ স্বর্গবেশ্যাবিশেষ। ✱

উল : ● উ-এর (উর্দ্ধের) লালন যাহাতে। ◘ উদোম, উন্মুক্ত।

উলঙ্গ : ● **উল** (উদোম) **অঙ্গ** যাহার। ◘ নগ্ন, আবরণহীন। ✱

উলট : ● **উল** (উদোমভাব) টঙ্কারিত যাহাতে; কিংবা, যাহাতে অস্তিত্বকে খুলিয়া ধরার টঙ্কার থাকে। ◘ অধোমুখ হইয়া ডিগবাজি খাওয়া, উলটাইয়া পড়া; বিপরীত কাজ করা। ✱

উলটপালট : ● **উলট** ও **পালট** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **উল**করণ টঙ্কারিত হয় এবং **পাল**করণ টঙ্কারিত হয়; কিংবা, যাহাতে বিপরীত করিয়া দেওয়া ও পাশ ফিরাইয়া দেওয়া হয়; অথবা, যাহাতে চিৎ করিয়া দেওয়া হয় এবং কাত করিয়া দেওয়া হয়।

উলটি : ● **উলট** সক্রিয় যাহাতে। ◘ অধোমুখ, উলটানোর চেষ্টা, (হিন্দিতে) বমি। ✱

উলাড় : ● উপরের দিকে **লা**লিত হওয়ায় উড়ান দেখা দেয় যাহাতে; অথবা, উল্টা দিকে **আড়** হয় যে; কিংবা, গরুগাড়ীর পিছন দিকে অধিক ভার থাকায় গাড়ীর সামনের দিক উপরে উঠিয়া যায় যাহাতে। ◘ পশ্চাতের ভার। (দ্র. **দাবু**)। ✱

উলান : ● **উল** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◘ উছলাইয়া বা উগরাইয়া পড়া, নিজেকে মেলিয়া ধরা। ✱

উলু : ● **উল** (উৎসারিতের লালন বা উচ্চারিত প্রকাশ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে উচ্চারিত প্রকাশ ডাকিয়া আনে বা অন্যতর কিছু বক্তব্য জানাইয়া দেয়। ◘ উলুধ্বনি। ✱

উলূক : ● উ-কে (উদ্‌লোককে) লোকন করে যে; কিংবা, ধনসম্পদের উর্দ্ধলোক দেখিতে পায় যে। ◘ পেঁচা, পেঁচার মতো অর্থপিশাচ

মানুষ, যম সহচর, কণাদমুনি। *

উলূপী : ● উদ্‌লোকে লুপ (স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক ধনসম্পদ লুপ্ত বা গুপ্ত) করে যে। ❐ অর্জ্জুনের স্ত্রী নাগকন্যাবিশেষ। *

উল্লঙঘন : ● উল্লম্ফনপূর্ব্বক লঙঘন (ঘটে) যাহাতে। ❐ উৎপ্লবন, ডিঙানো। *

উশীনর : ● **উশ**-এর (উদ্‌লোকে শক্তি-বিচ্ছুরণের) সক্রিয় আধারস্বরূপ যে **নর**; অথবা, যে **নর** উদ্‌লোকে (**স্বর্গ**লোকে) সক্রিয়ভাবে শক্তিবিচ্ছুরণ বা উৎপন্নাদি প্রেরণ করিত। ❐ চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইঁহার পুত্র শিবি। (দ্র. **কিন্নর, বানর**)। *

উষঃ (উষস্) : ● **উষ**-এর (উদ্‌লোকে দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণের) নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে; অথবা, সমাজের বাহ্যসম্পদ যখন শেষ হইয়া গিয়াছে, অতএব আনয়ন শুরু করিতে হইবে; কিংবা, বাহ্যসম্পদ আনয়ন যখন সাঙ্গ হইয়াছে, অতএব শেষকরণ শুরু করিতে হইবে। ❐ ভোরের ও সায়ংকালের সূর্য্যতাপ বা আলো।

উষা : ● **উষ**-এর আধার যে। / যে অন্ধকার নাশ করে। (ব.শ.)। ❐ প্রভাত, সন্ধ্যা। *

উষ্ট্র : ● **উষ**-এর (রৌদ্রতাপের) টঙ্কার হইতে রক্ষা করে যে। ❐ উট, উষ্ট্রবাহ্য শকট।

উষ্ণ : ● **উষ**-এর (তাপের) রহস্যরূপের টঙ্কারিত বোধ থাকে যাহাতে। /দাহ করে যে। (ব.শ.)। ❐ গরম, আতপ। *

উষ্ণীষ : ● **উষ্ণ**-এর (সামাজিক ক্ষমতা-তাপের) সক্রিয় আধারের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহা হইতে; অথবা, যাহা হইতে রাজশক্তির কিরণ বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। ❐ পাগড়ি, কিরীট, রাজমুকুট। *

উষ্মা : ● **উষ** (মানসিক তাপ) সীমায়িত যে আধারে; কিংবা মন জ্বলে যে তাপে। ❐ মনস্তাপ, রোষ।

উহা : ● উদ্‌লোকে (মনোলোকে) হওয়ন ধারিত থাকে যাহাতে। ❐ তাহা, ঐ বিষয় বা বস্তু, সে, ও।

উহ্য : ● **উ**-এর (নবরূপে উত্তীর্ণের) হওয়ন থাকে যাহাতে। ❐ অনুমেয়, অপ্রকটিত, অব্যক্ত। *

ঊ

ঊ : ● **ঊ**-এর আধার যে; অথবা, নবোত্তীর্ণকে ধারণ করে যে। *

ঊন : ● **ঊ**র্দ্ধচারীর **ন** (নাকরণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ হইতে না দেওয়া বা এক-কম রাখা) যাহাতে। ❐ হীন, ন্যূন। *

ঊনপাঁজুরে : ● /যে গোরুর পাঁজরের অস্থি একখানা কম। (ব.শ.)। ❐ দুষ্ট।

ঊরু : ● **ঊর** (উৎপাদন শক্তিধারীর রক্ষণ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। ❐ জানুর উপরি-ভাগ, ঊরুত। (ব.শ.)। জানু (মানবদেহের জঙঘা), বৈশ্যগণ (সমাজদেহের জঙঘা)।

ঊর্দ্ধ : ● **ঊর** (উদ্‌লোক রক্ষণ) ধারিত যাহাতে; কিংবা, উৎপাদন শক্তিধারীর রক্ষণ প্রদত্ত হইয়া ধারিত যাহাতে; অথবা, উপরকে ধরিয়া রাখে যে বা উপরে থাকে যে। ❐ উচ্চ, উপরিস্থিত, উদগত, উচ্চাভিমুখ। *

ঊর্দ্ধরেতা : ● **ঊর্দ্ধে** ধারিত **রেতঃ** যাঁহার বা যাঁহাদের; অথবা, অর্জ্জিত প্রযুক্তিজ্ঞান যাঁহারা জানেন, চর্চা করেন, কিন্তু প্রয়োগ করেন না; কিংবা, **দক্ষ**যজ্ঞের পর বৈদিক যুগের প্রবর্ত্তন হইলে পূর্ব্বকালের মহর্ষিগণ (শিবগণ) **যতি**ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যে (**ঊর্দ্ধরেতা**) নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ❐

অস্খলিতবীর্য্য, অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্য, শিব (দেবগণের প্রার্থনায় ইনি রেতোনিগ্রহ করেন), ভীষ্ম। *

উর্ম্মিলা : ● উর্ম্মি (ঢেউ) কর্তৃক আনিত যে; অথবা, যে সত্তা জনসমুদ্র হইতে সামাজিক উৎপন্নের উদ্বৃত্ত অংশ আনয়ন করে। ❐ জনককন্যা, লক্ষ্মণের পত্নী, (সাদৃশ্যে) ফেনা, সমুদ্রফেন। *

উলূক : ● উ-কে (উদ্‌লোকধারীদিগকে) লুক (লোকন করে) যে; কিংবা, উর্দ্ধলোকস্থিত ধনপতিদের লোকন করে যে। ❐ পেচক, হুতোমপেঁচা, যম সহচর, কণাদমুনি। *

উষ : ● উত্তীর্ণের দিশাগ্রস্ত শক্তির যোজন যাহাতে; অথবা, প্রাণশক্তি (আলোকশক্তি) দান করে যে; কিংবা, দিশাগ্রস্ত শক্তির তীব্রতা থাকে যাহাতে। ❐ চন্দনাদ্রি, মলয়পর্ব্বত, ক্ষার, লবণ, মরিচ।

উষা : ● উষ-এর আধার যে; অথবা, যে স্থান কাল পাত্র (পাত্রী) তীব্র প্রাণশক্তি দান করে। ❐ ক্ষারভূমি, প্রভাত, প্রত্যুষ।

উহ্ : ● উর্দ্ধচারীর (মনোলোকে জাত স্থির ধারণার) হওয়ন যাহাতে; অথবা, নবরূপে উত্তীর্ণ আধারের হওয়ন যাহাতে; অথবা, নবরূপে উত্তীর্ণ করণ (সিদ্ধান্ত নিষ্কাশন) করা হয় যাহাতে; অথবা, উৎসারণ করা হয় যাহাতে। ❐ উহ্য করা, সারাংশ উপরে তুলিয়া রাখা, ন্যূনপূরণার্থ অধিকোপাদান, সিদ্ধান্ত, বিচারণা, সংশয় ...।

উহ্নী : ● উহ অন (চলমান) যে সক্রিয় আধারে। /যাহা দ্বারা মলাদির অপনয়ন সাধন করা হয়। (ব.শ.)। ❐ সারাংশ পৃথককরণী, সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

উহ্য : ● উহ (উর্দ্ধচারীর হওয়ন) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে (কোনো উদ্দেশ্যে) উপরে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। ❐ বিচার্য্য, অধ্যাহার্য্য, উদ্ভাবনীয়।

ঋ

ঋ : পূর্ব্বতনের পুনরাবৃত্তি করণ এবং পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তরণ করে যে; অথবা, আবর্ত্তন-গতি দান করে যে; কিংবা, পুনরাবৃত্ত করে যে; অথবা, পর্য্যায়গমনের বা আবর্ত্তনের ফল থাকে যাহাতে। ❐ জ্ঞান, ধন, স্বর্গ, বাক্য।

ঋক : ● পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদের আবর্ত্তন করা থাকে যাহাতে বা যে মন্ত্রে (তত্ত্বে); কিংবা, পরীক্ষিত সত্য-জ্ঞানের (দক্ষজ্ঞানের) আধার যে তত্ত্ব। ❐ জ্ঞানকর্ম্মের মূলমন্ত্র, মূলতত্ত্ব।

ঋক্ষ : ● ঋক-কে (পুনরাবৃত্তিমূলক উৎপাদন কর্ম্মকে) দিশাগ্রস্ত করে যে; অথবা, যে সত্তা বা ব্যবস্থা এবং তাহাতে নিযুক্ত মানুষেরা একই ভাবে 'পুরাতনের পুনরাবৃত্তি' করিয়া উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালায় ও উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে। ❐ আদি স্বাতন্ত্র্যবাদী, বিকল্প বেদবাদী সম্প্রদায় ও তাহাদের উৎপাদন সংগঠন, শোনাকবৃক্ষ, ভল্লাতক বৃক্ষ বা ভেলা গাছ, কুলাচলবিশেষ, শ্রেষ্ঠার্থবাচক, ভল্লুক। *

ঋক্ষনাথ : ● ঋক্ষগণের নাথ যে। ❐ আদি ও শ্রেষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যবাদী বা পণ্যবাদী, ভল্লুকরাজ।

ঋক্ষপতি : ● ঋক্ষগণের পতি যে। ❐ নক্ষত্রপতি চন্দ্র।

ঋক্ষরজা : ● ঋক্ষ-রক্ষণ জনিত যে আধারে; কিংবা, যে-ঋক্ষ 'বর্ণান্তরপ্রাপ্ত' হয়েছে। ❐ আদি আমলা, বালী ও সুগ্রীবের জনক। *

ঋক্ষরাজ : ● ঋক্ষগণের রাজা যে। ভল্লুকরাজ,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

জাম্ববান, শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতীর পিতা। *

ঋক্থ : ● **ঋক** (পুনরাবৃত্ত ধনসম্পদ) থাকে যাহাতে; অথবা, এক পর্য্যায়ের বা আবর্ত্তের যৌথচাষের ফসলের ভাগ থাকে যাহাতে; কিংবা, লক্ষণার্থে, যে কোনো প্রকার প্রাপ্য ধন যাহাতে। ◻ যৌথসম্পদের ভাগে প্রাপ্য ধনাদি, উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ ধনাদি, দায়রূপ ধন, দ্রব্য, বিত্ত, ধন, স্বর্গ।

ঋগ্বেদ (ঋগ্বেদ) : ● যাহা হইতে বা যাহার দ্বারা **ঋ**-করণসমূহ (**ঋক্** মন্ত্রসমূহ) বা পুনরাবৃত্তিকরণের জ্ঞানসমূহ বিদিত হওয়া যায়। /যাহার দ্বারা প্রশংসা সাধিত হয়; অথবা, যাহা দ্বারা দেববিশেষকে, ক্রিয়া-বিশেষকে, অথবা ক্রিয়ার সাধনবিশেষকে অর্চ্চনা বা প্রশংসা করা যায়। (ব.শ.)। *

ঋজু : ● **ঋ** (পুনরাবৃত্তিমূলক গতির) জনন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, পরীক্ষিত পুনরাবৃত্তিমূলক পূর্ব্বজ্ঞান প্রথায় উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, প্রথায় পরিণত বলিয়া যে পুনরাবৃত্তিমূলক পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানকে সিধা বা সোজা বলিয়া মনে হয়। /যাহা গুণ অর্জ্জন করে। (ব.শ.)। ◻ অবক্র, অকপট। *

ঋণ : ● **ঋ**-র (আবর্ত্তনমূলক গতির) রহস্যময় টঙ্কারবোধ যাহাতে; অথবা, প্রত্যেক **আবর্ত্ত** (কর্ম্মচক্র বা পর্য্যায়) শেষে যাহা বাড়ে (বাড়ার কথা)। /যাহা বৃদ্ধি পায়; অথবা, যাহা অবশ্যই ফেরত দিতে হয়। (ব.শ.)। ◻ উপ-কারাদি হেতু কৃতজ্ঞতারূপ বন্ধন; পিতৃগণ ঋষিগণ ও দেবগণের ঋণ। (দ্র. **পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ, তর্পণ**)। *

ঋত : ● **ঋ** (পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞানের বা কর্ম্মের গতিশক্তি) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা না থাকিলে মানুষ আর্ত হয়। ◻ পরীক্ষিত সত্যজ্ঞান (explicit knowledge); গত। *

ঋতধামা : ● **ঋত**-এর (পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞানের, দক্ষজ্ঞানের, সত্যজ্ঞানের আধার বা) **ধামা** যিনি; অথবা, **ঋত**সমূহকে (সুরীতি-সমূহকে) ধারণ করিয়া সীমায়িত (সুবিন্যস্ত) করিয়া রাখেন যিনি। ◻ সত্যধামা। *

ঋতব্রত : ● **ঋত**-ই (দক্ষজ্ঞানই) **ব্রত** যাহার; অথবা, যিনি পরীক্ষিত জ্ঞানানুসার বৃত্তি বা বেদানুসার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেন। ◻ ব্রাহ্মণের স্মৃতিবিহিত বৃত্তি। (দ্র. **সত্যব্রত, দেবব্রত**)। *

ঋতু : ● **ঋত** (পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞানের প্রয়োগ) নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে (যে পর্য্যায়কালে, আবর্ত্তে, মরসুমে)। /পর্য্যায় গমন করে যে। (ব.শ.)। ◻ পৃথিবীর গ্রীষ্মাদি কাল, নারীর গর্ভধারণযোগ্য কাল। *

ঋতুমতী : ● **ঋতু**র (পর্য্যায়ের, আবর্ত্তের) সীমায়িত তারণ চলে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, পর্য্যায় ধারণ করে যে সত্তা। ◻ (সাদৃশ্যে) রজস্বলা নারী।

ঋতুপর্ণ : ● **ঋতু** ('পর্য্যায়গমন') পর্ণ (জীবিকা) যাহার; কিংবা, প্রতি মরসুমে দাদন দেয় যে। ◻ সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যার রাজা। *

ঋদ্ধ : ● **ঋ** (পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞানকর্ম্মের) দান ধারিত যাহাতে; কিংবা, প্রতি পর্য্যায়ের জ্ঞানফল (অভিজ্ঞতা) বা কর্ম্মফল লাভ করে যে। ◻ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সমৃদ্ধ, প্রাচুর্য্যযুক্ত, রাশীকৃত ধান্য, সিদ্ধান্ত। *

ঋদ্ধি : ● **ঋদ্ধ** (জ্ঞান-কর্ম্মের ফললাভ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ঋদ্ধ** থাকে যাহাতে। ◻ বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, অণিমাদি অষ্ট সমৃদ্ধি বা সিদ্ধি, তপস্যাদি সমৃদ্ধি, সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য। *

ঋদ্ধিমান : ● **ঋদ্ধি** সীমায়িত রূপে অন

(চলমান) থাকে যাহাতে। ❒ সাধনসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, ধনবান, সমৃদ্ধিজনক।

ঋভু : ● **ঋ**-র (পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞানকর্ম্মের) বাস্তবায়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, যাঁহারা (প্রয়োজনে) পরিচালক রূপে দেখা দেন। ❒ অভিজ্ঞ, কর্ম্মপরিচালক। ✱

ঋষ : ● **ঋ**-র (পুনরাবৃত্তিজনক জ্ঞানের) দিশাগ্রস্ত শক্তিপ্রয়োগ যাহাতে (যে কর্ম্মে)।

ঋষভ : ● **ঋষ**-এর (পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞান-কর্ম্মের দিশাগ্রস্ত রূপের) ভরণ করে যে; কিংবা, প্রচলিত জ্ঞানের ফাঁক নব নব আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভরিয়া দেয় যে (**শিব**গুণসম্পন্ন মানুষ); অথবা, (সাদৃশ্যে) গোপ্রজাতির উৎকৃষ্ট জননকর্ম্ম করে যে ষাঁড়। ❒ আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-স্রষ্টা মানুষ, (সাদৃশ্যে) ষাঁড়। দ্র. **শিবের বাহন**। ✱

ঋষি : ● **ঋষ**-করণ (...দিশাগ্রস্ত শক্তিপ্রয়োগ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যিনি মনোভূমি **ঋষ** করেন বা কর্ষণ করেন; কিংবা, (সাদৃশ্যে) বাহ্যভূমি চাষ করেন যিনি। ❒ মনচাষা, মরীচি-প্রভৃতি সপ্তর্ষি; (সাদৃশ্যে) কৃষক। ✱

ঋষিকুল্যা : ● **ঋষি**গণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত যে **কুল্যা** (পুকুর); অথবা, প্রাচীন যৌথ-সমাজের পরিচালক মহর্ষিগণ তাঁদের পরিচালিত সম্প্রদায়ের যৌথসম্পদ রাখিতেন যে সম্পদ-ভাণ্ডারে। ❒ ঋষির পুকুর। দ্র. **মধুকুল্যা, পুকুর-চুরি**।

ঋষিতর্পণ : ● যাহা দ্বারা **ঋষি**গণের **তর্পণ** করা হয়; অথবা, যাহাতে নবজ্ঞান অর্জ্জন ও তাহার চর্চা এবং দান করিয়া পূর্ব্বতন জ্ঞানীগণের (ঋষিগণের) জ্ঞানাদি ভোগের ঋণ শোধ করা হয় (বা ঋষিপ্রবাহকে বা জ্ঞানপ্রবাহকে সচল রাখার নিজ কর্তব্য পালন করা হয়); কিংবা, পূর্ব্বপুরুষদিগের অর্জ্জিত জ্ঞানাদি ভোগ করিয়া যে **ঋণ** হয়, স্বয়ং নতুন জ্ঞান অর্জ্জন ও দান করিয়া সেই **ঋণ** শোধ করা হয় যাহাতে। ❒ মরীচি-প্রভৃতি ঋষিগণের প্রীত্যর্থ জলাঞ্জলিদান। ✱

ঋষ্য : ● **ঋষ** (পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞান-কর্ম্ম-শক্তির দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ) থাকে যাহাতে; অথবা, চাষ-জ্ঞান আছে যাহার; কিংবা, সমাজস্বীকৃত নয় এমন জ্ঞান-ধনের অধিকারী যে। ❒ আদি কৃষ্ণধনের মালিক, জ্ঞানবিক্রয়-কারী, কৃষ্ণসার মৃগবিশেষ, আদি সুদখোর। ✱

ঋষ্যমূক : ● যে জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থায় সুদখোর নীরব থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। /যেখানে **ঋষ্য** (মৃগ) মূক (বদ্ধবাক্), অর্থাৎ শান্ত। (ব.শ.)। ❒ পম্পানিকটস্থ পর্ব্বতবিশেষ। ✱

ঋষ্যশৃঙ্গ : ● /ঋষ্যের শৃঙ্গের ন্যায় যাহার শৃঙ্গ। (ব.শ.)। (দ্র. **শান্তা**)। ❒ কাশ্যপ বিভাণ্ডকের **সুত ঋষিবিশেষ**। ✱

এ

এ : ● **অস্তিত্ব সক্রিয় (অ-ই) যাহাতে**। ❒ দিশাগ্রস্ত, একঝোঁকা।

এঁটো : ● দিশাগ্রস্তের রহস্যরূপ **টঙ্কারিত** হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে সত্তা টঙ্কারিত বা খাদিত হইয়া অবশিষ্টাংশ (পণ্যপ্রবাহের, বাজারের, কুকুর-বিড়ালের) উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ❒ পরিত্যক্ত, বিতীর্ণ, উচ্ছিষ্ট।

এঁড়ে : ● **এঁ** (দিশাগ্রস্ত রহস্যময় সত্তা) দিশাগ্রস্তভাবে গড়ান-উড়ান করে যাহাতে; অথবা, অঁড়-এর বা **অণ্ড**-এর দ্বারা বা কারণে দিশাগ্রস্ত স্বভাব লাভ করিয়াছে যে।

☐ অণ্ডকোষযুক্ত পুরুষজাতীয় (গরু, বাছুর, মহিষ, শূয়ার ইত্যাদি), ষণ্ড, ষাঁড়, তেজস্বী নির্ব্বন্ধশীল পুরুষ, একরোখা বা একগুঁয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক।

এক : ● এ-র (অস্তিত্বের ই-করণের বা চলার সূচনা) করে যে। ☐ মুখ্য, কেবল, অদ্বিতীয়, প্রথম ... ইত্যাদি। *

একচক্রা : ● যেখানে একচক্রের (একই তৃপ্তি ও ভ্রান্তি দানকারী নীতির) শাসন চলে। *

একজটা : ● যাহাদের একজটা (এক-মালিকানা) আছে। ☐ উগ্রতারা। *

একট : ● **এক** (অদ্বিতীয়) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, খণ্ড কিন্তু একপ্রকার গোটা টঙ্কারিত যাহাতে। ☐ একটা, একমাত্র, এক সংখ্যা।

একটা : ● **একট**-এর (অদ্বিতীয় টঙ্কারীর) আধার যে; অথবা, খণ্ড কিন্তু একপ্রকার গোটা অদ্বিতীয় সত্তা টঙ্কারিত যে আধারে; কিংবা, যে খণ্ড কিন্তু গোটা অদ্বিতীয় সত্তা টঙ্কারিত হইয়া নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। ☐ একমাত্র, এক সংখ্যা।

একটি : ● **একট** (অদ্বিতীয় টঙ্কারী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে খণ্ড কিন্তু গোটা অদ্বিতীয় সত্তার টঙ্কার সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, যে খণ্ড কিন্তু গোটা সত্তা টঙ্কার করিয়া ব্যথাসুখ দেয়। ☐ একমাত্র, এক সংখ্যা।

একটু : ● **একট** (অদ্বিতীয় টঙ্কারী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে খণ্ড কিন্তু গোটা অদ্বিতীয় সত্তা অবটঙ্কার করে; কিংবা, যে খণ্ড কিন্তু গোটা সত্তা টঙ্কারিত হইয়া নিজের অস্তিত্বের কথা জানান দিতে কুণ্ঠা বোধ করে। ☐ কুণ্ঠিত এক, এক পরিমাণ।

একটুকু : ● **এক** (অদ্বিতীয়) **টুকু** (নবরূপে উত্তীর্ণ **টুক**করণ) থাকে যাহাতে; **অথবা**, যাহাতে একবার **টুক** করিয়া (ব্যথাসুখমূলক আঘাত করিয়া) তুলিয়া লওয়া ও সাদরে রক্ষা করা হয়। ☐ অল্প পরিমাণ, অল্পকাল।

একত্র : ● যাহা **এক**-এ ত্রাত হইয়াছে বা ত্রাণ পাইয়াছে; অথবা, অনেককে **এক** স্থান-কাল-পাত্রে ত্রাণ করা হইয়াছে যাহাতে। ☐ এক স্থানে, পরিবৃতভাবে, যোগ করা, মিলিত ভাবে, একুন করা।

একদন্ত (একদ্রংষ্ট্র, একরদ) : ● /এক দন্ত (দ্রংষ্ট্র, রদ) যাহার। (ব.শ.)। ☐ গণেশ। *

একপটলা : ● এক **পটল** (আচ্ছাদন, গ্রাসাচ্ছাদন) যাহার। ☐ একচালা, হিমালয় কন্যা **অপর্ণা**র সহোদরা। *

একপর্ণা : ● এক **পর্ণ** (একটি মাত্র জীবিকা) যাহার। ☐ হিমালয় ও মেনকার কন্যা। *

একপাদ : ● /এক পাদ যাহাতে; অথবা, যাহাতে এক (অসহায়) পদ। (ব.শ.)। ☐ একের গমনযোগ্য পথ; সঙ্কীর্ণ পথ, একচরণ। *

একলব্য : ● **এক** (একটিমাত্র) **লব্য** (**লব**-এর থাকা) যাহাতে; অথবা, জ্ঞানযজ্ঞের একটিমাত্র **লব** (লালনবাহক) থাকে যাহাতে; কিংবা, যে সত্তা একটিমাত্র দক্ষ-জ্ঞানের একনিষ্ঠ পুনরাবৃত্তি করিয়া সফল হইয়াছিল। ☐ নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র ও দ্রোণাচার্যের শিষ্য। *

একাক্ষ : ● /এক অক্ষি যাহার। (ব.শ.)। ☐ কাক, ললাটে জ্ঞানচক্ষুহেতু শিব। *

একাদশতনু : ● যিনি একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিলেন। ☐ একাদশ রুদ্র, মহাদেব। *

একার্ণব : ● এক অর্ণব (সমুদ্র, জনসমুদ্র)

যাহাতে। ▢ একমাত্র সমুদ্র; মহাপ্লাবন। *

একুন : ● এককরণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অনকৃত যাহাতে; অথবা, অনেককে একত্র করিয়া এক-রূপে ঘোষিত যে। ▢ সর্ব্বশুদ্ধ, মোট, সাকুল্যে।

এজন্য : ● এই (বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি ... ইত্যাদি) হইতে জাত হইয়াছে যে। / ইহা হইতে জাত। (ব.শ.)। ▢ এ কারণে, এই হেতু। *

এতাদৃশ : ● / ইহার ন্যায় যাহা দেখা যায় বা জ্ঞানবিষয় হয়। (ব.শ.)। ▢ এতৎপ্রকার, এইরূপ।

এন্তার : ● দিশাগ্রস্ত অন-এর তারণ (চলমান) যাহাতে। ▢ অবিরত, সর্ব্বদা, ক্রমাগত, প্রচুর।

এমন : ● চলমান (এই) অস্তিত্বের মত (মন্যমানিত) যে। ▢ সর্ব্বথা এরূপ, ঈদৃশ, এমনতর, এমনধারা ... ইত্যাদি।

এমনি (এমনই) : ● এমন (এরূপ) সক্রিয় যাহাতে। ▢ এইরূপই, ঠিক এইভাবাপন্ন ... ইত্যাদি।

এল : ● দিশাগ্রস্ত লালিত যাহাতে; অথবা, যে এক দিশায় (একঝোঁকা, একমুখী) হাঁটিয়া আসিয়াছে। ▢ আসিল।

এলেবেলে : ● এলে ও বেলে যাহাতে; অথবা, যে এলাইয়া পড়িয়াছে এবং যাহাকে বিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ▢ অবহেলিত, অবজ্ঞাত, ফালতু।

এলোমেলো : ● এলো ও মেলো যাহাতে; অথবা, যাহা আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহাকে মেলামেলি করিয়া রাখা হইয়াছে। ▢ পরিপাটিহীন, বিশৃঙ্খল।

এষণ : ● দিশাগ্রস্ত ইষ (দিশাগ্রস্ত ইচ্ছা) অনকৃত যাহাতে; অথবা, কোনো বিশেষ দিশায় ইচ্ছাকে চালিত করা হয় যাহাতে; কিংবা, প্রাপণের ইচ্ছায় মানসিক বা বাহ্যিক ভাবে চলন যাহাতে। ▢ অনুসন্ধান, খোঁজা, অন্বেষণ। *

এষণা : ● এষণের আধার যে। ▢ প্রেরণা, কামনা। দ্র. **গবেষণা**।

এষণী : ● এষণ সক্রিয় থাকে যে আধারে। /যাহার দ্বারা পরিমাণজ্ঞান সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ▢ মান-সাধনী তুলা, নিক্তি, ব্রণমার্গানুসারিণী, ব্রণস্ফোটনার্থ অস্ত্রবিশেষ।

ঐ

ঐ : ● এ-র আধার যে; অথবা, একদিশায় (একঝোঁকা, একমুখী) চলমান বা বর্ত্তমান যে সত্তা। ▢ সেই, দূরে বা নাতিদূরে দৃশ্যমান (ব্যক্তি, বস্তু)।

ঐকতান : ● একতান (একই রকমের তান) থাকে যাহাতে। ▢ একতান ভাব।

ঐক্য : ● এক আধারে থাকা যাহাতে; অথবা, মানসিক ও বাহ্যিক একত্ব থাকে যাহাতে। ▢ একভাব, একত্ব।

ঐচ্ছিক : ● ইচ্ছা-কে একমুখী করিয়া সক্রিয় করা হয় যাহাতে। ▢ ইচ্ছাকৃত।

ঐতরেয় : ● ইতর বা ইতরা হইতে জাত। ▢ মহিদাস। *

ঐতিহাসিক : ● / যাহা ইতিহাস হইতে আগত; অথবা, যে বিষয় ইতিহাস হইতে পাওয়া গিয়াছে। (ব.শ.)। ▢ ইতিহাসবিৎ◆

ঐতিহ্য : ● ইতিহ থাকে যাহাতে। ▢ পরম্পরাগত উপদেশ (প্রবাদ)। *

ঐরাবত : ● ইরাবত হইতে জাত। ▢ সর্দ্দার, মজুরদের মুখ্য, সমুদ্রে জাত, ইন্দ্রহস্তী।

ও

ও : ● অ হইতে উ পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়া থাকে যাহাতে; অথবা, অস্তিত্ব বিকাশ নবরূপে-উত্তরণ থাকে যাহাতে; কিংবা, সার্ব্বিক অস্তিত্ব থাকে যাহাতে। ◻ সে, তাহা, উহা।

ওই : ● ও (সার্ব্বিক আধার) সক্রিয় যাহাতে। ◻ সম্মুখস্থ, নাতিদূরস্থ, বুদ্ধিস্থ, পূর্ব্বোক্ত ...।

ওঁচা : ● নবরূপে অবতীর্ণ রহস্যময় চয়নের আধার যে; অথবা, যাহার তাহার বাড়ীতে পাত পাড়িয়া খায় যে। দ্র. **উঞ্ছশিল**।

ওঁছা : ● নবরূপে অবতীর্ণ রহস্যময় চয়নের আচ্ছাদিত আধার যে; কিংবা, লুকাইয়া চুরাইয়া **ওঁচা**-বৃত্তি চালায় যে।

ওঙ্কার : ● **ওম** (অ-উ-ম) করা হয় যাহাতে; অথবা, অস্তিত্ব লাভ ও তাহার বিকাশ সাধন করিতে করিতে নবরূপে উত্তরণ করিয়া জীবন সীমায়ন বা সমাপন করা হয় যাহাতে। / যে (ধ্যাতাকে) রক্ষা করে। (ব.শ.)। ◻ প্রণব। ✱

ওজঃ (ওজস্) : ● যে সার্ব্বিক বা পূর্ণ শক্তি উর্দ্ধে (অস্তিত্বের পরিধির বাইরে) নির্য্যাস-রূপে ত্যক্ত হয়। ◻ প্রাণবল, তেজঃ, বীর্য্য।

ওজস্বিনী : ● **ওজস্বী**র আধার যে প্রকৃতিশক্তি। ◻ প্রাণবলবাহী ভাষণাদি।

ওজস্বী : ● **ওজস** বহনের সক্রিয় আধার যে। ◻ প্রাণবলবাহী, তেজস্কর, কাব্যগুণ-বিশেষ। ✱

ওঝা : ● অস্তিত্বলাভ হইতে আবর্ত্তনাদি অবধি সার্ব্বিক ক্রিয়া **ঝা**-করণ করেন যিনি। দ্র. **ঝা**। ◻ উপাধ্যায়, ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ।

ওড় : ● আধারিত উড় (উড়ান) যাহাতে; অথবা, যাহা উপর হইতে উড়িয়া আসিয়া গায়ের উপরে পড়ে। ◻ দ্র. **আড়ওড়**।

ওতপ্রোত : ● **ওত** ও **প্রোত** যাহাতে; অথবা, যাহাকে উর্দ্ধগামী ('ভার্টিকালি') ও আনুভূমিক-গামী ('হরাইজন্টালি') করিয়া বয়ন করা হইয়াছে। / যাহা উর্দ্ধ তন্তুতে (তানার সুতায়) গ্রথিত (**ওত**) এবং তির্য্যক তন্তুতে (প'ড়নের সূতায়) পটবৎ সংমিশ্রিত (**প্রোত**)। (ব.শ.)। ◻ টানা-প'ড়নে গাঁথা, বিশেষভাবে জড়িত। ✱

ওদন : ● **উন্দ** (উন-দেওয়া) বা উচ্চতাকে নামাইয়া দেওয়ার প্রক্রিয়া চলে যাহাতে। ◻ অন্ন, দুগ্ধাদিতে পক্ব শস্যচূর্ণ, মণ্ড, ভোজ্য।

ওম : ● **অ** এবং **উ** সীমায়িত যাহাতে; কিংবা, অস্তিত্ব হইতে নবরূপে উত্তরণ পর্য্যন্ত সমগ্র পর্য্যায় একত্রে সীমায়িত যাহাতে।

ওল : ● **উন্দ্**-এর আশ্রয় লালিত যাহাতে। ◻ আর্দ্র কন্দবিশেষ, শূরণ। ✱

ওষধি : ● **উষ**ধারীকে (তেজধারীকে) সক্রিয়ভাবে ধারণ করে যে। ◻ ধান্য, যব, কদলী ইত্যাদি। ✱

ওষ্ঠ : ● উষ্-এর টঙ্কারস্থিতি থাকে যে আধারে। / যাহা খাদ্যে **উষ্ণ হয়**। (ব.শ.)। ◻ উপর ও নীচের ঠোঁট।

ঔ

ঔ : ● ও-এর আধার যে।

ঔরস : ● উরস্ (**উরস্**) হইতে জাত। ◻ উরঃসম্বন্ধী, উরোভব। ✱

ঔষধ : ● **ওষধি** হইতে জাত যে। ◻ ওষধিজাত রোগনাশক দ্রব্য, পীড়ানাশক হিতকর দ্রব্যাদি। ✱

ক

ক : ● করে যে। ⊓ কারী, পালক, চালক। *

কই : ● ক (কারী) ই (সক্রিয়) যাহাতে; অথবা, (গমন) কারী সচল যেদিকে; কিংবা, (কথা) কারী কথা চালায় যাহাতে; অথবা, যে কারী (মাছ ডাঙায়) সক্রিয় থাকে বা গমন করে। ⊓ কোথায়, কথা বলি, কইমাছ।

কওয়া : ● ক (কারী) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যে আধারে; অথবা, কথক তাহার কথা দ্বারা যায় যাহাতে; কিংবা, কথা বলা চলে যাহাতে। ⊓ কথা বলা।

কং : ● ক (কারী) ং (রহস্যময়) যাহাতে।

কংস : ● কং-এর (কারীর রহস্যরূপের) একরৈখিক বা অন্তিম অস্তিত্ব যাহাতে; অথবা, **ভোজরাজ** হইতে যে রাষ্ট্রস্বীকৃত কারুশিল্পের **ভোজবিদ্যার** ভোজবাজি শুরু হইয়াছিল, তাহার অন্তিম দশা যাহাতে; কিংবা, যাহাকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য **কৃষ্ণধন**-এর আবির্ভাব ঘটিয়া গিয়াছিল। ◻ ভোজবংশীয় নৃপতি-বিশেষ, (সাদৃশ্যে) কাঁসা, কাঁসাশিল্প। *

কংসকার : ● **কংস**-এর বা কাঁসার কাজ করে যে। ◻ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, কাঁসারি।

কংসনদী : ● **কংস**-এর (কাঁসা-পিতলের) পণ্যধারা প্রবাহিত যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে নদীতীরে কাঁসাশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল (ক্ষীণভাবে আজও যাহা বিদ্যমান)। ◻ মেদিনীপুর জেলার একটি নদীর নাম। *

কংসাবতী : ● **কংস**বৎ স্বভাব (গর্জ্জন, কাংস্যঝঙ্কার, কাংস্যকণ্ঠ) যে প্রকৃতি সত্তার। ◻ কাঁসারিগণ, **কংসনদী**। *

ককান : ● কারীর কথা-কহা নাকৃত যাহাতে; অথবা, যে আর কহিতে পারিতেছে না (কেবল কাতরতা প্রকাশ করিতেছে)।

কক্ষ : ● ক-এর (কারীর) **ক্ষ** (**ক্ষ**-করণ, খাবলে-খুবলে আনয়ন) থাকে যাহাতে; অথবা, কারী তাহার একই কর্ম্মের আবর্ত্তন-পূর্ব্বক অর্জ্জিত বাহ্যসম্পদ যেখানে রাখে; কিংবা, কারী কর্ম্মের যে আবর্ত্তন-পথ পরিক্রমা করিতে থাকে। ◻ কাঁখ, বগল, প্রকোষ্ঠ, অন্তঃপুর, গূঢ়স্থান, গিরিগহ্বর, গ্রহের পরিভ্রমণ পথ, ...। *

কখন : ● ক (কারী) **খন** (ক্ষণ) যাহাতে; অথবা, কাম্য কার্য্যকরী **ক্ষণ**টি থাকে যাহাতে; কিংবা, সেই **ক্ষণ**টির বিষয়ে প্রশ্ন যাহাতে।

কখনই : ● **কখন** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে কোনো কার্য্যকরী **ক্ষণেই** (করা বা না-করা) যাহাতে।

কখনো : ● **কখন**-এর নবরূপী আধার যে; অথবা, সর্ব্বপ্রকারের কার্য্যকরী ক্ষণ থাকে যাহাতে।

কঙ্ক : ● **কং** (কারী রহস্যময়) কৃত যাহাতে; অথবা, কৃষিজীবীদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বা অবসরে কারুশিল্প করার বুদ্ধি দেয় যে; কিংবা, যাহারা কৃষিকার্য্য ও কারুকার্য্য করে; অথবা, (সাদৃশ্যে) **কঁ কঁ** করে যে পাখী। ◻ ছদ্মবেশী বুদ্ধিদাতা দ্বিজ, মূলজীবী বা কৃষিজীবী, (সাদৃশ্যে) কাঁকপাখী, হাড়গিলা ...। দ্র. **ত্রিশিরা**। *

কঙ্কণ : ● **কঙ্ক**-এর (... রহস্যময় কার্য্যের বা কার্য্যকারীর) গৌরব টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, কারীর রহস্যরূপের (হাতের, ঋষির, রাজার) গৌরব-ঘোষণা থাকে যাহাতে। ◻ কবি**কঙ্কণ**, (সাদৃশ্যে) করভূষণবিশেষ, কাঁকন। *

কঙ্কত : ● **কঙ্ক**কে (...রহস্যময় কারীকে) তারণ করে যে; অথবা, কাজের রহস্যময় বুদ্ধিকে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

কার্য্যকরী হইতে সহায়তা করে যে। ⊓ (সাদৃশ্যে) কাঁকই, চিরুনি। ✻

কঙ্কমুখ : ● **কঙ্ক** (... কারুশিল্পকারী চাষী) মুখ (সম্মুখ) যে জনগোষ্ঠীর; অথবা, **কঙ্ক**-এর ন্যায় মুখ যাহার। ⊓ **কারুষ**, (সাদৃশ্যে) চিমটা, সাঁড়াশি।

কঙ্কাল : ● **কঙ্ক**-এর (...অবসরে কারুকর্ম্মকারী চাষার) আধার লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাদের (যে মূলজীবীদের) লইয়া সমাজশরীরের কাঠামো গড়িয়া উঠে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দিয়া মানবশরীরের কাঠামো গড়িয়া উঠে। ⊓ সমাজকাঠামো, (সাদৃশ্যে) জীবশরীরের কাঠামো, অস্থিপঞ্জর। ✻

কঙ্কালী : ● **কঙ্কাল** সক্রিয় থাকে যে আধারে; অথবা, **কঙ্ক**দিগকে (... চাষীদিগকে) লইয়া যে জনগোষ্ঠী গড়িয়া উঠে; কিংবা, ভারতীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা যাহাদিগকে **কালী, কঙ্কালী, কঙ্কালিনী** ... ইত্যাদি রূপে প্রতীকায়িত করিয়াছেন। ⊓ দুর্গার মূর্তিবিশেষ।

কচ : ● **ক**-এর (কারীর) চয়ন থাকে যাহাতে; অথবা, কারীর কর্ম্মফলের নির্য্যাস চয়ন করা হয় যাহাতে। / যাহা মস্তকে শোভা পায়। (ব.শ.)। ⊓ উৎপন্নের সত্বাধিকার বা মালিকানা, বৃহস্পতির পুত্র; (সাদৃশ্যে) মাথার চুল। ✻

কচকচি : ● **কচ**-এর (মালিক হওয়নের) পুনরাবৃত্তি (**কচকচ**) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, উৎপন্নের মালিক হওয়ন লইয়া যে কথা-কাটাকাটি চলে; কিংবা, লক্ষণার্থে, কথা কাটাকাটি ও তজ্জনিত তিক্ততা যাহাতে। ⊓ লক্ষণার্থে, কথা কাটাকাটি, তিক্ততা। ✻

কচলা : ● **কচ**করণ (...নির্য্যাসচয়ন) লালিত যে আধারে; কিংবা, যে প্রক্রিয়ায় **কচ** বাহির করিয়া আনা হয়। ⊓ মর্দ্দন কর, রগড়াও, চটকাও। ✻

কচলান : ● **কচলা** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ মর্দ্দন করা, রগড়ান, চটকান। ✻

কচহরি : ● **কচ** হরণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে স্থানে (প্রজাদের) **কচ** (মালিকানা) হরণ করা হয়। ⊓ কাছারি, দরবার। ✻

কচা : ● **কচ**-এর আধার যে; কিংবা, কচলানর শেষে যা পাওয়া যায় বা গ্রহণ করা হয়। ⊓ ধানের কচা খোসা বাদে চাল, পাটের কচা কাঠি বাদে তার ছাল। ✻

কচাকচি : ● **কচ**করণ করা হইয়াছে যাহাতে এবং করা চলিতেছে যাহাতে; অথবা, পরস্পরের মালিকানা ধরিয়া যে টানাটানি চলে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) পরস্পরের চুল ধরিয়া টানাটানি চলে যাহাতে। ⊓ (সাদৃশ্যে) কেশাকেশি, চুলাচুলি। ✻

কচাল : ● **কচা** (**কচ**করণের আধার) লালিত যে আচরণে। ⊓ গালাগালি ও চীৎকার-চেঁচামেচি দ্বারা কার্য্যোদ্ধার। ✻

কচি : ● **কচ**করণ (... সত্তাধিকার-চেষ্টা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা নব নব সত্বাধিকারের (নবসৃষ্টির অধিকারের) সূচনা হয়। ⊓ (সাদৃশ্যে) শিশু, নতুন নরম পাতা, কোনাচভাব ...। ✻

কচু : ● **কচ** (...সত্বাধিকার) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহার কোনো প্রকার **কচ** (মালিকানা বা মূল্যাদি) নাই। ⊓ শূন্যতা, ফাঁকি, হেয়তা; (সাদৃশ্যে) কচু নামক কন্দবিশেষ। ✻

কচুরি : ● **কচু** সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে; অথবা, যাহা এতই শূন্যগর্ভ যে মুখে দিলে মুহূর্ত্তে কোথায় চলিয়া যায় টের পাওয়া যায় না। ⊓ লুচি জাতীয় খাদ্যবিশেষ।

কচুরিপানা : ● যে **পানা** প্রায় শূন্যাবস্থা

হইতে অত্যল্পকালেই (কচুরির ন্যায়) ফুলিয়া ফাঁপিয়া সারা পুষ্করিণী ছাইয়া ফেলে। ◘ জলজ উদ্ভিদবিশেষ।

কচ্ছ : ● **কচ** (...সত্বাধিকার) আচ্ছাদিত যাহাতে; অথবা, সত্বাধিকারের কারণ যে তত্ত্ব ও প্রয়োগ (লিঙ্গ ও যোনি) তাহা আচ্ছাদিত যাহাতে (যে দক্ষজ্ঞানে); কিংবা, (সাধর্ম্মে) যাহা দ্বারা লিঙ্গাদি আচ্ছাদিত রাখা হয়। ◘ (সাদৃশ্যে) কাছা, জলবহুল দেশ, উপনিবেশ।

কচ্ছপ : ● **কচ্ছ** (কাছা) দ্বারা পালিত যে; অথবা, যে তত্ত্ব-প্রয়োগের জ্ঞান (দক্ষজ্ঞান) লুকোছাপা করিয়া পালন করা হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) আবরণ দ্বারা আপনাকে ঢাকিয়া রাখে যে। ◘ সেকালের পুরোহিত ব্রাহ্মণ, কুবেরের নিধিবিশেষ, (সাদৃশ্যে) কূর্ম্ম। ✱

কচ্ছপী : ● **কচ্ছপ** সক্রিয় যে আধারে; কিংবা, যে শিক্ষিত মানুষেরা (সরস্বতী) তাঁহাদের বিদ্যা বিক্রয়ের জন্য লুকোছাপা-বীণা বাজায় (বিদ্যার খানিক দেখায়, বাকি দেখায় না)। ◘ উকিল, ডাক্তার প্রমুখ, সরস্বতীর বীণা, (সাদৃশ্যে) কূর্ম্মী। ✱

কজ্জল (কাজল) : ● **কজ্জ** বা কাজ-এর লালন যাহাতে; কিংবা, শিশুশিক্ষায় কর্ম্মযজ্ঞে পরীক্ষিত জ্ঞানকর্ম্মের অগ্নিশিখার কালি বা কর্ম্মযজ্ঞের অভিজ্ঞতা (জ্ঞানের আলো) সরবরাহ করা হয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে প্রদীপের কালি শিশুদের চোখে লাগান হয়। ◘ জ্ঞানাঞ্জন, (সাদৃশ্যে) কালি ...। ✱

কঞ্চি : ● **কঞ্চ** (কারীর রহস্যরূপী সঞ্চয় জমিয়া বিকশিত হওয়ার চেষ্টা) সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, মুখ্য কারীর শক্তিসঞ্চয়-পূর্ব্বক বিকাশচেষ্টা যেদিকে বাড়িয়া চলিয়াছে। ◘ প্রভুর কর্ম্মচারী, গুরুর চেলা বা চামচা; (সাদৃশ্যে) বাঁশের শাখা। ✱

কঞ্চুক : ● **কঞ্চু**-কে (নবরূপে উত্তীর্ণ কঞ্চ-কে) রক্ষা করে যে (দ্র. **কঞ্চি**); অথবা, যাহা সমাজশরীরে বদ্ধ হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা মানবশরীরে বদ্ধ হয়। / যাহা শরীরে বদ্ধ হয়। (ব.শ)। ◘ (সাদৃশ্যে) বর্ম্ম, কাঁচুলি, পরিচ্ছদ, আঙরাখা।

কঞ্চুকী : ● **কঞ্চুক**-এর সক্রিয় আধার যে। ◘ অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, মহল্লরক্ষক, দ্বারপাল, সর্প, (সাদৃশ্যে) ধৃতকবচ, সন্নদ্ধ। ✱

কঞ্চুলী : ● **কঞ্চু** (নবরূপে উত্তীর্ণ **কঞ্চ**) সক্রিয়ভাবে লালিত যে আধারে। ◘ (সাদৃশ্যে) কাঁচুলী, কঞ্চুক। ✱

কঞ্জ : ● **কম** জনিত যাহাতে। /যাহা মস্তকে জাত। (ব.শ.)। ◘ অভিলাষ, মালিকানা, (সাদৃশ্যে) কেশ।

কঞ্জকামিনী : ● **কঞ্জ** এ থাকে যে কামিনী; অথবা, সামাজিক সম্পদের সত্বাধিকার থাকে যাহাদের। ◘ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী-গণ, (প্রতীকায়িত) **কমলে-কামিনী**। ✱

কঞ্জজ : ● **কঞ্জ**তে (মস্তকে) জাত যে। ◘ ব্রহ্মজ্ঞান, আমিত্বের বোধ, মালিকানাবোধ। ✱

কঞ্জনাভ : ● **কঞ্জ** (অভিলাষ) নাভিতে যাহার। ◘ পদ্মনাভ, বিষ্ণু। ✱

কঞ্জুস (কঞ্জুঃ) : ● **কঞ্জ** (অভিলাষ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ হয় যাহাতে। /যে কণা চোষে, অর্থাৎ কণামাত্রও ছাড়ে না। (ব.শ.)। ◘ কৃপণ। ✱

কট : ● **ক** (কারী) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, কর্ত্তিতের বিস্ফারিত টঙ্কার থাকে যাহাতে; কিংবা, কারীর কীর্তির কথা প্রকটিত হয় যাহাতে। ◘ দক্ষ মানুষদের সকল সৃষ্টি — তৃণনির্মিত আসন, শয্যা, মাদুর, দরমা। ✱

কটক : ● **কট**-কে (... প্রকটকারীকে - রাজা, রাজ্য, রাজপ্রাসাদ, রাজধানী ... ইত্যাদিকে) রক্ষা করে যে। ◻ গিরিমধ্যভাগ, রাজধানী, নগরী, বালা, কটিবন্ধ, সৈন্যসমূহ, উড়িষ্যার শহর। ❋

কটমট : ● **কট** (...কর্ত্তিতের টঙ্কার) ও **মট** (আত্মসঙ্কোচনকারীর সঙ্কোচন টঙ্কার) যাহাতে; অথবা, **কট** করে কাটা ও **মট** করে ভাঙা হয় যাহাতে; কিংবা, লক্ষণার্থে, তদ্রূপ যাহার উপর ঘটে সে যেভাবে তাকায়।

কটাক্ষ : ● যে-**অক্ষি**তে বা চোখে (যে-চোখের দৃষ্টিতে) কারী **টঙ্কারিত** হয়। ◻ প্রতিকূল দৃষ্টি, কোপনজর।

কটি : ● **কট** (প্রকটন) সক্রিয় যাহাতে। ◻ শ্রোণিদেশ, কাঁকাল।

কটী : ● **কটি**র আধার যে। ◻ নিতম্বফলক, পাছা। ❋

কটু : ● **কট** (প্রকটন) নবরূপে (অতি টঙ্কারিত রূপে) উত্তীর্ণ যাহাতে। ◻ অপ্রিয়, পরুষ, কড়া, তীক্ষ্ণ, খর ... ইত্যাদি। ❋

কট্টর : ● **কট**-এর টঙ্কার রহে যাহাতে; অথবা, প্রকটিত লক্ষণে টঙ্কারিত হইতে থাকে যে; কিংবা, প্রকটিত **ভাবি**-এ অটল রহে যে। ◻ কড়া, নিয়মের কড়াকড়ি, গোঁড়া।

কঠ : ● কারীর **ট**ঙ্কার নীরবে **স্থি**ত যাহাতে; কিংবা, যে ব্যক্তি যথারীতি ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করে কিন্তু ভোগ করে না; অর্থাৎ সুখের উপায় চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও সুখলাভ না করিয়া আত্মসংযম করে যে। ◻ কৃচ্ছ্র-জীবন, মুনিবিশেষ। ❋

কঠিন : ● যাহা **কঠ**-এর (কৃচ্ছ্রজীবনের) নীতি অনুসারে চলমান। ◻ নিষ্ঠুর, নিষ্করুণ, নির্দ্দয়, কঠোর ... ইত্যাদি। ❋

কঠোপনিষৎ : ● যে উপনিষদে **কঠ** (কৃচ্ছ্র-জীবন) নীতি প্রতিষ্ঠিত আছে। ◻ গ্রন্থনাম।

কঠোর : ● **কঠ**-নীতির আভিমুখ্য রহে যাহাতে। ◻ কঠিন, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর ... ইত্যাদি।

কড় : ● কারীর গড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা কঠিন বা শক্ত করিয়া গড়া বা সুগঠিত হইয়াছে। ◻ লোহার বালা।

কড়কড় : ● **কড়**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে শব্দ অত্যন্ত কঠিন কঠোর বা সুগঠিত। ◻ বজ্রপাতের শব্দ।

কড়কান : ● **কড়**-করণ করা অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **কড়া**-আচরণ করা হয় যাহাতে। ◻ শাসান।

কড়মড় : ● **কড়** (সুগঠিত) ও **মড়** (সুসীমায়িত) যাহাতে; অথবা, যাহাকে কাটিতে বা ভাঙিতে পারা কষ্টকর। ◻ কঠিন দ্রব্য চিবানোর শব্দ।

কড়া : ● **কড়**-এর আধার যে; অথবা, কড়করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা হইতে ঘন আর হয় না। ◻ কঠিন দাগ, কর্কশ, প্রখর, ধাতুবলয়, হিসাবের নিম্নতম পরিমাণ।

কড়ি : ● **কড়** সক্রিয় যাহাতে (যে মুদ্রার হিসাবে, সুরে, ভারবহনে)। ◻ শামুক জাতীয় জীবের খোল, কপর্দ্দক, অকোমল সুর, কড়িকাঠ।

কণ : ● কারীর রহস্যময় বোধের টঙ্কার যাহাতে; কিংবা, বস্তুর স্বভাবের বোধ তাহার যে খণ্ডতায় টঙ্কারিত (ঘোষিত বা সক্রিয়) থাকে। ◻ অতিসূক্ষ্ম-বস্তু ... ইত্যাদি। ❋

কণা : ● **কণ**-এর আধার যে; অথবা, পদার্থের স্বভাবের শেষ আশ্রয় তাহার যে খণ্ডতায় (ততোধিক খণ্ডতায় তাহার যে স্বভাব আর থাকে না); কিংবা, যৌথসমাজ খণ্ডিত হইয়া

তাহার শেষ আশ্রয়ে পৌঁছায় যাহাতে (যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে; ততোধিক খণ্ডতায় মানুষের অস্তিত্ব থাকে না)। ◻ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, (সাধর্ম্যে) অণু, বিন্দু, ফোঁটা ...। ✱

কণাদ : ● **কণা** (স্বাতন্ত্র্য) বিষয়ে জ্ঞান দান করেন যিনি। / যিনি কণ্, অর্থাৎ অণু-বাদ (বিশেষ-বাদ) গ্রহণ করেন। (ব.শ.)। ◻ বৈশেষিক দর্শনকার মুনিবিশেষ। ✱

কণুই (কুণই) : ● **কণ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া (**কোণ**-এ পরিণত হইয়া) সক্রিয় যাহাতে। ◻ ভুজমধ্যস্থ গ্রন্থি।

কণ্ট : ● কারীর রহস্যরূপ (**কণা** বা সূচ রূপ) টঙ্কারিত যাহাতে। ◻ গ্রামসীমা, কণ্টক।

কণ্টক : ● **কণ্ট** করে যে, অথবা, সমাজদেহের **কণা**র বা সূঁচের (কাঁটার) ন্যায় ফোটে যে। ◻ ক্ষুদ্রশত্রু, চৌর-সাহসিক-প্রভৃতি, লোক-বঞ্চক ...; (সাদৃশ্যে) কণ্টকবৎ অঙ্কুর, সূচাগ্র, শজারুর বা মাছের কাঁটা। ✱

কণ্টকনগর (কাটোয়া) : ● যে-নগর বহিঃশত্রুর সম্মুখে **কণ্টক**রূপে (অবরোধক বিঘ্ন বা কাঁটা রূপে) দেখা দিয়াছিল। ◻ বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া। ✱

কণ্টকবিশোধন : ● যার দ্বারা (পথের) কাঁটা সরাইয়া ফেলা হয় বা **কণ্টক**কে বিশোধিত করিয়া পক্ষে আনা হয়। ◻ ক্ষুদ্রশত্রুবিনাশ, চৌরাদিশাসন, বিদ্রোহীদমন। ✱

কণ্ঠ : ● **কণ**-এর (শব্দকণ, সমাজকণ, গোষ্ঠীকণ প্রভৃতির) টঙ্কার স্থির রূপ লাভ করিয়া যে পথে বহির্গত হয়। ◻ গলপথ, উপকণ্ঠ। ✱

কণ্ড : ● যে ক্রিয়ায় **কণ**-এর গড়ান-উড়ান ইত্যাদি চলে; অথবা, ধান সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া কুঁড়া পৃথক করিয়া চাল বাছিয়া লওয়া হয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে মেধা**কণ** শ্রম**কণ** নানাভাবে প্রয়োগ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়। ◻ ধান নিস্তুষী-করণ ও চাল নিষ্কাশন, চাল কাঁড়া। ✱

কণ্ডন : ● **কণ্ড** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ চাল কাঁড়তে থাকা।

কণ্ডনী : ● **কণ্ডন**-এর সক্রিয় আধার যে; কিংবা, যাহা দ্বারা চাল কাঁড়া যায়। ◻ উদূখল।

কণ্ডু : ● **কণ**-এর উড্ডয়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, যৌথসমাজের উৎপন্ন হইতে কণা কণা উৎপন্ন উড়িয়া গেলে (শাসকের অগোচরে লেন-দেন হইয়া গেলে) সমাজের অন্য সদস্যদের মনে যে মানসিক চুলকানি হয়। ◻ মন চুলকান, মহর্ষি কণ্বের পুত্র। ✱

কণ্ডূ : ● **কণ্ডু**-র আধার যে; অথবা, **কণ্ডু**-করণ বা হওয়ন থাকে যাহাতে। ◻ মানসিক বা দৈহিক চুলকানি।

কণ্ডূয়ন : ● **কণ্ডূ** (...চুলকানি) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ মন চুলকান, (সাদৃশ্যে) মাথা বা গা চুলকান।

কণ্ব : ● **কণ** বহন করে যে; কিংবা, আদি কারুজ পণ্যজীবিতার **কণ** (বিদ্যাবুদ্ধি) বহন করিতেন যিনি। (দ্র. **শকুন্তলা**)। ◻ প্রসিদ্ধ মুনি, (সাদৃশ্যে) সুরাবীজ, বধির, কালা। ✱

কত : ● **ক** (কারী) তারিত যাহাতে; অথবা, কারী তারিত হইয়া যে পরিমাণ (সংখ্যক, প্রকার ...) হইয়াছে বা জমিয়াছে; কিংবা, লক্ষণার্থে, কারীর পরিমাণ জিজ্ঞাস্য যাহাতে; অথবা, ক-তারণ করে যে। (দ্র. **তত, যত**)।

কতি : ● **কত** সক্রিয় যাহাতে। ◻ কিয়ৎ, কতকগুলি, দু-চারটি, কিছু।

কতিপয় : ● **কতি** পালিত হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **কতি** পরিমাণ সত্তা থাকে। ◻ কিয়ৎসংখ্যক, কয়েক।

কথক : ● কারীর **থাকন** প্রকাশ **করে** যে; অথবা, কথা (উপস্থাপন) করে যে; কিংবা, কথা কয় যে। ❒ বাচক, বক্তা ...। *

কথা : ● কারী থাকে যে আধারে; **কথ**করণ চলে যাহাতে। ❒ উক্তি, উচ্চারণ ...। *

কথাবার্ত্তা : ● **কথা** ও **বার্ত্তা** যাহাতে; অথবা, **কথ**করণ ও **বার্ত্তা**-বিনিময় চলে যাহাতে।

কথোপকথন : ● **কথা** ও **উপকথা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❒ সংলাপ। *

কদ : ● **কু**-এর (... প্রচলিত-বিরোধীর) আধার (অ, আ প্রভৃতি) যে। ❒ খারাপ।

কদম : ● **কদ** (... প্রচলিতের বিরোধী) **অম** (তেজ) থাকে যাহাতে; অথবা, সমাজের প্রচলিত রীতি উপেক্ষা করিয়া যে বস্তু উৎপাদিত হয়; কিংবা, যাহা চলিয়া যায়, উৎপাদকরা ভোগ করে না। ● পণ্য, (সাদৃশ্যে) কদমফুল।

কদমগাছ : ● **কদম** (কদ-অম বা পণ্য) উৎপাদিত হয় যে ব্যবস্থা (সামাজিক সংস্থা) হইতে; অথবা, যে ব্যবস্থার তলায় **হস্তী** ও **ঘোটকেরা** নৃত্য করে ও **রামছাগলের বিবাহ** হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে গাছে কদমফুল ফোটে।

কদম্ব : ● (কু + অম্ব = কদম্ব) **কু অম** (তেজ) বহন করে যে; কিংবা, পণ্য উৎপাদন করে যে। ❒ পণ্য, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা (সাদৃশ্যে) কদমফুল, কদমগাছ। *

কদম্ববৃক্ষ : ● কদম্ব ফুল (পণ্য) উৎপাদন ও বণ্টন হয় যে বৃক্ষের (ব্যবস্থার) দ্বারা। (দ্র. **ধারাকদম্ব, ধূলিকদম্ব**)। ❒ কদমগাছ। *

কদর : ● কারীর **দর** (...মর্য্যাদা...) যাহাতে। ❒ যোগ্যতা, উপাদেয়তা, আদর, সম্মান, খাতির, মূল্য।

কদর্য্য : ● **কদ** (...মন্দ) আবর্ত্তনমূলক গমন থাকে যাহাতে; অথবা, যে পরিচালক মন্দ-ভাবে পরিচালনা (প্রভুত্ব) করে। / কু অর্য্য যে; অথবা, কুৎসিত স্বামী যে। (ব.শ.)। ❒ নীচ, হেয়, কুৎসিত, অপ্রিয়।

কর্কর : ● **কর** (কারীর আবর্ত্তন) করা চলে যাহাতে; অথবা, যাহা (স্পর্শ করিলে বা চোখে পড়িলে) **কর-কর** করে। ❒ খরস্পর্শ, কাঁকর।

কর্কশ : ● **কর্ক**-এর (কারীর আবর্ত্তনকারী) শক্তি যোজিত যাহাতে; অথবা, যাহা **কর্কর** করে। ❒ কঠোর, অমসৃণ, উগ্র।

কদ্রু : ● **কদ** রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যে আধারে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয় করেন। ❒ নাগমাতা, ইনি দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। *

কন : ● কারীর সূক্ষ্মতম নাকরণ (নেভানোর আঘাত) বা অনকরণ (জাগানোর আঘাত) থাকে যাহাতে; অথবা, সূচ ফোটার মতো যে সূক্ষ্মতম আঘাত স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দুঃখানুভূতি বা সুখানুভূতি কিংবা উভয়ই দিয়া থাকে।

কনকন : ● **কন** (কারীর নাকরণ) উপর্যুপরি দুঃখানুভূতি (কারও ক্ষেত্রে সুখানুভূতি) দেয় যাহাতে। ❒ শৈত্য ... ইত্যাদির কারণে তীক্ষ্ণ বেদনার অনুভব ... ইত্যাদি।

কনক : ● **কন** (কারীর অনকরণ) করে যে; অথবা, সূক্ষ্ম আঘাতে মানবমনে চুলকানির মতো সুখানুভূতি জাগায় যে সত্তা। ❒ স্বর্ণ, স্বর্ণমুদ্রা, মোহর, পলাশবৃক্ষ ... ইত্যাদি। *

কনকনানি : ● **কনকনে** ব্যথাসুখ সক্রিয়-ভাবে আনয়ন করে যে।

কনখল : ● কৌ ন খল? কে খল নহে?

(সব্বাই খল, ধান্দাবাজ! অতএব আমিও খল হইব না কেন?) — এই বক্তব্য প্রথম উৎসারিত হইয়াছিল যে স্থান হইতে। ◻ দক্ষের জন্মস্থান, (সাদৃশ্যে) কুরুক্ষেত্রের উত্তরস্থিত গঙ্গাদ্বারবর্ত্তী তীর্থবিশেষ। *

কন্দ : ● **কন** (দুঃখদায়ী বা সুখদায়ী আঘাত) দান করে যে। ◻ (সাদৃশ্যে) শূরণ, ওল ...।

কন্দর : ● **কম** বিদারণ রহে যাহাতে (সম্পূর্ণ বিদারণ থাকে না)। ◻ কৃত্রিম বা অকৃত্রিম পর্ব্বতবিবর। *

কন্দর্প : ● **কম দর্প** যাহার; কিংবা যাহার দর্প কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ◻ কামদেব, ধ্রুববিশেষ। *

কন্দল : ● **কন্দ** (সুখদায়ী বা দুঃখদায়ী আঘাত) লালিত যাহাতে। ◻ (সুখদায়ক) নবাঙ্কুর, উপরাগ ..., এবং (দুঃখদায়ক) ঝগড়া, কোঁদল ...। *

কন্যা : ● **কন** (সুখদায়ী বা দুঃখদায়ী আঘাত) থাকে যে আধারশক্তিতে; কিংবা, নতুন উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালায় যে নবনিযুক্ত জনগোষ্ঠী। ◻ নবনিযুক্ত কর্ম্মীবৃন্দ, (সাধর্ম্মে) তনয়া, মেয়ে। *

কন্যাকুব্জ : ● **কন্যা** (উৎপন্নভারে) কুব্জা যাহাতে; অথবা, উৎপন্ন উদ্বৃত্ত হইয়া গেলেও, সমাজে বেচাকেনা তখনও প্রচলিত হয়নি বলিয়া যে দেশের নবনিযুক্ত কর্ম্মীগণের উৎপন্ন জমিয়া গিয়াছে। দ্র. **কান্যকুব্জ**। *

কপট : ● যে **কারী পটায়**। / ক (ব্রহ্মা), তাঁহারও পট (ব্যাপক, আবরক)। (ব.শ.)। ◻ অযথার্থ ব্যবহার, ছল ...। *

কপাট : ● **কারীর পালক টঙ্কারিত** যাহাতে। /যাহা বায়ু রোধ করে। (ব.শ.)। ◻ দরজা, দ্বারাবরণ।

কপাল : ● **কারীর পালক লালিত** যাহাতে; অথবা, যে সদস্যতার কারণে সামাজিক-পারিবারিক ধনসম্পদের ভাগ পাওয়া যায়। / শিরকে রক্ষা করে যে। (ব.শ.)। ◻ সামাজিক বা পারিবারিক সদস্যতা, (সাদৃশ্যে) মাথার খুলি, মৃন্ময় ভিক্ষাপাত্র ...। *

কপালমোচন : ● /যে স্থানে কপালের পাপমোচন হয়। (ব.শ.)। দ্র. **কাপালিক**। ◻ কাশীর তীর্থবিশেষ। *

কপি : ● **কারীর পালন সক্রিয়** যাহাতে; অথবা, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি বা দক্ষকর্ম্ম (নকল-কর্ম্ম) করে যে; (অর্থাৎ, মাছি-মারিয়া একই রকম করে যে, বা টুপি ছুঁড়িতে দেখিলে টুপি ছুঁড়িয়া দেয় যে); কিংবা, এক সংস্থা (বৃক্ষ) হইতে অন্য সংস্থায় (বৃক্ষে) বদলি ('ট্রান্সফার') হয় যে। /যে বৃক্ষান্তরে যায়। (ব.শ.)। ◻ **বানর**, আমলা, কেরানি, **বরাহ**, নিয়োজিত ব্যক্তিমাত্র, (সাদৃশ্যে) আমলকি, রক্তচন্দন, বানরজন্তু ...। *

কপিঞ্জল : ● যে **কপি জলে** (জনগণ-মধ্যে) থাকে। ◻ জনগণের সঙ্গে কার্য্যসূত্রে সরাসরি যুক্ত কেরানি; রাজার গড়ের ভিতরে কর্ম্মরত কেরানি, (সাদৃশ্যে) তিত্তিরি, গৌড়তিত্তিরি। *

কপিত্থ : ● যে ব্যবস্থায় (বৃক্ষে) **কপি** থাকে। ◻ সরকারী সংস্থা, (সাদৃশ্যে) কয়েৎ বেল গাছ।

কপিল : ● **কারীর পালন সক্রিয় হইয়া লালিত** যাহাতে; অথবা, (সমাজে স্বীকৃত বিনিময়ের বা হাটের উদ্ভব হওয়ার পূর্ব্বে) কৃষিকর্ম্ম ও কারুকর্ম্ম (হস্তশিল্প বা কুটিরশিল্পাদি) পৃথক-ভাবে চলিয়া পরস্পরের পরিপূরক হইয়াছিল যাহাতে; কিংবা, যাঁহারা (যে ঋষিগণ) পুরুষ-প্রকৃতির (কৃষিকর্ম্ম-কারুকর্ম্মের) দ্বৈতাদ্বৈত (two-in-one) তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন;

অথবা, যে ঋষিগণ (মনচাষা বা ভূমিচাষা) বা তাহাদের জ্ঞান, জ্ঞান-কর্ম্ম, বা তজ্জাত উৎপন্ন প্রচলিতের বাহিরে (**কৃষ্ণ**) হওয়ায় তখনও সমাজস্বীকৃত (**শুক্ল**) নয় বলিয়া কিন্তু সদ্য-অর্জ্জিত (**শ্যাম**সুন্দর) বলিয়া কোথাও কোথাও প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। ◘ লক্ষণার্থ, শবলার্থ, অরুণ, সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মুনিবিশেষ; (সাদৃশ্যে) কপিবর্ণযুক্ত, ধূসর। ✱

কপিলা : ● **কপিল**-এর আধার যে। ◘ আধা-যৌথ আধা-স্বতান্ত্রিক স্বনির্ভর সমাজের জনসম্প্রদায়; (সাদৃশ্যে) কপিলা গাই। ✱

কপিলাবস্তু (কপিলবাস্তু) : ● **কপিলা** জন-সম্প্রদায় কর্তৃক উৎপাদিত যে বস্তু; কিংবা, যে বস্তু (পণ্য) বৈদিক শাসকদিগের দ্বারা স্বীকৃত নয়, নিষিদ্ধও নহে, তবে সমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে; অথবা, যে স্থান **কপিলাবস্তুর** জন্য খ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। ◘ গৌতম বুদ্ধের লালন-পালনের স্থান।

কপোত : ● যে কারী **পোত**করণ করে; অথবা, প্রত্যহ যাহা সংগ্রহ করিতে পারে তাহাই বেচিয়া জীবিকার্জ্জন করে যে। / ক পোত যাহার। (ব.শ.)। ◘ আদি হাটুরে; (সাদৃশ্যে) পায়রা, ঘুঘু ...। ✱

কপোতবৃত্তি : ● কপোতের ন্যায় বৃত্তি যাহার; অথবা, কপোত খাদ্যসঞ্চয় করে না, প্রত্যহ যাহা পায় তাহাই খায় — তাদৃশ বৃত্তিযুক্ত। (ব.শ.)। ◘ সঞ্চয়রহিত জীবিকা।

কব : দ্র. **কবি**।

কবচ : ● (কু-অচ্), কারীর বহন চয়িত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে বচনের দ্বারা) **কু** (প্রচলিতের সীমালঙঘনকারী) সুরক্ষা পায়। / যাহা শব্দ করে; অথবা, যাহা কায়গত হয়। (ব.শ.)। ◘ খাজনার রসিদ, অঙ্গীকারপত্র (লাইসেন্স); (সাদৃশ্যে) যোদ্ধার গাত্রাবরণ ...। ✱

কবন্ধ : ● **ক** (কারী) বন্ধ যাহাতে; অথবা, যে সমাজের (বা মানুষের) মাথার কাজ বন্ধ, কিন্তু দেহটি সচল রহিয়াছে; কিংবা, যে সমাজদেহের পরিচালকদের নিষ্ক্রিয় বা হত্যা করা হইয়াছে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে মানুষের মাথা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। / ক (শিরঃ), তাহার বন্ধ (বন্ধনস্থান)। (ব.শ.)। ◘ নেতাহীন সমাজ, (সাদৃশ্যে) মাথাকাটা ধড়। ✱

কবর : ● (কু-অর), **কু** (প্রচলিতের সীমালঙঘন-কারী) রহে যাহাতে; অথবা, **ক**-কে (নিষিদ্ধ কর্ম্মফলের সত্বাধি**কারী**কে) বরণ করে যে (কেশ, মালিকানা)। / মস্তককে আবরণ করে যে। (ব.শ.)। ◘ (সাদৃশ্যে) কেশবেশ, বিচিত্র, খচিত।

কবরী : ● **কবর** সক্রিয় যে আধারে (সুবিন্যস্ত মালিকানায়, দলিল প্রভৃতিতে)। ◘ (সাদৃশ্যে) খোঁপা, কেশরচনামাত্র। ✱

কবল : ● কারীর **বল** যে পর্য্যন্ত (সক্রিয়)। ◘ গ্রাস, কুক্ষি। ✱

কবলিত : ● **কবল** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **কবল**-এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ◘ গ্রস্ত, ভুক্ত, গিলিত।

কবি : ● (কু-ই), **কব** (প্রচলিতের সীমালঙঘন-কারী-কথা বহন) সক্রিয় করে যে; অথবা, প্রচলিতের ঊর্দ্ধসীমা লঙঘন করিয়া নতুন কথা বলে যে; কিংবা, প্রচলিতের নিম্নসীমা লঙঘন করিয়া ঘটনার বর্ণনামাত্র করে যে। ◘ ক্রান্তদর্শী, বর্ণয়িতা। ✱

কবিকঙ্কণ : ● যে-কবির কাব্যে 'কারীর রহস্যরূপের (হাতের, ঋষির, রাজার) গৌরব-ঘোষণা আছে। ◘ কবিকঙ্কণ

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। ✻

কবিকা : ● **কব**করণকে সক্রিয় করণের আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা (**অশ্ব**গণের) **বকবক** করাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ❒ লাগাম, খলীন।

কম : ● **কা**রী সীমায়িত (সঙ্কুচিত) যাহাতে; কিংবা, কাছে পাওয়ার ইচ্ছা যাহাতে। ❒ অভিলাষ, অল্প ... ইত্যাদি। ✻

কমণ্ডলু : ● **ক**-এর (দ্বারা সৃষ্ট বা সংগৃহীত) **মণ্ড**-এর **লালন** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, ব্যক্তিগত জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদ থাকে যাহাতে। ❒ ব্যক্তিগত টাকার থলি (মানিব্যাগ) বা ব্যাঙ্কের খাতা; (সাদৃশ্যে) ব্রহ্মচারীর জলপাত্রবিশেষ। ✻

কমল : ● **কম** (অভিলাষ) লালিত যাহাতে। ❒ সামাজিক ক্ষমতার পদসমূহ, ধ্রুবপদ-বিশেষ, (সাদৃশ্যে) পদ্ম। ✻

কমলা : ● **কমল**-এর আধারশক্তি যে। ❒ কমলাসনা লক্ষ্মী, বরাঙ্গনা। ✻

কম্প : ● **কম** (সঙ্কোচন) পালন করে যে। ❒ চলন, কাঁপা, সাত্ত্বিক-ভাববিশেষ।

কম্পন : ● **কম্প** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ কাঁপ, থরথর করা।

কর : ● **ক** (কারী) **র** (বর্ত্তমান) যাহাতে; অথবা, কারী (করণের শক্তি, প্রযুক্তি, মাধ্যম, মালিকানা, কারণ, স্থান-কাল-পাত্রাদি ...) রহে যাহাতে। ❒ করা, কারক, হীত, রাজস্ব, কিরণ, ... ইত্যাদি। ✻

করণ : ● **কর** (করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কার্য্য করা যায়; কিংবা, কার্য্যাদি করিয়া দেয় যে। ❒ কর্ম্মে নিযুক্ত, কর্ম্মী, সম্পাদক ... উপাধিবিশেষ। ✻

করণী : ● **করণ**-এর সক্রিয় আধার যে সত্তা। / যাহার বর্গমূলাদি নিষ্কাশিত করা যায় না। (ব.শ.)। ❒ মূলজ্ঞাপক ...। ✻

করদ : ● **কর** দেয় যে। / যে ত্রাণার্থ কর বা হস্ত (helping hand) দেয়। (ব.শ.)। ❒ রাজস্বদায়ক, হাত বাড়িয়ে সাহায্যকারী। ✻

করবীর : ● সর্ব্বপ্রকার **কর** (করণ, নিযুক্ত কর্ম্মী) সমূহের মধ্যে **বীর** যে; অথবা, যে কর্ম্মী ধ্রুবসত্যসমূহের উপর নির্ভর করে। (দ্র. **দৃষদ্বতী, শিল**)। / যাহার মূল অশ্ব-নাশনে বীরবৎ কার্য্য করে। (ব.শ.)। (দ্র. হয়)। ❒ দৃষদ্বতীতীরস্থ রাজপুরবিশেষ; ব্যবস্থাবিশেষ, (সাদৃশ্যে) নাগ, পর্ব্বত, কৃপাণ, শ্মশান, করবীগাছ।

করম্ভ : ● কারীর **রম**কে (আবর্ত্তনের সীমায়নকে) ভক্ষণ করিয়া লয় যে; অথবা, যে **রাক্ষস** কারুজ-সম্পদ রক্ষা করিব বলিয়া ভক্ষণ করিয়া লইত। (দ্র. **রম্ভ, আরম্ভ**)। ❒ রম্ভ-করম্ভ, শুম্ভ-নিশুম্ভ, দানবরাজ। ✻

করা : ● **কর**-এর আধার যে।

করাল : ● **করা** লালিত যাহাতে এবং **করা** লয় পায় যাহাতে। ❒ বিপুল, তুঙ্গ, উচ্চ ... এবং ভীষণ, ভয়ঙ্কর, বিকট ... ইত্যাদি।

করালী : ● **করাল**-এর সক্রিয় আধার যে সত্তা। ❒ বিপুলা ... এবং ভীষণা ...।

করী : ● **কর**-এর (হস্তের বা **কর**ণের) সক্রিয় আধার যে; কিংবা, শক্তিশালী বিশাল হাত আছে যাহার। ❒ বহু দক্ষকর্ম্মীর পরিচালক আমলা, (সাদৃশ্যে) শুণ্ডবান হস্তী ...। ✻

করীষ : ● যে **করণ ঈষ** দান করে। ❒ ঘুঁটে, মৃগাদির বিষ্ঠা, শুষ্কগোময়, করষী ...। ✻

করুণ : ● **কর** (করা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অকরণ রূপে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, করিতে করিতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া আর

কিছুতেই কিছু করিতে পারিতেছে না যে। / যাহা শোক উদ্দীপন করে। (ব.শ.)। ◘ কর্ম্মক্লান্ত, বিবশ, দীন। *

করুণা : ● **করুণ**-এর আধার যে; অথবা, **করুণ** অবস্থা যাহার; কিংবা, লক্ষণার্থে, করুণ-অবস্থা দেখিয়া তাহা হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা হয় যাহাতে। / পরের দুঃখ হরণের যে-ইচ্ছা। (ব.শ.)। ◘ দয়া, কৃপা ...। *

করুণানিধান : ● করুণার **নিধান** যে; অথবা, যিনি করুণার অনকৃত বা চলমান আধার রূপে সক্রিয় থাকেন; কিংবা, যিনি কার্য্যকরী-ভাবে করুণা করেন।

করূষ (কারূষ) : ● **কর** (করা) নবরূপধারী হইয়া দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, কার্য্য কারুপণ্যে পরিণত হইয়া বিক্রয়ের জন্য যায় যাহা (যে স্থান) হইতে। ◘ রামায়ণে 'মলদ' (কৃষিপণ্য-উৎপাদক) ও 'কারূষ' বা করূষ (কারুপণ্য-উৎপাদক) এই দুটি জনপদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। *

কর্কট : ● **কর** (হাত) **কট** করে যাহার; অথবা, যাহার করের করণ টঙ্কারিত হয়; কিংবা, যাহার কর কাটে বা কামড়ায়। ◘ কাঁকড়া, কর্কটরাশি ...। *

কর্ণ : ● **করণ**জাত নাকৃত-অনকৃত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা কৃতের (উচ্চারিত শব্দের বা বিচ্ছুরিত পণ্যের) টঙ্কার আকর্ণিত (শ্রুত) হয়। / যাহার দ্বারা শ্রবণ সাধিত হয়; অথবা, যাহার দ্বারা জলবিক্ষেপ কর্ম সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ◘ আদি দোকানদারগণ, কুন্তীপুত্র দানবীর কর্ণ; (সাদৃশ্যে) কান, নৌকার হাল্, ত্রিভুজের সংযোগরেখা, বৃত্তের ব্যাস। *

কর্ণধার : ● (সমাজের বা অন্য কাহারও) **কর্ণ** ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ◘ জগৎ বা সমাজ পরিচালক, কাণ্ডারী, মাঝি। *

কর্ত্তন : ● **কর্ত্ত** (করার প্রবর্ত্তনা) **অন** (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা দিয়া কার্য্য করা চলে। ◘ ছেদন, কাতান, কাটারি।

কর্ত্তব্য : ● **কর্ত্ত**-এর (করার প্রবর্ত্তনার) **বহন** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা করা উচিত তাহা থাকে যাহাতে। ◘ করণীয়, ছেদনীয়।

কর্ত্তরিকা : ● **কর্ত্ত**-এর (করার প্রবর্ত্তনার) রহনকে সক্রিয় করে যে; অথবা, —/ যাহা দ্বারা কাটে। (ব.শ.)। ◘ কাটারি, ছুরি। *

কর্ত্তা : ● **কর্ত্ত** (করার প্রবর্ত্তনা) করে যে; অথবা, **করণ**-কে (করণ-উদ্দেশ্য, করণবুদ্ধি, হাতিয়ার, ও কর্ম্মচারীকে) কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে যে; অথবা, কর্ম্মচারী বা অন্য কাহাকেও দিয়া কার্য্য করায় যে। ◘ কার্য্যকারক, সম্পাদক, নির্ম্মাতা, স্রষ্টা ...। *

কর্ত্তা-বাবা : ● যে **কর্ত্তা** বাবার মতো।

কর্ত্তাভজা : ● যাঁহারা বিশ্ব-**কর্ত্তা**র ভজনা করেন। ◘ চৈতন্য-সম্প্রদায়ের অনুরূপ বা শাখাস্বরূপ উপাসকসম্প্রদায় বিশেষ। *

কর্ত্তা-মা : ● যে **কর্ত্তা** মায়ের মতো। ◘ জমিদারের বিধবা পত্নী, যিনি কর্ম্মচারীদের দিয়া জমিদারীর কাজকর্ম্ম চালনা করেন।

কর্দ্দম : ● **করা** দানকে **দমন** করে যে; কিংবা, কৃত (উৎপাদিত) বস্তু দেওয়ার (বিক্রয় করার) চেষ্টাকে সীমিত করে যে। ◘ প্রজাপতিবিশেষ; নাগ, পাপ, (সাদৃশ্যে) পাঁক। *

কর্পর : ● **কর** (করিবার দক্ষবুদ্ধি) পালিত হইয়া রহে যাহাতে। দ্র. **ঘটকর্পর**। ◘ মাথার খুলি; (সাদৃশ্যে) ভগ্ন মৃৎপাত্র, খাপরা।

কর্ম্ম : ● (**কর্‌ম্‌ম** - **কর**কে সীমায়ন করে যে সীমায়নকারী।) কবণেচ্ছার **মনন** (জ্ঞান-কর্ম্মনির্ভর পরিকল্পনা) সীমায়িত (রূপায়িত)

যাহাতে। ⊓ কার্য্য, ক্রিয়া, কর্ত্তব্য বিষয় ...। *

কর্ম্মকর : ● যে **কর্ম্ম** করে। / যে বেতন লইয়া কর্ম্ম করে। (ব.শ.)। ⊓ বেতনোপজীবী, পরিচারক ...। (দ্র. **শুশ্রূষক**)। *

কর্ম্মকরী : ● **কর্ম্মকর**-এর প্রকৃতি যে। ⊓ বেতনোপজীবিনী, পরিচারিকা ...। *

কর্ম্মকার : ● /যে বেতন বিনা কর্ম্ম করে। (ব.শ.)। ⊓ বেগার, কামার ...। *

কর্ম্মচারী : ● নির্দ্দেশিত **কর্ম্ম** আচরণ (কার্য্যে রূপায়ণ) করে যে।

কর্ম্মফের : ● যাহাতে কর্ম্মফল (বা কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া) ফিরে ফিরে আসে। ⊓ প্রাক্তন কর্ম্মের আবর্ত্তন বা পরিণাম, দৈবদুর্ব্বিপাক। *

কর্ম্মবিপাক : ● যাহাতে কর্ম্মফল বিশেষ বা বিপরীত ভাবে পাক খাইয়া আসে। ⊓ প্রাক্তন কর্ম্মের শুভাশুভ ফল। *

কর্ষক : ● **কর্ষণ** করে যে। ⊓ কৃষিকারক, চাষা ...। *

কর্ষণ : ● **কৃষ** (কারীর আবর্ত্তন দিশাগ্রস্তভাবে প্রযুক্ত করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, চষা চলমান যাহাতে। ⊓ আকর্ষণ, হলবিলেখন।

কল : ● কারীর লালন যাহাতে; কিংবা, যাহাতে ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ... ইত্যাকার সমান খণ্ডের **কলন** হয়; অথবা, যে সৃষ্ট খণ্ডে তাহার স্রষ্টার উপস্থিতি সূক্ষ্মভাবে অবশ্যই থাকে। ⊓ ডাক, কূজন, গুঞ্জন, যন্ত্র, যন্ত্রজাত পণ্য, উপায় ... ইত্যাদি। *

কলকল : ● পরের পর **কল** ধ্বনি থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে খণ্ডসমূহ পর পর একপ্রকার ধারা রূপে প্রবাহিত হয়।

কলধ্বনি : ● **কলকল** উচ্চারিত যে ধ্বনি।

কলন : ● **কল** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ সংকলন, আকলন ... ইত্যাদি। *

কলঙ্ক : ● **কল** চলে যে **অঙ্কে** (স্থির অনড় হিসাবে); অথবা, যে **অঙ্ক** কলের শক্তি ও গৌরবের কারণ, (অঙ্কের নিয়ম অনড় বলিয়া) সেই **অঙ্কই** তাহার সীমাবদ্ধতা ও মহালজ্জার কারণও বটে। ⊓ (সাদৃশ্যে) দাগ, চিহ্ন, অপবাদ ... ইত্যাদি।

কলত্র : ● **কল**কে (সচল রাখার সমস্যা হইতে) ত্রাণ করে যে। ⊓ কলচালিত কর্ম্মযজ্ঞে নিযুক্ত কর্ম্মীগণ, ভার্য্যাদি ...। *

কলবিঙ্ক : ● **কল**-এর সক্রিয়তা বহনের দক্ষতা প্রয়োগ করে যে। ⊓ কারিগর, দক্ষ শ্রমিক, (সাদৃশ্যে) চটক পক্ষী, চড়া পাখি। *

কলভাষণ : ● **কল-কল** করিয়া যে **ভাষণ** নিঃসারিত হয়। ⊓ মধুরাস্ফুট ভাষা, শিশুর আধ-আধ কথা।

কলম : ● **কল** (মানুষের কলকল কথাবার্ত্তা) সীমায়িত যাহাতে। ⊓ লিখিত বিষয়, লেখনী, বেলোয়ারি ঝাড়ের কলম। *

কলস : ● / যাহা (জলপূরণকালে) 'কল' শব্দ করে। (ব.শ.)। ⊓ ঘট, কুম্ভ ...। *

কলসী : ● **কলস**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ ছোট কলশ, দীর্ঘ গলার বড় ঘটি ... ইত্যাদি।

কলহ : ● / যাহা মধুর ধ্বনি হনন করে। (ব.শ.)। ⊓ বিবাদ, ঝগড়া ... ইত্যাদি। *

কলা : ● **কল**-এর (কল কল কল ... করিয়া অগ্রসর কলধারার প্রতিটি কল এর) আধার যে; অথবা, **কল**ধারার ন্যায় যাহা (যে বিদ্যা) সুবিন্যস্তভাবে পর পর সাজানো থাকে। ⊓ চন্দ্রাংশ, কালপরিমাণ, ডিগ্রির ভাগ, চৌষট্টি কলা, (সাদৃশ্যে) কদলী। *

কলা-দেখানো : ● যাহাতে আদি **দক্ষে**রা, তাহাদের হাতে কত কলাকৌশল আছে, তাহা দেখাইয়া (**বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন** করিয়া) সেকালের

যৌথসমাজের অন্য সদস্যদের বোকা বানাইয়াছিল বা ঠকাইয়া-ছিল; অথবা, সেই হইতে যে **কলা দেখানো** ঐ অর্থে আজও প্রচলিত আছে।

কলাপ : ● (চৌষট্টি) **কলা** (কৌশল) পালিত হয় যাহাতে (যে কার্য্য**কলাপে**)। ⊓ (সাদৃশ্যে) 'চন্দ্রকযুক্ত' ময়ূরপুচ্ছ ... ইত্যাদি। ✻

কলাভারা : ● (বানভাসিতে) কলাগাছ দ্বারা যে **ভারা** (ভারবহনের আধার) নির্ম্মিত হয়।

কলি : ● **কল** (কারীর লালন) সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, কলের বা খণ্ডের জয়গান যাহাতে। ⊓ ফুলের কুঁড়ি, গানের পদ, শ্লোকের চরণ; যন্ত্র, যন্ত্রযুগ, যন্ত্রযুগ-প্রবর্ত্তক **কলি** দেবতা, যুদ্ধ, কলহ ...। ✻

কলিকাতা : ● **কল**-ই (**কলি**) কর্ত্তা যেখানে; অথবা, যে দেশে কলের বা যন্ত্রের রাজত্ব শুরু হইয়া গিয়াছে। ⊓ গঙ্গাতীরস্থ বঙ্গদেশের প্রধান নগরী, আদি কলিকাতা। ✻

কলিঙ্গ : ● **কলি**র রহস্যময় গমন যাহাতে; কিংবা, যে দেশ **কলি**র (যন্ত্রের, খণ্ডতার, পণ্যের) উপর নির্ভর করিয়া চলিতে শুরু করিয়াছে। ⊓ উড়িষ্যাদেশ, (সাদৃশ্যে) পূতি-করঞ্জবৃক্ষ, কুটজবৃক্ষ ... ইত্যাদি। ✻

কলিযুগ : ● যে কালখণ্ডে **কল**-ই (যন্ত্রই) সমাজরথের যুগ (জোয়াল) বহন করে। ⊓ যন্ত্রযুগ, 'মেসিন এজ', কলিনামক চতুর্থ যুগ। ✻

কলু : ● **কল**-কে (ঘানিযন্ত্র বা ঘানিগাছকে) নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে। ⊓ তেলী, সরিষা হইতে তেল মাড়াইকারী, তেল ব্যবসায়ী।

কলুষ : ● **কল** (যন্ত্রাদি) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া দিশাগ্রস্তভাবে যোজিত যাহাতে; অথবা, **কল**-দ্বারা উৎপাদিত যে পণ্যাদিতে উৎপাদকের উপস্থিতি (আমিত্ব, মালিকানা) সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া উৎপন্নকে আবিল করিয়া দেয়। ▢ অস্বচ্ছ, আবিল, পাপযুক্ত, নিন্দিত।

কলেবর : ● **কলে বর**ণীয় যে (শ্রমদানকারী দেহ); অথবা, **কল** যে শক্তিদাতাকে (দেহকে)' বরণ করিয়া লয়। / যাহা শুক্র-জাত হইলেও শ্রেষ্ঠ। (ব.শ.)। ▢ দেহ, শ্রমিক।

কল্কী : ● **কল**-করণের সক্রিয় আধার যে। / যাঁহার পাপ হার্য্যরূপে আছে। (ব.শ.)। ▢ কল্কযুক্ত, পাপী, বিষ্ণুর দশম অবতার। ✻

কল্প : ● কারীর (করণীয় কর্ম্মভাবনার) লালন পালিত যাহাতে; কিংবা, একটি বিশেষ প্রণালীতে কর্ম্মযজ্ঞ বা সমাজ চালানোর ভাবনা থাকে যাহাতে। ▢ যোগ্য, ফলজননে সমর্থ ...। ✻

কল্পনা : ● **কল্প** অন (চলমান) যে আধারে; কিংবা, কর্ম্মের পূর্ব্বে সেই কর্ম্মের পর্য্যায়-ক্রমিক প্রয়োগভাবনা থাকে যাহাতে। ⊓ রচনা, মানসী সৃষ্টি ...। ✻

কল্পতরু : ● (বাঞ্ছিত বস্তুলাভের উদ্দেশ্যে) যে **তরু** (সংস্থা) পরিকল্পনা করিয়া বানানো হইয়াছে। ▢ উৎপাদনকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বাঞ্ছিতবস্তুপ্রদ নন্দনস্থিত দেবতরু। ✻

কল্পসূত্র : ● যাহাতে **পরিকল্পনা**দি করার সূত্রগুলি থাকে। ⊓ বৈদিক কর্ম্মবিধিসম্বন্ধী সূত্রগ্রন্থবিশেষ ...। ✻

কল্পান্ত : ● **কল্প**-এর অন্ত যাহাতে; অর্থাৎ, ব্রহ্মা (জ্ঞানজীবীগণ) যে বিশেষ কালে যে বিশেষ প্রণালীতে তাঁহাদের সমাজ পরিচালনার ব্যবস্থা করেন, সেই প্রণালীর অন্ত যাহাতে। ⊓ রাজতন্ত্রাদি ব্যবস্থার অবসান, ব্রহ্মার দিনের অবসান। ✻

কল্মাষপাদ : ● পায়ে (কিংবা পায়ে পায়ে) কল্মাষ (কল-জাত মলিনতা) যাহার। ▢

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

সূর্যবংশীয় রাজা সৌদাস। ✱

কল্য : ● **কল** থাকে যাহাতে। দ্র. **কাল**। ◻ সমর্থ, কালা, কাল (আগামী বা গত) ...। ✱

কশ্যপ : ● **কশ্য**কে (কারীর শক্তিপ্রয়োগকারী-গণকে) সার্ব্বিকভাবে পালন করে যে; অথবা, যৌথসমাজের জনপদ ও জনপদ অধ্যুষিত ভূভাগকে পালন করিত যে (জ্ঞানজীবী গোষ্ঠী); কিংবা, কেউ কোনো ভূভাগ স্বতন্ত্র করিয়া লইলে ক্ষত্রিয়গণ তাহা কাড়িয়া আনিয়া পুনরায় যাহাকে দান করিয়া দিত। ◻ মহর্ষিবিশেষ। ✱

কশা : ● **কশ**-এর (কারীর শক্তিপ্রয়োগের) আধার যে; কিংবা, যাহা দ্বারা সজোরে আঘাত (**কশা**ঘাত) করা হয়। ◻ চাবুক, চাবুক মারা।

কষ : ● কারীর দিশাগ্রস্ত **শক্তিপ্রয়োগ** যাহাতে। / যাহাতে পরীক্ষার্থ স্বর্ণাদি ঘৃষ্ট হয়। (ব.শ.)। ◻ নিকষ, কষ্টিপাথর ...। ✱

কষা : ● **কষ**-এর আধার যে। ◻ **অল্প** ভাজা, টানিয়া বাঁধা, **অঙ্ক** কষা ... **ইত্যাদি**। ✱

কষায় : ● দ্র. **দধি** / **যাহা কণ্ঠকে** হিংসা করে। (ব.শ.)। ◻ বিষয়বিরাগ, বিরাগান্বিত।

কষ্ট : ● **কষ** (... **টানিয়া বাঁধা**) **টঙ্কারিত** যাহাতে; **অথবা, কাহাকেও ক্রমশ কষিয়া** ধরিলে তাহার যে পীড়া হয়। ◻ ক্লেশকর, পীড়াযুক্ত, দুঃখদ।

কস : ● কারীর একরৈখিক শক্তিপ্রয়োগ যাহাতে; কিংবা, কষা হইতেও কষা যাহাতে। ◻ অত্যন্ত আঁটো।

কস্তুরী : ● সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত নয় এমন যে **কস**-এর ('ধনসম্পদসার'-এর) সংবাদ মনোবেগে (তূরীয় বেগে) ছড়াইয়া পড়ে; অথবা, কোনো কোনো সাধারণ পেশাজীবীর কর্ম্মযজ্ঞে যে সম্পদসার স্বরূপ গন্ধদ্রব্য স্বতঃই জন্মায়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে গন্ধদ্রব্য **হরিণ**-এর পেটে জন্মায়। ◻ মৃগনাভিজাত গন্ধদ্রব্য-বিশেষ, কপিল কৃষ্ণ পিঙ্গল ভেদে কস্তুরী ত্রিবিধ।

কা ● কারীর আধার যে।

কাংস্য : ● **কংস**-জাত থাকে যাহাতে। ◻ কাঁসানির্ম্মিত।

কাংস্যকার : ● **কাঁসা**র কাজ করে যে। ◻ কাঁসারি।

কাঁচা : ● **কঞ্চ**-এর আধার যে। (দ্র. **কঞ্চি**)। / যাহা পোড়া-ভাজা-সিদ্ধ-শুষ্ক নহে; অথবা, যাহা ব্যঞ্জনের সহিত পাক-করা নহে; কিংবা, যাহা অধিক দিন থাকে না, শীঘ্র নষ্ট হয়; অথবা, যাহা অধিক দিন টিকে না; কিংবা, যাহাতে ভুলচুক বা খুঁত আছে; অথবা, যাহা কাট-ছাঁট করা যায়; কিংবা, যাহার নড়চড় হয়। (ব.শ.)। ◻ **অপরিণত, অপুষ্ট**, কচি, আপোড়া (**হাঁড়ি-কলসি**), **অসিদ্ধ**, আভাজা, **টাটকা, তাজা**। ✱

কাঁচি : ● **কঞ্চ সক্রিয় যাহাতে**। (**দ্র. কঞ্চি**)। / **যাহা পূর্ণমাত্রায় নহে; অথবা, যাহা কাজ** করিতে করিতে **কাজে নিপুণ হয় নাই**। (ব.শ.)। ◻ **প্রামাণিক মাপ অপেক্ষা কিছু কম** (ওজন), কাঁইচি (scissors), নতুন বা শিক্ষানবিশ বলদ (কাঁচি-গরু)। ✱

কাঞ্জি : ● কারীর রহস্যরূপ জনিত হইয়া সক্রিয় থাকে যাহাতে। দ্র. **কাঞ্জিক**। ◻ সোম, (সাদৃশ্যে) হাঁড়িয়া।

কাঁটা : ● কারীর রহস্যরূপের আধার টঙ্কারিত যে আধারে। ◻ বিঘ্ন, শত্রু, অবরোধক বস্তু, দাঁড়িপাল্লা, (সাদৃশ্যে) কণ্টক, মাছের অস্থি।

কাঁড় : ● কারীর রহস্যময় আধারের উড়ান

থাকে যাহাতে। দ্র. **কণ্ড**। ⊓ কণ্ড, কাণ্ড।

কাঁড়া : ● **কাঁড়**-এর আধার যে; অথবা, **কাঁড়**করণ চলে যাহাতে। ⊓ কণ্ডন করা, মহিষ। দ্র. **কণ্ড**। ⁕

কাঁড়ান : ● **কাঁড়া** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ⊓ দ্র. **কণ্ডন**।

কাঁড়ার : ● **কাঁড়া** রহে যাহাতে; অথবা, সমাজের **কাঁড়** (প্রধান ধর্ম্ম, শক্তি, কাণ্ডকে) নীরবে বহন করে যে; কিংবা, **কাণ্ড** বা **কাঁড়** কিংবা **কর্ণ** ধারণ করে যে। ⊓ কাণ্ডধারী, কর্ণধারী, কাঁড়ধারী। দ্র. **কাণ্ডারী**।⁕

কাঁড়ারী : দ্র. **কাণ্ডারী**।

কাঁড়ি : ● **কাঁড়** সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, **কণ্ড**-জাত তুষাদির বিপুল বৃদ্ধি যাহাতে।⊓ সমূহ, রাশি।

কাঁথ : **কাঁ** (কারকের রহস্যরূপ) থাকে যাহাতে। ⊓ মাটির দেয়াল, পাঁচীল।

কাঁথি : ● **কাঁথ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, মাটির দেয়াল দিয়া লোনা-বালুঝড় ঠেকানোর চেষ্টা করা হয় যাহাতে; কিংবা, যে অঞ্চলে এরূপ দেয়ালের ব্যবস্থা করিয়া লোকে বাস করিত। **দ্র. আড়কাঁথি**। □ মেদিনীপুরের সৈকতশহর।

কাঁদ : ● **কাঁ** (কারীর রহস্যময়) দান থাকে যাহাতে; অথবা, মনোকষ্ট শব্দ ও অশ্রু রূপে প্রকাশিত হয় যাহাতে। ⊓ রোদন, ক্রন্দন।

কাঁদন : ● **কাঁদ** (... শব্দ ও অশ্রু রূপে মনোকষ্টের প্রকাশ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **কাঁদ**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। □ ক্রন্দন।

কাঁদা : ● **কাঁ** (কারীর রহস্যময়) দান থাকে যাহাতে; অথবা, মনোকষ্ট শব্দ ও অশ্রু রূপে প্রকাশিত হয় যাহাতে। ⊓ রোদন করা, ক্রন্দন করা।

কাঁসা : ● কারীর রহস্যরূপ একরৈখিক ভাবে থাকে যে আধারে। □ তামা ও রাঙ (রঙ্গ) এর মিশ্রধাতু।

কাঁসাই : ● **কাঁসা** সক্রিয় যাহাতে (যে নদীর স্বভাবে, পাড়ে)। □ দ্র. **কংসাবতী**।

কাঁসর : ● কারীর আধারের রহস্যরূপ একরৈখিক শক্তিপ্রযুক্ত হইয়া রহে যাহাতে। ⊓ কাঁসার তৈরি বাদ্যবিশেষ, ঝাঁঝ ...।

কাঁসারি : ● **কাঁসা** রহন সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, যে কাঁসার কাজ করে।

কাঁসি : ● কংসজাত সক্রিয় যাহাতে। ⊓ কাঁসার থালা, কাঁসার বাদ্যযন্ত্র।

কাক : ● কা কা করে যে; অথবা, 'কা কৃত্য' বা কী করিয়াছ, বানাইয়াছ - এই কথা বলে যে; অথবা, কর্ম্মজগতের খবর রাখে যে; কিংবা, কর্ম্মজাত বস্তু লাভের প্রত্যাশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিত বা ঘোরে যে; অথবা, ভারত-সমাজের আদি ইতিহাস যাহার (যে কাকভুসুণ্ড-এর) মুখ হইতে শোনা যাইত। ⊓ আদি পাইকার, ঐতিহাসিক, উপাধিবিশেষ, (সাদৃশ্যে) বায়স। ⁕

কাকপেয় : ● **কাক** যাহা (যাহার জল) অনায়াসে পান করিতে পারে। □ পুর্ণতোয় কিংবা স্বল্পতোয় নদী। ⁕

কাকবলি : ● যে বলি (উৎপন্নের অংশ) আদি পাইকারকে (**কাককে**) দেয় বা দিতে হয়; অথবা, যাহা প্রতীকায়িত হইয়া বাংলার গ্রামে (গান গাহিয়া ছড়া কাটিয়া) কাককে দেওয়ার প্রথারূপে ১৯৫০ সালেও প্রচলিত ছিল। □ (সাদৃশ্যে) কাককে দেয় নবান্নের অংশ। ⁕

কাকভুসুণ্ড : দ্র. **ভুসুণ্ড**।

কাকল : ● **কাকরণ** লালিত যাহাতে; অথবা,

গলা উঁচাইয়া কা কা করে যে। / 'কা' কল (শব্দ) যাহার। ▫ (সাদৃশ্যে) দাঁড়কাক ..। ✱

কাকলি : ● **কাকল** সক্রিয় যাহাতে। / গৃহস্থ জাগিয়া আছে কি না জানিবার জন্য তস্করের মৃদুধ্বনি বাদ্যবিশেষ যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ অব্যক্ত মধুর ধ্বনি, চোরের সিটি। ✱

কাকলী : ● **কাকলির** আধার যে; অথবা, অব্যক্তমধুর ধ্বনি যাহাতে। ▫ মিষ্ট কথা কয় যে মেয়ে, কলকাকলী। ✱

কাকা : ● **কা** করে যে; অথবা, 'কী করছ, কী করছ?', করে যে; কিংবা, ভাইপো-ভাইঝির আচরণের প্রতি সর্ব্বদা সংশয় প্রকাশ করে যে। ▫ পিতৃব্য, খুল্লতাত।

কাকু : কা-করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, 'আহা, কী করছ, কী করছ!' করে যে; কিংবা, ভাইপো-ভাইঝির প্রতি সর্ব্বদা কাতরতা প্রকাশ করে যে; অথবা, যে খুল্লতাত অত্যন্ত ভালবাসে বা খেয়াল রাখে।

কাকুতি : ● কা-কা রূপ আকুতি। ▫ কাকুযুক্ত বাক্য, কাতর বচন। ✱

কাকুতি-মিনতি : ● **কাকুতি** ('কী করিয়াছ, বানাইছ, একটুখানি দাও' ইত্যাদি কাতর বচন) ও **মিনতি** (সকাতর নিবেদন) যাহাতে। ▫ একান্ত আবেদন ও নিবেদন।

কাগজ : ● (কথার লিপিরূপী) কায়ার গমন জনিত হয় যাহাতে; অথবা, বাক্যদিকে লিপি রূপে লেখা হয় যাহাতে। ▫ লেখন মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতির নিমিত্ত ব্যবহার্য্য পত্রবিশেষ।

কাঙাল : ● **কাঙা** (রহস্যরূপী কারী) লালিত যাহাতে। ▫ নির্ধন, গরীব, অকিঞ্চন, ভিখারী।

কাঙক্ষ : ● কামানুসার **ক্ষ**-অন (খাবলে নেওয়ার ইচ্ছা চলমান) থাকে যাহাতে।

কাঙক্ষা : ● **কাঙক্ষ**-এর আধার যে। ▫ ইচ্ছা, অভিলাষ।

কাঙিক্ষত : ● **কাঙক্ষ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ▫ অভিলষিত, বাঞ্ছিত।

কাঙক্ষী : ● **কাঙক্ষ**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ অভিলাষী, ইচ্ছুক।

কাঙ্গাল : ● **কাঙ্গা** (কারীর রহস্যরূপে গমন করা) লালিত যাহাতে। ▫ নির্ধন, গরীব, অকিঞ্চন, ভিখারী।

কাচ : ● যাহার **কচ** (**কচা**) নিষ্কাশিত; কিংবা, যে প্রক্রিয়ায় সেরূপ কচা নিষ্কাশন করা হয়। ▫ প্রক্ষালন, ক্ষারযোগে পরিষ্করণ, গ্লাস (glass)। ✱

কাচা : ● কাচ-এর আধার যে; কিংবা, কচলে (দ্র. **কচলা**) কচলে যে কাজ করা হয়। ▫ প্রক্ষালন করা, ক্ষারযোগে পরিষ্কার করা।

কাচু-মাচু : ● **কাচ** ও **মাচ** উভয়েই নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে ত্যক্তব্যকে ঠিকঠাক ত্যাগ করা হয়নি বলে অপরাধবোধ (**কাচু**) এবং গৃহীতব্যকে ঠিকঠাক গুছিয়ে গ্রহণ করা হয়নি বলে অপরাধবোধ (**মাচু**) জন্মায়। ✱

কাচারি : ● **কচহরি** হইতে জাত।

কাচ্চাবাচ্চা : ● কচ-চয়নের আধার যাহাতে (কচ্চা বা কাচ্চা বা কাঁচা) এবং তদ্-বৎ চয়নের আধার যাহাতে (বচ্চা বা বাচ্চা)। ▫ ছোট ছেলেমেয়ে, কচি-কাঁচা, (হিন্দিতে কচ্চাবচ্চা)। ✱

কাছ : ● **কা** (কায়া) আচ্ছাদিত যে নিকটত্বে। ▫ সমীপ, অদূর। ✱

কাছন : ● **কাছ** অন (চলমান) যাহাতে; কিংবা, যাহা কাছে আনে।

কাছা : ● **কাছ** (কারীর আচ্ছাদনসাধন) এর আধার যে। ▫ কাছটি, মালকোঁচা, সমীপস্থ।

কাছাকাছি : ● **কাছা** (কাছ-এর আধার যে) ও **কাছি** (কাছ সক্রিয় যাহাতে)। ❐ পরস্পর নিকটবর্ত্তী, লাগালাগি। ✱

কাছাখোলা : ● **কাছা** খোলা যাহার; অথবা, যাহার সম্পদের মালিকানা গোছান নেই। ❐ অগোছালো, (সাদৃশ্যে) **মুক্তকচ্ছ**। ✱

কাছাড় : ● যে অঞ্চলকে **কাছ**-এর আড়ে রাখা হইয়াছিল; কিংবা, যে **কা**-কে (বা সমাজকায়াকে) উপরে তুলিয়া সজোরে নিম্নে পাতন করা (কাছাড় দেওয়া) হয়। (দ্র. **আছাড়-কাছাড়**)। ❐ কাছাড় (আসামের প্রান্তবর্তী ভূভাগ), উত্তোলনপূর্ব্বক শিলা প্রভৃতিতে আঘাত। ✱

কাছারি : ● **কাছা** (কচ্ছ) হরণ করা হয় বা খুলিয়া দেওয়া হয় যেখানে। দ্র. **কচ্ছপ, কাচারি**।

কাছি : ● **কাছ** সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, যাহা কাছে টানিয়া আনে। ❐ কষণ দড়ি, মোটা দড়ি ...। ✱

কাছিম : ● **কাছ** (কারীর আচ্ছাদনসাধন) সক্রিয়ভাবে সীমায়িত যাহাতে। ❐ কূর্ম্ম। ✱

কাছুটি : ● **কাছ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয়ভাবে টঙ্কারিত যাহতে। ❐ কৌপীন, কোঁচা, ধুতির কাছা।

কাছুয়া : ● **কাছ** (কারীর আচ্ছাদনসাধন) নব রূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যাহাতে। ❐ কূর্ম্ম। ✱

কাছে : ● **কাছ** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। ❐ সমীপে, নাতিদূরে।

কাজ : ● **কজ** (কারীর জনন) হইতে জাত। ❐ কর্ম্ম, ক্রিয়া ... ইত্যাদি। ✱

কাঞ্চন : ● **কাঞ্চ (কঞ্চ হইতে জাত)** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❐ হৈম, স্বর্ণময়, সুবর্ণ, বিনিময় মুদ্রা, ... ইত্যাদি। ✱

কাঞ্চনী : ● **কাঞ্চন**-এর সক্রিয় আধার যে। ❐ হরিদ্রা, গোরোচনা, স্বর্ণক্ষীরী বৃক্ষ। ✱

কাঞ্জিক : ● **কঞ্জ**-জাতকে সক্রিয় করে যে; অথবা, মালিকানাবোধকে সক্রিয় করে যে (টাকার নেশা)। ❐ **সোম**, (সাদৃশ্যে) হাঁড়িয়া।

কাট : ● **কট** (কারীর টঙ্কার) হইতে জাত। ❐ ছিন্ন করা, কাটা, কাটছাঁট করা, গড়ন, কামড়ান, দাগ দেওয়া বা কাটা ...।

কাটখোট্টা : ● যে **খোট্টা** কাটেও; অথবা, যে নিষ্ঠুর সত্তা কাটিয়া ও গর্ত্ত করিয়া লইয়া যায়। ❐ নির্দয় মানুষ।

কাটমূর্খ : ● **কাট**-এর (কাটছাঁটের) কারণে **মূর্খ** যে; অথবা, মনের উপর শিক্ষার কাটছাঁট যাহাকে **মূর্খ** করিয়া দিয়াছে (দ্র. **হীরের টুকরো ছেলে**); কিংবা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শিখিবার ফলে যে **মূর্খ** হইয়া গিয়াছে। ❐ হস্তিমূর্খ। দ্র. **গণ্ডমূর্খ, আকাট-মূর্খ**।

কাটা : ● **কাট**-এর আধার যে।

কাটাকুটি : ● যাহাকে **কাট**করণ করা হইয়াছে এবং যাহাকে **কুটি**করণ (কুটি কুটি করিয়া কুটা) চলিতেছে।

কাটাছাঁটা : ● **কাটা** ও **ছাঁটা** (রহস্যময় আচ্ছাদন টঙ্কারিত যে আধারে)।

কাটান : ● **কাটা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে।

কাটারি : ● **কাটা** সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে। ❐ বাঁশ কাটার হাতিয়ার।

কাটোয়া : ● **কাট**করণ (কামড়ান) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া চলে যাহাতে (যে স্থানে)। দ্র. **কণ্টকনগর**।

কাঠমোল্লা : ● **কাঠ**-এর ন্যায় শুষ্ক যে **মোল্লা**। ❐ নীরস মোল্লা, ধর্ম্মব্যবসায়ী মুসলমান।

কাঠি : ● **কাঠ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **কাঠ** যে ন্যূনরূপে সক্রিয় হইতে পারে; কিংবা, যাহা দ্বারা অপরের কর্ম্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা (কাঠি করা) হয়। দ্র. **আড়কাঠি**। ◘ শলাকা, দীর্ঘ সরু কাষ্ঠখণ্ড।

কাঠুরিয়া : ● **কাঠ**কে নবরূপে উত্তীর্ণ করিয়া চলে যাহার। /যাহারা কাঠ কাটিয়া ও বেচিয়া জীবিকার্জ্জন করে। (ব.শ.)। ◘ কাঠুরে, কাষ্ঠব্যবসায়ী, তজ্জাতীয় লোক।

কাণ : ● **কা** (কী হইল, কী উৎপাদিত হইল ইত্যাদি) শুনিবার বা গ্রহণ করিবার জন্য অন (চলমান) হইয়া রহিয়াছে যে; অথবা, কৃত (উচ্চারণাদি) যেখানে পৌঁছায়। ◘ উৎকর্ণ মন, (সাদৃশ্যে) কর্ণ, কান।

কাণ্ড : ● **কণ্ড** হইতে জাত যে; অথবা, কর্ম্মের **কাণ্ড** (কার্য্যকলাপ) যাহাতে; কিংবা, **কণ্ড**করণ বহুগুণিত হয় যাহাতে; অথবা, সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের (কর্ম্মব্যবস্থার বা কর্ম্মবৃক্ষের) সমগ্রতার ধারক প্রধান কার্য্যকলাপ থাকে যাহাতে। ◘ কারখানা, পর্ব্ব, পাব, বৃক্ষের মূল হইতে শাখাদি ভাগ, প্রকাণ্ড ... ইত্যাদি। *

কাণ্ড-কারখানা : ● **কাণ্ড** যাহা **কারখানা**ও তাহাই। (মধ্যযুগের তৈরি বাংলা সমার্থক শব্দজোড়, যাহার একটি প্রাচীন বাংলা **কাণ্ড** অপরটি আধা-ফারসী **কারখানা**। এরকম অজস্র রয়েছে। যথা, শাক-সবজি, হাট-বাজার ... ইত্যাদি।)

কাণ্ডজ্ঞান : ● **কাণ্ড** (সমগ্রতার ধারক) বিষয়ক জ্ঞান থাকে যাহাতে; অথবা, যে জ্ঞানের উপর বাকি সমস্ত জ্ঞান দাঁড়ায় বা সক্রিয় হয়। ◘ কাণ্ডের বোধ, প্রকরণজ্ঞান। *

কাণ্ডপৃষ্ঠ : ● **কাণ্ড** (কর্ম্মকাণ্ড চালানোর বিদ্যাবুদ্ধি, রীতিনীতি) পৃষ্ঠে যাহার; অথবা, প্রাচীন ভারতে কর্ম্মকাণ্ডের বিদ্যাবুদ্ধি-রীতিনীতি বহন করিত যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) পিঠে **কাণ্ড** (কাঁড়, ধনুক) বহন করে যে। ◘ কাণ্ডাধার, আয়ুধিক, ধানুকী, পরশুরাম। *

কাণ্ডর্ষি : ● **কাণ্ড** (কর্ম্মকাণ্ড) বিষয়ে জানেন যে ঋষি। ◘ বেদভাগ বিশেষের মীমাংসক ঋষি। *

কাত : ● **কায়া** তারিত যাহাতে; অথবা, দেহ যেদিকে পাশ ফেরে। ◘ শরীরের পার্শ্বভাগ পাতিয়া বা পাশে ভর দিয়া শয়িত, পার্শ্বভাগে হেলা, একপেশে, উলটাইয়া পড়া।

কাতর : ● **কা** (কায়া) **তর** যাহাতে; অথবা, যে কারীর আধার জলধারাবৎ **তর তর** করিতেছে। ◘ ব্যসনাকুল হৃদয়, বিবশ ..। *

কাৎলা : ● **কা**-র (কায়ার) উল্লম্ফন লালিত যে আধারে; অর্থাৎ, যে মাছ সামান্য ভয় পাইলেই জল হইতে লাফ দিয়া ডাঙায় পড়ে। ◘ ভয়বিহ্বল, কাৎলা মাছ। *

কাতান : ● **কাত**-এর (কারীর আধারের তারণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা **কাত** করিয়া বংশাদিতে চোট মারিয়া কাটিতে হয় (সোজা চোট মারিতে নাই, মারিলে কাতানের দাঁত পড়িয়া যায়)। ◘ কাটারি।

কাতি : ● কারীর আধার সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **কাত** করিয়া খেজুর গাছের গা চাঁছিতে হয়। ◘ খেজুর রসের জন্য খেজুর গাছের গা চাঁছার নিমিত্ত কাস্তের মতো দেখিতে অতি ধারালো অস্ত্র, কর্ত্তরিকা।

কাতুকুতু : ● **কাতু** (কাত বা 'কায়ের তারণ' নবরূপে উত্তীর্ণ) ও **কুতু** (কুত বা 'কু-এর তারণ' নবরূপে উত্তীর্ণ) যাহাতে; অথবা, যাহা দেহকে বাহ্যত এপাশ ওপাশ না করিয়া

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

এবং দেহব্যবস্থাকে অপ্রকৃতিস্থ না করিয়া তদবস্থাতেই চরম অস্বস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করে। (দ্র. **সুড়সুড়ি**)। □ বগল পেট প্রভৃতি মাংসল স্থানে অঙ্গুলি-সংস্পর্শে হাস্যজনক স্পর্শজ্ঞান-বিশেষ বা সুড়সুড়ি, কাতুকুতু বা সুড়সুড়ি দেওয়া।

কাত্যায়ন : ● কাত্যের (**কত**-জাত থাকে যাহাতে তাহার) **অয়ন** যাহাতে; অথবা, যে সত্তা তত্ত্বাদিকে তাহাদের গড্ডলিকাপ্রবাহ হইতে রক্ষার নিমিত্ত সেগুলিকে নির্ম্মল করে, সেই সত্তার উত্তরাধিকার যাহাতে। □ **কত** ঋষির যুবগোত্রের অপত্য ঋষিবিশেষ। ✱

কাত্যায়নী : ● কাত্যায়নের আধারশক্তি যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী কাত্যায়নের অনুসরণ করিতেন। (দ্র. **মৈত্রেয়ী**)। □ কাত্যায়ন-পত্নী, যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী। ✱

কাদম্বরী : ● কাদম্ব (**কদম্ব** হইতে জাত) রহে যে সক্রিয় আধারে; কিংবা, যে পণ্য বিক্রয় করিয়া টাকা লাভের নেশা থাকে যাহাতে। □ পণ্যজীবী, (সাদৃশ্যে) কদম্বকুসুম-জাত মদ্য। (দ্র. **কাঞ্জিক**)। ✱

কাদম্বিনী : ● কাদম্ব সক্রিয়ভাবে অনকৃত যে সক্রিয় আধারে; অথবা, **পণ্য**সংশ্লিষ্ট বিষয় লইয়া সক্রিয় থাকে যে; কিংবা, পণ্য-উৎপাদকদিগকে দাদন দেয় যে। /কদম্বকুসুম বিকাশ যাহার কার্য্যে রূপে আছে। (ব.শ.)। □ দাদন-দানী পাইকার, (সাদৃশ্যে) মেঘমালা। ✱

কান : ● কা (কী হইল, কী উৎপাদিত হইল ইত্যাদি) শুনিবার বা গ্রহণ করিবার জন্য অন (চলমান) হইয়া রহিয়াছে যে; অথবা, কৃত (উচ্চারণাদি) যেখানে পৌঁছায়; কিংবা, শুনিবার বা ক্রয়করিবার মর্য্যাদা আছে যাহার। □ উৎকর্ণ মন, (সাদৃশ্যে) কর্ণ।

কানকাটা : ● কান (সামাজিক মর্য্যাদা) কাটা গিয়াছে যাহার; কিংবা, যাহার ক্রয় করিবার বা শুনিয়া জানিবার মর্য্যাদা বিলুপ্ত করা হইয়াছে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহার কান কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। □ নির্লজ্জ, বেহায়া।

কানন : ● কারীর **আনন** (খায়, কথা বলে, সোনামুখ করে হাসে) যাহাতে; কিংবা, যাহা পর্ব্বতাদির (সংস্থাদির) মুখ উজ্জ্বল বা দীপিত করে। □ সরকারের বা কোম্পানির 'ফেস', পর্ব্বতসংলগ্ন অরণ্য, বন, বৃক্ষবাটিকা, ব্রহ্মার মুখ, 'উইন্‌ডো ড্রেসিং'। ✱

কানপাতলা : ● কান পাতলা (ফাঁক ফাঁক) যাহার; অথবা, কানে কথা পড়িলে তাহা নিঃশেষে ধরিয়া রাখিতে পারে না যে। / যে, যাহা শুনে, তাহাই নির্বিচারে কর্ণে স্থান দেয়। (ব.শ.)।

কানপাতা : ● কান পাতিয়া বা বিছাইয়া রাখা হয় যাহাতে; অর্থাৎ, কোনো কিছু শোনার জন্য **কান** উন্মুখ করিয়া রাখা হয় যাহাতে। □ কর্ণপাত করা।

কানফুসকি : ● কানে ফুসকরণ সক্রিয় যাহাতে। □ চুপে চুপে কথাবার্ত্তা।

কানভাঙান : ● কান-এ প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে ভাঙা অন (চলমান) থাকে যাহাতে। □ কুমন্ত্রণা দেওয়া।

কানা : ● কান-এর আধার যে; অথবা, **কান**করণ করা হয় যে ছিদ্রের (কর্ণছিদ্রের) মাধ্যমে; কিংবা, যাহার চক্ষুতে কর্ণছিদ্রের ন্যায় ছিদ্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যে দেখিতে পায় না। □ কর্ণের ছিদ্র, অন্ধ।

কানাই : ● কানা (**কন** হইতে জাত যে তাহার আধার) সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, বহু-কাঙ্ক্ষিত **কনকনানি** দেয় যে। □ শ্রীকৃষ্ণ।

কানাকানি : ● **কানে কানে** যে কথাবার্ত্তা লেনদেন হয়।

কানাঘুষা : ● **কানে কানে** যে ঘোষণা চালানো হয়। ▢ নিঃশব্দ প্রচারণা।

কানাচ : ● **কান** (গৃহের কানের ন্যায় অংশ) অঞ্চিত (বাহির করিয়া স্থির রাখা) হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে লাউ সিম পুঁই বরবটি প্রভৃতি লতাইয়া উঠে। ▢ ছাঁচতলা।

কানামাছি : ● **কানা** যে মাছি।

কানামাছি খেলা : ● **কানামাছি** যেরূপ 'বাঞ্ছিতকে পাইয়াছি' ভাবিয়া অস্থানে বসে, ছেলেমেয়েরা তেমনি চোখ বাঁধিয়া বাঞ্ছিতকে ছোঁয়ার যে খেলা খেলে।

কানি : ● যাহাতে অনেক **কানা** বা ছিদ্র থাকে। ▢ বস্ত্রখণ্ড, চীর, নেকড়া, টেনা।

কানী : ● **কানা** যে স্ত্রীলোক।

কানু : ● **কান** (**কন** হইতে জাত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, ব্যথাসুখকে পরমানন্দে উত্তীর্ণ করেন যিনি। ▢ শ্রীকৃষ্ণ।

কান্ত : ● **কাম** তারিত হয় যাহাতে (যাহার প্রতি); অথবা, যাহাকে সবাই কামনা করে। ▢ 'কামিত', বাঞ্ছিত ... ইত্যাদি। ✱

কান্তা : ● **কান্ত**-র আধার যে; অথবা, যে আধারশক্তিকে কামনা করা হয়। ▢ সুন্দরী, পত্নী ... ইত্যাদি। ✱

কান্তার : ● **কান্তাসমূহ** (বাঞ্ছিতেরা) রহে যাহাতে। ▢ মহারণ্য, অরণ্যানী ...। ✱

কান্দী : ● **কাম**-দানের সক্রিয় আধার যে; অথবা, গ্রহণ করিবার **মনস্কামনা** বাড়াইয়া দেয় এমন সুবিন্যস্ত কর্ম্মফলাদির বা ফলাদির সক্রিয় আধার যে (উৎপাদনকেন্দ্র, পণ্যকেন্দ্র, নারিকেল বা কলা প্রভৃতির গুচ্ছ)। ▢ একটি নগরের নাম, কলাপ্রভৃতির 'কাঁদি'।

কান্না : ● **কান** (**কন**জাত) নাকরণের আধার যে; অথবা, **কনকনানি**-জাত ব্যথাদুখ প্রকাশিত হয় যে সশব্দ অশ্রুজলে। ▢ রোদন, ক্রন্দন।

কান্নাকাটি : ● যে **কান্না** নিবেদিতকে সূক্ষ্ম-ভাবে কামড়ায়। ▢ ক্রন্দন ও বিলাপ, ক্রন্দন-পূর্ব্বক অনুনয়-বিনয়। ✱

কান্যকুব্জ : ● **কান্য** (কন্যাসমূহ) কুব্জ যেখানে। (ব.শ.)। দ্র. **কন্যাকুব্জ**। ▢ কান্যকুব্জ দেশ, কনৌজ। ✱

কাপট্ট : ● **কা**য়ায় যে **পট্ট** পরিধান করে। ▢ কাপড়। দ্র. **পাটধড়া**।

কাপড় : ● **কা**য়া পালকের গড়ান উড়ান যাহাতে। ▢ পরিধান বস্ত্র, বস্ত্রমাত্র।

কাপড়-চোপড় : ● **কাপড়** ও **চোপড়** (দেহের তাপ পালকের গড়ান-উড়ান) যাহাতে; অথবা, যাহা দেহকে রৌদ্রাদি হইতে রক্ষা বা পালন করে (**কাপড়**) এবং যাহা দেহের তাপকে বাহিরে যাইতে দেয় না, **চাপিয়া চুপিয়া** রাখে বা দেহকে শীতাদি হইতে রক্ষা বা পালন করে (**চোপড়**)। ▢ পোষাক-পরিচ্ছদ।

কাপালিক : ● জ্ঞানজীবীদের **কপাল** বা সর্ব্বোচ্চ সমিতিকে হত্যার জন্য যে শৈব যোগীরা 'কপালব্রত' গ্রহণ করিয়াছিলেন। / যাহারা নরকপালে ভক্ষণাদি করে। (ব.শ.)। ▢ কালভৈরব, বামাচারীবিশেষ। ✱

কাপুরুষ : ● **কা** (কায়াটুকু) **পুরুষ** যাহার; অর্থাৎ, দৃশ্যত পুরুষ হইলেও পুরুষের আর কোনো গুণ নাই যাহার। ▢ কুৎসিত পুরুষ, পৌরুষহীন জন।

কাবেরী : ● **কা**য়ার **বের** (দিশাগ্রস্ত **বর**) সক্রিয় যে আধারে; অথবা, সমাজ-কায়াকে দূষণমুক্ত করে যে (নিকৃষ্ট, রদ্দি মালের

পণ্যধারা); কিংবা, স্বভাবত বহুগামী মানব-প্রজাতি একগামিতার রীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে পুংসমাজে যে ক্লেদ জমে তাহা হইতে সমাজকে মুক্ত করে যে (বেশ্যা); অথবা, (সাদৃশ্যে) দক্ষিণ ভারতের ভূপৃষ্ঠকে দূষণমুক্ত করে যে (নদী); কিংবা, মানব-কায়াকে দূষণমুক্ত করে যে (হরিদ্রা)। ◻ খারাপ ও ত্যক্ত মালের পণ্যধারা, (সাদৃশ্যে) দূষণমুক্তিপ্রদায়িনী, বেশ্যা, দাক্ষিণাত্যের নদী, হরিদ্রা, যুবনাশ্বের কন্যা। ✱

কাব্য : ● **কব** হইতে জাত থাকে যাহাতে; অথবা, **কবি**র কথাসমূহ থাকে যাহাতে। ◻ কবিকর্ম্ম।

কাম : ● **কম** (...কাছে পাওয়ার ইচ্ছা) হইতে জাত। ◻ ইচ্ছানুসার টান, অভিলাষজনিত আকর্ষণ ... ইত্যাদি। ✱

কামনা : ● **কাম** অন (চলমান) যে আধারে। ◻ অভিলাষ, ইচ্ছা।

কামদেব : ● (মানবমনে) **কাম**-এর জন্ম দেন যে সত্তা। ◻ দেবতা কাম, মদন ...। ✱

কামধেনু : ● যে **ধেনু** (নীতি মান্যকারী জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়) **কাম** (তাহাদের পরিচালক মহর্ষির কামনা) অনুসারে দুগ্ধাদি দেয় (বা নির্দেশিত বস্তু উৎপাদন করে)। ◻ কামপ্রদা ধেনু, নন্দিনী ... ইত্যাদি। ✱

কামরূপ : ● **কামা**নুসার **রূপ** যাহার; অথবা, যে স্থানের মানুষেরা যখন যেরূপ কর্ম্মের ইচ্ছা হয়, তদ্রূপ কর্ম্মীর রূপ গ্রহণ করে (বেদানুসার জীবিকার ধর্ম্ম অনুসরণ করে না। ◻ যথেচ্ছ-রূপধারী, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। ✱

কামলা : ● **কাম** (কর্ম্ম) লালিত যে আধারে। / যে কারুকর্ম্ম করে। (ব.শ.)। ◻ শিল্পী, মজুর, ন্যাবা, পাণ্ডুরোগ। ✱

কামসূত্র : ● যে গ্রন্থে **কাম**কাজের (বা কর্ম্মের) **সূত্র** লিপিবদ্ধ আছে; অথবা, যে গ্রন্থে সামাজিক পুরুষ-প্রকৃতির (পরিচালক-পরিচালিতের, ভূস্বামী-মজুরের ...) চুক্তি-পূর্ব্বক কর্ম্মরত হইবার (**রতি**র) সূত্রসমূহ লিপিবদ্ধ আছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে গ্রন্থে নরপুরুষ ও নরপ্রকৃতির (নর-নারীর) বিবাহ (চুক্তি) পূর্ব্বক কর্ম্মরত হইবার (**রতি**র) সূত্রসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। ◻ কামসম্বন্ধী সূত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র। ✱

কামশাস্ত্র : ● যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ **কাম**কাজের সূত্রগুলির মাধ্যমে শাসন সাধিত হয়। ◻ কামব্যাপারবিষয়ক সংক্ষেপ গ্রন্থ। ✱

কামাত্মা : ● **কাম**াসক্ত আত্মা যাহার। ◻ কামার্ত্ত, কর্ম্মফলাভিলাষশীল। ✱

কামিন : ● **কাম** (কর্ম্ম) সক্রিয়ভাবে অন যাহাতে; কিংবা **কাম**কাজ করার জন্য যে নারীকে নিয়োগ করা হয়। ◻ মেয়ে মজুর।

কামিনী : ● **কাম**-কে (কর্ম্মরত হইবার ইচ্ছাকে) সক্রিয়ভাবে অনকৃত করে যে সক্রিয় আধারশক্তি। ◻ কামাতিশয়যুক্তা নারী...। ✱

কাম্পিল্য : ● **কম্প** দ্বারা (ভয় দেখাইয়া, ধমকাইয়া ...) যে-দেশবাসীকে অধীনস্থ করা হইয়াছিল। ◻ দেশবিশেষ, পঞ্চালদেশের পুরীবিশেষ। ✱

কাম্যকবন : ● যে **বনে** (সংসার অরণ্যে) **কাম**নাপূর্ব্বক (বেদনিন্দিত ফলাসক্তিপূর্ব্বক) উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালানো হইত; অথবা, **কাম্য** ফল উৎপাদন করার জন্য যে **সমাজবন** নির্ম্মিত হইয়াছে। ◻ সেকালের উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র ... ইত্যাদি, একালের দুর্গাপুর ও হলদিয়া শিল্পাঞ্চল। ✱

কাম্যকর্ম্ম : ● কারক **কাম**নাপূর্ব্বক বা

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

স্বেচ্ছায় যে কর্ম্ম করে। দ্র. **কর্ম্ম**। ❋

কায় : ● কারীর অস্তিত্ব চলে বা যায় যাহাতে; অর্থাৎ, যে কাঠামোর বা শরীরের উপর নির্ভর করিয়া সমাজ (ও সাদৃশ্যে) মানব চলে। / যাহা প্রজাপতি দেবতার; অথবা, যাহাতে অস্থ্যাদি চিত হয়। (ব.শ.)। ◘ সমাজদেহ, (সাদৃশ্যে) মানবদেহ। ❋

কায়স্থ : ● কায়-এ (সমাজকায়ে) থাকে যে; অথবা, যে সমাজের বা রাষ্ট্রের আমলা-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাজ করে। / যাহা কায়ে স্থিত। (ব.শ.)। ◘ সরকারী কর্ম্মচারী, কায়স্থ বংশীয় ব্যক্তি ...। ❋

কায়স্থা : ● **কায়স্থ**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **কায়ে**র **স্থিতি** সাধন ('স্ট্যাটাস-কো মেইনটেইন') করা যায়; কিংবা, যে প্রকৃতিশক্তি সমাজশরীরকে তদবস্থায় স্থিত রাখে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে ফল মানব-শরীরকে তদবস্থায় স্থিত রাখে। ◘ কায়স্থ-প্রকৃতি (সাদৃশ্যে) কায়স্থের স্ত্রী, আমলকী। ❋

-কার : ● কর (করা) হইতে জাত; অথবা, করা বা করণাদি থাকে যাহাতে; কিংবা, করিলে যাহা হয়। (দ্র. **ফলা**)। ◘ ই-কার, উ-কার ইত্যাদি, অপকার, উপকার ইত্যাদি।

কারক : ● **কার** (করণাদি) করে যে। ◘ কর্ত্তা, সম্পাদয়িতা ... ইত্যাদি। ❋

কারখানা : ● **কার**-এর (করণাদির) **খানা**° যাহাতে। ◘ কার্য্যের গৃহ, কর্ম্মশালা ...। ❋

কারচুপি : ● যাহাতে চুপিসাড়ে কিছু করা হয়। ❋

কারণ : ● **কার** (করণাদি) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সত্তার আধার-আধেয়র মধ্যে যে **কার** সক্রিয় থাকায় সত্তাটি তদবস্থায় **বর্ত্তমান** থাকে। / যে করায়। (ব.শ.)। যাহা হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহা; অথবা, যাহার যত্নে কার্য্যনির্ব্বাহ হয় সে; কিংবা, যাহা হইতে কোনো বিষয়ের ঘটনা বা উদ্ভব হয় তাহা। (ছা.অ.)। ◘ আধার-আধেয়র সম্বন্ধ, ক্রিয়া-নিষ্পাদক, নির্ব্বর্ত্তক ... ইত্যাদি। ❋

কার্ত্তবীর্য্য : ● যে বীর্য্য কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জাত যে। ◘ কৃতবীর্য্য-এর পুত্র। ❋

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন : ● **কার্ত্তবীর্য্য** নামক অর্জ্জুন। ◘ হৈহয়রাজ। ❋

কার্ত্তিকেয় : ● **কৃত্তিকা**গণ হইতে জাত; কিংবা, ছয় কৃত্তিকা হইতে যে প্রাচীন ভারতীয় সামরিক বাহিনী জন্মলাভ করিয়াছিল ও লালিতপালিত হইয়াছিল। ◘ অগ্নিকুমার। ❋

কার্য্য : ● **কার** (...করা) থাকে যাহাতে তাহার আধার। ◘ কৃতিসাধ্য, কর্ত্তব্য ... ইত্যাদি। ❋

কাল : ● **কল** হইতে জাত; অথবা, সময়ের ধারা যে **কল কল** করিয়া (২৪ ঘণ্টা ২৪ ঘণ্টা করিয়া বা তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে) অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি ও সব কয়টি। ◘ সময়বিভাগ-বিশেষ, আগামী বা গত কাল, মহাকাল। ❋

কালপুরুষ : ● **কাল** (কালান্ত বা শেষ সময়) রূপে দেখা দেন যে **পুরুষ**। ◘ যমের অনুচর।

কালযবন : ● **কাল** (কালান্তক) রূপে দেখা দিয়াছিল যে **যবন**। ◘ কৃষ্ণবর্ণ যবনরাজ-বিশেষ। ❋

কালিদাস : ● **কাল** (কালান্তকারী) সক্রিয় যাহাতে তাহার দাস।

কালিয় : ● **কাল** (কালান্তকারী) সক্রিয়ভাবে যায় যাহাতে। ◘ সর্পবিশেষ, কেলেসাপ। ❋

কালিকা : ● **কাল**-কে (কালান্তকারীকে) সক্রিয় করে যে। ◘ কালশক্তি ...। ❋

কালী : ● **কাল**-এর (কালান্তকারীর) সক্রিয় আধার যিনি; অথবা, যে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পদার্থের কালের অন্ত করিয়া তাহাদের অন্যতর পদার্থে রূপান্তরিত করিয়া দেন; কিংবা, সমগ্র জনসাধারণের (**মহামায়ার**) যে অংশ সমাজের তৎকালিক শরীরের কালান্তকারী (বিদ্রোহী) রূপে দেখা দেন। ◻ শ্রমিকশ্রেণী, কালশক্তি, শিবের পত্নী।

কালীদাস : ● যিনি **কালী**-র (শ্রমজীবী জনতার) দাস; কিংবা, যিনি (নিজেকে) **কালী**র দাস (মনে করিতেন)। ◻ কালীর দাস, বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। ✱

কাশ : ● **কশ** হইতে জাত; কিংবা, কারীর আধারের শক্তি প্রযুক্ত যাহাতে; অথবা, খক খক গলশব্দের, বক বক উচ্চারিত কথার, ফট ফট উৎপাদিত পণ্যের ... প্রকাশ যাহাতে। ◻ শব্দবিচ্ছুরণ, পণ্যবিচ্ছুরণ, কাশির বিচ্ছুরণ, বিচ্ছুরিত কাশফুল ...। ✱

কাশমর্দ্দ : ● যাহা **কাশ**কে (শ্লেষ্মাজনিত কাশরোগকে) মর্দ্দন করে। ◻ কালকাসন্দা গাছ।

কাশি : ● **কাশ** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, বক বক করিয়া শব্দ উচ্চারিত হওয়া, ফট ফট করিয়া পণ্য উৎপাদিত হওয়া, খক খক করিয়া কাশা চলমান যাহাতে।

কাশিকা : ● **কাশি** করণের আধার যে। ◻ কাশীমাহাত্ম্যবিষয়ক স্কন্দপুরাণ-অন্তর্গত অংশবিশেষ। দ্র. **স্কন্দ**। ✱

কাশী : ● **কাশ**-এর (ফট ফট করিয়া উৎপাদিত পণ্যের) সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, যেখানে উৎপাদিত পণ্যসমূহের বিক্রিবাটা স্বীকৃত ও প্রচলিত। ◻ শিবপুরী, বারাণসী ...। ✱

কাশীরাজ : ● কাশীর (কাশী নামক দেশের) রাজা যে। ◻ কাশীনাথ, শিব, দিবোদাস। ✱

কাশ্যপ : ● **কশ্যপ** হইতে জাত। ◻ কশ্যপের গোত্রাপত্য ...। ✱

কাষ্ঠ : ● **কষ**-জাত **কাষ**-এর (যার রস কষিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার) টঙ্কার স্থিত থাকে যাহাতে। ◻ রান্নার কাঠ, শুকনো কাঠ ...। ✱

কাস্তে : ● **কা**-এর একরৈখিক শক্তিপ্রয়োগ তারিত যাহাতে (যাহা দ্বারা)। ◻ ধান কাটার চন্দ্রকলার ন্যায় অস্ত্রবিশেষ।

কাহার : ● **কা** (মানবকায়া) হরণ বা বহন করিয়া লইয়া যায় যে। ◻ শিবিকাদিবাহক হিন্দুজাতি-বিশেষ, বেহারা।

কি ● কারী সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সত্তার আভ্যন্তরীণ সক্রিয়তার বিশেষত্ব বিষয়ক জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, বোধ ... ইত্যাদি যাহাতে। ◻ বস্তু বা বিষয়ের বিশেষত্বসূচক বা পরিচায়ক।

কিং : ● **কি**-এর (সক্রিয় কারীর) রহস্যরূপ (করণ-চয়ন-টঙ্কারণ-তরণ-সীমায়ন সঞ্জাত রূপ) থাকে যাহাতে; অথবা, সর্ব্বপ্রকার কারীর রহস্যরূপ যাহাতে; কিংবা, কারীর কারী যাহাতে। ◻ কি, কী, ইত্যাকার নানা-প্রকারের প্রশ্নে অব্যয় শব্দ, জিজ্ঞাসার প্রতীকী আওয়াজ, শ্রেষ্ঠ কারী বা রাজা।

কিংবদন্তী : ● **কিং** (কে যেন, হয়তো বা রাজাই) যাহা বলিয়াছেন। (দ্র. **কিঙ্কর**)। ◻ জনশ্রুতি, সত্য বা অসত্য অপবাদ ...। ✱

কিংবা : ● **কিং** (সক্রিয় কারীর রহস্যরূপ) যে বিকল্প বা দ্বিতীয় রূপে থাকে। ◻ বিতর্ক, সম্ভাবনা, বিকল্প, অথবা ...। ✱

কিঙ্কর : ● যে (ব্যক্তি) **কিং**-এর (রাজার)

জন্য কাজ করে। (দ্র. **কিন্নর**)। ◻ রাজভৃত্য, বড় মানুষের চাকর, দাস ...। *

কিছু : ● **কা**রীর সক্রিয় ছাদন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে যে কয়টিকে মানসিক বা বাহ্যিক ভাবে আয়ত্ত করা গিয়াছে। ◻ কিঞ্চিৎ, অল্প, একটু।

কিঞ্চন : ● **কিঞ্চ** (**কিং**-এর চয়ন করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে অর্জ্জিত কিছু না কিছু আছে। ◻ অল্প, কিছু।

কিঞ্চিৎ : ● **কিঞ্চ**-এর (... কিছুর) সক্রিয় তারণ যাহাতে; অথব্য, কিছুর গ্রহণ বর্জ্জন দান ইত্যাদি যাহাতে। ◻ ঈষৎ, কিছু ...। *

কিৎ : ● **কি**-র (সক্রিয় কারীর) তারণ যাহাতে; অথবা, (ছেলেমেয়েরা 'বউমারী' খেলায়) যে (কিৎ কিৎ) শব্দ করিয়া 'বউ' মারিয়া লইয়া যায়। ◻ চি**কিৎ**সক।

কিতব : ● সক্রিয় কারীর তারণ বহন করে যে; অথবা, তোষামোদ করিয়া পণ্য বেচে যে। ◻ দ্যুতকার, ধূর্ত্ত, বঞ্চক।

কিতা : ● সক্রিয় কারীর তারণের আধার যে; কিংবা, যে সক্রিয় আচরণের ভিতরে মানুষের মানসিক আশ্রয় থাকে। ◻ নিয়ম-শৃঙ্খলা, কায়দা-কসরৎ, কেতা, ভাব-ভঙ্গি।

কিতাব : ● **কিতা** বহন করে যে। ◻ পুস্তক, ধর্ম্মপুস্তক, কেতাব।

কিন্তু : ● **কিম** (কারীর সক্রিয়তার সীমায়ন) তারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, **কিম** (প্রধান কারী) যাহা করিতে পারে, অথচ করে না, করিতে ইতঃস্তত করে। ◻ তথাপি, তাহা হইলেও, দ্বৈধ, সঙ্কুচিত...।

কিন্নর : ● **কিং**-এর নর যে; অথবা, যাহারা 'মুখেন মারিতং জগৎ' করে এমন রাজপুরুষ; কিংবা, যাহার মুখ ঘোড়ার মতো ছোটে; অথবা, দেবদেবীর ন্যায় যাহাদের প্রতীকায়ন করিতে গিয়া প্রাচীনভারত ঘোড়ামুখো-মানুষের রূপ কল্পনা করিয়াছিল। ◻ সরকারি কেরানী শ্রেণী, (সাদৃশ্যে) অশ্বমুখ নরশরীর। *

কিম্পুরুষ : ● **কিং**-এর পুরুষ যে; অথবা, যাহারা 'বলং বলং বাহুবলং' বলে এমন রাজপুরুষ; কিংবা, দেবদেবীর ন্যায় যাহাদের প্রতীকায়ন করিতে গিয়া প্রাচীনভারত মানুষ-মুখো ঘোড়ার রূপ কল্পনা করিয়াছিল। ◻ পুলিশ-মিলিটারি; (সাদৃশ্যে) নরমুখ অশ্ব-শরীর। *

কির : ● সক্রিয় কারী রহে যাহাতে; অর্থাৎ, সূর্য্যকর (রাষ্ট্রের তেজকণা) বাহক রহে যাহাতে। / যে মৃত্তিকা বিক্ষেপন করে। (ব.শ.)। ◻ আমলাতন্ত্রের অংশস্বরূপ কেরানি বা লেখক, সরকারি কর্ম্মচারী; (সাদৃশ্যে) শূকরশাবক। *

কিরণ : ● **কির** (রাষ্ট্রের তেজকণাস্বরূপ রাষ্ট্রীয় পুঁজির বা বৃহৎপুঁজির ক্ষুদ্রাংশ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সরকারি ক্ষমতা-ধর কর্ম্মচারী ও পণ্য-বিক্রিবাটাকারী সত্তা বিকীর্ণ যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) সূর্য্যের ও চন্দ্রের আলোকরশ্মি বিকীর্ণ যাহাতে। / যে তিমির বিনাশ করে। (ব.শ.)। ◻ সরকারি কর্ম্মচারী, (সাদৃশ্যে) সূর্য্যরশ্মি, রৌদ্র ...। *

কিরাত : ● **কির**-এর আধার তারিত যাহাতে; কিংবা, যাহারা আদিতে যৌথসমাজের দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী ছিল কিন্তু পরবর্ত্তী-কালের বিভাজিত সমাজে নিন্দিত হইয়া গিয়াছে। / যে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ স্থানে যায়; অথবা, কিলকিল শব্দ করিতে করিতে যে যায়। (ব.শ.)। ◻ কিরাত-জাতীয় পুরুষ, দেশবিশেষ ...। *

কিল : ● কারীর সক্রিয় লালন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা মানসিক বা বাহ্যিক শক্তি লালন করে; কিংবা, যাহা হইতে মানসিক বা বাহ্যিক গুঁতা বাহিরায়। ▫ অবধারণ, মুষ্টিঘাত।

কিলকিলা : ● ঘুষোঘুষি (**মল্লযুদ্ধ**) চলে যেখানে; অর্থাৎ, মাল কেনাবেচা নিয়ে কথা কাটাকাটি যাহাতে। *

কিলকিলা-প্রদেশ : ● যে প্রদেশ পণ্য বেচাকেনার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ▫ কলিকাতার প্রাচীন নাম। *

কিলবিল : ● **কিল**-করণ ও **বিল**-করণ যাহাতে; অথবা, গুঁতাইয়া ফাঁক করা এবং গিয়া ফাঁক পূর্ণ করা চলে যাহাতে। ▫ কোলাহল, ইতস্ততঃ দ্রুত সঞ্চরণের ভাব।

কিষ্কিন্ধ্যা : ● (কিম কিম ধা অর্থাৎ) **কিং**-এর **কিং** বা রাজার রাজাকে ধারণ করে যে, তাহার আধার; অথবা, কি কি হবে না হবে, তাহার রাজনির্দ্দেশ বাস্তবায়িত করে যে সামাজিক সংস্থা। ▫ আমলাতন্ত্র। *

কী ● **কি**-এর (সক্রিয় কারীর) আধার যে; অথবা, যাহার ভিতরে কি কেন কোথায় কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি সংবাদ থাকে।

কীচক : ● **কী** (কি-বৃত্তান্ত) চয়ন করে যে; অথবা, যাহার গুপ্ত চলাচলের খবর প্রকাশ হইয়া পড়ে। / যাহাকে বায়ু স্পর্শ করে। (ব.শ.)। ▫ রাজগোয়েন্দা, রাক্ষসবিশেষ। *

কীর্ণ : ● কারীর গতিশীল আধার রহে যে নাকরণে (বিক্ষেপণে)। ▫ বিক্ষিপ্ত, ব্যাপ্ত।

কীর্ত্তন : ● **কীর্ত্তি** অন (চলমান) করা হয় যে সঙ্গীতে। ▫ গুণকথন, সঙ্কীর্ত্তন ...। *

কীর্ত্তি : ● কীর্ত্ত (কৃতকর্ম্মের অভিজ্ঞতাদি ভাবফসল) সক্রিয় যাহাতে। ▫ সংশব্দন, যশঃ, খ্যাতি ...। *

কু : ● কারী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, প্রচলিতের স্বাভাবিকতার বাইরে — প্রসারণ, সঙ্কোচন, নানারূপ সীমালঙঘন করে যে কারী; কিংবা, প্রচলিতের চোখে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রায়শই নিন্দনীয় যে। ▫ অতি ভাল, অতি মন্দ।

কুঁচ : ● **কু**-র (নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর) রহস্যরূপ চিত (সঙ্কুচিত) যাহাতে; অথবা, যাহা সঙ্কুচিত হইয়া ঘন ও রহস্যময় রূপ গ্রহণ করিয়াছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) লাল শিমবীচির রঙের সঙ্গে সাদা রঙ মিশ্রিত থাকে যাহাতে। ▫ ঘনীভূত, (সাদৃশ্যে) দুধে আলতা রঙ।

কুঁচবরণ : ● **কুঁচ** (ঘনীভূত বা দুধে আলতা) রঙ থাকে যাহাতে।

কুঁচি : ● **কু** করণের রহস্যরূপ সক্রিয়ভাবে চয়িত (বিন্যস্ত) যাহাতে; অথবা, ধুতি বা শাড়ীর কিছু অংশ বিশেষ ধরনে পাট করিয়া সুবিন্যস্তকরণের মাধ্যমে সঙ্কুচিত করা হয় যাহাতে। ▫ কোঁচার ভিত্তি।

কুক : ● **কু** (নবরূপে উত্তীর্ণকরণ) করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রচলিতের বাহিরে কিছু করা হইয়া থাকে; কিংবা, নিষিদ্ধ পণ্যাদি উৎপাদন করিয়া যাহারা **কুক** (কী করিয়াছি দেখ!) বলিয়া একবার ডাকিয়াই চুপ করিয়া থাকে; অথবা, (সাদৃশ্যে) ছোট ছেলেমেয়েরা 'কুক' ডাকিয়া যে লুকোচুরি খেলা খেলে। দ্র. **ধুকপুক, পুক**।

কুকথা : ● যাহাতে **কু**বাক্য (অতিভাল বা অতিমন্দ বাক্য) থাকে। ▫ লোকহিতকর বাক্য, পৃথিবীর কথা; কুৎসিত বাক্য, কটুবাক্য। *

কুকুর : ● **কুক** (**কু**-করণ) নবরূপে উত্তীর্ণ

হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, যৌথসমাজে থাকিয়া যে সত্তা **কুক** (নিষিদ্ধ ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জ্জন) করে। / যে খাদ্য গ্রহণ করে (দেয় না)। (ব.শ.)। ▫ সারমেয়, যদুবংশীয় অন্ধকরাজের পুত্র ...। ✱

কুক্ষি : ● **কু**-র (নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর) কোনো কিছুকে খাবলাইয়া আত্মস্থ করিয়া লওয়া সক্রিয় যাহাতে (যে স্থান হইতে)। ⌐ জঠর, উদর, গর্ভ ... ইত্যাদি।

কুক্ষিম্ভরি : ● যে **কুক্ষি** ভরণ করে। (ব.শ.)। ▫ স্ব-উদর পূরক ...।

কুচ : ● **কু** (অস্বাভাবিক) চয়ন (সঙ্কোচন) যাহাতে; অথবা, শাকাদিকে একত্র করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (কুচ কুচ) করিয়া কাটিয়া ফেলা হয় যাহাতে। / যাহা সঙ্কুচিত হয়। (ব.শ.)। ▫ স্ত্রীস্তন, পয়োধর, কাঠ কুচনো ...। ✱

কুচকা : ● **কুচ** (সঙ্কুচিত) করা হয় যাহাতে।

কুচকান : ● **কুচকা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ⌐ ভাঁজ করিয়া ছোট করা।

কুচকুচে : ● **কুচ**-এর (সঙ্কোচনের) পুনরাবৃত্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে সত্তা ক্রমশ **কুচিত** (সঙ্কুচিত) হইয়া অতি ঘন হইয়া যায়। দ্র. **নিকষ**। ⌐ অত্যন্ত, গভীর।

কুচবিহার : ● যে অঞ্চলে লোকে **কুচ** (ছোট ছোট দলে দলবদ্ধ বা কুচিত) রূপে বিহার করিত। ▫ উত্তরবঙ্গের একটি অঞ্চল।

কুচা : ● **কুচ**-এর (খণ্ডকরণপূর্ব্বক সঙ্কোচনের) আধার যে; অথবা, **কুচিকুচি** করিয়া কাটা হয় যাহাতে।

কুচান : ● **কুচ** (খণ্ডকরণ) অন (চলমান) থাকে যাহাতে।

কুচি : ● **কুচ** (খণ্ডে খণ্ডে সঙ্কোচন) সক্রিয় যাহাতে। ▫ টুকরো, টুকরো করা, ধুতি শাড়ীর কুচি করা, খোলামকুচি।

কুচিকুচি : ● **কুচি**-র পুনরাবৃত্তি (বারংবার খণ্ডকরণপূর্ব্বক সঙ্কোচন) যাহাতে।

কুজ : ● **কু** জনন (সমাজনিন্দিত ব্যক্তিগত চাষাবাদ) যাহাতে। ⌐ ভূসুত, মহীরুহ, বৃক্ষ, নরকাসুর। ✱

কুজা : ● **কুজ**-এর আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী কৃষিকার্য্যে রত থাকে। ▫ ভূসুতা, সীতা, দুর্গা। ✱

কুঞ্চন : ● **কুং**-এর (কু-এর বা অস্বাভাবিকের রহস্যময়) চয়ন অনকৃত যাহাতে। ▫ কুটিলী-করণ, বক্রীকরণ, বাঁকান, সঙ্কোচ, আকুঞ্চন।

কুঞ্জ : ● যেখানে **কুং** (নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর রহস্যরূপ) জনন করা হয়; অথবা, যেখানে গূঢ়ভাবে পুরুষ (কারুকর্ম্মীগণ) প্রকৃতির (কাঁচামাল ইত্যাদির) সহিত মিলিত হইয়া পুত্রাদি (পণ্যাদি) উৎপাদন করে। / পর্ব্বতা-দির লতাপল্লবাদিতে সমাচ্ছন্নগর্ভ গহ্বরাদি দেশ। (ব.শ.)। ▫ ভারতের আদি গিল্ডসমূহ, লতাদিসমাবৃত উদরবৎ স্থান, নিকুঞ্জ, লতা-দিগূঢ় স্থান।

কুঞ্জবন : ● যে বনে (সমাজবনে) বহু **কুঞ্জ** থাকে। / বিহারার্থ কুঞ্জবিশিষ্ট বন বা উপবন। (ব.শ.)। ▫ প্রাচীন শিল্পাঞ্চল; (সাদৃশ্যে) লতাদি ঘেরা স্থান।

কুঞ্জর : ● **কুঞ্জ** রহে যাহাতে; অথবা, **কুঞ্জ** রক্ষণ ও ভক্ষণ করে যে (হস্তী বা আমলা)। ⌐ হস্তী, শ্রেষ্ঠার্থবাচক, কুঞ্জরপিপ্পলীবৃক্ষ ...। ✱

কুট : ● **কু** (নবরূপে উত্তীর্ণ কারী) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, **কু**-কে (অস্বাভাবিককে, দুষ্টকে) স্বাভাবিক (বা মানুষের স্বভাবের এলাকায় আনিয়া গ্রহণযোগ্যকরণ) করা টঙ্কারিত যাহাতে (যে **কুট**নে বা কোটাকুটি

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

করায়)। ❐ দুর্গ, কোট, গড়, গৃহ, পর্ব্বত, বৃক্ষ, ... ইত্যাদি এবং ছেদন করা, খণ্ড খণ্ড করা, চূর্ণ করা, নিস্তুষ করা ... ইত্যাদি। ✱

কুটজ : ● **কুট**-এ জন্ম হয় যাহার। ❐ কুম্ভজাত, অগস্ত্যমুনি, দ্রোণাচার্য্য, (সাদৃশ্যে) গিরিমল্লিকা, কুরচি গাছ ...। ✱

কুটন : ● **কুট** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ নিস্তুষ করা, চূর্ণ করা।

কুটির : ● নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর (স্বতান্ত্রিক মানুষের) টঙ্কার সক্রিয় রহে যাহাতে। ❐ ক্ষুদ্র গৃহ। (দ্র. **পর্ণকুটীর**)।

কুটিল : ● নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর টঙ্কার সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে। ❐ বক্র, বক্রগতি, কপট, শঠ, ক্রুর ... ইত্যাদি। ✱

কুটীর : ● নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর (ব্যক্তি-মালিকের) টঙ্কারের সক্রিয় আধার রহে যাহাতে; কিংবা, কু-টঙ্কারের ঈরণ (সংবাদ) ছড়ায় যেখান থেকে। (দ্র. **কু**, **ঈর**)। ❐ কারুশিল্পের কর্ম্মশালা, কুটী, কুঠী। ✱

কুটুম : ● **কুট** (... কুটাকুটি) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সীমায়িত যাহাতে; অথবা, গৃহকর্ত্তার যে স্বজনগণ তাহার সংসারের উৎপাদন কর্ম্ম (কুটুম-কাটুম) করিয়া দেয়। ❐ পরিজন।

কুটুম্ব : ● **কুট**-এর নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়ন (গৃহকর্ত্তার কাজের বোঝা) স্বভাবত বহন করে যে। ❐ পোষ্যবর্গ, পত্নী, জ্ঞাতি ...।

কুটুম্বিনী : ● **কুটুম্ব** সক্রিয়ভাবে অন (চলমান) থাকে যাহাতে; কিংবা, যে পোষ্যবর্গ গৃহকর্ত্তার নির্দ্দেশানুসারে গৃহের সমস্ত কাজ করে। ❐ কুটুম্বসমূহ, পোষ্যবর্গ ...। ✱

কুঠার : ● **কু**-এর (নবোত্তীর্ণ কারীর) টঙ্কারস্থিতি রহে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে গালাগালি মারামারি কাটাকাটি দ্বারা) নব্য সামাজিক সংস্থাকে নাশ করিয়া দেওয়া হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দ্বারা দৃশ্য গাছ কাটিয়া ফেলা হয়। / যাহা বৃক্ষকে পায়। (ব.শ.)। ❐ পরশু, ছেন্তা, কুড়াল।

কুড়ান : ● **কুড়** (কু-গড়ান...) করা অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে অতিকর্ম্মী (প্রভু) ইচ্ছাখুশী তুলিয়া লয় কিংবা যে অকর্ম্মা একটু একটু করিয়া তুলিয়া সংগ্রহ করে। ❐ রাশীকরণ, সংক্ষেপ, গুটান।

কুড়ানী : ● **কুড়**করণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যাহাকে কুড়াইয়া আনা হইয়াছে; কিংবা, যে কুড়াইয়া জীবিকার্জ্জন করে। / যে (স্ত্রীলোক) কুড়ায় বা জড় করে। (ব.শ.)। ❐ মৃতবৎসার কন্যার নাম, হেয়বোধে যমের পরিত্যক্ত ও কুড়াইয়া লওয়া কন্যার নাম।

কুণ : ● **কু**-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর টঙ্কারের রহস্যময়) বোধ যাহাতে; অথবা, জগতের বা সমাজের স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতিনীতির বাইরে যে রীতিনীতির বোধ থাকে। ❐ কুকীর্ত্তি, দূষিত শব্দরসগন্ধাদি।

কুণপ : ● **কুণ** (দুর্গন্ধ) পালন করে যে। ❐ পূতিগন্ধযুক্ত, মৃতদেহ।

কুণপী : ● **কুণপ**-এর সক্রিয় আধার যে। ❐ গুয়ে-শালিক (গু খায়), চণ্ডাল, কুণপী-যাদব (মৃতদেহ ঘাঁটে)।

কুণ্ঠ : ● **কুণ** (কু-রহস্যময়তার বোধ) টঙ্কারিত হইয়া থামিয় যায় যাহাতে। ❐ কর্ম্মে মন্দ, প্রতিবন্ধ, সঙ্কুচিত ... ইত্যাদি। ✱

কুণ্ঠা : ● **কুণ্ঠ**-এর আধার যে। ❐ ইতস্ততভাব, দ্বিধাগ্রস্তভাব, লজ্জিতভাব।

কুণ্ঠিত : ● **কুণ্ঠ** সক্রিয় তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যে কুণ্ঠাগ্রস্ত হইয়াছে। ❐ প্রতিহত,

প্রতিহতগতি, সঙ্কুচিত।

কুণ্ড : ● যাহা হইতে **কুণ**-এর উড্ডয়ন সম্ভব হয়; অর্থাৎ, যে স্থান হইতে শাসকনিন্দিত কারুপণ্যের নিয়মিত উদ্ভব ও ছড়াইয়া পড়া সম্ভব হইয়াছিল। ⌐ হোমাগ্নিস্থান, কুঁড়, আদি হাট, (সাদৃশ্যে) বৃত্তাকার পাত্রবিশেষ। *

কুণ্ডল : ● **কুণ্ড** লালিত যাহাতে। ⌐ বলয়, যৌথসমাজে আদি ফেরিওয়ালার লোক-লস্কর, কর্ণের কুণ্ডল, (সাদৃশ্যে) চারাগাছের কুণ্ডলাকার বেষ্টনী। *

কুণ্ডলী : ● **কুণ্ডল**-এর সক্রিয় আধার যে। ❐ কুণ্ডলযুক্ত, বৃত্তাকৃত্তি সর্প। *

কুণ্ডলিনী : ● **কুণ্ডল**-কে সক্রিয়ভাবে অনকৃত করিয়া সক্রিয় আধার রূপে ধরিয়া রাখে যে; অথবা, **কুণ্ডল** পাকাইয়া অবস্থান করে যে। ⌐ সর্পী, কুণ্ডলিনী শক্তি, জিলিপি ...।

কুণ্ডলিয়া : ● নিজের সম্পদ ঘিরিয়া রাখে যে। ⌐ কুণ্ডলাকার, পদবীবিশেষ।

কুণ্ডা : ● **কুণ্ড**-এর আধার যে; কিংবা, যে জনগোষ্ঠী পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনকে কোল দিয়াছিল। ⌐ রক্ষিত্রী, দুর্গা। *

কুণ্ডিকা : ● **কুণ্ড**-কে সক্রিয় করে যে; অথবা, যে ক্ষুদ্র গৃহে **কুণ্ড** (কারুজ উৎপাদন) কর্ম্ম চলে। ⌐ (সাদৃশ্যে) কুঁড়িয়া, কুঁড়েঘর।

কুণ্ডিননগর : ● **কুণ্ডি** (সক্রিয় **কুণ্ড**) অনকৃত যে নগরে। ⌐ বিদর্ভের রাজধানী। দ্র. **বিদর্ভা**।

কুণ্ডু : ● **কুণ্ড** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **কুণ্ড** সামাজিক (রাষ্ট্রীয়) স্বীকৃতি ও গৌরব লাভ করিয়াছে। ⌐ তিলি জাতির উপাধি। *

কুৎস: ● **কু**-এর (অতি ভাল বা অতি মন্দ) তারণ বা উল্লম্ফনের শক্তিযোজন যাহাতে। ❐ নিন্দ, অবজ্ঞা, গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। *

কুৎসন : ● **কুৎস** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ নিন্দন, কুৎসাবাচক শব্দ।

কুৎসা : ● **কুৎস**-এর আধার যে। ❐ নিন্দা, অপবাদ।

কুত : ● **কু**-এর (ভাল বা মন্দের) তারণ যাহাতে; অথবা, অভিকারী বা অবকারীর তারণ যাহাতে; কিংবা, দখল করিয়া বা চুরি করিয়া হরণচেষ্টা যাহাতে।

কুতকুতে : ● **কুতকুত** (**কুত**-এর পুনরাবৃত্তি) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, কোথা হইতে কী হাতাইয়া লইবে না লইবে, এদিক-ওদিক তাকাইয়া তাহা আন্দাজ করিতে থাকে যে।

কুতুর : ● **কুত** (কুতকুত করা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, কুতকুত না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া (অভিমান করিয়া) বসিয়া থাকে যে; কিংবা, যে **কুতুর**কে লইয়া গ্রামবাংলার শিশুরা আজও 'কাতুর-**কুতুব** ময়না, ভাত খাবি তো আয়না' ছড়া কাটিয়া ধূলোখেলা খেলে।

কুন : ● **কু** (নবরূপে উত্তীর্ণ কারী) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রচলিতের নিম্নসীমা বা উর্দ্ধসীমা লঙঘনকারী চলমান থাকে। ❐ ঈষৎ তাপযুক্ত বা — জ্ঞান ধন বল তাপ শিক্ষা পোষ মেধা শ্রম ... ইত্যাদি যুক্ত।

কুনকী : ● **কুন**-এর (ঈষৎ শিক্ষার) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে পোষা হস্তিনী বন্যহস্তী ধরায় সহায়তা করে। ❐ শিক্ষিত হস্তিনী।

কুনকুন : ● **কুন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে সহনীয় তাপাদি থাকে। ⌐ সহনীয় তাপযুক্ত, মৃদু বেদনাযুক্ত।

কুনকুনে : ● **কুনকুন** করে যে; অথবা, যে পরিমাণ তাপযুক্ত জলে শিশুকে স্নান করাইলে তাহাকে গরম লাগে না, ঠাণ্ডাও

লাগে না। ▫ ঈষদুষ্ণ, কুসুম-কুসুম গরম।

কুন্ত : ● কু-এর (অপ্রচলিতের) অনকৃত রূপ তারিত যাহাতে; কিংবা, শুঁয়ার ন্যায় যাহা কারীর মন হইতে বাহির হইয়া থাকে; অথবা, নিজশ্রমজাত উৎপন্নের উপর নিজ মালিকানার আশা থাকে যাহাতে। ▫ (সাদৃশ্যে) প্রাসাস্ত্র, বর্শা ...। ✱

কুন্তল : ● **কুন্ত**-এর লালন থাকে যাহাতে; কিংবা, মালিকানার আশার লালন থাকে যাহাতে। ▫ স্ত্রীলোকের কেশ, কেশগুচ্ছ ...। ✱

কুন্তী : ● **কুন্ত**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ যৌথসমাজের ভিতরে ব্যক্তিমালিকানা-প্রত্যাশী জনগোষ্ঠী, পাণ্ডবদের জননী। ✱

কুপ : ● কু-এর (প্রচলিতের সীমার বাহিরে যে আচরণ, তাহার) পালন যাহাতে। ▫ কুপিত হওয়া, রাগিয়া যাওয়া।

কুবের : ● কু-এর (... নিম্নসীমালঙ্ঘনকারীর) দিশাগ্রস্ত বাহক রহে যাহাতে; কিংবা, কু-সম্পদ (অকল্যাণকর ধনসম্পদ) রহে যে **বের**-এ (দিশাগ্রস্ত **বর**-এ বা সামাজিক সত্তায়, সংস্থায়); অথবা, যে সত্তা অনন্ত ক্ষুধায় ধনসম্পদ ভক্ষণ করে এবং সমপরিমাণে ফুলিয়া উঠিতে থাকে; কিংবা, ('ঘুড়ি হাতে লাটাই সেথায় উড়তে থাকে ছেলে'র মতো) যে টাকাকে মানুষ ওড়ায় না বা ভোগ করে না, বিপরীতে যে টাকা মানুষকে ওড়ায় এবং ভোগ করে। / কু বের (শরীর) যাহার। 'কুৎসিত-শরীর'। (ব.শ.)। (দ্র. **কাবেরী**, **বাহন**, **হয়বাহন**)। ▫ ধনাধিপতি যক্ষরাজ, (একালে) ব্যাঙ্ক, কর্পোরেট পুঁজি। ✱

কুবেরপুঁজি : ● **কুবের**-এর নিয়ন্ত্রণে যে **পুঁজি** থাকে; অথবা, যে **পুঁজি** কেবলই বাড়ে (কিন্তু কোন উদ্দেশ্যে বাড়ে, বাড়িয়া অন্তিমে কী হইবে ... সে বিষয়ে যে কিছুই জানে না।); কিংবা, **লক্ষ্মী**পুঁজির (কল্যাণীপুঁজির) ঘোর বিরোধিতা করে যে; অথবা, বর্ত্তমানে যে পুঁজি বিশ্বশাসন করিতেছে। ▫ অন্ধপুঁজি, অকল্যাণকর ব্যক্তি-পুঁজি ও বৃহৎপুঁজি, কর্পোরেট পুঁজি।

কুব্জ : ● কু-বহন জনিত যাহাতে; অথবা, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন যাহার। / কু (ঈষৎ) উব্জ (**আর্জ্জব**) যাহার। (ব.শ.)। ▫ কুঁজো, ঈষৎ বাঁকা ...। ✱

কুব্জা : ● **কুব্জ**-এর আধার যে। ▫ অপামার্গী, কৈকেয়ীর পরিচারিকা মন্থরা, কংসের দাসী।

কুমার : ● যে কু (প্রচলিতের ঊর্ধ্বসীমা-লঙঘনকারী) প্রচলিতকে মারে। / যে ক্রীড়া করে। (ব.শ.)। ▫ নবজাত, পঞ্চবর্ষীয় বালক ... ইত্যাদি। ✱

কুমারী : ● **কুমার**-এর আধারশক্তি প্রকৃতি যে। ▫ দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা ... ইত্যাদি। ✱

কুমারসম্ভব : ● **কুমার** সম্ভব হয় (জন্মায়) যেভাবে। ▫ কার্ত্তিকেয়র উৎপত্তি। ✱

কুমীর : ● কু (সমাজনিন্দিত সম্পদ) সক্রিয়-ভাবে সীমায়িত রহে যাহাতে। ▫ নক্র। ✱

কুমুদ : ● কু (সীমালঙঘনের মাধ্যমে নতুনের উদ্ভব) দ্বারা আমোদিত করে যে। ▫ পদ্ম, নৈর্ঋত কোণের দিগ্‌গজ ...। ✱

কুমুদিনী : ● **কুমুদ** সক্রিয়ভাবে চলমান থাকে যে আধারে। ▫ কুমুদযুক্ত দেশ, কুমুদময় স্থান। ✱

কুমেরু : ● যে **মেরু**তে সমাজের সম্পদ মেরুকৃত হয় না; অথবা, সমাজশিরের বিপরীত দিক থাকে যেদিকে। ▫ কুৎসিত মেরু, (সাদৃশ্যে) পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্ত (south pole)।

কুম্ভ : ● **কুম্** (জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ —

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▫ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ব্যক্তির চোখে ভাল, যৌথসমাজের চোখে মন্দ) ভ-করে (পূর্ণ করে) রাখা হয় যাহাতে। ▢ ব্যক্তিগত জ্ঞান-ধনভাণ্ড, বৃহদ্‌ভাণ্ড, ঘট। ✱

কুম্ভক : ● **কুম্ভ** করা হয় যাহাতে; কিংবা, যৌথসমাজের উৎপন্ন সাধ্যমতো দীর্ঘকাল স্তম্ভিত করিয়া রাখা হয় যাহাতে। ▢ (সাদৃশ্যে) মানবদেহের ক্ষেত্রে ত্রিবিধ প্রাণায়ামের একতম, পূরিত বায়ুর স্তম্ভনরূপ প্রাণায়ামাঙ্গ। ✱

কুম্ভকর্ণ : ● **কুম্ভই কর্ণ** যাহার; অথবা, রাষ্ট্রক্ষমতার যে শক্তিকেন্দ্র প্রশাসন-সংগৃহীত সম্পদ গ্রহণ করিয়া আপন জিম্মায় রাখে; কিংবা, যে সামাজিক সত্তা (সংস্থা) পৌষমাস হইতে জ্যেষ্ঠ এই ছয়মাস সক্রিয় থাকে এবং বাকি ছয়মাস তাহার কোনো কাজ থাকে না। ▢ রাবণের ভ্রাতা। ✱

কুম্ভকার : ● **কুম্ভ** করে যে; কিংবা, **কুম্ভ**-এর ন্যায় সমাজনিন্দিত ব্যক্তিবাঞ্ছিত বস্তু লালন করে যে। ▢ জাতিবিশেষ, কুলাল, কুমার ...। ✱

কুম্ভজ (কুম্ভজন্মা, কুম্ভযোনি) : ● **কুম্ভে** জন্ম যাহার; অর্থাৎ, আদিম ব্যক্তিগত জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ হইতে যে সত্তাদের জন্ম হইয়াছিল। ▢ অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, দ্রোণাচার্য্য। ✱

কুম্ভিল : ● **কুম্ভকে** (ব্যক্তিগত সম্পদ-ভাণ্ডকে) সক্রিয়ভাবে (সম্পদাদি সংগ্রহ করিয়া) লালন করে যে।

কুম্ভীলক : ● **কুম্ভিল** করে যে; অর্থাৎ, অন্য **কুম্ভের** সম্পদ হরণ করে নিজের **কুম্ভে** লালন করে যে। / যে অন্যের শ্লোকার্থ আপনার বলে (plagiarist)। (ব.শ.)। ▢ চৌর, শ্লোকার্থ চৌর ...। ✱

কুম্ভীর : ● **কুম্ভ**-এর (স্বতন্ত্র সম্পদভাণ্ড-এর) সক্রিয় আধার রহে যাহাতে; অথবা, যে দক্ষ-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগত সম্পদভাণ্ড রাখে বা রক্ষা করে। ▢ **হস্তী**, (কুম্ভাকার মুখ হেতু) কুম্ভীর। ✱

কুর : ● **কু** (নবরূপে উত্তীর্ণ কারী) রহে যাহাতে; অথবা, যে কারী তাহার স্বাভাবিক আচরণ না করিয়া অকরণ, অবকরণ, অপকরণ, অধিকরণ, অভিকরণ ... ইত্যাদি করে; কিংবা, যে কুরকুর করে; অথবা, যে কুরিয়া বাহির করিয়া আনে। ▢ কোরা, ক্রুরকার্য্য, **কুর**কুটে ...।

কুরঙ্গ : ● যে **কু**-সত্তা রঙ্গ করে; অথবা, যে উৎপাদক বিশেষ গৌরবজনক বস্তু উৎপাদন করিয়াছে এবং তাহার খবর (গন্ধ) হাওয়ায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। ▢ ঈষৎ তাম্র (তামাটে রঙের) **হরিণ**বিশেষ, **কস্তূরী** মৃগ। ✱

কুরণী : ● **কুর** (কুরিয়া বাহির করা) অন (চলমান) সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা (নারিকেলাদি) **কুর**-করণ করা যায়। ▢ নারকেল কোরার অস্ত্র।

কুরু : ● **কু** (নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর) **রহন** বা রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, 'উচিত কাজ করো, করিব' বলে এবং করে যে। ▢ **চন্দ্র**বংশীয় রাজবিশেষ ...। ✱

কুরুক্ষেত্র : ● **কুরু**-র (উচিত নির্দ্ধারিত করার) জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে ক্ষেত্র; কিংবা, যে ক্ষেত্রে উচিত করণ (কী করা উচিত না-উচিত তাহা) লইয়া মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। ▢ **সমন্তপঞ্চক**। ✱

কুরুজাঙ্গল : ● **জাঙ্গল** (**জঙ্গলের** নীতি) চলে **কুরু** নামক যে মানসিক অবস্থানে; অথবা, (সাদৃশ্যে) কুরুর নামে বিখ্যাত যে জাঙ্গলদেশ। ▢ **কুরুক্ষেত্র**। ✱

কুল : ● **কু** লালিত যাহাতে; অথবা, **কু**-এর

(প্রচলিতের সীমার ঊর্দ্ধ দিকে যে শুভ, এবং নিম্ন দিকে যে অশুভ তাহার) লালন-লয়ন যাহাতে; কিংবা, যাহা (সংহত হইয়া) **কুল-কুল** করিয়া প্রবাহিত হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) **কুল** শব্দের বাহ্যরূপ যে ফলে। ◻ বংশ, জাতি ... ইত্যাদি; (সাদৃশ্যে) কুল (jujube)। ✱

কুলকুণ্ডলিনী : ● **কুল**-এর যে শক্তি কুণ্ডলী পাকাইয়া সমাজশরীরের (জীবশরীরের) ভিতরে 'জাগ্রত' বা 'শায়িত' অর্থাৎ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় থাকে। ✱

কুলা : দ্র. **কুলো**।

কুলায় : ● **কুল**-এর (বংশের) আয় (বৃদ্ধি) যাহাতে (যে বাসায়)। / যাহাতে সন্তানের বৃদ্ধি হয়। (ব.শ.)। ◻ আশ্রয়স্থান, নীড়। ✱

কুলি : ● **কুল** সক্রিয় যাহাতে। (দ্র. **কোলাকুলি**)। ◻ সংহতি।

কুলো (কুলা) : ● **কুল**-এর আধার বা সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা খড় হইতে ঝাড়া ধান সং**কুলন** বা একত্রীকরণ করা হয়; কিংবা, যাহার বাতাস দিয়া আগড়া উড়াইয়া ধান্যাদি **কুল**করণ বা জমা করিয়া রাখা হয়; অথবা, যাহা দ্বারা ভানানো ধান পাছড়াইয়া চাউল **কুল**-করণ (একত্রীকরণ) করা হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহার হাওয়া দিয়া আগড়া-কুঁড়ার ন্যায় অলক্ষ্মী বিদায় করা হয়; অথবা, যে বৃদ্ধ হইয়া গেলে সংসারে ছাই ফেলিবার কার্য্য করে। ◻ সূর্প, বাঁশের চওড়া পাত্র।

কুল্যা : ● **কুল** (কু-এর লালন) থাকে যাহাতে তাহার আধার; অথবা, যাহাতে **কুল কুল** করিয়া বাহ্যসম্পদ প্রবেশ করে ও বাহির হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) কুল কুল করিয়া জল ঢোকে ও বাহির হয় যাহাতে। ◻ অল্প কৃত্রিম সরিৎ, পুকুর, উদ্যানাদি সেচনার্থ জলাশয়।

কুশ : ● কু (নবরূপে উত্তীর্ণ কারী, যা অতি ভাল কিংবা অতি মন্দ) শক্তিযোজিত থাকে যাহাতে; কিংবা, প্রচলিত জ্ঞান বা ধন হইতে জাত নতুন জ্ঞান বা ধনের আগমন যাহাতে। ◻ নবলব্ধ জ্ঞান, নবজাত ধন, সুদ, একপ্রকার তৃণ, রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। ✱

কুশধ্বজ : ● **কুশ** ধ্বজা যাহার। ◻ সুদখোর, রাজর্ষি জনকের সহোদর ভ্রাতা। ✱

কুশনাভ : ● **কুশ** নাভিতে (কর্ম্মযজ্ঞে) যাহার। ◻ কুশনৃপতির পুত্র। ✱

কুশপুত্তলিকা : ● **কুশ** ঘাস দিয়ে তৈরি হয় যে পুতুল। ✱

কুশল : ● **কুশ** (... নবজাত শুভ জ্ঞান-ধন) লালিত যাহাতে; অথবা, যে **কুশ**-এর লালনের ফল শুভ হয়। ◻ দক্ষ, নিপুণ ... শুভ, মঙ্গল। ✱

কুশীদ : ● **কুশ**-এর (... নবজাত ধনের) সক্রিয় আধারের দান যাহাতে; অথবা, ধন হইতে জাত ধন বা সুদ থাকে যাহাতে। ◻ বৃদ্ধি, সুদ। ✱

কুশীলব : ● কু (প্রচলিতের বাহিরে নতুন অতি ভাল) শীল বহন করে যে। / কুশীলযুক্ত যে। (ব.শ.)। ◻ নর্ত্তনবৃত্তি নটাদি, দেশান্তরে কীর্ত্তিপ্রচারক নট ...। ✱

কুষ : ● কু-এর দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন যাহাতে।

কুষ্ঠ : ● **কুষ**-এর (নিষ্কোষণের) টঙ্কার থাকে যাহাতে; অথবা, সমাজশরীরের (মানব-শরীরের) কোষ নষ্ট করিয়া বহিষ্করণ করে যে। ◻ রোগবিশেষ, শ্বেতকুষ্ঠ ...। ✱

কুষ্ঠঘ্ন : ● (মানবশরীরের) **কুষ্ঠ**কে হনন করে যে। ◻ বাকুচি, ডুমুর ...। ✱

কুষ্ঠারি : ● **কুষ্ঠ**-এর অরি (শত্রু) যে। ◻

বাকুচি, ডুমুর ...। ✱

কুষ্মাণ্ড : ● / কু উষ্মা অণ্ডে যাহার; অথবা, যাহার বীজে ঈষৎ তাপ আছে। (ব.শ.)। ❐ শিবের গণদেবতাবিশেষ, পাশ-করা বেকার; (সাদৃশ্যে) কুমড়া। ✱

কুষ্মাণ্ডা : ● **কুষ্মাণ্ড**-এর আধার যে। ❐ শিক্ষিত বেকার শ্রেণী, উমা, দুর্গা ...।

কুসুম : ● **কু**-এর (প্রচলিতের বাহিরে নূতনের) শক্তিপ্রয়োগ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যৌথসমাজের রীতি অমান্য করিয়া বিক্রয়ের নিমিত্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-জাত **পণ্য** উৎপাদিত যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) পুষ্প প্রস্ফুটিত যাহাতে। ❐ বিক্রয়যোগ্য পণ্য, (সাদৃশ্যে) পুষ্প, স্ত্রীরজঃ, ডিমের কুসুম ...।

কুসুমপুর : ● **কুসুম**-এর (পণ্যের) **পুর** (নগর) যে; অথবা, বৈদিক সমাজের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া বিহারের যে নগর **পণ্যসম্ভার** উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে শুরু করিয়াছিল। ❐ কুসুমের নগর, পাটলিপুত্র।

কুসুমশর : ● **কুসুম** শর যাহার। ❐ কামদেব, মদনদেব। ✱

কুহ : ● **কু** হয় বা রহে যাহাতে। / বিস্ময় করে যে। (ব.শ.)। ❐ মায়া, মোহ, কুবের। ✱

কুহক : ● **কুহ** করে যে। ❐ বঞ্চক, শঠ। ✱

কুহকী (কুহকিনী) : ● **কুহক**-এর প্রকৃতি-শক্তি যে। ❐ মায়াবিনী, মোহিনী।

কূ ● নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর আধার যে।

কূজন : ● **কূ** (কু-এর আধার) জনিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে কূ-এর ('আমি ইহা উৎপাদন করিয়াছি, বানাইয়াছি;' 'তুমি কী বানাইয়াছ? কত দাম?' ... ইত্যাদি) উচ্চারণ জনিত হইতে থাকে; কিংবা, পণ্যবিনিময়-কারীদের **কূ**-জনন বা **হট্ট**গোল যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) **পক্ষী**দিগের কূ-জনন বা কিচিরমিচির যাহাতে। ❐ হাটুরেদের চেঁচামেচি; (সাদৃশ্যে) পক্ষিরব। ✱

কূট : ● **কূ** (কু-এর আধার) টঙ্কারিত যাহাতে; কিংবা, ব্যক্তিমালিক টঙ্কারিত যাহাতে। ❐ মিথ্যাভূত, অসত্য, কৈতবযুক্ত, কপট, কুটিল, অন্যথাকারদর্শনযুক্ত অর্থাৎ বাহিরে একপ্রকার ভিতরে অন্যপ্রকার ...। ✱

কূটস্থ : ● **কূটে** স্থিত যে; কিংবা, আপন মানসিক বা বাহ্যিক উৎপন্নে (বা পণ্যে) আপনি মুগ্ধ হইয়া স্থিত যে; অথবা, প্রচুর পণ্য সাজাইয়া বসিয়া আছে যে। / মায়ায় বা মায়াপ্রপঞ্চে স্থিত। (ব.শ.)। ❐ অহঙ্কারে স্থিত, কূটবৎ নির্ব্বিকারভাবে স্থিত, অবিক্রিয়, রাশিবৎ বা অনেকমায়াদি-প্রকারে স্থিত, কদম্বস্থ ... ইত্যাদি।

কূপ : ● **কূ** (কু-আধারের) পালন যাহাতে; অথবা, সীমিত জ্ঞানের (বা ধনের) **আবর্ত্তে** থাকিয়া সেই জ্ঞান (বা ধন) **পালন করে** যে। / যাহাতে ভেক শব্দ করে। (ব.শ.)। ❐ গর্ত্তজলাশয়বিশেষ, কূয়া ... ইত্যাদি। ✱

কূপমণ্ডুক : ● **কূপ**-এ থাকে যে **মণ্ডুক**; অথবা, সীমিত জ্ঞান বা ধনের আবর্ত্তে বাস করে যে **মণ্ডুক**; কিংবা, রবীন্দ্রকথিত 'আপনারে দিয়ে, রচিলি রে কী এ, আপনারই আবরণ' করিয়া তাহার ভিতরেই কালাতিপাত করে যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) কুয়োতে থাকে যে ব্যাঙ।

কূর্ম্ম : ● **কূ**-রক্ষণের সীমায়ন সীমায়িত যাহাতে। ❐ ভারতের গ্রামব্যবস্থা, যোগীর আসনবিশেষ, (সাদৃশ্যে) কচ্ছপ ...। ✱

কূর্ম্মাবতার : ● **কূর্ম্ম** রূপে যিনি অবতরণ করিয়াছিলেন। ❐ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। ✱

কৃল : ● **কৃ**-ধারীর (জলপ্রবাহ, বংশপ্রবাহ ... প্রভৃতির) লালন থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহার মধ্য দিয়ে **কুলকুল** ধারা প্রবাহিত হয়। / যাহা জলপ্রবাহকে আবরিত করে। (ব.শ.)। ᑎ নদী প্রভৃতির তীর, তট ...।

কৃ : ● কারীর আবর্ত্তন যাহাতে; অর্থাৎ, কারীর পূর্বতন জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রয়োগ বা পুনরাবর্ত্তন যাহাতে। ❐ করণ, নির্ম্মাণ, উৎপাদন ...। *

কৃচ্ছ্র : ● কৃত বস্তু বা বিষয় চয়ন করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয় (এবং প্রয়োজন থাকিলেও ভোগ করা হয় না) যাহাতে। ᑎ কষ্টকর, পাপ ...। *

কৃচ্ছ্রসাধন : ● **কৃচ্ছ্র**-এর **সাধ** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ᑎ কষ্টসাধ্য ব্রত ...। *

কৃত : ● **কৃ** (কারীর প্রবর্ত্তনা) তারিত যাহাতে; কিংবা, যাহা করা হইয়াছে। ᑎ সম্পাদিত, নির্ম্মিত ...। *

কৃতকৃত্য : ● করণীয় কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা করার তাহাই করা হইয়াছে যাহাতে। ❐ নিষ্পাদিতকর্ম্মা, কৃতকার্য্য।

কৃতঘ্ন : ● /যে কৃত উপকার হত করে, অর্থাৎ মানে না। (ব.শ.)। ᑎ উপকারকের অপকারক, অকৃতজ্ঞ ...।

কৃতজ্ঞ : ● **কৃত**-কে (যাহা করা হইয়াছে তাহাকে) জানে যে। ᑎ কৃতোপকার-জ্ঞাতা, উপকারকের প্রত্যুপকারক। *

কৃতদাস : ● যাহাকে (সামাজিক নিয়ম, নীতি, ধর্ম্ম, আইনের সাহায্যে) দাস করা হইয়াছে। / 'আমি এতাবৎকাল দাস' এই নিয়ম করিয়া যে দাস হয়। (ব.শ.)। ᑎ পঞ্চদশ দাসের একতম। (ব.শ.)। *

কৃতবর্ম্মা : ● বর্ম্ম (দেহাবরক) বানিয়ে (তার ভিতরে) থাকে যে। ❐ শামুক, যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ। *

কৃতবিদ্য : ● যিনি **বিদ্যাকে** ('**বিদকারী** সত্তাধারী'কে) আয়ত্ত করিয়াছেন। / যিনি বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন। (ব.শ.)। ❐ অভ্যস্তবিদ্য, বিদ্বান, পণ্ডিত।

কৃতবীর্য্য : ● / যাহা কর্ত্তৃক বীর্য্য কৃত (লব্ধ) (ব.শ.)। ❐ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের জনক নৃপ-বিশেষ। *

কৃতযুগ : ● যাহা করণীয় তাহাই করা হইত যে যুগে। ❐ সত্যযুগ। *

কৃতান্ত : ● **কৃত**-এর (যাহা কিছু করা হইয়াছে, তাহার) অন্ত যাহা কর্ত্তৃক। ᑎ সর্ব্বলোকনাশকর, যম ...। *

কৃত্তিকা : ● ছিন্ন করে যে আধারশক্তি। ᑎ (জ্যোতিষে) সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত তৃতীয় নক্ষত্র, (পুরাণে) কার্ত্তিকেয়জননী। *

কৃত্রিম : ● **কৃ**-র (কারীর আবর্ত্তনের) ত্রাণ সক্রিয় হইয়া সীমায়িত যাহাতে; অথবা, কারীর করণ সীমায়িত যাহাতে; কিংবা, লোকে যাহাকে বানাইয়াছে। ❐ অযথার্থ, কার্য্যজন্য ...। *

কৃত্য : ● **কৃত** থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা করিতে হয়। ❐ করণীয়, কার্য্য ...। *

কৃপ : ● **কৃ** (পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞানকর্ম্মের প্রায়োগিক বুদ্ধির তেজ) **পালন** করে যে। ❐ গৌতমসুত শরদ্বানের পুত্র। *

কৃপণ : ● **কৃ** পণ যাহার; অর্থাৎ, 'এই কর্ম্ম করিলে এই বস্তু দিব' — সেকালে যে এইরূপ পণ (প্রতিজ্ঞা) করিত। / যে নিন্দার যোগ্য। (ব.শ.)। ❐ অদাতা, ব্যয়কুণ্ঠ ...। *

কৃপা : ● **কৃপ**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যাহা হইতে **কৃপ** লাভ করা যায়। ❐ দয়া,

অনুকম্পা ...। *

কৃপাণ : ● **কৃপ**-এর সাহায্যে আনয়ন করিতে পারে যে; অর্থাৎ, পূর্ব্ব জ্ঞানকর্ম্মের অভিজ্ঞতায় তৈরি যে অস্ত্র। / যাহা ছেদনে সমর্থ। (ব.শ.)। ▫ খড়্গ, অসি, করবাল।

কৃশ : ● **কৃ** (করণতেজ) বিচ্ছুরিত যাহার। ▫ ক্ষয়প্রাপ্ত, শীর্ণ ...। *

কৃশাশ্ব : ● / **কৃশ** অশ্ব যাহার। (ব.শ.)। ▫ দক্ষ-জামাতা ঋষিবিশেষ। *

কৃষক : ● **কৃষ** (করণতেজকে দিশাগ্রস্ত) করে যে। ▫ কৃষিকারক, চাষা ...। *

কৃষাণ : ● যে **কৃষ** করিয়া (মজুরি) আনে। / যে ভূমি কর্ষণ করে। (ব.শ.)। ▫ চাষা, হেলে মজুর ...। *

কৃষ্ট : ● **কৃষ** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা কর্ষিত হইয়াছে। ▫ কৃতকর্ষণ, চষা ...। *

কৃষ্টি : ● **কৃষ্ট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **কৃষ্ট**-এর (মনোভূমি বা বাহ্যভূমির) ভাবরস বা বাহ্যফল সক্রিয় যাহাতে (যে বোধে, যে উৎপন্নে)। ▫ কৃষি-সংস্কৃতি, কৃষিপণ্য। *

কৃষ্ণ : ● **কৃষ**-এর (কারী প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকর্ম্মের দিশাগ্রস্ত তেজের) বোধ টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, কৃ দিশাগ্রস্তভাবে যোজিত হইয়া কেন্দ্রীভূত যাহাতে; কিংবা, যে জ্ঞান বা ধন প্রচলিতের বাহিরে বলিয়া এখনও সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত নহে। / যে ধন দ্যূতচৌর্য্যাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; অথবা, যিনি প্রলয়ে বিশ্ব আপনাতে আকর্ষণ করেন। (ব.শ.)। ▫ অজ্ঞাত জ্ঞানভাণ্ডার বা ধনভাণ্ডার, অসিত, কালো, কৃষ্ণবর্ণ ...। * দ্র. **গৌরী, শ্যাম**।

কৃষ্ণসার : ● 'কৃষ্ণই সার' যে ব্রাহ্মণদের। / কৃষ্ণ সার (মজ্জা) যাহার। (ব.শ.)। ▫ সদর্থে অতি সদ্‌ব্রাহ্মণ, কদর্থে সুদখোর ব্রাহ্মণ; (সাদৃশ্যে) কালো ছোপওয়ালা হরিণ। *

কে ● দিশাগ্রস্ত কারী যাহাতে।

কেঁচান (কেঁচিয়ে যাওয়া) : ● কেঁচা (**কাঁচা** অবস্থায় বা গোড়ায় ফিরিয়া যাওয়া) অন (চলমান) থাকে যাহাতে।

কেঁচে গণ্ডূষ করা : ● খাইতে খাইতে উঠিয়া গোড়ায় ফিরিয়া গিয়া পুনরায় নতুন করিয়া খাইতে বসার জন্য হাতমুখ ধোয়া হয় যাহাতে।

কেকয়ী : ● **কে** (দিশাগ্রস্ত কার্য্য) করিয়া চলে যে জনগোষ্ঠীর; অথবা, যাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া, তাহার উৎপন্নে কালাতিপাত করিয়া পুনরায় কৃষিকার্য্য করিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকে। (দ্র. **রেবতী**)। / জন্যজনকভাবলক্ষণ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ▫ কেকয়পুত্রী, কৈকেয়ী।

কেকা : ● 'কে' 'কে' করে যে, তাহার আধার। ▫ ময়ূরবাণী, ময়ূর। *

কেত : ● **দিশাগ্রস্ত কারীর তারণ যাহাতে; কিংবা, মানুষ যে দিশাগ্রস্ত মানসিক আদর্শের তলায় মন লইয়া এবং বাহ্যিক ছাদের তলায় দেহ লইয়া বাস করে।** ▫ মানসিক আশ্রয়, দর্শন, ধর্ম্ম, (সাদৃশ্যে) বাহ্যিক বাসগৃহ। *

কেতন : ● **কেত** অন (চলমান) যাহাতে। ▫ বিশ্বাসের ধ্বজা, (সাদৃশ্যে) নিবাসন।

কেতা : ● **কেত**-এর আধার যে; কিংবা, যে দিশাগ্রস্ত আচরণের ভিতরে মানুষের মানসিক আশ্রয় থাকে। ▫ নিয়ম-শৃঙ্খলা, কায়দা-কসরৎ, ভাব-ভঙ্গি।

কেতাব : ● **কেতা** বহন করে যে। ▫ পুস্তক, ধর্ম্মপুস্তক।

কেতু : ● **কেত** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, যাহাতে মানসিক ও বাহ্যিক আশ্রয়

অবাসযোগ্য হইয়া গিয়াছে। ⊓ উৎপাত-বিশেষ, ধূমকেতু ...। *

কেদার : ● কে (দিশাগ্রস্ত কারী) যে (জলময়) ক্ষেত্রকে বিদারণ করে বা কর্ষণ করে; অথবা, যিনি মানবের আবেগাপ্লুত মনোভূমি কর্ষণ করেন; কিংবা, ধানচারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত 'কাদা করা'র জন্য ধানচাষী যে আলি দেওয়া ক্ষেতে জল ধরিয়া লাঙল চালায়। / যাঁহার মস্তকে দার। (ব.শ.)। ⊓ ক্ষেত্র, শস্যখেত, জলপূর্ণ খেত।

কেন : ● কে অনকৃত (যাহাতে); অথবা, কোন দিশাগ্রস্ত কারকের দ্বারা বা কাহার দ্বারা (ইহা ঘটিয়াছে? - এই জিজ্ঞাসা যাহাতে)। □ কি হেতু, কি কারণ ... ইত্যাদি। *

কেন-উপনিষদ : ● **কেন** বিষয়ক যে **উপনিষদ**। (কেন-উপনিষদ গ্রন্থটির মূল কথাই হল 'কাহার দ্বারা' বা 'কেন' আমাদের এই মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত হয়। বলা বাহুল্য, এই 'কে'-রূপে যাকে শেষ পর্যন্ত কেনোপনিষদ খুঁজে পেয়েছে, তাকেই 'ব্রহ্ম' বলে।)। *

কেবল : ● কে (ব্রহ্মই) বল যাহার। (দ্র. **কেন**)। □ এক, একমাত্র ...। *

কেমন : ● কে-র (দিশাগ্রস্ত কারীর) **মত** (মন্যমানিত) যে। ⊓ কীপ্রকার, কিমাকার, কিরূপ, **কেমন**তর, **কেমন**ধারা ... ইত্যাদি।

কেরল : ● **কের** (...তৎকৃতের) লালন যাহাতে; অথবা, যে যাহা উৎপাদন করে সেই তাহার মালিক যেখানে। ⊓ কেরলবাসীগণ, বেদযাগবহিষ্কৃত শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছবিশেষ। *

কেলি : ● কে-র (দিশাগ্রস্ত কারীর) লালন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, কে? কে? ... এই পরিচয়াদির পর পরস্পরকে সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা হয় যাহাতে। □ কান্তের সহিত রতিক্রীড়া, ক্রীড়াকৌতুক ...। *

কেলেঙ্কারী : ● **কেলি**-র রহস্যময় করণ থাকে যে আধারে; অথবা, মিথ্যা (উদ্দেশ্য-মূলক, ক্রয়বিক্রয়মূলক) পরিচয়ে **কেলি**করণ করা হইয়া গিয়াছে যাহাতে। □ নিন্দাজনক কার্য্য, অপবাদকর ঘটনা।

কেশ : ● কে (দিশাগ্রস্ত কারী) বা শক্তি-যোজক (স্বত্বাধিকারী) থাকে যাহাতে। □ মালিকানার আধার, (সাদৃশ্যে) **কচ**, চুল। *

কেশাকেশি : ● পরস্পরের **কেশ** (স্বত্বাধিকার) লইয়া টানাটানি যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) — / কেশে কেশে গ্রহণপূর্ব্বক যে যুদ্ধ বা মারামারি করা হয়। (ব.শ.)। □ মালিকানা (দলিলাদি) লইয়া ঝগড়া, (সাদৃশ্যে) চুলোচুলি। *

কেশব : ● **কেশ** (সর্ব্বপ্রকারের স্বত্বাধিকার) বহন করে যে। □ বাসুদেব সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর, বিষ্ণু, কৃষ্ণ ...। *

কেশর : ● **কেশ** (মালিকানা ও তজ্জাত ক্ষমতাদি) রহে যাহাতে। □ পদ্মাদি পুষ্পের মধ্যস্থ কেশসদৃশ পদার্থ, সিংহাদির কাঁধের রোমরাজি ...। *

কেশরী : ● **কেশর**-এর সক্রিয় আধার যে। *

কেশিনী : ● যে প্রকৃতিশক্তির **কেশ** আছে। ⊓ বহু সম্পদের মালকিন, সুকেশী নারী, জটামাংসী, চোরপুষ্পী, বিদর্ভরাজকন্যা সগররাজপত্নী, রাবণ কুম্ভকর্ণ জননী। *

কৈ ● দিশাগ্রস্ত কারীর আধার যে; অথবা, কারী সক্রিয় যাহাতে। দ্র. **কই**।

কৈকেয়ী : ● **কেকয়ী** হইতে জাতা; অথবা, কৃষিবৃত্তির দ্বারা চলে যে জনগোষ্ঠীর। □ কেকয় রাজকন্যা ভরতমাতা। *

কৈতব : ● **কিতব** হইতে জাত। ❐ কিতব-সম্বন্ধী, কপট ...। ❋

কৈবর্ত্ত : ● যাহারা কৈ (দিশাগ্রস্ত কারীর আধার) লইয়া আবর্ত্তিত হয়; অর্থাৎ, যাহারা পরম্পরাগতভাবে চাষ করিয়া বা মাছ ধরিয়া জীবন কাটায়। ❐ চাষী, জেলে (হেলে কৈবর্ত্ত ও জেলে কৈবর্ত্ত)। ❋

কৈবল্য : ● **কেবল**-জাত থাকে যাহাতে। ❐ অসঙ্গ, কেবলভাব ...। ❋

কৈবল্যধাম : ● **কৈবল্য** লাভ করিলে যে ধামে পৌঁছানো যায়।

কৈবল্যা : ● কদর্থে **কৈবল্যা** অর্থাৎ 'যে কৈবল্য লাভ করিয়াছে'; অথবা, বাংলাভাষী-গণ **বুদ্ধ**-এর মিথ্যাচার হইতে যেরূপ **বুদ্ধু**, **শ্রীচৈতন্য**-এর মিথ্যাচার হইতে যেরূপ 'ন্যাকা-চৈতন' শব্দ বানাইয়াছেন, তদ্রূপ **কৈবল্য**-এর মিথ্যাচার হইতে **কৈবল্যা** বা **ক্যাবলা** শব্দটির জন্ম দিয়াছেন। ❐ বোকাসোকা, সরল। ❋

কৈলাস : ● (কেলি হইতে জাত) **কৈল** বা উৎপন্ন আসে যাহা হইতে (যে ব্যবস্থা বা **পর্ব্বত** হইতে); অথবা, যে ব্যবস্থা সর্ব্বদা নব নব জ্ঞান-ধন অর্জ্জনে প্ররোচিত করে। / কেলিপ্রয়োজক স্থান। (ব.শ.)। ❐ (সাদৃশ্যে) কৈলাস পর্ব্বত। ❋

কো ● নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর আশ্রয় যাহাতে। ❐ কে, কে একজন, কোথায় ...।

কোক : ● **কুক**-এর (কু-করণের) আশ্রয় যাহাতে; অথবা, বৈদিকসমাজের রীতি লঙঘন করিয়া স্বতান্ত্রিক **পণ্য**-উৎপাদন, গুপ্ত বেচা-কেনা, তজ্জন্য ইশারায় ডাকাডাকি চলে যাহাতে; কিংবা, '**কুক** করিয়াছ বা নূতন কিছু বানাইয়াছ?' - চুপি চুপি এই জিজ্ঞাসা করে যে; কিংবা, সদ্য বানানো বস্তু চুপি চুপি হরণ করে যে। ❐ (সাদৃশ্যে) চক্রবাক, নেকড়ে বাঘ ...। ❋

কোকনদ : ● **কোক** (গুপ্ত স্বতান্ত্রিক পণ্য) প্রবাহিত হয় যে পণ্যস্রোতে। / যাহা কোককে শব্দ (নাদ) করায়। (ব.শ.)। ❐ (সাদৃশ্যে) লালপদ্ম, রক্তকুমুদ। দ্র. **লোহিত**। ❋

কোকিল : ● **কোক** (গুপ্ত পণ্যের জন্য ডাকাডাকি) সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে। ❐ (সাদৃশ্যে) পক্ষিবিশেষ, পিক, অঙ্গার। ❋

কোজাগর : ● যে পূর্ণিমায় 'কঃ জাগর?' ('কে জাগিতেছে?') — এই প্রশ্ন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়; অথবা, যে পূর্ণিমা তিথিতে বৃহত্তম **দ্যুত**ক্রীড়া (বাৎসরিক বিক্রিবাটা) চলিত। ❐ আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি, দ্যুতপূর্ণিমা, লক্ষ্মীপূর্ণিমা। ❋

কোণ : ● যাহা দ্বারা **কুণ** (কুকীর্তি) আড়াল বা অবলম্বন পায়। ❐ বীণা বাজানোর ধনুরাকৃতি কাষ্ঠ বা ছড়ি, রেখাদ্বয়ের সম্পাতে জাত তদন্তর্গত স্থান ...ইত্যাদি। ❋

কোন : ● কে (দিশাগ্রস্ত কারী) **অন** (চলমান) যাহাতে; অথবা, 'চলমান কে যেন যাইতেছে - কে সে?' এই জিজ্ঞাসা যাহাতে। ❐ অনির্দ্দিষ্ট জন, বিষয়, বস্তু ... ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা।

কোনো : ● **কোন**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অর্থাৎ, **কোন** (চলমান কে একজন) চলিতে থাকে যাহাতে। ❐ অনির্দ্দেশ্য জন, অনির্দ্দেশ্য বিষয় বা বস্তু ...।

কোপ : ● **কুপ**-এর আশ্রয় যাহাতে। ❐ রোষ, ক্রোধ ...। ❋

কোপন : ● **কোপ** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ ক্রোধন, রাগ দেখান।

কোবিদার : ● ভূমি বিদারণ করে যে; কিংবা, বৈদিক সমাজের মনোভূমি (ধর্ম্ম, রীতিনীতি) বিদারণ করিয়া যে (পণ্য রপ্তানিকারী) কুটীরশিল্প সঙ্ঘগুলির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। ▫ রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ, পারিজাত ...। দ্র. **চম্পা**। *

কোল : ● **কুল** আশ্রিত যাহাতে (যে সামাজিক প্লবতায়, যে কুলাচারে, যে ক্রোড়ে)। / যে সংহত বা মিলিত থাকে। (ব.শ.)। ▫ প্লব, ভেলা, ক্রোড় ... ইত্যাদি। *

কোলা : ● **কোল**-এর আধার যে; অথবা, বড় কুলে জন্মিয়াছে বা থাকে যে। ▫ সংহত, মোটা, গোষ্ঠীবদ্ধ।

কোলাকুলি : ● যে ক্রিয়ায় পুরুষ প্রকৃতি পরস্পরকে কোলে টানিয়া লয়; অথবা, যাহাতে কোলে আনয়ন ও কুলের বৃদ্ধিসাধন করা হয়। ▫ পরস্পরের আলিঙ্গন।

কোলাঘাট : ● **কোলা**দের ঘাট বা **কোলা**দের জন্য ঘাট; অথবা, যে ঘাটে **কোলা**র (পাইকারদের) নৌকা আসে। ▫ মেদিনীপুরে রূপনারায়ণ নদীতীরের একটি স্থান।

কোলাব্যাঙ : ● যে ব্যাঙ বড় কুলে জন্ম লাভ করিয়াছে। ▫ (সাদৃশ্যে) গর্ত্তবাসী একপ্রকার বড় ভেক। *

কোলাহল : ● **কোলা**র **আহল** যাহাতে; অর্থাৎ, বড় জনগোষ্ঠীর 'হল না কী?', 'হল?', 'হয়ে গেল!' 'হল!' 'হল! হল!'... ইত্যাকার আবেগমথিত চিৎকৃত কথাবার্ত্তা যাহাতে। ▫ দূরগামী মিলিত বহুবিধ অব্যক্ত ধ্বনি, শোরগোল। *

কোশ : ● **কুশ**-এর আধার যে। / যাহা হইতে ফল বা শাবক নিষ্ক্রান্ত হয়। (ব.শ.)। ▫ খাপ, আবরণ, খোল ...। *

কোশল : ● **কুশল**-এর আধার যে; অর্থাৎ, দক্ষতা বা কুশলতা (কারুজীবিতা) যে দেশের (মানুষের) সাধারণ বৃত্তি। ▫ সরযূ-তীরস্থ জনপদবিশেষ। ইহার রাজধানী **অযোধ্যা** বা কোশলা। *

কোষ : ● **কুষ**-এর আধার যে। ▫ অণ্ডকোষ, বীজাধারমাত্র, ধনাদিগৃহ, রাজকোষ, কোষগ্রন্থ, বেদান্তমতে অন্নময়াদি পঞ্চকোষ।

কৌ ● নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর আশ্রয়ের আধার যে।

কৌণপ : ● যাহারা পণ্য (বাসি পচা শুখা মাল) ক্রয় করে। / **কুণপ** যাহার ভক্ষ্য। (ব.শ.)। ▫ শবভক্ষক, কনজিউমার। *

কৌমুদী : ● যাহাতে **কুমুদ** প্রস্ফুটিত হয়। ▫ (কুমুদের প্রকাশত্ব হেতু) জ্যোৎস্না, চন্দ্রিকা, কৌমুদীতুল্য বিষয়মাত্র ...। *

কৌরব : ● **কুরু**-র (উচিত করণ ধারণার বাহকদের) আশ্রয় যাহাতে। ▫ কুরুসম্বন্ধী, কুরুদেশজাত। *

কৌশল : ● **কুশল** হইতে জাত। ▫ দক্ষতা, নৈপুণ্য।

কৌশল্যা : ● **কৌশল**-এর আধার যে জনগোষ্ঠী। ▫ অযোধ্যার রাজা দশরথের মহিষী ও রামচন্দ্রের জননী। *

কৌশিক : ● **কুশিক** (কুশকে সক্রিয়কারী) হইতে জাত যে। ▫ কোশভব, (কোশতুল্য কোটরাদিবাসী) উলুক, কুশিকের গোত্রাপত্য, বিশ্বামিত্র। *

ক্র ● **ক্র**-এর (করার) আবর্ত্তন থাকে যাহাতে।

ক্রতু : ● কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা তারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির নীতিতে যে উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালানো হয়; অথবা, যিনি সেই রূপ কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনা করিয়া থাকেন; কিংবা,

যে কর্ম্মযজ্ঞের উৎপন্ন দান বা বিক্রয়ের জন্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। ☐ বিশেষজ্ঞ-দিগের প্রকল্প, প্রকল্প-নিয়ামক, যূপসহিত সোমসাধ্য যজ্ঞ, দেবতাধ্যানরূপ সংকল্প।

ক্রন্দ : ● **ক্রন**-এর (কারীর বর্ত্তমান-ঘূর্ণমান ব্যথার) দান থাকে যাহাতে। (দ্র. **কন**) ☐ আহ্বানপূর্ব্বক রোদন, আর্ত্তনাদ।

ক্রন্দন : ● **ক্রন্দ** অন (চলমান) যাহাতে। / শোকাদি হেতু অশ্রুপাতব্যাপার যাহাতে। (ব.শ.)। ☐ আর্ত্তনাদপূর্ব্বক রোদন, কান্না।

ক্রন্দসী : ● **ক্রন্দ**-এর শক্তিবিসর্জ্জন চলে যে সক্রিয় আধারে; অর্থাৎ, অঝোর ধারায় বর্ষণ চলে যাহাতে (যে অদৃশ্য ও দৃশ্য আকাশ ও প্রান্তরে) ☐ **পৃথু**শাসিত সমাজ ও উৎপন্নের **লোক**, দৃশ্য পৃথিবী ও দৃশ্য আকাশ, (সাদৃশ্যে) রোরুদ্যমানা নারী।

ক্রম ● **ক্র**-এর (করার আবর্ত্তন) সীমায়িত যাহাতে (যে পর্যায়ে)। (এরূপ এক-একটি পর্য্যায় এক-একটি ক্রম।) ☐ পাদবিক্ষেপ, পরম্পরা, পর্য্যায় ...। ✱

ক্রয় : ● **ক্র** (... আবর্ত্তন) যায় যাহাতে; অথবা, এক আবর্ত্তনের (বস্তুর) বিপরীতে আর এক আবর্ত্তন (প্রতিবস্তু রূপ মূল্য) আসে যাহাতে; কিংবা, **পরাবর্ত্ত** যায় যাহাতে। ☐ মূল্যদান-পূর্ব্বক পণ্যগ্রহণ, কেনা ...। ✱

ক্রান্ত : ● **ক্রম** হইতে জাত; অথবা, **ক্রম**-এর অন্ত করিয়াছে যে; কিংবা, **ক্রম** পার হইয়া গিয়াছে যে। ☐ গত, অতিক্রান্ত।

ক্রান্তদর্শী : ● **ক্রম**গুলি পার হইয়া যাওয়ার বা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে কী আছে সে বিষয় যিনি দেখিতে পান। ☐ অতিক্রান্তবিষয়-দর্শনশীল, অতীতবেদী।

ক্রিয়া : ● **ক্রি** (সক্রিয় **ক্র** বা কারীর আবর্ত্তন) যায় যে আধারে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা করণ (ক্ষেত্রে) যায়। ☐ কৃতি, কার্য্য-সাধনানুকূল ব্যাপার, প্রয়োগ ...। ✱

ক্রিয়াভিত্তিক : ● ক্রিয়া ভিত্তিতে যাহার। ✱

ক্রীড় ● সক্রিয় **ক্র**-এর (কারীর আবর্ত্তনের) গড়ান-উড়ান যাহাতে।

ক্রীড়া : ● **ক্রীড়**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে ক্রিয়ার আচরণ থাকে কিন্তু কার্য্য-কারিতা থাকে না এবং সেকারণে ক্রিয়ার ফসল জন্মায় না। (দ্র. **নর্ম্ম, নাচ**)। ☐ খেলা, মহৎ-ভান। ✱

ক্রুঞ্চ : ● **ক্রু** (নবরূপে উত্তীর্ণ **ক্র**-এর) রহস্যময় চয়ন যাহাতে; অর্থাৎ, কর্ম্মফল চয়ন করে যে; কিংবা, যে সত্তা জ্ঞান ও ধন সঞ্চয় করে। ☐ অর্থলোভী ব্রাহ্মণ, ক্রৌঞ্চ-গিরি; (সাদৃশ্যে) কোঁচবক। ✱

ক্রুশ ● নবরূপে উত্তীর্ণ **ক্র**-এর (কারীর আবর্ত্তনের) শক্তিপ্রয়োগ যাহাতে। ☐ চীৎকার, আক্রন্দন, উচ্চস্বরে আহ্বান।

ক্রোশ : ● **ক্রুশ**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তনকারীর শক্তি বিচ্ছুরিত যাহাতে। ☐ রোদন, আহ্বান, হুঙ্কার যতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছায় ততখানি দূরত্ব, এক যোজনের চার ভাগের এক ভাগ ...। ✱

ক্রোধ : ● নবরূপে উত্তীর্ণ **ক্র** সামগ্রিকতায় ধারিত যাহাতে; অথবা, বাধাপ্রাপ্তের দিকবদল তার চরম রূপ ধারণ করিয়াছে যাহাতে। ☐ কোপ, রোষ ...। ✱

ক্রৌঞ্চ : ● **ক্রুঞ্চ** হইতে জাত; অথবা, যে ব্যক্তি বা ব্যবস্থা উদ্বৃত্ত উৎপন্ন সংগ্রহ করে ও বিক্রয় করিয়া ধনসঞ্চয় করে; কিংবা, লেনদেন করিবার (মিথুন) কালে উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন বিক্রেতা ও ক্রেতার একজনকে

নিষাদ মারিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া বিশ্বের আদিকবি বাল্মীকি 'মা নিষাদ ...' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। ❐ **পর্ব্বত**-বিশেষ, বৌদ্ধদের ধ্বজ; (সাদৃশ্যে) কোঁচবক, কুরর-পক্ষী। ❋

ক্লান্ত : ● **ক্লম** (করণশক্তির লয় বা ক্ষয়ের জন্য কারী সীমায়িত যাহাতে, তাহা) হইতে জাত; অথবা, যাহার করণশক্তি লয় হইয়া গিয়াছে। ❐ শ্রমকাতর, শ্রান্ত ...। ❋

ক্লান্তি : ● **ক্লান্ত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে ক্লান্ত-এর বোধ বিদ্যমান। ❐ শ্রমকাতর, শ্রান্ত ...। ❋

ক্লিষ্ট : ● **ক্লেশ** টঙ্কারিত যে সত্তায়। / উপতাপ করে যে। (ব.শ.)। ❐ উপতপ্ত, পীড়িত। ❋

ক্লীব : ● **ক্লী** (বৈকল্য) বহন করে যে। ❐ পুংস্ত্বহীন, নিষ্পৌরুষ ...। ❋

ক্লেদ : ● দিশাগ্রস্ত ক্লি-র (দিশাগ্রস্ত সক্রিয় করণব্যয়ের) দান থাকে যাহাতে। / যাহা আর্দ্র করে। (ব.শ.)। ❐ আর্দ্রীভাব, ঘাম। ❋

ক্লেশ : ● দিশাগ্রস্ত ক্লি-র (দিশাগ্রস্ত সক্রিয় করণব্যয়) বিচ্ছুরিত যাহাতে। ❐ উপতাপ, পীড়া। ❋

ক্যাবলা : ● **ক্যা**-এর (কারী রহে যে আধারে, তাহার) বহন লয়প্রাপ্ত যে আধারে; অথবা, যাহার করণবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। ❐ কৈবল্যা, সরল, বোকা।

ক্বচিৎ : ● করণবাহীর সক্রিয় চয়নের তারণ বা উল্লম্ফন যাহাতে। ❐ কোনো স্থানে, কোনো সময়ে। ❋

ক্ষ : ● (ক্ + ষ্ + অ)। **ক**-এর (করণের) **ষ** (দিশাগ্রস্ত শক্তিপ্রয়োগ বা বিচ্ছুরণ) যাহাতে; অর্থাৎ, যে নিজে ক্ষয় হয় কিংবা অন্যকে ক্ষয় করে বা খাবলাইয়া খুবলাইয়া লয়।

ক্ষণ : ● **ক্ষ**-করণ (...খুবলানো) অন (চলমান) যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা মহাকালের এক একটি কণা খুবলাইয়া বা খনন করিয়া লওয়া হয়। ❐ হিংসাকারক, কালের কণামাত্র ...। ❋

ক্ষত : ● **ক্ষণ** (**ক্ষ**-করণ) তারিত যাহাতে; অথবা, খুবলানো বা খনন কৃত হইয়াছে যে স্থানে। ❐ হিংসিত, বিদারিত ...। ❋

ক্ষতি : ● **ক্ষত**-করণ সক্রিয় যাহাতে। ❐ নাশ, অপচয় ...। ❋

ক্ষৎত্র : ● **ক্ষ**-করণের তারণ হইতে ত্রাণ করে যে; অর্থাৎ, (সমাজশরীরকে তাহার) আত্মক্ষয় বা বহিঃশত্রুর দ্বারা খুবলাইয়া লওয়া হইতে ত্রাণ করে যে। ❐ সমাজ-শরীরের বাহুবল, কর্ম্মযোগীগণ, প্রাচীন ভারতসমাজের চাতুর্ব্বর্ণের দ্বিতীয় **বর্ণ**। ❋

ক্ষৎত্রধর্ম্ম : ● **ক্ষৎত্র**গণ যে ধর্ম্ম পালন করেন। ❐ ক্ষত্রিয়ের স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম। ❋

ক্ষৎত্রিয় : ● **ক্ষৎত্র** সক্রিয়ভাবে যায় যাহাতে; অথবা, যিনি **অশ্ব**দের (দক্ষ-বিশেষজ্ঞদের) পরিচালনা করেন। / যে (অশ্ব) সংবরণ করে। (ব.শ.)। ❐ সারথি, রাজপুরুষ ...। ❋

ক্ষপ : ● **ক্ষ**-করণ (খাবলাইয়া গ্রহণ) পূর্ব্বক পালন বা পাতন করা হয় যাহাতে; অথবা, 'ক্ষপ' করিয়া অন্যের খানিকটা তুলিয়া লওয়া কিংবা নিক্ষেপ করা হয় যাহাতে। ❐ শীঘ্র, ক্ষিপ্রভাবে।

ক্ষপণ : ● **ক্ষপ**-করা অন (চলমান) যাহাতে। ❐ ক্ষেপক, নির্লজ্জ।

ক্ষপণক : ● **ক্ষপণ** করে যে; অথবা, যে দেহবস্ত্রও **ক্ষপণ** করিয়াছে। / বিষয়ানুরাগ ক্ষেপণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ জৈন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, দিগম্বর।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ক্ষমতা : ● **ক্ষম** (সীমায়িত **ক্ষ**-করণ) তারিত যে আধারে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা অন্যকে ক্ষ-করণ করা যাইতে পারে, ছাড়িয়া দেওয়াও যাইতে পারে। ❒ সামর্থ্য, যোগ্যতা। ✱

ক্ষমা : ● **ক্ষ**-করণ (খুবলাইয়া লওয়া) **মা** (সীমায়িত যে আধারে); অথবা, অন্যকে আর **ক্ষ** না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া থাকে যাহাতে। ❒ ক্ষান্তি, পরিভবাদিবিষয়ে ক্রোধপ্রতিবন্ধ ...। ✱

ক্ষর : ● **ক্ষ** (নিজের বা অন্যের **ক্ষ**য়করণের ফল) রহে যাহাতে। / যাহা ক্ষরে। (ব.শ.)। ❒ ক্ষরণশীল, বিনাশী।

ক্ষরণ : ● **ক্ষর** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ মোচন, ঝরণ।

ক্ষার : ● **ক্ষর** হইতে জাত; অথবা, অন্য সত্তার **ক্ষরণ** ঘটায় যে। ❒ ক্ষরণশীল, ধূর্ত্ত। ✱

ক্ষিত : ● **ক্ষি** (খিমচে, খুদে বা খুবলে নেওয়া) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে খিমচে বা খুবলে নিয়ে আত্মস্থ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ❒ খুদিত, দখলীকৃত।

ক্ষিতি : ● **ক্ষিত** সক্রিয় থাকে যাহাতে; অথবা, ভূতলের যে অংশ মানুষের দখলী-কৃত বা বাসযোগ্য করা হইয়াছে। ❒ নিবাস, দখলীকৃত ভূমিতল। ✱

ক্ষিপ্ত : ● **ক্ষি**-করণ করিয়া (খুবলাইয়া লইয়া) পালিত বস্তু তারিত যাহাতে; অথবা, অন্যের বস্তু খাবলাইয়া লইয়া নিজ এলাকায় ছুঁড়িয়া দেওয়া হয় যে আচরণে; ফলত, যাহার বস্তু খাবলানো হয় সে ক্রুদ্ধ (ক্ষিপ্ত) হইয়া যায় যাহাতে। ❒ প্রেরিত, বিক্ষিপ্ত; ক্রোধিত, রুষ্ট।

ক্ষিপ্র ● **ক্ষি** করিয়া (খাবলাইয়া গ্রহণপূর্ব্বক) পালন রহে যাহাতে; অর্থাৎ, অতি দ্রুত ক্ষি-করিয়া আত্মস্থ করিতে পারে যে। ❒ দ্রুত, শীঘ্র।

ক্ষীণ : ● **ক্ষী** (**ক্ষ**-করণের সক্রিয় আধার) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যথেষ্ট পরিমাণে **ক্ষ**-করণ ঘটিয়াছে যাহার। ❒ ক্ষয়প্রাপ্ত, কৃশ।

ক্ষীর : ● **ক্ষী** (**ক্ষ**-করণের সক্রিয় আধার) রহে যাহাতে; অর্থাৎ, সক্রিয়ভাবে **ক্ষয়**কৃত সত্তা রহে যাহাতে। ❒ কর-সম্পদ, খাজনা, (সাদৃশ্যে) ঘন দুগ্ধ, বৃক্ষরস ... ইত্যাদি।

ক্ষুণ্ণ : ● **ক্ষু** (**ক্ষ**-করণ নবরূপে উত্তীর্ণ) হইয়া তারিত হওয়া অনকৃত যাহা হইতে; অথবা, যাহার (অংশবিশেষ) **ক্ষ**-কৃত হওয়ায় মানসিক ও বাহ্যিকভাবে **ক্ষতি**গ্রস্ত হইয়াছে যে। ❒ খণ্ডিত, ভগ্ন। ✱

ক্ষুৎ : ● **ক্ষু**-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ **ক্ষ**-করণের অর্থাৎ আপন কিছুকে ফুৎকার করিয়া ত্যাগ করার কিংবা অন্য কিছুকে খুবলে নেওয়ার) জন্য উল্লম্ফন চলে যাহাতে; অথবা, যে কারণে হাঁচির প্রাক্কালে মানুষ ত্যাগব্যাকুল হয় এবং বিপরীতে পেটের ভিতরে ইঁদুর লাফায়। ❒ হাঁচি, বুভুক্ষা।

ক্ষুৎকাতর : ● **ক্ষুৎ**-এর নিমিত্ত কাতর যে; অথবা, হাঁচি ত্যাগের জন্য কিংবা খাদ্য গ্রহণের জন্য কাতর যে। দ্র. **ইক্ষ্বাকু**। ✱

ক্ষুদ্র : ● **ক্ষু**-এর দান রহে যাহাতে; অথবা, ক্ষু দিয়া (কাটিয়া) লওয়া অংশ থাকে যাহাতে। ❒ ছোট, সামান্য ...। ✱

ক্ষুধা : ● নবরূপে উত্তীর্ণ **ক্ষ**-এর বা **ক্ষু**-এর ধারণ থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, অন্য কিছুকে খুবলাইয়া লওয়ার ইচ্ছা ধারিত যে আধারে। ❒ বুভুক্ষা, ভোজনেচ্ছা ...। ✱

ক্ষুধার্ত্ত : ● **ক্ষুধায়** আর্ত্ত বা পীড়িত যে। ❒ ক্ষুৎকাতর, ক্ষুধান্বিত।

ক্ষুপ : ● **ক্ষু**-করণের বা খাবলাইয়া গ্রহণ করিবার ইচ্ছা পালন করে যে; অথবা,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

অন্ধকার শূন্যগর্ভ পালিত হয় যাহাতে। ◻ ইক্ষ্বাকুর পিতা, (সাদৃশ্যে) শ্যাওড়াগাছ।

ক্ষুব্ধ : ● **ক্ষু**-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ ক্ষয়েচ্ছার বা খুবলানোর ইচ্ছার) বহন ধারিত যাহাতে। ◻ ক্ষোভযুক্ত, অশান্ত।

ক্ষেত্র : ● দিশাগ্রস্ত **ক্ষি**-র ত্রাণ যাহাতে। / যে স্থান থেকে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। (ব.শ.)। ◻ ভূমি, নারী ...। *

ক্ষেত্রতত্ত্ব : ● **ক্ষেত্র** বিষয়ক তত্ত্ব থাকে যাহাতে; অথবা, যে ক্ষেত্রগুলিতে বীজ শুক্র মেধা শ্রম ... ইত্যাদি নিষেক করিলে তাহা হইতে ফসল উৎপাদিত হয়, সেই বিষয়ক তত্ত্ব যাহাতে।

ক্ষেত্রজ্ঞ : ● যিনি **ক্ষেত্র** বিষয়ে জানেন; অথবা, মানবজমিন নারী কৃষিজমি কাঁচামাল (কুমোরের কাদামাটি, ছুতোরের তক্তা ...) প্রভৃতি যে যে ক্ষেত্রে বীজাদি নিষেক করিলে ফসল জন্মায়, সেগুলি জানেন যিনি।

ক্ষেপ : ● দিশাগ্রস্ত **ক্ষ** পালিত যাহাতে; অথবা, এক বার 'ক্ষপ' করিয়া যতখানি তুলিয়া আনা যায়। ◻ বিক্ষেপ, প্রেরণ ...।

ক্ষেপা : ● **ক্ষেপ**-এর আধার যে; অথবা, **ক্ষেপ** মারিয়া যাহার বস্তু বা বিষয় তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ফলত সে **ক্ষেপিয়া** গিয়াছে। ◻ পাগলপ্রায়, উন্মত্তসদৃশ।

ক্ষেম : ● দিশাগ্রস্ত **ক্ষি** (সক্রিয় **ক্ষ**-করণ) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ক্ষি**-এর পর **ক্ষি** করিয়া করিয়া সমগ্র কর্ম্মপরিকল্পনাটি রূপায়িত বা সীমায়িত করা থাকে। *

ক্ষেমঙ্কর : ● **ক্ষেম** করে যে। ◻ পরিকল্পনা-কারী, scheme-কারী।

ক্ষেমঙ্করী : ● **ক্ষেমঙ্কর**-এর আধারশক্তি যে। / যাহা অশুভ ক্ষয় করে। (ব.শ.)। ◻ ক্ষেমবান, দুর্গা ...। *

ক্ষেমি (খেমি) : ● **ক্ষেম** (দিশাগ্রস্ত **ক্ষম**) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ক্ষমা** পাইবার জন্য যে উপহার, সেলামি, উপঢৌকন, ঘুষ বা জরিমানা দিতে হয়। ◻ দ্র. **ননদখেমি**।

ক্ষোভ : ● **ক্ষু** (খুবলানোর ইচ্ছা) ভূত হইয়া আশ্রয় পায় যাহাতে। / সঞ্চলিত বা কম্পিত করে যে। (ব.শ.)। ◻ চলন, উদ্‌ঘাত ...।

খ

খ : ● করণ স্থিত যাহাতে (ক্ + হ্ = খ্) কিংবা, করে রাখে যে বা খায় যে; অথবা, করণের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ-সঙ্কোচন যাহাতে (ক্ষ > খ)। ◻ আকাশ, অবকাশ। *

খ : ● করণ স্থিত যাহাতে; অথবা, মানুষের উৎপন্নাদি (পণ্যাদি) যে সমাজ-আকাশে যায়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মানুষের উচ্চারণাদি যে আকাশে যায়। ◻ সামাজিক মনোলোক, উদরাদ্যবচ্ছিন্ন, দৈহিক আকাশ, আকাশ। *

খই (খৈ) : ● **খ**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে উৎপাদিত বস্তু ছিটকায় বা আকাশের দিকে ধাবিত হয়। ◻ ভৃষ্ট শস্যবীজ, লাজ।

খইরী (খৈরী) : ● **খই** রহে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, **খই**-এর ন্যায় উপতাপে ছিটকায় (বা **লাজ**বতী) যে (নারী)। ◻ মেয়েদের নাম। (খয়েরী নহে)।

খক : ● **খ**-করণ করে যে; অথবা, আকাশে গমনকারী শব্দোচ্চারণ (পণ্য-বিচ্ছুরণ) যাহাতে। ◻ **কাশি**র শব্দ।

খগ : ● **খ**-এ গমন করে যে। / যে আকাশে যায়। (ব.শ.)। ◻ সূর্য্য, গ্রহ, পক্ষী ...। *

খগম : ● /আকাশে গমনকারী। (ব.শ.)। ◻

আকাশগামী, গন্ধর্ব্বাদি, বাণ, পক্ষী ... এবং 'খগম' নামে এক তপস্বী। *

খচ : ● খ (ক্ষ-করণ) চয়িত যাহাতে; অথবা, খানিক খুবলাইয়া লইলে যে ব্যথাবোধ হয়। ❐ অস্থির স্থানচ্যুতির শব্দ, খোঁচা লাগার বেদনাবোধ ...।

খচর : ● খ-এ চরে যে। ❐ আকাশচারী, শূন্যগামী, মেঘ, সূর্য্য ... ইত্যাদি। *

খচিত : ● খ (ক্ষ-করণ) চিত (সঞ্চিত) যাহাতে; অথবা, যাহাতে ক্ষ-কৃত (খাবলে আনা) বস্তু বিন্যস্ত করিয়া রাখা হয়। ❐ বন্ধনসংযুক্ত, বিন্যস্ত। *

খচে যাওয়া : ● খচ দিশাগ্রস্ত হইয়া যাওয়া যাহাতে; অথবা, খচ (ক্ষ-করণ) করিয়া কোনো কিছু লইয়া গেলে, যাহার যায়, সে রাগিয়া যায় যাহাতে। ❐ রেগে যাওয়া।

খচ্চর : ● ক্ষ-করার (অন্য অবয়বের ক্ষুদ্রাংশ খাবলে নেওয়ার) উদ্দেশ্যে চরে বেড়ায় যে। ❐ ধূর্ত্ত, দুষ্ট, জারজ, (সাদৃশ্যে) অশ্বতর, মিশ্রজাতি ... ইত্যাদি। *

খঞ্জ : ● খন (ক্ষণ) বা খনন জনিত হয় যাহাতে (যাহার চলনে); অর্থাৎ যাহার চলনে প্রতিটি ক্ষণ পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়; কিংবা, যাহার চলনে মনে হয় যেন সে কিছু খনন করিতেছে। ❐ খোঁড়া, গতিবৈকল্য-যুক্ত, বিকৃতপাদ। *

খঞ্জকারি : ● যে খঞ্জ করে। ❐ কলায়বিশেষ, তেউড়ে কলাই, খেঁসারির ডাল ...।

খঞ্জন : ● খঞ্জ অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে পাখী হাঁটিলে মনে হয় যেন খোঁড়াইতেছে। ❐ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ, ওয়াগটেল (wag-tail)।

খঞ্জনা : ● খঞ্জন-এর আধার যে। ❐ খঞ্জন-স্ত্রীজাতি।

খঞ্জনী : ● খঞ্জন-এর গতিশীল আধার যে; অথবা, ঝন-ঝন বা খন-খন করিয়া মহাকালের ক্ষুদ্রাংশকে পৃথক করিয়া লইয়া প্রকাশ করে যে। ❐ খঞ্জন-স্ত্রীজাতি, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। *

খট : ● খ-এর (ক্ষ-এর, খাবলানোর) টঙ্কার থাকে যাহাতে। ❐ লাঙ্গল, টঙ্কাস্ত্র। *

খটক : ● খট করে যে। ❐ ছয় রাগের মিশ্রণে জাত রাগবিশেষ।

খটকা : ● খটক-এর আধার যে। / যাহা কার্য্যসাধনে অভিমুখ বুদ্ধিতে খট করিয়া আঘাত করে বা প্রতিবন্ধক জন্মায়। (ব.শ.)। ❐ সন্দেহ, (সাদৃশ্যে) কঠিন দ্রব্যদ্বয়ের পরস্পর আঘাত জন্য ধ্বনি, সন্দেহ। *

খটমট : ● খট ও মট যাহাতে; অথবা, যাহা খট করিয়া লাগে এবং মট করিয়া ভাঙে; কিংবা, ক্ষ-করণের প্রতিবাদ যাহাতে (খট) এবং ক্ষ-করণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় সজোর-সঙ্কোচনে নিজের কিয়দংশ ত্যাগপূর্ব্বক সীমায়ন যাহাতে (মট)।

খটাশ : ● খট করিবার (খাইবার) আশ (আশা) যাহার। / যে সংবৃত হইয়া খায়। (ব.শ.)। ❐ গন্ধমার্জ্জার, ভাম। *

খটিকা : খট সক্রিয়-কৃত যে আধারে। ❐ নলজাতীয় তৃণবিশেষ, খড়ির কলম, খড়ি-আক, কাষ্ঠসদৃশ শুষ্ক নীরস দ্রব্য।

খড় : ● খ-এর (করণস্থিতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, খ-এর (কাটিয়া ঝাড়িয়া লওয়া ধানগাছের শুষ্কশরীরের) উড়িয়া যাওয়া যাহাতে। ❐ শুষ্কধান্যতৃণ, বিচালি।

খড়খড়ি : ● খড় ও খড়ি। / যাহা খড়খড় শব্দ করে। (ব.শ.)। ❐ জানালা দরজার কাঠের শিথিল আবরণবিশেষ, ঝিলমিলি।

খড়খড়ে : ● যাহা খড়খড় (গড়াইয়া যাইব, উড়িয়া যাইব ... ইত্যাকার) আচরণ বা শব্দ করে।

খড়া : ● খ (খাত ক্ষুদ্রাংশের) উড়ান যে আধার বা স্থান হইতে (ফলে, স্থানটি শূন্য পড়িয়া আছে)। ❐ গাঁথনির ইঁট পাথর প্রভৃতির জোড়ের মুখে ফাঁক বা খাঁজ।

খড়ি : ● খ-এর উড়ান সক্রিয় যাহাতে। যাহার ক্ষুদ্রাংশ আবর্ত্তিত হইয়া (অন্যত্র) যায়। ❐ লেখনার্থ শ্বেত প্রস্তরবিশেষ, তৈলহীন শরীরে খড়ির মতো শাদা শুষ্ক চর্ম্ম বা খুস্‌কি।

খড়্গ : ● (ক্ষ > খ) খাত করিয়া আনার জন্য গমন করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা শিকার করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। ❐ খাঁড়া, একপ্রকার সিংওয়ালা হরিণ।

খড়্গনাসা : ● **খড়্গ** তুল্য নাসিকা যাহার।

খড়্গপাণি (খড়্গহস্ত) : ● **খড়্গ** হাতে লইয়া মারিতে উদ্যত — এরূপ আচরণ যাহার। /**খড়্গ** পাণিতে (হস্তে) যাহার। (ব.শ.)।

খণ্ড : ● **ক্ষণ**-জাতর (খনিতের বা ছেদিতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে। ❐ ছিন্ন, ভগ্ন, অংশ, টুকরা ...। ✱

খণ্ডন : ● **খণ্ড** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ ভেদন, ছেদন, খণ্ডকরণ ...। ✱

খত : ● খ (ক্ষ-করণ) তারিত যে স্থানে। ❐ ক্ষতস্থান, ঘা, ঘা দেওয়ার চিহ্ন, নাকখত।

খতকুড় : ● খাত যে কুণ্ড বা গর্ত্ত; অথবা, যে গর্ত্তে গৃহের আবর্জ্জনাদি ফেলা হয়। ❐ দ্র. **খতখাল**, **বুড়**।

খতখাল (খতডোবা) : ● (গোবর-গোমূত্রাদি ফেলিয়া রাখার জন্য) **খাত** যে খাল বা ডোবা।

খতম : ● ক্ষতং বা খাত হইতে হইতে সমগ্র অবয়ব নিঃশেষ যাহাতে। ❐ সমাপ্তি, শেষ।

খতিয়ান : ● **খত**-এর সক্রিয় গমন অন (চলমান) যাহাতে; কিংবা, **খত**সমূহ দেখা বা খতাইয়া দেখা চলে যে লিখিত কাগজপত্রে; অথবা, যে কাগজে প্রজার চিঠার দাগ-জমিপরিমাণ-খাজনাপরিমাণ ইত্যাদি লেখা থাকে।

খদ্যোত : ● খ-কে (আকাশকে) দ্যোতিত করে যে। ❐ জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকি পোকা।

খনক : ● **খনন** করে যে; অর্থাৎ, খাবলে খুবলে নেয় যে। / সুড়ঙ্গ দ্বারা গুপ্তমার্গ তৈরি করে যে। (ব.শ.)। ❐ বিদারক, খননকর্ত্তা।

খনন : ● **খন** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, খাবলে-খুবলে নেওয়া চলিতে থাকে যাহাতে। ❐ অবদারণ, বিদারণ, খোঁড়া ...।

খন্দ : ● যে ভূমিকে (লাঙল দ্বারা) খনন দেওয়া হইয়াছে; অথবা, যাহাকে খাত করা হইয়াছে; কিংবা, খাত ভূমি যে ফসল দান করে। ❐ খাতভূমি, তজ্জাত শস্য, ফসল, রবিশস্য ...। ✱

খপ : ● খ (ক্ষ) বা দিশাগ্রস্ত স্বভাবযুক্ত করণ পালিত যাহাতে; কিংবা, খাত ক্ষুদ্রাংশ পালিত যাহাতে; অথবা, যে ক্ষিপ্রভাবে কোনো কিছুকে আত্মস্থ করে।

খপখপ : ● পুনঃপুনঃ **খপ**-কৃত যাহাতে। ❐ অতিক্ষিপ্রভাব।

খপাখপ : ● একবার **খপ** করিয়া আধারে রাখিয়া পুনরায় **খপ**-করণ যাহাতে।

খপখপানি : ● **খপখপ**-এর আধার সক্রিয়ভাবে অনকৃত বা চালিত যাহাতে। ❐ কোনো কার্য্য হেতু মনের ধুকধুকানি বা

খুঁতখুঁতানি। *

খপ্পর : ● খপ (ক্ষপ করিয়া ধরার) পালন রহে যাহাতে; অথবা, ধূর্ত্তেরা যে সামাজিক জাল বিস্তার করিয়া কাহাকেও তাহাতে ধরিয়া তাহার ধনসম্পদ আত্মসাৎ করে। ◻ ধূর্ত্ততা, চাতুরী।

খবর : ● খ (সমাজ আকাশ) যাহাকে বরণ করে নেয়। ◻ বার্ত্তা, সংবাদ, বৃত্তান্ত ...।

খয়রা : ● (সত্তার) **খয়** (ক্ষয়) রহে যাহাতে তাহার আধার; অর্থাৎ, যে দানে আত্মক্ষয় রহে। ◻ জাতিবিশেষ, পক্ষিবিশেষ, মৎস্য-বিশেষ। *

খয়রাত : ● খয়রা তারিত যাহাতে; অথবা, আপন সম্পদ ক্ষয় করিয়া অন্যকে দান করা হয় যাহাতে। ◻ ভিক্ষা, দান, বিতরণ।

খয়রাতি : ● খয়রার তারণ সক্রিয় যাহাতে। ◻ দান করিতে থাকা।

খয়ের : ● খয় (ক্ষয়) দিশাগ্রস্ত হইয়া রহে যাহাতে; অর্থাৎ, ক্ষয়িত নির্য্যাস জমে যাহাতে; কিংবা, সম্পদবানের সম্পদ ক্ষয় হইয়া রক্ষিত হয় যাহাতে। দ্র. **খদির**।

খয়ের-খাঁ : ● খয়ের (রাজার বা জমিদারের সম্পদ) খায় যে রহস্যরূপী। ◻ স্তাবক, মোসাহেব। *

খর : ● খ (ক্ষ-করণ) রহে যাহাতে; অথবা, অন্য অবয়বকে ক্ষয় করার (খুবলে নেওয়ার) স্বভাব থাকে যাহাতে। (গ্রামবাংলায় মুখরা নারীকে বলে — তুমি এত **খর** কেন?) / যাহার অতিশয় মুখবিবর। (ব.শ.)। ◻ তীক্ষ্ণ, নিশিত, উগ্র, কর্কশ ... ইত্যাদি, রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। * দ্র. **প্রখর**।

খরগোস : ● খর (অতিদ্রুত) গমনের অস্তিত্ব যাহাতে; অথবা, যাহা লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া চলে। ◻ শশক।

খরা : ● খর-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে (যে অবস্থায়) দেহীর নিয়মিত ক্ষয় হয়। ◻ অনাবৃষ্টি, শুখা, আতপে অধিক শুষ্ক হওয়া, ভাঁটায় অধিক পোড় হওয়া। *

খর্ব্ব : ● খর-কৃত লব্ধের বহন বাহিত যাহার; অর্থাৎ যে সত্তা **খর**-এর দ্বারা ক্ষুণ্ণ বা খোদিত হইতে হইতে ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। / যাহা পুরুষপ্রমাণ হইতে ন্যূনতাপ্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। ◻ হ্রস্ব, বামন, নীচ, বেঁটে ... ইত্যাদি, কুবেরের নিধিবিশেষ। *

খল : ● খ (ক্ষ-করণ) লালিত যাহাতে; অথবা, (ফলত) যে সত্তা তাহার ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়াছে; অথবা, যাহার দ্বারা কোনো সত্তাকে ক্ষালন করা যায়; কিংবা, যে সত্তা অন্য সত্তার শক্তি (সিন্দুক, পকেট ... ইত্যাদি) খালি করে দেয়। ◻ নীচ, অধম, ক্রুর ... ইত্যাদি, ধান্যাদি মাড়িবার স্থান, ঔষধমাড়ার পাথরের খল ... ইত্যাদি। *

খলিনী : ● খল-করণ সক্রিয়ভাবে চলমান থাকে যে আধারে; অথবা, **ক্ষালনের** আধারসমূহের আশ্রয় যাহাতে। ◻ **খলসমূহ**, খামার-সকল। *

খলুই : ● খ-এর (ক্ষ-করণের) লালন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয় থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, ক্ষালনকৃত প্রাপ্তির আধারের ক্রমান্বয় ভরণ যাহাতে। ◻ মাছ রাখার সরুমুখ চুপড়ি।

খলীন : ● যাহা **খ**-তে লীন হয়ে থাকে। / খে (মুখগহ্বরে) লীন (যাহা); অথবা, যাহা অশ্বের মুখমধ্যে থাকে। (ব.শ.)। ◻ কবিকা, লাগাম।

খশ : ● ক্ষ-কৃত বা খাত (ছেদিত) সত্তার বিচ্ছুরণ যাহাতে। ◻ বর্ত্তমান গাড়োয়াল ও

তাহার উত্তর প্রান্তের অধিবাসীগণ, খাশিয়া। পুরাণমতে বৈদিকসমাজ হইতে এই জনগোষ্ঠী নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। ❋

খস : ● **ক্ষয়**-কৃত ও **স্খলিত** (ত্যক্ত) সত্তার নিঃসারণ যাহাতে; অথবা, সমাজদেহ বা মানবদেহ হইতে যাহা স্খলিত হয় বা হইয়াছে। ◻ খসিয়া পড়া।

খসা : ● **খস**-এর আধার যে। ◻ কশ্যপের স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা। খসা হইতে যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে। ❋

খা : ● **খ**-এর (**ক্ষ**-এর) আধার যে; অথবা, যাহাতে অন্য অবয়বকে **ক্ষ** (খাত) করা হয়। ◻ ভোজন, দংশন, গ্রহণ ... ইত্যাদি। ❋

খাই[১] : ● **খা**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, 'খাদ্য গ্রহণ করি' যাহাতে। ◻ আহার করি, ভোজন করি ... ইত্যাদি।

খাই[২]: ● যাহা খাদিত হইয়াছে; অথবা, যাহাকে **খাত** করা হইয়াছে। ◻ ভূমি খাদ, গড়খাই ... ইত্যাদি।

খাওয়ন : ● **খা**বন যাহাতে; অথবা, **খা** বাহক অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, **খাওয়া** চলে যাহাতে। (স্মর্তব্য : যাবন > যাওয়া, ধাবন > ধাওয়া; তদ্রূপ খাবন > খাওয়া)। ◻ খাদ্যগ্রহণ।

খাওয়া : ● **খা** নবরূপে উত্তীর্ণ রূপে যায় যাহাতে; অথবা, **খাওয়ন** চলে যাহাতে। ◻ খাদ্যগ্রহণ করা, ভক্ষণ করা, আহার করা।

খাংরা : ● **খাং** (**ক্ষাং**) রহে যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা কোনো সত্তা হইতে ময়লা ও দোষাদি **ক্ষা**লন করা হয়; কিংবা, যা দিয়া দেহমন ঘরদোর ইত্যাদি সাফ করা হয়। ◻ নানাপ্রকার মার্জ্জনী, সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

খাঁই : ● **খা**-এর রহস্যরূপ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, খাত করিবার অসংজ্ঞাত বা **বলবতী** ইচ্ছা থাকে যাহাতে। ◻ লোভ, আকাঙ্ক্ষা। ❋

খাঁকতি : ● যাহা দ্বারা রহস্যরূপী **খা-করণ** সক্রিয়ভাবে তারিত হয়; অথবা, খাদিত দ্বারা পূর্ণ করিবার মতো ফাঁক থাকে যাহাতে। ◻ প্রয়োজন, ঘাটতি, অভাব, অনটন। ❋

খাঁখাঁ : ● **খাঁ**-এর (খা-এর রহস্যরূপের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অর্থাৎ, খাইবার অসংজ্ঞাত ইচ্ছা থাকে যাহাতে। ◻ খাই খাই ভাবাত্মক।

খাঁটি : ● **খাঁ**-এর (**ক্ষাং**-এর) সক্রিয় টঙ্কার যাহাতে; অথবা, 'আমি ক্ষালনকৃত' — এই টঙ্কার থাকে যাহাতে। ◻ বিশুদ্ধ, অমিশ্র, নির্দ্দোষ, নিখুঁত ...।

খাঁচা : ● **খা**-করণ রহস্যময়ভাবে চয়ন করে যে আধারে; অথবা, যে খাদ্যাদি দিয়া যে ফাঁদ-স্বরূপ ক্ষুদ্র গৃহ পাতিয়া পশুপক্ষীকে আবদ্ধ করা হয় যাহাতে; কিংবা, লক্ষ্ণার্থে, পশুপক্ষী ধরিয়া রাখার যে কোনো প্রকার অতিক্ষুদ্র কারাগার যাহাতে। ◻ পিঁজরা, বন্দীকরণার্থ লৌহাদিরচিত পিঞ্জরবৎ গৃহ।

খাঁদা (খেঁদা) : ● **খাঁ**-এর (দিশাগ্রস্ত **খাঁ**-এর) দান থাকে যাহাতে; অথবা, যে নাকের অধিকারী তাহার '**ক্ষালনকৃত**' **নাক** (সামাজিক মর্য্যাদা বা ইজ্জৎ) স্বভাবত পাইয়াছে (টিয়াপাখীর ন্যায় বাঁকা রোজগেরে নাক পায় নাই); কিংবা, যে কারণে গ্রামবাংলার মায়েরা তাঁদের সদ্যোজাত শিশুদের তেল মালিশ করার সময় ছড়া কাটেন, 'খাঁদানাক নিয়ে যা, টিয়ানাক দিয়ে যা'। ◻ স্বাভাবিক মর্য্যাদা, (সাদৃশ্যে) স্বাভাবিক চেপ্টা নাক। ❋

খাজনা : ● (শাসকের) **খাওয়া** জনিত হইয়া অনকৃত থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা না

দিলে শাসক খাইতে পায় না। ⊓ রাজস্ব, কর, ভূম্যধিকারীকে দেয় প্রজার অর্থ।

খাট : ● **খা** (**ক্ষ**-কৃত) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **ক্ষ**-করণ করিয়া বা কাটিয়া সংক্ষিপ্ত বা ছোট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ❒ কাটিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি করা। দ্র. **ছোটখাট**।

খাড় : ● **খ**-এ (আকাশে) যাওয়ার জন্য উড়ান যাহাতে।

খাড়া : ● **খাড়**-এর আধার যে; অথবা, যে আকাশপানে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ❒ লম্বভাবে দণ্ডায়মান, উর্দ্ধোধোভাবে স্থিত, সজনে খাড়া ... ইত্যাদি।

খাড়াই : ● **খাড়া** সক্রিয় যাহাতে। ❒ লম্বভাব, উচ্চতা।

খাড়া-করা : ⊓ দাঁড় করানো, ব্যবসা খাড়া করা, মামলা খাড়া করা ... ইত্যাদি।

খাড়ি : ● **খাড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, নদী প্রভৃতির যে অংশ খাড়াই নীচে নামিয়া গিয়াছে; কিংবা, সমুদ্র বেলাভূমির যে অংশকে খাইয়া খাইয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

খাণ্ডব : ● **খণ্ড** থাকে যাহাতে; অথবা, **খণ্ড**কে (ভাঙিয়া আনা বস্তু বা বিষয়কে) নবরূপে উত্তীর্ণ করিয়া (দানযোগ্য বস্তু বা বিষয়ে রূপান্তরিত করিয়া) বহন করে যে; কিংবা, উৎপন্নকে পণ্যে পরিণত করা হয় যাহাতে। ⊓ কারুকর্ম্মশালাজাত পণ্য বা আদি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজাত পণ্য, (সাদৃশ্যে) খণ্ডবিকার, খণ্ডবিকৃত-মিষ্টান্নবিশেষ, শুণ্ঠী-যুক্ত মুগডাল ...। ❋

খাণ্ডবদাহন : ● **খাণ্ডব**-এর দাহন যাহাতে; অথবা, যাহাতে **খাণ্ডববন** পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল; কিংবা, যাহাতে সেকেলে পুঁজিজাত কারুকর্ম্মশালাসমূহকে নবোদ্ভূত পুঁজি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। ❋

খাণ্ডবপ্রস্থ : ● **খাণ্ডব**করণ যেখানে প্রশস্ত; অথবা, যেখানে **খাণ্ডব** (নানারূপ পণ্য) উৎপাদন ও বিনিময়ের সবরকম সুবিধা আছে; কিংবা, **খাণ্ডববন** পুড়াইয়া দিয়া যেখানে **খাণ্ডবপ্রস্থ** বা ইন্দ্রপ্রস্থ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। ❒ ইন্দ্রপ্রস্থ। ❋

খাণ্ডববন : ● **খাণ্ডব**-এর বন বা সংসারবন (যাহাতে); কিংবা, যেখানে (প্রাচীন অধঃ-পতিত যৌথসমাজের কালেই) কারুকর্ম্মশালা-সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ❒ ভারতবর্ষের আদি গিল্ড-এলাকা।

খাণ্ডবিক : ● **খাণ্ডব**-কে সক্রিয় করে যে। (স্মর্তব্য : সাহিত্যিক)। / যে খাণ্ডব তৈরি করে। / খাণ্ডব যাহার শিল্প। (ব.শ.)। ❒ পণ্যজীবী, (সাদৃশ্যে) মোদককারক, ময়রা। ❋

খাত : ● **খনন কৃত** যাহাতে; অথবা, যাহাকে খাবলে নেওয়া হয়েছে কিংবা যাহা খাবলে আনা হয়েছে। ❒ কৃতখনন, অবদারিত, ছিন্ন, পুষ্করিণী, গর্ত্ত ...।

খাতক : ● (ভূমিতে, শক্তিতে, সম্পদে) **খাত** করে যে। / যে খত দিয়া ঋণ করে। (ব.শ.)। ❒ খনক, পরসৈন্য বিদারক, অধমর্ণ। ❋

খাতা : ● **খত** হইতে জাত **খাত**-এর আধার যে; কিংবা, লোকে ব্যাঙ্কে যে খাতা খোলে। / যাহাতে ব্যাপারী প্রভৃতির লেনদেনের হিসাব বরাবর লিখিত থাকে। ❒ কোনো বিষয়ের স্মরণার্থ লিপি-পুস্তক, ব্যাঙ্কের খাতা, একত্রে বাঁধা কাগজ ...। ❋

খাদ : ● **খা** দত্ত যাহা হইতে; অথবা, যাহা খাদিত হইয়াছে; কিংবা, যাহা খাদিত বা ছেদিত করিয়া পৃথক করা দরকার। ❒

পরিখা, গর্ত্ত, ভূমির খাই, স্বর্ণাদির খাদ। *

খাদক : ● **খাদ** করে যে; অথবা, (গ্রহণযোগ্য বস্তুকে) **খাদ** বা **খাই** করিয়া কাটিয়া কাটিয়া খায় যে। ❒ ভক্ষক, ভোক্তা, অধমর্ণ।

খাদন : ● **খাদ** কাটা অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❒ ভক্ষণ, ভোজন।

খাদান : ● **খাদন**-এর আধার যে; অথবা, যে স্থান হইতে খাদ কাটিয়া আনা হয়। ❒ বালিখাদান, কয়লাখাদান ... ইত্যাদি।

খাদি : ● **খাদ**-করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, বড় খদ্দরের থান হইতে **খাদ** করিয়া যে কাপড় বানানো হয়। ❒ গজপ্রমাণ বা কিঞ্চিদধিক ছোট মোটা কাপড়।

খাদ্য : ● **খাদ** থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যে বস্তু হইতে খাদ কাটিয়া গ্রহণ করা যায়। ❒ ভক্ষ্য, ভক্ষণযোগ্য বস্তু বা বিষয়।

খান[১] : ● **খন** (**খণ্ড**) হইতে জাত; অথবা, যাহাকে **ক্ষ** বা **খ** (খাত) করিয়া আনা হইয়াছে কিংবা বানানো হইয়াছে। ❒ খণ্ড, টুকরা, একখান, দুইখান ... ইত্যাদি। *

খান[২] **(খাঁ)** : ● খাওয়া অন (চলমান) যাহাতে (খাওয়ার রহস্যরূপ যাহাতে); অথবা, নানা বিষয় ও বস্তু আত্মস্থ করে যে; কিংবা, যিনি মানসিক ও বাহ্যিক খাদ্য গ্রহণ করেন বা খান। ❒ অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, পাঠক, পাঠানদের উপাধি।

খানা[১] : ● **খান**[১]-এর আধার যে। ❒ সমগ্র খণ্ড, গোটা টুকরা, এক**খানা**, দু'**খানা** ...।

খানা[২]: ● যাহার **খাত** অংশ (অন্যত্র) ক্ষিপ্ত হইয়াছে; অথবা, ভূমির যে অংশ হইতে মাটি কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। ❒ দীর্ঘ গর্ত্ত।

খানাখন্দ : ● **খানা**[২] ও **খন্দ**। ❒ দীর্ঘ গর্ত্ত ও **খনন**কৃত ফসুলে জমি। *

খানা[৩]: ● **খন**-জাত **খান**[১]-এর আধার যে; অথবা, যাহাকে খনন করিয়া বানানো হইয়াছে। ❒ গুহাদি, পাথরের গৃহাদি (পরবর্ত্তীকালে প্রত্যয়রূপে ব্যবহার — গরীব**খানা**, কার**খানা**, পায়**খানা** ইত্যাদি)।

খানা[৪]: ● **খান**[২]-এর আধার যে; অর্থাৎ সুধীজনে যাহা খান। ❒ খাদ্য, আহার্য্য, বৃহৎ ভোজ ...। (পড়েছি যবনের হাতে, **খানা** খেতে হবে সাথে।)

খানি : ● **খান**[১] সক্রিয় যাহাতে। ❒ **খণ্ডটি**, টুকরাটি, একখানি, দু'খানি ...।

খানিক : ● **খান**[১]-কে সক্রিয় করে যে। দ্র. **খাণ্ডবিক**।

খানেক : ● **খান**[১] এক যাহাতে; অথবা, যাহাতে এক খান আছে। ❒ **একখণ্ড**, এক টুকরা ...।

খাপ : ● **খপ** হইতে জাত; অর্থাৎ, একবারের **খা** (খাওয়ার হাঁ-মুখ) পালিত যাহাতে; কিংবা, যে অবকাশ বা হাঁ-মুখ বিপরীত পক্ষকে গ্রহণের জন্য অপেক্ষারত থাকে। ❒ অসির আধার, কোষ, চশমার খাপ ...।

খাপছাড়া : ● **খাপ**-এর সঙ্গে মেলে না যে; কিংবা, **খাপ** ছাড়িয়া বাহিরে থাকিয়া গিয়াছে যে। / যাহা খাপ খায় না। (ব.শ.)। ❒ বেখাপ্পা, কোষমুক্ত, বেমানান, সামঞ্জস্যবিহীন। *

খাপলা (খেপলা-জাল) : ● **খা (ক্ষা)** পালন লালিত যে আধারে; অথবা, যাহা ক্ষেপন করিয়া টানিয়া আনা হয়। ❒ হাত ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলা গোলাকার জাল। *

খাপ্পা : ● **খাপ** পালিত যাহাতে; অথবা, যাহার গ্রাস বা হাঁ-মুখটিই পালিত হইতেছে (খাদ্য দিয়া তাহা পূর্ণ করা হয় নাই); কিংবা, আগত খাপ যাহার খাপে মেলে নাই; অথবা,

লক্ষণার্থে, বেখাপ্পা বলিয়া ক্ষিপ্ত যে। ❒ রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত।

খাবলা : ● খা (ক্ষা) বহন লালিত যে আধারে; অথবা, একবার হাতের থাবা মারিয়া যতখানি দখল করা যায় বা একবার হাঁ করিয়া যতখানি গ্রাস করা যায়। ❒ মুঠা, গ্রাস, গ্রাস পরিমিত খাদ্য।

খারাপ (খারাব) : ● খর-জাতর (খার-এর) আধারকে (খারাকে) পালন বা বহন করে যে। ❒ বিধ্বস্ত, নষ্ট, হত, অসৎ, দুষ্ট। ✱

খাল : ● খা (ক্ষা) এর লালন-লয়ন হয় যেখানে; অথবা, যে অংশ খাইয়া লওয়া হইয়াছে; কিংবা, যে অংশ খাত হইয়াছে। ❒ গর্ত্ত, দীর্ঘ খাত, খাই।

খালি : ● খাল সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা ক্ষালন (স্খালন) করা হইয়াছে। / যাহার উপর কিছু বা কেহ নাই। (ব.শ.)। ❒ রিক্ত, শূন্য, ভুক্তদ্রব্যহীন ...। ✱

খি (ক্ষি) : ● সক্রিয় খ (ক্ষ-করণ) যাহাতে; অথবা, একবার দূর হইতে ক্ষকরণ করিয়া ফিরিয়া আসে যাহাতে। ❒ এক খি-এর প্রাপ্তি — একবার হস্তক্ষেপ বা জাল ক্ষেপন করে যেটুকু পাওয়া যায়, খিমচে কিছু নিয়ে নেওয়া।

খিঁচ : ● যাহাতে খিঁ (ক্ষিং) চয়ন থাকে; অথবা, অন্য অবয়ব হইতে জাল ফেলিয়া বা হস্তক্ষেপ করিয়া কিয়দংশ খিমচাইয়া লওয়া হয় যাহাতে। ❒ আক্ষেপ, টানা, ঝটকা টান, খিঁচ ধরা।

খিঁচা : ● খিঁচ-এর আধার যে। ❒ আকর্ষণ করা, জোরে টানা।

খিচ ● সক্রিয় ক্ষ-করণের চয়নচেষ্টা যাহাতে। ❒ হঠাৎ খিমচানোর মতো ব্যথা, মনোব্যথা।

খিচখিচ : ● খিচ-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ অনবরত বকাবকি।

খিচি : ● খিচ সক্রিয় যাহাতে। ❒ খিচকরণ।

খিচিখিচি : ● খিচির পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ অনবরত বকাবকি করা।

খিচড় : ● খিচ-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে। ❒ দুষ্ট, বদ, পাজি।

খিচির : ● খিচি রহে যাহাতে; অথবা, দেহে বা মনে ব্যথা দেওয়া হয় যে মৃদু আঘাতে। ❒ বকুনি, কুকথন, নিন্দন।

খিচিরখিচির : ● খিচির-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ অনবরত বকুনি দেওয়া।

খিচিমিচি : ● খিচি ও মিচি (সক্রিয় সীমিতের চয়ন সক্রিয় যাহাতে। ❒ মৃদু বাকবিতণ্ডা, তর্কাতর্কি।

খিচিরমিচির : ● খিচির ও মিচির (মিচি রহে যাহাতে)। ❒ বিরক্তিকর বিষয়, ঝগড়াঝাঁটি, কচকচি। ✱

খিট : ● খি বা ক্ষি (খিমচে নেওয়ার চেষ্টা) টঙ্কারিত যাহাতে। ❒ খুবলানো।

খিটখিট : ● খিট-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ সর্বদা ভর্ৎসনা বা তিরস্কার, সামান্য বিষয় নিয়ে সর্বদা অসন্তোষ।

খিটমিট : ● এক পক্ষের খিট ও বিপরীত পক্ষের মিট (সীমায়িতের সক্রিয় টঙ্কার যাহাতে) থাকে যাহাতে। ❒ দ্র. টিমটিম ও মিটমিট।

খিটিখিটি : ● খিটি-র (খিটকরণ বা ক্ষিকরণচেষ্টা) বারংবার চলিতে থাকে যাহাতে; অথবা, খিটখিট সক্রিয় যাহাতে।

খিটিমিটি : ● খিটমিট সক্রিয় যাহাতে; অথবা, এক পক্ষ যখন খিটি করে বা মৃদু আঘাত করে, অন্য পক্ষ তখন সেখানে মিটি

(হাত বুলাইয়া স্বাভাবিক) করিয়া লয় যাহাতে। ❒ উভয় পক্ষে সর্বদা মৃদু কথা কাটাকাটি।

খিটির : ● **খিটি** রহে যাহাতে।

খিটিরখিটির : ● **খিটি** রহে যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি।

খিটিরমিটির : ● **খিটির** ও **মিটির** বা খিটি ও মিটি রহে যাহাতে। ❒ বকাবকি, ঝগড়াঝাঁটি।

খি-মারা (খি-দেওয়া, খিয়ানো) : ● খেপলা জাল ক্ষেপন করা (যাহাতে); অথবা, একবার হস্তক্ষেপ বা জালক্ষেপ করা (যাহাতে)।

খিরাজ (খেরাজ জমি): ● রাজা যে (জমির ফসল হইতে) **খি** (রাজস্ব) গ্রহণ করেন।

খিল : ● **খি** (**ক্ষি**) এর লয় হয় যেখানে; অথবা, (বাহির হইতে) **ক্ষি** করিয়া (খিমচাইয়া) লওয়ার চেষ্টাকে রোধ করে যে; কিংবা, প্রতি বর্ষায় সমগ্র জমির উপরে যে পাতলা ও শক্ত আস্তরণ গড়িয়া উঠে; কিংবা, কোনো কোনো গ্রন্থের বিষয়বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে যে অংশ পাঠ করিয়া তবেই সেই গ্রন্থের বিষয়ে প্রবেশ করা যায় (যেমন ঋগ্বেদে শ্রীসুক্তাদি, যজুর্ব্বেদে শিবসঙ্কল্পাদি, মহাভারতে হরিবংশ)। ❒ খিলভূমি, দরজার খিল, গ্রন্থের খিল (খিল হরিবংশ)। *

খিলভূমি : ● **খিল** রূপ আস্তরণ আছে এমন যে ভূমি; অথবা, যে ভূমির উপরিতলের আস্তরণ হলচালনা করিয়া ভাঙিয়া ফেলা হয়নি। ❒ আচষা জমি, পতিত জমি। *

খিলখিল হাসি : ● যে হাসি প্রতি পর্ব্বে আটকে আটকে, যেন খিল খুলে খুলে, টপকে টপকে বাহির হয়। ❒ শিশুদের হাসি। *

খিলিপান : ● যে পানের ভেতরে সুপারি ও মশলাদি দিয়ে পাতাটি দরজার মতো করিয়া মোড়া ও বন্ধ করা হয় এবং একটি সরু সুপারিকুচি বা কাঠি দিয়ে তাহাতে **খিল** দিয়ে দেওয়া হয়। *

খু : ● করণস্থিত (**খ**) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত 'করণ' (বা **ক্ষ** > **খ**) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, **খ**-এর বা করণস্থিতের (করে রাখার) জনন-দান-বহন ... ইত্যাদি ('গ্রহণ'-এর বিপরীত ক্রিয়া) থাকে যাহাতে; কিংবা, **ক্ষ**-জাত **খ**-এর বিপরীত ক্রিয়া থাকে যাহাতে।

খুঁচ : ● **খুঁ** (**ক্ষুং**) পূর্ব্বক চয়ন থাকে যাহাতে; অথবা, সূক্ষ্ম দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত করিয়া চয়ন করার ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকে যাহাতে। ❒ কুন্তাদির আঘাত, হুল দিয়া বিদ্ধকরণ, চঞ্চু দিয়া খাত করণ ...।

খুঁচা : ● **খুঁচ**-এর আধার যে। ❒ সরু দণ্ড দিয়ে আঘাত করা, হুল দিয়ে বিদ্ধ করা ...।

খুঁচান : ● **খুঁচা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❒ খুঁচাইতে থাকা, ঠোকরান, বারংবার বলিয়া ব্যতিব্যস্ত করা।

খুঁচি : ● **খুঁচ** সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা খুঁচান হয়; অথবা, যাহা দিয়া লোকে **খোঁচা** দেয় বা খায়। ❒ মুড়ি ভাজিবার জন্য খোলায় মুড়ি নাড়ানোর হাতিয়ার।

খুঁজ : ● **খুঁ**-এর (কৃত রহস্যময় বিষয় ও বস্তুর) খবর জনন করে যে। ❒ অন্বেষণ করা, তালাশ করা, খোঁজা। *

খুঁট : ● নবরূপে উত্তীর্ণ **ক্ষ**-জাত **খ**-এর রহস্যরূপ (**খুঁ**) টঙ্কারিত যাহাতে; অর্থাৎ, অবয়বের যে অংশে বাহিরের কেহ **খত** করার চেষ্টা করে বা খোঁটে। ❒ ধুতি-প্রভৃতির

কোণ, প্রান্ত, শেষভাগ।

খুঁটা : ● **খুঁট**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা সীমাপ্রান্তে **খুঁট** করা হয়; কিংবা, যাহাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রান্তসীমায় পুঁতিয়া রাখা হয়। ❐ নখ দিয়া মৃদু আঘাত করা, খোঁটা, ক্ষুদ্র বস্তু একটি একটি করিয়া তুলিয়া লওয়া বা কুড়োনো, চঞ্চু দ্বারা তুলিয়া লওয়া, খুঁটিয়ে দেখা বা চক্ষু দিয়া খোঁটা, গো-প্রভৃতির বন্ধনার্থ ভূমিনিখাত কীলক, সীমাচিহ্ন, বেড়ার আধার, মাটিতে পোঁতা ক্ষুদ্র বংশদণ্ড।

খুঁটি : ● **খুঁট** সক্রিয় যাহাতে। ❐ গৃহাদির বাঁশের বা কাঠের থাম, ছোট খুঁটা।

খুঁটিনাটি : ● **খুঁটি** ও **নাটি** যাহাতে; অথবা, যাহাতে অস্তিত্বের বাহ্যিক-ক্ষুদ্রাংশ বা **খুঁট** সক্রিয় থাকে এবং মানসিক-ক্ষুদ্রাংশ বা **নাট** সক্রিয় থাকে। ❐ সংসারের ক্ষুদ্র অভিনয়ের বিষয়, অর্থাৎ কার্য্য; গৃহস্থের ছোটখাট কাজ, কোনো বিষয়ের ছোট বড়ো সব কিছু, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল বিষয়, তুচ্ছ বা নিতান্ত সামান্য দোষত্রুটি। *

খুঁড় : ● **খু**-এর রহস্যরূপের (বা **ক্ষুং**-জাত **খুঁ** এর) উড়ান যাহাতে; অর্থাৎ, যাহার দ্বারা খাত বস্তু বা বিষয় উঠাইয়া আনা হয়। ❐ খনন করিয়া মাটি বা অগৌরবের কথা তুলিয়া আনা।

খুঁড়া : ● **খুঁড়**-এর আধার যে। ❐ খনন করা, খননপূর্ব্বক বাহির করা, কটুবাক্যে আঘাত করা, নিন্দা করা, কোটা।

খুন : ● **খু** (...নবরূপে উত্তীর্ণ খুবলানো) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **খু**-করণ চলমান যাহাতে; কিংবা, খুবলানোর জন্য চলমান আঘাত হত্যায় উত্তীর্ণ যাহাতে। ❐ বধ, হত্যা, হত্যা করা।

খুনসুটি : ● **খুন** (...চলমান **খু**-করণ) দ্বারা **সুটি** (জাগ্রত বা স্বাভাবিক) করা হয় যাহাতে; অথবা, সূঁচ ফোটানোর ন্যায় মানসিক (দৈহিক) আঘাত করিয়া সজীব সতেজ হইতে প্ররোচিত করা হয় যাহাতে। ❐ কলহের ছল, তুচ্ছ দোষারোপ, লঘু কলহ।

খুন্তি : ● **খুন**-এর (...চলমান **খু**-করণের) তারণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কড়ায় চাপানো ব্যঞ্জনকে খোঁচাখুঁচি করা হয়। ❐ রান্নার হাতাবিশেষ।

খুপরি : ● **খু**-এর (খুবলাইয়া শূন্যগর্ভ-কৃত স্থানের) পালন রহে যে সক্রিয় আধারে। ❐ গুহাতুল্য গৃহ, কুঁড়েঘর, দেয়ালে কাটা গর্ত্ত।

খুর : ● নবরূপে উত্তীর্ণ করণ দিশাগ্রস্ত (**ক্ষু** >**খু**) রূপে রহে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা পশ্বাদি মাটি চাঁছে, নাপিত গাল চাঁছে। ❐ গবাদি পশুর পদের অগ্রভাগ, খাটের পায়া, নাপিতের অস্ত্রবিশেষ বা ক্ষুর ...। *

খুরপি : ● **খুর** সক্রিয়ভাবে পালিত যাহাতে; অথবা, যাহা দিয়া বাগানের মাটি উস্‌কাইয়া ঘাস তুলিয়া সাফ করিয়া ফেলা যায়। ❐ ক্ষুদ্র কোদালের মতো কৃষিযন্ত্রবিশেষ।

খুরি : ● করণস্থিত (**খু**) সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে; অথবা, অন্যের আহারের জন্য চা, দই ও অন্যান্য খাদ্যাদি রহে যাহাতে।

খুল[1] : ● নবরূপে উত্তীর্ণ করণস্থিত (**খু**) লালিত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে আকাশরূপ অভীষ্ট লাভ করা যায়। ❐ উদঘাটন, মুক্তি, উন্মীলন, প্রকাশ ... ইত্যাদি। *

খুল[2] : ● **স্ব**-জাত **খ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা অন্যকে **ক্ষ**করণপূর্ব্বক গ্রহণ (**খ**) না করিয়া আপন

অভ্যন্তরস্থ বিষয় ও বস্তুকে ত্যাগ (খু) করে; কিংবা, যাহা স্খলিত হয় বা খুলিয়া পড়ে। □ শিথিলবদ্ধ হওয়ন, খসে যাওয়ন, বন্ধনমুক্ত করণ ... ইত্যাদি। ✱

খুল[৩] : ● নবরূপে উত্তীর্ণ **ক্ষ**-জাত **খ** লালিত যাহাতে; অর্থাৎ, নবরূপে উত্তীর্ণ দিশাগ্রস্ত করণ (**ক্ষু**) লালিত যাহাতে; অথবা, এক দিশায় বারংবার খুবলানো চলে যাহাতে। □ খনন, খোঁড়াখুঁড়ি, বিদ্ধ করিয়া উৎপাটন। ✱

খুলা[১] : ● **খুল**[১]-এর আধার যে। □ উদঘাটিত হওয়া, মুক্ত হওয়া, উন্মীলিত হওয়া ...।

খুলা[২] : ● **খুল**[২]-এর আধার যে। □ শিথিলবদ্ধ হওয়া, খসা, বন্ধনমুক্ত করা।

খুলা[৩] : ● **খুল**[৩]-এর আধার যে। □ খনন করা, খোঁড়া, খুঁড়িয়া তোলা ...।

খুলি[১] : ● **খুল**[১] সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে (ঘট) আকাশ থাকে। □ মুক্ত করি, উদঘাটন করি ... এবং শিরোস্থি বা মাথার খুলি। ✱

খুলি[২] : ● **খুল**[২] সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা আপন অভ্যন্তরস্থ সত্তাকে ত্যাগ করিয়াছে; অথবা, যাহা (যে গৃহাদি) হইতে স্খলন হয়। □ স্খলিত করি। ✱

খুশ : ● **ক্ষ**-জাত **খ** (বা **ক্ষ**য়করণ) নবরূপে উত্তীর্ণ (যোগকরণ) হইয়া বিচ্ছুরিত যাহাতে; অর্থাৎ, যে আচরণের দ্বারা আপনার তৃপ্তি বা আনন্দ অন্যদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। □ সন্তুষ্টি, খুশীভাব।

খুশবু : ● যে **খুশ**-বাহক নবরূপে উত্তীর্ণ (সর্ব্বত্রগামী) হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। □ সুগন্ধ।

খুশি : ● **খুশ** সক্রিয় যাহাতে। □ সুখ, হর্ষ।

খুশী : ● **খুশ**-এর সক্রিয় আধার যে। □ সুখিত, আনন্দিত, হৃষ্ট।

খে : ● **খি** (**ক্ষি**-করণ) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, **ক্ষি**-করণ যেদিকে যায় সেদিকেই চলিতে থাকে যাহাতে। □ একদিক বা বিশেষদিক গামী, **খে**পলা, **খে**য়া, **খে**ই।

খেই : ● **খে** (...বিশেষ দিকগামী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, হাতের রশি (সূত্র) ছাড়িয়া **ক্ষি**-করণ চেষ্টাকে ক্রমশ অগ্রসর হইতে দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা **রাশ** ছাড়া বা টানা যায়; অথবা, (সাদৃশ্যে) খেপলা জালের যে কেন্দ্রধারী রশি হাতে ধরিয়া রাখা হয় এবং প্রয়োজনে সেই রশি টানিয়া জালটিকে পাড়ে আনা হয়। □ রশি, রাশ, সম্পর্কসূত্র, (সাদৃশ্যে) খেপলার রশি।

খেই-হারানো : ● **খেই** (... হাতের রশি) হারায় যায় যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো বিষয় বা বস্তুর সহিত সম্পর্কের রশি বা সূত্রটাই হারাইয়া যায় (ফলে বিষয় বা বস্তুটির সহিত আর কোনো সম্পর্কই থাকে না, তাহা হাতের বাহিরে চলিয়া যায়)। □ সম্পর্ক হারানো,

খেংরা : ● দিশাগ্রস্ত যে **খাংরা**; অথবা, যাহা দিয়া একদিকে একাদিক্রমে **খাংরা** চালাইয়া বিশেষ ময়লা বা দোষাদি ক্ষালন করা হয়। □ সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা। ✱

খেঁচ : ● দিশাগ্রস্ত **খিঁচ** যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) ছিপ-খেলার সময় মাছের মুখে বঁড়শী বিঁধানর জন্য ছিপে সজোর-টেরচা ঝটকা টান মারা হয় যাহাতে। □ টেরচা-ভাবে ঝটকা টান।

খেঁসারি : ● দিশাগ্রস্ত **খি**-এর রহস্যরূপের একরৈখিক সত্তার অরি (শত্রু) যে; অথবা, যাহা দীর্ঘকাল খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে খঞ্জত্বরোগ জন্মায়। □ তেউড়ে কলাইয়ের

ডাল। দ্র. **খণ্ডকারী**।

খেঁট : ● দিশাগ্রস্ত খি-এর (ক্ষি-করণের) টঙ্কার যাহাতে; অথবা, কাহারও অস্তিত্বে, বিষয়ে, বস্তুতে বারংবার একইভাবে ক্ষি-করণ করার (বা খাবলে-খুবলে নিয়ে নেওয়ার) ফলে যে টঙ্কার ওঠে, সেই কাজ যে করে বা যাহার উপর করে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) থালার ভাতে কিংবা বড় পাউ-রুটিতে যে একের পর এক গ্রাস চলিতে থাকে সেই ক্রিয়া যাহাতে। ◻ খেঁটিতের চোখে **খেঁট** — অধম, নিন্দিত, কুৎসিত, অস্ত্রবান, সুদখোর ... ইত্যাদি; এবং খেঁট-এর চোখে **খেঁট** — কর্ষকগ্রাম, চাষীর গাঁ; ভক্ষণ করা, খাওয়া। ✱

খেঁটক : ● **খেঁট**-এর প্রতিবাদ বা রোধ করে যে। ◻ চর্ম্ম, ঢাল। ✱

খেঁটন : ● **খেঁট** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ ভোজন, খাদ্যগ্রহণ।

খেদ : ● **ক্ষেদ** বা 'খে-র (দিশাগ্রস্ত **ক্ষি**-র) দান' যাহাতে; অথবা, দুঃখ, ব্যথা, অভিমানাদি নানাভাবে প্রকাশ বা বাহির করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ◻ অবসাদ, দীনভাব, ম্লানভাব, বিষাদ ...।

খেদা : ● **খেদ**-এর (**ক্ষেদ**-এর) আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা (সমাজশরীর বা ব্যক্তি-শরীর) হইতে দুঃখাদি (**খেদ**) বাহির করিয়া বা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়। ◻ খেদযুক্ত করা, তাড়ন করা, দূর করা। ✱

খেদান : ● **খেদা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ক্ষেদ**পূর্ব্বক বিতাড়ন করা হয়। ◻ ভাগান, তাড়ান, আক্রমণার্থ অভিধাবন করা। ✱

খেপলা : ● যাহা **খেপ**করণ (নিক্ষেপ-করণ) পূর্ব্বক **লা**-করণ বা টানিয়া আনা হয়; অথবা, যে জাল হাত ঘুরাইয়া দূরে জলে ছুঁড়িয়া ধীরে ধীরে টানিয়া আনা হয়।

খেপা : দ্র. **ক্ষেপা**।

খেমি : দ্র. **ক্ষেমি**।

খেয়া : ● যাহা (যাত্রীদিগকে) খে (খি-করণ) করিয়া বা দূরে (নদীর ওপারে) **ক্ষেপন** করিয়া ফিরিয়া আসে। ◻ পরপারে দিয়া আসা।

খেয়াঘাট : ● যে **ঘাট**-এ **খেয়া** পারাপার করে। ◻ **ফেরী**ঘাট।

খেয়াল : ● **খেয়া** (...ওপার-করণ) লালিত যাহাতে; অথবা, যে মানসকর্ম্ম প্রচলিতের ওপারের কোনো কিছু লালন করে। ◻ চিত্তের অব্যবস্থিত ভাব, কল্পনা, অমূলক।

খেল : ● দিশাগ্রস্ত খি-এর (ক্ষি-এর) লয় যাহাতে; অথবা, পরস্পরের মানসিক অধিকারে **ক্ষি**-করণচেষ্টা মানসিকভাবেই সমাপ্ত হয় যাহাতে; কিংবা, **ক্ষি**-কৃত তেজের উদ্বৃত্ত লয় করা হয় যাহাতে। ◻ **ক্রীড়ন**, মিথ্যা যুদ্ধ, কৌতুককর অঙ্গভঙ্গি করণ, ছুটাছুটি। ✱

খেলনাপাতি : ● খেলনার অনুষঙ্গ।

খেলা : ● **খেল**-এর আধার যে; অথবা, **খেল**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, মানব-সমাজের বয়সের লক্ষণ ধরা থাকে যাহার নবসৃষ্টিতে, তারুণ্যে ও প্রাচুর্য্যে; অথবা, যে ক্ষেত্রে নব নব আবিষ্কার বা সৃষ্টি করিবার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিলে মানবজাতির মৃত্যু অনিবার্য; কিংবা, যাহা আবিষ্কার ও সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না বলিয়াই আজকের বিশ্বসভ্যতা বিলুপ্তির দিকে ক্রমশ অগ্রসরমান। ◻ ক্রীড়া, ক্রীড়া করা, কৌশল-

পূর্ব্বক পদচারণ করা। ✻

খো : ● **খু**-এর সার্ব্বিক আধার যে। ▫ খোয়াও, ত্যাগ করো, হারাও।

খোঁচা : ● **খুঁচ**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দিয়া লোকে খোঁচা দেয় বা খায়। ▫ কুন্ত, কাঁটা, খোঁচবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ আঘাত, সরু কাঠি ... ইত্যাদি।

খোঁচাখুঁচি : ● **খোঁচা** ও **খুঁচি**; অথবা, যাহাতে পরস্পরকে খোঁচায়।

খোঁচান : ● **খোঁচা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ▫ খোঁচা দেওয়া, উত্ত্যক্ত করা, বারবার তাগাদা দেওয়া ...।

খোঁচানো : ● **খোঁচান**-র সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, খোঁচান চলিতে থাকে যাহাতে। ▫ খোঁচা দেওয়া চালানো, উত্ত্যক্ত করিতে থাকা, বারবার তাগাদা দিতে থাকা।

খোঁজ : ● **খুঁজ**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে। ▫ অন্বেষণ, অনুসন্ধান, তালাশ।

খোঁটা : ● **খুঁটা**র সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহার সাহায্যে **খুঁটা** ও **খুঁটি**র কাজ করা হয়ে থাকে। ▫ উদ্দিষ্টকে পূর্ব্বোপকার মনে করানো, উদ্দিষ্টের পূর্ব্বদোষ স্মরণ করানো ... ইত্যাদি, এবং খুঁটা, খুঁটি।

খোঁড়ল : ● **খুঁড়**-কৃতের আধার লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **খুঁড়িয়া** বানানো হইয়াছে। ▫ গর্ত্ত, কোটর।

খোঁড়া : ● **খুঁড়**-করণের সার্ব্বিক আধার যে; কিংবা, যাহার অবয়বাংশ ক্ষুণ্ণ করিয়া (**খুঁড়িয়া**) লওয়া হইয়াছে। ▫ বিদীর্ণ করা, খনন করা ... ইত্যাদি এবং খঞ্জ। ✻

খোঁদল : ● **খোঁ**-এর (ক্ষুণ্ণিতের) দান লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা নিজের খননকৃত অংশ ফেলিয়া দিয়া শূন্যগর্ভ লালন করে। ▫ গর্ত্ত, কোটর, বিবর, **খোঁড়ল**।

খোঁপা : ● **খোঁপ**-এর (শূন্যগর্ভ রহস্যময় **ক্ষুপ**-এর বা প্রত্যাশীর) আধার যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) কেশের রহস্যময় বিন্যাস থাকে যাহাতে। ▫ কবরী, কেশবিন্যাসবিশেষ।

খোঁয়াড় : দ্র. **খোয়াড়**।

খোকা : ● **খোক**-এর (**ক্ষু**-এর সার্ব্বিক আধারের করণ) থাকে যাহাতে; অথবা, (মাতার দুগ্ধ, সম্পদ ইত্যাদি) খাবলাইয়া-খুবলাই খায় যে। ▫ দুগ্ধপোষ্য বা অল্পবয়স্ক বালক, শিশু, শিশুপুত্র ...। ✻

খোক্কস : ● **খোক** করে যে সত্তা; অথবা, যে সার্ব্বিকভাবে খুদিয়া বা কাটিয়া খায়। ▫ পিশাচবিশেষ, রাক্ষসের অনুশব্দ, রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষসের মতো কল্পিত প্রাণী। ✻

খোক্‌লা (খোখলা) : ● **খোক্কস** খাইয়া লওয়ার পর যাহা থাকিয়া যায়। ▫ ফাঁকা, রিক্ত, শূন্য।

খোট্টা : ● **খোট** (**ক্ষ**-করণের নবরূপী টঙ্কার) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, খুট খুট করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া (সমাজের বা কোনো ব্যক্তির সম্পদে) গর্ত্ত করিয়া দেয় যে। ▫ অবজ্ঞা-সূচক নীচজাতিবাচক শব্দ, মাড়ওয়াড়ী, হিন্দিভাষী।

খোয়া : ● **খো**-এর যাওয়া যাহাতে; অথবা, (সত্তার) কোনো না কোনো প্রকারের অংশ ক্ষয় হইয়া চলিয়া যায় বা হারাইয়া যায় যাহাতে। ▫ ক্ষয়, বিনাশ, অপব্যয়, হারান। ✻

খোয়াড় : ● **খোয়ার** (খোয়ানো গবাদির) গড়ান যেখানে বা যাহাতে; অথবা, **খোয়ার** বা হারানোর (হারানো গরুর) গড়ান যেখানে গিয়া ঠেকে। ▫ গৃহপালিত পশু গো-ছাগ

প্রভৃতি আটক করিয়া রাখিবার সরকার স্বীকৃত স্থান, শূকরের ঘর, শূকরশালার ন্যায় অপবিত্র জঘন্য স্থান বা দেশ। ❋

খোল[১]: ● **খুল**[১]-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহা **আকাশ** রূপে থাকে। ▢ শামুকের আবরণ বা খোল, বালিশের খোল ... ইত্যাদি। ❋

খোল[২] : ● **খুল**[২]-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে (শব্দাদি) স্খলিত হয়। ▢ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, নৌকার খোল।

খোলনলচে : ● **খোল** এবং **নলচে** যাহাতে; অর্থাৎ, **খোল** (খাবলে নেওয়ার সার্ব্বিক আধার লালিত যাহাতে) এবং **নলচে** (চয়ন করিয়া আনয়ন করার জন্য নল) আছে যাহার। ❋

খোলস[১]: ● **খোল**[১]-এর বিসর্জ্জনীয় অস্তিত্ব (বিসর্গ) থাকে যাহাতে। ▢ বহিরাবরণ, নির্ম্মোক, সর্পচর্ম্ম ...।

খোলা[১]: ● **খোল**[১]-এর আধার যে। ▢ উন্মুক্ত করা — চোখ খোলা, মুখ খোলা, স্কুল খোলা, দোকান খোলা, মন খোলা, বই খোলা, খোলা মাঠ ... ইত্যাদি। ❋

খোলা[২] : ● **খোল**[২]-এর আধার যে; অথবা, যে আচরণে মূল সত্তা ত্যক্ত হয়; কিংবা, যে আবরণ অন্তঃস্থিত সত্তাকে ত্যাগ করে। ▢ ত্যাগ করণ — খুলে বলা, কাপড় খোলা, চুল খোলা ... ইত্যাদি। ❋

খোলা[৩] : ● **খুল**[৩]-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহার অভ্যন্তরভাগ খুলা[৩] হইয়াছে। ▢ খুলে খাওয়া, গর্ত্ত খোলা, পুকুর খোলা ... ইত্যাদি। ❋

খোলামেলা : ● **খোলা**[১] ও **মেলা** যাহাতে; অথবা, যাহাতে (মনের) আবরণ **খুলিয়া** ধরা হয় এবং নিজেকে **মেলিয়া** ধরা হয়। ▢ উন্মুক্ত ও প্রস্ফুটিত।

খোসা : ● সার্ব্বিক **খস**-করণের আধার যে; অথবা, যাহা খসিয়া পড়ে বা যাহাকে খসাইয়া ভিন্ন করা হয়। ▢ খোলস।

খ্যা : ● **খ** বা করণস্থিতের যায়ী থাকে যাহাতে তাহার আধার; অথবা, যে কথা বা যাহার কথা সমাজ-আকাশে উদ্ভাষিত হয় (ছড়াইয়া যায়); কিংবা, যে অর্থপূর্ণ কথা চীৎকার করিয়া জানানো হয়। ▢ কথন, প্রকাশন। ❋

খ্যাত : ● **খ্যা** তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যে কথা বা যাহার কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ▢ প্রসিদ্ধ, বিজ্ঞাত, বর্ণিত ...। ❋

খ্যাতি : ● **খ্যাত** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, **খ্যা**-তারণের ক্রমান্বয় বৃদ্ধি থাকে যাহাতে। ▢ যশঃ, কীর্ত্তি, সুনাম ... এবং মহর্ষি ভৃগুর স্ত্রী। ❋

খ্যাপক : ● **খ্যাপ** (ভাষিত প্রকাশের পালন) করে যে; অথবা, সত্তা বিষয়ক বক্তব্য বর্ণনা করে যে। / যে খ্যাপন করে। (ব.শ.)। ▢ বাদয়িতা, জ্ঞাপক, প্রকাশক ...।

খ্যাপন : ● **খ্যাপ** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, সত্তা-বিষয়ক বক্তব্যের বর্ণন চলতে থাকে যাহাতে। ▢ প্রকাশন, কথন, সূচন।

গ

গ : ● **গমন** করে যে। ▢ গামী, যায়ী, গত ... উরগ, কামগ, খগ ... ইত্যাদি। ❋

গগন : ● গামীর গমন করা অন (চলমান) যাহাতে (যে স্থানে)। ▢ শূন্য, আকাশ, লগ্ন হইতে দশম রাশি ...।

গগনচর : ● **গগন**-এ চরে যে। ▢ আকাশ-চারী, দেব, নক্ষত্র, পক্ষী ...। ❋

গঙ্গা : ● **গম** (গামীর রহস্যরূপ) গমন করে যাহাতে (যাহার মাধ্যমে); অথবা, ভারত সমাজে কৃত্রিমভাবে হাটসমূহের প্রতিষ্ঠা করিয়া যে প্রবাহেব (পণ্যধারার) প্রচলন করা হইয়াছিল (পুরাণাদিতে যাহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে); কিংবা, (সাদৃশ্যে) ভারতভূমিতে কৃত্রিম দীর্ঘ খাত খনন করিয়া যে জলপ্রবাহের (গঙ্গানদীর) সূচনা করা হইয়াছিল। ◻ পণ্যধারা, হ্লাদিনী প্রভৃতি সপ্তগঙ্গা, গঙ্গাদেবী, (সাদৃশ্যে) গঙ্গানদী। *

গঙ্গাচিল্লী : ● **গঙ্গায়** (হাটে) চিল্লায় যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) গঙ্গানদীর ধারে চিল্লায় যে। ◻ হাটের 'হকার', (সাদৃশ্যে) গাঙচিল (hawk)। *

গঙ্গাজ : ● **গঙ্গা** (পণ্য-বিনিময় ব্যবস্থা বা পণ্যধারা) হইতে জাত। ◻ ভীষ্ম ও কার্তিকেয়। *

গঙ্গাজল : ● **গঙ্গার** (পণ্যধারা হইতে লব্ধ) জল (পণ্য); অথবা, (সাদৃশ্যে) গঙ্গানদী হইতে প্রাপ্ত জল। ◻ শ্বেতধান্যবিশেষ ও তাহার চাউল, শ্বেতপট্টবস্ত্রবিশেষ, শাদা শীতলপাটি, অসির নাম ...। *

গঙ্গাধর : ● **গঙ্গাকে** (প্রথম পণ্যপ্রবাহকে) ধারণ করিয়াছিলেন যিনি; অথবা, যে উদ্ভাবন-গুণসম্পন্ন মানুষেরা প্রথম পণ্যপ্রবাহ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ◻ গঙ্গার ধারক শিব। *

গঙ্গাপ্রাপ্তি (গঙ্গাবাস, গঙ্গাযাত্রা, গঙ্গালাভ) : ● যে ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির **গঙ্গা**প্রাপ্তি (**গঙ্গা**তীরে বাস, **গঙ্গায়** যাত্রা, **গঙ্গাকে** লাভ) হয়; অথবা, কর্ম্মান্তে উদ্বৃত্ত উৎপন্নের পণ্যধারা-প্রাপ্তি, পণ্যধারার তীরে বাস, পণ্যধারার নিকটে যাত্রা, পণ্যধারাকে লাভ করা থাকে যাহাতে। ◻ জীবনান্তে গঙ্গাতীরে মৃতের সৎকার ও গঙ্গায় অস্থিদান, বৃদ্ধের মরণকালে গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্নানার্থ যাত্রা, মুমূর্ষুর প্রাণত্যাগার্থ গঙ্গাতীরে যাত্রা। (ব.শ.)। (**গোময়, গোমূত্র, পাদোদক, কুমারীসাধনা** প্রভৃতির মতো **গঙ্গাপ্রাপ্তি** ... ইত্যাদিরও প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হওয়ায় এগুলি হিন্দুসমাজের পক্ষে বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছে)। *

গঙ্গোপাধ্যায় : ● যিনি **গঙ্গা** (পণ্যধারা) বিষয়ে উপদেশ দান করিতেন; অথবা, যিনি 'মার্কেটিং'-এর উপদেষ্টা রূপে কর্ম্ম করিতেন। (তাঁহাদের উত্তরসূরীরা আজও **গঙ্গোপাধ্যায়** পদবী ব্যবহার করিয়া থাকেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অজান্তেই)।

গচ্চা : ● গামীর চয়ন চয়িত যাহাতে; অথবা, যাহা (যে চয়িত বা তাহার অংশ) অন্যকে দিয়া চয়নকারী আত্মরক্ষা করে। ◻ বৃথা ব্যয়, অকারণ দণ্ড।

গচ্ছিত : ● গামীর সক্রিয় চয়ন ছাদিত হইয়া তারিত যাহাতে। /যাহা গছান হইয়াছে। (ব.শ.)। ◻ ন্যস্ত, রক্ষিত, জমাকৃত।

গজ : ● গামীর জনন করে যে; অথবা, সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কথা নীতি আইন পণ্য ... ইত্যাদির জননে (উৎপাদন ও বণ্টনে) বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে যে। দ্র. **দিগ্‌গজ**। ◻ দক্ষ, বিশেষজ্ঞ, পরামর্শদাতা, আমলা, 'ব্যুরোক্র্যাট', (সাদৃশ্যে) হস্তী। *

গজগজ : ● **গজ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, নির্দ্দেশাত্মক কথা বলার প্রবল চেষ্টা চলে যাহাতে। / অসন্তোষ হেতু অস্ফুটভাবে গর্জ্জন বা ভর্ৎসনা (যাহাতে)। (ব.শ.)। দ্র. **গাজ**।

গজরগজর : ● **গজ**-এর রহনের পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, নির্দ্দেশাত্মক কথা অস্পষ্টভাবে

রহে যাহাতে সেরকম কথার পুনরাবৃত্তি (যাহাতে)।

গজকচ্ছপ : ● **গজ** ও **কচ্ছপ** যুদ্ধরত যাহাতে; অথবা, আদি আমলা ও আদি বেদজ্ঞানীর সংগ্রাম যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) হাতি ও কাছিমে লড়াই যাহাতে! ❒ মহাভারতের গজকচ্ছপের যুদ্ধের ন্যায় তুল্যবল পক্ষদ্বয়ের বিরোধ। (ব.শ.)। ✱

গজানন (গজাস্য) : ● **গজ**-এর ন্যায় আনন বা আস্য যাহার; অথবা, যাহার মুখে হাত (শুঁড়) থাকে; অথবা, যে 'মুখেন মারিতং জগৎ' করিয়া থাকে। ❒ গজবদন, গণেশ। ✱

গঞ্জ : ● গামীর রহস্যরূপ (কথা, পণ্য, মাদক) জনিত যেখানে; অথবা, কথার, পণ্যের ও মাদকতার গেঁজাগেঁজি চলে যেখানে। / যে স্থানে পণ্য আনীত ও রক্ষিত হয়। (ব.শ.)। ❒ হাট, বাজার, বাণিজ্যস্থান। ✱

গঞ্জন : ● **গঞ্জ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, দোষারোপমূলক কথাবার্ত্তা চলে যাহাতে। ❒ নিন্দা করা, দোষ দেওয়া, তিরস্কার করা ...।

গঞ্জনা : ● **গঞ্জন**-এর আধার যে। (গঞ্জনা দেওয়া যায়, করা যায় না)। / যে অবজ্ঞা বা তিরস্কার করে। (ব.শ.)। ❒ নিন্দা, দোষারোপ, তিরস্কার ...। ✱

গঞ্জা : ● **গঞ্জ**-এর আধার যে; অথবা, গাঁজাগাঁজি করা, জমানো, দাম বাড়ানো এবং তাহা লইয়া একপ্রকার মোহে মুগ্ধ হইয়া ঘোরের মধ্যে কাল কাটায় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা গ্রহণ করিলে মানুষ এক-প্রকার ঘোরের মধ্যে কাল কাটায়। ❒ হাটের গৃহ, গুদামঘর, (সাদৃশ্যে) মদিরাগৃহ, শুণ্ডা (tavern), গাঁজা।

গঞ্জিকা : ● **গঞ্জ**-কে সক্রিয় করে যে তাহার আধার। ❒ **গঞ্জা**। ✱

গটগট : ● গামীর গমন-টঙ্কারের পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ পাকা রাস্তায় দ্রুতগমনে জুতার গোড়ালির শব্দ। ✱

গঠন : ● **গঠ** (গামীর টঙ্কারস্থিতি) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, অবয়বসংস্থানের আত্মগৌরব বর্ত্তমান যে অবয়বে; কিংবা, অবয়বের একক সুসংবদ্ধ যাহাতে। (দ্র. **গ্রন্থন**, **গড়ন**)। ❒ নির্ম্মাণ, ঘটন, নির্ম্মাণপ্রণালী ...। ✱

গঠিত : ● **গঠ** (গামীর স্থিতটঙ্কার) সক্রিয়-ভাবে তারিত যাহাতে। ❒ ঘটিত, নির্ম্মিত ...।

গড়১ : ● গামীর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে আবর্ত্তিত হয় বা গড়ায়; কিংবা, যাহাকে আবর্ত্তিত করা হয় বা গড়ানো হয়। ❒ গোল বস্তুমাত্র, জল **গড়ান**, বেলা **গড়ান**, বয়স **গড়ান** ... ইত্যাদি।

গড়২ : ● গামীর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা একই কর্ম্মের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তনের বা গড়ানর মাধ্যমে (কাদার তালের পর তাল, ইটের পর ইট, পাথরের পর পাথর **গ্রন্থন** করিয়া বা গাঁথিয়া) গড়িয়া তোলা হয়। ❒ দুর্গ, কেল্লা, পরিখা-সমেত গড়, দুর্গসদৃশ সুরক্ষিত স্থান ...।

গড়৩: ● গামীর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যেভাবে গড়া হয় বা গড়িয়া তোলা হয়। ❒ আকৃতি, গঠন, নির্ম্মাণকৌশল, অবয়বসংস্থান, আকার।

গড়৪: ● গামীর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, কোনো সত্তা একবার আবর্ত্তিত হইলে বা গড়াইলে যতখানি (স্থান-কাল-পাত্র) অন্তর্ভুক্ত করে। ❒ গড় (average),

প্রত্যেকের মোটামুটি হিসাব, জন পিছু বা এক-একটার হিসাব, গড়-পড়তা।

গড়^{৫} : ● গামীর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, গোড়ায় (পায়ে) মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম যাহাতে। ❐ মস্তকে পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম, নমস্কার, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা।

গড়^{৬} : ● গামীর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যেখানে আবর্ত্তিত হইয়া বা গড়াইয়া পড়ে। ❐ গোল বস্তুমাত্র, পরিখা, ঢেঁকির গর্ত্ত।

গড়ই : ● গড়^{১} সক্রিয় যাহাতে; অথবা, হাত পিছলাইয়া গড়াইয়া পড়ে যে। ❐ একপ্রকার মাছ।

গড়ন : ● গড়^{২} অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, নির্ম্মিত বস্তু যেভাবে গড়িয়া উঠে; কিংবা, যাহাতে অবয়বের একক আবর্ত্তন গুণসম্পন্ন হয়। ❐ আকৃতি, গঠন, নির্ম্মাণ-কৌশল, অঙ্গসৌষ্ঠব।

গড়খাই : ● গড়^{২} বা কেল্লার খাদ যাহাতে। ❐ পরিখা, পরিখা-সমেত গড়।

গড়গড় : ● গামীর গড়ান-উড়ানের পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❐ গড়ঘাস, মেঘের গর্জ্জন, বজ্রের ধ্বনি ...।

গড়গড়া : ● **গড়গড়** শব্দ হয় যাহাতে; অথবা, 'গড়াইয়া যাইব, উড়িয়া যাইব' বলে যে। ❐ বড় হুঁকা।

গড়পড়তা : ● গড়^{৪}-এ এক একজনের ভাগে যাহা পড়ে। ❐ গড়ে প্রাপ্য।

গড়বড় : ● যাহা একই সঙ্গে গড়াইয়া নীচে নামে এবং বড়াই করিয়া উপরে উঠে। ❐ অব্যবস্থা, ক্রমভঙ্গ, অপরিপাটি।

গড়া^{১} : ● গড়^{১}-এর আধার যে; অথবা, "আবর্ত্তিত হ', আবর্ত্তিত হইয়া অগ্রসর হও" - এইরূপ নির্দ্দেশ যাহাতে। ❐ বর্ত্তমান হওয়া, আবর্ত্তিত হওয়ার বা গড়ানোর জন্য নির্দ্দেশ।

গড়া^{২} : ● গড়^{২}-এর আধার যে; অথবা, যাহা একই কর্ম্মের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তন বা গড়ানোর মাধ্যমে নির্ম্মাণ করা হয়। ❐ নির্ম্মিত, কৃত, গঠিত ... প্রস্তুত করা, গড়ে তোলা, গঠন করা, গাঁথা (দেয়াল গাঁথা, ইঁট গাঁথা, পাথর গাঁথা) ...।

গড়াগড়ি : ● **গড়া** (যাহা গড়াইয়াছে) ও **গড়ি** (যাহা গড়াইতেছে); অথবা, বারংবার গড়ানো থাকে যাহাতে। ❐ পুনঃপুনঃ আবর্ত্তন বা গড়ানো, লুটোপুটি।

গড়ান : ● গড়^{১} অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, গড়াইতে থাকা চলিতে থাকে যাহাতে। ❐ ক্রমনিম্ন, ঢালু (জমি)।

গড়ানে : ● **গড়ান** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহার স্বভাবে **গড়ান** বা ঢালু ভাব আছে। ❐ ঢালুভাব।

গড়ানো^{১} : ● **গড়ান**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, আবর্ত্তন বা **গড়^{১}** চলে যাহাতে। ❐ আবর্ত্তিত হওয়া, গড়িয়ে যাওয়া, গড়িয়ে নামা, জল গড়ানো।

গড়ানো^{২} : ● **গড়া^{২}** অন (চলমান) যাহাতে তাহার সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **গড়া^{২}** চালানো হয় যাহাতে। ❐ অপরের দ্বারা গাঁথানো বা নির্ম্মাণ করানো, প্রস্তুত করানো।

গড়িমসি : ● **গড়ি** (গড়^{২} সক্রিয় যাহাতে) এবং **মসি** (সঙ্কুচিতকরণ যাহাতে); অথবা, যাহাতে একদিকে 'গড়িতেছি, গড়িতেছি' ভাব করা হয় এবং অপরদিকে আয়াস সঙ্কুচিত করা হয়। ❐ দীর্ঘসূত্রতা।

গড়িয়া : ● গড়^{১} সক্রিয় হইয়া যায় যে আধারে; অর্থাৎ, যে বা যাহা গড়াইয়া যায়;

কিংবা (কলিকাতা শহর) যে পর্যন্ত গড়াইয়া গিয়াছে। / যে গড়াইতে (শুইতে) ভালবাসে। (ব.শ.)। ❒ করাতে কাটা গাছের গুঁড়ি, অলস, কুঁড়ে, কলিকাতা শহরের প্রত্যন্ত চারটি স্থান : হাট-গড়িয়া (গড়িয়াহাট), খাল-গড়িয়া, বাস-গড়িয়া, স্টেশন-গড়িয়া।

গণ : ● গামীর রহস্যময় বোধ থাকে যাহাতে; অথবা, গামীর একক ও এককসমূহের যোগে সমগ্রের বোধ থাকে যাহাতে; কিংবা, গামীর সংখ্যা বিষয়ে বোধ বা জ্ঞান যাহাতে। / যাহারা মিলিতভাবে এক কার্য্য দ্বারা জীবিকা-র্জ্জন করে। (ব.শ.)। ❒ সমূহ, যূথ, দল, সমবায় ... কায়স্থের উপাধিবিশেষ; সংখ্যা করা, গণনা করা, হিসাব করা ... এবং প্রমথগণ, শিব-পার্বতীর অনুচরসমূহ। ✱

গণতন্ত্র : ● **গণ**-এর যে **তন্ত্র** বা রাষ্ট্রব্যবস্থা **গণ**-এর জন্য **গণ**-এর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে (বলিয়া মনে করা হয়)। ❒ ভারতীয় গণতন্ত্র, ব্রিটিশ গণতন্ত্র ... ইত্যাদি।

গণক : ● **গণ** করে যে; অথবা, **গণনা** করে যে। ❒ সংখ্যাকারক, গণয়িতা, **জ্যোতির্ব্বিদ**, জ্যোতিষিক ...।

গণৎকার : ● **গণ** (গণনা) হইতে আগত যে **কার**; অথবা, (সেকালে) জাগতিক আকাশ ও সামাজিক আকাশ এই দুই সমান্তরাল ক্ষেত্রের **কার**গণের (করিৎকর্ম্মা-গণের) হিসাব করিতেন যাঁহারা; কিংবা, জাগতিক আকাশের নক্ষত্রাদির সমান্তরালে সামাজিক ক্ষমতাধর (নক্ষত্রগণের, 'স্টার প্লেয়ার'দের), সরকারী বা বেসরকারী দাবিদারগণের (গ্রহগণের) এবং সখাগণের (তিথিদের, সমাজসদস্যদের) **গণনা** করা যাহাদের কার্য্য ছিল। ❒ জ্যোতিষিক, দৈবজ্ঞ, গ্রহাচার্য্য, অঙ্কশাস্ত্রবিৎ, আয়ব্যয়ব্যবহারী, অর্থনীতিবিদ। ✱

গণন : ● **গণ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে সংখ্যাকরণ চলে। ❒ সংখ্যাকরণ, সঙ্কলন, গণা।

গণনা : ● **গণন**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **গণন** সাধিত হয়। ❒ সংখ্যাকরণ করা, সঙ্কলন করা, **গণন** করা। ✱

গণদেবতা : ● **গণ**-এর **দেবতা**। ❒ গণভূতা বা সঙ্ঘভূতা দেবতা, আদিত্যাদি দেবতা-গণের সমষ্টিভূত দেবগণবিশেষ। ✱

গণেশ : ● **গণ**-এর **ঈশ** থাকে যাহাতে। ❒ সরকারী কেরানী শ্রেণী, (পৌরাণিক ভাষায়) প্রমথগণের অধিপতি, গণদেবতার পতি, গণপতি। ✱

গণ্ড : ● **গণ**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে (সমাজদেহে গড়িয়া উঠা যে স্থূল বা সম্পদবান স্থানে, **গণ্ডে**); অথবা, **গণ**-উৎপাদন যায় যাহাতে; কিংবা, জনগণের উদ্বৃত্ত উৎপন্নের বিনিময় ব্যবস্থাদি থাকে যাহাতে (যে অগ্রণী গ্রামে); অথবা, আদিতে গৌরবজনক থাকিলেও পরবর্ত্তীকালের **গণ্ড**-ভিত্তিক পণ্যবিনিময় ব্যবস্থার যুগে যে **গণ্ড** নিন্দনীয় হইয়া যায়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মানবদেহে যে **গণ্ড**গুলি গড়িয়া উঠে। ❒ পণ্য-লেনদেন কেন্দ্র, শ্রেষ্ঠ স্থান বা পাত্র; (সাদৃশ্যে) স্থূল, ফোড়া, জড়ুল, গণ্ডযোগ .. ইত্যাদি। ✱

গণ্ডক : ● **গণ্ড** করে যে; অথবা, যৌথ-সমাজের শেষ লগ্নের যে উৎপন্ন বিনিময়-ব্যবস্থা পরবর্ত্তী নতুন পণ্য বিনিময়ব্যবস্থার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। (দ্র. **বুড়িগণ্ডক**)। ❒ খড়্গী, গ্রন্থী, ভূষণ, অবচ্ছেদ, অন্তরায়।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

গণ্ডগোল : ● **গণ্ড**-এর **গোল** (**গো** লালিত) যাহাতে; অথবা, **গণ্ড**-স্থানে (আদি পণ্য বিনিময় কেন্দ্রে) পণ্যাদির লেনদেন লইয়া যে **গোল**মাল হইত। ◘ প্রাচীন **হট্টগোল**, গোলমাল, উদ্‌ঘোষণ, উচ্চ শব্দে প্রচার।

গণ্ডগ্রাম : ● **গণ্ড** রূপে যে **গ্রাম** (উৎপাদন-শীল শক্তিমান জনগোষ্ঠী) গড়িয়া উঠিয়াছিল (যা পরবর্ত্তী যুগে নিন্দনীয় হইয়া যায়)। ◘ (সেকালের) শ্রেষ্ঠ গ্রাম, সমৃদ্ধ ও ভদ্রসমাজ-যুক্ত বৃহৎ গ্রাম। ✱

গণ্ডমূর্খ : ● **গণ্ড** শ্রেষ্ঠ হইতে গিয়া **মূর্খ** হইয়া গিয়াছে যে; অথবা, প্রাচীন হাটের শ্রেষ্ঠ হাটুরে হইতে গিয়া সেকালের যৌথ সমাজের সামাজিক পারিবারিক সম্বন্ধের ন্যায়নীতি হারাইয়া ফেলে যাহারা; কিংবা, (একালের) **হস্তিমূর্খ**-এর ন্যায় বুদ্ধিমান হইতে গিয়া (সেকালে) **বুদ্ধির ঢেঁকি** হইয়া গিয়াছিল যাহারা। ◘ প্রাচীন হস্তিমূর্খ, মহামূর্খ, অতিমূর্খ।

গণ্ডা : ● **গণ্ড**-এর আধার যে; অথবা, চার জন (বা তাহার অধিক) থাকে যাহাতে। ◘ যৌথতার একক, পণ্যবিনিময়ের আদি হিসাব পদ্ধতি, দ্রব্যমাত্রের চারিটি (একে গুণগুণ, দু'য়ে পাঠ, তিনে **গণ্ডগোল**, চারে **হাট**)।

গণ্ডি : ● **গণ্ড** সক্রিয় যাহাতে।

গণ্ডী : ● **গণ্ডি**-র আধার যে; অথবা, **গণ্ড** সক্রিয় থাকে যাহাতে; কিংবা, যে নিয়মের বা এলাকার ভিতরে আদিকালের লেনদেন চলিত। ◘ সীমাসূচক মানসিক বা বাহ্যিক বেষ্টনরেখামাত্র; (সাদৃশ্যে) ভূতাদির বা দুর্বৃত্তের উপদ্রব হইতে রক্ষার্থ মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক অঙ্কিত বৃত্তরেখা। ✱

গণ্ডূষ : ● নবরূপী **গণ্ড**ধারী দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, আদি **গণ্ড**কে পরিচালনা করিত যে কয়জন পাণ্ডা; কিংবা, যাহাদের গ্রাস করিতে শুরু করিলে সকল **গণ্ড** বন্ধ হইয়া যায় (কপিলমুনি যাহা করিয়াছিলেন); অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দ্বারা একগাল জল গৃহীত বা বর্জ্জিত হয়। ◘ (সাদৃশ্যে) মুখমধ্য-ধৃত জলাদি, গণ্ডূষসদৃশ স্বল্প গ্রাস। ✱

গণ্য : ● **গণন** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে গণনা করা হয় বা করা কর্ত্তব্য। ◘ মাননীয়, পূজ্য, (সাদৃশ্যে) গণনার যোগ্য, সংখ্যেয়।

গত : ● গামী তারিত যাহাতে; অথবা, যে চলিয়া গিয়াছে বা অতীত হইয়াছে। ◘ প্রস্থিত, পলায়িত, অতীত ...।

গতপ্রায় : ● যাহা **প্রায়** গত হইয়াছে। ◘ প্রায় অতীত।

গতায়াত : ● যাহা গত ও আয়াত হইয়াছে। ◘ যাতায়াত, গমনাগমন।

গতাসু : ● যাহার **অসু** (প্রাণ) গত হইয়াছে। দ্র. **অসুর**। ◘ গতপ্রাণ, মৃত। ✱

গতি : ● **গত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, গত-হওয়ন চলিতে থাকে যাহাতে। ◘ গত হইতে থাকা, গমনপ্রকার ...। ✱

গতিক : ● **গতি** কৃত যাহাতে। ◘ অবস্থা, দশা, ভাব ...।

গতিবিধি : ● **গতি**র বিধি-বিধান যাহাতে। ◘ উপায়ের বিধান, চলাচলের রকমফের।

গদ : ● গামীর দাতা যাহাতে; অথবা, যে গামী বা শব্দাদি (কথকের) মনোভাব বহন করিয়া লইয়া যায় ও শ্রোতাদের দান করে। ◘ ভাষণ, কথন। ✱

গদগদ : ● **গদ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। / যাহা হর্ষভয়াদি হেতু গদগদযুক্ত। (ব.শ.)। ◘ বিহ্বলতাজনক, স্খলিতভাষী, তোতলা।

গদা : ● **গদ**-এর আধার যে; অথবা, বহুকথা

এবং শক্ত শক্ত কথা থাকে যাহাতে; কিংবা, কথায় মারে যে সকল কঠিন কথার বয়ান। ❐ গদ্য, (সাদৃশ্যে) মুগুর। ✱

গদাধর : ● যিনি **গদার** ধারক; অথবা, যিনি কথায় মারেন। ❐ গদাযুদ্ধে (কথাযুদ্ধে, তর্কে-বিতর্কে) পণ্ডিত, উকিল, আমলা ... ইত্যাদি, গদাপাণি, বিষ্ণু; (সাদৃশ্যে) মুগুরধারী। ✱

গদি : ● গদ-করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, অর্থ ক্ষমতা প্রতিপত্তি **গদ**-কৃত হয় যাহাতে বা যাহা হইতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মোটা বসিবার আসন যাহাতে। ❐ তুলা প্রভৃতি দিয়া ভরা নরম মোটা বিছানা বা আসন, ঘোড়ার পিঠের আসন, রাজাসন, জমিদারের বা ধনবানের আসন, উচ্চ পদ, মোহান্তের আসন, মূলধনীর বা ব্যবসায়ীর বসার স্থান।

গদ্য : ● **গদ** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কোনো কিছুর বিবরণ দেওয়া যায়।

গদ্যকার : ● **গদ্য** রচনা করেন যিনি।

গন : ● গামী অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে তেজের (শব্দের, তাপের, সম্পদের, গন্ধের, খবরের ...) গমন চলে। ❐ রাস্তা, জলপথ, নদীপথে অনুকূল স্রোত ...। ✱

গনগন : ● **গন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❐ অগ্নির অতিদীপ্তভাব, গজঘণ্টার গম্ভীরধ্বনি, দগদগে ভাব ...। ✱

গন্তব্য : ● **গন**-এর তারণ বাহিত হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, গমন কর্ত্তব্য যেখানে। ❐ গমনীয়, যাতব্য, প্রাপ্তব্য ...।

গন্ধ : ● **গন** ধারণ করে যে; অথবা, দেহীর (বিচ্ছুরিত গমনশীল অদৃশ্য) **কণা**কে ধারণ করিয়া লইয়া চলে যে; কিংবা, সর্ব্ব প্রকারের পণ্যদ্রব্য বা **গন্ধ**দ্রব্য (পরবর্ত্তীকালে শুধুমাত্র ভূষিমাল বা grocery) থাকিত যাহাতে। (দ্র. **গন্ধ তন্মাত্রাত্মক সংঘাত**)। ❐ পণ্যের খবর, সৌরভ; (সাদৃশ্যে) ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ। ✱

গন্ধক : ● **গন্ধ** করে যে। ❐ গন্ধযুক্ত পীত উপধাতুবিশেষ, শোভাঞ্জন, সজনাগাছ।

গন্ধকালী (গন্ধবতী) : ● যে কালশক্তি (জনগোষ্ঠী) গন্ধময়ী হইয়াছিল বা সর্ব্বাগ্রে ব্যক্তিমালিকানার বোধ অর্জ্জন করিয়াছিল; অথবা, যে প্রকৃতিশক্তি গন্ধবৎ বা গন্ধযুক্তা হইয়াছিল; কিংবা, আদিম যৌথসমাজ যাহাকে (যে জনগোষ্ঠীকে) 'গন্ধকালী' বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল; কিন্তু অগ্রণী (?) সমাজপথিক ব্রাহ্মণেরা (**পরাশর**) যাঁহাদের 'গন্ধবতী' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। ❐ 'আমার' বোধযুক্ত আদি জনগোষ্ঠী, গন্ধমাদনে সরোবরস্থিতা অপ্সরা বিশেষ, ব্যাসদেবের জননী সত্যবতী; (সাদৃশ্যে) বনমল্লিকা। ✱

গন্ধমাদন : ● যাহা **গন্ধে** মাদয়িত (মত্ত) করে; অথবা, যে পর্ব্বত (সামাজিক সংস্থা) তার উৎপন্নের সৌরভে উপভোক্তাদের মদমত্ত করে। ❐ গন্ধ দ্বারা মাদয়িতা, সুগন্ধি বন যুক্ত পর্ব্বতবিশেষ। ✱

গন্ধর্ব্ব : ● **গন্ধকে** (পণ্যকে) সমাজের পরিধি পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যায় যে; অথবা, যেকালে লোকে পণ্য, ক্রয়, বিক্রয় ... ইত্যাদি কিছুই জানিত না, বুঝিত না, সেকালে গানের সুরের সাহায্যে পণ্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলিত যাহারা। / গান ধর্ম্ম ইহার। (ব.শ.)। ❐ আদি পণ্যজীবী, আদি দোকানদার, ফেরিওয়ালা, গায়কমাত্র, খেচর, ঘোটক, স্বর্গগায়ক দেবযোনিবিশেষ। দ্র. **গন্ধাজীব**। ✱

গন্ধর্ব্বনগর : ● **গন্ধর্ব্ব**-এর নগর। ❐ আদি পণ্যজীবীদের নগর।

গন্ধর্ব্ববিদ্যা : ● **গন্ধর্ব্ব**গণের (আদি পণ্যজীবীগণের) অর্জ্জিত যে বিদ্যা। ⊓ সঙ্গীতশাস্ত্র।

গন্ধর্ব্ববিবাহ : ● **গন্ধর্ব্ব**গণের (স্বাতন্ত্র্যবাদী-পণ্যজীবীগণের) রীতি অনুসারে বিবাহ বা চুক্তি যাহাতে। দ্র. **কামসূত্র**।

গন্ধর্ব্বরাজ : ● **গন্ধর্ব্ব**গণের (পণ্যজীবীদের) রাজা যে। ⊓ **চিত্ররথ,** কুবের-সখা। *

গন্ধর্ব্বলোক : ● **গন্ধর্ব্ব**গণের যে **লোক**; অথবা, পণ্য-গোপনকারী দুনিয়ার (লোকের বা সামাজিক 'স্ফিয়ার'-এর) উপরে এবং দক্ষজ্ঞানীদের দুনিয়ার নীচে অবস্থিত যে দুনিয়া। ⊓ গুহ্যকলোকের উপরে ও বিদ্যাধর-লোকের নীচে অবস্থিত একটি স্থান। *

গন্ধাজীব : ● আদিতে **গন্ধ**দ্রব্য (পণ্যাদি) বিক্রয় করা যাহার জীবিকা ছিল; অথবা, পরবর্ত্তীকালে শুধুমাত্র ভূষিমাল (grocery) বিক্রেতাকেই কেবল যে শব্দে চিহ্নিত করা হয়। / গন্ধ আজীব যাহার। (ব.শ.)। ❒ গন্ধবণিক, ভূষিমাল দোকানদার।

গন্ধেশ্বরী : ● / **গন্ধ**দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (ব.শ.)। ⊓ গন্ধবণিকের উপাস্য দেবতা।

গন্ধোপজীবী : ● / গন্ধবিক্রয় উপজীবিকা যাহার। (ব.শ.)। ⊓ গন্ধদ্রব্য-বিক্রয়োপজীবী।

গন্ধবণিক (গন্ধবেণে) : ● **গন্ধ**দ্রব্যের বণিক (আদিতে প্রায় সর্ব্বপ্রকারের পণ্যদ্রব্যই গন্ধদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল)। *

গপ : ● গামীর (খাদ্যের) পালন-পান থাকে যাহাতে। ⊓ অতিক্ষুধায় আগ্রহের সহিত দ্রুত গলাধঃকরণের শব্দ।

গপগপ : ● **গপ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, ক্রমাগত গিলিতে থাকা যাহাতে। ⊓ ক্রমাগত 'গপ' শব্দ।

গবাক্ষ : ● যে পথে **অক্ষি** (দৃষ্টি) যায়। ⊓ বাতায়ন, জানালা। *

গবুচন্দ্র : দ্র. **হবুচন্দ্র**।

গবেষণা : ● **গো** (গতিশীল বিষয় ও বস্তু) সম্পর্কে **এষণা** (জ্ঞানের দিশাগ্রস্ত আহরণ) যাহাতে। ❒ অনুসরণ, অনুসন্ধান, তর্কাদি দ্বারা যথাবোধিত ধর্ম্মাদির অন্বেষণ ...। *

গভীর : ● গামীর ভরণ-ভক্ষণের সক্রিয় আধার রহে যাহাতে (যেখানে); অথবা, গামীর ভরণ-ভক্ষণ (জল, বায়ু, চিন্তা, সংবাদ, শব্দ, পণ্য ... প্রভৃতির) কোনো প্রবাহের নিম্নে বা নিম্নচাপ এলাকায় যায় যাহাতে (যেখানে)। / যে স্থানে জল যায়। (ব.শ.)। ❒ নিম্ন, গর্ত্তযুক্ত, অতলস্পর্শ ...। *

গম : ● গামী সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহাতে গামী একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায় (অনন্ত গমন করে না); কিংবা, যাহা যাঁতা-কলে চলিয়া যায় বা বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করা হয় (হইত)। ⊓ গামী, গন্তা, উপভোগ, রবিশস্যবিশেষ। (পার**ঙ্গম**, বিহ**ঙ্গম**)। *

গমগম : ● **গম**-এর (যাওয়ার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, মহাশব্দে **গম**নকারীর শব্দ যাহাতে। ❒ গোলার গম্ভীর ধ্বনি। *

গমক : ● **গম** করে যে; অথবা, যে (শব্দ) থমকাইয়া থমকাইয়া যায়।। ❒ গময়িতা, বাদ্য-বিশেষ, তবলার ঈষৎ কম্পিত ধ্বনি। *

গমন : ● **গম** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **গম**করণ বা চলা (যাওয়া) চলে যাহাতে। ⊓ গতি, চলন, যাওয়া, পাদক্ষেপ ...। *

গয় : ● গামীর যাওয়া যাহাতে; অথবা, গামীগণ (**পুণ্যার্থী, পণ্যার্থী** ...) যায় যাহাতে (যাহার দ্বারা)। ❒ রাজর্ষিবিশেষ, বানর-বিশেষ, অসুরবিশেষ। *

গয়া : ● **গয়**-এর আধার যে; অথবা, জ্ঞান

পুণ্য পণ্য ধন ইত্যাদি সম্পদ যায় যে স্থানে। ❒ বিহারের অন্তর্গত নগরীবিশেষ ও তীর্থ-বিশেষ, গয়রাজর্ষিপুরী। ✱

গর : ● গামীর রক্ষণ-ভক্ষণ যাহাতে; অথবা, গামী রাক্ষস (রক্ষণ করিব বলিয়া যে ভক্ষণ করে) যাহাতে; অথবা, গ্রাসেচ্ছা (থাকে) যাহাতে; কিংবা, যাহা গ্রাসকারীর পক্ষে শুভ এবং গ্রাসিতের পক্ষে বিপজ্জনক। ❒ বিষঘ্ন ঔষধ, পঞ্চম করণ, রোগ, পীড়া।

গরগর : ● গর-এর (গ্রাসেচ্ছার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, গ্রাসেচ্ছার বারংবার প্রকাশ যাহাতে। ❒ কোপব্যাকুলতা প্রকাশ করা, কোপজ্বলিত বা ক্রোধান্ধ হওয়া ...। ✱

গরদ : ● গর (...গ্রাসকরণ) দান করে যে; অথবা, যে বস্ত্র সমগ্র দেহ ঢাকিয়া ফেলে বা গ্রাস করে (যদিও তাহাকে মুঠির ভিতরেই রাখা যায়)। ❒ রেশমী কাপড়।

গরম : ● গর (গ্রাসেচ্ছা) সীমায়িত যাহাতে। ❒ তপ্ত, কুপিত, উগ্র ...।

গরিব : ● গব-এর (গ্রাসেচ্ছার) ইব (... ন্যায়) যে; অথবা, খাইবার ইচ্ছাকে বা গ্রাসেচ্ছাকে সক্রিয়ভাবে বহন করে যে। ❒ দরিদ্র, কাঙাল, বেচারা। ✱

গরিমা : ● গ্রাসেচ্ছা সক্রিয় হইয়া সীমায়িত যাহাতে; অথবা, গর-এর ইম (সীমায়িত সক্রিয়তা) থাকে যাহাতে; কিংবা, লঘিমার ঠিক বিপরীত ক্রিয়া থাকে যাহাতে। ❒ গুরুভাব, শ্রেষ্ঠত্ব, অষ্টসিদ্ধির একতম ...।

গরিষ্ঠ : ● গ্রাসেচ্ছার সক্রিয় ও দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণের টঙ্কার স্থিত যাহাতে। ❒ অতিশয় গুরু, গুরুতম, অতিপূজ্য ...।

গরীয়ান : ● গ্রাসেচ্ছার সক্রিয় আধারের যাওয়া অন (চলমান) যাহাতে। ❒ গুরুতর, পূজ্যতর, প্রশস্যতর ...। ✱

গরুড় : ● যে গর (গ্রাসেচ্ছা) উড়ে; অথবা, বাদীপক্ষ আসামীপক্ষ দুই পক্ষের উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তিপুঁজির ধারক আইন-বাজ সমাজ আকাশে উড়িয়া বেড়ায়; কিংবা, (আনুমানিক ১০০ হইতে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালের) যে পুঁজিবাহকেরা প্রাচীন পুঁজি-বাহীদের (সর্প বা নাগদিগকে) গ্রাস করিত। / যে গুরু ভার লইয়া উড়িয়াছিল। (ব.শ.)। ❒ কশ্যপ ও বিনতার পুত্র সর্পশত্রু পক্ষিরাজ; (সাদৃশ্যে) হাড়গিলা। ✱

গর্গ : ● গর-এর (গ্রাসেচ্ছার) গমন যাহাতে; অথবা, যে গর (গ্রাসেচ্ছা) গমন করে। ❒ আঙ্গিরস মুনিবিশেষ। ✱

গর্গর : ● গর্গ রহে যাহাতে; অথবা, যে উৎপাদন-ব্যবস্থা গর্গ-ঋষিগণ চালাইতেন। ❒ (সাদৃশ্যে) গাগরা-টেংরা মাছ, বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, দধিমন্থনভাণ্ড।

গর্গরী : ● গর্গর-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে স্থান-কাল-পাত্র গর্গর-এর আধার রূপে সক্রিয় থাকিত। ❒ (সাদৃশ্যে) গাগরী, পিতলের একপ্রকার কলসী।

গর্জ্জ : ● গর-এর (গ্রাসেচ্ছার) জনন জনিত যাহাতে। ❒ মহাধ্বনি, হস্তিধ্বনি ... ভীষণ শব্দ করা, ক্রোধে চীৎকার করা ...। ✱

গর্জ্জক : ● গর্জ্জন করে যে। ❒ গর্জ্জনকারী হস্তী, শাল বা গজাল মাছ।

গর্জ্জন : ● গর্জ্জ (গ্রাসেচ্ছা) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ ভীষণ শব্দ, সিংহনাদ, বীরের গর্জ্জন, হুঙ্কার।

গর্ত্ত : ● গর-এর (গ্রাসেচ্ছার) তারণ তারিত যাহাতে। ❒ বিল, বিবর, ত্রিগর্ত্তদেশ ...। ✱

গর্দ্দভ : ● গর-এর (গ্রাসেচ্ছার) দান দিয়া

ভরণ-ভক্ষণ করে যে; অথবা, গ্রাসেচ্ছার চীৎকারে চারদিক ভরিয়া দিয়া ভক্ষণ করে যে; কিম্বা, যে ভয়ানক চেঁচায় (ল্যাকড়ায়)। ▫ হিতাহিতজ্ঞানহীন, (সাদৃশ্যে) রাসভ, গাধা।

গর্ব্ব : ● গর (গ্রাসেচ্ছা) বহনের বাহক যে। ▫ অহঙ্কার, দর্প, শ্লাঘা ...।

গর্ব্বিত : ● **গর্ব্ব** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ▫ জাতগর্ব্ব, দৃপ্ত, আত্মশ্লাঘী ...।

গর্ব্বী : ● **গর্ব্ব**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ গর্ব্বযুক্ত, গর্ব্বিত, দর্পী।

গর্ভ : ● **গর**-এর (গ্রাসেচ্ছার) ভরণ যাহাতে; অথবা, গ্রাসেচ্ছাকে ভরণ করে যে। ▫ গর্ভাশয়, উদর, কুক্ষি ...। ✱

গর্হিত : ● গামীর রক্ষণ সক্রিয়ভাবে স্থির হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **গর**কে (গামীর রক্ষণকে) হিত মনে করে; অথবা, যাহা একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি বা মৌলবাদকে হিতকর মনে করে। ▫ নিন্দিত, কুৎসিত, অবজ্ঞাত। ✱

গল : ● গামীর লালন-লয়ন যাহাতে; অথবা, যাহা আপনাতে আপনি গলিয়া যায় বা আত্মমধ্যে বিগলিত হয়; অথবা, যাহা অন্যমধ্যে বা গলপথ দিয়া গলিয়া যায়। ▫ কণ্ঠ, দ্রবীভাব। ✱

গলগল : ● **গল**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা বিগলিত হইয়া বাহিরায়। ▫ ছিদ্রপথে নিঃসরণ, অনর্গল ঝরা। ✱

গলন : ● **গল** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা আত্মমধ্যে গলিতেছে বা বিগলিত হইতেছে; কিংবা, যাহা অন্যমধ্যে কোনো গলপথ দিয়া গলিতেছে বা গমন করিতেছে। ▫ ক্ষরণ, দ্রবীভবন, ছিদ্রপথে চলন। ✱

গলা[১] : ● **গল**-এর আধার যে; অথবা, যে পথে গামীর লয়ন হয়। ▫ গলপথ, কণ্ঠ।

গলা[২] : ● **গল**-এর আধার যে; অথবা, গলপথে বা ছিদ্রপথে অন্যমধ্যে গমন করা (যাহাতে)। ▫ অতিক্রান্ত হওয়া, ক্ষরিত হওয়া।

গলা[৩] : ● **গল**-এর আধার যে; অথবা, গামীর আত্মমধ্যে লয়ন বা বিগলন (যাহাতে)। ▫ দ্রব্যের ঘনত্ব নষ্ট হওয়া, সিদ্ধ হওয়া, দ্রব হওয়া।

গলাগলি : ● **গলায় গলায়** বা কণ্ঠে কণ্ঠে জড়াজড়ি যাহাতে। ▫ পরস্পরের গলায় গলায় ধারণ, ঘনিষ্ঠতা। ✱

গলানো[১] : ● (অন্যমধ্যে) প্রবেশ করানো বা গলিয়ে দেওয়া হয় যাহাতে। ▫ ছিদ্র বা সংকীর্ণ পথ দিয়া নিঃসারিত করা বা বাহির করা।

গলানো[২] : ● (আত্মমধ্যে) গলন করানো হয় বা বিগলিত করা হয় যাহাতে। ▫ অতিশয় সিদ্ধ করা বা পক্ব করা।

গলাপোল : ● যে **পোল**-এর ভিতর দিয়া গলিয়া অন্যপারে যাওয়া যায়। ▫ সুড়ঙ্গপথ, 'আন্ডারপাস'।

গল্প : ● গামীর লালন-লয়ন পালিত যাহাতে; অথবা, কথকের **গলায়** যে কথা বা উপকথা পালিত হয়। ▫ উপাখ্যান, উপকথা, গপ্পো। ✱

গহন : ● গামীর হওয়া অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সংসারবনের যে দুর্জ্ঞেয় স্থানে অতি মূল্যবান পণ্যসম্পদ **বানি** (মজুরী) দিয়া প্রস্তুত করানো হয়। ▫ দুষ্প্রবেশ, দুর্গম, দুর্জ্ঞেয় ...। ✱

গহনা : ● **গহন**-এর আধার যে; অথবা, যাহা **গহন** অরণ্যে (সংসারবনের দুর্জ্ঞেয়

স্থানে) ভাড়ার লোক দিয়া বা মজুরী দিয়া গোপনে বানানো হইয়াছে। ❒ স্ত্রী অলঙ্কার, গয়না।

গহনার (গয়নার) নৌকা : ● যে নৌকায় ভাড়া (বানি বা মজুরী) দিয়া যাতায়াত ও মালপত্র বহন করা যায়।

গহ্বর : ● গহ্-কে (গামীর হওয়ন বাহককে) বরণ করে যে; অথবা, যেখানে লুক্কায়িত ভাবে কিছু বানানো বা উৎপাদন করা হয়। ❒ গূঢ়স্থান, ছদ্ম, প্রহেলিকা, দুষ্প্রবেশ ...।

গা : ● গমনের আধার যে; অথবা, প্রাণের, সুরযুক্ত স্বরের, স্ত্রীমনের, মিষ্ট স্বরের ... আধার যে। (দ্র. **সপ্তসুর**)। ❒ গাত্র; দেহ; স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর **গান্ধার** (সা রে গা); গান করো, গাও ..., গা-করা, গা-লাগানো, গা-জ্বালা করা (**মন জ্বালা করা**) ...। ❋

-গা : ● গমনের আধার যে; অথবা, যে গমন করিতেছে; কিংবা, 'হে গমনকারী' বলিয়া ডাকা বা সম্বোধন করা হয় যাহাকে। ❒ কিগা, হ্যাঁগা, কইগা, শুনছ-গা।

গাওয়ন : ● **গাবন** যাহাতে; অথবা, **গা** বাহক অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, **গাওয়া** চলে যাহাতে। (স্মর্তব্য : ধাবন > ধাওয়া; তদ্রূপ, গাবন > গাওয়া)। ❒ ধ্বনির সাহায্যে প্রকাশন। ❋

গাওয়া : ● **গা** (গমনকারী) নবরূপে উত্তীর্ণরূপ লইয়া যায় যাহাতে; অথবা, **গাওয়ন** চলে যাহাতে। ❒ গান করা, মিষ্টি সুরে রব করা ... ইত্যাদি। ❋

গাঁ : ● গমনকারীগণের রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ জনসমূহ থাকে যাহাতে (যে স্থানে)। ❒ গ্রাম, পাড়াগাঁ।

গাঁই : ● **গাঁ** (... সম্বন্ধিত জনগোষ্ঠী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, বিশেষভাবে গমনকারীগণ সক্রিয় হন বা চলেন যাহাতে (যে সমিতিবদ্ধ রূপে)। দ্র. **বণিকগ্রাম**। ❒ সভা, সমিতি।

গাঁইট : ● **গাঁই** (... সঙঘবদ্ধ চলা) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, সংহত রূপের টঙ্কার যাহাতে (যে স্থান বা পাত্র হইতে)। ❒ গাঁট।

গাঁজা : ● গামীর রহস্যরূপ (মাদকতা) জাত যে আধারে; অথবা, একই বিষয়াদি লইয়া উত্তরোত্তর কথা চলে যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা গাঁজাইয়া বা পচিয়া ফেনা ফেনা হয়। ❒ (সাদৃশ্যে) সিদ্ধিজাতীয় গাছের শুষ্ক মঞ্জরী।

গাঁজান : ● **গাঁজা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, মানসিক বা বাহ্যিক পচন চলে যাহাতে। ❒ গেঁজান; (সাদৃশ্যে) পচানো, ফেনা ফেনা হওয়া।

গাঁট : ● **গাঁ** (... সংহতি) টঙ্কারিত যাহা হইতে (যে অদৃশ্য বা দৃশ্য অবয়ব হইতে) দ্র. **গাঁইট**। ❒ জনসঙ্ঘ, জনগোষ্ঠী; (সাদৃশ্যে) অবয়বের সন্ধিস্থল, জোড়ের মুখ, গ্রন্থি, গিরো ...। ❋

গাঁটকাটা : ● **গাঁট** (...সংহত স্থান) কাটিয়া লয় যে; অথবা, অন্যের গ্রন্থি (গিরো-বাঁধা টাকা, গাঁট, ট্যাক, একালে পকেট) ছেদন করিয়া তাহার টাকা চুরি করে যে। ❒ উচক্কা, পকেটমার।

গাঁটছড়া : ● যে **গাঁট** (...সংহতি, গ্রন্থি, গিঁট) হইতে (অস্তিত্ব) তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ছড়ায়; অথবা, যে গাঁটে গাঁটে বন্ধনে মানবের বংশ ক্রমশ ছড়াইয়া পড়ে। ❒ বরকন্যার বস্ত্র সংযোগপূর্ব্বক বন্ধন। ❋

গাঁথন : ● **গাঁথ** (গাঁ থাকে যাহাতে তাহা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **গাঁথ**করণ

বা সংহতিসাধন চলে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে অবয়বের একক পাশাপাশি আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে। ▫ গ্রন্থন, রচনা, বিন্যাস ...।

গাঁথনাকল : ● **গাঁথন**-এর আধার যে কল; অথবা, **গাঁথ**করণ করা হয় যে কলে। ▫ গ্রন্থনকল, stapler। *

গাঁথনি : ● **গাঁথন** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **গাঁথন**কর্ম্ম যাহাতে। ▫ গ্রন্থন বা গ্রন্থনের সৌকর্য। *

গাঁথা : ● **গাঁথ**-এর (...সংহতিসাধনের) আধার যে। ▫ সজ্জিত করিয়া সূত্রবদ্ধ করা, গ্রন্থন করা, রচনা করা, ইঁট গাঁথা ...।

গাঙ্গুলী : ● **গাঙ**-এ (গাঙে বা গঙ্গায় বা পণ্যধারায়) গমন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া (পণ্যবিনিময়-জ্ঞানে পরিণত হইয়া) লালিত হয় যে সক্রিয় আধারে। ▫ **গঙ্গোপাধ্যায়**।

গাছ : ● **গা** (গাত্র) আচ্ছাদিত যাহার; অথবা, গমনকারী আচ্ছাদিত থাকে যাহাতে। ▫ সমাজবৃক্ষমাত্র, পরিবারব্যবস্থা, গোষ্ঠীব্যবস্থা, সংস্থা; (সাদৃশ্যে) উদ্ভিদ, বৃক্ষমাত্র ...। *

গাছা : ● **গাছ**-এর আধার যে; অথবা, **গাছ**করণ (আচ্ছাদন বা একত্রীকরণ) থাকে যাহাতে। ▫ পর**গাছা**, এক**গাছা** (দড়ি)।

গাজ : ● **গজ** (**গজগজ**) হইতে জাত; (কিংবা, **গর্জ্জ** হইতে জাত); অর্থাৎ, হাঁকডাক হুঙ্কারাদি জনিত যাহাতে। ▫ গর্জ্জন করা, ভীষণ শব্দ করা, হুঙ্কারসহ যুদ্ধ করা ...। *

গাজন : ● **গাজ** অন (চলমান) যাহাতে। ▫ চড়কপর্ব্বে শিবের উৎসব; (সাদৃশ্যে) হুঙ্কার-করণ, সিংহনাদকরণ, ধর্ম্মরাজের উৎসব। *

গাজী : ● **গাজ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **গাজন** করিয়া সফল হইয়াছে। ▫ বিজেতা মুসলমান বীরপুরুষ, যোদ্ধা, বীরপুরুষ। *

গাড় : ● **গা**-এর (গমনকারীর) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, **গড়**[১] হইতে জাত; কিংবা, মাটির তলায় গড়ানো বা ঢুকানো হয় যাহাতে; অথবা, যে পর্যন্ত **গড়ান** আছে বা থাকে। ▫ পোঁতা, মাটিতে প্রবেশ করানো, বেলপাহাড়ি সংলগ্ন 'গাড়পাহাড়'।

গাড়া : ● **গাড়**-এর আধার যে; অথবা, **গাড়**করণ (মাটিতে পোঁতা) চলে যাহাতে; কিংবা, যাহাকে মাটিতে পোঁতা হইয়াছে। ▫ ঢুকানো, নিখাতপূর্ব্বক পোঁতা ... মাটির তলায় নিহিত, প্রবিষ্ট।

গাড়ি : ● **গাড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা গড়াইয়া বা আবর্ত্তিত হইয়া চলে।

গাড়ী : ● **গাড়ি**র আধার যে। ▫ গরুগাড়ী, ঘোড়াগাড়ী, মোটরগাড়ী ...।

গাড়োয়ান : ● **গাড়ী** বান যে; অথবা, **গাড়ী** আছে যাহার; কিংবা, **গাড়ী** চালায় যে। ▫ শকটচালক, কোচোয়ান।

গাঢ় : ● **গা**-এর (গমনকারীর) গড়ান-উড়ান স্থিত যাহাতে। ▫ অতরল, ঘন, দৃঢ় ...।

গাণ্ডীব : ● (**গণ্ড** > গাণ্ড > গাণ্ডি > গাণ্ডী > গাণ্ডীব)। **গাণ্ড**-এর (**গণ্ড**জাতর) সক্রিয় আধারকে বহন করে যে; অথবা, পাইকারি-হারে বিপুল পরিমাণে পণ্যবিনিময় করে যে (**ধনু** বা নীতি)। ▫ ধনুমাত্র, অর্জ্জুনের ধনুক। (দ্র. **খাণ্ডবদাহন**)। *

গাত্র : ● **গা**কে (গমনকারীকে) গমনসমস্যা হইতে ত্রাণ করে যে (দেহ-কাঠামো)। ▫ দেহ, শরীর। দ্র. **গা**। *

গাত্রদাহ : ● **গাত্র**-এর দহন চলে যাহাতে; অথবা, যাহাতে মন দগ্ধ হয় এবং সে দহন-তাপে দেহেও জ্বালা করিতে শুরু করে

(এইজন্য জ্বলে মানুষের মন, বলা হয়, পুড়ে যাচ্ছে তার গা)। ❐ গা জ্বলা।

গাথা : ● **গা** (গমনকারী) থাকে যে আধারে; অথবা, **গান** থাকে যাহাতে। / যাহা গীত হয়। (ব.শ.)। ❐ গানমাত্র, আর্য্যাশ্লোক, প্রাকৃতভাষা, পালাগান।

গাধ : ● যাহা গা-কে (গমনকারীকে) ধারণ করে; অথবা, যাহার তল স্পর্শ করা যায়। / যেখানে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি আছে। (ব.শ.)। ❐ অগভীর, সুখোত্তরণীয়, স্থিতিশীল। ❋

গাধা : ● **গাধ**-এর আধার যে; অথবা, যাহা অগভীর আধার মাত্র; কিংবা, যে একটু কিছু হইলেই চেঁচায়। ❐ হিতাহিতজ্ঞানহীন, মূর্খ; (সাদৃশ্যে) গর্দ্দভ।

গাধি : ● **গাধ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যিনি স্বল্প জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ লইয়া চলিতেন। ❐ চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ, বিশ্বামিত্রের পিতা। ❋

গান : ● **গা** (গমনকারী) অন (চলমান) যাহাতে (যে সুরেলা শব্দোচ্চারণের মাধ্যমে); অথবা, যাহা দ্বারা বিশেষ ধরনের সুরযুক্ত স্বর বা আওয়াজ চারিত হয় বা যায়। / যাহা গীত হয়। (ব.শ.)। ❐ গীতি, গাওয়া, মধুর ধ্বনি ...। ❋

গান্ধার : ● **গান** ধারণকারী রহে যাহাতে; অথবা, **গন্ধ**জাত-সত্তার আধার রহে যাহাতে; কিংবা, যে প্রাচীন দেশ বা জাতি **পণ্যাদি** বিক্রয়ের জন্য খ্যাত হইয়াছিল। দ্র. **গন্ধর্ব্ব**। ❐ দেশবিশেষ (প্রাচীন নাম 'কান্ধার', বর্ত্তমানে 'কান্দাহার', গান্ধারবাসী, স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর (ইহা ছাগরব তুল্য। ইহা গন্ধ, অর্থাৎ নাক ও কান চালিত করিয়া নির্গত হয়, তজ্জন্য 'গান্ধার' নামে খ্যাত।)। (ব.শ.)। ❋

গান্ধারী : ● **গান্ধার**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী **গান্ধার**-নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। ❐ ধৃতরাষ্ট্রের ভার্য্যা ও দুর্যোধনের জননী। ❋

গান্ধী : ● **গন্ধবণিক**-এর বংশে জাত। ❋

গায়ন : ● **গা**-এর (গমনকারীর) যাওয়া অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, গান গাওয়া চলিতে থাকে যাহাতে। ❐ গীতশিল্পী, গানবৃত্তিজীবী, মধুর কূজন ...। ❋

গার্গী : ● **গর্গ**-জাতর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **গর্গ**জাত সত্তার প্রকৃতিশক্তি যে। ❐ গর্গের গোত্রাপত্য স্ত্রী, পৌত্রী প্রভৃতি। ❋

গার্হপত্য : (দ্র. আহ্নীয় ও দক্ষিণাগ্নি)। যে আগুন (টাকা) সংসার চালানোর জন্য **গৃহপতি**কে ব্যয় করিতে হয়।

গাল১ : ● **গল** হইতে জাত; অথবা, **গলা**কে ঘিরিয়া থাকে যে। ❐ গণ্ডদেশ, মুখের দুই পাশ।

গাল২ : ● **গল** হইতে জাত; অথবা **গলা** (গলনপথ) দিয়া যাহা বাহিরায়; কিংবা, যৌথসমাজের ছিদ্রপথে যে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রয়ের জন্য বাহির হইয়া যায়। ❐ নিন্দনীয় আদি পণ্য; (সাদৃশ্যে) শাপ, কটুবাক্য।

গালব : ● **গাল২** বহন করে যে; অথবা, যৌথসমাজের ছিদ্রপথে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিত যে জনগোষ্ঠী। ❐ মুনিবিশেষ; (সাদৃশ্যে) শ্বেতলোধ্র, কেন্দুকবৃক্ষ। ❋

গালা১ : ● **গাল২**-এর আধার যে; অথবা, যাহাকে **গলানো২** হয়। ❐ লাক্ষা।

গালা২ : ● **গাল২**-এর আধার যে; অথবা, যে **গাল২** দেওয়া হইয়াছে। ❐ উক্ত নিন্দাবাক্য।

গালাগালি : ● গালা২ ও গালি; অথবা, যে

গাল দেওয়া (কটুবাক্য বলা) হইয়া গিয়াছে এবং যে **গাল** দেওয়া চলিতেছে।

গালি : ● **গাল**[২] সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে **গাল**[২] দেওয়া চলিতেছে। ▫ শাপ দেওয়া, কটুবাক্য বলা।

গি : ● গামী সক্রিয় যাহাতে।

গিঁট : ● **গিঁ**-র (সক্রিয় গামীর রহস্যরূপ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে সংহতি টঙ্কারিত হয়। দ্র. **গাঁইট**। ▫ গিরা, গ্রন্থি, সন্ধিস্থল ...। *

গিজগিজ : ● **গিজ**-এর (সক্রিয় গামী জননের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, গামীগণ গিয়া জমা হয় যাহাতে। ▫ বহু লোকের সমাবেশ বা জনতার ভাব।

গিন্নী : ● সক্রিয় গামী নাকৃত হইয়া অনকৃত থাকে যে আধারে; অথবা, যিনি পরিবারের সদস্যদের স্থির করিয়া খাদ্যাদি ও শয্যাদি দান করিয়া পরবর্ত্তী কর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া দেন। ▫ গৃহকর্ত্রী, গৃহিণী, স্ত্রী।

গিরি : ● সক্রিয় গামী সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে; অথবা, নিগীরণ (ভক্ষণ) করে যে এবং যাহা হইতে উদগীরণ (ক্ষরণ) হয়। / ▫ বৃহৎ পরিবার-ব্যবস্থা, রক্তসম্পর্কের গোষ্ঠীব্যবস্থা, গৌরীপিতা হিমালয়; (সাদৃশ্যে) তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, পরিব্রাজকের পদবী। *

গিরিকা : ● **গিরি**-করণের আধার যে; অথবা, যাহাদের লইয়া পর্ব্বতোপম **শুক্তিমতি**- ধারাজাত পরিবার ব্যবস্থাটি গড়িয়া উঠিয়া-ছিল। ▫ রাজা উপরিচর বসুর স্ত্রী। *

গিরিজ : ● **গিরি** হইতে জাত যে। ▫ (সাদৃশ্যে) মউয়া গাছ, শিলাজতু, লৌহ। *

গিরিজা : ● **গিরি** হইতে জাতা যে। ▫ পার্ব্বতী (শিক্ষিতশ্রেণী), গঙ্গা (পণ্যধারা), উপভোগ্য পণ্য-উৎপাদক ক্ষুদ্র শিল্পী-পরিবার; (সাদৃশ্যে) গিরিকদলী, মল্লিকা লতা। *

গিরিব্রজ : ● **গিরি**সমূহের কারণে যে স্থানে সকলে **ব্রজন** করে বা যায়; অথবা, বড় বড় (মধ্যযুগীয়) শিল্পসংস্থাসমূহ সক্রিয় যে স্থানে। / যে স্থানে গিরির সমূহ। (ব.শ.)। ▫ মগধ-স্থিত জরাসন্ধপুর, রাজগৃহ (রাজগীর)। *

গিরিরাজ : ● **গিরি**সমূহের রাজা যিনি। ▫ বৃহৎ পরিবারসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, (সাদৃশ্যে) পর্ব্বতগণের রাজা বা হিমালয়। *

গিরিসার : ● **গিরি**র সার যাহাতে। ▫ লৌহ, রঙ্গ, টিন, 'পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ', মলয়। *

গিল : ● গি (সক্রিয় গমনকারীর) লয়ন যাহাতে। ▫ গলাধঃকরণ।

গী : ● **গি**-এর (...গমনকারীর) আধার যে।

গীঃ : ● সক্রিয় গামীর নির্য্যাস বিসর্জ্জন যাহাতে। ▫ বাক্য, বচন, পক্ষিরব, স্তুতি ...।

গীত : ● গী (গামীর সক্রিয় আধার) তারিত যাহাতে; অথবা, সুরস্বরের গমন যে একটানা আওয়াজের মাধ্যমে নিঃসারিত হয় বা হইয়াছে। ▫ উচ্চারিত, কথিত, শব্দিত ...।

গীতি : ● **গীত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **গান** গীত হইয়া থাকে। ▫ গান, গুঞ্জন, মধুর অস্ফুটধ্বনি ...। *

গীর : ● গামীর সক্রিয় আধার রহে যাহাতে; অথবা, উদগীরিত হয় যে। ▫ বাক্য, কথা, পাখীর বুলি।

গীর্ণ : ● **গীর**-এর টঙ্কারিত বোধ যাহাতে; অথবা, যাহা উদগীরিত হইয়াছে। ▫ ভক্ষিত, গিলিত, বর্ণিত।

গীর্ব্বাণ : ● যে বাণ উদগীরিত হইয়াছে। / গীঃ (বাক্য) বাণ যাঁহার। (ব.শ.)। ▫ বাক্য

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▫ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যাঁহার বাণতুল্য কার্য্যসাধক, দেবতা, সুর।

গু : ● গ (গামী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা আত্মকেন্দ্রে সংহত বা এককে (ক্ষুদ্রতর খণ্ডে) রূপান্তরিত হইয়া (ছাগলের নাদি রূপে বা অর্থপূর্ণ শব্দ ও মলদ-স্বরূপ পণ্য রূপে) নিঃসারিত বা নির্গত হয়; কিংবা, যাহা (যে অর্থপূর্ণ শব্দ) হইতে মানবমনের এবং যাহা (যে নাদি) হইতে মানবদেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। ▫ নির্গত বা উৎপাদিত জ্ঞানমূলক শব্দ ও ধনমূলক পণ্যাদি; (সাদৃশ্যে) মল, বিষ্ঠা ...। *

গুঁজ : ● গু-কে রহস্যময়ভাবে জনন করা হয় যাহাতে; অথবা, ফাঁক দেখিয়া-বুঝিয়া গু জনন করা হয় যাহাতে; অথবা, সমাজের অন্তরালে বা ফাঁকে ফাঁকে জনন করা হয় যাহাকে। ▫ ফাঁকে ঢুকানো, গুপ্ত বা লুক্কায়িত করা, গোঁজের মতো প্রবেশ করানো ...। *

গুঁজি : ● **গুঁজ** সক্রিয় যাহাতে। ▫ ছোট গোঁজ, খোঁপায় গোঁজার কাঠি ...।

গুঁড় : ● গু-এর (... ক্ষুদ্রতর খণ্ডের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো সত্তাকে কাটিয়া ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া তাহার ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বা এককে পরিণত করা হয় যাহাতে। ▫ চূর্ণ, গুণ্ড।

গুঁড়া : ● **গুঁড়**-এর আধার যে; অথবা, **গুঁড়**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা **গুঁড়**কৃত বা চূর্ণিত হইয়া আছে। ▫ **গুণ্ড** করা, চূর্ণ করা, গুণ্ডিত, চূর্ণিত।

গুঁড়ি : ● **গুঁড়া** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা **গুঁড়**কৃত হইয়া তদ্বস্তুর ক্ষুদ্রতর খণ্ডে পরিণত হইয়াছে। ▫ **গুঁড়ি** বৃষ্টি, কাঠের **গুঁড়ি**।

গুঁতা : ● গু-এর রহস্যরূপ তারিত যে আধারে। ▫ মাথা বা শিঙ দিয়া আঘাত, মোটা লাঠির আগা দ্বারা খুঁচানো ...।

গুঁতান : ● **গুঁতা** অন (চলমান) যাহাতে। ▫ শিঙ দিয়া আঘাত করা ...।

গুচ্ছ : ● গু-র (নির্গতের) চয়ন আচ্ছাদিত যাহাতে। ▫ কুসুমাদির স্তবক, থোকা, গোছা।

গুচ্ছা : ● **গুচ্ছ**-এর আধার যে; অথবা, গুচ্ছ করা হইয়াছে যাহাতে।

গুছা : ● গু (...ক্ষুদ্রতর খণ্ডসমূহ) চয়নপূর্ব্বক স্থিত করা বা রাখা হয় যাহাতে। ▫ গোটানো, একত্রিত করা ...।

গুছান : ● **গুছা** অন (চলমান) যাহাতে। ▫ একত্রিতকরণ, গোছান, গোছাগুছি করণ ...।

গুজ : ● গু (...নিঃসারিত অর্থময় শব্দ) জনিত (নির্গত) যাহাতে। ▫ গুহ্যভাষণ, মৃদুস্বরে কথোপকথন, অপ্রিয় বিষয়ে চাপা সুরে কথা বলার শব্দ।

গুজগুজ : ● **গুজ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।

গুজব : ● **গুজ** (...গুহ্যভাষণ) বাহিত হয় যাহাতে; অথবা, মালিকানা (কেশ) থাকে না বলিয়া যে প্রচারের প্রচারককে ধরা যায় না। ▫ মুখে মুখে প্রচারিত কথা, জনরব, (কেশহীন) ঘটোৎকচ। *

গুঞ্জন : ● **গুঞ্জ** (গু-এর রহস্যরূপ জনিত-হওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে (কুঞ্জজাত) গু-এর (কারুপণ্যের) লেনদেন বিষয়ে কথাবার্ত্তা জনিত হইতে থাকে; কিংবা, পণ্যজীবী-দোকানদারগণ যে পণ্যের লেনদেন বিষয়ে কিচিরমিচির কথাবার্ত্তা বলিতে থাকে; অথবা, (সাদৃশ্যে) পক্ষীগণ যে কিচিরমিচির করিয়া থাকে। ▫ হাটুরেদের দামাদামি, (সাদৃশ্যে) কূজন, অব্যক্ত শব্দকরণ, চলমান কিচিরমিচির। *

গুঞ্জরণ : ● **গুঞ্জ**-এর রহন অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❒ চর্চ্চা, কলধ্বনি, কুঁচগাছ।

গুট : ● গু টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, গামী সংহত হইয়া টঙ্কারিত যাহাতে; কিংবা, আত্মকেন্দ্রে **গুটাইয়া গোটা** হয় যে। ❒ একট, দট ... এরূপ।

গুটলি : ● **গুট** সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে। ❒ আমের আঁটি।

গুটান : ● **গুট** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **গুট**করণ চলে যাহাতে। (দ্র. **গোট**, **গোটান**)। ❒ গোটাকরণ, সম্পূর্ণকরণ, এক-এ পরিণত করা।

গুটি : ● **গুট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে আপনাকে সংহত করিতেছে বা গুটাইয়াছে বা গুটাইতেছে। ❒ ক্ষুদ্র দৃঢ় পিণ্ড, গুলি, পাশাখেলার গুটি ...।

গুটিক : ● **গুটি** কৃত যাহাতে। ❒ কয়েকটি, গুটিকয়েক ('কোটিতে গুটিক')।

গুটিকা : ● **গুটিক**-এর আধার যে। ❒ ছোট গুটি, গুটিসম বসন্তগুটিকা, গুলি ...।

গুটিগুটি : ● **গুটি**-র পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ একটি-একটি, পর্য্যায়ক্রমে, একটু-একটু করিয়া।

গুটিসুটি : ● **গুটি** ও **সুটি** (স্বাভাবিকের টঙ্কার সক্রিয় যাহাতে); অথবা, যে **গুটাইয়া** এক এবং আত্মকেন্দ্রে সংহত হইয়া স্বাভাবিক হইয়া থাকে। / শরীর গুটাইয়া বা সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থিত (যে)। (ব.শ.)।

গুড় : ● **গু**-এর (...উৎপাদিতের) আবর্ত্তন বা গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, পাটালির মতো গোল গোল গোটা গোটা শব্দের (জ্ঞানোৎপন্নের) বা পণ্যের (ধনোৎপন্নের) উড়ান থাকে যাহাতে; কিংবা, লেনদেন করিবার সুবিধার জন্য জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ পণ্যসম্পদ প্রভৃতিকে গোটা গোটা খণ্ড খণ্ড বা গোলকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলা হয় যাহাতে। ❒ খণ্ডজ্ঞান, শিক্ষাক্রম, মুদ্রা, টাকা, গোটা পণ্য, গোল পদার্থ, গ্রাস-কবল, আকের গুড়, গুড়ের পাটালি, পদবী ...। ✱

গুড়ক : ● **গুড়** করে যে। ❒ গোলক, গুড়পক্ক ঔষধবিশেষ।

গুড়গুড় : ● **গুড়**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, গোল গোল গোটা গোটা শব্দের ধারা প্রবাহিত যাহাতে। ❒ (সাদৃশ্যে) মেঘের মৃদুগম্ভীর শব্দ, দুন্দুভি প্রভৃতির শব্দ।

গুড়গুড়ি : ● **গুড়গুড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা **গুড়গুড়** করিয়া বা ছোট ছোট গোলকের ন্যায় চলিতে থাকে; কিংবা, ছোট ছোট পদক্ষেপে চলে যে। ❒ (সাদৃশ্যে) শিশুর দ্রুতগমনের শব্দ, হুঁকার বুদবুদের শব্দ।

গুড়াকা : ● **গুড়**-এর (... গোলকে রূপান্তর-করণের) আধার প্রস্তুত করে যাহারা; অথবা, বিক্রয়ের বা লেনদেনের সুবিধার জন্য জ্ঞান-সম্পদ, ধনসম্পদ, পণ্যসম্পদকে ছোট ছোট গোলকে (শিক্ষাক্রমে, মুদ্রায়, পাটালিতে, থলিতে, 'প্যাকেটে') পরিণত করিয়া বহন করে যাহারা। ❒ বিদ্যাধরী, দোকানদার।

গুড়াকেশ : ● **গুড়াকা**-র (বিদ্যাধরীগণের বা পণ্যধারীগণের) ঈশ বা গতিশক্তিদাতা যে। ❒ **অর্জ্জুন**।

গুড়িয়া : ● **গুড়** সক্রিয়ভাবে যায় যে আধারে (বা আধারের মাধ্যমে); অথবা, যাঁহারা হাটে হাটে পণ্যবহন করিয়া লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেন বা করেন। / যিনি গুড়ের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। (ব.শ.)। ❒ পদবীবিশেষ।

গুণ : ● **গু**-এর (...অর্থপূর্ণ শব্দের) রহস্যময়

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

বোধ যাহাতে; অথবা, গু-এর (বা আত্ম-স্বরূপে কেন্দ্রীভূত গামীর) **স্বভাব** বা মূলসূত্র থাকে যাহাতে। / যাহার দ্বারা বন্ধন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ বস্তুধর্ম্ম, বন্ধনসূত্র, সত্ত্বাদি গুণ; গুণ করা, গুণান্বিত করা ('... খুন করেছে গুণ করেছে ও বাঁশি'), গুণ টানা ...। ✱

গুণনিধি : ● **গুণ**সমূহ নিহিত হইয়া সক্রিয়ভাবে ধারিত যাহাতে; অথবা, গুণসমূহকে ধারণ করিয়া সক্রিয় থাকেন যিনি। ❒ 'কানু হেন **গুণনিধি** কারে দিয়া যাব'। ✱

গুণ্ঠন : ● **গুণ**-এর ঠ (টঙ্কারকে থামাইয়া রাখা) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ বেষ্টন, আচ্ছাদন, লেপন।

গুণ্ঠিত : ● যাহাকে **গুণ্ঠন** দেওয়া বা পরানো হইয়াছে। ❒ বেষ্টিত, আবৃত, আচ্ছাদিত।

গুণ্ড : ● **গুণ**-এর ডয়ন বা গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে চূর্ণীকরণে চূর্ণিতের মধ্যে তাহার **গুণ** থাকিয়া যায়। ❒ চূর্ণীকরণ, নিষ্পেষণ।

গুণ্ডা : ● **গুণ্ড**-এর আধার যে; অথবা, যে (মারিয়া) **গুঁড়া** করে বা চূর্ণ করে। ❒ চূর্ণ, গুঁড়া, মারকুটে।

গুণ্ডিত : ● **গুণ্ড** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **গুণ্ড** করা বা গুঁড়া করা হইয়াছে। ❒ চূর্ণীকৃত।

গুপ্ত : ● **গু**-এর পালন তারিত যাহাতে; অথবা, (যৌথসমাজ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ জ্ঞানোৎপন্ন বা ধনোৎপন্ন) **গু**-কে (সংহত বিষয় বা বস্তুকে) পালনপূর্ব্বক তারিত করে যে বা তারিত যে (লুক্কায়িত) স্থানে। ❒ রক্ষিত, পালিত, অপ্রকাশিত ... বৈশ্যের পদবী। ✱

গুরু : ● **গু**-এর (...অর্থপূর্ণ শব্দসমূহের বা খণ্ডজ্ঞানসমূহের) রহন নবরূপে উত্তীর্ণ (অখণ্ডে বা অতিখণ্ডে পরিণত হইয়া রহে) যাহাতে; অথবা, অখণ্ড জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া জীবনপথের পথপ্রদর্শন করিতে পারিতেন বা পারেন যাঁহারা (যে বিলুপ্তপ্রায় জ্ঞানব্রতীগণ); কিংবা, অতি-খণ্ডজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া যে **শিক্ষক**গণ একালের বিদ্যাকেন্দ্রের বিক্রয়মঞ্চে ('সেল্স্ কাউন্টারে') দাঁড়াইয়া 'বিদ্যার বেচারাম' বা 'সেল্স্ম্যান' রূপে **চাকুরি** করিয়া থাকেন। / যিনি গর্ভাধানাদি সংস্কার করেন ও অন্ন দ্বারা প্রতিপালন করেন। (ব.শ.)। ❒ পথপ্রদর্শক, অখণ্ডজ্ঞানী, বিলুপ্তপ্রায় জ্ঞানব্রতী, মহান, ভারবান, পূজ্য; অতিখণ্ডজ্ঞানী, বিদ্যা-বেচারাম ...। ✱

গুল[১] : ● **গু** (... গোলক) লালিত যাহাতে; অথবা, আত্মকেন্দ্রে বিপ্রসারিত সংহত বস্তুমাত্র; কিংবা, কয়লাগুঁড়ো ও কাদা মিশাইয়া যে সকল ছোট ছোট গোল বস্তু দেয়ালে শুকাইতে দেওয়া হয়; কিংবা, মিথ্যা শব্দ দিয়া যে গোল গোল কথা বানাইয়া বলা হয়।

গুল[২] : ● **গু** (... গোলক) **লয়প্রাপ্ত হয়** যাহাতে; অথবা, সত্তা যাহাতে প্রসারিত হইয়া মিলিয়া-মিশিয়া বা গুলিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। ❒ (সাদৃশ্যে) জলাদি দ্রব্যে ঘূর্ণিত করিয়া মিশ্রিত করা।

গুলতি : ● **গুল**[১]-এর তারণকে সক্রিয় করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা **গুলি**[১] (কাদা শুকাইয়া বানানো **গুলিকা**) ছোঁড়া হয়। ❒ হেঁতালচুটকি, বাটুল।

গুলা[১]: ● **গুল**[১]-এর আধার যে; অথবা, সংহত বস্তুমাত্র থাকে যাহাতে। ❒ কতগুলা, অনেক **গুলা** ..., সমূহার্থক।

গুলা[২] : ● **গুল**[২]-এর আধার যে; অথবা, মিলানো-মিশানো হয় যাহাতে। ❐ মিশ্রিতকরণ।

গুলি: ● **গুল**[১]-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, ছোট ছোট **গুল**[১] কৃত যাহাতে। ❐ কত**গুলি**, অনেক**গুলি** .. সমূহার্থক, গুলিকা।

গুলিকা : ● **গুলি** কৃত যাহাতে। ❐ ছোট গুলি, বটিকা, বড়ি।

গুলো[১]: ● **গুল**[১]-এর সার্ব্বিক আধার যে। ❐ কত**গুলো**, অনেক**গুলো** ... সমূহার্থক।

গুল্ম : ● **গু**-এর (...পণ্যসম্পদের) লালন সীমায়িত যাহাতে; অথবা, (মনু মতে) যে গোষ্ঠীবদ্ধ কারুজ উৎপাদকেরা মুখ্যসৃষ্টি রূপে জাত হইয়াছিল; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে বহুপত্র ঝিণ্টিকাদি গুচ্ছরূপে জাত হয়। ❐ কারুজ পণ্য উৎপাদক দল, সেনাদল, (সাদৃশ্যে) প্রকাণ্ডহীন বহুপত্র ঝিণ্টিকাদি, একমূল সংঘাতজাত ইক্ষুশরাদি, ঝোপগাছ।

গুহ : ● **গু**-এর (আত্মকেন্দ্রে সংহত বিষয় বা বস্তুর) হওয়ন যাহাতে; অথবা, গোপনে পণ্য উৎপাদিত হয় যেখানে কিংবা যিনি তাহা করেন। / দেবসেনাকে রক্ষা করেন যিনি। (ব.শ.)। ❐ অশ্ব, রামচন্দ্রের মিত্র নিষাদরাজ গুহক; পদবীবিশেষ। ✱

গুহক : ● **গুহ** করেন যিনি; অথবা, শাসকের চোখের আড়ালে পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় করেন যিনি। ❐ গুহক চণ্ডাল, নিষাদরাজ গুহক।

গুহা : ● **গুহ**-এর আধার যে; অথবা, পণ্যজীবীরা যে সকল স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিংবা, রাষ্ট্রব্যবস্থার আনাচে-কানাচে যে সকল স্থান গড়িয়া উঠিয়াছিল। ❐ সংবরণ-স্থান, দেবখাতবিল, পর্ব্বতাদির গহ্বর।

গুহ্য : ● **গুহ** থাকে যাহাতে। ❐ আচ্ছাদ্য, গোপনীয়, গুহার্হ ...। ✱

গুহ্যক : ● **গুহ্য** করে যে। ❐ কুবেরানুচর দেবযোনিবিশেষ, মণিভদ্রাদি যক্ষ।

গূ : ● নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর (বা **গু**-এর) আধার যে। ❐ বিষ্ঠা।

গূঢ় : ● যে গূ-এর (**গু**-ধারীর) গড়ান-উড়ান গভীর স্থানে স্থিতআছে। ❐ গুপ্ত, আচ্ছাদিত, প্রচ্ছন্ন।

গৃ : ● গামীর পুনরাবৃত্তি বা আবর্ত্তিত হইতে হইতে চলা যাহাতে; অথবা, আপন আবর্ত্তনের ভিতরে গ্রহণ করা যাহাতে।

গৃধ্নু : ● **গৃধ**-করণপূর্ব্বক (আপন আবর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত করণ করিয়া ধারণ পূর্ব্বক) নাকরণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, অন্যকে গ্রহণ বা গ্রাস করিবার অভিলাষ করে যে। ❐ অভিলাষুক, লোলুপ।

গৃধ্র : ● **গৃধ** (... গ্রাসেচ্ছার ধারণ) রহে যাহাতে; অথবা, যে অন্যের মালিকানা (মাংস) গ্রাস করিবার ইচ্ছা রাখে। ❐ **লুব্ধ**, মাংসগৃধ্নু, (সাদৃশ্যে) পক্ষিমাত্র।

গৃহ : ● গৃ (গামীর আবর্ত্তন) হয় যাহাতে বা যেখানে; অথবা, শস্যাদি পুনরাবৃত্ত করিয়া বা উৎপাদন করিয়া আনা বাহ্যসম্পদ রক্ষিত হয় যেখানে; কিংবা, গ্রহণ করিয়া আনা বস্তু রাখা হয় যেখানে। / ধান্যাদি গ্রহণ করে যে; অথবা, যাহার দ্বারা নির্দ্দেশ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ বাড়ী, বাড়ীর অন্তর্ভুক্তকরণ, গ্রহণ, প্রাসাদ, মন্দির ...। ✱

গৃহবৃক্ষ : ● **গৃহ**রূপী **বৃক্ষ** যে; অথবা, এক একটি পরিবার যে পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালায়। ❐ আদি উৎপাদনসংস্থা, আদি কুটীরশিল্প সংস্থা।

গৃহস্থ : ● **গৃহ**তে স্থিত থাকেন যিনি। ❐

গৃহী, গৃহস্বামী, গেরস্থ। *

গৃহীত : ● **গৃহ**-এর (... গ্রহণের) সক্রিয় আধার তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে গৃহ-এর **অন্তর্ভুক্ত** করা হইয়াছে। ❒ স্বীকৃত, লব্ধ, প্রাপ্ত।

গে : ● দিশাগ্রস্ত গামী যাহাতে।

গেঁজান : ● দিশাগ্রস্তভাবে একমুখী **গাঁজান** যাহাতে; অথবা, কথায় কথা জুড়িয়া জুড়িয়া, পণ্যমূল্যে মূল্য জুড়িয়া জুড়িয়া, যে বৃদ্ধি ঘটানো হয়; কিংবা, ভাবরস অর্থরস মূল্যরস চিনিরস ইত্যাদি গাঁজান চলে যাহাতে। ❒ আড্ডা দেওয়া, বার বার পণ্যের হাতবদল করা। *

গেল : ● দিশাগ্রস্ত গামীর লয়ন যাহাতে; অথবা, '**গিলে** নাও' বলা হয় যাহাতে; কিংবা, যে গমন করিয়াছে।

গেলা : ● **গেল**-র আধার যে; অথবা, দিশাগ্রস্তভাবে **গল**পথ পারকরণ করা হয় যাহাতে। ❒ গলাধঃকরণ করা।

গেলানো : ● **গেলা** অনকৃত (চলমান) যে সার্ব্বিক আধারে; অথবা, কাউকে কোনো কিছু গলাধঃকরণ করানো হয় যাহাতে। ❒ গিলিয়ে দেওয়া।

গো : ● যে যায়; অথবা, যাহাতে জগতের সত্তামাত্রই কোনো না কোনো প্রকারে গতিশীল বলিয়া **গো**-শব্দে চিহ্নিত হইয়া থাকে; কিংবা, যে সকল অর্জ্জিত বা উৎপাদিত জ্ঞান ও পণ্য চলিয়া যায়। / যে যায়; অথবা, যাহা দ্বারা স্বর্গে যায়। (ব.শ.)। ❒ চলমান সত্তামাত্র, জ্ঞান, পণ্য, (সাদৃশ্যে) গরু। *

-গো : ● **গো** বা 'হে গামী' বলিয়া সম্বোধন করা হয় যাহাতে। ❒ হ্যাঁগো, ওগো, কীগো।

গোঁ : ● **গো**-এর (একদিকে গমনের) রহস্যময় আচরণ যাহাতে। ❒ নির্ব্বন্ধাতিশয়, একরোখা ভাব, জিদ।

গোঁজ : ● **গুঁজ**-এর সার্ব্বিক আধার যে। ❒ গোঁজার মতো পীড়াজনক বিষয়, নির্ব্বাচনে গুঁজে দেওয়া প্রার্থী; (সাদৃশ্যে) বাঁশের খোঁটা।

গোঁজা : ● **গোঁজ**-এর আধার যে; অথবা, **গোঁজ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, ফাঁক বুঝিয়া প্রবেশ করানো হয় যাহাতে। ❒ প্রবেশ করানো, ঢুকানো, গুঁজে দেওয়া ...।

গোঁয়ার : ● **গোঁ**-ধরিয়া যাওয়া রহে যাহাতে; অথবা, যে সত্তা একরোখাভাবে বিশেষ দিশায় চলিতে থাকে। ❒ একরোখা, একঝোঁকা, বিবেকহীন, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য।

গোঁয়ার-গোবিন্দ : ● **গোঁয়ার** যে **গোবিন্দ**; অথবা, যে **গোবিন্দ** (...তত্ত্বজ্ঞানী) তাঁহার সিদ্ধান্তে ও সক্রিয়তায় অবিচল থাকেন। ❒ কট্টর, মৌলবাদী।

গোঁসাই : ● যিনি রহস্যরূপী গো-এর সারমর্মকে সক্রিয় করেন। দ্র. **গোস্বামী**। ❒ নিরঞ্জন, প্রভু, বৈষ্ণবের দীক্ষাগুরু ...।

গোকুলমণি : ● গো **কুলের মণি** যে; অথবা, যাহা **কিছু চলমান সেই গো**-এর যে **কুল** তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি; কিংবা, **গোকুলের মণি** স্বরূপ যে। ❒ শ্রীকৃষ্ণ। *

গোছা : ● **গুছার** সার্ব্বিক আধার যে। ❒ একত্রিত, গুচ্ছকৃত ...।

গোছান : ● **গোছা** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ মিলিত বা একত্রিত করা, পরিপাটিপূর্ব্বক রাখা, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা ...। *

গোট : ● **গো** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা উপসংহৃত হইয়া (মূলে বা কেন্দ্রে সংহত হইয়া, জড়ো হইয়া, বা মাদুরের মতো গোটান হইয়া) একটি এককে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং আত্মস্বরূপের ঘোষণা করিতেছে। ❒ গোটা, সম্পূর্ণ, একটা। *

গোটা : **গো** (...গতিশীল সত্তা) **টা** (টঙ্কারিত) যে আধারে; অথবা, যে খণ্ডের ভিতরে অখণ্ড সত্তাটির স্বভাব বা মূল গুণ টঙ্কারিত হইয়া থাকে; কিংবা, যে খণ্ডের ভিতরে একপ্রকার অখণ্ডভাব টঙ্কারিত হয়; অথবা, যে খণ্ড হইয়া একপ্রকার পূর্ণতার অধিকারী হইয়া থাকে। ❐ সম্পূর্ণ একটা, একগোটা, **গোটা** তিন ...। ✱

গোটাগুটি : ● যাহা **গোটান** হইয়াছে এবং যাহার **গুটান** চলিতেছে।

গোটান : ● **গোটা**করণ অন (চলমান) যাহাতে। ❐ এক-এ পরিণত করা, কেন্দ্রে সংহত করা, বিপ্রসারিত করা। ✱

গোতম : ● **গো** (গতিশীলগণ) মধ্যে যিনি (যে **মহর্ষি**) সর্ব্বাধিক তমোগুণসম্পন্ন। / গো-ধ্বস্ত তমঃ যাঁহার। (ব.শ.)। ❐ ব্রহ্মার পুত্র অহল্যার পতি শতানন্দের পিতা ঋষিবিশেষ। ✱

গোত্র : ● **গো**-কে (গামীগণকে) ত্রাণ করে যে; অথবা, যূথভুক্ত সদস্যদিগকে ত্রাণ করে যে; কিংবা, মানবযূথ-মাত্রকে ত্রাণ করে যে ব্যবস্থা (পরিবারব্যবস্থা, গোষ্ঠীব্যবস্থা, সম্প্রদায়-ব্যবস্থা, জাতি-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ... ইত্যাদি)। / পৃথিবীকে রক্ষা করে যে; অথবা, যে পূর্ব-পুরুষের নাম শব্দিত করে; কিংবা, স্বর্গে বা পৃথিবীতে যে ত্রাণ করে; অথবা, গোরক্ষা করে যে; কিংবা, রৌদ্র হইতে ত্রাণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ সামাজিক সংস্থা মাত্র, সঙঘ, সমূহ, **পর্ব্বত** (যৌথব্যবস্থা), বংশ, কুল, বংশপরম্পরা, গোত্রব্যবস্থা, (সাদৃশ্যে) গোষ্ঠ, গোশালা ...। ✱

গোত্রকার : ● **গোত্র** করিয়াছেন যিনি; অথবা, যিনি একটি যৌথ সামাজিক ব্যবস্থার (বৃহৎ পরিবার-ব্যবস্থার) বা **গোত্র**-এর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ❐ বংশপ্রবর্ত্তক, গোত্রপ্রবর্ত্তক।

গোত্রভিৎ : ● গোত্রকে (যৌথব্যবস্থাকে বা **পর্ব্বত**কে) ভেদ করিয়াছিল যে; অথবা, **গোত্র**-এর বা যৌথব্যবস্থার একটি পক্ষকে (দক্ষিণ হস্তরূপে যাহারা কাজ করিত তাহাদিগকে) **গোত্র** হইতে ভিন্ন করিয়াছিল যে। / পর্ব্বতের পক্ষ ছেদন করে যে। (ব.শ.)। ❐ **ইন্দ্র**। ✱

গোত্রা : ● **গোত্র**-এর আধার যে, অথবা, **গোত্র**সমূহ (যূথ-ব্যবস্থাগুলি) থাকে যে আধারে; অথবা, যে রাষ্ট্রব্যবস্থার (**পৃথিবী**র) অধীনে বিভিন্ন **গোত্র** থাকে। ❐ পৃথিবী।

গোদ : ● **গো** দান / দমন করে যে; অথবা, বহুপণ্য একসঙ্গে দান করা হয় যাহাতে; কিংবা, যেখানে বহুপণ্য মজুত হইয়া গিয়াছে বা জমিয়া গিয়াছে। ❐ গোদাতা, স্ত্রীগবীপ্রদ; (সাদৃশ্যে) পায়ে রসজমা রোগবিশেষ, শ্লীপদ (elephantiasis)। ✱

গোদা : ● **গোদ**-এর আধার যে। ❐ পাইকার, মজুতদার, প্রধান, দলপতি, (সাদৃশ্যে) গোদরোগী, শ্লীপদী। (গোদা-ইলিশ, গোদা-চিল, গোদা-পা, পালের গোদা।)

গোদাবরী : ● **গোদা** বরণীয় রূপে **সক্রিয়** থাকে যাহাতে; অথবা, পাইকারি পণ্যপ্রবাহ চলে যাহাতে। / জল দান করে যে। (ব.শ.)। ❐ পাইকারি পণ্যপ্রবাহ (wholesale marketing), (সাদৃশ্যে) দাক্ষিণাত্যের পবিত্র নদীবিশেষ। ✱

গোধূম : ● **গো** (...যায়) যে ধূম; অথবা, ধোঁয়ার মতো যে গুঁড়ো (গমের আটা-ময়দা) রপ্তানি হয়। ❐ গম।

গোধূলি : ● **গো** (...গামীগণ) **ধূলি** রূপে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ✤ দ্র. ভূমিকা-২।

বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা, নানাপ্রকারের গামীগণ **ধূলি** **(পদধূলি, ধূলিকদম্ব ... ইত্যাদি)** রূপে বিচ্ছুরিত যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) গোখুরোত্থিত ভূমিকণা বা ধূলি যাহাতে।

গোধূলি-লগ্ন : ● যে **লগ্ন**তে **গোধূলি** বিচ্ছুরিত হয়; অথবা, সম্বৎসরের উৎপাদন বিচ্ছুরিত হয় যে কালে; কিংবা, দিবসের উৎপাদন বা সংগ্রহ বিচ্ছুরিত হয় যে কালে; অথবা, যে লগ্নের তুলনায় শ্রেষ্ঠ লগ্ন আর হয না; কিংবা, (সাদৃশ্যে) গোখুরোত্থিত ভূমিকণা বিচ্ছুরিত হয় যে কারে। ❒ পৌষমাস, কর্ম্মশেষের সংগ্রহবেলা, (সাদৃশ্যে) গোরুদের গোয়ালে ফিরিবার বেলা।

গোপ : ● **গো**-কে (যাহা যায়, সমাজনিষিদ্ধ সেই বিক্রয়যোগ্যকে) পালন করে যে; কিংবা, **গুপ্ত** করে যে; অথবা, যাহারা গোপনে পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় করে। ❒ পণ্য-উৎপাদক, পণ্যজীবী, (সাদৃশ্যে) গরু পালনকারী। দ্র. **সদ্গোপ**। ✱

গোপন : ● **গোপ** (রাষ্ট্রনিষিদ্ধ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, রাষ্ট্রের চোখের আড়ালে যে পণ্য-বিক্রয়াদি কার্য্য করা হয়; কিংবা, লক্ষণার্থে, যাহা কিছু লুক্কায়িতভাবে করা হয়। ❒ অপ্রকাশন, লুকান, ঢাকা, প্রচ্ছন্ন। ✱

গোপাল : ● **গোপ**-এর আধার লালিত যাহাতে; অথবা, (সর্ব্বোচ্চ অর্থে) **গো**-কে (যাহা যায়, সেই গরিমাগুণসম্পন্ন জ্ঞান-সম্পদকে বা জ্ঞানরসকে) **পালন** করে যে, (মধ্য অর্থে) রাষ্ট্রনিষিদ্ধ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে যে, এবং (নিম্ন অর্থে) গরু পালন করে যে। ❒ শিব, কৃষ্ণ; রাজা, পণ্যপাল; গরু পালনকারী। ✱

গোপিনী (গোপী) : ● **গোপ** সক্রিয়ভাবে অনকৃত (চলমান) থাকে যে প্রকৃতি-আধারে; অথবা, যাঁহারা **গোপ-ধর্ম্ম** পালন করেন। ❒ গোপপত্নী।

গোপীনাথ : ● গোপীগণের **নাথ** যিনি; অথবা, যাঁহারা রাষ্ট্রের (কংসের) ভয়ে উৎপাদিত পণ্যাদি গোপন করিতেন,, সেই সকল **গোপী**গণের **নাথ** যিনি। ❒ কৃষ্ণবিগ্রহ-বিশেষ। ✱

গোবর : ● **গো**-এর (...পণ্যমূল্যের) বহন রহে যাহাতে; অথবা, পণ্যাদি বিক্রয় করিয়া যে **গো**বর (হার্ড ক্যাশ) লাভ করা যায়; কিংবা কর্ম্মযজ্ঞে যাহা বিনিয়োগ করিতে হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) গরু যে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। ❒ শুষ্কচূর্ণিত গোময়। দ্র. **গোমূত্র**।

গোবর্দ্ধন : ● যে বা যিনি **গো**-বৃদ্ধি করেন; অথবা, যে সামাজিক সংস্থা (বা **পর্ব্বত**) পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করেন; অথবা, বৌদ্ধযুগের (রামরাজত্বের) শেষ কালখণ্ডে যে শাসকসত্তা ব্যাপক পণ্য উৎপাদন করায় **রাজ্যবর্দ্ধন** করিবার (সাম্রাজ্যবাদী হইবার) একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। ❒ রাজ্যবর্দ্ধনের পিতা, বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা; (সাদৃশ্যে) গোবর্দ্ধন নামে পর্ব্বত। দ্র. **হর্ষবর্দ্ধন**। ✱

গোবিন্দ : ● যিনি (সর্ব্ব প্রকারের) **গো**-গণ (গতিশীল সত্তাগণ) বিষয়ে বিদিত (ও তাহাতেই বিধৃত থাকেন); অথবা, (সর্ব্বোচ্চ অর্থে) চাইলে যিনি তত্ত্বজ্ঞানসমূহের রস দান করেন এবং (সর্বনিম্ন অর্থে) যে রাখাল চাইলে ভাল দুধ জোগাইতে পারে। ❒ শ্রীকৃষ্ণ, বৃহস্পতি; (সাদৃশ্যে) বহু গরুর স্বত্বাধিকারী। ✱

গোমাংস : ● **গো**-এর (যাহা চলিয়া যায় সেই **পণ্য**-এর) মাংস (মূল্যগ্রহণ) যাহাতে। (**পণ্য** ও উৎপন্নে যে পার্থক্য, তাহা স্মর্তব্য।) ▫ পণ্যমূল্য; (সাদৃশ্যে) গরুর মাংস। ∗

গোমাংসভক্ষণ : ● **গোমাংস** ভক্ষণ করা হয় যাহাতে; অথবা, **পণ্য** উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া সম্পদ বৃদ্ধি করা বা মনের চর্ব্বি বাড়ানো (অর্থাৎ, মানসিক-**গোমাংসভক্ষণ** করা) হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) গরুর হাড়মাস খাইয়া দেহের চর্ব্বি বৃদ্ধি করা (অর্থাৎ, বাহ্যিক-**গোমাংসভক্ষণ** করা) হয় যাহাতে। (লক্ষ্যণীয় যে, গুজরাটি ব্যবসায়ীরা বাহ্যিক গোমাংস স্পর্শ করেন না, কিন্তু মানসিক গোমাংসভক্ষণে সারাদিন ডুবিয়া থাকেন; যখন কিনা ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী, বাহ্যিক গোমাংসভক্ষণ করুন আর নাই করুন, মানসিক গোমাংস-ভক্ষণ করার প্রতি একপ্রকার গভীর বিরাগ পোষণ করিয়া থাকেন।) ∗

গোমূত্র : ● **গো** (...পণ্যমূল্য) **মূত্র** (সীমায়িত রূপে ত্রাণ পায়) যাহাতে; অথবা, পণ্যাদি বিক্রয় করিয়া যে **গোমূত্র** (লিকুয়িড মানি) লাভ করা যায়; অথবা, (সাদৃশ্যে) গরু যে মূত্র ত্যাগ করে। ▫ গরুর মূত্র বা প্রস্রাব।

গোর : ● **গো** (গমনকারী) রহে যাহাতে; অথবা, যে মানুষ চলিয়া গিয়াছেন তিনি যেখানে গিয়া থাকেন। ▫ শবের শয়নস্থান, কবর।

গোরু : ● **গোর** (...শবের শয়নস্থান) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, শবসহ শবের শয়নস্থান (কবর) অন্যত্র চলিয়া যায় যাহাতে; কিংবা, মেধাশ্রমের শবকে ধারণ-কারী উৎপন্ন চলিয়া যায় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে গরু অন্যত্র বা গোহাটায় চলিয়া যায়।

গোল[১] : ● **গুল**[১]-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, আত্মকেন্দ্রে সুসংহত যে; কিংবা, **গো** (...যাওয়া) লালিত যাহাতে; অর্থাৎ, **অধিক** যায় (গড়ায়) যে। ▫ বৃত্তাকার বস্তুমাত্র, শব্দ-মাত্র, পণ্যদ্রব্যমাত্র, মণ্ডলাকার, **ভূগোল** ...।

গোল[২] : ● **গুল**[২]-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহা গুলিয়া বা মিলিয়া মিশিয়া যায়; কিংবা, যাহা গুলায় বা গোলায় অর্থাৎ সকলের সহিত গুলিয়া মিলিয়া বা **গোলাগুলি** করিয়া মিশিয়া (হারাইয়া) যায়। ▫ **গোলমাল**, গণ্ডগোল, গোলানো।

গোলক : ● **গোল**[১] (সংহত) কৃত যাহাতে। ▫ মণ্ডল, গুড়, বিদ্যার্থ বা পণ্যমূল্য, **গুল**[১]জাত দ্রব্যমাত্র।

গোলকধাঁধা : ● **গোলক**-এর সন্ধানে গিয়া যে ধাঁধায় পড়িতে হয় যাহাতে। ▫ গোরক্ষ-নাথের ধনাগার। ∗

গোলকধাম : ● **গোলক**-এর ধাম; অর্থাৎ **গোলকসমূহ** (বিদ্যার্থসমূহ বা পণ্যার্থসমূহ) শেষ পর্য্যন্ত যে ধামে গিয়া স্থিত হয়। ▫ পণ্যবাহী সমাজে অদৃশ্যভাবে প্রচলিত মূল খেলা; (সাদৃশ্যে) একপ্রকার খেলা।

গোলগাল : ● **গোল**[১] ও **গাল**[২]; অথবা, স্বতন্ত্রভাবে উৎপাদিত ও যৌথভাবে উৎপাদিত দুই প্রকার পণ্য থাকে যাহাতে। ▫ মণ্ডলাকার ও অর্ধগোলাকার, নাদুসনুদুস।

গোলদার : ● **গোল**[১]-এর **দার**[২]; অর্থাৎ, পণ্যদ্রব্য প্রদান (রক্ষা ও ক্রয়বিক্রয়) করে যে; অথবা, পণ্যদ্রব্যের **গোলা**[১] আছে যার। ▫ পদবী, দ্র. **গোলাদার**।

গোলমাল : ● **মাল** লইয়া যে **গোল**[২] চলে; অথবা, মালিকানা লইয়া যে বিবাদ-বিসংবাদ

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▫ প্রতীকী অর্থ। ∗ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

চলে। ❒ গণ্ডগোল, বিবাদ-বিসংবাদ।

গোলযোগ : ● **যোগ**-এর ক্ষেত্রে যে **গোল**² চলে; অথবা, **গোল**² (গুলানো মিশানো) করা হয় যে **যোগকরণে** বা **যোগসাধনায়**। ❒ বিশৃঙ্খলা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত।

গোলা¹ : ● **গোল**¹-এর আধার যে; অথবা, **গোল** আকৃতি যাহার; কিংবা, যেখানে পণ্যদ্রব্যসমূহ রাশিকৃত হয়। ❒ গোলাকার বড় বস্তুমাত্র, পণ্যদ্রব্যের গুদাম।

গোলা² : ● সার্ব্বিক আধারপ্রাপ্ত **গুল**²-এর আধার যে; অথবা, যাহাকে মিশাইয়া দেওয়া হয়; কিংবা, যে সব দলেই থাকে; অথবা, স্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিতে যৌথতার স্বভাব নিন্দিত যাহাতে। ❒ পিটুলি-**গোলা**, গোবর-**গোলা**, যে উভয়পক্ষে খেলে, রোজা-নামাজহীন মুসলমান, সাধারণ লোক, অশিক্ষিত।

গোলাগুলি¹ : ● **গোলা**¹ ও **গুলি** যাহাতে। ❒ কামান অগ্নিগোলক ও বন্দুকের গুলিকা।

গোলাগুলি² : ● যাহাতে **গোলাগুলি** বা গোলান ও গুলান অর্থাৎ, মেলানো মেশানো করা হয়। ❒ মেলামেলি।

গোলাদার : ● **গোলা**¹র **দার**²; অর্থাৎ, **গোলার** পণ্যদ্রব্য প্রদান (রক্ষা ও ক্রয়বিক্রয়) করে যে; কিংবা, **গোলা**¹র দেখাশোনা করে যে। ❒ গুদামঘরের মালিক।

গোলোক : ● **গোসমূহের** লোক; অথবা, জ্ঞানসম্পদের সারতত্ত্বসমূহ বা ধনসম্পদের সারসমূহ যায় যে লোকে। / গো প্রচুর (তেজোময়) লোক। (ব.শ.)।

গোলোকধাম : ● **গোলোক**-এ স্থিত যে ধাম। ❒ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধস্থিত লোক। ❋

গোল্লা : ● **গোল**¹ (গোলাকার) লালিত যাহাতে। ❒ গোলাকার মিষ্টান্ন, রসগোল্লা।

গোল্লায়-যাওয়া : ● (**গোল**² বা গুলান-মেশান লালিত যাহাতে সেই) **গোল্লায়** যাওয়া হয় যাহাতে; অথবা, ইয়ার-বন্ধুর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আত্মহারা হইয়া যায় যে; কিংবা, প্রাচীন যৌথতার স্বভাব এখনো ত্যাগ করিতে পারে নাই বলিয়া যে নিন্দিত হইয়া থাকে। দ্র. **গোলা**²। ❒ অধঃপাতে যাওয়া, উৎসন্নে যাওযা।

গোষ্ঠ : ● **গো**-এর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণের টঙ্কার-স্থিতি যাহাতে; অথবা, যেখানে এক স্বভাবের বা এক মানসিকতার **গোগণ** স্থিতি করে বা করেন; কিংবা, (সর্ব্বোচ্চ অর্থে) যেখানে জ্ঞানীজনেরা বিরাজ করেন এবং (সর্ব্বনিম্ন অর্থে) যেখানে গরুসমূহ থাকে। ❒ সমাজ, সভা, পরিষদ ... এবং গরুর গোয়াল। ❋

গোষ্ঠবিহারী : ● **গোষ্ঠে গোষ্ঠে** বিহার করেন যিনি; অথবা, (সদর্থে) যিনি সামাজিক গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বা তাঁহাদের সভায় সভায় উপদেশাদি দিয়া থাকেন; কিংবা, (নিম্ন অর্থে) গরুর গোয়ালে গোয়ালে ঘোরে যে। ❒ শ্রীকৃষ্ণ, (সাদৃশ্যে) গরু-পাইকার।

গোষ্ঠী : ● **গোষ্ঠ**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ সম্প্রদায়, দল, সমিতি।

গোষ্ঠীপতি : ● **গোষ্ঠীর** পতি যিনি। ❒ দলপতি, সভাপতি, গোষ্ঠী-পরিচালক।

গোসাঞী : ● **গো**-এর সারমর্মের রহস্য-রূপকে সক্রিয় রূপে ধারণ করেন যিনি। ❒ দ্র. **গোঁসাই**। ❋

গোস্বামী : ● যিনি **গো**-গণের স্বামী; অথবা, (সর্ব্বোচ্চ অর্থে) যিনি মানবজাতির অর্জ্জিত জ্ঞানসম্পদের মুকুটমণি তত্ত্বসমূহের অধিকারী এবং (সর্ব্বনিম্ন অর্থে) যিনি গরুসমূহের

অধিকারী বা মালিক। ❐ রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ... ইত্যাদি, তদ্রূপ গোস্বামীদের উত্তরসূরী যাঁহারা এখনও নিজ নিজ নামের শেষে 'গোস্বামী' পদবী বহন করেন। *

গৌ : ● **গো**-র আধার যে।

গৌড় : ● দেশের **গুড়** (শ্রেষ্ঠ জ্ঞানোৎপন্ন ও ধনোৎপন্ন) যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়; অথবা, **গড়**[২] দিয়ে ঘেরা বা সন্নিহিত যে নগর। ❐ দেশবিশেষ, গৌড়বাসীগণ, পঞ্চ গৌড়-ব্রাহ্মণের একতম ...। *

গৌড়তিত্তিরি ● যে তিত্তিরি পক্ষী **গৌড়**-এ বিচরণ করে; অথবা (একালের ভাষায়), যে কেরানীকুল রাজধানীতে (সরকারী) চাকুরী করেন। দ্র. **তৈত্তিরীয় সংহিতা**। *

গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ : ● যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ক্ষমতাধিষ্ঠিত (ক্ষমতার গড়ের ভিতরে) থাকিয়া তাঁহাদের ব্রতাদি পালন করিতেন; অথবা, **দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ**গণ যাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন (বা বিতাড়িত হইয়াছিলেন); কিংবা, পরবর্ত্তী-কালে যাঁহারা রাষ্ট্রের অধীনে বা **গড়**-এ (রাজধানীতে) থাকিয়া তাঁহাদের ব্রতাদি পালন করিতেন; কিংবা, (একালের ভাষায়) যাঁহারা রাজধানীর (সরকারী) বিদ্যানিকে-তনে শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। *

গৌতম : ● **গোতম**-এর আধার যে ঋষিগণ; অথবা, বৈদিক দর্শন ও ব্যবস্থার বৃদ্ধাবস্থাকে ধারণ করিতেন যে ঋষিগণ; কিংবা, যাঁহাদের পরই **গৌতম বুদ্ধ**-এর উদ্ভব ঘটিয়াছিল। ❐ অহল্যাপতি ঋষিবিশেষ। *

গৌর : ● **গো**-র (শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসম্পদের বা জ্ঞানরসের) সর্ব্বোত্তম আধার রহে যাহাতে; অথবা, যিনি নিজের ভিতরের সব রং ত্যাগ করিয়া রং-হীন হইয়াছেন; কিংবা, যিনি নিজের সব গুণ ত্যাগ করিয়া (ব্ল্যাংক চেক-এর মতো) নির্গুণ হইয়াছেন (যাহাতে যে কোনো মাপের গুণ-ধারণের যোগ্যতা থাকে অথবা, যে চেকে যে কোনো পরিমাণ টাকার অঙ্ক লিখিয়া ফেলা যায়); ... ইত্যাদি। ❐ নির্গুণ ব্রহ্ম, সদাশিব, গৌরীশঙ্কর; (সাদৃশ্যে) গৌরবর্ণ-যুক্ত, শ্বেত, হরিদ্রাবর্ণ ...। *

গৌরচন্দ্র : ● **গৌর** যে **চন্দ্র**। ❐ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। *

গৌরচন্দ্রিকা : ● **গৌরচন্দ্র**কে সক্রিয় করে যে কীর্ত্তনারম্ভিক গান। ❐ কীর্ত্তনারম্ভে গৌর-চন্দ্রের কৃপা প্রার্থনাদিবিষয়ে ভক্তের গীতি।

গৌরব : ● **গৌর**কে বহন করে যে; অথবা, **গুরু**ত্বের সর্ব্বোত্তম আধারকে বহন করে যে। ❐ গুরুভাব, সম্মান, মর্য্যাদা ...।

গৌরমুখ : ● **গৌর** মুখ যাহার। ❐ শমীক-মুনির শিষ্য। *

গৌরাঙ্গ : ● **গৌর** অঙ্গ যাহার। ❐ বিশুদ্ধ-দেহ, গৌরচন্দ্র। *

গৌরী : ● **গৌর**-এর আধার যে প্রকৃতিশক্তি; অথবা, যে জনগোষ্ঠী (নারী) **গৌর-ধর্ম্মের** আধার রূপে সক্রিয় থাকেন; কিংবা, যে জন-গোষ্ঠী (নারী) প্রচলিত জ্ঞান, সংস্কার, সামাজিক ঐতিহ্য, পরম্পরা ইত্যাদি প্রায়োগিকভাবে ধারণ করিয়া রাখেন; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে নারী গৌরবর্ণা। ❐ শুক্ল জনগোষ্ঠী, গৌরমনা নারী; (সাদৃশ্যে) গৌরাঙ্গী, হরিদ্রা ...। *

গৌরীশঙ্কব : ● **গৌরী** যে **শঙ্কর**; অথবা, গুণমানে শুভ্রতায় উচ্চতায় সর্ব্বোচ্চ যে। ❐ (সাদৃশ্যে) হিমালয় পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গবিশেষ (Everest)। (ব.শ.)। *

গ্ন : ● **গ**-এর (গামীর) আবর্ত্তন যাহাতে;

অথবা, গামী বর্ত্তমান (আবর্ত্তমান) থাকে যাহাতে।

গ্রন্থ : ● **গ্র** (বর্ত্তমান গামীকে) অনকৃত (চলমান) রাখা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে একাধিক মানসিক বা বাহ্যিক সত্তাকে তাহাদের (আ)বর্ত্তমান স্বরূপে সুসংহত করিয়া রাখা হয়; কিংবা, **গাঁথ**করণ করা হয় যাহাতে। ❒ মানসবস্তুর বিন্যাস, নিবন্ধ, রচনা, সন্দর্ভ, গ্রথিত বিষয়, (সাদৃশ্যে) কাগজ গাঁথা, নিবন্ধিত পুস্তক, বাঁধা বই ...। ❋

গ্রন্থন : ● **গ্রন্থ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **গ্রন্থ**করণ (**গাঁথা**) চলিতে থাকে। ❒ নিবন্ধন, গাঁথন, গাঁথা-কর্ম্ম।

গ্রন্থি : ● **গ্রন্থ**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে বাহ্যিক ও মানসিক গাঁথাগাঁথি করিয়া রাখা হইয়াছে। ❒ গিঁট, গিরো ..। ❋

গ্রন্থকার : ● **গ্রন্থ** করেন যিনি; অথবা, যিনি মানসিক বস্তু সমূহ **গ্রন্থন** করেন বা গাঁথেন। ❒ সন্দর্ভ-কারক, পুস্তকরচয়িতা।

গ্রসন : ● **গ্রস** (গামীর আবর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত-করণ ও তজ্জন্য শক্তিপ্রয়োগ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, গ্রাসেচ্ছা চলমান যাহাতে। ❒ ভক্ষণ, গ্রাস, গ্রহণ ...।

গ্রস্ত : ● **গ্রসন** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **গ্রসন** করা হইয়াছে। ❒ ভক্ষিত, গিলিত, গৃহীত।

গ্রহ : ● **গ্র** (গামী আবর্ত্তমান) হয় যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক শক্তি (ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান) অন্যের উৎপন্নাদি গ্রহণ করে (করিয়া বর্ত্তমান থাকে)। / ফলদায়ক রূপে গ্রহণ করে যে; অথবা, যাহার দ্বারা গ্রহণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ সামাজিক ও জাগতিক নবগ্রহ (সূর্য্যচন্দ্রাদি), গৃহ, অপদেবতা। ❋

গ্রহণ (সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ) : ● **গ্রহ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে গ্রহণ করা চলিতে থাকে; কিংবা, যৌথভাবে উৎপাদিত সম্পদকে (সূর্য্যকে) মাঝপথে বসিয়া গিয়া ব্যক্তিপুঁজি (চন্দ্র) যখন **গ্রহণ** বা আত্মসাৎ করে, রাষ্ট্রের (**পৃথু**র বা **পৃথিবী**র) নিকট যাইতে দেয় না; অথবা, যৌথভাবে উৎপাদিত সম্পদকে (সূর্য্যকে) মাঝপথে বসিয়া গিয়া রাষ্ট্র (**পৃথু**, পৃথিবী) যখন **গ্রহণ** করে এবং ব্যক্তিপুঁজিকে (চন্দ্রকে) যৌথসম্পদ আত্মসাৎ করিতে না দিয়া দুর্ব্বল করিয়া দেয়। ❒ প্রাপণ, আকর্ষণ, অপহরণ, আগ্রহ ...।

গ্রা : ● **গ্র**-এর (বর্ত্তমান গামীর) আধার যে; অথবা, গামী যাহাতে থাকিয়া (খাদ্যাদি পাইয়া) আবর্ত্তমান থাকে; কিংবা, গামী যাহাতে (যে রূপে) থাকিলে গ্রহণ বা গ্রাস করিতে পারে। ❒ গ্রাহক, গ্রাসকারী।

গ্রাম : ● **গ্রা** (গ্রাসকারীগণ) মানসিকভাবে সীমায়িত যাহাতে (যে সমিতিতে); অথবা, গ্রাসকারীগণ বাহ্যিকভাবে সীমায়িত যাহাতে (যে মিলিত বাসস্থানে); কিংবা, যে স্থানে মানুষেরা মানসিক ও বাহ্যিকভাবে সঙঘবদ্ধ হইয়া বাস করে বা করিত। / যেখানে ভোগী ভোগ্য গ্রাস করে। (ব.শ.)। ❒ **গাঁই**, সমিতি, সভা, পরিষদ, স্বরবিভাগ, (সাদৃশ্যে) সংবসথ, একক্রোশ পরিমিত ও সহস্র রৌপ্যমুদ্রারাজস্ব ভূভাগ; পাড়াগাঁ, পল্লী। ❋

গ্রাম্য : ● **গ্রাম**গুণ থাকে যাহাতে; অথবা, বৈদিকযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষেরা যে সকল মানসিক ও বাহ্যিক গুণসমূহ অর্জ্জন করিয়া **গ্রাম** গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; কিংবা, স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশের

কুকুরপূজক ও 'রোগসহ রোগীকে বিসর্জ্জন'-এর নীতি মান্যকারী আধুনিকতাবাদীগণ রোগবালাই সহ **গ্রাম**-এর বিপুল অর্জ্জনকে সার্ব্বিকভাবে **গ্রাম্য** বা গ্রাম্যতা বলিয়া নিন্দা করিয়া বিসর্জ্জন দিয়া নিঃস্ব হইয়াছেন। (বিপ. **আরণ্য**)। ◻ গ্রামভব, গ্রামবাসী।

গ্রাস : ● **গ্রস** হইতে জাত; অথবা, গ্রহণেচ্ছার নিমিত্ত হাঁকরণ যাহাতে। ◻ গলাধঃকরণেচ্ছা, ভক্ষণেচ্ছা, মুখপূরক অন্নাদি ...।

গ্রাসন : ● **গ্রাস** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে গ্রাস করা চলিতেছে। ◻ গলাধঃকরণ, ভক্ষণ, মুখের হাঁ পূর্ণকরণ।

গ্রাসাচ্ছাদন : ● যাহা দ্বারা **গ্রাস**কে আচ্ছাদন করা হয়; অথবা, যাহা দ্বারা হাঁ-মুখকে পূর্ণ করা হয়। ◻ ভোজ্যদ্রব্য, খাদ্যমাত্র, মুখপরিমাণ অন্ন। ⁕

গ্রীবা : ● **গ্রী** (গ্রহণের সক্রিয় আধার) বাহিত হয় যাহা দ্বারা; অথবা, যাহার ভিতর দিয়া খাদ্যাদি গিলিয়া লওয়া হয়; কিংবা, যাহা (ঘাড়ে) ধরিয়া বা (টুঁটি) চাপিয়া ধরিয়া খাদ্যগ্রহণকারীকে বাগে আনা হয়। / যাহা দ্বারা নিগরণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ ঘাড়, গলা, টুঁটি।

গ্রীষ্ম : ● গ্রাহকের সক্রিয় আধারের দিশাগ্রস্ত (তাপ) বিচ্ছুরণ ও (রস) সঙ্কোচন সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহা একইভাবে ক্রমান্বয়ে তাপ দেয় ও রস গ্রাস করিয়া থাকে। ◻ উষ্ণকাল, নিদাঘ, উত্তাপ।

গ্রীষ্মসুন্দর (গিমাশাক) : ● **গ্রীষ্ম** কালেও সুন্দর রাখে যে (গামী সীমায়িত যে আধারে সেই শাক); অথবা, গ্রীষ্মের তাপজাত ক্ষতিকর দৈহিক অবস্থাকে স্বাভাবিক করে যে।

গ্লানি : ● গামীর লয়নের আধার সক্রিয়ভাবে দুঃখানুভূতি দেয় যাহাতে। ◻ **অবসাদ, বলহীনতা, অবমাননাবোধ** ...।

ঘ

ঘ : ● গমন স্থিত যাহাতে। (গ্ + হ্ = ঘ); কিংবা, (শক্তির ...) গমন স্থিত যাহাতে; অথবা, বিপরীত দৃষ্টিতে, (শক্তির ...) আগমন স্থিত হওয়ার কারণে ঘাত বা আহত বা বিগঠিত যে; অর্থাৎ, লব্ধের কারণে ব্যথা কিংবা মনোব্যথা যাহাতে। ◻ গমনস্থিত, আহত। ⁕

ঘং (ঘঙ) : ● ঘ-এর (গমনস্থিতের) রহস্য রূপ যাহাতে; অথবা, গামী স্থিত থাকে যাহার ভিতরে; কিংবা, যে সাময়িক আশ্রয় তলায় থাকিয়া সত্তা বর্ষাদি হইতে আত্মরক্ষা করে। ◻ পাতানির্ম্মিত গাত্রাবরণ, পাখিয়া, বর্ষাতি, 'রেইনকোট'।

ঘঙা : ● ঘঙ-এর আধার যে; অথবা, যে ঘরের ভিতরে শামুক থাকে। ◻ শামুকখোল।

ঘঙ্গা : ● **ঘঙ** (রহস্যময় আশ্রয় বা ঘর) লইয়া গমন করে যে। ◻ শামুক।

ঘট : ● ঘ-এর (গমনস্থিতের) টঙ্কার যাহাতে; অথবা, যাহাতে বুদ্ধি ও শ্রমাদি গমনপূর্ব্বক স্থিতিলাভ করিয়া টঙ্কারিত হয় বা জানান দিতে থাকে; কিংবা, যাহাতে **পুরুষের** (বা শ্রমমেধার) সহিত **প্রকৃতির** (বা কাঁচামালের) মিলন সাধিত হয়; অথবা, যেখানে **ঘটান** হয় বা যাহা **ঘটান** হয়। / যাহা মৃত্তিকাদি দ্বারা ঘটে। (ব.শ.)। ◻ কারুপণ্য, কলস, কুম্ভ, হস্তিশিরঃ ...। ⁕

ঘটক : ● **ঘট** করে যে। ◻ ঘটয়িতা, যোজক, বরকন্যার বিবাহে যোজক।

ঘটকর্পর : ● **ঘট** (কারুশিল্পাদি) করিবার

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ⁕ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

দক্ষবুদ্ধি (প্রযুক্তি) থাকে যে **কর্পর**-এ। ❒ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একতম প্রযুক্তিবিদ; (সাদৃশ্যে) ভগ্নঘটাবয়ব, ঘটের খাপরা। ✱

ঘটকী : ● **ঘটক**-এর সক্রিয় আধার যে প্রকৃতি। ❒ স্ত্রী-ঘটক, অঘটনঘটনপটীয়সী পরমাপ্রকৃতি।

ঘটন : ● **ঘট অন** (চলমান) যাহাতে। ❒ সংযোজন, মেলন, গঠন ...। ✱

ঘটনা : ● **ঘটন**-এর আধার যে; অথবা, যাহা সংঘটিত হয়। ❒ সংযোজিত, গঠিত, সংঘাতীকৃত। ✱

ঘটনাচক্র : ● **ঘটনা**র পর তজ্জাত ঘটনার যে পরম্পরা ক্রমে চক্রাকারে আদি ঘটনার কাছে ফিরিয়া আসে। ❒ ঘটনাপরম্পরা। ✱

ঘটনাবলী : ● **ঘটনা**র পর ঘটনা পর পর সুবিন্যস্ত ভাবে সাজানো যাহাতে।

ঘটপট : ● **ঘট** ও **পট** (পালিতের টঙ্কার) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে পুরুষের (বা শ্রমমেধার) সহিত প্রকৃতির (বা কাঁচামালের মেলন) ঘটানো ও প্রকৃতিকে (বা সূত্রকে) পুরুষের (বা শ্রমমেধার) ইচ্ছানুসার পটানো খাপ খাওয়ানো হয়; কিংবা, কাঁচামালের সহিত শ্রম-মেধার যোজনা যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা মাটির কলসী ইত্যাদি ও সুতোর কাপড় ইত্যাদি বানানো হয়। ✱

ঘটপটিয়া : ● **ঘটপট** সক্রিয় হইয়া চলে যাহার দ্বারা; অথবা, যাহার কারুশিল্পের কলাকৌশল বিষয়ক যান্ত্রিক বুদ্ধি আছে। / যে কেবল ঘটপট জানে। (ব.শ.)। ❒ বুদ্ধিমান, কলাকৌশলবিৎ, নৈয়ায়িক, শুষ্কতর্কনিষ্ঠ। ✱

ঘটবারি : ● যে **ঘট**-এ বারণ সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান; অথবা, যে **ঘট**-এ বারি রক্ষিত আছে। / দেবতার অধিষ্ঠানভূত ঘটে ধৃত মন্ত্রপূত জল যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ দেবতার সজল অধিষ্ঠানঘট। ✱

ঘটস্থাপন : ● **ঘট**-এর স্থাপন যাহাতে; অথবা, কামার কুমার ছুতার প্রমুখ কারুকর্ম্মজীবীরা তাঁহাদের কাঁচামালে (লোহায়, মাটিতে, কাঠে) শ্রমমেধাদি নিয়োগ করেন যে **যোগানে** (যজ্ঞবেদীতে), তাহার স্থাপন যাহাতে। / আবাহিত দেবতার অধিষ্ঠানার্থ বিধিপূর্ব্বক বেদিকার ঘটাধান যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ (সেকালের ভাষায়) যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ; (একালের ভাষায়) **যোগান** বসানো।

ঘটা : ● **ঘট**-এর আধার যে; অথবা, ঘটকরণ থাকে যাহাতে; কিংবা, পুরুষ প্রকৃতির মিলন হয় যে ক্রিয়ায়; অথবা, যাহা লোক দেখাইয়া বড় করিয়া সংঘটিত করা হয়। ❒ সম্মিলন, সঙঘাত, আড়ম্বর ...।

ঘটাং : ● **ঘটা**র রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের বা **ঘটার** (কোনো কিছু সংঘটিত হইবার) রহস্যময় আওয়াজ যাহাতে।

ঘটাং ঘটাং : ● **ঘটাং** এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, 'ঘটিতেছে' 'ঘটিতেছে' বা 'বানানো হইতেছে' 'বানানো হইতেছে' এইরূপ রহস্যময় আওয়াজ যাহাতে।

ঘটারোল : **ঘটা**র সহিত রোল (মহাশব্দ) যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রচুর **ঘট** ঘটানোর শব্দ উত্থিত হয়; কিংবা, **ঘটা** করিয়া কিছু করিবার শব্দাড়ম্বর যাহাতে। ❒ ঘটার সহিত শব্দ, শব্দাড়ম্বর, কারখানার **ঘটাং ঘটাং** আওয়াজ।

ঘটান : ● **ঘটা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঘট** রূপায়িত হইতে থাকে। ❒ সংঘটিত করা, কার্য্যে পরিণত করা।

ঘটানো : ● **ঘটা** সার্ব্বিকভাবে অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঘট** সার্ব্বিকভাবে রূপায়িত হইতে থাকে। ▫ সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত করা বা কার্য্যে পরিণত করা।

ঘটি : ● **ঘট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র **ঘট** (ঘটনা) ক্রমান্বয়ে ঘটিতে থাকে। ▫ দণ্ড, চব্বিশ মিনিট, ধাতু নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ঘটবৎ পাত্র। *

ঘটিকা : ● **ঘট** সক্রিয় করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে অতিক্ষুদ্র ঘট-পরম্পরার দ্বারা সময়ের পরিমাপ করা হয়। দ্র. **ক্ষণ**। ▫ ক্ষুদ্র ঘট, একঘড়ি, চব্বিশ মিনিট...।

ঘটিবাটি : ● **ঘটি** ও **বাটি** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঘট**করণ (কারুজ উৎপাদন) এবং যাহাতে **বাট**করণ (কৃষিজ উৎপাদন) সক্রিয় থাকে। ▫ কারুশিল্পজ উৎপন্ন ও কৃষিজ উৎপন্ন, (সাদৃশ্যে) জল রাখার ঘটি ও বাটি।

ঘটী : ● **ঘটি**র আধার যে; অথবা, **ঘটকরণ** (কারুশিল্পাদির উৎপাদন ও বিক্রয়) জীবিকা যাহাদের; কিংবা, কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন যে বঙ্গবাসীগণ (ব্রিটিশের আগমনের প্রাক্কাল হইতে) **ঘট**-করণকে তাঁহাদের জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ▫ ভাগীরথী তীরবর্ত্তী বঙ্গবাসী, (পরে) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসী (বিপ. **বাঙাল**); (সাদৃশ্যে) কাঁসার তৈরি ভাঁড়ের মতো জলাধার। *

ঘটোৎকচ : ● যে **ঘট**-এর **কচ** (কেশ) উৎগামী হইয়াছে বা উঠিয়া গিয়াছে; অথবা, যে ঘটনার খবরের মালিক নাই। / ঘট উৎকচ যাহার; অথবা, যাহার মস্তক কেশহীন। (ব.শ.)। ▫ **গুজব**, হিড়িম্বার গর্ভজাত ভীমপুত্র রাক্ষসবিশেষ। *

ঘড় : ● **ঘ**-এর (গমনস্থিতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, শক্তিলব্ধ সত্তার গড়ান-উড়ান যেখানে; কিংবা, যাহার প্রত্যেক আবর্ত্তনে ঘড় আওয়াজ উত্থিত হয়; অথবা, যে শক্তি গড়ের ভিতরে থাকে। ▫ ঘড় শব্দ, গড়ে নিহিত শক্তি, সমূহ।

ঘড়ই : ● **ঘড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে গড় রক্ষা করিয়া বিরাজ করে। ▫ গড়পতি, দুর্গাধ্যক্ষ।

ঘড়ঘড় : ● **ঘড়**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ▫ নিদ্রাকালে নাকের ডাক, শ্লেষ্মায় কণ্ঠরোধ জন্য গলশব্দ, গাড়ীর চাকার শব্দ।

ঘড়া : ● **ঘড়**-এর আধার যে। ▫ কলসী, ঘড়াপরিমিত দ্রব্য, পিতলের কলসী।

ঘড়ি : ● **ঘড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ঘটনার গড়ান সক্রিয়ভাবে চিহ্নিত যাহাতে; কিংবা, ছিদ্রসম্পন্ন পিতলের ছোট ঘড়া, যাহা হইতে জলবিন্দু গড়ায়। ▫ কালজ্ঞাপক যন্ত্র।

ঘড়িয়াল (ঘড়েল, ঘোড়েল) : ● **ঘড়**-এর সক্রিয় যাওয়া লালিত যাহাতে; (ঘড় দিশা-গ্রস্তভাবে লালিত যাহাতে; কিংবা, ঘড়-এর সার্ব্বিক আধার দিশাগ্রস্তভাবে লালিত যাহাতে); অথবা, যে **ঘড় ঘড়** শব্দ করিতে করিতে যায়। ▫ চতুর ধড়িবাজ, (সাদৃশ্যে) মেছোকুমীর, গোসাপ ...। *

ঘড়ী : ● **ঘড়ি**-র আধার যে। ▫ বাজাইয়া সময় জানাইবার কাঁসার চাকি, ঘণ্টা। *

ঘড়ীয়াল : ● যাহার কাছে ঘড়ী থাকে; অথবা, যে ঘড়ী বাজাইয়া সময় জানায়। (ব.শ.)। ▫ ঘড়ীওয়ালা। *

ঘণ্ট : ● **ঘন**-এর (গমনস্থিতের নাকরণ-অনকরণ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রকল্পমাত্রের (অনুষ্ঠানাদির) কালানুসারে শ্রম মেধা উপকরণের ক্রমযোজন প্রক্রিয়ার

সংক্ষিপ্তকরণ বা ঘনকরণ টঙ্কারিত হয়; কিংবা, যাহা ঘন করিয়া ফেলা হয় বা ঘাঁটিয়া ঘেঁট বা ঘোঁট পাকানো হয়। ◻ সংক্ষিপ্তকরণ, ঘাঁটিয়া রাঁধা, ব্যঞ্জনবিশেষ। ✱

ঘণ্টা[1] : ● ঘণ্ট-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে ঘণ্ট পাকাইয়া বা ঘোঁট পাকাইয়া সবটাই অর্থহীন করিয়া ফেলা হয়। ◻ কাঁচকলা, কচু, ঘোড়ার ডিম।

ঘণ্টা[2] : ● ঘণ-এর (গমনস্থিতের রহস্যময় বোধ) টঙ্কারিত যাহাতে তাহার আধার। ◻ কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যবিশেষ, পেটাঘড়ি, পেটা-ঘড়ির ধ্বনিতে সূচিত ষাটমিনিটপরিমিত কাল। ✱

ঘণ্টাকর্ণ : ● ঘণ্টা[1] কর্ণে যাহার; অথবা, যৌথসমাজের (ঘেঁট করা) উৎপন্নেই বিশ্বাস যাহার। ◻ শিবানুচর বিশেষ, ঘেঁটুঠাকুর। ✱

ঘন : ● ঘ (গমনস্থিত) অনকৃত যাহাতে; অথবা, গিয়া স্থিত হওয়া (জমা, জমাট বাঁধা) চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, (লক্ষণার্থে) যাহার ভিতরে আর ফাঁক থাকে না; অথবা, যাহা কঠিন আকার ধারণ করে; কিংবা, দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ থাকে যাহার। ◻ নিরবকাশ, গাঢ়, কঠিন ...।

ঘনঘন : ● ঘন-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে ঘন-করণের পুনরাবৃত্তির কারণে স্থানের সহিত স্থানের, কালের সহিত কালের, পাত্রের সহিত পাত্রের মাঝে ব্যবধান কমিয়া যায়। ◻ অল্প ব্যবধানে।

ঘনত্ব : ● ঘন-এর (অনকৃত গমনস্থিতের) তারণ বাহিত যাহাতে; অথবা, ঘনকৃতের স্বভাব থাকে যাহাতে। ◻ নিবিড়তা, গাঢ়ত্ব।

ঘনা[1] : ● ঘন-এর (আ) আধার যে; অথবা, ঘনকরণ (নিকট হওয়ন) ঘটিয়াছে বা ঘটে যাহাতে। ◻ নিকটবর্ত্তী হওয়া, নিবিড় হওয়া।

ঘনা[2] : ● ঘনকরণ (জমাকরণ) করে যে; অথবা, তৈলবীজ হইতে একটু একটু তৈল বাহির করিয়া একস্থানে জমায় যে। ◻ তৈলব্যবসায়ী, তেলিবিশেষ।

ঘনায়মান : ● ঘন-হওয়ন চলমান যাহাতে; অথবা, যাহা ঘনাইয়া আসিতেছে। ◻ আসন্ন।

ঘনিষ্ঠ : ● ঘন-এর (নিকট হওয়নের) ইষ্ঠ যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে ঘন আর হয় না। ◻ অতিনিকট, সবচেয়ে কাছে।

ঘনীভূত : ● ঘন-এর সক্রিয় আধার ভূত যাহাতে। ◻ জমাট।

ঘর : ● ঘ (গমনস্থিত) রহে যাহাতে; অর্থাৎ, মানুষ যে মানসিক ও বাহ্যিক আশ্রয়ের তলায় গিয়া স্থিত হইয়া রহে; অথবা, লোকে যে মানসিক আশ্রয় (দার্শনিক, সাংস্কৃতিক বা বিশ্বাসের ছাদ) নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তলায় মনকে শায়িত রাখিয়া বাস করে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) লোকে যে বাহ্যিক আশ্রয় (পাতা, খড়, টিন, টালি, ঢালাই ... ছাদ) নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তলায় দেহকে শায়িত রাখিয়া বাস করে। ◻ বিশ্বাস, দর্শন, সংস্কৃতি, (সাদৃশ্যে) গৃহ, বাড়ী, আবাস। ✱

ঘরণী : ● ঘর-করণ (মানসিক-বাহ্যিক আশ্রয় সক্রিয়করণ) করেন যে সক্রিয় আধারশক্তি। ◻ গৃহিণী।

ঘরাণা : ● ঘরকরণ (মানসিক আশ্রয় বা সংস্কৃতি) অন (চলমান) থাকে যে আধারে; অথবা, যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম রীতিনীতি ও সংস্কৃতির কারণে কোনো ঘর সেইরূপ বিশেষ ঘর রূপে বর্ত্তমান থাকে। ◻ কুলাচার, সম্প্রদায়গত রীতিপদ্ধতি, আভিজাত্য।

ঘর্ম্ম : ● ঘর-কে সীমায়ন করে যে সীমায়ন-

কারী; অথবা, পরিশ্রম-তাপের গমনস্থিতির রহন বাষ্পে সীমায়িত হইয়া জলবিন্দুতে পরিণত যাহাতে। ❒ শ্রমবারি, স্বেদ, ঘাম। ✱

ঘা : ● ঘ-এর (গমনস্থিতের) আধার যে; অথবা, যেখানে আঘাত লাগিয়াছে; কিংবা, যে স্থান আহত বা ঘাত হইয়াছে। ❒ আঘাত, আঘাত জন্য ক্ষত, ফোঁড়ার জন্য ক্ষত।

ঘাই : ● ঘা (আঘাত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে ঈষৎ জন-আন্দোলন হইতে জনগণমধ্যে জ্ঞানী ধনী ক্ষমতাবান বা বিদ্রোহীর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়; কিংবা, জলের উপরিতলের যে ঈষৎ ঢেউ হইতে জলমধ্যে মৎস্যের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। ❒ (সাদৃশ্যে) জলের উপরিতলে মাছের নড়ার চিহ্ন।

ঘাঁট : ● ঘাঁ (ঘা-এর বা আঘাতের রহস্যরূপ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, মানসিক বা বাহ্যিক আন্দোলন করা হয় যাহাতে। ❒ নাড়াচাড়া, আলোড়ন, উলট-পালট করণ ...।

ঘাঁটন : ● ঘাঁট অন (চলমান) যাহাতে। ❒ আলোড়িতকরণ, মিশ্রিতকরণ, নাড়াচাড়াকরণ।

ঘাঁটা[১] : ● ঘাঁট-এর আধার যে; অথবা, ঘাঁটকরণ (ঘাঁটাঘাঁটি) করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহার ঘাঁটন করা হইয়াছে। (দ্র. ঘণ্ট)। ❒ আলোড়িত করা, চালনাপূর্ব্বক মেশানো, ঘোঁটা, তন্ন তন্ন করিয়া দেখা।

ঘাঁটা[২]: ● গমনস্থিতের রহস্যময় বোধ টঙ্কারিত যে আধারে। (দ্র. ঘণ্টা[২])। ❒ ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, কিঙ্কিণী, ঘণ্টা।

ঘাঁটাঘাঁটি : ● ঘাঁটা[১] ও ঘাঁটি যাহাতে; অথবা, যাহার ঘাঁটন হইয়াছে এবং যাহার ঘাঁটন চলিতেছে। ❒ অবিরাম ঘাঁটা।

ঘাঁটান : ● ঘাঁটা[১] অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, মানসিক ঘাঁটাঘাঁটি বা অত্যধিক আলোচনাদি করিয়া উত্ত্যক্ত করা হয় যাহাতে। ❒ আলোড়িত করানো, চটানো।

ঘাঁটি : ● ঘাঁট সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ঘাঁটকরণ চলিতে থাকে যাহাতে। ❒ অব্যাহত আলোড়ন, মেলাই, ঘুঁটিতে থাকি।

ঘাঁটী : ● ঘাঁটির আধার যে; অথবা, যে স্থান হইতে ঘাঁটকরণ পরিচালিত হইয়া থাকে। ❒ প্রহরীর স্থান বা আড্ডা, থানা, ডাকাইতের আড্ডা।

ঘাগী : ● ঘাকরণ-গামীর সক্রিয় আধার যে; অথবা, অন্যকে ঘা (আঘাতপূর্ব্বক ক্ষত) করিয়া করিয়া (ধনসম্পদ আত্মসাৎ করিয়া) গমন বা (জীবিকার্জ্জন) চলে যাহার। ❒ চতুর, শঠ, চালাক।

ঘাগু : ● ঘাকরণ-গামী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে ঘা (পিটুনি) খাইয়াও থামে না, নবরূপে গমন করে। ❒ অত্যন্ত ধূর্ত, ঝানু, পাকা।

ঘাট : ● ঘট হইতে জাত; অথবা, যাহাতে (যে পথে) নিম্ন হইতে ঘট-এ (শিরে) উত্তীর্ণ হয় কিংবা ঘট (শির) হইতে নিম্নে অবতরণ করে। / যা দেহের সহিত শিরকে সংযুক্ত করে। (ব.শ.)। ❒ নদ্যাদির অবতরণস্থান, খেয়াঘাট, ঘাড় ...। ✱

ঘাটতি : ● ঘাট তারিত হইয়া সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ঘট বা শিরস্থান হইতে যাহা ঘাটপথে নীচে নামিয়াছে। ❒ ন্যূন হওয়া, কমা, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, হীন হওয়া ...। ✱

ঘাট-মানা : ● ঘাটকে (নিম্নে অবতরণকে) মানিয়া লওয়া হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে 'আমার ঘাট হয়েছে' বলিয়া হীনতা বা ন্যূনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ✱

ঘাটা : ● ঘাট-এর আধার যে; অথবা, যেখানে নৌকাদি গিয়া ভিড়ে; কিংবা, যাহা ন্যূনতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। ❒ জাহাজঘাটা, লোকসান।

ঘাটা-করা (ঘাটি-করা) : ● দ্র. ঘাটা। যাহাতে হীনতা বা ন্যূনতা স্বীকার করা কিংবা ক্ষতি করা হয়। ❒ লোকসান করা, ক্ষতি করা। ✱

ঘাটাল : ● ঘাটা লালিত যাহাতে বা যেখানে। ❒ মেদিনীপুর জেলার একটি নদীসংলগ্ন শহর, যেখানে ছোট জাহাজ ও নৌকাদি ভিড়ানোর অনেক ঘাটা ছিল, আজও কিছু আছে।

ঘাটিয়াল (ঘাটিআল, ঘাটোয়াল) : ● ঘাট-এর সমগ্র ব্যবস্থাকে লালন করে যে; অথবা, যাহারা 'ঘাটোয়ালী' পায়। ❒ পাটনী, ঘাটের অধ্যক্ষ।

ঘাটী : ● ঘাট-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, ঘাট-এর সার্ব্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন করে যে। ❒ পথের বা ঘাটের করগ্রাহক; পদবীবিশেষ। ✱

ঘাম : ● ঘা (গমনস্থিতের আধার) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, শ্রম-তাপের গমন থাকে যে সীমায়িত আধারে বা জলবিন্দুতে। ❒ স্বেদ, ঘর্ম্ম, শ্রমবারি। ✱

ঘামাচি : ● ঘাম-এর আধার চয়নকৃত (সঞ্চিত) হইয়া সক্রিয় যাহাতে। ❒ ঘর্ম্ম-চর্চ্চিকা, ফুসকুড়ি। ✱

ঘাস : ● ঘা (আঘাত) সহন করে যে; অথবা, যাহাকে গ্রাস (কবলিত) করা হয়। ❒ গবাদি-খাদ্য, তৃণবিশেষ। ✱

ঘি : ● ঘ (গমনস্থিত) সক্রিয় যাহাতে। ❒ ঘৃত, মস্তিষ্ক, মগজ, ঘিলু। ✱

ঘিচিঘিচি : ● ঘিচি-র (গমনস্থিতির ও চয়নস্থিতির) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ গায়-গায়, লাগালাগি, ঘন-ঘন। ✱

ঘিঞ্জি : ● ঘিং-এর (গমনস্থিতির রহস্যরূপের) জনন সক্রিয় যাহাতে। ❒ ঘন, নিবিড়, ঘেঁষাঘেঁষি। ✱

ঘির : ● ঘ (গমনস্থিত) সক্রিয় হইয়া (আবর্ত্তমান) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (কোনো সত্তাকে) বেড় দেওয়া হয়; অথবা, কাহাকেও কেন্দ্রে রাখিয়া তাহাকে আবর্ত্তন করা হয় যাহাতে। ❒ বেষ্টন।

ঘিলু : ● ঘি লালিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, জ্ঞানসার লালিত যাহাতে। ❒ মাথার ঘি, মগজ।

ঘু : ● ঘ (গমনস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে গমনস্থিত স্থিত না থাকিয়া চলিতে থাকে; কিংবা, যে মানসিক বা বাহ্যিক গামী স্থিতরূপে চলে বা ঘুরিতে থাকে।

ঘুঁট : ● ঘ (গমনস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহস্যরূপে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে নবরূপী গমনস্থিত আর যায় না, একই স্থান-কাল-পাত্রে ঘোরে। ❒ আবর্ত্তিত করা, পেষণ করা, ঘোঁটা।

ঘুঁটন : ● ঘুঁট অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহার মন্থন চলিতেছে। ❒ আবর্ত্তিতকরণ।

ঘুঁটনি : ● ঘুঁটন সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা ঘুঁটন সাধিত হয়। ❒ মন্থনের বা ঘোঁটার দণ্ডবিশেষ, ডাল-ঘুঁটনি।

ঘুঁটি : ● ঘুঁট সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা প্রভুর ইচ্ছানুসারে আবর্ত্তিত হয়; কিংবা, সামাজিক ক্ষমতাদ্বন্দ্বের (দাবার) একটি ক্রীড়নক মাত্র যে। ❒ (সাদৃশ্যে) দাবা প্রভৃতি খেলার গুটি, প্রস্তরাদির গোল টুকরা।

ঘুঁটিয়া : ● ঘুঁটি যায় যে আধারে; অথবা, যাহা পেষণ করিয়া শুষ্করূপে রূপান্তরিত

করা হয়। □ ইন্ধনার্থ শুষ্ক গোবরখণ্ড, শুষ্ক গোবরের চাপড়ি।

ঘুঁটে : ● **ঘুঁট** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। □ **ঘুঁটিয়া**।

ঘুঘু : ● ঘু-র (নবোত্তীর্ণ গমনস্থিতের বা বাসনার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে নিজেকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে থাকে; অথবা, নিজের বাসনা পূর্ণ করার জন্য ঘুরিতে থাকে যে। □ ধান্দাবাজ, ধূর্ত্ত, (সাদৃশ্যে) **বনকপোত**, বনকপোতের রব। *

ঘুট : ● **ঘ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়া ধাক্কা দেয়; কিংবা, যাহার আবর্ত্তন-পথ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়। □ প্রত্যাগমন, প্রতিঘাত, আবর্ত্তন, ঘোঁটা।

ঘুটঘুটে : ● **ঘুট**-এর পুনরাবৃত্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহার নিজেকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তনের গতিপথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। □ অতিঘোর, অতিনিবিড়, মিশমিশে, গাঢ়।

ঘুটন : ● **ঘুট** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, আত্মকেন্দ্রের চারিদিকে ক্রমান্বয় ঘূর্ণমানতা চলে যাহাতে। □ মনোকষ্টে দম বন্ধ হইয়া আসা। (শব্দটি হিন্দিতে খুবই প্রচলিত)।

ঘুণ (ঘুণপোকা) : ● ঘু-এর (নবরূপী গমনস্থিতের) টঙ্কারিত বোধ যাহাতে; অথবা, যাহা (যে সামাজিক বা জৈব সত্তা) ঘুরিয়া ফিরিয়া কামড়াইতে বা টঙ্কারিত হইতে থাকে। □ (সাদৃশ্যে) কাষ্ঠভক্ষক কীটবিশেষ, বজ্রকীট।

ঘুম : ● ঘু (নবরূপে উত্তীর্ণ গমনস্থিত) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, সত্তা যাহাতে আত্মঘোরের সীমার ভিতরে ঘুরিতে থাকে। □ 'ঘূর্ণন', নিদ্রাঘোর, তন্দ্রা, নিদ্রা ...। *

ঘুমন্ত : ● **ঘুম** অন (চলমান) রূপে তারিত যাহাতে; অথবা, যে ঘুমাইতেছে। □ চারি ধারে ঘোরা, পরিভ্রমণ করা, তন্দ্রাযুক্ত হওয়া।

ঘুমপাড়ানি : ● যে গান বা যে স্ত্রীলোক (শিশুকে) **ঘুম** পাড়ান। / যে ঘুম পাড়ায়। (ব.শ.)। □ ঘুমপাড়ানি-গান, ঘুমপাড়ানি-মাসীপিসী। *

ঘুর : ● ঘু (নবরূপে উত্তীর্ণ গমনস্থিত) রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে গমনস্থিত তাহার সূচনাবিন্দুতে ফিরিয়া যায় এবং পুনরায় একই পথে চলিতে থাকে; কিংবা, যাহা একই পথে আবর্ত্তিত হয়। □ ঘূর্ণন, পাক, বেড়। *

ঘুরপাক : ● **ঘুরকৃত পাক** যাহাতে; অথবা, যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া **পাক** খায়।

ঘুরা : ● **ঘুর**-এর আধার যে; অথবা, **ঘুর**করণ চলে যাহাতে। □ চক্রাকারে ভ্রমণ করা, বেষ্টন করা, পাক খাওয়া।

ঘুরান : ● **ঘুরা** অন (চলমান) যাহাতে। □ চক্রাকারে ভ্রমণ করানো, পাক দেওয়া, আবর্ত্তিত করানো।

ঘুষ : ● ঘু-করণ (নবরূপে উত্তীর্ণ গমনস্থিত-করণ) দিশাগ্রস্তভাবে শক্তি প্রয়োগ করে যাহাতে; অথবা, বিশেষ দিকে ঘু-এর (উপলব্ধির, বাসনার, উদ্দেশ্যের ...) প্রেরণ যাহাতে। / কার্য্য উদ্ধারার্থ অনুচিতভাবে যে অর্থাদি কাহাকেও দেওয়া হয়। (ব.শ.)। □ ঘোষণা করা, কীর্ত্তন করা, উৎকোচ; (সাদৃশ্যে) চাপা ঢুস বা চোরা ঘুষি মারা। *

ঘুষকী : ● **ঘুষ**-কারীর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে সত্তা তাহার বাসনার কথা বিশেষ দিকে প্রচার করে (সকল দিশায় করে না)। / যে দুশ্চরিত্রা নারী সদরে নাম লিখাইয়া ব্যভিচার করে না। (ব.শ.)। □ গ্রামস্থিতা

গোপনে পরপুরুষগামিণী স্ত্রী। ✻

ঘুষঘুষে : ● **ঘুষ**-এর পুনরাবৃত্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যৎসামান্য ঘোষণা থাকে যাহাতে; কিংবা, ঘোষণা আছে কিন্তু নেই এমন ভাব যাহাতে। ❒ চাপা (জ্বর), অস্পষ্ট।

ঘুষা : ● **ঘুষ**-এর আধার যে; অথবা, **ঘুষ**-করণ থাকে যাহাতে। ❒ মুষ্টি, মুঠির আঘাত।

ঘুষি : ● **ঘুষ** সক্রিয় যাহাতে। ❒ দ্র. **ঘুষা**।

ঘুষিত : ● **ঘুষ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **ঘুষ** (ঘোষণা) করা হইয়াছে। ❒ বিশব্দিত, প্রতিজ্ঞাত, শব্দ দ্বারা প্রকটীকৃত-অভিপ্রায়।

ঘুষ্ট : ● **ঘুষ** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **ঘুষ** (ঘোষণা) করা হইয়াছে। ❒ ঘোষিত, উৎপাদিত, কূজিত, শব্দিত।

ঘুষ্টান্ন : ● **ঘুষ্ট** যে অন্ন; অথবা, যে-অন্ন ঘোষণা করিয়া প্রদত্ত হয়। / 'কে অভোক্তা আছ, এস' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ঘোষণা করিয়া সত্রাদিতে যে অন্ন প্রদত্ত হয়। (ব.শ.)। ❒ মনু মতে এই অন্ন অভোজ্য।

ঘৃ : ● ঘ-এর (গমনস্থিতের) আবর্ত্তন যাহাতে; অথবা, যে আগন্ত আবর্ত্তিত বা মন্থিত হইয়া উদ্বৃত্তাংশ বিক্ষেপন করে। ❒ সেচন, ক্ষরণ।

ঘৃণা : ● **ঘৃণ**-এর (আবর্ত্তমান গমনস্থিতের টঙ্কারিত বোধের) আধার যে; অথবা, আগমন-স্থিতের আবর্ত্তন (মন্থন) অন (চলমান) যে আধারে; কিংবা, মানবমনে আগত ও স্থিত সত্তার আবর্ত্তন (মন্থন) চলমান থাকিলে যে মনোবিকার (দানেচ্ছা বা গ্রাসেচ্ছা ইত্যাদি) নির্গত হয়; অথবা, যাহা হইতে অনুরাগ বা বিরাগ সিঞ্চিত হইয়া থাকে। / হৃদয়সেচন করে যে। (ব.শ.)। ❒ দয়া, করুণা, কৃপা ... নিন্দা, অশ্রদ্ধা, বিরাগ ...। ✻

ঘৃণি : ● **ঘৃণ** (... বোধ) সক্রিয় যাহাতে। ❒ কিরণ, কর, জ্বালা। ✻

ঘৃণিত : ● **ঘৃণি** তারিত যাহাতে। ❒ ঘৃণার পাত্রভূত, নিন্দিত, হেয়।

ঘৃণী : ● **ঘৃণি**র আধার যে। ❒ ঘৃণাযুক্ত, দয়াবান।

ঘৃণ্য : ● **ঘৃণ** থাকে যাহাতে। ❒ ঘৃণার যোগ্য, অশ্রদ্ধেয়। ✻

ঘৃত : ● **ঘৃ** (গমনস্থিতের আবর্ত্তন বা মন্থন) তারিত যাহাতে; অথবা, সমাজের দুধসর হইতে যে সম্পদসার সঞ্জাত হয়; কিংবা, সমাজের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ হইতে যে জ্ঞানসার সঞ্জাত হয়। / যাহা ক্ষরিত হয়, অথবা, যাহা দ্বারা বহ্নি দীপ্ত হয়। (ব.শ.)। ❒ জ্ঞানসার, প্রযুক্তি, ধনসম্পদ, সর্পিঃ, আজ্য, হবিঃ, (সাদৃশ্যে) বসা-ঘি। ✻

ঘৃতকুমারী : ● যে **ঘৃত**সম সত্তা কৌমার্য্য বজায় রাখে। ❒ তরণি, গুল্মবিশেষ (Aloe Indica)

ঘৃতাচী : ● **ঘৃত**-এর আধার চয়নকৃত হয় যে সক্রিয় আধারে। / ঘৃত (জল) হইতে জাতা অপ্সরোবিশেষ। (ব.শ.)। ❒ সেকালের এক ধনী পণ্যজীবী, স্বর্গের এক অপ্সরা। ✻

ঘে : ● গমনস্থিত দিশাগ্রস্ত যাহাতে।

ঘের : ● ঘ (গমনস্থিত) দিশাগ্রস্ত হইয়া (আবর্ত্তমান) রহে যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত গমনকারী যে স্থির চক্রপথে ঘুরিতে থাকে। ❒ প্রাকারসদৃশ বেষ্টন, জামা-প্রভৃতির পরিধি বা বেড়, চারাগাছের জন্য বংশাদির বেষ্টন।

ঘেরা : ● **ঘের**-এর আধার যে। ❒ বেষ্টিত, বেড়া, প্রাচীরে বেষ্টিত।

ঘেরাটোপ : ● যাহা টোপ দিয়া ঘেরা হইয়াছে; অথবা, যে টোপের চারদিকে অদৃশ্য

বেড় আছে। ❐ কাপড়ের উপর একপ্রকার সূচিশিল্প, টোপ দিয়ে পাতা ফাঁদ।

ঘো : ● ঘ (গমনস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যে আধারে; অর্থাৎ, নবরূপী ঘ-কারী রহে যাহাতে; কিংবা, যাহার গমন তাহাকে কোথাও লইয়া যায় না, কিন্তু দৌড় করায় বা একই চক্রপথে ঘুরাইতে থাকে।

ঘোঁট : ● **ঘুঁট**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যে; অথবা, **ঘাঁট**করণ একই আবর্ত্তে ঘূর্ণমান যাহাতে; কিংবা, আত্মসর্ব্বস্ব চতুর ব্যক্তি সমাজে যাহা পাকায়। ❐ তরল পদার্থ মন্থন বা আলোড়ন, জট পাকানো, পেঁচ লাগানো, সমালোচনা ... ইত্যাদি।

ঘোঁটন : ● **ঘোঁট** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে **ঘোঁট**করণ চলিতে থাকে। ❐ আলোড়িতকরণ, মিশ্রিতকরণ।

ঘোঁটা : ● **ঘোঁট**-এর আধার যে; অথবা, **ঘাঁটা** একই আবর্ত্তে ঘূর্ণমান যাহাতে। ❐ আলোড়ন করা, মিশ্রিত করা।

ঘোট : ● **ঘো** (নবরূপী ঘ-কারী) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, দক্ষজ্ঞান আবর্ত্তিত হইয়া (একটি ধানবীজ হাজারটি ধানে, কাঠ পালঙ্কে, সূতা কাপড়ে ...) ফলপ্রসূ হয় যাহাতে; কিংবা, সর্ব্ব প্রকারের **ঘট ঘটানোর** বিদ্যা-বুদ্ধি-ক্ষমতা টঙ্কারিত যাহাতে। ❐ দক্ষতা, বিশেষজ্ঞতা, বুদ্ধি।

ঘোটক : ● যাহা দ্বারা **ঘোট** করা হয়; অর্থাৎ, যাহাকে সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের **ঘোট** কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়; অথবা, ঘোট পাকায় যে। ❐ **দক্ষ**, বুদ্ধিমান, বিশেষজ্ঞ, (সাদৃশ্যে) অশ্ব, ঘোড়া।

ঘোটালা : ● **ঘোটা** (**ঘোট**-এর আধার বা আত্মসর্ব্বস্ব চতুর ব্যক্তি) লালিত যাহাতে; অথবা, যে **ঘোটক**কর্ম্মে সামাজিক ধনসম্পদ ও ক্ষমতা আত্মসর্ব্বস্ব চতুর ব্যক্তি আত্মসাৎ করে। ❐ বিপুল পরিমাণে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎকরণ, পুকুর চুরি।

ঘোড় : ● **ঘো**-র (নবরূপী ঘ-কারীর) গড়ান-উড়ান বা দৌড় যাহাতে। ❐ ঘোড়া।

ঘোড়ই : দ্র. **ঘোড়ুই**।

ঘোড়া : ● **ঘোড়**-এর আধার যে; অথবা, প্রভুর হুকুম পাইলেই যে ছোটে। / যাহা টিপিলেই গুলি ছোটে। (ব.শ.)। ❐ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ, হুকুমের চাকর, (সাদৃশ্যে) বন্দুকের কল, ছাতার বাঁটে লাগান ঘোড়ার মুখের মত বাঁকা কল।

ঘোড়াডোম : ● **ঘোড়া**য় চড়িয়া যুদ্ধ করে যে **ডোম** বা যোদ্ধা। ❐ অশ্বারোহী যোদ্ধা।

ঘোড়া-রোগ : ● যে রোগে ধরিলে মানুষ সামাজিক কর্ম্মযজ্ঞে নানা প্রকার ঘোঁট পাকাইয়া ধনসম্পদ ও ক্ষমতা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে; অথবা **ঘোটালা**কারী **ঘোটক**দিগের ছোঁয়াচ লাগিয়া যে রোগ কখনো কখনো গরিবকেও ধরে। ❐ ঘোঁট পাকান রোগ।

ঘোড়ুই (ঘোড়ই) : ● **ঘোড়** (নবরূপী ঘ-কারীর দৌড়) সক্রিয় যাহাতে বা নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে গড়রক্ষক সেনাপতি রূপে বীরের ন্যায় সক্রিয় হইয়া থাকে; অথবা, তাঁহাদের যে উত্তরসূরীগণ আজও নামের শেষে **ঘোড়ই** বা **ঘোড়ুই** পদবী বহন করিয়া থাকেন।

ঘোমটা : ● **ঘোম** (গমনস্থিতের সার্ব্বিক আধারের সীমায়ন) টঙ্কারিত যাহা হইতে। ❐ অবগুণ্ঠন, স্ত্রীলোকের মুখাবরণ।

ঘোর : ● **ঘো** (নবরূপী ঘ-কারী) রহে

যাহাতে; অথবা, আপন ঘূর্ণনপথে যে কেবল ঘুরিয়াই চলিতেছে; কিংবা, যে পাকে বা চক্রে পড়িয়া গিয়াছে এবং কিছুতেই সেই পাকপথ বা চক্রাকার-পথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিতেছে না। ◻ ভীষণ, ভয়ানক, মাদকতা, মোহ, নেশা।

ঘোরা : ● **ঘোর**-এর আধার যে; অথবা, **ঘোর**-করণ থাকে যাহাতে। ◻ আবর্ত্তিত হওয়া, ঘুরিতে থাকা।

ঘোরাফেরা : ● **ঘোরার** ও **ফেরার** আধার যে; অথবা, যাহাতে একই অবস্থানে **ঘোর**করণ করা এবং বারংবার একই স্থানে গিয়া ফিরিয়া আসা থাকে।

ঘোরাল : ● **ঘোরা** লালিত যাহাতে। ◻ ঘোরযুক্ত, ভয়াল, ভীষণ।

ঘোরালো : ● **ঘোরা** লালিত যে সার্ব্বিক আশ্রয়ে। ◻ অতিঘোর, অতিপেঁচানো, অতিবিষম।

ঘোল[১] : ● ঘো (নবরূপী ঘ-কারী) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **ঘুল**কৃত করা (মিশ্রিত করা) হইয়াছে; কিংবা, যে স্থানে সর্ব্ব জাতির লোকেরা থাকেন; অথবা, যে ব্যক্তি উভয় বা সর্ব্ব দলে থাকেন। ◻ মিশ্রিত তরল দ্রব্যমাত্র, **গোলা**[২], স্থাননাম - ঘোলা, ঘোল-শ্যামপুর।

ঘোল[২] : **ঘো** (নবরূপী ঘ-কারী) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **ঘুল**কৃত করা (মন্থন করা) হইয়াছে এবং তাহার মাখন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে; কিংবা, ঘাবড়াইয়া লোকে যাহা খায়। ◻ (সাদৃশ্যে) মথিত দধি।

ঘোলা : ● **ঘোল**-এর আধার যে; অথবা, **ঘোল**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে কোনো কিছু ঘোলকৃত করিয়া (মিশাইয়া) রাখা হইয়াছে। ◻ মিশ্রিত করা, স্থাননাম।

ঘোষ : ● **ঘুষ**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যে; অথবা, যিনি (শাসকের তরফে) নানাপ্রকার **ঘুষ** (ঘোষণা) করেন। ◻ নাদ, রব, ডাক, শব্দদ্বারা প্রকটীকরণ; **ঘুষ**বাবু, **ঘোষ**বাবু। *

ঘোষক : ● **ঘোষ** করে যে। ◻ শব্দকারক, শব্দদ্বারা প্রকটীকারক, জ্ঞাপক।

ঘোষণা : ● **ঘোষ** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ শব্দ দ্বারা প্রকটীকরণ বা বিজ্ঞাপন।

ঘোষা : ● **ঘোষ**-এর আধার যে। ◻ ঘোষিত করা, উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করান, (সাধর্ম্ম্যে) শতপুষ্পা, মৌরি, ধুয়া ...। *

ঘোষাল : ● **ঘোষা** (...ঘোষিত করা) লালিত যাহাতে; অথবা, যাঁহারা (রাজ-সিদ্ধান্তাদি) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেন; কিংবা, যাঁহারা মন্ত্রাদি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করাইতেন। ◻ বাৎস্যগোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণের উপাধি। ∴

ঘ্রাণ : ● ঘ-এর (গমনস্থিতির) আগ্রহ বা গ্রহণচেষ্টা অন (চলমান) যাহাতে। / যাহার দ্বারা ঘ্রাণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ গন্ধগ্রহণ, সোঁকা, গন্ধ, নাসিকা। *

চ

চ : ● চয়নের (চয়নাদির) ইচ্ছা যাহাতে; অথবা, যাহাতে স্বক্ষেত্রে চয়নপূর্ব্বক ত্যাগেচ্ছা, প্রসবেচ্ছা ... এবং অন্যের ক্ষেত্রে অকাম্য বর্জ্জনপূর্ব্বক কাম্য-গ্রহণেচ্ছা থাকে। ◻ চয়ন, চয়নেচ্ছা, চয়নেচ্ছু, চয়িত, চয়নাদি। *

চই : দ্র. চৈ।

চং : দ্র. **চঙ্গ**।

চক : ● চয়ন করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাকে চয়ন করা হয়; কিংবা, স্বক্ষেত্রে চয়ন কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাকে

চেনা যায় বা নিজেকে চিহ্নিত করায় যে। ❐ বিস্তৃত মাঠ, পট্টী, চৌশালা। *

চকচক : ● **চক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, (আমাকে) চয়ন কর, চয়ন কর ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে যে। ❐ দীপ্তি প্রকাশের ভাব, দীপ্ত, উজ্জ্বল।

চকমক : ● **চক** ও **মক** (সীমায়িত করে যে); অথবা, যাহা একবার নিজেকে উজ্জ্বল করে ও পরক্ষণেই নিজেকে নিষ্প্রভ করে। ❐ দীপ্তিপ্রকাশ, প্রভাবিস্তার।

চকমকি : ● **চকমক** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, আঘাত পাইলে যাহা **চকমক** করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করে। / যে পাথর হইতে আঘাতে অগ্নি বাহির হয়। (ব.শ.)। ❐ অগ্নিপ্রস্তর, চকমকি পাথর।

চকিত : ● **চক** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **চক** (চিহ্নিত) করা হইয়াছে; কিংবা, **চক**-কৃত হওয়ায় যে বিস্মিত বা ভীত হইয়াছে। ❐ বিস্মিত, কর্তব্যবিমূঢ়, ভীত ...।

চকোর : ● **চ**-করণের নবরূপী আশ্রয় রহে যাহাতে; অথবা, **চক**-কারীর (**চকচক**কারীর) প্রকাশকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে যে। / চন্দ্রকর পানে তৃপ্ত হয় যে। (ব.শ.)। ❐ চাহিদাকারী, ক্রেতা; (সাদৃশ্যে) চক্রবাক, পাপিয়া, শুকপাখী ...। *

চক্র : ● **চক** (চয়িত কারক) আবর্ত্তিত হয় যাহাতে; অথবা, যে আবর্ত্তনকারীকে চয়ন করা হইয়াছে; কিংবা, যে চক্রাকার স্থান-কাল-পাত্রাদি বা বিষয় বস্তু জনসমষ্টি এলাকা ... ইত্যাদি নির্দ্ধারিণ করা হইয়াছে। ❐ সমাজিক দৃশ্য বা অদৃশ্য এলাকা; (সাদৃশ্যে) রথাঙ্গ, চাকা, কুমোরের চাক ...। *

চক্রগতি : ● **চক্রাকার** গতি যাহার। ❐ আবর্ত্তন।

চক্রজীবী : ● **চক্রই** জীবিকা যাহার। ❐ কুমোর।

চক্রদহ : ● **চক্রাকার** যে দহ (নদীর গভীর এলাকা)। ❐ চাকদহ, চাকদা।

চক্রধারা (চক্রনেমি) : ● **চক্রাকার** যে ধারা (বা নেমি)। ❐ প্রান্ত, প্রধি (পরিধি)।

চক্রপাল : ● **চক্র** (সামাজিক এলাকা) পালন করে যে। ❐ সেনাপতি, প্রদেশাধ্যক্ষ।

চক্রবর্ত্তী : ● **চক্র** (দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা) পালনই বৃত্তি যাঁহার; অথবা, যাঁহাকে ঘিরিয়া বা কেন্দ্র করিয়া **চক্র** আবর্ত্তিত হয়। ❐ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের সাম্মানিক উপাধি-বিশেষ। *

চক্রবর্ত্তী রাজা : ● / যিনি চক্রে (দ্বাদশ রাজসমূহে) প্রভুভাবে অবস্থান করেন। (ব.শ.)। ❐ রাজাধিরাজ। *

চক্রবাত : ● যে বায়ু **চক্রাকারে** প্রবাহিত হয়। ❐ ঘূর্ণিবায়ু।

চক্রব্যূহ : ● সৈন্যগণ যে **চক্রাকার** ব্যূহ নির্ম্মাণ করেন। ❐ চক্রাকার ব্যূহবিশেষ।

চক্রযান : ● **চক্রনির্ভর** যে যান। ❐ রথ, শকট, গাড়ী।

চক্রহস্ত : ● **চক্র** হস্তে যাহার। ❐ সুদর্শনধর বিষ্ণু।

চক্ষু : ● **চক** (চয়িত কারক) দিশাগ্রস্তভাবে প্রযুক্ত হইয়া (গিয়া) নবরূপে উত্তীর্ণ (ফিরে-আসা) যাহাতে; অথবা, দ্রষ্টব্যকে (সর্ব্বাগ্রে) **চক্ষণ** করে (চাখে) যে। / যাহার দ্বারা দর্শন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ জ্ঞানমাত্র সাধন, নয়ন, চোখ ...। *

চঙ্গ (চং, চঙ) : ● **চং** বা **চঙ**-এর (চয়নের রহস্যময় রূপের) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা (কোনো কিছু) চয়ন করিয়া

নিজের ভিতরে রাখিয়াছে। ❐ রংচঙে, রঙ্গ চঙ্গে। দ্র. চাঙ্গা।

চঞ্চল : ● চঞ্চ (চয়নেচ্ছা রহস্যময় রূপে) চলে যাহাতে; অথবা, কাহাকে কখন কোথায় কীভাবে চয়ন করিব — ইত্যাদি বিষয় স্থির করিতে না পারিয়া যে মুহুর্মুহু দিক পরিবর্ত্তন করিয়া এদিক-ওদিক চলিতে থাকে। ❐ **চপল**, অস্থিরমতি ব্যক্তি। (দ্র. **চনমনে**)।

চঞ্চলা : ● **চঞ্চল**-এর আধার যে; অথবা, যে আধারশক্তি সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। ❐ লক্ষ্মী।

চট : ● চ (চয়নেচ্ছা) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, চয়ন করার জন্য আঘাত করা যাহাতে; অথবা, যে কাজ দ্রুত সারিতে হয়; কিংবা, গাছে চটাইয়া বা কোপ মারিয়া চাঁছিয়া যে ছাল আনা হইত (তাহা দিয়া বানানো মোটা কাপড়কেই আদিতে **চট** বলা হইত)। ❐ কোপ মারা, চড়-চাপড়ের শব্দ, ক্ষিপ্রতা, পাটের বা শণের সুতার মোটা কাপড় বিশেষ। ✱

চটক : ● **চট** করে যে; অথবা, যে অন্যকে **চট** (কোপ) মারে বা **চটায়** (কোপায়) বা আঘাত করে; কিংবা, যে স্বক্ষেত্রে চয়িত টঙ্কারের (আড়ম্বর-চাকচিক্যাদির) কারণে অন্যের মনকে মৃদু আঘাত করে; অথবা, যে আপন কর্ম্মদোষে (অন্যকে চট করার কারণে) সদাসর্ব্বদা ছটফট করিয়া বেড়ায়। ❐ আড়ম্বর, ভড়ং, চাকচিক্য, শীঘ্রতা, মোহ-জনকতা, (সাদৃশ্যে) চড়া পাখী, শ্যামাপক্ষী।

চটকদার : ● **চটক** দানকারী (বিষয় বস্তু ব্যবস্থা আচরণাদি) রহে যাহাতে। ❐ চমকদার, জমকাল, আড়ম্বরপূর্ণ।

চটকা : ● **চটক**-এর আধার যে; অথবা, যে বাহ্যবস্তুকে **চটকায়**, মনকেও **চটকায়** বা মোহগ্রস্ত করে, দলিত-মথিত করে; কিংবা, ঝটকা টান থাকে যাহাতে। ❐ ডলা-মলা, ঝটকা মারা, মোহ, ঘোর, স্ত্রী-চটকপক্ষী।

চটকান : ● **চটকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, ডলা-মলা করা হয় যাহাতে। ❐ দলিত বা মর্দ্দিত করিয়া গ্রন্থিহীন করা, পেষণ করা।

চটচট : ● **চট**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❐ চাবুক চড় বেত্রাদির আঘাতের শব্দ। ✱

চটচটে : ● যাহা **চটচট** করে। ❐ আঠার বা তেলচিটার আঁট-আঁট ভাব। ✱

চটপট : ● **চট** ও **পট** (পালন বা পলায়ন টঙ্কারিত যাহাতে); অথবা, **চট** করিয়া তৎক্ষণাৎ **পট** (ঠিকঠাক বা পলায়ন) করা হয় যাহাতে। ❐ শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

চটপটে : ● **চটপট** করে যে। ❐ কার্য্যতৎপর, উৎসাহী, বলিতে-কহিতে তৎপর। ✱

চটা : ● **চট**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **চট** করা (কোপ মারা) বা **চটান** (কোপান) থাকে (এবং যদ্দরুন যাহাতে বিপরীত পক্ষ চটিয়া যায় বা কুপিত হয়)। ❐ **চোট** মারা, ক্রুদ্ধ হওয়া, বাঁশের চটিত অংশ, ক্রুদ্ধ, চাকলা। ✱

চটাচটি : ● **চটা** ও **চটি** (**চট** সক্রিয় যাহাতে)অথবা, যাহাতে **চট** করা হইয়াছে এবং যাহাতে **চট** করা চলিতেছে। ❐ রাগারাগি।

চটান : ● **চটা** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ চোট মারা, রাগান। ✱

চটান-পটান : ● **চটান** ও **পটান** (**পট** অন বা চলমান) যাহাতে। ❐ রাগান ও মানান।

চটি : ● **চট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা **চট চট** শব্দ করে; অথবা, যে স্থান বা বস্তু

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

হইতে 'চয়ন করিয়া লইয়া যাও, প্রাণ বাঁচাও,' প্রভৃতি টঙ্কার চারিত হইতে থাকে; কিংবা, যাহা **চট** করিয়া দেখিয়া বা পড়িয়া লওয়া যায়। ❐ পান্থশালা, হোটেল, মকর-ধ্বজ, একপ্রকার জুতো, চটি বই। *

চটিত : ● **চটি** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **চট** মারা হইয়াছে। ❐ খণ্ডিত, আহত, ক্রুদ্ধ।

চটিতং : ● **চটিত**-এর রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, যে চটিয়া লাল (বা আরও অন্য কিছু) হইয়া গিয়াছে।

চটু : ● চ-এর (চয়নেচ্ছার) টঙ্কার নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে চয়নেচ্ছার আঘাত সুখানুভূতি দেয়। ❐ প্রিয়বাক্য, ব্রতীর আসনবিশেষ, উদর।

চটুল : ● **চটু** লালিত যাহাতে; অথবা, যাহার কথাবার্ত্তা আচার-আচরণ মনোহর। ❐ চপল, লঘু, মনোহর।

চট্ট : ● **চট** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, প্রয়োজন হইলেই **চট** করিতে পারে বা কোপ মারিতে পারে যে; কিংবা, চয়নোদ্দেশ্যে খাবলাইয়া মাংস (বা ধনসম্পদ) তুলিয়া লইতে পারে যে। ❐ সেকালের পদস্থ আমলা, সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ, সেনাপতি।

চট্টগ্রাম : ● **চট্ট**দিগের গ্রাম; অথবা, যে গ্রামে **চট্ট**গণ বাস করিতেন। ● বর্ত্তমান বাংলাদেশের জেলাশহর।

চট্টরাজ : ● **চট্ট**দিগের রাজা; অথবা, সেকালের সর্ব্বোচ্চ পদে আসীন আমলা; কিংবা, সেই আমলার যে উত্তরসূরী এখনও **চট্টরাজ** পদবী বহন করেন। ❐ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধি।

চট্টোপাধ্যায় : ● **চট্ট**গণের উপাধ্যায়; অথবা, যিনি **চট্ট**গণকে (সেকালের আমলাগণকে) সমাজশাসন শিক্ষার অধ্যয়নে সহায়তা করিতেন। ❐ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধি।

চড় : ● চয়নেচ্ছুর ডয়ন বা গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা ঊর্ধ্বগমন করে; কিংবা, যাহা দ্বারা কেহ **চড়ে** বা আরোহণ করে। ❐ উঠা, বাড়িয়া যাওয়া (দর, দাম, রাগ), উচ্চ হওয়া ... হাতের থাবা। *

চড়ন : ● **চড়** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে ঊর্ধ্বগমন ক্রিয়া চলিতে থাকে। ❐ আরোহণ, উচ্চ হওয়ন, উপর দিকে বর্দ্ধিত হওয়ন ...। *

চড়া : ● **চড়**-এর আধার যে; অথবা, আরোহন চলে যাহাতে; অথবা, যাহা পূর্ব্বাবস্থান হইতে উচ্চে উঠিয়াছে। ❐ উপরে ওঠা, নদীবক্ষে জেগে ওঠা দ্বীপভূমি বা **চড়া**।

চড়াই : ● **চড়া** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যেভাবে বা যে পথে উপরে আরোহণ করে বা চড়ে। ❐ খাড়াই।

চড়াই-উতরাই : ● **চড়াই** ও **উতরাই** (নীচে নেমে যায় বা উতরে যায় যেভাবে বা যে পথে)। ❐ খাড়াই পথে উপরে ওঠা ও নামা।

চড়াইভাতি : ● নদীবক্ষের **চড়ায়** যে 'বন-ভোজন' করা হয়। ❐ সেকালের 'পিকনিক'।

চড়ান : ● **চড়া** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, উপরে উঠানোর (তোলার বা চাপানোর) কর্ম্ম থাকে যাহাতে। ❐ আরোহণ করানো, বাড়ানো, উপরিতল ঢেকে দেওয়া।

চণ : ● চয়নের অভিজ্ঞতা বা বোধের **টঙ্কার** বা বিকিরণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহার ধনসম্পদ অন্যে চয়ন করিয়াছে, তাহার অভিজ্ঞতার বা ক্রুদ্ধ বোধের বিকিরণ থাকে যাহাতে। ❐ তেজপূর্ণ জ্ঞানের দানা।

চণক : ● **চণ** করে যে; অথবা, যিনি দ্রোহ-**মূলক জ্ঞানের** দানা বিকীর্ণ করেন; কিংবা, **(সাদৃশ্যে)** তেজ থাকে যে শস্যদানায়। ◻ **মুনিবিশেষ**; (সাদৃশ্যে) চানা, ছোলা।

চণ্ড : ● **চণ**-এর (...ক্রুদ্ধবুদ্ধির) গড়ান-উড়ান **যাহাতে**। ◻ অত্যন্তকোপন, ভীষণ। *

চণ্ডাল : ● **চণ্ড**-গুণ থাকে যাহার (তু. দয়াগুণ > **দয়াল**, রসগুণ > রসাল); অথবা, যে বিদ্রোহ **করে**। ◻ চাঁড়াল, চণ্ডালজাতীয় জন। *

চণ্ডালিকা : ● **চণ্ডাল**-কে সক্রিয় করেন যে আধারশক্তি। ◻ চণ্ডালবীণা, ওষধিভেদ, দুর্গা।

চণ্ডিকা : ● **চণ্ড**-কে সক্রিয় করেন যে আধারশক্তি। ◻ চণ্ডী, কোপনা।

চণ্ডী : ● **চণ্ড**-এর (... দ্রোহের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, সমগ্র জনসাধারণের (মহামায়ার) যে অংশ ক্রুদ্ধ, রাজদ্রোহী বা বিপ্লবী জনগোষ্ঠী রূপে দেখা দেন বা দিয়াছিলেন। ◻ পার্ব্বতীর মূর্ত্তিভেদ, মঙ্গলময়ী, যোগিনীপ্রধানা দেবী। *

চণ্ডীমণ্ডপ : ● **চণ্ডীর** জন্য যে মণ্ডপ; অথবা, যেখানে বিদ্রোহী বা বিপ্লবী জনগোষ্ঠীর **মণ্ড** (জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের সার) পালিত হইত। ◻ চণ্ডীর গৃহ, দুর্গাদি প্রতিমার পূজার্থ গৃহ।

চণ্ডু : ● **চণ্ড** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে চণ্ডের ক্রোধ থাকে না, মোহ থাকে। ◻ অহিফেনের মাদকদ্রব্য বিশেষ।

চণ্ডেশ্বর : ● **চণ্ড**-এর ঈশ্বর। ◻ চণ্ডীপতি, শিব, কবিরাজী ঔষধবিশেষ।

চতুর : ● **চত** (চয়নেচ্ছার তারণ বা প্রার্থনা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, অস্তিত্বের সর্ব্বদিকে মানুষের **চত**-এর (প্রার্থনার) বিপরীতে সেই সর্ব্বদিক পালটা-প্রার্থনাকারী (**চতু**) রূপে দেখা দেয় বা (**র**) রহে যাহাতে. [সর্ব্বদিক পদবাচ্য এই 'চতুর্দ্দিক' কেমন করিয়া 'চারিদিক' পদবাচ্য হইয়া গেল, সংক্ষেপে তা হল — মানুষকে ঘিরিয়া থাকা বৃত্তের ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক ব্যাস দুটি বৃত্তের পরিধির যে চারিটি বিন্দুতে থাকে, মানুষের পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের সেই চারিটি বিন্দু সর্বাগ্রে মানুষের সামনে প্রার্থী রূপে স্পষ্ট হয়। তারপর সেই বিন্দুগুলির সংযোগকারী বৃত্তাংশটি তাহার বক্ররেখারূপ হারাইয়া ধীরে ধীরে সরলরেখায় পরিণত হইয়া যায়। তখনই মানুষের চার কোণের ও চতুর্ভুজের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠে। সর্ব্বদিক হইয়া যায় মানুষকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত বর্গক্ষেত্রের চার বাহু বা চার দিক্। তাই আমরা বাংলাভাষীরা আজও সর্ব্বদিক বোঝাতে 'চারিদিক' শব্দটি ব্যবহার করি। ... এই **চতুর** বা সর্ব্বদিকের সমস্ত পালটা প্রার্থনার বিষয়ে জ্ঞান রহে যাহার, তাহাকে সেকারণেই **চতুর** বা চালাক বলে।]; **সর্ব্বদিকের বিষয়ে জানে যে**। ◻ চারি, চতুঃসীমা-বদ্ধ বিস্তৃত সমভূমি, কার্য্যদক্ষ, ধূর্ত্ত ...। *

চতুর্থ : ● **চতুর** থাকে যাহাতে। ◻ তিন সংখ্যার পরবর্ত্তী, চতুর্থভাগ ...। *

চতুর্থী : ● **চতুর্থ**-এর সক্রিয় আধার যে। ◻ চন্দ্রের চতুর্থ কলার ক্রিয়াকালরূপ তিথি, (ব্যাকরণে) বিভক্তিবিশেষ ... ইত্যাদি। *

চতুর্ব্বর্গ : ● চার প্রকার বর্গ (বিজাতি বর্জ্জিত গণ) যাহাতে; অথবা, জন্তুবর্গ উদ্ভিদবর্গ পাতালবর্গ ধীবর্গ এইরূপ যে কোনো চারিবর্গ যাহাতে; কিংবা, সাধারণত ধর্ম্মবর্গ অর্থবর্গ কামবর্গ মোক্ষবর্গ এই চারিবর্গকেই যে নামে চিহ্নিত করা হইয়া

থাকে। ◘ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ, বিষয়চতুষ্টয়-মাত্রের বর্গ। ✱

চতুর্ম্মুখ : ● **চতু**র (চারিটি) মুখ যাহার। ◘ মুখচতুষ্টয়যুক্ত, চতুরানন, ব্রহ্মা। ✱

চতুর্যুগ : ● যাহাতে **চতুর্যুগ** আছে। (ব.শ.)। ◘ যুগচতুষ্টয়, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি — এই চার যুগ। ✱

চতুষ্পাঠী : ● **চতুঃ** (চারপ্রকার) বেদের পাঠ-করণ চলে যে পাঠকেন্দ্রে। ◘ চৌপাঠী, টোল।

চন : ● চয়নেচ্ছা অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, স্বক্ষেত্রে চয়ন করিয়া স্বক্ষেত্রের বাহিরে তাহাকে ত্যাগেচ্ছার প্রকাশ থাকে যাহাতে; অথবা, যে চয়নেচ্ছায় ত্যাগেচ্ছার প্রকাশ থাকে।

চনচন : ● **চন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, স্বক্ষেত্রে চয়নপূর্ব্বক বাহিরে ত্যাগেচ্ছার প্রকাশ বারংবার যাহাতে। ◘ চয়নেচ্ছার বেদনা প্রবাহের ভাব প্রকাশক শব্দ।

চনমন : ● **চন** ও **মন**; অথবা, যাহাতে **চন** (ত্যাগেচ্ছার ভাব) ও **মন** (পরিমাপপূর্ব্বক সীমায়িতকে গ্রহণেচ্ছার ভাব) প্রকাশিত হইতে থাকে। ◘ চঞ্চলতা বা স্ফূর্ত্তির ভাব প্রকাশক শব্দ।

চনমনে : ● **চনমন** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে **চনমন** করিতেছে; অথবা, কিছু ত্যাগ করিবার জন্য ও কিছু গ্রহণ করিবার জন্য ছটফট করিতেছে যে। ◘ চঞ্চল ও ছটফটে, স্ফূর্ত্তিযুক্ত।

চনা : ● **চন**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **চন** থাকে; কিংবা, পণ্যবিক্রয়লব্ধ কাঁচা টাকা থাকে যাহাতে। ◘ কাঁচা টাকা, লিকুইড মানি; (সাদৃশ্যে) গোরোচনা, গোমূত্র।

চন্দন : ● **চন্দ** (**চন** দাতা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, নিজ ক্ষুদ্রাংশ চয়নপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া (সুগন্ধরূপে) দান করিতে থাকে যে। / আহ্লাদ জনন করে যে। (ব.শ.)। ◘ চন্দনবৃক্ষ, চন্দনকাষ্ঠ ...। ✱

চন্দনগিরি : ● যে গিরি **চন্দন** জনন করে; যে পর্ব্বতে বহু চন্দন (গাছ) জন্মায়। (প্রাচীন ভারতীয় ধনতন্ত্রী দেবগণের চোখে 'পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাসম্পন্ন সমাজ' = চন্দনবৃক্ষে পরিপূর্ণ চন্দনগিরি; এবং 'পণ্যের গৌরব' = চন্দনগন্ধ; কিন্তু সমাজতন্ত্রী অসুরগণের চোখে সেগুলি যথাক্রমে **মল** জননকারী মলয়পর্ব্বত এবং মল-এর দুর্গন্ধ। দ্র. **গন্ধ**, **মলয়**)। ◘ মলয়পর্ব্বত, চন্দনপর্ব্বত। ✱

চন্দনা : ● **চন্দন**-এর আধার যে; অথবা, যে **চন্দন**-এর গৌরব গান করে। ◘ বিজ্ঞাপক, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনকারী গায়ক; (সাদৃশ্যে) শারিকাভেদ, পাখায় রক্তচন্দনের মত চিহ্ন-যুক্ত টিয়া। ✱

চন্দনি : ● **চন্দন** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **চন্দন**-এর নির্য্যাস থাকে; কিংবা, পণ্যবিক্রয়লব্ধ টাকা থাকে যাহাতে। ◘ **চনা**, গোরোচনা। ✱

চন্দ্র : ● **চন্দ** (**চন** দান) **বর্ত্তমান** রহে যাহাতে; অথবা, পণ্যবিক্রয়লব্ধ টাকা আবর্ত্তমান রহে যাহাতে। / আহ্লাদ করে যে। (ব.শ.)। ◘ বৃহৎপুঁজি, ধনতান্ত্রিক পুঁজি, চাঁদি, (সাদৃশ্যে) চাঁদ, গ্রহবিশেষ। ✱

চন্দ্রগ্রহণ : দ্র. **গ্রহণ**।

চন্দ্রবংশ : ● ধনতন্ত্রবাদীদের বংশ পরম্পরা বা উত্তরাধিকারের পরম্পরা যাহাতে। / চন্দ্রের সন্তান পরম্পরা। (ব.শ.)। ◘ যাদব ও পৌরব বংশ। ✱

চন্দ্রবংশী : ● **চন্দ্রবংশ**জাত যে জনসম্প্রদায়;

ভারতবর্ষীয় সমাজে যাঁহারা প্রাচীন **ধনতন্ত্রের** উত্তরাধিকার বহন করেন এবং নিজেদের 'চন্দ্রবংশী' বলিয়া দাবি করেন, যদিও পণ্ডিতদের **পাদোদক-মূঢ়**তার কারণে সে ইতিহাস তাঁহারা ভুলিয়াছেন। ❋

চন্দ্রশেখর : দ্র. **শেখর**।

চপ : ● চয়নের বা চয়িতের পালন যাহাতে; অথবা, চয়ন করিয়া বা কবলিত করিয়া পালন করা হয় যাহাতে; কিংবা, কামড়াইয়া মুখের ভিতরে রাখা হয় যাহাতে। ❒ কোপ মারা, চিবানোর শব্দ, চূর্ণীকরণ ...। ❋

চপচপ : ● **চপ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ চর্ব্বণশব্দ।

চপট : ● **চপ** টঙ্কারিত যাহাতে। ❒ চড়, চপেটাঘাত, চাপ। ❋

চপল : ● **চপ** লালিত যাহাতে; অথবা, 'এটা খাবলাবো নাকি ওটা, এখন তো খাবলে নিই, মারবে না তো ...' ইত্যাকার **অস্থিরতা** থাকে যাহাতে। / যে দোষ **নিশ্চয় না করিয়া** বধবন্ধনাদি করে। (ব.শ.)। ❒ **চঞ্চল**, **অস্থির**, অব্যবস্থিতচিত্ত ...। ❋

চপলা : ● **চপল**-এর আধার যে। ❒ চাপলবতী স্ত্রী, বিদ্যুৎ, পুংশ্চলী ...। ❋

চপান : ● **চপ** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ কোপানো, কুপিয়ে কাটা। ❋

চপেটা : ● চয়নেচ্ছায় পেটা হয় যাহাতে বা যাহা দ্বারা। ❒ চড়।

চম : ● চয়নেচ্ছা সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহাতে চয়নেচ্ছু (ভয়ে বিস্ময়ে সঙ্কুচিত বা) সীমায়িত হইয়া থাকে।

চমক : ● **চম** করে যে; অথবা, **অজ্ঞাত** সম্পদ বা বিপদ সহসা সম্মুখে আসিয়া পড়ায় বিস্ময়ে বা ভয়ে চয়নেচ্ছাকে **মুহূর্ত্তে** সীমায়িত বা সঙ্কুচিত করে যে। ❒ সবিস্ময় **সঙ্কোচন** (= সুখজনক চমক), সভয়ে **সঙ্কোচন** (= বিপজ্জনক চমক), অকস্মাৎ আনন্দে বা আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠা। ❋

চমকা : ● **চমক**-এর আধার যে।

চমকান : ● **চমকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে আচরণ দ্বারা অন্যকে বিস্মিত বা ভীত করা হয়। ❒ হঠাৎ অতিশুভের সাক্ষাৎ, আকস্মিক ভয় দেখানো, ধমকানো। ❋

চমকিত : ● **চমক** সক্রিয়রূপে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহার **চমক** লাগিয়াছে; কিংবা, যাহাকে **চমকান** হইয়াছে। ❒ বিস্মিত, চমৎকৃত, কম্পিত।

চমচম : ● **চম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, অতি মিষ্টতার কারণে যে বস্তু যত বার জিভে ঠেকে, খাদকের খাইবার ইচ্ছা (চয়নেচ্ছা) ততবার মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ❒ ছানা বা ক্ষীরজাত মিঠাই-বিশেষ। ❋

চমচমা : ● **চমচম-এর আধার যে**। ❒ **বিস্ময় বা আতঙ্ক হেতু কর্তব্যবিমূঢ়তা**।

চমচা : ● **চম** করিয়া দিয়া **চয়ন করে যে**; অথবা, অপরের চয়নেচ্ছাকে **ভয় দেখাইয়া** সঙ্কুচিত করিয়া দিয়া নিজের **প্রয়োজনীয়** দ্রব্য চয়ন করে আনে যে। ❒ পাড়ার 'দাদা' বা মস্তান।

চমৎকার : ● **চম**-তারণ কৃত যাহাতে; অথবা, চয়নেচ্ছুকে ভয়ে বিস্ময়ে সঙ্কুচিত করিয়া দেয় যে। ❒ বিস্ময়, আস্বাদ।

চম্প : ● **চম** পালন করে যে; অথবা, **চয়নেচ্ছার** (ত্যাগেচ্ছার ও বিনিময়ে গ্রহণেচ্ছার) **সীমায়ন** পালিত যাহাতে; অথবা, উৎসাহ ও নিষেধ যুগপৎ পালিত হয় যাহাতে। ❒ **কোবিদার**

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

বৃক্ষ, কোবিদার পুষ্প। *

চম্পক : ● **চম্প** করে যে; অথবা, চয়নেচ্ছার (ত্যাগেচ্ছার ও বিনিময়ে গ্রহণেচ্ছার) উপর নিষেধ সত্ত্বেও তাহার পালন করে যে ব্যবস্থা, কিংবা, সেকালের রাষ্ট্রের চোখের আড়ালে যে সকল কুটিরশিল্প-ব্যবস্থা চলিত। ❐ প্রাচীন ভারতে কুটীরশিল্পের কর্ম্মশালা; (সাদৃশ্যে) পুষ্প-বৃক্ষবিশেষ, কাঁটালে চাঁপা, চাঁপাকলা। *

চম্পকমালা : ● **চম্পক** পুষ্পের মালা। ❐ চম্পকরচিত মালা, স্ত্রী-কণ্ঠাভরণবিশেষ। *

চম্পকলতা : ● **চম্পক**-এর লতা; অথবা, সেকালে **চম্পক**বৃত্তি গ্রহণকারীগণ যে কাপড় বুনিতেন। ❐ গামছাবিশেষ। *

চম্পট : ● **চম্প** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, আদি কুটীরশিল্প-পণ্য বিক্রয়ের খবর ছুটিত যাহাতে; কিন্তু (লক্ষণার্থে), সে খবর শুনিয়া সেকালের সিপাইসান্ত্রীরা আসিয়া পড়িত এবং সেকালের হকাররা পলায়ন করিত বা **চম্পট** দিত; অথবা, সেরকম দেখিলেই যাহারা 'ভাগল্-ভা' (ভাগলপুর) হইয়া যাইত। ❐ অন্তর্দ্ধান, পলায়ন, ভাগলপুর। দ্র. **চম্পাবতী**। *

চম্পা (চাঁপা) : ● **চম্প**-এর আধার যে; অথবা, নিষিদ্ধ উৎসাহ পালন করে যে (জাতি, সংস্থা, ব্যবস্থা, বৃক্ষ, নারী ...); অথবা, যে মেয়ে দৃশ্যত চাপা স্বভাবের কিন্তু কার্য্যত অত্যন্ত উৎসাহী; কিংবা, যে ফুলের গন্ধ চাপা (বেল কামিনী প্রভৃতির মতো বাতাসে ভাসে না), কিন্তু হাতে নিলেই তাহার তীব্র গন্ধ টের পাওয়া যায়। ❐ প্রাচীন কুটীরশিল্প, (সাদৃশ্যে) ভাগলপুর, চাঁপা, কাঁটালে চাঁপা, মেয়ের নাম। *

চম্পাবতী : ● **চম্পা**-স্বভাব বাহকের সক্রিয় তারণ যে নারীতে বা নগরীতে; অথবা, যে স্থানে **চম্পক** ব্যবস্থা (প্রাচীন কুটীরশিল্প) গড়িয়া উঠিয়াছিল। ❐ কর্ণ-রাজধানী, ভাগলপুর, মেয়ের নাম।

চম্পকনগর : ● **চম্পক** ব্যবস্থা চলিত যে নগরীতে। ❐ অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী, এ নগর ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত। *

চম্পকারণ্য : ● **চম্পক**-এর অরণ্য; অথবা, যে সমাজবনে বহু **চম্পক** বৃক্ষের (ব্যবস্থার) উদ্ভব হইয়াছিল। ❐ তীর্থস্থান। এই তীর্থে একরাত্রি বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। ইহার বর্তমান নাম 'চম্পারণ'। *

চম্পূ : ● **চম্প** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে যে আধারে; অথবা, যে কাব্যে (পণ্যজীবিতার বিরুদ্ধে) নিষেধ ও উৎসাহ নবকৌশলে গীত হইয়াছে। ❐ গদ্যপদ্যময় কাব্য, যথা চম্পূ-ভারত, চম্পূরামায়ণ, গোপালচম্পূ, নলচম্পূ।

চয় : ● চয়নেচ্ছা (চয়নেচ্ছু) যায় যাহাতে; অথবা, চয়নপূর্ব্বক গ্রহণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, চয়নপূর্ব্বক কাম্যকে গ্রহণ এবং অকাম্যকে বর্জ্জন চলে যাহাতে। ❐ পুষ্পাদিচয়ন, সমূহ, রাশি ...। *

চয়ন : ● **চয়** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ আহরণ, সংগ্রহ, রাশিকরণ।

চয়নীয় : ● **চয়ন**-এর সক্রিয় আধার যায় যাহাতে; অথবা, যাহাকে চয়ন করা কর্ত্তব্য। ❐ আহরণীয়, রাশীকরণীয়।

চয়িত : ● যাহাকে চয়ন করা হইয়াছে। ❐ নিশ্চয়পূর্ব্বক গৃহীত, রাশিকৃত।

চর : ● চয়নপূর্ব্বক গ্রহণেচ্ছা বা গ্রহণেচ্ছু রহে যাহাতে (যে গমনে); অথবা, চলিতে চলিতে চরে বা **চরা**-কর্ম্ম করে যে; কিংবা, যে স্থানে বা কালে চরে। ❐ গতিশীল, বিচরণ-

কারী, স্বপররাষ্ট্রবৃত্তান্তজ্ঞানার্থ নিযুক্ত রাজপুরুষ, **শনিচর** ..., (সাদৃশ্যে) খঞ্জনপক্ষী ...। ❋

চরক : ● চর করে যে; অথবা, যিনি 'চরসদৃশ গূঢ়ভাবে' পৃথিবীর যাবৎ দ্রব্য ও ঘটনার মূল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বা **চর্চ্চা** করিয়া পূর্বতন সমগ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে সংস্কার করিয়াছিলেন। ▢ চর, ভিক্ষু, আয়ুর্ব্বেদবিৎ মুনিবিশেষ, অনন্তদেব। ❋

চরণ : ● চর অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা লোকে মানসিকভাবে **চর**করণ (চরা-কর্ম্ম) করে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দ্বারা দৈহিকভাবে **চর**করণ করে। / যাহার দ্বারা গমন বা চলন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ শ্লোকের চতুর্থাংশ, পয়ার, (সাদৃশ্যে) পা। ❋

চরণামৃত : ● **চরণ**-এ (... পয়ারে ...) যে অমৃত থাকে; অথবা, পূর্ব্বসূরী জ্ঞানীগণের রচিত শ্লোকের ও পয়ারের **চরণে চরণে** বা **পদে পদে** জ্ঞানের যে **অমৃতরস** থাকে; (পাদোদক-মূঢ়তার কারণে একালের মানুষ তাহাকে ভুলিয়া প্রতিমার বা 'গুরুজন'-এর পা-ধোয়া জল খায়)। ▢ অমৃতসমান জ্ঞানরস, (সাদৃশ্যে) পা-ধোয়া জল।

চরম : ● **চর** সীমায়িত যাহাতে বা যেখানে; অথবা, যাহার পরে আর **চর** নাই বা **চরা** যায় না। ▢ অন্ত্য, অন্তিম, শেষভব ...। ❋

চরা : ● চর-এর আধার যে; অথবা, (মানসিক-ভাবে বা দৈহিকভাবে) চলিতে চলিতে কাম্য বস্তু বা বিষয় চয়নপূর্ব্বক গ্রহণ করা হয় যাহাতে; অথবা, যে গমনে চয়নেচ্ছা ও গ্রহণেচ্ছা রহে। ▢ রাত**চরা**, গরুর চলিতে চলিতে ঘাস খাওয়া, পশুপক্ষীর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তৃণকীটাদি খাওয়া ...। ❋

চরাচর : ● **চর** ও **অচর** যাহাতে; অথবা, যে চরে এবং যে চরে না; কিংবা, যেখানে চরা যায় এবং যেখানে চরা যায় না। ▢ স্থাবরজঙ্গমাত্মক, জঙ্গম ও স্থাবর। ❋

চরিত : ● **চর** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যে স্থান-কাল-পাত্রের উপর **চরা** হইয়া গিয়াছে; অথবা, যে যে ভাবে সেই **চরা**র কাজ করা হইয়াছে। ▢ আচরিত, অনুষ্ঠিত, কৃত ...। ❋

চরিতকথা : ● চরিতকরণ বিষয়ে **কথা** যাহাতে; অথবা, কোনো ব্যক্তি যেভাবে বিভিন্ন স্থানকালপাত্রের উপর **চরেন** বা চরিয়া চরিয়া যে সকল কাম্য বিষয় ও বস্তু চয়ন-পূর্ব্বক গ্রহণ করেন বা করিয়াছেন, সেই সব **কথা** থাকে যাহাতে।

চরিতার্থ : ● **চরিত**-এর অর্থ থাকে যাহাতে; অথবা, যে আচরিত ক্রিয়াকর্ম্মাদি অর্থপূর্ণ, নিরর্থক নহে। ▢ কৃতপ্রয়োজন, কৃতার্থ, সার্থক।

চরিত্র : ● **চর**কে (চরাকে তাহার বাধাবিপত্তি হইতে) সক্রিয়ভাবে ত্রাণ করে যে (স্বভাব, সদ্ধর্ম্ম ... ইত্যাদি); অথবা, জীবনপথে চয়নপূর্ব্বক গ্রহণ করার বা চরার আচরণ-সমূহ হইতে মানুষের যে স্বভাব পরিলক্ষিত হয়। / যাহার দ্বারা চরণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ স্বভাব, আচার ব্যবহার, জীবিতকার্য্য। ❋

চর্চ্চ : ● **চর**-চয়ন করে যে চয়নকারী; অথবা, **চরণে চরণে** কাম্য বিষয় চয়ন করে যে চয়নকারী। ▢ অনুসন্ধান করা, বিশেষভাবে জানা, নির্ণয় করা। ❋

চর্চ্চা : ● **চর্চ্চ**-এর আধার যে; অথবা, **চর্চ্চ** চলে যাহাতে; অথবা, চয়নেচ্ছু চরে যাহাতে। ▢ অধ্যয়ন, বিচারণা, অনুশীলন ...। ❋

চর্চ্চিত : ● **চর্চ্চ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহার **চর্চ্চা** করা হইয়া গিয়াছে। ▢

আলোচিত, বিচারিত, অনুশীলিত। ❋

চর্ব্ব : ● **চর**-বহন করে যে বহনকারী; অথবা, **চর**-করণের ফলস্বরূপ জ্ঞানরস, ধনরস বা বাহ্যরস বহন ও নীরস বস্তুবিষয়াদি বর্জ্জন করে যে বহনকারী। ❒ কাব্যাদির রসাস্বাদন, ধনাহরণ, (সাদৃশ্যে) চিবানো, ভক্ষণ করা।

চর্ব্বণ : ● **চর্ব্ব** (অকাম্য নীরস বিষয়বস্তু ত্যাগ করিয়া সারগ্রহণপূর্ব্বক বহন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **চর্ব্ব**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ❒ কাব্যরসাস্বাদন, ধনাহরণ, (সাদৃশ্যে) ভক্ষণ, দন্ত দ্বারা চূর্ণন, চিবানো।

চর্ব্বি : ● **চর্ব্ব** (...সারবহন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ধনসম্পদ ও দেহের স্নেহসম্পদ বহন করা চলে যাহাতে; কিংবা, ধনদৌলত জমিয়া যায় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) দেহে স্নেহ-পদার্থ জমিয়া যায় যাহাতে। ❒ সঞ্চিত ধনসম্পদ, (সাদৃশ্যে) সঞ্চিত মেদ। দ্র. **তেল**।

চর্ব্বিত : ● **চর্ব্ব** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **চর্ব্বণ** করা হইয়া গিয়াছে। ❒ চূর্ণীত, আস্বাদিত, ভক্ষিত।

চর্ব্বী : ● **চর্ব্ব**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **চর্ব্বণ**-এর তেজসার সঞ্চিত হয় যাহাতে। ❒ মেদ, বসা, জমাট স্নেহপদার্থ।

চর্ব্ব্য : ● **চর্ব্ব** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে **চর্ব্বণ** করিতে হয়। ❒ চর্ব্বণীয়, চর্ব্বণযোগ্য খাদ্য।

চর্ম্ম : ● **চর**-সীমায়ন করে যে সীমায়নকারী; অথবা, **চর**-লব্ধকে পরিমাপকারী মন থাকে যাহাতে; কিংবা, চয়নেচ্ছু-মন চরে যাহাতে (যে ত্বকের প্রতি বিন্দুতে)। (চর্ম্মের যে বিন্দুতে মন সক্রিয় নয়, সেখানে কোনো স্পর্শ ঘটিলেও মানুষ তাহা জানিতে পারে না। দ্র. **চোখের-চামড়া**।) ❒ ত্বক, চামড়া, স্পর্শেন্দ্রিয় ...। ❋

চল : ● চয়নেচ্ছার লালন-লয়ন যাহাতে; অথবা, যাহা দৃশ্য বা অদৃশ্য লোকে গমন করে বা চলে। ❒ চঞ্চল, গতিশীল, রীতি, বিনিময়যোগ্যতা (মুদ্রা) ... ইত্যাদি। ❋

চলকা : ● **চল**করণ কৃত যাহাতে; অথবা, যাহা উচ্চলিত হয়। ❒ তরল দ্রব্যের নাড়া-চাড়ায় চলিত হওয়া, চলকে পড়া।

চলকান : ● **চলকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা উচ্চলিত হয় বা চলকায়। ❒ নড়াচড়ার কারণে তরল বস্তুর পাত্র হইতে উছলাইয়া পড়া, উছলান।

চলচ্চিত্র : ● **চলৎ** যে চিত্র; অথবা, যে চিত্র চলিতেছে। ❒ ছায়াছবি, চলমান চিত্র বা ছবি, সিনেমা।

চলতি : ● **চল**-এর তারণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা চলিতেছে বা চলিতে থাকে। ❒ চলন্ত, গতিশীল, প্রচলিত, সক্রিয়।

চলন : ● **চল** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে চলা চলিতেছে; কিংবা, চলা যেভাবে চলিতেছে। ❒ গমন, স্পন্দন, ভঙ্গিমা, রীতি, আচার-ব্যবহার ...।

চলনবলন : ● **চলন** ও **বলন** (বল অন বা চলমান যাহাতে)। ❒ চালচলন ও কথাবার্ত্তা।

চলনসই : ● যে **চলন সহ্য** করা যায়। ❒ কাজ চলে এমন, ভালোও নয় মন্দও নয়।

চলন্ত : ● **চলন** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা চলিতেছে। ❒ সচল, গতিশীল।

চলমান : ● **চল** রূপে **বর্ত্তমান** যে; অথবা, **চল** তার সীমায়িত রূপে অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা চলিতেছে। ❒ চলছে এমন, চলন্ত, বহমান।

চলা : ● **চল**-এর আধার যে; অথবা, **চল**

থাকে যে ক্রিয়ায়। ◻ যাওয়া, অগ্রসর হওয়া।

চলাচল : ● **চলা** ও **চল** উভয় থাকে যাহাতে। ◻ গমনাগমন, যাতায়াত, সঞ্চলন।

চলানো : ● **চলা** অন (চলমান) যে সার্বিক আধারে। ◻ গতিশীল করানো, প্রচলিত করা।

চলি : ● **চল** সক্রিয় যাহাতে। ◻ চলন করি, যাই।

চলিত : ● **চল** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা চলিয়া গিয়াছে; কিংবা, যাহা চলিত হয় বা চলে। ◻ প্রচলিত, চলতি।

চষ : ● চয়নেচ্ছায় **শক্তির দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ** যাহাতে; অথবা, 'করণের আবর্তনমূলক শক্তির দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ' (**কৃষ**) কার্য্যত 'চয়নেচ্ছায় শক্তির দিশাগ্রস্ত প্রয়োগে' (**চষ**-এ) রূপান্তরিত যাহাতে। ◻ লাঙলে কর্ষণ করা।

চষক : ● **চষ** করে যে; কিংবা, যাহার জন্য **চষ** করে; অথবা, যাহা দ্বারা **চষ** করে। ◻ চাষকারী, মধু, মদ, মদ্যপান-পাত্র।

চষা : ● **চষ**-এর আধার যে; অথবা, লাঙলরেখার পাশে লাঙলরেখা টেনে যেভাবে ভূমি কর্ষণ করা হয়; অথবা, চয়নেচ্ছায় প্রতি রেখায় যে (আ)কর্ষণ চালানো হয়। ◻ চাষ করা, লাঙল দেওয়া, তন্ন তন্ন করে খোঁজা, চষিয়া বেড়ানো।

চা : ● চয়নেচ্ছার আধার যে; অথবা, যে চায় কিংবা যাহাকে চায়। ◻ চয়নেচ্ছু, প্রার্থিত, পানীয়বিশেষ, দেখা, খোঁজা, তাকানো, ইচ্ছা করা, যাচ্ঞা করা। ✱

চাই : ● **চা** (চয়নেচ্ছা) সক্রিয় যাহাতে। ◻ তাকাই, গ্রহণেচ্ছা করি। দ্র. **চাহি**।

চাইতে : ● **চাই** দিশাগ্রস্তভাবে তারিত যাহাতে। ◻ তাকাইতে, প্রার্থনা করিতে। দ্র. **চাহিতে**।

চাইয়া : ● **চাই** যায় যাহাতে; অথবা, যাহাতে তাকাইয়া দেখা ও গ্রহণেচ্ছা (প্রার্থনা) করা হয়। ◻ দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রার্থনা করিয়া। দ্র. **চাহিয়া**।

চাইল : ● চয়নেচ্ছু সক্রিয় হইয়া লালিত যাহাতে। ◻ জীবনযাত্রার রীতি, পদ্ধতি, সমাজে চলন।

চাউনি : ● **চা** (চয়নেচ্ছা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয়ভাবে চলমান যাহাতে। ◻ চাহনি, তাকানো, দৃষ্টি।

চাউল : ● চয়নেচ্ছু নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত যাহাতে। ◻ তণ্ডুল।

চাও : ● **চা**-র (চয়নেচ্ছার) সার্বিক আধার যে; অথবা, চয়নেচ্ছা (প্রকাশ) করো। ◻ দৃষ্টিপাত করো, তাকাও, গ্রহণেচ্ছা জানাও, প্রার্থনা করো।

চাওয়ন : ● চাবন যাহাতে; অথবা, **চা**-র (চয়নেচ্ছার) বাহক অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **চাওয়া** চলে যাহাতে; কিংবা, **চাও** অন (চলমান) যাহাতে। (**স্মর্তব্য : ধাবন** > ধাওয়া, দ্র. **খাওয়ন**)। ◻ দেখন, গ্রহণেচ্ছা-করণ, প্রার্থনাকরণ।

চাওয়া : ● **চা** (চয়নেচ্ছা) সার্বিকভাবে যায় যাহাতে; অথবা, **চাওয়ন** চলে যাহাতে। ◻ দেখা, দৃষ্টিপাত, প্রার্থনা করা।

চাং (**চাঙ**) : ● **চা**-এর (চয়নাধারের) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, যাহাতে চয়ন কেন্দ্রিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ◻ মাটির বড় ঢেলা, চাঁই।

চাঙড় : ● **চাঙ**-এর (... বড় আকারপ্রাপ্ত সত্তার) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, (যথা) যে মাটির বা পাথরের বড় ঢেলা উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে। ◻ মাটির তাল।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

চাঙ্গা : ● **চাং** (চয়নাধারের রহস্যরূপ) গত হইয়াছে যাহাতে (যে আধারে); অথবা, খাদ্য-পথ্যাদি চয়নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মোটা-সোটা আকারপ্রাপ্ত হইয়াছে যে; কিংবা, খাইয়া-দাইয়া সবল হইয়া উঠিয়াছে যে। ◘ সবল, সতেজ, রোগমুক্ত, উদ্যমপূর্ণ।

চাঁই : ● **চাঁ** (চয়নাধারের রহস্যরূপ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে চয়ন কেন্দ্রিত হইয়া বৃহদাকার ধারণপূর্ব্বক সক্রিয় হইয়াছে। ◘ প্রধান নেতা, সর্দ্দার, মোড়ল, (সাদৃশ্যে) মাটির তাল।

চাঁদ : ● **চা**-এর (চয়নেচ্ছার) রহস্যময় দান থাকে যাহাতে; অথবা, ধনসম্পদের কিরণ থাকে যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) জ্যোৎস্না থাকে যাহাতে। ◘ চন্দ্র, চাঁদি, (সাদৃশ্যে) আকাশের চাঁদ।

চাঁদনী : ● **চাঁদ** (চন্দ্র) অনকৃত (চলমান) যে সক্রিয় আধারে। ◘ চন্দ্রালোক, জ্যোৎস্না।

চাঁদবদনী : ● /চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর বা প্রীতিপ্রদ মুখ যাহার। (ঢা.অ.)। ◘ চন্দ্রমুখী।

চাঁদা : ● **চাঁদ**-এর আধার যে; অথবা, **চাঁদ**করণ (চাঁদন বা চাঁদনী দেওয়া) থাকে যাহাতে; কিংবা, চন্দ্রালোক দানকরণ করা হয় যাহাতে। ◘ ভাগের দানস্বরূপ টাকা।

চাঁদি : ● **চাঁদ**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে (যাহা দ্বারা) চন্দ্রালোক-করণ করা হয়। ◘ রূপার টাকা।

চাঁপা : ● **চাঁ** (চয়নেচ্ছুর রহস্যময়ী রূপ) পালিত যাহাতে। ◘ দ্র. **চম্পা**।

চাক : ● **চক** হইতে জাত; অথবা, **চা** (প্রার্থিতকে রূপায়িত) করে যে; কিংবা, যাহা (যে গোলাকার সত্তা বা **চক**) আবর্ত্তিত বা প্রবর্ত্তিত হইয়া কাম্যফল দান করে। ◘ চক্র, কুমারের চাক, মৌমাছির চাক, জোতজমির চক।

চাকচিক্য : ● **চক**-জাত (**চাক**) ও **চিক** থাকে যাহাতে; অথবা, **চকচক**ভাব ও **চিকচিক**ভাব থাকে যাহাতে। ◘ চকচকভাব, উজ্জ্বলতা, দীপ্তি।

চাকতি : ● **চাক** (চক্র) তারিত হইয়া সক্রিয় যাহাতে। ◘ গোল পাতলা বস্তু।

চাকলা : ● **চাক** (জোতজমির চক) লালিত যে আধারে; অথবা, একজন বড় চাষী যে পর্যন্ত চাষাবাদ করিতে এবং বা করাইতে পারেন, সেই পর্যন্ত সকল জোতজমি থাকে যাহাতে। ◘ চক্রাকার ভূখণ্ড, চক্রাকার চিহ্ন।

চাকলাদার : ● **চাকলা**র দান রহে যাহাতে। ◘ চাকলার শাসনকর্তা।

চাকর : ● **চা** (চয়িত উপকরণাদি) লইয়া কাজ করে যে; অথবা, ভাণ্ডারাদিতে রক্ষিত উপকরণ হইতে প্রয়োজনীয় বস্তু চয়ন করিয়া প্রভুর নিমিত্ত প্রস্তুত করিত যে; অথবা, প্রভুর ঘরের কাজ করিত যে। ◘ ঘরের ভৃত্য, পরিচারক, কর্ম্মচারী। (দ্র. **নৌকর-চাকর**)। ✱

চাকর-বাকর : ● **চাকর** ও **বাকর** (যাহার সুনির্দ্দিষ্ট কাজ নাই) যাহাতে; অথবা, যে **চাকর**-এর কাজ করে এবং যে **বাকর**-এর কাজ (বিকল্প কাজ করে বা নানারকম ফাইফরমাস খাটে) করে। ◘ ঘরের ভৃত্য ও আজ্ঞাবহ। ✱

চাকরি : ◘ **চাকর**-কর্ম্ম সক্রিয় যে আধারে। ◘ ভৃত্যকার্য্য, দাসত্ব, সেবা।

চাকা : ● **চাক**-এর আধার যে; অথবা, **চাক**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যাহা আবর্ত্তিত বা প্রবর্ত্তিত সত্তা ঘোরে বা যাহা দ্বারা ঘোরে। ◘ চক্র।

চাকি : ● **চাক** (...আবর্ত্তক ...) সক্রিয়

যাহাতে। ⊓ ছোট গোল টুকরা, লুচি বেলার কাঠের পাটা ...।

চাকু : ● **চাক** (চকজাত সত্তা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **চকচক**কারী সত্তা ভাঁজ হইতে বাহির হইয়া থাকে। ⊓ ভাঁজ করে রাখা যায় এমন ফলাযুক্ত ছুরি।

চাট : ● **চট** হইতে জাত; অথবা, চয়নেচ্ছুর টঙ্কার থাকে যাহাতে। / বিশ্বাস উৎপাদন-পূর্ব্বক ধন অপহরণ করে যে। (ব.শ.)। ⊓ প্রতারক, নেশায় মুখরোচক খাদ্য বা অনুপান, গোরু ঘোড়া প্রভৃতির পেছনের পায়ের লাথি বা ঝটকা মার। ✱

চাটগাঁ : ● যে গাঁ (গ্রাম) **চাট** মারে; অথবা, যে গ্রামের বাসিন্দাগণ আক্রমণ করিতে বা ঠেকাইতে পারেন। ⊓ **চট্টগ্রাম**।

চাটনী : ● **চাট** অন (চলমান) যে সক্রিয় আধারে। / যাহা চাটিয়া খাওয়া হয়। (ব.শ.)। ⊓ অম্লমধুর ব্যঞ্জনবিশেষ, লঙ্কা লবণ অম্ল দ্রব্যাদি দ্বারা কৃত স্বাদু বস্তুবিশেষ। ✱

চাটা : ● **চাট**-এর আধার যে; অথবা, একটুখানি খাওয়া এবং পরক্ষণেই জিভে টঙ্কার দেওয়া, এইভাবে খাওয়া চলে যাহাতে। ⊓ মধু প্রভৃতি তরল দ্রব্য 'চটচট' শব্দে জিভ দিয়া মুছিয়া খাওয়া, লেহন করা।

চাটাচাটি : ● **চাটা** (যাহার **চাট**করণ করা হইয়াছে) ও **চাটি** (**চাট**করণ চলিতেছে যাহাতে)। ⊓ পরস্পর চাটা, গা-চাটাচাটি করা — গৌণার্থে ভালবাসা জানান।

চাটু : ● **চাট** (...চয়নেচ্ছুর টঙ্কার) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, বিশেষ উদ্দেশ্যে যে **চটু**-বাক্যের প্রয়োগ করা হয়; কিংবা, যাহা দিয়া তরকারি (নাড়াইতে নাড়াইতে) **চাটে** বা স্বাদ পরীক্ষা করে। ⊓ (সত্য বা মিথ্যা) প্রিয়বাক্য, খোসামুদে কথা, রান্নার হাতা।

চাটুকার : ● **চাটু** কার্য্য যাহার; কিংবা, **চাটু** বাক্যের দ্বারা মনোরঞ্জন করে যে। ⊓ খোসামুদে, মিথ্যা-প্রিয়বাদী, তোষামোদকারী।

চাড় : ● **চড়** হইতে জাত; অথবা, উপরে **চড়া** বা **চড়ান**র (তোলার) জন্য চেষ্টা থাকে যাহাতে; কিংবা, যেখানে চড়ে। ⊓ দণ্ডদ্বারা উর্দ্ধ দিকে বলপ্রয়োগ বা চাপ, ভারজন্য নিম্নাভিমুখে চাপ, চেরাই কাঠ রাখার মাচা। ✱

চাড়া : ● **চাড়**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা বা যেখানে **চাড়** দেওয়া হয়। ⊓ ধনুকের গুণ (ছিলা), নৌকা উপর দিকে যত দূর বোঝাই করা যায় ততটা খোল ...। ✱

চাড়ী : ● **চাড়**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, অতি বর্ষায় বা বন্যায় যে ক্ষুদ্র ভারায় (কলাভারা, গামলা ...) চড়িয়া জলময় স্থান পারাপার করা হয়। ⊓ গামলা। ✱

চাণক্য : ● **চণক**-জাত থাকে যাহাতে; অথবা, যাঁহারা **চণক** গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার বহন করিতেন। ⊓ চণকমুনির গোত্রাপত্য নীতি-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বাৎস্যায়ন, কৌটিল্য। ✱

চাতক : ● **চাত** (চয়নেচ্ছাধারীর তারণ) করে যে; অথবা, সরকারী বা বেসরকারী উৎপন্ন (অসুরস্বামিক-মেঘজল বা ইন্দ্রস্বামিক-মেঘজল) প্রার্থনা করে যে। / যে মেঘজল প্রার্থনা করে। (ব.শ.)। ⊓ চাহিদাকারীগণ, (সাদৃশ্যে) পক্ষিবিশেষ, পাপিয়া ...। ✱

চাতকী : ● **চাতক**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ (সাদৃশ্যে) চাতক-পক্ষি-স্ত্রীজাতি, স্ত্রী-পাপিয়া। ✱

চান : ● **চ** (ত্যাগেচ্ছা) **অন**কৃত যাহাতে; অথবা, পণ্যস্রোতে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ফেলিয়া হাত ধুইয়া ফেলা হয় যাহাতে; কিংবা,

(সাদৃশ্যে) জলে ডুবিয়া স্নান করা হয় যাহাতে। ⌐ ময়লা ধুইয়া ফেলা, স্নান করা।

চান্দ্রায়ণ : ● চন্দ্রের অয়ন করা হয় যাহাতে (যে ব্রত পালন করিলে); অথবা, যাহা করিলে **চন্দ্রে**র (বিক্রিবাটার দুনিয়ার বা ধনতান্ত্রিক পুঁজির বা ব্যক্তিপুঁজির প্রবাহের) গতি বৃদ্ধি হয় এবং ব্রতীর জমে থাকা পণ্যগুলি সেই প্রবাহের টানে বিক্রয় হইয়া সদ্‌গতি লাভ করে; কিংবা, প্রতীকী আচরণ রূপে, যাহা করিলে মরণাপন্ন মানুষ সদ্‌গতি লাভ করে। /যে ব্রতে চন্দ্রের অয়নের (হ্রাসবৃদ্ধিরূপ গতির) ন্যায় অয়ন, অর্থাৎ ভোজ্যপিণ্ডের হ্রাসবৃদ্ধিরূপ গতি (সাধিত হয়)। (ব.শ.)। ⌐ ব্রতবিশেষ, **মুনিব্রত**, কারুশিল্পজ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজ ত্বরান্বিত করা; (সাদৃশ্যে) মরণাপন্নের মৃত্যু ত্বরান্বিত করিবার জন্য চারপ্রকার ব্রত করা।

চাপ : ● **চপ** হইতে জাত; অথবা, **চপ** করে কাটিয়া বা কামড়াইয়া লইলে যাহা পাওয়া যায় (জ্যামিতির **চাপ**-এর আকার ভাবুন)। / চপবংশজাত। (ব.শ.)। ⌐ বৃত্তক্ষেত্রার্দ্ধ (arc), (সাদৃশ্যে) ধনুক, ভার, উপরে ওঠা, টেপা। ✱

চাপন : ● **চাপ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে চাপ দেওয়া চলিতেছে; কিংবা, যাহাতে চাপা (উপরে চড়া) চলিতেছে। ◻ টেপা, ভার দেওয়া, আরোহণ। ✱

চাপা : ● **চাপ**-এর আধার যে; অথবা, যাহাকে ঢাকা দেওয়া হইয়াছে; কিংবা, যাহাতে উপরে চড়া হইয়াছে। /যে মনের কথা খুলিয়া বলে না। (ব.শ.)। ⌐ চাপ দেওয়া, গোপন করা, ঢাকা, আরোহণ করা ...। ✱

চাপান : ● **চাপা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **চাপা** দেওয়ার কাজ চলে; কিংবা, যাহাতে কাউকে বা কোনো কিছুকে উপরে চড়ানো হয়। ◻ স্থাপন, রাখা ...। ✱

চাপান-উতোর : ● যাহাতে **চাপান** (চড়ানো) ও **উতোর** (নামানো) থাকে; অথবা, যাহাতে ভারের পর ভার রাখা এবং সব ভার সরাইয়া ফুঁড়ে বাহির হওয়া থাকে। ◻ / তর্জ্জা-প্রভৃতি গানে বিপক্ষের প্রতি পৌরাণিকাদি কূটপ্রশ্ন (এবং তাহার উত্তরদান)। (ব.শ.)। ✱

চাপল্য : ● **চপল**জাত থাকে যাহাতে; অথবা, চপলতা থাকে যে আচরণে। ◻ চপলভাব, চঞ্চলতা, অস্থৈর্য্য।

চাম : ● চয়নেচ্ছু সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহার প্রতি বিন্দুতে চয়নেচ্ছু-মন বিরাজ করে। ◻ **চর্ম্ম**, ত্বক, ছাল।

চামচা : ● **চমচা** হইতে জাত; অথবা, **চমচা** যাহাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পাঠায়। ◻ পাড়ার 'দাদা'র চেলা, ছোট হাতাবিশেষ। ✱

চামড়া : ● **চাম**-এর গড়ান-উড়ানের আধার যে; অথবা, চয়নেচ্ছু-মন যতখানি এলাকায় গড়ান-উড়ান করিতে পারে (সেই সমগ্র এলাকা); অথবা, যাহা দ্বারা সমগ্র জীবদেহ আবৃত থাকে। ◻ সমগ্র ত্বক, গোটা ছাল, জীবদেহের সমগ্র আবরণ।

চায় : ● **চা** (চয়নেচ্ছু) যায় যাহাতে। ◻ দৃষ্টিপাত করে, তাকায়, গ্রহণেচ্ছা করে, প্রার্থনা করে।

চায়িত : ● **চায়** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **চায়**-করা হইয়াছে। ◻ দৃষ্ট, প্রার্থিত।

চার[১] : ● **চা** (চয়নেচ্ছু) রহে যাহাতে; অথবা, চয়নেচ্ছার তারণবাহক রহে যাহাতে (চত্বার); কিংবা, মানুষকে ঘিরিয়া থাকা বর্গক্ষেত্রের

পরিসীমা যাহাতে। (দ্র. **চতুর**)। ❐ ৪-সংখ্যক, ৪ সংখ্যা, সিকিভাগ। ✱

চার² : ● চর হইতে জাত; অথবা, চর ক্রিয়ার কার্য্য বা কার্য্যানুষঙ্গ বা 'চারিয়ে-দেওয়া' থাকে যাহাতে। ❐ গুপ্তচর, মাছের খাদ্য।

চারণ : ● চার² অন থাকে যাহাতে; অথবা, জ্ঞানরস চারিয়ে দেওয়ার কাজ চলমান যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) পশুদের চরানো হয় যে স্থানে। ❐ স্তুতিপাঠক, চারণভূমি।

চারণ-কবি : ● **চারণ** করেন যে কবি; অথবা, যে কবি প্রাসঙ্গিক জ্ঞানরসের কাব্যকথা সমগ্র সমাজে চারিয়ে দিতেন বা দেন। ❐ দেশের জাতির বা বংশবিশেষের কীর্তিগায়ক, ব্যক্তি বা দেশের মহিমা প্রচারক।

চারভট : ● যে ভটগণ (রাজার বা অন্য কাহারও) কীর্ত্তি জনসমাজে চারিয়ে দেন বা প্রচার করেন। ❐ কীর্ত্তিপ্রচারে ভট, বীর।

চারা : ● চার²-এর আধার যে; অথবা, যাহার ভিতরে চার (জীবের নিজেকে চারিয়ে দেওয়ার এক একটি পদ) থাকে; অথবা, **চার**² করা (চরিয়া চরিয়া, খাদ্যসংগ্রহ করিয়া করিয়া বেড়ানো) চলে যাহাতে। ❐ পুয়া, গাছ মাছ ইত্যাদির বাচ্চা, উপায়, মাছের বা পশুর খাদ্য।

চারান (চারিয়ে-দেওয়া) : ● **চারা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, সুবিন্যস্ত-ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া বা **চারিয়ে দেওয়া** থাকে যাহাতে। ❐ ব্যাপ্ত করা, ছড়ানো, বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন।

চারি : ● চার¹ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, চয়নেচ্ছার তারণ বাহক সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে (চত্বারি); কিংবা, মানুষকে ঘিরে থাকা বর্গক্ষেত্রের বাহুগুলি সক্রিয় থাকে যাহাতে। ❐ চার।

-চারী : ● চার²-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে সত্তা **চার**²করণ করে। ❐ বিচরণকারী, আচরণকারী,

চারু : ● চার² (চারিয়ে দেওয়া) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে চারিয়ে দেওয়া বা **চারান** সুসমঞ্জস বলিয়া চিত্তবিনোদন করে। / চিত্ত চারী যে। (ব.শ.)। ❐ সুন্দর, শোভন, মনোজ্ঞ, মনোহর ...।

চার্ব্বাক : ● যে স্বাতন্ত্র্যবাদী (দেহবাদী, ধনতন্ত্রবাদী) মিষ্ট মিষ্ট (যুক্তিসম্মত) কথা বলে; অথবা, অদৃশ্য কোনো মানসসত্তা এই বিশ্বজগতের পরোক্ষে নাই - এরূপ কথা ঘোষণা করে যে। / **চারু** বাক যাহার (অথবা আপাতলোক-মনোরম যাহার বাক্য)। (ব.শ.)। ❐ বৃহস্পতি মতানুসারী নাস্তিক বিশেষ, লোকায়তিক। ✱

চাল : ● **চল** হইতে জাত; অথবা, **চল** ক্রিয়ার কার্য্য বা কার্য্যানুষঙ্গ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা চলিয়া যায়; অথবা, যাহাকে **চালা** (এদিক ওদিক সরানো) যায়। ❐ জীবনযাত্রার রীতি, চলন, দাবার চাল, (সাদৃশ্যে) তণ্ডুল, সাময়িক ছাদ ...। ✱

চাল❖ : ● **চালন** করে যে। ❐ স্থানান্তর-প্রাপক, নিয়ামক, পরিচালক।

চালকি : ● চাল-কে (তণ্ডুলকে) সক্রিয় করে যে। ❐ চালের ব্যাপারী, তণ্ডুলবিক্রয়ী।

চালকুমড়া : ● যে কুমড়া **চাল**-এ (সাময়িক ছাদে) হয়। ❐ ছাঁচি কুমড়া, দেশী কুমড়া।

চালচলন : ● **চাল** ও **চলন** যাহাতে; অথবা, **চলাচল**-এর বিশেষ প্রকরণ যাহাতে। ❐ রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার।

চাল-চালা : ● চলিবার কৌশল বা **চাল**কে চালিত করা হয় যাহাতে। ⊓ ফন্দি খাটানো, কৌশল প্রয়োগ করা।

চালচুলাহীন : ● মাথার উপর গৃহের **চাল** (সাময়িক ছাদ) ও রান্নার **চুলা** নেই যাহার। ❒ বাউণ্ডুলে।

চাল দেওয়া : ● চলিবার কৌশল বা **চাল** মিথ্যা করিয়া উপস্থাপন করা হয় যাহাতে; অথবা, খেলায় প্রতিবারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বা **চাল** দেওয়া হয় যাহাতে। ❒ মিথ্যা বড়াই বা বাহাদুরী করা, দাবা পাশা খেলায় দান দেওয়া।

চালন : ● **চাল** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ সঞ্চালন, অনুশীলন, নাড়ানো।

চালনা : ● **চালন**-এর আধার যে। ⊓ খাটান, ঘামান, প্রয়োগ ...।

চালনী : ● **চালন** সক্রিয় যে আধারে; যাহাতে তণ্ডুলাদি রাখিয়া চালাচালি করা হয় (ফলে তুষাদি নির্গত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়)। ❒ তণ্ডুলাদিচালনার্থ বংশাদিরচিত সচ্ছিদ্র পাত্রবিশেষ, চালন, বিক্ষেপ।

চাল-মারা : ● **চাল** (চলিবার পরবর্ত্তী পদক্ষেপ বা কৌশল) মিথ্যা করিয়া বলা হয় যাহাতে। ⊓ চালিয়াতি করা, বড়াই করা, চালাকি করা।

চালা : ● **চাল**-করণের আধার যে; অথবা, যাহাতে এদিক-ওদিক সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়; কিংবা, যে সাময়িক ছাদকে চালাচালি করা যায়। ⊓ চালনা করা, চালযুক্ত, দো-**চালা** ঘর।

চালাক : ● **চালা** করে যে; অথবা, যে **চাল**করণ করিতে বা **চাল** দিতে, মারিতে, চালাইতে, বা চালাচালি করিতে পটু। ❒ চতুর, ব্যবহারনিপুণ, দক্ষ, ধূর্ত্ত।

চালাকী : ● **চালাক**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ চতুরতা, ধূর্ত্ততা, শঠতা, কৌশল, ফন্দি।

চালাঘর : ● যে ঘরের উপরে চালাচালি করা যায় (সরানো যায়) এমন ছাদ থাকে। ❒ সাময়িক ছাদ লাগানো ঘর, দো-চালা ঘর।

চালাচালি : ● **চালা** ও **চালি** (থাকে যাহাতে); অথবা, যাহাকে **চলাচল** করানো হয়। ❒ নড়ানো, সরানো।

চালান : ● **চালা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, পাঠানো চলে যাহাতে। ❒ প্রেরণ, বিক্রয়ার্থ পণ্যপ্রেরণ, পণ্যপ্রেরণের রসিদ, আদালতে আসামীকে প্রেরণ বা চালান করা।

চালানো : ● **চালা** অন (চলমান) যে সার্ব্বিক আধারে; অথবা, চালাইতে থাকা হয় যাহাতে। ❒ (কল, সংস্থা, দল ... ইত্যাদি) সক্রিয় রাখা, পরিচালনা করা।

চালি : ● **চাল**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ ছোট চাল, রাজমিস্ত্রির চালি, মড়ার চালি।

চালিত : ● **চাল** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে চালনা বা পরিচালনা করা হইয়াছে। ❒ স্থানান্তরিত, প্রেরিত, পরিচালিত।

চালু : ● **চাল**কারী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, অন্যতর **চাল**করণকে ছাপাইয়া যে **চাল**করণ সক্রিয় (প্রচলিত) থাকে; কিংবা, সকলের জন্য নানারূপ চালাচালি করিতেছে দেখাইয়া কার্য্যত নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে যে; অথবা, চালাক হইতেও চালাক যে। ❒ প্রচলিত, অতি চালাক।

চাষ : ● **চষ** হইতে জাত; অথবা, যে কার্য্যাবলীর মাধ্যমে **চষ**করণ সম্পন্ন হয়। ❒ আবাদ, চর্চা (মনচাষ), ভূমি কর্ষণ ...।

চাষা : ● **চাষ**-এর আধার যে; অথবা, **চাষ**

করে যে। ❒ কৃষক, কৃষিজীবী, **মনচাষা**। ❋

চাষাড়ে : ● **চাষার** গড়ান-উড়ান দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, **চাষার** স্বভাবকে নিন্দা করা হয় যাহাতে। (?) ❒ চাষার মতো, অসভ্য (স্বভাব)।

চাষাভুষো : ● যে **চাষ** করে ও (তাহার দ্বারা নিজেকে) সার্ব্বিকভাবে **ভূষিত** করে; অথবা, যিনি (বাহ্যজমিতে) কৃষিকর্ম্ম করেন এবং তাঁহার কৃষিকর্ম্মজাত ও তৎসংক্রান্ত জ্ঞান ও তজ্জাত আবহের মধ্যে বাস করেন। ❒ কৃষক, ভূমিকর্ষণকারী ব্যক্তি, সাধারণ জন, গ্রাম্য লোক। ❋

চাষী : ● **চাষ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, চয়নেচ্ছায় ভূমিকর্ষণ করিয়া শস্য আনয়ন করে যে। / যাহার দ্বারা ভোজন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ কৃষিজীবী লোক বা জাতি।

চাহ্ : ● চা-র বা চয়নেচ্ছার (বাস্তবায়িত) হওয়ন যাহাতে। ❒ দ্র. **চাও**। ❋

চাহ্ন : ● **চাহ্** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ তাকানো, প্রার্থনা করা। দ্র. **চাওয়ন**।

চাহ্নী : ● **চাহ্ন**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ দ্র. চাউনি।

চাহি : ● **চাহ্** সক্রিয় যাহাতে। ❒ দ্র. **চাই**।

চাহিতে : ● **চাহি** দিশাগ্রস্তভাবে তারিত যাহাতে। ❒ চাইতে, তাকাইতে, প্রার্থনা করিতে; তুলনায়। দ্র. **চাহিয়া**।

চাহিদা : ● **চাহি** দান করে যে; অথবা, চাহি চাহি বা চাই চাই এই বার্ত্তা দান করে যে। ❒ প্রয়োজন, বাজারে কোনো পণ্যের টান।

চাহিয়া : ● **চাহি** যায় যাহাতে; অথবা, 'তাকাইয়া দেখিয়া ও গ্রহণেচ্ছা করিয়া বা প্রার্থনা করিয়া' (থাকে যাহাতে)। ❒ চাইয়া, দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রার্থনা করিয়া। দ্র. **চেয়ে**।

চি : ● চ (চয়নেচ্ছা) সক্রিয় যাহাতে।

চিক : ● সক্রিয় **চক** যাহাতে; অথবা, (আমাকে) চয়ন কর চয়ন কর ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করিতেছে যে। ❒ স্নিগ্ধ কিরণের চুম্বন, একপ্রকার সোনার হার, একপ্রকার পর্দ্দা।

চিকচিক : ● **চিক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ অল্পদীপ্তি প্রকাশ। ❋

চিকন : ● **চিক** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ মসৃণ, স্নিগ্ধ, চকচকে।

চিকনাই : ● **চিকন**-এর আধার সক্রিয় যাহাতে। ❒ চিক্কণতা, মসৃণতা, চকচকে ভাব।

চিকনি : ● **চিক** অন (চলমান) হইয়া সক্রিয় যাহাতে। ❒ সুছাঁদ, সুগ্রথিত, একপ্রকার শাক।

চিকমিক : ● **চিক** ও **মিক** (সক্রিয়ভাবে সীমায়নকৃত যে); অথবা, যাহা স্বল্পোজ্জ্বল হইয়াই নিষ্প্রভ হইয়া যায় (এবং পুনরায় তদ্রূপ ক্রিয়া করে)। ❒ অল্পদীপ্তিবিশিষ্ট।

চিকি : ● **চিক সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহার চিককরণ অব্যাহতভাবে চলিতেছে**। (দ্র. **চিকিমিকি**)। ❒ (সাদৃশ্যে) সিদ্ধ-করা একপ্রকার নরম সুপারি। ❋

চিকিৎসক : ● **চিকিৎসা** করে যে। ❒ ব্যাধিপ্রতিকারক, বৈদ্য, ডাক্তার। ❋

চিকিৎসা : ● **কিৎ** (রোগাপনয়ন) করিবার ইচ্ছা (**চিকি**) থাকে যাহাতে; অথবা, রোগের কিৎ কিৎ দৌড়কে রোগাপনয়নের কিৎ কিৎ দৌড় দিয়া পরাজিত করার ইচ্ছা থাকে যাহাতে। (কিত : ছা.অ.) ❒ রোগপ্রতিকার, রোগাপনয়ন, নিরাময়। ❋

চিকিমিকি : ● **চিকি** ও **মিকি** (মিককরণ অব্যাহত যাহাতে); অথবা, যাহা অব্যাহত-ভাবে জ্বলিতেছে ও নিভিতেছে। ❒ চিকমিক।

চিকুর : ● চি-করণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া

রহে যাহাতে; অথবা, চিক চিক উর্দ্ধগামী হইয়া রহে যাহাতে; কিংবা, স্বল্প ব্যক্তিগত মালিকানা যাহাতে; অথবা, যে চিক চিক (চয়ন করিব, চয়ন করিব) শব্দ করিয়া ছটফট করিতে করিতে এদিক-ওদিক ঘুরিতে থাকে। ❒ অবিনিশ্চিতকারী, কেশ, ছুঁচা, চিকা। ❋

চিক্কণ : ● **চিক**-এর ন্যায় কণা যাহার; অথবা, যাহার কণাগুলি পর্য্যন্ত চিক চিক করিতেছে। ❒ অতিমসৃণ, তেলা, পিচ্ছিল ...।

চিৎ : ● যে চয়নেচ্ছা (চ) সক্রিয় রূপে তারিত হওয়ার জন্য লাফ দেয়; অথবা, যে মানসসত্তা 'কী? কী? কী এটা? দেখি, দেখি!' ইত্যাকার আচরণ করে; কিংবা, যে উলটাইয়া দেখে; অথবা, যে মানসসত্তার হাতে প্রাথমিক তথ্যাদি থাকে। ❒ চেতন, চৈতন্য, উলটানো বা চিৎ (করা)। ❋

চিত : ● চয়নেচ্ছা (চ) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাকে চয়ন করা হইয়াছে। ❒ সংগৃহীত, সঞ্চিত, রাশীকৃত। ❋

চিতা : ● **চিত**-এর আধার যে; অথবা, **চিত** (সংগৃহীত) করিয়া রাখা হইয়াছে যাহাতে; কিংবা, যেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের নিমিত্ত কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া রাশীকৃত করা হয়। ❒ শবদাহার্থ অগ্ন্যাধার, চিলু।

চিত্ত : ● **চিৎ** তারিত যাহাতে বা যাহা হইতে; অথবা, যাহার দ্বারা **চিৎ**করণ করা হয়; কিংবা, মানবমনের বা সমাজমনের যে সত্তা (বিনিযুক্ত হইলে) দিশাগ্রস্ত অনুসন্ধান চালায় এবং স্বনিযুক্ত হইলে স্বাভাবিক অনুসন্ধান চালায়। / যাহার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ সংজ্ঞাত, জ্ঞাতা, অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি। ❋

চিত্য : ● **চিত** (সংগৃহীত কাষ্ঠাদি) থাকে যাহাতে বা যেখানে। ❒ চিতা, চৈত্য, স্তূপ।

চিত্র : ● চ (চয়িত-'রূপ') সক্রিয়ভাবে ত্রাণ পায় যাহাতে; অথবা, দৃশ্য রূপ নাই বলিয়া যে অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তা রূপলাভের সমস্যায় গ্রস্ত তাহার রূপ চয়ন করিয়া তাহাকে ত্রাণ করা হয় যাহাতে (যে রূপে); কিংবা, চয়িত-বস্তু নয়, তাহার 'রূপ'কে চয়নপূর্ব্বক তারণ করিয়া রাখা হয় যাহাতে। ❒ অদৃশ্যের রূপ আলেখ্য, (সাদৃশ্যে) দৃশ্য সত্তার ছবি। ❋

চিত্রক : ● **চিত্র** কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে **চিত্র** করা আছে। ❒ চিত্রীকরণ, আলেখন, চিতাবাঘ, চিতাগাছ ...।

চিত্রকার : ● অদৃশ্য ও দৃশ্য সত্তার রূপের **চিত্র**করণ কার্য্য যাহার। ❒ চিত্রকারক, পটুয়া, রঙ্গাজীব।

চিত্রগুপ্ত : ● **চিত্র**কে গুপ্ত করেন যিনি; অথবা, ঘটনাপরম্পরাকে বিচিত্র চিত্রলেখের মাধ্যমে লিখিয়া রাখেন যিনি; কিংবা, যে সত্তা আদালতের বিবরণাদি লিখিয়া রাখেন। /যাহার কর্ম্মরক্ষণ বিচিত্র। (ব.শ.)। ❒ আদালতের লেখক সম্প্রদায় বা কেরানীগণ, যমের লেখক। ❋

চিত্ররথ : ● **চিত্র** রথ যাহার; অথবা, বিশেষ ধরনের **চিত্র** বা **চিত্রিত** ধাতুর মুদ্রা যাহার রথ রূপে সক্রিয় থাকিত; কিংবা, যাহা বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয় এমন **চিত্র**যুক্ত ধাতু প্রভৃতি। দ্র. **অঙ্গারপর্ণ**। ❒ নানাবর্ণরথ, সূর্য্য. গন্ধর্ব্ব-রাজবিশেষ। ❋

চিত্রা : ● **চিত্র**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে দৃশ্য-অদৃশ্য সত্তার স্বরূপ অঙ্কিত থাকে। ❒ মায়া, **বাংলাদেশের** একটি নদীর নাম। ❋

চিন : ● চয়ন সক্রিয়ভাবে অন (চলমান)

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যাহাতে; অথবা, যে চয়নে (ত্যাগেচ্ছা বা গ্রহণেচ্ছায়) মৃদু সুখানুভূতি বা মৃদু দুঃখানুভূতি থাকে; কিংবা, যে চয়ন নির্ব্বিকার নহে — সুখব্যথা বা দুখব্যথা দিয়া মনে দাগা দিয়া যায়; অথবা, দাগার বা প্রয়োগের মাধ্যমে জানা হয় যাহাতে; কিংবা, প্রারম্ভে তীব্র মনে হইলেও অন্তিমে যে সুখব্যথা বা দুখব্যথা মিষ্ট লাগে। (দ্র. **চন**)। ▭ দাগ, লক্ষণ, সৃষ্টির লক্ষণ, বিশেষ বা ভেদকারক লক্ষণ।

চিনচিন : ● **চিন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে মিষ্ট সুখানুভূতি বা দুঃখানুভূতি থাকে। ▭ অল্প সুখবোধ, অল্প বেদনাবোধ।

চিনা : ● **চিন**-এর আধার যে; অথবা, মনে দেওয়া দাগার বা দাগের সাহায্যে যাহাকে **চিন** করা বা চেনা গিয়াছে; কিংবা, যাহাকে প্রায়োগিকভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে; অথবা, (লক্ষণার্থে) বহিরঙ্গের দাগ দেখিয়া চিহ্নিত করা (যাহাতে)। ▭ দাগে বা লক্ষণে জানা, চেনা, দুই-এর প্রভেদপূর্ব্বক জানা।

চিনি : ● **চিন** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, মনে দেওয়া দাগের সাহায্যে যাহাকে চিহ্নিত করিতে পারি; অথবা, যে সুখব্যথা বা দুখব্যথার মিষ্টতা চলিতে থাকে; কিংবা, যাহা প্রারম্ভে তীব্র মনে হইলেও অন্তিমে মিষ্ট লাগে। ▭ চিনিতে পারি, চিহ্নিত করি, (লক্ষণার্থে) মিষ্ট বস্তুমাত্র।

চিনিচিনি : ● **চিনি**র পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাকে চেনা যাইতেছে বলিয়া মনে হইতে থাকে।

চিন্ত : ● **চিন** (দাগ দেখিয়া চেনা) তারিত যাহাতে; অথবা, দাগের পর দাগ (বা খুঁটির পর খুঁটি, চিহ্নের পর চিহ্ন ... ইত্যাদি) ধরিয়া ধরিয়া ক্রমান্বয়ে মানসিক অগ্রগতি চলে যাহাতে। ▭ চিন্তা করা, ভাবা, বিচার করা।

চিন্তক : ● **চিন্ত** করে যে; অথবা, যিনি মানসিকভাবে চলিতে পারেন। ▭ চিন্তয়িতা, ভাবুক, আলোচক।

চিন্তন : ● **চিন্ত** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **চিন্ত-কর্ম্ম** চলিতে থাকে; কিংবা, মনে মনে দ্রষ্টব্যের দাগ দেখিয়া দেখিয়া চিনিতে চিনিতে যে মানসিক অগ্রগমন চলে। ▭ আলোচনা, অনুধ্যান, স্মরণ।

চিন্তনীয় : ● **চিন্তন** সক্রিয়ভাবে যায় যাহাতে; অথবা, যাহা বা যাহাকে লইয়া **চিন্তন** করা উচিত। ▭ ভাবনীয়, ধ্যেয়, বিচার্য্য।

চিন্তা : ● **চিন্ত**-এর আধার যে; অথবা, দাগ বা চিহ্ন ধরিয়া ধরিয়া মানসিকভাবে চলা হয় যাহাতে। ▭ উদ্বেগ, অনুধ্যান, বিমর্শ। ✻

চিন্তাভাবনা : ● **চিন্তা** ও **ভাবনা** (ভবনের বা হওয়নের ভাব অন বা চলমান থাকে যাহাতে); অথবা, দাগের পর দাগ-এর যোগফল এবং দুই দাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানের যোগফলের সাহায্যে যে মানসিক অগ্রগতি চলে; কিংবা, কণার সঙ্গে কণার এবং তরঙ্গের সঙ্গে তরঙ্গের যোগফলের সাহায্যে যে মানসিক অগ্রগতি চলে; অথবা, প্রকৃষ্ট মানসিক অগ্রগমন চলে যাহাতে। ▭ ধ্যান, অনুধাবন। ✻

চিন্তাশীল : দ্র. **শীল**।

চিন্তিত : ● **চিন্ত** সক্রিয় তারিত যাহাতে; অথবা, যে চিন্তা করিতেছে; কিংবা, যাহার বিষয়ে চিন্তা করা হইয়া গিয়াছে। ▭ ভাবিত, বিচারিত, চিন্তান্বিত।

চির : ● **চি** (চয়নেচ্ছা সক্রিয়ভাবে) বর্ত্তমান

রহে যাহাতে (যে কালে, জীবের ক্ষেত্রে সমগ্র জীবৎকালে); অথবা, লক্ষ্যার্থে, যে চয়নেচ্ছা সক্রিয়ভাবে অনন্তকাল ধরিয়া চলে এবং চলিবে। ⊓ যাবজ্জীবন, নিত্য, অনন্তকাল-ব্যাপী ...। ❋

চিরঞ্জীবী : ● যিনি **চির**কাল জীবিত আছেন বা থাকেন। ⊓ দীর্ঘজীবী, অমর, অশ্বত্থামাদি সপ্তজন, দ্র. **সপ্ত-চিরঞ্জীবী**। ❋

চিরুনি : দ্র. **চীরুণী**।

চিল : ● চয়নেচ্ছার সক্রিয় লালন যাহাতে; অথবা, যে চীৎকার করিয়া গ্রহণেচ্ছা জানায় বা **চিল্লায়**। ◻ দ্র. **চিল্ল**।

চিলা : ● **চিল**-এর আধার যে; অথবা, যে সত্তা (সেকালের যৌথসমাজের বা মূল সমাজদেহের) সামাজিক উৎপন্নের উদ্বৃত্ত গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত। ⊓ চেলা, সাগরেদ, গাছের শাখায় জাত একপ্রকার পরগাছা।

চিলাকোঠা (চিলেকোঠা) : ● পাকাঘরের ছাদের যে কোঠা-ঘরে উঠিয়া **চিল্লান** (অন্যকে আওয়াজ করিয়া ডাকা) হয়। ⊓ অট্টালিকার উপরিস্থ গৃহ।

চিল্ল : ● **চিল** (চয়নেচ্ছার সক্রিয় লালন) লালিত যাহাতে; অথবা, যে দোকানদার বা **পক্ষী** (উদ্বৃত্ত বা মৃতদের গ্রহণ করিবার জন্য) চীৎকার করে বা **চিল্লায়**; কিংবা, যাহারা 'চিল-চীৎকার' করে। ⊓ চিলপাখী, বাজ, গৃধজাতীয় মাংসাশী পক্ষিবিশেষ ... হক (hawk), হকার (hawker)।

চিল্লান : ● **চিল্ল** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ চীৎকার করা।

চিহ্ন : ● **চিহ্** (চয়ন সক্রিয় হইলে) যাহা তাহাকে অন (চলমান) করে এবং যাহা তাহাকে বাধা দেয়। ◻ পতাকা, অভিজ্ঞান ... দাগ, অঙ্কিত রেখা।

চিহ্নিত : ● **চিহ্ন** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **চিহ্নকরণ** করা হইয়াছে। ⊓ অঙ্কিত, দাগযুক্ত, পরিচিত।

চী : ● **চ**-এর (চয়নেচ্ছার বা ত্যাগেচ্ছা-গ্রহণেচ্ছার) সক্রিয় আধার যে।

চীৎকার : ● **চীৎ** (চয়নেচ্ছার সক্রিয় আধারের উল্লম্ফন স্বরূপ) কার্য্য যাহাতে; অথবা, 'চাই, চাই' বা 'দাও, দাও' বলিয়া উচ্চস্বরে চেঁচামেচি যাহাতে। ◻ উচ্চস্বর, চেঁচানি।

চীর : ● **চী** (চয়িতের সক্রিয় আধার) রহে যাহাতে; অথবা, যে বস্ত্র (বড় থান) চীরিয়া বা কাটিয়া বানানো হইয়াছে। ◻ দ্বিখণ্ডিত, চীবর, বৌদ্ধভিক্ষুর পরিচ্ছদবিশেষ ...।

চীরা : ● **চীর**-এর আধার যে; অথবা, দ্বিখণ্ডন করা থাকে যাহাতে। ◻ চেরা, ফাটা, দো-ফাঁক করা।

চীরুণী : ● **চী** (চয়নেচ্ছার সক্রিয় আধারের) রহন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া চলমান থাকে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা চুল চীরিয়া চীরিয়া উৎকুনাদি চয়ন করা হয়। ◻ কাঁকই।

চীরুণী-তল্লাশী : ● যে তল্লাসীতে জনসাধারণকে চীরিয়া চীরিয়া (চুলের মাঝে উকুন খোঁজার মতো মানুষের মাঝে) উদ্দিষ্টকে (সমাজবিরোধী, বিদ্রোহী, শত্রু, সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদিকে) খোঁজা হয়।

চীর্ণ : ● যাহাকে **চীর** করা হইয়াছে; অথবা, যাহাকে **চেরা** হইয়াছে। ⊓ চীরিত, বিদারিত।

চীল : ● চয়নেচ্ছার সক্রিয় আধার লালিত যাহাতে। ◻ দ্র. **চিল্ল**।

চু : ● চ (চয়নেচ্ছা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া চু-তে (চয়ন না করিয়া তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কিছু করায়) পরিণত যাহাতে। দ্র. চ। ❋

চুক : ● অচয়ন (চু) কৃত যে; অথবা, চয়নকালে যাহাকে চয়ন করা হয়নি (বাদ পড়িয়া বা ছাড় পড়িয়া গিয়াছে, ত্যক্ত হইয়াছে)। ❐ ভ্রম, ভুল করা, কাজ ভোলা। ❋

চুকলি : ● **চুক**-করণের (ইচ্ছাপূর্ব্বক কুকথা ছাড়িয়া যাওয়ার বা ত্যাগকরণের) লালন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা একপক্ষ ত্যাগ করে এবং বিপরীত পক্ষ খায়। ❐ পরোক্ষে নিন্দা, আড়ালে লাগানি।

চুকা : ● **চুক**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **চুক** করা বা ত্যাগ করা হয় বা চুকাইয়া দেওয়া হয়। ❐ মিটানো, মিটে যাওয়া, সমাপ্ত হওয়া।

চুকান : ● **চুকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, চয়ন না করিয়া ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাতে ধাবিত সমস্যাকে (আপদ, গোলমাল, দেনা, বিবাদ, হাঙ্গামা, হিসাব ... ইত্যাদিকে) নিঃশেষ করা হয় যাহাতে। ❐ মিটান, শেষকরণ, সমাপ্তকরণ ...।

চুক্তি : ● **চুক** (...ত্যাগকরণ) তারিত হইয়া সক্রিয় থাকে যাহাতে; অথবা, 'আমি এইগুলি চয়ন করিব না, ছাড়িয়া দিব' — উভয়পক্ষ এইরূপ অঙ্গীকার করে যাহাতে। ❐ উভয়পক্ষের সম্মত ব্যবস্থা, নিষ্পত্তি।

চুক্তিপত্র : ● **চুক্তি** লিখিত থাকে যে পত্রে বা কাগজে।

চুট : ● **চু** (চয়নেচ্ছা নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, টঙ্কারিত যে চয়নেচ্ছা মৃদু ব্যথা দিয়ে সুখানুভূতি দেয়। ❐ মৃদু আঘাত।

চুটকি : ● **চুট**-করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **চুট**করণ করা বা মাটির ক্ষুদ্র গুলি ছোঁড়া হয়। ❐ চিমটি, চিমটি-পরিমাণ, পায়ের আঙুলের অলঙ্কার, অল্প কথায় ভাবপ্রকাশক সরল সরস ঈষদ্‌গম্ভীর ভাষার সাহিত্যবিশেষ; গুলতি।

চুটা : ● **চুট**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা বা যাহাতে কিংবা যেভাবে **চুট**-করণ করা হয়। ❐ চুটিয়ে কিছু করা, হাতে পাকানো সালপাতার (ঝাঁঝালো) বিড়ি।

চুণ : ● **চু** (নবরূপে উত্তীর্ণ চয়ন) থাকে যে টঙ্কারিত বোধে; অথবা, যাহা চয়ন না করিয়া ভাঙিয়া গুঁড়া করার বোধ থাকে যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) চুণাপাথর ভাঙিয়া যাহা পাওয়া যায়। ❐ চূর্ণিতের বোধ, খণ্ডবোধ, (সাদৃশ্যে) ক্ষারবিশেষ, চুন (lime)।

চুণা : ● **চুণ**-এর আধার যে; অথবা, চূর্ণিত খণ্ড টুকরো খুচরো ইত্যাদি থাকে যে আধারে। ❐ **চুণামাছ**, (সাদৃশ্যে) গুঁড়া, খণ্ড।

চুণারী (চুণারী) : ● **চুণা** রহে যে **সক্রিয়** **আধারে; অথবা, 'চূর্ণ করিতেছে' এই বোধ** যাহাদের। ❐ চূর্ণকারী।

চুণো : ● **চুণা**-র সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, চূর্ণিতের খণ্ডের ক্ষুদ্রের বোধ থাকে যাহাতে। ❐ **চুণোপুঁটি**, (সাদৃশ্যে) ছোট, খণ্ড।

চুণোপুঁটি : ● **চুণো** (পরিবারের কনিষ্ঠ যে সদস্যের কোনো প্রকার মালিকানা নাই) এবং **পুঁটি** (যৎসামান্য মালিকানার অধিকারী যে মানুষ) যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) ছোটমাছ ও পুঁটিমাছ যাহাতে। ❐ সাধারণ দীনদুঃখী লোক, (সাদৃশ্যে) ক্ষুদ্র মৎস্যমাত্র।

চুন : ● **চু** (নবরূপে উত্তীর্ণ চয়ন বা জ্বালিয়ে ছাই-করণ) অনকৃত (চলমান) থাকে যাহাতে। ❐ পাথর শামুক ঝিনুক ঘুটিং

ইত্যাদি পোড়াইয়া করা ক্ষারবিশেষ।

চুনকাম : ● **চুন**-এর দ্বারা যে কাম করা হয়। ❒ পাকা দেয়ালে চুনের গোলা লাগানো।

চুনকালি : ● **চুন** ও **কালি** লাগানো হয় যাহাতে।

চুনারী : ● / যাহারা চুন প্রস্তুত করে। (ব.শ.)।

চুপ : ● চু ('নবরূপে উত্তীর্ণ চয়নেচ্ছা' অথবা 'স্বক্ষেত্রে চয়নপূর্ব্বক ত্যাগেচ্ছা-অত্যাগেচ্ছা' রূপে) পালিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে পেটের কথা মুখে আসিয়াও ভাষায় প্রকাশিত হয় না, জিহ্বাতেই পালিত হইতে থাকে। ❒ বাক্যহীন, নীরব, নিঃশব্দ। ✱

চুপ-করা : ● পেট থেকে মুখে আসা কথাকে মুখেই পালন করা এবং ছাড়িয়া না দেওয়া যাহাতে। ❒ নীরব থাকা, মুখের কথা মুখেই রাখা, না বলা। ✱

চুপচাপ : ● **চুপ** ও **চাপ** যাহাতে; অথবা, যাহাতে ত্যাগেচ্ছা নিশ্চেষ্ট এবং আবৃত হইয়া থাকে। ● নীরব, সম্পূর্ণ সংযতবাক। ✱

চুপড়ি : ● চু-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ চয়ন) পালিত হয় যে সক্রিয় গড়ানে; অথবা, যে আধারে চয়নকৃত বস্তুসমূহ আলগোছে রাখা হয়। ❒ টুকরী, ছোট ঝুড়ি।

চুপসা : ● যাহাতে **চুপ**করণ (অত্যাগেচ্ছার পালনকর্ম্ম) ক্রমশ নিস্তেজ হইতে থাকে; অথবা, যাহা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়। ❒ রস শুষিয়া আর্দ্র হওয়া, আকারে ছোট হইয়া যাওয়া, বলহীন হইয়া যাওয়া।

চুপসান : ● **চুপসা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, ক্রমসঙ্কোচন চলিতে থাকে যাহাতে। ❒ ক্রমসঙ্কোচন, তোবড়ান, নিস্তেজ হইতে থাকা।

চুপি : ● **চুপ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **চুপ**-কথাটিই চলমানতা লাভ করে; কিংবা, **চুপ**-কথার বা জিহ্বাতে পালিত কথার স্বল্পরব প্রকাশ থাকে যাহাতে। ❒ নিম্নস্বরে প্রকাশ, নিঃশব্দে প্রকাশ।

চুপিচুপি : ● **চুপি**র পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে **চুপ**-কথা ফিসফিস করিয়া কিংবা কানে কানে বলিয়া দেওয়া হয়। ❒ ফিসফিস করে, অপরের অজান্তে।

চুপিসাড়ে : ● স্বাভাবিক কথায় যে স্বাভাবিক সাড়া পাওয়া যায়, সেরকম নয়, **চুপিচুপি** কথায় যেরকম সাড়া পাওয়ার কথা, সেরকম সাড়া থাকে যাহাতে (যে **চুপি**-কথায়)। ❒ মন্দগতি, নিঃশব্দগমন। ✱

চুব : ● চু (নবরূপে উত্তীর্ণ চয়নেচ্ছা বা অগ্রহণেচ্ছা) বহন করে যে; অথবা, যাহা গ্রহণের ইচ্ছা না থাকিলেও গ্রহণ করিতে হয়; কিংবা, যাহা চোবে (চুবে বা বিঁধে) বা ভিতরে ঢুকিয়া যায়। ❒ অগ্রহণীয়, কাঁটা, নিমজ্জন। (হিন্দি - চুব, চুব্‌না)।

চুবন : ● **চুব** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা **চুব** করিতে বা বিঁধিতে থাকে।

চুবা : ● **চুব**-এর আধার যে; অথবা, যাহা বিঁধে বা ভিতরে ঢুকিয়া যায় বা ডুবিয়া যায়।

চুবান : ● **চুবা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, কাহাকেও ভিতরে ঢুকাইয়া দেওয়া হয় বা নিমজ্জিত করা হয় যাহাতে। ❒ নিমজ্জন, ডুবা।

চুবানি : ● **চুবান** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, মানুষকে জলে (বা অন্য কোনো স্থান কাল পাত্রে) নিমজ্জিত করিতে থাকা হয় যাহাতে (এবং লক্ষণার্থে, তাহার ফলে মানুষটির যে দুরবস্থা হয়)। ❒ নিমজ্জিতকরণ ও তার

ফল।

চুম : ● **চু** (...ত্যাগেচ্ছা...) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, ত্যাগেচ্ছা (বিকর্ষণ) বা গ্রহণেচ্ছা (আকর্ষণ) সীমায়িত (সংক্ষিপ্ত) যাহাতে। ▫ চুম্বন করা।

চুমকি : ● **চুম** করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, স্বল্প ত্যাগেচ্ছা প্রকাশ করে যে। ▫ চমকযুক্ত, দীপ্তিশীল সোনার রূপার ছোট চাকতি।

চুমা : ● **চুম**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **চুম** দেওয়া বা নেওয়া হয়। ▫ চুম্বন।

চুমু : ● **চু**-এর সীমায়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **চুম** ত্যক্ত হয় না, গৃহীতও হয় না, স্থিতরূপে অনড় থাকে কিংবা উড়িয়া যায়। ▫ লেগে-থাকা চুমা বা বাতাসে ছোঁড়া চুমা।

চুমুক : ● স্থিতরূপী **চুমু** কৃত যাহাতে; অথবা, চুম্বনের ন্যায় ওষ্ঠ ঠেকাইয়া পান-করা যে-পরিমাণ জলাদিতে পূর্ণ হয়, তৎপরিমাণ পানীয় (থাকে যাহাতে)। ▫ চুমকির মতো জলবিম্ব।

চুম্ব : ● **চুম** বহন থাকে যাহাতে; অথবা, গ্রহণেচ্ছার বা আকর্ষণের সীমায়িত রূপের বহন থাকে যাহাতে।

চুম্বক : ● **চুম্ব** করে যে; অথবা, গ্রহণেচ্ছায় আকর্ষণ করে যে; কিংবা, আকৃষ্ট সীমায়িত বা সংক্ষিপ্ত রূপে থাকে যাহাতে। / চুম্বন করে যে। (ব.শ.)। ▫ কামুক, লৌহাকর্ষক লৌহবিশেষ, পুস্তকাদির বিষয়সার।

চুম্বন : ● **চুম্ব** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **চুম্ব**করণ চলে যাহাতে। ▫ মুখসংযোগ-বিশেষ, চুমা।

-চুম্বী : ● **চুম্ব**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **চুম্বন** করিতে উদ্যত হইয়াছে। ▫ আকাশ**চুম্বী**, গগন**চুম্বী**। ✱

চুয়া : ● **চু** (নবরূপে উত্তীর্ণ চয়ন) যায় যে আধারে; অথবা, যাহা স্বক্ষেত্রে চয়িত হইয়া ঝরিয়া বা চুয়াইয়া পড়ে; কিংবা, যে জনগোষ্ঠী মূল সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে-বাদাড়ে পাহাড়ে চলিয়া যায়। ▫ ক্ষরিত করা, ঝরান, চুয়ান।

চুয়াড় : ● **চুয়া**র গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহারা বনেজঙ্গলে থাকিয়া অন্যদের (মূল সমাজকেও) আক্রমণ করে। ▫ পর্ব্বতীয় দস্যু, চণ্ডাল, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী।

চুর : ● **চু** (চয়নেচ্ছা নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া) রহে যাহাতে; অথবা, চয়ন করিবার উদ্দেশ্যে ছিদ্র করিয়া, ভেদ ঘটাইয়া, চয়নক্ষেত্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, চয়ন করিবার জন্য চয়নক্ষেত্রে ফাঁক সৃষ্টি করা হয় যাহাতে। ▫ গুঁড়া, খণ্ড খণ্ড করা, গুঁড়া করা।

চুরচুর : ● **চুর**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ▫ চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চুরমার : ● যাহাতে **চুর** ও **মার** (যাহাতে মরিয়া যায়) করা হয়; অথবা, যাহাতে ভেদ ঘটানো হয় এবং মারা হয়। ▫ চূর্ণ ও বিনষ্ট, খণ্ড-বিখণ্ড।

চুরি : ● **চুর** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ভেদ সৃষ্টি করিয়া, ফাঁক সৃষ্টি করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়; কিংবা, চয়নক্ষেত্রের (চয়নক্ষেত্রের ধারকদিগের বা ক্ষেত্রজ্ঞদিগের) সংহতি নষ্ট না করিয়া যাহা করা যায় না। ▫ অপহরণ।

চুল : ● **চু** (নবরূপে উত্তীর্ণ চয়নেচ্ছা) লালিত যাহাতে; অথবা, 'আমি চয়ন করেছি, এটা আমার' ইত্যাকার 'আমার, আমার' বোধ বা স্বাতন্ত্র্য ও মালিকানার বোধ লালিত

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▫ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যাহাতে; কিংবা, মানবমনে আমিত্বের, স্বাতন্ত্র্যের, মালিকানার যে বোধ বা কেশ জন্মায়। ◘ ব্যক্তিগত সম্পদ চয়ন, মনের কেশ, (সাদৃশ্যে) মাথার চুল, চূড়া।

চুলকা : ● **চুল**করণের আধার যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে মানব মনের চুলকানি হয় বা মন চুলকায়; কিংবা, যাহাতে, কত চয়ন করিয়াছি! আহা! আর কী কী চয়ন করিয়া আনিলে আমার ৯৯ টি ১০০-টিতে পরিণত হইবে — ইত্যাকার মানসিক চুলকানি চলিতে থাকে। ◘ মনের কুষ্ঠরোগ, মনের চুলকানি, ৯৯-এর ধাক্কা, (সাদৃশ্যে) দেহের চুলকানি নিবারণার্থ নখ দিয়া (গাত্র) ঘর্ষণ করা, চুলকান। ❋

চুলকান : ● **চুলকা** অন (চলমান) যাহাতে।

চুলবুল : ● **চুল**করণ ও **বুল**করণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়ানোর জন্য চয়নেচ্ছা এবং তদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণেচ্ছা থাকে। ◘ (লক্ষণার্থে) অস্থিরতা, চঞ্চলতা।

চুলবুলে : ● **চুলবুল** করে যে। ◘ চঞ্চল, অস্থির।

চুলা : ● **চুল**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে 'পৃথগন্ন' হইয়া, 'হাঁড়ি আলাদা' করিয়া, পৃথক উনুন জ্বালাইয়া **চুল**করণ (ব্যক্তিগত সম্পদচয়ন) চলে। ◘ স্বতন্ত্র উনুন, নিজস্ব চুলো।

চুলো : ● **চুল**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **চুল**করণের (ব্যক্তিগত সম্পদচয়নের) উদ্দেশ্যে অন্যের সম্পদ গ্রহণচেষ্টা করা হয় যাহাতে। ◘ অন্যের **চুল** টানা, নিজস্ব উনুন ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা, চাল**চুলো**।

চুলোচুলি : ● **চুলো** এবং **চুলি**; অথবা, যাহাতে একে অন্যের **চুল** (ব্যক্তিগত সম্পদ) টানাটানি করে। ◘ কেশাকেশি।

চুল্লী : ● **চুল** (নবরূপী চয়নের লালন) সক্রিয়ভাবে লয়প্রাপ্ত যে আধারে; অথবা, **চুল**করণ (ব্যক্তিগত সম্পদচয়ন) করিয়া যে চুলা জ্বালানো হয়। ◘ চুলা, উনুন, অগ্নি-ক্রীড়াস্থান।

চূ : ● **চূ**-এর (... নবোত্তীর্ণ চয়নের ...) আধার যে; অথবা, নবরূপে উত্তীর্ণ চয়নাদি (অগ্রহণ, ত্যাগ ...) থাকে যাহাতে।

চূড়া : ● **চূ**-এর (...নবোত্তীর্ণ চয়নের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, চয়নাদি স্বত্বাধিকারে উত্তীর্ণ হইয়া যে উচ্চতায় পৌঁছিয়া অবস্থান করে; কিংবা, লক্ষণার্থে, যে কোনো প্রকারের উচ্চস্থান যাহাতে। ◘ স্বত্বাধিকার, চূড়াকরণ সংস্কার, চিলাঘর; (সাদৃশ্যে) শিখা, টিকি, ময়ূরশিখা ...। ❋

চূড়াকরণ : ● যাহা দ্বারা **চূড়া** করা হয়; অথবা, সেকালে সামাজিক কর্ম্মযজ্ঞ-জাত উৎপন্নের উপর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীকী আচরণ করা হইত যে প্রক্রিয়ায়। ◘ চূড়ারূপ কার্য্য, টিকি রাখা, সংস্কারবিশেষ।

চূড়ান্ত : ● **চূড়া**র (অধিকারের) অন্ত বা শেষ যাহাতে; অথবা, যাহার পরে **চূড়া** (সমাজ-স্বীকৃত অধিকার) আর সক্রিয় থাকে না; কিংবা, জ্ঞানীর অধিকার জ্ঞানের যে উচ্চ-তায় গিয়া অন্ত সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে (যাহার পরে কী আছে তিনি জানেন না)। ◘ উচ্চতম স্থানে সমাপ্ত, কোনো বিষয়ের যতদূর সম্ভব তদবধি, চরম। ❋

চূড়ামণি : ● **চূড়া**সমূহের মধ্যে **মণি** (শ্রেষ্ঠ) যে; অথবা, সমাজশরীরের মাথায় (সামাজিক

অধিকারসমূহের চূড়ায়) যে ক্ষমতার বা পদের অধিকারীগণ তাঁহাদের মধ্যে **মণি** যে। ◘ চূড়াস্থ মণি, শিরোমণি, মুকুটস্থ নায়কমণি, শ্রেষ্ঠ, প্রধান।

চূড়াল : ● **চূড়া** লালিত যাহাতে; অথবা, অধিকার লালিত যাহাতে (যে সামাজিক স্বীকৃতিতে); কিংবা, সেই স্বীকৃত অধিকারের প্রতীকস্বরূপ মাথায় টিকি লালন করা হয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহার মাথায় টিকি বা **চূড়া** আছে। ◘ চূড়াবান, শিখাযুক্ত, মস্তক, মোরগ, নাগরমুস্তা।

চূত : ● **চূ** (...ত্যাগ বা প্রসবন) তারিত যাহাতে; অথবা, যে ব্যবস্থা হইতে ত্যজ্য স্খলিত হয়; কিংবা, পণ্য উৎপাদন করিয়া বিক্রয়ের নিমিত্ত প্রেরণ বা ত্যাগ করে যে (ব্যবস্থা); অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহা বা যে স্থান হইতে ত্যক্ত হয়। ◘ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপন্ন বা পণ্য, (সাদৃশ্যে) গুহ্যদেশ, যোনি, আম্রবৃক্ষ, আম্রফল, চূতকুসুম। ✱

চূতমারানী : ● **চূত** (...যোনি) **মার**করণ করাইয়া লয় যে নারী; অথবা, কোনো পুরুষকে দিয়া আপন যোনিতে সঙ্গম করাইয়া লয় যে নারী। ◘ গালি রূপে প্রচলিত।

চূর : ● নবরূপে উত্তীর্ণ চয়নেচ্ছু রহে যাহাতে; অর্থাৎ, যে চয়নেচ্ছু চয়নের মোহে মুগ্ধ হইয়া স্বপ্রমত্ত আছে; অথবা, নিজের ঘোরের মধ্যে মগ্ন আছে যে। ◘ মদমত্ত, মদ খেয়ে **চূর**।

চূর্ণ : ● **চূর** (নবরূপে উত্তীর্ণ চয়িতের আধারের রহন বা আত্মমগ্ন-খণ্ড) সম্পর্কিত বোধ যাহাতে; অর্থাৎ, পূর্ণন-এর বিপরীত ক্রিয়ার বা চূর্ণন-এর ফলে পাওয়া যায় যাহাকে তাহার বোধ যাহাতে; অথবা, যে ক্ষুদ্রতম খণ্ড আপনাতে আপনি সিদ্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। ◘ চূড়ান্তভাবে খণ্ডিতের বোধ, গুঁড়া, পেষণজাত।

চূর্ণক : ● **চূর্ণ** করে যে; অথবা, যে পুস্তকে টীকাটিপ্পনী সহযোগে মূলের দুরূহ বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ◘ বিশদ ব্যাখ্যা, (সাদৃশ্যে) চূর্ণকারী, ছাতু।

চূর্ণকার : ● **চূর্ণ** করা কার্য্য যাহার। ◘ চূণারী।

চূর্ণকারী : ● **চূর্ণকার**-এর আধার যে। ◘ চূণারী।

চূর্ণখণ্ড : ● যে খণ্ড **চূর্ণ**করণ হইতে জাত হইয়াছে। ◘ চূর্ণজনকখণ্ড, কাঁকর।

চূর্ণন : ● **চূর্ণ** অন (চলমান) যাহাতে। ◘ গুঁড়াকরণ, কণায় পরিণতকরণ।

চূর্ণিকা : ● **চূর্ণ** সক্রিয়ভাবে কৃত যে আধারে। ◘ ছাতু।

চূর্ণিত : ● যাহাকে **চূর্ণ** করা হইয়াছে। ◘ পিষ্ট, কণায় পরিণত।

চূষ : ● **চূ** (নবরূপে উত্তীর্ণ চয়নেচ্ছুর) দিশাগ্রস্ত সঙ্কোচন যাহাতে; অথবা, যে আকর্ষণে আকৃষ্ট বিষয়, বা বস্তু ক্ষেপলা জালের ন্যায় (টর্চের আলোর গতির বিপরীত গতিতে) একটি কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। ◘ পান, চোষা।

চূষক : ● **চূষণ** করে যে। ◘ চূষণকারক, পানকারী।

চূষণ : ● **চূষ** অন (চলমান) যাহাতে। ◘ চোষা, চুষিতে থাকা, শোষণ।

চূষা : ● **চূষ**-এর আধার যে; অথবা, **চূষ**করণ হয় যাহাতে। ◘ চূষণ, পান।

চূষ্য ● **চূষ** থাকে যাহাতে। ◘ চূষণযোগ্য খাদ্য।

চে : ● **চ** (চয়নেচ্ছাদি) দিশাগ্রস্ত যাহাতে।

চেটাং-চেটাং : ● **চেটাং**-এর (দিশাগ্রস্ত **চট**-এর আধার রহস্যময় যাহাতে, তাহার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে কথা শ্রোতার মনকে বারংবার **চটাইতে** থাকে। / যাহা চটায় বা ক্রুদ্ধ করে। (ব.শ.)। ⊓ ক্রোধজনক, কর্কশ, কটু (কথা)।

চেত : ● **চে** (দিশাগ্রস্ত চয়িত বা চয়নের অভিজ্ঞতা) তারিত যাহাতে; অথবা, কর্ম্মজগৎ হইতে যে জ্ঞান জন্মায়। ⊓ জানা, তত্ত্ব জানা, সতর্ক হওয়া, জানান।

চেতন : ● **চেত** (চয়নের অভিজ্ঞতা তারিত হইয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, অভিজ্ঞতাবলে জানা ও জানান চলমান যাহাতে। ⊓ চেতযুক্ত, অভিজ্ঞতার লালন। *

চেতনা : ● **চেতন**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **চেতন** থাকে। / যাহার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ প্রজ্ঞা, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি।

চেনা : ● দিশাগ্রস্ত **চিনা** যাহাতে; অথবা, মনে দেওয়া দাগা স্মরণ করিয়া বা বহিরঙ্গের দাগ দেখিয়া চিহ্নিত করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাকে ইতোপূর্ব্বেই **চিনা** হইয়া গিয়াছে। ⊓ পূর্ব্বদৃষ্ট বলে জানা বা বুঝতে পারা, পূর্ব্বে পরিচিত বলে মনে পড়া ...।

চেনাজানা : ● **চেনা** ও **জানা** যাহাতে; অথবা, যাহাকে **চেনা** ও **জানা** হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ, যাহাতে (চিহ্নিতব্যকে) প্রায়োগিকভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় (**চেনা**) এবং তাহার বিষয়ে প্রাপ্ত খবরের উপর নির্ভর করিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় (**জানা**)। ⊓ পূর্ব্বপরিচিত।

চেনাশোনা : ● **চেনা** ও **শোনা** যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে (চিহ্নিতব্যকে) প্রায়োগিকভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় (**চেনা**) এবং নানামুখে নানাকথা শুনিয়া তাহার বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায় (**শোনা**)। ⊓ পূর্ব্বপরিচিত।

চেপটা : ● দিশাগ্রস্ত **চপট** থাকে যাহাতে; অথবা, চাপের পর **চাপ** চাপিয়া চাপিয়া রাখিলে চাপগুলি পরস্পরের নীচে **চাপা** পড়িয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়। *

চেয়ে : ● দিশাগ্রস্ত চয়নেচ্ছা দিশাগ্রস্তভাবে যায় যাহাতে। ⊓ চাহিয়া, চাইয়া, দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রার্থনা করিয়া, তুলনায়। (চাহিয়া > চাইয়া > চেয়ে। — আলুর **চেয়ে** পটল ভাল; অর্থাৎ, আলুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা ও গ্রহণেচ্ছা করার তুলনায় পটলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ও গ্রহণেচ্ছা করা ভাল। কখনো বা **চাইতে** শব্দটিও **চেয়ে**র মতো ব্যবহৃত হয় — আলুর **চাইতে** পটল ভাল। দ্র. **থেকে, হইতে**)।

চেরা : ● **চে** (দিশাগ্রস্ত **চী** বা চয়িতের সক্রিয় আধার) রহে যে আধারে; অথবা, **চীরে** দেওয়া বা দ্বিখণ্ডিত করা (হয় যাহাতে); কিংবা, যাহাকে **চীরিয়া** দেওয়া হইয়াছে। ⊓ **চীর্ণ**।

চেল : ● দিশাগ্রস্ত চয়নকারী লালিত যাহাতে; অথবা, সূত্রচয়নপূর্ব্বক যাহা (যে বস্ত্র) বয়ন করা হয়; কিংবা, বস্ত্রবয়ন করে যে বা তাহার সহযোগী কর্ম্ম করে যে; অথবা, হাঁকিয়া বস্ত্র বিক্রয় করে যে; কিংবা, ভারতসমাজে পণ্য-বিনিময় নিষিদ্ধকরণ কালে যে অগণ্য সম্প্রদায়কে নিন্দিত জাতি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাঁহাদেরই যে সম্প্রদায়ের মানুষেরা আজও **চেল** উপাধি বহন করিয়া থাকেন। ⊓ বস্ত্র, বস্ত্রবয়ন ও তৎসহকারী জাতি।

চেলা : ● দিশাগ্রস্থ চয়নকারী লালিত যে আধারে (যে মানুষের মধ্যে)। ❒ **চিলা**, শিষ্য।

চেলাকাঠ : ● গুঁড়ির বহিরঙ্গ হইতে কুড়ুল দিয়া চীরিয়া যে অংশ পৃথক করা হইয়াছে। ❒ ফাড়াকাঠ, জ্বালানীর জন্য চেরা কাঠ।

চেলামাছ : ● যে মাছ অন্য বড় জীবদেহের বহিরঙ্গের ময়লাদি ভক্ষণ করে; অথবা, **চেলা** ভক্ষণ করে যে মাছ। ❒ মৎস্যবিশেষ।

চেষ্ট : ● **চেষ** (দিশাগ্রস্ত চয়নেচ্ছার দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ বা অনুধাবন) টঙ্কারিত যাহাতে। দ্র. **চেষ্টা**।

চেষ্টা : ● **চেষ** (...অনুধাবন) টঙ্কারিত যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা কাম্য বিষয় বা বস্তুকে ধরিবার জন্য প্রযত্ন করা হয়। ❒ ঈহা, কৃতিজন্য মানসিক ও কায়িক ব্যাপার। *

চেষ্টন : ● **চেষ্ট** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ চেষ্টা, যত্ন, ব্যাপার।

চেষ্টিত : ● **চেষ্ট** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যে বিষয়ে চেষ্টা করা হইয়াছে। ❒ কৃতচেষ্ট, ব্যাপার, হস্তাস্ফালনাদি।

চৈ (চই) : ● দিশাগ্রস্ত চয়নেচ্ছার আধার যে; অথবা, **চই চই** বা **চৈ চৈ** ('হে চয়নকারী, কোথায় চলিয়াছ, এদিকে আইস' - এইরূপ) বলিয়া হংসদিগকে আহ্বান করা হয় যাহাতে। ❒ পোষা হাঁসদের ডাকা।

চৈতন : ● **চেতন**-এর আশ্রয় যাহাতে; অথবা, পূর্ব্বার্জ্জিত বা আশ্রিত (কবলিত) **চেতন** থাকে যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) চূড়ারূপে যাহা মাথায় থাকে। ❒ অর্জ্জিত চেতনা, (সাদৃশ্যে) টিকি।

চৈতন্য : ● **চৈতন** থাকে যাহাতে; অথবা, **চেতনা**সমূহ সঞ্চিত থাকে যাহাতে; কিংবা, তৎকাল পর্যন্ত মানবসভ্যতার অর্জ্জিত সকল চেতনা বা জ্ঞানের সারমর্ম থাকে যাহাতে বা যে প্রজ্ঞায়। ❒ স্থিতপ্রজ্ঞা, চিৎস্বরূপ পরমাত্মা, আত্মরূপ চেতনা। *

চৈতন্যদেব : দ্র. **শ্রীচৈতন্য**।

চৈতালী : ● **চৈতা**য় (চিত্রা নক্ষত্রের কালে বা চৈত্রমাসে) যে সক্রিয় আধার লালিত হইয়াছে। ❒ চৈত্রের ফসল, হরিৎখন্দ, রবিশস্য, মটর মুগ মসুর কলাই প্রভৃতি।

চৈত্ত : ● **চিত্ত**-এর আধার যে; অথবা, **চিত্ত** থাকে যাহাতে। ❒ ক্ষেত্রজ্ঞ, স্মরণ, স্মৃতি।

চৈত্য : ● **চিত্যে**র আধার যে; অথবা, যেখানে (জাতি গ্রাম রাষ্ট্র কোম্পানী ... ইত্যাদির জ্ঞানসম্পদ, ধনসম্পদ, উৎপন্ন-সম্ভার, পণ্যসম্ভার ... ইত্যাদি) **চিত** বা সঞ্চিত করিয়া রাখা হয় (একালে যাদের সরকারী প্রশাসনিক দপ্তর, থানা, গুদামঘর, কারখানা, ওয়ার্কশপ, পূর্ত্তবিভাগের অফিস ... ইত্যাদি অজস্র নামে ডাকা হয়ে থাকে।) ❒ **উদ্দেশবৃক্ষ (ব্যবস্থা), পথিপার্শ্বস্থ অশ্বত্থাদি (প্রাচীন সরকারী ব্যবস্থা), গ্রামস্থ একমাত্র পত্রফলান্বিত বৃক্ষ (প্রাচীন গ্রামকেন্দ্র বা মণ্ডপ), যজ্ঞগৃহ (ওয়ার্কশপ)** ...। *

চৈত্যতরু (চৈত্যদ্রু, চৈত্যদ্রুম, চৈত্যবৃক্ষ) : ● দ্র. **তরু, দ্রু, দ্রুম, বৃক্ষ**।

চৈত্যপাল : ● **চৈত্য**-এর পালন করেন যিনি; অর্থাৎ, **চৈত্য**-এর সর্ব্বোচ্চ প্রশাসক যিনি। ❒ একালের বাংলায় **চৈত্যপাল**দের 'চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার' জাতীয় অজস্র ইংরেজি নামে ডাকা হইয়া থাকে। *

চো : ● চয়নাদির সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে।

চোখ-টাটান : ● যাহা আসিয়া চোখে **টাট** করে বা আঘাত করে (ফলে চোখে ব্যথা হয়)। ❒ অন্যের সৌভাগ্যে ঈর্ষা করা।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

চোখের-চামড়া না থাকা : ⊓ যে-চোখে চামড়া থাকে, তাহাতে মন থাকে, তাই সে চোখে যে ঘটনা পড়ুক, তাহা দুঃখজনক বা আনন্দ-জনক কি না, চোখের চামড়ায় থাকা মন তাহা টের পাইয়া যায়। কিন্তু অতি দুঃখজনক ঘটনা দেখার পরও যে চোখ দুঃখ বোধ করে না, বুঝিতে হবে, সেই চোখের চামড়া নাই। সেই কারণে নিষ্ঠুর মানুষের সম্পর্কে বলা হয় — তাহার চোখের চামড়া নাই।

চোট : চো-র (সার্ব্বিক আশ্রয়প্রাপ্ত চয়িতের) টঙ্কার যাহাতে। ⊓ দংশন, আঘাত। ✱

চোটপাট : ● যাহাতে **চোট** (ঘা) মারা এবং **পাট** (উলটপালট) করা থাকে। ⊓ আঘাত ও পাটন, ধমকানো, ক্রোধ প্রকাশ।

চোট্টা : ● **চোট** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে **চোট** দেয় কিংবা 'চোট দেব, চোট দেব' ইত্যাকার ভাব প্রকাশ করে। ⊓ চোর, শঠ, প্রবঞ্চক। ✱

চোপ : ● **চুপ**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, সর্ব্ব প্রকারের **চু** পালন করিবার নির্দ্দেশ যাহাতে। ⊓ নীরবতার বিধান, কথা না বলার নির্দ্দেশ।

চোপা : ● **চোপ**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা চুপ থাকা না থাকা ইত্যাদি চলে। ⊓ মুখমণ্ডল, কড়া জবাব।

চোর : ● **চুর**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, চয়নক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞদের মধ্যে ভেদ ঘটানো, তাহাদের সংহতি নষ্ট করা, খণ্ডবিখণ্ড করা ... ইত্যাদির মাধ্যমে চয়নক্ষেত্রে ফাঁক সৃষ্টি করিয়া যে তাহার চয়নকর্ম্ম করে। ⊓ অপহারক, মায়াবিগ্রহধারী, অসৎকর্ম্মী। ✱

চোরকাঁটা : ● যে কাঁটা কাপড়ে ভেদ করে বা ছিদ্র করিয়া ঢুকিয়া পড়ে। ✱

চোরগণেশ : ● যে গণেশ (কেরানী) প্রার্থীর আবেদনাদি কাগজপত্র ও পদ্ধতিতে নানা ছিদ্র দেখাইয়া প্রার্থীর প্রাপ্তি হইতে চুরি করে। ✱

চোরা : ● **চোর**-এর আধার যে; অর্থাৎ, **চোর**-এর কাজ করে যে।

চোরাই : ● **চোরা** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা **চোর**-কর্ম্ম করিয়া আনীত হইয়াছে। ✱

চোরাকিল : ● উদ্দিষ্টের সামাজিক অস্তিত্বে ছিদ্র বা ফাঁক সৃষ্টি করিয়া যে কিল মারা হয়; ফলত, সব জানিয়াও যে কিল খাইয়া চুপচাপ হজম করিতে হয়। ✱

চোল : ● **চো** (চয়নেচ্ছার সার্ব্বিক আশ্রয়) লালিত যাহাতে; অথবা, যে যৌথব্যবস্থায় প্রশাসকেরাই নানা আবরণের তলায় তলায় প্রজাদিগের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন আহরণ করিয়া রপ্তানি করিতেন। ⊓ নিচোল; স্ত্রীলোকের আপাদলম্বিত বস্ত্র, তাঞ্জোরদেশ (ইহা পুরুরাজ চোলের রাজ্য ও তদনুসারে নামকরণ)।

চোলক : ● **চোল**করণ করে যে। ⊓ চোলদেশ, কঞ্চুলিকা, বল্কল রচিত পরিচ্ছদ।

চোলাই : ● **চোল**-এর আধার সক্রিয় যাহাতে; অথবা, শাসনের তাপ দিয়া প্রজাদিগের উৎপন্ন বাষ্পীভূত করিয়া পণ্য ও অর্থে পরিণতকরণ যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) বকযন্ত্র দ্বারা বাষ্পীভবনপূর্ব্বক পাত্রান্তরে পাতন করা হয় যাহাতে। ⊓ পণ্যার্থ চোয়ান, (সাদৃশ্যে) মদ চোয়ান।

চোষ : ● **চুষ**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে। ⊓ চুষা, শোষণ করা।

চোষা : ● **চুষ**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে। ⊓ মুখ দিয়ে চুষে খাওয়া, শোষিত।

চোষান : ● **চোষা** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ চুষিয়ে খাওয়ান।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

চোষ্য : ● চোষ থাকে যাহাতে। ❒ চুষণযোগ্য খাদ্য।

চৌ : ● চো-এর আধার যে।

চৌর : ● চোর-স্বভাবের আধার যে। ❋

চৌর্য্য : ● চৌর্য (চৌর-এর চলে যাহাতে, তাহা) থাকে যাহাতে; অথবা, চৌর-কর্ম্ম চলে যাহাতে। ❋

চৌর্য্যবৃত্তি : ● চৌর্য্য কর্ম্ম স্বরূপ যে বৃত্তি; অথবা, চৌর্য্য কর্ম্ম বৃত্তি যাহার।

চ্য : ● চ (...ত্যাগেচ্ছাদি) থাকে যাহাতে।

চ্যবন : ● চ্য (...ত্যাগেচ্ছাদি) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা চ্যুত হয়; কিংবা, যাহা উদ্বৃত্ত হইয়া চুঁইয়া পড়ে; অথবা, যে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন (পুত্র) চ্যুত হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে **চ্যবন** নামে সনাক্ত করা হইয়াছিল। ❒ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন, তদ্রূপ উৎপন্নধারী, ক্ষরণ, ভ্রংশ, মহর্ষি ভৃগু ও পুলোমার পুত্র। ❋

চ্যুত : ● চ্যু (নবরূপে উত্তীর্ণ চয়নেচ্ছু বা ত্যাগেচ্ছুর যাওয়া) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা ত্যক্ত বা স্খলিত হয়। ❒ নির্গত, নিঃসৃত, ক্ষরিত।

চ্যুতি : ● **চ্যুত** সক্রিয় যাহাতে। ❒ চ্যুতকরণ, স্খলন, নিঃসরণ।

ছ

ছ : ● চয়ন ছাদিত যাহাতে। (চ্ + হ্ = ছ্); অর্থাৎ, আচ্ছাদিত যে; অথবা, চয়নাদি (চ) আচ্ছাদিত যাহাতে; কিংবা, আচ্ছাদন যাহাতে; কিংবা, আস্তরণরূপে ছাদনেচ্ছা এবং ভেদনরূপে ছিদনেচ্ছাদি থাকে যাহাতে। ❋

ছই : ● ছ (আচ্ছাদন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা আচ্ছাদন করা বা ঢাকা হয়। ❒ গাড়ীর বা নৌকার **ছতবি**।

ছট[১] : ● ছ (ছাদনেচ্ছায়) টঙ্কারিত যে; অথবা, যে আচ্ছাদিত হতে পারে এই আশঙ্কায় আপনাতেই টঙ্কারিত হয়; কিংবা, যে অন্যকে আচ্ছাদিত করিবার ইচ্ছায় তাহার উপরে পড়িয়া টঙ্কারিত হয়। ❒ ছটকানোর শব্দ, ঠিকরাইয়া যাওয়া ...।

ছট[২]: ● ছ (ছয়-এর ধারণা) টঙ্কারিত যাহাতে। দ্র. **ছয়, ষষ্ঠী**। ❒ **ছট পর্ব্ব**, ষষ্ঠী পর্ব্ব, হিন্দুস্তানিদের পর্ব্ববিশেষ।

ছটক : ● **ছট[১]** করে যে। ❒ ছটা, প্রভা, বিক্ষিপ্ত হওয়া।

ছটকা : ● **ছটক**-এর আধার যে; অথবা, যে ছট ছট করে; কিংবা, যাহা ছিটকাইয়া পড়ে। ❒ বেগে ভিন্ন হওয়া বা ছুটিয়া যাওয়া, দল ছাড়িয়া যাওয়া, ছটকা-চিংড়ি।

ছটকান : ● **ছটকা** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ ছিটকানো, ছিটানো, বিক্ষিপ্ত করা, ছড়ানো, ঠিকরানো, বেগে ধাবন।

ছটকানি : ● **ছটকান** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, আচ্ছাদিত হওয়ার আশঙ্কায় ছটকানোর ব্যথাবোধ যাহাতে। ❒ ছটকানর কষ্ট, ঠিকরে পড়া জল-কাদা জাতীয় পদার্থ।

ছটফট : ● **ছট[১]** (ছাদনেচ্ছার টঙ্কার) যাহাতে এবং **ফট** (পালনস্থিতের টঙ্কার) যাহাতে; অথবা, যে একবার **ছট** করে (কারও দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার আশঙ্কায় **ছটকায়**) এবং একবার **ফট** করে (পালনস্থিতির আশঙ্কায় **ফটকায়**)। ❒ ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, চঞ্চলতা।

ছটফটানি : ● **ছটফট**-এর আধার সক্রিয়-ভাবে চলমান যাহাতে। ❒ অস্থিরতার ভাব।

ছটফটে : ● **ছটফট** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। ❒ অস্থির, চঞ্চল, ব্যাকুল।

ছটা : ● ছট-এর আধার যে। ❒ দীপ্তি, প্রভা।

ছটাভা : ● **ছটা** ভাত বা প্রতিভাত যাহাতে। ❐ বিদ্যুৎ।

ছড় : ● ছ-এর (আচ্ছাদনের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, আচ্ছাদন বা গাত্রাবরণ আকৃষ্ট হইয়া অপসারিত যাহাতে; কিংবা, আচ্ছাদন উন্মোচিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা টান টান তারে ধৃত সুরধ্বনির আচ্ছাদনকে আকৃষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয় বা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ❐ ছড়ে যাওয়া, দেহস্খলিত চামড়া, বেহালা ইত্যাদির বাজানোর ছড়।

ছড়া : ● ছড়-এর আধার যে; অর্থাৎ, ছড়-কর্ম্ম থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা ছড়ায়, ছড়াইতেছে, ছড়াইয়া আছে, ছড়িয়া গিয়াছে; কিংবা, যে কবিতা বা পদ্য জনশ্রুতির মাধ্যমে জনসাধারণ্যে ছড়ায়; অথবা, যাহা বিচ্ছুরিত ও বর্ষিত হইয়া আস্তরণ রূপে (কাহাকেও) আচ্ছাদন করে। ❐ জলাদি তরল দ্রব্যের বিন্দু-বিন্দু বর্ষণ, গোবরজলের ছিটা, মঞ্জরী, হারছড়া, ধানের গুচ্ছ, কলার ছড়া, পদ্যের ছড়া, আঁচড়ে ছড়ে যাওয়া অংশ, জলছড়া, ঝরনা, ছোটনদী।

ছড়াছড়ি : ● **ছড়া** ও **ছড়ি** যাহাতে। ❐ দ্রব্যসমূহের বিশৃঙ্খলভাবে নিক্ষেপ, প্রাচুর্য্য।

ছড়ান : ● **ছড়া** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ বর্ষানো, ছিটান, বপন করা (বীজাদি)।

ছড়ি : ● **ছড়** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা ছড়াইয়া পড়িতেছে বা ছড়ানো চলিতেছে; অথবা, যাহা দ্বারা (শাসনতাপ) ছড়ান হয়। ❐ ছড়াছড়ি, চিকন লাঠি, মঞ্জরী।

ছৎরি (ছতরি) : ● ছ-এর (আচ্ছাদনের) তারণকে সক্রিয় করে যে। ❐ ছই, মশারি ঝুলানর কাঠের চতুষ্কোণ ফ্রেম।

ছৎত্র ❖ **:** ● ছ (আচ্ছাদন) দ্বারা (সূর্য্যতাপ, শাসনতাপ, সংসারতাপ ... ইত্যাদির) তারণ হইতে ত্রাণ করে যে। / যাহার দ্বারা আচ্ছাদন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ আতপ-ত্রাতা, ছাতা, রাজচ্ছৎত্র। ✱

ছৎত্রক ❖ **:** ● **ছৎত্র** ধারণ করে যে; অর্থাৎ, জনসাধারণকে শাসনতাপ হইতে রক্ষা করিত যে (শিবমন্দির); অথবা, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যতাপে একই অবস্থানে উড়িয়া ছায়ার মায়ায় ছোটমাছকে ডাকে যে (মাছরাঙা); কিংবা, মানবদেহকে আভ্যন্তরীণ তাপ হইতে রক্ষা করে যে (কুলেখাড়া)। ❐ শিবমন্দির, চণ্ডী-মণ্ডপ, মাছরাঙা পাখী, রাঙা কুলেখাড়া।

ছৎত্রচ্ছায়া ❖**:** ● **ছৎত্র**-এর ছায়া (যাহাতে); অথবা, বিদেশী শত্রুর আক্রমণের তাপ হইতে ছায়া দেয় যে। ❐ ছাতার ছায়া, রাজচ্ছৎত্রের ছায়া, রাজশাসন।

ছৎত্রপতি ❖**:** ● **ছৎত্র**সমূহের পতি বা রাজা-দিগের রাজা যিনি; অথবা, অনেকগুলি রাজচ্ছৎত্রের পতি যিনি। ❐ সম্রাট।

ছৎত্রভঙ্গ ❖ **:** ● **ছৎত্র** ভঙ্গ যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে একচ্ছৎত্রের অধীনস্থ সংহতি ভাঙিয়া গিয়াছে (ফলে, সে ছৎত্রচ্ছায়ায় সংহত সদস্যগণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন)। ❐ রাজচ্ছৎত্রের নাশ; লক্ষণার্থে — নৈরাজ্য, স্বেচ্ছাচার, ছড়াইয়া পড়া।

ছৎত্রাক ❖ **:** ● **ছৎত্র**কে আধার করে যে; অর্থাৎ, দেহধারী যে ছাতা গায়ে ফুটাইয়া আতপাদি (আর্দ্রতাদি) হইতে গা বাঁচায়। ❐ শিলীন্ধ্র, শ্যাওলার ন্যায় ছাতাফোটা, ছাতকোঁড়।

ছদ : ● ছ (আচ্ছাদন) দান করে যে। ❐ আচ্ছাদক, পক্ষ, পত্র, পাপড়ি, আবরণ ...।

ছদি : ● **ছদ** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা আচ্ছাদন করে বা করিতেছে। ❐ পটল, চাল,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

শকটের আচ্ছাদন, ছই।

ছদ্ম : ● **ছদ** (আচ্ছাদক বা পরিচ্ছদ) সীমায়িত যাহাতে; অর্থাৎ, যে পরিচ্ছদ সত্তার স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে বা ঢাকিয়া গোপন করিয়া দেয়। ◘ কপট, শাঠ্য, স্বরূপ আচ্ছাদন।

ছদ্মবেশ : ● **ছদ্ম** বেশ যাহাতে; অথবা, যে বেশ (পোষাক) সত্তার স্বরূপ আচ্ছাদিত করে। ◘ কপটবেশ।

ছদ্মবেশী : ● **ছদ্মবেশ**-এর সক্রিয় আধার যে। ◘ কপটবেশী।

ছন : ● ছ (ছাদনকর্ম্ম) অনকৃত (চলন্ত) যাহাতে।

ছন্দ : ● **ছন** (চলমান ছাদনকর্ম্ম) দান করে যে; অথবা, যে ছাদনকর্ম্মের দ্বারা (বিশেষ বিন্যাস-ব্যবস্থার দ্বারা) জগতের কোনো বিষয় বা বস্তু বিদ্বান মানুষের কবলিত হইয়া বিশেষ রূপে সক্রিয় থাকে; অথবা, যাহা বিদ্বান-ভিন্ন অন্য সকলের নিকট অগম্য বা গুপ্ত থাকে; কিংবা, যাহা **ছাঁদে** বদ্ধ আছে। ◘ গোপনীয়, রহঃস্থিত, বশ ...। ✻

ছন্দঃ : ● **ছন্দেই** শেষ যাহার; অথবা, যাহা ছন্দের ভিতরে বর্ত্তমান। ◘ বেদ, নিয়তাক্ষর মাত্রাযুক্ত চতুশ্চরণ লৌকিক পদ্য। ✻

ছন্দোগ : ● **ছন্দ**ময় গমন যাহার; অথবা, **ছন্দ**ময় জীবনছন্দে কালাতিপাত করা যায় যাহাতে (যে জীবনযাত্রার দর্শনবোধে)।

ছন্ন : ● **ছন** (অনকৃত ছাদনকর্ম্ম) না-কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহার **ছন** আর চলমান নহে; কিংবা, যাহার **ছন্দ** নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ◘ সংবৃত, আচ্ছন্ন, অভিভূত। ✻

ছন্নছাড়া : ● যাহা ছন্দে আবদ্ধ নহে; অর্থাৎ, জীবন**ছন্দের** ভিতরে চলা অনকরণ বন্ধ (**ছন্ন**) হওয়ায় যে সত্তা ছন্দহীন বা 'ছিরিছাঁদহীন' হইয়া গিয়াছে। ◘ উচ্ছন্ন ও ভিটাছাড়া, নিরাশ্রয়।

ছন্নতা : ● **ছন্ন** তারিত যে আধারে। ◘ নির্বুদ্ধিতা, আচ্ছন্নতা, মূঢ়তা। ✻

ছন্নমতি : ● **ছন্ন** মতি যাহার; অর্থাৎ, মতি নিষ্ক্রিয় যাহার। ◘ নষ্টবুদ্ধি, মোহগ্রস্ত, মতিচ্ছন্ন।

ছম : ● আচ্ছাদন (ছ) সীমায়িত যাহাতে; অর্থাৎ, কেহ যেন আচ্ছাদন (গ্রাসকবলিত) করিতে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে — এরূপ অনুভব যাহাতে। ◘ ভয়ভাব, আশঙ্কা।

ছমছম : ● **ছম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ◘ ভীত-ভীতভাব।

ছয় : ছ (**ষষ**) যায় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা ছয় পর্ব্বে (আবর্ত্তে, চক্রে, দিনে) অতিক্রান্ত হয়। দ্র. **ষষ্ঠী**। ◘ ষষ্ঠ, ষড়ঙ্গবান, ছট পর্ব্ব, ষষ্ঠী পর্ব্ব, হিন্দিভাষী অঞ্চলের পর্ব্ববিশেষ।

ছল[১] **:** ● ছ (আচ্ছাদন) লালিত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে আত্মস্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয় (এবং ফলে অন্যেরা প্রতারিত হয়)। ◘ কপট, খল, প্রতারিত করা, ঠকান।

ছল[২]**:** ● ছ (আচ্ছাদন) লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহার আচ্ছাদন তত্তদ ক্ষেত্রে লয়প্রাপ্ত (ফলত, আচ্ছাদনহীন সত্তা উচ্ছলিত হইবার উপক্রম করে); অথবা, যাহা **ছলছল** করে। ◘ উচ্ছলপ্রায়, টইটুম্বুর।

ছলক : ● **ছল**[২] করে যে; অর্থাৎ, যাহা ছলকে পড়ে বা উচ্ছলিত হয়। ◘ উচ্ছলিত হওয়া, উপচাইয়া পড়া।

ছলছল : ● **ছল**[২]-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা উছলাইয়া পড়িবার প্রাক্মুহূর্ত্তে অবস্থান করিতেছে। ◘ অশ্রুপরিপূর্ণভাব।

ছলন : ● **ছল**[১] অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে আচ্ছাদন দ্বারা আত্মগোপন চলিতেছে। ▫ প্রতারণ, ঠগন, প্রবঞ্চন।

ছলনা : ● **ছলন**-এর আধার যে। ▫ প্রতারণা, বঞ্চনা।

ছলা : ● **ছল**[১]-এর আধার যে; অর্থাৎ, **ছল**[১] থাকে যাহাতে। ▫ কপটতা, ব্যাজ, শঠতা।

ছলাকলা : ● **ছলা** ও **কলা**; অর্থাৎ, যাহাতে আচ্ছাদন দ্বারা আত্মগোপনপূর্ব্বক ঠকানো হয় এবং **কলা** দেখাইয়া ঠকানো হয়। (দ্র. **কলা-দেখানো**)। ▫ ছলবিদ্যা, শঠতাবিদ্যা।

ছা : ● ছ-এর আধার যে; অর্থাৎ, চয়িত আত্ম বা আত্মজ আচ্ছাদিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে (আপদ বিপদ হইতে) আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়; কিংবা, যাহাকে ছাদন করা হয়, **ছান** করা হয়, **ছানা** বা চটকান হয়। ▫ শাবক, ছানা, শিশু, ছোটছেলে।

ছাই : ● **ছা** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাকে **ছা** (আচ্ছাদিত) করি; অথবা, অস্তিত্বের সারাংশকরণ (**ছা**-করণ) সক্রিয় যাহাতে। ▫ ঢাকনা দিই, ছাউনী দিই, ভস্ম।

ছাইয়া : ● **ছাই** (ছাওয়া) যায় যে আধারে; অর্থাৎ, আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয় যাহাতে। ▫ ঢাকিয়া।

ছাউনী : ● **ছা** (ছাদন) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অন থাকে যে সক্রিয় আধারে। ▫ ঢাকনী।

ছাওয়ন : ● ছাবন যাহাতে; অথবা, **ছা** বাহক অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, **ছাওয়া** চলে যাহাতে। (স্মর্তব্য : যাবন > যাওয়া, ধাবন > ধাওয়া; তদ্রূপ ছাবন > ছাওয়া)। ▫ ঢাকা।

ছাওয়নী : ● **ছাওয়ন**-এর সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা **ছাওয়া** বা ঢাকা হয়। (দ্র. **ছাউনী**)। ▫ ঢাকনী।

ছাওয়া : ● **ছাওয়ন** করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাকে ছাওয়ন করা হইয়াছে; কিংবা **ছা** সার্ব্বিকভাবে আধারিত হইয়া যায় যাহাতে। ▫ ঢাকা, ঢাকা দেওয়া, আচ্ছাদিত করা।

ছাওয়াল : ● **ছাওয়ায়** লালিত যে; অথবা, যাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া লালন করা হয়। ▫ পুত্র, সন্তান, অল্পবয়স্ক বালক বা বালিকা।

ছাঁৎ : ● যাহাতে (আচ্ছাদন দিবামাত্র) **ছাঁ** (আচ্ছাদিতের রহস্যরূপ) লাফাইয়া উঠে; অর্থাৎ, স্বাভাবিক-প্রাকৃতিককে মানুষের কৃত্রিম **ছাঁদে** (**ছন্দে**) আনয়নের কারণে উভয়পক্ষে যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ঘটে। / শাকাদি তরকারির অগ্নিস্পর্শে 'ছাঁৎ' শব্দের ন্যায় উদ্বেগজনক বিষয়ের হঠাৎ দর্শন শ্রবণাদিজন্য কষ্টবোধ যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ বুকের মধ্যে তীব্র শিহরণের অনুভূতিসূচক ধ্বনি।

ছাঁদ : ● আচ্ছাদিতকে **ছাঁ** (আচ্ছাদিতের রহস্যরূপ) দেয় যে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা চয়িতকে ছন্দ-বন্ধনে আবদ্ধ করা হয় বা বিশেষ ধরনে বিন্যস্ত করিয়া রাখা হয়। ▫ ছন্দ, ভঙ্গি, প্রকার।

ছাঁদন : ● **ছাঁদ** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, চয়ন-উদ্দেশ্যে রহস্যময় বন্ধন করা হয় যাহাতে। ▫ রহস্যময় বাঁধন, দোয়ানোর সময় গাভীর পদ-বন্ধন। *

ছাঁদনাতলা : ● যাহার তলায় **ছাঁদন-কর্ম্ম** চলে; অর্থাৎ, যে সাময়িক ছাদের তলায় নর ও নারী এক রহস্যময় জীবন**ছন্দের** (**ছাঁদ**-এর) বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ▫ বিবাহমণ্ডপের তলদেশ, কন্যা সম্প্রদানের স্থান, ছাঁল্লাতলা।

ছাগ : ● **ছা** (আচ্ছাদিত) গমন যাহার; অর্থাৎ, ঘাসবনের আড়ালে আড়ালে যে চলে; অথবা,

সমাজবনের সমাজবৃক্ষের (সংস্থার) ডাল-পাতার আড়ালে আড়ালে যাহার জীবনযাত্রা চলে। ◻ দক্ষ, বিশেষজ্ঞ, ছাগল। ❋

ছাগবাহন : ● ছাগ (দক্ষ, বিশেষজ্ঞ) বাহন যাঁহার; কিংবা, অগ্নিকে (আবিষ্কৃত জ্ঞানাগ্নিকে) বহন করে যে। ◻ অগ্নি, আবিষ্কৃত জ্ঞান। ❋

ছাগমুখ : ● ছাগ-এর মুখের ন্যায় মুখ যাহার। ◻ কার্ত্তিকেয়, পুলিশ-মিলিটারি।

ছাগরতি : ● ছাগ-এর ন্যায় যে রতি; অথবা, নিম্নমানের রতিক্রিয়া করে যে। ◻ অপরতি, ঢেমন। দ্র. **অপগামী**।

ছাগল : ● ছাগ লালিত যাহাতে; অর্থাৎ, ছাগ (আত্মসত্য-গুপ্ত জীবনযাত্রা পদ্ধতি) লালন করে যে। ◻ দক্ষ, বিশেষজ্ঞ, ছাগ। ❋

ছাগলক : ● ছাগল করে যে; অর্থাৎ, ছাগল চাষ করে যে; অথবা, দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ তৈরী করে যে। ◻ ধাড়ি বিশেষজ্ঞ, (সাদৃশ্যে) ছাগলচাষী।

ছাড় : ● ছড় হইতে জাত; অথবা, ছা-র (আচ্ছাদিতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা আচ্ছাদন হইতে মুক্ত হইয়া বাহিরে গড়ায় বা উড়ে। ◻ মুক্তি, কারামুক্তি।

ছাড়ন : ● ছাড় অন (চলমান) যাহাতে। ◻ ছেড়ে দেওয়া, মোচন।

ছাড়পত্র : ● ছাড়-এর প্রমাণস্বরূপ পত্র। ◻ মুক্তিপত্র, ছাড়পত্র।

ছাড়া : ● ছাড়-এর আধার যে; অর্থাৎ, ছাড়-কর্ম্ম করা হয় যাহাতে। ◻ মুক্ত করা, ত্যাগ করা, রুদ্ধ না করা, বাদ দেওয়া।

ছাড়াছাড়ি : ● ছাড়া ও ছাড়ি যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া দেয়। ◻ পরস্পর সম্বন্ধমুক্ত হওয়ন।

ছাড়ান : ● ছাড়া অন (চলমান) যাহাতে। ◻ ত্যাগ করান, মুক্তি, নিষ্কৃতি।

ছাতা : ● ছা-র (আচ্ছাদিতের) তারণ থাকে যাহাতে। ◻ তাপনিবারক, দুঃখনাশক, ছৎত্র, ছৎত্রাক, রাজচ্ছৎত্র। ❋

ছাৎত্র ❖ : ● ছৎত্র হইতে জাত; অর্থাৎ, ছৎত্র-কর্ম্ম করা হয় যাহাতে; অথবা, লালন-পালনের (খাওয়া-থাকা ইত্যাদির) সামগ্রিক ব্যবস্থা করিয়া বা ছৎত্র ধরিয়া (সংসারতাপ হইতে রক্ষা করিয়া) গুরু যাহার বিকশিত হইবার ব্যবস্থা করিতেন। ◻ শিষ্য, পড়ুয়া, ছত্রাকার পটলজাত মধুবিশেষ। ❋

ছাদ : ● ছদ হইতে জাত; অর্থাৎ, ছা (আচ্ছাদন) দান করে যে। ◻ আচ্ছাদক, পটল, চাল।

ছাদন : ● ছাদ অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, আচ্ছাদিত-করণ চলে যাহাতে। ◻ ঘর ছাওয়া, ছাওয়ার উপকরণ।

ছান : ● ছা (আচ্ছাদিত) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, ছাদন করিতে (চটকাইতে) থাক। ◻ চটকান, চটকাইতে থাকা।

ছানা : ● ছান-এর আধার যে; অর্থাৎ, চয়িত আত্মজের আচ্ছাদনপূর্ব্বক লালন চলে যাহাতে; অথবা, যাহাকে ছন্ন ছন্ন করা হয় (অন্তঃস্থিত ছন্দ নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় বা ছানা হয়) বা চটকানো হয়। (দ্র. **আমিক্ষা**)। ◻ শাবক, বাচ্চা, প্রসূতমাত্র, দুধজাত পদার্থ।

ছা-পোষা : ● যাহারা আপন আপন ছা পোষে; অর্থাৎ, যাহাদের জীবন কেবলমাত্র আপন আপন সন্তানসন্ততির পোষণকর্ম্মেই অতিবাহিত হয়; অথবা, যাহারা আপন আপন পুত্রকন্যার লালনপালনকেই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে এবং তাহাই একনিষ্ঠভাবে করে।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ছাবাল : ● যাহাতে আচ্ছাদিতকে (ছা-কে) বহনপূর্ব্বক লালন করা হয়; অর্থাৎ, যাহাদের ভারবহনপূর্ব্বক লালন করা হয়। ❒ সন্তান, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, শিশুতুল্য অবোধ।

-ছাম : ● **ছম** হইতে জাত; অর্থাৎ, **ছম**করণ কৃত যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে আচ্ছাদন-কামী ধূলির আস্তরণাদিকে অপসারিত করা হইয়াছে। ❒ ধূলিপরিষ্কৃত, ছিমছাম।

ছামুনি : ● **ছাম** (...আচ্ছাদনাদির অপসারণ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অনকৃত থাকে যে সক্রিয় আধারে। ❒ বস্ত্রপটের অপসারণে বরকন্যার শুভদৃষ্টি।

ছায়া : ● **ছা** (আচ্ছাদিত) যায় যে আধারে; অর্থাৎ, যাহা (সূর্য্যতাপ, রাষ্ট্রশাসনতাপ ... ইত্যাদি হইতে স্থানাদিকে) আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ❒ অনাতপ, প্রতিবিম্ব, সংজ্ঞাপ্রতিকৃতি সূর্য্যপত্নী, কাত্যায়নী। ✱

ছাল : ● **ছল**[১] হইতে জাত; অথবা, ছা (আচ্ছাদিত) লালিত যাহাতে বা যে আবরণে। ❒ বৃক্ষত্বক, বল্কল, চর্ম্ম।

ছি : ● ছ (আচ্ছাদন) সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, 'ছাইয়া রাখ, ছাইয়া রাখ, ছাই দিয়া চাপা দাও ...' ইত্যাকার অভিপ্রায় ঘোষিত যাহাতে (যে আচরণে ও শব্দোচ্চারণে); অথবা, যাহাতে ছিদন করা (**ছিয়া** দেওয়া) হয়, **ছিন** করা হয়, **ছিনা** হয় বা **ছিন্ন** করা হয়। ❒ কেটে নেওয়া, ঘৃণ্য অনুভবের প্রতিক্রিয়া।

ছিঃ : ● ছি-এর (ছি-করণের) নির্য্যাস বিসর্জ্জিত যাহাতে (যে আচরণে ও ফুৎকার-ময় শাব্দিক প্রকাশে)। ❒ ঘৃণ্য অনুভবের প্রতিক্রিয়া।

ছিঁচ : ● **ছিঁ** (রহস্যময় ছি-করণ) চয়িত যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার কোনো অংশকে তাহার বাহিরে ক্ষেপন (সিঞ্চন) করিয়া দেওয়া হয়; কিংবা, ভারী বস্তুর আঘাত দ্বারা সত্তার (হলুদ আদা রসুন ইত্যাদির) রস বাহির হইয়া যায় যাহাতে। ❒ সেচন, মর্দ্দন।

ছিঁচকা : ● **ছিঁচ**করণ করে যে; অথবা, ঘরের ভিতরের জিনিসপত্র বাহিরে **ছিঁচ**করণ করে বা ফেলিয়া দেয় যে; কিংবা, যাহা দ্বারা **ছিঁচ**করণ করা হয়। ❒ (সাদৃশ্যে) হুকার নল সাফ করিয়া তাহার ময়লা বাহিরে ফেলিয়া দিবার লোহার শিকবিশেষ।

ছিঁচকাচোর : ● **ছিঁচকা** যে চোর; অথবা, যে চোর ঘরে ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র সকলের অলক্ষ্যে বাহিরে ফেলিয়া তড়িঘড়ি বাহিরে আসিয়া অন্ধকারে যাহা পায় তাহাই লইয়া পলায়ন করে। ❒ ছোট জিনিসের চোর, **পাতিচোর**।

ছিঁচকাঁদুনে : ● **কাঁদন** (... ক্রন্দন) **ছিঁচ**করণ করিয়া দেয় যে; অথবা, ভিতরে একটুখানি **কাঁদন** জমিলেই তাহা সেচিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয় যে। / যে একটুতেই কাঁদে। (ব.শ.)। ❒ কাঁদুনে স্বভাব।

ছি-ছি : ● ছি-র পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অর্থাৎ, আচ্ছাদনেচ্ছার বারংবার প্রকাশ যাহাতে; অথবা, 'ছাদন কর, ঢাক ঢাক', দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে - এই মনোভাবের প্রকাশ যাহাতে।

ছি ছিক্কার : ● ছি-ছি-করণ কার্য্য যাহার। ❒ ধিক্‌ধিক্‌-কার, ছি-ছি বলা।

ছি ছি থু থু : ● ছি-র (আচ্ছাদনেচ্ছার) পুনরাবৃত্তি ও **থু**-এর (দূরে রাখিবার ইচ্ছার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ আচ্ছাদনেচ্ছা ও আস্তরণ দিবার ইচ্ছা।

ছিঃ ছিঃ রাম-রাম : ● ছি-এর পুনরাবৃত্তি

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

এবং **রাম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অর্থাৎ, আচ্ছাদনেচ্ছার ও অতি ঘৃণার প্রকাশ যাহাতে। (বৌদ্ধযুগের অস্তবেলায় **রাম** অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া ঘোষিত হয় এবং অতিঘৃণার প্রকাশ ঘটাইতে শিক্ষিতেরা 'রাম-রাম' উচ্চারণ করিতে লাগেন।) ◘ অতিঘৃণ্য, নোংরা।

ছিট : ● ছি (আচ্ছাদন সক্রিয় হইয়া) টঙ্কারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যে দ্রবদ্রব্যাদি ছিটাইয়া বা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে (এবং কিয়দংশে আস্তরণরূপ আচ্ছাদন গড়িয়া তোলে); অথবা, যে ধারণাদি ছিটাইয়া পড়িয়া মস্তিষ্কের কিয়দংশ আচ্ছাদিত করে। ¬ ছিটাল, রঙ-বিরঙের বেল-বুটাদার বা নক্সার ছাপ দেওয়া কাপড়, দ্রবদ্রব্যমাত্রের বিন্দু।

ছিটকা : ● **ছিট**করণ-এর আধার যে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা ছিটানো হয়। ¬ ছটকা, ছিটকান।

ছিটকান : ● **ছিটকা** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে **ছিটকরণ** চলে। ◘ বিকীর্ণকরণ, ছড়ান।

ছিটকিনি : ● যাহা **ছিটকাইয়া** খাপের ভিতরে পড়ে বা ঢোকে। ¬ কপাট বন্ধ রাখার নিমিত্ত চৌকাঠে লগ্ন কাষ্ঠখণ্ড বা লৌহখণ্ড।

ছিটগ্রস্ত : ● **ছিট** দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে যে; অর্থাৎ, যাহার মস্তিষ্কের কিয়দংশ **ছিট** পড়িয়া পড়িয়া আচ্ছাদিত হইয়াছে। ◘ পাগলাটে, ছিটাল, অর্ধোন্মাদ।

ছিটা : ● **ছিট**-এর আধার যে; অর্থাৎ, **ছিট**-কর্ম্ম কৃত যাহাতে। ¬ প্রক্ষিপ্ত জলবিন্দু, মন্ত্রপূত জলাদির ছাট, বর্ষণ, ছড়ান, বোনা।

ছিটান : ● **ছিটা** অন (চলমান) যাহাতে। ¬ ছড়ান, বিকীর্ণকরণ।

ছিটাল : ● **ছিটা** লালিত যাহাতে; অর্থাৎ, আপন গায়ে বা মাথায় **ছিটান** বিষয় বা বস্তুর আচ্ছাদন লালন করে যে। ◘ রঙের ছিটযুক্ত, ছিটগ্রস্ত, পাগলাটে।

ছিটাফোঁটা : ● ছিটা ও **ফোঁটা** (রহস্যময় স্ফোটন বা বিন্দু) যাহাতে। ◘ বৃষ্টির দু-এক ছিটা ও ফোঁটা, তরল দ্রব্যের অত্যল্প মাত্র।

ছিটে : ● **ছিট** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অর্থাৎ, একইরকম **ছিট** কৃত যাহাতে। ◘ ছিটরঙা।

ছিটেফোঁটা : ● **ছিটে** (দিশাগ্রস্ত ছিটা) ও **ফোঁটা** যাহাতে। দ্র. **ছিটাফোঁটা**।

ছিতর : ● ছি (সক্রিয় আচ্ছাদন) তারিত হইয়া রহে যাহাতে (যে বিকীর্ণ বস্তুতে); অর্থাৎ, যাহাতে আচ্ছাদনেচ্ছা উচ্ছ্রিত হইয়া (বিকীর্ণ বস্তুবিষয়াদির মাধ্যমে) চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ◘ চারিদিকে এলোমেলো-ভাবে ছড়িয়ে যাওয়া, ছিতরে পড়া।

ছিতরান : ● **ছিতর** (ছিতরে পড়া ... ইত্যাদি) অন (চলমান) যাহাতে। ◘ বিকীর্ণ করা, ছড়িয়ে দেওয়া।

ছিত্তি : ● **ছিত্** (সক্রিয় আচ্ছাদনের তারণ) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যে আচ্ছাদনেচ্ছু দ্রব্যাদি আপতিত হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। ◘ ছেদন, ছেদক, বৈরী।

ছিদ : ● ছি (সক্রিয় আচ্ছাদনের) দান যাহাতে; অথবা, যে আচ্ছাদনকামী (দ্রব্যাদি) আপতিত বা প্রদত্ত হইয়া (পতনক্ষেত্রের) ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে বা ক্ষেত্র কর্ত্তৃক অন্তর্ভুক্ত হয়; কিংবা, বহিরাগতের অন্তর্ভুক্তি যাহাতে। ¬ দোষ, ত্রুটি।

ছিদন : ● **ছিদ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ছিদ**করণ চলে যাহাতে। ◘ ফুটো করিয়া ঢুকিয়া যাওয়া, ফুটো করা।

ছিদ্র : ● **ছিদ** (সক্রিয় আচ্ছাদন-দান) বর্ত্তমান রহে যাহাতে; অথবা, **ছিদ**-করণ কৃত যাহাতে

(যে পথে); কিংবা, (ক্ষেত্রের পক্ষে) বাধা সৃষ্টি হয় যাহা হইতে। ❒ রন্ধ্র, অবকাশ, ফুটা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত।

ছিদ্রিত : ● **ছিদ্র** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ছিদ্র** হইয়া গেছে। ❒ রন্ধ্র-কৃত, ছিদ্রযুক্ত।

ছিন : ● ছ (ছিদনেচ্ছা) সক্রিয়ভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে (অন্য কোনো অবয়বে) ছিদন করা হয়; কিংবা, কাড়িয়া, **ছিন্ন** করিয়া, **ছিনাইয়া** লহ; অথবা, **ছিনিয়ে** নাও। ❒ কাড়িয়া লও, ছিনতাই কর।

ছিনতাই : ● **ছিন** তারিত হইয়া সক্রিয় (যাহাতে); অথবা, **ছিন**করণ করা চলে যাহাতে। ❒ ছিনাইয়া লওয়ার কাজ, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা।

ছিনা : ● **ছিন**-এর (...কাড়িয়া লওয়ার) আধার যে; অথবা, যাহাতে কাম্যবস্তু কাড়িয়া চয়ন করিয়া লওয়া হয়। ❒ ছিন্ন করিয়া বা ছিনাইয়া লওয়া, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা।

ছিনাযোঁক : ● যে **যোঁক** (রহস্যময় রক্তাদি ক্ষরণকারী) রক্তসম সম্পদাদি ছিনাইয়া লয়। ❒ ধূর্ত্ত ধনাপহারক, তৃণস্থিত জলৌকাবিশেষ।

ছিনাল : ● **ছিনা** (... কাড়িয়া লওয়া) লালিত যাহাতে; অথবা, যে নারী পরপুরুষকে (তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে) ছিনাইয়া লয়। ❒ ব্যভিচারিণী।

ছিনালি : ● **ছিনাল** (...কাড়িয়া লওয়া...) সক্রিয় যাহাতে। ❒ ব্যভিচার, লাম্পট্য।

ছিনিয়ে-নেওয়া : ● **ছিন**-করিয়া (...কাড়িয়া) লওয়া হয় যাহাতে। ❒ কেড়ে নেওয়া।

ছিন্ন : ● **ছিন** (... কাড়িয়া লওয়া) অনকৃত যাহাতে; অথবা, (অন্যক্ষেত্র হইতে) পৃথক করিয়া গ্রহণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাকে (অন্যক্ষেত্র হইতে) ছেদন করা হইয়াছে। ❒ কৃত্ত, কৃতচ্ছেদন, খণ্ডিত।

ছিন্নভিন্ন : ● **ছিন্ন** ও **ভিন্ন** যাহাতে; অথবা, যাহাদিগকে ছেদন ও ভেদন (**ছানা-ভানা**) করিয়া (বর্ত্তমান অবস্থায়) আনা হইয়াছে; কিংবা, যাহাদিগকে অন্যক্ষেত্র হইতে কাটিয়া পৃথক করা হইয়াছে এবং অন্যক্ষেত্রে ভেদ ঘটাইয়া পৃথক করা হইয়াছে। ❒ লণ্ডভণ্ড, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

ছিন্নমস্তা : ● **ছিন্ন** মস্তক যাঁহার (যে প্রকৃতি শক্তির)। ❒ দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। *

ছিন্না : ● **ছিন্ন**-এর (স্ত্রী)-আধার যে; অথবা, যে স্ত্রীলোক পরিবার হইতে বিচ্ছিন্না; কিংবা, যে স্ত্রীলোক পরিবারকে ছেদন করে। ❒ পুংশ্চলী, কুলটা, গুড়ুচী।

ছিম : ● **ছি** (সক্রিয় আচ্ছাদন) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে অন্তর্ভেদকামী কাঁটা খোঁচা কাঠি ইত্যাদিকে অপসারিত করা হইয়াছে। ❒ কাঁটা-খোঁচা ইত্যাদি সাফ করা স্থান, **ছিম**ছাম।

ছিমছাম : ● **ছিম** ও **ছাম** যাহাতে; অথবা, যে স্থানাদি হইতে কণ্টকাদি ও আস্তরণাদি পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। ❒ পরিচ্ছন্ন। *

ছিয়া : ● ছি-করণ (সক্রিয় আচ্ছাদনকরণ বা ছিদনকরণ) চলে যে আধারে; অথবা, গাছের কাণ্ডাদিকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয় যাহাতে। দ্র. **ছিয়াকাঠ**।

ছিয়াকাঠ : ● **ছিয়া**কৃত যে কাঠ; অথবা, যে-কাঠকে মূলকাঠ হইতে ছেদন করিয়া পৃথক করা হইয়াছে। ❒ গাছের কাণ্ডের বা মোটা ডালের খণ্ড।

ছিল[১] : ● **ছি** (সক্রিয় আচ্ছাদন) লালিত যাহাতে; অথবা, সত্তা তাহার আচ্ছাদনসহ

লালিত বা অস্তিত্ববান যাহাতে। ᒥ পুরাকালে থাকা, আছিল।

ছিল[২] : ● ছি (সক্রিয় আচ্ছাদন) লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, সত্তার আচ্ছাদন বা ছালকে লয়প্রাপ্ত করা বা স্খালন করা হয় যাহাতে। ❐ ছাল-তোলা, ছোলা, **ছিলে**-দেওয়া।

ছিলকা : ● **ছিল**[২] কৃত যাহাতে; অথবা, **ছিলে** বা ছাল তুলে যাহা পাওয়া গিয়াছে। ❐ গাছের ছাল, ফলের খোসা, চামড়া।

ছিলা : ● **ছিল**[২]-এর আধার যে; অথবা, বাঁশের গায়ের আচ্ছাদন **ছিলে** তোলা লম্বা সরু ছাল (যা দিয়া ধনুকের গুণ হয়)। ᒥ ধনুকের ছিলা, ধনুকের গুণ।

ছু : ● ছ (আচ্ছাদন) নবরূপে উত্তীর্ণ (ছু) যাহাতে; অথবা, আচ্ছাদন অনাচ্ছাদনে বা উন্মোচনে পরিণত যাহাতে; কিংবা, যাহাতে মন্ত্রাদি গুণ করিয়া বা টান মারিয়া আচ্ছাদন সরাইয়া দিয়া প্রকৃত বিষয় বা বস্তু দেখাইয়া দেওয়া হয়। ᒥ 'এই দেখো, **ছু** মন্তর **ছু**...!'

ছুঁ : ● ছু (... অনাচ্ছাদন) রহস্যময় যাহাতে; অথবা, যাহাতে স্পর্শ করা মাত্র (আচ্ছাদন সরাইয়া) নব্যগুণ প্রযুক্ত হইতেছে বা লেনদেন হইতেছে বলিয়া মনে করা হয়। ᒥ স্পর্শকরণ, ছোঁয়া।

ছুঁড় : ● ছু (...আচ্ছাদনমুক্ত) রহস্যময়ভাবে উড়ে যাহাতে; অথবা, যাহাতে বিশেষভাবে উদ্দেশ্যময় ক্ষেপণ করা হয়। ᒥ দূরে বিশেষ দিশায় নিক্ষেপ করা, উদ্দেশ্যময় প্রক্ষেপণ; রহস্যময় ত্যাগকরণ বা প্রসবকরণ।

ছুঁড়ি : ● **ছুঁড়**করণ সক্রিয় যাহাতে। ᒥ ক্ষেপণ করি।

ছুঁড়ী : ● **ছুঁড়**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে শিশুকন্যাকে অবহেলাপূর্ব্বক জনন (ছুঁড়িয়া প্রসব) করা হইয়াছে। ❐ বালিকা, নিন্দিত তরুণী।

ছুঁৎ : ● **ছুঁ**-এর (... রহস্যময় আচ্ছাদনমুক্তির) উল্লম্ফন (লাফ দিয়া ওঠা) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ছুঁ**ইয়াই লাফ দিয়া উঠে। ❐ স্পর্শ, অশুচি দ্রব্যের বা অস্পৃশ্যজাতির স্পর্শজন্য অশুচিতা বা দোষ (untouchability) এরূপ রহস্যময় বিশ্বাস।

ছুঁৎমার্গ : ● **ছুঁৎ** যাহার জীবনধর্ম্মের মার্গ; অথবা, স্পর্শদোষ পরিহার করিয়া চলার পথ যাহাতে। ᒥ স্পর্শদোষ সম্বন্ধী ধর্ম্মমত। ✱

ছুঁৎমার্গী : ● **ছুঁৎমার্গ** সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যিনি **ছুঁৎমার্গ** অনুসরণ করিয়া চলেন; কিংবা, যিনি স্পর্শদোষ পরিহার করিয়া চলেন। ✱

ছুঁয়া : ● **ছুঁ**করণ করা হয় যাহাতে (যে আচরণে)। ❐ স্পর্শ করা, ছোঁয়া।

ছুট : ● ছু (...আচ্ছাদনমুক্তি) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, আচ্ছাদনমুক্ত হওয়ার ফলে খুশীতে দৌড় যাহাতে। / যাহা ছাড় যায়। (ব.শ.)। ❐ দৌড়, বেগে যাওয়ন, বন্ধনমুক্ত হওয়ন, বাদ।

ছুটা : ● **ছুট**-এর আধার যে; অথবা, **ছুট**করণ করা হয় যাহাতে। ❐ বেগে যাওয়া, দৌড়ানো, ত্যক্ত হওয়া, ছেড়ে যাওয়া।

ছুটি : ● **ছুট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ছুট**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে **ছুট**করণ করি। ❐ পাঠমুক্তি, কর্ম্মমুক্তি, দৌড়াই, বেগে পলাই।

ছুটী : ● **ছুট**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে কালে **ছুট**করণ চলিতে থাকে। ❐ অবকাশ, কর্ম্মাবকাশ, পর্ব্বাদির (পূজা, ঈদ, গরম ... ইত্যাদির) জন্য ঘোষিত অবকাশ।

ছুতা : ● ছু (আচ্ছাদনমুক্তি) তারিত যে আধারে; অথবা, কার্য্যের আচ্ছাদন (কারণ

দর্শক যৌক্তিকতা) মুক্ত যে আধারে (বাজে কথায়); কিংবা, কেন কার্য্যটি করা হইতেছে বা হইয়াছে তাহার আচ্ছাদক যুক্তিজাল কাটিয়া যায় যাহাতে। ◘ মিথ্যা কারণ, অছিলা।

ছুতানাতা : ● **ছুতা** ও **নাতা** যাহাতে; অথবা, মিথ্যা কারণ ও অক্ষমতা যাহাতে। ◘ অছিলা, অজুহাত।

ছুরি : ● **ছু** (আচ্ছাদনমুক্তি) সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, আচ্ছাদন কাটিয়া অভ্যন্তরস্থ অবয়বকে মুক্ত করে যে; কিংবা, যাহা আবরণ (ছাল, মলাট, থলি, ঠোঙা, প্যাকেট ইত্যাদি) ছিন্ন করিয়া বা কাটিয়া ভিতরের বস্তুকে মুক্ত করে। ◘ চাকু।

ছুল : ● **ছু** (আচ্ছাদনমুক্তি) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে অনাচ্ছাদিত করা হয় বা ছাল ছাড়ানো হয়। ◘ ছাল ছাড়ানো, ছোলা।

ছুলি : ● **ছুল** (লালিত আচ্ছাদনমুক্তি) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে চামড়ার উপরের আচ্ছাদন স্থানে স্থানে উঠিয়া (সাদাটে হইয়া) যায়। ◘ একপ্রকার চর্ম্মরোগ।

ছে : ● আচ্ছাদন দিশাগ্রস্ত যাহাতে।

ছেঁচড় : ● **ছেঁচ**-এর (দিশাগ্রস্ত **ছিঁচ**করণের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে সত্তা তাহার নিজের ভাবমূর্ত্তিকে **ছেঁচি**য়া (মর্দ্দিত করিয়া) অতিশিথিল ও সর্ব্ববিষয়ে অনির্ভর করিয়া ফেলিয়াছে। ◘ অভাজন, নীচ প্রকৃতি।

ছেঁড়া : ● **ছেঁ**-র (রহস্যময় ও দিশাগ্রস্ত ছিদনেচ্ছার) গড়ান-উড়ান যে আধারে; অথবা, বিশেষভাবে বা বিশেষ দিকে ছিন্ন করা হয় যাহাকে; কিংবা, যাহাকে তদ্ভাবে ছিন্ন করা হইয়াছে। ◘ ছিন্ন, ছেদন করা, কাটা।

ছেঁড়াখোঁড়া : ● **ছেঁড়া** ও **খোঁড়া** যাহাতে; অথবা, যাহাকে **ছিন্ন** করা হইয়াছে এবং যাহাকে **ক্ষুণ্ণ** করা হইয়াছে। ◘ ছিন্নখণ্ডিত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

ছেঁদা : ● রহস্যময় **ছেদ**-এর আধার যে; অথবা, রহস্যময় **ছিদ্র** যাহাতে; কিংবা হাঁড়ির **পেঁদা**য় (তলায়) যে **ছেঁদা** বা ফুটো হয়। ◘ ছিদ্র, রন্ধ্র, ফুটো, ছিদ্রযুক্ত, সচ্ছিদ্র।

ছেঁদে : ● দিশাগ্রস্তভাবে **ছাঁদন** কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাকে বিশেষ প্রকারে বিন্যস্ত বা **ছন্দোবদ্ধ** করা হইয়াছে বা **ছাঁদা** হইয়াছে। ◘ ছাঁদন করিয়া, বেঁধে**ছেঁদে**, কৌশলে উত্থাপন।

ছেঁদেবেঁধে : ● **ছেঁদে** ও **বেঁধে** যাহাতে; অথবা, **ছাঁদন** করিয়া বা সুবিন্যস্ত করিয়া ও বন্ধন করিয়া যাহা করা হয়। ◘ বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া।

ছেঁদো : ● **ছেঁদা**-র সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, নানারকম রহস্যময় ছিদ্র বা **ছেঁদা** যাহাতে (যে হাঁড়িতে, প্রতিশ্রুতিতে, সত্যঙ্কারে, কথায় ...)। ◘ ছিদ্রময়, কপট, কৌশলময়।

ছেদ : ● দিশাগ্রস্ত **ছিদ** যাহাতে; অথবা, যাহা ক্রমান্বয়ে **ছিদন** করে; কিংবা, যাহা একদিকে **ছিদন** করিয়া আনে বা কাটে। ◘ কর্ত্তন, কেটে পৃথক করা, প্রবাহ বিয়োগ।

ছেদক : ● **ছেদ** করে যে। ◘ কর্ত্তক, প্রবাহে বিঘ্নকারক।

ছেদন : ● **ছেদ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ছেদ**করণ চলিতেছে যাহাতে। ◘ কর্ত্তন, নিরসন, নাশন।

ছেদিত : ● **ছেদ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **ছেদন** করা হইয়াছে। ◘ ছিন্ন, খণ্ডিত, বিভাজিত।

ছেনী : ● দিশাগ্রস্ত **ছি** (ছেদন) অন (চলমান) যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা ছেদন করা

বা **ছিন্ন** করা কিংবা কাটিয়া লওয়া হয়। ⌐ লোহা পাথর ইত্যাদি কাটার বা নকাশি করার লোহার বাটালি, টাকি।

ছেয়ানি : ● দিশাগ্রস্ত **ছিয়া**করণ সক্রিয়ভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **ছিয়া** করা হয়। ⌐ বড় কুড়ুল, ছোট করাত।

ছেয়ে : ● ছে (দিশাগ্রস্ত আচ্ছাদন) দিশাগ্রস্ত-ভাবে যায় যাহাতে; অথবা, আচ্ছাদনের পরে (যাহা হয়)। ❒ ছাইয়া, ঢাকিয়া।

ছেলে : ● ছে (দিশাগ্রস্তভাবে আচ্ছাদিত) **লে** (দিশাগ্রস্তভাবে লালিত) যাহাতে; অথবা, যাহাকে পিতামাতা তাঁহাদের দিশাগ্রস্ত সভ্যতা-অর্জ্জিত বুদ্ধিমতো লালনপালন করেন (প্রকৃতির হাতে স্বভাবত বিকশিত হইবার জন্য ছাড়িয়া দেন না)। ⌐ পুত্র, সন্তান, শিশু।

ছেলেখেলা : ● ছেলেদের খেলা; অথবা, ছেলেদের খেলাতুল্য সহজসাধ্য বিষয় যাহাতে। ❒ শিশুর ক্রীড়াতুল্য।

ছেলেধরা : ● ছেলেকে ধরে যে; অথবা, যাহারা বাচ্চা ছেলেদের গোপনে ধরে (এবং লইয়া পালায়)।

ছেলেপিলে : ● **ছেলে** ও **পিলে** যাহাতে; অথবা, যাহাকে দিশাগ্রস্তভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিশাগ্রস্তভাবে লালন করিতে হয় এবং যাহাকে দুগ্ধাদি পান করাইয়া দিশাগ্রস্ত-ভাবে লালন করিতে হয়। ⌐ শিশু, বালক। ✱

ছেলেপুলে : ● **ছেলে** (...লালন করিতে হয়) এবং **পুলে** (যাহাকে বিদ্যারসাদি পান করাইয়া বা বিদ্যালয়ে পড়াইয়া দিশাগ্রস্ত-ভাবে লালন করিতে হয়। ❒ বালক। ✱

ছোঁ : ● **ছুঁ**-করণ (...রহস্যময় স্পর্শকরণ) করা হয় যাহাতে; অথবা, রহস্যময় স্পর্শন-পূর্ব্বক আত্মসাৎ করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয় যাহাতে। ❒ পক্ষীর ঠোঁটের বা নখের আঘাত।

ছোঁক-ছোঁক করা : ● **ছোঁ**-করণের পুনরাবৃত্তি কৃত হয় যাহাতে; অথবা, ফাঁক পাইলেই **ছোঁ**-মারিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা থাকে যাহাতে। ❒ লোলুপ চেষ্টা, হাতাইবার চেষ্টা।

ছোঁড়া : ● **ছুঁড়**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহাতে উদ্দেশ্যময়ভাবে ক্ষেপণ করা হয়; কিংবা, যে বালককে অবহেলাপূর্ব্বক জনন (ছুঁড়িয়া প্রসবন) করা হইয়াছে। ❒ উদ্দেশ্যময় প্রক্ষেপণ করা, অবহেলাপূর্ব্বক মোচন করা, ছোকরা (দ্র. **ছুঁড়ী**)।

ছোট : ● ছ-এর সার্ব্বিক আধার (ছো) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, (অন্যদের সমান হইবার জন্য) দৌড়াও বা ছোট; কিংবা, যে অন্যদের (দাদাদের) সমান হইবার জন্য পশ্চাতে **ছুটিতেছে**; কিংবা, লক্ষণার্থে, যাহা কিছু তুলনায় **অনুজ** বলিয়া মনে হয়। ⌐ হ্রস্বাকৃতি, অল্পবয়স্ক, কনিষ্ঠ, নীচ, হীন ...।

ছোটকি : ● **ছোট**করণ সক্রিয় যাহাতে। ❒ ছোটবৌ।

ছোটখাট : ● **ছোট** ও **খাট** (ক্ষুদ্রকৃত); অথবা, যে অন্যদের সমান নহে এবং যাহাকে ক্ষুদ্রকৃত বা খর্ব্বকায় করা হইয়াছে। ❒ অল্পায়তন, খর্ব্বাকৃতি, নাতিদীর্ঘ।

ছোটন : ● **ছোট** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে **ছোট** হইয়াই আছে। ❒ ক্ষুদ্রের প্রতি প্রিয় সম্বোধন।

ছোটা : ● **ছোট**-এর আধার যে; অথবা, **ছোট**করণ চলে যাহাতে। ❒ ধাবিত হওয়া, দৌড়ানো, অতি দ্রুত চলা ...।

ছোটাছুটি : ● **ছোটা** ও **ছুটি** যাহাতে। ❒

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ✤ দ্র. ভূমিকা-২।

দৌড়াদৌড়ি, অতি ব্যস্ততা।

ছোটান : ● **ছোটা** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ ধাবিত করানো, বেগে প্রবাহিত করানো।

ছোটো : ● **ছুট**-এর বা **ছোট**-র সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহাতে সর্ব্বপ্রকারের **ছুট**করণ থাকে; কিংবা, যে **ছোট**-তে হীনতার বোধ নাই। ❒ দৌড়াও, ছোট, ক্ষুদ্র, অধম, তুচ্ছ ...।

ছোটোখাটো : ● **ছোট** ও **খাট**-র সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যে **ছোটখাট**-তে হীনতার বোধ নাই। ❒ মান্য ক্ষুদ্র।

ছোট্ট : ● **ছোট**-র টঙ্কার যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ছোটই** (ক্ষুদ্রতাই) টঙ্কারিত হয়। ❒ আদুরে ছোট, প্রিয়কনিষ্ঠ, মান্য ক্ষীণ।

ছোপ : ● **ছ**-এর (আচ্ছাদনের) নবরূপী আধার পালিত যাহাতে; অথবা, আচ্ছাদনকে আচ্ছাদিত করে যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) কাপড়ের নিজস্ব রংকে যে রং ঢাকিয়া দেয়। ❒ রঙের সংস্পর্শ, দাগ।

ছোলা : ● **ছ**-এর (আচ্ছাদনের) সার্ব্বিক আশ্রয় লালিত যে আধারে; অথবা, যাহাতে বা যাহার ছাল ছাড়াইতে হয়। ❒ ছুলা, ছাল ছাড়ানো, চানা, বুট, চণক।

জ

জ : ● জনন ক্রিয়া থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, জনিত বা জাত যে; অথবা, স্বরূপ ও স্বগুণকে আপন (দেহমন) হইতে চয়ন করিয়া বহির্গত করে বা পৃথক করে (ত্যাগ করে) যে ক্রিয়া; কিংবা, দেহমনের অংশ নিষেক করিয়া উৎপাদন করে যে ক্রিয়া। ❒ জনিত, উৎপাদিত, পৃথক-কৃত। ✱

জগৎ : ● **জ** (জন্ম), **গ** (গমন), ও **ৎ** (উল্লম্ফন) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা জন্মায়, বিকশিত হইয়া পরিণত হয়, এবং (মৃত্যু) পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লাফ দেয়; কিংবা, **জ গ ৎ** করে বলিয়া বিশ্বভুবনকে বা তাহার প্রতিটি সত্তাকে **জগৎ** শব্দে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। ❒ গমনশীল, চরাচরলক্ষণ, ভুবন ...। ✱

জগৎসৃষ্টি : ● এই **জগৎ** কীভাবে সৃষ্টি হইল, বাইবেল কোরান ও পুরাণাদি গ্রন্থে তাহার যে বর্ণনা আছে। ✱

জঘন : ● **জ**-এর (জননের) নিমিত্ত **ঘন** হয় যাহাতে (যে স্থানে); অথবা, সন্তান জনন-কারী হানা (**ঘন**) দেয় যাহাতে (যে স্থানে)। ❒ স্ত্রীকটির পুরোভাগ, তলপেট।

জঘন্য : ● **জঘন** থাকে যাহাতে; অথবা, যে ক্রিয়া একপক্ষীয় বলিয়া নীচকর্ম্ম রূপে সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। ❒ জঘনভব, জঘনতুল্য, নিন্দিত, নীচ ...।

জঙ্গ : ● **জং** ('জনিতের রহস্যময়') গমন যাহাতে। ❒ যুদ্ধ, বিবাদ, কোঁদল, মরিচা। ✱

জঙ্গম : ● **জঙ্গ** সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহা প্রয়োজনে যুদ্ধাদি করিতে পারে কিন্তু (আপাতত) করে না (কেবল সঞ্চরণ করে)। ❒ গতিশীল, চরিষ্ণু, অস্থায়ী দ্রব্য। ✱

জঙ্গম-সৃষ্টি : ● (মনুসংহিতা মতে) জগতের সৃষ্ট যে সত্তাগুলি গতিশীল বা **জঙ্গম** (স্থাবর নহে)। ❒ জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ — এই তিনপ্রকার সৃষ্টি। ✱

জঙ্গল : ● **জঙ্গ** (...যুদ্ধাদি) লালিত যাহাতে; অথবা, যেখানে **জঙ্গ** করিয়া বসবাস করিতে হয়। ❒ নির্জ্জলদেশ, মরু, বন। ✱

জঙ্গলী : ● **জঙ্গল**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, দৃশ্য-বাহ্য **জঙ্গলে** বাস করে যে। ❒

জঙ্গলবাসী।

জঙ্গী : ● **জঙ্গ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **জঙ্গ** (যুদ্ধাদি) করে। ▫ যুদ্ধবাদী, যুদ্ধসম্বন্ধী।

জঙ্গুলে : ● **জং**-গমন (**জঙ্গ**) নবরূপে উত্তীর্ণ (**জঙ্গু** বা অযুদ্ধমান) হইয়া দিশাগ্রস্তভাবে লালিত যাহাতে; অথবা, যে **জঙ্গলে** থাকে কিন্তু সদা সর্ব্বদা যুদ্ধমান থাকে না (**ভব্য** থাকে)। ▫ বুনো, অসভ্য কিন্তু ভব্য।

জঙ্ঘা : ● **জং** (জনিতের রহস্যময়) গমন-স্থিতির আধার যে। / যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▫ জাঙি, পদের উপরিভাগ, উরু। *

জঙ্ঘাল : ● **জঙ্ঘা**-র দ্বারা লালিত যে। ▫ জঙ্ঘাবান, দ্রুতগামী, হরিণবিশেষ। *

জঞ্জাল : ● **জং** (জনিতের বা ত্যক্তের রহস্যময়) **জাল** যাহাতে; অথবা, যে ত্যক্ত বা বর্জ্জিত সত্তাসমূহ **জাল**রূপে বর্জ্জককেই ঘিরিয়া ধরে। ▫ আবর্জ্জনা, পাপ, অনর্থ।

জট : ● **জ**-এর (জনিতের) টঙ্কার যাহাতে; অথবা, উৎপন্নাদির জড়াজড়িভাব যাহাতে; কিংবা, যাহা পাকানো হয় বা পাকানো যায়। ▫ সংহত দীর্ঘ কেশ, জড়িত বস্তুমাত্র। *

জটলা : ● **জট** লালিত যে আধারে; অথবা, যে স্থানে বহু **জট** একত্রিত হইয়াছে; কিংবা, যাহা পাকানো হয় বা যায়। ▫ সংহতভাব, ভিড়, একত্র মিলিত লোকের কথাবার্তা। *

জটা : ● **জট**-এর আধার যে; অথবা, যাহা জট পাকাইয়া থাকে; কিংবা, যৌথউৎপন্নাদির মালিকানা থাকে যাহাতে; অথবা, মালিকানার অধিকার জটিলভাবে থাকে যাহাতে। ▫ অর্জ্জিত সম্পদের সেকেলে মালিকানা, সংহতকেশ, ব্রতীর শিখা, (সাদৃশ্যে) বৃক্ষমূল ...।

জটাজুট : ● **জটা** ও **জুট** যাহাতে; অথবা, যাহাতে পৃথক **জটা**সমূহকে একত্রিকরণের বা **জুট**ইবার ভাব থাকে। ▫ জটাসমূহ, ঝুঁটী।

জটামাংসী : ● **জটা**য় বা যৌথ-উৎপন্নে 'আমার অংশ' বলিয়া ভাগ বসায় যে। (দ্র. **গন্ধ, মীমাংসা**)। ▫ **গন্ধ**দ্রব্যবিশেষ।

জটাচার্ব্ব-বংশ : ● যে বংশ বা বংশজগণ **জটা** চর্ব্বণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে; অথবা, যাহারা সাম্প্রদায়িক মালিকানার অধিকার-লব্ধ সম্পদের উত্তরাধিকার ভোগ করিয়া থাকে। ▫ জরৎকারু মুনির বংশ, সাগর-মেলার অধিকারী বংশের ন্যায় বংশ। *

জটাল : ● **জটা** লালিত যাহাতে। ▫ জটাবান, জটিল, সংহত, মিলিত, বটবৃক্ষ।

জটালা : ● **জটাল**-এর আধার যে। ▫ জটামাংসী।

জটায়ু : ● **জটা** (...জটিল স্বত্বাধিকার) লব্ধ আয় নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যৌথ-সমাজের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন লেনদেন করিয়া প্রচুর অর্থের মালিক হইয়াছে যে। / যাহার আয়ু জট (সংহত, প্রচুর)। (ব.শ.)। ▫ পক্ষিরাজ-বিশেষ। *

জঠর : ● **জঠ** (জননের টঙ্কারস্থিতি) রহে যাহাতে; অথবা, জনন বা উৎপাদন সম্ভাবনার টঙ্কার স্থিত রহে যেখানে। ▫ গর্ভাশয়, ভ্রূণস্থান, মধ্যভাগ, কুক্ষি, উদর, কঠিন, বদ্ধ। *

জড় : ● **জ** (জনিত) আড়ষ্ট যাহাতে; অথবা, জনিতের আত্মকেন্দ্রের দিকে গড়ান যাহাতে; কিংবা, যাহারা এক কেন্দ্রে সঙ্কুচিত বা একত্র হইয়া ঘনীভূত, একীভূত ও নিষ্পন্দপ্রায় হয়; অথবা, বিপরীতে, যে-কেন্দ্র হইতে সত্তার সর্ব্বপ্রকারের উন্মেষ হইয়া থাকে। ▫ শীতগুণযুক্ত, নিস্পন্দ, অচেতন পদার্থ, ভিত্তি,

মূল, আদি-কারণ, সমবেত। ✻

জড়সড় : ● **জড়** ও **সড়**; অথবা, যাহা আত্মকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত এবং যাহা আত্মকেন্দ্রে সঙ্কুচিত। (দ্র. **সড়গড়**)। ◻ ভীত ও আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত, গুটিসুটি।

জড়ভরত : ● **জড়** যে **ভরত**; অথবা, ভরণ-পোষণের ব্যাপারেও জড়বৎ আচরণ যাঁহার; অথবা, যিনি নিবৃত্তিমূলক জীবনধর্ম্ম অনুসরণ করিতেন। ◻ পৌরাণিক **ভরত**। ✻

জড়ো : ● **জ**-এর (জনিতের) গড়ান নবরূপী আধার পায় যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তাগণ নিস্পন্দপ্রায় না থাকিয়া নানাভাবে কোনো কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হয়; কিংবা, যে কেন্দ্রীভবনে চেতন গুণাদি থাকে। ◻ সমবেত হওয়া, নানাভাবে একত্রিত হওয়া। ✻

জন : ● **জ** (জনন) **ন** (অনকৃত) যাহাতে; অথবা, যাহাতে (যাহার স্বভাবে) জনন ক্রিয়া চলমান রহে; কিংবা, যে (নিজেকে বা অন্য কোনো বিষয় বা বস্তুকে) জনন বা উৎপাদন করে বা করিতে পারে; অথবা, আত্মবিক্রয় (নিজ জীবৎকাল বিক্রয়) করে বা করিতে পারে যে। ◻ স্বতন্ত্র মানুষ, ব্যক্তিমানুষ (নর, নারী), জনমজুর, শ্রমজীবী, প্রজামাত্র। ✻

জনওআর (জনবার) : ● **জন**-এর বারণ রহে যাহাতে; অথবা, যাহা **জন**-কর্ম্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ◻ পশু, গোবাঘা, (সাদৃশ্যে) মূর্খ।

জনক : ● **জন** করে যে; অথবা, নিজের স্বরূপ-স্বগুণকে (সারাৎসার রূপে) **জনন** করে যে; কিংবা, **জন** বা মুনীষ **ঠিক** (মৌখিক, লিখিত বা প্রথাগতভাবে চুক্তিপূর্ব্বক কর্ম্মে নিয়োগ) করে যে; অথবা, বহু **জন** নিয়োগ করিয়া পাইকারি হারে বিপুল উৎপাদন করে যে। ◻ উৎপাদক, জনয়িতা, পিতা, মিথিপুত্র রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ। ✻

জনন : ● **জন** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **জন**করণ চলিতেছে। ◻ উৎপাদন, প্রসবন, জন্মান। ✻

জননী : ● **জনন**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যিনি (যে প্রকৃতিশক্তি সন্তান-সন্ততি) জনন বা প্রসব করেন। ◻ জন্মদাত্রী, গর্ভ-ধারিণী, মাতা।

জনসমুদ্র : ● **সমুদ্র**-এর ন্যায় জনসম্মিলন যাহাতে। ◻ দ্র. **জল**।

জনস্রোত : ● **জল**স্রোতের ন্যায় জনগণের প্রবাহ যাহাতে। ◻ দ্র. **জল**।

জনিত : ● **জন** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যে **জন**-কৃত হইয়াছে; কিংবা, যাহাকে (আপন দেহমনের নির্য্যাসরূপে চয়ন করিয়া স্বদেহ হইতে) পৃথক করা, ত্যাগ করা, প্রসব করা, জন্ম দেওয়া, হইয়াছে; অথবা, যাহাকে (দেহমনের শ্রমমেধা যথাযথ ক্ষেত্রে নিষেক করিয়া তাহা হইতে) উৎপাদন করা হইয়াছে। ◻ জাত, উৎপাদিত, প্রসূত।

জন্তু : ● **জন**-এর তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, **জন** অস্বাভাবিক মানুষে (কৃত্রিম মানুষে, পোষমানা মানুষে, যন্ত্রবৎ মানুষে, 'উৎকৃষ্ট-প্রজা'য়, 'কোয়ালিটি-পিপ্‌ল'-এ, বা **পশু**তে) পরিণত যাহাতে; অথবা, ব্রিটিশ ভারতে আসিয়া যাহাদের জন্য 'জন্তু-কোড' (Gentu Code) নামক ধর্ম্মপুস্তক (আইনের বই) লিখিয়াছিল। ◻ মনুষ্যেতর প্রাণী, জীবের তুলনায় হীন-জীব, পশু ...। ✻

জন্ম : ● **জন** সীমায়িত যাহাতে; অর্থাৎ, **জন**-ক্রিয়া রূপায়িত হয় যাহাতে। দ্র. **জনিত**। ◻ উৎপত্তি, গর্ভ হইতে যোনিপথে নিঃসরণ। ✻

জন্মেজয় : ● দিশাগ্রস্ত জয় **জন্মা**য় যাহাতে;

অর্থাৎ, বিশেষ বিষয়বস্তু, ব্যক্তি বা ব্যক্তি-বর্গকে জয় করিবার ইচ্ছা জন্মায় যাহাতে; অথবা, (ভারতবর্ষে) যিনি নাগকুলকে (ধনী নাগরিকগণকে) জয় করিবার বা ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ❐ ব্যর্থ আদি বুর্জোয়ানিধন যজ্ঞ বা আদি সাম্যবাদী বিপ্লব, পরীক্ষিতের পুত্র চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ। ✱

জন্য : ● **জন** থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, **জনন**-কর্ম্ম যায় বা গিয়া থাকে যাহাতে; অথবা, **জনিত** যে; কিংবা, **জনিত** যাহা হইতে। ❐ জায়মান, উৎপাদ্য, প্রাণয়িতা; (লক্ষণার্থে) নিমিত্ত, কারণ, হেতু। ✱

জন্যে : ● **জন্য** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অর্থাৎ, বিশেষ উৎস হইতে জনিত যে; অথবা, বিশেষ দিকে জনিত যে। ❐ জননের ফলে, কারণে।

জপ : ● জনিতের পালন যাহাতে; অর্থাৎ, যে আচরণে মনোভাব বা উদ্দেশ্য (বাক্যরূপে) জনিত হইয়া (নিবেদন, প্রার্থনা, মন্ত্র, কৌশল, অকারণ প্রশংসা, ফুসলানো, ভজানো ... ইত্যাদি রূপে) পালিত হয়। ❐ মনে মনে অনুচ্চস্বরে বারবার উচ্চারণ, মন্ত্রাদির মানস উচ্চারণ বা আবৃত্তি। ✱

জপন : ● **জপ** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, বারংবার **জপ**-করণ চলে যাহাতে। ❐ জপ করা, নিবেদনাদি করা।

জপা : ● **জপ**-এর আধার যে; অর্থাৎ, **জপ**-করণ করা হয় যাহাতে। / যাহার দ্বারা তান্ত্রিকের জপ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ জপিতে থাকা, জবাপুষ্পবৃক্ষ, জবাকুসুম।

জপান : ● **জপা** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা কাহাকেও নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা চালান হয়। ❐ রাজি করানো, ফুসলানো, ভজানো। ✱

জব : ● জনিতকে বহন করে যে; অর্থাৎ, জনিত বেগ, আবেগ, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ... ইত্যাদি বহন করে যে। ❐ বেগযুক্ত, আর্দ্রতা-যুক্ত, মনোভাবযুক্ত ... ইত্যাদি।

জবন : ● **জব** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে **জব**-ক্রিয়া চলিতেছে। ❐ বেগবান, দূরগামী, বেগবান অশ্ব।

জবজবে : ● **জব**-এর পুনরাবৃত্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা আর্দ্রতার দ্বারা সম্পূর্ণ ভিজিয়া সিক্ত হইয়া আছে। ❐ সুসিক্ত।

জবড় : ● **জব**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অর্থাৎ, **জবজব** করে এমন আর্দ্র, ঢিলাঢালা, এলোমেলো সত্তার গড়ান-উড়ান যাহাতে। ❐ জবজবে এবং এলোমেলো, অসভ্যরকম ভারী বা গরমানান (পোষাক প্রভৃতি)।

জবড়জং : ● **জবড়** জননের রহস্যরূপ যাহাতে; অর্থাৎ, এলোমেলো সত্তার রহস্যময় জনন যাহাতে। ❐ রুচিহীনভাবে জমকালো, বেমানানভাবে ভারগ্রস্ত।

জবড়জঙ্গ : ● **জবড়জং**-এর গমন যাহাতে; অর্থাৎ, বিশ্রী কিন্তু আড়ম্বরপূর্ণ গমন থাকে যাহাতে। ❐ বিশ্রীরকম জমকালো, এলোমেলো আড়ম্বর, বিশৃঙ্খল।

জবড়জঙ্গী : ● **জবড়জঙ্গ**-এর সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, যে **জবড়জঙ্গ** কর্ম্ম বা আচরণ করে বা তদ্রূপ আভরণ পরিধান করে। ❐ বিশ্রী কিন্তু জমকালো পোষাকধারী, কুৎসিত আড়ম্বরপূর্ণ আচরণকারী।

জবা : ● জননগুণ (বা জনিত মনোভাব) বাহিত যে আধারে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা (মহিলাদের) জননসমস্যার সমাধান হয়; অথবা, যাহা দ্বারা মা-কালীর নিকট মনস্কামনা নিবেদন করা হয়। ❐ জবাপাতা, জবাকুসুম,

জবাপুষ্পবৃক্ষ। ✻

জবান : ● **জবা** (জনিত মনোভাব) অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা (যে জিহ্বা, ভাষা, বা উচ্চারিত কথার দ্বারা) জনিত মনোভাব বাহিত হইয়া চলমান থাকে। ◻ ভাষা, কথা, জিহ্বা। ✻

জবানবন্দী : ● **জবান** বন্দী যাহাতে; অর্থাৎ, উচ্চারিত কথা লিখিত যাহাতে। ◻ লিখিত সাক্ষ্য, লিখিত কথা।

জবানী : ● **জবান**-এর সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, **জবান** (উচ্চারিত কথা) থাকে যাহাতে। ◻ মৌখিক কথা, কথিত বক্তব্য।

জবাব : ● **জবা** (জনিত মনোভাব) বাহিত যাহাতে; অর্থাৎ, কোনো প্রশ্নের উত্তরে যে মনোভাব উচ্চারিত কথায় প্রকাশ করা হয়। ◻ উত্তর, মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর উত্তর। ✻

জবাবদিহি : ● **জবাব** দেওয়া হয় যাহাতে। ◻ কৈফিয়ৎ।

জবাবী : ● **জবাব**-এর সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, যে উচ্চারিত কথার মাধ্যমে উত্তর দেওয়া হয় বা হইয়াছে। ◻ প্রত্যুত্তরমূলক কথা, উত্তরের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রত্যুত্তর।

জবুথুবু (জুবুথুবু) : ● **জবু** (**জব** নবরূপে উত্তীর্ণ) যাহাতে এবং **থুবু** (**থু**বহন রুদ্ধ) যাহাতে; অথবা, বেগস্তব্ধ ও থুবনরুদ্ধ যে; অর্থাৎ, (যথা) ভোজপঙ্ক্তিতে মিষ্টান্ন পরিবেশক মিষ্টান্নের ঝুড়ি লইয়া ভোক্তা-গণের পাতে দিতে দিতে যাওয়ার কালে **জবু** হইয়া যায় বা দাঁড়াইয়া যায় এবং **থুবু** করে বা পাতে মিষ্টান্ন **থু**ইতে থাকা বন্ধ করে যাহাতে। ◻ জড়তুল্য, নড়ন-চড়ন-হীন।

জম : ● **জ**-এর(জননক্ষেত্রের, জনিতের বা উৎপাদিতের) সীমায়ন যাহাতে; অর্থাৎ, উৎপন্ন স্থায়িত্বপ্রাপ্ত বা পুঞ্জীভূত হয় যাহাতে। ◻ সঞ্চিত হওয়া, রাশি হওয়া, সমবেত হওয়া, একত্র হওয়া ...। ✻

জমক : ● **জম** কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা একত্রিত করা হইয়াছে। ◻ একসাথ, যুগপৎ, আড়ম্বর, সমারোহ।

জমকা : ● **জমক**-এর আধার যে; অর্থাৎ, **জমক**-করণ করা যাহাতে। ◻ আড়ম্বরযুক্ত হওয়া, ঝাঁকিয়া উঠা, আড়ম্বরযুক্ত করা।

জমকাল : ● **জমকা** লালিত যাহাতে; অর্থাৎ, **জমকা** থাকে যাহাতে। ◻ জমকযুক্ত, আড়ম্বরপূর্ণ, দীপ্তিমান, সমুজ্জ্বল।

জমজম : ● **জম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে বারংবার **জম** করা হইয়াছে। ◻ লোকের সমবায়ে ভরপুরভাব।

জমজমাট : ● **জমজম**-এর (ভরপুর ভাবের) আধার টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, **জমিয়া** **জমাট**বদ্ধ যে; কিংবা, যে সুসংহতি গৌরব প্রকাশ করে। ◻ সুসংহত ও চিত্তাকর্ষক, সরগরম ও উপভোগ্য।

জমদগ্নি : ● **জমৎ** (একত্রিত করার তারণ) করে যে অগ্নি; অর্থাৎ, যে সঞ্চিত জ্ঞানাগ্নি বা ধনাগ্নিতে নতুন অর্জ্জন গিয়া পড়ে (এবং ফলত যাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলে); অথবা, যে সঞ্চিত ধনে সুদের টাকা গিয়া পড়ে। / যে অগ্নি হুত ভক্ষণ করে। (ব.শ.)। ◻ অগ্নিবৎ তেজস্বী, মুনিবিশেষ। ✻

জমা : ● **জম**-এর (উৎপন্ন সীমায়নের) আধার যে; অর্থাৎ, উৎপন্ন একত্রিত হয় যে আধারে। ◻ সমষ্টি, সঞ্চিত অর্থ ...। ✻

জমাট : ● **জমা** টঙ্কারিত যাহাতে; অর্থাৎ, **জমা** হইতে থাকা বা সঙ্কোচন অত্যন্ত যাহাতে। ◻ ঘনীভূত, কাঠিন্যপ্রাপ্ত ...।

জমাত : ● জমা তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যেখানে বা যাহাতে **জমা**-কৃত হয়। ❐ সমবায়, মিলন, দল। *

জমায়েত : ● জমা দিশাগ্রস্তভাবে গিয়া তারিত হয় যাহাতে; অর্থাৎ, **জমা** বিশেষ দিশায় গিয়া (বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া) তারিত হয় যাহাতে বা যেখানে। ❐ একত্র মিলিত, সমবেত, দলবদ্ধ। *

জমাদার : ● জমা-র দাতা রহে যাহাতে; অর্থাৎ, **জমা**-র (সঙ্ঘবদ্ধ দলের) খবরদারি করে যে; অথবা, যাহার নির্দ্দেশানুসারে **জমা**-কর্ম্ম পরিচালিত হয়। ❐ দলের অধ্যক্ষ। *

জমি : ● জম (জননক্ষেত্রের সীমায়ন) সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, ভূমির যে সীমায়িত অংশ চাষের জন্য নির্দ্দিষ্ট বা প্রস্তুত করা গিয়াছে। ❐ কৃষিক্ষেত্র, চাষের ভুঁই, (লক্ষণার্থে) কাপড়ের পিঠ ...। *

জমিদার : ● জমির উপর খবরদারি করেন যিনি। ❐ ভূস্বামী, রাজা। *

জম্বু : ● জম বাহক নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, সীমায়িত উৎপন্নের বাহক নবরূপে উত্তীর্ণ (অবাহক) যাহাতে (যে সমাজবৃক্ষে বা সমাজব্যবস্থায়); অথবা, যাহারা তাহাদের উৎপন্নসমূহ খাইয়া ফেলে এবং উদ্বৃত্ত নষ্ট করে। ❐ জামগাছ, জাম। দ্র. **জম্বুদ্বীপ**।

জম্বীর : ● জম বহনের **ঈরণ** (ধারাপ্রবাহ চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, সীমায়িত উৎপন্ন-বহনের ধারা চলমান যে সমাজবৃক্ষে। ❐ (সাদৃশ্যে) জামীর লেবুর গাছ, তাহার ফল।

জম্বুক : ● জম্বু করে যে; অর্থাৎ, উৎপন্নসমূহ ভোগ করিয়া লয় এবং উদ্বৃত্ত নষ্ট করিয়া দেয় যে সামাজিক ব্যবস্থা (সমাজবৃক্ষ); অথবা, যাহারা লুকাইয়া উদ্বৃত্ত উৎপন্ন গ্রহণ করে বা বিদেশে বিক্রয় করে। ❐ (সাদৃশ্যে) জম্বুবৃক্ষ, গোলাপজাম গাছ, শৃগাল।

জম্বুদ্বীপ : ● জম্বু-বৃক্ষ প্রচুর যে **দ্বীপ**-এ (রাজ্যে); অর্থাৎ, যে দেশে **জম্বু** স্বভাবের বহু সামাজিক উৎপাদন সংস্থা (বড় বড় পরিবার প্রভৃতি) প্রচলিত ছিল। ❐ পুরাণ-কথিত সপ্তদ্বীপের একতম। (ইলাবৃতাদি নব বর্ষ জম্বুদ্বীপান্তর্গত; সেই নব বর্ষের একটি বর্ষের নাম ভারতবর্ষ।) *

জয় : ● জ (জনিত) যায় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে জনিত বা বহির্গত সত্তা (প্রয়োজন, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি) কাহারও উপরে গিয়া পড়ে; অথবা, যাহাতে আগমনকারীর উৎকর্ষ-প্রাপ্তি ঘটে এবং বিপরীত পক্ষের ন্যূনীকরণ ঘটে; কিংবা, যাহাতে অধীনস্থ করা হয়। ❐ উৎকর্ষপ্রাপ্তি, ন্যূনীকরণ, অভিভব। *

জয়কেতু : ● জয়গানই **কেতু** যাহার। / যে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যখন যাহার কাছে থাকে, তখন তাহারই জয়গান করে। (ব.শ.)। ❐ খোশামুদে, জয়কেতে।

জয়দ্রথ : ● যাহার **রথ জয়** করিবার জন্য লাফ দিয়া পড়ে; অর্থাৎ, যে সামাজিক সংস্থা অপর উৎপাদন সংস্থাকে দখল করিয়া টিকিয়া থাকে। / জয়ৎ রথ যাহার। (ব.শ.)। ❐ সিন্ধুপতি রাজাবিশেষ, সাম্রাজ্যবাদী। *

জয়ন্ত : ● জয় অন্তে যাহার; অথবা, শেষ পর্য্যন্ত যে অবশ্যই **জয়**লাভ করে। ❐ বিষ্ণু, শিব, চন্দ্র ...। *

জয় বিজয় : ● জয় ও **বিজয়** (বিকল্প জয়) যাহাতে; অর্থাৎ, যে সত্তা সরাসরি **জয়** করে এবং যে সত্তা বিকল্প **জয়** করে; অথবা, যাঁহারা ঈশ্বরকে শত্রুভাবে ভজনা করিয়াছিলেন। ❐ বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক জয়-বিজয় —

যাহারা যথাক্রমে সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় রাবণ-কুম্ভকর্ণ, দ্বাপরে শিশুপাল-দন্তবক্র রূপে বিষ্ণুর ভজন করিয়াছিলেন। *

জয়া : ● **জয়**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যে আধারশক্তির সাহায্যে **জয়** করা যায়। ❒ দুর্গা, রোগহরা জয়ন্তীবৃক্ষ, হরীতকী ...। *

জর : ● **জ**-এর (জনিত সত্তার) আবর্ত্তন যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা একই স্থান কাল পাত্রে অবিরাম পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে; অথবা, যাহা অবিরাম পুনরাবৃত্ত ও ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া আপন সার স্বত্বে (সত্যে) পৌঁছায়; অথবা, যাহা অবিরাম পুনরাবৃত্তির কারণে ক্রমশ শ্লথগতি হয় বা শ্লথগতি হইতে হইতে আপন কেন্দ্রে পৌঁছিয়া বিলীন হইয়া যায় বা উবিয়া যায়। ❒ সার-করণ, সারাৎসার, স্বর্ণ, ধন, বার্দ্ধক্য, জীর্ণ, জীর্ণ হওয়ন, জীর্ণ করণ, একই স্বভাবে জরিত করা।

জরৎকারু : ● **জরৎ কারু** যাহার; অর্থাৎ, যাহার **জরৎ** (জরাগ্রস্ততার উল্লম্ফন) তাহার নবরূপে উত্তীর্ণ **কার**-এ; অথবা, যে-ক্ষয়িষ্ণু **ব্রহ্মজ্ঞান** (মৌলবাদী হয়ে পড়া সম্পর্কজ্ঞান বা বেদজ্ঞান) প্রাচীনপন্থী জনগোষ্ঠীকে (**জরৎ-কারু**কে) আশ্রয় (বিবাহ) করিয়াছিল। ❒ যাযাবর মুনিবিশেষ। দ্র. **জটাচার্ব্ব**। *

জরা : ● **জর**-এর আধার যে; অর্থাৎ, **জর**-হওয়ন (ক্রমসঙ্কোচন, শ্লথন) রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে দেহী ক্রমশ বৃদ্ধ, শ্লথ, সঙ্কুচিত হইতে থাকে। ❒ বয়ঃকৃত শ্লথমাংসাদি অবস্থা, বার্দ্ধক্য ... জরা নামক **রাক্ষসী**। *

জরায়ু : ● **জরা**র যাওয়া বা চলা নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে; অর্থাৎ, দেহে (দেহপাত্রে) আবর্ত্তমান ক্রমক্ষয়শীল সত্তা নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যে আধারে। ❒ গর্ভাবরণচর্ম্ম, গর্ভাশয়।

জরায়ুজ : ● **জরায়ু** হইতে জাত; অর্থাৎ, যাহারা তত্তদ জীবদেহের **জরায়ু** হইতে পূর্ণ অবয়ব লইয়া জাত হয় (ডিম্বরূপে জাত হয় না)। ❒ জরায়ুমধ্যজাত, জরায়ুতে প্রাদুর্ভূত এবং পশ্চাৎ মুক্ত ও ভূমিষ্ঠ (মনুষ্যাদি)। *

জরি : ● **জর** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, **জর** (সম্পদের সারৎসার) বা সোনা বোনা থাকে যাহাতে। ❒ স্বর্ণসূত্রে বোনা দ্রব্যাদি।

জর্জ্জর : ● **জর্জ্জ** (জনিতের আবর্ত্তন-জনন জনিত) হইয়া আবর্ত্তিত যাহাতে; অর্থাৎ **জর**-এর (জরাগ্রস্তের) উপর **জর**-করণ জনিত যাহাতে; অথবা, **জর** জীর্ণীকৃত যাহাতে। ❒ জরাতুর, জরাজীর্ণ, অতিশিথিল।

জর্জ্জরিত : ● **জর্জ্জর** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাকে **জর্জ্জর** করা হইয়াছে। ❒ জরাজীর্ণকৃত, অতি পীড়িত।

জল : ● **জ** (জনন বা উৎপাদন) লালিত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা ছাড়া জীবদেহের প্রাণ বাঁচে না; অথবা, যাহাদের ছাড়া সমাজদেহের প্রাণ বাঁচে না। ❒ ফসলদায়ী বা অন্নদায়ী উৎপাদনশীল জনসাধারণ; (সাদৃশ্যে) প্রাণদায়ী বারি। *

জলকণ্টক : ● **জল**-এর কাঁটা যে। ❒ জন-সমাজে ঘোড়েল ও টাকার কুমীর; (সাদৃশ্যে) জলে ঘড়িয়াল ও কুমীর, জলাশয়ে পানিফল।

জলকন্যা : ● **জল**-এ থাকে যে **কন্যা**; অথবা, জনসাধারণের মাঝে থাকে যে ক্ষুদ্র রূপসী জনগোষ্ঠী বা দল। ❒ **অপ্সরা**, আদি ফেরিওয়ালা বা দোকানদারগণ।

জলজ্যান্ত : ● যাহা জলে জীবিত থাকে; অথবা, যাহা জনসাধারণের মধ্যে জীবিত থাকে। ❒ '**জলজ্যান্ত** মিছা কথা' (ব.শ.)। **জলজ্যান্ত** (সম্পূর্ণ জীবিত) ব্যাপার। *

জলদ : ● **জল** দেয় যে। ❐ মেঘ, কর্পূর। ❋

জলন্ধর : ● **জল**-কে (জনসাধারণকে) ধারণ করে (একত্রিত) রাখে যে। ❐ পৌরাণিক বীর চরিত্র। ❋

জলা : ● **জল**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যে স্থানে **জল** থাকে। ❐ জলমগ্ন নিম্নভূমি, বিল।

জলায়ুকা : ● **জল**-এ থাকিয়া আয়করণকে নবরূপে (রক্তশোষণে) উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, জনসাধারণের মধ্যে থাকিয়া আয়করণকে সম্পদশোষণে উত্তীর্ণ করে যে। ❐ জলৌকা, জোঁক।

জলাশয় : ● **জল**-এর আশয় যে; অর্থাৎ, যে স্থানে জল থাকে। ❐ পুকুর, নদী, সমুদ্র।

জল্পনা : ● **জল্প** (সৃজনেচ্ছা লালন-পালন করা) অন (চলমান) থাকে যে আধারে; অথবা, যাহাতে নানা আলোচনা চলিতে থাকে, বাস্তবায়িত করা হয় না। ❐ বৃথাভাষণ।

জা : ● (সন্তানাদি) জননের (উৎপাদনের) আধার যিনি; অর্থাৎ, যিনি তত্তদ পুরুষের বা বংশের সন্তানসন্ততি জনন করেন। ❐ বড়**জা**, মেজ**জা**, ঘোষ**জা**, বোস**জা** ...। ❋

জাগ : ● **জা**-এর (জনিত সত্তার) গমন যাহাতে; অর্থাৎ, জাত-সত্তার অস্তিত্ব সচল যাহাতে; অথবা, শায়িত (ঘুমন্ত) অবস্থা হইতে উত্থান যাহাতে; কিংবা, যে নিভন্ত অবস্থা হইতে প্রজ্বলিত হয়। ❐ চেতনস্বরূপে বর্ত্তমান হওয়া বা থাকা, নিদ্রোত্থিত হওয়া ...। ❋

জাগন : ● **জাগ** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, **জাগ**-হওয়ন চলমান যাহাতে। ❐ ঘুম থেকে ওঠা, জাগা।

জাগন্ত : ● **জাগন** তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, আপন চেতনস্বরূপে বর্ত্তমান যে। / যে জাগিয়া আছে। (ব.শ.)। ❐ **জাগ্রত, সজাগ।**

জাগর : ● **জাগ** রহে যাহাতে; অর্থাৎ, নিদ্রোত্থোন রহে যাহাতে; অথবা, যে সজাগ আছে। ❐ জাগরিত, সাবধান। ❋

জাগরণ : ● **জাগর** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, নিদ্রোত্থিত অবস্থা চলমান যাহাতে; অথবা, চেতনস্বরূপে বর্ত্তমান থাকা চলে যাহাতে। ❐ উত্থিত অবস্থান, সজাগ রহন।

জাগরী : ● **জাগর**-এর সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, যিনি তাঁহার চেতনস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন; অথবা, যে আধারশক্তি বা স্ত্রীলোক সজাগ আছেন বা থাকেন। ❐ নিদ্রাদূরকারী, সজাগ, অতন্দ্র, সাবধান। ❋

জাগরূক : ● **জাগর**-এর নবরূপে উত্তীর্ণ আধার (**জাগরূ**) কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, যে কেবল দৈহিক ও মানসিকভাবে জাগরিত নহে, সামাজিক রাজনৈতিক দার্শনিক প্রভৃতি বিষয়েও সম্পূর্ণ সজাগ। ❐ সম্যক জাগরিত, সাক্ষিরূপে নিত্যপ্রবুদ্ধ, সার্ব্বিকভাবে সাবধান।

জাগা : ● **জাগ**-এর আধার যে; অর্থাৎ, **জাগ** করণ বা হওয়ন চলে যাহাতে। ❐ জাগরিত হওয়া বা করা, জেগে ওঠা, জাগরিত।

জাগান : ● **জাগা** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে কাহাকেও (ঘুমন্ত বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে) উত্থিত করা হয়। ❐ নিদ্রোত্থিত করা, সজাগ করা ...।

জাগৃ : ● **জাগ**-এর আবর্ত্তন যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে **জাগা** চলিতে থাকে। ❐ জাগরণ, নিদ্রাক্ষয়, প্রবোধ। ❋

জাগ্রত : ● **জাগ**-এর বর্ত্তমান রহন তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, সজাগ আছে যে। ❐ জাগরিত, সজাগ, সতর্ক।

জাঙ্গল : ● **জঙ্গল** হইতে জাত; অর্থাৎ, যাহা **জঙ্গল**-এ জন্মায়, হয়, থাকে ... ইত্যাদি। ❐

বনজ, বনস্থিত, বনপ্রায়, বন্য ... ইত্যাদি এবং (মনু, কুল্লুক ভট্ট অনুসারে) অল্পজলতৃণ প্রবাত প্রচুরাতপ বহুধান্যাদিযুত (দেশ)। *

জাঙ্গাল : ● **জাঙ্গ** (জনিত সত্তার বা কোমরে নীচ হইতে নির্গত দুই পায়ের রহস্যময় গমন) লালিত যাহাতে; অথবা, **জাঙ্গ** প্রসারিত করিয়া নদীর দুই পাড়ে দুই পা রাখে যে (সেতু)। ❐ সেতু, সাঁকো, বাঁধ।

জাঙ্গিয়া : ● **জাঙ্গ** (...নির্গত দুই পা) সক্রিয়-ভাবে যায় যাহাতে (যাহার মাধ্যমে); অথবা, যে বস্ত্রখণ্ডের ভিতর দিয়া দুই পা গলিয়া যায়। ❐ আধুনিক নেঙট।

জাত : ● **জা** (জনিতের আধার) তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা **জনিত** হইয়াছে, যেভাবে **জনিত** হইয়াছে, যেখানে **জনিত** হইয়াছে, যাহা দ্বারা **জনিত** হইয়াছে ... ইত্যাদি; অথবা, যাহা বিশেষভাবে **জনিত** হইয়াছে; কিংবা, যাহা সঞ্জাত (গুদামজাত ইত্যাদি) হয়। ❐ জনিত, উৎপাদিত, প্রসূত, পৃথক-কৃত, ত্যক্ত ...। *

জাতি : ● **জাত** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, **জাত**গণ বা জনিতগণ সক্রিয় থাকে যে গোষ্ঠীতে বা (তাহাদের জনিত হওয়ার কারণ ক্ষেত্র ... ইত্যাদি অনুসারে নিজ নিজ) শ্রেণীতে (বর্গে, প্রজাতিতে); অথবা, বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালপর্ব্বে মানবজাতির মধ্যে যে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ (সম্প্রদায়, দল) করা হইয়াছে। ❐ প্রকার, গোত্র, বংশ, বর্গ ...। *

জান : ● **জন** হইতে জাত; অর্থাৎ, জনিত অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, জনিতের খবর থাকে যাহাতে; কিংবা, স্বগুণ-স্বরূপ হইতে জাতর স্বগুণের প্রবাহ দৃষ্ট যাহাতে; অথবা, যাহাতে **প্রাণ** আছে। ❐ প্রাণ, জীবন।

জানপ্রাণ : ● **জান** ও **প্রাণ**; অর্থাৎ, জীব-দেহের চলমান জননপ্রবাহ (**জান**) এবং জীবাস্তিত্বের প্রকৃষ্টতা (**প্রাণ**) চলমান যাহাতে। ❐ সমার্থক শব্দ রূপে প্রচলিত। *

জানা : ● **জান**-এর আধার যে; অর্থাৎ, জনন-সংবাদ থাকে যাহাতে; অথবা, কোথায় কী কে কীভাবে জনিত হইল না-হইল ইত্যাকার খবর থাকে যাহাতে; কিংবা, জনিতের বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যাহাতে; অথবা, যে জানে বা যাহার পূর্ব্বপুরুষ সমাজশাসকের বা সরকারের 'জানা'র কাজ করিতেন (বলিয়া তিনি আজও **জানা** পদবী ধারণ করেন)। ❐ জ্ঞান, জ্ঞানবান, অবগত হওয়া, বুঝা, চিনা, উড়িষ্যাব মহারাজের পুত্র, উপাধিবিশেষ। *

জানান : ● **জানা** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে **জানা**-করণ চলিতে থাকে। ❐ অবগত করানো, বুঝানো। *

জানানা (জনানা) : ● **জন** অন (চলমান) থাকে যাহাতে তাহার আধার; অর্থাৎ, যাহাতে **জনন**-ক্রিয়া চলে। ❐ স্ত্রীলোক, জীবের প্রকৃতিশক্তি। *

জানালা : ● **জানা** (জননসংবাদ) লয়প্রাপ্ত হয় বা গৃহীত হয় যাহাতে; অথবা, যে পথে জনন-সংবাদবাহক **বায়ু** গৃহীর গৃহে প্রবেশ করে। ❐ বাতায়ন, গবাক্ষ। *

জানি : ● **জান** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, (কোথায় কী জনিত হইল না হইল ইত্যাকার) জনন সংবাদ লাভ করি; অথবা, (সন্তান) জনন-ক্রিয়াকে সক্রিয় করেন যিনি। ❐ জ্ঞাত হই, ভার্য্যা।

জানী : ● **জান**-এর সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, জননক্রিয়ার প্রকৃত আধার যিনি। ❐ ভার্য্যা, প্রিয়া, দয়িতা। *

জানু : ● **জান** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে জননশক্তির আধার (**জান**) জননে শক্তি প্রয়োগ করে না (দৌড়ানোয় শক্তি প্রয়োগ করে)। / যাহা হইতে গতি জন্মে। (ব.শ.)। ❒ উরুপর্ব্ব, হাঁটু। ✱

জানোয়ার : ● **জান**-এর (জনিত প্রাণের চলমান থাকার) সার্ব্বিক আধারের যাওয়া রহে যাহাতে; অর্থাৎ, কোনো প্রকারে (গ্রাসাচ্ছাদন করিয়া) আপন প্রাণ রক্ষা করে যে। ❒ পশু, বাঘ, গোবাঘা, (সাদৃশ্যে) মূর্খ।

জাপ : ● **জপ** হইতে জাত; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা **জপ** করা হয়; অথবা, যাহাতে **জপান**র জন্য বা রাজি করানোর জন্য ঘিরিয়া ধরা হয়। ❒ জপনীয় মন্ত্র, জপনীয় আচরণ। ✱

জাপটা : ● **জাপ** টঙ্কারিত হয় যে আধারে; অর্থাৎ, **জপান**র বা রাজি করানোর জন্য জড়াইয়া ধরা হয় যাহাতে। ❒ জব্দ করিয়া ধরা, হাত দিয়ে বেড়া, জড়ান। ✱

জাপটাজাপটি : ● যাহাতে একজন যখন **জাপটায়**, অন্যজন তখন **জাপটি**য়া ধরিবার চেষ্টা করে। ❒ পরস্পর জাপটান, জড়াজড়ি।

জাপটান : ● **জাপটা** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ জড়ান, বেড় দিয়া ধরা।

জাব : ● **জব** হইতে জাত; অর্থাৎ, যাহাকে জল দিয়া ভিজান হইয়াছে; অথবা, যাহাতে খড় কাটিয়া গামলায় রাখিয়া তাহাকে জল ... ইত্যাদি দিয়া ভিজান হয়। ❒ কুচি কুচি করে কাটা খড় জল দিয়া ভিজান, দেয়াল গাঁথার নিমিত্ত খড়ের কুটি দিয়া চটকাইয়া-করা কাদা।

জাবড়া : ● **জাব**-এর গড়ান-উড়ান যে আধারে; অর্থাৎ, জাবের মতো ভেজা জব-জবে এলোমেলো চলাচল থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে নোংরা কাদা কালি ইত্যাদি এলোমেলোভাবে **জেবড়ে** দেওয়া হয়। ❒ জবজবে ছোপ, এলোমেলোভাবে আবৃত করা।

জাবড়ান : ● **জাবড়া** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, জাবড়া কর্ম্ম চলে যাহাতে। ❒ দেয়ালে এলোমেলোভাবে নোংরা বা কাদা লাগানো, বই-খাতায় এলোমেলো কালি ছোপানো।

জাবন : ● জাব অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে **জাব**-করণ চলিতে থাকে। ❒ গরুর খাওয়ার জন্য জাব দেওয়া, মাটির দেয়াল গাঁথার জন্য জাব দিয়ে রাখা।

জাবনা : ● **জাবন**-এর আধার যে; অর্থাৎ, গোমহিষাদির জন্য যে **জাবন** করা হইয়াছে। ❒ খইল ভূষি জল ইত্যাদি মিশান কাটা খড়; গোমহিষাদির খাদ্য।

জাম : ● **জম** হইতে জাত; অর্থাৎ, যাহা (গাছের তলায় পড়িয়া পড়িয়া) **জমি**য়া যায় (ও নষ্ট হয়)। ❒ বৃক্ষবিশেষ, তাহার ফল।

জাম-টাকুর : ● যে **টাকুর**-এ সূতা **জমে**। ❒ জঙঘায় ঘষিয়া-ঘুরাইয়া সূতা পাকাইবার ছোট টাকুর।

জামা : ● **জাম**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যাহাকে সংরক্ষিত করা (**জমান**) উচিত তাহাকে রক্ষা করে যে; অথবা, মানবদেহকে সংরক্ষিত রাখে যে। ❒ (লক্ষণার্থে) পরিচ্ছদ, অঙ্গাবরণ।

জামাই : ● **জামা** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, **জামা**কে (...সংরক্ষিতা কন্যাকে) লইয়া যায় যে। ❒ কন্যার স্বামী।

জামাতৃ : ● **জামা**-র তারণ আবর্ত্তমান যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাকে লইয়া সংরক্ষিতা

কন্যা আবৃত্ত হইয়া থাকে। ▢ দুহিতৃপতি, কন্যার পতি, সূর্য্যমুখী।

জামাতা : ● **জামা** তারিত যে আধারে; অর্থাৎ, সংরক্ষিতা কন্যা যাহার নিকট চলিয়া যায়। ▢ জামাই, কন্যার স্বামী।

জায় : ● **জা** (জনন বা উৎপাদন উদ্দেশ্যে) যায় (য়) যাহাতে; অর্থাৎ, উৎপাদনের আধার-স্বরূপ বিচরণক্ষেত্র বা অবকাশ যাহাতে; অথবা, তদ্রূপ বিচরণক্ষেত্রের পরিবর্তে তাহার বোধ যাহাতে (যে মানসক্ষেত্রে)। ▢ হিসাবের লিখিত বিস্তৃত বিবরণ, ফর্দ। *

জায়গা : ● **জায়** (...বিচরণক্ষেত্র বিষয়ে বোধ) গমন করে যাহাতে (যে বাহ্যলোকে বা মানসলোকে); অর্থাৎ, যেখানে উৎপাদনের আধারস্বরূপ বিচরণক্ষেত্র আছে বলিয়া বোধ হয়, দৃষ্ট হয়, বা মনে হয়। ▢ স্থান, অবকাশ, পাত্র, কার্য্যগতিক, ক্ষেত্র, পদ, অধিকার। *

জায়া : ● **জায়**-এর আধার যে; অর্থাৎ, (সন্তান) জননের উদ্দেশ্যে (পুরুষ) যায় বা গমন করে যাহাতে। / যাহাতে পতি গর্ভ হইয়া জন্মে। ('পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে। তেকারণে জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে।।' কাশীদাশী মহাভারত)। (ব.শ.)। ▢ ভার্য্যা। *

জার : ● **জর** হইতে জাত; অর্থাৎ, **জর**-করণ চলে যাহাতে; অথবা, **জর** করে যে; কিংবা, (আম লেবু প্রভৃতিকে আচারের মশলাদি দিয়া) **জর**-করণ করা হয় যাহাতে (যে কাচের **জারে**); অথবা, যাহাতে (ধর্ম্ম, নীতি, আইন, ঘোষণাদি দিয়া সমাজ-সদস্যদের) **জর**-করণ করা হয়। ▢ উপপতি, বিশ্বস্ত বন্ধু, সতীধর্ম্মনাশক, জীর্ণ হওয়া বা করা, **জর**করণ, কাচের জার। *

জারক : ● **জার** করে যে। ▢ জীর্ণতাজনক, জঠরাগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, হজমী। *

জারজ : ● **জার** (উপপতি) হইতে জাত যে। ▢ জারজাত, উপপতিজাত। *

জারি : ● **জার** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা সমাজশরীরকে ও মানবশরীরকে (জন-সাধারণকে ও মানবদেহকে) **জার**-করণ করা হয়; অথবা, (ধর্ম্মাদি বিষয়ে) ঘোষণা ও প্রচার সক্রিয় যাহাতে। ▢ প্রচারিত ও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত, প্রচলিত, কার্য্যকর, ওষধিবিশেষ। *

জারিজুরি : ● **জারি** ও **জুরি** যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে ঘোষণাপূর্ব্বক করানোর চেষ্টা করা (**জারি**) হয় এবং যাহাতে জোরপূর্ব্বক করানোর চেষ্টা করা (**জুরি**) হয়। ▢ বাহাদুরী, বড়াই, ওস্তাদি, প্রতাপ। *

জারী : ● **জারি**র আধার যে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা **জারি** করা হয়; অথবা, যাহা **জারি** বা **জার**করণ করে। / জ্বরকে জারিয়ে (নাশ করে) দেয় যে (জ্বরজারয়িত্রা)। (ব.শ.)। ▢ ঘোষণা, প্রচার, বলপ্রকাশ, ওষধিবিশেষ। *

জারীগান : ● **জারি**কৃত হয় যে গান; অর্থাৎ, যে গানের সাহায্যে (শোক) **জারি**-করণ করা হয়। ▢ মহরমের শোকের বা জারীযাত্রার গান।

জাল : ● **জল** হইতে জাত; অথবা, **জল** ছাঁকিবার জন্য বা রাখিবার জন্য জাত; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা **জল** ছাঁকিয়া মাছ ধরা যায়; কিংবা, যাহাতে **জল** রাখা যায়; অথবা, **জা** (জনিতের আধার) লালিত যাহাতে; অর্থাৎ, মূলের প্রতিবস্তু বা বিষয় লালিত যাহাতে; কিংবা, অজস্র ফাঁক বা ফাঁকি থাকে যাহাতে। ▢ ফাঁদ, তন্তু রচিত জালবৎ পদার্থ, মেকি, নকল। *

জালক : ● **জাল** করে যে; ফাঁকওয়ালা বস্তু, বা বিষয় করে যে। ▢ গবাক্ষ, খোঁপার জাল।

জালা : ● **জাল**-এর আধার যে। ⌐ বৃহৎ মৃন্ময় জলাধারবিশেষ।

জালি : ● **জাল** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে অজস্র ফাঁক বা ফাঁকি থাকে। ⌐ ছোট জাল, জালের মতো কাপড়। ❋

জালিক : ● **জালকে** সক্রিয় করে যে। / জাল উপজীবিকা যাহার। (ব.শ.)। ⌐ ধীবর, ব্যাধ, মাকড়সা, ঐন্দ্রজালিক ... । ❋

জালিকা : ● **জালিক**-এর আধার যে। ⌐ জাল-বৎ অবগুণ্ঠনবস্ত্র, লৌহজালময় বর্ম্ম। ❋

জালি-কারবার : ● **জালি** (যাহাতে অজস্র ফাঁক বা ফাঁকি থাকে) কারবার যাহাতে। ⌐ ঠগবাজি কারবার, কপট ব্যাপার।

জালিম : ● **জাল** সক্রিয়ভাবে সীমায়িত যাহাতে; অর্থাৎ, সমাজে জাল বিস্তার করিয়া যাহাকে পায় তাহাকেই পীড়ন করে যে। ⌐ অত্যাচারী, উৎপীড়ক। ❋

জালিয়াত : ● **জালি** (কাজ-কারবার বা ব্যাপার-স্যাপার) যাত যাহাতে; অর্থাৎ, যে ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করে। ⌐ ঠগ, জাল-কারক, ধোঁকাবাজ। ❋

জালিয়াতি : ● **জালিয়াত** সক্রিয় যাহাতে। ⌐ ঠগবাজি, প্রবঞ্চনা।

জালী : ● **জাল**-এর সক্রিয় আধার যে। ⌐ জালবান, ধীবর, গবাক্ষযুক্ত, ঐন্দ্রজালিক, ব্যাধ, পুরুল। ❋

জাল্ম : ● **জাল** সীমায়িত যাহাতে; অর্থাৎ, **জাল** (নকল ও ফাঁকিবাজি) কাজকর্ম্মই জীবিকা যাহার; অথবা, **জাল** বিস্তার করিয়া গোটায় যে (এবং যাহাকে পায় তাহাকেই সর্ব্বস্বান্ত করে)। ⌐ পামর, ক্রুর, দুর্বৃত্ত। ❋

জিকির : ● সক্রিয় জনিতের (জনিত শব্দের) সক্রিয়করণ (বারংবার উচ্চারণ) রহে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে জনিত ঈশ্বরাদি বিষয়ক কথার বারংবার উচ্চারণ চলিতে থাকে। ⌐ ঈশ্বরের নামগান বা স্তবপাঠ, আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ বা জপ।

জিগির : ● সক্রিয় জনিতের (জনিত শব্দের) সক্রিয় গমন (বারংবার কথন) রহে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে কোনো বিশেষ একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ বারংবার বলা হইতে থাকে; অথবা, একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি রহে যাহাতে। ⌐ একই আবদার করিতে থাকা।

জিজ্ঞাসা : ● গতিশীল জনিত সত্তার **জ্ঞাসা** (জানিবার ইচ্ছা) যাহাতে। ⌐ জানিতে ইচ্ছা, প্রশ্ন। ❋

জিজ্ঞাসু : ● যিনি **জিজ্ঞাসা** করেন; অর্থাৎ, যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন। ⌐ জানিতে ইচ্ছু, জ্ঞানেচ্ছু। ❋

জিনিশ : ● সক্রিয় জনিতের (মেধাশ্রম-নিষিক্ত দ্রব্যের) সক্রিয় অনকরণ (ভোগের জন্য দান) বিচ্ছুরিত যাহাতে; অর্থাৎ, যে উৎপাদিত বস্তু ভোগের জন্য আছে। ⌐ বস্তু, দ্রব্য, পণ্যদ্রব্য, বিশুদ্ধদ্রব্য, তাৎপর্য্য, মর্ম্ম।

জিনিষ : ● সক্রিয় জনিতের (মেধাশ্রম-নিষিক্ত দ্রব্যের) সক্রিয় অনকরণ (ভোগের জন্য দান) দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে; অর্থাৎ, যে উৎপাদিত বস্তু বিশেষ শ্রেণী দল গোষ্ঠী ইত্যাদির জন্য বা বিশেষভাবে ভোগের জন্য আছে। ⌐ বস্তু, দ্রব্য, পণ্যদ্রব্য, অস্থাবর দ্রব্য, ঘরের আসবাব, তৈজসপত্রাদি।

জিনিস : ● সক্রিয় জনিতের (মেধাশ্রম-নিষিক্ত দ্রব্যের) সক্রিয় অনকরণ (ভোগের জন্য দান) একরৈখিকভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে; অর্থাৎ, যে উৎপাদিত বস্তু বিশেষ ব্যক্তির ভোগের জন্য আছে। ⌐ বস্তু, দ্রব্য, পণ্যদ্রব্য,

অস্থাবর দ্রব্য, ঘরের আসবাব, তৈজসপত্রাদি। **জিনিশপত্র, জিনিষপত্র, জিনিসপত্র**।

জী : ● জনিতের (জনিত দেহ-মন-প্রাণ-আত্মার) সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, মানুষের দেহমনপ্রাণাত্মা একত্রে থাকে যাহাতে; অথবা, যে দেহমনপ্রাণ-নির্ভর আত্মাকে **জীব** মাত্রেই বহন করে। ⊓ বাপুজী, বাবাজী, (হিন্দি-উর্দুতে) হাঁ-**জী**, কিঁউ-**জী**। ✻

জীব : ● **জী**-কে বহন করে যে; অর্থাৎ, দেহকে বহন করে যে, মনকে বহন করে যে, প্রাণকে বহন করে যে, আত্মাকে বহন করে যে; অথবা দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা এই চারটি সত্তাকে একত্রে বহন করে যে (যদিও লোকে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো যে কোনো একটির বাহকরূপে তাহাকে দেখে); কিংবা, **জী** বহন কর। ⊓ লিঙ্গদেহ, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রাণীমাত্র, জীবাত্মা ... বাঁচ, বাঁচিয়া থাক। ✻

জীবক : ● **জীব** করে যে; অর্থাৎ, **জী** বহন করে যে। / প্রাণ ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ⊓ প্রাণধারক, সেবক, বৃদ্ধিজীবী ...।

জীবজন্তু : ● **জীব** ও **জন্তু**; অর্থাৎ, '**জ**-এর (জননক্রিয়ার) সক্রিয় আধারকে বহন করে যে' (= **জীব**) এবং **জন** অস্বাভাবিক মানুষে (**জন্তু**তে) পরিণত যাহাতে; অথবা, জননের স্বাভাবিক আধারবাহী যে এবং জননের অস্বাভাবিক আধারবাহী যে। ⊓ স্বাভাবিক প্রাণী ও অস্বাভাবিক প্রাণী, স্বাভাবিক মানুষ ও অস্বাভাবিক মানুষ, যাবতীয় প্রাণী। ✻

জীবন : ● **জীব** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, **জীব**করণ চলে যাহাতে; অথবা, দেহমনপ্রাণ-নির্ভর আত্মা লইয়া বাঁচিয়া থাকা চলে যাহাতে (যে কালখণ্ডে)। ⊓ প্রাণধারণ, প্রাণধারণ আয়ুঃ। ✻

জীবনচরিত : জীবনব্যাপী আচরিত কাম্য বিষয় ও বস্তু চয়নপূর্ব্বক গ্রহণের কথা থাকে যাহাতে; অথবা, কোনো মানুষ তাহার জীবনব্যাপী চারণক্ষেত্রে কীভাবে চরণ ফেলিয়া কী কী আচরণ করিয়া শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই সব কথা থাকে যাহাতে। ⊓ আত্মজীবনী।

জীবনী : ● **জীবন**-এর সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, **জীবন**কে সক্রিয়ভাবে ধরিয়া রাখে যে (**ওষধি** ইত্যাদি); অথবা, যাহাতে **জীবন** বা সমগ্র জীবৎকালের আচরিত ক্রিয়াকর্ম্মের বা কার্য্যাবলীর ক্রমানুসার বিবরণ থাকে। ⊓ জীবনের চরিতাবলী; (সাদৃশ্যে) মেদা।

জীবিকা : ● **জীব**-কে সক্রিয় করে যে (আয়-উপায়); অর্থাৎ, যে কর্ম্মফসল (বা তজ্জাত আয়-উপায়) হইতে জীব বাঁচিয়া থাকে। ⊓ বৃত্তি, আজীব।

জীমূত : ● **জী** (দেহমনপ্রাণ-নির্ভর আত্মা) বিশেষ প্রকারের মুক্তসত্তা (**মূ**) রূপে তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যে সমাজধর্ম্মে (আইনে) জীব একপ্রকার মুক্তি বা স্বাধীনতা বোধ করে; অথবা, **জীমূত** ধর্ম্ম (দায়ভাগ আইন) যাহাতে; কিংবা, যে সমাজধর্ম্ম প্রধানত বঙ্গদেশে অনুসৃত হইত। ⊓ জীবনের মূত (পুটবন্ধ), জলের (জনগণের) পুটবন্ধতুল্য, পালক। ✻

জীমূতবাহন : ● **জীমূত**-এর বাহন যিনি; অর্থাৎ, যিনি **জীমূত**ধর্ম্ম বহন করিতেন। ⊓ শালিবাহনপুত্র, জীমূতকেতু-পুত্র বিদ্যাধরপতি, বারো শতকের একজন স্মার্ত, স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহকর্ত্তা, দায়ভাগ নিবন্ধকার, বিদ্যাধর-রাজ জীমূতকেতুর পুত্র। ✻

জু : ● **জ** (জনিত বা পৃথককৃত সত্তা) নবরূপে উত্তীর্ণ (**জু** = অজনিত বা অপৃথক-

কৃত বা আকর্ষণপূর্ব্বক আত্মকেন্দ্রে সংহত) যাহাতে। ⊓ একত্রিত, আকৃষ্ট, খাদিত ...।

জুগুপ্স : ● **জু** (অজনন বা জননরোধ) **গুপ্স** যাহাতে; অর্থাৎ, **গুপ্সা**কে (গু-কে বা উৎপন্নকে পণ্যরূপে পালনেচ্ছাকে এবং তা গোপন করিবার ইচ্ছাকে) অজনন বা রোধ করে যে; অথবা, (প্রাচীন যৌথসমাজে) সত্যগোপন কারীকে (পণ্যগোপনকারীকে) নিন্দা করা হইত যাহাতে। ⊓ (যৌথসমাজে) পণ্যজীবী-নিন্দা বা পণ্যবিরোধিতা, কুৎসা।

জুগুপ্সক : ● **জুগুপ্স** করে যে। ⊓ (প্রাচীন যৌথসমাজে) পণ্যজীবী-নিন্দুক, পণ্যবিরোধী।

জুগুপ্সন : ● **জুগুপ্স** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, সত্যগোপনকারীর (গু-পালনেচ্ছা-কারীর) বিরোধিতা চলে যাহাতে। ⊓ বিরোধিতা, কুৎসন, দোষ দর্শনাদি হেতু বিস্ময়োদ্ভূত নিন্দন।

জুগুপ্সা : ● **জুগুপ্স**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যাহাতে গু-পালনেচ্ছাকারীর (উৎপন্নকে পণ্যরূপে পালনের) বিরোধিতা করা হয়; অথবা, যাহাতে সত্যগোপনের নিন্দা করা হয়। ⊓ বিরোধ, নিন্দা, কুৎসা ... ইত্যাদি।

জুগুপ্সিত : ● **জুগুপ্স** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাকে তাহার **গুপ্স**-কর্ম্মের জন্য বিরোধিতা বা নিন্দা করা হইয়াছে। ⊓ নিন্দিত, রোধকৃত, রুদ্ধ।

জুট : ● **জ** (জনিত বা পৃথককৃত) নবরূপে উত্তীর্ণ (**জু** = অপৃথক-কৃত) হইয়া টঙ্কারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে পৃথকভাবে উৎপাদিত সত্তাসমূহ একত্রিত হইয়া টঙ্কারিত হয়। ⊓ যূথ, দলবদ্ধ হওয়া, সংগৃহীত হওয়া। *

জুটি : ● **জুট** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহারা একসঙ্গে **জুট**-কর্ম্ম করে বা **জুটা**য়, কিংবা সংগ্রহ করে। ⊓ দলের লোক, সঙ্গী, সাথী, সমকক্ষ ব্যক্তি। *

জুড় : ● **জু**-এর (অপৃথক-করণের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অর্থাৎ, একত্রকরণ বা যোজন চলে যাহাতে। ⊓ যোজনা, গ্রথনা, জুতিয়া দেওয়ন, মিলিত হওয়ন। *

জুড়ন : ● **জুড়** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, **জুড়**করণ চলমান যাহাতে। ⊓ যোজন, গ্রথন, জুতন, মিলন।

জুড়নী : ● **জুড়ন** সক্রিয় যে আধারে। ⊓ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে প্রেরিত বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি উপহার।

জুড়া : ● **জুড়**-এর আধার যে; অর্থাৎ, **জুড়** করা হয় যাহাতে; অথবা, আত্মকেন্দ্রে প্রত্যাবর্ত্তন যাহাতে (ফলত, যাহা তাপহীন হয়)। ⊓ যোজিত করা, গ্রথন করা, জুতিয়া দেওয়া, মিলিত করা, শীতল হওয়া বা করা, সন্তাপহীন হওয়া বা করা।

জুড়ি : ● **জুড়** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যে সত্তাদ্বয় **জুড়** করিয়া বা যুক্ত হইয়া কার্য্য করে। ⊓ দুই সমকক্ষ ব্যক্তি, বলদের জোড়া, যাত্রাদলে গায়কের জুটি।

জুয়া : ● **জু** (নবরূপে উত্তীর্ণ জনন বা পণ্য জনন না করিয়া সরাসরি পণ্যার্থ বা অর্থ-জনন) চলে যে আধারে; অথবা, ১ টাকা লগ্নী করিলে ১০ টাকা জনিত হইবে এইরূপ কসরৎ যাহাতে। ⊓ দ্যূত, (সাদৃশ্যে) পাশক।

জুয়াখেলা : ● **জুয়া**করণের **খেলা** যাহাতে; অথবা, ১ টাকা লগ্নী করিয়া ১০ টাকা পাওয়া যাইবে - এইরূপ পণপূর্ব্বক খেলা চলে যাহাতে; কিংবা, একালের অর্থলগ্নী সংস্থাগুলি যে খেলা খেলে। ⊓ দ্যূতক্রীড়া, পণপূর্ব্বক খেলা,

(সাদৃশ্যে) পাশকাদিক্রীড়া, বাজির খেলামাত্র, বিবাহান্তে বরকন্যার ক্রীড়ারূপ স্ত্রী-আচারবিশেষ।

জুয়াচুরি (জোচ্চুরি) : ● **জুয়ার** মাধ্যমে যে 'চুরি করা' চলে; অথবা, ১ টাকার বদলে ১০ টাকা দিবার পণ করিয়া যে অর্থলগ্নী সংস্থা জুয়াড়ীদের ফাঁকি দিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়া যায়। ⊓ জুয়া দ্বারা অপহরণ, কপটতাপূর্ব্বক আত্মসাৎকরণ।

জুয়াচোর : ● /যে জুয়াচুরি করে। (ব.শ.)। ❐ জোচ্চোর।

জুয়াড়ী : ● **জুয়ার** গড়ান-উড়ান যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে **জুয়া** খেলে; কিংবা, সামান্য টাকা লগ্নী করিয়া অনায়াসে রাতারাতি বহু টাকার মালিক হইবার মোহে মুগ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি **জুয়া** খেলে। ⊓ অর্থমুগ্ধ মূঢ় ব্যক্তি।

জুয়ার : ● **জুয়া** রহে যাহাতে। / যে জুয়া খেলে। (ব.শ.)। ⊓ দ্যুতকার।

জুয়ারী : ● **জুয়া** সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে। / যে জুয়া খেলে। (ব.শ.)। ⊓ দ্যুতকার।

জুয়াল : দ্র. **যুয়াল**।

জুল : ● **জু**-র (নবোত্তীর্ণ **জননের**) লালন যাহাতে; অথবা, খাত স্থানের গর্ত্ত পরিদৃশ্যমান যাহাতে; কিংবা, খাত বা ব্যথিত কিন্তু অক্ষম সত্তা যেরূপ দৃশ্যমান হয়। ⊓ **জুলজুল** করিয়া চাহিয়া থাকা, জোল।

জুলজুল : ● **জুল**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, ব্যথিত কিন্তু অক্ষম দৃষ্টি যাহাতে। ❐ মিটমিট বা ক্ষীণোজ্জ্বল ভাব, অল্প অল্প, কিছু প্রকাশ কিছু অপ্রকাশ ভাব।

জুলি : ● **জু** (খাদিতের লালন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে স্থানের মাটি খাত করা হইয়াছে (ফলে, যেখানে জল জমিয়াছে)। ⊓ জোল, জুরি, জলনালী, নয়ান**জুলি**। ✻

জুলুম : ● **জু** (একত্রিত) **লু** (অলালন) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, সমবেত লালন-বিরোধী কার্য্য সীমায়িত যাহাতে; অর্থাৎ, নিপীড়ন কার্য্য চলে যাহাতে। ❐ অত্যাচার, উৎপীড়ন। ✻

জেয় : ● যাহাকে **জয়** করা যায়। ❐ জেতব্য, জয়সাধ্য।

জেল : ● দিশাগ্রস্ত জল (সাধারণ মানুষ) যাহাতে বা যেখানে; অথবা, যেখানে সাধারণ পেশাজীবী মানুষকে (**হরিণ**কে) আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ❐ কারাগার, হরিণবাড়ী।

জো : ● **জ**-এর (জননের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, জনন নবরূপে উত্তীর্ণরূপে থাকে যাহাতে; কিংবা, জনন না করিয়া যোজন করে যে।

জোঁক : দ্র. **যোঁক**।

জোচ্চোর : ● (সার্ব্বিক আধার বলিয়া) **জো**-র (**জুয়া**করণের, **জ্যোতি**-করণের বা **দ্যুতি**করণের) মাধ্যমে চুরি করে যে; অথবা, কার্য্যত **জোর**পূর্ব্বক ফাঁকি দিয়া অর্থসম্পদ হাতাইয়া লয় যে। ❐ জুয়াচোর, ধূর্ত্ত।

জোছনা : ● **জো**-র (**জুয়া**করণের) মাধ্যমে **ছন**-করণ (আচ্ছাদন করা) থাকে যাহাতে; অথবা, **দ্যুত**করণের বা **জ্যোতি**করণের (চন্দ্রালোকের বা চাঁদির আলোর) দীপ্তি থাকে যাহাতে। ❐ জ্যোৎস্না।

জোট : ● **জু**-এর (...যোজনের) সর্ব্বোচ্চ আশ্রয় টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, **জুট** করিয়া যাহা গড়িয়া তোলা হয়। ❐ দল, যূথ। ✻

জোটা : ● **জোট**-এর আধার যে; অথবা, একত্রিত হওয়া বা যোগাড় হওয়া হয়

যাহাতে। ▫ একত্র হওয়া, যোগাড় হওয়া।

জোটান : ● **জোটা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, একজোট করা (**করে আনয়ন করা**) চলে যাহাতে। ▫ একত্র করা, সংগ্রহ করা।

জোড় : ● **জুড়**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যে যুগলকে লইয়া **জুড়ি** হয়; কিংবা, একাধিককে **জুড়া** হয় যাহাতে (যে ক্রিয়ার দ্বারা)। ▫ যুগ্ম, ধুতি ও চাদর, সদৃশ বস্তুদ্বয়, মৈথুনসংযোগ, মিলিত করা, সংযুক্ত করা।

জোড়তাড় : ● **জোড়** ও **তাড়** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **জুড়া** হয় এবং **তাড়ন** করা হয়; কিংবা, হাতুড়ি ইত্যাদি দিয়া মারামারি করিয়া **জুড়**করণ করা হয় যাহাতে। ▫ যন্ত্রপাতি সহযোগে জোড়া দেওয়া।

জোড়তোড় : ● **জোড়** ও **তোড়** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **জোড়** দেওয়া হয় এবং **তোড়** করা (বা ভাঙা) হয়। ▫ ভাঙাগড়া, কার্য্যসিদ্ধার্থ বিশেষ যুক্তি।

জোড়ন : ● **জোড়** অন (চলমান) যাহাতে। ▫ যোজন, সংযোজন।

জোড়-বিজোড় : ● **জোড়** ও **বিজোড়** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **যুগল** ও **অযুগল** থাকে; কিংবা, যাহাতে **যুগ্মকরণ** ও **অযুগ্ম-করণ** থাকে। ▫ শিশুর খেলাবিশেষ।

জোড়ভাঙা : ● **জোড়** ভাঙিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, যাহাদের **জোড়** ভাঙিয়া গিয়াছে। ▫ যুগলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো, যুগ্মতা-বিচ্ছিন্ন।

জোড়-লাগা : ● **জোড়** লগ্ন যাহাতে; অথবা, দুই সত্তা পরস্পর **জুড়িয়া** পরস্পরে লগ্ন যাহাতে। ▫ সংলগ্ন হওয়া, জীবের পুরুষ ও স্ত্রীর রতিক্রিয়া চলা।

জোড়া : ● **জোড়**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে দুই সত্তা পরস্পর **জুড়িয়া** একত্রে বর্ত্তমান; কিংবা, **জোড়** দেওয়া হয় যাহাতে (যে ক্রিয়ার দ্বারা)। ▫ সংযুক্ত, যুক্ত করা।

জোড়াতালি : ● **জোড়া** ও **তালি** যাহাতে; অথবা, **জুড়**করণ করিবার কালে ফাঁকা অংশে **তালি** দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, গ্রাসাচ্ছাদন করিবার কালে আচ্ছাদনের (আস্তরণের) ফাঁক অংশ কোনোভাবে ঢাকা হয় যাহাতে। ▫ সেলাই ও তালি, কোনোমতে সংসারের ফাঁক বা অভাব মেটানো।

জোড়ে-যাওয়া : ● **জোড়**-এ (দুজন একত্রে) যাওয়া হয় যাহাতে। ▫ বিবাহের পর বর-বধূ যুগলের প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাওয়া।

জোনাকি : ● **জো**-কে (জ্যোতিকে) অনকরণ করিয়া সক্রিয় রাখে যে; অথবা, ধনালোকের প্রকাশ ঘটে যে স্বল্পধনী ব্যবসায়ী হইতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) বাহ্যিক আলোর প্রকাশ ঘটে যে আলোধারী কীট হইতে। / জ্যোৎস্নার মত আলোকযুক্ত যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ ছোট ধনী পণ্যজীবী, (সাদৃশ্যে) খদ্যোত।

জোয়াল (জোয়ালি) : দ্র. **যোয়াল, যোয়ালি**।

জোল : ● **জুল**-এর (লালিত বা জলপূর্ণ খাত স্থানের) সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে। ▫ বড় খাত বা জুলি, নিম্নভূমি।

জোয়াল (জোয়ালি) : দ্র. **যোয়াল, যোয়ালি**।

জ্ঞ : ● **জ** (জননের) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, জনন-সংক্রান্ত ধারণার রহস্যরূপ যাহাতে; কিংবা, জনন সংক্রান্ত সংবাদ জানে যে; কিংবা, কোথায় কী **জনিত, উৎপাদিত** বা **ঘটিত** হল না-হল তাহার খবর জানে যে। ▫ জ্ঞাতা, বেদিতা, বিদ্বান, **পণ্ডিত**। *

জ্ঞপ : ● **জ্ঞ** (জ্ঞান বা জ্ঞানী) পালিত যাহাতে।

জ্ঞপিত : ● **জ্ঞপ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, জ্ঞান পালিত হইয়া তারিত হয় বা যায় যাহাতে; কিংবা, যাহা জানানো হয়; অথবা, যাহাকে জানানো হয়। ▢ জ্ঞাপিত, নিবেদিত।

জ্ঞপ্তি : ● **জ্ঞপ**-এর সক্রিয় তারণ চলে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা জানা বা জানানো হয়। / যাহা দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মতি।

জ্ঞা : ● **জ্ঞ**-এর আধার যে; অথবা, জ্ঞান থাকে যাহাতে। ▢ জ্ঞানবাক্য, বেদনীয় কথাবার্ত্তা। *

জ্ঞাত : ● **জ্ঞা** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা জানা গিয়াছে বা যে জানিয়াছে। ▢ বুদ্ধ, বিদিত, বোধ, জ্ঞান। *

জ্ঞাতি : ● **জ্ঞাত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহারা একই সঙ্গে জানে, জানিতে পারে বা জানিয়াছে; অথবা, **জ্ঞাত** হইবার চেষ্টা চালায় যে। ▢ স্বজন, একগোত্রজ পিতৃব্য-প্রভৃতি, ছিদ্রজ্ঞ বা কুলস্থিতিজ্ঞ। *

জ্ঞান : ● **জ্ঞ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **জ্ঞ**-করণ চলিতে থাকে। / যাহার দ্বারা বোধ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ বিশেষজ্ঞতা, যথার্থবিষয়বোধ, পদার্থগ্রাহিকা মনোবৃত্তি। *

জ্ঞানগম্য : ● **জ্ঞান**-এর গমন যায় যাহাতে; অথবা, **জ্ঞান** যে পর্যন্ত যাইতে পারে। ▢ জ্ঞানমাত্রগোচর।

জ্ঞানগোচর : ● **জ্ঞান**-এর সার্ব্বিক গমন চরে যাহাতে; অথবা, **জ্ঞান**চক্ষু বা দৃষ্টি যে পর্যন্ত বিচরণ করিতে পারে; অথবা, যাহা জ্ঞানীর নজরে আসিয়াছে। ▢ জানার এলাকাভূত।

জ্ঞানবাপী : ● **জ্ঞান** বপনের সক্রিয় আধার যে; অথবা, যিনি জ্ঞানবীজ বপন করেন বা করিতে পারেন; কিংবা, জ্ঞানরসের সরোবর যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) জ্ঞানরস স্বরূপ জল থাকে যে সরোবরে। ▢ বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা, (সাদৃশ্যে) কাশীস্থ তীর্থবিশেষ।

জ্ঞানী : ● **জ্ঞান**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহার নিকট **জ্ঞান** থাকে। ▢ জ্ঞানবান, অভিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানবান।

জ্ঞাপক : ● **জ্ঞাপন** করে যে। ▢ জ্ঞাপয়িতা, নির্দ্দেশক, আজ্ঞাপয়িতা, রাজপুরুষবিশেষ।

জ্ঞাপন : ● **জ্ঞাপ** (**জ্ঞপ** হইতে জাত) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **জ্ঞাপ**-করণ করা চলে যাহাতে; কিংবা, কোথায় কী জনিত, উৎপাদিত, বা ঘটিত হইল না-হইল, জানিয়া সেকথা জানাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ▢ বোধন, ব্যঞ্জন, সূচন।

জ্যা : ● **জ্য** (জনিতের থাকা) যে আধারে; অথবা, যাহা (যে ভূমি) সত্তার জননকে বা গমনকে বিশেষ দিকে লইয়া যায়; কিংবা, দুই সত্তাকে ভিন্নপথে যুক্ত করে যে। / যাহার দ্বারা ধনুর জীর্ণীভাব সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ শিঞ্জিনী, গুণ, ভূমির বোধ বা প্রতিরেখ, বৃত্তখণ্ডের কোটিযোজক রেখা।

জ্যামিতি : ● **জ্যা**-র (...ভূমির) **মিতি** (সক্রিয় সীমায়ন বা পরিমাপন সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে); অথবা, **জ্যা**-এর সক্রিয় সীমায়ন তারিত হইয়া সক্রিয় থাকে যাহাতে। ▢ ভূমিপরিমাপের অঙ্কশাস্ত্র, ক্ষেত্রব্যবহারশাস্ত্র।

জ্যোতি : ● **জ্যো**-র (নবরূপে উত্তীর্ণ জনিত-শক্তির) সক্রিয় তারণ যাহাতে; অথবা, জ্ঞানালোক ধনালোক সক্রিয়ভাবে তারিত যাহা হইতে; কিংবা, **দ্যুত** বা **দ্যুতি** (চাঁদির আলো) সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে)

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▢ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

জ্যোৎস্না প্রকাশিত যাহাতে। ▫ জ্ঞানালোক, ধনালোক, (লক্ষণার্থে) দীপ্তি, প্রভা, তেজঃ।

জ্যোতিঃ : ● **জ্যোতি**-র নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে; কিংবা, **দ্যুতি** আপাতপূর্ণ যাহাতে। / প্রকাশ করে যে; অথবা, যে পদার্থের দ্বারা দর্শন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▫ ব্রহ্মতত্ত্বরূপ তেজঃ, সামাজিক গ্রহ ও নক্ষত্র, জ্ঞানী, ধনী, গ্রহাদি জ্যোতিষ্ক, (সাদৃশ্যে) দীপ্তি, দ্যুতি, প্রকাশ, দীপক, তেজোময় পদার্থ, কিরণ, মেথিকা।

জ্যোতিঃশাস্ত্র : ● **জ্যোতিঃ** (তেজাদি) বিষয়ক যে শাস্ত্র; অথবা, যে **শাস্ত্র** হইতে সমাজ-আকাশে তেজের (ধনসম্পদের) গ্রহণ-বিকিরণ কারী গ্রহনক্ষত্রাদি বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে **শাস্ত্র** হইতে বাহ্য-আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদি বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়। ▫ অর্থনীতিশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা।

জ্যোতিকণ : ● **জ্যোতির** কণা যাহাতে; অথবা, জ্ঞান ও ধন প্রভৃতির কণা যাহাতে। ▫ জ্ঞানকণা, ধনকণা বা মুদ্রা, (সাদৃশ্যে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

জ্যোতিরিঙ্গন : ● **জ্যোতিঃ** (**জোতির**) ইঙ্গ অন (ing on) যাহাতে (দ্র. **জোনাকী**); অথবা, দৃশ্য-বাহ্য আলো বা **জ্যোতি** প্রকাশ করিতে করিতে গমন করে যে। / যাহা জ্যোতিঃ ও গতিশীল। (ব.শ.)। ▫ খদ্যোত।

জ্যোতির্বিৎ : ● **জ্যোতিঃ** (ধনালোক) বিষয়ে বিদিত যিনি; অথবা, যিনি **জ্যোতির্বিদ্যা** বিষয়ে বিদিত আছেন। ▫ অর্থনীতিবিদ, (সেকেলে ভাষায়) জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ, জ্যোতিষী (astronomer, astrologer)।

জ্যোতির্বিদ্যা : ● যাহার দ্বারা **জ্যোতিঃ** (ধনালোক) বিষয়ে বিদিত হওয়া যায়; অথবা, যে বিদ্যার সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় মনীষা সামাজিক-অর্থনীতি বা সমাজের গ্রহনক্ষত্র বিষয়ক জ্ঞান (socioeconomics), (সাদৃশ্যে) আকাশের গ্রহনক্ষত্র বিষয়ক জ্ঞান (astronomy) এবং হস্তরেখায় তাহার প্রতিফলন সংক্রান্ত জ্ঞানের (astrology-র) চর্চা করিয়াছিলেন; কিংবা, একালের বুদ্ধিজীবীগণ যাহার astrology অংশটিকে বুজরুকি বলিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছেন, আর 'সাদৃশ্য' (বাহ্য) রূপটিকে আধুনিক astronomy বিদ্যার সহিত মিলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং economics-এর সহিত **জ্যোতির্বিদ্যার** সম্পর্কের কথা ভাবিতে পর্য্যন্ত পারেন না। ▫ জ্যোতিঃসম্বন্ধী শাস্ত্র, ধনালোক বিষয়ক শাস্ত্র। *

জ্যোতিষ : ● যাহার সাহায্যে **জ্যোতি** (ধনালোক) হইতে **ইষ্ট** পাওয়া যায়। ▫ জ্যোতিঃসম্বন্ধী, জ্যোতি-র্বিষয়ক, জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিৎ, জ্যোতির্বিৎ, গণক, দৈবজ্ঞ, গ্রহনক্ষত্রাদিগতি-প্রভৃতির প্রতিপাদক শাস্ত্র, বেদাঙ্গবিশেষ।

জোতিষী : ● **জ্যোতিষ** সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যিনি জ্যোতিষ জানেন। ▫ জ্যোতিঃ-সম্বন্ধী, জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ, জ্যোতির্বিৎ, গণক, দৈবজ্ঞ।

জ্যোতিষ্ক : ● **জ্যোতিঃ**-র (জ্ঞানালোক, ধনালোক, বাহ্যালোকের) প্রকাশ করে যে। ▫ সামাজিক গ্রহনক্ষত্রাদি, (সাধর্ম্মে) গ্রহতারানক্ষত্রাদি, চিত্রকবৃক্ষ, মেথিকাবীজ।

জ্যোৎস্না : ● যে-**জ্যোৎ** (নবরূপে উত্তীর্ণ জনিত-শক্তির গতিশীল তারণ) উদ্বর্ত্তন-পূর্ব্বক স্খালন করে; অথবা, চন্দ্রালোকের বা চাঁদির আলোর কিরণধারা স্নান করায়

যে। ⊓ চন্দ্রকর, জ্যোৎস্নাযুক্ত রাত্রি, জ্যোতির্যুক্তকাল, (সাদৃশ্যে) কৌমুদী, পটোলিকা, ঝিঙ্গা।

জ্যোৎস্নাপ্রিয় : ● **জ্যোৎস্না** যাহার প্রিয়। ⊓ চকোর। ✻

জ্বর : ● **জ্ব**-এর (জনিত তাপ বাহকের) আবর্ত্তন যাহাতে; অথবা, যাহাতে সন্তাপ বর্ত্তমান রহে। ◻ সন্তাপ, জ্বরবৎ পীড়াকর বিষয়মাত্র, জ্বরাক্রান্ত হওয়া। ✻

জ্বরোৎপত্তি : ● **জ্বরের** উৎপত্তি যাহাতে। ◻ জ্বরোৎপত্তি ও রোগোৎপত্তি বিষয়ে পুরাণাদি গ্রন্থে, মনুসংহিতা ও চরকসংহিতায় বিস্তারিত বর্ণনা দ্রষ্টব্য। ✻

জ্বরঘ্ন : ● **জ্বর**কে হনন করে যে; অথবা, যাহা জ্বরকে বিতাড়ন করে। ⊓ বাস্তুক, গুড়ূচী।

জ্বরান্তক : ● **জ্বর**-এর অন্ত করে যে; অথবা, যে জ্বর নাশ করে। ⊓ জ্বরনাশক, নেপালনিম্ব।

জ্বল : ● জনিতের বহন লালিত যাহাতে; অথবা, জননকৃত বা সৃজিত অগ্নির লালন যাহাতে। ⊓ জ্বলিত, দীপ্ত, দগ্ধ হওয়া, কোপে জ্বলিত হওয়া ...।

জ্বল-জ্বল : ● **জ্বল**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, জ্বলার কারণে যাহা অতিদীপ্তভাব প্রকাশ করে। ⊓ অতিজ্বলিত, প্রজ্বলিত।

জ্বলন : ● **জ্বল** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **জ্বল**-হওয়ন চলে যাহাতে; কিংবা, যাহা অদৃশ্যভাবে **জ্বলে**; কিংবা, **জ্বলা**র কষ্ট থাকে যাহাতে। ⊓ দীপ্তিশীল, অগ্নির শিখা রূপে প্রকাশ, দাহ, যন্ত্রণা।

জ্বলন্ত : ● **জ্বলন** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা জ্বলিতেছে। ⊓ দীপ্যমান, জ্বলমান।

জ্বাল : ● **জ্বল** হইতে জাত; অথবা, যাহা জ্বলে, যাহা দ্বারা জ্বলে, যেখানে জ্বলে ...; কিংবা, জ্বলকরণ করা হয় যাহাতে। ◻ অগ্নিশিখা, আগুনের আঁচ, জ্বালানী কাঠ, জ্বালা, যন্ত্রণা; জ্বলিত করা, দীপ্ত করা ...।

জ্বালা : ● **জ্বাল**-এর আধার যে; অথবা, **জ্বাল**-করণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, **জ্বাল**-করণের ফলে যে পীড়া হয়। ◻ দাহ, দীপ্ত করা, অগ্নিসংযুক্ত করা, আগুন লাগানো।

জ্বালাতন : ● **জ্বালা**র তারণ অনকৃত যাহাতে; অথবা, নিজ **জ্বালা**কে অন্যের দেহে তারিত-করণ যাহাতে। ◻ ব্যথিত, জ্বলিত, বিরক্ত। দ্র. **নূতন**, **সনাতন**, **পুরাতন** ...।

জ্বালান : ● **জ্বালা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **জ্বালা**করণ চলিতে থাকে। ◻ দীপ্ত করা, প্রজ্বলিত করা।

জ্বালানী : ● **জ্বালান**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে কাষ্ঠাদিতে আগুন **জ্বালান** হয়; কিংবা, যে স্ত্রীলোক জ্বালায় বা **জ্বালাতন** করে। ◻ ইন্ধন, পীড়ক, বিরক্তকারিণী।

জ্বালামুখী : ● **জ্বালা** মুখে যাহার; অর্থাৎ, **জ্বালা**ময় মুখ যাহার; অথবা, যাহার মুখ জ্বলিতেছে। ⊓ পীঠস্থানবিশেষ, অস্ত্রবিশেষ, আগ্নেয়গিরি।

ঝ

ঝ : ● জনন স্থিত যাহাতে (জ্ + হ্ = ঝ্); অর্থাৎ, (প্রতিক্রিয়াস্বরূপ) যে-জনন শব্দাদি (পঞ্চভূত), তেজাদি, সন্তানাদি ... ইত্যাদি রূপে বদ্ধ, রুদ্ধ, স্থিত — তাহাদের প্রসবন, ত্যজন, উৎপাদন, ক্ষরণ, বহির্গত-করণ করে যে, করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করে যে, করিবার চেষ্টা করে যে; অথবা, যে-বহির্গমনকামী

সত্তা বহির্গমনের জন্য আঁকুপাঁকু করিতেছে এবং তদবস্থায় **ঝং**-কার করিয়া আপন অস্তিত্বের জানান দেয়; কিংবা, যে আঁকুপাঁকু করিতে করিতে হঠাৎ বহির্গত বা মুক্ত হয়; অথবা, যে **ঝ**-কার বা **ঝং**-কার করে। ❐ ঝকারী, ঝংকারী, প্রসবকারী। ❋

ঝং : ● **ঝ**কারীর (প্রসূত শব্দাদির) রহস্যরূপ যাহাতে; অর্থাৎ, যে-রুদ্ধ বহির্গমনকামী সত্তা রহস্যরূপে বহির্গত হইয়াছে। ❐ ঝং ধ্বনি।

ঝক : ● **ঝ** (জননস্থিত সত্তার বা আলোর ক্ষণিক প্রসবন বা প্রকাশ) করে যে বা কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, যে সত্তা খানিক আলোর প্রকাশ করে; অথবা, যে **ঝক** করিয়া জ্বলিয়া উঠে; কিংবা, যে সহসা তেজোদ্দীপ্ত (উদ্যোগী) হয়। ❐ চকচক করা, কর্ম্মোদ্যোগী হওয়া, শীঘ্রতা, ত্বরা। ❋

ঝকঝক : ● **ঝক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অর্থাৎ, যে বারংবার **ঝক** করিয়া উঠে। ❐ উজ্জ্বলতা, দীপ্তিপ্রকাশ, প্রভাবিস্তার।

ঝকঝকে : ● **ঝকঝক** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা **ঝকঝক** করে। ❐ উজ্জ্বল, দীপ্ত।

ঝকমক : ● **ঝক** ও **মক** যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা একবার **ঝক** (দীপ্তিপ্রকাশ) করিয়াই **মক** (দীপ্তির সীমায়ন-করণ) করে; অথবা, যে একবার জ্বলে এবং একবার নেভে। ❐ ঝলমলে হওয়া, আলো-আঁধারী।

ঝক-মারা : ● বিশেষ দিকে বা উদ্দেশ্যে দীপ্তি প্রকাশ করা বা **ঝক** করা হয় যাহাতে; অথবা, বিশেষ উদ্দেশ্যে তেজোদ্দীপ্ত হয় যাহাতে। ❐ দীপ্তি দেখানো, কোনো কর্ম্মফল লাভের চেষ্টা করা। ❋

ঝকমারি : ● **ঝক**-মারা সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, বারংবার **ঝক** মারিয়াও (তেজোদ্দীপ্ত বা কর্ম্মোদ্যোগী হইয়াও) ব্যর্থ হইতে হয় যাহাতে। ❐ ব্যর্থতা, বোকামি ...। ❋

ঝগড় : ● **ঝগ**-এর (প্রসূত 'আমার' বোধের) গড়ান যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে 'ইহা আমার' এইরূপ বোধ একদিকে গড়ায় (ফলত বিপরীত পক্ষের আপত্তি ওঠে); অথবা, যাহাতে দুই পক্ষ কোনো বিষয় বা বস্তুর মালিকানার দাবি লইয়া বিবাদ করে। ❐ ঝগড়া, বিবাদমূলক অপরাধ। ❋

ঝগড়া : ● ঝগড়-এর আধার যে; অর্থাৎ, ঝগড়-করণ চলে যাহাতে (যে আচরণে)। ❐ বাককলহ, বিবাদ, বচসা, লড়াই।

ঝগড়াঝাঁটি : ● **ঝগড়া** ও **ঝাঁটি** যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে **ঝগড়া** (মালিকানার দাবি লইয়া বিবাদ) ও **ঝাঁটি** (ক্রোধাদি মনস্তাপ ঝাঁটাইয়া ক্লেদসকল বিপরীত পক্ষের উপর ঢালিয়া দেওয়া) থাকে। ❐ তুমুলঝগড়া। বিবাদ-বিসম্বাদ।

ঝঙ্ক : ● **ঝং** (রহস্যময় শব্দোৎপাদন) করে যে বা কৃত যাহাতে। ❐ অব্যক্ত মধুর ধ্বনি।

ঝঙ্কার : ● **ঝং** (রহস্যময় শব্দোৎপাদন) কার্য্য (**কার**) রহে যাহাতে; অথবা, আঘাতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রসূত প্রতিবাদ থাকে যাহাতে; কিংবা, মৃদু-মিষ্ট আঘাতের মৃদু-মিষ্ট প্রতিবাদ থাকে যাহাতে। ❐ ঝম-কার, বজ্রধ্বনি, মধুর অস্ফুটধ্বনি ..., ঝাঁঝালো তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া।

ঝঞ্ঝা : ● **ঝঞ** (প্রসূত সামাজিক-প্রাকৃতিক বাত্যাদির রহস্যরূপ) ঝংকৃত যে আধারে; অর্থাৎ, রুদ্ধ সত্তাসমূহ রহস্যরূপে বহির্গত হইয়া (বিপত্তিজাল রূপে) ঝংকৃত যে আধারে। ❐ প্রচণ্ডবায়ু, ঝড়, ঝঞ্ঝন শব্দ, বিপত্তিজাল।

ঝঞ্ঝাট : ● **ঝঞ্ঝা** টঙ্কারিত যাহাতে; অর্থাৎ,

যাহাতে সামাজিক বা জাগতিক বিপত্তিজাল বা **ঝঞ্ঝা** আসিয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর টঙ্কারিত হয় বা আছড়াইয়া পড়ে। ❐ বৃথা বিবাদ, গোলমাল, হাঙ্গামা। ✱

ঝঞ্ঝাবাত : ● **ঝঞ্ঝা** বাহিত হইয়া তারিত হয় যাহাতে; অর্থাৎ, যে প্রাকৃতিক বা সামাজিক **বায়ু ঝঞ্ঝা**কে বহন করে। ❐ প্রচণ্ডবায়ু, ঝঞ্ঝাযুক্ত বায়ু, প্রাকৃতিক বা সামাজিক ঝড়।

ঝট : ● **ঝ** (আঁকুপাঁকুভাবের আকস্মিক মুক্তি) টঙ্কারিত যাহাতে (যে উল্লাস, চীৎকার ... ইত্যাদিতে)। ❐ (লক্ষণার্থে) শীঘ্র, সত্বর।

ঝটক : ● **ঝট** করে যে বা কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, হঠাৎ আবির্ভূত সত্তার (গতি ইত্যাদির) টঙ্কার-করণ (আঘাতকরণ) কৃত যাহাতে। ❐ জোরে ঠেলিয়া বা সরাইয়া দেওয়া।

ঝটকা : ● **ঝটক**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যাহাতে **ঝটক** থাকে। ❐ ধাক্কা, প্রবল ঘাত, ঝড়, ঝটিকার প্রতিঘাত (ধাক্কা)।

ঝটপট : ● **ঝট** ও **পট** যাহাতে; অর্থাৎ, হঠাৎ কিছু করিয়া লওয়ার টঙ্কার (**ঝট**) যাহাতে এবং পলায়নের টঙ্কার (**পট**) যাহাতে। (দ্র. **ঝপটান**)। ❐ অতিশীঘ্র, পক্ষীর পক্ষের শব্দ, ছটফট, অস্থিরতা। ✱

ঝটাপট : ● **ঝট** করিয়া **পট** (পলায়নের টঙ্কার) করা হয় যাহাতে; অর্থাৎ, হঠাৎ কিছু করিয়া পলায়ন করা হয় যাহাতে। ✱

ঝটাপটি : ● **ঝটা** ও **পটি** (পালনের টঙ্কার সক্রিয়) যাহাতে; অর্থাৎ, একপক্ষ যখন **ঝট** করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে যায়, বিপরীত পক্ষ তখন দ্রুত তাহা গুটাইয়া লয় (ফলে, দুই পক্ষে যে ঝগড়া বাধিয়া যায়)। ❐ (লক্ষণার্থে) বিবাদ, বাগযুদ্ধ, তুমুল ঝগড়া।

ঝটি : ● **ঝট** (আকস্মিক মুক্তির টঙ্কার) সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যে রুদ্ধ সত্তা হঠাৎ মুক্ত হইয়া আওয়াজ করিতে করিতে দিশাহীনভাবে এদিক সেদিক ছুটিতে থাকে। ❐ প্রাকৃতিক বা সামাজিক ঝড়, ঝড়ি।

ঝটিকা : ● **ঝটি** করে যে বা **ঝটি**-করণ করা হয় যে আধারে, অথবা, যে **ঝটি**-করণ স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে হয় না, করা হয়; কিংবা, যে সামাজিক ঝড় প্রকল্পনাপূর্ব্বক করা হইয়া থাকে। ❐ প্রকল্পিত বিদ্রোহ, সামাজিক উপপ্লব, (লক্ষণার্থে) প্রাকৃতিক ঝড়।

ঝটিৎ : ● **ঝটি**র (আকস্মিক মুক্তির সক্রিয় টঙ্কারের) উল্লম্ফন যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা হঠাৎ মুক্তির আনন্দে চীৎকারপূর্ব্বক লাফ দিয়া বহির্গত হয়। ❐ (লক্ষণার্থে) শীঘ্র।

ঝটিত : ● **ঝট** (আকস্মিক মুক্তির টঙ্কার) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, হঠাৎ মুক্ত হইয়া চীৎকারপূর্ব্বক বহির্গত হইয়াছে যে। ❐ (লক্ষণার্থে) শীঘ্র।

ঝটিতি : ● **ঝটিত** (...হঠাৎ মুক্ত) সক্রিয় যাহাতে। ❐ চটজলদি, অতি দ্রুত।

ঝড় : ● **ঝ**-এর (রুদ্ধ বহির্গমনকামী সত্তার আঁকুপাঁকুভাবের আকস্মিক মুক্তির) গড়ান-উড়ান যাহাতে; মানসিক বা সামাজিক অধীনতার গ্লানি হইতে হঠাৎ মুক্তির (মুক্তি-সম্ভাবনার) কারণে সমাজে যে ঝঞ্ঝাবাতের প্রাদুর্ভাব হয়। ❐ সামাজিক বিপত্তিজালের প্রচণ্ড আঘাত, (সাদৃশ্যে) বাত্যা, প্রবলবায়ু।

ঝড়ি : ● **ঝড়** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যে (সামাজিক) ঝড় দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে এবং যাহাতে **বায়ু**বেগ (প্রচারের বেগ) তুলনায় কম কিন্তু ঝিরঝিরে বৃষ্টি (কিছু মানুষের অর্থলাভ এবং বাকি মানুষের চোখের জল)

সর্ব্বদা চলিতে থাকে; অথবা, যাহাতে গ্রামবাংলার মানুষের ও গৃহপালিত জীব-সমূহের অশেষ দুর্গতি হয়। ▫ একালের চলমান সামাজিক **ঝড়ি**, বৃষ্টিসহ দীর্ঘকালীন ক্ষীণগতি ঝড়, আশ্বিন-কার্ত্তিকের **ঝড়ি**।

ঝণ্ডা : ● **ঝণ**-এর (প্রসূত বোধের) গড়ান-উড়ান যে আধারে; অর্থাৎ, দেশ জাতি গোষ্ঠী দল ... ইত্যাদির গৌরবের চলমান বোধ যে বস্ত্রখণ্ডে উড়িতে থাকে। ▫ পতাকা, নিশান।

ঝন : ● ঝকার বা ঝংকার (**ঝ**) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রতিক্রিয়া প্রসূত হইয়া চলমান; কিংবা, আঘাতপ্রাপ্ত ঘনবস্তুর প্রতিবাদ অনুরণিত থাকে যাহাতে। ▫ ধাতু-দ্রব্যাদি পতনের শব্দ, আঘাতের তীব্র শব্দ।

ঝনক : ● **ঝন** করে যে; অথবা, বাজাইলে প্রত্যুত্তর দেয় বা বাজে যে; কিংবা, মৃদু-মিষ্ট আঘাতের মৃদু-মিষ্ট প্রতিবাদ করে যে। ▫ কনক কাঁকণের বাজিবার শব্দ।

ঝনঝন : ● **ঝন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, বারে বারে **ঝন**-কার যাহাতে। ▫ ধাতু-দ্রব্যের শব্দ, অলঙ্কার ধ্বনি, বেদনাব্যঞ্জক শব্দ।

ঝনঝনা : ● **ঝনঝন**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যাহাতে **ঝন**-কার চলিতে থাকে। ▫ বজ্রধ্বনি, বজ্রশব্দবৎ কঠোর ধ্বনি, বজ্র, অস্ত্রাদির শব্দ।

ঝনৎ : ● **ঝন**-এর উল্লম্ফন যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা পতিত হইয়া ঝনঝনাইয়া উঠে।

ঝনৎকার : ● **ঝনৎ** কার যাহাতে; অর্থাৎ, **ঝনৎ** করা থাকে যাহাতে। ▫ ঝনঝন-করণ।

ঝনন : ● **ঝন** অন (চলমান) যাহাতে। ▫ নূপুরাদিধ্বনি।

ঝনন-রণন : ● **ঝনন** ও **রণন** যাহাতে; অথবা, **ঝন** (আঘাতের প্রতিবাদ) চলমান যাহাতে এবং **রণ** (মারের পালটা মার) চলমান যাহাতে। ▫ অনুরণিত ঝনঝন শব্দ।

ঝনা : ● **ঝন**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যাহাতে **ঝন**-কার থাকে। ▫ প্রত্যুত্তরকারী, প্রতিবাদী।

ঝনাৎ : ● **ঝনা**-র উল্লম্ফন যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা **ঝনা** হইতে লাফ দিয়া পড়ে; কিংবা, যাহা ঝনঝনাইয়া পড়ে। ▫ টাকার থলি হইতে বহু মুদ্রার একত্রে পতনধ্বনি।

ঝনঝনানি : ● **ঝনঝনা** সক্রিয়ভাবে অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে ঝনঝন চলিতে থাকে। ▫ ঝনঝন শব্দ করা বা হওয়া, আঘাতজনিত টন টন করা।

ঝপ : ● **ঝ** (হঠাৎ মুক্তি) পালিত যাহাতে; অর্থাৎ, ঝটপট-করণ পালিত যাহাতে; অথবা, আকস্মিকতার পালন বা পতন যাহাতে। ▫ ক্ষিপ্রভাবে, বেগে, জলে পড়ার শব্দ। ✱

ঝপক : ● **ঝপ** করে যে; অথবা, রুদ্ধ হইয়াই খুলিয়া যায় যে; কিংবা, চোখের পলকের পতন যাহাতে। ▫ মুহূর্ত মাত্র, (হিন্দিতে) ঝপক্না।

ঝপঝপ : ● **ঝপ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, একের পর এক **ঝপ**-করণ (**ঝপ** করিয়া লওয়ন বা পতন) চলে যাহাতে; কিংবা, বারংবার **ঝট**পট-করণ চলে যাহাতে। ▫ দ্রুত গ্রহণ, জলে নৌকার দাঁড় পড়ার শব্দ।

ঝপটা : ● **ঝপ** টঙ্কারিত যে আধারে; অথবা, আকস্মিক **ঝপ**করণের টঙ্কার থাকে যাহাতে; কিংবা, চিল যেভাবে মুরগীছানা **ঝপ** করিয়া লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করে বা **ঝপটায়**; অথবা, হাটে আসা চাষীর পণ্য পাইকার যেভাবে **ঝপটায়** বা **ঝপটা** মারে। ▫ হঠাৎ বা অতিদ্রুত কাড়িয়া লওয়ার চেষ্টা। ✱

ঝপটান : ● **ঝপটা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, হঠাৎ কাড়িয়া লওয়ার চেষ্টা থাকে যাহাতে; কিংবা, **ঝপ** করিয়া টান মারা চলমান

যাহাতে। ⊓ হঠাৎ দ্রুত কাড়িয়া লওয়ন।

ঝপাং : ● **ঝপ**-এর আধারের রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, **ঝপ**-করণ বা আকস্মিক পতন ঘটে যাহাতে। ⊓ ঝম্পপ্রদান।

ঝপাক : ● **ঝপ**-এর আধার যাহা করে; অথবা, **ঝপা** কৃত হয় যাহাতে; কিংবা, রুদ্ধ বহির্গমনকামী সত্তা হঠাৎ মুক্ত হইলে যাহা করে (মহানন্দে লাফ দেয় এবং পতিত হয়)। ⊓ জলে ঝম্পপ্রদান শব্দ। ✱

ঝপাঝপ : ● **ঝপ**-কৃতের পরে **ঝপ**-করণ যাহাতে; অথবা, একবার **ঝপ**করণ সম্পন্ন হইবার পরেই পরবর্ত্তী **ঝপ** করা হয় যাহাতে। ⊓ শীঘ্র-শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। ✱

ঝপাৎ : ● **ঝপা**-এর আধার তারিত যাহাতে; অথবা, রুদ্ধ বহির্গমনকামী সত্তার হঠাৎ মুক্তির কারণে উল্লম্ফনপূর্ব্বক (জলে) পতন যাহাতে। ⊓ ঝম্পপ্রদান শব্দ।

ঝম : ● **ঝ** (**ঝ**-করণ) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, **ঝং**-কার **ঝম**-কারে পরিণত যাহাতে; কিংবা, যে জননস্থিত **ঝ**-কৃত বহির্গমনকামী সত্তা বহির্গত হইয়াও নির্দ্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রে থামিয়া যায় (আর আগুয়ান হয় না)। ✱

ঝমক : ● **ঝম** করে যে; অথবা, **ঝম** কৃত যাহাতে। ⊓ ভূষণঝঙ্কারপূর্ব্বক নৃত্য করা, দ্রুত যাওয়া। ✱

ঝমকঝমক : ● **ঝমক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে ঝমকের পর ঝমক চলিতে থাকে। ⊓ ধাতুদ্রব্যের শব্দ, বাদ্যধ্বনি।

ঝমকিত : ● **ঝমক** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **ঝমক** করিয়াছে; কিংবা, যাহাকে **ঝমক** করা হইয়াছে। ⊓ দীপ্তিময়, সমুজ্জ্বল। ✱

ঝমঝম : ● **ঝম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, অবিরাম প্রসূত সত্তা সীমায়িত হয় যাহাতে। ⊓ ধাতুদ্রব্যের শব্দ, বাদ্যধ্বনি, প্রবলবৃষ্টিধারাশব্দ। ✱

ঝমঝমি : ● **ঝমঝম** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা **ঝমঝম** করিয়া বাজে। ⊓ দাঁড়ের জলে পড়ার শব্দ।

ঝম্প : ● **ঝম** পতিত যাহাতে; অথবা, **ঝ**-কৃতের সীমায়িত রূপের পতন যাহাতে; কিংবা, সহসা লাফ (**ঝাঁপ**) দিয়া পড়া যাহাতে। ⊓ সম্পাতপতন, লম্ফ, ঝাঁপ, ঝাঁপ দেওয়া, (লক্ষণার্থে) আচ্ছাদন করা, ঢাকা।

ঝম্পন : ● **ঝম্প** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝম্প**-করণ চলিতে থাকে। ⊓ ঝাঁপান, (লক্ষণার্থে) আচ্ছাদন। ✱

ঝম্পান : ● **ঝম্প**-এর আধার অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঝম্পন** হইতে জাত যে; কিংবা, যে **ঝম্পন** করিতে থাকে বা এদিক হইতে ওদিকে এবং ওদিক হইতে এদিকে **ঝম্প** দিতে থাকে। ⊓ একপ্রকার দোলা।

ঝর : ● **ঝ** (জনিত বদ্ধ সত্তার ক্ষরণ) রহে যাহাতে; অথবা, প্রসূত জলাদির বিন্দু বিন্দু বহির্গতকরণ যাহাতে (যাহা স্বভাবতই ক্রমে ধারা রূপে প্রবাহিত)। (দ্র. **জর**)। ⊓ পর্ব্বতাবতীর্ণ জলপ্রবাহ, নির্ঝর, ক্ষরিত হওয়া, ধারারূপে নিঃসৃত হওয়া। ✱

ঝরঝর : ● **ঝর**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, অবিরাম **ঝর**-করণ চলে যাহাতে। ⊓ বৃষ্টিপাতের শব্দ, নির্ঝরাদির জল ঝরার শব্দ।

ঝরণ : ● **ঝর** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝর**-হওয়ন চলিতে থাকে। ⊓ ক্ষরিত হওয়ন, ঝরিতে থাকা। ✱

ঝরণা : ● **ঝরণ**-এর আধার যে; অথবা, যাহা হইতে অবিরাম **ঝরণ** চলিতে থাকে।

❒ নির্ঝর, নির্ঝরিণী।

ঝল : ● **ঝ** (জ্বলনস্থিত বা প্রসূত তেজ) লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, যাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠে বা **ঝলক** দিয়া উঠে। (দ্র. **জ্বল**)। ❒ দীপ্তি পাওয়া। *

ঝলক : ● **ঝল** করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, যাহা উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে বা ঝলকায়। ❒ অগ্নিশিখা, দীপ্তি, দীপ্ত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, উছলিয়া পড়া। *

ঝলকা : ● **ঝলক**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ঝলক** থাকে। ❒ অগ্নিশিখাতুল্য।

ঝলকিত : ● **ঝলক** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **ঝলক**-কৃত হইয়াছে বা ঝলকাইয়াছে। ❒ প্রভাযুক্ত, দীপ্ত, তেজোময়।

ঝলঝল : ● **ঝল**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, দীপ্তি পাওয়া, চমকান।

ঝলমল : ● **ঝল** ও **মল** যাহাতে; অথবা, জ্বলার লালন যাহাতে (**ঝল**) এবং জ্বলাকে সীমায়নের লালন বা নিষ্প্রভতার লালন যাহাতে; কিংবা, যাহা একবার দীপ্ত হয় এবং একবার নিষ্প্রভ হয়। ❒ উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল, চমৎকারিত্ববুদ্ধি, সৌন্দর্য্যবিকাশ। *

ঝলস : ● **ঝল**-এর একরৈখিক বিচ্ছুরণ যাহাতে; অথবা, জ্বলনের বা তেজের বিসর্জ্জিত অংশ থাকে যাহাতে। ❒ তীব্র আলোকস্পর্শে অন্ধীভূত, দগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ করা।

ঝলসা : ● **ঝলস**-এর আধার যে; অথবা, বিসর্জ্জিত জ্বলন বা তেজ (**ঝলস**) থাকে যাহাতে। ❒ অর্দ্ধদগ্ধ করা, তীব্রালোকে অন্ধপ্রায় হওয়া, ধাঁধা-লাগা হওয়া।

ঝলসান : ● **ঝলসা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে **ঝলস**-এর দ্বারা অর্দ্ধদগ্ধ করা হয়। ❒ আধপোড়া করণ।

ঝা : ● **ঝ**-এর আধার যে; অথবা, রুদ্ধ বহির্গমনকামী ক্রুদ্ধ সত্তা থাকে যাহাতে; অথবা, ঝড় বহির্গত হইয়া প্রবাহিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে যাহাতে (যে বৃক্ষে, ব্যবস্থায়, গোষ্ঠীতে); কিংবা, ভারতের যে (নব্যন্যায়পন্থী) ব্রাহ্মণেরা বেদবিরোধী ঝড়ের আধার রূপে সক্রিয় ছিলেন। ❒ অপেক্ষা-কারী ঝড়, পণ্ডিতের পদবী, ঝা, ওঝা।

ঝাউ (ঝাবু) : ● **ঝা** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, অপেক্ষাকারী ঝড় বহনকৃত হইয়া স্থিত থাকে বা ক্রীড়া করে যাহাতে (যে বৃক্ষে)। ❒ ঝাবুগাছ বা ঝাউগাছ।

ঝাঁ : ● ঝকৃতের (ঝংকৃতের) রহস্যময় আধার যে; অথবা, প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বহু প্রসূতের রহস্যময় আধার একত্রে উদ্ভূত হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে (লঙ্কাভক্ষণ, অপমান, লজ্জা ইত্যাদির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সন্তাপ) জনিত ও প্রসূত বা বহির্গত হইতে হইতে কানে আসিয়া স্থিত হইয়া যায়। ❒ সাঁ-সাঁ (ঝাঁ) করে ওঠা, কান গরম হওয়া।

ঝাঁঝাঁ : ● **ঝাঁ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, কড়া রৌদ্রতাপের প্রতিক্রিয়ায় মাঠ-ঘাট-বাট ... চারিদিক হইতে সন্তাপ জনিত ও বর্হিগত হইতে হইতে রহস্যরূপে স্থিত যাহাতে। ❒ বাদ্যধ্বনি, মধ্যাহ্নিস্তব্ধতাজন্য শব্দ, রৌদ্রের প্রচণ্ডতা।

ঝাঁক : ● **ঝাঁ** (প্রতিক্রিয়াজাত সন্তাপাদি) করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, গরম কড়ার তেলে জলীয় দ্রব্য পড়িলে যেভাবে অনেকটা স্থান জুড়িয়া ধোঁয়া **ঝাঁ** করিয়া একত্রে উত্থিত হয়, তদ্রূপ আচরণ করে যে সত্তা; অথবা, হঠাৎ জোরে শব্দ করিলে বা ঢিল মারিলে পাকা শস্যক্ষেতে চরিতে থাকা

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

পক্ষীসমবায় যেভাবে **ঝাঁ** করিয়া প্রায় গোলাকার জালের ন্যায় উড়িয়া যায়। ⊓ দল, রাশি, শঙ্খধ্বনির অভ্যাবৃত্তি।

ঝাঁকড়া : ● **ঝাঁক**-এর গড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা **ঝাঁক**-এর ন্যায় উত্থিত হইয়া পরিপার্শ্বে প্রসারিত হয় বা গড়ায়। ⊓ ঝোপের মতো, বহুশাখাপ্রশাখা হেতু খর্ব্ব (গাছ)।

ঝাঁকন : ● **ঝাঁক** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঝাঁক**-এর হওয়ন বা উত্থান চলে যাহাতে; কিংবা, ধাক্কা দিয়া বোতলের তরল পদার্থে বুদ্বুদের **ঝাঁক** তোলা হয় যাহাতে; অথবা, ঢিল মারিয়া পাখীর বা পঙ্গপালের **ঝাঁক** ওড়ানো হয় যাহাতে। ⊓ ঝাঁক উঠান।

ঝাঁকা : ● **ঝাঁক**-এর আধার যে; অথবা, **ঝাঁক**-করণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, সমগ্র **ঝাঁক**কে একত্রে নাড়ানো বা **ঝাঁকান** হয় যাহাতে; অথবা, **ঝাঁক**-এর মতো বস্তু রাখা হয় যাহাতে; কিংবা, তুলনায় হাল্কা কিন্তু আয়তনে প্রসারিত বস্তুকে বহন করা হয় যাহাতে। ⊓ ঝাঁকাঝাঁকি করা, চওড়া-মুখ মোট বহার ঝুড়িবিশেষ।

ঝাঁকাঝাঁকি : ● **ঝাঁকা** ও **ঝাঁকি** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝাঁকন** দেওয়া হইয়াছে এবং **ঝাঁকন** দেওয়া চলিতেছে। ⊓ সজোরে ধাক্কা-ধাক্কি করা, বারবার ঝাঁকান।

ঝাঁকান : ● **ঝাঁকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঝাঁক**-করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ⊓ ঝাঁকাঝাঁকি করিতে থাকা।

ঝাঁকার : ● **ঝাঁকা (ঝাঁকান)** রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝাঁকা**-করণ রক্ষিত হয়। ⊓ ঝাঁকা বা ধাক্কা দেওয়া, ঝঙ্কৃত করা, ঝনঝন-শব্দপূর্ব্বক কম্পিত করা বা নাড়া।

ঝাঁকি : ● **ঝাঁক** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ঝাঁক**-মারা বা ঝাঁকাইয়া তোলা হয় যাহাতে। ⊓ গা-ঝাড়া দেওয়া, ঝাঁকি মারা।

ঝাঁকী : ● **ঝাঁক** সক্রিয় যে আধারে। ⊓ ছোট ঝাঁকা। *

ঝাঁজ : ● **ঝাঁ** (প্রতিক্রিয়াজাত সন্তাপাদি) হইতে জনিত হয় যে; অথবা, যাহা প্রত্যুত্তর, প্রতিবাদ, প্রত্যাঘাত রূপে আসে। ⊓ করতাল, কাঁসর, রাগ, তেজ, কটুতা, ঝাল ...। *

ঝাঁজরা : ● দ্র. **ঝাঁঝরা**। ⊓ বহুছিদ্রযুক্ত।

ঝাঁঝ : ● **ঝাঁ** (প্রতিক্রিয়াজাত সন্তাপাদি) হইতে প্রসূত হয় যে; অথবা, যাহা প্রত্যুত্তর-স্বরূপ কথা, প্রতিবাদস্বরূপ আচরণ, প্রত্যা-ঘাতস্বরূপ বাচনিক আক্রমণ রূপে আসে। ⊓ করতালবাদ্য, কাঁসরবাদ্য, রাগের ভঙ্গী, তেজের প্রকাশ, কটু বাক্যাদি ...।

ঝাঁঝরা : ● **ঝাঁঝ** রক্ষিত যে আধারে; অথবা, যে পাত্র হইতে **ঝাঁঝ** (প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিবাদ ইত্যাদি) আর বাহির হয় না; কিংবা, যে পাত্র হইতে বারংবার **ঝাঁঝ** (প্রতিবাদী আচরণাদি) নির্গত হওয়ায় তাহার প্রতিবাদী সত্তাসমূহ অতিব্যবহারে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে; অথবা, যে পাত্রের প্রতিবাদী সত্তাসমূহ বিলুপ্ত হওয়ায় পাত্রের সেই অংশগুলিতে ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। ⊓ বহুছিদ্রযুক্ত।

ঝাঁঝরি : ● **ঝাঁঝরা** বা বহুছিদ্রযুক্ত পাত্র সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে বহুছিদ্রযুক্ত পাত্র দিয়া ছাঁকনীর কাজ করা হয়। ⊓ বহুছিদ্র হাতা, ছানতা ...।

ঝাঁঝাল : ● **ঝাঁঝ**-এর আধার লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝাঁঝযুক্ত** বস্তু বা বিষয় লালিত থাকে। ⊓ ঝাঁঝযুক্ত, কটু।

ঝাঁট : ● **ঝাঁ** (প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রসূত সন্তাপাদি) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, (মানব-

হৃদয়ে) **ঝাঁ** করিয়া ওঠা সত্তা (ক্রোধ, শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস ... ইত্যাদি মনস্তাপ) টঙ্কারিত যাহাতে (যে বাক্যে বা আচরণাদিতে); কিংবা, বাইরের আঘাতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মনের মধ্যে **ঝাঁ** করিয়া ওঠা ময়লা (ক্রোধাদি ...) টঙ্কারিত যে বোধে। ⊓ মনের ময়লা, মনের ময়লা সাফ করা; মনের সম্মার্জ্জনা করা; (সাদৃশ্যে) গৃহপরিষ্করণ।

ঝাঁট-দেওয়া : ● **ঝাঁট** দেওয়া বা মারা হয় যাহাতে; অথবা, যে কর্ম্মের দ্বারা মনের ময়লা (ক্রোধাদি ...) সাফ করা হয়। ⊓ ধর্ম্মতত্ত্বাদির বা **মন্ত্রের** দ্বারা মন সাফ করা, (সাদৃশ্যে) গৃহপরিষ্কার।

ঝাঁটন : ● **ঝাঁট** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ সম্মার্জ্জন, ঝাঁটা দেওয়া বা ঝাঁটা মারা।

ঝাঁটা : ● **ঝাঁট**-এর আধার যে; অথবা, **ঝাঁট**-করণ করা হয় যাহাতে (যে আচরণ দ্বারা, যে হাতিয়ার দ্বারা)। ⊓ সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা মারা, ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা।

ঝাঁটান : ● **ঝাঁটা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, ঝাঁটা দেওয়া চলিতে থাকে যাহাতে। □ সাফ করা।

ঝাঁটি : ● **ঝাঁট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে ক্রোধাদি মনস্তাপ সম্মার্জ্জন করিয়া মনের ক্লেদসকল (বিপরীত পক্ষের উপর) ঢালিয়া দেওয়া হয়। ⊓ ঝাপটা, তুমুলঝগড়া।

ঝাঁপ : ● **ঝাঁ** (প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রসূত সন্তাপ) পালিত বা পতিত যাহাতে; অথবা, **ঝাঁ** যেভাবে পালিত বা পতিত হয়, বা যাহা দ্বারা পালিত বা পতিত হয়। ⊓ হাত-পা ছড়াইয়া উবুড় হইয়া পড়া, গাজনে শাল প্রভৃতির উপরে পতন, আচ্ছাদন, চাঁচ দরমা ইত্যাদির কপাটবিশেষ, তরলদ্রব্য দুগ্ধাদি উছলিয়া না পড়ে এই নিমিত্ত তাহার উপরে দেওয়া পল্লবাদি, বৃষের গবীসংসর্গ করা।

ঝাঁপন : ● **ঝাঁপ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঝাঁপ**-করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ⊓ আচ্ছাদন, ঢাকা।

ঝাঁপা : ● **ঝাঁপ**-এর আধার যে। ⊓ ঝাঁপ দেওয়া, খোঁপার সজ্জাদ্রব্যবিশেষ, ঢাকা।

ঝাঁপাঝাঁপি : ● যাহাতে **ঝাঁপ** দেওয়া হইয়াছে এবং যাহাতে **ঝাঁপ** দেওয়া চলিতেছে। ⊓ লম্ফঝম্প করা।

ঝাঁপান : ● **ঝাঁপা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে এদিক হইতে ওদিকে এবং ওদিক হইতে এদিকে **ঝাঁপ** দেওয়া (দোলা) হয় বা লাফ দিয়া পড়া হয়। □ গাজনের ঝাঁপান।

ঝাঁপানিয়া : ● **ঝাঁপান** সক্রিয়ভাবে যায় যে আধারে। □ সর্ব্বদেহ আবরক, বিশাল।

ঝাঁপী : ● **ঝাঁপ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে পেটিকার মুখ **ঝাঁপ** (ঢাকনী) দিয়া ঢাকা দেওয়া থাকে। □ ঝাঁপওয়ালা বেতের পেটিকা, ঢাকনী-দেওয়া চুপড়ি। *

ঝাঝা : ● **ঝা**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে বা যেখানে রুদ্ধ বহির্গমনকামী সত্তাসমূহ বহির্গমনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ⊓ ভারতের একটি স্থানের নাম।

ঝাড়১ : ● **ঝা**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, দলবদ্ধ সত্তার (গুপ্ত ও বিরুদ্ধ আচরণের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; কিংবা, **ঝা**-গোষ্ঠীর মানুষেরা বংশগুচ্ছ বা বাঁশ-ঝাড়ের ন্যায় যে পরিবার ব্যবস্থায় থাকে; অথবা, বৈদিক পুনরুত্থানবাদ যাদের 'ঝাড়ে-বংশে' নির্মূল করার চেষ্টা করিয়াছিল। □ গুল্মগহন, বাঁশ ইত্যাদির ঝাড়, দীপাধার।

ঝাড়২ : ● **ঝড়** হইতে জাত; অথবা, ঝড়-

এর ক্ষুদ্রাংশ থাকে যাহাতে (যে আচরণে); কিংবা, যাহা দ্বারা সজোরে নাড়ানো হয়; অথবা, **ঝড়**-এর ন্যায় খানিক বাত্যাঘাত দিয়া ধূলি প্রভৃতি বিতাড়ন করা হয় যাহাতে। ◻ মন্ত্র দ্বারা রোগ-ভূতাদির অপনয়ন বা ঝাড়ন, একসঙ্গে চ্যুত করা, ঘরের ময়লা দূর করা, পেটাই করা ...।

ঝাড়-ফুঁক : ● **ঝাড়**[২] ও **ফুঁক** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝাড়**[২] করিয়া বা ঝাড়িয়া ও ফুঁকিয়া অদৃশ্য শত্রুকে তাড়ান হয়; কিংবা, যাহা দিয়া মনের ময়লা ঝাড়ার চেষ্টা বা অপচেষ্টা করা হয়। ◻ মন সাফ করার ঝাঁটা।

ঝাড়ন : ● **ঝাড়**[২] অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝাড়**[২]-করণ চলিতে থাকে; কিংবা, যাহা দ্বারা **ঝাড়**[২]-করণ করা হয়। ◻ ঝাড়া ইত্যাদি, ধূলা-প্রভৃতি ঝাড়ার কাপড়।

ঝাড়া : ● **ঝাড়**[২]-এর আধার যে; অথবা, **ঝাড়**[২]-করণ থাকে যাহাতে (যে কর্ম্মে)। ◻ ঝাঁট মারা, মার্জ্জিত, নিস্তুষীকৃত, ঝাড়া — ধান ঝাড়া, ভূত ঝাড়া, জ্ঞান ঝাড়া, ধূলা ঝাড়া, টাকা ঝাড়া ... ইত্যাদি। *

ঝাড়াই : ● **ঝাড়া** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝাড়া**-করণ চলে। ◻ ক্ষরিত করান, ঝরান, ঝেড়ে বের করা।

ঝাড়াই-মাড়াই : ● **ঝাড়াই** ও **মাড়াই** যাহাতে; অথবা, (ধানের ক্ষেত্রে) যাহাতে আঘাতপূর্ব্বক ঝাড়াই করা হয় এবং তারপরও যেটুকু থাকিয়া যায় তাহা মাড়াই করিয়া বাহির করা হয়। ◻ মাঠ হইতে তোলা ধানগাছের ঝাড়াই-মাড়াই করিয়া ধান পৃথক করিয়া লওয়া।

ঝাড়াঝাড়ি : ● **ঝাড়া** ও **ঝাড়ি**, অথবা, যাহা ঝাড়া হইয়াছে এবং যাহা ঝাড়া চলিতেছে। ◻ বিশেষ নাড়ানাড়ি।

ঝাড়ান : ● **ঝাড়া** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ ক্ষরিত করান ইত্যাদি। *

ঝাড়ু : ● **ঝাড়**[২] নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝাড়**[২] দিয়া ময়লাদি ঝাড়িয়া দেওয়া মাত্র হয় না, জমা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ◻ ঝাঁটা, সম্মার্জ্জনী।

ঝাড়ুদার : ● **ঝাড়ু** দেওয়া কর্ম্ম রহে যাহাতে; অথবা, যে **ঝাড়ু** দেয়।

ঝাণ্ডা : ● **ঝণ্ডা** হইতে জাত; অথবা, **ঝাণ** (সামাজিক ঝড়ের বা বিদ্রোহের বোধ অনকৃত বা চলমান হইয়া) উড্ডয়ন করে যাহাতে। ◻ বিদ্রোহীর পতাকা।

ঝানু : ● অনকৃত **ঝা** (... লড়াইকারী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, সাংসারিক সংগ্রামকারী অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক যাহাতে। ◻ পাকা, ধূর্ত্ত, চালাক।

ঝাপ : ● **ঝপ** হইতে জাত; অথবা, **ঝপ** করিয়া (উৎপাদিত ইচ্ছার আকস্মিক পতন দ্বারা) যাহা করা হয়; কিংবা, যাহা এত দ্রুত করা হয় যে পলক (**ঝপক**) পড়িতে (পতিত হইতে) দেয় না; অথবা, যাহা এত দ্রুত করা হয় যে ঠিকঠাক দেখাও যায় না। *

ঝাপট : ● **ঝাপ** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, **ঝাপ**করণের আকস্মিকতা পরিপার্শ্বে যেভাবে টঙ্কারিত হয়। ◻ জোরে আঘাত, পাখার আঘাত।

ঝাপটা : ● **ঝাপট**-এর আধার যে; অথবা, যে ঝাপটায়; কিংবা, যে-বাত্যাঘাতে বা শব্দে **ঝাপট**-এর আকস্মিক আবির্ভাব বা তিরোভাব ঘটে; কিংবা, যে সত্তা অকস্মাৎ **ঝাপটাইতে** আসিয়া শেষ মুহূর্ত্তে হঠাৎ থামিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যায়। ◻ পাখীর পাখার আঘাত,

ঝড়বৃষ্টির আকস্মিক আঘাত। ❋

ঝাপটান : ● **ঝাপটা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **হঠাৎ জাপটান**র হঠাৎ থামিয়া **তক্ষুনি** ফিরিয়া আসা চলে যাহাতে। ☐ **ঝাপট** মারা, পাখার ঝাপট মারা। ❋

ঝাপসা : ● **ঝাপ**-সমান (অবলোকন) যাহাতে; অথবা, **ঝপ** করিয়া তাকান বা দৃষ্টিপাতের একরৈখিক বিচ্ছুরণ থাকে যাহাতে; অথবা, যে **ঝপ**করণ এত দ্রুত করা হয় যে ঠিকঠাক দেখিতে পাওয়া যায় না। ◘ (লক্ষণার্থে) অস্পষ্ট, দৃষ্টি বহির্ভূত, ঈষৎদৃষ্টিসম্পন্ন।

ঝাবু : দ্র. **ঝাউ**।

ঝাম : ● **ঝম** হইতে জাত; অথবা, **ঝা** (ক্রোধ, রোষ, ক্ষুব্ধ তেজ, বিদ্রোহের আগুন ... ইত্যাদি) সীমায়িত যাহাতে। ◘ সন্তপ্ত।

ঝামক : ● **ঝাম** করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া একাদিক্রমে তাপ দেওয়া হয়; অথবা, যাহাকে অত্যধিক অগ্নিপ্রাপ্ত করা হয়। ☐ অতিপক্ব ইষ্টকা, ঝামা ইট (অল্প অগ্নিপ্রাপ্ত = আমা ইট)। ❋

ঝামটপুর : ● **ঝাম** টঙ্কারিত হইয়াছিল যে পুরে; অথবা, যে স্থান (কোনো কালে) রাষ্ট্র-বিরোধী যুদ্ধাদি করিবার (আগুন জ্বালাই-বার) উপক্রম করিয়াছিল বা রাষ্ট্রকে (কিংবা কোনো আক্রমণকারীকে) **ঝামটা** দিয়াছিল। ◘ **কাটোয়ার** নিকটবর্ত্তী গ্রাম।

ঝামটা : ● **ঝাম** টঙ্কারিত যে আধারে; অথবা, মনের জ্বালা বা তাপ-উত্তাপ টঙ্কারিত বা প্রকাশিত হয় যে আচরণে। ☐ রোষে অপ্রসন্ন মুখভঙ্গি, মুখভঙ্গে তাপের প্রকাশন।

ঝামর : ● **ঝাম** রহে যাহাতে; অথবা, তাপ-সন্তপ্ত হইয়া যে সত্তা **ঝামর**াইয়া গিয়াছে বা মলিন ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে; কিংবা, যাহা হইতে তাপ-সন্তাপ পুনরুদ্ধার করা হয়। ◘ ঢেকোর শাণপাথর, দাহময়, দগ্ধ ...।

ঝামরণ : ● **ঝামর** অন (চলমান) যাহাতে। ◘ ঝামরবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ।

ঝামরি : ● **ঝামর** সক্রিয় যাহাতে। ☐ মলিনা, বিবর্ণা। ❋

ঝামরী : ● **ঝামর** সক্রিয় যে আধারে। ☐ কাল গাই, সেরূপ গাইয়ের নাম।

ঝামরু : ● **ঝামর** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে সন্তাপন বা সন্তপ্ত-সত্তা প্রিয় রূপে প্রতিভাত। ☐ কালো কিন্তু ভালো।

ঝামা : ● **ঝাম**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া একাদিক্রমে তপ্ত; কিংবা, যাহা অত্যধিক অগ্নিপ্রাপ্ত। ☐ অতিপক্ব ইষ্টকা, ঝামা ইট (অল্প অগ্নিপ্রাপ্ত = আমা ইট)। ❋

ঝামেলা : ● **ঝাম** দিশাগ্রস্তভাবে লালিত যে আধারে; অথবা, সামাজিক তাপ-উত্তাপ বিশেষভাবে বিশেষদিকে যাওয়ার জন্য লালিত যাহাতে। ◘ ঝঞ্ঝাট, গোলযোগ। ❋

ঝাল১ : ● **ঝল** হইতে জাত; অথবা, এক প্রকার **জ্বলন** থাকে যাহাতে; কিংবা, জ্বলনস্থিত বা **ঝল** দ্বারা ছিদ্র মেরামত করা হয় যাহাতে। ☐ জ্বালাকর স্বাদ, লঙ্কা, তেজ, জ্বালা, ক্রোধজন্য গাত্রদাহ, আগুনের ঝালে ধাতুদ্রব্য বা তাহার ছিদ্রাদি পান দিয়া জোড়া।

ঝাল২ : ● **ঝল** হইতে জাত; অথবা, যাহাতে **ঝাল**-করণ বা মেরামতি করা হইয়াছে; কিংবা, যে স্থানে প্রতিবছর মেরামতি করিতে হয়, অথবা, যাহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার **ঝাল**-করণ হইয়া থাকে। ☐ সেচনী বা 'সিউনী' ঝাল, পঙ্কোদ্ধারপূর্ব্বক কূপাদি সংস্কার করা, স্মৃতি ঝালাই করা। ❋

ঝালা : ● **ঝাল**২-এর আধার যে; অথবা,

ঝল (জলনস্থিত) দ্বারা বা অন্য কোনো প্রকারে সংস্কার করা হয় যাহাতে। ◘ সংস্কার করা, তাল-লয়াদির বা সুরসংস্কারের নিমিত্ত সেতারের অতি দ্রুত ঝঙ্কার; (সাদৃশ্যে) কূপাদি বা ধাতুদ্রব্য সংস্কার করান।

ঝালাই : ● **ঝালা** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ঝাল**[১] দ্বারা ধাতুদ্রব্যের ছিদ্র মেরামত করা চলে যাহাতে। ◘ আগুনের সাহায্যে ঝাল দেওয়া, ঝালা।

ঝি : ● **ঝ** (প্রসূত বা উৎপাদিত সত্তা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে মানবসন্তান প্রসূত হইয়া প্রসূতির ধারাকে সক্রিয় করে। ◘ কন্যা, মেয়ে, (লক্ষণার্থে) কন্যাসদৃশী স্নেহপাত্রী, কন্যাতুল্যা পরিচারিকা।

ঝিঅর : ● **ঝি**-এর সমান অস্তিত্ব রহে যাহাতে। ◘ কন্যাতুল্যা স্নেহপাত্রী।

ঝিআরী (ঝিয়ারি) : ● **ঝিঅর**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **ঝি** এবং তৎসমান আর যাহারা থাকে। ◘ কন্যা, কন্যাতুল্যা স্নেহপাত্রী এবং অন্যান্য।

ঝিউ : ● **ঝি** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, **ঝি** যখন (পিতৃগৃহে আসিয়া) বউয়ের ন্যায় মাতার সংসারের দায়দায়িত্ব পালন করে। ◘ কন্যা।

ঝিউড়ি : ● **ঝিউ**-এর গড়ান-উড়ান সক্রিয় যে আধারে; অথবা, **ঝিউ** যখন পিত্রালয়ে ও শ্বশুরালয়ে সমানভাবে দায়দায়িত্ব পালন ও যাতায়াত করে। ◘ কন্যা।

ঝিঁক : ● **ঝিঁ** (উৎপাদিতের রহস্যরূপ সক্রিয়) হইয়া যাহা করে; অথবা, উনানের চারিদিকে উৎপাদিত হইয়া যে মৃৎপিণ্ড হাঁড়িকে ধরিয়া রাখে; কিংবা, স্বক্ষেত্র হইতে উৎপাদিত বাধার ব্যবস্থা রাখিয়া শত্রু শাসন করা হয় যাহাতে। ◘ ফেলিয়া মারা, নিবারণ করা, উনানের ঝিঁক।

ঝিঁকা : ● **ঝিঁক**-এর আধার যে; অথবা, **ঝিঁক** করণ করা থাকে যাহাতে। ◘ বেগে আঘাত বা ধাক্কা, নৌকা চালনার্থ জোরে হালের ধাক্কা।

ঝিক : ● **ঝি** (প্রসূত বা উৎপাদিত সত্তাকে সক্রিয়করণ) করে যে বা তদ্রূপ সক্রিয়করণ কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে উৎপাদিত সত্তা (তেজ, দীপ্তি, শক্তি, আঘাত, গতি ...) একবার সক্রিয় হয় বা পদক্ষেপ করে (একবার আত্মপ্রকাশ করে); কিংবা, 'ফিক করিয়া হাসা'র ন্যায় **ঝিক** করিয়া (মুহূর্তের জন্য আলো উৎপাদন করিয়া বা মুহূর্তের জন্য শব্দ উৎপাদন করিয়া ...) চলা যাহাতে। ◘ এক পা অগ্রসর হওয়া, অঙ্কুশঘাতে চালান।

ঝিকঝিক : ● **ঝিক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, বারংবার **ঝিক**-করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে উৎপাদিত (তেজ, শব্দ, গতি ... ইত্যাদি) পদে পদে অগ্রসর হয়। ◘ পদে পদে অগ্রসর হওয়া, দীপ্তিপ্রকাশ, দীপ্তভাবে।

ঝিকিঝিকি : ● **ঝিকি**-র (**ঝিক**-এর সক্রিয়তার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে পদক্ষেপের পর পদক্ষেপে (ধিকি-ধিকি করিয়া) অগ্রসর হওয়া চলে। ◘ পদে পদে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকা বা অগ্রসর হইতে থাকা।

ঝিকির : ● **ঝিকি** রহে যাহাতে; অথবা, প্রতি পদক্ষেপ সুচিহ্নিত করিয়া চলা থাকে যাহাতে; কিংবা, শিশুদের পায়ে পায়ে চলার গান যাহাতে। ◘ 'ঝিকির ঝিকির ঝিকির ঝা।'

ঝিকমিক : ● **ঝিক** ও **মিক** যাহাতে; অথবা, মুহূর্তের জন্য আলোর প্রকাশ (**ঝিক**) এবং

মুহূর্ত্তের মধ্যে নিভিয়া যাওয়া (**মিক**) যাহাতে। ❐ দীপ্তিপ্রকাশ, জ্যোৎস্নায় আলোকিত ভাব।

ঝিকিমিকি : ● **ঝিকি** ও **মিকি** যাহাতে; অথবা, **ঝিক** সক্রিয় যাহাতে ও **মিক** সক্রিয় যাহাতে। ❐ দীপ্তির প্রকাশ-অপ্রকাশ।

ঝিম : ● **ঝি** (উৎপাদিত সত্তার সক্রিয়তা) সীমায়িত যাহাতে (যে ঝরণে); অথবা, সুরাদি উৎপাদিত নেশা তন্দ্রাচ্ছন্নতায় (**ঝিম**-মারায়) সীমায়িত যাহাতে; কিংবা, মৎস্যাদির উৎপাদিত জৃম্ভণ জলের ভুড়ভুড়িতে সীমায়িত যাহাতে। ❐ তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, জড়ীভাব, জলের বুদ্বুদ, বৃষ্টির ফোঁটা-ভাব। *

ঝিমকিনি : ● **ঝিম**-করণ গতিশীল হইয়া সক্রিয়ভাবে চলমান যাহাতে। ❐ নেশা ইত্যাদির অবসন্নতাজন্য ঢুলনি।

ঝিমঝিম : ● **ঝিম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝিম**-করণ চলিতে থাকে বা ঝিমাইয়া পড়ে। ❐ দুর্ব্বলতা বোধ, অসাড়ভাব, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি।

ঝিমঝিমানি : ● **ঝিমঝিম**-এর আধার সক্রিয় ভাবে চলমান যাহাতে; অথবা, যাহাতে অতি দুর্ব্বল **ঝিম**-মারা বৃষ্টি চলিতে থাকে। ❐ ঝিমঝিম শব্দে বৃষ্টি। *

ঝিমলী : ● **ঝিম** লালিত হয় যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে সত্তা **ঝিমান**কে বা ক্রমক্ষীয়মানতাকে লালন করে; কিংবা, যে নারীর রূপ দেখিয়া দর্শকের **ঝিম** লাগিয়া যায় বা নেশা ধরিয়া যায়। ❐ ক্রমদুর্ব্বল বৃষ্টি, (সদর্থে) অতি সুন্দরী নারী, (কদর্থে) ক্রমদুর্ব্বলা বা ক্ষীণা নারী। (দ্র. **অতসী**)।

ঝিমা : ● **ঝিম**-এর আধার যে; অথবা, **ঝিম**-করণ থাকে যাহাতে; কিংবা যে ক্রমশ অবসন্ন হয়, ক্ষীয়মান হয়, বা **ঝিমায়**। ❐ অবসন্ন (নিঝুম) হইয়া থাকা।

ঝিমান : ● **ঝিম** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঝিম**-করণ চলতে থাকে যাহাতে। ❐ তন্দ্রাচ্ছন্নতা হেতু অবসন্ন হইয়া ঢুলা। *

ঝিল : ● **ঝি** (প্রসূত সত্তার সক্রিয়তা) লালিত যাহাতে; অথবা, প্রসূত শব্দ আলো জল ... ইত্যাদির প্রকাশ লালিত যাহাতে; কিংবা, চারিদিকের বৃষ্টিজল স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবে আসিয়া যে জলাশয়ে লালিত হয়। ❐ প্রভার স্বল্পপ্রকাশ (আলোর ঝিল), স্বভাব-জাত বৃহৎ জলাশয়বিশেষ (জলের ঝিল)।

ঝিলমিল : ● **ঝিল** ও **মিল** যাহাতে; অথবা, **ঝি** (আলোর প্রকাশ) লালিত যাহাতে এবং **মি** (প্রকাশের সীমায়ন) লালিত যাহাতে; কিংবা, যাহা ক্ষণে প্রকাশ ক্ষণে অপ্রকাশ করিতে থাকে। ❐ কম্পিত জ্যোতিপ্রকাশ।

ঝিলিক : ● **ঝিল**-কে সক্রিয় করে যে; অথবা, (প্রতিবিম্বিত আলোর প্রতিক্রিয়া হইতে জাত এবং) প্রসূত আলোর প্রকাশের লালনকে সক্রিয় করে যে; কিংবা, যাহা একপ্রকার চিকচিক করে। ❐ চমক, ক্ষণিক প্রভাপ্রকাশ বা বিদ্যুৎপ্রকাশ।

ঝিলিমিলি : ● **ঝিলি** ও **মিলি** যাহাতে; অথবা, **ঝিল** সক্রিয় যাহাতে এবং **মিল** সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, আলো-পাতা এবং কালো-পাতা দিয়া যে চিত্রপট খেজুর চাটাইয়ের ন্যায় বোনা থাকে। ❐ খড়খড়ি-বিশেষ, প্রভাতরঙ্গযুত।

ঝিল্লি : ● **ঝিল**-এর (প্রসূত ও লালিত শব্দের) লালন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সত্তা শব্দের **ঝিল**কে (শব্দ-সরোবরকে) সক্রিয়ভাবে লালন করে। ❐ বাদ্যবিশেষ, করতাল, ঝিঁঝিঁপোকা ...।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ঝু : ● ঝ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা প্রসৃত (ত্যক্ত, উৎপাদিত, বহির্গত, পতিত) হয় না, ঝুলিয়া থাকে; কিংবা, যাহা বহির্গত হইয়া চলিয়া যায় না, দ্বার হইতে বাইরে পা দিয়াই আপাতত দাঁড়াইয়া থাকে; অথবা, যাহা পাকাপাকি অবস্থান গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া আপাত বা সাময়িক রূপ (অবস্থান ... ইত্যাদি) গ্রহণ করে। ▢ 'ঝু ঝু পইয়া' (শিশুকে পায়ের পাতায় বসাইয়া দোলানোর গান)।

ঝুঁক : ● ঝুঁ (ঝ-এর রহস্যরূপকে নবরূপে উত্তীর্ণ) করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, যে সত্তা উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে সামনের দিকে নীচু হইয়া কী যেন খোঁজে; কিংবা, যে সত্তা কোনো বিষয়ে আকৃষ্ট হয় বা তদ্বিষয়ের পক্ষপাতী হয়। ▢ সামনে নত হওয়া, বিষয়বিশেষে অভিনিবিষ্ট হওয়া, পক্ষপাতী হওয়া, একতর পক্ষে টানিয়া কথা বলা।

ঝুঁকতি : ● ঝুঁক (...পক্ষপাত) তারণ সক্রিয় যাহাতে। ▢ দাঁড়িপাল্লার ঝুঁকতি।

ঝুঁকি : ● ঝুঁক সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (খোঁজার বা পাওয়ার জন্য) যতখানি নীচু হইলে বা ঝুঁক-করণ করিলে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, ততখানি ঝুঁক-করণ যাহাতে; কিংবা, যে পক্ষপাতিত্বের ভারে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ▢ কাজের ভার, জবাবদিহি, দায়িত্ব। ❋

ঝুঁটি : ● ঝুঁ (ঝ-এর রহস্যরূপ নবরূপে উত্তীর্ণ) হইয়া সক্রিয়ভাবে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে সক্রিয় ঝুট-করণের ভিতরে (মালিকানার) রহস্যরূপ থাকে। ▢ 'দ্বাদশ বর্ষের রাম শিরে পঞ্চঝুঁটি'। ❋

ঝুট : ● ঝু (ঝ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা প্রসৃত (উৎপাদিত, উদগত, উৎসৃষ্ট) হইয়া দুলিতে (ঝুলিতে) থাকে বা টঙ্কারিত হয়; কিংবা, মানুষের মাথায় উৎপাদিত হইয়া দুলিতে থাকে বা টঙ্কারিত হয় যে (যে 'আমি' বা 'আমার' বোধ, কেশ, চুল); অথবা, যে ঝুটকে মনের ও দেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও অবিচ্ছেদ্য নহে, তাহা ঝুটই বটে (তাই তাহা কাটিয়া দিলে দেহে ব্যথা হয় না, মাথা হাল্কা হয়)। ▢ 'আমার'বোধ, ব্যক্তিমালিকানার বোধ, চূড়া, স্থূল শিখা, মিথ্যা, 'ঝুট-ঝামেলা'।

ঝুটা : ● ঝুট-এর আধার যে; অথবা, ঝুট-করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা কাহারও দ্বারা উৎপাদিত বা উৎসৃষ্ট (উচ্ছিষ্ট) হইয়া থাকে। ▢ মিথ্যাবাদী, উচ্ছিষ্ট, এঁটো।

ঝুটাঝুটি : ● ঝুটা ও ঝুটি যাহাতে; অথবা, যাহাতে ঝুট-করণ করা হইয়াছে এবং ঝুট-করণ করা চলিতেছে; কিংবা, যাহাতে পরস্পরের ঝুটি ধরিয়া টানাটানি করা হয়। ▢ উৎপন্নের মালিকানা লইয়া টানা-হেঁচড়া, চুলাচুলি, তুমুল ঝগড়া।

ঝুটি : ● ঝুট সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে ঝুট-করণ চলিতে থাকে; কিংবা, মাথায় উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত হয় যে (যে 'আমার' বোধ, কেশ ইত্যাদি)। ▢ উৎপন্নের মালিকানার লালন ও বৃদ্ধিসাধন, (সাদৃশ্যে) কেশগুচ্ছের লালন ও বৃদ্ধিসাধন।

ঝুড় : ● ঝু-র (সত্তার গৃহীত সাময়িক রূপের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া বা গড়াইয়া গঠিত হইয়া আছে; কিংবা, এলোমেলো অংশ বাদ দেওয়া হয় যাহাতে। ▢ এলোমেলো ছড়ানো

অংশ, গাছের অনাবশ্যক শাখা কাটা, ঝুড়ে দেওয়া বা ছাঁটা।

ঝুড়ি : ● **ঝুড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝুড়**-করণ সক্রিয়ভাবে চলে; কিংবা, কোনো সত্তার ছড়ান-গড়ান এলোমেলো অংশ **ঝুড়**-করণ করিয়া বা ঝুড়িয়া জমা করা হয় যাহাতে। ⊓ কঞ্চি বাঁশ বা বেতের বেতি দিয়া বোনা চওড়ামুখ বড় পাত্রবিশেষ, ঝুড়ি-পরিমিত দ্রব্য।

ঝুড়িঝুড়ি : ● **ঝুড়ি**র পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ বহুঝুড়ি পরিমিত, প্রচুর, রাশি-রাশি।

ঝুন : ● **ঝু** (...ঝুলন্ত) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে ঝুলিয়া নড়িতেছে।

ঝুনঝুন : ● **ঝুন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে ঝুলিয়া বারংবার নড়ে (বলিয়া যে শব্দ উত্থিত হয়)। ⊓ নূপুরধ্বনি।

ঝুনা : ● **ঝুন**-এর আধার যে; অথবা, **ঝুন**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, সংসারে **ঝুন** করিয়া (নড়ানড়ি বা অস্থিরতা হইতে মুক্তির চেষ্টা করিয়া) বিস্তর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে যে। ⊓ পরিণতিপ্রাপ্ত, পাকা, ঝানু, বিচক্ষণ, কঠোর; (সাদৃশ্যে) **ঝুনা** নারিকেল।

ঝুপ[১] : ● **ঝু** (ঝুলন্ত) পতিত যাহাতে; অথবা, পুকুরের উপর ঝুঁকে থাকা আমগাছের ঝুলন্ত আমের পাকিয়া খসিয়া জলে পতন যাহাতে; কিংবা, তদ্রূপে জলে পড়িলে যে শব্দ হয়। ❒ ঝুলন্ত সত্তার জলে পড়ার শব্দ, জলে দাঁড় ফেলার শব্দ।

ঝুপ[২] : ● **ঝু** (ঝুলন্ত) পালিত যাহাতে; অথবা, উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয়ের জন্য পালন করা হয় যাহাতে; কিংবা, (প্রসূত বা উৎপাদিত সত্তাকে পাকাপাকি রূপ দিতে না পারায় তাহার), সাময়িক রূপ বা অবস্থানকে পালন করা হয় যেভাবে বা যাহাতে; অথবা, যাহা এখানে ওখানে সাময়িক বাসস্থান রূপে গড়িয়া উঠে (বা **ঝুপ[২]** করিয়া বসিয়া পড়ে)। ❒ **ঝোপ**, ঝুপড়ী।

ঝুপড়ী : ● **ঝুপ[২]**-এর গড়ানের সক্রিয় আধার যে; অথবা, সাময়িক বাসস্থান গড়িয়া উঠে যাহাতে। ❒ তৃণকুটীর, কুঁড়ে-ঘর।

ঝুম : ● **ঝু** (...ঝুলন্ত) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, নির্গত হইয়া কিন্তু আর গমন না করিয়া ঝুলিয়া থাকিয়া তদবস্থায় নিষ্ক্রিয় নীরব হইয়া থাকে যে। ❒ **নিঝুম**।

ঝুমকা : ● **ঝুম**করণের আধার যে; অথবা, ঝুলিয়া ঘণ্টার ন্যায় থাকে যে। ❒ একপ্রকার লতা ও তাহার ফুল।

ঝুমঝুমি : ● **ঝুম**-এর (সীমায়িত ঝুলন্তের) পুনরাবৃত্তি সক্রিয় যাহাতে; অথবা, একাধিক ঘণ্টার ন্যায় ঝুলন্ত বলিয়া ঝুম ঝুম শব্দ করে যে। ❒ খেলনাবিশেষ।

ঝুমুর : ● **ঝুম** (সীমায়িত ঝুলন্ত) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, ঝুলন্ত প্রত্যাশাদি আর সীমায়িত না থাকিয়া অগ্রসর হয় যাহাতে। ⊓ শৃঙ্গারবহুল রাগিনীর গীত; **ঝুমুর** গান।

ঝুল : ● **ঝু** (প্রসূতের প্রসব-সমাপ্তির অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থিতিরূপ বা সাময়িক রূপ) লালিত যাহাতে; অথবা, যে সত্তা প্রসূত হইয়া তৎপরবর্ত্তী পাকাপাকিরূপ গ্রহণ করে না, তাহার আগের কোনো সাময়িক রূপ গ্রহণ করিয়া তদবস্থায় লম্বমান থাকে; কিংবা, যাহা লম্বমান বা অসমাপ্ত থাকে বা ঝুলিয়া থাকে। ❒ অর্দ্ধসমাপ্ত, ঝুলে যাওয়া বা ঝুলে থাকা, নিম্নমানের বা খারাপ বস্তু, ধোঁয়ার কালি-মাখা মাকড়সার জাল, জামা-

প্রভৃতির লম্বমান অংশ বা নিম্নাভিমুখ প্রসার, দোলিত করা, দোল খাওয়া, লম্বিত হওয়া।

ঝুলটঙ্গী : ● **ঝুল** যে **টঙ্গী**; অথবা, যে টঙ্গী (উঁচু মাচা) ঝুলিয়া থাকে। ⊓ ঝুলান মঞ্চ।

ঝুলসন্ন্যাস : ● **ঝুল**-করণ করা হয় যে **সন্ন্যাস**-এ; অথবা, গাজনে ভারায় পা আট-কাইয়া ভক্তেরা অগ্নিশিখার উপরে ঝুলিয়া যাহা করেন। ⊓ গাজনের একপ্রকার আচরণ।

ঝুলন : ● **ঝুল** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঝুল**-করণ বা **ঝুল**-হওয়ন চলিতে থাকে। ⊓ দোলন, শ্রীকৃষ্ণের দোলনোৎসব।

ঝুলন্ত : ● **ঝুলন** তারিত যাহাতে; অথবা, যে লম্বমান আছে বা ঝুলিয়া আছে। ⊓ দোলায়মান, লম্বমান।

ঝুলা : ● **ঝুল**-এর আধার যে; অথবা, **ঝুল**-করণ থাকে যাহাতে। ⊓ দোলিত করা, দোল দেওয়া, দোলান, দোলা, সেতু, লছমনঝুলা।

ঝুলাঝুলি : ● **ঝুলা** ও **ঝুলি** চলে যাহাতে। ⊓ দুলাদুলি, টানাটানি।

ঝুলি : ● **ঝুল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ঝুল**-করণ করি; কিংবা, যাহা হাতে ঝুলাইয়া তাহাতে বহনযোগ্য দ্রব্যাদি লওয়া হয়। ⊓ কাপড়ের ছোট ঝুলা, থলি। *

ঝেঁপে : ● দিশাগ্রস্ত **ঝাঁপ** দিয়ে আসা যাহাতে; অথবা, যাহা ঝাঁপিয়া আসে। ⊓ ঝাঁপিয়া, ঝাঁপ দিয়া।

ঝোঁক : ● **ঝুঁক**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, ঝুঁকিয়া বা হেলিয়া থাকার ভাব যাহাতে; কিংবা, বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বিশেষ দিকে হেলিয়া থাকার ভাব থাকে যাহাতে। ⊓ পক্ষপাত, অনুরাগ, আগ্রহ, একতর পক্ষে টান, তুলাদণ্ডের ঝুঁকিয়া থাকা।

ঝোঁকা : ● **ঝোঁক**-এর আধার যে; অথবা, **ঝোঁক-কর্ম্ম** করা হয় যাহাতে। ⊓ পক্ষপাতী হওয়া, এক পক্ষে টানা, অনুরক্ত হওয়া।

ঝোড় : ● **ঝুড়**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যে গাছ-গাছালিতে যথেষ্ট এলো-মেলো অংশ থাকে। ⊓ গুল্মরাজি, লতাদি-গহন, ঝোপ, (সাদৃশ্যে) সমুদ্রের খাড়ী ...।

ঝোড়া : ● **ঝোড়**-এর আধার যে। ⊓ খুব বড় ঝুড়ি।

ঝোপ : ● **ঝুপ**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহা (ঝড়ের বা অন্য কিছুর কারণে) বৃক্ষরূপে উচ্চগমন করিতে না পারিয়া আপাতত চারিদিকে ছড়াইয়া বসিয়া পড়িয়াছে; কিংবা, পণ্য উৎপাদন করিয়া বিক্রয়ের নিমিত্ত পালন করা হয় যাহাতে (যে **নিকুঞ্জে**); অথবা, পণ্য-নিষিদ্ধকারী রাষ্ট্রের রাজপুরুষেরা ঠিকঠাক **ঝোপ** বুঝিয়া **কোপ** মারেন যাহাতে (যে **নিকুঞ্জে**)। ⊓ রাষ্ট্রচক্ষুর আড়ালে চলা কুটীরশিল্পের কার-খানা, কুঞ্জবন, (সাদৃশ্যে) গুল্মগহন।

ঝোপড়া : ● **ঝোপ**-এর গড়ান যে আধারে; অথবা, যে সাময়িক বাসস্থান **ঝোপ**-এর মতো চারিদিকে গড়াইয়া বা ছড়াইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ⊓ পর্ণশালা, কুঁড়েঘর।

ঝোল : ● **ঝুল**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহা পাত্র হইতে উপচিয়া ঝুলিয়া পড়ে। ⊓ ব্যঞ্জনের জলীয়াংশ, সূপ, যূষ। *

ঝোলা : ● **ঝোল**-আধার যে; অথবা, যাহাতে **ঝোল**-এর ন্যায় বস্তু থাকে; কিংবা, যাহা ঝোলান অবস্থায় বহন করা হয়। ⊓ ঝোলের মত (ঝোলাগুড়), বড় ঝুলি বা থলি। *

ট

ট : ● টঙ্কার যাহাতে বা টঙ্কার করে যে; অথবা, যে খণ্ডসত্তা আপনাতে আপনি পূর্ণ বলিয়া জানান দেয়; কিংবা, যাহাতে অখণ্ডের গুণধারী খণ্ডসত্তা আপন অস্তিত্বের চূড়ায় (পরিধিতে) পৌঁছিয়া টঙ্কার করে; অথবা, যে নিজের বা অন্যের পরিধিতে (বহিরঙ্গে) আঘাত করে। ◘ টঙ্কারী, একট, দুট, বামন।

টং : ● ট-এর (টঙ্কারীর) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, উদ্দেশ্যময় টঙ্কার (ট) বা আঘাত যাহাতে; কিংবা, নিজের বা অন্যের বহিরঙ্গে যথোপযুক্ত আঘাত বা টঙ্কার করিয়া রহস্যময় উদ্দেশ্যের বা ইচ্ছার প্রকাশ করা হয় যাহাতে; অথবা, সত্তার যে-পরিধি (বহিরঙ্গ বা চূড়া) হইতে ট-এর (টঙ্কারীর) রহস্যময় ইচ্ছা বিচ্ছুরিত হয়। ◘ কাঁসি বা টিকারার শব্দ, বাজাঘড়ির শব্দ, তুঙ্গ স্থান। ✱

টংয়সটংয়স : দ্র. **টঙ্গসটঙ্গস**।

টক : ● ট (টঙ্কার) করে যে; অথবা, যাহা (জিহ্বায়) মৃদু আঘাত করে; কিংবা, যাহা 'কট' (কাটিব, কামড়াইব) করিয়া আসিয়া বহিরঙ্গে লাগে; অথবা, যাহা মৃদু আঘাতে উদ্দীপ্ত করে। ◘ টক লাগিলে জিহ্বার শব্দ, অম্ল, গাড়োয়ানের জিহ্বার শব্দ, শুষ্ক কাষ্ঠাদির উপর মৃদু আঘাত-জনিত শব্দ।

টকটক : ● **টক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহার মধ্যে **টক**ভাব থাকে। ◘ টকটক স্বাদ বা গন্ধ। ✱

টকটকে : ● **টক**-এর পুনরাবৃত্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, (লাল রঙের ক্ষেত্রে) যাহা এত প্রখর (টকটক) যে চোখে লাগে।

টক্কর : ● **টক**-করণ করা হয় যাহাতে; অথবা, **'টক কর'** বা 'আমি আঘাত করিলাম, তুমিও আঘাত কর' — এইরূপ আচরণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, আঘাত করিয়া বিপরীত পক্ষের অগ্রগতি আটকানো হয় যাহাতে। ◘ হোঁচট, ধাক্কা, প্রতিযোগিতা, ঠোকাঠুকি।

টঙ্ক : ● টং করে যে বা উদ্দেশ্যময় আঘাত করে যে; অথবা, অন্যের বা নিজের বহিরঙ্গে টং করে (বা রহস্যময় ইচ্ছার প্রকাশ করে) যে; কিংবা, যে কুপিত হইয়া অন্যের বহিরঙ্গে আঘাত করে; অথবা, ছেদন বা খনন কাজে ব্যবহৃত লৌহনির্মিত অস্ত্র (যাহাতে)। ◘ পাষাণভেদন অস্ত্র, টাঙি, খনিত্র, টাকা, টাঁকশাল, মজবুত, পরিপক্ক।

টঙ্কক : ● **টঙ্ক** করে যে; অথবা, যাহা সভ্যমানুষের মনে **টঙ্ক** (টং করিয়া আঘাত-করণ) করে। ◘ মুদ্রা, টাকা।

টঙ্কণ : ● টং-এর (উদ্দেশ্যময় আঘাতের) **কণ** থাকে যাহাতে; অথবা, সত্তার পরিধিতে যে **টং**-এর **কণা** থাকে; কিংবা, কোনো দেশ জাতি ব্যক্তি বা সংস্থার **টঙ্ক**-করণের বোধ থাকে যাহাতে। ◘ সীমাসুরক্ষণ বা বহিরঙ্গ -মার্জ্জন, কোপ-প্রকাশন, সোহাগ করণ।

টঙ্কন : ● **টঙ্ক** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টঙ্ক**-করণ চলিতে থাকে; কিংবা, যাহাতে আগ বাড়াইয়া বলা হইয়া থাকে। / যাহার দ্বারা বন্ধন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◘ উল্লেখ, পূর্ব্বসূচনা করা, সোহাগা, পান দিয়া ঝালা, টাঁকা-বাঁধা।

টঙ্কপতি : ● যিনি **টঙ্ক**-এর পতি। ◘ টাঁকশালের অধ্যক্ষ বা পতি।

টঙ্কবিজ্ঞান : ● **টঙ্ক** বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকে যাহাতে। / বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের মুদ্রা-বিষয়ক বিদ্যা (যাহাতে)। (ঢা.অ.)। ◘ **টঙ্কবিদ্যা**।

টঙ্কবিদ্যা : ● **টঙ্ক** বিষয়ে বিদিত হওয়া যায় যাহাতে। ◻ মুদ্রাজ্ঞানশাস্ত্র।

টঙ্কশালা : ● **টঙ্ক**-এ শক্তিযোগের আধার লালিত যাহাতে; অথবা, যে-কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তিনিষেক পূর্ব্বক **টঙ্ক** প্রসূত হয়। ◻ টাঁকশাল, মুদ্রা প্রস্তুত করার স্থান।

টঙ্কা : ● **টঙ্ক**-এর আধার যে; অথবা, যে স্থান-কাল-পাত্রে **টঙ্ক** থাকে; কিংবা, যেখানে হাত চাপড়াইয়া মল্লযোদ্ধা বিপরীত পক্ষকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে; অথবা, যে ক্ষত্রশক্তি (পুলিশ-মিলিটারি) কোপ প্রকাশ করে। ◻ জঙঘা, **তারাদেবী (ক্ষত্রগণ)**, টাকা।

টঙ্কানক : ● **টঙ্ক** গিয়া লাগে যে বৃক্ষে (গাছে, ব্যবস্থায়); অথবা, যে অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-পরিবারগুলি জনসাধারণের কিংবা রাজার কোপের কারণ হইয়াছিল। / টঙ্কের (কোপের) আনক (প্রাপক) যে। (ছা.অ.)। ◻ ব্রহ্মদারু-বৃক্ষ, বামনগাছা।

টঙ্কার : ● **টঙ্কা** রহে যাহাতে; অথবা, **টঙ্ক**-এর আধার রহে যাহাতে। ◻ বিস্ময়হেতুক বা কোপপ্রকাশক শব্দ, প্রসিদ্ধি, জ্যা ধ্বনিত করা, টঙ্ক বা টাকা টং করিয়া বাজান।

টঙ্কারণ : ● **টঙ্কার** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টঙ্কার**-করণ চলিতে থাকে। ◻ টঙ্কার-করণ, গুণাকর্ষণ।

টঙ্কারী : ● **টঙ্কার**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **টঙ্কার** করে যে। ◻ টঙ্কারকারী, টঙ্কারযুক্ত, তারাদেবী।

টঙ্কিণী : ● **টঙ্ক** সক্রিয় রূপে চলমান থাকে যে আধারে; অথবা, যে সত্তা সক্রিয়ভাবে **টঙ্ক** করিয়া থাকেন। ◻ টঙ্কধারিণী, অসি-ধারিণী কালী।

টঙ্কিত : ● **টঙ্ক** সক্রিয় তারিত যাহাতে। / যাহা টাঁকা হইয়াছে; অথবা, যে ধনুকের ছিলার ধ্বনি (কৃত) হইয়াছে। (ছা.অ.)। ◻ উল্লিখিত, বিজ্ঞাপিত, বদ্ধ, শব্দিত।

টঙ্গ : ● **টং**-এর (উদ্দেশ্যময় আঘাতের) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, **টং** (উচ্চস্থান) হইতে আঘাতের গমন চলে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা **টং**-করণেচ্ছা (উদ্দেশ্যময় আঘাত করিবার ইচ্ছা) গমন করে; অথবা, যাহা **টং** করিতে করিতে গমন করে। ◻ পরশু-বিশেষ, খনিত্র, জঙঘা ...।

টঙ্গন : ● **টঙ্গ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টঙ্গ**-করণ চলিতে থাকে; কিংবা, যাহাতে কোনো সত্তা অন্য কোনো সত্তার (স্থান-কাল-পাত্রের) বহিরঙ্গে গিয়া **টং** করিয়া লাগিয়া থাকে। ◻ কুড়ুল মারা, গট গট করিয়া হাঁটা, সোহাগা।

টঙ্গসটঙ্গস : ● **টঙ্গস**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, **টং** করিতে করিতে গমন ক্ষুণ্ণ বা অবশেষপ্রাপ্ত যাহাতে, তাহার পুনরাবৃত্তি; কিংবা, কোনো মতে হাঁটা চলে যাহাতে (যে আচরণে)। ◻ দুর্ব্বলতা হেতু গমনে ঠেঙে ঠেঙে (জঙঘায়-জঙঘায়) লাগার ভাব, নেঙড়াইয়া হাঁটার ভাব।

টঙ্গী : ● **টঙ্গ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে স্থানকালপাত্রে সক্রিয়ভাবে **টঙ্গ** চলে। ◻ উঁচু মাচা, উচ্চ বিলাসভবন, প্রাসাদ চূড়াস্থ গৃহ, বলভী।

টন : ● টঙ্কারী (ট) অনকৃত বা না-কৃত (ন) যাহাতে; অথবা, টঙ্কার সক্রিয়করণপূর্ব্বক প্রেরণ বা টঙ্কার গ্রহণপূর্ব্বক নিষ্ক্রিয়করণ থাকে যাহাতে (যে আধারে); কিংবা, প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ টঙ্কার নির্গত হইয়া ছোটে যাহা হইতে। ◻ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ইচ্ছাসমূহ, স্মৃতি,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

(সাদৃশ্যে) তূণ, ওজনে এক **টন** বা ১০০০ কেজি পরিমাণ, শক্ত দ্রব্য দ্বারা ধাতব পদার্থে আঘাতের শব্দ।

টনক : ● **টন** করে যে বা **টন** কৃত যাহাতে; অথবা, মানবমনে উদগত ইচ্ছার সক্রিয়-করণপূর্ব্বক প্রেরণ এবং আগত ইচ্ছার গ্রহণ ও নিষ্ক্রিয়করণ করে যে। (দ্র. **টঙ্ক**)। ▫ মানবমনের তুঙ্গ বা ইচ্ছাভাণ্ডার, স্মৃতির আসন, মজবুত (টন্‌কো), জ্ঞান, বোধ।

টনক-নড়া : ● **টনক** নড়ে যাহাতে; অথবা, মানবমনের তুঙ্গ নড়ে যাহাতে; কিংবা, মানব-মনের অধিকারী বা ইন্দ্রিয়সমূহের অধীশ্বর (আত্মা বা ইন্দ্র) বিচলিত হয় যাহাতে। ▫ মনের অধীশ্বরের বিচলন, স্মৃতিস্থানের বিচলন, চৈতন্যের উদ্রেক, জ্ঞানোন্মেষ, হুঁশ হওয়ন।

টনটন : ● **টন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, **টন**-করণের বা উদগত ইচ্ছার প্রেরণের পুনঃপুনঃ চেষ্টা যাহাতে (ফলত তার জন্য ব্যথাবোধ যাহাতে); কিংবা, উদগত ইচ্ছা বহিষ্কার চেষ্টার ব্যথায় যাহা **টনটন** করে; অথবা, আগত ইচ্ছার আঘাতের ব্যথায় **টনটন** করে যে। ▫ স্বোদগত বা বহিরাগত আঘাতের বেদনাজন্য পীড়াবোধ।

টনটনানি : ● **টনটন** ব্যথার চলমানতা সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা **টনটন** করিতেছে। ▫ যন্ত্রণা, টাটানি, প্রবল বেদনা।

টনটনে : ● যাহা **টনটন** করে; অথবা, আধেয়র আধিক্যে পরিপূর্ণ যে; কিংবা, অত্যধিক আধেয়র কারণে বেদনাবোধ যাহাতে। ▫ সম্পূর্ণ, অতিস্ফীত, টানটান, ব্যথিত।

টনন : ● **টন** অর্ন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে টঙ্কার সক্রিয়করণ ও প্রেরণ এবং টঙ্কার গ্রহণ ও নিষ্ক্রিয়করণ চলিতে থাকে; কিংবা, উদগত বা আগত ইচ্ছার দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ন চলে যাহাতে। ▫ টনটনে হওয়া, পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ হওয়া।

টনশীল : ● **টন**-করণশীল যে; অথবা, যে মাঝেমধ্যে **টন**করণ (আঘাত) করে। ▫ আলজিভ, লুড়লুড়ি বা লল্লুড়ি।

টনিক : ● **টন**-কে সক্রিয় করে যে; অথবা, **টন**-কর্ম্মকে (পরিপুষ্ট হওয়নকে) সজীব-সক্রিয় করে যে শক্তিদায়িনী। ▫ সালসা, বলকর ঔষধ।

টপ : ● ট (অস্তিত্বের চূড়ায় স্থিত টঙ্কারীর টঙ্কার) পালিত যাহাতে; অথবা, টঙ্কারের বিচ্ছুরণকে স্কন্ধে লইয়া বিচ্ছুরিত হয় যে; কিংবা, টঙ্কারকে স্কন্ধে লইয়া ছিটকাইয়া দূরে যায় যে; অথবা, টঙ্কারীর পতন যাহাতে। ▫ উচ্চস্থান, চূড়া, চূড়া হইতে পতনের ভাব, লাফ দেওয়ার ভাব, শীঘ্রতা, ত্বরা, তরলদ্রব্য পতনের শব্দ।

টপকা : ● **টপ** করণের আধার যে; অথবা, **টপ** করণ চলে যে আচরণে; কিংবা, (রান্নার ক্ষেত্রে) মাঝের কয়েকটি প্রক্রিয়া না করিয়া বা ডিঙাইয়া (**টপকাইয়া**) যে ব্যঞ্জন রান্না করা হয়। ▫ লাফাইয়া পার হওয়া, প্রক্রিয়া-ডিঙান ব্যঞ্জন বা **টপকা**-রান্না।

টপকান : ● **টপকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টপকা**-করণ চলিতে থাকে। ▫ উল্লঙ্ঘন, ডিঙাইয়া যাওয়া।

টপটপ : ● **টপ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, **টপ**-এর পর **টপ** চলে যাহাতে; কিংবা, টঙ্কারীর পতন ক্রমান্বয়ে চলে যাহাতে। ▫ জলাদির বিন্দুপাতের শব্দ।

টপাটপ : ● একাদিক্রমে টঙ্কারীর পালন-পূর্ব্বক বিচ্ছুরণ চলে যাহাতে; অথবা, যাহা

অতি দ্রুত পদক্ষেপে ঘটিয়া যায়। ⌐ অশ্বের খুরের শব্দ, অতিশীঘ্র।

টপ্পা : ● **টপ** পালিত হয় যে আধারে; অথবা, যাহাতে তালের ক্রম-ডিঙান দ্রুত লয়ের অগ্রগমন থাকে। ⌐ সংক্ষিপ্ততর গানবিশেষ।

টর : ● টঙ্কারী (ট) আবর্ত্তমান যাহাতে; অথবা, যাহাতে টঙ্কারী আপন পরিধির ভিতরে ঘুরিতে থাকে। ⌐ নেশায় টলিত, মাতাল।

টরক : ● **টর** করে যে; অথবা, আবর্ত্তনমূলক গমন যাহাতে; কিংবা, যে ঘূর্ণমান অবস্থায় হঠাৎ খানিকটা চলিয়া যায়। ⌐ দ্রুত যাওয়া।

টরটর : ● **টর**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে ঘূর্ণমান অবস্থায় হঠাৎ হঠাৎ খানিকটা করিয়া চলিতে থাকে বা অনিশ্চিত-পদসঞ্চারে হাঁটে। ⌐ সত্বর এলোমেলো যাওয়া, এদিক ওদিক নড়ে নড়ে যাওয়া।

টল : ● ট (আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ টঙ্কারী) লালিত যাহাতে; অথবা, যে টঙ্কারী আপন পরিপূর্ণতাজন্য উচ্ছলিতভাব লইয়া বিদ্যমান থাকে; কিংবা, যাহা পড়িবে পড়িবে করে, বা **টলটল** করে, অথবা **টলে** (কিন্তু পড়ে না)। ⌐ বিচলিত হওয়া, কম্পিত হওয়া, নড়া, দুলা, হেলা।

টলটল : ● **টল**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা একবার এদিক হইতে ওদিকে এবং পরের বারই ওদিক হইতে এদিকে চলিত হয় বা নড়ে; কিংবা, কানায় কানায় পরিপূর্ণ পাত্রে তরল পদার্থে সামান্য আন্দোলিত হওয়ার ভাবপ্রকাশ যাহাতে। ⌐ চঞ্চল, তরঙ্গিত, কম্পমান, পরিপূর্ণতাজন্য উচ্ছলিতভাব, দোলনের ভাব।

টলন : ● **টল** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টল**-হওয়ন চলিতে থাকে। ◻ নড়ন, বিক্লব, বিহ্বলীভাব।

টলমল : ● **টল** ও **মল** যাহাতে; অথবা, যাহা একবার উচ্ছলিত হইয়া পড়িতে যায় (নড়ে বা **টলে**), পরের বারই 'সীমায়িত হইয়া লালিত' (**মল**) হইতে ফিরিয়া আসে (নড়ে বা **মলে**); কিংবা, যাহা একবার পড়িবার জন্য নড়ে এবং তারপরই পূর্ব্ববৎ থাকিবার জন্য নড়ে। ⌐ নড়ানড়ি, ভরপুর, পরিপূর্ণতা-জন্য উচ্ছলভাব ... ইত্যাদি।

টলা : ● **টল**-এর আধার যে; অথবা, **টলন** থাকে যাহাতে; কিংবা, পতনোন্মুখ হওয়া থাকে যাহাতে। ◻ বিচলিত হওয়া, নড়া, পড়িব পড়িব ভাব করা।

টলান : ● **টলা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **টলা**করণ চলমান যাহাতে; কিংবা, যাহাতে নড়ান হয়। ◻ বিচলিত করা, নাড়ান।

টা : ● ট-এর (টঙ্কারীর) আধার যে; অথবা, টঙ্কারী থাকে যাহাতে; কিংবা, খণ্ড কিন্তু এক প্রকার গোটা সত্তা আপন অস্তিত্বের জানান দেয় যাহাতে। ⌐ খণ্ড, টুকরা, এক**টা**, দু**টা**। *

টাঁড় : ● টঙ্কারীর রহস্যরূপের আধার গড়ায় যাহাতে। ◻ ছোট টিলা বা টিলাময় পাহাড়। দ্র. **তাঁড়**।

টাক : ● **টক** হইতে জাত; অথবা, **টা** (গো**টা**) কৃত যাহাতে; কিংবা, যাহা আঘাত করিয়াছে বা আহত হইয়াছে; অথবা, যাহা 'আহত-হইয়া-সুখলাভ'-এর আশায় থাকে কিংবা 'আহত-হইয়া-দুঃখপ্রাপ্তি'-র আশঙ্কায় থাকে; কিংবা, আহত হইবার আশঙ্কায় যাহার 'আমিত্বের অহংকার' (**ইন্দ্রত্ব**) লুপ্ত হইয়াছে বা মাথার চুল উঠিয়া গিয়াছে। ◻

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ঘণ্টাটাক, পোয়াটাক, প্রায় তৎপরিমাণ বা তৎসংখ্যক, টেকে বসে থাকা, আশা-আশঙ্কায় থাকা, মস্তকের কেশহীনতা, ইন্দ্রলুপ্ত।

টাক-ডুমাডুম : ● **টাক**-এর পরে **ডুমা**-কৃত **ডুমসমূহ** যাহাতে; অথবা, মৃদু আঘাতের পর পর **ডুমাকৃত ডুমসমূহ** যাহাতে; কিংবা, **টাক**করণের পরে **ডুমুরে**র মতো **ডুমা ডুমা** করে কাটা কাটা শব্দসমূহ প্রকাশিত যাহাতে। দ্র. **ডুম**। ❒ মাদলের শব্দ।

টাকন : ● **টাক** (আহত হইয়া সুখলাভের আশা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, টক ঝাল ইত্যাদি খাইয়া ব্যথাসুখের টঙ্কার তোলা থাকে যাহাতে।

টাকনা : ● **টাকন**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা সুখব্যথা লাভকরণ চলিতে থাকে। ❒ অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে চাটনির মতো অল্প করিয়া খাওয়ার ব্যঞ্জন।

টাকরা : ● **টাক** রহে যে আধারে; অথবা, জিহ্বার আঘাত যে স্থানে গিয়া ঠেকে। ❒ তালু, আলজিভের মতো আল**টাকরা**)।

টাকা : ● **টাক**-এর আধার যে, কিংবা, **টাক**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, মানবমন যাহা দ্বারা আঘাত পাইবার আশা-আশঙ্কায় থাকে; কিংবা, যাহার জন্য সভ্যমানুষ **টাকিয়া** (**টেকে**) বসিয়া থাকে। ❒ রীতিপুষ্প, মুদ্রাবিশেষ।

টাকার : ● **টাকা** (...আঘাত) রহে যাহাতে; অথবা, **টাক**করণের (সুখব্যথার) আঘাত করা হয় যাহাতে। ❒ টোকা, অঙ্গুলির আঘাত, সামান্য আঘাত।

টাকি : ● **টাক** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, টঙ্কারিত (আহত) হইবার আশা-আশঙ্কা-করণ চলে যাহাতে। ❒ শুভাশুভের প্রতীক্ষা করা (কী **টাকিলে**, আর কী হইল!)

টাকিয়া-বসা : ● **টাক**করণ (সুখব্যথা) লাভের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকা হয় যাহাতে। ❒ প্রতীক্ষায় থাকা।

টাকী : ● **টাকি**র আধার যে; অথবা, যে স্থান-কাল-পাত্র **টাকিয়া** থাকে; কিংবা, যে স্থানে লোকে আঘাত পাইবার আশা-আশঙ্কায় থাকিত। ❒ ইচ্ছামতী নদী সংলগ্ন গঞ্জ।

টাঙ্গ : ● **টঙ্গ** হইতে জাত; অথবা, **টঙ্গ**-করণ বা **টঙ্গন** কর্ম্ম হইতে যাহা ঘটে; কিংবা, যেখানে **টঙ্গ** (টং করিতে গমন) করা হইয়াছিল সেখানে আটকাইয়া (ঝুলিয়া) থাকিয়া যাওয়া ঘটে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **টঙ্গ**-করণ হয় বা আঘাত করিতে যাওয়া হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা ভূমিতে গট গট করিয়া আঘাত করা হয় বা **টং টং** করিয়া হাঁটা হয়। ❒ ঝুলাইয়া বাঁধা, টানান, খাটান, পরশু, জঙঘা, ঠ্যাঙ, (হিন্দিতে টাঙ)।

টাঙ্গন : ● **টাঙ্গ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টাঙ্গ**-করণ করা চলিতে থাকে; কিংবা, দেয়ালে **টঙ্গন** (উদ্দেশ্যময় আঘাতের জন্য গমন) করিতে গিয়া সেখানেই ঝুলিয়া থাকা চলে যাহাতে। ❒ দোলন, ঝুলন, পর্ব্বতীয় অশ্ববিশেষ, পাহাড়ী টাট্টু, দোলন, ঝুলন, টাঙন।

টাঙ্গা : ● **টাঙ্গ**-এর আধার যে; অথবা, **টাঙ্গ** করণ (টাঙ্গান) থাকে যাহাতে; কিংবা, যে গাড়ী **টাঙ্গায়** (পাহাড়ী ঘোড়ায়) টানিয়া লইয়া যায়। ❒ ঝুলাইয়া বাঁধা, লটকান ... একাগাড়ী।

টাঙ্গান : ● **টাঙ্গা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টাঙ্গ**-করণ করা চলিতে থাকে। ❒ ঝুলাইয়া বাঁধা, খাটান, লটকান।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

টাঙ্গী : ● **টাঙ্গ** সক্রিয় থাকে যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা **টাঙ্গ** (অন্যসত্তার বহিরঙ্গে গিয়া উদ্দেশ্যময় আঘাত) করা হয়। ☐ ক্ষুদ্র টঙ্ক, কুঠারিকা, কুড়ালী।

টাট : ● **টা** (টঙ্কারী) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, টঙ্কারীকে টঙ্কারিত করে যে আধার (আড়ম্বর); কিংবা, যে সামাজিক আসন-ভূষণাদির মাধ্যমে টঙ্কারী তাহার নবার্জ্জিত গৌরবাদির টঙ্কার করে; অথবা, যাহা (যে-**টাট**) বাসি হইলে বা স্থির রূপ গ্রহণ করিলে আভিজাত্যমূলক জাঁকজমক বা **ঠাট**-এ পরিণত হয়; কিংবা, যে **টাট**করণ (আড়ম্বর) ক্রমে মিথ্যাচারে পরিণত হয় এবং দুঃখের কারণ হয়। ☐ আধার, থালী, পূজার সজ্জাবিশেষ, ঠাকুরের পালঙ্ক, মহাজনের গদী, আড়ম্বর, মায়াজাল, আড়ম্বর-করণ।

টাটক : ● **টাট** করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, আড়ম্বরের মাধ্যমে সদ্য-অর্জ্জিত গৌরবের ঘোষণা করে যে। ☐ (লক্ষণার্থে) মোহ, বিস্ময়।

টাটকা : ● **টাটক**-এর আধার যে; অথবা, **টাট**কারী থাকে যাহাতে; কিংবা, **টাট** করে যে সত্তা; অথবা, গন্ধাদি পঞ্চগুণের মাধ্যমে সদ্যোজাতের আড়ম্বর (**টাট**করণ) বা আত্মগৌরব ঘোষণা করে যে; কিংবা, যাহা তৎকাল সৃজিত হইয়াছে। ☐ তাৎকালিক, সদ্যঃপ্রস্তুত, নূতন, তাজা, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত (ফুল), জলজীয়ন্ত (মাছ), সদ্যঃপ্রাপ্ত (খবর), গরম-গরম (ভাজা), তখনি দোহা (দুধ)।

টাটা : ● **টাট**-এর (আড়ম্বর করার) আধার যে; অথবা, টঙ্কারী গিয়া টঙ্কারিত হয় যে আধারে; কিংবা, যাহা অন্যকে আঘাত করিবার জন্য **টাট** করে বা **টাটায়**; কিংবা, অন্যে যাহাতে আসিয়া **টাট** করে বা আঘাত করে। ☐ যন্ত্রণাযুক্ত হওয়া, যন্ত্রণাবোধ করা।

টাটান : ● **টাটা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **টাটা**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ⌐ টনটন করা, যন্ত্রণাবোধ হওয়া, লিঙ্গোত্থান।

টাটী : ● **টাট** সক্রিয় থাকে যে আধারে; অথবা, যাহাতে অন্যে আসিয়া **টাট**করণ করিয়া আটকাইয়া যায় (ভিতরে ঢুকিতে পারে না)। ☐ বাঁশ শর ইত্যাদির আগড়, ঝাঁপ, ঘরের বেড়া, ধোঁকার **টাটী**।

টাটু : ● টঙ্কারীর টঙ্কার নবরূপে উত্তীর্ণ (অটঙ্কারে) যাহাতে; অথবা, যে ঘোড়া প্রায় গাধায় পরিণত হইয়াছে। ☐ খর্ব্ব অশ্ববিশেষ।

টান : ● **টন** হইতে জাত; অথবা, **টন**-করণের ফলে স্বপক্ষে যাহা অনুভূত হয়; কিংবা, যাহাতে টঙ্কার প্রেরণ (**টন**) সজোরে চলিতে থাকে এবং বিপরীত পক্ষে টঙ্কার গ্রহণ (**টন**) সজোরে চলিতে থাকে (ফলে প্রেরকের ক্ষেত্রে টান পড়ে)। ☐ আকর্ষণ, কষা, জোরে পানকরণ, আঁট, বিস্তার, প্রসার, আসক্তি, মমতা, বিক্রমের বেগ, স্রোতোবেগ, পণ্যের চাহিদা বা কাটতি, কথার উচ্চারণে স্বরের বিশেষত্ব, লেখনের বা রেখাপাতের ভঙ্গি।

টানা : ● **টান**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **টান**-করণ থাকে। ☐ আকর্ষণ করা, প্রসারিত করা, বিস্তৃত করা, লম্বা করা, প্রসারিত করিয়া ঝুলান ... আকৃষ্ট, প্রসারিত, লম্বিত ...।

টানাটানি : ● **টানা** ও **টানি** যাহাতে; অথবা, যাহা **টান-করা** হইয়াছে এবং যাহাতে **টান**-করা সক্রিয় আছে। ☐ পরস্পর টানা, বারংবার টানা, পীড়াপীড়ি ...।

টানাপড়েন : ● **টানা** ও **পড়েন** যাহাতে; অথবা, যাহাতে একদিকের সূতা দিগন্তের

দিকে যায় এবং অন্য দিকের সূতা উপর দিক হইতে পড়ে; কিংবা, যাহাতে একদিকের টানে বিপরীত পক্ষ পড়িয়া যায় এবং তার পর বিপরীত পক্ষের টানে প্রথম পক্ষ পড়িয়া যায়। ❐ কাপড়ের দৈর্ঘ্যের ও বিস্তারের সূতা; সম্বন্ধের টানাটানি ও তার ফল।

টানেল : ● **টান** দিশাগ্রস্তভাবে লালিত বা লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে; অথবা, সন্তারা যে পথে **টানা** হইয়া চলিয়া যায়। ❐ পাহাড়ের বা মাটির ভিতর দিয়া করা রাস্তা।

টাপ : ● **টপ** হইতে জাত; অথবা, যে টঙ্কারী (টা) পতিত হইয়া অনেকটা স্থানে ছড়াইয়া যায়; অথবা, যাহা কাহারও উপর পতিত হইয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া চাপিয়া ধরে। ❐ **টুপটাপ, টিপটাপ**।

টাপা : ● **টাপ**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **টাপ**করণ করা হয়; কিংবা, (এস্কিমোদের ছোটখাট ঘরের ন্যায় গোলাকার) যে ঝুড়ি হাঁসমুরগীর বা তাহাদের বাচ্চাদের উপর ফেলিয়া তাহাদের ঢাকিয়া আবদ্ধ রাখা হয়। ❐ কঞ্চি দিয়া বোনা বিশাল গোলাকার ঝুড়ি।

টাপু : ● **টাপ** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **টাপ** ছড়াইয়া পড়ে না, সঙ্কুচিত হইয়া ছোটবড় ওলের আকার গ্রহণ করে। ❐ দ্বীপ, উচ্চস্থান।

টাপুরটুপুর : ● **টাপুর** ও **টুপুর** যাহাতে; অথবা, যে বৃষ্টিপাতে **টাপু** (সঙ্কুচিত বিন্দুরূপ) এবং **টুপু** (অবটঙ্কারীর অপালন বা বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়া) রহে। ❐ বৃষ্টিধারা-পাতের শব্দ।

টাপেটোপে : ● **টাপে** ও **টোপে** যাহাতে; অথবা, যাহা চাপিয়া প্রকাশ করা হয় এবং যাহা কিঞ্চিৎ লোভ দেখাইয়া প্রকাশ করা হয়। ❐ আকারে-ইঙ্গিতে, ইশারায়, ভাবভঙ্গিতে।

টার : ● **টর** হইতে জাত; অথবা, যাহাতে **টর**করণ কৃত হয় বা হইয়াছে; কিংবা, যাহা তৎক্ষণের চলা পথ ত্যাগ করে (এবং অন্য দিকে চলিতে শুরু করে); অথবা, পূর্ব্বতনকে সরাইয়া রাখে যে।

টারল : ● **টার** লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে পূর্ব্বতন শেষ হইয়াছে বা ত্যক্ত হইয়াছে। ❐ গত করিল, যাপন করিল, ত্যাগ করিল, সরাইয়া রাখিল।

টাল : ● **টল** হইতে জাত; অথবা, যাহা কোনো এক দিকে নড়িয়া বা **টলিয়া** গিয়াছে; কিংবা, যাহা দ্বারা টালকরণ করা বা একদিকে সরাইয়া দেওয়া হয়। ❐ একঝোঁকা, বিচলিত, অবহেলিত, অবহেলা করা, একদিকে সরাইয়া দেওয়া, কোনো বিষয়ে আজ কাল করিয়া মিছা বলিয়া ঘুরান, (হিন্দিতে - টাল্‌না)।

টাল-খাওয়া : ● **টাল** খায় যাহাতে; অথবা, যাহা একদিকে অবহেলিত হয়। ❐ **টলা**, একদিকে টলে যাওয়া।

টালন : ● **টাল** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টাল**করণ চলিতে থাকে। ❐ হেলানো, মিথ্যা অজুহাতে এড়িয়ে চলন।

টালমাটাল : ● **টাল** ও **মাটাল** যাহাতে; অথবা, যাহাতে একদিকে টলিয়া যাওয়া এবং তারপর তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায় টলাইয়া আনা চলিতে থাকে। ❐ উভয়দিকে পুনঃপুনঃ হেলন, টলমল অবস্থা।

টালবাহানা : ● **টাল** ও **বাহানা** (**বহানা**) যাহাতে; অথবা, যাহাতে 'অন্যদিকে হেলন বা অবহেলাকরণ' (**টাল**করণ) এবং 'অন্যদিকে প্রবাহিতকরণ' (**বহানা**) করা হয়।

❒ ওজর, ছল।

টাল-ভাঙা : ● **টাল** ভাঙা হয় যাহাতে; অথবা, চক্রের আবর্ত্তনের গতিমুখ সোজা করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা (সাইকেল ইত্যাদির চাকার একঝোঁকা ঘূর্ণন বা) **টাল** সিধা করা হয়। ⊓ একঝোঁকাকে সিধা করা।

টাল-সামলান : ● **টাল** হওয়ার বা প্রচলিত অবস্থান থেকে চলিত হওয়াকে আটকান হয় যাহাতে; অথবা, একঝোঁকা হওয়ার কারণে যে বিপদ আসন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইতে রক্ষা পায় যাহাতে। ❒ ধাক্কা বিপদ বা সংকট থেকে রক্ষা পাওয়া।

টালা : ● **টাল**-এর আধার যে; অথবা, যাহা **টাল**কৃত হইয়াছে; কিংবা, **টাল**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যে কর্ম্মক্ষেত্রকে অন্যদিকে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে; কিংবা, যে স্থানে লোকেরা কর্ম্ম সরাইয়া রাখে (আলস্যে কাল কাটায়)। ⊓ অবহেলা করা, বিচলিত করা, নাড়ানো, অমান্য বা অগ্রাহ্য করা।

টালি : ● **টাল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা এক **টাল**-এ বসাইয়া গ্রন্থন করিতে হয়। ❒ ঘরের ছাদ মেঝে প্রভৃতি ঢাকার খোলা চতুষ্কোণ দগ্ধ মৃত্তিকা খণ্ড বা প্রস্তরফলক।

টায়-টায় : ● **টা** (...আপাতপূর্ণতা) যায় যাহাতে, তাহার পুনরাবৃত্তি; অথবা, যাহা পূর্ণতার দিকে যায় বা যাইয়াছে; কিংবা, যাহা আপন পূর্ণতার সীমা স্পর্শ করিয়াছে। ❒ প্রায় পূর্ণ, বেশি নয় কমও নয়, উপচে পড়ার ভাব।

টি : ● **ট** (টঙ্কারী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, খণ্ড কিন্তু একপ্রকার গোটা সত্তা সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, যে টঙ্কারী অন্যসত্তার বহিরঙ্গে লাগিয়া ব্যথাসুখ দেয়। ❒ খণ্ড, অল্পতা, এক**টি**, কয়**টি**, আদর, স্নেহ। *

টিক : ● **টি** করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, ট-কে (টঙ্কারী-সত্তাকে) সক্রিয় করে যে; কিংবা, যে টিকিয়া থাকে, টিকে, বা টেকে; অথবা, যে **বর্ত্তমান** থাকে; কিংবা, টিকিয়া থাকার বা খাড়া থাকার নিমিত্ত (ভারী আলমারী ইত্যাদির নীচে) যে কাষ্ঠখণ্ডের গজাল বা ঠেক দেওয়া হয়। ❒ স্থায়ী হওয়া, সুস্থ বা কার্য্যক্ষম থাকা, ভার বা বেগ সহিয়া দৃঢ় থাকা, ঠেক-কাঠের টুকরো।

টিকটিক : ● **টিক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা **টিক টিক** (টিকিয়ো, টিকিয়া থাক, টিকিয়া থাকিয়ো, টিকিয়া থাকিবে ইত্যাদি) বলে; কিংবা, টিকটিক শব্দকরণ মাত্র (যাহাতে)। ❒ ঘড়ির মৃদু শব্দ, টিকটিকির রব।

টিকটিকি : ● **টিকটিক** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে **টিকটিক** (শব্দ) করে বা করিতে থাকে; কিংবা, যাহা **টিক**-এর (ঠেক-কাঠের) ন্যায় পশ্চাতে লাগিয়া থাকে। ❒ 'টিকটিক' রবকারী প্রাণীবিশেষ, অপরাধীর হাত পা বাঁধিয়া বেত-সাজার নিমিত্ত তেরচা তিনখান কাঠের ফ্রেম, (টিকটিকি পুলিস = গোয়েন্দা পুলিস বা detective)।

টিকা : ● **টিক**-এর আধার যে; অথবা, **টিক**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা সত্তা **টিকিয়া** থাকে (বা থাকিবে এরূপ বিশ্বাস যাহাতে)। ❒ তিলক, মৃত্তিকাচন্দনাদি-রচিত গোল চিহ্ন, ফোঁটা, রাজ্যাভিষেকে রাজার কপালের তিলক, কয়লা-গুঁড়ার চাকতি, শরীরে ক্ষত দ্বারা বসন্তাদির বীজের সংক্রমণ ও তজ্জন্য গোল চিহ্ন।

টিকাদার : ● **টিকা** দান রহে যাহাতে; অথবা, যে টিকা দেয়।

টিকি : ● **টিক** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (সকল কেশ ছিন্ন হইলেও) যে কেশটুকু **টিকিয়া** আছে বা থাকে; কিংবা, যাহা দ্বারা **টিকি**ধারী সত্তা (সামাজিক অবস্থান সূচিত করিয়া তদ্দ্বারা সামাজিক উৎপন্নের অংশ-ভাক হইয়া) টিকিয়া থাকে। ❒ শিখা, চূড়া।

টিকিয়া (টিকিয়া থাকা, টেকা) : দ্র. **টিকা**।

টিট : ● **টি** (সক্রিয় টঙ্কার) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, টঙ্কারের বিপরীতে টঙ্কার করে যে; কিংবা, যে টঙ্কারী অপটঙ্কার করে। ❒ ধূর্ত্ত।

টিটকার : ● **টিট**-করণ যাহাতে; অথবা, **টিট** করা হয় যাহাতে। ❒ ধিক্কার, উপহাস।

টিটকারি : ● **টিটকার** সক্রিয় যাহাতে। ❒ অবজ্ঞাসূচক শব্দকরণ, ধিক্কারকরণ।

টিটকিরি : ● **টিট** করণ সক্রিয় রহে যে সক্রিয় আধারে। ❒ উপহাসকরণ, ঠাট্টা করা।

টিটপনা : ● **টিট** পালন চলমান যে আধারে। ❒ চতুরতা।

টিলা : ● **টি** (সক্রিয় টঙ্কারী) লালিত যে আধারে; অথবা, যে উচ্চস্থান সক্রিয় টঙ্কারীকে লালন করে। ❒ পাহাড়ের উঁচু স্থান, শীর্ষদেশ, শৃঙ্গ, উচ্চভূমি, ডেঙ্গা।

টিম : ● **টি** (সক্রিয় টঙ্কারী) সীমায়িত (**ম**) যাহাতে; অথবা, যাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াই অন্তর্হিত হয়; কিংবা, যাহা রব করিয়াই নীরব হইয়া যায়; অথবা, যাহা জ্বলিয়াই নিভিয়া যায়; কিংবা, যাহা দ্বারা সময়ের পরিমাপ করা যায় (time)। *

টিমটিম : ● **টিম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা বারংবার রব করিতে ও নীরব হইতে থাকে বা জ্বলিতে-নিভিতে থাকে। দ্র. **মিটমিট**। ❒ দীপাদির মৃদু আলোকপ্রকাশ, মাদলের শব্দ। *

টিপ : ● সক্রিয় টঙ্কারী (**ট**) সত্তাকে পালন করে যে বা পালিত যাহাতে; কিংবা, যে টঙ্কারকামী সত্তা হাত বা আঙুলের মাধ্যমে পালিত-বাহিত হইয়া লক্ষ্যস্থানে যায়; অথবা, যাহার গতিমুখ দ্বারা লক্ষ্য বা দিশা নির্ণয় করা হয়; কিংবা, যে টঙ্কারী-সত্তা পালিত-বাহিত হইয়া লক্ষ্যস্থানে গিয়া লাগিয়াছে বা পড়িয়াছে। ❒ হাত বা আঙুল দিয়া চাপা, টেপার উপায়স্বরূপ আঙুলের ডগা, চোখ টেপা, আঙুলের টিপ হেতু লক্ষ্যনির্ণয়, টিপিয়া লওয়া হেতু চিমটি, বৃষ্টির বা কপালের ফোঁটা বা টিপ, ভূষণবিশেষ, তিলক, টিপা বা চাপা।

টিপছাপ : ● বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া টিপিয়া যে ছাপ দেওয়া হয়। ❒ দলিলাদিতে সহির পরিবর্ত্ত।

টিপটাপ : ● **টিপ** ও **টাপ** যাহাতে; অথবা, যাহাতে টিপিয়া ও টাপিয়া (দ্র. **টাপ**) ধরা হয়। ❒ চাপচোপ, ব্যয়ে কৃপণতা।

টিপটিপ : ● **টিপ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, ফোঁটা ফোঁটা পতন যাহাতে। ❒ অবিরল বৃষ্টিবিন্দু পাতের শব্দ, টিপার মতো বেদনাবোধ, ভয়াদিহেতু হৃৎপিণ্ডের দ্রুত-স্পন্দন, দীপালোকের মৃদুভাব।

টিপা : ● **টিপ**-এর আধার যে; অথবা, **টিপ**করণ চলে যাহাতে। ❒ চাপ দেওয়া, চাপিয়া ধরা।

টিপাটিপি : ● **টিপা** ও **টিপি** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টিপ**করণ করা হয় এবং **টিপ**করণ করা চলিতে থাকে। ❒ চাপাচাপি।

টিপি : ● **টিপ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **টিপ**করণ (বিন্দু রূপে বৃষ্টি পড়া বা মৃদুভাবে

পা পড়া) সক্রিয় যাহাতে।

টিপিটিপি : ● **টিপি**র পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা **টিপটিপ** সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির পতন কিংবা প্রায় নিঃশব্দ পদক্ষেপের পতন যাহাতে। ◘ একপ্রকার বৃষ্টি, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বা চুপে চুপে গমন।

টিপুনি : ● **টিপ**করণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয় ও চলমান যাহাতে; অথবা, একটুখানি টিপিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ◘ চাপন, টিপন, **টিপ্পনী**।

টিপ্পনী : ● **টিপ**করণের পালন সক্রিয় ও চলমান থাকে যে আধারে; অথবা, যাহাতে একটুখানি টিপিয়া তদ্রূপ অবস্থায় তাহাকে চলমান করিয়া রাখা থাকে। ◘ টীকার ব্যাখ্যা, তিলকাকৃতি চিহ্নহেতু টিপ্পন বা টিপ্পনিকা, বিবরণ, ব্যাখ্যা।

টু : ● টঙ্কারী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে টঙ্কারী স্বাভাবিক টঙ্কার না করিয়া অবটঙ্কার, অপটঙ্কার, উপটঙ্কার, প্রটঙ্কার, বিটঙ্কার প্রভৃতি করে; অথবা, যে টঙ্কারী আর টঙ্কার না করিয়া আত্মসঙ্কোচন করে বা কিঞ্চিৎ কম টঙ্কার (অবটঙ্কার) করে; কিংবা, যে টঙ্কারী মাঝে মাঝে টঙ্কার করে না। ◘ অত্যল্প, কিঞ্চিৎ, অতিক্ষুদ্র খণ্ড, লুকাচুরি খেলায় সাড়া, ফাঁকি।

টুঁই : ● **টুঁ** (রহস্যময় নবরূপী টঙ্কারী) সক্রিয় যাহাতে (যে স্থান হইতে)। ◘ ঘরের চূড়া, মটকা, শীর্ষদেশ।

টুক : ● **টু** করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, টঙ্কারকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; কিংবা, অত্যল্প (প্রিয়) আঘাত করিয়া বা অবটঙ্কার করিয়া অতি ক্ষুদ্রাংশ গ্রহণ করে যে; অথবা, যাহাতে টুকে নেওয়া (টুক টুক করে তুলে নেওয়া বা খুঁটে নেওয়া), টুকে রাখা (লিখে রাখা), টুকে দেওয়া (টুকরো ঢোকানো বা টোকা অর্থাৎ বাধা দেওয়া) থাকে; কিংবা, মেয়েরা যে অতি ক্ষুদ্রাকার (**টু-কৃত**) টিপ পরে। ◘ অল্প পরিমাণ, আকারের অল্পতা, খণ্ড, সংক্ষেপে লিখিয়া রাখা, নিষেধ করা, বাধা দেওয়া।

টুকটাক : ● **টুক** ও **টাক** যাহাতে; অথবা, **টুক**করণ ও **টাক**করণ কৃত যাহাতে; কিংবা, খণ্ডিতের প্রাপণ থাকে যাহাতে (যে সকল কর্ম্মে)। ◘ খুচখাচ, ছোট-খাট।

টুকটুকি : ● **টুক**-এর পুনরাবৃত্তি সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে (শিশুকন্যা) **টুক টুক** করে বা অবটঙ্কারপূর্ব্বক দ্রষ্টার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহখণ্ড তুলিয়া লয়। ◘ শিশুকন্যার নাম।

টুকটুকে : ● **টুকটুক** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা অবটঙ্কার করে বলিয়া চোখে আঘাত না করিয়া বরং দৃষ্টিনন্দন হয়। ◘ অতিলোহিত, টুকটুকে।

টুকরা : ● **টুক**কৃত রহে যে আধারে; অথবা, ক্ষুদ্রকৃত বা খণ্ডিত রহে যে আধারে। ◘ ছিন্ন বা ভগ্ন অংশ, খণ্ড, কাটা-কাটা।

টুকরি : ● **টুক**কৃত বা খণ্ডিত রহে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, (পাতা, মটরশুঁটি, লঙ্কা ইত্যাদি) **টুক টুক** করিয়া তুলিয়া রাখা হয় যাহাতে। ◘ ছোট ঝুড়ি।

টুকরো : ● **টুক**কৃত রহে যে সার্ব্বিক আধারে; অথবা, টুকরার নানা রূপ থাকে যাহাতে। ◘ নানা মাপের টুকরা বা খণ্ড।

টুকলি : ● **টুক**কৃত সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টুক** করিয়া বা অতি ক্ষুদ্র করিয়া লিখিয়া রাখা থাকে; কিংবা, যাহা হইতে **টুকি**য়া লওয়া হয়। ◘

ছোট ছোট করে লেখা কাগজের টুকরো।

টুকি : ● **টুককরণ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, প্রিয়-টঙ্কারে মনোযোগ আকর্ষণ করা থাকে যাহাতে; কিংবা, লুকোচুরি খেলার সময় ছেলেমেয়েরা লুকাইয়া অস্তিত্বের জানান দিবার জন্য যে **টু** শব্দ করে। ▫ **টুক** করিয়া লিখিয়া লই, টুকি দেওয়া।

টুকিটাকি : ● **টুকি** ও **টাকি** যাহাতে; অথবা, **টুকটাক** সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, **টুকটাক**-করণ চলে যে সকল কর্ম্মে। ⊓ খুচখাচ-কর্ম্ম, খণ্ড খণ্ড কাজকর্ম্ম।

-টুকু : ● **টুক**-করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, **টুক**-কৃত থাকে যে ক্ষুদ্র আধারে। ▫ অতিক্ষুদ্র, যেটুকু, কতটুকু, এতটুকু।

টুকুন : ● **টুকু** অনকৃত বা নাকৃত থাকে যাহাতে; অথবা, **টুকু** বা অতিক্ষুদ্র আরও ক্ষুদ্র হইতে থাকে যাহাতে। ⊓ এত**টুকুন**?

টুণ্ডি : ● **টু** (নবরূপী টঙ্কারী) সক্রিয় যে রহস্য-রূপে; অথবা, যে স্থান হইতে টঙ্কারীর রহস্য-ময় আচরণ বিচ্ছুরিত হয়। ▫ উচ্চগৃহ, মঞ্চ।

টুঙ্গ : ● **টুং** (নবরূপী টঙ্কারী রহস্যরূপে) গমন করে যাহা হইতে; অথবা, যে স্থান হইতে নবরূপী টঙ্কার বিভিন্ন দিকে যাইতে পারে। ▫ উচ্চস্থান, ফুকারিয়া বলার উচ্চস্থান।

টুঙ্গি : ● **টুঙ্গ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে স্থান হইতে নিষেধাদি টঙ্কারিত বা বিচ্ছুরিত হইয়া বিভিন্ন দিকে গমন করিতেছে। ▫ উচ্চগৃহ, ক্ষেতের বা জলাশয়ের মাঝে শস্য বা মাছ পাহারার উঁচু মাচা, মঞ্চ, টোঙ।

টুঙ্গী : ● **টুঙ্গি**-র আধার যে; অথবা, **টুঙ্গি**-করণ করার নিমিত্ত নির্মিত মাচা বা গৃহাদি। ▫ উচ্চগৃহ, উঁচু মাচা, হাওয়া-খানা।

টুট : ● **টু** (নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কারী বা অবটঙ্কারী) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে আর আগের মতো টঙ্কার করে না, শুধুমাত্র আপন দুর্গত অস্তিত্বের জানানটুকু দেয় বা অবটঙ্কার করে; কিংবা, যাহার আত্মগৌরবের ঘোষণা ম্রিয়মান হইয়া গিয়াছে বা 'মিইয়া' গিয়াছে; অথবা, যাহার শরীর এবং-বা মন ভাঙিয়া গিয়াছে; কিংবা, হানি ক্ষয় ভগ্নতা ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে দুঃখিত বলিয়া যে বিশেষ কথা বলে না, চুপচাপ থাকে। ▫ অবটঙ্কারী, ভগ্ন, ভগ্ন হওয়া, বিকৃত বা মলিন হওয়া, হীন হওয়া, শক্তিহীন বা ব্যর্থ হওয়া ...।

টুটা : ● **টুট**-এর আধার যে; অথবা, অবটঙ্কারী থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাকে ভগ্ন করা হইয়াছে বা যে ভাঙিয়া গিয়াছে; অথবা, যাহাকে **অটুট** থাকিতে দেওয়া হয় নাই। ▫ ভগ্ন করা বা হওয়া, ভাঙা।

টুটান : ● **টুটা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টুটা**করণ চলিতে থাকে। ▫ ভাঙন, ভাঙান, ঘুচান, ভগ্ন করা, দূর করা।

টুটা-ফাটা : ● **টুটা** ও **ফাটা** যাহাতে; অথবা, যাহা ভাঙিয়া গিয়াছে এবং ফাটিয়া গিয়াছে। ⊓ ভাঙা ও ফাটা, ভাঙাচোরা।

টুটা-ফুটা : ● **টুটা** ও **ফুটা** যাহাতে; অথবা, যাহা ভাঙিয়া গিয়াছে এবং যাহাতে ফুটা বা ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। ▫ ভগ্ন ও ছিদ্রিত।

টুটি : ● **টুট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে টুটকরণ সক্রিয় রহে বা চলে। ▫ ভাঙা, অটুট থাকিতে না দেওয়া।

টুটিল : ● **টুটি** লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা টুটিয়া গিয়াছে বা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ▫ ভাঙিল, ছিঁড়িল, টুটল।

টুন : ● **টু** (...অতিক্ষুদ্র খণ্ড) অনকৃত (চলমান) যাহাতে; অথবা, একটু**ন**-খানি

অস্তিত্বের জানান দেয় যে; কিংবা, অতিক্ষুদ্র শব্দ সৃষ্টি করিয়া, আলোর ঝিলিক দিয়া, বা অতিক্ষুদ্র লাফ দিয়া নিজের অতিক্ষুদ্র অস্তিত্ব প্রকাশ করে যে। ◻ মধুর ও মৃদু ধ্বনি, লালবস্ত্র, রঙ।

টুনটুন : ● **টুন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, অতিক্ষুদ্র সত্তার (শব্দাদির ...) পুনঃ পুনঃ সক্রিয়তা যাহাতে। ◻ ঝাড়ের কাচ-ফলকের মৃদুধ্বনি।

টুনটুনী : ● **টুনটুন**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে অতিক্ষুদ্র পক্ষী ক্ষুদ্র ফুলগাছ প্রভৃতির ডালে বারংবার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাফ দিয়া নাচিতে বা চলিতে থাকে। ◻ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।

টুনী : ● **টুন**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, অতিক্ষুদ্র শব্দ, আলো, লাফালাফি ... ইত্যাদির সক্রিয় আধার যে; কিংবা, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ বা আলোর প্রকাশ ঘটায়; অথবা, যে অতিক্ষুদ্র লাফে নাচানাচি করে।

টুনী-বাল্‌ব : ● **টুনী** যে 'বালব্'; অথবা, যাহা হইতে অতিক্ষুদ্র আলোর প্রকাশ ঘটে। ◻ টুনটুনির স্বভাব যে বাল্‌বে।

টুপ : ● নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কারীর (টু-এর) পালন বা পতন যাহাতে; অথবা, যে টঙ্কার বিচ্ছুরিত হয় না, সঙ্কুচিত হইয়া বা জমিয়া ঝরিয়া পড়ে; কিংবা, অবটঙ্কারীর যে পতনে পতনক্ষেত্রের ব্যথা অনুভূত হয় না, সুখ অনুভূত হয়; অথবা, অবটঙ্কারী যাহাতে পতিত হইয়া বিস্তারিত বা অন্তর্হিত হয়। ◻ ফোঁটার বা ছোট ফলের পতনশব্দ, ক্ষুদ্র দ্রব্য পতনের শব্দ, মজ্জনের বা গলাধঃকরণের শব্দ।

টুপটাপ : ● **টুপ** ও **টাপ** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **টু**পকরণ ও **টা**পকরণ থাকে। ◻ জলীয় দ্রব্য বা ফল প্রভৃতি দ্রব্যের এক একটি করে পতনের শব্দ।

টুপটুপ : ● **টুপ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে অবটঙ্কারীর ক্রমান্বয় পতনে পতনক্ষেত্রের সুখ অনুভূত হয়। ◻ জলবিন্দু ইত্যাদির মৃদু পতনশব্দ, ধারাবাহিক টুপ শব্দ।

টুপা : ● **টুপ**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে বিন্দু বিন্দু (টুপ টুপ) করিয়া জল পড়ে; কিংবা, যাহা টুপ করিয়া ডুবাইয়া জল তোলা হয়। ◻ জলের পাত্র, মাটির তৈরি ঘট।

টুপি : ● **টুপ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা মাথায় পড়িয়া বিস্তারিত হইয়া থাকে। ◻ মস্তকের আবরণবিশেষ, ছাতার বাঁটের আগায় ধাতুকোষ, শিরস্ত্রাণ।

টুপি-পরানো : ● কাহারও মাথা **টুপি** দিয়া আচ্ছাদিত করা হয় যাহাতে; অথবা, কাহারও জ্ঞানবুদ্ধি ঢাকিয়া দেওয়া হয় যে দর্শন বা **টুপি** দিয়া। ◻ বোকা বানানো, ঠকানো।

টুপুর : ● **টু**-এর **প**তন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, অবটঙ্কারীর ঝরে পড়ার লয় বিলম্বিত যাহাতে।

টুপুরটাপুর : ● **টুপুর** ও **টাপুর** যাহাতে; অথবা, যে বৃষ্টিপাতে **টুপু** (অবটঙ্কারীর বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়া) রহে এবং **টাপু** (সঙ্কুচিত বিন্দুরূপ) রহে। ◻ বৃষ্টিধারাপাতের শব্দ।

টুপুরটুপুর : ● **টুপুর**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ◻ টুপ অপেক্ষা অধিকতর মধুর ধারাবাহিক শব্দ, শুষ্ক পত্রাদির উপর ধারাপতনের শব্দ।

টুল : ● নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কারী (টু) লালিত যাহাতে; অথবা, যে অসামান্য (বাহ্যিক, সামাজিক বা মানসিক) উচ্চতায় উপটঙ্কারী লালিত হয়। ◻ সামাজিক উচ্চাসন, জ্ঞানীর

উচ্চাসন, উঁচুতে বসিবার একপ্রকার চৌকি।

টুলি : ● **টুল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে স্থানের বাসিন্দাদের সামাজিক অবস্থান অসামান্য বা অন্যান্য স্থানের তুলনায় খানিকটা উচ্চে উন্নীত অথবা নিম্নে অধঃপতিত হইয়াছে (অন্যান্য স্থানের সমান নহে)। □ দরিদ্র বস্তী, বিশেষ মহল্লা, কুমার**টুলি**।

টুলো : ● **টুল**-এর (উপটঙ্কারীর লালনের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, সামাজিক বা মানসিক উচ্চাসনে উপবেশন করে যে। □ টোলে শিক্ষিত।

টে : ● দিশাগ্রস্ত টঙ্কারী যাহাতে; অথবা, যে টঙ্কারী একঝোঁকা অর্থাৎ একদিকে চলে, এক কথা বলে, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করে। □ তিন**টে**, চার**টে**, স্থানে, নিকটে, টিয়াবিশেষ।

টেংরা : ● দিশাগ্রস্ত টঙ্কারীর রহস্যরূপ রহে যে আধারে; অথবা, যে সত্তা বিশেষ দিকে রহস্যময়ভাবে আঘাত করে। □ ত্রিকণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। ❋

টেকা : ● **টিকা** বা **টিকিয়া** থাকা দিশাগ্রস্ত যাহাতে। ● কালান্তরে বর্ত্তমান থাকা।

টেকে : ● **টেকা**-করণ দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে তাহার বিশেষ দিশায় টঙ্কার করিতে থাকে (আপাতপূর্ণ অস্তিত্বের জানান দিতে থাকে), থামে না। □ টিকিয়া থাকে।

টেঙরা : ● দিশাগ্রস্ত টঙ্কারীর রহস্যময় গমন রহে যে আধারে; অথবা, যে সত্তা বিশেষ দিকে নিপুণভাবে আঘাত করিতে (কাঁটা মারিতে) পারে। □ ত্রিকণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। ❋

টেটিয়া : ● **টে** (দিশাগ্রস্ত টঙ্কারী) সক্রিয়-ভাবে টঙ্কারিত হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, যে বিশেষ উদ্দেশ্যে একরোখা হইয়া সক্রিয় থাকে। □ একরোখা, একগুঁয়ে, বদরাগী।

টেড়া : ● **টে**-র (দিশাগ্রস্ত টঙ্কারীর) গড়ান যে আধারে; অথবা, একঝোঁকা টঙ্কারীর গড়ান চলে যে সত্তায়; কিংবা, যে সোজা চলে না, তির্য্যক চলে। □ বাঁকা, তেরচা, কুটিল, পেঁচাল, তেড়া।

টেড়ি : ● **টে**-র (দিশাগ্রস্ত টঙ্কারীর) গড়ান সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা তেরচা হইয়া চলিতেছে। □ বাঁকাকরণ, চীৎকার করিয়া, কুপিতভাবে চেঁচাইয়া ...।

টেনা : ● দিশাগ্রস্ত **টন**-এর আধার যে; অথবা, যাহার কিয়দংশ **টন**-কৃত (টানিত) হইয়া গিয়াছে; কিংবা, কাপড়ের টানার সূতাগুলি নেই যাহাতে (ফলে যাহা ছিন্ন বস্ত্রে পরিণত হইয়াছে)। □ জীর্ণ বস্ত্র, ছেঁড়া কাপড়, কানি।

টেপা : ● দিশাগ্রস্ত **টিপ** যাহাতে; অথবা, একদিশায় **টিপ**করণ চলে যাহাতে। □ একই দিকে চাপ দেওয়া।

টের : ● **টে** (দিশাগ্রস্ত টঙ্কারী) রহে বা আবর্ত্তন করে যাহাতে; অথবা, যাহাতে একঝোঁকা আবর্ত্তন বা গমন (বক্রগমন) চলিতে থাকে (ফলত মূল প্রবাহে তাহার টান অনুভূত হয়); অর্থাৎ, একঝোঁকা বক্রগামীর গমনের টান অনুভূত হয় যে মূলপ্রবাহে। □ গৃহাদির সম্মুখস্থ মধ্যভাগ হইতে টেরা (তির্য্যকস্থিত) অংশ, তির্য্যক দর্শন, কটাক্ষে দেখা, গূঢ় বিষয়ের বোধ।

টেরক : ● **টের** করে যে বা **টের** কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাকে একঝোঁকা বা টেরা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। □ তির্য্যকদৃষ্টিবিশিষ্ট, কেব্দর, টেরা।

টেরচা : ● **টের**কৃতভাবে চয়নকৃত যে;

অথবা, যাহাকে তির্য্যকভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। ❐ বাঁকা, টেরা, আড়া-আড়ি, কোণা-কোণি, আড়ভাবে বোনা।

টের-পাওয়া : ● টের-করণের বা টের-গমনের খবর পাওয়া যায় যাহাতে; অর্থাৎ, তেরচা বা বাঁকা পথে চলার খবর পাওয়া যায় যাহাতে। ❐ অনুভব করা, মনে হওয়া, জানতে পারা।

টের-পাওয়ান : ● যাহা দ্বারা **টের** পাইয়ে দেওয়া হয়; অথবা, যাহা দ্বারা বিপরীত পক্ষ গভীরভাবে বুঝিতে পারে বা হাড়ে হাড়ে টের পায়। ❐ বিপদে ফেলা, সংকটে পড়া।

টেরা : ● **টের**-এর আধার যে; অথবা, যাহা **টের**কৃত (তেরচা) হইয়া আছে। ❐ তির্য্যক, তেরচা, কোণা-কোণি।

টেরি : ● **টে**-র (দিশাগ্রস্ত টঙ্কারীর) রহন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা বাঁকিয়া যায়। ❐ বাঁকা সিঁথি কাটা, কেশবিন্যাস।

টো : ● **টু**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কারীর বা অবটঙ্কারীর আধার যে। (দ্র. **ছোটোখাটো**)। ❐ দুটো, ছোটো, খাটো ... ইত্যাদি।

টোং : ● **টং**-এর (টঙ্কারীর রহস্যরূপের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যে স্থান হইতে টঙ্কারের সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ ঘটানো হয়। ❐ উচ্চস্থানে প্রস্তুত কুঠিবিশেষ, ক্ষেতপাহারার উঁচু মাচা।

টোংঘর : ● **টোং** করার নিমিত্ত নির্ম্মিত ঘর। ❐ ক্ষেতপাহারার মাচাঘর, জলাশয়ের মধ্যে নির্ম্মিত গৃহ।

টোটক : ● **টো** (সর্ব্বরূপী অবটঙ্কারী) টঙ্কার করে যাহাতে; অথবা, **টো**-এর টঙ্কার কৃত যাহাতে; অথবা, সর্ব্বরূপী অবটঙ্কারীকে আঘাত করে যে; কিংবা, অবটঙ্কারীর ম্রিয়মান হওয়ার (দ্র. **টুট**) কারণ আঘাত করিয়া দূর করে যে; অথবা, ক্রুটিবানের ক্রুটি দূর করে যে। ❐ পক্ষিবিশেষ (ত্রোটক)।

টোটকা : ● **টোটক**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা অবটঙ্কারীর ম্রিয়মান হওয়ার কারণ বা ক্রুটিবানের ক্রুটি দূর করা হয়। ❐ তন্ত্র-মন্ত্র, অভিচার-কার্য্য, গাছ-গাছড়া ইত্যাদির ঔষধ, (ত্রোটকা)।

টোটন : ● **টোট** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, অবটঙ্কারীর ম্রিয়মান হওয়ার কারণ আঘাতপূর্ব্বক দূরকরণ চলমান যাহাতে; কিংবা, রোগগ্রস্ত বা ক্রুটিবানদিগের ক্রুটি দূরকরণ করিতে থাকে যে। ❐ ত্রোটন, সেবক, সুস্থকারী।

টোটা : ● **টোট**-এর (ক্রুটিবানের ক্রুটি দূর করার উপায়ের) আধার যে; অথবা, আক্রমণ-কারীর শত্রুতারোগকে আঘাত করার উপায় থাকে যাহাতে; অথবা, বন্দুকের গুলি থাকে যাহাতে। ❐ কারতুজ, জ্বলিত বাতির শেষাংশ বা টুকরা, উদ্যান, বাগিচা।

টো-টো : ● অবটঙ্কারী অবটঙ্কৃত হয় যাহাতে; অথবা, ম্রিয়মান ব্যর্থ অর্থহীন জীবন যাহার তদ্রূপ সত্তার অবটঙ্কারের পুনরাবৃত্তি যাহাতে; কিংবা, যে অর্থহীন সত্তা অর্থহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। ❐ নিরর্থক ঘোরা, এদিকে-সেদিকে উদ্দেশ্যহীন চলা।

টোপ[১] : ● **টুপ**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, বিনা টঙ্কারে যাহা **টুপ** করিয়া আগ্রহীর বা লোভীর (অর্থাৎ শিকারের) সামনে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ❐ বঁড়শীতে গাঁথা মাছের খাদ্য, প্রলোভনের দ্রব্য।

টোপ[২] : ● **টুপ**-এর সার্ব্বিক আধার যে;

অথবা, যে অবটঙ্কারী মানসিক মাথা (দর্শন, বোধবুদ্ধি) ও বাহ্যিক মাথাকে (শিরকে) সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে। ❐ আড়ম্বরপূর্ণ ধর্ম্মসংস্কার, বড় টুপি।

টোপর : ● **টোপ**[২] রহে যাহাতে; অথবা, যে **টোপ**[২] মাথাকে রক্ষা করে। ❐ মুকুট, বরের টুপি।

টোল : ● সার্ব্বিকভাবে আশ্রিত উপটঙ্কারীর (টু-এর) লালন যাহাতে; অথবা, নিটোল সমাজের যে স্থান (জ্ঞানসম্পদে বা ধনসম্পদে) খানিকটা উচ্চে উন্নীত বা নিম্নে অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ, সমাজের যে স্থান জলকে (জনসাধারণকে) আকর্ষণ করে বা যে স্থানে জল গড়াইয়া আসে; কিংবা, যাহা গালে পড়ে; অথবা, যাহার কারণে সমাজের মুখ সুন্দর দেখায়, বা তুবড়ে গেছে মনে হয়, বা কিঞ্চিৎ দেবে গেছে মনে হয়। ❐ সংস্কৃত পাঠশালা, কর্কশ বাক্য, অস্থায়ী কুটির, গালের ছোট গর্ত, শুল্ক, রাজকর।

টোল-খাওয়া : ● **টোল** খাওয়ন যাহাতে; অথবা, নিটোল অবয়ব যে স্থানে আর নিটোল নাই (খানিকটা বাঁকাচোরা হইয়া গিয়াছে)। ❐ তুবড়ে যাওয়া।

টোল-পড়া : ● যাহাতে **টোল** বা গর্ত হয়; অথবা, নিটোল অবয়বের যে স্থান খানিকটা নীচু হইয়া যায়। ❐ গর্ত হওয়া, কিঞ্চিৎ দেবে যাওয়া।

টোলা : ● **টোল**-এর আধার যে; অথবা, সামাজিক সমতলভূমির যে স্থান অন্য স্থানের ন্যায় সমতল নহে, উঁচু বা নীচু হইয়া গিয়াছে। ❐ নগরের উচ্চ বা নীচ অংশ, যথা, কলু**টোলা**, খালাসি**টোলা**, আহিরীটোলা।

ঠ

ঠ : ● টঙ্কার স্থিত যাহাতে (ট্ + হ্ = ঠ্); অর্থাৎ, যাহাতে টঙ্কার বিচ্ছুরিত হইয়া টঙ্কার-ক্ষেত্রে গিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া যায় বা অটঙ্কার করে যে; অথবা, যে টঙ্কারে আঘাত (তীর, গুলি ইত্যাদি) যায় না, শুধু শব্দটুকুই যায়; অর্থাৎ, অবটঙ্কার করে যে; কিংবা, টঙ্কারিত বা আহত হইয়া (প্রতিটঙ্কার করিতে অক্ষম বলিয়া) অবটঙ্কার করে যে। ❐ টঙ্কারস্থিত, টঙ্কারস্থিতকারী, অটঙ্কারী, অবটঙ্কারী। ✱

ঠক : ● ঠ (টঙ্কারস্থিত) করে যে; অথবা, টঙ্কার (আঘাত) করিতে গিয়া করে না যে; কিংবা, আঘাত করিতে গিয়া দাঁড়াইয়া যায় যে (ফলে বিপরীত পক্ষ ভয় পাইয়া যায় এবং পরে বুঝিতে পারে, ভয়ের কারণ ছিল না - এভাবে প্রতারিত হয় বা ঠকে); অথবা, অপ্রস্তুত করে যে। ❐ (সদর্থে) প্রতারক, মজাকারী প্রতারক, কাঠে ঠোকার শব্দ।

ঠকচাচা : ● যে চাচা **ঠকাইতেন**। ❐ 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের চরিত্র।

ঠকঠক : ● **ঠক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❐ অতি শীতে কাঁপুনির শব্দ, ক্রমাগত ঠক শব্দ।

ঠকঠকা : ● **ঠকঠক**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ঠকঠক**-করণ থাকে। ❐ ঠকঠক করা। ('কপালে না থাকলে ঘি, **ঠকঠকালে** হবে কী!')

ঠকঠকান : ● **ঠকঠকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, (দুয়ারে দুয়ারে) **ঠকঠক** করিয়া বেড়ানো যাহাতে। ❐ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চেষ্টা চালানো।

ঠকঠকি : ● **ঠকঠক** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, টঙ্কার করিব করিব করিয়া ভয় দেখান হয়

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যাহাতে; কিংবা, **ঠকঠকি** লাগে যাহাতে। ❐ ঠাণ্ডা লাগা, সন্ত্রস্ত হওয়া, ঝঞ্ঝাট, বিপদ।

ঠকঠকে : ● **ঠকঠক** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, টঙ্কারের শব্দটুকুই যায় যাহাতে (আঘাত যায় না); অথবা, (শুষ্ক বলিয়া) যাহাতে আঘাত করিলে **ঠকঠক** শব্দ করে। ❐ নীরস, আবেগহীন, ধনহীন, পাখী তাড়াইবার বাঁশের যন্ত্র।

ঠকঠাক : ● **ঠক** ও **ঠাক** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঠক**করণ ও **ঠাক**করণ থাকে। (দ্র. **ঠাক**)। ❐ ঠোকাঠুকি।

ঠকা : ● **ঠক**-এর আধার যে; অথবা, **ঠক**-করণ কৃত যাহাতে। ❐ প্রতারিত হওয়া, হারা, অপ্রস্তুত হওয়া।

ঠকান : ● **ঠকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঠক**করণ করা চলিতে থাকে যাহাতে। ❐ প্রতারিত করা, হারানো, অপ্রস্তুত করা।

ঠক্কর : ● **ঠক** করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, **ঠক**করণ করা হয়ে যায় যাহাতে; কিংবা, অনিচ্ছাকৃত আঘাত করা হয়ে যায় যাহাতে। (দ্র. **টক্কর**)। ❐ অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা, হোঁচট, পদবী।

ঠক্কুর : ● **ঠক** কুর যাহাতে; অথবা, **ঠক** করণ নবরূপে উত্তীর্ণ (**কু**) হইয়া রহে (**র**) যাহাতে; কিংবা, যে টঙ্কারস্থিতকারী (আঘাত-সংহরণকারী) আর টঙ্কারকে স্থিত করে না, প্রয়োজনে কমবেশি টঙ্কার (আঘাত) করিয়া থাকে; অথবা, যে-দেবপ্রতিমার জন্য অবশ্যই অর্ঘাদি দিতে হয়; কিংবা, যে রাজা ও দ্বিজ-ব্রাহ্মণ অর্ঘাদি আদায় করিয়া থাকেন। ❐ দেবপ্রতিমা, রাজা, দ্বিজের উপাধিভেদ।

ঠগ : ● ঠ-এর (অবটঙ্কারীর) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, **ঠকাই**য়া অর্থাদি আত্মসাৎ করিয়া জীবনযাত্রা চলে যাহার। ❐ ঠগি, দস্যু।

ঠগবাজি : ● **ঠগ**-এর **বাজ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ঠগিয়া অন্যের 'ধনসম্পদ' (**বাজ** = ঘৃত) আত্মসাৎ-করণ চালানো হয় যাহাতে। ❐ ঠগের কার্য্য।

ঠন : ● **ঠ** (অবটঙ্কারী) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে (আহত) অবটঙ্কারী (শব্দমাত্র প্রেরণকারী) বিচ্ছুরিত হইতেছে; কিংবা, যাহাতে নীরস সত্তার আঘাতজন্য প্রত্যাঘাতে অসমর্থ নীরস-সত্তা শুধুমাত্র শব্দাঘাত প্রেরণ করে; অথবা, আপন আবেগহীনতা বা শুষ্ক-তার প্রকাশ থাকে যাহাতে। ❐ ভদ্রলোকের প্রতিবাদ, কঠিন ধাতব দ্রব্যের আঘাতজন্য শব্দ।

ঠনঠন : ● **ঠন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, আবেগহীন শুষ্ক ও প্রত্যাঘাতে অসমর্থ সত্তাদের হাহাকার থাকে যে শব্দ বিচ্ছুরণে; কিংবা, আবেগহীনতা বা শুষ্কতার প্রকাশ থাকে যাহাতে। ❐ ভদ্রলোকেদের ঝগড়া, কঠিন দ্রব্যের ঘাত-প্রতিঘাতের শব্দ, শুষ্ক, রসহীন, ধনহীন (পকেট **ঠনঠন**)।

ঠনঠনা : ● **ঠনঠন**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ঠনঠন**-করণ থাকে; কিংবা, যাহাতে প্রতিবাদমূলক শব্দমাত্র থাকে; অথবা, যাহাতে শুষ্কতার প্রকাশ থাকে। ❐ ঠনঠন শব্দ, শুষ্কতা, কাঠিন্য।

ঠনঠনি : ● **ঠনঠন** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে **ঠনঠন** করে। ❐ শুষ্ক, আবেগহীন, অরসিক।

ঠনঠনিয়া : ● **ঠনঠন** করিয়া যায় যে; অথবা, শুষ্ক (আত্মকেন্দ্রিক) ব্যবহার করিয়া চলে যাহাদের; কিংবা, ঐরূপ মানুষেরা যেখানে থাকে। ❐ আদি কলিকাতার একটি ভদ্র-পাড়া।

ঠনঠনে : ● **ঠনঠন** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে বা যাহারা **ঠনঠন** (শব্দ) করে; কিংবা,

যাহারা আবেগহীন শুষ্ক 'ভদ্র' ব্যবহার করে; অথবা, (পালটা মারিবার পৌরুষ নষ্ট বলিয়া) যাহারা প্রত্যাঘাত রূপে শুধুমাত্র চীৎকার-চেঁচামেচি প্রতিবাদ ইত্যাদি করে। ◻ নিরাবেগী, শুষ্ক, ঠনঠন শব্দকারক। (কলিকাতার একটি অঞ্চলের নাম। ১৯০০ সাল নাগাদ এটি ভদ্রলোকদের পাড়া রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এখানে যে কালীমন্দিরটি আছে, তাকে এখনো '**ঠনঠনে** কালীবাড়ী' বলে।)

ঠনঠান : ● **ঠন** ও **ঠান** যাহাতে; অথবা, যাহা শুষ্কতার প্রকাশ ঘটায় (**ঠন**) এবং যাহা শুষ্ক বা ঠন হইয়া গিয়াছে (**ঠান**)।

ঠনাঠন : ● **ঠন** ও **অঠন** যাহাতে; অথবা, আবেগহীন (যুক্তিবাদী) ও আবেগবানের ঠোকাঠুকি যাহাতে; কিংবা, নীরসের সহিত রসিকের ঠোকাঠুকি যাহাতে।

ঠম : ● ঠ-এর রহস্যরূপ সীমায়িত যাহাতে; অথবা, টঙ্কারের গমনস্থিতি (ঠ) যে ভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছে। ◻ চলিতে চলিতে থামার ভঙ্গি।

ঠমক : ● **ঠম** (বিশেষ ভঙ্গির স্থিতি) করে যে; অথবা, বিশেষ ভঙ্গিতে থামিয়া থামিয়া চলন থাকে যাহাতে। ◻ সবিলাসগমনভঙ্গি, খেলগতি, হাবভাবসহিত অঙ্গভঙ্গি।

ঠা : ● ঠ-এর (অবটঙ্কারীর) আধার যে; অথবা, যাহাতে আধার বা দেহটুকুই (কাঠামোটুকুই) থাকে, আধেয় বা প্রাণ থাকে না; কিংবা, থামে বা থামায় যে; অথবা, থামা-অস্তিত্বরূপে বিরাজ করে যে। ◻ স্থিত, স্থিতকারী, দ্রুত লয়ের চতুর্গুণকালব্যাপী ও মধ্য লয়ের দ্বিগুণকালব্যাপী লয়।

ঠাউর : ● **ঠা** (নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব) নবরূপে উত্তীর্ণ (প্রাণবন্ত) হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, (গতিশীলকে স্থিত করিয়া প্রাণবন্তরূপে রাখা (দেখা, ভাবা, বুঝা) হয় যাহাতে। ◻ আধেয়বান স্থাবর সত্তা, স্থিতিশীল প্রাণবন্ত সত্তা। *

ঠাউর-করা : ● **ঠাউর** করা হয় যাহাতে। ◻ গতিশীল সত্তাকে স্থিতিশীল করিয়া সপ্রাণ অবস্থায় বুঝা, আন্দাজে স্থিতিশীল জীবন্ত সত্তাকে বুঝা বা নির্ণয় করা।

ঠাওর : ● **ঠা**-এর (স্থিতসত্তার) অস্তিত্ব সার্ব্বিকভাবে রহে যাহাতে; অথবা, থামানো অস্তিত্ব সর্ব্বভাবে রহে যাহাতে; কিংবা, যাহার স্থিরীকৃত দেহ-প্রাণ সবকিছুর ধারণা করা (দেখা, ভাবা, বুঝা) হয় যাহাতে। ◻ গতিশীল সত্তাকে স্থিতিশীল করিয়া সার্ব্বিকভাবে বুঝা বা আন্দাজ করিয়া নির্ণয় করা।

ঠাওরা : ● **ঠাওর**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে গতিশীল সত্তাকে স্থিতিশীল করিয়া সার্ব্বিকভাবে বুঝা হয়। ◻ সার্ব্বিকভাবে আন্দাজ করা, বুঝা বা নির্ণয় করা।

ঠাওরান : ● **ঠাওরা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঠাওর**-করণ করা চলে যাহাতে। ◻ সার্ব্বিকভাবে আন্দাজকরণ। *

ঠাই : ● **ঠা** (স্থিতসত্তার রহস্যরূপ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, থামা বা থামানো রহস্যময়ভাবে সক্রিয় যাহাতে (যেখানে, যেক্ষেত্রে); কিংবা, যে বিশেষ (রহস্যময়) ক্ষেত্রে থামিয়া সক্রিয় থাকা যায়। ◻ টিকিয়া থাকিবার ক্ষেত্র, টিকিয়া থাকিবার আশ্রয় বা ভূমি, অধিষ্ঠিত স্থান, অধিকৃত স্থান।

ঠাক : ● **ঠক** হইতে জাত; অথবা, **ঠক**-শব্দ হইতে জাত; কিংবা, **ঠা** (কাঠামো) করে যে বা কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, আধেয়হীন-আধার, প্রাণহীন-দেহ, প্রভুহীন-গৃহ, প্রেমহীন-পূজা, ভক্তিহীন-আচার ... ইত্যাদি কাঠামো কৃত যাহাতে। ◻ কাঠামো, ধাঁচা, প্রতিমাশিল্পী,

পঞ্জর-প্রকৌশলী, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার।

ঠাকরুণ : ● **ঠাক**-এর (আধারকরণের) আবর্ত্তন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া চলমান থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি আচার-মাত্রকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখেন। ❒ ঠাকুরের স্ত্রী, শ্বশুরের স্ত্রী, গৃহস্বামিনী।

ঠাকুর : ● **ঠাক** (আধারকরণ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমান (রহে) যাহাতে; অথবা, যিনি আধার-মাত্রকে (দেহ, গৃহ, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, সমাজ, জগৎ ... কাঠামোকে) আধেয়দান-পূর্ব্বক জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করিয়া রাখেন; অথবা, যিনি তাঁহার দ্বারা অধিষ্ঠিত (দেহাদি ...) ব্যবস্থাকে সৃজনশীল ও প্রাণবন্ত করিয়া রাখেন। ❒ দেবপ্রতিমা, শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মদেব, চৈতন্যদেব, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মনিব, মহাশয়, শ্বশুর, ভাশুর, গুরুদেব, শ্রেষ্ঠ, পাচক-ব্রাহ্মণ, পিতা, জ্যেষ্ঠ, বড় ...।

ঠাকুরঘর : ● **ঠাকুর**-এর জন্য নির্দ্দিষ্ট যে ঘর; অথবা, যে ঘরে **ঠাকুর** থাকেন; অর্থাৎ, জগৎ-ব্যবস্থাকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখেন যিনি (**ঠাকুর**), সেই দেব বা দেবী থাকেন যে ঘরে। ❒ দেববিগ্রহের অধিষ্ঠিত গৃহ।

ঠাকুরজামাই : ● **শ্বশুরঠাকুর**-এর জামাই যিনি; অথবা, যে শ্বশুর তাঁহার সমগ্র পরিবার-ব্যবস্থাটিকে প্রাণবন্ত রাখেন (**ঠাকুর**), তাঁহার জামাই যিনি। ❒ শ্বশুরের জামাতা, নন্দাই।

ঠাকুরঝি : ● **শ্বশুরঠাকুর**-এর ঝি বা কন্যা যিনি; অথবা, যে শ্বশুর তাঁহার সমগ্র পরিবাব-ব্যবস্থাটিকে প্রাণবন্ত রাখেন (**ঠাকুর**), তাঁহার ঝি বা কন্যা যিনি। ❒ শ্বশুরের কন্যা, ননদ।

ঠাকুরণদিদি : ● **ঠাকুর**কে চলমান রাখেন যে দিদি; অথবা, যে দিদি তাঁহার সমগ্র পরিবার-ব্যবস্থাটিকে প্রাণবন্ত রাখার কাজ চালিয়ে যান (**ঠাকুরণ**), সেই দিদি। ❒ বামনদিদি।

ঠাকুরদাদা : ● যিনি **ঠাকুর** তিনিই **দাদা** (যাহাতে); অথবা, যে দাদা তাঁহার সমগ্র পরিবার-ব্যবস্থাটিকে প্রাণবন্ত রাখেন (**ঠাকুর**), সেই দাদা। ❒ যিনি দেবতুল্য ও সম্পর্কে দাদা, পিতামহ, বামনদাদা।

ঠাকুরদিদি : ● যিনি **ঠাকুর** তিনিই **দিদি**; অথবা, যে দিদি তাঁহার সমগ্র পরিবার-ব্যবস্থাটিকে প্রাণবন্ত রাখেন (**ঠাকুর**), সেই দিদি। ❒ ঠাকুরমা, ঠাকুরাণীদিদি।

ঠাকুরপো : ● **শ্বশুরঠাকুর**-এর পুত্র যিনি; অর্থাৎ, যে শ্বশুর তাঁহার সমগ্র পরিবার-ব্যবস্থাটিকে প্রাণবন্ত রাখেন (**ঠাকুর**), সেই শ্বশুরের পুত্র যিনি। ❒ শ্বশুরের ছেলে, দেবর।

ঠাকুরবাবা : ● যিনি **ঠাকুর** তিনিই **বাবা**; অর্থাৎ, যে বাবা তাঁহার সমগ্র পরিবার-ব্যবস্থাটিকে প্রাণবন্ত রাখেন (**ঠাকুর**)। ❒ পিতামহ।

ঠাকুরমামা : ● যিনি **ঠাকুর** তিনিই **মামা**; অর্থাৎ, যে মামা ভাগিনাদিগের সমগ্র পরিবার-ব্যবস্থাটিকে প্রাণবন্ত রাখেন (**ঠাকুর**)। ❒ ৪০/৫০ বছর আগেও বাঙালী পরিবারে এরূপ মামার দেখা পাওয়া যাইত।

ঠাকুরাণী : ● যিনি তাঁর পরিবারের, বংশের, এবং ঘিরে থাকা সমাজের কাঠামোকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখেন। ❒ ঠাকুরের পত্নী, দেবী, স্বামিনী, কর্ত্ত্রী, ব্রাহ্মণী, পূজনীয়া, শাশুড়ী, মাতৃতুল্যা নারী ...।

ঠাকুরাল : ● **ঠাকুর**-এর আধার লালিত যাহাতে; অথবা, **ঠাকুর**গিরি চলে যাহাতে বা যাহা দ্বারা। ❒ প্রভুত্ব, আধিপত্য, ছলনা, কপটতা, সমাদর, যত্ন, আদর-আবদার, ঠাকুরাণীপনা, গৃহিণীপনা।

ঠাট : ● **ঠা** (আধারমাত্র) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে আধেয় থাকে না, ফাঁকা আধারটিই আপন গৌরব ঘোষণা করিতে থাকে। (দ্র. **টাট**)। ❒ বক্তব্যহীন বাগবিদগ্ধতা, নেতাহীন দল, সেনাপতিহীন সৈন্যসমূহ, (সাদৃশ্যে) বংশাদিরচিত গৃহপঞ্জর, চালের কাঠামো, পঞ্জরমাত্র, ধাঁচা, আড়ম্বর, সাজসজ্জা।

ঠাটবাট : ● **ঠাট** ও **বাট** যাহাতে; অথবা, যাহাতে উৎপাদকের আধারাদি আড়ম্বর (**ঠাট**) এবং উৎপন্নের বাটোয়ারা (**বাট**) ইত্যাদির টঙ্কার বা গৌরব ঘোষিত থাকে; (উৎপাদন কর্ম্মটাই থাকে না)। ❒ সজ্জা ও ভাগভোগ, জাঁকজমক ও বিলাসব্যসন।

ঠাটী : ● **ঠাট**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে রমণী ঠাট (আধারের বা বহিরাবরণের টঙ্কার) করেন; কিংবা, যিনি তাঁহার রূপচর্চা, বেশভূষা ... প্রভৃতির গৌরব করেন। ❒ ঠাটপ্রিয়া, বেশবিন্যাসপ্রিয়া, বিলাসিনী, ধৃষ্টা, দুর্ব্বিনীতা, বেহায়া।

ঠাটঠমক : ● **ঠাট** ও **ঠমক** যাহাতে; অথবা, যাহাতে আধারের বা বহিরাবরণের টঙ্কারের পাশাপাশি আচার-আচরণের বিশেষত্বও থাকে। ❒ সাজসজ্জা হাবভাব।

ঠাট্টা : ● **ঠাট** (আধারস্বরূপ সাজসজ্জা আড়ম্বরাদি) টঙ্কারিত যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে-বাককৌশল বা আচরণাদি দ্বারা) উদ্দিষ্টের **ঠাট**কে আঘাত করা হয়। ❒ উপহাস, কৌতুক।

ঠাট্টা-তামাশা : ● **ঠাট্টা** ও **তামাশা** যাহাতে; অথবা, **ঠাট্টা**র সঙ্গে **তামাশা** (তমগুণাত্মক আশা বা কষ্ট দিয়া সুখলাভ) থাকে যাহাতে। ❒ উপহাস ও আমোদ।

ঠাট্টা-বিদ্রূপ : ● **ঠাট্টা** ও **বিদ্রূপ** যাহাতে; অথবা, **ঠাট্টা**র সঙ্গে **বিদ্রূপ** (কার্টুনের ন্যায় বিকৃতিদত্ত রূপ কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা আঘাত) যাহাতে। ❒ উপহাস ও নিন্দা।

ঠাট্টা-মশকরা : ● **ঠাট্টা** ও **মশকরা** যাহাতে; অথবা, **ঠাট্টা**র সঙ্গে **মশকরা** (তোয়াজ করার জন্য সত্যমিথ্যা বাককৌশলে হাসানো হয়) যাহাতে। ❒ উপহাস করা ও মশয় মশয় (মহাশয় মহাশয়) করা।

ঠান : ● **ঠন** হইতে জাত; অথবা, **ঠন**-কৃত হইয়া গেলে যাহা হয়। ❒ শুকনো, নীরস।

ঠানদি : ● **ঠান** স্বরূপ যে দিদি; অথবা, দিদিস্থানীয়া যে অতিবয়স্কা মহিলার শরীর শুকাইয়া কাঠ বা ধাতুর ন্যায় হইয়া গিয়াছে। ❒ অতি বয়স্কা মহিলা।

ঠার : ● **ঠা** (আধারস্বরূপ সঙ্কেতাদি) রহে যাহাতে; অথবা, ইশারা ইঙ্গিত ইত্যাদি রহে যাহাতে (কিন্তু ভাষণ থাকে না)। ❒ ইঙ্গিত, সঙ্কেত (কোড), চাহনি, ইশারা।

ঠারা : ● **ঠার**করণ থাকে যে আধারে; অথবা, যাহাতে **ঠার**করণ করা হয়। ❒ সঙ্কেত করা, ইশারা করা ...।

ঠারে-ঠোরে : ● **ঠার** এবং **ঠোর** উভয়ে দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, (মনোভাব প্রেরণ) যে **ঠার** ও **ঠোর**-এর (সার্ব্বিক আধার-স্বরূপ সঙ্কেতাদির) মাধ্যমে করা হয়; কিংবা, মনোভাব প্রেরণের জন্য যে ইঙ্গিতাদি ও প্রহেলিকাদি (কোড-ল্যাঙ্গুয়েজ) ব্যবহার করা হয়। ❒ ইঙ্গিতে ও প্রহেলিকাতে।

ঠাস : ● **ঠা**-এর (স্থিতকরণের) নিমিত্ত শক্তি নিঃশেষে বিসর্জ্জিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে স্থিত বা থিতু করার জন্য নিঃশেষে শক্তি প্রয়োগ করা হয়। ❒ নিবিড়, ঘন, চাপিয়া নিরেট করা, কষিয়া নিবিড় করা, গাদা, কষিয়া বা

সজোরে চড় মারা কিংবা তাহার শব্দ।

ঠাস-বুননি : ● **ঠাস** বুনন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাকে নিঃশেষে শক্তি প্রয়োগ করিয়া কষিয়া ঘনভাবে বুনন করা হইয়াছে। ❒ ঘনভাবে গ্রন্থনা, জমাটভাবে গ্রথিত।

ঠাসা : ● **ঠাস**-এর আধার যে; অথবা, **ঠাস**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা নিঃশেষে শক্তি প্রয়োগ করিয়া করা হয়। ❒ গাদা, গাদানো, অত্যন্ত চেপে ঢুকানো, চাপা।

ঠাসাঠাসি : ● **ঠাসা** ও **ঠাসি** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঠাস**করণ করা হইয়াছে এবং **ঠাস**করণ করা চলিতেছে। ❒ গাদাগাদি।

ঠাহর : ● **ঠা**-কে (স্থিতসত্তাকে) আরো স্থিরকরণ করা বা হওয়ন করা রহে যাহাতে; অথবা, থামানো অস্তিত্বকে তদবস্থায় স্থির রাখা (দেখা, ভাবা, বুঝা) হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে গতিশীল সত্তাকে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখিয়া বুঝা হয়। ❒ সম্পূর্ণ স্থির অবস্থায় আন্দাজ করিয়া বুঝা। (হিন্দিতে - **'ঠহর-যানা'** = দাঁড়িয়ে যাওয়া।)

ঠি : ● ঠ (টঙ্কারস্থিত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, স্থিতাবস্থায় সক্রিয় যে; কিংবা, সক্রিয়-অস্তিত্ববান যে। ❒ অস্তিত্বমাত্র।

ঠিক : ● **ঠি** (টঙ্কারস্থিতকে সক্রিয়) করে যে; অথবা, টঙ্কারস্থিত সক্রিয় কৃত যাহাতে; অর্থাৎ, আপন স্থিতাবস্থায় সক্রিয় যে; কিংবা, যাহা স্থিতাবস্থায় সক্রিয় আছে (বলিয়াই টিকিয়া আছে; অথবা, যাহা স্থিতাবস্থায় সক্রিয় তাহাই টিকিয়া থাকে; কিংবা, যাহা টিকিয়া থাকে তাহা নিশ্চয় স্থিতাবস্থায় সক্রিয় থাকে)। ❒ স্থিতাবস্থায় সক্রিয়, সত্য, যথার্থ, সঙ্গত, ধার্ম্মিক, যোগ্য, ভ্রমরহিত, ভাল, প্রকৃতিস্থ, ত্রুটিহীন, স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ ...।

ঠিকঠাক : ● **ঠিক** ও **ঠাক** যাহাতে; অথবা, স্থিতাবস্থায় সক্রিয় এবং তাহার আধার যাহাতে; কিংবা, যাহা যথাযথ আধারে স্থিত হইয়া সক্রিয় আছে। ❒ জীবমাত্র, বাস্তব সত্তামাত্র, সুব্যবস্থিত, নির্ভুল, যথাযথ, সুনির্দিষ্টভাবে বা পাকাপাকিভাবে স্থিরীকৃত।

ঠিকর : ● **ঠি** করে যে; অথবা, যাহা **ঠি** (টঙ্কারস্থিতকে সক্রিয়) করে; কিংবা, যাহা ছিটকায়। ❒ বিকীর্ণ হওয়া, ছটকাইয়া পড়া, ছিটকান, ঠক্কর খাওয়া।

ঠিকরা : ● **ঠিকর**-এর আধার যে; অথবা, যাহা ছিটকায় বা ঠিকরায়; কিংবা, যাহা হইতে ছিটকায় বা ঠিকরায়; অথবা, যাহা কড়াইয়ের গরম বালু হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। ❒ উৎসৃষ্ট খই বা কলাই, বড়মুখ বহুব্যবহৃত কড়াই।

ঠিকরান : ● **ঠিকরা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঠিকর**-ক্রিয়া চলিতে থাকে যাহাতে। ❒ ছিটকান।

ঠিকরী : ● **ঠিকর**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা হইতে ছিটকাইয়া বা **ঠিকরা**ইয়া পড়ে। ❒ বহুব্যবহৃত ছোট কড়াই।

ঠিকা : ● **ঠিক**-এর আধার যে; অথবা, 'স্থিতাবস্থায়-সক্রিয়'রূপ করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, **ঠিক**-করা কর্ম্ম **ঠিক**-করা মজুরীতে **ঠিক**-সময়ে করা থাকে যাহাতে; অথবা, স্থিতাবস্থ-কর্ম্ম (প্রকল্পিতভাবে সুনির্দ্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত কর্ম্ম) স্থিতাবস্থ-মূল্যে (স্থিরীকৃত-মূল্যে) ও স্থিতাবস্থ-কালে (স্থিরীকৃত-কালে) করা থাকে যাহাতে। / নির্দ্ধারিত মজুরীতে কার্য্য সম্পাদনের চুক্তি (যাহাতে)। (ব.শ.)। ❒ নির্দ্দিষ্ট কাজের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত মজুরীতে নির্দিষ্ট কালের জন্য নিযুক্ত। (**ঠিকা**-মজুর)।

ঠিকাদার : ● **ঠিকা** দান রহে যাহাতে; অথবা, **ঠিকায়** কাজ করিয়া দেয় যে; কিংবা, যে চুক্তি করিয়া **ঠিক**-করা কর্ম্ম **ঠিক**-করা মজুরীতে **ঠিক-সময়ে** করিয়া দেয়। / যে ঠিকায় কাজ করে। (ব.শ.)। ❒ চুক্তিবদ্ধ কর্ম্মকারী, কনট্রাকটর।

ঠিকানা : ● **ঠিক**-এর আধার অন (চলমান) যে আধারে; অথবা, যে আধারে (বাসস্থানে) জীবদেহ সক্রিয় বা চলমান থাকে। ⊓ ঠিক স্থান, নিবাসস্থান, বাসস্থানের বিবরণ, স্থিরতা, নির্ণয়, সন্ধান, পাত্তা, উদ্দেশ।

ঠিকুর : ● **ঠিক** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমান রহে যাহাতে; অথবা, যাহা স্থিতাবস্থায় সক্রিয় থাকে না, সক্রিয় হইয়া আবর্ত্তমান হয়। ❒ বিকীর্ণ হওয়া, ছটকাইয়া পড়া, ছিটকান।

ঠু : ● ঠ (টঙ্কারস্থিত-অটঙ্কারী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে অটঙ্কারী (ঠ) টঙ্কারীতে (ঠু-তে) পরিণত হইয়াছে; কিংবা, যে টঙ্কারে কোনো না কোনো হাতিয়ার ও শব্দ আঘাত রূপে যায়। ⊓ নবরূপী অটঙ্কারী।

ঠুং : ● নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কারস্থিত (ঠু) রহস্যময় যাহাতে; অথবা, টঙ্কারস্থিত অটঙ্কারী (ঠ) কিঞ্চিৎ টঙ্কারিত হয় যে রহস্যময় শাব্দিক বিচ্ছুরণে; কিংবা, যে অবটঙ্কারীর আঘাত রহস্যময় ব্যথাসুখ দেয়। ❒ মৃদু ঠুং শব্দ।

ঠুংরী : ● **ঠুং** (ব্যথাসুখদায়ী শব্দাঘাত ... ইত্যাদি) রহে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে গীতের শব্দাঘাত ব্যথাসুখ দান করে। ❒ তালবিশেষ, টপ্পাধরণের গীতবিশেষ।

ঠুঁটা : ● অটঙ্কারী (ঠ) নবরূপে উত্তীর্ণ (ঠু-তে বা কিঞ্চিৎ টঙ্কারীতে পরিণত) হইয়া রহস্যময়ভাবে টঙ্কারিত হয় যে আধারে; অথবা, যাহার অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ (দেহমনের কোনো অংশ) ছিন্ন হইয়া গিয়া জানান দিতেছে। ❒ ছিন্নহস্ত, নুলা, কুণ্ঠিত-ধার, ছিন্নপক্ষ, লজ্জাহীন।

ঠুঁটো : ● **ঠুঁট**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **ঠুঁ**-এর টঙ্কার সার্ব্বিক আধারপ্রাপ্ত যাহাতে; কিংবা, কোনো না কোনোভাবে **ঠুঁটা** যে; অথবা, যাহার কোনো কিছু করিবার উপায় বা লিঙ্গাদি (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, কর্ম্মচারী, চাকর-বাকর, লোকলস্কর ...) নাই। ❒ বিকৃতদেহী, বিকৃতমনা, বিকৃত অস্তিত্বমাত্র।

ঠুঁটো-জগন্নাথ : ● যে **জগন্নাথের** (জগতের অধিপতির) সক্রিয় থাকিবার উপায়স্বরূপ লিঙ্গাদি (লোকলস্কর সৈন্যসামন্ত সহায়-সম্বল) কিছুই নাই। ❒ অসহায় জগন্নাথ।

ঠুক : ● ঠু কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে অটঙ্কারী (ঠ) নবরূপে উত্তীর্ণ বা টঙ্কারীতে পরিণত (ঠু) হইয়া টঙ্কার (কিছু দিয়া আঘাত) করে। ❒ কিছু দিয়া আঘাত করা, কিছু দিয়া আস্তে মারা, ঠোঁট দিয়া আঘাত করা, লাঠি ইত্যাদি দিয়া আঘাত করা।

ঠুকঠুক : ● **ঠুক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, **ঠুক**করণ বারংবার চলে যাহাতে। ⊓ বারে বারে কোনো কিছু দিয়া আঘাত করা।

ঠুকরা : ● **ঠুক** রহে যে আধারে; অথবা, যাহাতে **ঠুক**-করণ করা চলিতে থাকে; কিংবা, চঞ্চু দ্বারা **ঠুক**করণ করা চলে যাহাতে। ❒ চঞ্চু দিয়া মৃদু আঘাত করা।

ঠুকরান : ● **ঠুকরা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঠুকরা-কর্ম্ম** চলিতে থাকে। ⊓ কিছু দিয়া বা চঞ্চু দিয়া মৃদু আঘাতকরণ।

ঠুকা : ● **ঠুক**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যাহাতে **ঠুক**করণ থাকে; অথবা, কিছু দিয়া আঘাত-করণ থাকে যাহাতে। ❒ আঘাত করা।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ✤ দ্র. ভূমিকা-২।

ঠুকাঠুকি : ● **ঠুকা** ও **ঠুকি** যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে ঠুককরণ করা হইয়াছে এবং ঠুককরণ করা চলিতেছে; অথবা, যাহাতে পরস্পর কোনো কিছু লইয়া আঘাত ও প্রত্যাঘাত চলে। ◻ কোনো কিছুর দ্বারা ঘাত-প্রতিঘাত।

ঠুকি : ● **ঠুক** সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে ঠুককরণ করি। ◻ কিছু দিয়া আঘাত করি।

ঠুন : ● নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কারস্থিত (ঠু) নাকৃত (ন) যাহাতে; অর্থাৎ, টঙ্কারস্থিত অটঙ্কারী (ঠ) কিঞ্চিৎ টঙ্কারিত (ঠু) হইয়া নাকৃত যাহাতে; অথবা, যে অটঙ্কারী সত্তা একটু টঙ্কার করিয়াই স্তব্ধ হইয়া যায়। ◻ ঠুন ঠুন শব্দ।

ঠুনকা : ● **ঠুন** কৃত হয় যে আধারে; অর্থাৎ, যৎকিঞ্চিৎ আঘাত করিয়াই থামে যে সত্তা।

ঠুনকো : ● **ঠুন**করণের সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহা যৎকিঞ্চিৎ আঘাতেই ভাঙিয়া যায়। (দ্র. **ঠুনকা**)। ◻ ভঙ্গুর, থুমকো স্তনে স্তন্যস্তম্ভনজন্য রোগবিশেষ, ঠুনকোজ্বর।

ঠুল : ● অটঙ্কারীর (ঠ-এর) নবরূপে উত্তীর্ণ অবটঙ্কারী রূপের (ঠু-এর) টঙ্কার হইতে লালন যাহাতে; অথবা, ছোটখাট আঘাত হইতে লালন করা (থাকে) যাহাতে।

ঠুলি : ● **ঠুল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ছোটখাট আঘাত হইতে লালন করে যে। ◻ ঠোলার মত গো-প্রভৃতির চক্ষুর ঢাকনী, কোষ, ছল, কুহক, মোহকর হাবভাব, আড়ি।

ঠুস : ● নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কারস্থিতি (ঠু) নিঃশেষে শক্তি বিসর্জ্জন করে যাহাতে; অথবা, অটঙ্কারী কিঞ্চিৎ টঙ্কার (আঘাত, ঠোকাঠুকি ইত্যাদি শব্দ) করিয়া সর্ব্বোচ্চ শক্তিতে স্থিতকরণ করে যাহাতে; কিংবা, ঠোকাঠুকি করিয়া আঁটিয়া সজোরে ভরা বা স্থিত করা হয় যাহাতে। ◻ নিবিড় (নিরেট) ভাবে পূর্ণ করা, কষিয়া ভরা, গাদা।

ঠুসকি : ● **ঠুস** শব্দ করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ঠুস** করিয়া মারা বা বাতকর্ম্ম করা হয় যাহাতে। ◻ 'ঠুস' শব্দে অপানত্যাগ।

ঠুসঠাস : ● **ঠুস** ও **ঠাস** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঠুস**করণ ও **ঠাস**করণ করা হয়; কিংবা, **ঠুসিয়া** ও **ঠাসিয়া** ভর্ত্তি করা হয় যাহাতে; অথবা, **ঠুস** ও **ঠাস** শব্দ করা হয় যাহাতে। ◻ *ঠেসেঠুসে* ভরা, ফাঁপা দ্রব্যের আঘাতের মৃদু শব্দ।

ঠুসা : ● **ঠুস**-এর আধার যে; অথবা, **ঠুস**করণ করা থাকে যাহাতে। ◻ নিবিড় ভাবে পূর্ণ করা।

ঠুসি : ● **ঠুস**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঠুস**করণ চলে বা **ঠুসা** হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা **ঠুসা** হয়; অথবা, যাহার ভিতরে **ঠুসা** হয় বা হইয়াছে। ◻ ফুলের কলি, পুলি পিঠার আবরণ।

ঠেক* :** ● টঙ্কারস্থিত দিশাগ্রস্ত (ঠে) কৃত যাহাতে; অথবা, টঙ্কার একঝোঁকা হইয়া যেখানে গিয়া বা আসিয়া লাগিয়াছে বা স্থিত হইয়াছে; কিংবা, যাহাতে কেহ আসিয়া ***ঠেকে; অথবা, যাহাকে ***ঠেকান*** হয় বা ***ঠেক*** দেওয়া হয়। ◻ আশ্রয়, রোধ, আশ্রয় দেওয়া, রোধ করা, বাধা, বাধা-দেওয়া, লাগা, দায়ে পড়া।

ঠেকনা* :** ● ***ঠেক অন (চলমান) থাকে যে আধারে; অথবা, যাহা আগন্তু টঙ্কারকে আটকাইয়া বা ***ঠেকাইয়া*** স্থিত রাখে। ◻ আশ্রয়রূপ দণ্ডাদি, অবলম্বন, ঠেস।

ঠেকনো* :** ● ***ঠেক অন (চলমান) থাকে যে সার্ব্বিক আধারে; অথবা, যাহা আগন্তু টঙ্কারকে সার্ব্বিকভাবে ***ঠেকাইয়া*** স্থিত রাখে। ◻ নানা প্রকারের আশ্রয় বা ঠেস।

ঠেকা : ● **ঠেক**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ঠেক**করণ করা থাকে; কিংবা, যাহাকে ঠেকান হয়; অথবা, যে ঠেকায়। ⊓ বিপদ্গ্রস্ত, তালের ঠেকা দেওয়া, রুদ্ধ হওয়া, ঠেসা।

ঠেকান : ● **ঠেকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঠেকা**-কর্ম্ম চলে যাহাতে। ⊓ আটকান, ছোঁয়ান।

ঠেকাঠেকি : ● **ঠেকা** ও **ঠেকি** যাহাতে; অথবা, পরস্পরের নিকট কোনো ঝঞ্ঝাট-জাতীয় বিষয় বা বস্তুকে ঠেলে ঠেকিয়ে দেওয়া হয় যাহাতে। ❒ ঠেলাঠেলি।

ঠেকে-শেখা : ● কোথাও বা কোনো কিছুতে আটকাইয়া গিয়া বা **ঠেকিয়া** যে শিক্ষা হয়। ❒ আটকে গিয়ে শেখা।

ঠেকো : ● **ঠেক**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **ঠেক** দেওয়া হয় যে সার্ব্বিক আধারে; কিংবা, যাহা দিয়া কোনো কিছুকে **ঠেকাই**য়া রাখা হয়। ⊓ ঠেস দেওয়ার বস্তু বা বিষয়।

ঠেল : ● দিশাগ্রস্ত **ঠ** (টঙ্কারস্থিত) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, একঝোঁকা স্থিতকরণ যেদিকে বা যেখানে গিয়া লালিত-লয়প্রাপ্ত হয়। ⊓ একদিকে বলপ্রয়োগ করিয়া রাখা, ধাক্কা দেওয়া, সরান, উপরে উঠান, অগ্রাহ্য করা, সমাজচ্যুত করা, পাশে সরান।

ঠেলা : ● **ঠেল**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ঠেল**করণ করা থাকে; কিংবা, যাহাতে বিশেষ দিকে জোরপূর্ব্বক সরান হয়। ⊓ ধাক্কা দেওয়া, বেগ দেওয়া।

ঠেলাঠেলি : ● **ঠেলা** ও **ঠেলি** যাহাতে; অথবা, একপক্ষ **ঠেল**করণ করিলে অন্যপক্ষ❖ **ঠেল**করণ করে যাহাতে। ⊓ ধাক্কাধাক্কি।

ঠেস : ● দিশাগ্রস্ত টঙ্কারস্থিতি (**ঠে**) নিঃশেষে শক্তি বিসর্জ্জন করে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **ঠেসে** ধরা (**ঠাসা** বা **ঠুসা**) হয়; কিংবা, যাহাতে স্থিত হওয়ার জন্য ভর দেওয়া হয়; অথবা, যাহার সাহায্যে আসন্ন ভরকে ঠেকানো হয়; কিংবা, দোষাদির দায়ের ভার রাখা হয় যে সকল কথাবার্ত্তায়। ⊓ চাপ, চাপিয়া ধরা, আশ্রয়, আশ্রয়ে হেলিয়া ভর দেওয়া, হেলান, হেলান দেওয়ার আধার মাত্র, **ঠেস**-স্বরূপ বাঁশ ইত্যাদির ঠেকনো বা **ঠেসনা**, ঠেস দেওয়া কথা, বক্রোক্তি ...।

ঠেসনা : ● **ঠেস** অন (চলমান) থাকে যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা **ঠেস**-এর ভার বহন করা হয়। ❒ হেলানর আধার।

ঠেসান : ● **ঠেসা** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, **ঠেস**করণ করা চলিতে থাকে যাহাতে। ❒ কারো উপর ভর দিয়ে রাখা।

ঠেসে-ধরা : ● **ঠেস**কে দিশাগ্রস্ত করিয়া ধরা হয় যাহাতে; অর্থাৎ, সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া ধরা হয় যাহাতে। (দ্র. **ঠেস**)। ❒ চাপিয়া ধরা, চেপে ঢোকানো।

ঠোঁট : ● আশ্রিত **ঠুঁট**-করণ যাহাতে; অথবা, মুখের যে অংশ **ঠুঁট**-করণ (**থোঁতা**) করিয়া রাখা হইয়াছে; কিংবা, মানসিক বা বাহ্যিক উচ্চারণ বা অবটঙ্কার যেখানে আসিয়া আটকাইয়া টঙ্কারিত হয়। ❒ ওষ্ঠাধর, চঞ্চু।

ঠোঁটকাটা : ● মানসিক **ঠোঁট** কাটা গিয়াছে বলিয়া কোনো কথাই সেখানে না আটকাইয়া বাহ্যিক ঠোঁটে আসিয়া উচ্চারিত হইয়া যায় যাহার; অথবা, যাহার মনে কিছুই আটকায় না; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহার মুখে কিছুই আটকায় না; অথবা, বাহ্যিক **ঠোঁট** কাটিয়া গেলে (ওষ্ঠভেদী দাঁত উঠিলে) যাহা হয়। /যাহার কিছু বলিতে বাধে না। (ব.শ.)। ⊓ স্পষ্টবক্তা, দাঁতে-ফাটা ঠোঁট, দাঁতুলে।

ঠোক : ● **ঠুক**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অর্থাৎ, নানাপ্রকার **ঠুক**করণ যাহাতে। ❒ কিছু দিয়া আঘাত।

ঠোকর : ● **ঠোক** রহে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে চঞ্চু দিয়া **ঠোক**করণ চলে।

ঠোকরান : ● **ঠোকর** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে **ঠোকর**-মারা চলিতে থাকে। ❒ পাখীর ঠোঁটের আঘাত করা।

ঠোকা : ● **ঠোক**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যাহাতে **ঠোক**করণ করা থাকে। ❒ কিছু দিয়া আঘাত করা।

ঠোকাঠুকি : ● **ঠুকাঠুকি**র সার্ব্বিক আধার যে। ❒ লাঠালাঠি।

ঠোকান : ● **ঠোকা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, কোনো কিছু দিয়া বা কাহাকেও দিয়া **ঠোকা**করণ করা হয় যাহাতে।

ঠোক্কর : ● **ঠোক** করা হয় যাহাতে; অথবা, (ইচ্ছাকৃতভাবে) কোনো কিছুতে **ঠোক**করণ করা হয় যাহাতে। ❒ জ্ঞাতসারে **ঠক্কর**।

ঠোলা : ● সার্ব্বিক আধারপ্রাপ্ত **ঠু**করণ (আঘাত হইতে রক্ষাকরণ) লালিত-লয়প্রাপ্ত হয় যে আধারে। ❒ বড় আকারের ঠুলি, বাঁশগাছের ঠোলা, আমের শুকনো আঁটি।

ড/ড়

ড : ● ডয়ন বা উড্ডয়ন যাহাতে; অথবা, উড্ডয়ন করে বা উড়ালাফ দেয় যে; কিংবা, উড়ি উড়ি করে যে, বা উড়ে যে; অথবা, যাহাতে সত্তার পরিধি বা শীর্ষস্থান হইতে (সত্তার শক্তি, ক্রোধ, ইচ্ছা, অংশ ... ইত্যাদি) উত্থিত হয়; অথবা, উড়ান করে যে = উড়ানকারী। ✱

ড় : ● উড্ডয়ন-এর রহস্যরূপ যাহাতে (ড্‌ + র = ড়); অথবা, আবর্ত্তনপূর্ব্বক গড়ান-উড়ান যাহাতে; অর্থাৎ, যে উড়িয়া গিয়া গড়ায় কিংবা গড়াইতে গড়াইতে উড়ে; অথবা, যাহা উড়িয়া গিয়া থামে এবং থামিয়া উড়ে; অথবা, উড়ান করে যে বা গড়ান করে যে; অর্থাৎ, উড়ানকারী বা গড়ানকারী। ✱

ডওর : ● **ড**-এর (গড়ানের) সার্ব্বিক আধার রহে যাহাতে (যেখানে); অথবা, যে স্থানে জল গড়াইয়া আসিয়া জমে; কিংবা, যে গড়ান পথে গরুর পাল যাতায়াত করে। ❒ অপেক্ষা-কৃত নীচু স্থান, গ্রামের গলি বা গো-হালট।

ডওরা : ● **ডওর**-এর আধার যে; অথবা, গভীর অংশ থাকে যে স্থানে; কিংবা, নৌকার খোলের নীচের গভীরতম যে অংশে জল জমে। ❒ ডহরা, খাল, জলাভূমি, গভীর গর্ত্ত।

ডং : ● উড়ানকারীর রহস্যরূপ যাহাতে; অর্থাৎ, যে উড়ন্ত সত্তা (উচ্চারিত শব্দাদি) রহস্যময় আচরণ করে। ❒ দ্র. **ডঙ্কা**।

ডগ : ● উড়ানকারীর গমন্‌ থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, উড়ানকারীর (ইচ্ছা, অংশ, আওয়াজ, পোষ্য ইত্যাদির) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে উড়িয়া গমন বা উড়িয়া গমনের ভাব থাকে। ❒ আগা, অগ্রণী অংশ, সরু ডাল, শিকারীর কুকুর।

ডগডগ : ● **ডগ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা আগাইয়া চলিতেছে; অথবা, যাহা নবযৌবন বা তারুণ্য প্রকাশ করিতেছে। ❒ দীপ্তির ভাব প্রকাশক শব্দ।

ডগডগে : ● **ডগডগ** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা তারুণ্যশক্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া বিশেষ দিকে আগাইয়া চলিতেছে। ❒ অত্যন্ত, অতি উজ্জ্বল, খুব টকটকে।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ডগমগ : ● ডগ ও মগ যাহাতে; অর্থাৎ, উড়িয়া গমন যাহাতে এবং সীমায়িত গমন যাহাতে; অথবা, যাহা তাহার উড়ানের গতিকে কখনো কখনো শ্লথ করিয়া উড়িতে থাকে। ❐ ঢলঢলে, ভরপুর, বিভোর, রসে রঙে বা ঔজ্জ্বল্যে পরম মনোহর।

ডগমগান : ● ডগমগ অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে **ডগমগ**-করণ চলিতে থাকে। ❐ ডগমগ করা।

ডগর : ● ডগ রহে যাহাতে; অর্থাৎ, উড়ন্ত (বিচ্ছুরিত) বা অগ্রগামী সত্তার (শক্তির, আওয়াজের ...) গমন রহে যাহাতে; অথবা, তারুণ্যশক্তিতে দীপ্ত সত্তার অগ্রগমন রহে যাহাতে। ❐ দগড়, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ডগলা : ● ডগ লালিত যে আধারে; অর্থাৎ, বৃক্ষশাখার (সংস্থা-শাখার) যে অগ্রণী অংশে উড়িয়া গমন বা উড়িয়া গমনের ভাব লালিত হয়। ❐ বাঁশের শীর্ষদেশ, কচি ডগা, সরু ডাল।

ডগা : ● ডগ-এর আধার যে; অর্থাৎ, **ডগ**-করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা উড়ি উড়ি ভাব করিয়া আগাইয়া চলে। ❐ লাউ-ডগা, কলার সদ্য নির্গত মাঝের পাতা।

ডগাশাল : ● গোশালার যে বাড়তি অংশে লাডডগার ন্যায় লম্বা (খানিক উঁচু জাবনা দেওয়ার লম্বা) নালার পাশে সারিবদ্ধ করিয়া গরু বাঁধিয়া জাবনা খাইতে দেওয়া হয়। ❐ গোয়ালের বাহিরে সারিবদ্ধ গরু বাঁধিয়া রাখিবার স্থান, বাথান।

ডঙ্ক : ● ডং (রহস্যময় উড়ানকারীর) করণ যাহাতে; অর্থাৎ, **ডং** (উত্থিত হইয়া রহস্যময় আচরণ বা আঘাত) করে যে। ❐ সর্পদংশন।

ডঙ্কা : ● ডঙ্ক-এর আধার যে; অর্থাৎ, **ডঙ্ক**-করণ থাকে যে আওয়াজে; অথবা, যাহা হইতে **ডঙ্ক**-করণ (রহস্যময় বা ভয়জনক ঘোষণার আঘাতকারী শব্দ) বিচ্ছুরিত হয়। ❐ চর্ম্মা-চ্ছাদিত তাম্রকটাহের বাদ্যবিশেষ, ঢেঁঢরা।

ডণ্ড : ● ডনকে (অনকৃত উত্থানকে) গড়াইয়া দেওয়া হয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা কাহারও (মানসিক, আর্থিক, বাহ্যিক, সামাজিক ইত্যাকার) উত্থানকে সামাজিক সমতলে আনা হয়। ❐ দণ্ড, শাস্তি, জরিমানা।

ডন : ● ড (উড়ানভাব) অনকৃত যাহাতে; অর্থাৎ, মানবশরীরের উড়ানচেষ্টা চলমান থাকে যাহাতে (যে আচরণে); অথবা, মানুষের যে আচরণ দেখিলে মনে হয় সে উড়িবার চেষ্টা করিতেছে (কিন্তু পারিতেছে না); কিংবা, সমস্ত শরীরের ভর দুই হাতের তালু ও পায়ের আঙ্গুলের উপর রাখিয়া দণ্ডবৎ পতিত হওয়া ও উঠা থাকে যাহাতে। ❐ ব্যায়ামের প্রকারভেদ।

ডবকা : ● ড (উড়ান) বহন করে যে; অর্থাৎ, যে এতই উচ্ছল যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। ❐ তরুণ, তরুণী।

ডমর : ● ডম (উড্ডয়ন সীমায়িত) রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে উত্থানকে দমিত করিয়া দেওয়া চলিতে থাকে; অর্থাৎ, যাহাতে একপক্ষের উড়িয়া চলাকে থামাইয়া দিতে যে পক্ষ আসে, সেই পক্ষের তদ্রূপ উত্থানকে দমন করিবার চেষ্টা করে যে। ❐ কলহ, ছোটখাট লড়াই, বিদ্রোহ, উপদ্রব, বিপ্লব।

ডমরু : ● ডমর নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে লড়াই-লড়াই খেলা থাকে (লড়াই থাকে না); অথবা, যাহা বাজাইয়া সাপের (বা অন্য কারো) লড়াই-লড়াই খেলা দেখানো হয়। ❐ বাদ্যযন্ত্র, ডুগডুগি।

ডম্বর : ● ডম (সীমায়িত উড়ান) বাহক

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

রহে যাহাতে; অথবা, সীমিত উড়ানকে বরণ করা হয় যাহাতে; অর্থাৎ, যেটুকু উত্থিত হওয়া গিয়াছে তাহা লইয়াই ঘটা করা হয় যাহাতে। ❐ আড়ম্বর, ঘটা, সমারোহ।

ডম্বরু : ● **ডম্বর** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে আনন্দ-প্রকাশক বাজনা থাকে (আড়ম্বর থাকে না)। ❐ বাদ্যযন্ত্র, ডুগডুগি।

ডম্বুরু : ● **ডম্বু** (সীমায়িত উড়ানের অবহন) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অর্থাৎ, সীমায়িত ও স্তিমিত উড়ান ক্রমশ প্রকাশিত হইতে থাকে যাহা হইতে। ❐ একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, ডুগডুগি।

ডয়ন : ● নভোগতিতে যাওয়া অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, ডী-এর (গড়ান-উড়ানের সক্রিয়তার) যাওয়া অন থাকে যাহাতে। ❐ নভোগতি, উড়া।

ডর : ● ড (উড়ান-গড়ান) রহে যাহাতে; অর্থাৎ, উড়িয়া বা ছুটিয়া পলায়ন (পলায়নের সম্ভাবনা) রহে যাহাতে। ❐ ভয়, ভয় করা। *

ডরা : ● **ডর**-এর আধার যে; অথবা, **ডর**-করণ থাকে যাহাতে। ❐ ভয় করা।

ডরান : ● **ডরা** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, **ডর**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ❐ ভয় পাওয়ানো, ভয় পান।

ডরানে : ● **ডরান** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অর্থাৎ, **ডর**করণে আক্রান্ত যে। ❐ ভীতু।

ডলক : ● ডয়নপূর্ব্বক পতন লালিত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা (যে জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত হইয়া) উড়িয়া আসিয়া পতিত হয়। ❐ তুমুল বৃষ্টি, ঢলক।

ডলন : ● উপর হইতে পতন লালিত হইয়া অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে উপর হইতে শক্তিপ্রয়োগ করা চলিতে থাকে। ❐ মর্দ্দন, পেষণ।

ডলনা : ● **ডলন**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা **ডলন**-কর্ম্ম সাধিত হয়। ❐ নোড়া।

ডলা : ● **ডল**-এর আধার যে; অর্থাৎ, **ডল**করণ করা থাকে যাহাতে। ❐ মর্দ্দন করা, টেপা, ঠাসা।

ডলাইমলাই : ● **ডলাই** ও **মলাই** যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **ডলা** সক্রিয় থাকে এবং **মলা** (সীমায়িতের লালন) সক্রিয় থাকে। (দ্র. **মলাই**)। ❐ অঙ্গমর্দ্দন ও হাত বুলানো।

ডলান : ● **ডলা** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে **ডলা**করণ চলিতে থাকে। ❐ মর্দ্দন করানো।

ডহর : ● **ডহ** (ডয়ন পতিত হইয়া) রহে যাহাতে; অর্থাৎ, উড়ন্ত বৃষ্টিজল পতিত হইয়া যে (নিম্ন) স্থানে গিয়া অবস্থান করে। ❐ গর্ত্ত, নিম্নস্থান, খাল, জলাভূমি।

ডহরা : ● **ডহর**-এর আধার যে; অথবা, নৌকার যে স্থানে (নিম্নদেশে) জল জমিয়া থাকে। ❐ নৌকার খোল।

ডহা : ● ড (উড়ন্ত বৃষ্টিজলের পতিত) হওয়ন থাকে যে আধারে। ❐ বর্ষণ হওয়া, বয়ে যাওয়া, প্রবাহিত হওয়া।

ডা : ● ড-এর (গড়ান-উড়ানকারীর) আধার যে; অথবা, ড (গড়ান-উড়ান) হইতে জাত যে; কিংবা, যে উপরে উঠিয়া থামিয়া যায়; অথবা, উত্থিত হইয়া বিশেষ দূরত্ব পর্যন্ত যায় যে; কিংবা, যে উড়ে বা যাহা দ্বারা উড়ে। ❐ **ডাক**, **ডাল**।

ডাইন : ● **ডা** (উড়ানকারী) সক্রিয় হইয়া অনকৃত (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে স্ত্রীলোক (মানসিক উড়ানকারী) মায়ার (**ইন**) দ্বারা গৃহীদিগের ক্ষতি করে। ❐ পিশাচী,

শিশুর অনিষ্টকারিণী স্ত্রীলোক।

ডাইনী : ● **ডাইন**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে স্ত্রীলোক **ডাইন**-কর্ম্ম করে। *

ডাইল : ● **ডা** (উড়ান-গড়ানকারী) সক্রিয় হইয়া লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, যাহা লালিত হইয়া বৃক্ষ হইতে বাহিরের দিকে যাইবার চেষ্টা করে এবং যাহা লয়প্রাপ্ত হইয়া নিজের ভিতরে নিজেই গলিয়া যায়। ▫ গাছের ডাল, ব্যঞ্জন-ডাল।

ডাং (ডাঙ) : ● **ডা**-এর (...উত্থিত সত্তার) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, যাহা (লম্বা হওয়ার কারণে) নভোগতিতে দূরে গিয়া আঘাত করিতে পারে। ▫ লম্বা লাঠি, ডাণ্ডা।

ডাংগুলি : ● **ডাং** ও **গুলি** যাহাতে; অথবা, যাহাতে উপরে তুলিয়া খানিক দূরে মারা যায় এরূপ লাঠি এবং **গুলি** থাকে। ▫ কড়ে-ডাং।

ডাঁই : ● **ডাঁ** (...উত্থিতের রহস্যময় আধার) সক্রিয় (যাহাতে); অথবা, যাহাতে (বস্তুসমূহ বিভিন্ন দিক হইতে) উড়িয়া আসিয়া পড়ে (এবং জমে); কিংবা, যেখানে (বস্তুসমূহ উপর দিয়া বা) উড়িয়া গিয়া পড়ে (এবং জমে)। ▫ স্তূপ, গাদি, রাশীকৃত, স্তূপীকৃত।

ডাঁই-করা : ● **ডাঁই**-করণ করা হয় যাহাতে; অথবা, বস্তুসমূহকে তুলিয়া বিশেষ স্থানে ছুঁড়িয়া বা উপর হইতে ফেলিয়া জমা করা হয় যাহাতে (যে ক্রিয়া দ্বারা)। ▫ স্তূপীকৃত করা, গাদি করা।

ডাঁট : ● **ডাঁ** (...উত্থিতের রহস্যরূপী আধার) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে উঁচুতে উঠিয়া স্থিত বা খাড়া হইয়া টঙ্কার করে; কিংবা, উচ্চ-স্থানে অবস্থিত যে রহস্যময় সত্তা টঙ্কার করে বা কোনো কিছু করিতে নিষেধ করে। ▫ দৃঢ়, শক্ত, দুশ্ছেদ্য, দেমাক, গুমর, নিষেধ, আপাকা।

ডাঁটন : ● **ডাঁট** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ডাঁট**করণ (নিষেধকরণ) চলিতে থাকে যাহাতে। ▫ তিরস্কার, ভর্ৎসনা।

ডাঁটা : ● **ডাঁট**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ডাঁট**করণ থাকে; কিংবা, যে **ডাঁটে** ('করিও না' বলে); অথবা, যে (বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও) **ডাঁটি**য়া দাঁড়ায়। ▫ খাড়া, নটে-খাড়া, সজনা-খাড়া, তিরস্কার করা ...।

ডাঁটো : ● **ডাঁট**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **ডাঁ** (...উত্থিতের রহস্যময় আধার) টঙ্কারিত হয় যে সার্ব্বিক আধারে; কিংবা, সর্ব্বোচ্চে উত্থানপূর্ব্বক স্থিত সত্তা টঙ্কারিত হয় যে সার্ব্বিক আধারে। ▫ শক্ত, কঠিন, সবল, দৃঢ়, সমর্থ, অপক্ক, ডাঁসা।

ডাঁশ : ● **ডাঁ**-এর (...উত্থিতের রহস্যময় আধারের) শক্তিনিষেক যাহাতে; অর্থাৎ, যে রহস্যময় উড়ন্ত সত্তা (অন্য সত্তার দেহে) শক্তিনিষেক করে। ▫ দংশনকারী মাছিবিশেষ।

ডাঁসা : ● **ডাঁ**-এর (উত্থিতের রহস্যময় আধারের) নিঃশেষিত শক্তি-উৎসারণ যাহাতে; অথবা, যাহা যথাশক্তি উত্থিত বা বিকশিত হইয়া গেছে; কিংবা, আর উত্থিত বা বিকশিত হইবার শক্তি নাই যাহার। ▫ টনটনে, আধপাকা, পাকা ও কাঁচার মাঝামাঝি।

ডাক : ● **ডা** (উত্থিত বা নির্গত শব্দাদির লক্ষ্যে গমন) কৃত যাহাতে; অথবা, (আহ্বান-মূলক ইচ্ছাদির উচ্চারিত বা লিখিত শব্দাদিকে) উড়াইয়া (বা বাহকের মাধ্যমে) প্রেরণ করা হয় যাহাতে। ▫ দূর দেশে পত্রপ্রেরণ ব্যবস্থা, ডাকব্যবস্থা, আহ্বান, গর্জ্জন, পক্ষিরব, গৌরব, খ্যাতি, ডাহুক পাখি (duck)।*

ডাকখরচা : ● **ডাক**-এর জন্য (ডাক পাঠানোর জন্য) যে খরচা হয়।

ডাকগাড়ি : ● যে গাড়ি **ডাক** (চিঠিপত্রাদি) বহন করে।

ডাকঘর : ● যে ঘর হইতে **ডাক** (চিঠিপত্রাদি) পাঠানো হয়। / যেখানে বা যেখান হইতে ডাক আসে বা যায়। (ব.শ.)। ❐ পোস্ট অফিস।

ডাকটিকিট : ● যে টিকিটের সাহায্যে **ডাক** (চিঠিপত্রাদি) পাঠানো হয়।

ডাকনাম : ● যে নামে **ডাকা** হয়। ❐ ঘরোয়া নাম।

ডাকপিয়ন : ● যে পিয়ন **ডাক** (চিঠিপত্রাদি) বহন ও ঠিকানানুসারে বিলিবণ্টন করে। ❐ ডাক বিলি করার কর্ম্মচারী।

ডাকপুরুষ : ● যে পুরুষ **ডাক** দিতে পারেন বা **ডাকসিদ্ধ** হইয়াছেন; অথবা, তন্ত্রাদিতে (গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদিতে) 'বঙ্গভঙ্গ রোধ করো', 'দিল্লী চলো' ... ইত্যাকার **ডাক** দেওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন যিনি। ❐ ডাকতন্ত্রে সিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি।

ডাকবাংলা : ● যে **বাংলা**-বাড়ী হইতে সেখানে যাওয়ার জন্য মাঝে-মধ্যে প্রজাদিগের **ডাক** পড়িত; অথবা, সরকারী কর্ম্মচারী যে গৃহে অবস্থিতি করিয়া প্রজাগণকে ভূমিকর, জলকর, বা অন্য কিছুর জন্য **ডাকিয়া** পাঠাইতেন।

ডাকমাশুল : ● **ডাক** পাঠানোর জন্য যে মাশুল দিতে হয়। ❐ ডাক-খরচা।

ডাকমুনসী : ● যে মুনসী **ডাক** (চিঠিপত্রাদি) প্রেরণ বিষয়ক কাজ করে। ❐ পোস্টমাস্টার।

ডাকসংক্রান্তি : ● যে সংক্রান্তিতে কৃষকগণ (ভোরবেলা ক্ষেতের কোণে দাঁড়াইয়া 'ছোটো ধান বড়ো ধান ফুলো ফুলো' ... ইত্যাদি) ডাকাডাকি করেন। ✻

ডাকসাইটে : ● যে **ডাক**-এর বিচ্ছুরণ সক্রিয় ও দিশাগ্রস্তভাবে টঙ্কারিত হয়; অথবা, যে **ডাক** ডাকিবামাত্র শ্রোতার স্মৃতিতে টঙ্কারিত হয়। / নামমাত্র উচ্চারণে যাহাকে সবাই চিনিতে পারে। ❐ সুবিখ্যাত, প্রসিদ্ধ।

ডাকসিদ্ধা : ● / যে নামের ডাকেই সিদ্ধি হয়; অথবা, যে নাম করামাত্র বোধগম্য হয়। (ব.শ.)। দ্র. **ডাকিনী**, **ডাকিনীবিদ্যা**। ✻

ডাকহরকরা : ● **ডাক** হরণ (লওয়া) করে যে। ❐ ডাকের ধাবক (runner)।

ডাকহাঁক : ● **ডাক** ও **হাঁক** যাহাতে; অথবা, **ডাক**-এর জন্য যে **হাঁক**; কিংবা, ডাকিবার জন্য হুঙ্কার করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ডাকাডাকি** ক্রিয়া ও **হাঁকাহাঁকি** ক্রিয়া থাকে।

ডাকা : ● **ডাক**-এর আধার যে; অথবা, **ডাক**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **ডাক**করণ করা হয়। ❐ আহ্বান করা, উচ্চৈঃস্বরে বলা, কূজন বা রব করা, ডাক দিয়া চালান বা তাড়ান, ডাক দিয়া আমন্ত্রণ, লুণ্ঠন, দুঃসাহসের কার্য্য।

ডাকাইত : ● **ডাকা** (ডাককরণ করা) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যে 'অমুক তারিখে তোমার সম্পদ লুঠ করিতে আসিব' ইত্যাদি, কিংবা 'হৈ হৈ রৈ রৈ' ইত্যাদি, **ডাক** ডাকিয়া (জানান দিয়া) জোর-পূর্ব্বক গৃহীর সম্পদ হরণ করে (চোরের ন্যায় লুকাইয়া চুরি করে না)। ❐ দস্যু, লুঠেরা, সবল অপহারক, অতিদুর্ব্বৃত্ত।

ডাকাডাকি : ● **ডাকা** ও **ডাকি** যাহাতে; অথবা, যাহাতে ডাককরণ সম্পন্ন এবং ডাককরণ সক্রিয় হওয়া চলিতে থাকে। ❐ বারংবার আহ্বান।

ডাকাত : ● **ডাকা** তারিত যাহাতে। / যে ডাক দিয়া পড়ে। (ব.শ.)। ❐ **ডাকাইত**।

ডাকাতি : ● **ডাকাত**-কর্ম্ম সক্রিয় যাহাতে।

❒ **দস্যুবৃত্তি**, ডাকাইতের কাজ।

ডাকাবুকা : ● (সজোরে) **ডাকি**বার নিমিত্ত (যেরূপ শক্তিধর বুকের প্রয়োজন তদ্রূপ) চওড়া বুকের আধার যে; অথবা, বিশাল বক্ষ যাহার; কিংবা, ডাকাতের মতো বুক যাহার। ❒ চওড়া ছাতিওয়ালা, অতুলনীয় সাহসযুক্ত।

ডাকিনী : ● যাহা ডাকিলেই (যে-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই) বোধগম্য হয়; অথবা যে-আধারশক্তি ডাকিয়া ইষ্ট বা অনিষ্ট করিতে পারে। ❒ 'বন্দে মাতরম', 'দিল্লি চলো' ... ইত্যাদি ডাক বা স্লোগান; (ক্ষমতাধিষ্ঠিতদিগের দৃষ্টিতে) পিশাচগণ, কালীর গণবিশেষ, উপদ্রবকারিণী নারী, ডাইনী। ⁕

ডাকিনী-বিদ্যা : ● **ডাকিনী** বিষয়ক বিদ্যা যাহাতে; অথবা, যাহা ডাকিলেই বোধগম্য হয়, তদ্রূপ বিদ্যা। (দ্র. **ডাকসিদ্ধা**)। ❒ তন্ত্র-সাধনার অংশস্বরূপ একটি বিদ্যা, (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি) তন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ডাক বা স্লোগান রচনার বিদ্যা। ব্যবসায়ীগণও এই বিদ্যার ব্যবহার করিয়া থাকে। ⁕

ডাকু : ● **ডা**-করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, **ডাক** দিয়া হৃদয় হরণ করে যে; কিংবা, যাহার ডাকাতি জনসাধারণের মন জয় করে। ❒ প্রিয় ডাকাত।

ডাক্তার : ● **ডাক** পাইলে আসিয়া ব্যাধির আক্রমণ হইতে **তা**বণ করেন যিনি। ❒ চিকিৎসক।

ডাগর : ● **ডা**-এর (উড়ু উড়ু সত্তার) গমন রহে যাহাতে; অথবা, **ডগর** হইতে জাত যে; কিংবা, বাড়ন্ত বা অগ্রণী সত্তার প্রকাশ রহে যাহাতে। ❒ বড় (চোখ), বয়স্ক (মেয়ে)।

ডাঙর : ● **ডাঙ** রহে যাহাতে; অথবা, উচ্চস্থানে অবস্থান ও প্রভাব বিস্তারের উপায় সক্রিয় যাহা হইতে। ❒ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিপুল, কর্কশ, বৃদ্ধ, নিপুণ, পণ্ডিত।

ডাঙশ : ● যে **ডাঙ** দ্বারা খানিক দূরে শক্তিনিষেক করা হয়। ❒ অঙ্কুশ-অস্ত্র, হস্তিচালনার্থ অঙ্কুশ।

ডাঙা : ● **ডাঙ**-এর আধার যে; অথবা, উত্থিত হইয়া রহস্যরূপ গ্রহণ করা চলে যাহাতে। ❒ উচ্চস্থান, স্থল, স্তূপ, ডাঙ দিয়া মারা।

ডাঙ্গ : ● যে **ডাং** (ডা-এর রহস্যরূপে বা উচ্চে) গমন করে; অথবা, যে **ডাং** (ডা-এর রহস্যরূপ হইতে বা উচ্চস্থান হইতে) গমন করে; কিংবা, যে (বাহ্যিক বা মানসিক) উচ্চস্থান হইতে খানিক দূরে নিম্নে গমন করা হয়। ❒ লম্বা লাঠি, চূড়া-তুল্য উচ্চস্থান, স্তূপ।

ডাঙ্গর : ● **ডাঙ্গ** (উচ্চস্থিত) রহে যাহাতে; অথবা, (বাহ্যিক বা মানসিক) উচ্চস্থান রহে যাহাতে; কিংবা, যাহা উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিয়া নিম্নে প্রভাব বিস্তার করে। ❒ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিপুল, কর্কশ, নিপুণ, পণ্ডিত।

ডাঙ্গশ : ● **ডাঙ্গ** (উচ্চস্থান হইতে খানিক দূরে গমন করিয়া) শক্তিনিষেক করা হয় যাহাতে; অথবা, ডাণ্ডার সম্মুখাংশে থাকা শক্তিনিষেক অস্ত্র থাকে যাহাতে। ❒ অঙ্কুশ-অস্ত্র, হস্তিচালনার্থ অঙ্কুশ।

ডাঙ্গা : ● **ডাঙ্গ**-এর আধার যে; অথবা, **ডাঙ্গ**-করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, উত্থিত হইয়া থামা চলে যাহাতে। ❒ উচ্চস্থান, স্থল, স্তূপ, ডাঙ্গ দিয়া মারা, ডাঙ্গান ... ইত্যাদি।

ডাণ্ডা : ● **ডান** (উত্থিত অনকৃত বা চলমান) যে **ডা**-এ (উত্থিততে); অথবা, যে খাড়াই সত্তাকে (অন্যকে মারার জন্য) উদ্যত করা যায়। ❒ দণ্ডমাত্র। দ্র. ডাং।

ডাণ্ডাগুলি : ● **ডাণ্ডা** ও **গুলি**। ❒ দ্র.

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ⁕ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ডাংগুলি।

ডান[১] : ● ডা (মানসিক উড়ানকারী) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে স্ত্রীলোক **মায়া** দ্বারা গৃহীদিগের ক্ষতিসাধন করে। ▢ দ্র. **ডাইন**।

ডান[২] : ● ডা (উত্থিত সত্তা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, উত্থান (উপর-নীচ করিয়া আন্দোলন) চলে যাহাতে; কিংবা, উড়িবার (পক্ষীর ডানা সঞ্চালনের) চাল থাকে যাহাতে।

ডান[৩] : ● ডা (উত্থিত সত্তা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে (পক্ষ) **দক্ষ** হইয়া উঠিতে পারে; কিংবা, যে (পক্ষ) **দান** করে। ▢ দক্ষিণ, ডাহিন।

ডানপিটে : ● **ডান**[২] পিটিয়া উড়িয়া যায় যে; অথবা, **ডানা** ঝাপটাইয়া উপরে উত্থিত হয় যে; কিংবা, যাহাকে আটকাইয়া রাখা যায় না; অথবা, যে শাসন মানে না। ▢ দুর্দান্ত, দুরন্ত, অসমসাহসী, গোঁয়ার।

ডানা : ● **ডান**[২]-এর আধার যে; অথবা, উড়িবার জন্য যাহা সঞ্চালিত (উপরনীচ করিয়া ঢেউয়ের মতো চালন) করা হয়। ▢ পক্ষ, হাতের উপরি ভাগ, বাহু, বাহুর আঘাত।

ডাব : ● **ডা**-কে (উত্থিত সত্তাকে) বহন করে যে; অথবা, গাছের চূড়ায় উঠা জলকে বহন করে যে। ▢ কচি নারিকেল।

ডাবর : ● **ডাব** রহে যাহাতে; অথবা, জল রহে ডাবের ন্যায় যে আধারে। ▢ জল রাখার পাত্র, বড় বাটি, গামলা।

ডাবরি : ● **ডাবর** সক্রিয় হইতে পারে যে আধারে। ▢ ছোট জলপাত্র, ছোট কলসী।

ডাবা : ● **ডাব**-এর আধার যে, অথবা, ডাবের মালা বা মালার ন্যায় কৌটো যাহাতে। ▢ নারকেল মালায় প্রস্তুত হুঁকা।

ডাবু : ● **ডাব** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা আর জলাদি তরল বস্তু ধারণ করিয়া রাখে না, বড় পাত্র হইতে উঠাইয়া অন্যত্র ঢালিয়া দেয়। ▢ নারকেল মালার আধখানায় হাতা লাগাইয়া খাদ্য পরিবেশনের হাতাবিশেষ; তদ্রূপ ধাতব হাতা।

ডামাডোল : ● **ডামা** (উত্থিত সত্তার সীমায়ন চেষ্টা) দোলায়িত যাহাতে; অথবা, একের বা একপক্ষের উত্থানচেষ্টায় বাধাদানের ফলে যে আন্দোলন চলিতে শুরু করে। ▢ কোলাহল, শোরগোল, গণ্ডগোল, বিশৃঙ্খলা।

ডার : দ্র. **ডাল**। ❋

ডাল : ● ডা (উড়ান-গড়ানকারী) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা যাহা গড়াইয়া বা উড়িয়া যাইতে যাইতে যায় নাই, কিংবা লয় পাইতে পাইতে পায় নাই, ঝুলিয়া থাকিয়া গিয়াছে। ▢ বৃক্ষশাখা, ঝাড়ের শাখা, ডাইল, ফেলিয়া দেওয়া বা ঢালা ... ইত্যাদি। ❋

ডালকুত্তা : ● (গাছের দিগন্তমুখী) **ডাল**-এর ন্যায় (প্রভুর হাতেধরা শেকলে বাঁধা) যে অগ্রগামী কুত্তা (প্রভুর আগে আগে চলে)। ▢ দীর্ঘকায় কুকুরবিশেষ।

ডালচিনি : ● যে চিনি **ডাল** বা বৃক্ষশাখায় হয়। ▢ দারুচিনি।

ডালনা : ● **ডাল** নাকৃত যাহাতে; অথবা, ডালের সহিত নানা সবজি দিয়া যে তরকারী প্রস্তুত হয় কিন্তু ডালের তারল্য থাকে না। / যাহা ডালের মত তরল নয়। (ব.শ.)। ▢ ঘন ব্যঞ্জনবিশেষ। ❋

ডালা : ● **ডাল**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে চালগুঁড়ি বা আটা ইত্যাদি **ডাল**করণ করা বা ঢালিয়া রাখা হয়। ▢ বংশাদি-রচিত পাত্রবিশেষ, আধার, বাক্সের ঢাকনী।

ডালি : ● **ডাল (ডালকরণ)** সক্রিয় যাহাতে;

অথবা, চয়িত পুষ্পাদি **ডাল**করণ করা (রাখা) **হয়** যাহাতে; কিংবা, ছোট ডাল যেরূপ পুষ্পপল্লবে শোভিত তদ্রূপ সজ্জিত যে ছোট ডালা। ❒ ছোট ডাল, ছোট ডালা, তাহাতে সজ্জিত ফল ফুল বা খাদ্যাদির উপহার।

ডালিম : ● ডালি সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যে বৃক্ষের **ডালির** (ক্ষুদ্র ডালের) অন্তে একটি করিয়া ফল ফলে। ❒ দাড়িম্ববৃক্ষ, দাড়িম ফল, বেদানাজাতীয় ফল।

ডালিমা : ● ডালিম-এর আধার যে; অথবা, **ডালিম** (বা তজ্জাতীয় সত্তা) থাকে যাহাতে। ❒ ডালিমবীজাকৃতি ময়দার পিষ্টকবিশেষ। *

ডালিয়া : ● ডালির গমন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা খিচুড়ি হইতে পাতলা কিন্তু ডাল অপেক্ষা ঘন এরূপ (গমের ক্ষুদ দ্বারা পক্ক) অন্নবিশেষ।

ডালুয়া : ● ডাল নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যাহাতে। ❒ গাছের ডালের ন্যায় লম্বা।

ডাহা : ● ডহা হইতে জাত যে; অথবা, প্রবাহ শেষ বা পরিপূর্ণ যাহাতে। ❒ সম্পূর্ণ।

ডাহুক : ● ডা-এর (উত্থিত সত্তার) হওয়নকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, যে সত্তা অন্য সঙ্গীদের ডাক দিয়া বা ডাকিয়া আনে। ❒ একপ্রকার জলচল পক্ষী, ডাক।

ডি : ● উড়ান সক্রিয় যাহাতে; অথবা, উত্থিত হইতেছে বা উড়িতেছে যে।

ডিং (ডিঙ) : ● ডি (সক্রিয় উত্থিতের) রহস্য-রূপ যাহাতে; অথবা, উত্থিত-হওয়ন সক্রিয় হইয়া (নভোগতি লাভ করিয়া) রহস্যময় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে উত্থিত হইয়া (কোনো কিছু) টপকাইতে বলা হয়। ❒ উত্তীর্ণ হও, লাফ দিয়া পার হও, ডিঙাইয়া যাও।

ডিকরি : ● ডিক (ডি-করণ বা উত্থিত করণ) সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, যে নিষ্পত্তিকরণ উত্থিত হইয়া জারি রহিয়াছে। ❒ আদালতের নিষ্পত্তি ও নির্দেশ।

ডিগ : ● ডি-এর (উত্থানশীল সত্তার) গমন যাহাতে; অথবা, যে কেবলই উর্দ্ধগমন করিতেছে।

ডিগডিগ : ● ডিগ-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা ক্রমান্বয় **ডিগ**করণ করে; কিংবা, ক্রমান্বয় উর্দ্ধগমন করিতে থাকায় যাহার প্রস্থে কোনো বৃদ্ধি হয় নাই। ❒ সরু ডগার মতো কৃশতা প্রকাশক।

ডিগডিগে : ● ডিগডিগ করে যে; অথবা, ক্রমান্বয় উর্দ্ধগমন করায় লম্বা ও রোগা হইয়া গিয়াছে যে (প্রস্থে যাহার কোনোরূপ বৃদ্ধি ঘটে নাই)। ❒ অত্যন্ত কৃশ, রোগা।

ডিগবাজী : ● ডিগকরণের **বাজী** (ভেলকি) যাহাতে; অথবা, **ডিগ**-এর (উর্দ্ধগামীর) ভেলকি যাহাতে; কিংবা, যে উর্দ্ধগমনকারী খাড়াই সত্তা চাকার ন্যায় গোল হইয়া গড়াইয়া চলিতে থাকে। ❒ উলটি-মারা।

ডিগরি : ● ডিগ (উর্দ্ধগমন) সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা সত্তার কতখানি উর্দ্ধগমন ঘটিয়াছে তাহার পরিমাপ জ্ঞাপন করা হয়। ❒ পরীক্ষা পাশের শংসাপত্র বা উপাধি, বি.এ., বি.কম. ইত্যাদি, তাপমান।

ডিঙা : ● ডিঙ-এর (সক্রিয় উর্দ্ধগামীর রহস্যরূপের) আধার যে; অথবা, নদী টপকায় বা নদী টপকানো হয় যাহা দ্বারা। ❒ নৌকা, লাফাইয়া উপর দিয়ে পার হওয়া।

ডিঙান : ● ডিঙা অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ডিঙা**করণ করা চলিতে থাকে। ❒ অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করা, লাফাইয়া পার হওয়া, উল্লঙ্ঘন, অতিক্রম।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ডিঙ্গ : ● ডিং (উত্থিত হইয়া নভোগতিতে) গমন করা হয় যাহাতে; অথবা, উপর দিয়া টপকানোর জন্য গমন করা হয় যাহাতে। ❒ উল্লঙ্ঘন কর, ডিঙাইয়া গমন কর।

ডিঙ্গয়ান : ● **ডিঙ্গ** করিয়া যিনি যান; অথবা, যিনি নদী-সমুদ্র ডিঙাইয়া (বাণিজ্যের জন্য) যাতায়াত করেন; কিংবা, জলপথে দেশে-বিদেশে যাতায়াত করেন যিনি। ❒ পোতবণিক।

ডিঙ্গর : ● **ডিঙ্গ** রহে যাহাতে; অথবা, ডিঙানোর অভ্যাস (বদভ্যাস) আছে যাহার। ❒ সেবক, ধূর্ত্ত, নীচজন, সাধারণ লোক।

ডিঙ্গসাই : ● **ডিঙ্গ**-এর সহযোগী সক্রিয় থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি **ডিঙ্গয়ান**দিগের পরামর্শ দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ্ করেন; কিংবা, যাঁহারা বাংলার মধ্যযুগের বৈদেশিক বাণিজ্যের (Overseas Business-এর) পরামর্শদাতা রূপে সক্রিয় ছিলেন। ❒ ব্রাহ্মণের উপাধি।

ডিঙ্গা : ● **ডিঙ্গ**-এর আধার যে; অথবা, **ডিঙ্গ** -করণ করা চলে যাহাতে তাহার আধার; কিংবা, যাহা দ্বারা নদী প্রভৃতির জলের উপর দিয়া গমন করিয়া পার হওয়া যায়। ❒ নৌকা, নভোগতি দ্বারা অতিক্রম করা, নদী পেরোনো কিংবা পেরোনোর উপায়।

ডিঙ্গান : ● **ডিঙ্গা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ডিঙ্গা**করণ করা চলিতে থাকে। ❒ অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করা, লাফিয়ে পার হওয়া, উল্লঙ্ঘন, অতিক্রম।

ডিঙ্গি : ● **ডিঙ্গ** (টপকান) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ডিঙ্গ**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে ডিঙ্গায় (টপকায়) বা যাহার দ্বারা ডিঙ্গায়। ❒ ছোট নৌকা, ক্ষুদ্র ডিঙ্গা।

ডিঙ্গি-মারা : ● **ডিঙ্গি মারা** হয় যাহাতে; অথবা, ডিঙ্গাইবার সূচনা করা হয় যাহাতে। ❒ পায়ের বুড়া আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হইয়া দাঁড়ানো।

ডিডকা : ● **ডি**-এর (উর্দ্ধগমনের) উড়ান চিহ্নিত করে যে সত্তা; অথবা, বয়সের উর্দ্ধগমনকে মুখের ত্বকের স্থানিক উত্থান দিয়া চিহ্নিত করে যে। ❒ বয়স-ফোঁড়া, তরুণদের মুখে যে ব্রণ হয়।

ডিণ্ডিম : ● **ডিন**কৃত (উর্দ্ধে বিচ্ছুরণকৃত) **ডিম** যাহা হইতে; অথবা, যাহা হইতে শব্দ**ডিম্ব** উর্দ্ধগামী হইয়া বিচ্ছুরিত হয়। ❒ ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র।

ডিণ্ডির : ● **ডিন**কৃত (উর্দ্ধে বিচ্ছুরিত) **ডির** (উত্থিত সত্তার রহন) যাহাতে; অথবা, সমুদ্রজলে বিচ্ছুরিত রহে যে জলোত্থিত সত্তা। ❒ সমুদ্রের ফেনা।

ডিণ্ডিশ : ● **ডিন**কৃত (উর্দ্ধমুখে গত) **ডিশ** (উত্থিত শক্তিবিচ্ছুরণ) যাহাতে; অথবা, যে গাছের ফল আকাশের দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া ফলে। ❒ ঢেঁড়শ ফল ও গাছ, ভিণ্ডি।

ডিম : ● (সত্তার অবক্ষয়ী **কণা**রূপের) সক্রিয় উড়ান সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো সত্তার মূল তাহার অবক্ষয়ী **কণা**-রূপে বিদ্যমান থাকে; কিংবা, যাহা হইতে হীনগুণী উত্তরসূরী জন্মায়। (দ্র. **কণা**)। ❒ রূপকবিশেষ, হীন-অণ্ড, ডমরু ও ডিণ্ডিমের ধ্বনি, (সাদৃশ্যে) ঢিল, হাঁটুর ডিম। ✱

ডিমক : ● **ডিম** করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, যে **ডিম** শব্দ করে। ❒ বাদ্যবিশেষ।

ডিমডিম : ● **ডিম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, **ডিম ডিম** রব যাহাতে; কিংবা, যাহার শব্দধারা এমন খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশিত হয় যেন প্রতিটি খণ্ডধ্বনি নিজের ভিতরে নিজে গুমরায়, গুমরাইয়া গুমরাইয়া

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

উঠে। ❒ মাদলের বা দুন্দুভির বাদ্যধ্বনি। ✱

ডিম্ব : ● **ডিম** বাহিত যাহাতে; অথবা, কোনো সত্তার কর্ত্তিত ক্ষুদ্রাংশকে (**কণাকে**, অর্থাৎ যাহাতে সত্তার ক্রমক্ষীয়মান স্বভাব সম্পূর্ণ বিদ্যমান, তাহাকে) বহন করে যে। ❒ যুদ্ধ, ভয়, প্রতিবিপ্লব; (সাদৃশ্যে) জরায়ু, শিশুমাত্র, হীন-অণ্ড, পোলট্রির ডিম। ✱

ডিম্বযুদ্ধ : ● **ডিম্ব**-এর ন্যায় যুদ্ধ যাহাতে; অথবা, প্রাণশক্তি ক্ষুণ্ণ যে যুদ্ধের। ❒ নৃপতি-রহিত যুদ্ধ। ✱

ডিম্বিকা : ● **ডিম্ব**কে সক্রিয় করে যে আধারশক্তি; অথবা, **ডিম্বি** (ক্ষুদ্র ডিম্ব) কৃত যাহাতে (যে জলবিম্বে, যে **উপরিচরে**)। ❒ ক্ষুদ্র ডিম্বতুল্য জলবিম্ব ...।

ডিবা : ● **ডি** (উর্দ্ধগামী সত্তা) বাহিত হয় যে আধারে; অথবা, উর্দ্ধগামী শিখাকে বহন করে যে; কিংবা, ছোট ডাবার মতো যে ঢাকনা-ওয়ালা পাত্রে কেরোসিন রাখিয়া তাহার উপরিভাগে দীপ জ্বালানো হয়। ❒ ছোট দীপ, (সাদৃশ্যে) ঢাকনাবিশিষ্ট ছোট ডাবা।

ডী : ● **ড** (উড়ান-গড়ান-এর) সক্রিয় আধার যে; অথবা, উড্ডয়ন্ থাকে যাহাতে। ❒ নভোগতি, উড়া, গতি।

ডীন : ● **ডী** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা উড়িতেছে। ❒ উৎপতিত, নভোগত, নভোগতি, আগমশাস্ত্রবিশেষ। (অবডীন, উড্ডীন, নিডীন, প্রডীন ইত্যাদি ভেদে পক্ষীর একাধিক শত গতিভেদ আছে)।

ডু : ● **ড** (উড্ডয়ন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে উড়ে না, তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কিছু করে; কিংবা, যে উপরে উঠিতে না পারিয়া প্রস্থে বিস্তারিত হইয়া বা ফুলিয়া ডিম্বাকৃতি হইয়া যায়। ❒ অনুড্ডয়ন, অবডয়ন ...।

ডুকরা : ● **ডু**-করণ রহে যে আধারে; অথবা, (কান্নার) যে শাব্দিক উড্ডয়ন উচ্চরবে উপর দিকে উড়িয়া যায় না, রহিয়া রহিয়া আবর্ত্তিত হইতে থাকে; কিংবা, যে কান্নায় ফুকারিয়া বা চীৎকার করিয়া কিছু বলা হয় না, অনুচ্চ রবে জড়ান শব্দে স্বগতোক্তি করিতে থাকা হয়। ❒ ফুঁপাইয়া কাঁদা।

ডুকরান : ● **ডুকরা** (...স্বগতোক্তিপূর্ব্বক ক্রন্দন) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকা।

ডুগডুগ : ● **ডুগ**-এর (অবডয়নপূর্ব্বক গমনের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, চাপা গম্ভীর কাটা কাটা শব্দের গমনের পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ ডমরু প্রভৃতি শব্দ।

ডুগডুগি : ● **ডুগডুগ**-করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা 'ডুগ' 'ডুগ' করিয়া বাজে। ❒ 'ডুগ ডুগ' শব্দকারী বাদ্য, ডম্বরু।

ডুগী : ● **ডুগ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা চাপা গম্ভীর শব্দ প্রকাশ করে। ❒ তবলার বাঁয়া।

ডুণ্ডুভ : ● **ডুন** (না-ওড়া চলমান) যে **ডুভ**-এর (না-ওড়া ভবের); অথবা, যে স্থিতিশীল (মৌলবাদী) সত্তা স্থিতিশীলতা চালাইতে থাকে; কিংবা, (আচারনির্ভর) মৌলবাদী জীবন যাপন করিতে থাকে যে। ❒ আচার-সর্ব্বস্ব পুরোহিত, কলির বামুন, (সাদৃশ্যে) ঢোঁড়া সাপ। ✱

ডুব : ● **ডু** (...অবডয়নকে) বহন করে যে; অথবা, যাহাতে নীচের দিকে গমন বাহিত হয়। ❒ নিমজ্জন, অবগাহন, স্নান। ✱

ডুবকি : ● **ডুব** করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, একবুক জলে দাঁড়াইয়া টুপ করিয়া ডুবিয়া উঠিয়া পড়া হয় যাহাতে। ❒ ক্ষণকালের

জন্য ডুব দেওয়া।

ডুবজল : ● যে গভীরতা সম্পন্ন জলে মানুষ ডুবিয়া যায়। ◘ গভীর জল।

ডুবডুবি : ● **ডুব ডুব** (শব্দ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, জলে **ডুবকি** দিলে যেরূপ শব্দ হয়, তদ্রূপ শব্দ বারংবার উৎসারিত হয় যাহা হইতে। ◘ ডুগডুগি, ডমরু।

ডুবন : ● **ডুব** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ডুব**করণ চলিতে থাকে। ◘ ডুবিতে থাকা, নিমজ্জন, অবগাহন।

ডুবন্ত : ● **ডুবন** তারিত যাহাতে; অথবা, যে ডুবিতেছে। ◘ ডুবে যাচ্ছে এমন, ডুবুডুবু।

ডুবমারা : ● **ডুবন** করা যাহাতে; অথবা, (জলে, জনগণের মধ্যে, বা অন্য) কোনো কিছুতে ডুবিয়া অদৃশ্য হওয়া যাহাতে। (দ্র. **মারা**)। ◘ জলের ভিতরে প্রবেশ করা, অদৃশ্য হওয়া, লুকান, আত্মগোপন করা।

ডুবা : ● **ডুব**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ডুব**করণ থাকে। ◘ আধ্যাত্মিক নাশপ্রাপ্ত হওয়া, নিবিষ্ট বা লীন হওয়া, (সাদৃশ্যে) জলে নিমগ্ন হওয়া।

ডুবাডুবি : ● **ডুবা** ও **ডুবি** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ডুব**করণ কৃত হইয়াছে এবং যাহাতে **ডুব**করণ সক্রিয় আছে; কিংবা, যাহাতে ডুবাওঠা চলে। ◘ ডুবা-উঠা করা।

ডুবান : ● **ডুবা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ডুবা**করণ চলিতে থাকে। ◘ সর্ব্বস্বান্ত করা, মজান, (সাদৃশ্যে) নিমগ্ন করা।

ডুবারু : ● **ডুবার** রহন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহার **ডুবিয়া** থাকা তাহার ক্ষতি সাধন করে না, লাভ দেয়; কিংবা, যে ডুব দিয়া মাছ ধরে। ◘ (সাদৃশ্যে) পানীকৌড়ী পাখী।

ডুবু : ● **ডুব** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে ডুবে নাই, এখনও কিয়দংশ (জলাদির) উপরে দৃশ্য আছে। ◘ নিমজ্জিতপ্রায়, বিভোর।

ডুবুডুবু : ● **ডুবু**র পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে আর একটুখানি ডুবিলেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ◘ নিমগ্নপ্রায়, রসাবেশপূর্ণভাব। *

ডুবুরী : ● **ডুবু**র সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **ডুবাডুবি** করে। / যে ডুব দিতে পটু; অথবা, যে ডুবিয়া নিমগ্ন-দ্রব্য উত্তোলন করে; কিংবা, যে ডুবিয়া রত্ন উদ্ধার করে। (ব.শ.)।

ডুম : ● **ডু** (নবরূপে উত্তীর্ণ উড্ডয়ন) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, অনুড্ডয়ন (অপ্রকাশ, অবিচ্ছুরণ) সীমায়িত যাহাতে; অর্থাৎ, উপরে উঠিতে না দিয়া অবদমন-পূর্ব্বক সীমায়ন করা হয় যাহাতে; কিংবা, যে ডিম্বাকৃতি স্থূল দীপাধারের আলোর বিচ্ছুরণকে চাপিয়া দেওয়া বা অবদমন করা থাকে। ◘ মোটা টুকরা, অপেক্ষাকৃত কঠিন দ্রব্য টুকরা করে কাটা।

ডুমকি : ● **ডুম**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (স্থূল বা সুঠাম) শব্দোৎপাদনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করে যে। ◘ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ডুমন : ● **ডুম** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ডুম**করণ (অবদমন করা) চলিতে থাকে যাহাতে।

ডুমনি : ● **ডুমন**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহাকে অবদমন করা হয়; কিংবা, দরজার চৌকাঠের বাজুতে সংলগ্ন যে গোলাকার খিলকে **হাঁসকল** অবদমন করিয়া রাখে (দরজা খুলিবার ও বন্ধ হইবার জন্য যতটুকু নড়াচড়া চাই সেই অবকাশটুকু দেয় এবং তাহার অধিক কিছু করিতে দেয় না)।

ডুমা : ● **ডুম**-এর আধার যে; অথবা, **ডুম**-করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, উপরে উঠিতে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

বা বর্দ্ধিত হইতে না দিয়া যাহাকে ছোটখাট এবং বেঁটে ও গোলগাল হইতে দেওয়া হইয়াছে; কিংবা, যাহাকে কাটিয়া তদ্রূপ আকার দেওয়া হইয়াছে। ◻ খণ্ড, টুকরা।

ডুমা-ডুমা : ● ডুমার পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, বারংবার ডুমকরণ করিয়া যাহা পাওয়া যায়। ◻ খণ্ড-খণ্ড, টুকরা-টুকরা।

ডুমুডুমু : ● ডুমু-র (ডু-এর সীমায়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে, তাহার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, ঘুগনির জন্য আলু (দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতায় সমান করিয়া) কাটা হয় যেভাবে; কিংবা, সারিবদ্ধভাবে কোমর বাঁধা সাঁওতালি নৃতের সঙ্গত করার সময় ধামসা-মাদলের শব্দোৎপাদনকে যেভাবে কাটিয়া কাটিয়া প্রকাশ করা হয়। ◻ খণ্ড খণ্ড বস্তু বা শব্দ।

ডুমুর : ● ডুমু (ডু-এর সীমায়ন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া) রহে যাহাতে; অথবা, যে ফলের দুই দিক (বোঁটার ও নীচের দিক) বিশেষভাবে অবদমিত বলিয়া মাঝের অংশ গোলাকার, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুন্দর। ◻ বৃক্ষ-বিশেষ ও তাহার ফল, উডুম্বর।

ডুমো : ● ডুম-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহা ডুমুর ন্যায় হইলেও তাহার উচ্চতা তুলনায় অধিক (সোনালী আয়তাকার বা আড়মাদলা)। ◻ দৃষ্টিনন্দন খণ্ড বা টুকরা।

ডুরি : ● ডু (না-ওড়া সত্তা) সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, যে উড়িয়া আকাশে চলিয়া যায় নাই, (বহু উঁচু হইতে ছিঁড়িয়া গিয়া) এলোমেলো রেখার মতো নীচে পড়িয়া আছে। ◻ সূতা, রশি।

ডুরিয়া : ● ডুরি (সূতা ইত্যাদি) যায় যে আধারে; অথবা, যে সূতা সুবিন্যস্ত রেখার মতো (কাপড়ে বা অন্য কোনো পটে) লাগিয়া আছে। ◻ ডোরাযুক্ত, ডোরাকাটা।

ডুরে : ● ডুরি দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে সূতা কাপড়ের পটে একভাবে টানা হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ◻ ডোরাযুক্ত, ডোরাকাটা।

ডুলি : ● ডু (না-ওড়া সত্তা) সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে; অথবা, যে সত্তা উড়িয়া আকাশে চলিয়া যায় না, মানুষের কাঁধে লালিত ও বাহিত হয়। ◻ ছোট পালকি।

ডে : ● ড (উড়ানকারী) দিশাগ্রস্ত যাহাতে।

ডেউড় : ● ডে উড়ু উড়ু করে যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত উড়ানকারীর উড়ার সূচনা যাহাতে; কিংবা, যাহা (যে চারাগাছ) বাঁশ, কলাগাছ, বা তজ্জাতীয় উদ্ভিদের গোড়া হইতে বাহির হইয়া উপরের দিকে উঠিবার উপক্রম করে। ◻ অঙ্কুর, ডেম, পোয়া।

ডেকরা : ● ডে (একঘেঁয়েভাবে একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি) করে যে আধার; অথবা, যে ব্যক্তি কখনো নতুন কিছু করে না, একঘেঁয়ে আচরণ করিয়া দুঃখ দেয়। ◻ একঘেঁয়ে ব্যক্তি।

ডেকি : ● ডে (একদিকে উড়ান) সক্রিয় করে যে; অথবা, যে এক বিশেষ (যৌবনের) দিকে অগ্রসরমান। ◻ কমবয়সী (মুরগী)।

ডেনা : ● দিশাগ্রস্ত ডানা যাহাতে; অথবা, যে ডানা (সহযোগী দুই পক্ষ) কেবল বাহ্যিক আকাশে উড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ◻ পক্ষ, শাখা (wing)।

ডেবরা : ● ডে (দিশাগ্রস্ত গড়ান-উড়ান) বহন রহে যে আধারে; অথবা, যে একঝোঁকা হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে; কিংবা, কাজকর্মে যাহার বাম হাত বেশি চলে; অথবা, অন্যদের স্থিতিশীলতা বা দক্ষিণপন্থা দেখিয়া চোখ বিস্ফারিত যাহার। ◻ ডাগর, বড় চোখা।

ডেম : ● দিশাগ্রস্ত **ডিম** যাহাতে; অথবা, যাহাতে উত্তরপ্রজন্ম এক দিশায় প্রকাশিত হয়; কিংবা, বাঁশ বা কলাগাছের গোড়া হইতে যে চারা উদ্গত হয়। ▫ অঙ্কুর, ডেউড়, পোয়া।

ডো : ● **ডু**-এর (অনুড্ডয়নের, অবদমনের) সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যেখানে জল গড়াইয়া জমা হয়; কিংবা, উড়িবার অক্ষমতাকে বা গর্ত্তকে ধারণ করে যে।

ডোকরা : ● **ডো**-করণ রহে যে আধারে; অথবা, যে বুদ্ধি খাটায় না বা কাজকর্ম্ম করে না। ▫ জড়বুদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধি, নিষ্কর্ম্মা।

ডোকলা : ● **ডো**-করণ লালিত যে আধারে; অথবা, নিষ্কর্ম্মা লালিত যাহাতে। / যে বাজে খরচ করে; অথবা, যে চেয়ে-চিন্তে খেয়ে বেড়ায়। ▫ অপব্যয়ী, লক্ষ্মীছাড়া, পেটুক।

ডোঙা : দ্র. **ডোঙ্গা**।

ডোঙ্গা : ● **ডো**-এর রহস্যরূপের গমন থাকে যে আধারে; অথবা, যে গর্ত্তধারী সত্তা গমন করিতে পারে বা চলে কিংবা কাজে লাগে। ▫ একপ্রকার ছোট সরু নৌকা, শালতি, তাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে প্রস্তুত ছোট নৌকা, জল তোলার পাত্র, দ্রোণী।

ডোব : ● **ডুব**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, **ডুব**-কৃত হইয়া যায় যে (যে ক্ষুদ্র গর্ত্ত বা জলাশয়)। ⌐ ডোবা।

ডোবর : ● **ডোব** (**ডুব**করণের সার্ব্বিক আধার) রহে যাহাতে; অথবা, যে ডুবিয়া যায়; কিংবা, প্লবকারী মাত্র যাহাকে ডুবাইয়া দেয়। ▫ ছোট গর্ত্ত, কুয়া, নষ্ট হওয়া।

ডোবা : ● **ডোব**-এর আধার যে; অথবা, **ডোব**করণ থাকে যাহাতে। / যে গর্ত্ত বর্ষার জলে ডোবে। (ব.শ.)। ▫ নিমজ্জিত হওয়া, নষ্ট হওয়া, খুব ছোট পুকুর, গর্ত্ত, কুয়া।

ডোম : ● **ডু**-এর (অবদমনের) সার্ব্বিক আশ্রয় সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহা (যাহাদের) দ্বারা অন্যকে (অন্যদেরকে) দমন করা হইত; কিংবা, যাহাকে (যাহাদিগকে) দমন করা হইয়াছে। ▫ চণ্ডাল, অন্ত্যজ জাতিবিশেষ, মধ্যযুগের বাংলার যোদ্ধা জাতি, (সাদৃশ্যে) কাচের তৈরি গোল দীপাধার, গোল গম্বুজ।

ডোমকাক : ● **ডোম**-এর ন্যায় যে কাক; অথবা, যে কাক অন্য কাকদের দমন করে। ▫ দাঁড়কাক।

ডোমচিল : ● **ডোম**-এর ন্যায় যে চিল; অথবা, যে বড় চিলকে সব পাখী ভয় পায়। ▫ ধূসর কালো গোদাচিল।

ডোমন : ● **ডোম** ক্রিয়া অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে **ডোম**করণ করে; কিংবা, যাহাকে **ডোম** করা হইয়াছে। ▫ চণ্ডাল পুরুষ।

ডোমনা : ● **ডোমন**-এর (দমনকারীর) আধার যে; অথবা, যে বিষহীন সাপ লম্বায় বেশ বড় এবং যেখানে থাকে সেখানে তাহার ভয়ে কোনো বিষধর সাপও থাকে না। ▫ ডোমস্বামী, একপ্রকার গ্রাম্য সঙ্গীত, (সাদৃশ্যে) ঢেমনা সাপ।

ডোমনী : ● **ডোমন** সক্রিয় যে আধারে; অথবা, **ডোমন**-এর আধারশক্তি যে। ▫ ডোমজাতির স্ত্রী বা ডোমের পত্নী।

ডোম্ব : ● **ডোম** (দমনকর্ম্ম) বহন করে যে; অথবা, যে **ডোম**-কর্ম্ম করিয়া থাকে। ▫ ডোমজাতির পুরুষ, চণ্ডাল, যোদ্ধা।

ডোম্বী : ● **ডোম্ব** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ডোম্ব**-এর আধারশক্তি যিনি; কিংবা, **ডোম্ব** যাহার আরাধনা করেন। ▫ ডোম জাতীয়া

স্ত্রীলোক, নৈরাত্মদেবী। ❋

ডোর : ● ডো (না-ওড়া সত্তা) রহে যাহাতে; অথবা, যে না-ওড়া সত্তা গড়াইয়া-জড়াইয়া থাকে। ❐ সূতা, রজ্জু, **ডুরি**, বন্ধন, **মায়াডোর**। দ্র. **তিথিডোর**।

ডোরা : ● **ডোর**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ডোর** রেখার মতো লম্বাভাবে জড়াইয়া আছে। ❐ লম্বা রেখা, নানা বর্ণের রেখা।

ডোল : ● ডো (...গর্ত্ত) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা একটি গোলাকার গর্ত্তকে ধরিয়া রাখে; কিংবা, চাল রাখিবার জন্য বাঁশের কাঠি দিয়া যে গোলাকার-গর্ত্তধারী বড় পাত্র তৈরি করা হয়। ❐ বড় আধার, চাল রাখার ডোল।

ডোলা : ● **ডোল**-এর আধার যে; অথবা, ডোলের ন্যায় গর্ত্ত বা ফাঁকা স্থান থাকে যে দোলায় বা পালকিতে। ❐ একপ্রকার শিবিকা।

ডোলাবিবি : ● **ডোলায়** চড়িয়া আসেন এবং যান যে বিবি; অথবা, (মেদিনীপুর, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলিমদের বিবাহের দিন বিবাহান্তে কনেকে বরের বাড়ীতে আনিবার জন্য পৃথক) **ডোলায়** চড়িয়া (বর-যাত্রীদের সঙ্গে কনের বাড়ীতে) আসেন এবং কনেবৌ লইয়া ফিরিয়া যান যে মহিলা।

ডৌ : ● ডো-এর (অনুড্ডয়নের আধারের) আধার যে; অথবা, যাহাতে না-ওড়া সত্তা থাকে তাহার গড়ন ঢঙ ইত্যাদি (যাহাতে)।

ডৌল : ● ডৌ (গর্ত্তধারী সত্তার রূপ) লালিত যাহাতে; অথবা, সত্তার বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব লালিত যাহাতে। ❐ অবয়ব, রূপ, আকৃতি, গঠন, কথার তাৎপর্য্য বা ভাব, স্বভাব।

ডৌলশুদ্ধ : ● **ডৌল** শুদ্ধ যাহার; অথবা, যাহার বহিরঙ্গের রূপচর্চা নিষ্কলুষভাবে করা হইয়াছে। ❐ সুডৌল, সৌষ্ঠবযুক্ত, সুন্দর।

ড্যাং : ● ড্য-এর (গড়ান-উড়ানকারী থাকে যাহাতে তাহার) আধারের রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, আনন্দোল্লাসের আধারস্বরূপ (সত্তার) বিচিত্র আচরণের প্রকাশ যাহাতে।

ড্যাং-ড্যাং : ● **ড্যাং**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, ড্যাং-করণের পরে ড্যাং-করণ যাহাতে; কিংবা, আনন্দোল্লাসের আধারস্বরূপ (ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের) নাচন-কোঁদন যাহাতে; অথবা, সেই নাচনের তালে তাল দিয়া যে শব্দ উত্থিত হয়। ❐ ঢাকের শব্দ, বিজয়ধ্বনি, ।

ড্যাং-ড্যাঙিয়ে : ● **ড্যাং ড্যাং** করিয়া একই দিশায়-নেশায় যে যায়; অথবা, যে গড়াইয়া-লাফাইয়া নাচিতে নাচিতে বা লুটোপুটি খাইতে খাইতে চলে। ❐ ড্যাং ড্যাং করিয়া, বিজয়গর্বে।

ঢ/ঢ়

ঢ : ● ডয়ন পতিত ও স্থিত যাহাতে (ড্ + হ্ = ঢ); **অর্থাৎ, যাহা উড্ডয়নপূর্ব্বক গমন করিয়া নিম্নে পতিত হইয়াছে বা স্থির রূপ লাভ করিয়াছে; অথবা, যাহাকে নিম্নে পতিত করিয়া স্থিত করা হয়; কিংবা, যাহার উড়িবার সুযোগ (ফাঁকা স্থান বা অবকাশ) আছে কিন্তু আর উড়ে না (কূপের ন্যায় গভীর স্থানে পতিত হইয়া আছে); অথবা, অবকাশপ্রাপ্ত** (ফাঁকা বা ফাঁপা) উড়ানস্থিত যাহাতে; কিংবা, যাহা অবডীন করে বা নিম্নগামী হয়। ❐ ডয়নস্থিত, পতিত ও স্থিত।

ঢ় : ● উড়ানের রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, উড়ান স্থিত যাহাতে (ড্ + হ্ + র্ = ঢ়)। ❐ উড়ান পতিত ও স্থিত।

ঢং (ঢঙ) : ● ঢ-এর (অবকাশপ্রাপ্ত ডয়ন-

স্থিতের) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, ডয়নস্থিত তাহার প্রাপ্ত অবকাশে যে ভাবে রূপে পদ্ধতিতে রীতিতে প্রকারে ভঙ্গিতে ধাঁচায় ছলাকলায় ... ইত্যাদিতে নড়াচড়া উদ্দেশ্য-সাধন ক্রিয়াকর্ম্ম ইত্যাদি করে; অথবা, ডয়নস্থিতের অবস্থান প্রকাশিত হয় যে শব্দে। ❒ ভাব পদ্ধতি ..., উপায়, ছলাকলা ..., (সাদৃশ্যে) ঘণ্টার শব্দ, বাজা ঘড়ির শব্দ।

ঢক : ● ঢ (ডয়নস্থিত) করে যে; অথবা, যে ডয়নস্থিত নিম্নে পতিত হয়; কিংবা, যে ডয়নস্থিত তাহার (কূপের ন্যায়) চারিদিকের দেয়ালে ধাক্কা দেয়। ❒ তরল দ্রব্য গলাধঃকরণের শব্দ।

ঢকঢক : ● **ঢক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, বারংবার **ঢক**করণ (চারিদিকের দেয়ালে ঘা দেওয়া) চলে যাহাতে। ❒ ঢেঁকির শব্দ, শিথিল-নিখাত স্তম্ভাদির সঞ্চালন শব্দ।

ঢকঢকে : ● **ঢকঢক** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। / যাহা ঢকঢক করে। (ব.শ.)।

ঢক্ক : ● **ঢক** কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে উড়ন্তকে নিম্নে পতিত করিয়া স্থির করা হয়; কিংবা, **ঢক্ক**করণ কর বা নীচে ফেলিয়া ঢাক (ইত্যাকার নির্দ্দেশ যাহাতে)।

ঢক্কঢক্ক : ● **ঢক্ক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, বারংবার **ঢক্ক**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, ঢাক ঢাক (বলে যে)। ❒ নিরন্তর ঢক শব্দ।

ঢক্কা : ● **ঢক্ক**-এর আধার যে; অথবা, **ঢক্ক**করণের শব্দ থাকে যাহাতে; কিংবা, 'ঢাক' 'ঢাক' ঘোষণা থাকে যাহাতে। ❒ যশঃপটহ, (সাদৃশ্যে) ঢাক।

ঢঙ্গ : ● ঢং-এর (ডয়নস্থিতের ক্রিয়াভঙ্গির) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, নানারূপ ঢং (ভাব, ভঙ্গি, রূপবদল ... ইত্যাদি) করিয়া গমন (জীবনযাত্রা) চলে যাহাতে। ❒ রঙ্গ-ভঙ্গি, নির্ম্মাণপ্রকার, অভিপ্রায়সাধনের পথ, পাষণ্ডতা, ছদ্মবেশ, কৃত্রিম ভাব, চাল-চলন।

ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি : ● **ঢঙ্গ** ও **ঢাঙ্গাতি** যাহাতে। ❒ কপটবেশ ও উপদ্রব, পাষণ্ডতা ও অত্যাচার।

ঢঙ্গা : ● **ঢঙ্গ**-এর আধার যে; অথবা, **ঢঙ্গ** কর্ম্ম থাকে যাহাতে। ❒ লম্পটব্যবহার।

ঢঙ্গি : ● **ঢঙ্গ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে ঢঙ্গ করে। ❒ কপট, ধূর্ত্ত, চালাক, রঙ্গরসপ্রিয়।

ঢঙ্গিয়া : ● **ঢঙ্গি** যায় যাহাতে; অথবা, **ঢঙ্গ** করিয়া (সমাজে) চলে যাহার। ❒ কপট, ধূর্ত্ত, চালবাজ।

ঢন : ● ঢ (...ফাঁপা ডয়নস্থিত) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, শূন্যগর্ভ সত্তার প্রতিক্রিয়া-জাত অস্তিত্বের ঘোষণা যাহাতে। ❒ শূন্য কলসীতে আঘাতের শব্দ।

ঢনঢন : ● **ঢন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, শূন্যতার বারংবার প্রকাশ যাহাতে। ⊓ পকেট **ঢনঢন**।

ঢনঢনে : ● যে **ঢনঢন** করে; অথবা, যে আপন শূন্যতা প্রকাশ করে। ❒ শূন্যগর্ভ, ভনভনে মাছি।

ঢনা : ● **ঢন**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে শূন্যতা থাকে; কিংবা, যাহা ভিতরে ভিতরে শুকাইয়া শূন্য হইতেছে। ❒ শুষ্ক, ক্ষীণ, ম্লান।

ঢনা-মারা : ● যাহা **ঢনা** মারে; অথবা, যাহা ক্রমে শুকাইয়া ক্ষীণ হয়। ❒ রোগা ও মলিন হওয়া, গবাদির একপ্রকার রোগ।

ঢপ : ● ঢ (...ফাঁপা ডয়নস্থিতকে) পালন করে যে বা পালিত যাহাতে; অথবা, যাহার বহিরঙ্গে কারুকার্য্যাদি থাকে কিন্তু ভিতরে কার্য্যকরী অর্থাদি বা সত্য থাকে না, ফাঁকা

থাকে। ⊓ নির্ম্মাণপ্রকার, ঢঙ্গ, ফাঁপা জিনিসে আঘাতের শব্দ। ✱

ঢপ-কীর্ত্তন : ● যে কীর্ত্তন গানে ঐশ্বরিক ও মানবিক মহত্ত্বের মর্মবাণী থাকে না, **ঢপ** থাকে। ❐ মধু কানের কীর্ত্তনগান বিশেষ।

ঢপের-কেত্তন : ● **ঢপ-কীর্ত্তন**-এর ন্যায় অন্তরঙ্গে ফাঁকা কিন্তু বহিরঙ্গে নানা ঢঙ্গের নির্ম্মাণকৌশল সম্পন্ন কার্য্যকলাপ যাহাতে। ❐ অর্থহীন মনোহারী কার্য্যকলাপ। ✱

ঢপ-মারা : ● **ঢপ** (...অর্থশূন্য বয়ান) বলা হয় যাহাতে; অথবা, যে বিবরণের ভিতরে সত্য থাকে না তাহা **মারা** বা ছুঁড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ⊓ মিথ্যা কথন। ✱

ঢল : ● ঢ (অবকাশপ্রাপ্ত ডয়নস্থিত) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা উর্দ্ধ ও অধঃ বাদে যে কোনো দিকে টাল খায় বা খাইতে পারে; কিংবা, যাহা **ঢালা** হইয়া নামে। ❐ জলের শিথিলতা, হেলিয়া পড়া, বিচলিত হওয়া।

ঢলক : ● **ঢল** করে যে; অথবা, একদিকে **ঢলিয়া** বা হেলিয়া যায় যে। ⊓ হেলিয়া পড়া।

ঢলকান : ● **ঢলক** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা একদিকে হেলিয়া পড়িতে থাকে। ❐ তরল বস্তু ঢেলে দেওয়া, 'রাত **ঢলকান** বা রাত্রি অবসানপ্রাপ্ত হওয়া।' (ব.শ.)।

ঢলকি : ● **ঢলক** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে ছলকিয়া পড়ে। ⊓ পাত্রে ধাক্কা দিয়া হেলিয়া বা ছলকিয়া পড়া।

ঢলঢল : ● **ঢল**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, আধারের সমান পরিপূর্ণ যে (ততোধিক যাহা হয়, তাহাই **ঢালা** হইয়া নীচে পড়িয়া যায়)। (দ্র. **টলটল**)। ⊓ পর্য্যাকুল, বিহ্বল, ভরপুর, লাবণ্যপূর্ণভাব, পরিপূর্ণভাব। ✱

ঢলঢলে : ● **ঢলঢল** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা **ঢলঢল** করে। ⊓ অতিঢিলাভাব।

ঢলতা : ● **ঢল** তারিত যে আধারে; অথবা, যাহাতে একদিকে বাড়তি **ঢাল** দেওয়া হয়। ❐ মাপে বা ওজনে বাড়তি দেওয়া।

ঢলন : ● **ঢল** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঢল**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ⊓ ঢলে পড়া কার্য্য।

ঢলমল : ● **ঢল** ও **মল** (সীমায়িত হইয়া লালন) যাহাতে; অথবা, যাহা একদিকে হেলিয়া যায় (কিন্তু পড়িয়া যায় না) এবং (তৎক্ষণাৎ) পূর্ব্বাবস্থায় সীমায়িত হয় বা ফিরিয়া আসে। ❐ ঝলমল, অতিদীপ্তভাব।

ঢলা : ● **ঢল**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ঢল**করণ থাকে; কিংবা, যাহা কোনোদিকে ঢলিয়া বা হেলিয়া গিয়াছে; অথবা, যাহা স্বাভাবিক অবস্থান, গতি, কার্য্যাদি হইতে চ্যুত হইয়া কোনো অস্বাভাবিক অবস্থানাদি গ্রহণ করিয়াছে। ❐ হেলিয়া পড়া, গর্হিত কার্য্যে লোক হাসান ... ইত্যাদি।

ঢলাঢলি : ● **ঢলা** ও **ঢলি** যাহাতে; অথবা, যাহা **ঢল**কৃত হইয়াছে এবং যাহার **ঢল**করণ চলিতেছে; কিংবা, যাহাতে স্বাভাবিক অবস্থান হইতে এদিক-সেদিক হেলিয়া পড়া চলে। ⊓ বিহ্বলতা, লোক হাসান ...।

ঢলান : ● **ঢলা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঢলা**-কর্ম্ম চলিতে থাকে যাহাতে। ⊓ লোক হাসান।

ঢলানী : ● **ঢলান**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে স্ত্রীলোক পরপুরুষ দেখিলে তাহার দিকে ঢলিয়া পড়ে। / যে স্ত্রীলোক কুকর্ম্মে লোক হাসায়। (ব.শ.)। ❐ 'ঘরজ্বালানী-পর**ঢলানী**'।

ঢা : ● ঢ-এর (অবকাশপ্রাপ্ত পতিত

ডয়নস্থিতের) আধার যে।

ঢাই : দ্র. আইঢাই।

ঢাউস : ● **ঢা** (ফাঁপা ডয়নস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অস্তিত্ববান যাহাতে; অথবা, যাহা ফাঁপা কিন্তু বৃহদাকার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ▫ অত্যন্ত বৃহদাকার, স্থূল, বড় ঘুড়িবিশেষ।

ঢাঁট : ● **ঢাঁ** (ঢা-এর রহস্যরূপ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে শূন্যগর্ভ আড়ম্বরাদি করে। ▫ নির্লজ্জ, অশিষ্ট।

ঢাঁটী : ● **ঢাঁট**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ ছলাকলা দেখানো স্ত্রীলোক, নির্লজ্জা স্ত্রী।

ঢাঁচা : ● **ঢাঁ** (ঢা-এর রহস্যরূপ) চয়িত যে আধারে; অথবা, শূন্যগর্ভ অবয়বমাত্র যাহাতে। ▫ ধাঁচা, কাঠামো।

ঢাক : ● **ঢক** হইতে জাত; অথবা, **ঢক** কৃত যাহাতে; কিংবা, **ঢক**করণ করিবার বা নীচে ফেলিয়া ঢাকিবার ঘোষণা থাকে যাহাতে (যাহার আওয়াজে)। ▫ আচ্ছাদন কর, গোপন কর, পূর্ণ কর, বাদ্যবিশেষ।

ঢাকঢাক-গূঢ়গূঢ় : ● **ঢাক**-এর পুনরাবৃত্তি ও গূঢ়-এর (যে গূ-এর গড়ান-উড়ান গভীর স্থানে স্থিত আছে, তাহার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, ঢাকিয়া দাও, ঢাকিয়া দাও, ইহা গূঢ় বিষয়, গূঢ় বিষয় - ইত্যাকার কথন যাহাতে। ✱

ঢাকন : ● **ঢাক** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ঢাক**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ▫ আচ্ছাদন, গোপন।

ঢাকনা : ● **ঢাকন**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **ঢাকন** বা আচ্ছাদন সাধিত হয়। ▫ আচ্ছাদনী, বড় ঢাকনী।

ঢাকনি : ● **ঢাকন** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **ঢাকন** বা আচ্ছাদন করা চলে। ▫ আচ্ছাদক, আবরণকারী।

ঢাকনী : ● **ঢাকন** সক্রিয় যে আধারে; অথবা, **ঢাকন** বা আচ্ছাদন কর্ম্ম থাকে যাহাতে (যে তৈজসে)। ▫ আচ্ছাদনী, ছোট ঢাকনা।

ঢাক-পেটানো : ● **ঢাক**কে আঘাত করা হয় যাহাতে; অথবা, **ঢাকে** আঘাত করিয়া শব্দ-বিচ্ছুরণ ঘটানো হয় যাহাতে; কিংবা, যে অত্যধিক শব্দোৎপাদন ও বিচ্ছুরণ দ্বারা অন্য কোনো কিছুর স্বাভাবিক আওয়াজকে চাপা দেওয়া হয় বা কোনো সত্যকে (প্রকৃত ঘটনার শব্দকে) গোপন করা হয়; অথবা, যে শব্দ-বিচ্ছুরণ দ্বারা কোনো কিছু ঢাকিয়া ফেলার সতর্কবার্তা প্রচার করা হয়। ▫ অসত্য বা অর্ধসত্য প্রচার করা। ✱

ঢাকবাজানী : ● **ঢাক** বাজায় যে স্ত্রীলোক। / যে স্ত্রীলোক ঢাক বাজাইয়া কলঙ্ক রটায়। (ব.শ.)। ▫ **ব্যাপিকা** নারী।

ঢাকা : ● **ঢাক**-এর আধার যে; অথবা, **ঢাক**করণ করা থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাকে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে; অথবা, **ঢাক**করণ স্বভাব যাহার; (অথবা, সম্ভবত, যে নগর লুণ্ঠন-ভয়ে তাহার পণ্যসম্পদ ঢাকিয়া রাখিতে পারিত ও রাখিত)। ▫ আচ্ছাদন করা, গোপন করা, আচ্ছাদিত, গুপ্ত, বাংলাদেশের প্রধান শহর। ✱

ঢাকাই : ● **ঢাকা** সক্রিয় হইয়া থাকে যাহাতে; অথবা, **ঢাকা** হইতে আগমন যাহার (যে পণ্যাদির)। ▫ ঢাকায় নির্ম্মিত (বস্ত্রাদি)।

ঢাকাইয়া : ● **ঢাকাই** থাকে যে আধারে; অথবা, যাহা **ঢাকা** হইতে আসিয়াছে। ▫ ঢাকাজাত বস্তু ও বিষয়াদি।

ঢাকাঢাকি : ● **ঢাকা** ও **ঢাকি** যাহাতে; অথবা, যাহা **ঢাক**করণ করা হইয়াছে এবং যাহার **ঢাক**করণ চলিতেছে। ▫ আবৃতকরণ।

ঢাকী : ● **ঢাক**-এর সক্রিয় আধার যে। /

ঢাক স্কন্ধে যাহার; অথবা, ঢাক বাজায় যে। (ব.শ.)। ❐ ঢক্কাবাদক।

ঢাকুম : ● **ঢাক** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহা আর শুধুমাত্র ঢাকে না, খানিকটা জলও ধারণ করে। ❐ ঈষৎ গভীর ঢাকনা।

ঢাঙ্গা : ● **ঢঙ্গ** হইতে জাত যে (দ্র. **ভঙ্গজাত** > ভাঙ্গা); অর্থাৎ, **ঢঙ্গ** দেখাইয়া বোকা বানানো হইয়াছে যাহাকে।

ঢাঙ্গাইত : ● **ঢাঙ্গা** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, বোকা বানাইয়া ধনসম্পদাদি হরণ চলে যাহাতে বা হরণ করে যে। ❐ কপটী, ধূর্ত্ত, চৌর্য্যবৃত্তি, চোর।

ঢাঙ্গাতি : ● **ঢাঙ্গা** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, বোকা বানাইয়া অপহরণ সক্রিয়ভাবে চলে যাহাতে বা করে যে। ❐ ধূর্ত্তামি, ধূর্ত্ত, চৌর্য্যবৃত্তি, চোর।

ঢাপা[১] : ● **ঢাপ**-এর (ঢপজাত মৃত্তিকাস্তূপের) আধার যে; অথবা, (**উন্দুর কর্ত্তৃক**) ফোঁপরা যে মৃত্তিকাস্তূপ বৃষ্টিস্নাত হইয়া সমতলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। ❐ কম উঁচু **ঢিপি**।

ঢাপা[২] : ● **ঢাপ**-এর (ঢপজাত বস্তুর) আধার যে; অথবা, যাহাতে ফাঁপা বস্তুসমূহ রাখা হয়। ❐ আচ্ছাদন, ঝাঁকাবিশেষ, বেতের বড় ঝুড়ি।

ঢাপি : ● **ঢাপ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা ফাঁপা বস্তুসমূহ ত্বরিতে আহরণ করা যায়। ❐ ছোট ঝাঁকা।

ঢাবস : দ্র. **ঢাউস**।

ঢামন : দ্র. **ঢেমন**।

ঢাল : ● **ঢল** হইতে জাত যে; অথবা, **ঢল** নামে যে অবতলে; অথবা, **ঢলকরণ** করা বা ঢালা হয় যাহাতে; কিংবা, আঘাতের বেগকে পিছলাইয়া পার্শ্বে ঢালিয়া দেয় যে। ❐ ক্রমনিম্ন স্থান, তরলাদি বস্তুকে পাত্র হইতে পাতিত কর, খড়্গাদিঘাত-রোধার্থ ধাতুচর্ম্মময় ফলক, পাশাখেলার নিমিত্ত ক্রমনিম্ন ফলক। ❋

ঢালন : ● **ঢাল**করণ অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঢাল**করণ চলে। ❐ ঢালা।

ঢালশুমার : ● **ঢাল**করণ করিয়া শুমার করা হয় যাহাতে; অথবা, যেখানে যাহা আছে সমস্ত একত্রে ঢালিয়া গণনা করা হয় যাহাতে। ❐ বাৎসরিক গণনা।

ঢালা : ● **ঢাল**-এর আধার যে; অথবা, **ঢাল**করণ করা হয় যে আচরণে; অথবা, যাহাকে ঢালিয়া রাখা হইয়াছে। ❐ ধারারূপে পাতিত করা, ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত। ❋

ঢালাই : ● **ঢালা** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঢালা**র কাজ চলে। ❐ ঢালার কাজ, ছাঁচে ঢালিয়া পাত্রাদি প্রস্তুত করার কাজ।

ঢালাইখানা : ● **ঢালাই**-কর্ম্ম করা হয় যে কারখানায়। ❐ ঢালাই করার কারখানা।

ঢালাও : ● **ঢালা**র সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহা ব্যাপকভাবে **ঢালা** হইয়া থাকে। ❐ প্রচুর, দেদার, ঘরময় ছড়ান।

ঢালী : ● **ঢাল**-এর (খড়্গাদিঘাত-রোধার্থ ধাতুচর্ম্মময় ফলকের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে যোদ্ধা **ঢাল** ব্যবহার করে। ❐ ঢালযুক্ত, চর্ম্মী, ফলকধারী। ❋

ঢালু : ● **ঢাল** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, দীর্ঘকাল ব্যাপকভাবে ঢালার, বা তরলের নিম্নগামী প্রবাহ চলার, ফলে যে জমি ক্রমশ নিম্ন হইয়া গিয়াছে। ❐ অবসর্পী, প্রবণ, ক্রমনিম্ন (জমি)। ❋

ঢি : ● পতিত ডয়নস্থিত সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে আর উড়ে নাই বা উড়িতে পারে নাই, তাহা তদবস্থায় সক্রিয় যাহাতে; অথবা,

না-উড়িতে পারার বা পতিতের অক্ষমতা বা অকীর্ত্তি কথিত যাহাতে; কিংবা, অন্যের ঘাড়ে ভর করিয়া উড়িবার কলঙ্ক প্রচারিত যাহাতে।

ঢিকা : ● ঢি (অক্ষম পতিতকে সক্রিয়) করে যে আধার; অথবা, যে কোনো মতো চলিতেছে। □ ধুঁকে ধুঁকে চলা।

ঢিকান : ● **ঢিকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, ঢিকাইয়া ঢিকাইয়া বা অতি কষ্টে ধীরে ধীরে চলন চলে যাহাতে। □ মন্থরগমন।

ঢিট : ● ঢি (পতিত ডয়নস্থিত) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে পতিত ডয়নস্থিত অন্যের ঘাড়ে ভর করিয়া উড়িবার চেষ্টা করে; কিংবা, কুকর্ম্ম করে যে। □ ধূর্ত্ত, নির্লজ্জ, বেহায়া। দ্র. **ঢীট**।

ঢিট-করা : ● **ঢিট**-কে (ধূর্ত্তকে) শায়েস্তা করা হয় যাহাতে। □ শায়েস্তা করা।

ঢিটপনা : ● **ঢিট**-পালন চলমান যে আধারে; অথবা, **ঢিট**-এর স্বভাব থাকে যাহাতে। □ চাতুরী, শঠতা, নির্লজ্জভাব, বেহায়াপনা।

ঢিটানি : ● **ঢিট**-এর আধার সক্রিয়ভাবে অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে **ঢিটপনা** করা চলে যাহাতে। □ অবহেলা, চতুরতা।

ঢিটেমি : ● **ঢিট** দিশাগ্রস্ত ও সক্রিয় রূপে সীমায়িত যাহাতে; অথবা, **ঢিটপনা**র স্বভাব থাকে যাহাতে। □ চাতুরী, বদমাইশি।

ঢিড : ● ঢি-র (ধূর্ত্ত মিথ্যাচারীর) উড়ান থাকে যাহাতে; অথবা, যে ধূর্ত্ত (তাহার সামাজিক শক্তিবলে) উড়িতেছে। □ ভীষণ, সাংঘাতিক।

ঢিঢি : ● ঢি-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, অক্ষমতা বা অকীর্ত্তি প্রচারিত যাহাতে। □ ছি-ছিক্কার, ঢেঁটরার বাদ্যে ঘোষণা।

ঢিপ : ● ঢ (ফাঁপা ডয়নস্থিত) সক্রিয় হইয়া পতিত হয় যাহাতে; অথবা, ফাঁপা বস্তুর পতন থাকে যাহাতে; কিংবা, কাটা মাটি (অর্থাৎ ফাঁপা মাটি) অন্যত্র মাটির উপরে ফেলা হয় যাহাতে; অথবা, ভক্তিহীন প্রণাম স্বরূপ মাথা-ঠেকানো যাহাতে; কিংবা, মিথ্যা রাগ দেখাইয়া মাথা ঠোকা যাহাতে। □ ফাঁপা বস্তুর মাটিতে পড়ার শব্দ, পাকা (তুলনায় ফাঁপা) তাল পড়ার শব্দ।

ঢিপন : ● **ঢিপ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে শূন্যগর্ভ কিলের পতন চলিতে থাকে। দ্র. **ঢিপান**। □ দৃশ্যত বেদম মারা।

ঢিপলা : ● **ঢিপ** লালিত যাহাতে; অথবা, ডয়নস্থিত পতিত হইয়া যে স্থান ক্রমে উচ্চতা লাভ করিয়াছে; অথবা, মাটি উপর্য্যুপরি পড়িয়া যে স্তূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। □ ছোট ঢিপি।

ঢিপা : ● **ঢিপ**-এর আধার যে; অথবা, **ঢিপ**করণ থাকে যে আচরণে; অথবা, **ঢিপ** করিয়া কিল মারা হয় যাহাতে। □ সশব্দে কিল মারা।

ঢিপান : ● **ঢিপা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সশব্দে কিল মারা চলে যাহাতে; অথবা, মায়েরা রাগান্বিত হইলে সন্তানকে যেরূপ **ঢিপান** বা **ঢিপ ঢিপ** করিয়া কিল মারেন (যাহাতে বিশেষ ব্যথা লাগে না, কিন্তু যথেষ্ট আওয়াজ হয়)। □ অধিক শব্দোৎপাদক শূন্যগর্ভ কিল মারা, দৃশ্যত বেদম প্রহার করা।

ঢিপি : ● **ঢিপ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, উপর্য্যুপরি ফাঁপা মাটি পড়িয়া যে স্তূপ গড়িয়া উঠিয়াছে; কিংবা, **উন্দুর** যে মৃত্তিকা-স্তূপকে ফোঁপরা করিয়া দিয়াছে। □ স্তূপ।

ঢিপি-ঢাপা : ● **ঢিপি** ও **ঢাপা**[১] যাহাতে; অথবা, যে মৃত্তিকাস্তূপ তুলনায় উঁচু এবং যে স্তূপ তুলনায় নীচু হইয়া গিয়াছে। □

ছোট-বড় স্তূপ।

টিপুলি : ● **টিপ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে; অথবা, **টিপ** (টিপি) তাহার বিপরীত আকার (নীচের দিকে উঁচু) গ্রহণ করিয়া থাকে যাহাতে। ❐ বাহির হওয়ার পথ বন্ধ করার জন্য নেকড়া তুলা ইত্যাদির পিণ্ডাকৃতি গুঁজি।

টিপেশোকা : ● দিশাগ্রস্ত **টিপ**-এর শোক ধারণ করে যে; অথবা, শক্তিহীন শরীরের শোক থাকে যাহাতে। ❐ চিররোগী, অকর্ম্মণ্য।

টিমা : ● **টি** (কর্ম্মে অক্ষমতা) সীমায়িত যে আধারে; অথবা, যাহাতে কর্ম্ম মন্দভাবে হয়; কিংবা, যে ধীরগতিতে কর্ম্ম করে। ❐ ধিমা, মন্থর (চাল), মৃদু (আঁচ, জ্বাল), বিলম্বিত।

টিমে : ● **টিম** (মন্থরগতি কর্ম্ম) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে ধীর চালে চলিতেছে। ❐ ধীর, মন্দ, বিলম্বিত।

টিমে-তেতালা : ● গানের যে তাল মন্থরগতিতে চলে। ❐ গানের চাতুর্ম্মাত্রিক তালবিশেষ।

টিল : ● **ঢ** (অবকাশপ্রাপ্ত ডয়নস্থিত) সক্রিয় হইয়া লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, সক্রিয় ডয়নস্থিত তাহার ফাঁকা স্থানে চলাচল করে যাহাতে; অথবা, ডয়নস্থিত গতিশীল হইয়া লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা নড়াচড়া করিতে পারে এবং যাহা চূড়ান্ত-ভাবে নড়িয়া বা নিক্ষিপ্ত হইয়া লয় পাইতে পারে। ❐ শৈথিল্য, লোষ্ট্র। ✻

ঢিল দেওয়া (ঢিলা দেওয়া) : ● **ঢিল** বা **ঢিলা** (শৈথিল্য) দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, নড়াচড়া করিতে দেওয়া হয় যাহাতে। ❐ শিথিল করা।

ঢিলা : ● **ঢিল**-এর আধার যে; অথবা, নিক্ষেপযোগ্যতা থাকে যাহাতে; অথবা, **ঢিল** (শিথিল)করণ থাকে যে আচরণে। ❐ লোষ্ট্রমাত্র, শিথিল। ✻

ঢিলাঢালা : ● **ঢিলা** ও **ঢালা** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঢিলা** বা শৈথিল্য ও **ঢালা** বা চারিদিকে ছড়ানো থাকে।

ঢিলাঢিলি : ● **ঢিলা** ও **ঢিলি** যাহাতে; অথবা, যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং যাহার নিক্ষেপ চলিতেছে। ❐ ঢিল মারামারি।

ঢিলামি : ● **ঢিলা** (শৈথিল্য) সক্রিয়ভাবে সীমায়িত যাহাতে (যে স্বভাবে)। ❐ আলস্য, জড়তা। ✻

ঢী : ● **ঢি**-এর বা পতিত ডয়নস্থিতের আধার যে; অথবা, পতিত থাকে যাহাতে। ❐ ধূর্ত্ত।

ঢীট : ● **ঢী** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, ধূর্ত্তকে আঘাত করা হয় বা পর্য্যুদস্ত করা হয় যাহাতে। ❐ ধূর্ত্তের শায়েস্তাকরণ।

ঢু : ● **ঢ** (পতিত ডয়নস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, ডয়ন ও স্থিতি না করিয়া তৎপ্রাসঙ্গিক অন্য কিছু করে যে; অথবা, যে পতিত ও স্থিত (ঢ) আর স্থিত না থাকিয়া নানাদিকের নানা কিছুতে প্রবেশ করিতে যায় যাহাতে; কিংবা, কোনো কিছুর ভিতরে না ঢুকিয়া (ঢুককরণ না করিয়া) কেবলমাত্র প্রবেশদ্বারে শক্তিহীন অন্তঃসারশূন্য মোটা আঘাত করে বা **ঢু**-মারে যে (শিং দিয়া ছুঁচালো আঘাত বা গুঁতাগুঁতি করে না)। ❐ ছাগলের পরস্পরের শিরে সামান্য আঘাত-মাত্র, উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনো স্থানে বা কাহারও গৃহে অল্পক্ষণের জন্য গমন করা।

ঢুঁ : ● **ঢু**-এর রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, যে **ঢু**-মারায় নানা উদ্দেশ্যাদি থাকে; অথবা, বিশেষ উদ্দেশ্যে (খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদির জন্য) কাহারও বা কোনো কিছুর

প্রবেশদ্বারে মৃদু আঘাত করা থাকে যাহাতে; কিংবা, আঘাত করিবার জন্য সজোরে ঢু-মারা হয় যাহাতে। ◻ খোঁজখবর নেওয়া, শির দিয়া ধাক্কা দেওয়া।

টুঁড়া : ● টুঁ-এর (খোঁজার) জন্য উড়ান থাকে যাহাতে; অথবা, কোনো কিছু খোঁজার জন্য এদিকে-সেদিকে উঁকি মারা বা দুয়ারে দুয়ারে মৃদু আঘাত করা হয় যাহাতে। ◻ খোঁজা, অন্বেষণ করা।

ঢুক : ● ঢু (ঢ বা নিম্নে পতিত করিয়া স্থিতকরণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে, তাহা) করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, যে আর শুধুমাত্র নিম্নে (কূপের ভিতরে) পতিত হয় না, নানাদিকের নানা কিছুতে প্রবেশ করে। ◻ গমন করা, প্রবেশ করা, ঢোকা।

ঢুকঢুক : ● **ঢুক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঢুক**-এর পর **ঢুক** কর্ম্ম চলিতে থাকে; অথবা, যাহা একটু একটু করিয়া ঢুকিয়া পড়ে। ◻ মৃদু ঢুক ঢুক শব্দ।

ঢুকা : ● **ঢুক**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ঢুক**করণ থাকে। ◻ প্রবেশ করা।

ঢুকান : ● **ঢুকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঢুকা**-করণ চলিতে থাকে। ◻ প্রবেশ করান, ভিতরে গমন করান।

ঢুঢু : ● নবরূপে উত্তীর্ণ ঢ-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, শূন্যগর্ভ ডয়নস্থিত পতিত যাহাতে। ◻ শূন্যতা, ফাঁকি, অন্তঃসারশূন্য।

ঢুল : ● ঢু (নবরূপী ঢ) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, যাহাতে অবকাশপ্রাপ্ত ডয়নস্থিত স্থিত না থাকিয়া (প্রাপ্ত অবকাশে) দৈহিকভাবে নড়ানড়ি করে এবং মানসিক-ভাবে উড়িতে শুরু করে; অথবা, যে বাদ্য-যন্ত্রের বোল স্থিত থাকিতে দেয় না (নাচিয়া উঠার প্ররোচনা দেয় বা দেহমনকে নাড়াইয়া দেয়)। ◻ ভাবাবেশে আন্দোলিত হওয়া, নেশায় বা তন্দ্রায় দোলা, ঢোল। *

ঢুলকি : ● **ঢুল**কে সক্রিয় করে যে। ◻ ছোট ঢোল।

ঢুলঢুল : ● **ঢুল**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, বারংবার **ঢুল**করণ চলে যাহাতে। ◻ নেশা তন্দ্রা বা ভাবাবেশে জড়িমাময় বা বিভোর (আঁখি, চোখ)।

ঢুলা : ● **ঢুল**-এর আধার যে; অথবা, **ঢুল**করণ থাকে যে আচরণে। ◻ আন্দোলিত করা, ব্যজন করা, মনে মনে ওড়া।

ঢুলান : ● **ঢুলা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে কাহাকেও নড়ানড়ি করানো হয়। ◻ আন্দোলিত করা, দোলান।

ঢুলানি : ● **ঢুলান** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, দোলা দেওয়া হয় যাহাতে। ◻ ঝুলান।

ঢুলানী : ● যাহা মনকে উড়িতে প্ররোচনা দেয় বা **ঢুলান** দেয়। / যে ঢুলায় বা তন্দ্রাজড়িমা জন্মায়। (ব.শ.)।

ঢুলী : ● **ঢুল**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **ঢুল** বহন করে ও বাজায়। ◻ ঢোলবাদক।

ঢুলু : ● **ঢুল** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে দৈহিকভাবে দুলিতেছে এবং মানসিক-ভাবে উড়িতেছে।

ঢুলুঢুলু : ● **ঢুলু**র পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, দৈহিক দোলন ও মানসিক উড়ান চলমান যাহাতে। ◻ তন্দ্রাবেশজড়িত, ঘুমঘোরে আবিষ্ট, নেশায় বিভোর, ভাবাবেশময়।

ঢুলুনি : ● **ঢুলু** অনকৃত (চলমান) হইয়া সক্রিয় যাহাতে; অথবা, দৈহিক দোলা ও মানসিক ওড়া চলে যাহাতে। ◻ তন্দ্রাবেশ, ঝিমানো।

ঢুষ : ● ঢু-এর দিশাগ্রস্ত শক্তিপ্রয়োগ যাহাতে;

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

অথবা, শির দিয়া বিশেষ দিকে মোটা আঘাত থাকে যাহাতে। ⊓ শির দ্বারা আঘাত।

ঢুষান : ● **ঢুষ** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ শির দিয়া আঘাতকরণ।

ঢুষাঢুষি : ● **ঢুষা** ও **ঢুষি** যাহাতে; অথবা, একপক্ষ যখন **ঢুষ** মারিয়াছে, অন্য পক্ষ তখন **ঢুষ** মারিতেছে; অথবা, যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে শূন্যগর্ভ মোটা ঘা দেয় (ছুঁচালো আঘাত করে না বা গুঁতায় না)। ◻ দোষ-ঠেলাঠেলি, অবনিবনা।

ঢে : ● ঢ (পতিত ডয়নস্থিত) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে ডয়নস্থিত একই দিকে যায় বা একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করে।

ঢেউ : ● **ঢে** (দিশাগ্রস্ত পতিত ডয়নস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে বা যাহার মাধ্যমে দিশাগ্রস্ত ডয়নস্থিত (উড়িয়া বৃষ্টিরূপে পতিত ও হ্রদ সমুদ্র ইত্যাদি রূপে স্থিত) উড়িব উড়িব করে (কিন্তু উড়িতে পারে না); অথবা, যাহাতে বা যাহার মাধ্যমে হ্রদ সমুদ্র ইত্যাদির জল উড়িবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। ⊓ তরঙ্গ, নতোন্নতভাব, উঠানামা, চিত্তের অব্যবস্থা, হুজুক, উদগারের শব্দ, ঢেকুর।

ঢেঁকি : ● **ঢেঁক** (দিশাগ্রস্ত রহস্যময় ঢ-করণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে ডয়নস্থিত একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিকারী (দিশাগ্রস্ত) হইয়া সক্রিয় হয় বা একই গর্ত্তে পতিত হয়; অথবা, যাহার দিশাগ্রস্ত স্বভাব এতই মুখ্য যে, সে মরিয়া স্বর্গে গেলে সেখানেও একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করে বা একই গর্ত্তে পতিত হইয়া ধান ভানে। (দ্র. **বুদ্ধির ঢেঁকি**)। ⊓ মৌলবাদী বিদ্বান, যন্ত্রবৎ অতি উচ্চশিক্ষিত, (সাদৃশ্যে) ধান ভানার জন্য কাঠের তৈরি যন্ত্র।

ঢেঁটরা : ● **ঢেঁট** বা 'দিশাগ্রস্ত রহস্যময় ঢ-করণ টঙ্কারিত' হইয়া রহে যে আধারে; অথবা, একই কথার, ঘোষণার, আওয়াজের, সুরতালের টঙ্কার রহে যাহাতে; অথবা, যাহা একই তালে বাজিতে থাকে। ⊓ ঢাকবিশেষ।

ঢেঁটরা-পেটা : ● যাহাতে **ঢেঁটরা**কে পেটা হয়; অথবা, যাহা বাজাইয়া রাষ্ট্রীয় ঘোষণা প্রচার করা হয়। ◻ রাষ্ট্র করা, ঘোষণা করা।

ঢেকুর : ● **ঢেক** (দিশাগ্রস্ত ঢ-করণ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, যে আর দিশাগ্রস্ত হইয়া নিম্নে গমন করে না, ঊর্ধ্বগমন করে। ◻ উদগার, হিক্কা।

ঢেঙা : ● **ঢে**-র (দিশাগ্রস্ত পতিত ডয়নস্থিতের) রহস্যরূপের আধার যে। দ্র. **ঢেঙ্গা**। ⊓ দীর্ঘজঙ্ঘ, লম্বা।

ঢেঙ্গা : ● দিশাগ্রস্ত ডয়নস্থিত রহস্যময়ভাবে গমন করে যে আধারে; অথবা, দিশাগ্রস্ত ঢ-অঙ্গ যাহার; কিংবা, যে ডয়নস্থিতের বিশেষ অঙ্গ দিশাগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে। ◻ দীর্ঘজঙ্ঘ, লম্বা।

ঢেমন : ● **ঢে** (দিশাগ্রস্ত পতিত ডয়নস্থিত) সীমায়িত রূপে চলমান যাহাতে; অথবা, যে পতিত দিশাগ্রস্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র নারীসঙ্গমে ব্যাপৃত থাকে; অথবা, সুযোগ পাইলেই যে কোনো নারীর সহিত **অপগামি**তায় ব্যাপৃত হয় যে; কিংবা, পরনারীতে কোনোমতে গমন করিয়াই পলায়ন করে যে। ◻ অসচ্চরিত্র ব্যক্তি, লম্পট, গালিবিশেষ।

ঢেমনা : ● **ঢেমন**-এর আধার যে। ◻ লম্পট পুরুষ, দাঁড়াশ সাপ (কথিত যে, পুরুষ দাঁড়াশ সাপ অন্য খরিশ প্রভৃতির নারীসর্পের সহিত সঙ্গমে ব্যাপৃত হয়, তজ্জন্য তাহাকে 'ঢেমনা' সাপ বলা হয়।) দ্র. **ঢোমনা**।

ঢেমনী : ● **ঢেমন**-এর সক্রিয় আধার যে প্রকৃতিশক্তি। ◻ উপপত্নী, গালিবিশেষ।

ঢের : ● দিশাগ্রস্ত ঢ (ডয়নস্থিত) আবর্ত্তমান রহে যাহাতে; অথবা, একই স্থানে উড়িয়া আসিয়া পতিত হওয়া চলিতে থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে একের পর এক বিষয় বা বস্তুর যোগসাধন হয়। ◻ অনেক, বহু, প্রচুর (জল, দুধ), রাশীকৃত (জিনিস), বহু লোক।

ঢেরা : ● **ঢের**-এর আধার যে; অথবা, **ঢের**করণ বা যোগকরণ থাকে যাহাতে (যে ক্রিয়ায়); অথবা, (দড়ি পাকাইয়া পূর্ব্বকৃত দড়ির সহিত) যোগকরণ করে যে (যে দোকাঠি যন্ত্রবিশেষ)। ◻ যোগ করা, ঢের করা, ঢেরকরণ-চিহ্ন, যোগ চিহ্ন, যোগ চিহ্নের (+) ন্যায় আড়ভাবে স্থাপিত দুই খণ্ড কাষ্ঠে রচিত দড়ি পাকাইবার যন্ত্রবিশেষ।

ঢেরাসই : ● **ঢেরা** রূপ সহি বা সই যাহাতে। ◻ দলিলের উপর ঢেরার মত চিহ্ন, নিরক্ষর লোকে দলিলের উপরে নিজ হস্তে যে ঢেরাচিহ্ন (+) দেয়, সেই চিহ্নযুক্ত সহি।

ঢেরি : ● **ঢের** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ঢের**করণ করা হয় যাহাতে। ◻ অনেক, প্রচুর। (অঢেল = ঢের > ঢেল > অঢেল = ঢের, প্রচুর, অনেক।)। ❋

ঢো : ● **ঢু**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যে নবরূপী ডয়নস্থিত ডয়নস্থিতি না করিয়া কোনো কিছু বহন করিয়া নিজের ঘরে (ভিতরে) লইয়া যায়।

ঢোঁক : ● **ঢোঁ** (রহস্যময় ঢোকরণ) করা হয় যাহাতে; অথবা, গলপথে জল **ঢুক**করণ করার (**ঢুকান**র) পরিবর্ত্তে জলহীন-পাত্রস্বরূপ আব **ঢুক**করণ (আব-বহন) করিয়া লইয়া যাওয়া হয় যাহাতে। ◻ আব।

ঢোঁক গেলা : ● **ঢোঁক** (...জলহীন ঢোক) গেলা হয় যাহাতে। ◻ আমতা আমতা করা, (সাদৃশ্যে) আব গেলা।

ঢোঁড়া : ● **ঢোঁ**-এর (রহস্যময় **ঢোকরণের**) উড়ান থাকে যাহাতে; অথবা, রহস্যময় **ঢু**-মাত্র করিয়া (ঢু-মারিয়া) সমাজ আকাশে গড়ান-উড়ান করে যে; অথবা, যে নির্বিষ সত্তা **ঢু**-মাত্র করে (যদিও সেই-ই ব্রাহ্মণকুলের বা সর্পকুলের প্রকৃত ধারকশক্তি)। ◻ চালকলা-জীবী পুরোহিত, কলির বামুন, (সাদৃশ্যে) **ঢোঁড়া-সাপ**', **ডুণ্ডুভ**।

ঢোক : ● **ঢো** (**ঢু**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে, তাহা) করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, 'ঢুকিয়া যাও' এই নির্দ্দেশ যাহাতে; অথবা, (জলাদির ক্ষেত্রে) একবারের গলাধঃ-করণ (এক ঢোক জল খাওয়া) যাহাতে। ◻ গমন কর, প্রবেশ কর, একবারের গমন, এক বারের জল গলাধঃকরণ বা তাহার পরিমাণ।

ঢোকা : ● **ঢোক**-এর আধার যে; অথবা, **ঢোক**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, '**ঢোক**করণ কর' এই নির্দ্দেশ যাহাতে। ◻ প্রবেশ করা, ভিতরে যাওয়া, প্রবেশ করাও।

ঢোকান : ● **ঢোকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করানো চলিতে থাকে। ◻ প্রবেশ করানো।

ঢোল : ● **ঢো**-র (ঢ-এর বা অবকাশের সার্ব্বিক আধার) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহার ভিতরে অনেকখানি ফাঁকা অংশ লালিত হয়; অথবা, সার্ব্বিকভাবে **ঢুল**করণ করায় বা নাড়ায় যে; কিংবা, যে বাদ্যযন্ত্রের বোল স্থিত থাকিতে দেয় না (নাচিয়া উঠার প্ররোচনা দেয় বা দেহ মন উভয়কে নাড়াইয়া দেয়)। ◻ চর্ম্মাবৃত বাদ্যযন্ত্র, ফাঁপা, স্ফীত।

ঢোলা : ● **ঢোল**-এর আধার যে; অথবা, যাহার ভিতরে অনেকখানি ফাঁকা অংশ থাকে। ▢ ফাঁপা, শূন্যগর্ভ, ঢিলা, আঁটসাঁট নয় এমন।

ঢৌক : ● **ঢৌ** (**ঢু**-এর সার্ব্বিক আশ্রয়দাতা যে, তাহা) করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, **ঢুক**করণকে আশ্রয় দান করে যে; কিংবা, ভিতরে **ঢুক**করণ করিবার বা প্রবেশ করিবার সার্ব্বিক সুবিধা করিয়া দেয় যে। ◸ প্রবেশ-পত্র, টিকিট, ঘুষ, উপহার ... ইত্যাদি।

ঢৌকন : ● **ঢৌক** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ঢৌক**করণ করা চলিতে থাকে; কিংবা, যাহা দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করা সহজ হইয়া যায় তাহা চলে যাহাতে। ▢ প্রবেশপত্র, ঘুষ, উপহার, উপঢৌকন।

ত

ত : ● যে তরণ করিয়া বা সন্তরণ করিয়া চলিয়া যায়; অর্থাৎ, তরণকারী, তারণকারী; অথবা, যাহাতে মূল সত্তা বা তার অংশ-বিশেষ আপন পরিধি পার হইয়া তরঙ্গের বা লাউডগার ন্যায় চলিয়া যায়। ▢ তারী।

-ত : ● তারিত যাহাতে। ▢ দৃশ্যত (দৃশ্য তারিত যাহাতে); **ধর্ম্মত** (ধর্ম্ম তারিত যাহাতে), এভাবে - **গত**, **শ্রুত**, **পতিত**।

তই : ● তারীর সক্রিয় গতি যাহাতে; অথবা, যাহা তারীকে (রুটি-প্রভৃতিকে সেঁকিয়া, ভাজিয়া) পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আগাইয়া দেয়। ▢ রন্ধনপাত্র, তাওয়া।

তংগ (তঙ্গ) : ● তারী রহস্যরূপে গমন করে যাহাতে; অথবা, যে আচরণে কাহারও দেহে বা মনে খোঁচানো হয়। ◸ বিরক্ত।

তঁহি : ● তারীর রহস্যরূপের হওয়ন সক্রিয় যাহাতে। ▢ সেখানে, তাহা, সে।

তক : ● তারিত করণ যাহা হইতে; অথবা, যাহার ধূলা-ময়লা তারিত (সাফ) করা হইয়াছে; কিংবা, যে পর্যন্ত তারিত করণ করা হইয়াছে। ▢ সাফসুতরা, অবধি, পর্যন্ত।

তকতক : ● **তক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহার ধূলা-ময়লা সাফ করা হইয়াছে। ▢ পরিচ্ছন্নতা সূচক, সচ্ছলতা-ব্যঞ্জক।

তকতকে : ● **তকতক** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা **তকতক** করিতেছে। ▢ পরিচ্ছন্ন, **চকচকে**, **ঝকঝকে**।

তক্তা : ● **তক** (তারিতকরণ) তারিত যে আধারে; অথবা, মুখ হইতে জিহ্বা নিষ্কাশনের ন্যায় কাঠের গুঁড়ি হইতে যাহাকে তারিত করিয়া দেওয়া হয়। ◸ চেরা কাঠের ফালি।

তক্তাপোষ : ● যে **তক্তা** শায়িত মানবদেহকে পোষণ করে। ▢ কাঠের খাট।

তক্র : ● তারিতকরণ (কর্ম্ম) রহে যাহাতে; অথবা, মাখন তারিতকরণ করা (তুলিয়া লওয়া) হয় যাহা হইতে। ▢ ঘোল।

তক্ষ : ● (অন্য রূপে বা বস্তুতে) তারিত ক্ষকরণ (ক্ষয়করণ, খাবলানো, চাঁছা) যাহাতে; অথবা, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিমূলক দক্ষ-বুদ্ধিতে কোনো বস্তুকে অন্য কোনো বস্তুতে রূপান্তরিত করিবার জন্য দিশাগ্রস্ত শক্তি প্রয়োগ করে যে; কিংবা, সমস্ত অর্জ্জিত জ্ঞান ও তার প্রয়োগের সূত্রগুলি ধরিয়া রাখেন যিনি। ▢ তনুকরণ, চাঁছা, সূত্রধর, রামের ভ্রাতা ভরতের জ্যেষ্ঠপুত্র। *

তক্ষক : ● **তক্ষ** করে যে; অথবা, যে **তক্ষ**-কর্ম্ম করে। ▢ তনুকারক, ছেত্তা, বিশ্বকর্ম্মা, সূত্রধর, ছুতার। (দ্র. **ত্বষ্টা**)। *

তক্ষণ : ● **তক্ষ** অন (চলমান) যাহাতে;

অথবা, **তক্ষ**-কর্ম্ম চলিতে থাকে যাহাতে। ☐ তনুকরণ, চাঁছা, রেঁদা মারা।

তক্ষণী : ● **তক্ষণ**-এর সক্রিয় আধার যে। / যাহার দ্বারা তক্ষণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ☐ রেঁদা, বাইশ প্রভৃতি।

তক্ষশিলা : ● **তক্ষ**কৃত শিলার আধার যে; অথবা, **তক্ষ** নামক সত্তার দ্বারা বা **তক্ষ**-কর্ম্মের দ্বারা প্রস্তর কাটিয়া যে নগরী নির্মিত হইয়াছিল। ☐ নগরীবিশেষ, ভরতপুত্র তক্ষরাজার রাজধানী, এইস্থানে রাজা জনমেজয় সর্পসত্র অনুষ্ঠান করেন। *

তক্ষশীলা : ● **তক্ষ**-এর (সূত্রধরের) অনুশীলন চলিত যে শিক্ষাকেন্দ্রে; অথবা, তৎকাল পর্যন্ত অর্জ্জিত **তক্ষণ**মূলক জ্ঞান ও কর্ম্মের এবং তার প্রয়োগের সূত্রসমূহের অনু**শীলন** চলিত যে স্থানে। ☐ (প্রাচীন) শিক্ষাকেন্দ্র। *

তক্ষা : ● **তক্ষ**-এর আধার যে; অথবা, **তক্ষ**-করণের জ্ঞান থাকে যাহাতে। ☐ সূত্রধর, ছুতার, **বিশ্বকর্ম্মা**, কাষ্ঠছেদকমাত্র। *

তক্ষুনি : ● **তক্ষু** (তারিত **ক্ষ**করণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া) সক্রিয়ভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে মুহূর্ত্তে তারী (কাঠের বা কালের) তক্তায় **ক্ষ**য়করণ না করিয়া তিল পরিমাণ পদচিহ্ন রাখিয়া দেয়। ☐ তৎক্ষণাৎ, তখনই।

তখন : ● ত (তারীর) **খন** (করণস্থিত অনকৃত) যাহাতে (যে স্থানকালপাত্রে); অথবা, যে স্থান/কাল/পাত্রে করণস্থিত বর্ত্তমান সেই স্থান/কাল/পাত্র যাহাতে; অথবা, যে স্থানে করণস্থিত বর্ত্তমান সেই স্থান যাহাতে; (একইভাবে কাল ও পাত্র)। (দ্র. **তৎক্ষণ**) ☐ সেই সময়ে বা কালে, সে যুগে, তবে, তাই।

তঙ্ক : ● **তং** (তারিতের রহস্যরূপ) কৃত যাহাতে; অথবা, সত্তাকে **তং** (অতি বিরক্ত, ভয়ার্ত) করে যে। / প্রিয়বিরহ জাত তাপ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ☐ কৃচ্ছ্রজীবন, প্রিয়-বিরহজ তাপ, ভয়, আত**ঙ্ক**। *

তঞ্চ : ● তারীর রহস্যময় চয়ন যাহাতে; অথবা, ছলপূর্ব্বক কোনো কিছু চয়ন করা হয় যাহাতে। ☐ **প্রতারণা**, **প্রবঞ্চনা**, বঞ্চনার্থ ছল।

তঞ্চক : ● **তঞ্চ** করে যে; অথবা, যে ছলপূর্ব্বক কাহারও কোনো কিছু আত্মসাৎ করে। ☐ বঞ্চনাকারী, ঠগ, প্রতারক।

তট : ● ত (তারিত সত্তা) টঙ্কারিত যাহাতে (যে সীমায় বা পরিধিরেখায়); অথবা, সত্তার স্বরূপের সীমারেখা টঙ্কারিত যাহাতে। ☐ তীর, বেলা, উপান্ত, অবয়বের প্রবণ ভাগ। *

তটস্থ : ● **তট**-এ স্থিত যে; অথবা, যাহার **তটস্থলক্ষণ** দৃষ্ট হইতেছে; যথা, যাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নাই। / যাহাতে বাদি-প্রতিবাদী ভাব নাই। (ব.শ.)। ☐ কূলস্থ, চকিত, ভয়ে শশব্যস্ত, ভয়ে জড়সড়, অপক্ষপাতী, (নিরপেক্ষ), উদাসীন, অ-স্বরূপ, লক্ষণবিশেষ। *

তটস্থলক্ষণ : ● **তটস্থ** থাকিবার লক্ষণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার স্বরূপলক্ষণ ত্যক্ত হইয়াছে এবং **তটে** স্থিত থাকার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। ☐ নিরপেক্ষতা, বাদিপ্রতিবাদীভাবশূন্যতা, অপক্ষপাতিত্ব। *

তটিনী : ● **তট**বতী প্রবাহিনী স্রোতধারা যে। / প্রশস্ত তট আছে যাহার (যে আধার-শক্তির)। (ব.শ.)। ☐ নদী।

তড় : ● তারীর উড়ান-গড়ান যাহাতে; অথবা, তারিত হইতে হইতে লাফ দিয়া উড়িয়া যায় যে; অথবা, যাহাতে দ্রুত **ছুটিতে** ছুটিতে হঠাৎ লাফ দিবার বা উড়িবার চেষ্টা

থাকে; কিংবা, আকস্মিক ভয়ে লাফ দিয়া উঠে বা ছটকায় যাহাতে; অথবা, দৈহিক বা মানসিক **উল্লম্ফন** যাহাতে। ◻ তট, তীর, স্থলপথ, আঘাত, তাড়ন।

তড়তড় : ● **তড়**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে ধারার ন্যায় দ্রুতগমন বা দ্রুতপতন থাকে। ◻ তাড়াতাড়ি, শিলা-পতনের শব্দ, বৃষ্টিপাতের শব্দ।

তড়প : ● **তড়** পালিত হয় যাহাতে (যে আচরণে); অথবা, দৈহিক বা মানসিক লাফালাফি পালিত হয় যাহাতে। ◻ ছটকান, আস্ফালন। (**তড়পে তড়পে** মরবি।)

তড়পা : ● **তড়প**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে ভয় পাইয়া হঠাৎ লাফাইয়া উঠে; অথবা, যাহাতে মানসিকভাবে লাফালাফি করা হয়। ◻ ছিটকে যাওয়া, আস্ফালন করা।

তড়পান : ● **তড়পা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে কাহাকেও ভয় দেখাইয়া লাফাইয়া ছিটকাইয়া যাইতে বাধ্য করা হয়; অথবা, যে মানসিক লাফালাফি বা আস্ফালন করে। ◻ ক্রোধে অস্থিরতা প্রকাশ করা ...।

তড়বড় : ● **তড়** ও **বড়** যাহাতে; অথবা, যাহাতে তারীর উড়ান-গড়ান ও বাহীর উড়ান-গড়ান থাকে। ◻ শিলাপতনের শব্দ, শীঘ্র কথা বলার জন্য জড়িতভাব।

তড়াক : ● **তড়** হইতে জাত করণ থাকে যাহাতে; অথবা, লাফ দিয়া উড়িবার ন্যায় আচরণ করা হয় যাহাতে। ◻ ত্বরা, তাড়াতাড়ি।

তড়াগ : ● **তড়**-এর আধার (জলপ্রবাহাদি) গত যাহাতে; অথবা, জলপ্রবাহ যেখানে যায়। ◻ অগাধ মহাজলাশয়, পঞ্চশতধনুঃ-পরিমিত জলাশয়, প্রসিদ্ধ সরঃ।

তড়ি : ● **তড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, তারিত হইতে হইতে লাফ দিয়া উড়িয়া যাওয়া সক্রিয় যাহাতে; অথবা, শীঘ্রতা সক্রিয় যাহাতে। ◻ তড়িৎ, ক্ষিপ্রতা।

তড়িঘড়ি : ● **তড়ি**র **ঘড়ি** যাহাতে; অথবা, একঘড়ি দু'ঘড়ি সময়ের ন্যায় **তড়িঘড়ি** সময়ে যাহা করা হয়। ◻ ত্বরান্বিত কালে, অল্পক্ষণে।

তড়িৎ : ● **তড়ি**-র উল্লম্ফন যাহাতে; অথবা, যাহার (যে আলোর ঝলকানির) প্রকাশ সহসা লাফ দিয়া উড়িয়া আসিয়া পড়ে। / যাহা দৃষ্টি আহত করে। (ব.শ.)। ◻ বিদ্যুৎ।

তণ্ড : ● **তণ** (অনকৃত তারীকে বা তারিত সত্তার মনের রক্ষাকারী আবরক বা বিশ্বাসকে) উড়াইয়া দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে ব্যক্তির অর্জ্জিত বিশ্বাসকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়; অথবা, মানুষের মনের (বর্ম্মস্বরূপ আবরক রক্ষক স্বস্তিদায়ক শক্তিদায়ক) বিশ্বাসকে উড়াইয়া দেওয়া হয় যাহাতে। দ্র. **তণ্ডক**। ◻ বিশ্বাস তাড়ন, বিশ্বাসে আঘাত।

তণ্ডক : ● **তণ্ড** করে যে; অথবা, যে অন্যের বিশ্বাসকে মিথ্যা বলিয়া তাড়ায় এবং নিজের বিশ্বাসকে সত্য বলিয়া তাহার নিকট প্রতিপন্ন করে; অথবা, মানুষকে ঈশ্বর ফেলিয়া দিয়া যন্ত্রের আরাধনা করিবার বুদ্ধি দেয় যে; কিংবা, ঠাকুর ফেলিয়া কুকুর পুষিবার পরামর্শ দেয় যে। ◻ মায়াবন্ধুল, বাজিকর, বহুরূপী, (সাদৃশ্যে) খঞ্জনপক্ষী। দ্র. **বিতণ্ডা**।

তণ্ডা : ● **তণ্ড**-এর আধার যে; অথবা, তণ্ড-করণ থাকে যাহাতে; অথবা, মনের বিশ্বাস বিতাড়ন-কর্ম্ম থাকে যাহাতে। (দ্র. **মণ্ডা**)। ◻ বিশ্বাস তাড়না বা তজ্জন্য মনে আঘাত।

তণ্ডুল : ● **তণ্ড** (মনের আবরকের উড়ান) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া (দেহের আবরকের

উড়ানে রূপান্তরিত হইয়া) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে দেহের রক্ষাকারীর আবরককে উড়াইয়া দিয়া অনাবৃত সত্তাকে লালন করা হয়; অথবা, ধান্যের আবরক খোসা উড়াইয়া দিয়া প্রাপ্ত নিস্তুষ ধান্যকে লালন করা হয় যাহাতে। ◻ নিস্তুষ ধান্য, চাউল।

তৎ (তদ্, তন্) : ● (তৎ + কাল = তৎকাল; তৎ + এব = তদ্-এব = তদেব; তৎ + মাত্র = তন্-মাত্র = তন্মাত্র)। তারিত সত্তার উল্লম্ফন (দান, অনকরণ) যাহাতে; অথবা, যে সত্তা লাফ দিয়া (প্রদত্ত হইয়া, অনকৃত হইয়া) যাইতেছে; অথবা, যে সত্তা দ্রষ্টার বা দ্রষ্টাদিগের কিংবা আলোচক বা আলোচকদিগের পার্থিব বা দিব্যচক্ষের সম্মুখে লাফ দিয়া (প্রদত্ত হইয়া, অনকৃত হইয়া) যাইতেছে। / যাহার অর্থ ও বিষয় পূর্ব্বে অনুভূত। (ব.শ.)। ◻ তাহা, সে, তিনি, সেই (ব্রহ্মই); পরোক্ষবস্তুনির্দ্দেশ; তিনিই। ✱

তৎকাল : ● দ্র. **তৎ** ও **কাল**।

তৎক্ষণ : ● দ্র. **তৎ** ও **ক্ষণ**।

তৎক্ষণাৎ : ● **তৎক্ষণ** হইতে উল্লম্ফনের সূচনা যাহাতে; অথবা, সে মুহূর্ত্ত হইতে সক্রিয়তা যাহাতে। ◻ সেই মুহূর্ত্তে, তক্ষুনি।

তৎপর : ● **তৎ**-এর পরবর্ত্তী স্থান কাল বা পাত্র যাহাতে; অথবা, **তৎ**-এর (তাহার) পর কী হইবে না হইবে তাহা লইয়া অতি সক্রিয় যে। ◻ তারপর, (লক্ষ্মার্থে) উদ্যোগী।

তত : ● তারী তারিত যাহাতে; অথবা, তারী যে পর্যন্ত তারিত হয়; অথবা, যে তন্ত্রী বা তার যতদূর টানা সম্ভব ততদূর টানা হইয়াছে (তাহার অধিক টানিলেই ছিঁড়িয়া যাইত); কিংবা, (ত) তন্ত্রী-বাদকের বাদ্য যে পর্যন্ত যায়, (ত) তন্ত্রীবাদকের ইচ্ছাও সে পর্যন্ত যায়। / জগৎ ব্যাপন করে যে; তন্ত্রীর ব্যাপন যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ বিস্তারিত, ব্যাপ্ত, বেহালা-প্রভৃতি **তত** শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র, তৎপরিমাণ, সেপ্রকার, এখনই, তখনই। ✱

তত্ত্ব : ● **তৎ** তারিত যাহাতে (যেভাবে) তাহার বাহক; অথবা, যাহাতে তাহার কথা আছে তাহা বহন করে যে (বয়ান); অথবা, তত্তকে বহন করে যে; কিংবা, সত্যজ্ঞানের উপায় থাকে যাহাতে; অথবা, যে **তত্ত্বাদির** (মিষ্টান্নাদির প্রেরণ) দ্বারা পর্ব্বাদি অনুষ্ঠানে কোন আচারের পর কোন আচার পালিত হইবে তাহার ইঙ্গিতময় বার্ত্তা থাকে। / তদ্ভাব যাহার; যাহার দ্বারা সত্যার্থ-প্রতিপাদক সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ◻ বস্তুস্বরূপ, কারণ, (থিয়োরি), পদার্থজ্ঞান, বার্ত্তা ...; পর্ব্বাদিতে প্রেরিত মিষ্টাদি দ্রব্য। ✱

তত্ত্বানুসন্ধান : ● **তত্ত্ব** বিষয়ক অনুসন্ধান যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা বিষয় বস্তু বা ঘটনার অন্তর্নিহিত মনের (অদৃশ্য সম্বন্ধ, নিয়ম, বা আধেয়র সম্পর্কে) অনুসন্ধান করা হয়। ◻ তত্ত্বজিজ্ঞাসা।

তত্র : ● **তৎ** রহে যাহাতে; অথবা, সেই স্থান-কাল-পাত্র আছে যেখানে। ◻ সেখানে, তথায়, তেমন।

তথা : ● তারী থাকে যে আধারে; অথবা, তারিত সত্তা যেখানে আছে বা থাকে; কিংবা, সেই প্রকারের আধার যে। ◻ সেই প্রকার, সেই সত্য, সেখানে, ওখানে।

তথাগত : ● **তথা**-য় গত যে; অথবা, সেই সত্যে গত হইয়াছেন বা পৌঁছিয়াছেন যিনি। ◻ তদবস্থ, তদবস্থায় উপস্থিত, বুদ্ধ, জিন।

তথাপি : ● **তথা**-র পালন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **তথার** বা সেই সত্যের অস্তিত্ব

পালিত হওয়া সত্ত্বেও। ⊓ সেপ্রকার হইলেও, তাহা হইলেও, তবু, তবে।

তথ্য : ● **তথ** (তারীর থাকা) চলে যাহাতে বা যাহার মাধ্যমে; অথবা, তৎ থাকে যাহাতে; অথবা, তত্ত্বের আধার যে। ⊓ সত্যযুক্ত, যথার্থ, যে বস্তু যথা, তথা অবস্থিতি, সত্যবচন। ❋

তথ্যানুসন্ধান : ● তথ্য বিষয়ক অনুসন্ধান যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা বিষয়, বস্তু বা ঘটনার বহিরঙ্গের বা দেহের (বাহ্য দৃশ্য আধারের সম্পর্কে) অনুসন্ধান করা হয়। ⊓ তথ্য জানার চেষ্টা, তথ্য খোঁজা।

তদন্ত : ● **তৎ**-এর (তাহার) অন্ত যাহাতে; অথবা, যাহা করিলে তাহার বা সেই বিষয়ের অন্ত হয় বা হইতে পারে। / তাহাতে যাহার নাশ। (ব.শ.)। ⊓ তাহার শেষ, কোনো বিষয়ের তথ্যনির্ণয়, তত্ত্বাবধারণ, নির্ণয়। ❋

তদা : ● **তদ**-এর (দ্র. **তৎ**) আধার যে; অথবা, যাহাতে বা যে স্থান-কাল-পাত্রে তাহা আছে। ⊓ তাহা, সেই সময়ে, তখন ...।

তদারক : ● **তদা** রক্ষণ (আবর্ত্তন) করে যে; অথবা, তাহা (সেই তত্ত্ব, তথ্য) যথা-পূর্ব্বং আবর্ত্তিত হইতেছে কি না, তাহা দেখে যে। ⊓ তত্ত্বাবধান, তথ্যানুসন্ধান, খোঁজখবর, (সাদৃশ্যে) পরিদর্শন, খবরদারী, শাসন।

তদগত : ● **তদ** গত যে; অথবা, তাহাতে (ডুবিয়া বা ঢুকিয়া) গিয়াছে যে। ⊓ তাহাতে নিমগ্ন, মনোনিবিষ্ট, একাগ্র।

তদ্ধিত : ● **তদ** হিত যাহাতে; অথবা, তাহা সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, [মানব মনে যে প্রকৃতি (ধাতু ও প্রাতিপদিক) স্বভাবত জাত হয়] তাহা তদবস্থায় সক্রিয় হইয়া তারিত (পরিবর্ত্তিত) হয় যাহাতে (যে প্রত্যয়ের যোগে)। / শব্দের পরে যাহার যোগে অন্য শব্দ উৎপন্ন হয়। (ঢা.অ.)। ⊓ প্রত্যয়।

তন : ● তারী অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে আধারের মাধ্যমে তারী বিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে। দ্র. **অধুনাতন, সনাতন, নূতন**...। ⊓ তনু, অঙ্গ, দেহ।

তনয় : ● **তন** (তারীর চলমানতা) যায় যাহাতে; অথবা, তারী অনকৃত হইয়া যায় যাহাতে (যে পুরুষ সত্তায়)। / কুল বিস্তার করে যে। (ব.শ.)। ⊓ পুত্র, সন্তান।

তনয়া : ● তারী অনকৃত হইয়া যায় যে প্রকৃতি সত্তায়। দ্র. **তনয়**। ⊓ পুত্রী, কন্যা।

তনিক : ● **তন**-কে (তারীর চলমানতাকে) সক্রিয় করে যে; অথবা, তারী অনকৃত হইতে পারে যে ক্ষুদ্র সত্তায় (তাহার অধিক ক্ষুদ্র হইলে সক্রিয় হইতে পারে না); অথবা, তারীর **কণা** বা সবচেয়ে ক্ষুদ্র রূপ থাকে যাহাতে। ⊓ কিঞ্চিৎ, একটু, পুংকোষ।

তনিকা : ● **তনিক**-এর আধার যে। ⊓ স্ত্রীকোষ, (সাদৃশ্যে) রজ্জু।

তনিমা : ● **তন** (অনকৃত তারী) সক্রিয়রূপে সীমিত হয় যে আধারে; অথবা, তারী যে সীমায়িত বা ক্ষীণ আধারে কমবেশি শোভন-ভাবে সক্রিয় থাকিতে পারে; অথবা, যাহা ক্ষীণ হইলেও অশোভন নহে। ⊓ কৃশতা, দারিদ্র্য, দেহের শোভনক্ষীণতা।

তনু : ● **তন** (তারীর চলমানতা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, তারীর চলমানতা যে আধার বা দেহ গ্রহণ করিয়াছে। ⊓ মূর্ত্তি, দেহ, কায়।

তনুজ : ● **তনু** হইতে জাত যে। ⊓ দেহজাত, আত্মজ, পুত্র।

তনুজা : ● **তনু** হইতে জাতা যে। ⊓ কন্যা।

তন্তু : ● **তন** (তারী অনকৃত) ও তারিত

হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে; অথবা, নিয়মাদির (জাগতিক বা সামাজিক সম্পর্কের) ভাবনা তারিত হইয়া সূত্রবৎ হয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) বৃক্ষাদির অংশু তারিত হইয়া সূত্রবৎ হয় যাহাতে। ▢ সূত্র, তার, সন্তান, অপত্য, পরম্পরা, (সাদৃশ্যে) মৃণালাদির সূত্রবৎ পদার্থ, লূতাকৃত ঊর্ণা।

তন্তুবাপ : ● তন্তুকে বপন করে যে; অথবা, সামাজিক সম্পর্কাদির **তন্তুকে** সম্পর্কজালে পরিণত করে যে; অথবা, ধান বোনার মতো ভাবনাদির বা সামাজিক সম্পর্কাদির জাল বোনে যে; কিংবা, যিনি **তন্তুর** বপনকারী বলিয়া পিতৃতুল্য অর্থাৎ **বাপ**। ▢ কৌলিক, গোষ্ঠীনেতা, **তন্ত্রবাপ**, ভাবুক, ঘটক; (সাদৃশ্যে) তন্তুবপনকারী।

তন্তুবায় : ● তন্তুকে বয়ন করে যে; অথবা, বৃক্ষাদিজাত **তন্তুকে** বুনিয়া বস্ত্রে পরিণত করে যে; অথবা, তাঁতে সূতা বোনে যে। ▢ তাঁতি, ঊর্ণনাভ, নারাজ (loom)।

তন্ত্র[১] : ● তন (তারিত সত্তার অনকরণ) ত্রাণ পায় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা আধেয়-আধারের (পুরুষ-প্রকৃতির) সমুচ্চিত-সম্মিলন (জোড়) দ্বারা কোনো দেহব্যবস্থাকে (জড়দেহ, জীবদেহ, সমাজদেহ, রাষ্ট্রশরীর ... প্রভৃতিকে) সুবিন্যস্তভাবে সক্রিয় রাখা হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা কোনো সত্তার দেহ-ব্যবস্থা নির্ম্মাণ করার জন্য তাহার পুরুষ-প্রকৃতি দুইয়ের জোড়-করণের (repairing > pairing = standing together = system) একটি পদ্ধতি গড়িয়া তোলা হয়; অথবা, যাহা দ্বারা বপন সাধিত হয়। ▢ স্বাভাবিক-ব্যবস্থা, দেহব্যবস্থা, system, বেদবিরোধী শাস্ত্র, শিবপ্রোক্ত শাস্ত্রবিশেষ (তন্ত্রশাস্ত্র), ব্যবহার, রাষ্ট্র, করণ, স্বরাষ্ট্রচিন্তা, **গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র** ...; সন্তান, বংশ, শ্রেণী।

তন্ত্র[২] : ● তন (তারিত সত্তার অনকরণ) ত্রাণ পায় যাহাতে। / যাহার দ্বারা বয়ন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ বয়নসাধনযন্ত্র (তাঁত), সূত্র, তন্তুবায় (তাঁতি), পরিচ্ছদ, নারাজ (loom)।

তন্ত্রধারক : ● তন্ত্র[১] ধারণ করেন যিনি। / যিনি কর্ম্মপদ্ধতির গ্রন্থ পাঠ করেন। (ব.শ.)। ▢ কর্ম্মস্বরূপজ্ঞাপক পুস্তকের পাঠক।

তন্ত্রবাপ : ● তন্ত্র[১] সূত্র বপন করেন যিনি; অথবা, সামাজিক ব্যবস্থার বা **তন্ত্র**-এর সূত্রগুলিকে বপন করেন; অথবা, যিনি পারিবারিক (গোষ্ঠীক সামাজিক) ব্যবস্থার সূত্রগুলি বপন করেন বলিয়া পরিবারের (বা গোষ্ঠীর বা সমাজের) পিতৃতুল্য বা **বাপ**। ▢ তন্ত্র-বপনকারী, ব্যবস্থার স্রষ্টা বা বাপ, প্রধান।

তন্ত্রবায় : ● তন্ত্র[২]-তে বস্ত্র বয়ন করেন যিনি। ▢ তাঁতি, তন্তুবায়।

তন্ত্রশাস্ত্র : ● তন্ত্র[১]-এর কথা বলা হয় যে শাস্ত্রে; অথবা, যে শাস্ত্রে সামাজিক সম্পর্ক-সূত্রের আবিষ্কারক (শিব) ও জনগণের (শক্তির) উপাসনার কথা বিস্তারিত করিয়া বলা হইয়াছে। ▢ গুহ্যশাস্ত্র। (সর্বশুদ্ধ ১৯২ টি তন্ত্র আছে, তাহার মধ্যে ৬৪টি বঙ্গদেশের। এর অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হইয়াছিল।)

তন্দুর : ● তন দানের নবরূপে উত্তরণ রহে যাহাতে; অথবা, খাদ্যবস্তু নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে (যে চুল্লীতে)। ▢ বিশেষ প্রকার রুটি বানানোর চুল্লী।

তন্দুরী : ● তন্দুর-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **তন্দুর**করণ করিয়া যাহা প্রস্তুত করা

হইয়াছে। ◻ তন্দুরী রুটি, পাউরুটি।

তন্দ্রা : ● **তন দ্রা** যাহাতে; অথবা, (**তন**) 'তারী অনকৃত' হইয়া (**দ্রা**) 'পলায়মান' যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার সচেতনতা পলায়ন করিতে শুরু করিয়াছে (তবে সম্পূর্ণ পলায়ন করে নাই বা **নিদ্রা** যায় নাই, **তন্দ্রা** গিয়াছে)। ◻ অবসাদ, ঈষৎ নিদ্রা, নিদ্রাবেশ।

তন্নতন্ন : ● **তৎ** নহে, **তৎ** নহে; অথবা, তাহা নহে, তাহা নহে। ◻ 'তাহা নয় তাহা নয়' বলিয়া এক এক ক্ষরিয়া অভীষ্ট দ্রব্য খোঁজা; পাতি পাতি করিয়া দেখা।

তন্ময় : ● তারিত সত্তা অনকৃত রূপে সীমায়িত হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, সেই তাহাতেই (ব্রহ্মেই) সীমায়িত বা মগ্ন হইয়া রহে যে; অথবা, তাহাতেই মগ্ন থাকিয়া মানসিক গমন যাহার। ◻ তৎস্বরূপ, তদাত্মক।

তন্মাত্র : ● তারিত সত্তার অনকৃত রূপটুকু মাত্র আছে যাহাতে; অথবা, সেই বস্তু বা বিষয়টি নাই, শুধুমাত্র তাহার স্মৃতিটুকু আছে যাহাতে। / তাহা মাত্রা যাহার। (ব.শ.)। ◻ তাহাই, কেবল তাহা, (সাংখ্যে) সূক্ষ্ম পঞ্চভূত — শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্র। (গন্ধ-তন্মাত্রের বাহ্যিক ও মানসিক রূপ — বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৪-৭৫)। ❋

তন্বী : ● **তন**-বাহকের সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহাতে (যে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধারে) তারীর অনকরণ যথাযথভাবে বাহিত হয়। ◻ তনিমা, সুন্দরী।

তপ : ● তারীর পালন থাকে যাহাতে; অথবা, (মানসিক, দৈহিক, বাহ্যিক ... ইত্যাদি যে কোনো শক্তি) তারিত হইয়া পালিত হয় যাহাতে; অথবা, (কোনো না কোনো প্রকারের) তেজ পালিত হয় যাহাতে। ◻ তপস্যা, শ্রম, মেধা ও শ্রমের প্রয়োগ, (সাদৃশ্যে) তাপক, আতপ। ❋

তপঃ : ● **তপ** বিসর্জ্জিত যাহাতে; অথবা, **তপ** (শ্রমশক্তির তাপ প্রযুক্ত) নিঃশেষিত হয় যে কর্ম্মে; অথবা, **তপঃ**করণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, যে আচরণ দ্বারা (মানসিক, দৈহিক) শক্তি প্রয়োগ করা হয়। ◻ শ্রম করা, জ্ঞানকে কর্ম্মে প্রয়োগ, অভীষ্টলাভার্থ কৃচ্ছ্রসাধন, চান্দ্রায়ণাদি (চাঁদি রোজগারের) ব্রত, তপস্যা ... ইত্যাদি। ❋

তপঃকর : ● **তপঃ** করে যে; অথবা, **শ্রম** করে যে। ◻ তপস্যাকারক, জ্ঞানযোগী, কর্ম্মযোগী, জ্ঞানকর্ম্মযোগী।

তপতী : ● **তপ** তারিত হয় যে সক্রিয় আধারে। ◻ সূর্য্যপত্নী ছায়া, কুরুরাজের জননী, তাপ্তী নদী। ❋

তপন : ● **তপ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **তপ**করণ চলিতে থাকে যাহাতে; শাসন শোষণ চালায় যে (রাষ্ট্রব্যবস্থা, সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ, ভল্লাতকবৃক্ষ)। ◻ শাসক, (সাদৃশ্যে) তাপয়িতা, দাহক। ❋

তপশ্চরণ : ● **তপঃ** চরণ করে যে; অথবা, পরিকল্পনানুসারে পরের পর কর্ম্ম বা শ্রম করে যে। ◻ তপোনুষ্ঠান, প্রকল্পরূপায়ণ।

তপস্যা : ● **তপঃ** (তপস্) থাকে যে আধারে; অথবা, মানসিক এবং/বা দৈহিক শ্রমশক্তির প্রয়োগ থাকে যাহাতে। ◻ শারীর, বাঙ্ময় ও মানস ভেদে শ্রম ত্রিবিধ; সেগুলির প্রত্যেকটি আবার সত্ত্বাদিগুণভেদে ত্রিবিধ, তাই, শ্রমকরণ (তপস্যা) মোট নয় প্রকার। ❋

তপস্বিনী : ● **তপঃ** বাহিত হয় যে সক্রিয় স্ত্রী-আধারে। ◻ নিষ্ঠাবতী জ্ঞানচর্চাকারী বা

স্ত্রী-শ্রমিক, তাপসী, ঋষিপত্নী, ব্রতধারিণী।

তপস্বী : ● তপঃ বাহিত হয় যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে শ্রমতাপ প্রয়োগকরণ করিবার ক্ষমতা বহন করে; অথবা, (মনো-ভূমিতে) মানসিক বা (বাহ্যভূমিতে) দৈহিক বা (উভয়ক্ষেত্রে) উভয়প্রকার শ্রম করে যে। ❐ জ্ঞানকর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী, কর্ম্মযোগী, নিষ্ঠাবান শ্রমিক, তাপস, ধার্ম্মিক, (সাদৃশ্যে) তপসে মাছ, চটকপক্ষী। *

তপোধন : ● / যাহার **তপঃ** ধনবৎ রক্ষণীয়। (ব.শ.)। ❐ তপস্যা-ধনসম্পন্ন, **তপস্বী**, মুনি, কারুশিল্পজ্ঞানের উপদেষ্টা।

তপোনিধি : ● / তপের আধার বা **তপঃ** যাঁহার নিধিতুল্য। (ব.শ.)। ❐ তপোধন, মুনি।

তপোনিষ্ঠ : ● / তপে যাঁহার নিষ্ঠা। (ব.শ.)। ❐ তপোনিরত, শ্রমনিষ্ঠ।

তপোবন : ● যে বনে **তপঃকরণ** করা হয়; অথবা, যে সংসারবনে **তপঃকরণ** বা শ্রম-করণ করা হয়। ❐ তপস্যার স্থান, বনবিশেষ, কারুশিল্পাদির উৎপাদন কেন্দ্র বা এলাকা, একালের 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'। *

তপোবৃদ্ধ : ● / **তপঃ** দ্বারা বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত (যে)। (ব.শ.)। ❐ মহাতপাঃ, অত্যন্ত অভিজ্ঞ কর্ম্মী, অভিজ্ঞ টেকনিসিয়ান।

তপোব্রত : ● **তপই** ব্রত যাহার; অথবা, **তপ**করণ করিতে থাকাই **ব্রত** যাহার। ❐ জ্ঞানকর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী, কর্ম্মনিষ্ঠ।

তপ্ত : ● **তপ** তারিত হইয়াছে যাহাতে; অথবা, যাহাকে **তপ** দেওয়া হইয়াছে বা যে **তপ** গ্রহণ করিয়াছে। ❐ দগ্ধ, দ্রবীকৃত, কৃত, পীড়িত, তাপযুক্ত, জ্বলিত, আতপজ্বলিত।

তফাৎ : ● তারীর পালনস্থিত হইতে উল্লম্ফন যাহাতে; অথবা, পালনকৃত বা রক্ষণীয় সত্তা হইতে দূরে গত যে। ❐ দূর, দূরত্ব, দূরবর্ত্তী স্থান, পার্থক্য, পৃথক।

তব : ● তারী বাহিত যাহাতে; অথবা, সম্মুখস্থ তারণকারী বাহিত যে সত্তায়। ❐ তোমার, তখন, তবে।

তবু : ● তারীর বহন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, তারী (পূর্ব্বতন কার্য্যাদি-ঘটনাদির এক বা একাধিকের তারিত রূপ) বাহিত হইয়া তত্তদ দিকে অগ্রগমন নির্দ্দেশ না করিয়া অন্যদিকে ইশারা করে যাহাতে; ❐ সে প্রকারেও, তাহা হইলেও, তথাপি। *

তবে : ● তারীর বহন দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, তারী (পূর্ব্বতন কার্য্যাদি বা ঘটনাদির ... এক বা একাধিকের তারিত রূপ) বাহিত হইয়া তত্তদ দিকে অগ্রগমন নির্দ্দেশ করে যাহাতে। ❐ সেই সময়, তখন, তৎপরে, পরে, তাহা হইলে, তাহা হইলেও ... ইত্যাদি। *

তম : ● তারিত সত্তা সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহার পরে আর তারণ নাই; অথবা, (কোনো সত্তার শক্তি বা অংশ) তারিত হইয়া যে সর্ব্বোচ্চ রূপে পৌঁছিয়া সীমায়িত হইয়া যায়; অথবা, যাহার আর বিকাশ হয় না। ❐ অন্ধকার, তমালবৃক্ষ, তমোগুণ, মৌলবাদিতা, একই জ্ঞানকর্ম্মের পুনরাবৃত্তি-মাত্র, বহুর মধ্যে একাতিশয্যার্থে **পটুতম**, **লঘুতম** ইত্যাদি। *

তমঃ (তমস্) : ● **তম** বিসর্জ্জিত যাহাতে; অথবা, **তম** (পুনরাবৃত্তিজাত সীমায়িত বোধ) বিসর্জ্জিত হয় যে কর্ম্মে; অথবা, **তমঃ**করণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, যে আচরণ দ্বারা একই জ্ঞান-কর্ম্মের প্রয়োগ চলিতে থাকে। ❐ অন্ধকার, তিমির, মোহ, অবিবেকতা, অবিদ্যা, পাপ, প্রকৃতিজাত গুণত্রয়ের একতম।

তমলুক : ● **তম** লালনকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে যে বা করিত যে। (দ্র. **তমালিকা**)। ⌐ মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন (এমনকি গুপ্তযুগেও) সমুদ্রসংলগ্ন বন্দরশহর। ✻

তমস : ● **তমস্** যাহাতে; অর্থাৎ, **তমস্**-এর অস্তিত্ব যেখানে। ⌐ তমোযুক্ত, তিমিরময়, কূপ, অন্ধকার, নগর।

তমসা : ● **তমস**-এর আধার যে; অথবা, **তমঃ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যে স্থানে একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পণ্যধারা প্রবাহিত হইতে শুরু করিয়াছিল। ⌐ অন্ধকার, নদীবিশেষ। (এই নদীতীরের আশ্রমে মহামুনি বাল্মীকির কণ্ঠ হইতে ছন্দোবদ্ধ প্রথম শ্লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল। বনগমনকালে এই তমসা নদীতীরে রামচন্দ্র রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। **বাল্মীকি মুনি** এই **তমসার** তীরে **রামায়ণ** গান গাহিয়াছিলেন।)

তমা : ● **তম**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **তম**করণ থাকে। ⌐ রাত্রি, গর্ব্ব, অহঙ্কার, একই জ্ঞানকর্ম্মানুসারী মতবাদ, মৌলবাদ।

তমাল : ● **তমা** লালিত যাহাতে; অথবা, কুচকুচে কালো তাল ফলে যে কালো ছালওয়ালা গাছে; অথবা, যে 'সামাজিক সংস্থা বা ব্যবস্থা' (বৃক্ষ) **তমা** লালন করে; কিংবা, যে সংস্থা একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করিয়া পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে (ভোগ করে না)। ⌐ কৃষ্ণত্বক বৃক্ষবিশেষ, তাপিঞ্ছ বৃক্ষ, কৃষ্ণখদির। ✻

তমালিকা : ● **তমাল** সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যে দেশে (এককালে) প্রচুর **তমাল** বৃক্ষ (পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি কারী সংস্থা) ছিল। ❐ তমালপ্রচুর দেশ, তমলুক। ✻

তম্বী : ● **তম** বাহকের সক্রিয় আধার যে; অথবা, মানসিক তমগুণ বহন করে যে; অথবা, যে ক্রোধাদি বহন করে। ⌐ ভর্ৎসনা, তাড়না, তর্জ্জন-গর্জ্জন।

তয় : ● তারী যায় যাহাতে; অথবা, তারী যেখানে গিয়া থামে। ❐ সমাপ্তি, নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত, গুছাইয়া ফেলা।

তর : ● **তা**রী রহে যাহাতে; অথবা, **উত্তরণ** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা উত্তীর্ণ হয়, যে ক্রিয়ার দ্বারা উত্তীর্ণ হয়, যেখানে উত্তীর্ণ হয়, যে উত্তীর্ণ হয়, যেভাবে উত্তীর্ণ হয়; কিংবা, উত্তরণ কর্ম্মে নিমগ্ন থাকে যে, অথবা, যে 'উত্তরণ করিব' 'উত্তরণ করিব' করে। ❐ পারের পয়সা, খেয়ার নৌকা, বৃক্ষ (সামাজিক সংস্থাদি); পার হওয়া, লাফাইয়া বা সন্তরণ করিয়া অতিক্রম করা, উদ্ধার পাওয়া; খেয়াঘাট; দুই-এর মধ্যে একাতিশয্যে, প্রকার, ভাব, ভঙ্গি, জাতি, শ্রেণী; ভরপুর, বিহ্বল; প্লব, তরলের স্বভাব। ✻

তরকারি : ● তর কার্য্য সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা ভাতকে মুখের ভিতর দিয়া তারণ করা হয়; অথবা, যাহাকে সবজি-রূপ হইতে ব্যঞ্জনরূপে তারণ করা হয়। ❐ ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনের আনাজ বা শাকসবজি।

তরঙ্গ : ● **তর**-এর রহস্যময় গমন যাহাতে; অথবা, **তর** (প্লব) অঙ্গ যাহার; অথবা, যে লাউডগার ন্যায় একটু উঁচু একটু নীচু হইয়া একটানা দিগন্তের দিকে চলিয়াছে। ❐ **ঊর্মি**, ঢেউ, বস্ত্রভঙ্গ, অশ্বাদির লম্ফ, কলহচ্ছটা, শব্দজন্য বায়ুস্তরকম্পন, আবেগ ...।

তরঙ্গিণী : ● **তরঙ্গ** সক্রিয় হইয়া চলমান থাকে যে আধারে। ❐ তরঙ্গযুক্ত স্থান, নদী।

তরণ : ● **তর** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে বা যাহা দ্বারা তরকরণ চলিতে থাকে। ❐ প্লবন, ভেলা, ক্ষেপণী, নৌকার দাঁড়, উত্তরণ, পার গমন, জলোপরি স্থিতি, দেশান্তর গমন, অভিভব, জয়।

তরণি : ● **তরণ** সক্রিয় যাহাতে। / রোগে তারণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ ঘৃতকুমারী।

তরণী : ● **তরণ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা প্রজাগণ তাঁহাদের সম্মুখস্থ তাপ-সন্তাপের ধারা উত্তীর্ণ হন; কিংবা, যাহা দ্বারা দুঃখ নদী পার হওয়া যায়। ❐ সূর্য্য, কিরণ (সূর্য্যকিরণ), অর্কবৃক্ষ (রাষ্ট্রব্যবস্থা), তাম্র (পণ্য), (সাদৃশ্যে) নৌকা।

তরণীসেন : ● **তরণীর সেন** যিনি; অথবা, রাষ্ট্রক্ষমতার শক্তিনির্য্যাস দিশাগ্রস্তভাবে চলমান যাহাতে; অথবা, যিনি বা যে গোষ্ঠী (বৌদ্ধবিপ্লবের বিরুদ্ধে) রাষ্ট্রীয় সেনার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ❐ সেকালের ছাত্রসমাজ, বিভীষণের স্ত্রী সরমার গর্ভজাত পুত্র। *

তরতম : ● **তর** ও **তম** যাহাতে; অথবা, উত্তর (উৎ-**তর**) ও উত্তম (উৎ-**তম**) থাকে যাহাতে; অথবা, **তর** বা যাহা এক সত্তাকে অতিক্রম করে এবং **তম** বা যাহা সব সত্তাকে অতিক্রম করে। ❐ তরতমার্থযুক্ত, ন্যূনাধিক, একটু কম-বেশি, উত্তম-মধ্যম ভাবে ভেদ।

তরতর : ● **তর**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, তরলমাত্র যেভাবে যায়। ❐ স্রোতের শব্দ, (সাদৃশ্যে) বায়ুপ্রবাহের শব্দ।

তরপদী : ● **তর** করিবার পদ (পর্দাযুক্ত পা) আছে যাহাদের। ❐ হংস, জলচর পক্ষী।

তরফ : ● **তর** পালনস্থিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে সম্পদের তারণ পালিত হইয়া স্থিত হয় বা হইতে পারে। ❐ পক্ষ, দিক, পাশ।

তরফদার : ● **তরফ**-এর দান রহে যাহাতে; অথবা, তরফের রাজস্ব আদায় করে যে। ❐ গোমস্তা, তরফের মালিক, পক্ষের লোক।

তরফদারি : ● **তরফদার** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **তরফ**-এর হইয়া কথা বলা যাহাতে; কারো তরফে বা পক্ষে বলা হয় যাহাতে। ❐ পক্ষ সমর্থন করা।

তরফদারী : ● **তরফদারি**র আধার যে; অথবা, তরফদারি করা হয় যে আচরণে। ❐ পক্ষ সমর্থন।

তরফা : ● **তরফ**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে কোনো না কোনো **তরফ** থাকে। ❐ দিকের, পক্ষের।

তরবারি : ● **তর**কে বারণ করে যে; অথবা, উত্তরণকারীকে নিষেধ করে যে; অথবা, আগন্তুক-শত্রুকে নিবারণ করে যে। ❐ অসি, তরোয়াল।

তরল : ● **তর** লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, 'উত্তরণ করিব' 'উত্তরণ করিব' বা 'তরে যাব' 'তরে যাব' - এইরূপ ইচ্ছা লালিত যাহাতে; অথবা, অন্য সকলের সমান হইবার চেষ্টা সর্বদা থাকে যাহাতে। ❐ চঞ্চল, কম্পিত, বিস্তীর্ণ, উচ্ছলিত, সংযমহীন, মত্ত।

তরলা : ● **তরল**-এর আধার যে। ❐ মধুমক্ষিকা, যবাগু, সুরা।

তরলিত : ● **তরল** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ❐ তরলীকৃত, চঞ্চলীকৃত, কম্পিত।

তরাই : ● **তর**-এর আধার সক্রিয় যাহাতে; অথবা, উতরে যায় যে স্থানে। ❐ পাহাড়ের নীচের (পাদদেশস্থ) জমি।

তরালু : ● **তর**-এর আধার লালিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। ❐ নৌকাবিশেষ, বড় তলা-চওড়া নৌকা।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

তরি : ● তর সক্রিয় যাহাতে। ◻ তরণ করি, পার হই।

তরী : ● তর-এর সক্রিয় আধার যে। / যাহার দ্বারা তরণসাধন করা যায়। (ব.শ.)। ◻ নৌকা।

তরু : ● তর নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অর্থাৎ, যে তরকরণ দিগন্তের দিকে না গিয়া উপর দিকে যায়; অথবা, যাহা তর তর করিয়া উপর দিকে উঠে; কিংবা, তর তর করিয়া অঞ্চলের পণ্য যে রপ্তানিকারী বিপণন সংস্থায (বৃক্ষে) আসিয়া জমা হয়। ◻ সামাজিক সংস্থা, পণ্যতারণ সংস্থা, উদ্দেশবৃক্ষ, চৈত্যতরু। *

তরুই : ● তর-এর নবরূপে উত্তরণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে (সবজি) শুধুমাত্র তরকারি রূপে গৃহীত হয় না, সাবান দিয়া গা-ঘষার উপায় রূপেও ব্যবহৃত হয়। ◻ ঝিঙ্গাজাতীয় সবজি, পুরুল।

তরুখণ্ড : ● তরুময় খণ্ড যাহাতে; অথবা, যে ভূখণ্ডে অনেক তরু আছে। ◻ পরিবার ও সামাজিক সংস্থাদি সম্বলিত একটি দেশ। *

তরুজীবন : ● তরুর দ্বারা আশ্রিত জীবন যাহাতে; অথবা, পরিবার বা সংস্থাদির আশ্রয়ে যে জীবন অতিবাহিত হয়। ◻ বৃক্ষমূল। *

তরুণ : ● তর তর করিয়া বাড়িতে থাকা চলমান যাহাতে; অথবা, যে বাড়িতেছে এবং যাহার বৃদ্ধি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ◻ 'প্রাক্-পূর্ণবয়স্ক', ষোড়শোর্দ্ধবয়স্ক, যুবা, কোমল, কচি, উৎসাহসম্পন্ন ...।

তরুণজ্বর : ● যে জ্বর সবেমাত্র হইয়াছে এবং বাড়িতেছে। ◻ নবজ্বর, সপ্তরাত্র পর্যন্ত জ্বর।

তরুণদধি : ● যে দধি সবেমাত্র দধিরূপে গাঢ় রূপ লাভ করিয়াছে; অথবা, যে দধির দধিরূপে পূর্ণতা লাভ করিতে এখনও দেরী আছে। ◻ তরুণলক্ষণোক্ত দধি, কাঁচা দই।

তরুণবয়স্ক : ● তরুণ বয়স্ক যে; অথবা, যে এখনও পূর্ণবয়স্ক হয় নাই, পূর্ণবয়স্ক হওয়ার দিকে চলিয়াছে। ◻ তরুণ।

তরুণিম : ● তরুণ সক্রিয় হইয়া সীমায়িত যাহাতে; অথবা, তরুণ-এর ন্যায় যে। ◻ তরুণভাব, তারুণ্য, যৌবন।

তরুণিমা : ● তরুণ সক্রিয় হইয়া সীমায়িত হয় যে আধারে। ◻ তরুণীভাব, স্ত্রী-তারুণ্য, স্ত্রী-যৌবন।

তরুণী : ● তরুণ-এর সক্রিয় আধার যে। ◻ দ্বিতীয়বয়স্কা স্ত্রী, যুবতী, কুব্জবৃক্ষ, সেবতী।

তরুতল : ● তরুর তলার যে স্থান; অথবা, তরুর (সংস্থাদির) ছায়া যে পর্যন্ত প্রসারিত। ◻ তরুপার্শ্বস্থ ভূভাগ। *

তরুত্বক : ● তরুর আবরক যে স্বত্তা; অথবা, তরুকে (সংস্থাকে) রক্ষা করে যে। ◻ বল্কল, 'সিকিউরিটি'। *

তরুবর : ● যে তরুকে (সরকারী বা বৃহদাকার সংস্থাকে) বরণ করিয়া লওয়া হয়। ◻ তরুরাজ। *

তরুমৃগ : ● তরুতে থাকে যে মৃগ; অথবা, সামাজিক সংস্থায় চাকুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে বা যাহারা। ◻ চাকুরিজীবী, বানর, শাখামৃগ। *

তরুরাজ : ● তরুসমূহের রাজা যে; অথবা, তরুসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে; অথবা, যে সামাজিক সংস্থা রাষ্ট্রস্বীকৃত; কিংবা, যে সংস্থা শুধুমাত্র পণ্য রপ্তানি করে। ◻ তরুশ্রেষ্ঠ, তাল, শ্রেষ্ঠবৃক্ষমাত্র। *

তরুরুহা : ● তরুতে আরোহন করে যে; অথবা, যে ক্ষুদ্র সহযোগী সংস্থা তাহার উৎপন্নসমূহ কোনো বৃহৎ সংস্থাকে যোগান দেয়। ◻ বড় সংস্থার সরবরাহকারী সংস্থা

বা 'সাপ্লায়ার', গাছে-চড়া লতা, পরগাছা। *

তরুলতা : ● **তরু** ও **লতা** যাহাতে; অথবা, যাহা **তর তর** করিয়া উপরে উঠে এবং যে **লতাইয়া** চলে বা **তরু**কে জড়াইয়া চলে। (দ্র. **তরুরুহা**)। ❒ তরু ও লতা।

তরুশায়ী : ● **তরু**তে শায়িত থাকে যে; অথবা, পণ্য লেনদেনকারী সংস্থার উপর নির্ভর করিয়া চলে যে। ❒ দোকানদার, পাইকার, ফেরিওয়ালা, পক্ষী। *

তর্ক : ● **তর** (তারীকে রক্ষণ) করে যে; অথবা, (সত্তার তারিত হইয়া যাওয়ার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলির মধ্যে যেখানে গেলে) তারী সুরক্ষিত থাকিবে, তাহার তুলনামূলক বিচার করে যে; অথবা, তারীর সম্ভাবনাগুলির ('অপ্‌সন্'গুলির) মধ্যে ভাল**তর** মন্দ**তর** ইত্যাদি তুলনামূলক বিচার করে যে। / অবিজ্ঞাত বিষয়ে কারণানুসারে তত্ত্বজ্ঞানার্থ বিমর্শ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ❒ ব্যভিচার-নিবর্ত্তক সম্ভাবন, বিতর্ক, পর্য্যালোচনা, স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে বিচারণা। *

তর্কণ : ● **তর্ক** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **তর্ক**-করণ চলিতে থাকে। ❒ সম্ভাবনাদির বিচার, বিচার-বিমর্শ। *

তর্কিত : ● **তর্ক** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **তর্ক** (তুলনামূলক বিচার) করিয়া নির্ণীত বা গৃহীত হইয়াছে।

তর্কবিদ্যা : ● যাহা হইতে **তর্ক** (তুলনামূলক বিচার) করিবার রীতিনীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে বিদিত হওয়া যায়। ❒ ন্যায়শাস্ত্র।

তর্কাতর্কি : ● যাহা **তর্ক**কৃত হইয়াছে এবং যাহার **তর্ক**করণ চলিতেছে; অথবা, একপক্ষ যখন তুলনামূলক বিচার করিয়া বলিয়াছে অন্যপক্ষ তখন তুলনামূলক বিচার করিয়া বলিতেছে। ❒ পরস্পর তর্ককরণ, বাদানুবাদ।

তর্কে-তর্কে (তক্কে-তক্কে) : ● সম্ভাব্য আগন্তুকদিগের (ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, পরিস্থিতি ইত্যাদির) মধ্যে তুলনামূলক বিচারে বিচারে (**তর্কে-তর্কে**) আছে যে; অর্থাৎ, তুলনামূলক বিচারে বিচারে (**তর্কে-তর্কে**) থাকায় যাহাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বোধ হইবে তাহা গ্রহণ করিবার অপেক্ষায় আছে যে। ❒ বাদপ্রতিবাদ ছলে, তর্কচ্ছলে, তর্কেবিতর্কে। *

তর্জ্জ : ● **তর-জ-জ** বা তারীর সুরক্ষার সম্ভাব্য ব্যবস্থা বিষয়ে তুলনামূলক বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত জনন জাত হয় যাহাতে; অথবা, ইহা তুলনায় সঠিক, এই সঠিক কাজ তোমারও করা উচিত - এইরূপ অভীপ্সার প্রকাশ যাহাতে। (দ্র. **তর**, **তর্জ্জা**)। ❒ ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করা।

তর্জ্জন : ● **তর্জ্জ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, 'আমি যাহা সঠিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাই তুমি করিতেছ না কেন' — এইরূপ ভর্ৎসনা চলমান যাহাতে। ❒ ভর্ৎসন, নিন্দন।

তর্জ্জন-গর্জ্জন : ● **তর্জ্জন** ও **গর্জ্জন** যাহাতে; অথবা, শাসকের বিচারে যে কাজ সঠিক তাহা করার জন্য ভর্ৎসনা ও শাসনবাক্য-প্রয়োগ চলমান যাহাতে। ❒ ভর্ৎসনা ও শাসনবাক্যপ্রয়োগ, নিন্দা করা ও শাসানো।

তর্জ্জনী : ● **তর্জ্জন**-এর সক্রিয় আধার যে। / যাহার দ্বারা তর্জ্জন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ কানমলা সর্দার, (সাদৃশ্যে) বৃদ্ধাঙ্গুলির পরবর্তী অঙ্গুলি, প্রদেশিনী।

তর্জ্জা (তরজা) : ● **তর্জ্জ**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **তর্জ্জ**করণ থাকে; অথবা, যাহাতে দুই পক্ষ কবিগানের মাধ্যমে নিজ

নিজ 'তুলনামূলক বিচারকে' (তরকে) সঠিক এবং পরস্পরের বিচারকে ভুল এবং নিন্দনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ⌐ কবিগানজাতীয় লোকসংগীত-বিশেষ, গানবিশেষ।

তর্পণ : ● **তর**-পালন চলমান যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **তর তর** করিয়া চলাকে আরও এক ধাপ আগাইয়া দেওয়া হয়; অথবা, পূর্ব্বতন **তরণ** হইতে **তর** লাভ করিয়া তাহা দ্বারা পালিত হইয়া পুনরায় তদ্রূপ **তর** সৃজন করিয়া তাহাকে গতিশীল করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা চলমান জীবধারা, উৎপাদিত বস্তুধারা, অর্জ্জিত জ্ঞানধারার ঋণ শোধ করা হয় (ফলে সেই ধারার পূর্ব্বতন ধারকদের তৃপ্তি সাধিত হয়)। ⌐ সন্তানজনন, তৈজসাদি জনন, জ্ঞানাদি জনন ...। *

তল : ● **ত** (তারিত সত্তা) **ল** (লালিত) যাহাতে (যে ক্রিয়ায়, স্থানে, কারণে, মূলে); অথবা, তারিত সত্তাকে লালন করে যে; কিংবা, তারিত সত্তা লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে; অথবা, যাহা তলাইতেছে; কিংবা, তারিত সত্তা তলাইতে তলাইতে যাহাতে গিয়া স্থিতি লাভ করিতেছে; অথবা, যে ছায়াবৃত স্থানে (বৃক্ষাদির বা আচ্ছাদনের নিম্নস্থিত স্থানে) তারিত সত্তা লালিত হইয়া থাকে। ⌐ আধার, উপরিভাগ, অধোভাগ, ছায়াবৃত স্থান, নদী-প্রভৃতির অধোভাগ, কার্য্যবীজ, কারণ ...।

তলতল : ● **তল**-এর (তারিত সত্তার লয়প্রাপ্ত হওয়ন-এর) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ⌐ অত্যধিক নরম অবস্থা, প্রায় গলা অবস্থা।

তলতলে : ● **তল**-এর পুনরাবৃত্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে। / যাহা তলতল করে। (ব.শ.)। ⌐ তুলতুলে ভাব, নমনীয়তা, কোমলতা, চঞ্চল।

তলতা : ● **তল** তারিত যে আধারে; অথবা, **তলতলে**-ভাব থাকে যে বাঁশে। ⌐ শিথিল-গ্রন্থী ফাঁপা একপ্রকার বাঁশ।

তলা : ● **তল**-এর আধার যে; অথবা, তারী লালিত ও লয়কৃত হয় যাহাতে। ⌐ অধোভাগ, বৃক্ষের বা আচ্ছাদনের নিম্নস্থিত স্থান, চারা, জুতার নীচের চর্ম্মপটী বা সুখ**তলা**।

তলান : ● **তলা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা ক্রমশ **তলা**র দিকে চলিতেছে বা তলাইতেছে। ⌐ পাতালগত হওয়া, তলগত হওয়া, নিমগ্ন হওয়া, ভিতরে প্রবেশ করা।

তলানি : ● **তলান** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **তলান** সত্তা যেরূপে (যে ক্ষুদ্রতম রূপে) সক্রিয় থাকে বা থাকিতে পারে (তাহার অধিক ক্ষুদ্র হইলে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না)। ⌐ তলার খবর, ভিতরের কথা; তলার জল, তলায় থিতান দ্রব্যমাত্র, গাদ।

তলাপাত্র : ● **তলা**য় অবস্থান যে পাত্রের; অথবা, রাজার পাত্রগণের মধ্যে শেষে অবস্থান যাহার। ⌐ নবনিযুক্ত উচ্চবর্গীয় রাজপুরুষ বা পাত্র। (একালের ভাষায় 'নবনিযুক্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার')।

তলাশ (তালাশ) : ● যাহাতে (ব্যক্তি বা বস্তুর) **তল**-এর (খুঁজে পাওয়ার বা স্পর্শ করার) আশ থাকে। ⌐ অনুসন্ধান, খোঁজ।

তল্প : ● **তল** (তারীর লালন লয়ন) পালিত যাহাতে; অথবা, তারিত সত্তাকে লালন ও পালন করে যে; কিংবা, তারীর (আর অগ্রগমন করিতে না পারিয়া নিম্নে পতন বা) লয় হওয়নকে (লয় হইতে না দিয়া) পালন করে যে। ⌐ দার, পত্নী, শয্যা, শয্যাধার, খাট, পালঙ্ক, অট্টালিকা, দুর্গপ্রাকার, গৃহোপরিস্থ গৃহ, রণমণ্ডপ, শকটের উপবেশনস্থান।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা ২।

তল্পক : ● **তল্প** করে যে। ⌐ শয্যাকারক, শয্যাপাল।

তল্পি : ● **তল্প** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **তল্প**করণ সচল আছে। ⌐ ব্যবহৃত হইতেছে এরূপ শয্যা, বিছানাপত্র।

তল্পিতল্পা : ● **তল্পি** ও **তল্পা** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **তল্প**করণ চলিতেছে এবং যাহা দ্বারা **তল্প**করণ চলিতে পারে। ⌐ ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত শয্যা, বিছানাপত্র, খাটপালঙ্কাদি।

তল্পী : ● **তল্প**-এর সক্রিয় আধার যে। ⌐ শয্যা-প্রভৃতি, বিছানাপত্র কাপড়চোপড় ইত্যাদির গাঁটরি বা মোট।

তল্পীবাহক : ● / **তল্পী** বহন করে যে। (ব.শ.)। ⌐ তল্পীদার।

তল্লাট : ● তৎ-এর বা তাহার লাট যে; অথবা, সেই মূল দেশ বা স্থানের সহিত যে অঞ্চল জুড়িয়া বা লটকাইয়া আছে। ⌐ সন্নিহিত অঞ্চল, সন্নিহিত ভূভাগ, প্রদেশ।

তল্লাশী : ● **তল্ল**-এর (**তল**-এর লালনের) আশের সক্রিয় আধার যে; অথবা, সত্তার **তল** যে স্থানে বা রূপে লালিত হইতেছে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়ার আশা থাকে যাহাতে (যে অনুসন্ধানে)। ❒ চীরুণী-তল্লাশী।

তা : ● ত-এর (তারণের) আধার যে, বা তারণধারী বা তারী যে; অথবা, যাহাতে তারী (ডিমে তা, গোঁফে তা, কাগজের তা, যে কোনো তা বা তাহা ইত্যাদি) থাকে; কিংবা, (গতিশীল বা থৈ হইবার আগে পর্যন্ত এতকাল যাহা চলিতেছিল) তাহা যাহাতে। (দ্র. **তা-থৈ**)। ❒ তারণধারী, তাহা, তাপ, কাগজের দিস্তার বহির্গামী বা তারিতব্য ক্ষুদ্রাংশ, পদবীবিশেষ।

তাই : ● **তা** (তাহা) সক্রিয় যে আধারে; অথবা, এতকাল যাহা চলিতেছিল তাহা সক্রিয় যাহাতে। ⌐ তাহাই, সেজন্য, সুতরাং।

তাই-তাই : ● **তাই**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, 'ঐ-পর্যন্ত' 'ঐ-পর্যন্ত' যাহাতে; অথবা, সেজন্য সেজন্য যাহাতে; কিংবা, ঐ পর্য্যন্ত বেশ হইয়াছে বেশ হইয়াছে যাহাতে। ❒ তাহাই! তাহাই! বেশ বেশ! অথবা, খুশীতে বা মজায় হাততালির শব্দ।

তাইরে-নাইরে : ● **তাই** এবং **নাই** দিশাগ্রস্ত ভাবে রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে একদিকে (যাহা ছিল) তাহা একঝোঁকা হইয়া (বিশেষ দিকে) চলিয়া গিয়াছে এবং অপরদিকে 'নাই' যেমন ছিল সেভাবেই নাই হইয়াই রহিয়াছে (ফলে সবদিকেই এখন নাই); অথবা, যাহারা কেবল আছে আছে, চাই চাই করে, তাহাদের সবদিকে নাই দেখিয়া শিশুদের 'তাইরে-নাইরে' করিয়া নৃত্যগীত যাহাতে। ❒ গানের ধ্বনি, বাজে কাজে সময় নষ্ট করা।

তাঁকে (তাঁহাকে, তাঁর, তাঁহার, তাঁহারা, তাঁহাদের, তাঁহাদিগকে, উনি, তিনি, আপনি ... ইত্যাদি) : ● যে আনন্দ দিয়া মোক্ষমূলক মুক্তি পর্যন্ত দিতে পারে এবং বিপরীতে চরম দুঃখ দিয়া প্রাণ পর্যন্ত হরণ করিতে পারে, তদ্রূপ সত্তাকে; অথবা, **তা**-এর বা সে-র রহস্যরূপী দিশাগ্রস্ত কারী যাহাতে। (এই **সে** বা **তা** অন্যদের দয়া মায়া আদর সুখ ইত্যাদি দান করিতে পারে কিংবা ধরিতে মারিতে কাটিতে শাসন করিতে বা সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাই সে রহস্যরূপী, তাই তাহার মাথায় চন্দ্রবিন্দু। তিনি, আপনিও তাই। তাদের 'নি'ও রহস্যরূপী)। ❒ চন্দ্রবিন্দু ও 'ন' যুক্ত সকল সর্ব্বনাম শব্দ।

তাঁড় : ● তারীর রহস্যরূপের আধার গড়ায়

যাহাতে; অথবা, যাহাতে ভূমি বিদীর্ণ হইয়া **কিছু** কিছু উচ্চস্থানের উদ্ভব হইয়াছে। ◘ **ছোট** টিলা বা টিলাময় পাহাড়। ❋

তাক[১] : ● **তক** হইতে জাত যে; অথবা, **তারী**র-করণ হইতে জাত যে; অথবা, বিশেষ **দিকে** (তর্কিত সিদ্ধান্ত অনুসারে) **তাক** বা **লক্ষ্য** করা হয় যাহাতে; কিংবা, তর্ক করিয়া **বুঝান** হয় যাহাতে (**তুক-তাক**)। ◘ বিচার-**পূর্ব্বক** অনুমান, তাকে তাকে, তর্কে-তর্কে।

তাক[২] : ● **তক** হইতে জাত; অথবা, যাহাকে তারিত করা হইয়াছে; অথবা, যাহাতে (মুখ হইতে জিহ্বা বাহির করিয়া রাখার ন্যায়) কোনো কিছুকে যতদূর সম্ভব বাড়াইয়া রাখা হইয়াছে; কিংবা, যাহাতে তারণযোগ্যকে (চোখের দৃষ্টিকে, দেয়াল থেকে ক্ষুদ্র ঝুল-বারান্দার ন্যায় নির্গত অংশকে) খানিকটা দূর পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ◘ বিশেষ দৃষ্টিপাত, বিশেষ দিকে দৃষ্টিপাত করা, লক্ষ্য, লক্ষ্য করা; দেয়াল থেকে বেরোনো ছোট পাটাতন, দেয়ালে সংলগ্ন তক্তার আধার (আড়), দেয়াল সংলগ্ন দ্রব্যাধার, শেল্‌ফ্।

তাক-করা : ● **তাক** করা হয় যাহাতে; অথবা, **কোনো** বিশেষ বস্তু পর্যন্ত দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া **তাহাতেই** দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয় বা **তাকান হয়** যাহাতে। ◘ লক্ষ্য করা, বিশেষভাবে **দৃষ্টি** নিবদ্ধ করা।

তাক-লাগা : ● **তাক**[২] লাগিয়া যায় যাহাতে; **অথবা**, যাহাতে **তাকায়** কিন্তু দেখে না; কিংবা, **বিস্ময়ে** বাকরুদ্ধের ন্যায় দৃষ্টিরুদ্ধ হয় কিন্তু **তাকরুদ্ধ** হয় না যাহাতে; অথবা, যাহাতে **চোখ** খোলা থাকে কিন্তু সেই খোলা পথে **দৃষ্টি বহির্গত** হইয়া লক্ষ্যে যাইতে পারে না, **রুদ্ধ থাকে**। ◘ বিস্ময় বোধ হওয়া, হতবুদ্ধিতা।

তাকা : ● **তাক**[২]-এর আধার যে; অথবা, দৃষ্টিপ্রেরণের জন্য চোখ খোলা হয় বা **তাক-করণ** করা হয় যাহাতে। ◘ তাকিয়ে দেখা।

তাকান : ● **তাকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **তাকাইয়া** থাকা চলিতে থাকে। ◘ চোখ খুলিয়া দেখা, চোখের পাতা খোলা এবং দৃষ্টি প্রেরণ করা।

তাগড়া : ● তারীর গমন উড্ডীয়মান যে আধারে; অথবা, গমন যাহার উড়ানস্বরূপ সে; অথবা, (গায়ের জোর, মনের জোর, টাকার জোর ... প্রভৃতি জোর আছে বলিয়া) যে সত্তা সমাজ-আকাশে উড়িয়া চলে। ◘ বলিষ্ঠ, লম্বা-চওড়া।

তাগা : ● তারীর গমনের আধার যে; অথবা, মন্ত্র, সোহাগ, ইচ্ছাদি গমন করে যাহাতে (যাহার মাধ্যমে)। ◘ বাহুতে বাঁধা সুতো বা অলঙ্কার, ডোর, রক্ত বন্ধ করার বাঁধন।

তাগাড় : ● তারী-গামীর গড়ান যাহাতে; **অথবা, ইট-প্রভৃতিকে দেয়ালে তারিত করিবার** মশলাদি বানানো হয় যাহাতে (যেখানে)। **◘ চুসিমেন্ট-বালির মশলা মাখানোর স্থান**।...

তাগাদা : ● তারী-গামীর দান থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **তাগ তাগ** (তারীকে গমন করাও) ইত্যাকার **দেশনা** দেওয়া হইয়া থাকে। ◘ স্মরণ করিয়ে দেওয়া, প্রাপ্য মেটানোর দাবি বা অনুরোধ।

তাড় : ● **তড়** হইতে জাত; অথবা, তড়করণ (সহসা অতি দ্রুতবেগসম্পন্ন জলধারার ন্যায় ধাবন) হইতে জাত যে; অথবা, যাহা **তড়**করণ-জাত আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে; কিংবা, জোড়াজুড়ি করিবার কালে কোনো অংশকে **তাড়না** করা হয় যাহাতে। ◘ আঘাতে চালিত করা, ধাইয়া প্রহার,

পর্ব্বত, ধাইয়া গিয়া আক্রমণ করা, বিদীর্ণ করা, মারপিট করিয়া ভাগান, আক্রমণার্থ অনুধাবন করা, তেড়ে যাওয়া। ❋

তাড়কা : ● **তাড়ন** করে যে আধারশক্তি; অথবা, (ভারত ইতিহাসে অশোকের রাজত্বের প্রাক্কালে) রাষ্ট্রের খাজনাদি আদায়কারী কর্ম্মচারীদের যে অংশটি কারুশিল্পাদির উৎপাদকদের উপর অত্যাচার করিত। ❒ রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষসীবিশেষ। ❋

তাড়ন : ● **তাড়** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **তাড়**করণ চলিতে থাকে। ❒ আঘাতকরণ, শাসন, গুণন, অস্ত্রবিশেষ।

তাড়না : ● **তাড়ন**-এর আধার যে; অথবা, ভাগানোর জন্য আক্রমণ করা হয় যাহাতে; অথবা, কোনো বিশেষ দিকে চালানোর জন্য তাড়করণ করা হয় যাহাতে। ❒ ধাবন করিয়া আঘাত করণ, আক্রমণ।

তাড়নী : ● **তাড়ন** সক্রিয়রূপে ধারিত যাহাতে। /যাহার দ্বারা অশ্বাদি-তাড়ন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ কশা, চাবুক।

তাড়নীয় : ● **তাড়নী** যায় যাহাতে বা যেখানে; অথবা, যাহাকে **তাড়ন** করা উচিত। ❒ শাসনীয়, আহননীয়।

তাড়সে : ● **তাড়**-এর তেজ বিসর্জ্জিত হয় যে দিশায়; অথবা, **তাড়**করণের তাপ গিয়া লাগে যাহাকে বা ছড়ায় যাহার উপরে। ❒ তাড়নায়, প্রচণ্ডতায়, বেদনার তীব্রতায়। ❋

তাড়া : ● **তাড়**-এর আধার যে; অথবা, **তাড়**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, **তড়তড়**-করণ বা শীঘ্রকরণ যাহাতে; কিংবা, **তাড়ন**-পূর্ব্বক একত্রিত (**তাড়াবন্দি**) করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **তাড়ন** করা হয়। ❒ তাড়িত করা ইত্যাদি, আক্রমণার্থ পশ্চাদ্ধাবন; ত্বরা, শীঘ্র করার নিমিত্ত পীড়ন; গোছা, আঁটি; মোটা বাঁশের দু-তিন মিটার লম্বা খণ্ড। ❋

তাড়াতাড়ি : ● **তাড়া** ও **তাড়ি** যাহাতে; অথবা, **তড়তড়** হইতে জাত কর্ম্ম সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে **তাড়**করণ করা হইয়াছে এবং যাহাতে **তাড়**করণ করা চলিতেছে। ❒ অতিশীঘ্র।

তাড়ান : ● **তাড়া** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **তাড়া**করণ কর্ম্ম চলিতে থাকে। ❒ সকলের সমবেতভাবে তাড়না বা আক্রমণ, অত্যন্ত তাড়নাপূর্ব্বক।

তাড়াবন্দি : ● **তাড়া**ইয়া বাঁধা হয় যাহাতে; অথবা, **তাড়া**ইয়া একত্র করিয়া বন্দী করা হয় যাহাতে। ❒ গুচ্ছবন্ধন, আঁটি বাঁধা।

তাড়াহুড়া : ● **তাড়া** ও **হুড়া** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **তাড়া** (মোটা বাঁশের ডাণ্ডা) দিয়া মারা এবং সরু লম্বা লাঠি দিয়া **হুড়া** (খোঁচানো) হয়; অথবা, **তাড়া**করণ (শীঘ্রকরণ) করার জন্য ও **হুড়** (হুড়মুড়) করার জন্য তাগাদা দেওয়া হয় যাহাতে। ❒ তাড়াতাড়ি, শীঘ্র কার্য্য করিবার জন্য পীড়ন। ❋

তাড়াহুড়ি : ● **তাড়া**করণ ও **হুড়া**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **তাড়াহুড়া** চলিতে থাকে যাহাতে। ❒ তাড়াতাড়ি-করণ, শীঘ্র কার্য্য করিবার জন্য পীড়ন।

তাড়ি : ● **তাড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, তাড়াতা**ড়ি**-করণ (শীঘ্রকরণ) সক্রিয় যাহাতে। ❒ শীঘ্রকরণ, আভরণ-বিশেষ।

তাড়ী : ● **তাড়ি**-র আধার যে; অথবা, **তাড়াতাড়ি** করিবার প্ররোচনা থাকে যাহাতে; অথবা, প্রবলভাবে **তাড়ি**ত করে যে; কিংবা, যে তরলবস্তু মানুষের পেটে গিয়া মানুষকে

কোনো কিছু করিবার জন্য প্রবলভাবে **তাড়িত** করে; অথবা, যাহা পান করিয়া মুনিষেরা গাছের গুঁড়ি তোলা বা তদ্রূপ অধিক শক্তিপ্রয়োগে করণীয় ভারী কাজে হাত লাগায়। ◻ গাঁজান তাল বা খেজুর গাছের রসের মদ্যবিশেষ।

তাড়িত : ● **তাড়** সক্রিয় হইয়া তারিত হয় যাহাতে। ◻ আহত, আস্ফালিত, ব্যথিত, দূরীকৃত, বহিষ্কৃত; তড়িৎ-সম্বন্ধী, বৈদ্যুত।

তাড়্ : ● **তাড়** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে সত্তা তাড়ন করিয়া দূরীকৃত বা বহিষ্কৃত করে না, শুধুমাত্র নাড়াচাড়া করে। ◻ ভিয়েনে ব্যবহার্য্য কাঠের চেপটা-মুখ হাতলবিশেষ।

তাণ্ডব : ● **তণ্ড**-জাতকে বহন করে যে; অথবা, মানসিক বিশ্বাস বিতাড়ন-চেষ্টা হইতে জাত বিরোধ বাহিত হয় যাহাতে; অথবা, ধর্ম্মবিশ্বাস (প্রকৃতিবিরোধী বা সমাজবিরোধী কাজ করিলে শাস্তি পাইতে হয় এরূপ বিশ্বাস) বিতাড়নের চেষ্টাজাত বিরোধ প্রকটিত হয় যাহাতে (যে আচরণে, নৃত্যে)। ◻ উদ্ধতনৃত্য, শিবনৃত্য, তণ্ডুমুনি-প্রোক্ত।

তাৎপর্য্য : ● **তৎপর** হইতে জাত থাকে যাহাতে; অথবা, **তৎপর** বা 'তাহার পরে কী, তাহার পরে কী' ... ইত্যাদি থাকে বা জানা যায় যাহাতে; কিংবা, **তৎপর** (উদ্যোগী) হইবার কারণাদি থাকে যাহাতে। ◻ তৎপর-ভাব, অভিপ্রায়, তৎপরতা।

তাত : ● তারীর আধার তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে তারী (পিতা, অগ্নি, সূর্য্য) আপনার সত্তা বা তেজকে তারণ করেন। / যিনি আপনাকে পুত্ররূপে বিস্তার করেন। (ব.শ.)। ◻ পিতা, পুত্র, বৎস, তাপ, আঁচ, সূর্য্যতাপ, রৌদ্র। ❋

তাতা : ● **তাত**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **তাত** (অগ্নিতেজ) ধারিত থাকে। ◻ তপ্ত ক্রোধান্বিত বা ক্ষিপ্ত হওয়া।

তা-তা থৈ-থৈ : ● দ্র. **তা-থৈ, অথৈ**। ◻ বাজনার বোলবিশেষ।

তাতান : ● **তাতা** (তপ্ত করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে বাহ্যিক এবং/বা মানসিকভাবে তপ্ত করা চলিতে থাকে। ◻ তপ্ত করা, ক্ষিপ্ত বা ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত করা।

তাতার : ● **তাতা** রহে যাহাতে; অথবা, যাহারা (প্রাচীন বিতাড়নের বা অন্য কোনো কারণে) ক্রুদ্ধ বা ক্ষিপ্ত ছিল। ◻ মধ্য এশিয়ার জাতিবিশেষ।

তাতাল : ● **তাতা** (তপ্ত হওয়া) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা তপ্ত হইয়া আছে। ◻ তপ্ত লৌহদণ্ড।

তা-থৈ : ● তারীর আধার ও তারণস্থিতের দিশাগ্রস্ত আধার যাহাতে; অথবা, 'নিম্নভাবে তারণ' (**তা**) ও 'খানিক উচ্চভাবে স্থিত হওয়ার চেষ্টা' (**থৈ**) থাকে যাহাতে (যে জলাশয়ের জলের উপরিতলে); অথবা, জল-তরঙ্গের নিম্ন ও উচ্চ অবস্থান যাহাতে; কিংবা, জলের উপরিতলে হাত চাপড়াইলে যে অংশ নামিয়া যায় (**তা**) এবং যে অংশ খানিক উচ্চে উঠিয়া যায় (**থৈ**)। (দ্র. **অথৈ**)। ◻ বাজনার বোলবিশেষ।

তান : ● **তন** হইতে জাত; অথবা, তারীর আধার অনকৃত বা চলমান থাকে যাহাতে। / যাহা দ্বারা মূর্চ্ছনাসহিত গীত প্রয়োগ বিস্তৃত হয়। (ব.শ.)। ◻ মূর্চ্ছনান্তর্গত স্বরসমূহের নানাবিধ বিন্যাস, সূত্র, আঁশ, জ্ঞানবিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, বিস্তার, প্রসার। ❋

তানা : ● **তান**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **তান** তাহার চলার (অগ্রগমনের বা বিস্তারের) শেষ অবধি পৌঁছায়। ◘ কাপড় বোনার সময়ে কাপড়ের লম্বা সূতা, টানা।

তানা-মারা : ● **তানা**-র (প্রোত সুতোর) শেষে দাঁড়াইয়া তাহার সূচনা পর্যন্ত টান দেওয়া হয় (টান দিয়া বাঁধা হয়) যাহাতে; অথবা, **তানা**-র (পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্ক-সূত্রের) শেষে দাঁড়াইয়া সূচনা দেখানো হয় যাহাতে। ◘ চাদর বোনার সময় টানা সুতোর শুরুতে ও শেষে গিঁট মারা, মনের ভাবব্যঞ্জক বাক্যভঙ্গি, ব্যঙ্গোক্তি।

তান্ত্র : ● **তন্ত্র**[১] হইতে জাত যে বা যাহা। ◘ পারিবারিক গোষ্ঠীক বা সামাজিক রীতিনীতি, তদ্বিষয়ক জ্ঞান, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র ... ইত্যাদি।

তান্ত্রিক : ● **তান্ত্র**-কে সক্রিয় করে যে; অথবা, সামাজিক ব্যবস্থা বিষয়ক জ্ঞান বা তন্ত্রজ্ঞান (রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ... ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান) বা তদ্বিষয়ক শাস্ত্রে কথিত সূত্রগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে বা করিবার চেষ্টা করে যে। ◘ তন্ত্রশাস্ত্রবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ, তন্ত্রবিহিত, শাস্ত্রসম্বন্ধী, তন্ত্রমতাবলম্বী; (একালের ভাষায়) রাজনীতিকারী নেতা ও কর্ম্মী, সমাজকর্ম্মী। *

তাপ : ● **তপ** হইতে জাত যে; অথবা, বাহ্যিক এবং/বা মানসিক **তপ**-এর অংশ বা প্রতি-ক্রিয়াজনিত ফল থাকে যাহাতে। ◘ আতপ, রৌদ্র, সন্তাপ, কষ্ট; তপ্ত হওয়া বা করা। *

তাপক : ● **তাপন** করে যে; অথবা, **তাপ** দেয় যে। ◘ তাপয়িতা, দাহক, জ্বর, রজোগুণ।

তাপন : ● **তাপ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে বাহ্যিক বা মানসিক **তাপ**করণ চলিতে থাকে। ◘ দাহক, পীড়ক ...। *

তাপস : ● **তপঃ** (বা তপস্) হইতে জাত; অথবা, (মানসিক এবং/বা দৈহিক) **তাপ** বিসর্জ্জিত হয় যাহা হইতে; অথবা, যিনি মানসিক ও দৈহিক শ্রমশক্তি প্রয়োগ করেন; কিংবা, যিনি জ্ঞানযোগ এবং/বা কর্ম্মযোগ সাধন করেন। ◘ তপস্বী; জ্ঞানকর্ম্ম-যোগী, জ্ঞানযোগী, কর্ম্মযোগী, দক্ষ, শ্রমিক, মজুর। *

তাপসারণ্য : ◘ মুনিবন, তপোবন। দ্র. **তপোবন**।

তাপা : ● **তাপ**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে বাহ্যিক বা মানসিক **তাপ**করণ করা বা হওয়া থাকে। ◘ গরম হওয়া, পোহানো, উত্তেজনার আগুন পোহানো।

তাপিত : ● **তাপ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যে বাহ্যিক বা মানসিক **তাপে** তপ্ত হইয়াছে। ◘ উত্তপ্ত, ক্লিষ্ট।

তাপী : ● **তাপ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে বাহ্যিক বা মানসিক **তাপ** গ্রহণ করিয়াছে। ◘ তাপযুক্ত, উত্তপ্ত, সন্তাপযুক্ত, দুঃখপ্রাপ্ত।

তাবৎ : ● তারী-বাহকের উল্লম্ফন যাহাতে; অথবা, তারী-বাহক লাফ দিয়া যে পর্য্যন্ত যায় (সে পর্য্যন্ত সবকিছু)। ◘ সমুদয়, সমস্ত, তৎপরিমাণ, সেই পর্য্যন্ত, সকল।

তাম : ● **তম** হইতে জাত; অথবা, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি হইতে জাত যে। ◘ পণ্যমাত্র, তামা, তামার নানা বস্তু।

তামলিপ্ত (তামলিপ্তী, তাম্রলিপ্ত) : ● **তামে** বা পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি কর্ম্মে লিপ্ত যে স্থান বা যে স্থানের মানুষেরা। ◘ তমলুক। *

তামস : ● **তমস** হইতে জাত যে; অথবা, **তমস**-কর্ম্ম করিয়া চলে যাহার। ◘ তমঃসম্বন্ধী, তমোগুণপ্রধান, পেচক, সর্প, খল।

তামসিক : ● **তামস**কে সক্রিয় করে যে; অথবা, যাহারা একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি চালায় বা বিক্রয়ের জন্য পণ্য উৎপাদন করে। ◻ তমোগুণকৃত, তমঃসম্বন্ধী, তামসপ্রকৃতিক।

তামসী : ● **তামস**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী জীবিকার জন্য অন্ধের ন্যায় (অন্যের মজুর রূপে) পণ্য উৎপাদন কর্ম্ম করে। ◻ কারুশিল্পাদির শ্রমিকগণ, তমোগুণবতী স্ত্রী, তিমিরময় রাত্রি।

তামা : ● **তাম**-এর আধার যে; অথবা, **তাম**করণ থাকে যাহাতে। ◻ পণ্যমাত্র, তাম্র।

তামাকু (তামাক) : ● **তামাক** (**তম**জাত বস্তু করণ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **তামা** কুফল দেয়। ◻ ধূম্রপর্ণী, মতিহার (যাহা মতি হরণ করে), দোকতা, টোব্যাকো।

তামাটে : ● **তামা** নামিত ধাতুর দিশাগ্রস্ত টঙ্কার যাহাতে। ◻ তামার মতো বর্ণযুক্ত।

তামাশা : ● **তাম**-এর আশা যাহাতে; অথবা, **তম**-গুণসম্পন্ন বিষয় ও বস্তুর আশা যাহাতে; কিংবা, কাহাকেও কষ্ট দিয়া সুখলাভ ও সেই সুখ বিতরণ করা হয় যাহাতে। ◻ খেলা, ক্রীড়া, মজা, ... **ঠাট্টা-তামাশা**।

তামিল : ● **তাম** সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে **তম** (অন্ধকার) গুণসম্পন্ন সত্তার (বিচার-বিবেচনাহীন কর্ম্মের) লালন করা হয়; অথবা, যাহাতে **তম** (অস্পষ্টতা, উগ্রতা ... প্রভৃতি বা তাহাদের এক বা একাধিক) গুণসম্পন্ন প্রকাশের লালন আছে। ◻ সম্পাদন, মান্য, পালন, দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষা।

তামুক : ● **তাম**-কে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, যে **তাম**-ভক্ষণ কিছু ভাল ফলও দেয়। ◻ হুঁকায় তামাক খাওয়া। ('মাঝিবুড়া হালে বসে **তামুক** খায়, দাঁড়িরা সব ঘাম ঝরায়; ঝড় উঠলে বুঝা যায় মাঝিবুড়া কে?')

তাম্বুল : ● **তাম**-বহন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত যাহাতে; অথবা, যে **তমজাত** বৃক্ষের পাতা অন্যকে দেওয়ার জন্য বা বিক্রয়ের জন্য লালিত হয়; কিংবা, যে একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিকারী সমাজবৃক্ষ বা সামাজিক ব্যবস্থার (সংস্থার) উৎপাদিত পত্রপল্লবাদি (উৎপন্নাদি) বিক্রয়ের জন্য লালিত-পালিত হয়; অথবা, (ঠিক যেভাবে পানগাছকে রৌদ্রতাপের আড়াল করিয়া ঘিরিয়া তাহার পাতাগুলি তুলিয়া বিক্রয় করা হয়, তদ্রূপ) সেকালে কারুশিল্পাদি উৎপাদনব্যবস্থাকে রাজরোষ বা শাসকের শোষণতাপ হইতে আড়াল করিয়া তাহার যে উৎপন্নাদিকে বিক্রয় করার জন্য লালন পালন করা হইত (সেই পণ্যাদি)। ◻ **তমজাত** বৃক্ষের পাতা, দক্ষমূলক উৎপাদন-সংস্থার **পর্ণ**সমূহ, উৎপন্ন-মাত্র, পণ্য-মাত্র, (সাদৃশ্যে) পর্ণ, পান, সাজা পান। ✱

তাম্বূলী (তামলী) : ● **তাম্বূল**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহারা পণ্যাদি সক্রিয়-ভাবে লালন (ক্রয়বিক্রয়) করে; অথবা, পণ্যবিক্রয় জীবনধর্ম্ম যাহাদের। ◻ পণ্যজীবী, (সাদৃশ্যে) তাম্বুল বিক্রেতা, জাতিবিশেষ। ✱

তাম্র : ● **তাম**-এর আবর্ত্তন (স্তব্ধগতি) চলে যাহাতে; অথবা, **তাম**-এর পুনরাবৃত্তি রহে যাহাতে; অথবা, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির দ্বারা উৎপাদন ও বিক্রয় চলে যাহাতে। ◻ পণ্য, পণ্যউৎপাদন, পণ্যবিক্রয়,. (সাদৃশ্যে) তাম্রবিকার, তাম্রবর্ণযুক্ত, ধাতুবিশেষ, তামা, (সাদৃশ্যে) অরুণবর্ণ, রক্তগুঞ্জা, মঞ্জিষ্ঠা।

তাম্রকর্ণী : ● **তাম্র**-এর কর্ণের (দো-কানের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে জনসমুদয়

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

দেশের পণ্য রপ্তানিকারীদের কর্ম্মীরূপে কর্ম্মরত থাকেন; অথবা (সেকালে) যাঁহারা দেশের রপ্তানি বিভাগে বা 'এক্সপোর্ট কোম্পানি'তে চাকুরী করিতেন। পশ্চিম-দিকের দিগগজের হস্তিনী। *

তাম্রকার : ● **তাম্র** করে যে; অথবা, **তাম্র** (পণ্য) উৎপাদন ও বিক্রয় করে যে; অথবা, বৌদ্ধযুগের অন্তিমকালে (বা হিন্দুযুগের সূচনালগ্নে) যে পণ্যজীবিতা ও পণ্যজীবীদের (পণ্যজীবী সম্প্রদায়কে) 'নিন্দনীয়' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। পণ্যজীবী, তাম্রোপজীবী, সঙ্কীর্ণজাতিবিশেষ।

তাম্রপুষ্প : রক্তকাঞ্চন, ভূমিচম্পক বা ভুঁইচাঁপা। দ্র. **চম্পা**।

তাম্রলিপ্ত : ● **তাম্র**-কর্ম্মে (পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় কর্ম্মে) লিপ্ত যে স্থান বা স্থানের মানুষেরা। তমলুক।

তার : ● **তর** হইতে জাত; অথবা, যাহা **তর তর** করিয়া আগাইয়া চলে; অথবা, যাহা দ্বারা তদ্রূপে আগাইয়া চলে। অতিশায়ী, অত্যুচ্চৈঃ (স্বর), তীব্র, উৎকৃষ্ট, স্বাদু, তারণ, রজ্জু, সঙ্গীতে তার-সপ্তক; ধাতু-তন্তু, শণ-প্রভৃতির আঁশের সূতা বা দড়ি, সেতার ইত্যাদির তন্ত্র, আঁতের (নাড়ীর) সূতা বা তাঁত, টেলিগ্রাফ, টেলিগ্রাফের সংবাদ; ত্রাণ করা, উদ্ধার করা, পরপারে উত্তীর্ণ করা।

তারক : ● **তারণ** করে যে; অথবা, যিনি বা যাহা সমস্যাদি (বর্তমান বা সম্মুখের দুঃখাদির নদী) হইতে তারণ করেন। তারয়িতা, ত্রাতা, পারে উত্তারয়িতা, নক্ষত্র (সামাজিক তারা), (সাদৃশ্যে) ভেলা, চক্ষুস্তারা।

তারকা : ● **তারক**-এর আধার যে; অথবা, জাগতিক সামাজিক মানসিক বাহ্যিক **তারক**-এর আধার যে। নানা প্রকারের **তারকনাথ**, (সাদৃশ্যে) আকাশের তারা, নক্ষত্র, উল্কা, চক্ষুস্তারা।

তারণ : ● **তার** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **তার**করণ বা পরপারকরণ চলে যাহাতে। পারে নয়ন, পারে নয়নকারী, তারয়িতা, উদ্ধারক, ভেলা, নৌকা।

তারকাসুর : ● **তারক** নামের যে অসুর; অথবা, প্রজাদিগের যে-**তারক** ব্রাহ্মণদিগের নিকট অসুর রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। অসুরবিশেষ। *

তারতম্য : ● **তরতম**-জাত থাকে যাহাতে; অথবা, অন্যকে অতিক্রম করিতে পারে কিংবা সবকিছুকে অতিক্রম করিতে পারে, এই বিচার থাকে যাহাতে। তরতমভাব, ন্যূনাধিকতা।

তারা : ● **তার**-এর আধার যে; অথবা, যে আধারশক্তি **তারণ** করেন; কিংবা, যে দৃষ্টি বহুদূর পর্যন্ত দ্রষ্টাকে নিয়ে যায়। তারয়িত্রী, উদ্ধার-কর্ত্রী, সামাজিক জ্যোতিষ্ক, সামাজিক তারকা (ফিল্মস্টার-প্রভৃতি), চক্ষুস্তারা, উচ্চ স্বরসপ্তক; (ভারত-ইতিহাসের চরিত্রস্বরূপ) বৃহস্পতিভার্য্যা (পণ্য উৎপাদনবাদী শিষ্য সম্প্রদায়), সুষেণদুহিতা বালীর পত্নী এবং পরে সুগ্রীবেরও পত্নী (বৌদ্ধযুগের প্রাক্কালের সরকারী কেরানাকুল), প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চ-কন্যার একতমা (উক্ত কেরানীকুল); দশ মহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা (শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী), (সাদৃশ্যে) অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র, সাধারণ জ্যোতিষ্ক, আকাশের তারকা। *

তারাধিপ : ● **তারা**র অধিপতি যিনি। তারাপতি, চন্দ্র, শিব, বৃহস্পতি, বালী, সুগ্রীব।

তারানাথ : ● **তারা**র নাথ যিনি। তারাপতি,

চন্দ্র, শিব, বৃহস্পতি, বালী, সুগ্রীব। ✻

তারাপতি : ● **তারার পতি** যিনি। ❒ চন্দ্র, শিব, বৃহস্পতি, বালী, সুগ্রীব। ✻

তারামণ্ডল : ● **তারাদিগের মণ্ডল**। ❒ নক্ষত্রমণ্ডল, রাশিচক্র, চক্ষুস্তারা। ✻

তারামৃগ : ● **তারণ** করে যে **মৃগ**। ❒ মৃগরূপী নক্ষত্র, মৃগশিরাঃ। ✻

তারিখ : ● **তারকরণ** (উত্তরণ করিতে থাকা) সক্রিয় করিয়া রাখে যে; অথবা, যাহা দ্বারা সভ্যসমাজের অগ্রগতির দৈনিক পদক্ষেপকে চিহ্নিত করা হয়। ❒ দিনসংখ্যা।

তারিণী : ● **তারণ** করেন যে প্রকৃতিশক্তি। ❒ দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা, দুর্গা, বৌদ্ধদেবীবিশেষ।

তারী : ● **তারণ** করে যে। ❒ তারয়িতা, তারক, ত্রাতা।

তাল : ● **তল** হইতে জাত; অথবা, আহত **তল**-এর প্রতিক্রিয়া জাত হইয়া থাকে যাহাতে; অথবা, (তবলাদির) **তল**-এ আঘাত করিলে বা পতিত হইলে যে শব্দ হয়; কিংবা, ভূতল-এ পতিত হইলে শব্দ হয় যাহার (**তাল**ফল); অথবা, (জগতের, মানুষের, সুরের) জীবন-প্রবাহ তাহার প্রবাহপথের বাঁকে বাঁকে (**তল**-এ **তল**-এ) গিয়া আঘাত করিলে বা পতিত হইলে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে পাল্টা জীবনীশক্তি (বা **তাল**) লাভ করে (যে কারণে জগৎ, মানুষ, সঙ্গীত যে যার নিজের **তালে** প্রবাহিত থাকে); কিংবা, (স্থান-কাল-পাত্রাদির) **তল**-এর প্রতিক্রিয়ার পরিমাপ থাকে যাহাতে; অথবা, উল্কাদির পতনে ভূতলে সরোবরপ্রায় যে বিশাল গর্ত্তাদি হয়; কিংবা, সমাজ-প্রবাহের বাঁকবদলসমূহ বিষয়ে অভিজ্ঞ (**তাল-বেতাল** সিদ্ধ) যে; অথবা, **তাল**-এর পরিপূরক রূপে যাহা দেওয়া হয়। ❒ প্রবাহাঘাতকে প্রত্যাঘাত দ্বারা শক্তিদান, করতলবাদন, **কবতাল**, **তাল**ফল, খেয়াল (**তালে** থাকা), দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত দীর্ঘতা, উচ্চতার পরিমাণবিশেষ, (সঙ্গীতে) কাল-ক্রিয়ামান, নৈনি**তাল** (lake), **ভীমতাল** (lake), পিশাচবিশেষ (তাল-বেতাল সিদ্ধ); (সাদৃশ্যে) বৃক্ষতালের মতো পিণ্ড। ✻

তালব্য : ● / তালুর সাহায্যে যে বর্ণ উচ্চারিত হয়। (ঢা.অ.)। ❒ তালু হইতে উচ্চারিত, তালু সংক্রান্ত।

তালা : ● **তাল**-এর আধার যে; অথবা, **তাল** (বা আহত **তল**-এর প্রতিক্রিয়া) থাকে যাহাতে; অথবা, **তাল** যাহার ভিতরে থাকে, বাহিরে আসে না বা আসিতে পারে না (কানের উপরি**তলে** কষিয়া চড় মারিলে যাহা হয়); কিংবা, যাহা দ্বারা **তাল**কে আবদ্ধ রাখা হয়; অথবা, **তাল** ধারণ করে যে (সঙ্গীতবোদ্ধা)। ❒ তালবোদ্ধা, (বিপ. বে**তালা**), কুলুপ, ঢাকপ্রভৃতির মুখের চর্ম্মপট্টী, তীব্র শব্দের জন্য কর্ণের বধিরতা বা কানে **তালা**। ✻

তালি : ● **তাল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, কর**তল** বা হাতের **তালু** দিয়া কর**তলে** বা অন্যত্র আঘাত করিলে (বা চাপড় মারিলে) যে **তাল** বাহির হইয়া আসে; অথবা, **তাল** সক্রিয় যে ক্ষুদ্র **তালা**য়; অথবা, যে যৎ-সামান্য অর্থ দিয়া সংসারের অভাবের ফাঁক জোড়া**তালি** দিয়া বন্ধ করা হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে চাপড় পরিমাণ বস্ত্রখণ্ড দিয়া কোনো কাপড়ের ফাঁক বা ছিদ্র বন্ধ করা (জোড়া**তালি** দেওয়া) হয়। ❒ করতলের পরস্পর আঘাতজন্য শব্দ, করতলাঘাত, উরুতে স্পর্দ্ধাসূচক করতলাঘাত, পটী

(patch), ছোট **তালা**; কুঞ্চিকা, চাবি। ✱

তালী : ● **তাল**-এর (**তাল**ফলের) সক্রিয় আধার যে। ◘ তালবৃক্ষবিশেষ, তাড়িয়াৎ, তালরস-জাত সুরা, তাড়ী, তালমূলী, ভূঁই-আমলা, তালীশপত্রবৃক্ষ।

তালু : ● **তাল** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, মুখগহ্বরের যে স্থানে জিহ্বার দ্বারা আঘাত করিয়া তবলার শব্দের ন্যায় শব্দ নিষ্কাশন করা যায় বা **তাল** দেওয়া যায়। / যাহা দ্বারা বর্ণের উত্তরণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◘ জিহ্বার অধিষ্ঠান স্থান বা অধস্তন-প্রদেশ, তালব্য বর্ণস্থান, হস্ততল।

তাহা : ● তারীর হওয়নের আধার যে; অথবা, যাহাতে তারী থাকে। ◘ যে কোনো বস্তু বা বিষয়, তা, সেই, সেই বস্তু, সে বিষয় ...।

তি : ● তারী সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সত্তা তারিত হইয়া চলিতেছে; অথবা, তারণপূর্ব্বক চলমান যে। (যথা : চল**তি** = চলন তারিত হইয়া চলিতেছে যাহাতে; গুণ**তি** = গুণন তারিত হইয়া চলিতেছে যাহাতে ... এভাবে উঠতি, পড়তি, ইত্যাদি।)

তিঅজ : ● **তি** (সক্রিয় তারীর) অস্তিত্বের জনন যাহাতে; অথবা, পুরুষ-প্রকৃতি কর্ত্তৃক তারণপূর্ব্বক চলমান অস্তিত্বের (সৃষ্টির) জনন যাহাতে। ◘ সন্তান, (ব্যঞ্জনার্থে) তৃতীয়।

তিঅর : ● **তি** (তারণপূর্ব্বক চলমান) অস্তিত্ব রহে যাহাতে; অথবা, যাহারা (বৈদিকসমাজ কর্ত্তৃক) বিতাড়িত হইয়াও বিশেষ প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ◘ ব্যাধ, ব্যাধবৃত্তি অবলম্বনকারী 'শবর' জাতি।

তিক্ত : ● **তিক** (তারীকে সক্রিয় করা) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা পাচক-রসকে সক্রিয় করা হইয়াছে; অথবা, ভোজনের প্রারম্ভে মুখের ভিতরে সর্ব্বদিক হইতে পাচক রসের নিঃসারণকে (পরিপূরক) বিপরীত রসের মৃদু আঘাতে উদ্দীপ্ত করে যে। / ক্ষুধাকে তীক্ষ্ণীকরণ করে যে। (ব.শ.)। ◘ তিক্তরসযুক্ত, সুরভি, সুগন্ধি, বিরক্ত, দুঃখময়, পাচকরস-বিশেষ, সৌরভ। (ষড়রসের একতম : মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত।) ✱

তিক্তক : ● **তিক্ত** করে যে; অথবা, যাহার কিঞ্চিৎ প্রয়োগ করিয়া সুক্তো প্রভৃতি রান্না করা হয়। ◘ পলতা, চিরতিক্ত, চিরতা ...।

তিক্তকা : ● **তিক্তক**-এর আধার যে। ◘ কটুতুম্বী, তিতলাউ।

তিক্তধাতু : ● **তিক্ত** যে **ধাতু**। ◘ পিত্ত।

তিক্তপত্র : ● **তিক্ত** পত্র যাহার। ◘ কর্কোটক, কাকরোল।

তিক্তপর্ব্বা : ● **তিক্ত** পর্ব্ব (পাব, দুই গাঁটের মাঝের অংশ) যাহার। ◘ গ্রন্থিদূর্ব্বা, হিলমোচী, গুড়ুচী, যষ্টিমধুলতা।

তিক্তসার : ● **তিক্ত** সার যাহার। ◘ খদিরবৃক্ষ।

তিড়বিড় : ● সক্রিয় তারীর উড়ান ও তদ্-বিপরীত উড়ান যাহাতে; অথবা, (কোনো ক্ষতিকর ক্রিয়ার প্রাপ্তি ঘটিলে) প্রতিক্রিয়া-জাত তারীর উড়ান ও তাহার বিপরীত উড়ান হইতে থাকে যাহাতে। ◘ অস্বস্তিবোধ, চঞ্চলভাব, অস্থিরতাপ্রকাশক।

তিড়িং : ● **তিড়ি** (সক্রিয় তারীর সক্রিয় উড়ান) রহস্যময় যাহাতে; অথবা, যাহাতে (কোনো কিছুর প্রতিক্রিয়ায়) তারী সক্রিয় হইয়া অকস্মাৎ লাফ দিয়া উঠিয়া রহস্যময় আচরণ করে। ◘ ফড়িং ইত্যাদির মতো হঠাৎ সবেগে লম্ফ প্রদানের ভাব।

তিড়িক : ● **তিড়ি** করে যে (দ্র. **তিড়িং**); অথবা, যাহাতে (কোনো কিছুর প্রতিক্রিয়ায়)

তারী সক্রিয় হইয়া অকস্মাৎ লম্ফ দিয়া উত্থান করে। ␣ কাঠবেড়ালীর ন্যায় হঠাৎ সবেগে লম্ফ প্রদানের ভাব।

তিড়িং-তিড়িং : ● **তিড়িং**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ␣ বারংবার 'তিড়িং' করিয়া লাফানোর ভাব।

তিড়িং-বিড়িং : ● **তিড়িং** ও **বিড়িং** যাহাতে; অথবা, তিড়িং করিয়া যেদিকে লাফান হয়, বিড়িং করিয়া ঠিক তাহার উলটো দিকে লাফান হয় যাহাতে। ␣ অঙ্গভঙ্গিসহ এদিক সেদিক লাফান।

তিত : ● **তি** (সক্রিয় তারী) তারিত যাহাতে; অথবা, রসক্ষরণ সক্রিয় করিয়া (আর্দ্র করিয়া বা ভিজাইয়া) তারণ করে যে; অথবা, বিরক্ত করে যে। ␣ তিক্তরসযুক্ত, দুঃখময়, অপ্রীতি-কর, বিস্বাদ।

তিতা : ● **তিত**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **তিত**-করণ সত্তা থাকে। ␣ তিক্তরস-যুক্ত, দুঃখময়, অপ্রীতিকর, বিস্বাদ।

তি-তি : ● 'তি-কর, তি-কর' — এইরূপ আহ্বান যাহাতে; অথবা, তারণপূর্ব্বক গতিশীল হও, এই আহ্বান যাহাতে। ␣ মুরগীকে কাছে আনার জন্য 'আয় তি-তি' বলিয়া ডাকার শব্দ।

তিতিক্ষা : ● **তিতি** (সক্রিয় তারীকে সক্রিয়-ভাবে তারিত) করণের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণের আধার যে; অথবা, **তিতি** (ভিজিবার বা বিরক্ত হইবার) ইচ্ছা দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে। ␣ শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহন, সহন-শীলতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, অপরাধ মার্জ্জনা।

তিতিবিরক্ত : ● **তিতি** (তিতকরণ সক্রিয় যাহাতে) এবং **বিরক্ত** (বিপরীত-রঞ্জিত) যাহাতে; অথবা, যাহার মন তিক্ত ও বিরাগ-যুক্ত হইয়া গিয়াছে। ␣ অপ্রসন্ন, নিস্পৃহ।

তিতির : ● **তিতি** (তিতি-করণ) রহে যাহাতে; অথবা, বারংবার বা একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি-মূলকভাবে তারণপূর্ব্বক চলমান হওয়ার স্বভাব রহে যাহাতে; অথবা, যে **তির তির** করিয়া চলে। ␣ আদি কেরানীকুল, পক্ষি-বিশেষ, বনমুরগী, বাদ্যবিশেষ।

তিতিল : ● **তিতি** (তিতকরণ সক্রিয়) হইয়া লালিত যাহাতে; অথবা, অস্বস্তিকর আর্দ্রতায় যাহা ভিজিয়া যায়। ␣ সিক্ত হইল, ভিজিল।

তিতো : ● **তিত**-এর সার্ব্বিক আধার যে। ␣ তিক্তরসযুক্ত, অপ্রীতিকর, বিস্বাদ।

তিত্তির : ● **তির তির** করিয়া চলে যে; অথবা, যে **তির** (ক্ষুদ্র-তারণশক্তি-রক্ষক) তাহার তারণকর্ম্ম সক্রিয় করিয়া (কোনো সত্তাকে) তারণ করে। ␣ পক্ষিবিশেষ, কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ-অধ্যাপক ঋষিভেদ, বাদ্যবিশেষ।

তিত্তিরি : ● **তিত্তির** সক্রিয় যাহাতে। ␣ আদি যজুর্ব্বেদীগণের শিষ্যকুল, আদি কেরানী, (সাদৃশ্যে) তিত্তির পাখী।

তিথি : ● সক্রিয় তারীর (তারণকারী সত্তার) থাকা সক্রিয় যাহাতে (যে কাল-খণ্ডে); অথবা, গৃহস্থের তারণচেষ্টার (পুরুষ-প্রকৃতির বা পরিচালক-পরিচালিতের কর্ম্মবন্ধন-পূর্ব্বক কর্ম্মরত হওয়ার) অনুষ্ঠানে সহায়ক বা পরামর্শদাতা সত্তা সক্রিয় থাকেন যে দিনে; কিংবা, ব্যক্তিগত অর্জ্জনের নিমিত্ত ক্রিয়াউপ লক্ষিত যাহাতে (যে কালখণ্ডে)। ␣ (সাদৃশ্যে) চন্দ্রকলাক্রিয়া-উপলক্ষিতকাল, প্রতিপদাদি। *

তিথিক্ষয় : ● **তিথির** (...ব্যক্তিগত অর্জ্জন-কালের) ক্ষয় থাকে যাহাতে। / যাহাতে তিথির (চন্দ্রকলার) ক্ষয় (থাকে)। (ব.শ.)। ␣ অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, দিনক্ষয়।

তিথিডোর : ● **তিথিতে** (... সহায়ক সত্তার

উপস্থিতির দিনে) যে **ডোর** (কর্ম্মবন্ধনসূত্র) বাঁধা হইয়াছিল; অথবা, সহায়ক সত্তার (পুরোহিত প্রভৃতির) উপস্থিতিতে যে চুক্তি-বন্ধনের (বিবাহবন্ধনের) উপর নির্ভর করিয়া ভূস্বামী-প্রজাদিগের, প্রভু-ভৃত্যের, স্বামী-স্ত্রীর কর্ম্মরত হইবার অনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছিল। ▫ চুক্তিবন্ধন, বিবাহবন্ধন, ('আমি কেন **তিথিডোরে** বাঁধা রে' - রবীন্দ্রনাথ)।

তিথিপালন : ● **তিথি**র করণীয়গুলি পালন করা হয় যাহাতে। ⌐ তিথিবিশেষে বৈধ-কার্য্যানুষ্ঠান।

তিন : ● **তি** (তারিতের সক্রিয়তা) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহা পুরুষ-প্রকৃতি (আধার-আধেয়) হইতে নির্গত হইয়া চলমান আছে। দ্র. ত্রি। ⌐ তিন (৩) সংখ্যা, তিঅজ। ✻

তিনি : ● সক্রিয় তারীর রহস্যরূপ সক্রিয় যাহাতে। (দ্র. **তাঁকে**)। ⌐ সেই সম্মানীয় ব্যক্তি, সেই ভয়ানক ব্যক্তি।

তিব্বত : ● **তিব** (সক্রিয় তারীর বাহক) **বৎ** (বাহকের উল্লম্ফন) যাহাতে; অথবা, যাহারা (বিতাড়িত হইয়া) নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পাহাড়ের উপরে উঠিয়া গিয়াছিল। ▫ হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত দেশ।

তিমি : ● সক্রিয় তারী সীমায়িত রূপে সক্রিয় যাহাতে; অথবা, প্রবাহ (কালপ্রবাহ কিংবা জলপ্রবাহ) একটি সীমায়িত শরীর লইয়া সক্রিয় যাহাতে। ⌐ রাত্রি, সমুদ্র, (সাদৃশ্যে) সমুদ্রচর স্তন্যপায়ী বৃহৎ মৎস্যাকৃতি প্রাণী। ✻

তিমিত : ● **তিমি** তারিত যাহাতে; অথবা, জলপ্রবাহের সীমায়িত শরীর তারিত যাহাতে। ▫ আর্দ্রীভূত, ভিজা, নিশ্চল, স্থির, স্তব্ধ।

তিমির : ● **তিমি** রহে যাহাতে; অথবা, কালপ্রবাহের সীমায়িত শরীর রহে যাহাতে। ▫ তমঃ, অন্ধকার, চক্ষুরোগবিশেষ, লৌহ-কলঙ্ক, লোহার মরিচা।

তির : ● **তি** (সক্রিয় তারী) রহে যাহাতে; অথবা, ক্ষুদ্র **তারণ**শক্তি রহে যাহাতে; কিংবা, যাহা (বহু সংখ্যক **তির**-এর যৌথশক্তিতে) খড়ের চাল-প্রভৃতিকে পতন হইতে **তারণ** করে। ▫ ঘরের আড়া বা কড়ি, আড়ার উপর খাড়া বসান কাঠের বা বাঁশের ক্ষুদ্র দণ্ড।

তিরঃ (তিরস্) : ● **তির** বিসর্জ্জিত যাহাতে; অথবা, তারী সক্রিয় রহে যে বিসর্জ্জনে; কিংবা, যাহা (ঊর্দ্ধদিকে না গিয়া অন্য দিকে বা অন্যত্র বা) দিগন্তের দিকে শক্তি বা গতি বিক্ষেপ করে। ▫ তির্য্যগ্ভাব, দিগন্তমুখী, টানা।

তিরতির : ● **তির**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে **তির তির** করিয়া চলে; অথবা, ক্ষুদ্র তারণশক্তি প্রয়োগ করিয়া চলে যে; কিংবা, যাহা **তির তির** করিয়া প্রবাহিত হয়। ▫ তিত্তির, সরু জলধারা বা তাহার শব্দ।

তিরস্কার : ● **তিরস্** করণ হইতে জাত; অথবা, প্রচলিত ঊর্দ্ধগতি হইতে **তিরস্** (দিগন্তের দিকে বা অন্যদিকে বিক্ষেপ) করা হয় যাহাতে (যে আচরণে); কিংবা, প্রচলিত পথে বা নির্দ্দেশানুসার চলিতে না পারার জন্য বহিষ্কার করা হয় যাহাতে। ▫ অন্তর্দ্ধান, তিরোধান, অনাদর, অবজ্ঞা, ভর্ৎসনা, নিন্দা।

তিরোধান : ● **তিরঃ**-কে (অন্যদিকে গমনকে) ধারণ করে যে। / যাহার দ্বারা অন্তর্দ্ধান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▫ অন্তর্দ্ধান, তিরোভাব।

তিরোভাব : ● **তিরঃ** (অন্যত্র) ভবন ঘটে যাহাতে। ⌐ অন্তর্দ্ধান, অদর্শন।

তিরোহিত : ● **তিরঃ** (অন্য স্থানে) ধারিত হইয়াছে যে। ▫ অন্তর্হিত, আচ্ছাদিত, গুপ্ত, রাগাদি দ্বারা স্থাপিত রূপ।

তির্য্যক : ● **তির**-এর যায়ীকে যাওয়ন করায় যে; অথবা, দিগন্তমুখী গামীকে সেদিকেই গমন করায় যে; অথবা, যে **ওত**দিকে বা ঊর্দ্ধদিকে না গিয়া **প্রোত**দিকে বা দিগন্তের দিকে গমন করে। ⌐ তির্য্যগ্জাতি, বেদবহির্ভূত জাতি, (বেদবাদীদের চোখে) বক্রগামী বা তেরচা (সাদৃশ্যে) অনুপ্রস্থ, আড়, পক্ষীর গতিবিশেষ।

তির্য্যক্স্রোতাঃ (তির্য্যক্স্রোতস্) : ● যে জাতির মানুষেরা বৈদিক রীতি মান্য করিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া সোজা সামনের দিকে চলে। / যাহার স্রোতঃ (আহার সঞ্চার) তির্য্যক। (ব.শ.)। ⌐ (সাদৃশ্যে) পশু পক্ষী-প্রভৃতি; ইহাদের অষ্টাবিংশতি ভেদ। *

তিল : ● সক্রিয় তারী লালিত যাহাতে; অথবা, সক্রিয় তারী (ধারণাসম্পদ) লালিত যাহাতে (যে অত্যল্প রূপে); কিংবা, ধন-সম্পদের অত্যল্প পরিমাণ থাকে যাহাতে। □ অত্যল্প স্থান কাল পাত্র, অত্যল্প প্রমাণ, অত্যল্প ধন, মুদ্রা, শুভঙ্করীতে কড়ার আশীভাগের এক ভাগ, (সাদৃশ্যে) তিলশস্য, শরীরস্থ তিল চিহ্ন।

তিলক : ● **তিল**-চিহ্ন কৃত হয় যাহাতে; অথবা, বিশেষ ধারণার **তিল** পরিমাণ চিহ্ন-রূপে অঙ্কিত যাহাতে; কিংবা, ললাটের যে চিহ্ন দ্বারা ব্যক্তির সামাজিক আসন চিহ্নিত হইত ও তদনুসারে সামাজিক সম্পদের ভাগ পাইত। □ বিশেষক ('টাইটেল'), রাজতিলক, ধ্রুবকবিশেষ, ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে ধার্য্য চন্দনাদি চিহ্নবিশেষ, (সাদৃশ্যে) তিলবৃক্ষ, দণ্ডকলস, মরুবক (ময়নাগাছ)। *

তিলকাঞ্চন : ● **তিল** ও **কাঞ্চন** যাহাতে; অথবা, কার্য্যানুষ্ঠানের বা কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত শাসককে যে মুদ্রা ও স্বর্ণ দিতে হইত; কিংবা, ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ যাহাকে প্রতীকী রূপে তিলদানা ও (যৎসামান্য স্বর্ণের মূল্য ধরিয়া দেওয়া) মুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া লইয়া প্রতীকী শ্রাদ্ধাদি-অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ⌐ তিল কাঞ্চন ইত্যাদি দ্বারা স্বল্পব্যয়ে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধবিধিবিশেষ।

তিলকালক : ● (ত্বকের কোনো কোনো স্থানকে) **তিল**দানা সদৃশ কাল করে যে। □ তিলতুল্য কাল দেহস্থ চিহ্ন, তিল।

তিলপিটালি : ● **তিল**দানা মিশাইয়া যে পিটালি-গোলা প্রস্তুত করা হয়। □ তিলমিশ্র পিটালির গোলা।

তিলা : ● **তিল**শস্যের আধার যে; অথবা, **তিল**দানা মিশাইয়া যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়। □ তিলের খাদ্যবিশেষ।

তিলার্দ্ধ : ● **তিল** পরিমিত কালের অর্দ্ধেক কাল যাহাতে। □ তিলের অর্দ্ধপরিমিত কাল।

তিলি : ● **তিল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **তিল** (মুদ্রা) সক্রিয় যাহাদের জীবনযাত্রায়; কিংবা, **তিল**দানা ও তজ্জাত তেল ইত্যাদি সক্রিয় যাহাদের জীবনযাত্রায়। ⌐ মুদ্রাব্যবসায়ী ও তৈলব্যবসায়ী হিন্দুজাতিবিশেষ; (একালেব ভাষায়) 'মানি মার্কেট'-এর ব্যবসায়ীগণ।

তিলে : ● **তিল** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহার (যে মিষ্টান্নের) প্রতি কণায় **তিল** মিশিয়া আছে। □ তিলমিশ্রিত, তিলে-খাজা।

তিলে-খচ্চর : ● যে মুদ্রাব্যবসায়ীর স্বভাব **খচ্চর**-এর ন্যায়; অথবা, যে ব্যক্তির আচার-আচরণের প্রতি বিন্দুতে **খচ্চর** স্বভাব **তিল**-এর ন্যায় মিশিয়া আছে। □ অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির, অতি পাজি; (সাদৃশ্যে) তিল-চিহ্নযুক্ত অশ্বতর।

তিলোত্তমা : ● উত্তম তিলসমূহের আধার

যে; অথবা, রত্নসমূহের তিল তিল লইয়া যাহাকে নির্মাণ করা হইয়াছিল। ⊓ অপ্সরা-বিশেষ। ✻

তী : ● তারীর সক্রিয় আধার যে; অথবা, তারিত হইবার উগ্র ইচ্ছা ধারণ করে যে।

তীক্ষ্ণ : ● তী (সক্রিয় তারী-ধারীর) করণ দিশাগ্রস্তভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, 'তারিত হইবই' এইরূপ ইচ্ছা অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহা দেহে বা মনে সূঁচের ন্যায় আঘাত করে। ⊓ অত্যন্ত ধারযুক্ত, সূক্ষ্ম, সূচাল, প্রখর।

তীব্র : ● তী (সক্রিয় তারী-ধারীর) বহন রহে যাহাতে; অথবা, তারণের উগ্র চেষ্টা বহন করে যে। ⊓ কড়া, দুঃসহ, উগ্র, উচ্চ, কঠিন, মারাত্মক, উৎকট ...।

তীয়র : ● তী (সক্রিয় তারী-ধারীর) যাওয়া রহে যাহাতে; অথবা, (পূর্ব্বতন বঞ্চনার কারণে) তারণের তীব্র গমনচেষ্টা রহে যাহাতে; অথবা, যে সম্প্রদায়ের মানুষেরা (উচ্চশ্রেণী কর্ত্তৃক বঞ্চিত বলিয়া) উগ্রভাবে চলে। ⊓ মৎস্য ব্যবসায়ী জাতি, তীবর, তিঅর, তেওর।

তীর : ● তী (সক্রিয় তারী-ধারী) রহে যাহাতে; অথবা, **তির**করণকে (**তিরতির** প্রবাহকে) ধারণ করে যে; অথবা, তারিতকে (জলধারা-প্রভৃতিকে) প্রবাহিত রাখে যে (যে বাঁধ, পাড়, লোহা বা সীসা); কিংবা, যাহা না থাকিলে বাণাদি ও ধারাদি তাহার লক্ষ্য অবধি তারিত হইতে পারে না। ⊓ কূল, বেলা, বাণ, সীসক।

তীরকর : ● **তীর** করে যে। / যে তীর গড়ে। (ব.শ.)। ⊓ বাঁধনির্ম্মাতা, শরনির্ম্মাতা।

তীরন্দাজ : ● **তীর** অন (চলমান) করে দান (বিক্ষেপ) জনন করে যে। ⊓ তীর ছুঁড়িতে নিপুণ ব্যক্তি, ধনুর্দ্ধর।

তীর্ণ : ● **তীর** (...তিরকরণধারী) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহা **তীর**-এর (বাণ-এর) ন্যায় দূরে গিয়া পড়ে। ⊓ উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, অভিভূত, আপ্লুত, পালিত, চরিত।

তীর্থ : ● **তীর**-এর (...তিরকরণধারীর) স্থিতি যাহাতে (যে স্থানে); অথবা, **তিরতির** ধারা হইতে **তীর**-এ ওঠানামা করা হয় যাহাতে (যে স্থানে, যাহা দ্বারা, যে স্থান-কাল-পাত্রের মাধ্যমে); অথবা, জলধারা, জ্ঞানধারা, ধর্ম্মধারা, কর্ম্মধারা, পণ্যধারা, প্রশাসনিক ক্ষমতাধারা, কালের ধারা, বংশধারা ... প্রভৃতি ধারায় নামা-ওঠা করা হয় যাহাতে (যাহা দ্বারা, যাহার মাধ্যমে, যে স্থান-কাল-পাত্রের মাধ্যমে)। ⊓ অবতরণপ্রদেশ, নদী-প্রভৃতির জলে অবতরণের পথ, ঘাট, খেয়াঘাট, পাত্র, বিপ্র, পুণ্যস্থান, পুণ্যকাল, উপাধ্যায়, শাস্ত্র, যজ্ঞ, আগম, দর্শনশাস্ত্র, যোনি, 'মন্ত্রি-প্রভৃতি অষ্টাদশ রাষ্ট্রসম্পদ' (ব.শ.), মন্ত্র, উপদেশ, রতিস্থান ...। ✻

তীর্থকাক : ● **তীর্থে** যে **কাক**গণ ঘোরাফেরা করে; অথবা, পণ্যধারার **তীর্থে** (বা হাটে, বাজারে, মেলায়, mall-এ) যে লোভী ব্যক্তিরা ঘোরাফেরা করে। ⊓ লোলুপ, তীর্থে কাক-তুল্য।

তীর্থঙ্কর : ● **তীর্থং** (**তীর্থ**-এর রহস্যরূপ) রচনা করেন যিনি; অথবা, যিনি জ্ঞানধারার রহস্যময় **তীর্থ** (বা গ্রন্থাদি) রচনা করেন। /শাস্ত্র করে যে। (ব.শ.)। ⊓ গ্রন্থকার, শাস্ত্রকার, জিনদেব। ✻

তীর্থশিলা : ● **তীর্থ**-এর **শিলা**; অথবা, জলধারার **তীর্থে** যে শিলা থাকে। ⊓ ঘাটের সোপান।

তীর্থশৌচ : ● যাহা দ্বারা তীর্থকে শৌচ করা হয়; অথবা, জলধারার তীর্থকে সাফ করা হয় যাহাতে। ⌐ ঘাট পরিষ্কার। ✱

তু : ● তারী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে তারিত হইয়া চলিয়া যায় না, অন্যতর তারণ — উপতারণ, অবতারণ, অপতারণ, প্রতারণ ... ইত্যাদি করে; কিংবা, যে তারিত হইয়া না গিয়া বিপরীত আচরণ করে - প্রেমের বা মিথ্যাপ্রেমের টানে কাছে আসে, বশ্যতা স্বীকার করে; অথবা, যে নিজে তারিত না হইয়া অন্যকে তারিত করে। ⌐ উপতারক, তুমি, তুই।

তুই : ● **তু** (নবরূপে উত্তীর্ণ তারী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, উপতারিত বা বশীভূত সত্তা সক্রিয় যাহাতে; অথবা, প্রেমাস্পদ রূপে (কিংবা, মিথ্যাপ্রেমে বিশ্বাস করিয়া) ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয় যে। (দ্র. তু-তু)। ⌐ বাৎসল্যসূচক, প্রণয়সূচক, মিথ্যা বাৎসল্য বা প্রণয়সূচক।

তুক : ● **তু** (...বশীভূত) করা হয় যাহাতে (যাহা দ্বারা)। (দ্র. তু-তু)। ⌐ জাদুমন্ত্র, গুণ, বশীকরণার্থ মন্ত্রতন্ত্র, সঙ্গীতের কতকগুলি মাত্রার একত্রে ছন্দে যোজন।

তুক-তাক : ● **তুক** ও **তাক**[১] থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা বশ করা যায় এবং যাহা দ্বারা তর্ক করিয়া বুঝান হয়। ⌐ গুণ-জ্ঞান, মন্ত্রতন্ত্রে অনিষ্টনাশক প্রক্রিয়া, বশীকরণাদির জন্য প্রকরণবিশেষ।

তুখর : ● **তু** **খর** যাহাতে; অথবা, যে প্রতারক অন্যকে খুবলে নেওয়ার ব্যাপারে পটু। ⌐ চতুর, দক্ষ, ব্যবসায়ে পরিপক্ক।

তুখড় : ● **তু** **খড়** যাহাতে; অথবা, যে প্রতারক অন্যের পক্ষে **খড়খড়ে** আচরণ করে। ⌐ চতুর, দক্ষ, ব্যবসায়ে পরিপক্ক।

তুখোড় : ● **তু** **খোড়** যাহাতে; অথবা, যে প্রতারক অন্যকে খোড়া করিয়া দিতেও পারে। ⌐ চতুর, দক্ষ, ব্যবসায়ে পরিপক্ক।

তুঙ্গ : ● নবরূপে উত্তীর্ণ তারীর রহস্যময় গমন যাহাতে (যে স্থানে); অথবা, যে উপতারক উপর দিকে গমন করে; অথবা, চূড়ায় বা চূড়ান্তে গমন যাহার। ⌐ উন্নত, উগ্র, প্রধান, নারিকেলবৃক্ষ, শৃঙ্গ, গণ্ডক ...।

তুঙ্গভদ্র : ● তুঙ্গে (চূড়ায় বা শীর্ষে অধিষ্ঠিত) **ভদ্র** যাহার। ⌐ তুঙ্গ (উচ্চ) এরূপ ভদ্র (ভাগ্যবান), মত্তহস্তী।

তুঙ্গভদ্রা : ● **তুঙ্গভদ্র**-র আধার যে; অথবা, শাসনব্যবস্থার শীর্ষে দেশের শ্রেষ্ঠ কলা-কৌশলজ্ঞানীগণ অধিষ্ঠিত বলিয়া কলা-কৌশলের জ্ঞানধারা প্রবাহিত যাহাতে। ⌐ বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা; (সাদৃশ্যে) মহীশূরের অন্তর্গত নদীবিশেষ, ইহা তুঙ্গা ও ভদ্রা নদীদ্বয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন। ✱

তুঙ্গিমা : ● **তুঙ্গ**-এর সক্রিয়তা সীমায়িত যে আধারে; অথবা, চূড়ান্তে গমনের ভাব যাহার। ⌐ তুঙ্গভাব, উচ্চতা।

তুঙ্গী : ● **তুঙ্গ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, চূড়ান্তকে (চূড়ান্ত গুণকে) সক্রিয়ভাবে ধারণ করে যে। ⌐ হরিদ্রা, বর্ব্বরী (বাবুই-তুলসী)।

তুচ্ছ : ● নবরূপে উত্তীর্ণ তারীর চয়ন ছাদিত যাহাতে; অথবা, তু-র (অবতারকের) চয়ন যাই থাক, তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া 'কিছুই নাই' বলা হয় যাহাতে। ⌐ শূন্য, রিক্ত, হীন, হেয়, অকিঞ্চিৎকর, মন্দ, অলীক। ✱

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য : ● **তুচ্ছ** ও **তাচ্ছিল্য** যাহাতে; অথবা, **তুচ্ছ** ও **তুচ্ছ**-এর ন্যায় (তৎশীল বা তচ্ছিল) যে। ⌐ তুচ্ছজ্ঞান, অবজ্ঞা, তচ্ছীলভাব, তৎপ্রকৃতিকভাব। ✱

তুড় : ● নবরূপে উত্তীর্ণ তারীর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে অপতারক অন্যকে (ঠেলিয়া, ভাঙিয়া, তুলিয়া ...) গড়াইয়া বা উড়াইয়া দেয়; অথবা, যে অন্যের ভিতরে ঢুকিয়া যায়। ◻ ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, ভাঙা, উন্মুক্ত করা, উৎপাটিত করা। *

তুড়ি : ● **তুড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ক্ষুদ্র তুড় বা ভাঙা যাহাতে। ◻ ক্ষুদ্র ভাঙা, আঙুল মটকানোর শব্দ।

তুড়ি-মারা (তুড়ি মারিয়া উড়ানো) : ● তুড়ি মারা হয় যাহাতে; অথবা, বন্দুক বা গোলার ব্যবহার নয়, শুধুমাত্র হাতের আঙুল মটকাইয়াই বিরোধী শক্তিকে অবলীলাক্রমে ধূলিসাৎ করা হয় যাহাতে। ◻ তুড়ি বাজানো, তুচ্ছ জ্ঞান করা ...।

তুণ্ড : ● **তু** (... আনয়নের) রহস্যময় গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা জগৎ হইতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহমধ্যে আনয়ন করা হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা বাহির হইতে খাদ্যাদি পান করিয়া দেহমধ্যে আনয়ন করা হয়। ◻ (সাদৃশ্যে) মুখ, চঞ্চু, হস্তিশুণ্ড, ঘোণা; পতিতুণ্ড।

তু-তু : ● **তু**-কর, **তু**-কর — এইরূপ আহ্বান যাহাতে; অথবা, উপতারণপূর্ব্বক বশ্যতা প্রকাশ কর (লেজ নাড়াও), এই আহ্বান যাহাতে। ◻ কুকুরকে কাছে ডাকিয়া আনার জন্য 'আয় তু-তু' বলিয়া ডাকার শব্দ।

তুফান : ● **তু** (নবরূপে উত্তীর্ণ তারীর বা নিস্তারকের) **ফেন (ফান)** যাহাতে; অথবা, যাহাতে সমুদ্রফেন উত্থিত হয়। ◻ ঝড় ও বৃষ্টি, সঙ্কট, বন্যা, মহাতরঙ্গ, গোলযোগ। *

তুম : ● **তু** (নবরূপী তারী) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহাকে নিজের বিবেচনায় একটি বিশেষ মাপে (জ্ঞানসম্পদ, ধনসম্পদ, বাহুবলসম্পদ, ও বয়স-এর অধিকারী বলিয়া) মাপিয়া লওয়া হইয়াছে।

তুমি : ● **তুম** (... পরিমাপিত নবরূপী তারী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, পরিমাপিত মানুষ রূপে সম্বোধন করা হয় যাহাকে; কিংবা, যাহাতে 'অপশিক্ষিত' ধূর্ত্তেরা নিজেকে বড় এবং সম্বোধিতকে ছোট দেখাইয়া কথাবার্ত্তা চালায়। ◻ স্নেহপাত্রকে ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুকে সম্বোধন, উদ্দেশ্যময় সম্বোধন।

তুমুল : ● **তু** (...অধিতারক) সীমায়িত হইয়া নবরূপে উত্তরণপূর্ব্বক লালিত যাহাতে; অর্থাৎ, অধিতারক সীমালঙঘন করিয়া লালিত যাহাতে। ◻ প্রবল, ঘোরতর, ভয়ানক।

তুর : ● **তু** (নবরূপে উত্তীর্ণ তারী বা দুস্তারক) রহে যাহাতে; অথবা, দুস্তরকেও পার করে যে। ◻ মনোবেগগামী, অতিদ্রুতগামী।

তুর্কী : ● **তুর**-করণের সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহারা অতি দ্রুতবেগে আসে। ◻ তুর্কী আক্রমণকারীগণ, তুরষ্কদেশীয় অশ্ব-বিশেষ, তুরস্কের ভাষা। *

তুরগ : ● **তুর**-এর (দুস্তারকের) ন্যায় গমন করে যে; অথবা, প্রায় মনোবেগে গমন করে যে। / বেগে যায় যে। (ব.শ.)। ◻ দ্রুতবেগ-গামী, ঘোটক, চিত্ত। *

তুরঙ্গ : ● **তুরং** (**তুর**-এর ন্যায় দ্রুত এবং রহস্যময়) গমন যাহার। ◻ সূর্য্যের সপ্তাশ্ব, সূর্য্যাশ্বের সংখ্যানুসারে ৭ সংখ্যা, তুরগ। *

তুরঙ্গম : ● **তুরঙ্গ** সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যে **তুরঙ্গ** আকাশপথে নয়, ভূপৃষ্ঠেই ছোটে। ◻ অশ্ব, ঘোড়া। *

তুরন্ত : ● **তুর**-এর অন্ত বা শেষ যাহাতে; অথবা, যত দ্রুতবেগে যাওয়া বা আসা সম্ভব

ততখানি বেগে যাওয়া বা আসা যাহাতে। ▭ সত্বর, শীঘ্র।

তুরপুন : ● **তুর** পালন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অনকৃত যাহাতে; অথবা, **তুরীয়তায়** (তুরীয়ানন্দে) পূর্ণ হইয়া একই স্থানে আবর্ত্তমান যে; কিংবা, যাহা দ্বারা দুস্তর কাঠের ভিতর দিয়াও পার হওয়া যায়। ▭ কাষ্ঠাদি ছিদ্র করার যন্ত্র, ভ্রমর।

তুরাণী : ● **তুর**-এর আধার গতিশীলভাবে অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **তুর**কারীগণ চলে যাহাতে; অথবা, যে বা যাহারা অতি দ্রুতবেগে আসে। ▭ তুরকীস্থানের যোদ্ধা, বক্ষু (Oxus) নদীর উত্তরতীরস্থ প্রদেশ ও তাহার ভাষা, 'তুরাণী সেনা'।

তুরী : ● **তুর**-এর (অতি দ্রুতগামীর) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহার আওয়াজ (শব্দে ঘোষিত নির্দ্দেশ) প্রায় মনোবেগের গতিতে ছড়াইয়া পড়ে। ▭ শিঙ্গার মতো বাদ্যবিশেষ।

তুরীয় : ● **তুরী**-র (মনোবেগধারীর) যাওয়া চলে যাহাতে; অথবা, সত্তা যাহাতে মনো-বেগের গতিতে ছুটিতে থাকে। ▭ মানবমনের চতুর্থ অবস্থা; 'সমাধি'-অবস্থা, অনুপহিত চৈতন্য, জীবের কেবল চৈতন্যাবস্থা (বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর অপেক্ষা কেবল চৈতন্য যেমন চতুর্থ, সেইরূপ জীবের **বিশ্ব**, **তৈজস**, ও **প্রাজ্ঞ** অবস্থা অপেক্ষা **কেবল চৈতন্য** অবস্থা তুরীয়।); চতুর্থাংশ, চতুর্থভাগ। ✱

তুর্বসু : ● **তুর** যে বসু; অথবা, যে বসু **তুর** করে; কিংবা, যে আদি-পণ্যজীবী দেশে দেশে ঘুরিয়া রোজগার করিত। ▭ রাজা যযাতির এক পুত্র। ✱

তুর্য্য : ● **তুর**-এর যাওয়া থাকে যাহাতে; অথবা, চতুর্থ রূপে যাওয়া থাকে যাহাতে। ▭ চতুর্থাংশ, সিকি, অবস্থাত্রয়-অতিরিক্ত স্বরূপ।

তুল : ● **তু** (উপতারণের) লালন-লয়ন যাহাতে; অথবা, যাহা অন্যকে উপরে উঠাইয়া লয়ন-লালন করে; অথবা, **উর্দ্ধনয়ন** থাকে যাহাতে। ▭ উত্তোলন, **উর্দ্ধনয়ন**, তৌল করা, উঠান, চড়ান, পাত্রে করিয়া উঠান, উদ্‌গীরণ করা, উত্থাপিত করা, ছবি উঠান, সূচীকর্ম্ম দ্বারা রচনা করা।

তুলকালাম : ● তুলকৃত কালাম যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রতিটি **কালাম** বা শব্দ **তুল** করিয়া (মাপিয়া বা ওজন করিয়া) প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়; কিংবা, 'আচ্ছা ভদ্রলোক' কথাটি আপনি বললেন কি না, কেন বললেন, কী বলতে চান আপনি — ইত্যাদি বলিয়া বাসে-ট্রেনে 'ভদ্রলোকরা' যে রকম শব্দ প্রয়োগ করিয়া কলহ করেন। ▭ খুব বকাবকি, কথা কাটাকাটি, তুমুল কলহ।

তুলন : ● **তুল** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **তুল**করণ চলে যে কর্ম্মে। ▭ **উন্মান**, পরিমাণ, সমীকরণ, উপমান, **উত্তোলন**।

তুলনা : ● **তুলন**-এর আধার যে; অথবা, **তুলন**-সমূহ থাকে যাহাতে; অথবা, (ফলত) এক **তুলন**-এর সহিত অপর **তুলন**-এর পার্থক্য সূচিত হয় যাহাতে; কিংবা, প্রতি**তুলন** করা হয় যাহাতে। ▭ প্রতিতুলন, প্রতিতুলন-করণ, উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিরূপণ।

তুলনীয় : ● **তুলন** সক্রিয় হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, যাহা অন্য কাহারও প্রতি**তুলন** হইতে যায়; কিংবা, যাহা অন্য কাহারও **তুল্য**। ▭ সমতুল কিনা দেখা।

তুলসী : ● **তুল**-এর শেষ যাহাতে, তাহার সক্রিয় আধার যে; অথবা, সকল **তুলনা**র শেষ যাহাতে; অথবা, যাহার সহিত **তুলনা**

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▭ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

করার ন্যায় আর কিছুই নাই। / যাহাকে দেখিয়া আর্য্যগণ তাহার **তুলনা** দিতে অক্ষম হন। ◘ অতুলনীয়া, 'বেনজির', শঙ্খচূড় দানবের স্ত্রী, জলন্ধর-স্ত্রী; (সাদৃশ্যে) তুলসী গাছ। *

তুলসীদাস : ● যিনি **তুলসী**র দাস; অথবা, সকল **তুলনা**র অতীত যে (সর্বশ্রেষ্ঠ) সত্তা তাহার দাস যিনি। ◘ হিন্দি রামায়ণ-রচয়িতা।

তুলা : ● **তুল**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **তুল**করণ থাকে। / যাহার দ্বারা তুলন সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ◘ উন্মান, ওজন করা, সাদৃশ্য, ওজন করার যন্ত্র, শতপল পরিমাণ, পরিমাণার্থ দ্রব্য, (জ্যোতিষে) তুলারাশি।

তুলি : ● **তুল**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা বাস্তবকে চিত্রে **তুল** করিয়া বা **তুলি**য়া রাখা হয়। ◘ আঁকার তুলি, লেখনী।

তুল্য : ● **তুল** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা কাহারও সম**তুল** হয়। ◘ ন্যায়, সদৃশ, মতো।

তুষ : ● তু (উপতারী) দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা, যাহা (যে তাপধারী কণা) বিশেষ দিকে বিন্দু বিন্দু শক্তিরূপে (তাপশক্তি, সামাজিক শক্তি, ধনসম্পদ ... রূপে) বিচ্ছুরিত হইয়া গিয়া পতিত হয়; কিংবা, যাহা বিন্দু বিন্দু করিয়া সুখতাপ, জ্বলনতাপ ইত্যাদি দিতে থাকে কিংবা **তোষণ** করিতে থাকে। / যাহা দ্বারা পাচক তুষ্ট। (ব.শ.)। ◘ তাপধারী কণা, ধান্যত্বক, বিভীতকবৃক্ষ, প্রীত করা।

তুষানল : ● **তুষ**-এর (তাপধারী কণার) অনল যাহাতে; অথবা, যে (বাহ্য**তুষ** বা মানসিক **তুষ**-এর) অনল ধিকিধিকি তাপ দিতে থাকে; কিংবা, যে অনলজাত তাপকণা সুখতাপ বা দুখতাপে দীর্ঘকাল তাপিত করিতে থাকে। ◘ তুষের আগুন, শঙ্কুব্যাপ্ত গর্ত্ত, বর্ম্ম।

তুষার : ● **তুষ**-এর (তাপধারী কণার) আধার রহে যাহাতে; অথবা, যাহার (যে তাপধারী কণার) অপরিমেয় ও অবিরাম পতন দ্বারা পর্ব্বতাদি আচ্ছাদিত হয়; অথবা, কোনো স্থান-কাল-পাত্রে তেজ, তাপ, গন্ধ ... প্রভৃতি কণার যে অপরিমেয় ও অবিরাম উত্থান বা পতন চলিতে থাকে। ◘ অল্প ঠাণ্ডা, হিম, নীহার, বরফ (frost), কর্পূরবিশেষ। *

তুষারকাল : ● **তুষার**-এর পতন চলে যে কালে। ◘ শীতকাল।

তুষারগৌর : ● **তুষার**-এর দ্বারা আবৃত হওয়ার কারণে গৌর বা শ্বেতশুভ্র যে। ◘ তুষারতুল্য শুভ্র, হিমধবল।

তুষাররশ্মি : ● **তুষার রশ্মি** যাহার; অথবা, **তুষার** দ্বারা বন্ধন সাধিত যাহাতে; কিংবা, ব্যবসায়ীর সহিত (**লক্ষ্মীপুঁজি**র সহিত) তাপ (ধনসম্পদ) লেনদেনের লিখিত বা অলিখিত চুক্তি যাহাতে; অথবা, যে বন্ধনে উভয় পক্ষের **তুষ্টি** সাধিত হয়। ◘ তুষারকিরণ, শীতলকিরণ, চন্দ্র (ব্যবসায়ী পুঁজি)। *

তুষারশৈল : ● **তুষার** পতিত হয় যে **শৈলে**; অথবা, যে শৈল পতিত **তুষার** দ্বারা আচ্ছাদিত। ◘ হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত, হিমালয়।

তুষ্ট : ● **তুষ** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, **তুষ**-এর বা তাপধারী কণার (জ্ঞানসম্পদ, ধন-সম্পদ, তাপ, সুগন্ধ ... ইত্যাদি কণার) টঙ্কারে বা প্রাপ্তিতে প্রীত যে। ◘ তোষযুক্ত, প্রীত।

তুষ্টি : ● **তুষ্ট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **তুষ্ট**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, 'ইহা পর্যাপ্ত' - এই বুদ্ধি যাহাতে। ◘ তোষ, প্রীতি।

তুহিন : ● **তু**-এর (উপতারীর) হওয়ন সক্রিয়ভাবে চলমান যাহাতে; অথবা, যে তারিত না হইয়া আপনার মধ্যে আপনি তরল বা কঠিন রূপ গ্রহণ করিতেছে; অথবা,

হিমজলে বা বরফে পরিণত হইতেছে যে। / পীড়ন করে যে। (ব.শ.)। ⌐ শীতল, কষ্টকর ঠাণ্ডা, হিম, নীহার (snow), হিমজল। *

তুহিনরশ্মি : ● **তুহিন রশ্মি** যাহার; অথবা, **তুহিন** দ্বারা বন্ধন সাধিত যাহাতে; অথবা, ব্যবসায়ীর সহিত (**কুবেরপুঁজি**র সহিত) ধনসম্পদ (তাপ) লেনদেনের লিখিত বা অলিখিত চুক্তি যাহাতে; অথবা, যে বন্ধনে একপক্ষ অতিতপ্ত হয় ও অপরপক্ষ তাপহীন হয় এবং সেভাবে উভয়পক্ষই বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হয়। ⌐ তুহিনদ্যুতি, শীতলকিরণ, চন্দ্র।

তুহিনাচল : ● যে অচল (পর্ব্বত, রাষ্ট্রব্যবস্থা ... ইত্যাদি) **তুহিন** দ্বারা আবৃত; অথবা, যে ব্যবস্থা (পর্ব্বত, রাষ্ট্র) তাহার অধিবাসীদের সহিত হিমশীতল বা কষ্টকর আচরণ করে। ❒ হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত, হিমালয়।

তূ : ● নবরূপে উত্তীর্ণ তারীর আধার যে; অথবা, অন্যপ্রকার তারীর (উপতারী, অবতারী, অপতারী, প্রতারী, দুস্তারী, নিস্তারী ... ইত্যাদির) আধার যে।

তূণ : ● বাহ্যিক বা মানসিক **তূ** (দুস্তারী) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে দুস্তরকেও তারণ করিবার উপায় রাখা থাকে; অথবা, যাহাতে দৃশ্য বা অদৃশ্য **বাণ** রাখা হয়। ❒ সংবিধান, নিষেধ (ban), নিষঙ্গ।

তূলা : ● **তূ** (তু-এর আধার) লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, উড্ডীয়মান সত্তা লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে। ⌐ কার্পাস শিমুল ইত্যাদি ফলের মধ্যস্থ সূত্রবৎ পদার্থ বা আঁশ।

তৃ : ● তারণ পুনরাবৃত্ত যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তনপূর্ব্বক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে চলন বা উত্তরণ যাহাতে।

তৃণ : ● **তৃ** (উত্তরণ) অনকৃত যাহাতে; অথবা, স্বতন্ত্র হইয়া শুধুমাত্র আপন উর্দ্ধগমনের নীতি অনুসরণ করিয়া চলমান হয় যে; অথবা, স্বতন্ত্রবাদী অনকৃত বা চলমান যাহাতে; কিংবা, 'আপনি ও কপনি' করিয়া চলিতে বাধ্য হয় যে বা তদ্রূপে চলে যে; অথবা, নিজের উন্নয়ন নিজেই সাধন করে যে। ⌐ স্বতন্ত্র ব্যক্তি, গণতন্ত্রে নাগরিক, তৃণবৎ হেয় বস্তু; (সাদৃশ্যে) পশুর ভক্ষ্য, ঘাস, খড়। *

তৃণকেতু : ● **তৃণ** (...ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য) **কেতু** যাহার; অথবা, আত্মোন্নয়ন আদর্শ যাহার; কিংবা, যে **তৃণ** প্রায় বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। ⌐ তৃণশ্রেষ্ঠ, বংশবৃক্ষ, তালবৃক্ষ। *

তৃণজলৌকা : ● যে **জলায়ুকা তৃণ**দিগের ভিতরে থাকে; অথবা, যে **ছিনে-জোঁক** (ধূর্ত্ত শোষক) সাধারণ মানুষদের মধ্যে থাকে (থাকিয়া তাহাদের শোষণ করে)। ❒ তৃণস্থিত জলৌকা-বিশেষ, ছিনে জোঁক। *

তৃণজ্যোতিঃ : ● **জ্যোতিঃ** আছে যে **তৃণ**-এর। ⌐ (সাদৃশ্যে) তেজস্বিনী, জ্যোতিষ্মতী লতা।

তৃণজ্ঞান : ● **তৃণ** বলিয়া **জ্ঞান** করা হয় যাহাতে; অথবা, যে জ্ঞানে কাহাকেও **তৃণ** (অযূথবদ্ধ, একাকী, স্বতন্ত্র) বলিয়া মনে করা হয়। ❒ তৃণবৎ হেয়জ্ঞান, তুচ্ছজ্ঞান।

তৃণদ্রুম : ● (জাতিতে) **তৃণ** হইলেও **দ্রুম** পদবাচ্য যে; অথবা, যে **তৃণ**মাত্র (স্বতন্ত্র ব্যক্তিমাত্র) হইয়াও **দ্রুম**-এর (যৌথব্যবস্থার) ন্যায় সমাজবনে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। ⌐ (সাদৃশ্যে) 'তৃণজাতি বৃক্ষ', তাল, গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর, কেতকী, হিন্তাল।

তৃণধান্য : ● যে ধান্য **তৃণ**-এর ন্যায় স্বতন্ত্র-ভাবে জাত (অর্থাৎ, মানুষ কর্ত্তৃক লালিত-পালিত ও একত্রে উৎপাদিত নহে)। ⌐ তৃণতুল্য স্বয়ংজাত ধান্য, উড়িধান, শ্যামাক-প্রভৃতি। *

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

তৃতীয় : ● তৃ-র (উত্তরণের) সক্রিয় তারণকারী-আধার যায় যাহাতে; অথবা, পুরুষ-প্রকৃতি হইতে উত্তরণকারী বা নির্গত সক্রিয় সত্তা চলমান থাকে যাহাতে। ⊓ তৃতীয় ভাগ, বর্গাদির তৃতীয় বর্ণ - গ জ ড দ ব। ⁕

তৃপ্ত : ● **তৃপ** (...উত্তরণের পালন) তারিত যাহাতে; অথবা, উত্তরণকারীর অভাব পূর্ণ যাহাতে। ⊓ তৃপ্তিযুক্ত, তর্পিত, সন্তুষ্ট, পূর্ণকাম।

তৃপ্তি : ● **তৃপ্ত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **তৃপ্ত**-করণ চলে যাহাতে। ⊓ প্রীতি, ভোজনাদি দ্বারা আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি, তৃষ্ণানিবৃত্তি, সন্তোষ। ⁕

তৃষা : ● **তৃষ**-এর আধার যে; অথবা, উত্তরণকারীর দিশাগ্রস্ত প্রাপণেচ্ছা-বিচ্ছুরণের আধার যে; কিংবা, যে বিশেষ প্রাপণেচ্ছা পূর্ণ না হইলে উত্তরণকারীর উত্তরণ থামিয়া যায়। ⊓ মুক্তি যশ বা অর্থাদির পিপাসা, জলপিপাসা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ।

তৃষ্ণা : ● **তৃষ** (উত্তরণকারীর দিশাগ্রস্ত প্রাপণেচ্ছা-বিচ্ছুরণ) অনকৃত যাহাতে; অথবা, **তৃষ**করণ করা চলিতেছে যাহাতে। ⊓ মুক্তি যশ বা অর্থাদির প্রত্যাশাকরণ, জল প্রত্যাশা-করণ, সর্বপ্রকার পানেচ্ছা বা পিপাসা।

তৃষ্ণার্ত : ● / তৃষ্ণায় ঋত বা আর্ত যে। (ব.শ.) ⊓ তৃষ্ণাপীড়িত, পিপাসায় কাতর।

তে[১] : ● তারী (ত) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, (দ্বি-জাত সত্তা মাত্রে যেমন নিজস্ব বিকাশের দিশাগ্রস্ত পথে চলিতে থাকে তদ্রূপে) দিশাগ্রস্ত-ভাবে তারিত যে। (দ্র. **তিন, তৃতীয়**) ⊓ তিন, **তে**মাথা, **তে**ভাগা।

-তে[২] : ● তারী (ত) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, সত্তা একঝোঁকা হইয়া তারিত হয় যাহাতে; অথবা, সেইভাবে বা সেইরূপে তারিত যে। ⊓ সেইরূপ, **তে**মন, ঘরে**তে**, তোমা**তে**।

তেওড় : ● দিশাগ্রস্ত তারীর সার্ব্বিক গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, মূলধারা হইতে সরিয়া একঝোঁকা হইয়া চলিয়াছে যে। ⊓ বাঁকা, তির্য্যক, তেরচা।

তেওড়ান : ● **তেওড়** (একঝোঁকা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাকে **তেওড়** করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিংবা, যে **তেওড়** হইয়া গিয়াছে। ⊓ বাঁকা করা, বেঁকে যাওয়া।

তেজ : ● দিশাগ্রস্ত তারী জনিত যাহাতে; অথবা, তারীর বিশেষ দিকে গমনকে গতি-শীলতা দেয় যে; অথবা, যে সত্তা যে কোনো সক্রিয় সত্তাকে তাহার সক্রিয়তার গতি বাড়াইতে সহায়তা করে। ⊓ শক্তি, বল, তাপ, বেগ, জোর, বীর্য্য, ঝাঁজ ...।

তেজঃ : ● **তেজ** বিসর্জ্জিত যাহাতে; অথবা, **তেজন** সম্পূর্ণ যাহাতে। ⊓ তীক্ষ্ণীকরণ, তীক্ষ্ণতা, দীপ্তি, তাপ, তৃতীয় মহাভূত, চৈতন্যাত্মক জ্যোতিঃ, রজোগুণ, দর্প। ⁕

তেজন : ● **তেজ** অন যাহাতে। / যাহার দ্বারা উদ্দীপন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ উদ্দীপন, বলদান, দীপ্তীকরণ।

তেজনী : ● **তেজন**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **তেজন** সাধিত হয়। ⊓ মূর্ব্বা, তৃণগুচ্ছ, শষ্প।

তেজপত্র : ● **তেজ** জনক যে পত্র। ⊓ তীব্রগন্ধপত্র, তেজপাত, তেজপাত-গাছ।

তেজবান : ● **তেজ**-বাহক অন যাহাতে। ⊓ বেগবান, বলবান।

তেজমান : ● **তেজ** সীমায়িত রূপে অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ শক্তিমান।

তেজস্কর : ● **তেজঃ** করে যে। ⊓ তেজোবর্দ্ধক, বলকর, উদ্দীপক।

তেজস্বিনী : ● **তেজঃ** বহনের সক্রিয়

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ⁕ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

আধারশক্তি যিনি। ⌐ তেজস্বী স্ত্রী, **জ্যোতিষ্মতী** লতা, তৃণজ্যোতিঃ।

তেজস্বী : ● তেজঃ বহনের সক্রিয় আধার যে। / প্রাণনাশেও যে শত্রুকৃত অপমানাদি সহ্য করে না। (ব.শ.)। ⌐ তেজোযুক্ত, প্রভাববান, উদ্যমশীল, বলবান, বেগবান।

তেজা : ● তেজ-এর আধার যে। ⌐ তেজযুক্ত, প্রতাপশীল, তেজস্বী, তেজী ...।

তেজারত : ● তেজ আরত যাহাতে; অথবা, টাকা কর্ম্মযজ্ঞে রত বা খাটে যাহাতে। ⌐ সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবসা, কুসীদ-ব্যবহার।

তেজারতি : ● তেজ-এর আরতি (চলে) যাহাতে। ⌐ তেজারত সম্বন্ধী, তেজারতের কাজ।

তেজাল : ● তেজ-এর আধার লালিত যাহাতে। ⌐ তেজস্বান, ঝাঁঝাল, কড়া, তেজী।

তেজিয়ান : ● তেজ-এর সক্রিয়ভাবে যাওয়া অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে সত্তা **তেজ**-প্রকাশন করিতেছে। ⌐ তেজস্বী, তেজী।

তেজী : ● তেজ-এর সক্রিয় আধার যে। ◻ তেজস্বী, ঝাঁঝাল, কড়া, স্পষ্টবাদী।

তেজীয়ান : ● তেজীর যাওয়া অন (চলমান) যাহাতে। / যে শত্রুকৃত অপমানাদি সহ্য করে না। (ব.শ.)। ⌐ অতিতেজস্বী, বিক্রমশালী।

তেজোময় : ● তেজঃ সীমায়িত হইয়া যায় যাহাতে (যে সমগ্র অবয়বে)। ⌐ প্রচুর তেজঃপ্রচুর, তেজঃপ্রকাশিত লোক বা এলাকা।

তেড়া : ● দিশাগ্রস্ত তারীর গড়ান-উড়ানের আধার যে; অথবা, যাহা বা যে একই দিশায় চলিয়াছে বা একঝোঁকা হইয়া চলিতেছে। ⌐ টেড়া, বাঁকা, অসরল, কুটিল।

তেড়ে : ● দিশাগ্রস্ত তারীর দিশাগ্রস্ত গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, একইভাবে **তাড়ন** করা একই দিশায় চলমান যাহাতে। ⌐ তাড়িয়ে, তাড়া করে।

তেন : ● তে[১] অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে সেইভাবে চলিয়াছে; অথবা, তাহার দ্বারাই যে চলমান। ◻ সেই, সেরূপ, তাহা দ্বারা।

তেনা[১] **: ●** দিশাগ্রস্ত **তানা** যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রধানত **তানা** (টানার সুতো) আছে, পোড়েনের সুতো নেই। ◻ ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা, নেকড়া, কৌপীন, গৈরিক বসন।

তেনা[২] **: ●** দিশাগ্রস্ত **তিনি** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **তিনি** একঝোঁকা স্বভাবে স্বপ্রকাশিত। ⌐ তিনি।

তেপান্তর : ● তে (তিনরকম) পালন তারিত হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, তিনটি প্রান্তর (পালন-রক্ষণ তারিত হইয়া রহে) যাহাতে; অথবা, সম্মুখ, দক্ষিণ ও বাম দিকের এই তিন প্রান্তর যাহাতে। ◻ দূরব্যাপী বিশাল মাঠ।

তেমত : ● তে[১] (সেই) সীমায়িত সত্তা তারিত যাহাতে; অথবা, (ধারণায় সীমায়িত) সেইরূপ স্থান কাল পাত্র যাহাতে। ⌐ সেইরূপ।

তেমতি : ● তেমত সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সেইরূপে যাহা চলিতেছে। ◻ সেইরূপ, তেমন।

তেমন : ● তে-র (দিশাগ্রস্ত তারীর) **মন** (মত বা মন্যমানিত) যে; অথবা, দিশাগ্রস্ত সত্তার **ম** (ধারণায় সীমায়িত স্থান কাল পাত্র বা তাহাদের সক্রিয়তা) অনকৃত বা চলমান যাহাতে। ◻ তদ্রূপ, সেরূপ, তেমত, তাদৃশ।

তেমনি : ● তেমন সক্রিয় যাহাতে। ◻ তদ্রূপই, ঠিক সেই রকমই, তেমতি।

তের : ● তে (তিন) রহে যাহাতে (যে দশের পরে)। ◻ ত্রয়োদশ।

তেরচা : ● তে (দিশাগ্রস্ত তারীর) রহন চয়িত যে আধারে; অথবা, যে সত্তা

একঝোঁকা হইয়া চলিয়াছে। ❒ বক্র, তির্য্যক।

তেল : ● দিশাগ্রস্ত তারী লালিত যাহাতে; অথবা, (বীজাদির বা জীবাদির সারসংক্ষেপ) একঝোঁকাভাবে চলিলে যাহাতে গিয়া পৌঁছায়; কিংবা, যে স্নেহময় বাক্যাদি মনে লাগান হয়। (দ্র. **তৈল**)। ❒ তোষণ, (সাদৃশ্যে) তিলসর্ষপাদির স্নেহময় পদার্থ, প্রাণিদেহস্থ তৈলবৎ পদার্থ।

তেলাকচু : ● তেলতেলে যে কচু। ❒ বন্যলতা-বিশেষ ও তাহার ফল।

তেলি : ● তেল সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে অন্যের মনে তেল লাগায়। ❒ খোসামোদকারী।

তেলী : ● **তেল**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **তেলই** (বাহ্য তেল বিক্রয়) জীবিকা যাহার। ❒ তৈলবিক্রেতা হিন্দুজাতি-বিশেষ।

তেলুগু : ● **তেল** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া নবরূপে গমন করে যাহাতে; অথবা, যে **গু** (মুখ-নিঃসারিত গামী বা ভাষা) জাতির পণ্যসম্পদ উৎপাদকেরা ব্যবহার করিতেন। ❒ তেলেঙ্গানার অধিবাসীদের ভাষা।

তেলেঙ্গন : ● **তেল** ইঙ্গন (গতির রহস্যময় গমন) যাহাতে (দ্র. **জ্যোতিরিঙ্গন**); অর্থাৎ, যে বা যাহারা **তেল** (সামাজিক চর্ব্বি, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন সম্ভার) উৎপাদন চালাইত।

তেলেঙ্গানা : ● **তেলেঙ্গন** হইতে জাত; অথবা, যে সামাজিক গোষ্ঠী উদ্বৃত্ত উৎপাদন করিয়া রপ্তানি করে; অথবা, মধ্যযুগে যে দেশ হইতে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন-সম্ভার শ্যাম জাভা ... প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হইত। (দ্র. **ত্রিকলিঙ্গ**)। ❒ বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল।

তেলেঙ্গী : ● **তেলেঙ্গন**-এর সক্রিয় আধার যে (যে জাতি)। ❒ তেলেঙ্গানার অধিবাসী।

তেলেভাজা : ● **তেলে** ভাজা হইয়াছে যাহা বা যেগুলি; অথবা, যে খাদ্য **তেলে** ভাজা হইয়াই মুখরোচক খাদ্যে পরিণত হয়। ❒ বেগুনি, ফুলুরি প্রভৃতি বেসনযুক্ত ভাজা খাদ্য।

তেসরা : ● **তে**[১]-র (তিনের) শেষ বা পূর্ণতাপ্রাপ্তি রহে যে আধারে। ❒ তৃতীয়, মাসের তৃতীয় দিন।

তেহাই : ● **তে**[১] (তিন) **হাই** (...তৃপ্তির প্রকাশ) রহে যাহাতে; অথবা, তিন বার **হাই** (সম্পূর্ণ হওয়নের অর্থাৎ আর গ্রহণ না করিবার ইচ্ছার বা তৃপ্তির প্রকাশ) করিয়া সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় যাহাতে। ❒ তিন ভাগের একভাগ, তবলায় সঙ্গীত সমাপ্তি-সূচক শেষ তিন সজোর আঘাত।

তৈ : ● দিশাগ্রস্ত তারীর আধার যে; অথবা, তে থাকে যাহাতে।

তৈজস : ● **তেজ**-এর নির্য্যাসত্যাগ যে আধারে; অথবা, যাহা **তেজ**-এর অংশ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। ❒ তেজ সম্পর্কিত, ধাতুনির্মিত।

তৈত্তিরীয়-সংহিতা : ● **তিত্তিরি**গণ যে সংহিতা (কৃষ্ণযর্জুর্বেদ) সংকলন করিয়াছিলেন। (দ্র. **গৌড়তিত্তিরি**)। ❒ তৈত্তিরীয়-সংহিতা, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ। *

তৈরি : ● তৈ (দিশাগ্রস্ত তারীর আধার) সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত মেধা ও শ্রম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, বিশেষধরণের মেধা-শ্রম প্রয়োগ করা চলে যাহাতে। ❒ প্রস্তুত করা, নির্ম্মাণ করা, গঠন করা, প্রস্তুত করা, বানানো।

তৈরী : ● **তৈরি**-র আধার যে; অথবা, যাহাকে **তৈরি** করা হইয়াছে। ❒ তৈরিকৃত, প্রস্তুত, নির্ম্মিত, গঠিত, সজ্জিত।

তৈল : ● দিশাগ্রস্ত তারীর আধার লালিত

যাহাতে; অথবা, মানসিক ও বাহ্যিক **তিল** (তিল-ধারণাদির, তিল-শস্যাদির মর্দ্দন) **হইতে** যে স্নেহপদার্থ (মুদ্রাদি, তেল ইত্যাদি) **নিষ্কাশন** করা হয়; কিংবা, **তৈলবট** বা পণ্য-উৎপাদক ব্যবস্থা হইতে যে **তৈল** বা পণ্য-সম্পদ নিষ্কাশিত হয়। ⊓ স্নেহদ্রব্যমাত্র, মানসিক স্নেহপদার্থ, তোষণ, পণ্যসম্পদ, মুদ্রা, (সাদৃশ্যে) তিলবিকার, সর্ষপাদি-স্নেহ।

তৈলকার : ● **তৈল** করে যে। □ তৈলিক, তেলী, কলু।

তৈলঙ্গ : ● **তৈল** অঙ্গ (সমাজদেহ) যাহাদের; অথবা, যে সমাজ উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিক্রয় করিয়া চলে। ⊓ দ্র. **তেলেঙ্গানা**।

তৈলঙ্গা : ● **তৈল** লিপ্ত অঙ্গ (দেহ) যে আধারের; অথবা, যে পোকার দেহ **তৈললিপ্ত** বলিয়া মনে হয়। ⊓ (সাদৃশ্যে) তেলাপোকা।

তৈলচৌরিকা : ● **তৈল** চুরি করে যে। □ (সাদৃশ্যে) তৈলপায়িকা, তেলাচোরা।

তৈলদ্রোণী : ● **তৈল** থাকে যে **দ্রোণীতে** (কড়াইতে)। ⊓ তৈলপূর্ণকটাহ।

তৈলপা : ● **তৈল** পান করে যে। ⊓ (সাদৃশ্যে) অসি, তৈলপায়ী, তেলাপোকা।

তৈলফল : ● **তৈল** থাকে যে ফলে। ⊓ বিভীতক, ইঙ্গুদীবৃক্ষ, তিল।

তৈলবট : ● **তৈল** স্বরূপ **বট** (কড়ি, মুদ্রাদি) যাহাতে; অথবা, **তিল**-এর ন্যায় কর্ম্মযজ্ঞের **জ্ঞান** বা ধারণাদি (ব্যবস্থাপত্রাদি) কর্ম্মযজ্ঞে লাগাইয়া যে **তৈল** নিষ্কাশন করা হয়, তাহার **মূল্যস্বরূপ** মুদ্রাদি যাহাতে। ⊓ ব্যবস্থাপত্রের মূল্যস্বরূপ স্মার্ত্তপণ্ডিতের প্রাপ্য অর্থ।

তৈলবাটী : ● **তৈলবট**-এর সক্রিয় আধার **যিনি**; অথবা, যাঁহারা পণ্য-উৎপাদনকারী **ব্যক্তি** বা সংস্থার পরামর্শদাতার কার্য্য করিতেন। □ রাঢ়ীয় কাশ্যপগোত্র ব্রাহ্মণের উপাধি। (দ্র. **বটব্যাল**)। *

তৈলযন্ত্র : □ তিলাদিনিষ্পীড়ন যন্ত্র, ঘানিগাছ।

তো : ● **তু**-এর সার্ব্বিক আধার যে।

তোকে : ● **তু**-এর সার্ব্বিক আধারস্বরূপ দিশাগ্রস্ত কারী যাহাতে; অথবা, যে কারী সত্তা সম্বোধনকারীর বশীভূত ও দিশাগ্রস্ত। □ তোমাকে।

তোড় : ● সার্ব্বিক আধারপ্রাপ্ত **তুড়** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **তুড়ন**-ক্রিয়ার বা ভাঙাভাঙি প্রভৃতি কর্ম্মাচরণ (শক্তির প্রয়োগাদি) ও কর্ম্মফলাদি থাকে; অথবা, **তুড়ন**-কর্ম্ম বা ভাঙাভাঙি থাকে যাহাতে; কিংবা, **তুড়ন**-কর্ম্মের বা ভাঙাভাঙির জন্য শক্তিপ্রয়োগের পরিমাণ বা গতিবেগ থাকে যাহাতে। □ ভাঙাভাঙি, ভাঙাভাঙির বেগ, প্রতিঘাত, (সাদৃশ্যে) বেগমাত্র, জলের বেগ, বৃষ্টিধারার বেগ, বাক্যনিঃসরণ-বেগ।

তোড়জোড় (তোড়যোড়) : ● **তোড়করণ ও জোড়করণ (যোড়করণ) করা হয়** যাহাতে; অথবা, কী করা হবে না-হবে (প্রকল্পের পরিকল্পনা) ঠিক করার জন্য মনে মনে নানা সিদ্ধান্ত ভাঙা ও নতুন নতুন সিদ্ধান্ত যোগ করা হয় যাহাতে; কিংবা, কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কাটা-জোড়ার বা ভাঙাগড়ার কাজ করা হয় যাহাতে। □ বড় প্রকল্পের ভাবনা-চিন্তা, ভাঙাগড়া, (লক্ষ্যার্থে) আয়োজন।

তোড়পাড় : ● **তোড়**করণ ও **পাড়**করণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে ভঙ্গকরণ ও উপর থেকে পাড়ন করা হয় যাহাতে। □ ছেদন ও পাতন।

তোড়ফোড় : ● **তোড়**করণ ও **ফোড়**করণ (বিচূর্ণীকরণ) করা হয় যাহাতে। □ ভাঙা ও

গুঁড়িয়ে দেওয়া।

তোড়ভাঙ : ● তোড়করণ ও ভঙ্গকরণ করা হয় যাহাতে। ◻ ভাঙা ও ভাঙা। (সমার্থক শব্দযোড়।) ❋

তোড়যোড় : দ্র. তোড়যোড়।

তোড়া : ● তোড়-এর আধার যে; অথবা, ফুল ভাঙিয়া (তুড়করণ করিয়া) যাহা বানানো হইয়াছে। ⌐ ফুলের তোড়া। ❋

তোড়ি : ● তোড়-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা পূর্ব্বতন কোনো রাগের সীমা ভাঙিয়া দেয়। ◻ রাগবিশেষ, বিলাস খান-ই তোড়ি।

তোড়ী : ● যাহারা পাকাবাড়ী তুড়করণ বা ভাঙাভাঙি করে কিংবা সেই বাড়ীভাঙা মালপত্রের ব্যবসা করে। ⌐ বাড়ী-ভাঙাই-ওয়ালাদের পদবী, (Todi)। ❋

তোৎলা : ● তো-র (তু-এর বা অবতারিতের সার্ব্বিক আধারের) তারণ লালিত যে আধারে; অথবা, অবতারণ (নিম্ন মানের তারণ) কর্ম্মের (বা ভাষণের) লালন যে আধারে (কথনে); অথবা, মাঝে মাঝে আটকাইয়া কথা বলা যাহাতে বা তদ্রূপে কথা বলে যে। / যে 'তো তো' করিয়া কথা কয়। (ব.শ.)। ◻ অস্পষ্টভাষী।

তোৎলান : ● তোৎলা অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে তোৎলাকরণ চলিতে থাকে। ⌐ তোৎলার ন্যায় আটকে আটকে কথা বলা।

তোতা : ● তো (তু-এর বা অবতারিতের সার্ব্বিক আধার) তারিত যে আধারে; অথবা, অবতারণ (নিম্ন মানের তারণ) কর্ম্মের সার্ব্বিক আধার (বা কথন) থাকে যে সত্তায়; অথবা, অনেকটা মানুষের ন্যায় কথা বলে যে। ◻ শুকপাখী, টিয়াপাখী।

তোপ : ● তো (তু-এর বা দুস্তারিতের সার্ব্বিক আধার) পালিত যাহাতে; অথবা, যাহা দুস্তরকে তারণ করিয়া দূরে গিয়া পড়ে। ◻ কামানের গোলা দাগা, দাগার শব্দ।

তোয় : ● তো (তু-এর বা অবতারিতের সার্ব্বিক আধার) যায় যাহাতে; অথবা, অব-তারণ (নিম্ন মানের তারণ) চলে যাহাতে; অথবা, যাহা তারিত না হইয়া নিম্নে ঝরিয়া পড়ে। ◻ বৃষ্টিজল, বারি।

তোয়দ : ● তোয় দেয় যে। ◻ জলদ, মেঘ।

তোয়দাগম : ● তোয়দ-এর আগম যাহাতে; অথবা, যখন মেঘেরা আগমন করে। ◻ বর্ষাকাল।

তোয়রাশি : ● তোয়সমূহের রাশি যাহাতে; অথবা, যাহাতে বৃষ্টিজলসমূহ আসিয়া জমা হয়। ◻ সমুদ্র, সাগর।

তোয়ালে : ● তোয় (জল) সমূহ দিশাগ্রস্ত ভাবে লয়ন করে যে; অথবা, জলসমূহ একাদিক্রমে শুষিয়া লয় যে। ◻ গামছা-বিশেষ, towel।

তোর : ● তো (...বশীভূতের, বশ্যকের, আবশ্যকের ... সার্ব্বিক আধার) রহে যাহাতে। ◻ তুই-এর।

তোরঙ্গ : ● তোর-এর রহস্যময় গমন যাহাতে; অথবা, তোরং (আবশ্যক বস্তু সমূহকে গুছাইয়া) গমন করান হয় বা রাখা হয় যাহাতে। ◻ পেটরা, বাক্স।

তোরণ : ● তোর (...আবশ্যকের রক্ষণ) চলমান যাহাতে; অথবা, প্রাকারাদিতে আবশ্যকের রক্ষণের উপায়স্বরূপ যাতায়াত-পথ খোলা-বন্ধ রাখা হয় যাহাতে; অথবা, (প্রাসাদ বা তৎসম গৃহাদির প্রাকারে) দ্বারস্বরূপ

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যে গমনাগমনপথ চলিত রাখা হয়। ❒ সিংহদ্বার, ফটক, ফটকের উপর নির্মিত ধনুকাকৃতি কাষ্ঠাধার, gate।

তোল : ● **তুল**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহাতে **তুল**করণের কর্ম্ম করণ উপকরণ ইত্যাদি সবই থাকে। ❒ ওজন করা, উত্তোলন, তৌল করান, পাত্রে করিয়া উঠান ...।

তোলপাড় : ● **তোল**করণ ও **পাড়**করণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে নীচের বিষয় ও বস্তু প্রভৃতিকে উপরে তোলা হয় এবং উপরে স্থিত বিষয় ও বস্তু প্রভৃতিকে নীচে নামান হয় (ফলত, বিপুল উলটপালট, ঝামেলা, গণ্ডগোল ... ইত্যাদি ঘটে যাহাতে)। ❒ (লক্ষণার্থে) প্রচণ্ড আন্দোলন, আলোড়ন, উলটপালট, বিক্ষোভ, ভীষণ চাঞ্চল্য প্রভৃতি।

তোলা : ● **তোল**-এর আধার যে; অথবা, যে কোনো প্রকারের **তুল**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, উত্তোলন করা, ওজন করা, ছবি তোলা, শাসকের সেলামী তোলা ... ইত্যাদি নানা প্রকার **তোল**করণ থাকে যাহাতে। ❒ উত্তোলন করা, উত্তোলিত, তোল করা, সেকেলে ওজন মান - ৮০ রতি, তুলে নেওয়া, রক্ষিত, প্রতিচ্ছবি তুলে নেওয়া।

তোষক : ● **তোষ** (**তুষ**-এর সার্ব্বিক আধার) করে যে; অথবা, খানিক বাহ্যিক বা মানসিক তাপ দিয়া **সন্তোষ** দান করে যে। ❒ তোষণকারী, (সাদৃশ্যে) তুলার গদিবিশেষ।

তোষণ : ● সার্ব্বিকভাবে আশ্রিত **তুষ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সর্ব্বপ্রকার তাপ-ধারী কণার বিচ্ছুরণ (দ্বারা তাপ দেওয়ন) চালানো হয় যাহাতে। / যাহার দ্বারা তুষ্টি সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ তোষয়িতা, সন্তোষ-জনন, সন্তোষজনক দ্রব্যমাত্র।

তোষামোদ : ● **তোষ**করণ করিয়া আমোদিত করা হয় যাহাতে; অথবা, **সন্তোষ** সাধন করিয়া খুশী করা হয় যাহাতে। ❒ চিত্তরঞ্জন, স্তাবকতা।

ত্য : ● তারী থাকে যাহাতে; অথবা, তারীর যাওয়ার ফল যাহাতে; কিংবা, নিঃসারিত যে।

ত্যক্ত : ● ত্যক (নিঃসারিত করণ) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে (স্বক্ষেত্র হইতে কোনো কিছু) নিঃসারিত করিয়া তারিত করা হইয়াছে; অথবা, যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। ❒ পরিত্যক্ত, বর্জিত।

ত্যজন : ● ত্য (নিঃসারিত) জনিত হওয়া অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে (স্বক্ষেত্র হইতে) নিঃসারিত সত্তার জনন করা চলে। ❒ বর্জন, ত্যাগ, পরিহারকরণ।

ত্যাগ : ● **ত্য**-এর (নিঃসারিতের) আধারের গমন যাহাতে; অথবা, যাহাতে (নিজের কোনো কিছু) নির্গত করিয়া দেওয়া হয়। ❒ ছাড়া, বর্জন, পরিহার।

ত্যাগী : ● **ত্যাগ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে (নানা কিছু) ত্যাগ করে বা করি-য়াছে। ❒ ত্যাগকারী, বিরাগী, সংযমী।

ত্র : ● তারণেচ্ছা রহে যাহাতে; অথবা, তারণ করে যে; অথবা, 'তারিত হইব, তরে যাব, ত্রাণ কর', এইরূপ ভাব বা একান্ত অস্বস্তি যাহাতে; অথবা, বর্ত্তমান অবস্থা ত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থায় যাইব, এইরূপ ভাব যাহাতে। ❒ একান্ত অস্বস্তি।

ত্রপা : ● **ত্র** (অস্বস্তি) পালিত হয় যে আধারে; অথবা, যাহার পক্ষে তদবস্থায় থাকা অস্বস্তিকর; অথবা, বর্ত্তমান অবস্থার (কুলের) পরিধিতে বাহিরিবার জন্য টঙ্কার করে যে (নারী)। ❒ লজ্জা, ব্রীড়া, কুলটা।

ত্রপু : ● **ত্র** (অস্বস্তি) পালন নবরূপে উত্তীর্ণ

যাহাতে; অথবা, অস্বস্তি লইয়াই তদবস্থায় থাকে যে; অথবা, যাহাকে তরল করিলেই সমস্ত অস্বস্তিকর উপাদান ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হয় যে। ❒ সীসক (সীসা), রঙ্গ, রাঙ। ❋

ত্রয় : ● **ত্র** (নবাবস্থায় গমন) চলে যাহাতে; অথবা, (পুরুষ-প্রকৃতি স্বরূপ পূর্ব্বাবস্থা হইতে নির্গত হইয়া) নতুন দেহে চলমান যে। ❒ ত্রি-অবয়ব, ত্রিসংখ্যক, ত্রিসংখ্যা, তৃতীয়।

ত্রস : ● **ত্র**-এর (অস্বস্তির) কারণে পূর্ব্বাবস্থা হইতে বিসর্জ্জিত (বা বিতাড়িত) যে; অথবা, (মূল দেহ হইতে বিসর্জ্জিত হইয়া) যে একা একা ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ❒ গতিশীল, জঙ্গম।

ত্রসন : ● **ত্রস** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ত্রস**করণ (...বিসর্জ্জন) চলিতে থাকে যাহাতে। ❒ ত্রাস, ভয়, উদ্বেগ।

ত্রসর : ● **ত্রস** রহে যাহাতে; অথবা, একা একা ছুটিয়া বেড়ানো রহে যাহাতে; অথবা, যাহা এদিক হইতে ওদিকে এবং ওদিক হইতে এদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। ❒ সূত্রবেষ্টন, তাঁতির মাকু।

ত্রসরেণু : ● **ত্রস**কৃত যে রেণু; অথবা, যে রেণু বিসর্জ্জিত হইয়া একা একা ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ❒ ত্রস (জঙ্গম) রেণু, ছিদ্রাগত আলোক রশ্মিতে ভাসমান ধূলিকণা, ছয় পরমাণুর সমষ্টি। ❋

ত্রস্ত : ● **ত্রস** তারিত যাহাতে; অথবা, যে **ত্রস**-প্রাপ্ত হইয়াছে; অথবা, একা একা এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে যে। ❒ ভীত, সন্ত্রস্ত, ত্রাসযুক্ত, কম্পিত।

ত্রা : ● **ত্র**-এর আধার যে; অথবা, তারণ (তারণ করা বা তারণেচ্ছা) থাকে যাহাতে। ❒ তারণকর্ম্মাদি।

ত্রাণ : ● **ত্রা** (তারণকর্ম্ম) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে তারণকর্ম্ম বা উদ্ধারকরণ চলিতে থাকে। ❒ রক্ষা, উদ্ধার, রক্ষা করা, উদ্ধার করা।

ত্রাত : ● **ত্রা** (তারণকর্ম্ম) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে তারণ করা হইয়াছে। ❒ ত্রাণপ্রাপ্ত, উদ্ধারপ্রাপ্ত, রক্ষাপ্রাপ্ত।

ত্রাতা : ● **ত্রাত**-এর আধার যে; অথবা, **ত্রাত**করণ করে যে। ❒ ত্রাণকারী।

ত্রাস : ● **ত্রস** হইতে জাত; অথবা, একা করিয়া দিয়া বিসর্জ্জন বা বিতাড়ন হইতে যাহা জন্মায়। ❒ ভয়, ভীতি, শঙ্কা।

ত্রাসন : ● **ত্রাস** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ত্রাস**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ❒ ত্রাসজনক, ভয়ঙ্কর, ত্রাস সঞ্চারকারী।

ত্রাহি : ● **ত্রাহ** (তারণকর্ম্মের হওয়ন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, 'তারণ করা হউক' এই সক্রিয়তা যাহাতে; অথবা, ত্রাণ কর, ত্রাণ কর, এই আবেদন যাহাতে। ❒ ত্রাণ কর, উদ্ধার কর।

ত্রি : ● **ত্র** (...তৃতীয় অবস্থায় গমন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, পূর্ব্বতন আধার-আধেয় (বা পুরুষ-প্রকৃতি) হইতে বিসর্জ্জিত হইয়া নববস্থায় সক্রিয় যে; অথবা, দ্বৈতাবস্থা হইতে নির্গত হইয়া তৃতীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছে যে। ❒ ত্রিসংখ্যক, তিন। ❋

ত্রিঃ : ● **ত্রি** (তিন) বিসর্জ্জিত যাহাতে; অথবা, **ত্রি**করণ সম্পূর্ণ যাহাতে। ❒ ত্রিবার, তিনবার।

ত্রিকলিঙ্গ : ● **ত্রি** (তিন) **কলিঙ্গ** যাহাতে; অথবা, (মধ্যযুগে) যে তিনটি দেশে কল-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। ❒ বর্তমান উড়িষ্যা ও অন্ধ্র-

প্রদেশের অধিকাংশ। (সুবর্ণরেখা হইতে কর্ণাটকের উত্তর সীমা পর্যন্ত পূর্ব্বকালে 'কলিঙ্গ' নামে বিখ্যাত ছিল। এই দেশ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল বিধায় 'ত্রিকলিঙ্গ' বলিয়া উল্লিখিত হইত, উত্তর বা উৎকলিঙ্গ উক্ত দেশের উত্তর ভাগের নাম ছিল। ... অপর তেলিঙ্গা শব্দও ত্রিকলিঙ্গ শব্দের আত্মীয়।)

ত্রিকূট : ● ত্রি কূট যাহার; অথবা, বিধানকূট বিধিকূট ও শাসনকূট রূপ ত্রিশৃঙ্গ সমন্বিত রাষ্ট্রব্যবস্থা যাহাতে। (একালে লেজিসলেটিভ, জুডিশিয়ারি ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ শীর্ষ সমন্বিত রাষ্ট্রব্যবস্থা তাহারই আধুনিক রূপ)। ❒ ত্রিশৃঙ্গ যুক্ত, লঙ্কার আধার পর্ব্বতবিশেষ। ✱

ত্রিতাপ : ● ত্রি তাপ যাহাতে; অথবা, তিন প্রকার (আমিত্ব-দখলজাত, অকৃত্রিম-বিশ্ব প্রদত্ত, ও কৃত্রিম-বিশ্ব প্রদত্ত সুখ ও দুঃখ) সন্তাপ যাহাতে। ❒ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক - এই তাপত্রয়। ✱

ত্রিপথগামিনী : ● যে (ধারা) তিনটি পথ দিয়া গমন করিয়া থাকে। ❒ **গঙ্গা**, পণ্যস্রোত, (সাদৃশ্যে) গঙ্গানদী। ✱

ত্রিপল : ● ত্রি (তিন) **পল** (পালনকারী লালিত) যাহাতে। ❒ মোটা ঘন বোনা চট বা কাপড়ের আবরণী।

ত্রিপাৎ : ● তিনটি পা যাহার। ❒ পাদত্রয়যুক্ত, তিন-পোয়া, ত্রিবিক্রম, বিষ্ণু। ✱

ত্রিপিটক : ● পিটক বা পেঁটরার ন্যায় তিনটি অধ্যায় আছে যাহার। ❒ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ।

ত্রিপুর : ● ত্রি পুর যাহাদের। ❒ ত্রিপুরের অধিপতি অসুরত্রয় — তারকাক্ষ, কমলাক্ষ, ও বিদ্যুন্মালী, অসুরত্রয়ের সৌবর্ণ রাজত ও আয়স পুরত্রয়, শিব। ✱

ত্রিপুরা : ● **ত্রিপুর**-এর আধার যে; অথবা, শিবের আধারশক্তি যিনি; কিংবা, শিবশক্তির আধারস্বরূপ যে দেশ। ❒ (তন্ত্রের) ত্রিপুরা-সুন্দরী দেবী, ত্রিপুরা দেশ।

ত্রিবেণী : ● ত্রি বেণী যাহার; অথবা, সমাজের জ্ঞানধারা, সরকারী বিলিব্যবস্থার ধারা ও বেসরকারী পণ্যধারা যে ধারাসঙ্গমে আসিয়া মিলিত (আবদ্ধ) হয়; অথবা, মধ্যযুগে বঙ্গের যে ধারাসঙ্গম হইতে তিন দিকে সেগুলি বিমুক্ত হইয়া প্রবাহিত হইত; কিংবা, যেখানে ত্রিধারায় আমদানি (বদ্ধবেণী) এবং ত্রিধারায় রপ্তানি (মুক্তবেণী) সক্রিয় থাকে। ❒ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর যুক্ত প্রবাহত্রয়, দক্ষিণ প্রয়াগ তীর্থ (বদ্ধবেণী), হুগলী জেলার মুক্তবেণীতীর্থ। ✱

ত্রিভুজ : ● ত্রি (তিন) **ভুজ** (ভোজনসাধন) যাহার; অথবা, তিন হাত যাহার। ❒ তিন হাতবিশিষ্ট, তিনটি সরলরেখা বেষ্টিত ক্ষেত্র।

ত্রিলোক : ● ত্রি (তিন) লোক যাহাতে; অথবা স্বর্গ (মানসলোক), মর্ত্ত (বাহ্যলোক) এবং **পাতাল** যাহাতে। ❒ স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল।

ত্রিশিরাঃ : ● ত্রি শিরঃ-এর আধার যে; অথবা, রাজকোষের সম্পদ, ধনপতিদের সম্পদ ও জনসাধারণের সম্পদ এই তিন তেজের আধার যে। / ত্রি শিরঃ যাহার। (ব.শ.)। ❒ মস্তকত্রয়যুক্ত, কুবের। ✱

ত্রুটি : ● ত্রু (ত্র নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে) সক্রিয়ভাবে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে অসুবিধাদি হইতে ত্রাণ করা বা শুধরাইয়া লওয়া উচিত তাহাকে শুধরাইয়া লওয়া যায়নি বা হয়নি যাহাতে। ❒ অক্ষমতা, অঙ্গহীনতা, ক্ষতি, স্খলন, অপরাধ।

ত্রে : ● ত্র (তৃতীয় অবস্থায় গমন) দিশাগ্রস্ত যাহাতে। দ্র. ত্রি। ❒ ত্রি (ত্রেতা, ত্রেধা) ✱

ত্রেতা : ● ত্রে (তৃতীয় অবস্থায় গমন দিশাগ্রস্ত

হইয়া) তারিত যে (যুগে); অথবা, তিন পুণ্যকর্ম্মকে লইয়া চলমান হয় যে যুগ। ❐ দ্বিতীয় যুগ, ত্রেতাযুগে পুণ্য ত্রিপাদ এবং পাপ এক পাদ। ✱

ত্রৈ : ● **ত্রে**-এর (তৃতীয়াবস্থায় গমনের দিশাগ্রস্ত) আধার যাহাতে। ❐ ত্রি (ত্রৈগুণ্য, ত্রৈবার্ষিক ... ইত্যাদি।)

ত্রৈলোক্য : ● **ত্রিলোক**-জাত থাকে যাহাতে। ❐ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বিষয়ক।

ত্ব : ● তারীর (তৎ-তারীর) বহন থাকে যাহাতে; অথবা, যথা, ঘন-তারীর বহন থাকে ঘনের **ত্ব**-এ বা ঘনত্বে। ❐ ঘনত্ব, মমত্ব, স্বত্ব।

ত্বক : ● **ত্ব** (... তারীবহন) করে যে; অথবা, তারীকে (অবয়বকে) বহন করে যে; অথবা, দেহকে আবৃত করিয়া বাহিত রাখে যে। ❐ চর্ম্ম, ছাল, স্পর্শগ্রাহক বাহ্যেন্দ্রিয়, সর্পচর্ম্ম, কঞ্চুক, গুড়ত্বক, দালচিনি। ✱

ত্বকসার : ● **ত্বকই** সার যাহার। ❐ বাঁশ, রন্ধ্রপ্রধান বংশ, তলতা বাঁশ।

ত্বগজ : ● **ত্বগ** (দেহকে আবরণ করিয়া বহনপূর্ব্বক গমনকারী) হইতে জাত যে। ❐ রুধির, রোম।

ত্বর : ● **ত্ব** (তারীবাহক) রহে যাহাতে; অথবা, তারণেচ্ছার তীব্রতা যাহাতে; অথবা, বেগ, গতি, দ্রুততা প্রভৃতি রহে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে গামীর বিলম্ব বা তারণেচ্ছার তীব্রতা (**ত্বর**) সয় না। ❐ বিলম্ব, দেরি, বেগ।

ত্বরণ : ● **ত্বর** (তারণেচ্ছার তীব্রতা, বেগ) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ বেগের ক্রমবৃদ্ধি।

ত্বরা : ● **ত্বর**-এর (বেগের) আধার যে; অথবা, যাহাতে শীঘ্রকরণ থাকে। ❐ দ্রুততা, শীঘ্রতা, ব্যস্ততা, তাড়া।

ত্বরিত : ● **ত্বর** (বেগ) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যে শীঘ্রতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ❐ বর্দ্ধিতবেগ, দ্রুত, ক্ষিপ্র।

ত্বষ্ট : ● **ত্বষ** (তারীবাহকের দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, বাহ্যিক বা মানসিক প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় তক্ষণ করা হইয়াছে যাহাতে; অথবা, যাহাকে চাঁছিয়া বানানো হইয়াছে। ❐ তনুকৃত, কৃশীকৃত।

ত্বষ্টি : ● **ত্বষ্ট** (তনুকৃত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ত্বষ্ট**করণ সক্রিয় যাহাতে। ❐ তনুকরণ, তক্ষণ, চাঁছা।

ত্বষ্টা : ● / তক্ষণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ তক্ষণাদিব্যাপার-উপেত, সূত্রধর, ছুতার, আদিত্যগণের একতম, বিশ্বকর্ম্মা। ✱

থ

থ : ● তারী তারণপূর্ব্বক স্থিত যাহাতে (ত্ + হ্ = থ্); অথবা, যাহা তারণপূর্ব্বক গমন করিয়া স্থির রূপ লাভ করিয়াছে; অথবা, তারণ যেখানে গিয়ে থেমে যায় বা থিতু হয়; কিংবা, ভয়াবহ বা বিস্ময়কর কিছু দেখিয়া শুনিয়া লোকে যেরূপ **থ** (নড়চড়-হীন বা স্তম্ভিত) হইয়া যায়। ❐ তারণস্থিত, তারণপূর্ব্বক স্থিত, তারিত ও স্থিত, থিত, থিতু, থ-হওয়া, থাকন, থিতু হওয়া।

থই : ● থিতু সত্তা গতিশীল যাহাতে; অথবা, স্থির প্রচুর জলের উপরিতলে যে উচ্চনীচ (~~) ভাব বা তরঙ্গ (ঢেউ) হয়, তাহার উচ্চ দিক যাহাতে। দ্র. **অথৈ**। ❐ জল-তরঙ্গের বা ঢেউয়ের উচ্চ দিক, থৈ। ✱

থই-থই : ● **থই**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে বৃহদাকার জলাশয়ের জলের উপরিতলে অজস্র **থই** (**থৈ**) দৃষ্ট হয়। ❐

প্রচুর জলে ভরপুরভাব প্রকাশ। ❋

থক : ● থ (তারণস্থিত বা থিতু) করে যে; অথবা, যাহাকে (যে আধা-তরল সত্তাকে) তারিত করিয়া স্থিত বা থিতু করা হয়; কিংবা, তরলাদি অংশকে তারিত করায় তাহার যে অংশ পড়িয়া থাকে বা স্থিত হয়; অথবা, তরলাদি তারিত করা হইয়াছে যাহা হইতে। ◘ ক্বাথ, কাদা-প্রায় বস্তু, জ্বাল দিয়া গাঢ় করা বা তদ্রূপে লব্ধ বস্তু, থুথু ফেলার আওয়াজ।

থকথক : ● **থক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ⊓ তরল বস্তুর প্রায়-ঘনীভূত বা জমাট ভাব, কাদার মতো সামান্য গাঢ় কিন্তু তরলতাসূচক।

থকথকে : ● **থকথক** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা **থকথক** করে। ◘ ঈষৎ গাঢ় বস্তু।

থকা : ● **থক**-এর আধার যে; অথবা, **থক**-করণ বা শ্রমশক্তি তারিতকরণ চলে যাহাতে (যাহা হইতে); অথবা, শ্রমশক্তি তারিত-করণের (ঘামজল নির্গতকরণের) ফলে শ্রমকারী যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ⊓ পরিশ্রমের ফলে অবসন্ন হওয়া, হাঁপিয়ে যাওয়া।

থকান : ● **থকা** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ অবসন্নতা, পরিশ্রান্ত, ক্লান্তি।

থতমত : ● থ (...থিতু) তারিত যাহাতে এবং ম (সীমায়ন) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে স্থিতাবস্থা নড়িয়া যায় এবং পুনরায় তদবস্থায় ফিরিয়া আসে; কিংবা, যাহাতে বক্তার (মুখ ও জিহ্বার অথবা মনের) স্থিতাবস্থা বিচলিত হয় এবং অবিচলিত থাকার চেষ্টা করে। ⊓ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার ভাবসূচক, ইতস্তত, স্থিতের মতো। ❋

থন : ● থ (...থিতু হওয়া) অন যাহাতে; অথবা, যাহাতে দুধ আসিয়া স্থিত হইয়া থাকে। ◘ গোস্তন।

থপ : ● থ (তারণপূর্ব্বক স্থিত হওয়ন বা থাকন) পালিত যাহাতে; অথবা, আগন্তুককে সাদরে গ্রহণ করে যে; অথবা, যাহার উপর পড়িলে **থপ** (থাক, পান কর, পালিত হও) করিয়া শব্দ হয়। ◘ হঠাৎ বসার ভাব, কাদার মতো নরম কিছুতে পড়ার শব্দ ...।

থপথপ : ● **থপ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, অতিথি-বাৎসল্য স্বভাব যাহার (যে জনগোষ্ঠীর)। ◘ কাদার আধা-শক্ত ভাব, স্থবিরের ধীর-দুর্ব্বল পদক্ষেপের ভাব ...।

থপথপে : ● যাহা **থপথপ** করে। ⊓ কাদার আধা-শক্ত ভাব, ধীর-দুর্ব্বল পদক্ষেপের ভাব।

থপাস : ● **থপ**কারীর আত্মবিসর্জ্জন বা নিজেকে ছাড়িয়া দেওয়ার ভাব যাহাতে। ⊓ অবসন্নের বসিয়া পড়া।

থপাস-থপাস : ● **থপাস**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, স্থবিরের ন্যায় ধীরদুর্ব্বল পদক্ষেপের ভাব যাহাতে। ◘ ক্রমাগত থপাস করা বা তাহার ধ্বনি।

থম : ● থ (থাকন) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, তারিত হইতে হইতে স্তম্ভিত হইয়া বা **থম** মারিয়া নড়চড়হীন হইয়া গিয়াছে যে। ◘ স্তম্ভিত, স্তম্ভন, সঙ্কুচিত অনড় স্থিতি।

থমক : ● **থম** করে যে; অথবা, যে **থম** করিয়া করিয়া চলে। ◘ ঠমকবাদ্য, মন্থরভাব, সহসা থামিয়া চলন, থমকাইয়া যায় এমন।

থমকান : ● **থমক** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ চলমান বা কার্য্যরত অবস্থায় সহসা থামা, ভয়ে বা বিস্ময়ে কাজে হঠাৎ বিরতি দেওয়া।

থমকানি : ● **থমকান** সক্রিয় যাহাতে। ◘ চলিতে চলিতে বা করিতে করিতে হঠাৎ বিরতি।

থমথম : ● **থম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে;

অথবা, যাহা তারিত হইতে হইতে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া বা **থম** মারিয়া গিয়া গুমরাইতেছে। ❒ নিথর বা নিশ্চলতা বা আচ্ছন্নতার ভাব-জ্ঞাপক, জলভারাক্রান্ত ভাববোধক।

থমথমা : ● **থমথম**-এর আধার যে। ❒ স্রোতের থামা-থামা ভাব, প্রায় স্রোতোহীনতা।

থমথমে : ● **থমথম** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা **থমথম** করে। ❒ নিস্তব্ধ, নিঝুম, স্থির ও ঘোর, রসভারী, জলভারাক্রান্ত।

থর১ : ● থ (থাকন) রক্ষিত যাহাতে; অথবা, যে তারিত ও স্থিত সত্তা কঠিন রূপ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিংবা, যাহা (যে মরুভূমি) **থরে থরে** গড়িয়া উঠিয়াছে। ❒ স্তর, থর মরুভূমি, (সাদৃশ্যে) পরত, থাক। *

থর২ : ● থ (থাকন) রক্ষিত যাহাতে; অথবা, যে স্থির সত্তা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো অস্থির হয়; অথবা, যে কঠিনভাবে স্থিত সত্তা (ভয়, বিস্ময়, বহিরাক্রমণ, শীত প্রভৃতির কারণে) আরও সঙ্কুচিত বা আরও ঘন হইতে চেষ্টা করে (ফলে তাহার অবয়বে একপ্রকার অস্থিরতা বা কম্পন পরিলক্ষিত হয়)। ❒ আত্মসঙ্কোচন, কম্পমান।

থরথর : ● **থর**২-এর বা **থর**করণের পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে স্থির সত্তা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; অথবা, যে কঠিন সত্তা বারংবার **থর**করণ করিতেছে বা কাঁপিতেছে। ❒ ভয়ে বা শীতে কাঁপা, দ্রুতকম্পন-ভাব। *

থরথরা : ● **থরথর**-এর আধার যে; অথবা, **থরথর**-করণ চলে যাহাতে; অথবা, যে **থরথর** করে বা **থরথর** করিয়া কাঁপে। ❒ কম্পিত হওয়া, কাঁপা, ভয়াদিতে বিহ্বল হইয়া কাঁপা।

থরথরানি : ● **থরথরা** সক্রিয়ভাবে অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **থরথর** করিয়া কম্পন চলিতেছে যাহাতে। ❒ নড়িতেছে এমন কাঁপুনি।

থরহর : ● **থর**২ ও **হর** (পূর্ব্ববৎ হওয়া রহে যাহাতে) যাহাতে; অথবা, যাহা **থর**২ করিয়া যতখানি অস্থির হয়, **হর** করিয়া ততখানি স্থির হইয়া যায় (ফলে, দু-দিক দিয়া কম্পন হইতে থাকে)। ❒ অধিক কম্পিত হওয়া, দ্রুতকম্প-প্রাপ্ত হওয়া। *

থরহরি : ● **থরহর** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **থর**২ করিয়া অস্থির ও **হর** করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্থির হওয়ন পুনঃ পুনঃ চলে যাহাতে। ❒ প্রবল কম্পন, **থরহরি**-কম্পমান ...। *

থরে-থরে : ● **থরে-থরে** বা স্তরে-স্তরে (যাহাতে)। ❒ স্তরে-স্তরে, থাকে-থাকে।

থরে-বিথরে : ● **থরে** ও **বিথরে** যাহাতে; অথবা, যাহা স্তরে এবং বিকল্প স্তরে বর্ত্তমান। ❒ নানা স্তরে, কিছুটা থাকে-থাকে এবং কিছুটা বেথাকে বা এলোমেলো।

থল১ : ● থ (তারণস্থিত বা থাকন) লালিত যাহাতে; অথবা, তারিত হইয়া স্থিত হওয়নকে লালন করে যে (স্থান-কাল-পাত্র)। ❒ স্থল, ভূমি, ডাঙ্গা, তট।

থল২ : ● থ (তারণস্থিত বা থাকন) লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, তারণস্থিতকে গ্রহণ করিয়া উদ্বৃত্ত হইয়া উঠে যে। ❒ বাড়তি হওয়া, স্থূল হওয়া।

থলকমল : ● **থল**১-এ (স্থলে) যে কমল জন্মায়। ❒ স্থলপদ্ম।

থলথল : ● **থল**২-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ স্থূলতা হেতু শিথিল মাংসের স্পন্দনভাব, স্পন্দন, কম্পন।

থলথলে : ● যে **থলথল** করে। ❒ স্থূল অথচ নরম, বাড়তি।

থলি : ● **থল**[১] সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা স্থল বা **থল**[১]-এর ন্যায় আচরণ করে (নিজ মধ্যে গ্রহণ করিয়া ধরিয়া রাখে)। ⌐ বস্ত্রাদির আধারবিশেষ, ঝুলিমাত্র।

থলিয়া : ● **থলি** যায় বা চলে যে আধারে; অথবা, যাহা বেশ কয়েকটি **থলি**কে (**থলি**-সমান মালপত্রকে) ধারণ করিতে পারে। ⌐ বড় ঝুলি, চটের বস্তা।

থলিয়াত : ● **থলিয়া** তারিত যাহাতে; অথবা, যে ব্যক্তি বড় ঝুলি বা বস্তার ন্যায় বহু মালপত্র গ্রহণ করিয়া রাখে। / চোরেরা যাহার ঘরে অপহৃত দ্রব্য রাখে। (ব.শ.)। ❐ (সাদৃশ্যে) চোরাই মালের আড়তদার বা মজুতদার, থলেট, থৈলতদার।

থলিয়াতি : ● **থলিয়াত** কর্ম্ম সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে **থলিয়াত**-এর কর্ম্ম করে। (দ্র. **জালিয়াত**)। ❐ চোরাই মালের আড়তদারি; (একালের ভাষায়) 'অফসোর ব্যাঙ্কিং'।

থলে : ● **থল**[১] দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, **থল** ক্ষুদ্র অস্তিত্বটুকু লাভ করিয়া চলে যাহাতে। ⌐ ছোট ঝুলি।

থলেট : ● **থলে** টঙ্কারিত যাহাতে। ⌐ **থলিয়াত**।

থলো : ● **থল**[১]-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **থল**[১] নবরূপে উত্তীর্ণ আধার রূপে থাকে যাহাতে। ⌐ '**থলির মত**', থোকা, গোছা।

থা : ● **থ**-এর আধার যে; অথবা, **থ** (তারণস্থিত, থাকা, রাখা) থাকে যাহাতে; অথবা, স্থিতকরণ করা হয় যাহাতে।

থাউকা : ● **থা**-কে (তারণস্থিত সত্তাকে) নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, স্থিতসত্তার সাময়িক সমগ্রকরণ বা **মোটামুটি**করণ করা হয় যাহাতে। ⌐ থোক অংশ, মোটের উপর।

থাক : ● **থক** হইতে জাত; অথবা, **থা**করণ (থিতুকরণ) করা হয় বা রাখা হয় যাহাতে (যে ভাবে, যে স্থানে)। ❐ স্তর, তাক, পরত, অবস্থান করা, স্থিত হও, স্থিত হওয়া ...। ✱

থাকন : ● **থাক** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **থাক**করণ বা স্থিত হওয়ন চলিতে থাকে। ❐ অবস্থান, স্থিতি।

থাকবস্তা : ● **থাক** কৃত **বস্তা** (বসবাস তারিত) যাহাতে। ❐ জমির সীমা পরিমাণ কর প্রজা ইত্যাদি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক গ্রামের সমস্ত জমির জরিপ।

থাকা : ● **থাক**-এর আধার যে; অথবা, **থাক**করণ করা হয় যাহাতে। ❐ অবস্থান, বাস, বাস করা, বেঁচে থাকা, দখলে থাকা, টেকা, জীবিত থাকা ... ইত্যাদি।

থাকি : ● **থাক** সক্রিয় যাহাতে। ❐ অবস্থান করি, স্থিত হই ... ইত্যাদি।

থাকিয়া (থেকে) : ● **থাক** সক্রিয় হইয়া যায় যাহাতে। ❐ অবস্থান করিয়া, (গৌণভাবে) বিশ্লেষার্থক ক্রিয়াযোগে ব্যাপকভাবে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি — '**হইতে**'।

থাকে-থাকে : ● দিশাগ্রস্ত **থাক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, **থাক**-এর পর **থাক** রহে যাহাতে; কিংবা, **থাকা**র পর **থাকা** রহে যাহাতে। ❐ স্তরে স্তরে, পরতে পরতে; "ইঁদুরের তিন মাগ — ভানে কোটে খায় দায়, **থাকে থাকে** যায় যায়।"

থাড় : ● **থা**-এর উড়ান সম্ভব যাহাতে; অথবা, তারণস্থিত সত্তা যে অবস্থানে স্থিত হইয়া বা খাড়া হইয়া সক্রিয় হইতে পারে। ⌐ দণ্ডায়মান, স্থিতকরণ; দাঁড় করানো।

থাতা : ● **থা** (থিতুকরণ) তারিত হয় যে আধারে; অথবা, যাহাতে **থা**-কে তারিত করিয়া রাখা হয়। ❐ স্থিত করা, শান্ত করা।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

থাতান : ● **থাতা** অন (চলমান) যাহাতে। ◘ সুস্থিরকরণ, থিতানো, শান্ত করা।

থাতামুথা : ● **থাতা** ও **মুথা** (নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়িত সত্তা থাকে যে আধারে); অথবা, যাহাতে শান্ত করা ও খানিকটা অকষ্টবদ্ধ (কষণশিথিল) করা হয়। ◘ ঘাসপাতা, অতি সামান্য, কোনোরূপে ঠেকা দেওয়া, মিথ্যা আশ্বাস, কোনো প্রকারে কার্য্যসাধন চেষ্টা।

থান : ● **থন** হইতে জাত; অথবা, থাকা অন (চলমান) যাহাতে; কিংবা, (লোকজন, ভক্তগণ, সূত্রাদি, খাদ্যাদি, ক্ষমতাদি) তারিত হইয়া গিয়া স্থিত হয় বা থামে যাহাতে (যে স্থানে); অথবা, আগন্তুকদিগের লইয়া যে সত্তা একটি অখণ্ড সত্তা হইয়া উঠিয়াছে। ◘ স্থান, ঠাঁই, নিকট, পীঠস্থান, এক তানায় বোনা অখণ্ডিত বস্ত্র, অখণ্ড, এক, গোটা।

থানইঁট : ● **থান** স্বরূপ যে ইঁট; অথবা, অখণ্ড যে ইঁট। ◘ গোটা ইঁট।

থানকুনী : ● **থান**কে সক্রিয়ভাবে **কুন** করে যে আধারশক্তি; অথবা, খাদ্যাদির গমন-স্থানকে (জঠরাগ্নিকে বা পাচকশক্তিকে) অতি গরম হইতে না দিয়া **কুনকুনে** গরম রাখে যে। ◘ বন্য শাকবিশেষ। *

থানা : ● **থান**-এর আধার যে; অথবা, ক্ষমতাদির আধারেরা তারিত হইয়া গিয়া স্থিত হয় বা থাকে যে স্থানে। ◘ চৌকির স্থান, প্রহরীর আড্ডা, পুলিশের চৌকি। *

থাপ : ● **থপ** হইতে জাত; অথবা, **থা**করণ (স্থিতকরণ) পালন করা হয় যাহাতে (যে আচরণে, যাহা দ্বারা)। ◘ স্থাপন করা, রাখা, নিবিষ্ট করা, করতলের চাপ।

থাপক : ● **থাপ** বা স্থাপন করে যে। ◘ প্রতিষ্ঠাতা, স্থাপনকারী।

থাপড় : ● **থাপ**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, ◘ চাপড়, (আদরে, শিশুর নিদ্রায়) মৃদু করাঘাত।

থাপড়া : ● **থাপড়**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **থাপড়**করণ চলে। ◘ চাপড়, থাপড় মারা, চড়ান, করতলপ্রহার, চপেটাঘাত।

থাপড়ান : ● **থাপড়া** চলমান যাহাতে। ◘ থাপ্পড় বা চড় মারা, চপেটাঘাত করা।

থাপ্পড় : ● **থাপ** পড়ে যাহা দ্বারা। ◘ থাপড়।

থাপা : ● **থাপ**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে (যে আচরণে) **থাপ**করণ করা থাকে; অথবা, যাহা দ্বারা কাহারও উপরে কোনো কিছু স্থাপন বা **থাপন** করা হয়; কিংবা, যাহারা খাড়াই পর্ব্বতেও **থপথপ** করিয়া হাঁটিতে পারে অথবা পর্ব্বতেও নিজেদের স্থাপন বা **থাপন** করিয়াছে। ◘ উবুড় করতল বা কোষ, করতল বা তজ্জাতীয় হাতিয়ার, নেপালবাসী।

থাপাগোঁজা : ● **থাপা** ও **গোঁজা** চলে যাহাতে; অথবা, কাহারও উপরে **থাপ**করণ করা এবং ছিদ্রে কোনো কিছু গুঁজিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, পুরনো খড়ের চালের উপর হইতে নতুন খড় **থাপন** করিয়া বা গুঁজিয়া দিয়া ছিদ্রাদি বন্ধ করা হয় যাহাতে। ◘ মেরামত করা, সারান, ঠেকা দেওয়া।

থাব : ● **থব** (তারণস্থিতের আধার স্থিতাবস্থা-বাহী) হইতে জাত যে; অথবা, হাতের তালু (বা তজ্জাতীয় কোনো হাতিয়ার) দ্বারা **থব** করণ করা হয় যাহাতে। ◘ (আদরে, শিশুর নিদ্রায়) মৃদু করাঘাত।

থাবড় : ● **থাব**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **থাব**করণ করা হয়। ◘ থাপড়, ছাদ পেটানোর কাঠের **থাবনা**।

থাবড়া : ● **থাবড়**-এর আধার যে; অথবা, **থাবড়** মারা হয় যাহাতে; কিংবা, **থাবড়** মারা হইয়াছে যাহাতে (ফলে যাহা চেপ্টা হইয়া গিয়াছে)। ⌐ চাপড়, থাপড়ান, চেপ্টা (নাক), উপবেশনে ভূমিতে পাছার ভর।

থাবড়ান : ● **থাবড়া** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **থাবড়া**করণ চলিতেছে যাহাতে। ⌐ চড় মারা, ধমক দেওয়া, শাসন করা।

থাবড়ি : ● **থাবড়** সক্রিয় যাহাতে। ⌐ দুই করতলে ভর দিয়া মাটিতে সমস্ত দেহভার স্থাপন করিয়া উপবেশন, থাবা মারিয়া গ্রহণ।

থাবা : ● **থাব**-এর আধার যে; অথবা, **থাব**করণ চলে যাহাতে বা যাহা দ্বারা। ⌐ শ্বাপদের পদচিহ্ন, চতুষ্পদ জন্তুর সম্মুখস্থ পদদ্বয়, করতল।

থাম : ● **থম** হইতে জাত; অথবা, **থা**করণ (স্থিতকরণ) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, (পরিকল্পনা অনুসারে) স্থিতকরণ করিয়া যাহা গড়িয়া ওঠে। ⌐ স্তম্ভ, ইটপাথরের খুঁটিবিশেষ, স্তব্ধ হওয়া, স্থির বা নিশ্চল হওয়া, বন্ধ হওয়া (কান্না, গোল, ঝড়, বৃষ্টি) ...।

থামা : ● **থাম**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **থাম**করণ চলে; অথবা, যাহাতে **থামান** হয়। ❒ অগ্রসর না হওয়া, চুপ করা, বিরত বা ক্ষান্ত হওয়া, নিরস্ত হওয়া ...।

থামান : ● **থামা** অন (চলমান) যাহাতে। ⌐ গতিরোধ করা, নিস্তব্ধ করা, ক্ষান্ত করা, বন্ধ করা, শান্ত করা, ঠাণ্ডা করা।

থারি : ● **থার** (**থর** হইতে জাত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, স্থিতের আধার সক্রিয় রহে যাহাতে। ❒ ছোট থালা, স্থালী, পাত্রবিশেষ।

থাল : ● **থল**[১] হইতে জাত; অথবা, যাহাকে **থল**[১] রূপে ব্যবহার করা হয়; অথবা, তারিত হইয়া স্থিত বা প্রদত্ত খাদ্যবস্তুকে লালন করে যে; কিংবা, (মুসলিম বিবাহের ভোজে বরের সহিত) যে বৃহদাকার গোল অগভীর থালায় ৮-১০ জন গোল হইয়া বসিয়া একত্রে ভোজন করে। ❒ খুব বড় ও অগভীর থালা।

থালা : ● **থাল**-এর আধার যে; অথবা, **থাল**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, তারিত খাদ্যবস্তুর স্থিতিকে লালন করে যে (পাত্র)। ❒ থালামাত্র।

থালি : ● **থাল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা ক্ষুদ্র **থাল** রূপে সক্রিয় হয়। ❒ ছোট থালা।

থালিবিথালী : ● **থালী** ও বিথালী (বিকল্প বা বিপরীত **থালী**) যাহাতে; অথবা, যে অবস্থান ও বিকল্প (বা বিপরীত) স্থান সক্রিয়ভাবে খাদ্যবস্তু লালন করে। ⌐ স্থানে-অস্থানে, যেখানে-সেখানে।

থালী : ● **থাল**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ সর্ব্বপ্রকারের থালা।

থাসা : ● (ঘি-কে ময়দায়) **থা**করণ (থিতু-করণ) করিবার উদ্দেশ্যে একরৈখিক শক্তি প্রয়োগ করা হয় যাহাতে (যে আচরণে)। ⌐ মথিত করা, ময়দা চটকান।

থি : ● **থ** (তারণস্থিত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **থ** তদবস্থায় সচল যাহাতে।

থিক : ● **থ** (তারণস্থিতকে) সক্রিয় করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, **থি** করে যে; অথবা, **থ** (স্তম্ভিত) হইয়া যাওয়া সত্তাকে সক্রিয় করে যে; কিংবা, স্থির-অবয়ব-প্রাপ্ত সত্তা সক্রিয় যাহাতে; অথবা, এক দেহধারী সত্তা অন্য দেহধারী সত্তার সহিত মিলিত হয় যাহাতে। ❒ ঘনিষ্ঠ হওয়া বা করা, একত্র হওয়া, ঘন হওয়া। *

থিকথিক : ❒ **থিক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে;

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

অথবা, দেহধারী সত্তাদের একত্রীকরণ বা ঘন হওয়ন যাহাতে। ⊓ বহু দেহের ঘন সমাবেশ, ঘিঞ্জি, ঘৃণাজনক কীট-সমাবেশে পরিপূর্ণভাব, ক্ষুদ্র জীবের রাশীকৃতভাবে একত্র অবস্থানজ্ঞাপক। *

থিত : ● **থি** (থাকন সক্রিয় হইয়া) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা কোনো একটি স্থান-কাল-পাত্রে গিয়া নিশ্চল হইয়া গেছে। ⊓ স্থিত, স্থির, রক্ষিত।

থিতা : ● **থিত**-এর আধার যে; অথবা, **থিত**করণ যাহাতে; অথবা, স্থিত কর, রাখ, থিতু হইতে দাও বা যাহাকে স্থিত করা বা রাখা হইয়াছে। ⊓ স্থিত করা।

থিতান : ● **থিতা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **থিতা**করণ চলিতেছে যাহাতে। ⊓ স্থির হওয়া।

থিতি : ● **থিত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা স্থিতরূপে বর্ত্তমান আছে। ⊓ স্থিতি।

থিতু : ● **থিত** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা এতই **থিত**কৃত হইয়াছে যে তাহাকে আর **থিত** করা সম্ভব নয়। ⊓ স্থায়ী।

থিম : ● সক্রিয় **থ** (তারণস্থিত বা থাকন) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, স্থিত ধারণাদিকে সক্রিয় করিয়া সীমায়িত রূপ দেওয়া হয় যাহাতে। ⊓ অনুষ্ঠানাদির স্থিরীকৃত দর্শন।

থির : ● সক্রিয় **থ** (থাকন) রহে যাহাতে। ⊓ স্থির, অচঞ্চল, প্রবাহহীন, অনিমেষ, শান্ত, অনাকুল, অস্খলিত, নির্দ্ধারিত।

থু : ● **থ** (তারণস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা তারিত হইয়া স্থিত হয় না, অগ্রহণীয় বা ঘৃণ্য বলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) ঠোঁটজোড়া করিয়া থুতু ক্ষেপণ করা হয় যাহাতে। ⊓ ঘৃণায় দূরে ঠেলিয়া দেওয়া, পরিত্যাগ করা; (সাদৃশ্যে) থুতু ফেলার শব্দ, মুখ হইতে খাদ্য ফেলিয়া দেওয়ার শব্দ। ... ইত্যাদি। *

থুক : ● **থু** (... ঠোঁটজোড়া ...) কৃত যাহাতে। ⊓ থুতু, ছেপ, ঘৃণাসূচক, থুতু ফেলার শব্দ।

থুড় : ● **থু**-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ **থ**-এর) গড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা নিজে বা অন্যকে **থুড়** করে; অথবা, যাহাতে ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা হয় না, গুরুত্ব সহকারে নাড়ান ও গড়ান হয় (বস্তুটি তাহাতে ভাঙিয়া গুঁড়া হইয়া যায়)। ⊓ নড়ানড়ি করা বা করানো, কম্পিত হওয়া, মাটির ঢেলা ভাঙা।

থুড়থুড় : ● **থুড়**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ⊓ অতিকম্পিতভাব (শীতে, ভয়ে); মৃদু অথচ ক্রমাগত কম্পনসূচক।

থুড়া : ● **থুড়**-এর আধার যে; অথবা, **থুড়**করণ থাকে যাহাতে। ⊓ কুচি কুচি বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটা, ক্রমাগত আঘাতে ক্লিষ্ট বা প্রহারে জর্জ্জরিত করা, তিরস্কারে বা ভর্ৎসনায় জর্জ্জরিত করা।

থুড়ি : ● **থুড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, নিজেকে বা অন্যকে নাড়াইয়া থামা এবং পুনরায় নড়ানড়ি করা যাহাতে। ⊓ ভুল-চুক, অকার্য্যের প্রত্যাহারসূচক শব্দ, শিশুদের খেলা বন্ধ করার শব্দ ...। *

থুড়থুড়ি : ● **থুড়থুড়** সক্রিয় যাহাতে। ⊓ বার্দ্ধক্য হেতু অতিকম্পিতা, অতিবৃদ্ধা।

থুড়থুড়ে : ● **থুড়থুড়** করে যে। ⊓ অতিবৃদ্ধ।

থুতনি : ● **থু**-কে তারিত করিয়া সক্রিয়ভাবে অন (চলমান) করে যে। ⊓ চিবুক।

থুতু : ● **থু**-এর তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাকে **থু** করিয়া তারণ-পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করা হয়। ⊓ নিষ্ঠীবন।

থুৎকার : ● **থু**-এর তারণ করা হয় যাহাতে (যে আচরণে)। ㄱ থুতু ফেলা, ধিক্কার দেওয়া, ঘৃণা প্রকাশ করা।

থু থু : ● **থু**-করণের পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে বারংবার ঘৃণা বা (সাদৃশ্যে) থুতু নিক্ষেপ করা হয়। ㄱ ছিছি থুথু।

থুপ : ● **থু** (নবরূপে উত্তীর্ণ **থ**) পালিত যাহাতে; অথবা, যথোচিত মর্য্যাদায় **থু** করিয়া (রাখিয়া বা **থো** করিয়া) পালন করা হয় যাহাতে। ㄱ স্তূপ, পুনঃপুনঃ থুপ ধ্বনি, ঢিপি, প্রচুর দ্রব্যের একত্র অবস্থান। *

থুপি : ● **থুপ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সক্রিয়ভাবে **থুপ**করণ চলে যাহাতে (যে **থুপ** বা স্তূপ বা তজ্জাতীয় বস্তুতে)। ㄱ ছোট স্তূপ, পাঁচ**থুপি**, ছোট গুচ্ছ ...।

থুপিঝিঙা : ● **থুপি**র ন্যায় যে ঝিঙা। ㄱ গুচ্ছাকার এক প্রকার ছোট ঝিঙা।

থুব : ● **থু** (নবরূপে উত্তীর্ণ থাকন) বহন করে যে বা বাহিত যাহাতে; অথবা, বিশেষ রূপে (মানুষের ঠোঁট দুটির ন্যায় অনেক ঠোঁটের পাপড়ি ফুটিয়ে উর্দ্ধমুখী পদ্মফুলের ন্যায়) থাকা বাহিত যাহাতে। ㄱ থাক, স্তবক।

থুবড়া : ● **থুব**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, স্ফুটিত পদ্মের উর্ধ্বমুখী গমন থাকে যাহাতে। ㄱ উর্দ্ধমুখ প্রস্ফুটিত পদ্ম বা গোলাপ, বেশি বয়স অবধি অবিবাহিত।

থুবড়ি-দেওয়া : ● **থুব**-এর উড়ান সক্রিয় করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে এক পরিবারের প্রেরিত নবসম্বন্ধের পুষ্পস্তবক বা **থুব** অন্য পরিবারে আসিয়া পড়ে। ㄱ বিবাহের পূর্ব্বে শ্বশুরবাড়ী হইতে তত্ত্ব পাঠানো।

থুবা : ● **থুব**-এর আধার যে। ㄱ গুচ্ছ, স্তবক।

থুবী : ● **থুব**-এর সক্রিয় আধার যে। ㄱ থেবড়া, লেখার কালি শুকাবার বালি ইত্যাদির পুটলি।

থুবু : ● থুব (... ঠোঁটজোড়াপূর্ব্বক ত্যাগ বহন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে আর ঠোঁটজোড়া করিয়া ত্যাগ করার চেষ্টা করে না, সঙ্কুচিত হইয়া তদবস্থ থাকে।

থুম : ● **থু** (নবরূপে উত্তীর্ণ থাকন অথবা ত্যজন) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, (কথাবার্ত্তা বা অন্য কোনো কিছু) **থু** করা বা **থুয়ে** দেওয়া (নিক্ষেপপূর্ব্বক রাখিয়া দেওয়া) বন্ধ যাহাতে। ❐ নির্বাক, অনড়, নিশ্চল।

থে : ● দিশাগ্রস্ত **থ** (থাকন) যাহাতে; অথবা, যে থাকা একদিকে চলে বা একঝোঁকা হইয়া চলে; কিংবা, যে এক বিশেষ দিকে বিকশিত হয় বা আগাইয়া চলে।

থেঁত : ● দিশাগ্রস্ত থাকন রহস্যময়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যে যেভাবে ছিল, তাহার তদবস্থাকে অন্যাবস্থায় তারিত করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ❐ ছেঁচা, পিষ্ট, কোটা।

থেঁতান : ● **থেঁত**করণ অন (চলমান) যাহাতে। ❐ ছেঁচা, পিষ্ট করা, পিষে ফেলা।

থেঁতলান : ● **থেঁত** লালিত হইয়া অন (চলমান) যাহাতে। ❐ পিষ্ট করা, মাড়িয়ে চটকে দেওয়া, পিষে ফেলা।

থেকে : ● থে-কে (স্থিত-এর একটি বিশেষ দিশায় চলিতে থাকাকে) আর এক দিশায় দিশাগ্রস্ত করে যে; অথবা, দিশাগ্রস্ত থাকনের কিয়দংশকে গ্রহণ করিয়া অন্য এক দিশায় দিশাগ্রস্ত করে যে। ❐ থাকিয়া, হইতে, চেয়ে।

থেকো : ● দিশাগ্রস্ত থাকনের সার্ব্বিক আশ্রয় যে; অথবা, বিশেষপ্রকার স্থিতিকরণ হওয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, **থে**-করণ করিও। ❐ থাকিও।

থেবড়া : ● **থে** (দিশাগ্রস্ত থাকন) বাহক গড়ায়, দাঁড়ায়, বা উড়ে যে আধারে; অথবা, **থুব**কে উপর হইতে আঘাত করা হয় যাহাতে। ⊓ ভোঁতা, চেপ্টা, ছড়ান।

থেবড়ান : ● **থেবড়া** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **থেবড়া**করণ করা চলিতেছে। ⊓ ভোঁতা করা, চেপ্টা করা।

থেলেনি : ● **থে** (দিশাগ্রস্ত থাকন) দিশাগ্রস্ত ভাবে লালিত হইয়া সক্রিয়ভাবে চলমান যাহাতে। ⊓ মশলা রাখার কড়াই।

থেলো : ● **থে** (দিশাগ্রস্ত থাকন) লালিত যে সার্ব্বিক আধারে। ⊓ ডাবা, বৃহৎ খোলযুক্ত (হুঁকা)।

থৈ : ● থিতু সত্তার দিশাগ্রস্ত আধার যে; অথবা, বৃহদাকার জলাশয়ের জলের উপরি-তলে বায়ুতাড়িত হইয়া যে দিশাগ্রস্ত তরঙ্গ প্রবাহিত (~~) হয়, তাহার উচ্চ দিক যাহাতে। (**অথৈ**)। □ জলতরঙ্গের বা ঢেউয়ের উচ্চ দিক। *

থৈ-থৈ : ● **থৈ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে বৃহদাকার জলাধারের জলের উপরিতলে অজস্র **থৈ** দৃষ্ট হয়। □ প্রচুর জলে ভরপূরভাব প্রকাশ। *

থো : ● **থু**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **থু**করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা ঘৃণা সহকারে নিক্ষেপ করা হয় না, যথোচিত মর্য্যাদা সহকারে স্থাপিত করা বা রাখা হয়। □ স্থাপন করা, মিল করিয়া রাখা, সঞ্চয় করা, অবশেষ রাখা, সাজাইয়া রাখা। *

থোইকর : ● **থো**-কে (যথোচিতভাবে রাখাকে) সক্রিয় করে যে; অথবা, (ইঁট প্রভৃতিকে) যথাযথভাবে গ্রন্থন করে, গাঁথে, বা রাখে যে। ⊓ রাজমিস্ত্রি।

থোইল : ● **থো** (যথোচিতভাবে রাখা) সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে; অথবা, **থো** করিল যে। □ রাখিল।

থোও : ● **থো**-র (যথোচিতভাবে রাখার) সার্ব্বিক আশ্রয় যে। ⊓ রাখো।

থোওয়া : ● **থোও**-এর যাওয়া যাহাতে। ⊓ রাখা।

থোঁতা : ● **থোঁ** (যথোচিতভাবে রাখার রহস্যরূপ) তারিত যে আধারে। □ মোটা থুতনি, মাংসল চিবুক, স্থূল থুতনিবিশিষ্ট।

থোক : ● **থো** (যথোচিতভাবে রাখা বা বিন্যস্তকরণ) কৃত যাহাতে। ⊓ মোট, একত্রিত, সমষ্টি।

থোকা : ● **থোক**-এর আধার যে। □ গুচ্ছ।

থোড় : ● **থো**-র (যথোচিতভাবে রাখার) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহাতে ভবিষ্যৎ উড়ানকে যথোচিতভাবে রক্ষা করা হয়; অথবা, গর্ভাধান করা থাকে যাহাতে। ⊓ কলাগাছের সমগ্র মোচা, ধানগাছের পেটে থাকা গর্ভরূপ শিষ, বিকাশোন্মুখ ধান্যমুকুল।

থোড়া : ● **থোড়**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **থোড়** রাখা থাকে; কিংবা, সত্তার ভ্রূণ-পরিমাণ থাকে যাহাতে। □ অল্প, কিঞ্চিৎ।

থোড়াই : ● **থোড়া** (অল্প) সক্রিয় যাহাতে। ⊓ অল্প একটু, অতি সামান্য।

থোপ : ● **থো** (যথাযথভাবে রক্ষিত সত্তা) পালিত যাহাতে। □ গুচ্ছ, গোছা, স্তূপ, ঝাড়।

থোপা : ● **থোপ**-এর আধার যে। □ গুচ্ছ, গোছা, স্তূপ, ঝাড়।

থোবড়া : ● **থুব**-জনিতের গড়ান থাকে যাহাতে; অথবা, পাপড়িসম ঠোঁটের চৌহদ্দী যাহাতে। □ থাপ্পড় দ্বারা চেপ্টা করা।

দ

দ : ● দেয় যে। ⊓ দানকারী, দাতা। (জলদ, করদ ... প্রভৃতি)। ❋

দই : ● দাতা (প্রদত্ত অন্ন) সক্রিয় যাহাতে (দোহন করে আনা গরুর দুধে বা প্রজার উৎপন্নে); অথবা, **অন্ন**যোগজন্য ('আমার' 'আমার' বোধ ঢুকিয়া যাওয়ার জন্য) দুগ্ধবিকার বা সামাজিক সম্পদের বিকৃতি যাহাতে; অথবা, অসতর্ক হইলে যাহা **নেপোয়** মারিয়া লইয়া যায়। ❐ ব্যক্তি-মালিকানাগ্রস্ত সম্পদ, **দধি**; (সাদৃশ্যে) গরুর দুধের দই।

দংশ : ● **দং** (... দাতার রহস্যরূপ) বিচ্ছুরিত হইয়া প্রযুক্ত যাহাতে; অথবা, যে দাতা রহস্যরূপে শক্তিনিষেক করে; অথবা, সমাজদেহে (মানবদেহে) **দংশন** করে বা কামড়ায় যে। ⊓ দংশন করা, কামড়ান, দেশের বহিরাক্রমণকারী, (সাদৃশ্যে) **দন্তক্ষত**, সর্পক্ষত, ডাঁশ। ❋

দংশক : ● / দংশন করে যে। (ব.শ.)। ⊓ আক্রমণকারী, (সাদৃশ্যে) ডাঁশ, কুক্কুর।

দংশন : ● **দংশ** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ দন্তখণ্ডন, কামড়ান, হুল ফুটান।

দংশিত : ● **দংশন** করা হইয়াছে যাহাকে; অথবা, যাহার রক্ষাকবচকে ধরাশায়ী করা হইয়াছে; কিংবা, যে-দেশের সীমান্তের কেল্লা অন্যে দখল করিয়াছে। ⊓ 'সঞ্জাতদংশ', ধৃতকবচ, দন্তখণ্ডিত, দষ্ট ...।

দংষ্ট্রা : ● **দং** (দাতার রহস্যরূপ) দিশাগ্রস্ত শক্তিনিষেক করিয়া টঙ্কারিত ও আবর্ত্তিত রহে যাহাতে; অথবা, **দংশন** করিবার জন্য টঙ্কারিত হইতে থাকে যে (দাঁড়া, কাঁকড়া বা চিংড়ির দাঁড়ার ন্যায়)। ⊓ স্থূলদন্তবিশেষ, দাঁড়া।

দঃ (দস্) : ● **দঃ** (আঘাত দানের শেষ) বা **দস্**-এর (আঘাত বা কামড় দেওয়ার) শুধুমাত্র একরৈখিক প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, কামড় দেয় (এবং তাহাতে যতটুকু পায় তাহা গ্রহণ করে) যে। (দ্র. **দস্যি**) ❐ উৎক্ষেপণ, ভয়, বস্তুহানি।

দঁক : ● **দঁ** (বাধা দানের রহস্যময়) করণ যাহাতে; অথবা, যে কর্দ্দমাক্ত স্থান কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না; অথবা, যাহাতে পড়িলে উদ্ধার পাওয়া কঠিন। ❐ কর্দ্দমযুক্ত স্থান, গভীর পাঁক।

দক্ষ : ● **দক** (দানকরণ) **ষ** (দিশাগ্রস্ত) যাহাতে; অথবা, একই জ্ঞান ও কর্ম্মের পুনঃপুনঃ দান বা প্রয়োগ করে যে; অথবা, বিশেষ বিদ্যা বা কলাকৌশল ও বুদ্ধি দান করে যে; কিংবা, উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকের (শিবের) উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত জ্ঞানকে বিদ্যা-বুদ্ধি রূপে বহন ও প্রয়োগ করিয়া চলে যে; অথবা, একই জ্ঞানকর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতে থাকে বলিয়া যাহার সৃজনী শক্তি 'অপগামী' **ছাগ**-এর ন্যায় হইয়া যায় বলিয়া ভাগবতে ঘোষিত হইয়াছিল — 'এই দক্ষ বস্তুতই ছাগ'! ❐ বিশেষজ্ঞ, নিপুণ, সংহিতাকার মুনিবিশেষ; প্রজাপতিবিশেষ। (সাদৃশ্যে) ছাগ। ❋

দক্ষকন্যা (দক্ষজা) : ● **দক্ষ**-এর কন্যা যে; অথবা, কৃষিজ, কারুজ ও অন্যান্য কর্ম্মকারী কুশলী যে জনসাধারণ একই জ্ঞানকর্ম্মের পুনরাবৃত্তিকারী বিশেষজ্ঞগণ হইতে জাত (বা ক্রমবিকশিত) হইয়াছেন। ❐ কুশলী জন-সাধারণ, 'দক্ষসুতা', দুর্গা। ❋

দক্ষক্রতু (দক্ষযজ্ঞ) : ● **দক্ষ** যে **ক্রতু** বা **যজ্ঞ** পরিচালনা করেন; অথবা, আবিষ্কারক-

উদ্ভাবকের (শিবের) জ্ঞান গ্রহণ করিয়া বিশেষজ্ঞরা একই জ্ঞানকর্ম্মের পুনরাবৃত্তির নীতিতে যে উৎপাদন-কর্ম্মকাণ্ড চালাইয়া থাকেন; কিংবা, (আবিষ্কারক-উদ্ভাবকদিগকে বা শিবকে বাদ দিয়া) যে সকল সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মকাণ্ড দক্ষজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞগণ পরিচালনা করেন। ❐ দক্ষকৃত শিবহীন যজ্ঞ। (ব.শ.)। একালের যে কোনো প্রকল্প। ✻

দক্ষা : ● **দক্ষ**-এর আধার যে; অথবা, **দক্ষ** মানুষেরা থাকেন যাহাতে (যে আদিম সমাজতান্ত্রিক বা বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়)। ❐ **পৃথিবী**, **গঙ্গা**। ✻

দক্ষিণ : ● **দক্ষ** সক্রিয়ভাবে **অন** থাকে যাহাতে (যে আচরণে, দিশায়, স্থান-কাল-পাত্রে); অথবা, দুই হস্তের মধ্যে যে হস্ত তুলনায় অধিক কর্ম্ম**দক্ষ**; কিংবা, **সূর্য্য**-এর (রাষ্ট্রের জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদের) দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে **দক্ষিণ** হস্ত (অতএব **দক্ষিণা**র সুযোগ অধিক) থাকে যে দিকে। ❐ কুশল, অবাম, দক্ষিণদিগবর্ত্তী, অনুকূল। ✻

দক্ষিণপন্থী : ● **দক্ষিণ** পন্থার সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **দক্ষিণ পন্থা** অনুসরণ করে। ❐ প্রচলিতের সমর্থনকারী। ✻

দক্ষিণা : ● **দক্ষিণ**-এর আধার যে; অথবা, যাহা **দক্ষিণ** হইতে আগত; অথবা, **দক্ষ**কর্ম্ম সক্রিয়ভাবে চলমান রাখা হয় যাহাতে; কিংবা, **দক্ষ**কর্ম্ম চলমান রাখার সম্মান-মূল্যরূপে ধনসম্পদ দেওয়া হয় যাহাতে। ❐ দক্ষ-গুরুকে প্রদত্ত ধনাদি, দক্ষ-কর্মীকে প্রদত্ত মজুরী, যজ্ঞাদি বিধিতে তাহার অন্তে বিহিত দান বা কাজ-শেষে মজুরী দেওয়া, (সাদৃশ্যে) দোখ্‌নো মুনিষ, দখিনা বায়ু ...।

দক্ষিণাগ্নি : ● **দক্ষিণ** রূপী অগ্নি যে; অথবা, যে অগ্নি (ধনসম্পদ, আয়ের অংশ) **দক্ষিণা** (মজুরী, সম্মান-মূল্য, বানী ... ইত্যাদি) রূপে পাওয়া যায় বা তদ্রূপে কাহাকেও দিতে হয়। (দ্র. **আহ্বনীয়**, **গার্হপত্য**)। ❐ আয়-ব্যয়ের টাকা, অনুকূল অগ্নি, দক্ষিণদিকের অগ্নি ...।

দক্ষিণাপথ : ● **দক্ষিণ** গামী পথ যাহাতে। ❐ দক্ষিণা পন্থা, দক্ষিণ দেশ।

দক্ষিণাবান : ● **দক্ষিণা**র অধিকারী যে। ❐ দক্ষিণাযুক্ত (যজ্ঞ)।

দক্ষিণায়ন : ● (সামাজিক ভাবে এবং সাদৃশ্যে বাহ্যিক ভাবে) **দক্ষিণ** দিকে যাওয়া অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যে কালখণ্ডে অসুরদিগের (আদিম সমাজতন্ত্রবাদী বা বেদবাদীদিগের) সুবিধা হয় এবং দেবতাদিগের (পণ্যজীবীদিগের) অসুবিধা হয়। ❐ রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাজকোষের (সূর্য্যের) দক্ষিণ দিকে বা দান-দক্ষিণার দিকে গমন, (সাদৃশ্যে) সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে গমন, শ্রাবণাদি ষণ্মাসকাল।

দখল : ● (**দখল** < **দক্ষল**) যাহা দক্ষে লয়; অথবা, দক্ষ বা পটু (লোকেরা) যাহা লয় বা অধিকার করে; অথবা, যে আচরণে মানস ও বাহ্য লোক অধিকারে আনয়ন করা যায়। ❐ অধিকার, আয়ত্তে আনয়ন, বুৎপত্তি, পটুতা।

দগ : ● দহন-**দান**পূর্ব্বক গমন করে যে; অথবা, যাহা দেহে বা মনে দাগ দিয়া যায়।

দগড় : ● **দগ**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহার শব্দ মনে দাগ কাটিয়া যায়। ❐ রণবাদ্য, দামামা। ✻

দগড়া : ● **দগড়**-এর আধার যে। ❐ ভীতির স্মৃতি, (সাদৃশ্যে) গরুগাড়ির চাকার দাগ।

দগদগ : ● **দগ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, দহনের গমন চলে যাহাতে। ❐ প্রকাশ,

উজ্জ্বলভাবে বা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান ভাব।

দগদগে : ● যাহা **দগদগ** করে। ❐ উজ্জ্বল, দীপ্ত (আগুন), তাজা (ঘা)।

দগ্ধ : ● **দগ** (দহন **দান**পূর্ব্বক গমন) ধারিত যাহাতে; অথবা, দহন চলার কারণে যাহা পুড়িয়া গিয়াছে বা চিহ্নিত হইয়াছে। ❐ কৃতদাহ, অগ্নিবিশোধিত, পোড়া, পোড়ান। *

দঙ্গল : ● **দঙ্গ** (দমন করিবার নামে গমন) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে একদল লোক হৈ হৈ করিয়া কাহাকেও (বাঘ, শেয়াল, দুর্ব্বৃত্ত প্রভৃতিকে) ধরিতে ও মারিতে যায়। ❐ দল, ভিড়, পাল।

দড় : ● (তেজাদি) দাতার গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহাতে শক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি দানকারী সত্তা সম্মুখস্থ পরিস্থিতিকে সফল-ভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ❐ দৃঢ়, শক্ত, সত্য, নিপুণ, বিচক্ষণ, অটল ...।

দড়া : ● **দড়**-এর আধার যে; অথবা, **দড়**-হওয়ন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা ভারী ও বড় সত্তাকেও বাঁধিয়া রাখিতে **দড়**। ❐ মোটা দড়ি, কাছি, দৃঢ় করা ...।

দড়াম : ● **দড়া** সীমায়িত যাহাতে; অথবা, **দড়া**করণ (ভারী জিনিসকে বাঁধিয়া রাখা) হঠাৎ বন্ধ বা ছিঁড়িয়া যায় যাহাতে (ফলে ভারী জিনিসের পতন ঘটে)। ❐ ভারী ও শক্ত জিনিস পতনের শব্দ।

দড়ি : ● **দড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **দড়**করণ চলে যে ন্যূন বন্ধনে। (দ্র. **চালা-চালি**)। ❐ সরু দড়া, রজ্জু, রশি।

দণ্ড : ● **দম**-এর (দমনকারীর) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে দমনকারী গড়ায়, খাড়া হয়, উপরে উত্থিত হয়, উপর হইতে ঘাড়ে বা মাথায় আসিয়া পড়ে; অথবা, যে **দম**করণ করে বা যাহা দ্বারা **দম**কৃত হয়; অথবা, যে নিজে দাঁড়ায় বা অন্যের গতিরোধ করিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া দেয় এবং যাহা দ্বারা অন্যকে দাঁড় করান হয়; কিংবা, যে কাল-ব্যবধানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বা **দণ্ডে দণ্ডে** পা ফেলিয়া ফেলিয়া কালের অগ্রগতি চলিতে থাকে। / যাহার দ্বারা দমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ চব্বিশ মিনিট, জরিমানা, উপনয়নে দ্বিজধার্য্য দণ্ডবিশেষ, সামাদির একতম, সূর্য্যপারিপার্শ্বিক ইন্দ্র, (সাদৃশ্যে) দণ্ডবৎ বস্তুমাত্র, লাঠি, ছাতার বাঁট ...। *

দণ্ডক : ● **দণ্ড** করে যে; অথবা, দাঁড় করায় যে। ❐ ছোট ডাণ্ডা, সোঁটা, ইক্ষ্বাকুপুত্র নৃপতিবিশেষ। *

দণ্ডকাক : ● **দণ্ড**ধারী **কাক** যাহাতে; অথবা, যে কাক পাতিকাকদিগকে দণ্ড দেয়; কিংবা, যিনি **দণ্ড**দাতা বা **দণ্ড**ধারী **কাক**রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। (দ্র. **দাঁড়কাক**)। ❐ ঐতিহ্য-জ্ঞানী রূপে উপস্থিত বিচারব্যবস্থা বা ধর্ম্ম-রাজ যম, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ বড়কাক বিশেষ। *

দণ্ডকারণ্য : ● **দণ্ডক** রাজার অরণ্য; অথবা, যে **অরণ্য**কে (পণ্যবিনিময়ের অঞ্চলকে পণ্যাদি উৎপাদন ও লেনদেনের জন্য) **দণ্ড** দেওয়া হইয়াছিল। ❐ ভারতের একটি অরণ্য অঞ্চল। *

দণ্ডনীতি : ● **দণ্ড**-বিষয়ক **নীতি** থাকে যাহাতে। ❐ চাণক্যাদিকৃত বধবন্ধনাদিলক্ষণ দণ্ডবিষয়ক নীতিশাস্ত্র, দণ্ডশাস্ত্র।

দণ্ডপাট : ● **দণ্ড**-এর **পাট** যাহাতে; অথবা, (রাজ্যপাট দোকানপাট প্রভৃতির ন্যায়) **দণ্ড**ব্যবস্থার বা বিচারাদির পাট যাহাতে; অথবা, (সেকালে) যিনি (কাজীর ন্যায়) বিচারালয় চালাইতেন; কিংবা, আদি **দণ্ডপাট**-এর

উত্তরসূরীগণ, যাঁহারা আজও তাঁহাদের নামের শেষে **দণ্ডপাট** পদবী বহন করেন।

দণ্ডায়মান : ● **দণ্ড** হইয়া বিদ্যমান যে; অথবা, দণ্ডের ন্যায় স্থির যে। / যে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। (ব.শ.)। ❐ খাড়া রূপে বিদ্যমান।

দত্ত : ● দাতার তারণ তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে (খাজনাদি) দান করিতে হয়; কিংবা, যে সরকারি অনুদান বিলি করে বা প্রদান করে। ❐ দানকৃত, প্রদত্ত, কায়স্থের উপাধি।

দধি : ● দাতাকে (প্রদত্ত অন্নকে) ধারণপূর্ব্বক সক্রিয় যে (দুগ্ধ, বা দোহন করে আনা গরুর দুধ বা প্রজার উৎপন্ন); অথবা, **অন্ন**যোগজন্য ('আমার' 'আমার' বোধ ঢুকিয়া যাওয়ার জন্য) দুগ্ধবিকার বা সামাজিক সম্পদের বিকার (ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণতি) যাহাতে; অথবা, যাহা ভক্ষণ করিলে শুরুতে **টক** ও শেষে **কষায়** লাগে; অথবা, **পৃথিবীদোহন** করিয়া যে **দুগ্ধ** পাওয়া যায় তাহাতে 'আমার-আমার-ভাব' (ব্যক্তিমালিকানা) ধারিত হইলে তাহা **টক** হইয়া যায় কিন্তু অন্তিমে তাহা **কষায়** লাগে (শেষজীবনে মানুষ তাই বিষয়বিরাগী হইয়া **কষায়** বস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়); কিংবা, যে **দধি** (জীবনধর্ম্ম) গ্রহণ করিলে মানুষ বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া জ্ঞানের পূর্ণতা এবং তদ্দ্বারা পূর্ণসংযম লাভ ও শেষে বিষয়বিরাগী হইয়া মুক্তি লাভ করে; অথবা, যাহা মানুষকে দৈহিক শক্তিবর্দ্ধক বলসম্পদ, মানসিক শক্তিবর্দ্ধক জ্ঞানসম্পদ এবং দেহমন-উভয়ের শক্তিবর্দ্ধক ধনসম্পদ দেয়, কিন্তু তাহার একপ্রকার সীমাও সে রক্ষা করে। ❐ জীবনধর্ম্ম, অনুরাগ ও বিরাগের সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম, বাহ্যসম্পদ সৃজন ও ভোগের ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত সম্পদ; (সাদৃশ্যে) গরু মোষ প্রভৃতির দুধের দই, কষায় বস্ত্র। ✻

দধিগ্রাম : ● **দধি** গ্রাসকারীগণ সীমায়িত যেখানে; অথবা, যেস্থানে **গো**-কে (**পৃথিবী**কে, সাদৃশ্যে গাভীকে) দোহন করিয়া আনিয়া তাহাকে **দধি**তে পরিণত করিয়া গ্রাস করা হইত। ❐ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানবিশেষ। ✻

দধিত্থ : ● **দধি** তারিত হইয়া স্থিত যাহাতে; অথবা, যে সমাজবৃক্ষে (সমাজব্যবস্থায়) **দধি** (ব্যক্তিগত সম্পদ) সৃজিত হয়; কিংবা, যে বৃক্ষে (সামাজিক সংস্থায়) বানরেরা (ডিগ্রির লেজধারী শিক্ষিতেরা) লাফালাফি করে। ❐ (সাদৃশ্যে) কপিত্থবৃক্ষ, কয়েৎ বেলের গাছ। ✻

দধিধর্ম্ম : ● **দধি**র ধর্ম্ম সংস্কার করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে সামাজিক **দধি** সেই পরিমাণ গ্রহণ করা হয়, যাহাতে তাহা প্রবৃত্তি ও সংযমের, অনুরাগ ও বিরাগের, টক ও কষায়ের, সামঞ্জস্য রাখে। ❐ দধিসংস্কারক বৈদিককর্ম্মবিশেষ। (দ্র. **দধিমঙ্গল**)।

দধিপুষ্পিকা : ● **দধি**গুণসম্পন্ন পুষ্পিকা যে; অথবা, যে ব্যক্তিগত উৎপন্নে অতি সামান্য পণ্যগুণ থাকে। ❐ (সাদৃশ্যে) শ্বেত অপরাজিতা।

দধিমঙ্গল : ● **দধি** গ্রহণের কারণে **মঙ্গল** যাহাতে; অথবা, প্রবৃত্তি ও সংযমের সামঞ্জস্য-মূলক কর্ম্ম-ধর্ম্ম পালন করিলে যে মঙ্গল হয়; কিংবা, যে কোনো মঙ্গলকর্ম্ম সূচনা করিবার পূর্ব্বে যে আচার প্রতীকরূপে পালন করিতে হয়। ❐ উপনয়ন ও বিবাহের পূর্ব্বরাত্রিতে মাণবক ও বরের দধিমিশ্র মিষ্টান্নভক্ষণরূপ আচারবিশেষ। ✻

দধিমুখ : ● প্রাক্-বৌদ্ধযুগের রাষ্ট্রশরীর যে মুখ (আমলাদের যে অংশ) দিয়া **দধি**

(জনগণের ব্যক্তিগত সম্পদ) ভক্ষণ করিত। ▢ সুগ্রীবের মাতুল। ∗

দধীচি : ● **দধি**র আধার চয়ন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, প্রাচীন রাষ্ট্রের যে করসংগ্রহ ব্যবস্থা বা পরিকাঠামো প্রজাদিগের **দধি** চয়ন করিয়া আনিত; অথবা, (প্রজারঞ্জন রাষ্ট্রের বা বৃত্রের করসংগ্রহ না করার সিদ্ধান্তের কারণে) যে ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হইয়া তাহার সাংগঠনিক কাঠামোটিকে দান করিয়া দিয়াছিল। ▢ মুনিবিশেষ। (ব্রহ্মার উপদেশে, ইন্দ্র বৃত্র-নিধনার্থ ইঁহার অস্থিসমূহ প্রার্থনা করিলে, ইনি দেহত্যাগপূর্বক অস্থি প্রদান করেন)। ∗

দনু : ● দাতা অনকৃত (চলমান) হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী যৌথউৎপন্নের সবটাই খাইয়া ফেলে। ▢ দক্ষকন্যা, কশ্যপের পত্নী ও দানবগণের জননী।

দন্ত : ● দমন তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা খাদ্যবস্তুকে দমন করা বা পেষণ করা হয়। ▢ দাঁত, দশন।

দপ : ● (তেজাদি) দাতার পালন (যাহাতে); অথবা, (জ্ঞানকর্ম্মের বা বাহ্যিক) অগ্নিশিখাকে পালন করে যে। ▢ হঠাৎ জ্বলিয়া উঠার ভাব।

দপ্তর : ● **দপ** (জ্ঞানকর্ম্মের অগ্নিশিখা) তারিত হইয়া রক্ষিত হয় যাহাতে (যেখানে, যে কাগজপত্রে); অথবা, হিসাব-নিকাশের কার্য্যাদি চলে যেখানে। ▢ কার্য্যালয়, কাচারি।

দপদপ : ● **দপ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ▢ অতিদীপ্তভাবে, তীব্রশোকজ্বালার অনুভব।

দব : ● (তেজাদি) দাতাকে বহন করে যে; অথবা, 'দীপ্ত করিব', 'জ্বালাইয়া দিব', 'দমন করিব', 'দলিত করিব' ইত্যাকার অভিলাষের প্রকাশ যাহাতে। ▢ সমাজবন, রাষ্ট্রতাপ, প্রতাপ; (সাদৃশ্যে) অরণ্যবহ্নি, দাবানল, জ্বর।

দবদব : ● **দব**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, সামাজিক ক্ষমতার তাপের বারংবার উপস্থিতি যাহাতে। ▢ প্রতাপাদিত্য, প্রভাবাগ্নি, সামাজিক ক্ষমতা-জ্বালার অনুভব।

দবদবা : ● **দবদব**-এর আধার যে; অথবা, **দবদব** থাকে যাহাতে। ▢ প্রতাপ, প্রতিপত্তি, প্রভাব, আতঙ্ক।

দম : ● দাতা সীমায়িত যাহাতে; অথবা, শক্তিদান করিয়া অন্যকে সীমায়িত করে (**দমা**য়) যে; কিংবা, যাহার উপর **দম** করিয়া (**দমাদম** করিয়া) পড়ে; অথবা, বায়ুকে শ্বসন করিয়া আপনার ভিতরে **দমি**ত সীমিত শক্তিরূপে ব্যবহার করে যে। / কুৎসিত কর্ম্ম হইতে চিত্ত নিবারণ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ▢ সংযম, সংযত, শাসন, শাসিত, শ্বাস, এক বারের শ্বাসকাল, জীবনীশক্তি, টিকিয়া থাকার জোর, মুখঢাকা পাত্রে অগ্নিতে খাদ্যদ্রব্যের পাক (আলুর **দম**); দমন করা, দমিত ...। ∗

দমক : ● **দম** করে যে বা কৃত যাহাতে। ▢ দমনকারী, শাসক, বেগ, আকস্মিক দমকরণ।

দমকল : ● **দম**নির্ভর যে কল; অথবা, যে কল **দম** (বায়ুকে শক্তিরূপে দমিত সীমিত এবং প্রযুক্ত) করিয়া চলে। ▢ পাম্প, জল তোলার কল।

দমকা : ● **দমক**-এর আধার যে; অথবা, **দমক** থাকে যাহাতে। ▢ সহসা প্রবল বেগে আগত, মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে, ঝটিকাবেগ।

দমদম : ● **দম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে স্থান হইতে ক্রমাগত **দম** শব্দ শোনা যাইত। ▢ ক্রমাগত দম শব্দ, কলিকাতায় ব্রিটিশ সৈন্যের গোলাগুলির শিক্ষা ও আবাসের স্থান।

দমদমা : ● **দমদম**-এর আধার যে। ⊓ বন্দুক ইত্যাদির দ্বারা যুদ্ধকৌশল অভ্যাস করার জন্য নির্মিত মাটির স্তূপ, চাঁদমারির জন্য তৈরি মাটির ঢিপি।

দমন : ● **দম** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **দম**করণ চলিতে থাকে; অথবা, যে আচরণ দ্বারা **দম**করণ করা চলিতে থাকে; কিংবা, যে **দম**করণ করে। □ দণ্ডদান, শাসন, সংযমন, শাসক, কুন্দবৃক্ষ, দময়ন্তীভ্রাতা। ⁕

দময়ন্তী : ● **দময়ন** (দমন করার ফলে অন্য প্রকারে বিকশিত হওয়ন) তারিত হয় যে সক্রিয় আধারে; অথবা, দমন পরিহার করিয়া চলিবার জন্য যে জনগোষ্ঠী অন্যভাবে উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালাইত। ⊓ বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। ⁕

দমাদম : ● **দম**-এর (দম করিয়া পিঠে আঘাতের) পরে (পুনরায়) **দম** (করিয়া আঘাত) পড়ে যাহাতে। ⊓ জোরে, প্রবল দমদম শব্দ করা।

দম্প : ● **দম** পালিত হয় যাহাতে; অথবা, যাহার ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণ **দম** (জীবনী-শক্তি) আছে। ⊓ অহঙ্কার।

দম্পতি : ● **দম** ও পতি যাহাতে; অথবা, **দম** (জীবনীশক্তি) ও তাঁহার পতি যাহাতে; অথবা, **দম** (শাসিত) ও তাঁহার পতি যাহাতে; কিংবা, **দম্প** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ⊓ জায়া ও পতি, অহঙ্কারী।

দম্ভ : ● **দম** ভরণকৃত যাহাতে; অথবা, **দম**-এ (শক্তিসম্পদে) ভরপূর যে। □ অযথার্থ-ব্যবহার, আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রচার।

দম্য : ● দমন থাকে যাহাতে; অথবা, **দম**করণ করা উচিত যাহাকে। ⊓ দমনীয়, দমনযোগ্য।

দম্যবাল : ● দমন করা হয় যে বালককে। ⊓ দাম্বাল, দামাল।

দয়া : ● **দয়**-এর আধার যে; অথবা, **দয়** (দাতার যাওয়া) যাহাতে তাহার আধার; অথবা, যাহা দ্বারা বিনিময়হীন-দান উদ্দিষ্টের দিকে যায়। □ পরদুঃখহরণেচ্ছা, হিতসাধনেচ্ছা।

দয়াল : ● **দয়া** লালিত যাহাতে; অথবা, প্রার্থনা শুনিলে যিনি **দয়া** করেন। □ দয়াবান।

দয়ালু : ● **দয়াল** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যিনি প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া **দয়া** করেন। ⊓ দয়াশীল, কারুণিক।

দয়িত : ● **দয়** (দাতার যাওয়া) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, **দয়া** করা হইয়াছে যাহাকে। □ অভীষ্ট, প্রিয়, স্নিগ্ধজন, পতি, জগন্নাথের একশ্রেণীর সেবক।

দর : ● দাতা রহে যাহাতে; অথবা, তেজাদি-দাতা রহে যাহাতে; অথবা, ভয়ানক কঠোর তেজাদি হইতে শুরু করিয়া শ্রম, নজরদারি প্রভৃতি পার হইয়া অতিপ্রিয় স্নেহ প্রেম মর্য্যাদা ইত্যাদি যে কোনো প্রকারের তেজদাতা রহে যে সত্তায়। □ বিদারক, ভয়, কন্দর, বিল, প্রবাহ; মূল্য, হার, প্রতিষ্ঠা, কদর। ⁕

দরকার : ● **দর** (যোজনাদি-দাতার সক্রিয়তা) করা হইয়াছে যাহাতে; অথবা, যাহা স্বভাবতই মানুষের উপ**কার**-এ লাগে। ⊓ উপকারী, প্রয়োজনীয়, আদরণীয়; আবশ্যক ...। ⁕

দরদ : ● **দর** (কঠোর তেজাদি-দাতার সক্রিয়তা) দান করে যে; অথবা, সক্রিয়ভাবে শক্তিপ্রয়োগের কারণে আহত যে (স্থান পাত্রাদি); কিংবা, যাহাদিগকে শক্তিপ্রয়োগ করিয়া বিদারিত করা হইয়াছিল। □ ব্যথা, বেদনা, (ব্যঞ্জনার্থে) করুণা, সমবেদনা; এবং দেশবিশেষ, দরদীস্তান, ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ, ক্রিয়াদিলোপ হেতু শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়গণ। ⁕

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ⁕ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

দরমা : ● **দর**-এর (সামান্য বাধাসৃষ্টিকারী শক্তিদাতা রহে যাহাতে তাহার) সীমায়িত আধার যে। ⊓ বাঁশের ফালি বা নল থেকে প্রস্তুত আবরণ, টাটি।

দরাজ : ● **দর**-এর (দাতা রহনের) আধার জাত যাহাতে; অথবা, যে মুক্তভাবে অবকাশ দান করে; কিংবা, মুক্তহস্তে ধনসম্পদ দান করে যে। ⊓ দীর্ঘ, বিস্তৃত, দূরপ্রসারিত, দানে মুক্ত।

দরি : ● **দর** (পণ্যাদিদাতার রক্ষণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (প্রাচীন ভারতে) রাজরোষ হইতে লুক্কায়িতভাবে যে স্থানগুলিতে পণ্যাদির উৎপাদন চলিত। ⊓ কন্দর, পর্ব্বত।

দরিদ্র : ● **দরি** (তেজাদি-দাতার সক্রিয় রক্ষণ) প্রদত্ত হইয়া বর্ত্তমান যাহাতে; অথবা, শক্তি প্রয়োগ করিয়া যাহাকে দুর্গত করা হইয়াছে। ⊓ দুর্গত, নিঃস্ব, নির্ধন।

দরিয়া : ● **দরি** (তেজাদি-দাতার সক্রিয় রক্ষণ) যায় যাহাতে; অথবা, শক্তি প্রয়োগ করিয়া বিদারিত করিবার ফলে দ্রবদ্রব্যাদি (ধনাদি) নিঃসারিত হইয়া যেখানে সঞ্চিত হয়। □ ক্ষমতাধরের ধনসম্পদ, রাষ্ট্রের রাজকোষ; (সাদৃশ্যে) সমুদ্র, বড় নদী, নদী। *

দরুণ : ● **দর** (তেজাদি-দাতার রক্ষণ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অনকৃত বা চলমান যাহাতে; অথবা, যাহাতে বিদারক বিদারণ না করিয়া বিপরীত আচরণ করে বা শুভ সত্তার জনন ও দান করে। ⊓ হেতু, জন্য, অন্তর্গত, সম্বন্ধী।

দর্প : ● **দর** (তেজাদি-দাতার রক্ষণ) পালিত যাহাতে। / অন্যকে খর্ব্ব করার ইচ্ছা (থাকে যাহাতে); অথবা, যাহা পীড়ন করে। (ব.শ.)। ⊓ হর্ষজন্য গর্ব্ব, অহঙ্কার, ধর্ম্ম-মর্য্যাদাতিক্রম, পরহ্রাসেচ্ছা, উচ্ছৃঙ্খলতা ...।

দর্পক : ● **দর্প** করে যে। □ দর্পকারক, মোহকারক, অনঙ্গ।

দর্পণ : ● **দর্প** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে সকল কর্ম্মে বা আচরণে **দর্প**কারীর **দর্প** চলিতে থাকে; (সাদৃশ্যে) যাহাতে **দর্প**কারীর স্বরূপ দৃষ্ট হয়। / যাহা হৃষ্ট করে। (ব.শ.)। ⊓ আদর্শ, মুকুর, পর্ব্বতবিশেষ, নদবিশেষ, (সাদৃশ্যে) আরশি, আয়না।

দর্পণী : ● **দর্পণ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে ক্ষুদ্র সত্তায় **দর্প**কারীর স্বরূপ দৃষ্ট হয়। □ সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী, (সাদৃশ্যে) ছোট আয়না।

দর্ভ : ● **দর**-কে (শ্রম-মেধাদি-দাতার রক্ষণকে) ভরণ-ভক্ষণ করে যে; অথবা, উৎপন্নের বা পণ্যের সার গিয়া সঞ্চিত হয় যাহাতে; অথবা, যে সম্পদসার লাভ, সুদ, পাইকারি-পণ্য ইত্যাদিতে গিয়া জমা হয়। ⊓ সুদ, পণ্য, কারুজ-পণ্য, সংস্থাজাত-পণ্য, পাইকারি-পণ্য, কর্ম্মশালাজাত-পণ্য; (সাদৃশ্যে) কুশ কাশ বল্বজ তীক্ষ্ণরোমশ মৌঞ্জ শাম্বল — এই ছয়প্রকার তৃণ। *

দর্শ : ● **দর** (তেজাদি-দাতার রহন) সার্ব্বিক-ভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা, মানসিক ও বাহ্যিক নেত্রের তেজাদি বা চোখের সম্পূর্ণ দৃষ্টি বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে দৃশ্য-জগৎ ও অদৃশ্যজগৎ উভয় জগৎ দেখিতে পাওয়া যায়; কিংবা, দৃষ্টিগোচর ও জ্ঞানগোচর সর্ব্বপ্রকার দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয় ও বস্তুকে দেখা যাহাতে; অথবা, জ্ঞানগোচরীভূত সকল সত্তার প্রতিরূপ থাকে যাহাতে। / যে তিথিতে সূর্য্যচন্দ্র গণনায় একত্র দৃষ্ট হয়। (ব.শ.)। □ দৃষ্টিগোচর ও জ্ঞানগোচর হওয়া, দর্শন, সূর্য্যেন্দু-সঙ্গম, অমাবস্যা, অমাবস্যায় করণীয় যাগ।

দর্শক : ● **দর্শ** (দৃষ্টিগোচর ও জ্ঞানগোচর) করে যে। ◻ দ্রষ্টা, দর্শয়িতা, বোধয়িতা ...।

দর্শন : ● **দর্শ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **দর্শ**করণ (দৃষ্টির ও জ্ঞানের গোচরী-ভূত করণ) চলিতে থাকে। / যাহার দ্বারা দৃষ্টি সাধিত হয়; অথবা, যাহা দ্বারা অধ্যাত্মজ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ অবলোকন, উপলব্ধি, জ্ঞানমাত্র, নেত্র, সাংখ্য-বেদান্তাদি ...।

দর্শনী : ● **দর্শন**-এর সক্রিয় আধার যে। / দর্শনকালে যে অর্থ দেওয়া হয়; অথবা, বিবাহে পাকা দেখার সময় যে অর্থ দেওয়া হয়। (ব.শ.)। ◻ প্রণামী, নজর, ফি।

দর্শনীয় : ● **দর্শন** সক্রিয় হইয়া যায় যাহাতে। ◻ দ্রষ্টব্য, দেখার বা দেখানোর যোগ্য।

দর্শয়িতা : ● **দর্শন** সক্রিয়ভাবে গিয়া তারিত হয় যাহাতে। ◻ প্রদর্শক, উপদেষ্টা।

দর্শিত : ● যাহা দেখানো হইয়াছে। ◻ প্রদর্শিত, প্রকাশিত।

দর্শী : ● / যে দেখে; অথবা, যে দেখিতে পায়; কিংবা, যাহার দেখিবার ক্ষমতা আছে। (ছা.অ.)। ◻ তত্ত্বদর্শী।

দল : ● **দ** (দাতা) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, দান করিবার নিমিত্ত শক্তি সুগন্ধ ফলাদি লালন করে যে (ঊর্দ্ধমুখী সমবায়); অথবা, (কাদার ন্যায় স্বভাব বলিয়া) শক্তি ভার পীড়ন প্রভৃতি দান করিলে যাহা তা নির্বিবাদে গ্রহণ করে; অথবা, যাহাতে কোনো না কোনো বিষয় বা বস্তুর দাতা লালিত বা লয়প্রাপ্ত থাকে; অথবা, যাহা **দলন** করে, **দলি**ত হয়, **দল**বদ্ধ হয়, **দলা** পাকায় ...। ◻ সমবায়, ঝাঁক, সম্প্রদায়, সমূহ, জলজাত পত্রবহুল উদ্ভিদ, ধানগাছের মত জলজ তৃণবিশেষ, তালপাতা, পাপড়ি, অঙ্কুর, কোষ; দলিত করা, ডলা, মাড়ান।

দলই : ● **দল** (**দল**করণ বা দলিতকরণ) সক্রিয় (যাহাতে); অথবা, যিনি সক্রিয়ভাবে শত্রুপক্ষকে **দলন**কার্য্যে নেতৃত্ব দিতেন; অথবা, যাঁহার উত্তরসূরীগণ বর্ত্তমানে নিজ নিজ নামের শেষে **দলই** (**দলুই**) পদবী বহন করেন। ◻ দলপতি, সর্দার, সৈন্যদলের পরিচালক, পদবী।

দলদল : ● **দল**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, বহিঃশক্তির দান লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া যাহা স্বভাবত কাদার ন্যায় নরম। ◻ অতি-রিক্ত নরম ভাবসূচক।

দলদলে : ● যাহা **দলদল** করে। ◻ অত্যন্ত নরম, কাদাজাতীয়।

দলন : ● **দল** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **দলিত**করণ চলমান যাহাতে। ◻ মর্দ্দন, মাড়ান, পেষণ, নিপীড়ন।

দল-পাকানো : ● যাহাতে **দল**বদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। ◻ দলগঠন চেষ্টা।

দলনী : ● **দলন** করে যে সক্রিয় আধার; অথবা, যে প্রকৃতিশক্তি **দলন** করেন। ◻ দলনকারিণী, শাসয়িত্রী।

দলবল : ● **দল**-এর **বল** যাহাতে। ◻ নিজের পক্ষের লোকজন, স্বপক্ষীয় সৈন্যসামন্ত।

দলা : ● **দল**-এর আধার যে; অথবা, **দলন**-কর্ম্ম থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে **দলন** করা হইয়াছে (বা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়)। ◻ দলন করা, কাদার খানিক অংশ।

দলাই-মলাই : ● **দলা** (**দলন** করা) সক্রিয় যাহাতে এবং **মলা** (**মলন** করা বা মোলায়েম করা) সক্রিয় যাহাতে। ◻ অঙ্গ মর্দন, সংবাহন।

দলাদলি : ● **দলা** ও **দলি** যাহাতে; অথবা,

যাহাতে **দল**বদ্ধ হওয়ন করা হইয়াছে এবং যাহাতে **দল**বদ্ধ হওয়ন চলিতেছে। ⌐ বিভিন্ন দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধ।

দলা-পাকানো : ● পাক খাইয়ে খাইয়ে দলা-করণ করা হয় যাহাতে। ⌐ একত্রিত হওয়া।

দলিত : ● **দল**-করণ বা **দলন**-কর্ম্ম সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **দলন**কৃত করা বা মাড়ানো হইয়াছে। ⌐ পিষ্ট, শাসিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত।

দশ : ● **দ**-এর (দাতার) সার্ব্বিক শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রচুর বা 'বহু-সত্তা' একত্রে বর্ত্তমান; অথবা, যে পূর্ণ সত্তা **দশ**-ধা (বহুধা) বিভক্ত; কিংবা, যাহাকে দংশন করিয়া দশধা বিভক্ত করা হইয়াছে। ⌐ বহুজন (**দশে** মিলি করি কাজ), দশ সংখ্যক, ১০ সংখ্যা। ✱

দশদিক : ● (যে কোনো ঘন বস্তুর বা সত্তার) **দশ**টি বাহ্য **দিক** যাহাতে। □ পূর্ব্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈর্ঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান, উর্দ্ধ, ও অধঃ — এই দশ দিক্; ইঁহারা ব্রহ্মার কন্যা (অর্থাৎ, জ্ঞানজীবীদের মস্তিষ্কজাত)। ✱

দশ-দিক্‌পাল : ● সমাজদেহের দশ দিকের পালন করে যাহারা। ⌐ ব্রহ্মার কন্যাস্বরূপা দশদিক যথাক্রমে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা, ও অনন্ত এই দশ দিক্‌পাল দ্বারা রক্ষিত হন। (এ বিষয়ে আরও নানা নাম ও মত আছে)। ✱

দশন : ● **দশ** অন থাকে যাহাতে; অথবা, **দশ**করণ (দংশন করিয়া দশধা বিভক্তকরণ) চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, — / যাহার দ্বারা দংশন সাধিত হয়। (ব.শ.)। □ দন্ত, বর্ম্ম, পর্ব্বতবিশেষ।

দশভুজা : ● দশ (অজস্র) ভুজ যাহার (যে প্রকৃতিশক্তির, জনসাধারণের); অথবা, যে (জনসাধারণ বা প্রকৃতিশক্তি তাহাদের অজস্র হাতে বা) দশ হাতে ভোজন করেন; কিংবা, যে (জনশক্তি বা প্রকৃতিশক্তি) দংশন করিয়া ভোজন করে। □ **দক্ষকন্যা,** দুর্গা, চণ্ডীমূর্ত্তি নারী, দশ হস্ত সম্পন্না দেবীমূর্ত্তি।

দশম : ● **দশ** সীমায়িত যাহাতে; অথবা, **দশ** যেখানে সম্পূর্ণ হইয়াছে। □ ১০ সংখ্যক, ১০ সংখ্যার পূরক।

দশমহাবিদ্যা : ● **দশ** রূপে পরমাপ্রকৃতির ঐশ্বরিকশক্তি, জগৎশক্তি, বিশ্বশক্তি ... এবং সমগ্র জনশক্তিস্বরূপা মহামায়াকে বিদিত হইবার মহান বিদ্যা যাহাতে। □ দশাবয়বা মহাবিদ্যা : শ্রমিকজনতা (কালী), ক্ষিপ্ত জনতা (ভৈরবী), সৈন্যবাহিনী (তারা) ... ...। ✱

দশরথ : ● দশ রথ যাহার; অথবা, যে সমাজশাসক **দশ** রথে চলেন; অথবা, **দশ** (বহু) বিভাগ দ্বারা যে শাসকের শাসনকার্য্য চলে। / যাহার রথ দশ দিকে অর্থাৎ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। (ব.শ.)। □ রাজা দশরথ। ✱

দশা : ● **দশ**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **দশ** ভাগ থাকে। □ অবস্থা, শরীরের দশ অবস্থা (গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন, স্থাবির্য্য, জরা, প্রাণরোধ, মৃত্যু; 'পুরুষের দশ **দশা** মেয়ের **দশা** তিন। যতই অভাগা পুরুষ হোক সে রাখে একদিন।।'), শিশুর জন্মের দশম দিনে কৃত্যবিশেষ। ✱

দশানন : ● দশটি আনন যাহার বা দংশনকারী আনন যাহার; অথবা, যে শাসকের দশটি (বহু) মুখ থাকে; অথবা, যে শাসক দশ (বহু) মুখে খায় বা কথা বলে; কিংবা, যে শাসক

দশ (বহু) রকম ভাবে রাজস্বাদি আনয়ন কর্ম্ম চালায়। ❒ বহুবিভাগ সম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রশরীর। ✱

দশাবতার : ● যিনি **দশ** রূপে (মানবসমাজে, দর্শন সমাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে) অবতীর্ণ হইয়াছেন; অথবা, অর্থনীতি ক্ষেত্রে যাহাকে পুঁজির **দশ** রূপে আজও চিহ্নিত করা যায়। ❒ মৎস্য (ব্যক্তিমালিকানা), কূর্ম্ম (শ্রমবিভাজন), বরাহ (নিয়োগপ্রথা), নৃসিংহ (পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদনব্যবস্থা), বামন (পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অপ্রতিরোধ্য প্রসার), পরশুরাম (যৌথব্যবস্থাপন্থী সুদখোর পুঁজি), রামচন্দ্র (পণ্যউৎপাদনে বিনিয়োগকৃত পুঁজি), বলরাম (কৃষিতে নিযুক্ত পুঁজি), বুদ্ধ (আদিম সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি) ও কল্কি (কলে নিযুক্ত পুঁজি)।

দষ্ট : ● (আঘাত) দাতা দিশাগ্রস্তভাবে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **দশন** করা হইয়াছে। ❒ দংশিত, দাঁত দিয়া কাটা বা ছিন্ন।

দস্ত : ● **দঃ** (**দস্**) বা (আঘাত দাতার আঘাত-করণ) তারিত হয় যাহা দ্বারা। ❒ হাত।

দস্তক : ● **দস্ত** করা হয় যাহাতে; অথবা, দ্বারে আঘাত (ঠক ঠক) করা হয় যাহাতে। ❒ দরজায় আঘাত।

দস্তখত : ● যাহাতে **দস্ত** বা হাত দ্বারা খত (ক্ষতচিহ্ন করণ, স্বাক্ষর) করা হয়। ❒ হাতের স্বাক্ষর।

দস্তিদার : ● **দস্ত** (রাজহস্ত) সক্রিয়ভাবে প্রদত্ত ও রক্ষিত যাহাতে; অথবা, রাজকীয় মোহর (সিল) যাহার জিম্মায় থাকিত এবং যাহার **দস্তখতে** রাষ্ট্রীয় দলিলপত্র রাজ-**দপ্তর**খানা হইতে প্রেরিত হইত। ❒ সরকারি পদবিশেষ, পদবীবিশেষ।

দস্য : ● **দস** (কামড় দেওয়া) থাকে যাহাতে; অথবা, কামড়াইয়া মাংস তুলিয়া লওয়া থাকে যাহাতে; অথবা, আক্রমণ করিয়া কিছু সম্পদ লুণ্ঠন করে যে। ❒ দস্যু, ডাকাত, দস্যুসদৃশ দুর্ব্বৃত্ত।

দস্যি : ● **দস্য** (কামড়ান) সক্রিয় হয় যাহাতে; অথবা, যে সামান্য **দস্য**করণ বা দস্যিপনা করে, কামড়াইয়া মাংস তুলিয়া লয় না বা সম্পদ হরণ করে না। ❒ দুরন্ত, দুষ্টু।

দস্যু : ● **দস** (কামড় দেওয়া) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে যাহাতে; অথবা, যে বিতাড়িত জনগোষ্ঠী কখনো কখনো আসিয়া মূল জনগোষ্ঠীর সমাজশরীরে কামড় বসায় ও যাহা পায় তাহা লইয়া চলিয়া যায়। ❒ ক্রিয়াদিলোপ হেতু ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে বাহ্যজাতিবিশেষ, মৃগবধজীবী ব্যাধাদি, দুরাত্মা, দুর্ব্বৃত্ত, (সাদৃশ্যে) শত্রু, মহাসাহসিক, ডাকাত, খল ...।

দস্র : ● **দস** (কামড় দেওয়া) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা কখনো-সখনো কামড়ায়। ❒ উপক্ষয়ধর্ম্মক, গর্দ্দভ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

দহ : ● (তেজাদি) দাতার হওয়ন যাহাতে; অথবা, যাহাতে তেজাদি ও স্রোতাদি সমাহৃত হয়; অথবা, তেজাদি অগ্নিতে পরিণত হয় যাহাতে; কিংবা, স্রোতাদি স্থিত হয় বা স্থিতিপরিবৃত্তি পায় যেখানে; অথবা, যাহাতে আগুন জ্বলে এবং যেখানে স্রোত স্তব্ধ হইয়া জল জমা হয়। ❒ দগ্ধ করা, সঙ্কট, নদী প্রভৃতির অতলস্পর্শ গভীর অংশ।

দহন : ● **দহ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে জ্বলা চলে। ❒ দগ্ধ করা, জ্বলা।

দা : ● **দ**-এর (দানের) আধার যে; অথবা, যে আধার তাহার আধেয় অন্যকে প্রদান

করে বা দেয়; অথবা, যাহাকে আগ বাড়াইয়া দিয়া (পরে নিজের দিকে টানিয়া) ধান্যাদি তৃণ কাটা হয়। ◻ দানকারীমাত্র, কাস্তে; (সুখ**দা**, মোক্ষ**দা**।)

দাউ-দাউ : ● যাহাতে **দা** (তেজাদি দাতা) নবরূপে উত্তীর্ণ তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে আগুন ভূমির উপরের সবকিছু মহাবেগে জ্বালাইয়া উচ্চাটিত করে। দ্র. **দাবানল**। ◻ দাবাগ্নির মতো প্রদীপ্ত ভাব।

দাউলি : ● দাতা নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় বহু উঁচুতে দান করিয়া দিয়া (বংশখণ্ডের মাথায় বাঁধিয়া অনেক উঁচুতে উঠাইয়া দিয়া) তৎপরে নিজের দিকে টানিয়া লক্ষ্য বস্তুকে কাটিয়া আনা হয়। ◻ কাস্তের চেয়েও অধিক বাঁকা ও বড় একপ্রকার দা।

দাও : ● (দ্ আ অ উ) দাতার দান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, দান করিবার উপদেশ, নির্দ্দেশ প্রার্থনাদি যাহাতে। ◻ প্রদান করো।

দাওয়া : ● **দাও** যায় যে আধারে; অথবা, যে মানসিক ও বাহ্যিক স্থানে **দাব**করণ করিয়া (দাবিয়া) বসা হয়; অথবা, (ঐ ঐ বস্তু) **দাও** বলা হয় যাহাতে বা যে স্থান হইতে। ◻ স্বত্বজ্ঞাপন, প্রাপ্য, বারান্দা, দেহলী।

দাঁ : ● **দা**-এর (দাতার) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, যিনি দানের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করেন। ◻ গন্ধবণিকের উপাধি।

দাঁও : ● **দাঁ** (দাতার রহস্যরূপ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে বড় একটা দান লাভ করা যায়। ◻ সুযোগ, সুবিধা।

দাঁড় : ● **দাঁ**-এর (দাতার রহস্যরূপ-এর) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, রহস্যরূপী দাতার খাড়া হইয়া উঠা যাহাতে; কিংবা, যেভাবে, যাহা দ্বারা, এবং যাহার উপরে খাড়া হয়, স্থির হয়, স্থিত হয়, বসে। ◻ খাড়া, স্থির, পাখীর বসার দণ্ড, ক্ষেপণী, বইঠা, দণ্ডায়মান।

দাঁড়কাক : ● যে **কাক** তাড়াইলে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে না, খানিক **দাঁড়**ায়। দ্র. **দণ্ডকাক**। ◻ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ বড়কাক বিশেষ, দাঁড়কাকরূপী যম। ❋

দাঁড়া : ● **দাঁড়**-এর আধার যে; অথবা, **দাঁড়**করণ বা **দাঁড়**হওয়ন হয় যাহাতে; অথবা, দণ্ডায়মান বা স্থির বা খাড়া হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা অপরকে **দাঁড়**করণ করিয়ে দেওয়া যায়। ◻ ডাণ্ডা, মেরুদণ্ড, মেরুদণ্ডসদৃশ নৌকার কাঠ; দণ্ডায়মান হওয়া, অপেক্ষা করা ...।

দাঁড়াকবি : ● দাঁড়াইয়া কবিগান গায় বা কবিতা পড়ে যে কবি। / যে কবিওয়ালা আসরে দাঁড়াইয়াই উপস্থিত মত চাপানের বা উত্তরের কবিগান রচনা করেন। (ব.শ.)।

দাঁড়ি : ● **দাঁড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে উঠানামা না করিয়া স্থির **দাঁড়ায়** (দাঁড়াইয়া দুই পক্ষের সাম্য ঘোষণা করে); কিংবা, যে কম দাঁড়ায় (কমা), তাহার পরে স্থির দাঁড়ায় যে। / যে নৌকায় দাঁড় টানে। (ব.শ.)। ◻ তুলাদণ্ড, পূর্ণচ্ছেদ, সহ-মাঝি, দাঁড়িমাঝি।

দাঁড়িপাল্লা : ● যে **দাঁড়ি**র দুই দিকে দুইখানি পাল্লা থাকে। ◻ পাল্লাযুক্ত তুলাদণ্ড।

দাঁত : ● দাতার রহস্যরূপ (দমনকারী) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা দেহধারী তাহার আহার্য্যকে দমন-পীড়ন করে। ◻ দন্ত।

দাঁতন : ● **দাঁত** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে স্থানের মানুষকে নিয়মিত দমন-

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

পীড়ন করা হইত; অথবা, যে স্থানের মানুষেরা শাসকের লোকলস্করকে (**দাঁতকে**) নিয়মিত আক্রমণ করিত; কিংবা, যাহা দ্বারা **দাঁত** সাফ করা (**দন্তধাবন** করা) হয়। ❐ মেদিনীপুর জেলার একটি অঞ্চল।

দাক্ষিণ্য : ● **দক্ষিণা** হইতে জাত সত্তা থাকে যাহাতে; অথবা, **দক্ষ**কর্ম্মের সম্মান-মূল্যস্বরূপ যাহা প্রদত্ত হয় (বিনিময়হীন দান নহে)। ❐ মেধা বা শ্রমের মূল্য দেওয়া, দক্ষিণা দেওয়া, দক্ষিণভাব, মাহাত্ম্য, আনুকূল্য ...।

দাগ : ● **দগ** হইতে জাত; অথবা, দহন চলার বাহ্যিক বা মানসিক চিহ্ন থাকে যাহাতে; কিংবা, **দাগ**করণ করা হয় যাহাতে। ❐ দাহের চিহ্ন, ক্ষতচিহ্ন, চৌর্য্যাদি দোষ, চিঠায় জমির কিতার সংখ্যা বা নম্বর, তপ্ত লৌহাদি দ্বারা চিহ্নিত করা, কামানের রঞ্জক ঘরে আগুন দিয়া ছোঁড়া, ক্ষতচিহ্নযুক্ত করা। (সাদৃশ্যে) রেখা, ছোপ। *

দাগা : ● **দাগ**-এর আধার যে; অথবা, মানবমনে বা সমাজমনে যে **দাগ** বা চিহ্ন লাগিয়া যায়। ❐ চিহ্ন, ক্লেশ, পীড়া, আক্রমণ (কামান দাগা), প্রতারণা; দাগ দেওয়া, শিশুর অক্ষর শেখার নিমিত্ত দাগা বুলানো। *

দাগী : ● **দাগ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহাকে মানসিকভাবে **দাগ** দেওয়া হইয়াছে। ❐ দাগযুক্ত, কলঙ্কিত, দাগযুক্ত ফল ...। *

দাঙ্গা : ● **দঙ্গ** হইতে জাত যাহা তাহার আধার; অথবা, **দঙ্গ** (দমন করিবার নামে গমনকারী) একদল লোক হৈ হৈ করিয়া কাহাকেও ধরিতে ও মারিতে গেলে যে মারামারি বাধে। ❐ দলবদ্ধ মারামারি।

দাতা : ● **দা** (সুখ-দায়ক বিষয়াদি) তারণের আধার যিনি; অথবা, যিনি (সুখকর বিষয়াদি) কাহারও উদ্দেশ্যে তারিত করেন; কিংবা, **দান** করেন যিনি। ❐ দানকর্ত্তা, সম্প্রদানকর্ত্তা। *

দাদা : ● **দা**-এর **দা** যিনি; অথবা, দাতার (পিতার) দাতা (পিতা) যিনি; কিংবা, ঔরস-দাতার ঔরসদাতা যিনি। ❐ পিতামহ, (সাদৃশ্যে, ব্যঞ্জনার্থে) মাতামহ, বড়ভাই ... প্রভৃতি।

দাদাগিরি : ● (ক্ষমতা বা ধনাদি দাতার দাতা যে সেই) **দাদা** ধনাদি নিগীরণ বা ভক্ষণ করে যাহাতে। ❐ অধিপতির কার্য্য।

দাদাঠাকুর : ● যিনি দাদা তিনিই **ঠাকুর** (যাহাতে); অথবা, যে **দাদা** তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকা সমগ্র পারিবারিক-ব্যবস্থাটিকে প্রাণবন্ত রাখেন। (দ্র. **ঠাকুর**)। ❐ দাদাসম্পর্কীয় ব্রাহ্মণ (বাহ্মণেতর জাতির পক্ষে)।

দাদী : ● **দা**-এর (ঔরসদাতার) দানকারিণী যিনি; অথবা, পিতার জননী যিনি। ❐ পিতামহী।

দাদু : ● দাতার দাতা নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, ঔরসদাতার ঔরসদাতা নবরূপে উত্তীর্ণ (গ্রহীতায় পরিণত) যাহাতে; অথবা, পিতামহ তাঁহার পুত্রের সন্তানে (দাদা-পোতা ভাই ভাই-এ) পরিণত যাহাতে। ❐ পিতামহ, পৌত্র ও দৌহিত্রের প্রতি আদুরে সম্বোধন; (সাদৃশ্যে) মাতামহ।

দান : ● **দা** (বিষয়াদি-দাতা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে আধারের আধেয় বা আধেয়াংশ অন্যকে দেওয়া চলিতেছে; অথবা, যে অবকাশে **দান** দেওয়া বা গ্রহণ করা হয়। ❐ স্ব-স্বত্বত্যাগানুকূল ব্যাপার, সম্প্রদান, দেয় বস্তু, খেয়ার কড়ি, বরকে দেয় দ্রব্য, পাশা খেলার দান, মাছ ধরার দান। *

দানব : ● **দান** বহন করে যে; অথবা, যৌথ সমাজের বা সরকারের দাতব্য সম্পদ (**দান**) বহন করিয়া লইয়া গিয়া প্রাপককে দেয় যে

(এবং দেওয়ার সময় দর্শনী, প্রণামী, ঘুষ, উপ-ঢৌকন, সেলামী, কমিশন, কাট-মানি ... গ্রহণ করে যে)। ⊓ দানবসম্বন্ধী, দনুর অপত্য। ✻

দানা : ● **দান**-এর আধার যে; অথবা, প্রাচীন কালে সমাজপতি, কুলপতি, সর্দার প্রমুখ তাঁহার অনুগামীদের যাহা দান করিতেন। ⊓ ছোলা, মটর প্রভৃতি কলাই, বীজসদৃশ বস্তু।

দাপ : ● **দপ** হইতে জাত; অথবা, **দা** (তেজাদির আধার) পালিত যাহাতে; অথবা, সামাজিক তেজাদি (ক্ষমতাদি) পালিত যাহাতে। ⊓ দর্প, প্রতাপ, প্রভাব, দবদবা; দর্প করা, আস্ফালন করা ...।

দাপট : ● **দাপ** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা সামাজিক **দাপ**-এর প্রতাপ টঙ্কারিত হইতে থাকে। ⊓ সামাজিক প্রতাপ, দর্প, সদর্প আচরণ, প্রচণ্ডতা, দবদবা। ✻

দাব : ● **দব** হইতে জাত; অথবা, যাহাকে **দব** করা হইয়াছে; কিংবা, যাহা **দব** হইয়াছে; অথবা, '**দব** করো', বা 'দমন করো', 'চাপিয়া ধরো', এরূপ নির্দেশ যাহাতে। ⊓ আধিপত্য, দমন, চাপ; দমন করা, চাপিয়া ধরা; অরণ্য, সমাজ; দ্র. **দাবদাহ**।

দাবকি : ● **দাব**-করণকে সক্রিয় করে যে, অথবা, যাহা দ্বারা সক্রিয়ভাবে **দাবকরণ** করা **দাবান** হয়। ⊓ ভয়প্রদর্শন, শাসান, ধাবকি।

দাবড় : ● **দাব**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, **দাব**করণ করিবার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করা হয় যাহাতে। ⊓ তাড়া, ধাওয়া, প্রচণ্ড আক্রমণ, ধমক, ভয় প্রদর্শন।

দাবড়ান : ● **দাবড়**-এর আধার অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **দাব**করণ করিবার বা **দাবান**র প্রয়াস অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ⊓ ধমকানো, শাসন করার জন্য ভয় দেখানো, পশ্চাদ্ধাবন করা, তাড়া করা।

দাবড়ানি : ● যে আচরণে **দাবড়ান** ক্রিয়া সক্রিয় থাকে। ⊓ কঠিন তিরস্কার, তীব্র ভর্ৎসনা, বিক্রমপ্রকাশ, সদর্প বীর্য্য প্রকাশ।

দাবড়ি : ● **দাবড়** সক্রিয় যাহাতে। ⊓ ধমক, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, তাড়া, শাসন।

দাবদাহ (দাবানল) : ● **দাব**-এর (**অরণ্য**-এর) দহন (অনল) থাকে যাহাতে; অথবা, মন্দিরকেন্দ্রিক বৈদিক গ্রামসমাজ নবোদ্ভূত **গঞ্জ**গুলি জ্বালাইয়া দিলে যে দহন (অনল) ছড়াইয়া পড়িত; কিংবা, (সাদৃশ্যে) বাহ্য বনে আগুন লাগিলে যে দহন (অনল) ছড়াইয়া পড়ে। ⊓ বৈদিক যুগের হাট পোড়ানো, (সাদৃশ্যে) বাহ্য বনের অগ্নিতাপ।

দাবা : ● **দাব**-এর আধার যে; অথবা, **দাব**করণ ক্রিয়া চালান হয় যাহাতে; অথবা, 'দাবাও', 'দাবাইয়া রাখো', 'চাপিয়া রাখো', এইরূপ নির্দেশ থাকে যাহাতে; কিংবা, দুই পক্ষের পরস্পরকে দাবাইয়া রাখার চেষ্টা চলে যে চলমান ক্ষমতাদ্বন্দ্বে; অথবা, (সাদৃশ্যে) প্রাচীন ভারতীয় মনীষীগণ যে সামাজিক ক্ষমতা-দ্বন্দ্বকে সমান্তরাল ক্রীড়ায় পরিণত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিংবা, গৃহের সম্মুখে যে স্থানে দাবিয়া বসে বা বসিয়া প্রার্থনা বা দাবি করে। ⊓ রাজার ক্ষমতাদ্বন্দ্ব, নিপীড়ক-রাজত্ব, ঘরের দাবা, দাওয়া, দমন করা, চাপিয়া রাখা। ✻

দাবা-খেলা : ● **দাবা**ইয়া রাখা যে খেলার মুখ্য বিষয়; অথবা, বিপরীত পক্ষকে **দাবা** (দাবাইয়া রাখা) যে খেলার মুখ্য বিষয়; কিংবা, যে খেলায় 'মন্ত্রীর' (= **দাবার**) চাল অবারিত বলিয়া সে বাকি সকল বলকে **দাবা**ইয়া রাখে। ⊓ প্রাচীন ভারতে উদ্ভাবিত

একটি খেলা বর্ত্তমানে যাহা বিশ্ববন্দিত। ✻

দাবান : ● **দাবা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **দাবা**করণ করা চলিতে থাকে। ⌐ দমিত করা, চাপা, চাপিয়া ধরা, ভয় দেখান, শাসান, চাপ দেওয়া ...। ✻

দাবানল : দ্র. **দাবদাহ**।

দাবি : ● **দাব** (চাপ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **দাব**করণ করিয়া (**দাবাইয়া** বা চাপ দিয়া) যাহা (আদায়) করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয়। ⌐ স্বত্বজ্ঞাপন, দাবী, প্রাপ্য, পাওনা।

দাবু : ● **দাব** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **দাব**করণ নিম্নে অধঃপতিত করে না, বহন করিতে সহায়তা করে; অথবা, গরু-গাড়ীর সামনের দিকে যে সম্যক ভার বা **দাব**করণ না থাকিলে গরু দুটির পক্ষে গাড়ি টানিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব হয় না। ⌐ সম্যক ভার বা চাপ। (দ্র. **উলাড়**)। ✻

দাম : ● **দম** হইতে জাত; অথবা, যাহা দ্বারা **দমিত** করিয়া রাখা হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা পণ্যাদিকে বিশেষ বিশেষ মূল্যে বা দরের সূত্রে বাঁধিয়া রাখা যায়। / যাহা দ্বারা গতি খণ্ডিত হয়। (ব.শ.)। যে দড়িতে অনেক গরু বাঁধা যায়। (ছা.অ.)। ⌐ সূত্র, মূল্য, দর, বন্ধন, নিগড়, মাল্য; (সাদৃশ্যে) পশুবন্ধন-রজ্জু, শৈবাল**দাম** ...।

দামড়া : ● **দাম**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে তাহার আধার; অথবা, যে তাহার বন্ধনসূত্র (গলার দড়ি) সহই ছুটিবার বা উড়িয়া বেড়ানোর চেষ্টা করে। ⌐ 'কিশোর-বয়স্ক পুং বলদ'; (বাছুরের মুষ্ক 'ছাঁট' করিয়া দেওয়ার পরে পরেই তাহার দৈহিক বাড়বৃদ্ধি চমকপ্রদভাবে অন্য মাত্রায় উন্নীত হইয়া যায়, তখনই তাহাকে **দামড়া** বলে।) ✻

দামন : ● **দাম** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **দাম**-করণ বা বন্ধনকর্ম্ম চলে; অথবা, যাহা দ্বারা বধূ বরকে বাঁধিয়া রাখে। ⌐ বধূর আঁচল। ✻

দামনী : ● **দামন**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা বৎসাদিকে (মানবশিশু বা বাছুরকে) বাঁধিয়া রাখা হয়। ⌐ বন্ধনরজ্জু, বৎসাদির চরণরজ্জু।

দামলিপ্ত : ● **দাম** লিপ্ত যাহাতে। (দ্র. **তাম্রলিপ্ত**)। ⌐ তমলুক। (ছা.অ.)।

দামাল : ● **দাম**-এর আধার লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **দাম** দিয়াও (**দমন** করিয়াও বা রজ্জুতে বাঁধিয়াও) আটকানো যায় না। ⌐ দম্যবাল, দুরন্ত (শিশু), দাম্বাল। ✻

দামিনী : ● **দাম** সক্রিয়ভাবে অন (চলমান) হয় যে প্রকৃতি আধারে; অথবা, **দাম** (দমন-কারী রজ্জু প্রভৃতি) ধারণ করিয়া রাখে যে; অথবা, যিনি প্রেমডোরে বাঁধিয়া (বা দমন করিয়া) রাখেন। ⌐ দামযুক্তা, বিদ্যুৎ, মালাধারিণী, পাইকারি মালবিক্রেতা।

দামী : ● **দাম**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **দাম** কার্য্যকরী থাকে যাহাতে। ⌐ মূল্যবান।

দামোদর (দামুদর) : ● যে পণ্যপ্রবাহের (জলপ্রবাহের) উদরে বা ভিতরে (মাঝ-নদীতে শৈবাল**দাম**-এর ন্যায়) **দাম** থাকে। /যাঁহার উদরে যশোদাকৃত-বন্ধনরজ্জু (বিদ্যমান)। (ব.শ.)। দাম উদরে যাহার। (ছা.অ.)। ⌐ আধা-সরকারি উৎপন্নপ্রবাহ, কৃষ্ণধনের বা কালো টাকার প্রবাহ, দামোদর নদ, নারায়ণ, বর্দ্ধমান জেলার নদবিশেষ। ✻

দায় : ● **দয়** হইতে জাত; অথবা, যাহা দিতে হয় বা পরিশোধ করিতে হয়, কিংবা, পাওয়া যায়। ⌐ দেয় বিষয় বা ধনাদি, বিবাহে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

কন্যাকে প্রদত্ত যৌতুকাদি, বিভাজ্য পিত্রাদিধন, ঋণ, কর্তব্যানুষ্ঠানরূপ ভার, গরজ ...।

দায়গ্রস্ত : ● **দায়** দ্বারা গ্রস্ত যে; অথবা, **দায়** দিতে না পারার জন্য বিপন্ন যে। ⊓ বিপন্ন, দায়ী, ঋণী।

দায়ভাগ : ● **দায়**-এর ভাগ যাহাতে; অথবা, উত্তরাধিকারের পরিশোধিতব্য বা প্রাপ্তব্য অংশ থাকে যাহাতে; অথবা, বঙ্গদেশের হিন্দুর উত্তরাধিকার-ধর্ম্ম (আইন) লিপিবদ্ধ আছে যাহাতে। ◻ রিক্‌থবিভাগ, ব্যবহারপদ-বিশেষ, জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগ গ্রন্থ। ❋

দায়সারা : ● যাহা দ্বারা **দায়**কর্ম্ম সমাপন করিয়া ফেলা হয়; অথবা, যাহাতে কোনো মতে **দায়** শোধ করা হয়। ◻ কোনোমতে কর্ত্তব্য সমাধা করা।

দায়িক : ● **দায়**-এর সক্রিয় কারক যে; অথবা, যে **দায়** বহন করে। ⊓ দায়যুক্ত, ঋণগ্রস্ত, ভারপ্রাপ্ত, জিম্মাদার।

দায়িত্ব : ● **দায়** সক্রিয় হইয়া তারিত ও বাহিত হয় যাহাতে। ⊓ দায়যুক্ত, ভার, জিম্মা, কর্ত্তব্য।

দায়ী : ● **দায়**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যিনি **দায়** বহন করেন। ⊓ দায়িত্ব পালনকারী।

দার : ● **দর** (তেজাদি-দাতার রক্ষণ) হইতে জাত; অথবা, **দর**করণ (নানাপ্রকার তেজবানের নানাপ্রকার তেজন-কর্ম্ম) করা হইয়াছে বা করা হয় যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রাদিতে); অথবা, কঠোর বা কোমল তেজ-প্রয়োগকরণ বা **দারণ** (অন্তর্ভেদন) করে যে, করে যাহাতে। (স্মর্তব্য : **কর** > **কার**)। / যে চিত্ত দ্রব করে। (ব.শ.)। ◻ ভেদন, ভেদক, কৃষ্ট ভূমি, পত্নী; কারক, কর্ম্মকুশল, অধ্যক্ষ, অধিকারী; নজর**দার**, চৌকি**দার**।

দারক : ● **দার** (সামান্য জোরপূর্ব্বক অন্তর্ভেদ বা দারণ) করে যে। / দুঃখ নাশ করে যে। (ব.শ.)। ◻ ভেদক, বালক, শাবক, গ্রাম্যশূকর।

দারণ : ● **দার** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে জোরপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করা বা করান হয়। ◻ ভেদন, ব্রণাদিস্ফোটন কারক ঔষধ।

দারা : ● **দার**-এর (বিদারণের) আধার যে। ⊓ ভার্য্যা, স্ত্রীলোক।

দারি : ● **দার** সক্রিয় যাহাতে। ◻ পরদারগমন, বেশ্যাগমন, লাম্পট্য।

দারিত : ● **দারি** তারিত যাহাতে। ⊓ ভেদিত, অন্তর্গত।

দারিদ্র্য : ● **দারি**-র দান রহে যাহাতে; অথবা, **দরিদ্র** হইতে জাত; কিংবা, শক্তি প্রয়োগ-পূর্ব্বক যাহাকে দুর্গত বা নিঃস্ব করা হইয়াছে তাহার দুর্দ্দশা। ◻ দরিদ্রভাব, নির্ধনতা, দৈন্য।

দারী : ● **দারি**-র আধার যে। ◻ বেশ্যা, বেশ্যাগামী, লম্পট।

দারু : ● **দার** (ভেদন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে দারক জোরপূর্ব্বক দারণ করে না, বিপরীতে বিদারণ করিবার বা আটকাইবার শক্তি দান করে। ◻ বিদারক, শুষ্ককাষ্ঠ, ইন্ধন, কাষ্ঠময়, ঔষধ, মদ্য।

দারুক : ● **দারু** (বিদারণ রোধশক্তি দান) করে যে। ◻ শ্রীকৃষ্ণের সারথি, কাষ্ঠ, দেবদারু।

দারুকা : ● **দারুক**-এর আধার যে। ◻ কাষ্ঠপুত্তলিকা, শৃঙ্খল, কাঠের বেড়ী।

দারুণ : ● **দারু** অনকৃত (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **দারণ** আটকাইবার পালটা ও কঠোর শক্তি থাকে। ◻ অতিনিষ্ঠুর, কঠোর, দৃঢ়, প্রচণ্ড, দুর্নিবার, চিত্রকবৃক্ষ, পারুষ্য ...।

দারুণী : ● **দারুণ**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓

অরসিকা, অবিদগ্ধা।

দারুব্রহ্ম : ● **দারু** (বিদারণ-রোধশক্তি দাতা) স্বরূপ যে ব্রহ্ম। ⊓ দারুরূপব্রহ্ম, জগন্নাথ, ধর্ম্ম, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ, বিশ্বকর্ম্মার পুত্র।

দারুযন্ত্র : ● **দারু**-স্বরূপ যন্ত্র। ⊓ দারুকৃত যন্ত্র, কাষ্ঠপুত্তলিকা।

দারোগা : ● **দারু**-র (বিদারণ-রোধশক্তি দাতার) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, চৌরাদির বিদারণ হইতে রক্ষা করে যে। ⊓ পুলিশের প্রধান কর্মচারী বিশেষ।

দাল : ● **দল** হইতে জাত; অথবা, **দল**বদ্ধ-হওয়ন বা সমবায় হইতে জাত যে। ⊓ পুষ্প-দলসম্বন্ধী, পুষ্পদলসঞ্চিত মধুবিশেষ। *

দালান : ● **দাল** অন যাহাতে বা সে স্থানে; অথবা, যেখানে **দাল**করণ (**দল**বদ্ধ হইয়া কথাবার্ত্তা বা আড্ডা) চলমান থাকে। ⊓ লম্বা পাকা ঘর, পাকা বাড়ি, হলের মত ঘর। *

দালাল : ● **দাল**-এর আধার লালিত যাহাতে; অথবা, **দাল**কারীকে (**গন্ধা**দি দানকারীকে) লালন করে যে; অথবা, বিক্রেতাকে সহায়তা করে যে। / যে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে থাকিয়া পণ্যের দর-দস্তুরী ঠিক করে। (ব.শ.)। ⊓ কেনা-বেচার মধ্যস্থ। *

দালি : ● **দাল** (**দলন**কৃত) সক্রিয় যাহাতে। ⊓ দলিত শমীধান্য।

দাশ : ● **দা** (বিষয়াদি-দাতা) বিচ্ছুরিত যাহাতে; কিংবা, দানে শক্য বা দান করিতে সক্ষম যে; অথবা, প্রাচীন যৌথসমাজের যে বিপ্রগণ সমাজ সদস্যদের জন্য নিজেদের অর্জ্জিত সমস্ত জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ দান করিয়া দিতেন; কিংবা, (যৌথসমাজের গরিমাসম্পন্ন) যে মানুষেরা মৎস্যকে (ব্যক্তি-মালিককে) হিংসা করিতেন; অথবা, সনাতন যুগ গত হইয়া বৈদিকাদি দক্ষযুগের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে যে মানুষদের গরিমা নষ্ট হইয়া যায়। ⊓ বিপ্র, আদিবৈদ্য, নাবিক, ধীবর, কৈবর্ত্ত, ভৃত্য, উপাধি। *

দাস : ● **দা**-র (বিষয়াদি-দাতার) শেষ অস্তিত্বটুকু যাহাতে; অথবা, যিনি তাঁহার অর্জ্জিত জ্ঞানসম্পদাদির সর্ব্বস্ব (যৌথ-সমাজের অন্য সদস্যদের) দান করিয়া দিতেন; কিংবা, যিনি তাঁহার শেষ সম্বল শরীরটুকুও অন্যের সেবার জন্য দান করিয়া দিতেন; অথবা, সনাতন যুগ গত হইয়া বৈদিকাদি দক্ষযুগের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে যে মানুষদের মহত্ত্ব ও গরিমা নষ্ট হইয়া যায় (এবং যাঁহারা কৃতদাসে পরিণত হন, তাঁহাদের উত্তরসূরীগণ)। / যাহাকে বেতন দেয় বা কার্য্যার্থে প্রেরণ করে; অথবা, যে আত্মদান করে। (ব.শ.)। ⊓ জ্ঞানাত্মা, আত্মনিবেদক, আদি কায়স্থ, আদি চর্ম্মকার, শূদ্র, ধীবর, ভৃত্য, পঞ্চদশ দাস, শূদ্রের উপাধিবিশেষ, কায়স্থের উপাধি, চর্ম্মকারের উপাধি, বৃত্রাসুর ...। *

দাহ : ● **দহ** হইতে জাত; অথবা, দহন চলে যাহাতে। ⊓ ভস্মীকরণ, কুপিত পিত্তজাত দেহসন্তাপ, জ্বালা।

দাহক : ● **দাহ**করণ করে যে। ⊓ ভস্মীকারক, জ্বালাজনক।

দাহন : ● **দাহ** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ ভস্মীকরণ, জ্বালা।

দাহ্য : ● **দাহ** থাকে বা যায় যাহাতে। ⊓ দহনীয়, দহনযোগ্য।

দি : ● (পূর্ণ হইতে খানিক ছিন্ন করিয়া, দ্বিখণ্ডিত করিয়া, খানিক) দান সক্রিয় যাহাতে; অথবা, দিতে উদ্যত যে; কিংবা,

দেয় যে। ⫎ দান করা, দেওয়া ...।

দিই : ● দিতে উদ্যত দাতা সক্রিয় যাহাতে; অথবা, দেওয়া চলিতেছে যাহাতে। ◻ দান করি, দিতেছি ...।

দিক : ● দি (সক্রিয়-দান) করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, যে শব্দিত বা দৃশ্য স্থান-কাল-পাত্র হইতে সঙ্কেত উচ্চারিত বা দর্শিত হয়; অথবা, কারুকর্ম্ম আবিষ্কারের পর মানবসমাজের মনোলোক তাহার অগ্রগতির পক্ষে যে অবকাশ দেখিতে পায়; কিংবা, মানুষের বা সমাজের কর্ণ যাহাকে চিহ্নিত করিতে পারে। /যাহা অবকাশ দেয়। (ব.শ.)। ⫎ ইঙ্গিতদায়ী স্থান কাল বা পাত্র, সঙ্কেত দর্শিত বিষয়, দিক্‌সংখ্যানুসারে দশ (১০) সংখ্যা, শ্রোত্রাধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, অভিমুখ, ভাগ ...। ✱

দিক্‌পাল : ● দিক-এর পালক যে; অথবা, সমাজদেহের খাদ্যাদি বিভাগের ন্যায় যে কোনো একটি বিভাগের পালকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত যিনি। (দ্র. দিগ্‌গজ)। ⫎ দিগধীশ্বর গ্রহ, (সাদৃশ্যে) যে ব্যক্তি বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন হয় এবং অনেকের উপর আধিপত্য করে তাদৃশ ব্যক্তি।

দিকু : ● দিক (সক্রিয়-দানকারী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে দিক সঙ্কেতমাত্র দর্শায় না, বিপথে ডাক দেয় বা অন্য কোনো ক্ষতি করে। ⫎ আদিবাসী-বনবাসী সাঁওতালদের চোখে 'সত্যাভিমানী' দক্ষমানুষ। ✱

দিগন্ত : ● দিক (সক্রিয়-দানকারী) অন্তে যাহার; অথবা, দিক যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে। ◻ দিকের শেষ সীমা বা প্রান্ত।

দিগ্‌গজ (দিগ্‌হস্তী, দিঙ্‌নাগ) : ● দিক রক্ষা করে যে গজ (হস্তী, নাগ); অথবা, সমাজদেহের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগের এক একটি বিভাগের মহাপরিচালক যে (বিশেষজ্ঞ, উচ্চশিক্ষিত)। ◻ দিগ্‌রক্ষক বিদ্যাদিগ্‌গজ, বিভাগীয় প্রধান ...। ✱

দিগ্ধ : ● দিগ (সক্রিয় দানের গমন) ধারিত যাহাতে; অথবা, যাহা গিয়া কোনো অবয়বে ধৃত, গৃহীত বা লিপ্ত হয়। ◻ লিপ্ত, উপলিপ্ত, মিশ্র, বিষলিপ্ত শর ...। ✱

দিগ্বিজয় : ● দিক-সমূহকে (সক্রিয়-দানকারীসমূহকে) বিজিত করা হয় যাহাতে; অথবা, যে দিকসমূহ সত্তাকে জয় করিয়াছিল বা করিতে পারে তাহাদিগকে পালটা জয় করিয়াছে যে। ◻ সংগ্রাম দ্বারা সর্ব্বদিক জয়।

দিঙ্‌নাগাচার্য্য : ● দিঙ্‌নাগদিগের আচার্য্য যিনি; অথবা, যে রাষ্ট্রস্বীকৃত বিশেষজ্ঞ-শিক্ষক সরকারি বিভাগীয় প্রধানদের শিক্ষা দিতেন; কিংবা, যে-আচার্য্য কালিদাসের (স্বশিক্ষিত আবিষ্কারক-উদ্ভাবক স্রষ্টার) প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

দিত : ● দি (পূর্ণ-এর কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া) দান সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, দেওয়া হইত যাহাতে; অথবা, (কিয়দংশ) দেওয়া চলিত যাহাতে। ⫎ অবখণ্ডিত, ছিন্ন, দ্বৈধীকৃত।

দিতি : ● দি (দুইকরণ) তারিত হইয়া সক্রিয় যাহাতে; অথবা, মন দ্বিধাগ্রস্ত যাহার বা যাহাদের; কিংবা, যে জনগোষ্ঠী যৌথসমাজে থাকিয়া খণ্ডবাদী (ব্যক্তিগত সুবিধাবাদী) আচরণ করিত। ◻ অবখণ্ডিত, দ্বৈধীকৃত, কশ্যপের পত্নী ও দৈত্যগণের জননী। ✱

দিত্য : ● দিত থাকে যাহাতে। ◻ দিতিজাত, দৈত্য।

দিদি : ● দি বা দিই দিই বলে বা করে যে।

□ জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

দিন : ● দি (পূর্ণ হইতে খানিক খণ্ডিত করিয়া দেওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, একটানা অন্ধকারময় কালপ্রবাহের মাঝে মাঝে ১২ ঘন্টা করিয়া সূর্য্যালোকিত কাল খণ্ডন করা হয় যাহাতে। / তিমির খণ্ডন করে যে। (ব.শ.)। □ সূর্য্যের উদয়াস্তমিত কাল, দিবস ...। *

দিনপাত : ● **দিন**-এর পতন থাকে যে কালে; অথবা, যে কালে **দিন** কাটিয়া শেষ হইতে চলিয়াছে; কিংবা, যাহা দ্বারা **দিন** কাটিয়া শেষ হয়। □ দিনের পতনকাল, অপরাহ্ণ, (লক্ষণার্থে) দৈনিক জীবিকার্জ্জন, ভাত-কাপড়।

দিব : ● সক্রিয়ভাবে দান বহন করে যে; অথবা, 'দিব, হাত পাত, দিব; দাম দাও, দিব' — ইত্যাকার ভাব থাকে যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রে); অথবা, যে স্থান কাল পাত্রে (বা সেগুলি হইতে) সক্রিয়ভাবে দাতা বাহিত হয়; অথবা, যে স্থানে (লোকে) ও কালে দেবতা (দানকারী বা বিক্রয়কারী) ক্রীড়া করেন। □ ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়, দীপ্তি, ক্রীড়া, দেবতার ক্রীড়াস্থান, স্বর্গ, আকাশ, দিন। *

দিবস : ● **দিব**-এর (সক্রিয়-দাতার) অস্তিত্বমাত্র থাকে যাহাতে; অথবা, যে কালখণ্ডে লেনদেন চলে। □ দিন, বাসর, ষষ্টিদণ্ডাত্মক কাল। *

দিব্য : ● **দিব** থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে 'দিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা থাকে; অথবা, পণ্য বিনিময়ের সূচনাকালে 'তুমি এই বস্তু দিলে আমি এই বস্তু দিব' - এইরূপ প্রতিজ্ঞা (দিব্য) থাকিত যাহাতে (যে সুখস্বর্গে বা পণ্যাকাশ ... প্রভৃতি লোকে)। □ স্বর্গস্থিত, আকাশভব, লোকাতীত, আন্তরীক্ষ ...। *

দিব্যা : ● **দিব্য**-এর (দিব্যশক্তির) আধার যে; অথবা, যাহা অবশ্যই কিছু **দিবে**, এইরূপ শক্তির আধার যে। □ আমলকী, হরীতকী, ব্রাহ্মী, স্থূলজীরক ...। *

দিব্যি : ● **দিব্য** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (দুই পক্ষের মধ্যে) **দিব্য** করিয়া তদনুসারে যাহা করা হয় বা দেওয়া হয়; কিংবা, উভয় পক্ষ **দিব্য** করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে করে বলিয়া যাহা কার্য্যত সুন্দর হয় □ শপথ, উত্তম, সুন্দর, বেশ ভালভাবে।

দিল : ● **দান**করণ সক্রিয়ভাবে লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, যাহা দেওয়া হয় বা হইল। □ হৃদয়, মন, দেওয়া হইল, প্রদত্ত। *

দিলীপ : ● **দিল**-এর সক্রিয় আধার পালিত যাহাতে; অথবা, **দিলী** (দানশীলতার সক্রিয় আধার) পালিত যাহাতে; অথবা, যিনি দানশীলরূপে খ্যাত ছিলেন। □ সগরবংশীয় অংশুমানের পুত্র ও ভগীরথের পিতা এবং রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ। *

দিশ : ● দি (সক্রিয় দান) মানসিকভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে। □ আদেশ, কথন, নির্দ্দেশ, দান, দিক্, দিগ্‌বোধ, কাণ্ডজ্ঞান।

দিশা : ● **দিশ**-এর আধার যে; অথবা, **দিশ**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে মানসিক ও বাহ্যিক **দিক** নির্ণয় করা হয় বা হইয়াছে। □ দিক্, দিঙ্‌নির্ণয়, নির্দ্দেশ, সঙ্কেত, কর্তব্যনির্দ্ধারণ, লক্ষ্যে স্থিরতা।

দিশাহারা : ● **দিশা** (প্রধানত মানসিক গমনের লক্ষ্য) হারাইয়াছে যে; অথবা, **বিবেক** নষ্ট না হইলে মানুষ কখনো যা হারায় না। / যে দিশার জ্ঞান হারাইয়াছে। (ব.শ.)। □ দিগ্‌ভ্রান্ত, বিবেকহীন। ,

দিশি : ● **দিশ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, বিশেষ **দিশা**নুসারে চলার ফলে যাহা জন্মায়। □

দেশীয়, দেশজাত।

দী : ● দানের সক্রিয় আধার যে। ☐ ক্ষয়, **দী**নভাব।

দীক্ষ : ● সক্রিয় দাতার **ক্ষ** (ক্ + ষ) বা করণ দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহাতে সক্রিয় দাতার করণ দিশাগ্রস্ত করিয়া দেওয়া হয়; অথবা, যাহাতে বিশেষ বিদ্যানুসারে (একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিমূলক) কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনার বা **দক্ষ**যজ্ঞ পরিচালনার বিশেষাধিকার প্রদান করা হয়। ☐ ব্রতোপদেশ, মন্ত্রোপদেশ, মুণ্ডন, যজন, নিয়মগ্রহণ; (একালের ভাষায়) ক্যাম্পাস-অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ✱

দীক্ষণ : ● **দীক্ষ** অন (বিদ্যানুসারে কর্ম্মাধিকার বা **দক্ষা**ধিকার) যাহাতে; অথবা, **দীক্ষ**করণ অন (চলমান) যাহাতে। ☐ মন্ত্রোপদেশ, ব্রতানুষ্ঠান, যজন।

দীক্ষা : ● **দীক্ষ**-এর আধার যাহাতে; অথবা, **দীক্ষ**করণ (**দক্ষা**ধিকার প্রদান) থাকে যাহাতে (যে আচরণে, ক্রিয়ানুষ্ঠানে); অথবা, উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে যাহাতে **দক্ষ**রূপে কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়। ☐ মন্ত্রোপদেশ, ব্রতোপদেশ গ্রহণ, নিয়মগ্রহণ, যজন ...; ক্যাম্পাস-অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ✱

দীক্ষান্ত-ভাষণ : ● **দীক্ষা**-শেষে যে ভাষণ দেওয়া হয়; অথবা, বিদ্যাশিক্ষার পর **দীক্ষা**-অন্তে (বা **দক্ষা**ধিকার প্রদান-অন্তে) যে ভাষণ দেওয়া হইত; অথবা, যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে সম্যক রূপে আবর্ত্তিত হইবার বা **সমাবর্ত্তন** করিবার জন্য শেষ তাত্ত্বিক উপদেশ (মন্ত্রোপদেশ, ব্রতোপদেশ) দেওয়া হইত যাহাতে; কিংবা, **দীক্ষা** শব্দের কার্য্যকরী অর্থ ভুলিয়া গিয়া ছাত্রদিগকে **দক্ষা**ধিকার না দিয়াই তাহাদের উদ্দেশে একালের স্মৃতিভ্রষ্ট পণ্ডিতেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠান্তে যে অপ্রাসঙ্গিক ভাষণ দেন। ☐ সমাবর্ত্তনে প্রদত্ত ভাষণ। ✱

দীক্ষিত : ● **দীক্ষণ** তারিত যাহাতে; অথবা, **দীক্ষা** (**দক্ষা**ধিকার) লাভ করিয়াছে যে বা যাহাকে সেই অধিকার দেওয়া হইয়াছে; কিংবা, **দক্ষ**রূপে সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত যে। ☐ অভিষিক্ত, যজ্ঞমাত্রে ধৃতব্রত বা নিয়মী, উপনয়ন-সংস্কারযুক্ত, ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। ✱

দীঘ : ● **দী**-র (সক্রিয় শক্তিদাতার) গমন স্থিত যাহাতে (যে স্থান কাল পর্যন্ত)। ☐ দীর্ঘ, দীর্ঘতা, দৈর্ঘ্য।

দীঘল : ● **দীঘ** লালিত যাহাতে। ☐ দীর্ঘ, আনিতম্ব-লম্বমান, লম্বা ...।

দীঘা : ● **দীঘ**-এর আধার যে; অথবা, বহু **দীঘ** থাকে যাহাতে; অথবা, সুদীর্ঘ সমুদ্র-উপকূল আছে যে স্থানে। ☐ মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূল শহরের নাম।

দীঘি : ● **দীঘ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, কম-দীর্ঘ উপকূল যাহার। তু. **চালি** = ছোট **চালা**। ☐ দীর্ঘ পুকুর, দীর্ঘ সরোবর বিশেষ, বাপী।

দীন : ● **দী** (সক্রিয় দাতা) **ন** (অনকৃত ও না-কৃত) যাহাতে; অথবা, দান করিতে করিতে অদাতা হইয়া গিয়াছে বা নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে যে। ☐ নির্ধন, (সাদৃশ্যে) দুরবস্থাপন্ন, কাতর, ক্ষীণ, দীনভাব, তগরপুষ্প। ✱

দীপ : ● **দী**-কে (সক্রিয় দাতাকে) পালন করে যে; কিংবা, (মানসিক এবং-বা বাহ্যিক তেজাদি) দানকারীকে পালন করে যে; অথবা, স্বয়ং (বাহ্যিক বা মানসিকভাবে) অগ্নিবান, তেজবান, শক্তিমান প্রভৃতি হইয়া অন্যকে (বাহ্যিক বা মানসিকভাবে) অগ্নিবান,

তেজবান, শক্তিমান প্রভৃতি করে যে; অথবা, যে নিজে দীপ্ত হয় এবং অন্যকেও দীপ্ত করে। / যাহা দীপ্তি পায় বা গৃহাদি দীপিত করে। (ব.শ.)। ⊓ দীপ্তসত্তা, জ্বলদ্‌বর্ত্তি, প্রদীপ; দীপ্তি পাওয়া, জ্বলা। *

দীপঙ্কর : ● **দীপং** করিতেন যিনি; অথবা, যিনি দেশবিদেশের ছাত্রদের মনে জ্ঞানের **দীপ** জ্বালাইয়া দিতেন। ⊓ ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলের বজ্রযোগিনী গ্রাম এককালে ছোট রাজার রাজধানী ছিল। তাহার রাজকুমার ছিলেন অতীশ। তিনিই পরে '**দীপঙ্কর** শ্রীজ্ঞান' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

দীপক : ● **দীপ**-করণ করে যে; অথবা, যে জ্বলন্ত ও দীপ্ত সত্তা অন্যদের প্রজ্বলিত ও দীপ্ত করে; অথবা, যে কারকের ক্রিয়া প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত উভয় বিষয়ের সহিত অন্বিত হইতে পারে; কিংবা, যে কারকের সহিত 'অনেক ক্রিয়ার (তৎক্ষণাৎ) অন্বয় হয়। ⊓ দীপয়িতা, প্রজ্বলনকারী, রাগবিশেষ ...। *

দীপন : ● **দীপ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **দীপ**করণ করা চলিতে থাকে। ⊓ দীপয়িতা, উদ্দীপক, জ্বালান...।

দীপ্ত : ● **দীপ**করণ তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **দীপ**করণ বা প্রজ্বলিতকরণ করা হইয়াছে; কিংবা, যে জ্বলিতেছে বা আলোকিত হইয়া চারিদিক আলোকিত করিতেছে। ⊓ দীপ্তিযুক্ত, প্রজ্বলিত, তেজোময় ...। *

দীপ্তি : ● **দীপ**করণ তারণপূর্ব্বক গতিশীল যাহাতে; অথবা, **দীপ্ত**-এর সক্রিয়তা যাহাতে। ⊓ অভিব্যক্তি, শোভা ...। *

দীর্ঘ : ● **দীর** (সক্রিয় শক্তিদাতার রহনের বা বিদীর্ণকরণের) গমন স্থিত যাহাতে (বা যেখানে, যে-পর্য্যন্ত); অথবা, (লাঙলের ন্যায়) বিদীর্ণ (**দীর**) করিতে করিতে বিদারক যে (স্থান-কাল-পাত্র) পর্য্যন্ত যায়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে কোনো একটানা লম্বিত গমন যাহাতে। ⊓ আয়ত, লম্বা, সন্তত, অবিচ্ছিন্ন, উপচিতস্থিতিকাল, দূর, লম্বিত ...।

দীর্ঘকণা : ● **দীর্ঘ** যে কণা। ⊓ শ্বেতজীরক।

দীর্ঘগ্রীব : ● **দীর্ঘ** গ্রীবা যাহার। ⊓ উষ্ট্র।

দীর্ঘজঙ্ঘ : ● **দীর্ঘ** জঙ্ঘা যাহার। ⊓ উষ্ট্র।

দীর্ঘতপাঃ : ● **দীর্ঘ** (একটানা অনেক কাল পর্য্যন্ত) তপঃ যাহার (যাহার উৎপাদনকর্ম্ম শেষই হয় না! পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ন্যায় ১৫-২০ বছর পার হইয়াও চলিতেই থাকে।) ⊓ মহাতপাঃ গৌতম।

দীর্ঘতমা : ● **দীর্ঘ** তমঃ-এর আধার যে; অথবা, যে যৌথ উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞের পরিচালক-পরিচালকেরা **দীর্ঘতম** কালে সেই যজ্ঞ শেষ করেন। (দ্র. **দীর্ঘতপাঃ**)। ⊓ উতথ্যতনয়; বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে উতথ্যের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। *

দীর্ঘতা : ● **দীর্ঘ** তারিত যাহাতে, তাহার আধার। ⊓ দীর্ঘভাব, আয়াম।

দীর্ঘসত্র : ● **দীর্ঘ** যে সত্র; অথবা, যে যৌথ কর্ম্মযজ্ঞের ভাগবাঁটোয়ারা (আধুনিক ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ন্যায়) চলিতেই থাকে। (দ্র. **ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ**)। ⊓ সুদীর্ঘকাল-সাধ্য যজ্ঞ। *

দীর্ঘসূত্র : ● যাহার **সূত্র** দীর্ঘ। / যাহার ক্রিয়া (কর্ম্মানুষ্ঠান) দীর্ঘ; অথবা, যে অল্পকালসাধ্য কর্ম্ম বহু বিলম্বে করে। (ব.শ.)। ⊓ চিরক্রিয়, কাজে গড়িমসি বা অযথা বিলম্বকারী।

দীর্ণ : ● **দীর** (সক্রিয় শক্তিদাতার রহন) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে বিদারণ

করা হইয়াছে। ❐ বিদারিত, বিদারণ।

দু : ● দান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, (পালনদান, গোস্তনে দোহদের টুঁসদান ও জলসেচন প্রভৃতি) দানকরণ উলটে গ্রহণে বা (দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া আনয়ন করায় ও গ্রহণ করায়) পরিণত হয় যাহাতে; অথবা, দানকরণ অবদান অপদান উপদান উদান **অদান** প্রভৃতি হইয়া ক্রমে বিপরীত ক্রিয়ায় **দানগ্রহণে** (দোহনে) পরিণত হয় যাহাতে; কিংবা, যে ক্রিয়া (দানকরণ, দোহন) **দু** জনে করিতে হয় (একজনে করা অসম্ভব।) ❐ দানগ্রহণ, দোহন করা, নিঙড়াইয়া বাহির করা; দ্বি, দ্বিসংখ্যক, দ্বিতীয়, উভয়, যুগল।

দুই : ● **দু** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, লেনদেন-এর ন্যায় ক্রিয়ার কর্ত্তারা সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, 'দোহন করি' এই ঘোষণা যাহাতে। ❐ দ্বিসংখ্যক, উভয়, যুগল; দোহন করি।

দুওয়া (দোয়া) : ● **দু** অ উ যায় যাহাতে; অথবা, **দু**-কারী নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, **দু**-কারী (দোহনকারী) মানসিক দুগ্ধাদি দোহনে বা **দুয়ে** নেওয়ায় প্রবৃত্ত হয় যাহাতে; অথবা, যে চেষ্টায় বা প্রার্থনায় ঐশ্বরিক দুগ্ধের (সাদৃশ্যে, গোদুগ্ধের) দোহন করা হয়। ❐ আশীর্ব্বাদ, মঙ্গল প্রার্থনা, দোয়া ও ঔষধ, (সাদৃশ্যে) গরুর দুধ দোয়া।

দুঃ (দুর্, দুস্, দুষ্) : ● নবরূপে উত্তীর্ণ দানের নির্য্যাসত্যাগ বা অন্ত (শেষ রূপ) যাহাতে; অথবা, যে দান গ্রহীতার পক্ষে সর্ব্বদাই **অদান (অপদান)** বা ক্ষতিকর (নঞর্থক) হইয়া থাকে। ❐ উপসর্গবিশেষ, দুষ্ট, নিন্দা, দুঃখ, নিষেধ ... ইত্যাদি। ✱

দুঃখ : ● যাহা **দুঃ** (নবরূপে উত্তীর্ণ দানের বিসর্গ-শক্তি বা সৃষ্টিবিরোধী শক্তি) রূপে দেহমনকে ক্ষ-করে (খনন করে বা খাবলে নেয়); অথবা, যে-**দুঃ (অপদান, অবদান)** গ্রহীতার অত্যন্ত **ক্ষতি** করে। ❐ ক্লেশকর, কষ্টজনক, পীড়াদায়ক, ব্যথাকর ...।

দুঃখত্রয় : ● তিন প্রকার **দুঃখ**-এর সমাহার। ❐ ত্রিতাপজাত ত্রিবিধ দুঃখ। ✱

দুঃশলা : ● যাহাতে ক্ষতিকর **শলার** (কৌশল-বুদ্ধির) দানগ্রহণ থাকে; অথবা, যে সত্তা ক্ষতিকর শলা-পরামর্শ দেয়। ❐ সরকারী পরামর্শদাতা, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একমাত্র কন্যা, দুর্যোধনের কনিষ্ঠা ভগিনী। ✱

দুঃশাসন : ● **দুঃ** শাস (শাস্তির ভয়) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে শাসন (মানুষের পক্ষে) ক্ষতিকর। ❐ সরকারী পুলিশ-প্রশাসন, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র। ✱

দুখটাক : ● দুঃখ হইতে জাত যে **টাক** (আঘাতের ফল); অথবা, আশঙ্কাজনিত দুশ্চিন্তায় মানুষের মাথায় যে **টাক** (আঘাতের ফল) হয়। (দ্র. **সুখটাক**)। ❐ আশঙ্কাজাত টাক।

দুগ্ধ : ● **দুগ** (...দানগ্রহণ বা দোহন) ধারিত যাহাতে; অথবা, গো (**বেদ পৃথিবী প্রজা গাভী** বৃক্ষাদি) দোহন করিয়া যাহা পাওয়া যায়। ❐ সংহিতাদি, রাজকোষের সম্পদ, উৎপন্নসম্ভার, গোদুগ্ধ, স্তনদুগ্ধ, কৃতদোহন, উপভুক্ত ...।

দুগ্ধদা : ● **দুগ্ধ** দেয় যে। / দুগ্ধ দাত্রী (দান করে) যে। (ব.শ.)। ❐ পয়স্বিনী।

দুগ্ধসমুদ্র : ● **দুগ্ধ**-এর সমুদ্র যে; অথবা, মানবসমাজের যৌথজ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ যাহাতে (যে ঋষিকুল্যায়, ঋষির পুকুরে, মানস-সরোবরে)। ❐ ক্ষীরোদ সমুদ্র।

দুগ্ধিকা : ● **দুগ্ধ**-কে সক্রিয় করে যে আধারশক্তি। ❐ দুগ্ধবৎ নির্য্যাসযুক্ত বৃক্ষভেদ, ক্ষীরা, শশা, দুধলে।

দুড় : ● **দু** (...অপদানের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহাতে দাতা কোনো বাহ্য বস্তু দেয় না, গতি দেয়, গড়াইয়া উড়িয়া পলায়ন করে বা দ্রুত পলায়।

দুড়দুড় : ● **দুড়**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে গড়াইয়া-উড়িয়া পলায়ন করা চলে। ❒ ঝটিকার প্রতিঘাত জন্য শব্দ, বেগে গমনের বা দৌড়ের শব্দ ...।

দুড়দাড় (দুদ্দাড়) : ● যাহাতে **দুড়** (গড়াইয়া-উড়িয়া পলায়ন) ও **দাড়** (পারিপার্শ্বিক সত্তাদের ঠেলিয়া-ফেলিয়া পলায়ন) থাকে। ❒ দৌড় বা দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ, মেঘগর্জ্জন।

দুম : ● **দু** (...অপদান) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহাতে অপদান সীমায়িত হইয়া যায় (এবং ফলত নিম্নে পতিত হইয়া প্রবল আঘাত করে); অথবা, যাহাতে ভারী বস্তু উঁচু হইতে গ্রহীতার উপর পতিত হয়; কিংবা, দমন করিবার নিমিত্ত ভারী বস্তু দিয়া আঘাত করা হয় যাহাতে। ❒ দুড়ুম আওয়াজ।

দুমদাম : ● **দুম** ও **দাম** যাহাতে; অথবা, যাহাতে পরপর **দুম**করণ ও **দাম**করণ করা হয়। ❒ ক্রমাগত দুম দাম আওয়াজ।

দুমড়া : ● **দুম**-এর গড়ান-উড়ান যে আধারে; অথবা, **দুম** করিয়া আঘাত করার ফলে যে স্থানের খানিকটা গড়াইয়া বা উড়িয়া যাওয়ার ভাব হয় বা বাঁকিয়া যায়। ❒ বাঁকা, মোচড়ান।

দুমড়ান : ● **দুমড়া** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **দুম** করিয়া আঘাত করিয়া বাঁকানোর কাজ চলে যাহাতে। ❒ বাঁকানো, মোচড়ান।

দুয়া : ● **দু**-এর (...অপদানের) **য়া** (যাওয়া থাকে) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (পরাজিতের) অপবাদ দেওয়া হয়; কিংবা, যাহাতে (যে নারীতে) যাওয়া বা গমন করা মন্দ বলিয়া অপবাদ দেওয়া হয়; অথবা, (লক্ষণার্থে) যে নারী পতিপ্রিয়া হয় না। ❒ দুর্ভগা স্ত্রী, অপ্রিয়া পত্নী। (দ্র. **সুয়া**)।

দুয়ার : ● দ্বার বা দুইখানি য়ার (বার, পাল্লা) আছে যাহার। ❒ দ্বার, প্রবেশপথ, কপাট।

দুয়ারী (দ্বারী) : ● যিনি **দুয়ার** (দ্বার) রক্ষা করেন; অথবা, আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুদ্বারযুক্ত নগরের দ্বার রক্ষা করিতেন যাঁহারা; অথবা, মধ্যযুগে যাঁহারা আমদানি-রপ্তানির শুল্কবিভাগের দায়িত্ব পালন করিতেন। ❒ দ্বারবান, পদবীবিশেষ।

দুয়ারাণী (দুয়োরাণী) : ● **দুয়া**করণ (অপবাদ দানকরণ) করা হয় যে রাণীকে। ❒ দুর্ভগা মহিষী। দ্র. **সুয়া**।

দুরন্ত : ● যাহার অন্ত করা **দুঃ** (দুঃখকর); অথবা, দুঃখের অন্ত করে যে। / দুর্ অন্ত যাহার; অথবা, যাহার অন্ত দুষ্প্রাপ। (ব.শ.)। ❒ দুষ্টাবসান, দুর্নিবার, দুর্দান্ত ...। ✱

দুরু : ● **দু**-এর (**অবদান**-এর) রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে ক্ষতিকর দান গ্রহণ করিয়া রাখিলে তাহা ক্ষতি না করিয়া ভাল কিছু করার আশা জাগায়; অথবা, ভয়-ভরসা, আশা-আশঙ্কা মিশ্রিত যাহাতে। ❒ ভয়-ভরসা, আশা-আশঙ্কা। ✱

দুরুদুরু : ● **দুরু**র পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ কামাবেগে দ্রুত হৃদয়াদি-কম্পন, ভয়-লজ্জা-প্রভৃতি হেতু হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন, দোলন।

দুরূহ : ● **দুঃ** **উহ** যাহাতে বা যাহার; অথবা, যাহাকে **উহ** করা (উপরে তুলিয়া রাখা বা বাদ দেওয়া) **দুঃ** (বা ক্ষতিকর দানস্বরূপ) বা দুঃসাধ্য। ❒ দুর্বিতর্ক্য, কষ্টবহুল, অবশ্য-পালনীয়, দুরবজ্ঞেয়, দুর্নিবার। ✱

দুর্গ : ● **দুঃ** (ক্ষতিদায়ক) গমন থাকে

যাহাতে; অথবা, যাহাতে মানসিক বা বাহ্যিক ভাবে গমন করা দুঃখদায়ক বা দুঃখকর। ▫ অশক্যগমন, দুর্জ্ঞেয়, পর্ব্বতাদিহেতু দুর্গম পুর, দুর্গমস্থানমাত্র। ✻

দুর্গত : ● **দুর্গ** (দুঃখজনক গমন) তারিত যাহাতে; অথবা, যে বহু দুঃখ সহিয়া গমন করিয়াছে। ▫ দৈন্যগত, দুরবস্থাপন্ন, দুঃখিত।

দুর্গতি : ● **দুর্গ**-এর (দুঃখজনক গমনের) তারণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **দুঃ** (দুঃখকর) মানসিক, বাহ্যিক, সামাজিক গতি যাহার। ▫ মন্দাবস্থা, দারিদ্র্য, নরক।

দুর্গপাল : ● **দুর্গ** (বাহ্যদুর্গ) পালন করে যে। ▫ দুর্গরক্ষক, দুর্গাধ্যক্ষ।

দুর্গম : ● **দুর্গ** (দুঃখদায়ক গমন) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যেখানে বা যাহাতে গমন করা দুঃখকর। ▫ দুঃখে গমনীয়, দুর্জ্ঞেয়।

দুর্গা : ● **দুর্গ**-এর (দুঃখদায়ক গমনের) প্রকৃতি-আধার যে; অথবা, যে আধার-শক্তিকে গমন করা **দুঃ** (দুঃখকর); কিংবা, মহামায়ার (সমগ্র জনসাধারণের) অংশ-স্বরূপা যে দেবীকে (মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে) হারানো দুঃসাধ্য। / যাহাকে দুঃখে পাওয়া যায়। (ব.শ.)। ▫ মধ্যবিত্ত জনসাধারণ, (প্রতীকায়িত রূপে) দশভুজা দেবীবিশেষ, মহাবিঘ্নাদিনাশিনী দেবী 'দুর্গা'; (সাদৃশ্যে) অপরাজিতা, নীলী। ✻

দুর্জন : ● **দুঃ** (ক্ষতিকর) যে জন; অথবা, দুঃখকষ্ট দেয় যে **জন**। ▫ দুষ্ট জন।

দুর্দ্দম : ● যাহাকে দমন করা কঠিন **দুঃ** (দুঃখকষ্টকর)। ▫ দুঃখে দমনীয়।

দুর্দ্দশা : ● **দুঃ** (দুঃখদায়ক) যে দশা; অথবা, যে **দশা** (সত্তার পক্ষে) দুঃখকষ্টকর। ▫ মন্দ দশা।

দুর্দ্দান্ত: ● যাহাকে দমিত করা **দুঃ** (দুঃখ-কষ্টকর)। ▫ দুঃখে দমিত।

দুর্দ্ধর : ● যাহাকে ধরা (ধরে রাখা, ধারণ করা) **দুঃ** (দুঃখকষ্টকর)। ▫ দুঃখে ধার্য্য।

দুর্দ্ধর্ষ : ● যাহাকে **ধর্ষ** (ধারণপূর্বক দিশাগ্রস্ত শক্তিক্ষেপণ) করা **দুঃ** (দুঃখকষ্টকর); অথবা, যাহাকে **ধর্ষণ** করা দুঃখদায়ক, দুঃখ-কর, বা কঠিন। ▫ অবশ্য, দুর্জয়, দুঃসহ। ✻

দুর্নিবার : ● যাহাকে নিবারণ করা **দুঃ** (ক্ষয়-ক্ষতিকর বা দুঃখদায়ক)। ▫ দুঃখে নিবার্য্য।

দুর্নীতি : ● **দুঃ** (দুঃখদায়ক) নীতি যে; অথবা, যে নীতি গ্রহণ করিলে অন্তিমে তাহা ক্ষতি বা দুঃখ দান করে। ▫ নীতিবিরুদ্ধ, কুনীতি, অসদাচরণ।

দুর্ব্বহ : ● **দুঃ** (দুঃখদায়ক) বহন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে বহন করা কষ্টকর। ▫ গুরুভার। ✻

দুর্ব্বাসাঃ : ● **দুঃ** বাসঃ (মানসিক ও দৈহিক বাস) যাহার; অথবা, যাঁহার সহিত একত্রবাস দুঃখদায়ক বা কঠিন। ▫ মুনিবিশেষ। ✻

দুর্বিপাক : ● যাহা **পাকে** ফেলে না, **বিপাকে**ও ফেলে না, সেই বিপাকের **দুঃ**-তে (ক্ষতিদায়ক অবস্থায়) ফেলে; অথবা, মন্দের মন্দের মন্দ অবস্থা যাহাতে। / যাহার পরিণাম মন্দ; অথবা, যাহা আপাতত প্রীতিপ্রদ কিন্তু পরিণামে অতিশয়ক্লেশকর। (ব.শ.)। ▫ দুষ্পরিণাম।

দুর্বিষহ : ● যাহা কেবল অসহ্যই নহে, ক্ষতিদায়কভাবে অসহ্য; অথবা, যাহাকে বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া সহ্য করিতে হয়। ▫ দুঃখে সহনীয়, দুঃসহ।

দুর্ব্বৃত্ত : ● / দুর্ বৃত্ত যাহার। (ব.শ.)। ▫ কুক্রিয়, দুরাত্মা, অসদাচরণ, কুকার্য্য।

দুর্যোগ : ● **দুঃ** (দুঃখদায়ক) বা দুষ্ট যোগ

যাহাতে; অথবা, যাহাতে ক্ষয়ক্ষতিকর সত্তার যোগ ঘটিয়াছে। ▫ দুষ্ট যোগ, দুষ্টগ্রহ-যোগবিশেষ, ঝড়বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত। *

দুর্যোধন : ● **দুঃ** (দুঃখদায়ক) যোধন (যুধ অন) যাহাতে; অথবা, যে যোদ্ধা দুঃখদায়ক যোধন চালায়; অথবা, দীর্ঘস্থায়ী আইনযুদ্ধ চালায় যে। ▫ আমলাতন্ত্র, ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। *

দুল : ● **দু** (দানগ্রহণ বা দেওয়া-নেওয়া) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, দান ও গ্রহণ যুগপৎ লালিত ও লয়প্রাপ্ত হয় বা দোলানো হয় যাহাতে। ▫ আন্দোলিত হওয়া বা করা, দোলা, বিচলিত হওয়া, ভয়ে কাঁপা, (সাদৃশ্যে) কানের দোলা গহনাবিশেষ।

দুলকি : ● **দুল**-করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, বিশেষ প্রকার **দুল**করণ করিয়া চলে যে। ▫ ঘোড়ার চালবিশেষ।

দুলন : ● **দুল**করণ হওয়া অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **দুল**করণ চলিতে থাকে। ▫ দোলা, দুলিতে থাকা।

দুলা : ● **দুল**করণের আধার যে। ▫ আন্দোলিত করা, ভাবাবেশে অধীর করা।

দুলান : ● **দুল**করণ করা **অন** (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে অন্যকে **দুল**করণ করা হয়। ▫ ঝুলান, দোলান।

দুলাল : ● **দু** (...দানগ্রহণ) পূর্ব্বক লালন করা হয় যাহাকে; অর্থাৎ, ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ করিয়া লালন করা হয় যাহাকে; অথবা, **দুল**করণ করিয়া (দোলনায় দুলাইয়া) লালন করা হয় যাহাকে। ▫ অতিপ্রিয়, আদুরে, আবদারে, আদুরে ছেলে; (সাদৃশ্যে) পুষ্পবিশেষ ও তাহার গাছ।

দুলালী : ● **দুলাল**-এর সক্রিয় প্রকৃতি-আধার যে। ▫ স্নেহপাত্রী, প্রিয়কন্যা, আদরিণী।

দুশমন : ● **দু-শমন** যাহাতে; অথবা, **দু** (দুঃখদায়ক) শমন যাহাতে; অথবা, যে **শমন** দুঃখ দেয়। ▫ অশুভ শক্তি, শত্রু।

দুষ : ● **দু**-এর (...দানগ্রহণের) দিশাগ্রস্ত শক্তি প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, যাহা সত্তাকে তাহার স্বাভাবিক গমন হইতে বিশেষ দিশায় একমুখী করিয়া দেয়। ▫ বৈকৃত, অশুদ্ধিভাব, দোষ।

দুষমন : ● **দুষ-মন** যাহাতে; অথবা, **দুষ** (দুষ-কৃত) মন যাহা হইতে; কিংবা, যাহার মন দূষিত বা যে মনকে দূষিত করে; অথবা, যে মানসিক দুষ্কর্ম্ম সাধন করে। ▫ শত্রু, বিপক্ষ, বৈরী, শয়তান, দুর্বৃত্ত।

দুষী : ● **দুষ**করণের সক্রিয় আধার যে। ▫ দোষযুক্ত, অপরাধী।

দুষ্ট : ● **দুঃ** (**দুষ**করণ) টঙ্কারিত যাহাতে। ▫ দুর্ব্বৃত্ত, বিকৃত, দুশ্চরিত্র, অবিনীত।

দুষ্টু : ● **দুষ্ট** (**দুষ**-টঙ্কারী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **দুষ্ট** দুঃখদায়ক কাজের ভঙ্গিমায় সুখদায়ক কাজ করিয়া থাকে; অথবা, যে ব্যথাসুখ দান করে বা অম্লমধুর আচরণ করে। ▫ (আদরে) দুরন্ত।

দুষ্মন্ত : ● **দুষমন** (...মানসিক দুষ্কর্ম্ম) তারণ করে যে; অথবা, স্বাতন্ত্র্য ও পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচীন ভারতীয় জনমানসকে প্রথম দূষিত করিয়াছিল যে; অথবা, যে সত্তার অধিকারকাল হইতে ভারতে পণ্যজীবীদের (চন্দ্রবংশীদের) কার্য্যকরী সূচনা হইয়াছিল। ▫ চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। *

দুস্তর : ● **দুঃ** (দুঃখদায়ক) তারণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে পার হওয়া অত্যন্ত দুঃখদায়ক, ক্ষতিকর কিংবা অসম্ভব। ▫ দুর্লঙ্ঘ্য, পার হওয়া কঠিন এমন।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▫ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

দুহ্ : ● **দু**-এর (...দানগ্রহণের বা দোহনের) হওয়ন যাহাতে। ❐ দোহন, আকর্ষণপূর্ব্বক দ্রবদ্রব্য-নিঃসারণ, দোহন করা।

দুহিতা : ● **দুহ্** (দোহন করা) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে (যে আধারশক্তিতে); অথবা, মহর্ষি পরিচালিত সম্প্রদায়ের গো-সমূহ (ভূমি, গাভী প্রভৃতি) দোহন করিয়া **দুগ্ধ** আনে যে (কর্ম্মী বা কর্ম্মীবাহিনী)। / যে গোদোহন করে। (ব.শ.)। ❐ সম্প্রদায়ের সাধারণ সদস্যমাত্র, (সাদৃশ্যে) কন্যা, পুত্রী, ঝি।

দুহ্য : ● **দুহ্** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দোহন করা হয়; কিংবা, যাহাকে দোহন করা হয়। ❐ দুহিতব্য, দুগ্ধ, গবীমহিষী প্রভৃতি।

দূ : ● **দূ**-এর (...দানগ্রহণের বা দোহনের) আধার যে; অথবা, দুহিতব্য থাকে যাহাতে। ❐ উপতাপ, খেদ।

দূত : ● **দূ** (...দানগ্রাহী) তারিত যাহাতে; অথবা, যে প্রদত্ত বার্ত্তাগ্রাহী বার্ত্তা লইয়া তারিত হয় বা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে গমন করে। / যে যথোক্তকথনে পরিতপ্ত করে; অথবা, যাহা দ্বারা খিন্ন হয়। (ব.শ.)। ❐ সন্দেশহর, বার্ত্তাবহ ...।

দূর : ● **দূ** (... দুহিতব্য) রহে যাহাতে; অথবা, অদৃশ্য বিষয় ও বস্তু রহে যাহাতে; অথবা, যে দুহিতব্য অনেকগুলি অধ্যায়ের শেষে থাকে বলিয়া তাহাকে একের পর এক অধ্যায় বিশ্লেষণপূর্ব্বক পার হইয়া গিয়া ধরিতে ও আকর্ষণ করিয়া বর্ত্তমানে আনিতে হয়; অথবা, যে সত্তা কোনো মানসিক বিষয়ের গভীরে কিংবা বাহ্যিক বস্তুসমূহের পারে বা গভীরে থাকে। ❐ বিপ্রকৃষ্ট, গম্ভীর, অবাঙ্মানস-গোচর, বিপ্রকর্ষ, বক্তব্যের একান্ত অবিষয়; (সাদৃশ্যে) অনেক ব্যবধান বা তফাত।

দূরবর্ত্তী : ● **দূর**-এ (বিষয়ের গভীরে, বস্তু-সমূহের পারে, ব্যবধানে) আবর্ত্তিত যে। ❐ দূরস্থ, বিপ্রকৃষ্ট; (সাদৃশ্যে) অনেক ব্যবধানে।

দূরদর্শন : ● যে **দূর**-এ দর্শন করিতে পারে; অথবা, যাহা দ্বারা **দূর**-এ দর্শন করা যায়। / দূর বিষয়ের দৃষ্টি (থাকে যাহাতে); অথবা, ভাবী বিষয়ের বোধ (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ❐ পরিণামজ্ঞানী, পণ্ডিত, (সাদৃশ্যে) গৃধ্র, টেলিভিশন।

দূরদৃষ্টি : ● যে দৃষ্টিতে (দৃষ্টিনিক্ষেপে) **দূর**কে (বাহ্যিক বা মানসিক বিষয়বস্তুর তফাতের সত্তাকে) দেখিতে পাওয়া যায়। ❐ পরিণামবোধ, ভাবী ঘটনাবলী সংক্রান্ত ধারণা, (সাদৃশ্যে) বাহ্যিক বহু ব্যবধানে দেখিতে পাওয়া।

দূরান্ত : ● **দূর**-এর অন্তে বা শেষে যাহা থাকে। ❐ বহু দূরব্যাপী স্থান।

দূরীকৃত : ● **দূর**-করণ করা হইয়াছে যাহাকে; অথবা, বাহ্যিক বা মানসিকভাবে যাহাকে বহু ব্যবধানে অপসারিত করা হইয়াছে। ❐ প্রত্যাদিষ্ট, নিরাকৃত, দূরে নীত, অপনীত।

দূর্ব্বা : ● **দূর** (...দুহিতব্যের রক্ষক) বহন-পূর্ব্বক বাহিত হয় যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন **দূর**কে বহন করিয়া আনয়ন করে; কিংবা, যে বন্ধন দূর অবধি বিস্তারিত থাকে; অথবা, যাহার প্রতীকরূপে **ধানদূর্ব্বা** সহকারে অনুষ্ঠানাদি বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে ঘাস অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত থাকে। ❐ সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক, (সাদৃশ্যে) তৃণবিশেষ, দূর্ব্বাঘাস।

দূষণ : ● **দূষ** (**দুষ**-ধারীর একমুখিনতা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, দুষ্টসত্তার ক্রিয়া চলমান যাহাতে; কিংবা, দোষজনক বা

বিষাক্ত সত্তার ক্রমবিস্তার চলে যাহাতে। ❒ দোষজনক, সদোষী-করণ, দূষিতকরণ, রাবণের সেনাপতি। ✱

দূষিত : ● **দূষ**করণ সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ❒ সদোষীকৃত, কলুষীকৃত, প্রাপ্তদূষণ।

দৃ : ● **দ** (দান) আবর্ত্তমান যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তমান থাকিবার তেজাদি প্রদত্ত যাহাতে; কিংবা, যাহাকে দম দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই সে বর্ত্তমান আছে।

দৃঢ় : ● **দৃ** (প্রদত্ত আবর্ত্তমান তেজাদির) গড়ানস্থিত যাহাতে; অথবা, বর্ত্তমান থাকিবার শক্তি আছে যাহার; অথবা, যে শক্তভাবে বর্ত্তমান। ❒ শক্ত, মজবুত।

দৃপ্ত : ● **দৃ** (প্রদত্ত আবর্ত্তমান তেজাদি) পালনপূর্ব্বক তারিত যাহাতে; অথবা, প্রদত্ত তেজাদি পালিত যাহাতে; অথবা, তেজাদি প্রাপ্ত হইয়া যে তেজ প্রকাশ করিতেছে। ❒ দর্পযুক্ত, গর্ব্বিত, দুষ্ট।

দৃশ : ● **দৃ**-র (প্রদত্ত আবর্ত্তমান তেজাদির) সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে; অথবা, **দৃ** (... তেজাদি) দৃষ্টি রূপে (মানসিক ও বাহ্যিক দৃষ্টি রূপে) নিক্ষিপ্ত ও বিষয়াদিতে প্রতি-ফলিত হইয়া দ্রষ্টার নিকট ফিরিয়া আসে যাহাতে; অথবা, যে **দৃ** (প্রদত্ত আবর্ত্তমান তেজাদি) জাগতিক আলো রূপে বিষয়াদিতে নিক্ষিপ্ত ও প্রতিফলিত হইয়া দৃষ্টিগ্রাহ্য হইয়া থাকে যাহাতে; অথবা, দ্রষ্টার দৃষ্টি এবং বিষয়াদিতে প্রতিফলিত আলোর মিলন ঘটিয়া সার্ব্বিক দেখন সম্ভব হয় যাহাতে। ❒ যেরূপ দেখিতে; তাদৃশ, সদৃশ।

দৃশী : ● **দৃশ**-এর (...সার্ব্বিক দেখনের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, **দৃশ**-করণ বা সার্ব্বিক দেখা সক্রিয় থাকে যে আধারে। / যাহার দ্বারা দর্শন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ চক্ষুঃ, শাস্ত্র, আলোক, পুরুষ, আত্মা, দর্শন।

দৃশ্য : ● **দৃশ** (সার্ব্বিক দেখন) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে **দৃশ**করণ করিতে বা সার্ব্বিক ভাবে দেখিতে পারা যায়। ❒ দর্শনীয়, দর্শনীয় বিষয়, জ্ঞেয়মাত্র, বাহ্যবস্তু, জড়।

দৃশ্যকাব্য : ● যে কাব্য **দৃশ্য** হয়। ❒ রঙ্গালয়ে দর্শনীয় নাটক।

দৃশ্যমান : ● **দৃশ্য** সীমায়িত রূপে অন (চলমান) যাহাতে। / যাহা দেখা যাইতেছে। (ব.শ.)। ❒ অবলোক্যমান।

দৃষ : ● **দৃ** (প্রদত্ত আবর্ত্তমান তেজাদি) দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা, একমুখী শক্তিপ্রয়োগ থাকে যাহাতে।

দৃষৎ (দৃষদ্) : ❒ **দৃষ**-এর দান যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত দেখনের তারণ (বা দান) যাহাতে; অথবা, যে জ্ঞানবিষয় (মানসিক উৎপন্নাদি) বা বাহ্যবিষয় (বাহ্যিক উৎপন্নাদি) দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত (প্রবাহিত) হইতে হইতে ধ্রুবসত্যবৎ বা পাষাণবৎ হইয়া গিয়াছে। ❒ রাজ্যপাটে প্রবাহিত মৌলবাদী বেদজ্ঞান ও তৎসংশ্লিষ্ট বাহ্য উৎপন্নাদি, (সাদৃশ্যে) শিলাপাট বা পেষণাধার শিলা, শিল-পাটা, জাঁতার নিম্নস্থ পাষাণপট।

দৃষদ্বতী : ● **দৃষদ্**-বহন (ধ্রুবসত্য) তারিত যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যাহাতে **দৃষদ**-এর ন্যায় মানস ও বাহ্য বস্তুসমূহ প্রবাহিত থাকে। (দ্র. **সরস্বতী**)। ❒ ধ্রুবসত্য রূপ জ্ঞানের প্রবাহ, (সাদৃশ্যে) ব্রহ্মাবর্ত্তদেশের সীমান্তনদীবিশেষ, কাত্যায়নী। ✱

দৃষ্ট : ● **দৃষ** (**দৃশ**-এর বা দেখনের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা বিশেষ দিকে চোখের আলো ফেলিয়া দেখা

হইয়াছে; অথবা, যাহা সামগ্রিকভাবে আ-লোকিত নহে, দিশাগ্রস্তভাবে আ-লোকিত। ◻ অবলোকিত, অবগত, বিচারিত ...।

দৃষ্টান্ত : ● **দৃষ্ট** (...অবলোকিত) অনকৃত (চলমান) হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, মানসিক ও বাহ্যিক চোখে দেখার ফল রাখা হয় যেখানে (যে স্মৃতিভাণ্ডারে); অথবা, নতুন কিছু **দৃষ্ট** হইলে তাহাকে যাহাদের (স্মৃতি-ভাণ্ডারে রক্ষিত তদ্রূপ যে সত্তাদের) সহিত মিলাইয়া দেখা হয়। ◻ শাস্ত্র, নিদর্শন ...।

দৃষ্টি : ● **দৃষ্ট** (...অবলোকিত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **দৃষ্ট**করণ বা দেখন করা চলে; অথবা; যাহা দ্বারা দিশাগ্রস্ত দর্শন সাধিত হয়; কিংবা, চোখের আলো টঙ্কারিত যাহাতে (যে বাহ্যবস্তুতে)। ◻ চাক্ষুষজ্ঞান, একপেশে জ্ঞান, চক্ষুঃ, অবধান।

দৃষ্টিক্ষেপ : ● **দৃষ্টি**র ক্ষেপণ যাহাতে। ◻ নেত্রপাত, দিশাগ্রস্ত দর্শন।

দৃষ্টিগোচর : ● **দৃষ্টি**র গোচরীভূত যে। / চক্ষুঃ দ্বারা যাহা দেখা যায়। (ব.শ.)। ◻ চক্ষুর্বিষয়ীভূত, প্রত্যক্ষ।

দৃষ্টিপথ : ● **দৃষ্টি**র পথ; অথবা, অবলোকন যে পথ দিয়া যায় বা ফিরিয়া আসে। ◻ নেত্রবিষয়।

দৃষ্টিপাত : ● **দৃষ্টি**র পাতন থাকে যাহাতে; অথবা, যেখানে বা যাহার উপর **দৃষ্টি** পতিত করা হয়। ◻ নেত্রপাত, দর্শন।

দৃষ্টিবিভ্রম : ● যে **দৃষ্টি** বিপরীতভাবে ভ্রমণ করে। ◻ দর্শনভ্রান্তি, নেত্রবিলাসবিশেষ।

দৃষ্টিভঙ্গি : ● **দৃষ্টি**র **ভঙ্গ** (দ্র. ঢঙ্গ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, মানসিক চোখের আলো ফেলার রকমফের যাহাতে। ◻ দেখবার রীতি, দেখিয়া বুঝার বা বলার রকমফের।

দে : ● **দ** (দান) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, দাতা দিতেই থাকে যাহাতে; অথবা যে শব্দের দ্বারা দেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ বা প্রার্থনা জানানো হয়। ◻ দেবতা, মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী ময়রাদিগের উপাধি, শূদ্রের উপাধি। *

দেউল : ● **দে** (দিশাগ্রস্ত দাতা) নবরূপে উত্তীর্ণ (**উ**) হইয়া লালিত (**ল**) যাহাতে (যে স্থানে); অথবা, যে আর দেয় না, বিপরীতে যাহা পায় গ্রহণ করে। ◻ দেবমন্দির, দেবালয়।

দেউলিয়া (দেউল্যা) : ● **দেউল** সক্রিয় ভাবে যায় যে আধারে; অথবা, **দেউল** যাহার সর্ব্বস্ব লইয়াছে। / যে ঋণশোধনে অসমর্থ হইয়া দীপ জ্বালে। (ব.শ.)। ◻ মন্দিরপরিচারক, দেবদাস, ঋণশোধনে অসমর্থ, নিঃসম্বল। *

দেওয়ন : ● **দেব** বা **দেও** অন (চলমান) যাহাতে। দ্র. **দেবন**। ◻ দেওয়া।

দেওয়া : ● **দেও**-এর যাওয়ার আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **দেবন** করা বা **দেওয়ন** হওয়া হয়। ◻ দান করা, দান করান। *

দেওয়ান : ● দেওয়া আন যাহাতে; অথবা, যিনি প্রজাদিগের **দেওয়া** (খাজনাদি) আনয়ন করেন। ◻ রাজার বা জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারী, রাজস্বসচিব।

দেখা : ● দিশাগ্রস্ত (দৃষ্টি) দানের করণস্থিতের আধার যে; অথবা, দিশাগ্রস্ত মানসিক বা বাহ্যিক দৃষ্টিপাতের দ্বারা খাত করা বা **খা**ওয়া হয় যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্তভাবে **দর্শন** করা হয় যাহাতে; কিংবা, চোখ দিয়া খাওয়া হয় যাহাতে। ◻ দৃষ্টিগোচর করা।

দেন : ● **দে** (দিশাগ্রস্ত দান) অনকৃত (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে একদিকে

দান করা চলে বা চলিতে থাকে। ❐ দেওয়া।

দেনা : ● **দেন**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **দেন** করা হইয়াছে (ফেরত নেওয়া বা বিনিময়ে কিছু **লেন** করা হয় নাই)। ❐ ঋণ।

দেব : ● দিশাগ্রস্ত দান বহন করে যে; অথবা, দেব-দেব (দেবো-দেবো) বলে এবং দেয় যে; অথবা, আদিকালে (সনাতনযুগে) যাঁহারা প্রতিগ্রহ না করিয়া (বিনিময়ে কিছু না লইয়া) দান করিতেন (= **সনাতন-দেব**); কিংবা, পরবর্ত্তীকালে (বৈদিক যুগের পর হইতে) যাঁহারা দান করিয়া প্রতিদান লইতে শুরু করেন (= **অর্ব্বাচীন-দেব**); অথবা, **দেব**গণের যে উত্তরসূরীগণ আজও তাঁহাদের নামের শেষে **দেব** পদবী বহন করেন। (দ্র. **দেবতা**)। ❐ সনাতন-দেব, অর্ব্বাচীন-দেব, ইষ্টদেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রভু, মেঘ, দেবন, ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ, কায়স্থের উপাধি, গুরু। ∗

দেবকন্যা, দেবদুহিতা ❐ অপ্সরা, আদি দোকানদার, ফেরিওয়ালা।

দেবকুল্যা ❐ আকাশগঙ্গা, পণ্যজীবীদের পণ্যপ্রবাহ।

দেবগায়ন ❐ গন্ধর্ব্ব, আদিকালের ব্যবসা-সহায়ক সত্তা, (একালের) বিজ্ঞাপনী সংস্থা।

দেবগিরি ❐ পণ্যজীবীদের পর্ব্বত বা সংস্থা।

দেবগুরু ❐ বৃহস্পতি, ব্যবসায়বিশেষজ্ঞ, একালের ভাষায় বিজনেস-অ্যাডভাইসার।

দেবতরু ❐ **মন্দার** (মন্দা সৃষ্টিকারী উৎপাদন-সংগঠন), **পারিজাত** (পারে পাঠানোর জন্য বা রপ্তানির জন্য উৎপাদন-সংগঠন), **সন্তান** (নকলকারী সংগঠন), **কল্পবৃক্ষ** (পরিকল্পনা-মাফিক বস্তু উৎপাদন-সংগঠন), **হরিচন্দন** (মুদ্রাদি নিয়ামক-সংগঠন) — এই পঞ্চ স্বর্গীয় তরু।

দেবতা : ● **দেব** তারণের আধার যে; অথবা, দেব-দেব বলিয়া দেয় যে; অথবা, যে সনাতন-দেব বা অর্ব্বাচীন-দেব দান করিয়াছেন। / যিনি মন্ত্র দ্বারা স্তবনীয়। (ব.শ.)। ❐ দেব, দেবপ্রতিমা, ত্যজ্যমান দ্রব্যে উদ্দেশ্যবিশেষ, ইন্দ্রিয়, দেবভাব, দেবত্ব, মেঘ। ∗ [**দেব** আর **দেবতা** শব্দ দুটির অর্থ খুব কাছাকাছি হলেও ফারাক আছে। যে সত্তা 'দেব-দেব (দেবো-দেবো)' বলে, সেই হল **দেব**। তার দিতে পারার শক্তি আছে, ইচ্ছা আছে, দিতেও পারে; কিন্তু দিয়ে ফেলেছে, এমন নয়। **দেবতা** কিন্তু শুধুমাত্র দেব-দেব (দেবো-দেবো) বলে ক্ষান্ত থাকেনি, দিয়ে দেয় বা দিয়ে দিয়েছে। তাই সে **দেবতা**। **দেব**-এর ফলিত রূপ হল **দেবতা**।]

দেবদারু : ● পণ্যজীবীদের যে সংগঠন বিদারণ বা আক্রমণ আটকায়। ❐ দেবতাদের বা পুঁজিপতিদের একটি সংগঠন।

দেবন : ● **দেব** অন (চলমান) যাহাতে বা **দেওয়ন** চলে যাহাতে; অথবা, **দেওয়া** হয় যাহাতে; অথবা, 'দেবো দেবো' করা এবং দেওয়া চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, এ-পাশের পণ্যাদি কিনিয়া ও-পাশে বিক্রয় করা বা পাঠানো হয় যাহাতে; অথবা, পাশা খেলা বা অক্ষক্রীড়া (অক্ষণ = auction) করা হয় যাহাতে; অথবা, পণ্যবিনিময় করা হয় যাহাতে। ❐ পাশাখেলা, দ্যূতক্রীড়া, ক্রয়বিক্রয়াদি, ব্যবহার, জিগীষা, স্তুতি, লীলোদ্যান ...। ∗

দেবনদী ❐ **গঙ্গা**, কৃত্রিমভাবে কাটা ধারাপ্রবাহ বা পণ্যজীবীদের পণ্যপ্রবাহ, অথবা, রাষ্ট্র স্বীকৃত ও পণ্যজীবীদের প্রতিষ্ঠিত হাটবাজার ও বিক্রিবাটা প্রভৃতি।

দেববর্ণিনী : ● **দেব**করণ বর্ণনা করিয়া দেন যে আধারশক্তি; অথবা, যাঁহারা কে কী লইয়াছে এবং দিয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশ

বলিয়া দিতেন। ❐ লতা ও নিকষা, ভরদ্বাজের কন্যা, বিশ্রবার স্ত্রী ও কুবেরের মাতা। *

দেবব্রত : ● **দেব** ব্রত যাহার; অথবা, (বিনিময় লইয়া বা না লইয়া) **দেবন** করিব, এই ব্রত যাঁহার। ❐ ভীষ্ম, দেবসম্বন্ধী কার্য্য। *

দেবভাগ : ● **দেবত্বের ভাগ** থাকে যাহাতে। ('... অভিব্যক্তির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়াতে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়াছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদভাগ, পশুভাগ, বর্বরভাগ, সভ্যভাগ, **দেবভাগ** ইত্যাদি।' *বসন্তযাপন* / রবীন্দ্রনাথ।) ❐ লবণসমুদ্রের উত্তর ভূগোলার্দ্ধ - দেবাবাস; জম্বুদ্বীপ, দেবগণ। *

দেবভাষা ❐ দেবনাগরী লিপিতে লিখিত সংস্কৃতভাষা। [ভারতে পণ্যবিনিময় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রয়বিক্রয়াদির সুবিধার্থে নগরবাসী পণ্যজীবীরা **দেবনাগরী** লিপির জন্ম দেন। সেই লিপিতে যাহা লিখা হইত, তাহা ভাষার **সংস্কৃত**-পাঠ মান্য করিয়া লিখিত হইত বলিয়া পরে পরে তাহার নাম হইয়া যায় **সংস্কৃতভাষা**। ...] *

দেবযজ্ঞ : ● যে উৎপাদন কর্মযজ্ঞ 'বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন' করিবার জন্য পরিচালিত হয়। ❐ একালে এর একটি নাম 'ক্যাশ-ক্রপ প্রডাকশান'।

দেবযান : ● **দেব**-এর যাওয়া অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, (মহাযান, বজ্রযান প্রভৃতির ন্যায়) যে মানসযানের (অধ্যাত্মবোধ বা দর্শনের) উপর নির্ভর করিয়া **দেব**গণের জীবনযাত্রা চলে। / যাহার দ্বারা দেবের গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ দেবরথ, বিমান। *

দেবযানী : ● **দেবযান**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী **দেবযান** অবলম্বন করিয়াছিলেন। ❐ শুক্রাচার্য্যদুহিতা। *

দেবযোনি : ● **দেব**করণ যাহাদের উৎপত্তির আদি কারণ; অথবা, যাহা হইতে পণ্যজীবীদের উদ্ভব ঘটিয়াছে। / দেব যোনি (উৎপত্তিতে আদিকারণ) যাহার। (ব.শ.)। ❐ বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত - ইহারা দেবযোনি। *

দেবর্ষি : ● যিনি **দেব**, তিনিই ঋষি; অথবা, যিনি **দেব**করণের বিদ্যাদি দান করেন। / যিনি দেব ও মন্ত্রদর্শন হেতু ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। (ব.শ.)। নারদ, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, বশিষ্ঠ, কণাদাদি, তুম্বুরুভরতাদি। *

দেবল : ● **দেব**-এর লয়ন যাহাতে; অথবা, (মন্দিরের দেবপূজক যে ব্রাহ্মণকে) কেহ কিছু দিলে যিনি তাহা (জীবিকার্থে) গ্রহণ করেন। / যে জীবিকার্থ দেব গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ❐ **দেবাজীব**, দেবদ্রব্যোপজীবী ব্রাহ্মণ, প্রতিমাপরিচারক, মুনিবিশেষ — ইনি ব্যাসশিষ্য, অসিতমুনির পুত্র। *

দেবলোক : ● যে-লোকে ('স্ফিয়ারে') **দেবন** (পণ্যাদি লেনদেন) ক্রিয়া চলে; অথবা, স্ব-র ('আমার') গমন করে যে স্থানে (যে স্বর্গে); কিংবা 'আমার বস্তু' অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকের পণ্য যেখানে গমন করে। ❐ স্বর্গলোক, পণ্য-জীবীদের দুনিয়া, 'মার্কেটিং স্ফিয়ার'।

দেবস্ব : ● /যাগাদিতে বিনিয়োগ হেতু যজ্ঞশীলের ধন। (ব.শ.)। ❐ শিল্পপতির বিনিয়োগ-পুঁজি ('ফিনান্স ক্যাপিট্যাল')।

দেবা : ● **দেব**-এর আধার যে; অথবা, (সনাতন বা অর্ব্বাচীন?) **দেব**গণের আধার যিনি। ❐ দেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দেবী, মেঘ।

দেবাজীব : ● **দেব** (... লেনদেন) জীবিকা বা জীবনোপায় যাহার। / দেব আজীব যাহার। (ব.শ.)। ❐ **দেবল**।

দেবী : ● **দেব**-এর সক্রিয় আধারশক্তি যিনি;

অথবা, **দেব**-এর প্রকৃতিস্বরূপা আধারশক্তি যিনি। ⊓ দেবপত্নী, দুর্গা, সরস্বতী, সাবিত্রী, কৃতাভিষেকা রাজপত্নী, মহিষী, পূজ্যা, দ্বিজ-জাতিস্ত্রীর উপাধিবিশেষ, (সাদৃশ্যে) শ্যামাপক্ষী, হরীতকী, অতসী, দুর্ব্বা, শালপর্ণী, নাগরমুস্তা, দেবীসদৃশী। ✻

দেয় : ● দিশাগ্রস্ত দানের যাওয়া থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দিতে হয়। ⊓ দাতব্য, সম্প্রদানীয়, শোধনীয়, দাতব্য ধনাদি।

দেয়া : ● **দেয়**-র আধার যে; অথবা, যাহাতে **দেয়**করণ করা হয়। ⊓ দেওয়া।

দের : ● **দে** (দিশাগ্রস্ত দান) রহে যাহাতে; অথবা, যে দান **দূর** হইতে (বা বহু অধ্যায় পার হইয়া) আসে (ফলে সময় লাগে যাহাতে)। ◻ (ব্যঞ্জনার্থে) বিলম্ব। ✻

-দের : ● **-দে** (বহু সত্তার দিশাগ্রস্ত দান) রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে একাধিক বিষয়, বস্তু, সত্তার দানাধিকার, গমনাধিকার প্রভৃতি (গভীর হইতে সম্মুখে আসিয়া) থাকে। ⊓ সম্বন্ধের বহুবচনজ্ঞাপক বিভক্তি, বঙ্গবাসী**দের**, বসু**দের**, তাহা**দের**।

দেরি : ● **দের** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **দের**করণ চলে; অথবা, যাহাতে **দের** করা হয়। ⊓ বিলম্বকরণ। ✻

দেরী : ● **দের**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **দেরি**কৃত যাহাতে। ⊓ বিলম্বকৃত। ✻

দেশ[১] : ● দিশাগ্রস্ত দান বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত (একঝোঁকা, বাঁকা) ভূমি (বাহ্যভূমি বা মনোভূমি) যাহার; অথবা, যে স্থানের বা গোষ্ঠীর মানুষেরা বিশেষ দিশায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, বিকশিত হইতেছে, উন্নীত হইতেছে ... ইত্যাদি; অথবা, বিশেষ দিশায় দিশাগ্রস্ত মানসিক আর্থিক সামাজিক ... অগ্রগতি যাহাদের। ◻ ভূগোলাংশবিশেষ, সমুদায়জনপদ, জনপদৈকদেশ, প্রদেশ, রাষ্ট্র, রাজ্য, সমীপ। ✻

দেশ[২] : ● দিশাগ্রস্ত দান বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা, সুরের প্রবাহভূমি দিশাগ্রস্ত (একঝোঁকা) যাহার (যে রাগের); অথবা, যে রাগ বিশেষ দিশায় একঝোঁকা হইয়া প্রবাহিত হয়। ◻ রাগবিশেষ, শার্ঙ্গদেবের মতে ঋ-বর্জ্জিত, মতান্তরে সম্পূর্ণ। ইহার গ্রহ অংশ ন্যাসগান্ধার। (ইহা একটি রাগের নাম। কিন্তু আমরা দুজনই সঙ্গীত-অজ্ঞ, শুধুমাত্র শব্দার্থবোধ হইতে আমাদের যেরূপ মনে হয়, তাহাই বলা হইতেছে।) ✻

দেশক : ● **দেশ**[১] (দেশন) করে যে; অথবা, দিশাদর্শন করাইয়া দেন যিনি। ◻ শাসনকর্ত্তা, উপদেশক।

দেশকার : ● **দেশ**[২]-রাগ কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে বিশেষ দিশার দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। ◻ সম্পূর্ণ-জাতীয় রাগবিশেষ, প্রাতঃকালে পাঁচ দণ্ড পর্যন্ত গেয়।

দেশকারী : ● **দেশকার**-রাগের সক্রিয় আধার যে। ◻ ইহা দেশকার রাগের সংস্কৃত নাম। ইহার গ্রহাংশন্যাস ষড়্জ। হনুমন্মতে মেঘরাগের ভার্য্যা। গানসময় বর্ষা ঋতুর নিশান্তকাল।

দেশন : ● **দেশ**[১]-করণ অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, বিশেষ দিশায় প্রেরণ বা দিশাগ্রস্ত করণ করা চলে যাহাতে। ◻ উপ**দেশন**, ধর্ম্ম**দেশন**। ✻

দেশনা : ● **দেশন**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **দেশন** করা থাকে। ◻ বুদ্ধের **দেশনা**, উপদেশ, নির্দেশ, শিক্ষা, পরামর্শ।

দেশপালী : ● **দেশ**[২]-রাগ পালন-কৃত যে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

আধারে। ◘ দেশকারী রাগের অপর নাম।

দেশমল্লার : ● **দেশ**২ ও **মল্লার** (মল্ল-মাল রহে যাহাতে)। ◘ সম্পূর্ণজাতীয় রাগবিশেষ।

দেশাখী : ● **দেশ**২-এর আধার ক্ষয়কারী যে। ◘ রাগিণীবিশেষ। বোধ হয় ইহাই এখন দেওশাক নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

দেশান্তর : ● **দেশ**১-এর অন্তর থাকে যাহাতে; অথবা, **দেশ**১ (দিশাগ্রস্তকরণ) অনপূর্ব্বক তারণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে কাহাকেও দেশ হইতে অন্য দেশে বিতাড়ন করা হয়; অথবা, শিল্পবিপ্লবের অনিবার্য ফলস্বরূপ বিপুল পরিমাণ 'ক্রিমিনাল' জন্মাইলে যাহা করিয়া ইংল্যান্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ নিজেদের সমাজকে রক্ষা করিয়াছিল। ◘ ভিন্ন দেশ, বিদেশ, বিদেশে বিতাড়ন।

দেশিক : ● **দেশ**১-কে (দিশাদর্শনকে) সক্রিয় করে (বা রাখে) যে; অথবা, **দেশ** সক্রিয়-ভাবে রক্ষাকৃত যাহাতে (যে সম্পদে)। / যিনি 'দেশনা' দেন। (ঢা.অ.)। ◘ দেশজাত, দেশীয়, দেশবাসী, উপদেশে নিপুণ, উপদেষ্টা ...।

দেশিকোত্তম : ● যিনি **দেশিক**গণের মধ্যে উত্তম। ◘ শ্রেষ্ঠ আচার্য, গুরু, পথনির্দেশক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদেয় ডিলিট বা ডিফিল সমপর্যায়ের সম্মানসূচক উপাধি। (ঢা.অ.)। ✱

দেশিত : ● **দেশন** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **দেশ**১ (দিশাদর্শন) দেওয়া হইয়াছে; অথবা, যে **দেশ**১ (দিশাদর্শন) পাইয়াছে। ◘ আদিষ্ট, উপদিষ্ট, নির্দ্দিষ্ট, নিয়ন্ত্রিত।

দেশিনী : ● **দেশন** সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা (পার্থিবভূমি বা মনোভূমির) দিশা দেখাইয়া দেওয়া হয়। ◘ তর্জ্জনী। ✱

দেশী১ **:** ● **দেশ**১-এর সক্রিয় আধার যে। / দেশে যে জন্মে, বা যাহা জন্মে; অথবা, দেশে যাহা প্রস্তুত হয়; কিংবা, দেশে যাহা সহজে পাওয়া যায়। (ছা.অ.)। ◘ দেশজাত, দেশবাসী, দেশ-প্রচলিত। ✱

দেশী২ **:** ● **দেশ**২-এর সক্রিয় আধার যে। ◘ রাগিণীবিশেষ ...। ✱

দেশীয় : ● **দেশী**১ যায় যাহাতে। ◘ দেশসম্বন্ধী, দেশভব, দেশস্থিত, দেশজাত ...।

দেশ্য : ● **দেশ**১ থাকে যাহাতে। ◘ দেশভব, দেশস্থ, দেশীয়, উপদেশ্য ...। ✱

দেহ : ● দিশাগ্রস্ত দান স্থির হয় যাহাতে। / (জীবনের মধ্যাহ্নকাল অবধি) যাহা বাড়ে। (ব.শ.)। ◘ কায়, শরীর, লেপন।

দেহরক্ষা : ● **দেহ** (যাহা বাড়ে তাহাকে) রক্ষা করা হয় যাহাতে; অথবা, মনীষীদের যে মানসদেহ জনমানসে ক্রমশ বৃদ্ধিশীল হয়, তাহাকে তদবস্থায় রক্ষা করা হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মৃত্যুর পরে বাহ্যদেহ রক্ষা করা হয় যাহাতে (যে সমাধিতে)। ◘ মনীষীপ্রতিম মানুষের মৃত্যু।

দৈ : ● দিশাগ্রস্ত দানের আধার যে। দ্র. **দই**।

দৈত্য : ● **দিত্য** করে যে। ◘ দিতির অপত্য, অসুর, অসুরপ্রকৃতি জন। ✱

দৈত্যগুরু : ● দৈত্যগণের গুরু যিনি। ◘ শুক্রাচার্য্য। ✱

দৈত্যমাতা : ● দৈত্যগণের মাতা। ◘ দিতি, দনু, সিংহিকা।

দৈত্যযুগ : ● দৈত্যগণের জন্য প্রশস্ত যুগ। ◘ দেবপরিমাণে দ্বাদশসহস্র বর্ষ।

দৈন্য : ● **দীন**-এর দিশাগ্রস্ত আধার বা দীনতা থাকে যাহাতে। ◘ দীনভাব, দারিদ্র্যাদি হেতু নিস্তেজস্কতারূপ ব্যাভিচারি-ভাব, অভাব।

দৈব : ● (জীব > জৈব-এর ন্যায়) **দিব**

হইতে জাত যে (**দৈব**); অথবা, **দিব** ও **দেব** সম্বন্ধিত বিষয় বা ব্যাপার-স্যাপার যাহাতে। / দেব হইতে আগত। (ব.শ)। ◻ দেবসম্বন্ধী, অলৌকিক, দিব্য।

দৈবজ্ঞ : ● অলৌকিক (পণ্যজাগতিক) বিষয়াদি জানেন যিনি। / **দৈব** বিষয়ে জানেন যিনি; অথবা, যিনি গ্রহোৎপাত-প্রশমনাদির বিষয়ে জানেন। (ব.শ)। ◻ অর্থনীতিবিদ, বাণিজ্য-উপদেষ্টা, জ্যোতিষিক, গণনোপজীবী বিপ্র, গ্রহাচার্য্য ...। ❋

দৈবাৎ : ● **দৈব**-এর আধার হইতে তারণ যাহাতে; অথবা, পণ্যজগৎ হইতে যাহা আসিয়া পড়িয়াছে (যদিও যৌথ-যুগে সেরূপ ঘট ও ঘটনার আগমন হওয়ার কথা নয়; তাই হঠাৎ আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়)। ◻ দৈববশে, হঠাৎ। ❋

দৈর্ঘ্য : ● **দীর্ঘ**-এর দিশাগ্রস্ত (একমুখী) আধার যাহাতে; অথবা, **দীর্ঘ** একদিকে একটানা যে (স্থান-কাল) পর্য্যন্ত গিয়াছে। ◻ দীর্ঘভাব, আয়াম।

দো : ● **দু**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, (দ্-অ-উ) দাতা নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। ◻ দ্বৌ, দ্বিসংখ্যক, দুই; **দোচালা**, **দোমেটে**।

দোকান : ● দুই কান (কর্ণ) যাহার; অথবা, যাহার একটি আদানবিভাগ (পারচেজ ডিপার্টমেন্ট) ও একটি প্রদানবিভাগ (সেলস ডিপার্টমেন্ট) থাকে। ◻ পণ্যশালা, পসার।

দোকানদানি : ● **দোকান** হইতে (বিনিময়-ভিত্তিক) দান সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **দোকান**-কর্ম্ম চলে।

দোকানদার : ● **দোকান** দাতা রহে যাহাতে; অথবা, যিনি **দোকান**-কর্ম্ম চালান।

দোদুল : ● দু-দিকে দুলন যাহাতে। ◻ অত্যন্ত দোলায়মান, অতিঢলঢল, অতিকম্পমান।

দোদুল্যমান : ● **দোদুল** থাকে যাহাতে, তদ্রূপে বর্ত্তমান যে; অথবা, যাহা অনবরত দোলে।

দোভাষী : ● দুই ভাষার সক্রিয় আধার যে; অথবা, যিনি দুই ভাবে (দুই ভাষায়) ভাষণ দেন বা দিতে সক্ষম। / যিনি দুই ভাষার পণ্ডিত। (ব.শ.)। ◻ ভাষাদ্বয়বেত্তা। ❋

দোর : ● **দো** (দুই) রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে দুইখানি পাল্লা থাকে। ◻ দুয়ার, দ্বার, door।

দোর্দণ্ড : ● **দোর** (দুইখানি থাকা) দণ্ড যাহাতে; অথবা, যাঁহার **দণ্ড**-এর ন্যায় দুইখানি শক্তিশালী বাহু আছে। ◻ দণ্ডতুল্য বাহু, দৃঢ় সবল বাহু।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ : ● দণ্ডতুল্য দুইখানি শক্তিধর বাহুর প্রতাপ যাহাতে। ◻ বাহুদণ্ডের প্রতাপ।

দোলা : ● **দুলা**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **দুলা**করণ করা নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, **দুলা**করণ করা হয় যাহাতে (দড়ি প্রভৃতি দিয়ে বানানো ঝোলায়)। ◻ আন্দোলিত বা সঞ্চালিত করা, ঝুলান, ভাবাবেশে অধীর করা; দড়ির ঝোলা ...।

দোষ : ● **দূষ**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, দাতা নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া দিশাগ্রস্ত-ভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা, যাহা স্বাভাবিক গতি বা স্থিতিকে অস্বাভাবিক করিয়া দেয়। ◻ বিকৃতভাব, ত্রুটি, অপকর্ষ-জনক ধর্ম্মমাত্র, নিষিদ্ধকর্ম্মফল।

দোহ : ● **দুহ**-করণের সার্ব্বিক আধার যে। ◻ দোহন, প্রপূরণ, দুগ্ধ, দোহনপাত্র।

দোহদ : ● দোহন ক্রিয়ায় সাহায্য দান করে যে; অথবা, যাহাদের সহায়তায় গোসমূহকে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

(জ্ঞানীগুরু, সাধকগায়ক, বৃক্ষ, গাভী প্রভৃতিকে) দোহন করা যায়। / আকর্ষণ দান করে যে। (ব.শ.)। ▫ জ্ঞানীগুরুর দোহদ জ্ঞান-পিপাসু, সাধকগায়কের দোহদ গানপিপাসু, বিভিন্ন বৃক্ষের দোহদ মানুষের বিভিন্ন আচরণ, গাভীর দোহদ বাছুর। *

দোহন : ● **দোহ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, দুধ দোয়া হইতে টাকা, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি দুয়ে নেওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকারের দুয়ে নেওয়া চলে যাহাতে। ▫ অন্তঃস্থিতদ্রব্য-নিঃসারণ-ব্যাপার, স্তন হইতে দুগ্ধনিঃসারণ, দোয়া; বেদ**দোহন**, পৃথিবী**দোহন** ...। *

দোহা : ● **দোহ**-এর আধার যে; অথবা, **দোহন** চলে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ দোহন করা হয়। ▫ দোহন করা, সন্ত কবীরের প্রার্থনাগান।

দোহাই : ● **দোহা** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে ক্ষমতাধরের বা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ দোহন করার (সহযোগিতা লাভের) সম্ভাবনা দেখাইয়া পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা হয়। ▫ দিব্য, পরিত্রাহি ডাক, রক্ষার্থ প্রভাবান্বিত বা বিখ্যাত লোকের নাম ঘোষণা।

দৌ : ● দাতা নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

দৌড় : ● সার্ব্বিক আধারপ্রাপ্ত **দুড়** যাহাতে; অথবা, **দৌ**-এর (বা নবরূপে উত্তীর্ণ **দু**-র) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, (বাহ্যিক বা মানসিকভাবে) দ্রুতগতিতে গড়ান-উড়ান করা যাহাতে; কিংবা, দ্রুতগতিতে **দূর** পর্য্যন্ত (মানসিক বা বাহ্যিক) ধাবন থাকে যাহাতে। ▫ ছোটা, দ্রুতগতি, ধাবন, একদৌড়ের পথ, গতির সীমা, বুদ্ধির সীমা ...।

দ্যু : ● দান নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে যাহাতে; অথবা, (সামাজিক, মানসিক, বাহ্যিক) তেজাদি বা জ্ঞানবল ধনবল বাহুবল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বলের দান থাকে যাহাতে (যে সুখস্বর্গলোকে); অথবা, সকল প্রকার করণের ফল বা **অর্থ** যেখানে গিয়া পৌঁছায়। ▫ সমাজের উঁচুতলা, গগন, স্বর্গ।

দ্যুতি : ● **দ্যু** (...তেজাদি) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ▫ দীপ্তি, প্রকাশ, জ্ঞানদীপ্তি, ধনদীপ্তি।

দ্যুম্ন : ● **দ্যু**-এর (তেজাদির) সীমায়ন অনকৃত বা চলমান যাহাতে; অথবা, যাহাতে বলাদি সীমায়িত রূপে থাকে। ▫ ধন, বল, ধৃষ্ট**দ্যুম্ন**।

দ্যুলোক : ● **দ্যু** (...তেজাদি) লোকিত হয় যে (অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়) স্থানে বা সুখস্বর্গ-লোকে। ▫ স্বর্গলোক।

দ্যূত : ● **দ্যূ** (...অর্থ বা টাকা) তারিত হয় যাহাতে; অথবা, ধনার্থের আলো ছড়ান হয় যাহাতে; কিংবা, ১ টাকা লগ্নী করিয়া ১০ টাকা পাওয়া যাইবে - এইরূপ 'আশার আলো' ছড়ান হয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) পাশা খেলা হয় যাহাতে। ▫ ক্রয়বিক্রয়াদি, ব্যবহার, জিগীষা, জুয়া, পাশাখেলা, অক্ষক্রীড়া ...।

দ্যূতক্রীড়া : ● **দ্যূত** লইয়া ক্রীড়া করা হয় যাহাতে; অথবা, ১ টাকা লগ্নী করিলে ১০ টাকা দেওয়া হইবে - এইরূপ ধনার্থের 'আশার আলো' দেখাইয়া টাকা লগ্নী করান হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মাল লইয়া মল্লযুদ্ধের প্রতীকী আচরণ করা হয় যাহাতে। / বিজিগীষা হেতু অক্ষশলাকাদি দ্বারা ক্রীড়া যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ (সাদৃশ্যে) পাশকক্রীড়া, জুয়াখেলা।

দ্যূত-পৌর্ণমাসী : ● যে পূর্ণিমার কালে দ্যূতক্রীড়া করা হয়; অথবা, (একালে) চৈত্র সংক্রান্তিতে বা ৩১ ডিসেম্বর বিক্রিবাটার যে খেলা চলে। দ্র. **কোজাগর**। ▫ কোজাগর

পূর্ণিমা, লক্ষ্মী-পূর্ণিমা।

দ্যো : ● **দ্যু**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, করণসমূহের **দ্যুতি**তে উজ্জ্বল যে স্থান। ▢ স্বর্গ, আকাশ।

দ্যোত : ● **দ্যো** তারিত যাহাতে। ▢ দীপ্তি, প্রকাশ।

দ্যোতন : ● **দ্যোত** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **দ্যোত**করণ বা দীপ্ত করা চলে যাহাতে। ▢ দীপক, সাধু দ্যোতমান, অতিদীপ্ত, প্রকাশ, প্রকাশন।

দ্যোতনা : ● **দ্যোতন**-এর আধার যে; অথবা, যে **দ্যোতিত** বা দীপ্ত করে। ▢ দীপয়িতা, প্রকাশক, দীপ্তি, প্রকাশ, ব্যঞ্জনা।

দ্র : ● সত্তার স্বরূপদাতা রক্ষিত বা সঙ্কুচিত যাহাতে; অথবা, সত্তার গঠনবৈশিষ্ট্য দানকারী একই চক্রে আবর্ত্তমান থাকার কারণে ক্রম-সঙ্কুচিত বা অপস্রিয়মান যাহাতে; অথবা, সত্তার গাঠনিক বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ ত্যাগ করে যে; কিংবা, পূর্ব্বস্বরূপ হইতে গলিয়া যায় বা ক্ষরিত হয় বা পলাইয়া যায় যে।

দ্রব : ● **দ্র** (স্বরূপের গঠনবৈশিষ্ট্যত্যাগী) বাহিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার গঠনবৈশিষ্ট্য নিঃসারিত বলিয়া তাহা আপনার স্বরূপ ত্যাগ করিয়া বা গলিয়া বাহিত হয়; অথবা, নিজের কঠিন স্বরূপ ত্যাগ করিয়া যে গলিত হইতেছে বা হইয়াছে। (দ্র. দ্রা)। / যাহা যায়। (ব.শ.)। ▢ তরল, গলিত, রসাত্মক, গতিযুক্ত, পলায়ন, ক্ষরণ, দ্রবদ্রব্য ...। *

দ্রবণ : ● **দ্রব** (কঠিন স্বরূপত্যাগীর গলিত রূপ গ্রহণ করা) অন (চলমান) যাহাতে। ▢ গতিযুক্ত, ক্ষরিত, গলন, ক্ষরণ ...।

দ্রবিড় : ● **দ্রব** সক্রিয় হইয়া গড়ান-উড়ান করে যাহাতে; অথবা, প্রাচীন ভারতের যৌথ সমাজদেহ হইতে গলিত হইয়া যে মানুষেরা চলিয়া গিয়াছে বা যে স্থানে চলিয়া গিয়াছে। ▢ দেশবিশেষ, দ্রবিড়বাসীগণ ...। *

দ্রব্য : ● **দ্রব** (স্বরূপত্যাগীবাহক) থাকে যাহাতে; অথবা, **দ্রব**সমূহ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া যেখানে গিয়া অবস্থিত হয় (বা নব-স্বরূপ লাভ করে); কিংবা, কাঁচামাল, শ্রম, মেধা প্রভৃতি যে নতুন গঠনবৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। / অভিপ্রেত অর্থের পাত্রভূত যে। (ব.শ.)। ▢ সংস্থাজাত, বৃক্ষনির্য্যাস, উৎপাদিত বস্তু, সুবর্ণাদিধন, পিত্তল ...। *

দ্রব্যময় : ● **দ্রব্য** সীমায়িত হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, **দ্রব্য**-প্রচুর দ্বারা সীমায়িত যে; কিংবা, যাহা সমগ্র উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ▢ কর্ম্মযজ্ঞ। *

দ্রব্যসংস্কার : ● যাহাতে **দ্রব্য**কে সংস্কার করা হয়; অথবা, উৎপাদন কর্ম্মকাণ্ডে ব্যবহারের পূর্ব্বে কাঁচামাল, শ্রম, মেধা প্রভৃতির শোধন করা হয় যাহাতে। / যাহা হইতে দ্রব্যকে সাধন করার কর্ম্ম সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ যজ্ঞার্থ দ্রব্যের শোধন।

দ্রষ্টব্য : ● **দ্রষ্‌** (সত্তার গঠনবৈশিষ্ট্যের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ) টঙ্কারিত হইয়া বাহিত থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার স্বভাবের মূল বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইতে পারে। ▢ দর্শনীয়, বোদ্ধব্য, জ্ঞেয়।

দ্রষ্টা : ● **দ্রষ্ট**-এর আধার যে; অথবা, **দ্রষ্ট**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি যথার্থে দর্শন করিতে পারেন বা **দ্রষ্টব্য** সত্তার মূল গঠনবৈশিষ্ট্য দেখিতে পান। ▢ দর্শক, সাক্ষাৎকারক, উদ্ভাবয়িতা।

দ্রা : ● **দ্র**-এর (গঠনবৈশিষ্ট্যত্যাগীর) আধার যে; অথবা, পূর্ব্বতন গঠনবৈশিষ্ট্য হইতে

আত্ম-অপসারণ করে বা সরিয়া আসে যে; অথবা, পলায়ন করে যে। ◻ পলায়ন। ✱

দ্রাক্ষা : ● দ্রা (...অপপ্রিয়মান) ক্ষরিত হয় যাহা হইতে; অথবা, যাহা হইতে তাহার অপপ্রিয়মান বা পলায়মান অংশ ঝরাইয়া লওয়া হয় (আঙুররস বা মদ্য প্রস্তুত করা হয়)। ◻ লতাবিশেষ, দ্রাক্ষাফল, গোস্তনী।

দ্রাণ : ● দ্রা (পলায়মান) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ পলায়মান।

দ্রাবিড় : ● দ্রবিড় হইতে জাত। ◻ পিত্রাদি-ক্রমে দ্রবিড়দেশবাসী, দ্রবিড়বাসিগণ, দ্রাবিড়-দেশ, ক্রিয়ালোপাদি হেতু শূদ্রত্বপ্রাপ্ত দ্রবিড়-জাত ক্ষত্রিয়গণ। ✱

দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ : ● দ্রাবিড়-দেশীয় ব্রাহ্মণ যাঁহারা; অথবা, যাঁহারা (যে আদি বৈদিক ব্রাহ্মণেরা) ক্ষমতাধিষ্ঠিত বৈদিকগণকে ত্যাগ করিয়া (দ্রব বা গলিত হইয়া) দাক্ষিণাত্যের দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের উত্তরসূরী-গণ। দ্র. **গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ**।

দ্রু : ● দ্র (স্বরূপত্যাগী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা অতি বেগে স্বরূপ ত্যাগ করে; কিংবা, যাহা স্বরূপ ত্যাগ না করিয়া সর্ব্বশক্তিতে স্ব-স্বরূপের উন্নয়ন করে (ঊর্দ্ধে যায়)। / যাহা ঊর্দ্ধে যায়। (ব.শ.)। ◻ সংস্থা, (সাদৃশ্যে) বৃক্ষ, শাখা, কাষ্ঠ, কাষ্ঠদ্রব্য।

দ্রুত : ● দ্রু (... স্বরূপত্যাগ) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা অতি বেগে পূর্ব্বস্বরূপ ত্যাগ করে। / বেগে গত (যে); অথবা, যে লয়ে এক মাত্রার কালে দুই-দুইটি সুর উচ্চারিত হয় (দ্রুতলয়)। (ব.শ.)। ◻ ধাবিত, পলায়িত, স্রুত, ক্ষরিত, দ্রবীভূত, বিড়াল, বৃশ্চিক ...।

দ্রুপদ : ● দ্রু (ক্ষুদ্র সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ) পদ যাঁহার; অথবা, যে সমাজদেহের (প্রশাসকের) বহু ছোট ছোট উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ছিল; অথবা, যে সত্তা পণ্যজীবিতার নীতিতে প্রচলিত গোষ্ঠী-সমূহের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেন। / দ্রু পদ যাঁহার তিনি। (ছা.অ.)। ◻ যূপকাষ্ঠের প্রদেশবিশেষ, চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ, দ্রৌপদীর পিতা। ✱

দ্রুম : ● দ্রু সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহা সর্ব্বশক্তিতে স্বরূপের উন্নয়ন সাধন করে। (দ্র. **চৈত্যতরু**)। ◻ সামাজিক সংগঠন, পরিবার, সংস্থা, সমাজদেহ, দারুযুক্ত, বৃক্ষ। ✱

দ্রুহ্যু : ● দ্রু-র হওয়ন থাকে যাহাতে; অথবা, যে সত্তা সত্বর পূর্ব্বতন স্বরূপ ত্যাগ করে। ◻ রাজা যযাতির পুত্র। ✱

দ্রোণ : ● দ্রু-র (নবরূপী স্বরূপত্যাগীর) সার্ব্বিক আশ্রয় অনকৃত বা চলমান যাহাতে; অথবা, যে অন্যের আক্রমণ হইতে স্ব-রূপকে (স্বসমাজকে, বৈদিক সমাজকে) রক্ষা করে, কিন্তু স্বয়ং সেই স্ব-রূপকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভক্ষণ করে; অথবা, যাহা দ্বারা তদ্রূপে রক্ষণ ও ভক্ষণ করা যায়; অথবা, যিনি তাহা করেন। ◻ ধনুর্ব্বেদাচার্য্য, সোমরসাধার, মেঘনায়ক, চতুঃশতধনুঃ পরিমিত জলাশয়, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; আঢ়ক (আট সের), বত্রিশ সের, গৃহ, কাষ্ঠনির্মিত কলস, দোন। ✱

দ্রোণকাক : ● যে কাক পাতিকাককে কাক-ধর্ম্ম পালন করার জন্য দণ্ড দেয় অথচ স্বয়ং সেই ধর্ম্মই পালন করে। ◻ দগ্ধকাক, দণ্ডকাক, দাঁড়কাক।

দ্রোণি : ● দ্রোণ সক্রিয় যাহাতে। ◻ (সাদৃশ্যে) কাঠের কলস, দুনী, ডোঙা ...।

দ্রৌপদী : ● দ্রুপদ নীতিতে চলে যে আধারশক্তি; অথবা, যে জনগোষ্ঠীগুলি

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

পণ্যজীবিতার নীতিতে উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালাইয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিত। ❐ দ্রুপদাপত্য স্ত্রী, কৃষ্ণা, ... পাতিব্রত্য হেতু ইনি অহল্যাদি পঞ্চকন্যার একতমা ও প্রাতঃস্মরণীয়া। ✱

দ্রোহ : ● দ্রু-র সার্ব্বিক আধারের হওয়ন যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা সত্তার পূর্ব্বতন স্বরূপকে (সমাজব্যবস্থাকে) অতিসত্বর ত্যাগ করিবার চেষ্টা করা হয়। ❐ সমাজবিরোধী বা শাসকবিরোধী আচরণ, অনিষ্টাচরণ ...।

দ্রোহী : ● **দ্রোহ্**-র সক্রিয় আধার যে। ❐ দ্রোহকারী, অনিষ্টচিন্তক, ঘাতক, বিদ্বেষী।

দ্ব : ● দান বহন করে যে; অথবা, দুইটি ক্রিয়া করে যে।

দ্বন্দ্ব : ● দ্ব (দুই) অনকৃত বা চলমান হইয়া দ্ব (দুই) রূপী যাহাতে; অথবা, দুই সত্তা সচল হইয়া (মারমুখী প্রভৃতি হইয়া) পরস্পরের বিপরীতমুখী যাহাতে; অথবা, অস্তিত্বের মূলে পুরুষ প্রকৃতির পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের মর্য্যাদাপূর্ণ যে প্রেম-রোষ থাকে। ❐ মর্য্যাদা, যুগ্ম, কলহ, মল্লযুদ্ধ, পরস্পর বিরুদ্ধ শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি ...।

দ্বয় : ● **দ্বি** অয়ন (ই) যাহাতে; অথবা, দুই সত্তার যাওয়া থাকে যাহাতে। ❐ অবয়ব-দ্বয়যুক্ত, যুগল, দ্বৈধীভাব ...।

দ্বাপর : ● / দুই এর (সত্য-ত্রেতার) পর যে যুগ; অথবা, পাশার যেদিকে দুই বিন্দু থাকে। (ব.শ.)। ❐ দ্বাপরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিন্দুদ্বয় যুক্ত পাশকতল, তৃতীয় যুগ। ✱

দ্বার : ● দ্বি-আধার রহে যাহাতে; অথবা, দুইটি বারণ যাহাতে; অথবা দো-পাল্লার বারণ যাহাতে। ❐ গৃহনির্গমনস্থান, প্রতিহার।

দ্বারকা : ● **দ্বারক**-এর আধার যে; অথবা, যে স্থানে বহু **দ্বার** ও বহু **দ্বার**-রক্ষাকারী ছিলেন; অথবা, যে নগরে আমদানি ও রপ্তানীর অজস্র প্রবেশপথ বা **দ্বার** ছিল এবং সেই পরিমাণে (দ্বারগোপ, দ্বারপাল, দ্বারনায়ক, দ্বারপিণ্ডী, দ্বারিক, দ্বারিকানাথ প্রভৃতি) **দ্বার**রক্ষীও ছিল। (দ্র. **দুয়ারী**)। ❐ বহুদ্বারযুক্ত, বহুদ্বারযুক্ত পুরী দ্বারকা, দ্বারবতী, দ্বারাবতী, শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ...। ✱

দ্বারপাল : ● দ্বার পালন করে যে। ❐ দ্বাররক্ষক, দ্বারবান।

দ্বারা : ● **দ্বার**-এর আধার যে; অথবা, **দ্বার** থাকে যাহাতে; অথবা, যে উপায় বা প্রবেশ-পথ দিয়া সমস্যাদি হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। ❐ (ব্যঞ্জনার্থে) দিয়া, উপায়, মাধ্যম।

দ্বারী : দ্র. **দুয়ারী**।

দ্বি : ● সক্রিয় দানবহন যাহাতে; অথবা, যাহা দান করিবার জন্য বহন করে; কিংবা, যাহা বহন করিয়া দান করে; কিংবা, যাহা বিবর্ত্তিত হইয়া দুই, **দো**চালা, **দো**নলা ... বা বার, বাইশ ... প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। ❐ দুই, ২ সংখ্যা। (dual)। ✱

দ্বিগু : ● দুই **গু** (নবরূপে উত্তীর্ণ গামী) যাহার; অথবা, দুটি **গু** যুক্ত করা হয় যে সমাসে (যথা ত্রি + ভুবন = ত্রিভুবন।) / দ্বি গো যাহার; অথবা, যাহাকে গোদ্বয়ের বিনিময়ে ক্রয় করা হইয়াছে। (ব.শ.)। যাহার দুইটি গরু আছে। (ছা.অ.)। ❐ গোদ্বয়-স্বামিক। ✱

দ্বিজ : ● দুই বার জন্ম যাহার। / যে মৌঞ্জি-বন্ধন হেতু দ্বিতীয়বার জন্মায়। (ব.শ.)। ❐ উপনয়নকৃত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, অণ্ডজমাত্র, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত জন। (একালে প্যানকার্ড বা পাশপোর্ট হোল্ডার এক এক শ্রেণীর **দ্বিজ** ...।) ✱

দ্বিতীয় : ● দ্বি-কে (দুইকে) তারণকারী যায় যাহাতে; অথবা, যাহাতে একের পরবর্ত্তী সত্তা থাকে। ⊓ দ্বিসংখ্যার পূরণ, একের পরবর্ত্তী, অন্য, অপর।

দ্বিধা : ● দ্বি (দুই) ভাগে বা স্থানে ধারিত যে; অথবা, যাহা দুইভাগে ভাগ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে; অথবা, যাহা দুই দিকে (আধা আধা) ধাবিত। ⊓ দ্বিপ্রকারে, দো-টানা ...।

দ্বিধাগ্রস্ত : ● যাহা **দ্বিধা**র দ্বারা গ্রস্ত; অথবা, আধাআধি বিভাজিত হইয়া দুই দিকে ধাবিত হইতে চলিয়াছে যে। ⊓ ইতঃস্তত ভাব, সংশয়, দোটানায় পড়া।

দ্বীপ : ● দ্বি-ধারা কর্ত্তৃক পালিত যে; অথবা, দাতা ও গ্রহীতার মাঝে (উৎপাদক ও ভোক্তার মাঝে) মধ্যস্থ (মধ্যস্বত্বভোগী) রূপে পালিত যে; অথবা, মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব যাহাতে; কিংবা, যে জনসমুদ্রবেষ্টিত সামাজিক স্থলভূমিতে সংস্থা-প্রভৃতি বৃক্ষ পর্ব্বতাদি থাকে। / যেখানে জল দুই বার (দুই দিক দিয়া) গত। (ব.শ.)। ◻ (সাদৃশ্যে) জল-বেষ্টিত ভূভাগ (দ্র. **সপ্তদ্বীপ**)।

দ্বেষ : ● দ্বে-র (দিশাগ্রস্ত দুইয়ের) দিশাগ্রস্ত তেজ-বিচ্ছুরণ যাহাতে; অথবা, একদিকে ধনসম্পদের বিচ্ছুরণ ও অপরদিকে তজ্জনিত ক্রোধের বিচ্ছুরণ যাহাতে। ⊓ বিরোধ, মাৎসর্য্য, বিষয়ে প্রতিকূলতা, অনাদর ...।

দ্বৈত : ● দ্বি তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বিরূপে বিরাজমান। ⊓ দ্বিতভাব, দ্বয়, যুগল।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ : ● যাহা **দ্বৈত** হইয়াও **অদ্বৈত** (তিনিই সত্য ও কার্য্যকরী) এই মতবাদ যাহাতে; অথবা, যাহাতে 'একের ভিতরে দুই' (two in one) থাকে তাহাই ঠিক — এইরূপ মতবাদ যাহাতে। ⊓ দ্বৈত ও অদ্বৈত সম্বন্ধে বাদবিশেষ, ব্রহ্ম স্বরূপে অদ্বৈত কিন্তু জগদ্‌রূপে দ্বৈত — এই মত। ✱

দ্বৈধ : ● দ্বি ধা (দুই ভাগে ভাগ) করা হইয়াছে যাহাকে। ⊓ দ্বিবিধ, দ্বিপ্রকার।

দ্বৈপায়ন : ● **দ্বীপ**-এ জন্ম যাঁহার; অথবা, আদিম মধ্যস্বত্বভোগীগণ হইতে জাত যে সত্তা। / দ্বীপ অয়ন যাহার, তাহা হইতে জাত। (ব.শ.)। ◻ ব্যাসদেব, হ্রদবিশেষ। ✱

দ্বৈরাজ্য : ● দ্বৈ (দ্বি-সত্তা) কর্ত্তৃক চলে যে রাজ্য; অথবা, যাহাতে একের ভিতরে দুই-এর (**পুরুষ** ও **প্রকৃতি**র পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারমূলক) রাজত্ব চলে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে মানবাস্তিত্বে তাহার মন ও দেহের সমুচ্চিত রাজত্ব চলে; অথবা, যে ২৪ ঘণ্টায় দিবস ও রজনীর সমুচ্চিত রাজত্ব চলে।

দ্ব্যর্থ : ● দুই প্রকার অর্থ যাহার। / দ্বি অর্থ যাহার। (ব.শ.)। ◻ অর্থদ্বয়যুক্ত (শব্দ)।

ধ

ধ : ● দান স্থিত যাহাতে (দ্‌ + হ্‌ = ধ্‌); অর্থাৎ, (কোনো কিছু) দান যেখানে গিয়া থামিয়া যায় বা স্থিত হয়; অথবা, (বিপরীত দৃষ্টিতে) দান গ্রহণ করিয়া ধরিয়া রাখে বা ধারণ করে যে; অথবা, যে আসিয়া ধরা দেয় বা যে ধরে; কিংবা, যে ধারণেচ্ছা করে। ◻ ধরাদাতা, ধরাকর্ত্তা, ধারণেচ্ছাকারী, ধারণকারী, ধারক, ধারী।

ধক : ● ধ-এর (ধরাদাতার) করণ যাহাতে; অথবা, (বহিরাগত দান আসিয়া পতিত হইলে তাহাকে) ধারণ করায় ধারীর স্বভাবে যে চাঞ্চল্য হয়; অথবা, ধরাদাতার আগমনে ধারীর স্বভাবে যে সংবেদন হয় তাহার প্রকাশ

থাকে যাহাতে। ◻ হৃদয়াবেগ, সংবেদন, হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠার শব্দ।

ধকধক : ● **ধক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, বারংবার **ধক**করণ করে যে; অথবা, ধারণ করে রাখার কারণে সত্তার সংবেদিত হওয়ার প্রকাশ ঘটে যাহাতে। ◻ হর্ষাবেশ বা ভয়াদি হেতু চিত্তের আবেগ বা হৃৎ-স্পন্দন, প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দ।

ধকল : ● **ধক** লালিত হয় যাহাতে (যে পরিশ্রমে); অথবা, কাহাকেও ধারণ করিয়া রাখার কার্য্য চালাইয়া যাইতে যে পরিশ্রমাদি ব্যয় হয়। ◻ কাজের ধাক্কা বা খাটনি, ঝামেলা সহন, ক্লান্তি।

ধট : ● **ধ** বা ধারী (বাস্তবদেহধারী বা মানবদেহধারী) টঙ্কারিত হয় যাহাতে (যে দণ্ডে বা বস্ত্রে)। ◻ তুলাদণ্ড, ধড়া, কটিবসন।

ধটি : ● **ধট** সক্রিয় যাহাতে। ◻ কৌপীন, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া।

ধড় : ● (প্রাণ) ধারীর গড়ান-উড়ান যাহাতে (যে দেহে); অথবা, প্রাণরূপী আধেয়র নাচন-কোঁদন চলে যে আধারে বা দেহে; অথবা, শরীর গোটানো বা ঝাপটানো হয় যাহাতে। ◻ প্রাণহীন দেহ, মস্তকহীন দেহ। *

ধড়ফড় : ● **ধড়** ও **ফড়** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ধড়**করণ (শরীর ঝাপটানো, দ্র. **বেধড়ক**) ও **ফড়**করণ (হৃদয়ের ঝাপটানো বা মুখে ফড়ফড় করা বা বকবক করা) থাকে; অথবা, যাহাতে হৃদয়ের বাহ্যিক ও মানসিক ছটফটানি থাকে। ◻ একপ্রকার ছটফটানি; বুক **ধড়ফড়** করা।

ধড়মড় : ● **ধড়**করণ (শরীর ঝাপটানো) ও **মড়**করণ (শরীর গোটানো বা কুঁকড়ে সীমায়িত করে নেওয়া) থাকে যাহাতে; অথবা, গা-নাড়ানো ও মড়মড় করে গা-ভাঙা যাহাতে। ◻ একপ্রকার ছটফটানি, **ধড়মড়** করিয়া উঠিয়া বসা।

ধড়াস : ● **ধড়**-এর আকস্মিক পতন যাহাতে; অথবা, **গাত্রদাহ**-এর (জ্বলে মন, বলা হয় পুড়ে যাচ্ছে তার গা) ন্যায় যাহাতে আকস্মিক পতিত হয় মানুষের হৃদয়, বলা হয় তার ধড়টাই পতিত হইয়াছে; কিংবা, অত্যন্ত দুঃসংবাদ শুনিয়া বুক **ধড়াস** করিয়া উঠে যাহাতে। ◻ হৃৎপতনের শব্দ, হৃৎ-স্পন্দনের প্রবল শব্দ; (সাদৃশ্যে) সশরীরে পড়ার শব্দ।

ধড়ি : ● **ধড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ধড়** সক্রিয় থাকে যে (দৈহিক, সামাজিক) আবরণে বা বস্ত্রাদিতে। ◻ জীবিকার সামাজিক রূপ, পেশা, বস্ত্রখণ্ড, পরিধেয় বস্ত্র।

ধড়িবাজ : ● **ধড়ি**বাহক (সামাজিক আবরণ-বাহী) জনিত হয় যাহাতে; অথবা, সামাজিক কোনো আবরণের আড়ালে আত্মরক্ষা করিয়া কুকীর্তি জনন করে যে। ◻ ধূর্ত্ত, প্রতারক, বদমাশ, চালাক, তুখড়।

ধড়িবাজি : ● **ধড়িবাজ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ধড়িবাজ**-কর্ম্ম চলে যাহাতে। ◻ প্রতারণা, বদমাশি, চালাকি ...।

ধন : ● **ধ** (তেজাদি-ধারী) **ন** (অনকৃত) যাহাতে; অথবা, যাহাতে দৃশ্য-অদৃশ্য বা মানসিক-বাহ্যিক তেজাদি আধেয় রূপে ধারিত হইয়া চলমান থাকে; অথবা, মনোবল বাহুবল অর্থবল যৌবনবল প্রভৃতি যে কোনো বল বা তেজের সৌরভ ছড়ায় যে। / যাহা দ্বারা বাঁচে। (ব.শ.)। ◻ অর্থ, টাকাপয়সা, সম্পদ, বিভব ...। *

ধনঞ্জয় : ● যাঁহার সংস্পর্শে জ্ঞান**ধন** বা টাকা**ধন** প্রভৃতি রাষ্ট্রস্বীকৃত **ধন** রূপে মর্য্যাদা

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

পায়। / যিনি ধন জয় করেন; অথবা, ধনকে বশীকরণ করে যে। (ব.শ.)। ☐ অগ্নি (তেজ-মাত্র), অর্জ্জুন (অর্জ্জিত বিত্ত), নাগভেদ (নাগরিকভেদ), (সাদৃশ্যে) অর্জ্জুনবৃক্ষ। ❋

ধনতন্ত্র : ● **ধন**-এর তনকে (সামাজিক দেহকে) ত্রাণ করে যে (যে ব্যবস্থা)। ☐ ধনিক শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা।

ধনপতি : ● ধনের পতি। / ধন রক্ষা করে যে। (ব.শ.)। ☐ অতি ধনবান, ধনাধ্যক্ষ। ❋

ধনি : ● **ধন** (চলমান তেজাদিধারী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ধনবানমাত্র সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, যৌবন**ধন**বতী সক্রিয় যাহাতে। ☐ ধন্য, প্রশংসনীয়, কুলবধূ, যুবতী, সুন্দরী।

ধনিক : ● **ধনি**র করণ যাহাতে; অথবা, সক্রিয় ধনবানমাত্রের করণ যাহাতে। ☐ ধনবান, ধনিকভার্য্যা, বধূ, যুবতী, প্রিয়ঙ্গুলতা।

ধনিষ্ঠ : ● **ধনি**র (...সৌরভের) দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণের টঙ্কার স্থিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে বহু ধন গিয়া স্থিত হইয়াছে। ☐ অতিশয় ধনী।

ধনী : ● **ধনি**র আধার যে; অথবা, **ধন**-এর সক্রিয় আধার যে; কিংবা, বহু ধন আছে যাহার। ☐ ধনবান, সম্পদবান, সৌরভিত।

ধনীয়ক : ● **ধনী**র যাওয়া কৃত হয় যাহাতে; অথবা, যাহা ব্যঞ্জনাদিকে **ধনী** বা সৌরভিত করে। ☐ ধনিয়া, ধনে।

ধনু : ● **ধন** (চলমান তেজাদিধারী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে তেজাদিধারী তেজকে ধারণ না করিয়া তাহাকে (মানব-দেহের, সমাজদেহের ...) ক্ষমতারূপে বিকিরণ করিতে থাকে; অথবা, যে নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতিনীতির (ধর্ম্মের, আইনের) দ্বারা মানব-দেহের পাকযজ্ঞ (সমাজদেহের উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞ) পরিচালিত হয়; অথবা, যে তেজাদি দেহমাত্রের জীবনোপায়-যজ্ঞের নিয়মাদিকে লালনপালন ও সুরক্ষিত করে। ☐ শাসকের বিধিনিষেধ, শাসকের চাপ, (সাদৃশ্যে) তীর-কাঁড়, চাপ ...। ❋

ধনুঃ : ● **ধনু** (নবরূপী চলমান তেজাদিধারী) সম্পূর্ণ যাহাতে; অথবা, **ধনু** যে পর্যন্ত গিয়া শেষ হয় বা বিসর্জ্জিত (বিসর্গ) হয়; অথবা, যাহা দ্বারা সামাজিক তেজাদিধারী (ক্ষমতা-ধারী শাসক) তাহার শাসন-এলাকার শেষ সীমা পর্যন্ত যায় বা শাসন করিতে পারে। ☐ শাসকের আইন, (সাদৃশ্যে) তীরকাঁড়। ❋

ধনুক : ● **ধনু** কৃত যাহাতে; অথবা, বংশপরম্পরা বাহিত যে পরিপক্ব নীতিকে বা পরিপক্ব বংশখণ্ডকে **ধনু**তে (আইনে, তীরকাঁড়ে) পরিণত করা হইয়াছে। ☐ (সাদৃশ্যে) ধনু, চারিহস্ত পরিমাণ।

ধনুর্দ্ধর : ● **ধনুঃ** ধরে যে; অথবা, যে **ধনুঃ** ধারণে পটু; অথবা, যিনি তাঁহার **ক্ষমতার** শর নিক্ষেপে বা আইন ব্যবহারে **অত্যন্ত** কুশলী। ☐ বিধিবিধানজ্ঞ, বিধায়ক, **আইনবাজ**; (সাদৃশ্যে) তীরকাঁড়-কুশলী।

ধনুর্ব্বিদ্যা : ● **ধনুঃ** (...আইন) ব্যবহারের বা চালানোর বিদ্যা যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) তীরকাঁড় চালানোর বিদ্যা যাহাতে। ☐ দেশের আইন ব্যবহারের বিদ্যা, (সাদৃশ্যে) শরপ্রয়োগ-সংহারাদি বিদ্যা।

ধনুর্ব্বেদ : ● **ধনুঃ**সম্বন্ধী যে বেদ; অথবা, যাহা দ্বারা উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞকেন্দ্রিক সমাজ-ধর্ম্ম (আইন) বিষয়ে বা **ধনুর্ব্বিদ্যা** বিষয়ে বিদিত হওয়া যায়। ☐ কর্ম্মযজ্ঞকেন্দ্রিক সমাজধর্ম্ম বিষয়ক বেদ, **বিশ্বামিত্র** প্রণীত যজুর্ব্বেদের উপবেদবিশেষ।

ধনুর্ভঙ্গ-পণ (ধনুকভাঙ্গা-পণ) : ● **ধনুঃ**-কে ভঙ্গ করিবার পণ যাহাতে; অথবা, যে ধর্ম্মের বা আইনের দ্বারা সামাজিক উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালিত হইতেছে, তাহাকে ভঙ্গ করিবার প্রতিজ্ঞা যাহাতে; অথবা, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র যে **ধনুঃ** ভঙ্গ করিবার পণ করিয়াছিলেন এবং ভাঙিয়াছিলেন; কিংবা, বহুকাল ক্রমাগত 'সমাজের ভোগের জন্য উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালাইবার ধর্ম্ম' বা **ধনু**কে ভঙ্গ করিয়া (বৌদ্ধযুগে) রামচন্দ্র 'শুধুমাত্র বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালাইবার ধর্ম্ম' প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়াছিলেন। ⊓ হরধনুর্ভঙ্গ পণ, দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা।

ধন্ধ : ● **ধন** ধারিত যাহাতে; অথবা, যাহা করিয়া **ধন** আহরণ ও ধারণ করা যায়; কিংবা, যে কর্ম্ম দ্রষ্টাদিগকে সর্ব্বদা ধাঁধায় রাখিয়া সারিতে হয়। ⊓ ধাঁধা, দৃষ্টিভ্রম, সন্দেহ, ধোঁকা।

ধর্না (ধরনা) : ● **ধরা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা ধরিয়া রাখে; কিংবা, যাহাকে ধরিয়া রাখিতে হয়; অথবা, যে প্রত্যাশাকে ধরিয়া কেহ কেহ বসিয়া থাকে। /অভীষ্ট লাভের জন্য কাহারও দরজায় অনাহারে অনিদ্রায় পড়িয়া থাকার চেষ্টা; অথবা, যে কাঠের উপর ঘরের ভিতরের ছাদ থাকে; কিংবা, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার সময় বা সাঁকো পার হওয়ার সময়ে যে বাঁশ ধরা হয়। (ঢা.অ.)। ⊓ অবলম্বন, আড়া, হত্যা দেওয়া।

ধন্য : ● **ধন** (চলমান তেজাদিধারী) গিয়া থাকে যাহাতে; অথবা, যে তেজাদিধারীকে পাইলে মানুষ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। /ধনলাভ করে যে। (ব.শ.)। ⊓ ধনলব্ধা, পুণ্যবান, ভাগ্যবান, ধনলাভজনক। ⁕

ধন্বন্তরি : ● **ধনু**র অন্তকে আবর্ত্তনপূর্ব্বক সক্রিয় করেন যিনি; অথবা, **ধনু**র অন্তরকে (অভ্যন্তরকে) সক্রিয় করেন যিনি; অথবা, মানবদেহের পাকযজ্ঞ পরিচালনার রীতি-নীতির (বা **ধনু**র) অন্ত হইতে চলিলে তাহাকে পুনরাবৃত্ত করিয়া যথাপূর্ব্বং সচল করিয়া দেন যিনি; অথবা, (যেহেতু দেহের জীবনোপায়-যজ্ঞের নিয়মাদির বা **ধনু**র ত্রুটিবিচ্যুতিই দেহের সকল প্রকার আময় বা রোগের মূল) দেহকে নিরাময় করার জন্য দেহের পাকযজ্ঞের **ধনু**র অন্তরকে (ভিতরের ত্রুটিবিচ্যুতিকে) ঠিকঠাক করিয়া সচল করেন যিনি। (দ্র. **মণিপদ্ম, হুং**)। ◻ দেববৈদ্য। ইনি ভগবানের ষোড়শ অবতার ও আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক। ⁕

ধপ : ● ধারী পালিত হয় যাহাতে। ◻ তুলার বস্তা প্রভৃতি ফাঁপা দ্রব্যের পতনশব্দ।

ধপধপ : ● **ধপ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ◻ অত্যন্ত শ্বেতবর্ণের ভাব, অতিধবল।

ধপাৎ : ● **ধপ**-এর আধার হইতে তারণ বা উল্লম্ফন যাহার; অথবা, **ধপ** হইতে আগত। ◻ বস্তুর হঠাৎ পতনের শব্দ।

ধপাস : ● **ধপ**-এর **আস** যাহাতে; অথবা, যাহা **ধপ** করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। ◻ হঠাৎ পতনের শব্দ।

ধব : ● (নিষ্কলুষদেহ) ধারীকে বহন করে যে; অথবা, যাহাকে (যাহার দুঃখ, দুর্দশা, ময়লাদি) ধুইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিংবা, নারী-প্রকৃতির মনোব্যথা ও দুঃখাদি দূর করে যে; অথবা, মনের ময়লা বা বিষয়াদি ধুইয়া লইয়া যায় যে। / সন্তাপ দূর করে যে। (ব.শ.)। ◻ কম্পজনক, স্বামী, অধিপতি, ধূর্ত্ত, বৃক্ষবিশেষ, ধলা আকুড়া, বিধুনন।

ধবধব : ● **ধব**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ◻

শুক্ল, অতি সাদা, অতি পরিষ্কার।

ধবল : ● **ধব** (স্বামী, প্রভু, রাষ্ট্র) দ্বারা লালিত যে, অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহা কিছু শ্বেতবর্ণ-বান। ❐ সাদা টাকা, শ্বেতবর্ণযুক্ত, ধববৃক্ষ, বৃষশ্রেষ্ঠ, হিন্দোলরাগ, শ্বেত কুষ্ঠ।

ধমক : ● ধারীকে (ধারণেচ্ছাকারীকে) সীমায়িত করে যে; অথবা, ধারণেচ্ছাকারী সংকুচিত হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে ধারণেচ্ছাকারী আর ধারণেচ্ছা করে না, হাত গোটায় বা চুপসাইয়া যায়। ❐ ভয়প্রদর্শনার্থ সশব্দ তিরস্কার, তাড়া, দাবড়ি, পিষ্টকবিশেষ।

ধমকা : ● **ধমক**-এর আধার যে; অথবা, **ধমক**করণ করা হয় যাহাতে। ❐ ধমক দেওয়া, তাড়া দেওয়া।

ধমকান : ● **ধমকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ধমক** দেওয়া চলিতে থাকে। ❐ ধমক দেওয়া, তাড়া দেওয়া।

ধমকানি : ● **ধমকান** সক্রিয় যাহাতে। ❐ ধমককারণী, ছোট ধমক।

ধর : ● ধারী রহে যাহাতে; অথবা, ধরে যে, ধারণ করে যে, ধরিয়া রাখে যে ... ইত্যাদি; অথবা, যাঁহারা (যে **কায়স্থগণ**) সামাজিক ব্যবস্থাকে ধরিয়া রাখিতেন (যাঁহাদের উত্তর-সূরীগণ আজও **ধর** উপাধি বহন করেন)। / ধরাকে ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ ধারক, পর্ব্বত, কূর্ম্মরাজ, বসুবিশেষ, গাড়ীর ধুরা, উপাধিবিশেষ; ধারণ করা ...। ✻

ধরণ : ● **ধর** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ধর**করণ চলমান যাহাতে; অথবা, যে **ধর**-করণ করিতেছে। ❐ ধরা, চালচলন, ভঙ্গি; হিমালয়, ভুবন, লোক, স্থল, ধান্য, শস্য, সূর্য্য, সেতু, আলি ...।

ধরণী : ● **ধরণ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহাতে সক্রিয় **ধরণ**-করা থাকে। / জীবাদিকে ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ পৃথিবী, ভূতল, শাল্মলীবৃক্ষ, কন্দবিশেষ, শিরা, ভূমি, ধরণীর অংশ, দেশ।

ধরা : ● **ধর**-এর আধার যে। /যে ধরে। (ব.শ.)। ❐ ধারক, ধারা, ধৃত, গৃহীত, ধারণ; পৃথিবী, বসুন্ধরা ... ইত্যাদি।

ধরাট : ● **ধরা** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে বাড়তি অংশ ধরিয়া দিতে হয়। ❐ ক্রয়-বিক্রয়ের কমিশন, বাদ, বাটা, ছাড়, দস্তুরি।

ধরাধরি : ● **ধর**করণ করা হইয়াছে যাহাতে এবং **ধর**করণ চলিতেছে যাহাতে। ❐ পরস্পর পরস্পরকে ধরা, পাকড়া-পাকড়ি।

ধরান : ● **ধরা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ধরা**করণ করা হয়; অথবা, যাহাতে ধরাইয়া দেওয়া হয়। ❐ ধৃত করানো, আসক্তি করানো, জ্বালানো, আঁটানো ...।

ধরিত্রী : ● ধারণকে সক্রিয়ভাবে তারিত করিয়া রক্ষা করেন যে আধারশক্তি। / ধারণ করেন যে কর্ত্রী। (ব.শ.)। ❐ ধরা, ধরণী, ধারয়িত্রী।

ধর্ত্তব্য : ● **ধর**-কর্ম্মের তারণ তারিত হইয়া বাহিত রূপে থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে ধরা যায়, ধরা উচিত, ধরা সম্ভব, ধরা কর্ত্তব্য। ❐ গ্রাহ্য, গণনীয়, বিচার্য্য।

ধর্ম্ম : ● (**ধর্‌ম্‌ম** - **ধর**করণকে সীমায়ন করে যে সীমায়নকারী।) তত্তদ বিষয়কে ধরিয়া রাখার জন্য যে যে কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হয়, সেই কর্ম্মসমূহ পরিমাপিত যাহাতে; অথবা, জগতের প্রত্যেক সত্তাকে (বায়বীয়, তরল, কঠিন, জড়, জীব, মানুষ ... প্রভৃতিকে) তাহার নিজ নিজ অস্তিত্ব ধরিয়া রাখার জন্য (শরীরসাধন করিবার জন্য) যে কর্ম্মসমূহ অবশ্যই করিতে হয়;

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

অথবা, যে বিশেষ প্রকার কর্ম্মগুলি করিবার কারণে সত্তামাত্র তাহার তদ্রূপ স্বরূপ অর্জ্জন করিয়াছে এবং তদ্রূপে বর্ত্তমান আছে; কিংবা, (মানুষের ক্ষেত্রে) সনাতন মনীষীগণ মানবজাতির যে চারটি - শ্রমকরণ (তপঃ), জ্ঞানকর্ম্মের উত্তরাধিকার বহন (শৌচ), ভব্যতা (দয়া), ও সম্বন্ধ আবিষ্কার (সত্য) - অবশ্যকরণীয় নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং মানবজাতি তাহা আজও কমবেশি পালন করে বলিয়া এখনও (খানিক বিকৃত স্বরূপে হইলেও) বর্ত্তমান আছে; অথবা, মানুষের যে সকল অবশ্যকরণীয় স্থান কাল পাত্র ভেদে ক্রমশ বহুখণ্ডিত জটিল ও প্রাতিষ্ঠানিক হইয়া অজস্র নিরর্থক আচারাদিতে পরিণত হইয়াছে। / শরীরসাধন যে কর্ম্মের অপেক্ষা করে। (অমরকোষ)। অথবা, লোকধারণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ স্বভাব, **ধনুঃ**, (মানুষের ক্ষেত্রে) সামাজিক রীতিনীতি, রাষ্ট্রের আইন, সম্প্রদায়বিশেষের শাস্ত্রবিধি, গ্রাম্য দেবতা ধর্ম্মঠাকুর ...। ❋

ধর্ম্মক্ষেত্র : ● **ধর্ম্মে**র ক্ষেত্র; অথবা, যে (পার্থিব, মানসিক, সামাজিক) ভূমিতে মানুষ তাহার **ধর্ম্ম** পালন করিতে পারে। / ধর্ম্মের ও ধর্ম্মবৃদ্ধির ক্ষেত্র। ◻ ধর্ম্মভূমি, ধর্ম্মকর্ম্মার্থ ভূমি, ভারতবর্ষ।

ধর্ম্মঘট : ● তত্তদ কর্ম্মক্ষেত্রে **অধর্ম্ম** নাশ করিয়া **ধর্ম্ম** প্রতিষ্ঠার জন্য যাহা ঘটানো হয়; অথবা, **ধর্ম্ম** অনুসারে (স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সামাজিক রীতিনীতি বা আইন অনুসারে) ঘটনা ঘটুক, ঘটানো হোক, ঘটাইব, ঘটাইতে চাই ... ইত্যাদি ইচ্ছার ঘোষণা যাহাতে। / ধর্ম্মসাক্ষিপূর্ব্বক স্থাপিত ঘট (যাহাতে)। (ব.শ.)। ❋

ধর্ম্মঘট করা : ● /ধর্ম্মঘট স্পর্শ করিয়া কোনো বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাকরণ; অথবা, প্রার্থনা পূরণার্থ শ্রমিকগণের সমবেতভাবে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কর্ম্মবন্ধ করা। (ব.শ.)। ❋

ধর্ম্মঘটী : ● **ধর্ম্মঘট**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহারা **ধর্ম্মঘট** করিয়াছে। ◻ ধর্ম্মের আধার, অতিধার্ম্মিক।

ধর্ম্মচক্র : ● ধর্ম্মের চক্র; অথবা, কৃত্রিমভাবে নির্দ্ধারিত **ধর্ম্মের** চক্রাকারে গমন যাহাতে; কিংবা, যাহাতে কৃত্রিম (প্রাতিষ্ঠানিক) ধর্ম্মাচারীগণ চক্রাকারে অবস্থান করেন। ◻ কৃত্রিম বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম্মাচারীদিগের চক্র বা দল।

ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন : ● কৃত্রিমভাবে নির্দ্ধারিত **ধর্ম্ম**-এর আচরণকারীদিগের চক্রের প্রবর্ত্তনা যাহাতে; অথবা, যাহাতে একপ্রকার স্থিরীকৃত **ধর্ম্মের** প্রচার চলিতে থাকে।

ধর্ম্মচারী : ● **ধর্ম্ম** অনুসারে চরে বা আচরণ করে যে; অথবা, শ্রম উত্তরাধিকার-বহন ভব্যতা ও সম্বন্ধ-নির্ণয় ইত্যাদি কর্ম্ম করে যে; অথবা, যাহারা সামাজিক উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞে নিজ নিজ কর্ম্ম করে। / ধর্ম্মকর্ম্ম করে যে। (ব.শ.)। ◻ যজ্ঞাদিকারক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। ❋

ধর্ম্মঠাকুর : ● **ধর্ম্ম**স্বরূপ যে **ঠাকুর**; অথবা, মানুষের ধর্ম্ম (তপ শৌচ দয়া সত্য অর্থাৎ শ্রম উত্তরাধিকারবহন ভব্যতা ও সম্বন্ধনির্ণয়) প্রতিষ্ঠিত থাকে যে **ঠাকুর**-এ; কিংবা, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে যাঁহার জয়গান গীত হইয়াছে; অথবা, গ্রামবাংলার মানুষ যাঁহাকে স্বভাবতই মান্য করিয়া থাকেন। ◻ লৌকিক দেবতা।

ধর্ম্মতলা : ● **ধর্ম্ম**-বৃক্ষের তলার যে স্থান; অথবা, সমাজের রীতিনীতি-আইনকানুন

বৃক্ষের (ব্যবস্থার) তলার যে স্থান; অথবা, **ধর্ম্ম**ঠাকুরের অধিষ্ঠিত ও পূজার্থ যে স্থান; কিংবা, যমের বা যমালয়ের নিকটস্থ যে স্থান; অথবা, বিধি-বিধান নির্দ্ধারণকারী বিধায়ক-গণ, আদালত ও ধর্ম্মাধিকারীগণ যেখানে থাকেন, তাহার নিকটস্থ যে স্থান; কিংবা, **ধর্ম্মের** বা রীতিনীতির শাসন ও নিয়ন্ত্রণ চলে যে স্থান হইতে। ◘ কলিকাতার কেন্দ্রে একটি স্থানের নাম, গ্রামবাংলার বহু গ্রামে এই নামে চিহ্নিত একটি করিয়া স্থান আছে। ❋

ধর্ম্মধ্বজী : ● **ধর্ম্ম**-এর **ধ্বজা**কে সক্রিয়ভাবে ধারণ করে যে। / যে জীবিকার্থ জটাদিচিহ্ন ধারণ করে; অথবা, যে জনসমক্ষে ধর্ম্মাচরণ ও স্বতঃ পরতঃ দাম্ভিকতা প্রচার করে। (ব.শ.)। ◘ কপট ধার্ম্মিক, লিঙ্গবৃত্তি।

ধর্ম্মনিষ্ঠ : ● **ধর্ম্মে** নিষ্ঠাবান যে। / ধর্ম্মে আস্থাবান যিনি। (ব.শ.)। ◘ ধার্ম্মিক। ❋

ধর্ম্মপত্নী : ● **ধর্ম্ম**-অনুসারে পত্নী যে। / ধর্ম্মার্থ বা অগ্ন্যাধানাৎ অর্থ দার। (ব.শ.)। ◘ সামাজিক রীতিনীতি বা আইনানুসারে বিবাহিতা স্ত্রী।

ধর্ম্মপুত্র : ● **ধর্ম্ম** অনুসারে পুত্র যে; অথবা, **ধর্ম্মের** পুত্র যে। / পিতার ধর্ম্ম হেতু জাত যে; অথবা, যে পুত্রের জন্মে পিতার ঋণশোধ ও অমৃতত্ব হয়, তাদৃশ পুত্র। (ব.শ.)। ◘ ধর্ম্মার্থ পুত্র, ঔরস বা জ্যেষ্ঠ পুত্র; যুধিষ্ঠির। ❋

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি : ● বস্তুকে যাহা তদবস্থায় ধরিয়া রাখে, সেই বস্তু**ধর্ম্ম**-এর নিয়ম ক্রিয়ায় **প্রবৃত্ত** হইয়া সক্রিয় থাকে যাহাতে। ◘ দ্র. **বুদ্ধিবৃত্তি**।

ধর্ম্মবাপ (ধর্ম্মবাবা) : ● **ধর্ম্ম** অনুসারে পাতানো বাপ (বাবা)। /সখ্যাদি ধর্ম্ম হেতু প্রতিপন্ন তাত। (ব.শ.)। ◘ পাতানো বাপ (বাবা)। ❋

ধর্ম্মবাহন : ● / বৃষরূপী **ধর্ম্ম** বাহন যাহার। (ব.শ.)। ◘ শিব; (সাদৃশ্যে) ষাঁড়। ❋

ধর্ম্মবীর : ● **ধর্ম্মে** বীর যিনি। ◘ ধর্ম্মসমন্বিত বীর, বৈদিক কর্ম্মে উৎসাহবান বীরবিশেষ — যুধিষ্ঠিরাদি। ❋

ধর্ম্মবৈতংসিক : ● / ধার্ম্মিকত্ব প্রচারার্থ পাপকর্ম্মে ধনোপার্জ্জন করিয়া যে দান করে। (ব.শ.)। ◘ ধর্ম্মের অপধারক, (একালে) এনজিও-তে যাহাদের কেউ কেউ টাকা ঢালে।

ধর্ম্মভীরু : ● **ধর্ম্ম** নষ্ট হইতে পারে, এই ভয়ে ভীত যে। ◘ ধর্ম্মহানিতে ভয়শীল, অধর্ম্মভীরু। ❋

ধর্ম্মরাজ : ● / ধর্ম্মের রাজা; অথবা, যিনি ধর্ম্মানুসারে দণ্ডের বিধান করেন। (ব.শ.)। ◘ যম (বিচারক), রাজা, যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মঠাকুর।

ধর্ম্মশালা : ● **ধর্ম্মের** শালা; অথবা, যে গৃহে **ধর্ম্ম**রক্ষার্থ কর্ত্তব্যাদি করা হয়। ◘ ধর্ম্মাধিকরণ, বিচারালয়, ধর্ম্মার্থ আশ্রয় ও অন্নাদিদান-শালা। ❋

ধর্ম্মশাস্ত্র : ● যে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা (প্রজা) শাসন সাধিত হয়। ◘ **ধর্ম্মোপদেশ**, আইনশাস্ত্র, মনু-আদি কৃত **ধর্ম্মপ্রতিপাদক** স্মৃতিগ্রন্থ মনুসংহিতা (আদি আইনশাস্ত্র)। ❋

ধর্ম্মষাঁড় (ধর্ম্মের ষাঁড়) : ● পরিবারের যে শিবগুণসম্পন্ন সদস্যকে (**ষাঁড়কে**) সমাজের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) গো-প্রজাতির ষাঁড়কে শিবের নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে। / **বৃষোৎসর্গ** শ্রাদ্ধে ধর্ম্মার্থ উৎসৃষ্ট যে ষণ্ড। (ব.শ.)। ◘ দ্র. **ধর্ম্মবাহন**। ❋

ধর্ম্মাধিকরণ : ● ধর্ম্মের অধিকরণ। (দ্র. **অধিকরণ**)। ◘ রাজার বা রাজপুরুষের ব্যবহারদর্শনস্থান, বিচারালয়, ধর্ম্মাধিকরণে

নিযুক্ত পুরুষ, বিচারক, ধর্ম্মাধ্যক্ষ।

ধর্ম্মাধিষ্ঠান : ● যে স্থানে **ধর্ম্মের** অধিষ্ঠান ঘটিয়াছে; অথবা, যেখানে আদালত (কোর্ট) বসিয়াছে। ▫ ধর্ম্মাধিকরণ, বিচারালয়।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ : ● **ধর্ম্মের** অধ্যক্ষ। ▫ ব্যবহারে অধ্যক্ষ, প্রধান বিচারপতি।

ধর্ম্মাবতার : ● **ধর্ম্মের** অবতার; অথবা, যিনি **ধর্ম্মের** (দেশের রীতিনীতি-আইন-কানুনের) অংশ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। ▫ নররূপী ধর্ম্ম, বিচারক।

ধর্ম্মারণ্য : ● যে **অরণ্যে** ধর্ম্মাচরণ করা হয়; অথবা, যে জনারণ্যে আইনানুসারে উৎপাদন কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। / ধর্ম্মের বা ধর্ম্মাচরণার্থ বন। (ব.শ.)। ▫ তাপস (শ্রমিক) সেবিত (সংসার) বন, তপোবন (আ-শ্রম)। ⁕

ধর্ম্মেন্দ্র : ● **ধর্ম্মে** ইন্দ্র। ▫ ধর্ম্মরাজ, যম।

ধর্ষ : ● **ধর** দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে কাহাকেও ধারণপূর্ব্বক তাহাতে দিশাগ্রস্তভাবে শক্তিক্ষেপণ করা হয়; কিংবা, ধরিয়া শক্তিনিষেক করা হয় যাহাতে। ▫ সংহতি, অভিভব, প্রসহন, স্ত্রী-দূষণ।

ধর্ষক : ● **ধর্ষ** (ধরিয়া শক্তিনিষেক) করে যে। ▫ ধর্ষকারক, দূষক, পারদারিক।

ধর্ষণ : ● **ধর্ষ**করণ অন (চলমান) যাহাতে। ▫ পরিভবন, অবমাননা।

ধর্ষণী : ● **ধর্ষণ**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ অভিসারিকা, বন্ধকী, অসতী।

ধর্ষিত : ● **ধর্ষ** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ▫ হিংসিত, পরিভূত, দূষিত।

ধর্ষিতা : ● **ধর্ষিত**-এর আধার-প্রকৃতি যে; অথবা, যে নারীকে **ধর্ষণ** করা হইয়াছে; কিংবা, (একালের ভাষায়) যে নারীতে তাহার ইচ্ছা-ব্যতিরেকে জোরপূর্ব্বক গমন করা হইয়াছে। ⁕

ধর্ষী : ● **ধর্ষ**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ হিংসক, অভিভবকারী, দূষয়িতা, স্ত্রী-ধর্ষক।

ধস : ● ধারীর বিসর্জ্জিত রূপ বা বিসর্গ যাহাতে; অথবা, যাহা খসিয়া পড়ে। ▫ ধসে পড়া মাটির বড় চাপ, ভেঙে পড়ার মতো।

ধসকা : ● **ধস**করণ থাকে যাহাতে। ▫ ভগ্নপ্রবণ, ঢিলা, কমজোর।

ধসকান : ● **ধসকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ধসকা**-ক্রিয়া সচল আছে। ▫ শিথিল হওয়া, ঢিলা বা আলগা হওয়া।

ধসা : ● **ধস**-এর আধার যে; অথবা, **ধস**-কর্ম্ম থাকে যাহাতে। ▫ খসে পড়া, বলবীর্য্য নষ্ট হওয়া, ধানের রোগবিশেষ।

ধস্তাধস্তি : ● **ধস্ত**-এর (ধস-তারণের) আধার ও **ধস্তি**-র (ধস-তারণের সক্রিয়তা) যাহাতে; অথবা, পরস্পরকে **ধসাইয়া** দেওয়ার চেষ্টা যাহাতে। ▫ পরস্পর বিক্রম প্রকাশ, টানাটানি, ঠেলাঠেলি।

ধা : ● ধ-এর (ধারীর) আধার যে; অথবা — যে ধরা দেয়, ধারিত হয়, ধরে, ধরিয়া রাখে, ধারণ করে, ধারণেচ্ছা করে, ধারণেচ্ছায় বা গ্রহণেচ্ছায় হাঁ করিয়া থাকে, ধারণেচ্ছায় হাত বাড়ায়, ধারণেচ্ছায় দৌড়ায়; অথবা, সত্তাকে (প্রাণ, মন, জীবন ইত্যাদি আধেয়কে) আধার দেয় যে। ▫ সত্তাধারী, ধারণকারী, ধারণ, পোষণ, (সারেগামাপা-) 'ধা', দ্রুত যাওয়া, দৌড়ান।

ধাই : ● **ধা** (সত্তাধারী বা সত্তাধারণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ধারণ-কর্ম্ম সক্রিয়ভাবে করেন যিনি; অথবা, ধরিবার জন্য দ্রুত গমন করি। ▫ ধাবিত হই, ধাওয়া করি, ধাই-মা,

ধাত্রী বা আমলকী, ধাতকী ফুলের গাছ।

ধাওয়া : ● ধা-এর (ধারণেচ্ছার) সার্ব্বিক আধার যায় যাহাতে; অথবা, সত্তাধারী নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যাহাতে; কিংবা, কাহাকেও ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাতে ছোটা বা **ধাবন** করা হয় যাহাতে। (দ্র. **খাওয়া, গাওয়া**)। ❐ দৌড়ানো, ধাবন করা।

ধাঁ : ● ধা-এর (সত্তাধারীর) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, যে সত্তাধারী সহসা অদৃশ্য বা দৃশ্য হইয়া যায়। ❐ শীঘ্র, সহসা।

ধাঁই : ● ধাঁ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা অকস্মাৎ দৃশ্য হয় বা পিঠে আসিয়া পড়ে। ❐ হঠাৎ জোরে মারার শব্দ।

ধাঁধা : ● ধাঁ-এর (সত্তাধারীর রহস্যরূপের) ধারণ থাকে যাহাতে; অথবা, যে একপ্রকার রহস্যরূপ ধরিয়া রাখিয়াছে। ❐ দৃষ্টিভ্রম, সংশয়, ধন্ধ, দিশেহারা ভাব।

ধাক্কা : ● ধাক কৃত যে আধারে; অথবা, যাহাতে ধক-এর আঘাত (বা **ধাক**) সহন না করিয়া তাহাকে পারিপার্শ্বিক সত্তার উপর ঠেলিয়া দেওয়া হয় কিংবা দানকারীকে প্রত্যাঘাত করা হয় যাহাতে। ❐ সংঘর্ষ, ঠেকাঠেকি, বেগে আঘাত, ভার, চাপ।

ধাড়া : ● ধা-এর (ধারণেচ্ছার) গড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা ধারণ করিয়া (ওজন করিয়া) গড়াইয়া দেয়; অথবা, যাঁহারা (যাঁহাদের পূর্ব্বসূরীগণ) তুলাদণ্ডের সাহায্যে বা পঞ্চসেরী (পঁসুরী) পাল্লা দিয়া ওজনের কার্য্য (কয়ালের কার্য্য) করিতেন। ❐ তৌলদণ্ড, পঁসুরী (পঞ্চসেরী), পদবীবিশেষ।

ধাড়ি : ● ধা-এর (সত্তাধারীর) গড়ান সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে একের পর এক সন্তান ধারণ করিয়া তাহাদের জন্ম দিয়াছে; কিংবা, যে অনেক সন্তানের জন্মদাতা। / যে পশু বা পাখী বেশি বাচ্চা দিয়েছে। (ঢা.অ.)। ❐ সর্দার, প্রবীণ, বৃদ্ধ, নেতা, পাকা, ঘাগী।

ধাত : ● ধা (সত্তাধারী) তারিত যাহাতে; অথবা, সত্তাধারী তাহার যে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক অবস্থানে তারিত হইয়া থাকে; অথবা, যাহা **ধাত** হইলেই **হিত** হয় (অবধাত > অবহিত)। ❐ আশ্রিত, ধারিত, স্বভাব, মানসিক প্রকৃতি, শুক্র, বীর্য্য।

ধাতব : ● ধাত বাহিত যাহাতে; অথবা, ধাতু থাকে যাহাতে। ❐ ধাতু সংক্রান্ত, ধাতুনির্ম্মিত, ধাতুময় ...।

ধাতস্থ : ● ধাত-এ স্থিত যে; অথবা, যে সত্তাধারী তাহার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক অবস্থানে গিয়া স্থিত হইয়াছে। ❐ প্রকৃতিস্থ, স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত, সুস্থ।

ধাতা : ● ধা (সত্তাধারী) তারিত (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উত্তীর্ণ) যাহাতে; অথবা, আধেয়বান-আধারকে (জীবদেহাদিকে) তারণ (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উত্তরণ) করে যে। / যিনি গর্ভধারণ করেন; অথবা, যাহাকে (যাহার স্তন্যকে) পান করে। (ব.শ.)। ❐ ধারক, ভর্ত্তা, স্রষ্টা, জননী, ধাই-মা, আমলাতন্ত্র, আমলকীবৃক্ষ...। *

ধাতান : ● ধাতা-করণ (সত্তাধারীকে তারণ করা) অনকৃত (সচল) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা সত্তাধারীকে তারণ করা হয়। ❐ অনুশাসন, ধমক দেওয়া, তিরস্কার করা।

ধাতানি : ● **ধাতান** সক্রিয় যে ন্যূন আধারে। ❐ ছোটখাট ধমক, খানিক তিরস্কার।

ধাতু : ● ধা (সত্তাধারীর) তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, সত্তাধারী তাহার কণা বা **বীজ** রূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। / ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ ধাতু; মানবশরীরের - শুক্র,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

বায়ুপিত্তাদি, রসরক্তাদি, স্বভাব, ধাত; জগৎশরীরের - শব্দস্পর্শাদি; বাহ্যশরীরের - স্বর্ণরৌপ্যাদি; সমাজশরীরের - তন্মাত্রাদি; ভাষাশরীরের - ভূ গম্ ইত্যাদি নামপ্রকৃতি। ⁕

ধাতুকুশল : ● বাহ্যশরীরের **ধাতু** বিষয়ে কুশল যিনি। ❐ ধাতুদ্রব্যনির্ম্মাণপটু।

ধাতুপাঠ : ● ভাষাশরীরের **ধাতু** বিষয়ক পাঠ যাহাতে। ⌐ পাণিনি-আদি কৃত ধাতু-অর্থবোধক গ্রন্থভেদ। ⁕

ধাতুবাদ : ● বাহ্যশরীরের **ধাতু** বিষয়ক মতবাদ যাহাতে। ⌐ ধাতুবিজ্ঞান।

ধাতুবাদী : ● **ধাতুবাদ**-এর সক্রিয় আধার যিনি। ⌐ ধাতুবিজ্ঞানী (metallurgist)।

ধাতুবৈরী (ধাতুমারী) : ● বাহ্যশরীরের **ধাতু**র বৈরী (মারী) যে। ⌐ গন্ধক।

ধাতৃ : ● **ধা** (সত্তাধারী) আবর্ত্তমান (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উত্তরণের জন্য বিকাশমান) যাহাতে। ❐ ধাতা।

ধাত্র : ● **ধা**-কে (সত্তাধারীকে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে) ত্রাণ করে যে। ⌐ পাত্র।

ধাত্রিকা : ● **ধাত্র**-কে সক্রিয় করে যে আধারশক্তি; অথবা, মানবদেহ, সমাজদেহ প্রভৃতি দেহকে (তদবস্থায়) সক্রিয় রাখে যে আধারশক্তি। ⌐ আমলা, আমলাতন্ত্র, আমলকী, আমলকী বৃক্ষ।

ধাত্রী : ● **ধাত্র**-এর সক্রিয় আধার যিনি; অথবা, সমাজশরীরকে বিপদ প্রভৃতি হইতে ত্রাণ করে যে ব্যবস্থা (আমলাতন্ত্র); কিংবা, (সাদৃশ্যে) মানবশরীরকে বিপদ প্রভৃতি হইতে ত্রাণ করে যে বৃক্ষ বা নারী। / ধারণ করে যে নারী; অথবা, যে নারী সন্তান প্রসব করায় এবং শিশু ও প্রসূতির পরিচর্য্যা করে। ❐ আমলাতন্ত্র, (সাদৃশ্যে) আমলকী, পালন-কারিণী, ধাই-মা।

ধাত্রীগ্রাম : ● **ধাত্রী**গণ (এক বা একাধিক আমলা) বাস করিতেন যে গ্রামে। ❐ কাটোয়ার সন্নিহিত একটি গ্রামের নাম। (দ্র. **বরাহনগর**)।

ধান : ● **ধা** (সত্তাধারী, সত্তাধারণ বা ধারণেচ্ছা) অনকৃত (সচল) যাহাতে; অথবা, সত্তাধারী বা সত্তাধারণ (প্রক্রিয়া) সচল যাহাতে; কিংবা, মানসিক ও বাহ্যিক ভাবে ধারণ করে যে বা করা হয় যাহাতে। ⌐ ধারণ, পোষণ, ধারণস্থান, আধার, ধান্য। ⁕

ধানদূর্ব্বা : ● **ধান** ও **দূর্ব্বা** দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, ধারণ করা (বাহ্যসম্পদ দেওয়া) ও পারিবারিক সম্পর্কজালের সুবিধাদি (অধিকারাদি) দান করা হয় যাহাতে; কিংবা, ধারণেচ্ছা ও ...সুবিধা দানেচ্ছা প্রকাশ করা হয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) ধানশস্য ও দূর্ব্বাঘাস দেওয়া হয় যাহাতে। ⌐ ধনসম্পদ ও অধিকার, সেগুলি দেওয়া, (সাদৃশ্যে) ধান-দূর্ব্বা দেওয়া।

ধানা : ● **ধান**-এর (সচল সত্তাধারণের) আধার যে; অথবা, যাহাতে দানা দানা করিয়া আনয়ন করিয়া ধারণ করা হয় যাহাতে। / শরীরকে পোষণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ ভাজা যব, ভৃষ্টতণ্ডুল (ভাজা চাউল), অভিনব-উদ্ভিদ, অঙ্কুর, ধন্যাক। (ব.শ.)। ⁕

ধানাই-পানাই : ● **ধানা** সক্রিয় যাহাতে এবং **পানা** (পানের আধার) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, দানা দানা করিয়া আনয়ন করিয়া ধারণ করা ও ঢক ঢক করিয়া পান করিয়া ধারণ করা হয় যাহাতে। ❐ (ব্যঞ্জনার্থে) অসংবদ্ধ কথা, নানা অপ্রাসঙ্গিক উক্তি। ⁕

ধানি : ● **ধান** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ধানের ন্যায় রং যাহাতে; অথবা, যে চাউলে কিঞ্চি-

দধিক ধান রহিয়া গিয়াছে। ⊓ ধান-রং, ধানযুক্ত-চাউল।

ধানিজমি : ● **ধান** চাষ করা হয় যে জমিতে। ▫ ধান চাষের জমি।

ধানিলঙ্কা : ● যে **লঙ্কা** (মরিচ) **ধান**-এর ন্যায় ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যন্ত ঝাল। ⊓ (ব্যঞ্জনার্থে) অত্যন্ত ঝাঁজবিশিষ্ট ছেলে বা মেয়ে।

ধানী : ● **ধা** (সত্তাধারী) অনকৃত থাকে যে সক্রিয় আধারে। ⊓ রাজ**ধানী**, পুষ্প**ধানী**।

ধান্য : ● **ধান** (সচল সত্তাধারণ) থাকে যাহাতে। / পোষণে সাধু (যে)। (ব.শ.)। ⊓ ব্রীহি, সতুষ তণ্ডুল, ধান, রতির চতুর্থাংশ। ⁕

ধাপ : ● **ধা** (সত্তাধারী) পালিত হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে শরীরের ভর রাখিলে সে তাহা ধারণ করিয়া পালন করে; অথবা, যেখানে **ধপ** করিয়া (ধারীকে পালন কর বলিয়া) পা ফেলা হয়। ⊓ সিঁড়ির পইঠা, একবার পদক্ষেপপরিমিত স্থান।

ধাপা : ● **ধাপ**-এর আধার যে; অথবা, যে স্থানে **ধপ** করিয়া আবর্জ্জনাদি নিক্ষেপ করা হয়। ⊓ আবর্জ্জনা নিক্ষেপের মাঠ।

ধাপ্‌পা : ● **ধা**-পালন পালিত যে আধারে; অথবা, সত্তাধারীর পালন-সম্ভাবনা পালিত যে আধারে; অথবা, সত্তাধারীকে পালন করিবে এইরূপ প্রত্যাশা পালিত হয় যে আধারে; অথবা, পালন করিবে এই প্রত্যাশায় নির্ভর করিতে গিয়া সত্তাধারীর পতন ঘটে যাহাতে; কিংবা, **ধাপ্‌** আছে ভাবিয়া পা ফেলিলে, কিন্তু কার্য্যত **ধাপ্‌** না থাকিলে, যাহা (যে আকস্মিক অধঃপতন) ঘটে। ⊓ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ছলনা, ধাপের অস্তিত্বে ভুল বিশ্বাস বা মোহ। ⁕

ধাব১ : ● **ধা** (ধারণেচ্ছা) বহন করে যে; অথবা, যাহাতে কাহাকেও ধরিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করা হয়। ⊓ বেগ, গতি ...। ⁕

ধাব২ : ● **ধব** হইতে জাত; অথবা, **ধু**-করণ হইতে যাহা লব্ধ হয়। ⊓ শুদ্ধিভাব। ⁕

ধাবক১ : ● **ধাবন১** করে যে; অথবা, **ধাব১** অন (চলমান) যাহাতে। / যে বেগে দৌড়িয়া যায়; অথবা, যে এক স্থান হইতে পত্র বা সংবাদ লইয়া স্থানান্তরে যায়। (ছা.অ.)। ▫ শীঘ্রগামী, দূত।

ধাবক২ : ● **ধাবন২** করে যে। ▫ মার্জ্জক, শোধক, বস্ত্রাদি প্রক্ষালক, রজক ...।

ধাবকা : ● **ধাবক১**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ধাবক১**-করণ থাকে; কিংবা, **ধাবন১** করিয়া ধরিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনার প্রকাশ থাকে যাহা হইতে। ▫ প্রভাব, চাপ।

ধাবকি : ● **ধাবক১** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, কাহাকেও ধরিবার জন্য অবিলম্বে তাহার দিকে **ধাবন১** করিবার ন্যায় আচরণ থাকে যাহাতে। ▫ ভয় দেখান।

ধাবন১ : ● **ধাব১** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ▫ শীঘ্রগমন, দৌড়ান, বেগে গমন।

ধাবন২ : ● **ধাব২** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ▫ প্রক্ষালন, ধোওয়া, ধৌতকরণ।

ধাবমান : ● **ধাব১**করণ তদ্রূপে অন (চলমান) যাহাতে। / যে দৌড়িয়া যাইতেছে। (ছা.অ.)। ▫ ছুটন্ত, পশ্চাতে দৌড়ন্ত।

ধাবিত১ : ● **ধাব১** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। / যে বেগে চলিয়াছে। (ছা.অ.)। ▫ দ্রুতগত।

ধাবিত২ : ● যাহাকে **ধব**করণ করা হইয়াছে। ⊓ ধৌত।

ধাম : ● **ধা** (ধারণেচ্ছা) সীমায়িত যাহাতে বা যেখানে; অথবা, লোকে যেখানে গিয়া

ধারিত হয় বা থামে; কিংবা, যে স্থান লোকদিগকে গ্রহণ করিয়া ধারণ করে; অথবা, ধরিব ধরিব করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়া (লোকে) ধর্ত্তব্যকে ধরিয়া ফেলে বা ধরিয়াছে বলিয়া মনে করে; অথবা, যে স্থান ধারণ-করিব ধারণ-করিব করিতে করিতে একের পর এক আগন্তুক-দিগকে ধারণ করিতে থাকে; কিংবা, যাহা দ্বারা সর্ব্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া (**ধাম** করিয়া) মারা হয়। / যে স্থানে দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন। (ব.শ.)। ⌐ গৃহ, দেবস্থান, প্রতাপকেন্দ্র, আশ্রয়, দেহ, জন্ম, তীর্থস্থান, নিবাসস্থান, (সাদৃশ্যে) ধামসা বাজানর দণ্ড (ইহার মাথায় কাপড়ের লুটি বাঁধা থাকে, তাই তাহাতে সর্ব্বশক্তি দিয়া আঘাত করিলেও বাদ্যযন্ত্রটি ফাঁসিয়া যায় না অথচ সর্ব্বোচ্চ আওয়াজ বাহির হয়।) ...। ❋

ধামসা : ● **ধাম** বিসর্জ্জিত যে আধারে; অথবা, সর্ব্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া (**ধাম** করিয়া) পেটানো হয় যাহাতে (যে বাদ্যযন্ত্রে); অথবা, **ধাম** দিয়া যে বাদ্যযন্ত্র বাজান হয়। ❐ টিকারি নামক বাদ্যযন্ত্র, বড় নাগরা।

ধামসান : ● **ধামসা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, **ধামসার ধাম** দিয়া পেটানোর ন্যায় সর্ব্বশক্তি দিয়া পেটান হইলেও যাহাতে আঘাতের চিহ্ন থাকে না। ❐ দলিত করা, আঘাতের চিহ্ন না রাখিয়া বেধড়ক পেটান।

ধামা : ● **ধাম**-এর আধার যে; অথবা, **ধাম**-করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যে ধারণেচ্ছা-কারী ধাইয়া ধর্ত্তব্যসমূহকে গ্রহণপূর্ব্বক আত্ম-অবকাশ পূর্ণ করে। / দ্রব্যজাত-কে ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ⌐ আশ্রয়, আধার, বেতের তৈরি ঝুড়িবিশেষ। ❋

ধামাধরা : ● **ধামা** ধরে যে; অথবা, বেতের তৈরি **ধামা** ধরে যে; অথবা, 'রাতভিকারী' সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের ভিক্ষাকালে যে ব্যক্তি তাহাদের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি ধরিয়া রাখিবার জন্য **ধামা** লইয়া তাহাদের পিছু পিছু হাঁটে; কিংবা, **ধাম**-করণকারীর প্রচেষ্টাকে নির্ব্বিচারে সমর্থনপূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করে যে। / যে নির্ব্বিচারে মূঢ়ভাবে অন্যের মতের অনুবর্ত্তন করে। (ব.শ.)। ❐ খোশামুদে, (সাদৃশ্যে) ধামা লইয়া অনুগামী।

ধামার : ● **ধামা** রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে ধর্ত্তব্য রাগকে ধরিয়া সীমায়িত বা জমা করিবার আপ্রাণ চেষ্টা থাকে। ❐ রাগিনীর নাম, সঙ্গীতের একটি তাল।

ধামাল : ● **ধামা** লালিত যাহাতে; অথবা, দুই হাতে শরীরের সর্ব্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া জলমধ্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আঘাত-পূর্ব্বক যে জলশব্দ উৎপাদন করা হয়; কিংবা, মৎস্যসমূহকে বিশেষ দিকে তাড়াইয়া জমা করার জন্য ধীবরগণ জলমধ্যে যে শব্দোৎপাদন করেন বা **ধামাল** দেন। ❐ জলে শব্দোৎপাদন করা, জলক্রীড়া।

ধায় : ● **ধা** (সত্তাধারী) যায় যাহাতে; অথবা, ধাবন করে যাহাতে (যে ক্রিয়ার দ্বারা)। ❐ ধাবিত হয়, গমন করে।

ধার : ● **ধর** হইতে জাত; অথবা, **ধর**-করণ কৃত যাহাতে; কিংবা, 'ধর' বলিয়া যাহা ধরাইয়া দেওয়া হয় (**ধার**-প্রদান); অথবা, 'ধরি' বলিয়া যাহা **ধারণ** করা হয় (**ধার**-গ্রহণ); অথবা, **ধার**-করণ কৃত যাহাতে; অথবা, যে **ধার**-গ্রহণ পরে ফেরত দিতে হয়; কিংবা, (শানপাথরের বা জলের **ধারা**-

প্রবাহের ফলে কৃত) যে **ধার**-করণ কাটিয়া **বসে**। ⊓ ধারাসম্বন্ধী জল, জলপ্রবাহ, ঋণ, **অবশ্যকর্তব্য প্রত্যুপকার**, বন্ধকী দ্রব্যের বিনিময়ে **লব্ধ** দ্রব্য; প্রান্ত, খড়্গাদির প্রান্তভাগ, অস্ত্রের **পাতার** তীক্ষ্ণ ভাগ, তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা।

ধারক : ● **ধার** করে যে; অথবা, **ধারণ** করে যে বা ধরিয়া (আটকাইয়া) রাখে যে। / যাহাতে মল ধারণ বা বন্ধ করে। (ব.শ.)। ◻ ধারণকর্ত্তা, কলস, পাত্র, অধমর্ণ।

ধার-ধারা : ● **ধার** (ফেরতযোগ্য) **ধার**-করণ করা থাকে যাহাতে। ⊓ ঋণবদ্ধ হওয়া, অপেক্ষা করা, তক্কা রাখা।

ধারণ : ● **ধার** (**ধর**-করণ করা বা ধরিয়া রাখা) অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ ধরণ, পরিধান, চিত্তসমাধান, গৃহীত বিষয়ের স্মৃতিরক্ষণ, মনে রাখা, ঋণগ্রহণ, ধারা। *

ধারণা : ● **ধারণ**-এর আধার যে; অথবা, মনের হাত পাতিয়া যাহাকে (যে বিচারণাকে) **ধারণ** করা হয়। ◻ বিচারণ, ঘটনাদির স্মৃতি, বিচারের বোধ, মনোনিগ্রহ, নিশ্চয়, বিচারণা, বিধারণ, বুদ্ধিভেদ। *

ধারণীয় : ● **ধারণ**-এর সক্রিয় আধার যায় যাহাতে। ⊓ ধারণার্হ, ধার্য্য।

ধারা : ● **ধার**-এর আধার যে; অথবা, **ধার**-প্রদান থাকে বা অবিচ্ছেদে চলে যাহাতে। / দ্রব দ্রব্যের অবিচ্ছেদে পাত (যাহাতে)। (ব.শ.)। ⊓ জলাদিপ্রবাহ, শ্রেণী, পদ্ধতি, রীতি, আইনের ক্রমিক বিধি। *

ধারাকদম্ব : ● **ধারা** (প্রবাহ) রূপ **কদম্ব** যাহাতে; অথবা, একই পণ্য অজস্র থাকে যে পণ্যধারায়। ⊓ পাইকারী মাল বিক্রয়ব্যবস্থা; পাইকারী দোকান। বিপ. **ধূলিকদম্ব**।

ধারানগর : ● **জ্ঞানধারা**, পণ্যধারা, ধনধারা ইত্যাদি বিভিন্ন **ধারা** বহে যে নগরে। ◻ দ্র. **ভোজ, ভোজবিদ্যা**।

ধারাপাত : ● ধারার পাতন থাকে যাহাতে; অথবা, বৃষ্টির ধারা পতিত যাহাতে। / যে পুস্তকে শতক-পর্যন্ত অঙ্কের ধারাক্রমে পাতন থাকে। (ব.শ.)। ধারার বা শিক্ষা প্রণালীর পাত (সূত্রপাত) যাহাতে। (ছা.অ.)। ◻ জলধারা-পতন, শিশুশিক্ষার্থ শতকীয়াদির অঙ্কপুস্তক।

ধারাবাহিক : ● **ধারা** (প্র) বাহ সক্রিয় কৃত যাহাতে। / যাহা বরাবর চলিয়া যাইতেছে; অথবা, যাহা কখনো রহিত বা স্থগিত হয় নাই। (ছা.অ.)। ◻ ধারারূপে প্রবহমান, অবিচ্ছেদে প্রবর্ত্তমান, ক্রমিক।

ধারাল : ● **ধার**-এর আধার লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, যাহাতে (যাহার উপর দিয়া) শান-পাথরের ঘূর্ণনপ্রবাহ বা **ধারা** লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ◻ ধারযুক্ত, তীক্ষ্ণ।

ধারি : ● **ধার** (ধারণ করা) সক্রিয় যাহাতে। ⊓ মাটির ঘর, চাটাই।

ধারিত : ● **ধারি** তারিত যাহাতে। ◻ ধৃত, ঋণরূপে গৃহীত।

ধারিণী : ● **ধারণ**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ পৃথিবী, শাল্মলীবৃক্ষ, শচী-প্রভৃতি চতুর্দ্দশ দেবযোষিদ্‌গণ।

ধারী : ● **ধার**-এর (ধারণ করার) সক্রিয় আধার যে। ◻ ধারণকর্ত্তা, ধারক, অধীতগ্রন্থ-ধারণসমর্থ, ধারযুক্ত, অধমর্ণ, পীলুবৃক্ষ...।

ধার্য্য : ● **ধার**-এর (কতখানি **ধারিত** হইবে তাহার) যাওয়া থাকে যাহাতে; অথবা, **ধার** (**ধার** প্রদান বা গ্রহণ) স্থিরীকৃত যাহাতে। ◻ ধারণীয়, বহনীয়, করণীয়, বন্ধনীয় ...।

ধি : ● ধারী সক্রিয় যাহাতে।

ধিক্ : ● **ধিকরণ** (ধারীকে সক্রিয়করণ)

যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে নিন্দাবাক্য, তিরস্কার বা বকাবকি দ্বারা) কোনো কর্ম্মের ধারীকে তাহার কর্ম্মে সক্রিয় করা হয়। / অপকারশব্দ দ্বারা ভয়োৎপাদন (যাহাতে)। (ব.শ.)। ⊓ নির্ভর্ৎসন, দোষ-আখ্যাপন, নিন্দা।

ধিক : ● **ধিক্**-এর ন্যূনাধিক আধার যে; অথবা, **ধিক্** করণ করিবার পর যে ধারী তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে শুরু করিয়াছে; অথবা, যে নিজের মতো **ধিক্** করিয়া সক্রিয় হয় বা জ্বলে। ⊓ সক্রিয়, ঈষদগ্নিজনক, বিশেষ, প্রিয়তর ...।

ধিকধিক : ● **ধিক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা **ধিক ধিক** করিয়া সক্রিয় হয় বা জ্বলে। ⊓ প্রদীপ্তভাব।

ধিকিধিকি : ● **ধিকি**-ব (**ধিক** সক্রিয় যাহাতে, তাহার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ⊓ অল্প-অল্প, মিট্‌মিট, অল্পে-অল্পে, ক্রমে-ক্রমে, মৃদুজ্বলনের ভাব।

ধিক্কার : ● **ধিক্** যে কার; অথবা **ধিক্** জানানো হয় যে কার দ্বারা। ⊓ 'ধিক্'-উচ্চারণ, 'ধিক্' বলা, নিন্দা।

ধিক্কৃত : ● যাহাকে **ধিক্কার** করা হইয়াছে। ⊓ তিরস্কৃত, নিন্দিত।

ধিগ্‌দণ্ড : ● **ধিক্** জানানো হয় যে দণ্ডের (শাস্তির) দ্বারা; অথবা, শাসক বা রাজা ধিক্কারযোগ্যকে দণ্ড বা শাস্তি রূপে 'ধিক্' বলার আদেশ দেন যাহাতে। (রাজাদেশে **ধিগ্‌দণ্ড**াজ্ঞা-প্রাপ্তকে প্রাসাদপ্রাচীরের বাইরে লইয়া গিয়া এক 'ধিক্‌দার' রাজকর্ম্মচারী তাহাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিত — এরূপ প্রথাও এককালে এদেশে ছিল। ছিল চীন দেশেও।) ⊓ 'ধিক্' এই দণ্ড, ধিক্কাররূপ দণ্ড, দুর্ব্বৃত্ত, নির্ভর্ৎসনদণ্ড।

ধিগ্‌বাগ্‌দণ্ড : ● **ধিক্কার** স্বরূপ বিশেষ বিশেষ বাক্য শাস্তি বা দণ্ডরূপে প্রদত্ত হইত যাহাতে; অথবা, **ধিগ্‌বাগ্‌দণ্ড**াজ্ঞা-প্রাপ্তকে 'ধিক্‌দার' কী কী বাক্যে গালাগালি দিবেন, তাহাও ঠিক করিয়া দেওয়া হইত যাহাতে। / 'ধিক্' বাক্যে নির্ভর্ৎসন করে যে। (ব.শ.)। ⊓ 'ধিক্'-সম্বন্ধী বাক্য দ্বারা দণ্ডদাতা।

ধিঙ্গ : ● **ধিং** (সক্রিয় দেহধারীর রহস্য-রূপের) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, দীর্ঘদেহ-ধারীর গমন থাকে যাহাতে। ⊓ বিশাল, দীর্ঘ।

ধিঙ্গী : ● **ধিঙ্গ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, দীর্ঘদেহধারিণীর গমন থাকে যাহাতে; কিংবা, দীর্ঘাঙ্গী হওয়ার কারণে যাহার গমন দৃশ্যত উদ্দাম বা নির্লজ্জ মনে হয়; অথবা, যে নারী যথেষ্ট লম্বা হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার স্বভাবে যৌবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়নি, তাহার গমন থাকে যাহাতে। ⊓ দীর্ঘাঙ্গী, লজ্জাহীনা নারী, বেহায়া মেয়ে, বেশরম ...। *

ধিন : ● **ধি** (সক্রিয় ধারী) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে বক্তব্যধারী এইবার কিছু বলিতে বা জানাইতে চলিয়াছে।

ধিনধিন : ● **ধিন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, ভঙ্গি মুদ্রা ও আওয়াজের মাধ্যমে বক্তব্যধারী কিছু বলিতে শুরু করিয়াছে যাহাতে। ⊓ নাচের ভঙ্গি, বাজনার বোল।

ধিমা : ● **ধি** (সক্রিয় ধারী) সীমায়িত যে আধারে; অথবা, যে ধারী সক্রিয় হইলেও দ্রুত ক্রিয়াশীল নয়। ⊓ শিথিল, অদ্রুত, মৃদু।

ধী : ● (জ্ঞানাদিকে) সক্রিয়ভাবে ধারণ করে যে; অথবা, **ধৈ** (দিশাগ্রস্ত ধারীর আধার) থাকে যাহাতে; কিংবা, ধারণ করার জন্য (আত্মস্থ করার জন্য) ধাওয়া করে যে। /

যাহার দ্বারা ধ্যান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ বুদ্ধি, চিত্তবৃত্তি, শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞান।

ধীবর : ● **ধী**-কে (জ্ঞানাদির সক্রিয় ধারীকে) বরণ করেন যিনি; অথবা, (প্রাচীনকালে) যাঁহারা জ্ঞানসমুদ্রের 'মৎস্য'কে ('ইহা আমার জ্ঞান' এইরূপ মতবাদীকে) বরণ করিয়া লইতেন বা ধরিতেন; কিংবা, (পরবর্ত্তীকালে, নিজেরা ব্যক্তিমালিকানা বিরোধী ছিলেন বলিয়া) যাঁহারা জনসমুদ্রের 'মৎস্য'কে ('ইহা আমার ধন' এইরূপ ব্যক্তিমালিকানাবাদীকে) ধরিতেন, এবং (সবশেষে) যাঁহারা বাহ্য-সমুদ্রের 'মৎস্য' বা মাছ প্রভৃতি ধরিতেন। ◻ (সাদৃশ্যে) কৈবর্ত্ত, দাশ, জেলে। ✱

ধীর : ● **ধী** (জ্ঞানাদির সক্রিয় ধারী) রহে যাহাতে; অথবা, যিনি চর্চা ও প্রয়োগের মাধ্যমে বহু জ্ঞান সক্রিয়ভাবে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; অথবা, যিনি মানসিকভাবে অচঞ্চল। ◻ মনীষী, পণ্ডিত, ধৈর্য্যান্বিত, অনাকুল, সংযতাত্মা, স্থিরোন্নতচিত্ত, বিদ্বান।

ধীর-স্থির : ● **ধীর** ও **স্থির**; অথবা, যিনি মানসিকভাবে শান্ত এবং দৈহিকভাবে অচঞ্চল।

ধীরা : ● / যে নারী বক্রোক্তি বা ব্যঙ্গের মাধ্যমে ক্রোধ প্রকাশ করে; অথবা, যে নায়িকা অপরাধী নায়কের প্রতি স্পষ্ট ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বক্রোক্তি দ্বারা উপহাস করে। (ঢা.অ.)। ◻ ধীরপ্রকৃতির নারী, বুদ্ধিমতী নারী।

ধীরে-ধীরে : ● দিশাগ্রস্ত **ধীর**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, **ধীর**-গতি থাকায় বা সুচিন্তিত মানসিক গতি থাকায় যাঁহার শারীরিক গতি শ্লথ হইয়া থাকে। ◻ শ্লথ গতিতে।

ধীরে-সুস্থে : ● **ধীরে** ও **সুস্থে**; অথবা, সুচিন্তিত মনে ও নীরোগ শরীরে অবস্থান যাহাতে। ◻ ভাল মনে ও ভাল শরীরে।

ধু : ● ধারী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে ধারী আর ধারণ করে না, দেহ কম্পিত করিয়া ধূম্রবৎ, বিন্দুবৎ, ধূলিবৎ বিষয়াদি ত্যাগ করে বা তৎসংশ্লিষ্ট কিছু করে; অথবা, যে অতি-ধারণ করে; অথবা, যে ধারী অতি সঙ্কুচিত হইয়া তাহার মূলে ফিরিয়া গিয়াছে।

ধুঁক : ● **ধুঁ** (নবরূপে উত্তীর্ণ ধারীকে রহস্য-ময়) করে যে; অথবা, যাহাতে সত্তাধারী আর সত্তাধারণ না করিবার ন্যায় আচরণ করে; কিংবা, যাহাতে সত্তাধারী সত্তাকে ত্যাগ করিবার ন্যায় আচরণ করে। ◻ হাঁফ।

ধুঁকন : ● **ধুঁক** (সত্তা-ত্যজনেচ্ছা) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ হাঁফান।

ধুঁকনি : ● **ধুঁকন** সক্রিয় যাহাতে। ◻ ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ, বুক ধড়ফড়।

ধুঁকা : ● **ধুঁক**-এর আধার যে; অথবা, **ধুঁক**-ক্রিয়া থাকে যাহাতে। ◻ ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করা, দুর্বল হয়ে পড়া, হাঁফান।

ধুক : ● **ধু** (নবরূপে উত্তীর্ণ সত্তাধারী) যাহা করে; অথবা, যে সত্তাধারী আর সত্তাকে ধারণ করিয়া রাখিতে চায় না বলিয়া জানান দেয়; কিংবা, যে সত্তা (কার্য্যত বা পুলকে) 'মরে যাই, মরে যাই' করে। ◻ মৃদু হৃৎস্পন্দন।

ধুকধুক : ● **ধুক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ◻ বারংবার মৃদু হৃৎস্পন্দন।

ধুকধুকন : ● **ধুকধুক** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ধুকধুক**-করণ সক্রিয় যাহাতে। ◻ সচল বারংবার মৃদু হৃৎস্পন্দন।

ধুকধুকনি : ● **ধুকধুক**-করণ সক্রিয়ভাবে চলমান থাকে যাহাতে। ◻ চলমান বারংবার মৃদু হৃৎস্পন্দন।

ধুকপুক : ● যাহা একবার **ধুক** (মরে যাই

মরে যাই) করে এবং পরক্ষণেই **পুক** (বেঁচে আছি বেঁচে আছি) করে। ⊓ স্বাভাবিকের একটু কম হৃৎস্পন্দন।

ধুকপুকনি : ● **ধুকপুক** সক্রিয়ভাবে চলমান থাকে যাহাতে। ⊓ স্বাভাবিকের কাছাকাছি হৃৎস্পন্দন।

ধুচনি : ● ধু-র (নবরূপী ধারীর বা সত্তা-ত্যাগীর) **চন** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা চাউলকে স্বক্ষেত্রে চয়ন করিয়া (গ্রহণ করিয়া ও ধোয়াধুয়ি করিয়া) স্বক্ষেত্রের বাহিরে (বা হাঁড়িতে) ঢালিয়া দেওয়া হয়। ⊓ বাঁশের তৈরি চাল ধোয়ার সচ্ছিদ্র গোল লম্বা ঝুড়ি।

ধুৎ : ● ধু-এর (সত্তাত্যাগীর) তারণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তাত্যাগীর শুধুমাত্র মনের কলুষাদির বা বিরক্তি প্রভৃতির ত্যজন থাকে। ⊓ বিরক্তি অবজ্ঞাদি প্রকাশক শব্দ।

ধুত্তর (ধুত্তোর) : ● **ধুৎ** (মানসিক কলুষাদির ত্যজন) তারিত হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে ধারিত আর ধারিত থাকে না, নিঃসারিত হইয়া উত্তরণ করে যাহাতে। ⊓ ধুৎ ধুৎ করা, 'ধুত্তোর' বলিয়া চরম বিরক্তি প্রকাশ করা।

ধুত : ● **ধু** (নবরূপে উত্তীর্ণ ধারী) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে কাচিয়া বা কম্পিত করিয়া তাহার ময়লাদি ত্যাগ করান হইয়াছে; অথবা, যে (কচলাইয়া) নিজের ময়লাসমূহ ত্যাগ করিয়াছে। ⊓ কম্পিত, ত্যক্ত। *

ধুতি : ● **ধুত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ধুত** (পরিষ্কৃত সত্তা) সক্রিয় যাহাতে বা আবরণ-রূপে ব্যবহৃত যাহাতে। ⊓ পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র, বস্ত্রখণ্ড, উৎকোচভাবে প্রদত্ত ধুতিবস্ত্র।

ধুন : ● **ধু** (নবরূপে উত্তীর্ণ ধারী) অনকৃত যাহাতে; অথবা, কম্পিত করিয়া (পিঁজিয়া) ময়লাদি ত্যাগ করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে সুরেলা শব্দকে পিঁজিয়া গীতলহরী রূপে উড়াইয়া দেওয়া হয়; কিংবা, যাহাতে (প্রাচীনকালে) বহিরাগত সম্প্রদায়কে নিজেদের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন এলোমেলোভাবে (বিনামূল্যে) বিলাইয়া দেওয়া হইত। (দ্র. **ধুন্ধু**) ⊓ তুলো ধুনন, কম্পিত করা, ধনুক-যন্ত্রে তূলা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া বা পিঁজিয়া সাফ করা, রাম**ধুন** গাওয়া ...।

ধুনা : ● **ধুন**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ধুন**-করণ থাকে। ⊓ তুলো ধোনা ... প্রভৃতি।

ধুনাইত : ● **ধুনা** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **ধুনান** হইয়াছে। ⊓ কম্পিত।

ধুনান : ● **ধুনা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ধুনা**করণ করা হয়। ⊓ ভঙ্গি, কম্পন।

ধুনারী : ● **ধুনা**করণ সক্রিয়ভাবে রহে যে আধারে; অথবা, যে **ধুনা**করণ রূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে। /যে তুলা ধুনে। (ব.শ.)। ⊓ তুলো সাফকারী।

ধুন্ধু : ● **ধুন**কে ধারণ করিয়া নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, যাহারা প্রজাদিগের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিনামূল্যে আহরণ করিয়া অন্য দেশে বিক্রয় করিত; অথবা, পরে যাহারা প্রজাদিগের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত না হইলেও জোরপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া বহির্দেশে বিক্রয় করিত। ⊓ মধু রাক্ষসের পুত্র এক রাক্ষস। *

ধুন্ধুমার : ● **ধুন্ধু**কে মারে যে। ⊓ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা কুবলাশ্ব। *

ধুন্ধুমার-কাণ্ড : ● যে মহা-মারামারি কাণ্ডে **ধুন্ধু**কে মারা হইয়াছিল; অথবা, যে ঐতিহাসিক ঘটনায় এত বেশি মানুষের মারামারি এত ব্যাপকভাবে ঘটিয়াছিল যে, বঙ্গভাষীগণের স্মৃতিতে ও ভাষায় সেই ঘটনার রেশ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। *

ধুপ : ● **ধু** পতিত-পালিত যাহাতে; অথবা, (যে সত্তাধারী আর সত্তাকে ধারণ না করিয়া ত্যাগ করে সেই) ধু-ত্যক্ত সত্তা পতিত হইয়া পালিত হয় যাহাতে (যে ঘটনায়)। ◻ পতনের লঘু শব্দ।

ধুম : ● **ধু** (নবরূপে উত্তীর্ণ ধারী) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, ধারকসত্তা ত্যাগীতে পরিণত হইয়া সীমায়িত বা কেন্দ্রীভূত হয় যাহাতে; অথবা, উল্লাস-ধারীগণ উল্লাস-ত্যাগীতে পরিণত হইয়া সমবেত গান, শোরগোল, চীৎকার প্রভৃতি করে যাহাতে। ◻ গানে সমবেত উচ্চ সুর, সমারোহ, মহাকাণ্ড ...।

ধুমধড়াক্কা : ● **ধুম**-এর **ধড়**-এর **অক্কা** (জননী, চূড়ান্ত) যাহাতে; অথবা, **ধুম**-এর আধারের চূড়ান্ত প্রকাশ যাহাতে। ◻ সমারোহ, জাঁকজমক, ঠাট-বাট।

ধুমধাম : ● **ধুম**-এর **ধাম** যাহাতে; অথবা, যেখানে **ধুম**সকল কেন্দ্রীভূত। ◻ কোলাহল, শোরগোল, সমারোহ। *

ধুমসা : ● **ধুম** (যে দেহের ভিতরে কোষ-সমূহের মহোল্লাস চলিতেছে তদ্রূপ) অস্তিত্ব যাহাতে; অথবা, যাহার দেহ ভিতরে ভিতরে অতি-উল্লসিত। ◻ মোটা, বেমানান, অত্যন্ত কালো ও স্থূলকায়।

ধুয়া : ● **ধু** (মূলে সঙ্কুচিত ধারী) যায় যাহাতে; অথবা, যে মূল ধারীকে বারংবার সক্রিয় না করিলে সত্তাধারীর সত্তা অনর্থক হইয়া যায়। / গানের যে অংশ দোহারগণ বার বার গায়; অথবা, যে উক্তি বার বার করা হয়। ◻ ধ্রুব (constant)।

ধুর : ● যে নবরূপে উত্তীর্ণ ভার-ধারী (**ধু**) ভার-ধারণ না করিয়া (দুই দিকের দুই চাকায়) সেই ভার-ত্যাগ করে, তাহা আবর্ত্তমান যাহাতে। / গাড়ীর মাঝের সেই লৌহদণ্ড, যাহার দুই প্রান্ত দুই চাকার মধ্যে সংলগ্ন থাকে। (ব্য.ঢা.)। ◻ গরুগাড়ী বা রথের ধুর, অক্ষদণ্ড।

ধুরন্ধর : ● **ধুরং** (ত্যক্ত ভারাদি রহে যে রহস্যময় সত্তায়, তাহাকে) ধরে বা ধারণ করে যে; অথবা, সমাজ নামক রথের ধুর ধরিয়া রাখে যে বিষয়বুদ্ধিতে পরিপক্ক জন। / ভার বহন করে যে; অথবা, যে কার্য্যভার সহন করে। (ব.শ.)। (দ্র. **যুগন্ধর**)। ◻ ভারধারক, ভারবাহী (বৃষাদি), তত্তৎকর্ম্ম-নির্ব্বাহরূপ-ভারবাহক, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শিব। *

ধূ : ● নবরূপে উত্তীর্ণ ধারীর আধার যে; অথবা, যে ধারী ধারণ না করিয়া ত্যাগ করে; অথবা, যে ত্যক্ত হইয়াছে; কিংবা, তাপ, সন্তাপ, গন্ধ ইত্যাদি সত্তা 'ধরাদাতা' রূপে আসিয়া ধরা দিলেও সেগুলিকে ধারণ করিয়া রাখে না যে, বরং (কম্পন, বিধুনন ইত্যাদি করিয়া বায়বীয়-তরল-কঠিন **কণা** রূপে) তাহাদের ত্যাগ করিয়া দেয়। ◻ ত্যক্তকণা, কম্পন, বিধুনন।

ধূ ধূ : ● ধূ-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা রৌদ্রতাপ বা সন্তাপাদি সহ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দিয়া (জ্বালাইয়া দিয়া) হাহাকার করিতেছে; অথবা, গ্রীষ্মের দুপুরে প্রান্তরের শূন্যতায় যেরূপ জ্বলন্ত অগ্নিশিখার আভাস দেখা যায়; কিংবা, যাহা **ধূ ধূ** করিয়া জ্বলিতেছে। ◻ শূন্যতা, নির্জনতা, বিস্তার, উত্তাপ প্রভৃতি জ্ঞাপক।

ধূপ : ● **ধূ** (কণাদি-ত্যাগী) পালিত যাহাতে; অথবা, সুগন্ধি ধূম তাপ ইত্যাদি ত্যাগকারীকে পালন করে যে। ◻ ধূমসাধন দ্রব্য, দ্রব্য-বিশেষের যোগে উত্থিত সুগন্ধি ধূমবর্ত্তি, রৌদ্র।

ধূপছায়া : ● **ধূপ** ও **ছায়া** যাহাতে; অথবা, যাহাতে রৌদ্র ও রৌদ্ররুদ্ধ অবস্থান থাকে; অথবা, যাহাতে শাসনতাপ ও তাহার আড়াল থাকে। / যাহার মুখে এক মনে অন্য; অথবা, যে রঙ উজ্জ্বল ও মলিন। (ব.শ.)। ⊓ ধূপছায়া-রঙবিশিষ্ট, দো-রঙা, কপট, রৌদ্র ও ছায়া।

ধূপন : ● **ধূপ** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ সন্তাপক, যক্ষধূপ, ধুনা, ধূপসুরভী-করণ।

ধূম : ● ধূ (তাপের কণাদি-ত্যাগী) সীমায়িত যাহাতে (যে মেঘরূপে); অথবা, যাহা মানবশরীর, সমাজশরীর ও জগৎশরীরের অগ্নিমান্দ্যজনিত কারণে (শারীরিক, সামাজিক, জাগতিক ধোঁয়া বা চোঁয়া ঢেকুর রূপে) উত্থিত হয়। ⊓ ধোঁয়া, মেঘ, অগ্নিমান্দ্যসূচক বায়ুভেদ, চোঁয়া ঢেকুর। ❋

ধূমকেতু : ● **ধূম কেতু** যাহার; অথবা, যে সামাজিক **ধূম** (অতিভোজনের চোঁয়া ঢেকুর) সমাজদেহকে মানসিক ও বাহ্যিকভাবে অবাস-যোগ্য করিয়া দিয়াছে; কিংবা, অত্যধিক পরিমাণে সামাজিক সম্পদ ভোগ করিয়া উদগার তোলাই **কেতু** যাহাদের (যে ধনীদের)। ⊓ ধূমাভ তারকাভেদ, উৎপাত-বিশেষ, ধ্বংসবিধায়ী, ক্ষয়কর। ❋

ধূমা : ● **ধূম**-এর (তাপকণাদি-ত্যাগীর) আধার যে। ⊓ মেঘ, সামাজিক মেঘ।

ধূমাবতী : ● **ধূমা** (সামাজিক মেঘ) বাহিত হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, শাসকের অতি-ভোগের অগ্নিমান্দ্যজনিত কারণে যে ক্ষুধা-কাতর প্রজাগণ ক্রুদ্ধ-ক্ষিপ্ত হইয়া সমবেত হইয়াছে (এখনও গর্জ্জন করিতে শুরু করে নাই)। ⊓ দুর্গা, ধূমবর্ণা মহাবিদ্যাবিশেষ। ❋

ধূম্র : ● **ধূম** রহে যাহাতে। ⊓ ধূম্রযুক্ত।

ধূম্রলোচন : ● **ধূম্র** লোচন যাহার; অথবা, ধোঁয়াটে (ঘোলাটে) চক্ষু যাহার। ⊓ কপোত, দানবরাজ শুম্ভের সেনাপতি। ❋

ধূর্জ্জটি : ● / ত্রিলোকচিন্তার জটি (সংঘাত) যাহাতে; অথবা, ধূর (গঙ্গা) জটিতে যাঁহার। (ব.শ.)। ⊓ শিব।

ধূর্ত্ত : ● ধূ (ত্যক্ত উৎপন্নাদি) রক্ষণ-ভক্ষণপূর্ব্বক তারণ করা তারিত যাহাতে; অথবা, হাটে আনা পণ্য নানা উপায়ে হরণ করে যে। ⊓ মায়াবী, দ্যুতকার, শঠনায়ক, চতুর, শঠ, ধড়িবাজ।

ধূল : ● ধূ (ত্যক্ত কণাদি) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে অদৃশ্য মনোভূমির বা সামাজিক ক্ষমতার কণা লালিত হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) বাহ্যভূমি ও প্রস্তর প্রভৃতির কণা লালিত হয় যাহাতে। ⊓ আশীর্ব্বাদ, শাপ, পদের বা ক্ষমতার কণা; (সাদৃশ্যে) শুষ্ক মাটির মিহি গুঁড়া, রেণু।

ধূলট : ● **ধূল** (...লালিত ত্যক্ত কণাদি) টঙ্কারিত যাহাতে। ⊓ (সাদৃশ্যে) ধূলায় গড়া-গড়ি প্রদান, ধূলিমলিন, মেঘের নামবিশেষ।

ধূলদন্তী : ● **ধূল** (লালিত ত্যক্ত কণাদি) পেষণ করিবার ন্যায় **দন্ত** ছিল যাঁহার; অথবা, যিনি **ধূল**-পরিমাণ দ্রব্যকেও বিন্দু বিন্দু করিয়া গণনা করিতে পারিতেন। ⊓ গণিতবিদ শুভঙ্করের ছদ্মনাম।

ধূলা : ● **ধূল**-এর আধার যে; মানসিক বা বাহ্যিক উৎপাদনের একক থাকে যাহাতে। ⊓ অদৃশ্য-দৃশ্য যে কোনো পদার্থের গুঁড়া, রেণু, (গণিতে) ক্ষেত্রের ও কড়ার অংশ-বিশেষ।

ধূলি : ● **ধূল** (লালিত ত্যক্ত কণাদি) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে **ধূল** উড়িতেছে; কিংবা, সুখদুখ রূপে যাহাকে ক্ষমতার উচ্চপদের

পদধূলি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়; অথবা, পণ্য সম্ভারের এক একটি পণ্য বা কণা উড়ে যাহাতে। ◻ ঐশ্বরিক ধ্রুবপদ ও সামাজিক বা সরকারী পদলাঞ্ছিত ক্ষমতার কণা; (সাদৃশ্যে) উড়ন্ত **ধূলা**। ✱

ধূলিকদম্ব : ● **ধূলি**রূপ **কদম্ব** যাহাতে; অথবা, পণ্যসম্ভারের কণা পাওয়া যায় যে ব্যবস্থা (বৃক্ষ) হইতে; কিংবা, খুচরো পণ্য বিক্রয় করা হয় যে দোকানে। ◻ খুচরো মাল বিক্রির দোকান। দ্র. **ধারাকদম্ব, নীপ**।

ধূসর : ● ধূ (ত্যক্ত সম্পদ) সরাইয়া রাখা হয় যাহাতে (যেখানে); অর্থাৎ, যাহা কৃষ্ণসম্পদ নহে এবং শ্বেতসম্পদও নহে; অথবা, যাহা কাল নয় এবং সাদাও নয় (উভয়ের মিশ্রিত রূপ)। ◻ শ্যাম, শবলার্থ, grey-money; (সাদৃশ্যে) পাংশু রং, সাদাকালো মিশ্রিত রং।

ধূসরিত : ● **ধূসর** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **ধূসর** দ্বারা আচ্ছন্ন। ◻ ধূসর রঙে রঞ্জিত।

ধৃ : ● ধারণ আবর্ত্তমান যাহাতে; অথবা, ধরা বা ধারণ করা রহে যাহাতে। ◻ ধারণ, স্থিতি।

ধৃত : ● ধৃ (ধরা) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে ধরা হইয়াছে; কিংবা, যে ধরা পড়িয়াছে; অথবা, যে ধারিত হইয়াছে। ◻ ধারিত, অবলম্বিত, গৃহীত, পরিহিত ...।

ধৃতরাষ্ট্র : ● ধৃত রাষ্ট্র (প্রচারিত বিধিনিষেধ) যাহাতে; অথবা, যে প্রচারিত বিধিনিষেধ বা রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া প্রজাগণ মনে মনে সেগুলিকে ধারণ করেন বলিয়াই সেই রাষ্ট্র **বর্ত্তমান** থাকে; কিংবা, প্রজাগণের মনে সরকারী বিধিনিষেধ-বিষয়ক ধৃত যে বিশ্বাস ভঙ্গ হইয়া গেলে রাষ্ট্রের ধ্বংস হইতে কিছু মাত্র বিলম্ব হয় না। ◻ মহাভারতের একটি অন্যতম চরিত্র। ✱

ধে : ● দিশাগ্রস্ত ধারী যাহাতে।

ধেনু : ● দিশাগ্রস্ত ধারীর অন (চলমান) থাকা নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে বৎসবান গাভীকে চরাইয়া তাহার অর্জ্জিত দুগ্ধ দোহন করিয়া দুগ্ধসম্পদ (দ্র. **দধি**) লাভ করা যায়; অথবা, যে বহু সদস্যবান সম্প্রদায়কে অধিকৃত ভূভাগে খাটাইয়া তাহাদের অর্জ্জিত উৎপন্নাদি দোহন করিয়া বাহ্যসম্পদ লাভ করা যায়; কিংবা, যে বহু-কর্ম্মচারীবান সংস্থাকে অধিকৃত ক্ষেত্রে খাটাইয়া তাহার অর্জ্জিত পণ্যসম্পদ দোহন করিয়া অর্থসম্পদ লাভ করা যায়। /বৎস যাহাকে পান করে। (ব.শ.)। ◻ গবীমাত্র, কামধেনু (বশীভূত সম্প্রদায় ও তাহাদের অধ্যুষিত ভূভাগ), ধেনুমূর্ত্তিদানীয়-দ্রব্য, গোরূপা পৃথিবী (রাষ্ট্রের ন্যায় ক্ষুদ্র সংস্থা)। [**পদ্মপুরাণ মতে দশবিধ ধেনু** অন্যরূপ — গুড়ধেনু, ঘৃতধেনু, তিলধেনু, জলধেনু, ক্ষীরধেনু, মধুধেনু, লবণধেনু, রসধেনু ও নবনীতধেনু। (ছা.অ.)।] ✱

ধেনো : ● / ধান হইতে প্রস্তুত হয় যে মদ। (ঢা.অ.)। ◻ ভেতো মদ।

ধেয় : ● দিশাগ্রস্ত ধারীর যাওয়া যাহাতে; অথবা, যাহাকে (মনে মনে) পশ্চাদ্ধাবন করিয়া (অনুধাবন করিয়া) অবশ্যই ধরিতে হয়। ◻ ধারণীয়, পোষণীয়, জ্ঞেয় ...।

ধেয়ান : ● **ধেয়**-কে (অনুধাবনীয়কে) ধরিবার চেষ্টা অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◻ ধ্যান, একাগ্র চিন্তা।

ধো : ● ধারীর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, 'সমস্ত কলুষ সাফ কর, ধুয়ে ফেল' এই নির্দ্দেশ যাহাতে।

ধোঁকা : ● **ধুঁক**-করণের সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **ধুঁক**-করণের ভাণ করিয়া সহায়তা গ্রহণ করে (এবং এইরূপে ঠকায়) যে। ⊓ হাঁফ ধরা, মিথ্যা বাক্য, শঠতা, ধাপ্পা।

ধোপ : ● **ধো** (সার্ব্বিক কলুষত্যাগী) পালিত যাহাতে; অথবা, (মানবদেহের বা সমাজদেহের) আবরণের সর্ব্বপ্রকারের কলুষ দূর করিয়া তাহার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক স্বভাব বা রংকে খুলে মেলে ধরা থাকে যাহাতে। ⊓ সমাজ-সংস্কার, বস্ত্রসংস্কার, ধোপার ধোয়া, ধোলাই।

ধোপা : ● **ধোপ**-এর (সুপ্রকাশের, কাপড়ের বা সমাজের নিজস্ব রং খুলে মেলে ধরার) আধার যে; অথবা, **ধোপ**করণ করেন যিনি। ⊓ সমাজসংস্কারক, বস্ত্রসংস্কারক, **রজক**। ✻

ধোপে-টেকা : ● **ধোপ**করণে **টিকিয়া** যাওয়া যাহাতে; অথবা, ব্যবস্থায় সংস্কার চলিলে ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট কোনো সত্তার টিকিয়া থাকা না-থাকা যাহাতে; কিংবা, ধোপায় পিটিলে কাপড়ের রঙিন ছবির টিকিয়া থাকা না-থাকা যাহাতে। ⊓ সংস্কারে টিকিয়া যাওয়া, ধোপার পিটুনীতে টেকা।

ধোবা : ● **ধো** (সার্ব্বিক কলুষত্যাগী) বাহিত যাহাতে; অথবা, **ধো**করণের দায় বহন করে যে। ⊓ রজক, রজকজাতি।

ধোয়া : ● সার্ব্বিক **ধু**-করণ চলে যাহাতে। ⊓ ধৌত, কাচা (কাপড়, বাসন), নির্ম্মল, কুটিলতাহীন, ধৌত করা, কাচা।

ধোলাই : ● **ধু**-এর (সার্ব্বিক ত্যাগীর) লয়ন আধার সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ধৃত কলুষকে লয় করা চালান হয় যাহাতে। ⊓ ধৌত করা, ধোয়া, কাচা, কাচার মজুরী।

ধৌ : ● **ধো**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ধো**-করণ থাকে।

ধৌত : ● (ধ + অ + উ =) **ধৌ** (ধারক নবরূপে উত্তীর্ণ) হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে সার্ব্বিকভাবে **ধুত** করা হইয়াছে। ⊓ নির্ম্মল, প্রক্ষালিত, উজ্জ্বলীকৃত।

ধৌতি : ● **ধৌত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ধৌত**করণ চলে যাহাতে। ⊓ হঠযোগের অঙ্গ বিশেষ। ✻

ধৌম্য : ● সার্ব্বিক **ধূম** থাকে যাহাতে। ⊓ ধূমের গোত্রাপত্য বা অপত্য, যুধিষ্ঠিরের পুরোহিত মুনিবিশেষ। ✻

ধ্যান : ● **ধ্যা** (ধারী থাকে বা চলে যাহাতে, তাহা) অনকৃত (চলমান) যাহাতে; অথবা, ধারণ-উদ্দেশ্যে (বা মানসিকভাবে ধরিবার জন্য) পশ্চাদ্ধাবন করা অনকৃত থাকে যাহাতে। / অদ্বিতীয় বস্তুতে চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ⊓ চিন্তন, মনন, যোগ-বিশেষ, ধ্যেয় বিষয়।

ধ্যানগম্য : ● **ধ্যান**-এর সাহায্যে গমন করা যায় যাহাতে বা যেখানে। ⊓ ধ্যানলভ্য, ধ্যানগোচর।

ধ্যানযোগ : ● **ধ্যান**-এর সাহায্যে যে যোগসাধন করা যায়। ⊓ ধ্যানরূপ যোগ, ধ্যাতব্য-স্বীকারোপায়, ধ্যানাভ্যাস।

ধ্যানস্থ : ● **ধ্যান**-এ স্থিত যে। ⊓ ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত, ধ্যানী।

ধ্রু : ● ধারণ-রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে ধারণ-রক্ষণকে অবজ্ঞা করিয়া তাহার মূলকে সুরক্ষা দেওয়া হয়। ⊓ মূলাধার ধারী।

ধ্রুপদ (ধ্রুবপদ) : ● **ধ্রু**-ই (**ধ্রুবই**) পদ যাহার; অথবা, মূলাধার-ধারীগুলিকে বা **ধ্রুব**গুলিকে সমন্বিত করিয়া যে পদ রচিত ও গীত হইত; অথবা, **অপরিবর্ত্তনীয়** ও

অবাভিচারী সত্যগুলি দ্বারা যে পদ রচিত ও গীত হইত। ◘ চারি তুকের বা কলির গীতবিশেষ।

ধ্রুব : ● ধ্রু (নবরূপে উত্তীর্ণ ধারণ-রক্ষণকে) বহন করে যে; অথবা, যাহা মূলাধার-ধারী অব্যভিচারী সত্যকে বহন করে; অথবা, যাহা চিরসত্যকে বা দীর্ঘকালীন সত্যকে বহন করে। / যে অঙ্গ বিনা জীবন থাকে না সেই অঙ্গ। (ব.শ.)। ◘ শাশ্বত, অব্যভিচারী, সতত, নক্ষত্রবিশেষ, ধুয়া, (constant); শরারি-পক্ষী, আকাশ, স্বর্গ, উত্তানপাদের পুত্র। ❋

ধ্বংস : ● ধারণবাহীর (ধারণাবাহীর) রহস্যরূপের শেষ অস্তিত্ব যাহাতে; অথবা, যে সত্তার শুধুমাত্র স্মৃতিটুকু দ্রষ্টাদিগের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ◘ বিনাশ, তিরোভাব, বিনষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, মরা, নষ্ট করা।

ধ্বংসক : ● ধ্বংস করে যে। ◘ নাশক, ক্ষয়কারক।

ধ্বংসন : ● ধ্বংস অন (চলমান) যাহাতে। ◘ ধ্বংসয়িতা, নাশক, বিনাশন।

ধ্বংসিত : ● ধ্বংস সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ◘ বিনাশিত, নিহত, ভ্রংশিত।

ধ্বংসী : ● ধ্বংস-এর সক্রিয় আধার যে। ◘ বিনাশী, ঘাতক, ধ্বংসশীল, নশ্বর, ধ্বংসযুক্ত।

ধ্বজ : ● ধ্ব (ধারণাবাহী) জনিত যাহাতে; অথবা, যে সত্তা বিশেষ ধারণা জনন করে। / অন্তর্ভাবিত অর্থ যাহাতে; অথবা, যাহা যোধবিশেষকে জানায়। (ব.শ.)। ◘ কেতন, পতাকা, বংশদণ্ডোপরিস্থ বস্ত্রখণ্ডভেদ, চিহ্ন, ব্যবসায়ের চিহ্নবিশেষ (trade mark) ...।

ধ্বজা : ● ধ্বজ-এর আধার যে। ◘ পতাকা, নিশান।

ধ্বজী : ● ধ্বজ-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা সত্তা তাহার **লিঙ্গত্ব** (আলিঙ্গন করিবার যোগ্যতা) খ্যাপন করে; অথবা, বিশেষ চিহ্নাদির (পতাকা, তার রং, তাতে লাগানো ছবি, উপবীত, টিকি, তিলক, কাঁধের তারকা, ব্যবসায়চিহ্ন ইত্যাদির) দ্বারা আপনার বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করে যে। ◘ ধ্বজবান, চিহ্নযুক্ত, শ্রেষ্ঠতাবান, শৃঙ্গবান, পর্ব্বত, সর্প, অশ্ব, শিখাবান, ময়ূর।

ধ্বজভঙ্গ : ● ধ্বজ ভঙ্গ হইয়াছে যাহার; অথবা, আলিঙ্গন করিবার যোগ্যতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে যাহার। ◘ মেঢ্রশৈথিল্যকর বা ক্লীবতাজনক রোগবিশেষ।

ধ্বন : ● ধ্ব (ধারণাবহন) অন (চলমান) যাহাতে। ◘ ধ্বনিত করা।

ধ্বনন : ● ধ্বন অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে ধ্বনিতকরণ চলমান আছে। ◘ অব্যক্ত শব্দকরণ, গুঞ্জন, ধ্বনি, রসাদিপ্রতীতি, ব্যঞ্জনাজন্য বোধ।

ধ্বনি : ● ধ্বন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা কোনো একপ্রকার ধারণা (অর্থ) বহনকারী শব্দ রূপে উচ্চারিত হইতেছে। ◘ **শব্দ, স্বর,** মৃদঙ্গাদিশব্দ, গানশব্দ, বর্ণাত্মক শব্দ ...।

ধ্বনিত : ● ধ্বনি তারিত যাহাতে; **অথবা,** যাহা শব্দিত হইয়াছে। ◘ শব্দিত, **ব্যঞ্জিত,** বাদিত, গর্জ্জিত।

ন

ন : ● না-করণ করে যে; অথবা, অনকরণ (সচল) করে যে। তত্ত্ব জানায়, নাকরণ করিলেই নতুন সত্তা অনকৃত হয়, এবং অনকৃত সত্তা মাত্রেই একসময় নাকৃত হইয়া বিলীন হইয়া যায়। তাছাড়া মানবজীবনে

অকাম্যকে নাকৃত করিয়া, নাশ করিয়া, সরাইয়া, কাম্যকে অনকৃত বা সচল করিয়া গ্রহণ করাই স্বাভাবিক রীতি। (পাল + অন = পালন; বল + অন = বলন ... প্রভৃতি শব্দের শেষে যে 'অন' তা 'সচল' অর্থেই। আদিভাষার এই উত্তরাধিকার বাংলায় আছে **ন** ও **অন** শব্দে, ইংরেজির আছে no ও on শব্দে।)। ⊓ ন-কারী (no-কারী), না-কারী, ন-কৃত, না-কৃত, অনকারী (on-কারী), অনকৃত। *

নই : ● নাকারী সক্রিয় যাহাতে; অথবা, না হই যাহাতে। ⊓ নহি, না হই।

নইচা : ● ন (অনকৃত সত্তা) সক্রিয় হইয়া চয়ন করে যাহাতে। (দ্র. **নলচে**)। ⊓ হুঁকার লম্বা কাঠের নল।

নইলে : ● **নই** (না হই) দিশাগ্রস্তভাবে লালিত যাহাতে; অথবা, 'না হইলে' থাকে যাহাতে। ⊓ নহিলে।

নকল : ● ন (অনকৃত) **কল** যাহাতে; অথবা, যাহা (সাকল্য) চলিয়া আসিতেছে তাহারই অনকৃত **কল** (বা **কল** বাহির করা হয়) যাহাতে। ⊓ কৃত্রিম, অনুকরণ, প্রতিলিপি, প্রতিবিম্ব, জাল।

নকসা : ● ন (অনকৃত) **কসা**এর (একরৈখিক বিচ্ছুরণ-সঙ্কোচনের বা অতি-সংক্ষিপ্ত রূপের) আধার যে। ⊓ রেখাচিত্র, গঠনসূচক রেখাচিত্র, ফুলপাতার রেখাচিত্র, জমির জরিপ-চিত্র।

নকুল : ● **ন কুল** (গোষ্ঠী) যাহার; অথবা, যে স্বতন্ত্রভাবে চলে; কিংবা, স্বতন্ত্রভাবে উৎপাদন কর্ম্ম করে যে; অথবা, **কুল** হইতে বিচ্ছিন্ন যে। / যাহার যূথ নাই। (ব.শ.)। ⊓ বেজি, নেউল, মাদ্রীসূত চতুর্থ পাণ্ডব (ইনি অশ্বতত্ত্বে পরম পণ্ডিত ছিলেন।) *

নক্ত : ● **নক** (না-কারী) তারিত যাহাতে; অথবা, শূন্যকারী (অদৃশ্যকারী, অন্ধকার-কারী) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা অন্ধকার করে। ⊓ রাত্রি, নক্তব্রত।

নক্তক : ● **নক্ত** করে যে; অথবা, শূন্য বা ফাঁকা করিয়া দেয় যে; কিংবা, বস্ত্রের কিছু কিছু অংশকে ফাঁকা করিয়া দেয় যে। ⊓ নেকড়া, মলিন জীর্ণ বস্ত্র, কর্পট, ন্যাতা।

নক্র : ● **ন** (অনকৃত) **ক্র** (কারীর বিবর্ত্তন মূলক গতিবদল) যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক সত্তা যত সম্পদ সঞ্চয় করে ততই তাহার গতি বিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ⊓ টাকার কুমীর, (সাধর্ম্মে) জলকুমীর।

নক্ষত্র (নক্ষৎত্র) : ● **ন** (নয়) **ক্ষৎত্র** (সমাজদেহ-ত্রাণকারী) যে; অথবা, যে ক্ষৎত্রকর্ম্ম করে না; কিংবা, যে ক্ষেতি বা কৃষিকার্য্য করে না (সমাজের উপরিতলে ছড়ি ঘোরায়); অথবা, **নক্ষ**-কে (নাকরণ-পূর্ব্বক অনকৃত ক্ষ-কারীকে) ত্রাণ করে যে; অথবা, উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞকে ধারণ বা ত্রাণ করে যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী বিভিন্ন প্রকার দক্ষমানুষদের দিয়া বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালায়। (দ্র. **নাড়িনক্ষত্র**)। ⊓ অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টি তারকা, ইঁহারা দক্ষের কন্যা ও চন্দ্রের পত্নী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। (একালের ভাষায়, ফিল্ম স্টার, স্টার-প্লেয়ার ... ইত্যাদি)। *

নখ : ● নেই **খ** (করণস্থিত, আকাশ) যাহাতে; অথবা, **অঙ্গুলি**র (সমাজদেহের, রাষ্ট্রের, সংস্থার হস্তের সহযোগীর) নিযুক্ত সংবাদ বা সম্পদ সংগ্রাহক যাহাতে; কিংবা, যে আহত হইলে অঙ্গুলিবানের ব্যথা লাগে না। / ইন্দ্রিয় নাই যাহার; অথবা, নখাকৃতি কণ্টক

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যুক্ত (যাহাতে)। (ব.শ.)। ℸ নখর, নখীনামক গন্ধদ্রব্য। ✱

নখদর্পণ : ● **নখই দর্পণ** যাহার; অথবা, **অঙ্গুলির** লোকলস্করই খবরাখবরের মাধ্যম যাহার। / নখই দর্পণ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◻ সবিশেষ অবগত বিষয়। ✱

নখর : ● যে **নখ** (নখাধিকারীকে) রক্ষা করে। ◻ পশুপক্ষীর তীক্ষ্ণধার নখ।

নগ : ● নেই গমন যাহার; অথবা, যাহার তদ্রূপের বদল নাই; অথবা, যৌথসমাজ ভাঙিয়া যাওয়ার পর মানুষ যে সকল অচলায়তন (সমাজখণ্ড, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, মহাপরিবার, রাষ্ট্র, সংস্থা প্রভৃতি) গড়িয়া তুলিয়াছিল। / যে যায় না। (ব.শ.)। ◻ পর্ব্বত, বৃক্ষ, স্থাবর, সূর্য্য, কুলপর্ব্বতের সংখ্যা অনুসারে সাত সংখ্যা। ✱

নগণ্য : ● যাহা (এত বিপুল বা ক্ষুদ্র অথবা বিশেষ যে তাহা) **গণ্য** করিবার যোগ্য নহে। ◻ অগণনীয়, অধর্ত্তব্য, তুচ্ছ, সামান্য।

নগদ : ● **ন** (অনকৃত) **গদ** (গমনদাতা শব্দ বা অর্থ) যাহাতে; অথবা, যাহা ঝন ঝন করিয়া বাজে। ◻ মুদ্রা, কাঁচা টাকা।

নগদ-নারায়ণ : ● যে নারায়ণ গদ গদ করিয়া কথা-বলা **গদাধর** নহেন, ঝন ঝন করিয়া আপনার অস্তিত্ব সঘোষে জানান দেন। ◻ মুদ্রা, টাকাপয়সা। ✱✱

নগর : ● **নগ** (সমাজখণ্ড বা রাষ্ট্রশক্তি) রহে যাহাতে; অথবা, রাষ্ট্রের কেন্দ্র, রাজধানী ও তাহার শাখা-প্রশাখার কেন্দ্রগুলি যে যে স্থানে সক্রিয় থাকে। / পর্ব্বততুল্য-প্রাসাদ আছে যাহার। (ব.শ.)। ℸ পুর, পত্তন। ✱

নগরী : ● **নগর**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, বড় বড় প্রাসাদ রাস্তাঘাট সমন্বিত শহরাকৃতি জনপদ যাহাতে। ◻ পুরী, নগর। ✱

নগ্ন : ● **নগ** (না-কৃত গমন) **ন** (অনকৃত) যাহাতে; অথবা, যথাজাত তথাবস্থায় চলমান যে; অথবা, স্বরূপের উপর আচ্ছাদন দেয় নাই যে; কিংবা, যে আপন দেহ-মনের উপরের সকল আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিয়াছে। ℸ স্তুতিপাঠক, বন্দীগায়ক; বিবসন, নাগা।

নগ্না : ● **নগ্ন**-এর আধার যে; অথবা, যাহার দেহে কোনো আচ্ছাদন নাই; অথবা, যাহার মন কৃত্রিম বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি। / যাহার কুল বেদশাস্ত্রশ্রুতহীন। (ব.শ.)। ◻ সহজসৌন্দর্য্যময়ী, সনাতন মানবী; বিবস্ত্রা নারী, নির্লজ্জা নারী। ✱

নচিকেতা : ● **নচ** (নাকৃত চয়ন) সক্রিয় যে **কেতায়**; অথবা, যে সত্তা প্রচলিত **কেতার** (মানসিক আশ্রয়ের বা প্রচলিত জীবন-দর্শনের) সঞ্চিত ধারণাগুলিকে নাকচ করে বা করিয়াছিল (ও নতুন জীবনদর্শনের সত্য চয়ন করিয়াছিল)। ◻ বাজশ্রবার পুত্র ঋষিবিশেষ।

নচেৎ : ● **ন** (নাকৃত) **চেৎ** (যদি) যাহাতে; অথবা, যদি না হয় (তখন কী হইবে এই প্রশ্ন) যাহাতে। ℸ যদি তাহা না হয়, নহিলে।

নচ্ছার : ● **নচ**-কে (বিত্ত চয়নকে) ছাদিত করিয়া রাখে যে; অথবা, যে সত্তা (যৌথ-সমাজের) বাহ্যসম্পদ লুকায়। ℸ নরাধম।

নট : ● **ন** (অনকারী) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে সত্তা অনকৃত (সচল) হইয়া নৃত্য ও অভিনয়াদিতে টঙ্কারিত হয়; অথবা, যাহার দেহমন অনকৃত হইয়া নানাপ্রকার অর্থপ্রকাশক দৈহিক ও মানসিক আচরণ করে। / যে নৃত্য করে বা নাটকের অভিনয় করে। (ছা.অ.)। ◻ নর্ত্তক, নবরসাভিনয়-

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

চতুর, অভিনেতা। ❋

নটক : ● **নট** যাহা করে; অথবা, যে **নট** করিয়া ঠকায়। ◻ নট, নর্ত্তক, দুষ্ট, লম্পট।

নটন : ● **নট** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ নর্ত্তন, নৃত্য, আঙ্গিক বা বাচিক অভিনয়।

নটবর : ● (নটগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া) **নটগণ** যাহাকে বরণ করিয়া লহেন। ◻ সূত্রধার, নটশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রীকৃষ্ণ। ❋

নটরাজ : ● **নট**গণের শ্রেষ্ঠ বা রাজা যিনি। ◻ শ্রেষ্ঠনর্ত্তক, নটেশ্বর, নর্তকশ্রেষ্ঠ, শিব। ❋

নটী : ● **নট**-এর সক্রিয় আধার যে নারী; অথবা, যে নারী **নট** করিয়া পুরুষসঙ্গ করে। ◻ নট-স্ত্রী, সূত্রধারের সহকারিণী অভিনেত্রী, (লক্ষণার্থে বা ব্যঞ্জনার্থে) বেশ্যা।

নটে-গাছ : ● **নট**করণ ব্যবস্থা (গাছ) যাহাতে; অথবা, বিভিন্ন উপলক্ষে **নট**করণ করিবার নিমিত্ত (পাড়ায় বা গ্রামে) যে সাময়িক নাট্যদল (নটে গাছ) গড়িয়া উঠে; কিংবা, **নট**করণের মাধ্যমে কথকের কথা ও কাহিনী শেষ হইলে যে নাট্যদল ভাঙিয়া (নটে-গাছ মুড়াইয়া) দেওয়া হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে শাক বছরের যে কোনো সময় যত্রতত্র বীজ পড়িলেই গজাইয়া উঠে। ◻ সাময়িক নাট্যদল, (সাদৃশ্যে) নটেশাক।

নড়[১] : ● **ন**-এর (অনকারীর) গড়ান যাহাতে; অথবা, যে অনকৃত সত্তা স্থির থাকে না, স্থানান্তরে যাওয়ার চেষ্টা করে; অথবা, যাহার মাধ্যমে অনকৃত ধারা গড়াইয়া ঠেলিয়া যাইতে পারে। / যাহারা সীসার চুড়ি প্রস্তুত করে। (ব.শ.)। ◻ ভ্রংশ, নলতৃণ, জাতি-বিশেষ, সরিয়া যাওয়া, স্পন্দিত হওয়া, অন্যথা বা মিথ্যা হওয়া, লড়াই করা।

নড়[২] **(নল)** : ● **ন**-এর (অনকারীর) গড়ান (লালন-লয়ন) যাহাতে; অথবা, **ন**-এর (অনকৃত ধারার) লালন-লয়ন (গড়ান) যাহাতে; অথবা, যাহার মাধ্যমে অনকৃত ধারা অনায়াসে প্রবাহিত হইতে পারে। ◻ চোঙার ন্যায় নাল, ফাঁপা ডাঁটা।

নড়চড় : ● **নড়**[১] ও **চড়** যাহাতে; অথবা, যাহা সরে এবং যাহা উপরে উঠে। ◻ নড়া ও উপরে ওঠা, অন্যথাভাব, ব্যতিক্রম।

নড়ন : ● **নড়**[১] অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **নড়**করণ ক্রিয়া চলিতে থাকে। ◻ অপম্রিয়মান, অন্যথাবান ...।

নড়নচড়ন : ● **নড়ন** ও **চড়ন** যাহাতে। ◻ অপম্রিয়মান ও আরোহন-করণ।

নড়নড় : ● **নড়**[১]-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা ক্রমান্বয়ে **নড়**করণ করিতে থাকে। ◻ অত্যন্ত স্থানচ্যুতির ভাব, অতিশিথিলভাব, ঢিলা।

নড়বড় : ● **নড়**[১] ও **বড়** যাহাতে; অথবা, যাহা নড়ে এবং যাহা এদিক ওদিক একটু আধটু বাড়ে। ◻ শিথিলবন্ধভাব, সঞ্চলন-ভাব, শিথিলবন্ধন, জীর্ণ।

নড়া : ● **নড়**[১]-এর আধার যে; অথবা, **নড়**করণ থাকে যে আচরণে। ◻ স্থানচ্যুত হওয়া, স্পন্দিত হওয়া, সরা।

নড়াচড়া : ● **নড়চড়**করণ থাকে যাহাতে। ◻ স্থানচ্যুত হওয়া ও উপরে উঠা।

নড়ান : ● **নড়া** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ স্থানচ্যুত করা, স্পন্দিত করা, সরান।

নড়ি : ● **নড়**[১] সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **নড়ান** হয়। ◻ ছড়ি, লাঠি, মজুর।

নড়েভোলা : ● নড়ে যে ভোলা। ◻ অকর্ম্মণ্য-কাণ্ডজ্ঞানহীন, নগণ্য-হাবাগোবা।

নত : ● **ন** (অনকরণ বা না-করণ) তারিত

যাহাতে; অথবা, যে অনকৃত সত্তা লাউডগার ন্যায় সম্মুখে চলিয়াছে; কিংবা, যাহাকে না-করণ করিতে চেষ্টা করায় সে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে বা অবনমিত হইয়াছে; অথবা, নাকরণ-চেষ্টার আঘাতে যে চেপটা হইয়া গিয়াছে; কিংবা, না-করণ সম্ভাবনা দেখিয়া যে আগেভাগেই অবনমিত হইয়াছে বা কুটিল-বুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। ❒ নম্রীভূত, নমনযুত, চেপটা, অবনমিত, কুটিল।

নতি : ● **নত** (অবনমন-কৃত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, আগেভাগেই নিজেকে (না-করণকারীর সম্মুখে) অবনমিত-করণ করা হয় যাহাতে। ❒ নম্রভাব, নমন, নমস্কার, প্রণতি, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

নতুন : ● **ন**-এর (নাকৃতের) তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ (অনকৃত) হইয়া চলমান থাকে যাহাতে; অথবা, পূর্ববর্তী অবস্থানের কলুষিত অতীতকে ত্যাগ করিয়া নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয় অবস্থানে বর্ত্তমান থাকে যে। ❒ **কুমাব**, নবজাত, পূর্ব্বকলুষ ত্যাগী শুক্র ...। ✱

নতুবা : ● **ন**-এর (অনকৃতের) তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ (নাকৃত) হইয়া বাহিত হয় যে বিকল্প (দ্বিতীয়) পথে; অথবা, যে সত্তা সম্মুখে পথ রুদ্ধ দেখিয়া বিকল্প পথে যায়। ❒ নচেৎ, নইলে।

নথ : ● **ন** (নাকৃত বা অবনমিত সত্তা) থাকে যাহাতে বা যেখানে; অথবা, অবনমিতদের আয়ত্তকরণের ইতিকথা ধরা থাকে যাহাতে; কিংবা, যা কিছু আয়ত্তে আসিয়াছে তাহাদের আয়ত্তকরণের গৌরব থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা (আয়ত্তকারীর) **নাক**-এর (সুখস্বর্গ-লোকের) নীচে গৌরবের বা গর্ব্বের নিদর্শন রূপে ঝুলিয়া থাকে। ❒ আভিজাত্যের নিদর্শন; (সাদৃশ্যে) স্ত্রীলোকের বলয়াকার নাকের গহনা। ✱

নথ-নাড়া : ● **নথ** নাড়ান হয় যাহাতে; অথবা, আভিজাত্যের নিদর্শন দেখান হয় যাহাতে। ❒ বিধানসভা বা লোকসভায় ভাষণের প্রাক্কালে গাড়িঘোড়া পাইক বরকন্দাজ পরিবেষ্ঠিত রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির আগমন, (সাদৃশ্যে) নারীর নথপরা মুখ নাড়িয়া গর্ব্বের কথা বলা।

নথনী : ● চলমান **নথ**-করণের সক্রিয় আধার যে। ❒ পুলিশ কর্ত্তাদের তারকাখচিত পোষাকাদি ও অধঃস্তনদের স্যালুট ইত্যাদি, (সাদৃশ্যে) নারীর ছোট নথ।

নথি : ● **নথ** (অবনমিতদিগকে আয়ত্তকরণের ইতিকথা) সক্রিয় যাহাতে (যে কাগজপত্রে বা দলিলাদিতে)। ❒ দলিল-দস্তাবেজ, সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র।

নথিপত্র : ● **নথি** (সম্পত্তির আধারস্বরূপ দলিলাদি) ও পত্র (পতন থেকে ত্রাণ করে যে) থাকে যাহাতে। ❒ সূতায় গাঁথা কোনো এক বিষয়ের কাগজপত্র, তাড়া, ফাইল। ✱

নদ : ● **ন** (অনকৃত বস্তু বা বিষয়াদির) দান প্রবাহিত থাকে যাহাতে; অথবা, (গরু যেরূপ 'লদ্ লদ্' করিয়া বা 'নদ্ নদ্' করিয়া নাদে বা গোবর ত্যাগ করে, তদ্রূপ) জ্ঞানবিষয়ের শাব্দিক **নদনদ**-করণ পুঞ্জীভূত হইয়া ধারারূপে প্রবাহিত থাকে যাহাতে; কিংবা, সমাজব্যবস্থার (পর্ব্বতের) শিখর হইতে জাত হইয়া যে জ্ঞানপ্রবাহ সমগ্র জন-সাধারণের (সাগরের) মধ্যে মিশিয়া যায়; অথবা, যে জ্ঞানধারার প্রবাহ সনাতন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং মধ্যযুগের পর হইতে যাহা ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া বর্ত্তমানে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

শুষ্কপ্রায় হইয়াছে। ◻ নদীর পুরুষরূপ, জ্ঞানপ্রবাহ বলিয়া পুংবাচক সিন্ধুব্রহ্মপুত্রাদি, (সাদৃশ্যে) পর্ব্বতাদিজাত সাগরাদিমিলিত অকৃত্রিম জলপ্রবাহ। ✻

নদাল : ● **নদ**-এর আধার লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, জ্ঞানসম্পদের ধারা যাহার ভাগে জুটিয়াছে। ◻ ভাগ্যবান। ✻

নদী : ● **নদ**-এর (অনকৃত বিষয়াদির দানপ্রবাহ) গতিশীল যে আধারে; অথবা, বাহ্যসম্পদ (পণ্যসম্পদ) প্রবাহিত হয় যাহাতে (যে অকৃত্রিম ও কৃত্রিম বিলি-ব্যবস্থায়); অথবা, (সাদৃশ্যে) যে দৃশ্য-জলধারা দৃশ্য-ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয়। ◻ দেশব্যাপী বাহ্যসম্পদের প্রবাহ বা পণ্যপ্রবাহ, (সাদৃশ্যে) অষ্টসহস্রধনুঃ-পরিমিত স্ত্রীবাচক জলপ্রবাহ, গঙ্গা-যমুনাদি, জলপ্রবাহমাত্র। ✻

নদীকান্ত : ● **নদী**র **কান্ত** যে; অথবা, নদী (পণ্যপ্রবাহ, জলপ্রবাহ) যাহাকে লাভ করিবার কামনায় ছুটিয়া চলে। ◻ জনসমুদ্র, সমুদ্র।

নদীজ : ● **নদী** হইতে জাত যে; অথবা, উৎপন্নপ্রবাহ, পণ্যপ্রবাহ, জলপ্রবাহ ইত্যাদি হইতে যাহার জন্ম হইত, হয় বা হইয়া থাকে। ◻ ভীষ্ম, হিজ্জলবৃক্ষ, অর্জ্জুনবৃক্ষ, পদ্ম। ✻

নদীনালা : ● **নদী** ও **নালা** যাহাতে; অথবা, উৎপন্নাদি এবং (সাদৃশ্যে) জলাদি যাহা দিয়া বিপুল পরিমাণে প্রবাহিত হয় এবং যাহা দিয়া অল্প পরিমাণে প্রবাহিত হয়। ◻ নদী ও অতি ক্ষুদ্র নদী।

নদ্ধ : ● **ন** (নাকৃত) দান ধারিত যাহাতে; অথবা, কোনো সত্তাকে প্রয়োজন মতো নাকৃত বা মাপসই করিয়া তাহাকে আবদ্ধ করা হয় যাহাতে; অথবা, মানবদেহকে যেমন জামা পরান হয়, সেইভাবে ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রকে চামড়া পরান হয় যাহাতে। ◻ বদ্ধ, খচিত, সমাবৃত, পরিহিত, আঁটিয়া বাঁধা। ✻

নধর : ● **ন**-কে (অনকৃতকে) ধারণ করে যে; অথবা, গর্ভধারণ করিয়াছে যে (ছাগল, গরু প্রভৃতি); কিংবা, যথেষ্ট চর্ব্বি ও মাংস ধারণ করিয়াছে যে। ◻ সুডৌল, গোলগাল।

ননদ : ● **ন** (অনকৃত বা না-কৃত) **নদ** (অনকৃত প্রিয় বা অপ্রিয় বাকপ্রবাহের দান) থাকে যাহাতে; অথবা, যে নারীর কথা ফুরোয় না বা যে নারী ঈর্ষায় (বা ক্রোধে) কথা বলে না; অথবা, যে নারী প্রিয়বাক্যের বা অপ্রিয়বাক্যের ফোয়ারা ছোটায়। ◻ স্বামীর ভগিনী, ঠাকুর-ঝি।

ননদখেমি (ননদক্ষেমি) : ● / ননদ, ভ্রাতৃবধূর দোষ-অপরাধ ক্ষমা করিবেন, এই উদ্দেশ্যে ননদকে ভ্রাতৃবধূর দেয় অর্থাদি। (ব.শ.)। ◻ ননদের ক্ষমা পাওয়ার সেলামি।

ননন্দ : ● নাই **নন্দ** যাহাতে; অথবা, যাহার হাত হইতে মুক্তি (দ্র. **নন্দ**) পাওয়া যায় না। ◻ বিরক্তিকর বা কষ্টদায়িকা ননদ।

ননন্দা : ● নয় **নন্দ** (সুখী) যে স্ত্রী-আধার। / যে ভ্রাতৃজায়ায় আনন্দিত হয় না। (ব.শ.)। ◻ পতিস্বসা, ননদ।

ননী : ● **ন** (নাকরণ) সক্রিয়ভাবে অনকৃত যে আধারে; অথবা, দুগ্ধের স্বরূপকে নাকরণ করিয়া তাহার সার অনকৃত করা হয় যে আধারে (মাখনে, উদ্বৃত্তমূল্যে, ব্রহ্মরসে)। দ্র. **নবনীত**। ◻ ব্রহ্মরস, উদ্বৃত্তমূল্য, মাখন। ✻

নন্দ : ● **নন** (না-কৃতকে অনকরণ) করিয়া দেয় যে; অথবা, বদ্ধকে মুক্ত করিয়া দেয় যে; অথবা, মুক্তির (সৃষ্টির) স্বাদ বা সুখবোধ থাকে যাহাতে; কিংবা, চাঁদি গোপনকারীদের

(**চন্দ্রগুপ্তের**) আবির্ভাবের প্রাক্কালে সমাজ-**শাসক কর্ত্তৃক** নিষিদ্ধ বা আবদ্ধ পণ্যপ্রবাহকে **যিনি মুক্তি** দিয়াছিলেন; অথবা, (প্রায় ৭০০ খ্রিস্টাব্দে) কালো টাকার (নগদ-নারায়ণের কৃষ্ণরূপের) আবির্ভাবের প্রাক্কালে তাহাকে লালন করিয়াছিলেন যিনি। ❒ আনন্দ, হর্ষ, মৃদঙ্গবিশেষ, কুবেরের নিধিবিশেষ; চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতি মহারাজ নন্দ, শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা নন্দগোপ। ✻

নন্দক : ● **নন্দ** (বদ্ধকে মুক্তিদান) করে যে। ❒ নন্দয়িতা, হর্ষজনক, কুলপালক, নন্দগোপ।

নন্দদুলাল : ● **নন্দ**-এর **দুলাল** যে; অথবা, **নন্দ**গোপের **দু-লাল** বা **দুলাই**য়া লালিত সত্তা যিনি (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ)। ❒ অতিপ্রিয়, আদুরে ছেলে। (দ্র. **দুলাল**)।

নন্দন : ● **নন্দ** (বদ্ধকে মুক্তিদান) অনকৃত যাহাতে; অথবা, **নন্দ**করণ চলিতে থাকে যাহাতে বা চালায় যে; কিংবা, বংশধারা মুক্তিলাভ করিয়া চলিতে থাকে যাহাতে। ❒ আনন্দয়িতা, হর্ষক, পুত্র, প্রীণন, তোষণ।

নন্দনা : ● **নন্দন**-এর স্ত্রী-আধার যে। ❒ কন্যা।

নন্দলাল : ● **নন্দ**-এর **লাল** যে; অথবা, **নন্দ**গোপের দ্বারা লালিত যে। ❒ শ্রীকৃষ্ণ।

নন্দিগ্রাম : ● **নন্দ** (বন্ধনমুক্তি) সক্রিয় থাকে যে গ্রামে। ❒ অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরের গ্রামবিশেষ (রামচন্দ্রের বনবাসকালে ভরত এইস্থানে সিংহাসনে রামপাদুকা রাখিয়া রাজ্যপালন করেন)।

নন্দিগ্রামী : ● **নন্দিগ্রাম**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহারা (যে **বিশ্বরূপ**-এর বংশ-ধরেরা বা কারুজ পণ্য-উৎপাদকদেরা) **নন্দিগ্রামে** সক্রিয় ছিলেন; কিংবা, যাহারা বেদবাদী-সমাজতন্ত্রবাদীগণ হইতে জাত হইলেও দেবতাদের (পণ্যজীবীদের) সমর্থক ও অনুসারী ছিলেন। ❒ রাঢ়ীয় সাবর্ণগোত্র বিশ্বরূপের সন্তানগণ।

নন্দিনী : ● **নন্দন** (বন্ধনমুক্তির সুখদান সচল) রাখে যে প্রকৃতিশক্তি; অথবা, যে জনগোষ্ঠী তাহাদের পরিচালকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে; কিংবা, বশিষ্ঠ-পরিচালিত যে জনগোষ্ঠী (**কামধেনু**) মণ্ডা-মিঠাই এবং অস্ত্র সৈন্যাদি যুগপৎ প্রসব করিয়াছিল। (দ্র. **ধেনু**, **কামধেনু**)। / আনন্দিত করে যে (স্ত্রী-শক্তি)। (ব.শ.)। ❒ কন্যা, উমা, ননদ, গঙ্গা, তুলসী, সুরভিকন্যা বসিষ্ঠধেনু। ✻

নন্দী : ● **নন্দ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **নন্দ** (বন্ধনমুক্তি, মুক্তির উল্লাস, মুক্তির উপায় ইত্যাদি) থাকে যাহাতে (যে আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-সৃষ্টিশীল সত্তায় বা শিবে কিংবা তাঁহার প্রধান অনুচরে); অথবা, প্রাচীন ভারতে যাঁহারা পণ্যমুক্তির উপায় করিয়া দিতেন (গোপনে বা প্রকাশ্যে পণ্য বিক্রয় করিতেন)। ❒ হর্ষযুক্ত, আহ্লাদিত, শিব, শিবের প্রধান অনুচর ও দ্বারপাল, **বটবৃক্ষ**, নান্দীপাঠের সূত্রধার, উপাধিবিশেষ।

নন্দীগ্রাম : ● **নন্দী**র (শিবের বা শিবানুচর-দিগের) বা **নন্দী**দিগের (নন্দীপদবীধারীদের) গ্রাম।

নপুংসক : ● **ন** (নয়) পুংসক যে; অথবা, পুংসবন (পুং-বীজ নিষেক) করিতে পারে না যে; অথবা, সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না যে অবলিঙ্গ মানুষ। ❒ ক্লীব, খোজা, (ব্যঞ্জনার্থে) কাপুরুষ, ভীরু।

নব^{১} : ● **ন** (নাকৃতকে বা ঊনকে) বহন করে যে; অথবা, দশ হইতে ঊন বা এক

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

কমকে বহন করে যে; অথবা আট ও দশ এই দুই সংখ্যার মধ্যবর্ত্তী 'ফাঁক পূরণার্থে' যে সংখ্যা আনয়ন করা হইয়াছে। ❐ নবসংখ্যক, সংখ্যাবিশেষ, ৯ সংখ্যা। ✱

নব[২] : ● **ন** (অনকরণ) বাহিত যাহাতে; অথবা, পূববর্তী অবস্থান হইতে অনকৃত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থানে সদ্য উত্তীর্ণ হইয়াছে যে। ❐ অচির, অচিরজাত, সদ্যঃপক্ক ...। ✱

নবডঙ্কা : ● **নব**[২] **ডঙ্কা** (ডম ডম কারী আওয়াজ কিংবা অমুক বা তমুক লাভ করিবে ইত্যাকার অবাস্তব ঘোষণা) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে নূতন নূতন সম্ভাবনার ঢেঁঢরা পেটা হয় (প্রাপ্তি ঘটে না কিছুরই)। ❐ শূন্য, সম্পূর্ণ অভাব, ফাঁকি।

নবদ্বার : ● যাহার **নব**[১] (নয়টি) দ্বার থাকে। / যাহাতে নব ছিদ্র। (ব.শ.)। ❐ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, পায়ু, উপস্থ — এই নবচ্ছিদ্রযুক্ত।

নবনিধি : ● **নব**[১] (নয় জন) **নিধি** যাহাতে। ❐ মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল, খর্ব্ব — এই নবনিধি।

নবনী : ● **নব**[২] (নূতন) **নী**-এর (সক্রিয়ভাবে নাকৃত-অনকৃতের আধার) যে; অথবা, যে নূতন সত্তাকে সদ্য আনয়ন করা হইয়াছে। (দ্র. **নবনীত**)। ❐ ব্রহ্মারস, উদ্বৃত্তমূল্য, নবোদ্ধৃত, দুগ্ধসারভেদ, মাখন। ✱

নবনীত : ● যে **নব**[২] (নূতন সত্তা) সদ্য আনীত হইয়াছে; অথবা, দুগ্ধাদির (গো প্রভৃতির দুগ্ধ, জনগণের উৎপাদিত বাহ্য-সম্পদ, জ্ঞানচর্চাকারীদের অর্জ্জিত স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জ্ঞান ইতাদির) অকাম্য অংশকে নাকৃত করিয়া বা বর্জ্জন করিয়া কাম্য অংশকে অনকৃত করিয়া (মাখন, উদ্বৃত্ত-মূল্য, ব্রহ্মারস ইত্যাদি রূপে) সদ্য আনয়ন করা হইয়াছে যাহাতে। ❐ ব্রহ্মারস, উদ্বৃত্তমূল্য, নবোদ্ধৃত, দুগ্ধসারভেদ, মাখন। ✱

নবম : ● **নব**[১] (...ঊনদশ) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, ঊনদশ বা নব সংখ্যা সমাপ্ত যেখানে। ❐ নব সংখ্যার পূরণ।

নবশায়ক : ● **নব**[১] (নয়) প্রকার **শায়ক** যাহাতে; অথবা, যাহারা শত্রুকে 'মেরে শুইয়ে' দেয় বা দিতে পারে (**শায়ক**) তাহাদের নয়টি ভাগ যাহাতে; কিংবা, হিন্দুদের তিনটি 'উচ্চবর্ণ' (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) জাতির বিপরীতে যে অস্পৃশ্য (জল-অচল) 'নিম্নবর্ণ' জাতিগুলি বিদ্যমান, সেই দুই বর্ণের মাঝে একশ্রেণীর 'জলচল-নিম্নবর্ণ' জাতিরূপে বিদ্যমান যাহারা (উচ্চবর্ণের বিচারে যাহাদের স্পর্শে জল নষ্ট হয় না)। ❐ নববিধ শায়কতুল্য গোপাদি নব জাতি : গোপ, মালী, তেলী, তাঁতি, মোদক, বারুজ, কুলাল, কর্ম্মকার, নাপিত। ✱

নবশাক : ● নয় প্রকার **শাক** (... নিজের অন্ন নিজে উৎপাদনে শক্য) যাহাতে; অথবা, যে নয় প্রকার জনগোষ্ঠী নিজেদের ভোগ্যপণ্য নিজেরা উৎপাদন করিয়া লইতে পারিত; কিংবা, অন্য ভূস্বামীদিগের প্রতি শক্তিপ্রয়োগের জন্য ভূস্বামীগণ যাহাদের ব্যবহার করিতেন। ❐ দ্র. **নবশায়ক**।

নবশাখ : ● নয় প্রকার শাখা যাহাদের। ❐ দ্র. **নবশায়ক**। ✱

নবিশ : ● **নব**[২] ইচ্ছা করে যে। ❐ নতুন লেখক, শিক্ষার্থী কেরানী।

নবীন : ● **নব**[২] (নূতন) সক্রিয়ভাবে যাহার ভিতরে চলমান থাকে। (দ্র. **অধীন**)। ❐ নূতন, তরুণ, সদ্যঃস্ফুটিত, অচিরজাত ...।

নব্য : ● **নব**[২] থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে

নব নব ভাব প্রভৃতি থাকে। ❐ নূতন, আধুনিক, তরুণ।

নভ : ● **ন**-কে (অনকৃতকে) ভরণ-ভক্ষণ করে যে; অথবা, যাহা কিছু উদগত (উৎপাদিত, উৎক্ষিপ্ত, অঙ্কুরিত) হইয়া উপরের দিকে যায় তাহাকে ধারণ করে যে (মনোলোক বা বাহ্যলোক)। ❐ ঘটাকাশ, চিদাকাশ, আকাশ, শ্রাবণমাস।

নভঃ (নভস্) : ● **নভ**-এর (উৎক্ষিপ্ত-ধারীর) আপাত সমাপ্ত রূপ যাহাতে; কিংবা, উৎপন্নের **গন্ধ**কে গ্রহণ করে যে। ❐ ঘটাকাশ, চিদাকাশ, আকাশ, সুখস্বর্গলোক, মেঘ, বর্ষাকাল, ঘ্রাণ, নাসিকা, পিকদানী ...।

নভঃস্থল : ● **নভঃ** (ঘটাকাশ বা বাহ্য আকাশ) রূপ স্থল যে। ❐ নভোরূপ স্থান, আকাশ।

নভশ্চর : ● **নভঃ**-তে (ঘটাকাশে বা বাহ্যাকাশে) চরে যে। ❐ গগনচারী, আকাশ-বিহারী, খেচর, পক্ষী, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, গ্রহাদি, মেঘ, বায়ু। ❋

নম : ● **ন**-এর (অনকৃতের) সীমায়ন যাহাতে; অথবা, যাহাতে অনকৃত সত্তা (কাহারও সম্মুখে) নিজেকে অবনত করে বা নোয়ায়; অথবা, কাহারও মহত্ত্ব, বিরাটত্ব, গুরুত্ব ইত্যাদিকে সম্মান জানাইবার জন্য নিজেকে যথাপূর্ব্বং অনকৃত না রাখিয়া খানিকটা অবনত করা বা ঝোঁকান হয় যাহাতে; কিংবা, কাহাকেও অবনত করা হয় বা অবনত হইতে বাধ্য করা হয় যাহাতে। ❐ নমস্কার, নম্রীভাব, নমস্কার করা। ❋

নমঃ (নমস্) : ● **ন**-এর (অনকৃতের) সীমায়ন (আপাত-) সমাপ্ত যাহাতে; অথবা, অনকৃত সত্তা (কাহারও সম্মুখে) নিজেকে যত বেশি সম্ভব অবনমিত করে যাহাতে; কিংবা, সর্ব্বোচ্চ আত্মাবনমন পূর্ব্বক কাহারও মহত্ত্বকে স্বীকার করা হয় যাহাতে। ❐ নতি, প্রণাম, নমস্কার। ❋

নমঃশূদ্র : ● **নমঃ**-কৃত যে শূদ্র; অথবা, যতদূর সম্ভব ততখানি অবনমিত করা হইয়াছে যে **শূদ্র**কে। ❐ বাঙালী শূদ্রবিশেষ, চাঁড়াল। ❋

নমন : ● **নম**-করা (অবনত করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **নম**করণ ক্রিয়া চলিতে থাকে। ❐ নতি, নমস্করণ, বক্রীকরণ, নোয়ান, ঝোঁকান।

নমস্করণ : ● **নমস্** (**নমঃ**) করা (সম্ভাব্য সর্ব্বাধিক অবনত-করা) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ প্রণাম, প্রণতি।

নমস্কার : ● **নমস্করণ** হইতে জাত যাহা; অথবা, **নমস্করণ** (সম্ভাব্য সর্ব্বাধিক অবনত-করণ) কৃত যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে আর নীচু হওয়া যায় না ততখানি নীচু হইয়া সম্মান প্রদর্শন করা হয় (বা করিতে বাধ্য করা হয়) যাহাতে। ❐ প্রণাম, প্রণতি, কায়িক বাচিক মানসিক এই তিনপ্রকার নমস্কার। ❋

নমস্কৃত : ● যাহাকে **নমস্কার** করা হইয়াছে। ❐ প্রণত, পূজিত।

নমস্য : ● **নমস্** (**নমঃ**) থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি **নমস্কার** পাইবার যোগ্য; অথবা, যাহাকে **নমস্কার** করিতে পারিলে মন তৃপ্ত ও শান্ত হয়; কিংবা, যাহাকে অবশ্যই **নমস্কার** করিতে হয় (নইলে রক্ষা থাকে না)। ❐ নমস্করণ, নমস্কারার্হ, পূজ্য। ❋

নমিত : ● **নম** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **নম**করণ করা হইয়াছে; অথবা, যাহাকে নীচু হইয়া প্রণাম করা হইয়াছে; অথবা, যাহাকে নীচু হইতে বাধ্য করা বা দমিত করা হইয়াছে। ❐ নতীকৃত, প্রণমিত, বশীভূত।

নমিতা : ● **নমিত** যে স্ত্রী। ❐ বঙ্গীয় নারীর নামমাত্র।

নমুনা : ● **নম** (অনকৃতের সীমায়িত রূপ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অন (চলমান) থাকে যে আধারে; অথবা, জগতের সীমায়িত কৃত্রিম রূপসমূহের একখানি থাকে যে আধারে। ❐ প্রতিরূপ, নিদর্শন, পরিচায়ক।

নম্য : ● **নম**করণ (অবনত-করণ) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে অবনত করা দরকার বা অবনত করিতে হয় কিংবা করা যায়। ❐ নমনীয়।

নম্র : ● **নম** (অবনত হওয়া বা করা) রহে যাহাতে; অথবা, যে সহজেই অবনত হয়; অথবা, যাহাকে সহজেই অবনত করা যায়; কিংবা, অবনত হওয়াই যাহার স্বভাব। ❐ নমনশীল, বিনয়ান্বিত, প্রণত, কোমল ...।

নয় : ● (নী অ); নী-এর (ন-কারীর ও অন-কারীর আধার) থাকে (যায়) যাহাতে; অথবা, যাহা অপ্রয়োজনীয়কে বাদ দিয়া (ন-কার করিয়া বা 'না হয়' করিয়া) প্রয়োজনীয়কে নেয়, গ্রহণ করে, আনয়ন করে, সক্রিয় করে (অন-করণ করে); কিংবা, যাহাতে (বাহ্যিক বা মানসিক-ভাবে) চয়নপূর্ব্বক আনয়ন করা হয়; অথবা, নাকৃত ঊন যায় যাহাতে। ❐ নেতা (= আনয়নকারী), নীতিযুক্ত (= আনয়নযুক্ত), লয়, প্রাপণ; না হয় বা হয় না; নবসংখ্যা।

নয়ন : ● **নয়** (মানসিকভাবে আনয়ন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **নয়**করণ অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা দৃশ্য পদার্থের স্বরূপ আনয়ন করে। / যাহার দ্বারা বিষয়ে বুদ্ধি নীত হয়। (ব.শ.)। ❐ লোচন, প্রাপণ, আনয়ন, যাপন, বিনয়ন। ✱

নয়ছয়-করা : ● যাহাতে **নয়** করা (লয় করা, লওয়া, নয়ন করা বা নিয়ে নেওয়া) ও **ছয়** করা (ক্ষয় করা) হয়; অথবা, নিয়ে নেওয়া ও ভাঙাভাঙি করা হয় যাহাতে; কিংবা, নয় করা (অংশ কেটে নেওয়া) এবং **ষষ** বা ছয় করা (বাকিটা গুছাইয়া যথাস্থিতি রাখিয়া দেওয়া) হয় যাহাতে। (তু. লক্ষ্মী > লছমী) ❐ নষ্ট করা, এলোমেলো করা।

নয়নজুলি : ● রাস্তার উভয় পার্শ্বের স্থান হইতে মৃত্তিকা আনয়ন করায় বা মাটি কাটিয়া লইয়া রাস্তায় ফেলায় উভয়পার্শ্বস্থ যে স্থান **জুলি**তে পরিণত হইয়াছে। ❐ মাটি কাটায় রাস্তার পার্শ্বস্থ খাত।

নর : ● **ন** (নাকরণ-অনকরণ) রহে যাহাতে; অথবা, যে সত্তা কাহাকেও না করিতে পারে, অন করিতেও পারে; কিংবা, যাহাকে না-করা যায়, অন-করাও যায়; অথবা, যাহাকে না-করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া সে সমাজের সম্পদ-ভক্ষকে পরিণত হইয়াছে। ❐ মানুষ, পুরুষ, পুংপশু, বেকার ...। ✱

নরক : ● মানুষকে **নর**-এ (সামাজিক সম্পদভক্ষকে) পরিণত করে যে (পরিস্থিতি); অথবা, মানুষকে 'কর্ম্মহীন' বা 'বেকার'-এ পরিণত করে যে সামাজিক পরিস্থিতি। / ক্লেশ প্রাপণ করে যে; অথবা, যে স্থানে পাপভোগ হয়। (ব.শ.)। ❐ নিরয়, বিষ্ঠা, অসুরবিশেষ। ✱

নরম : ● **নর** (সামাজিক সম্পদভক্ষক) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যে মানুষ কর্ম্মহীন রোজগারহীন বেকার হইলেও আর সামাজিক সম্পদ ভক্ষণ করে না (ক্ষুধার্ত হইলেও নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে)। ❐ কোমল, শান্ত, শান্ত-স্বভাব, স্নেহার্দ্র, নিকৃষ্ট, বিকৃত।

নরম-গরম : ● **নরম** ও **গরম** (সীমায়িত গর বা গ্রাসকরণেচ্ছা) যাহাতে; অথবা, যে মানুষ কর্ম্মহীন রোজগারহীন হইলেও সামাজিক সম্পদ ভক্ষণ করে না, গ্রাস করিতেও যায় না (চোখ লাল করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে)! ▫ কড়ি-কোমল, মিঠা-কড়া, কটু-চাটু।

নরমেধ : ● যে উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে **নর**কে (সম্পদভক্ষক কর্ম্মহীন বেকারদিগকে) নিযুক্ত করা হয়; অথবা, যাহাতে (যে **নরমেধ-যজ্ঞে**) **নর**-এর শ্রমশক্তির নিষেক ঘটান হয়। /যে যজ্ঞে নরবলি হয়। (ব.শ.)। ▫ (একালের পশ্চিমবঙ্গে) রাষ্ট্র-পরিচালিত ১০০ দিনের কাজ প্রভৃতি। ✻

নরসিংহ : ● **নর** (কর্ম্মহীন সম্পদভক্ষক) গণের মধ্যে **সিংহ** (হিংসাকারী) যে। ▫ নরশ্রেষ্ঠ, রাজা।

নরুণ : ● ন (অনকৃত) নবরূপী রক্ষাকারীকে (নখকে) নাকরণ করে যে; অথবা, নখ কাটে যে (অস্ত্র)। ▫ নখহরণী, নখ কাটার অস্ত্র।

নর্ম্ম : ● (নর্‌ম্‌ম - নরকে সীমায়ন করে যে সীমায়নকারী।) কর্ম্মযজ্ঞের প্রয়োজনীয় বিষয়াদিকে নাকৃত-অনকৃত করিবার জন্য যে যে কর্ম্ম করিতে হয়, সেই কর্ম্মসমূহ পরিমাপিত যাহাতে; অথবা, নৃ-মিতি মিত যাহাতে; অর্থাৎ, দক্ষকর্ম্মীর অভিজ্ঞতার আবর্ত্তন সীমায়িত যাহাতে (যে মিথ্যা কর্ম্মাচরণে — ক্রীড়ায়, নৃত্যাদিতে); অথবা, অবসর বিনোদনকালে যাহা দ্বারা কর্ম্ম-জ্ঞানকে নানা প্রকার মিথ্যাকর্ম্মের দ্বারা নাড়াচাড়া বা মহলা দেওয়া হয়; কিংবা, কৃতির (কর্ম্মের) পাশাপাশি যে সংস্কৃতির (**নর্ম্মের**) চর্চা করা হয়। / আনন্দ প্রাপণ করে যে। (ব.শ.)। ▫ বৈদগ্ধ্য, বৈদগ্ধ্যক্রীড়িত, ক্রীড়া-কৌতুক, পরিহাস, কর্ম্মরতিক্রীড়া। (একালের ভাষায়) সংস্কৃতি, সংস্কৃতিচর্চা। ✻

নর্ম্মদা : ● **নর্ম্ম** (...সংস্কৃতি) দান করে যে; অথবা, যাহাতে সাংস্কৃতিক উৎপন্নের ধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে; অথবা, যে ধারা **গঙ্গা**ধারার পাপও স্খালন করিবার যোগ্যতা ধরে। (দ্র. **গঙ্গা**, **গোদাবরী**)। ▫ নদীর নাম, রাজা পুরুকুৎসের স্ত্রী, এক গন্ধর্বী·...। ✻

নর্ম্মদা-পরিক্রমা : মানবজাতির সাংস্কৃতিক ধারাকে (উত্তরাধিকারসূত্রে আগত কার্য্যকরী জ্ঞানসমূহকে) সার্ব্বিকভাবে পরিক্রমণ করা হয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) অতীব পুণ্যকর্ম্ম হিসাবে দক্ষিণ ভারতের নর্ম্মদা নদীকে তাহার মোহনা হইতে যাত্রা করিয়া উৎসকে বেড় দিয়া বিপরীত পাড় ধরিয়া মোহনা পর্যন্ত পরিক্রমা করা হয় যাহাতে। (দ্র. **পাদোদক-মূঢ়তা**)।

নল (নড়) : ● ন (অনকারী) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, **ন**-এর (অনকৃত ধারার) লালন-লয়ন (গড়ান-উড়ান) যাহাতে; অথবা, যাহার মাধ্যমে সচল সত্তা যাতায়াত করিতে পারে; অথবা, যে রাজা পণ্যের আমদানি-রপ্তানিকে সুরক্ষিতভাবে পথ করিয়া দেন। ▫ খাগড়া, চোঙা, ফাঁপা ডাঁটা, নিষধরাজ নলনামক নরপতি। ✻

নলচে : ● যে নল (অনকৃত-ধারা লালন-কারী) দিশাগ্রস্তভাবে চয়নকার্য্য করে; অথবা, যে **নল**-এর দ্বারা বিশেষ দিকে চয়ন করিয়া ধারারূপে আনয়ন করা হয়। ▫ কণ্ঠনালী, গলা, (সাদৃশ্যে) হুঁকার খোলে লগ্ন নলের মতো দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড।

নলিকা : ● নল-কে সক্রিয় করে যে। ▫ নলাকার অস্ত্র-বিশেষ, ছোট নল ...।

নলিচা : ● **নল**-কে সক্রিয় করিয়া চয়ন করে যে। ▫ কণ্ঠনালী, গলা, (সাদৃশ্যে) হুঁকার খোলে লগ্ন নলের মতো দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড।

নলিন : ● **নল** (অনকৃত-ধারা লালনকারী) সক্রিয়ভাবে না-কৃত যাহাতে; অথবা, যে **নল** কোথাও বা কাহারও পিছনে কিংবা ভিতরে গিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে; কিংবা, যে **নল**-এর শেষে নল থাকে না, পদ্ম থাকে। /যে সৌরভ বন্ধ করে। (ব.শ.)। ▫ নলসহ-পদ্ম, পিঁয়াজকলির ন্যায় ফাঁপা তৃণাদি ...।

নলি : ● **নল** সক্রিয় যাহাতে। ▫ কণ্ঠনালী, ছোট নল, তাঁতীর সূতা জড়াইবার ছোট কঞ্চির নল। *

নলিনী : ● **নলিন**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা **নলিন** থাকে যাহাতে; অথবা, জল (জনসাধারণ) হইতে উত্থিত হয় বহু-পাপড়িবান পদ্ম (বহুপদ-সমন্বিত শাসক-গোষ্ঠী) থাকে যাহাতে। ▫ পদ্মযুক্ত দেশ (শাসকগোষ্ঠী যুক্ত জনগণের দেশ), (সাধর্ম্যে) পদ্মিনী, পদ্মঝাড়, কমলাকর, নারিকেল, নারিকেলাসব, পদ্মসমূহ। *

নশ : ● **ন** (না-কৃত বা অনকৃত) শক্তি (তেজ, আলো ইত্যাদি) বিচ্ছুরণ যাহাতে। ▫ নাশ, ক্ষয়, মরণ, অদর্শন।

নশ্বর : ● **নশ**-কে (অনকৃতের শক্তিবিচ্ছুরণ-কে) বরণ করে যে; অথবা, তেজ বিচ্ছুরণ করিয়া করিয়া নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায় যাহারা, তাহাদের বরণ করে যে। ▫ নাশ-শীল, অবশ্যবিনাশী, নাশক, ভীষণ, মর। *

নষ্ট : ● **নশ** (অনকৃতের শক্তিবিচ্ছুরণ) তারিত বা টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে অনকারী সত্তা তাহার সমস্ত তেজ ত্যাগ করিয়া দিয়াছে। ▫ নাশপ্রাপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, মৃত, তিরোভাব।

নষ্টচন্দ্র : ● **নষ্ট** (সম্পূর্ণ তেজহীন) হইয়াছে যে **চন্দ্র**। ▫ দুষ্ট চন্দ্র, ভাদ্রের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীতে উদিত চন্দ্র। *

নষ্টচেতন : ● **নষ্ট** (নাশপ্রাপ্ত) **চেতনা** যাহার। ▫ চেতনাহীন, অচেতন, মূর্চ্ছিত।

নষ্টামি : ● **নষ্ট**-এর (নাশপ্রাপ্তের) আধার সক্রিয় সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহা কোনো সত্তাকে সক্রিয়ভাবে **নষ্ট** করিয়া তাহাকে তাহার কেন্দ্রের দিকে সীমিত বা সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। ▫ দুষ্টামি, শঠতা।

নষ্টি : ● **নষ্ট** (নাশপ্রাপ্ত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, স্বভাবনষ্ট সত্তা সক্রিয় যাহাতে। ▫ নাশ।

নস : ● **ন** (নাকৃত ও অনকৃত) বিসর্জ্জন যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে শ্বাসাদি অন্তর্নিহিত ও বিসর্জ্জিত হয়; অথবা, যাহা দ্বারা দেহমাত্রের (জীবদেহ, মানবদেহ, সমাজদেহ প্রভৃতির) শ্বাস গ্রহণ-বর্জ্জন কার্য্য চলে। ▫ স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক সমগ্র শ্বাসযন্ত্র।

নস্ত : ● **নস** (গ্রাহকবর্জ্জক) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (শ্বাসাদি) গ্রহণ-বর্জ্জনের কার্য্য হইয়া থাকে। ▫ শ্বাসনালী।

নস্তিত : ● **নস্ত**-কে (**নস**-তারককে) সক্রিয়-ভাবে তারিত করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **নস্ত**কে (শ্বাসনালীকে) ছিদ্রান্বিত করা হয়; অথবা, যাহা দ্বারা সত্তার আমিত্ববোধকে (স্বকে বা স্বত্বকে, আত্মাকে, মালিকানাকে) আবদ্ধ করা হয়। ▫ নাকফোঁড়া।

নস্য : ● **নস** (গ্রহণবর্জ্জনকারী) স্বাভাবিক বা ঠিকঠাক থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা মানবদেহের গ্রাহকবর্জ্জক সত্তাকে বা শ্বাস-নালীকে অবাধ বা 'চাঙ্গা' রাখা হয়। ▫ নাসি-কাহিত, নাসিকাভব, নাসিকাহিতকর চূর্ণ।

নহা : ● **ন** (নাকৃত) হওয়ন যাহাতে (যে

আধারে)। ⊓ নহি, নই, নহু, নহিলে, নইলে।

নহুষ : ● ন-কে (অনকৃত সত্তাকে) **হুষ** (উদ্‌লোকে দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত) করে যে; অথবা, যিনি (উদ্বৃত্ত) উৎপন্নকে এক-দিশায় বিলি করিয়া দিতেন। ⊓ চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ। ✱

না : ● ন-এর (নাকৃতের) আধার যে। ⊓ নিষেধ, ক্রিয়ান্বিত না।

নাই[১] : ● না (ক্রিয়ান্বিত না) সক্রিয় যাহাতে। ▫ না-আছে, অবিদ্যমান, অভাবার্থক ক্রিয়া, থাকে না, নেই।

নাই[২] : ● না (নাকৃত বা অনকৃতের আধার) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, অনকৃতের আধার সক্রিয় যাহাতে (যে লালনে); অথবা, নাকৃতের আধার সক্রিয় যাহাতে (যে নাভিতে বা নাড়ীতে, নাপিতে, কিংবা, **নাওয়ায়**)। ▫ লাই (লালন), নাভি, নাড়ী, নাপিত, স্নান করি।

নাইয়র : ● **নাই**-এর (নাড়ীর) টানে (বাপের বাড়ীতে) যাওয়া রহে যাহাতে; অথবা, **নাইয়ার** সহিত (মাঝির নায়ে চড়িয়া নদীর) ওপারে (বাপের বাড়ীতে) যাওয়া হয় যাহাতে। ⊓ বিবাহিত নারীর বাপের বাড়ী যাওয়া।

নাইয়া : ● নদীতে **নাব** করিয়া বা নাবিয়া যায় (নাইয়া যায়) যে (নৌচালক)। ⊓ নাবিক, মাঝি।

নাওয়া : ● **নাবন** করা হয় যাহাতে; অথবা, জলে **নাব** করিয়া বা নাবিয়া ডুবিয়া আসা হয় যাহাতে। (দ্র. **খাওয়া, গাওয়া, চাওয়া, যাওয়া**)। ▫ স্নান করা।

নাং (নাঙ্) : ● যে রহস্যরূপে না-করণ আছে (তাহাতেই গমন করে যে)।⊓ নিষিদ্ধ-নারীতে গমনকারী, উপপতি, জার।

নাক : ● **নক** (অনকৃত কারক) হইতে জাত যে; অথবা, সক্রিয় কারীর কৃতকর্ম্ম হইতে জাত যে; অথবা, যাহা মানুষের কর্ম্মফল রূপে জাত হয় এবং যাহাতে মালিকানার গুণ বা **গন্ধ**গুণ থাকে; কিংবা, যাহার ভিতরে মানুষের মেধা-শ্রমের নিজস্বতা বা স্ব রক্ষিত (স্বর) থাকে বলিয়া সেই স্বরগুলি লইয়া স্বর্গলোক (মালিকানার সুখস্বর্গলোক) গড়িয়া উঠে; অথবা, যাহা লইয়া (যে মালিকানার বোধ লইয়া) মানুষ গর্ব্ববোধ (নাক) করে; কিংবা, দৈহিক গন্ধগ্রাহকের ন্যায় (দেহের নাকের ন্যায়) যে মালিকানাবোধ হইতে ক্রমে ক্রমে মানুষের মানসিক **গন্ধ**গ্রাহক (মনের নাক) বিকশিত হইয়া উঠে; অতএব, যাহা দ্বারা মানুষ উৎপাদিত বস্তুর অদৃশ্য মালিকানার **গন্ধ** এবং বাহ্যিক বস্তুর বাহ্যগন্ধ টের পায়। ... / ন অক (দুঃখ) যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ সহায়-সম্পদ-শক্তি-ইজ্জৎ, স্বর্গ, দ্যুলোক, আকাশ, নাসিকা। (**'নাকেতে** নির্জ্জরগণ করে হাহাকার।' ব.শ.)। ✱

নাক উঁচান : ● (মানসিক) **নাক** (বা নিজের আভিজাত্য, ইজ্জৎ বা সম্পদ-সম্মানাদিকে) উঁচু করিয়া অন্যদের অবজ্ঞা করা হয় যাহাতে। ▫ অবজ্ঞা প্রদর্শন করা, উন্নাসিক ভাব প্রকাশ করা।

নাক-উঁচু : ● অন্যদের মান-ইজ্জতের তুলনায় নিজের মান-ইজ্জৎ আভিজাত্য বা মানসিক **নাক** উঁচু করিয়া রাখা হয় যাহাতে। ▫ অন্য বস্তু বা ব্যক্তিকে গ্রাহ্যে না আনা।

নাক-করা : ● নিজের মানসিক **নাক** (আভিজাত্য, মান-ইজ্জৎ সহায়-সম্পদ প্রভৃতি) লইয়া গর্ব্ব প্রকাশ করা হয় যাহাতে। ⊓ গর্ব্ব করা।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

নাক-কাটা : ● মানসিক **নাক** (মান-ইজ্জৎ) কাটা যায় যাহাতে; অথবা, যাহাতে কাটা যায় ইজ্জৎ, বলা হয় কাটা গিয়াছে তার নাক, লোকে দৈহিক নাকটা অক্ষতই দেখে, কিন্তু বুঝিয়া যায় ঠিক কী কাটা গিয়াছে। ⊓ বেহায়া, নির্লজ্জ। (দ্র. **গাত্রদাহ**)।

নাক-গলান : ● গলান হয় মানসিক **নাক**, বলা হয় যেন দৃশ্য নাকটাই গলান হচ্ছে, কিন্তু সে নাক তো কোথাও গলানই যায় না; লোকে বুঝিয়া যায় কোন নাক গলানর কথা বলা হচ্ছে। ⊓ অনধিকার চর্চা করা, পরের কাজে হস্তক্ষেপ করা।

নাক-ঝামটা : ● মানসিক **নাক** (আভিজাত্য) ঝামটান হয় যাহাতে। ⊓ তিরস্কার।

নাকাল : ● (মনের) **নাক** (সম্পদ-ইজ্জৎ) আল (এলিয়ে পড়ে, হাঁফিয়ে যায় বা এলে যায়) যাহাতে। ⊓ ক্লান্ত, হয়রান, বিব্রত, নিগৃহীত, জব্দ, ধকল।

নাকী (নাকী-কান্না) : ● **নাক**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, গৌরবধারীই (নাকই) যখন অগৌরবের বা দুঃখের প্রকাশ ঘটায় বা কাঁদে; অথবা, **নাক**-এ কাঁদে বলিয়া যে কান্নার সত্যতায় বিশ্বাস করে না কেউই। ⊓ স্বর্গের কান্না, ধনীর ধনাভাবের দুঃখ, খোনা সুরে কাঁদা, মায়াকান্না, কৃত্রিম ক্রন্দন।

না-খিরাজ (নাখেরাজ, লাখিরাজ বা লাখেরাজ জমি) : (-আ-) ● রাজা যে (জমির ফসল হইতে) **খি** (রাজস্ব) গ্রহণ করেন না; অথবা, যে জমির ফসলে রাজা **খি** মারেন না বা হস্তক্ষেপ করেন না।

নাগ : ● **নগ** (সমাজখণ্ড বা রাষ্ট্রশক্তি) হইতে জাত; অথবা, প্রাচীন ভারতে সরকারী ক্ষমতা হইতে যে নাগরিকেরা জন্মলাভ করিয়াছিল; কিংবা, **না** (অনকৃত) গমন যাহার। /পর্ব্বতে স্থিত বা জাত। (ব.শ.)। ⊓ হস্তী (ক্ষমতাবান আমলা), হস্তীসম্বন্ধী, সর্প (সমাজের দুধসর পালক আদিধনী), অনন্ত-কর্কোটক ইত্যাদি, করণবিশেষ, অশ্লেষানক্ষত্র, কায়স্থ ও বারুজির উপাধি। *

নাগপঞ্চমী : ● যে পঞ্চমী তিথিতে **নাগ**-দেবীর (মনসার) পূজা হয়। ⊓ মনসাপূজার তিথি, নাগপ্রিয় আষাঢ়-কৃষ্ণপঞ্চমী।

নাগপাশ : ● **নাগ**-এর **পাশ** (বন্ধনসাধন) রূপ অস্ত্র; অথবা, যে আইনের বন্ধন দিয়া সামাজিক **নাগ** বা **সর্প**গণ সাধারণ প্রজাকে বাঁধে। ⊓ বন্ধকী চুক্তি প্রভৃতি, / (সাদৃশ্যে) সাপের আড়াই পেঁচ, বরুণের পাশাস্ত্র।

নাগপাশ : ● **নাগ**-এর **পাশ** যাহাতে; অথবা, যে **পাশ** (বন্ধনসাধন) দ্বারা **নাগ**গণ অন্য সত্তাদিগকে বন্ধন করে। ⊓ সর্পের সার্দ্ধদ্বয় আবর্ত্তন (আড়াই পেঁচ), বরুণের পাশাস্ত্র। *

নাগপুর : ● (ভারতবর্ষের) যে স্থানে **নাগ**গণ বা **হস্তী**গণ থাকিতেন। (দ্র. **নাগ**)। / নাগের বাসস্থান (যেখানে)। (ব.শ.)। ⊓ নাগ নামে পুর, হস্তিনাপুর। *

নাগর : ● **নগর** হইতে জাত; অথবা, যে মানবসত্তা **নগর**-এ থাকে; কিংবা, যে মানবসত্তার স্বভাবে **নাগ**-এর স্বভাব থাকে। ⊓ নগরভব, নগরসম্বন্ধী, বিদগ্ধ, শিষ্ট, চতুর, পৌরজন, রসিক, নায়ক, বিলাসী।

নাগরা : ● **নগর**-এর অধিবাসীরা যে জুতা পরিতেন। ⊓ দেশী জুতাবিশেষ।

নাগরিক : ● **নাগর**-স্বভাবকে সক্রিয় করে যে; অথবা, **নগর**-এর সমাজব্যবস্থার সভ্য যে। ⊓ নগরভব, সভ্য, বিদগ্ধ, পৌর। *

নাগলোক : ● **নাগ**গণের লোক; অথবা, যে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় **শব্দার্থকোষ**। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

(মানস বা বাহ্য) লোকে **নাগগণ** থাকেন। ⊓ নাগভুবন, পাতাল। ✱

নাগা : ● না-কৃত গা যাহার; অথবা, যাহার গা বিবস্ত্র বা ফাঁকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অথবা, শ্রমিকের যে দিন ফাঁকা (নাগা) গিয়াছে, কাজে উপস্থিত হইতে পারে নাই। ⊓ শৈব নগ্ন সন্ন্যাসিবিশেষ, আসামের পাহাড়িয়া জাতিবিশেষ, অনুপস্থিতি। ✱

নাগাল : ● **নাগ**-এর (অনকৃত গমনকারীর) লালন যাহাতে; অথবা, যাহাতে আগ বাড়াইয়া অন্য পক্ষের স্পর্শ পাওয়া যায়। ⊓ সংস্পর্শ, নৈকট্য, লগ্নতা, লাগা।

নাঙ্গ (নাং) : ● নাই গমন যে রহস্যরূপে; যে নারীতে গমন নাই বা গমন করা উচিত নয় তাহাতে গমন করে যে (পুরুষ)। ⊓ পরদারগামী, পরপুরুষগামিনী, জার।

নাঙ্গা : ● নাই কিছুই অঙ্গে যাহার। ⊓ বিবস্ত্র, উলঙ্গ, নেংটা।

নাচ : ● **নচ** (ন বা সম্পদ চয়িত যাহাতে) হইতে জাত; অথবা, সম্পদচয়ন কর্ম্ম হইতে বা কর্ম্মযজ্ঞ হইতে যাহার জন্ম হয়; অথবা, কর্ম্ম হইতে জাত **নর্ম্ম**-এর অঙ্গ যে। (দ্র. **ক্রীড়া, খেলা**)। ⊓ নৃত্য, নৃত্যবৎ পশুর বা পক্ষীর অঙ্গভঙ্গি। ✱

নাচন : ● **নাচ** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ নৃত্যাদি, নাচানাচি।

নাচন-কোদন : ● **নাচন** ও **কোদন** (কুর্দ্দ অন) যাহাতে। ⊓ নাচানাচি ও লাফালাফি।

নাছোড়বান্দা : ● যে **বান্দা** (বন্দনাকারী সেবক) সঙ্গ ছাড়ে না। ⊓ নির্ব্বন্ধশীল, জেদী।

নাট : ● **নট** (অনকৃত টঙ্কারী) হইতে জাত; অথবা, **নটকরণ** (দৈহিক ও মানসিক নাচানাচি করণ) করিলে যাহা হয়; কিংবা, মানসিক ব্যাপারকে বাচিক শব্দাদির দ্বারা ও দৈহিক অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতির দ্বারা প্রকাশ করা থাকে যাহাতে। ⊓ নৃত্য, কর্ণাটক দেশ, লীলা, অভিনয়, রঙ্গ, কৌতুক। ✱

নাটক : ● **নাটকরণ** করা হয় যাহাতে; অথবা, **নাট**-কৃত যাহাতে। ⊓ অভিনেয় দৃশ্যকাব্য, নর্ত্তক, অভিনেতা, নাটাই। ✱

নাটকী : ● **নাটক**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ ইন্দ্রসভা, নর্ত্তকী।

নাটকীয় : ● **নাটকী** যায় যাহাতে; অথবা, **নাটক**-এর সক্রিয় আধার থাকে যাহাতে। ⊓ নাটকসম্বন্ধী, নাটকে বর্ণনীয়।

নাটমন্দির : ● **নাট**-এর মন্দির; অথবা, যে মণ্ডপে বা গৃহে **নটগণ** নানা প্রকার **নাটকরণ** করেন বা **নাট্যাদি** প্রদর্শন করেন। ⊓ নৃত্যগীতোৎসবের মণ্ডপ, থিয়েটার হল। ✱

নাটি : ● **নাট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **নাট** (দৈহিক ও মানসিক নাচানাচির টঙ্কার) সক্রিয় থাকে; অথবা, মানসিক ব্যাপারকে বাচিক শব্দাদি ও দৈহিক অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতির দ্বারা সক্রিয়ভাবে প্রকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ থাকে যাহাতে। ⊓ **খুঁটিনাটি**। ✱

নাটিকা : ● **নাটি** কৃত যাহাতে; অথবা, ক্ষুদ্র **নাটক** থাকে যাহাতে। ⊓ উপরূপকবিশেষ। ✱

নাটের গুরু : ● **নাটকরণ** (মানসিক ব্যাপারকে বাচিক শব্দাদি ও দৈহিক অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতির দ্বারা প্রকাশকরণ) বিষয়ে শিক্ষা দেন যিনি; অথবা, সমগ্র কাণ্ডের মূল বুদ্ধিদাতা যে। ⊓ অভিনয়ের আচার্য্য, প্ররোচক, অনিষ্টের মূল। ✱

নাট্য : ● **নাট** (দৈহিক ও মানসিক নাচানাচির টঙ্কার) থাকে যাহাতে; অথবা, মানসিক বক্তব্যকে বাচিক শব্দাদির দ্বারা ও দৈহিক

অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতির দ্বারা প্রকাশের কাজ থাকে যে কর্ম্মকাণ্ডে। ⊓ নটকর্ম্ম, নৃত্যগীতবাদ্য, অভিনেয় দৃশ্যকাব্য, নাটক ...। *

নাড় : ● **নড়**[১] হইতে জাত; অথবা, **নড়**করণ করা হয় যাহাতে। ⊓ স্থানান্তরে লওয়া, নড় বা নল দ্বারা অন্যত্র লওয়া, স্থানান্তরে রোপণ করা, অপসারণ, নলতৃণ। *

নাড়া : ● **নাড়**-এর আধার যে; অথবা, **নাড়**করণ থাকে যাহাতে (যে আচরণে); অথবা, ধানের 'পাকা-শস্যক্ষেতের' ধানগাছ-সমূহ কাটিয়া লইলে **নাড়**-এর (নলতৃণের) ন্যায় তাহার যে ত্যক্ত গোড়া জমিতে থাকিয়া যায়; কিংবা, গাছের উপরের পাতাসমূহ ঝরিয়া গেলে বা পণ্ডিতের মস্তিষ্কের 'পাকা-শস্যক্ষেত' কাটিয়া লইলে যাহা থাকিয়া যায়। ⊓ অপসারণ, স্থানান্তরণ, নাড়ান, ধানগাছের নাড়া, পত্রশূন্য বৃক্ষ, মুণ্ডিতমস্তক, নেড়া, বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষ। *

নাড়া-বাঁধা : ● **নাড়া** বা টিকি বাঁধা হয় যাহাতে; অথবা, নিজের উপর অধিকার স্বেচ্ছায় অন্যের হাতের মুঠোয় ধরাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ⊓ শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, শিষ্যত্বগ্রহণ অনুষ্ঠান, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ইত্যাদিতে গুরু কর্ত্তৃক শিষ্যকে শিষ্যরূপে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুষ্ঠান, আনুগত্য স্বীকার।

নাড়ি : ● (**নড়**[২] হইতে জাত) **নাড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহার ভিতর দিয়া স্রোতাদি সক্রিয়ভাবে প্রবাহিত হয়; অথবা, যাহার ভিতর দিয়া দেহের নানাপ্রকার প্রবাহ যাতায়াত করে। ⊓ শিরা, নাল, ধান্য-যবাদির নাল, প্রণালী ...। *

নাড়িনক্ষত্র : ● **নাড়ি**র নক্ষত্র; অথবা, শরীরের **নাড়ি**গুলি শরীরের যে যে ক্ষেত্রে বিস্তারিত হইয়া আছে; অথবা, (মানবশরীরের, সমাজশরীরের, জগৎশরীরের) যে **নাড়ি** দ্বারা প্রবাহিত স্রোতাদি (যথাক্রমে তাহাদের) যে যে **নক্ষত্রে** (অনকৃত ক্ষেত্রে) যায়। ⊓ ষড় নাড়ীচক্রে ও নবনাড়ীচক্রে স্থিত নক্ষত্র, লোকের জন্মনক্ষত্র এবং জন্ম হইতে দশম ষোড়শ অষ্টাদশ ত্রয়োবিংশ ও পঞ্চবিংশ নক্ষত্র, জন্মনক্ষত্র। *

নাড়িনক্ষত্র-জানা : ● শরীরে প্রবাহিত নল-গুলি ও তাহাদের মাধ্যমে প্রবাহিত স্রোতাদি যে যে ক্ষেত্রে যায় সেই ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে জানা যায় যাহাতে; অথবা, শরীরের বিষয়ে সার্ব্বিকভাবে জানা যায় যাহাতে; (ব্যঞ্জনার্থে) যে কোনো বিষয়ের সকল অংশ জানা যায় যাহাতে। ⊓ আমূল সর্ব্ববৃত্তান্ত সবিশেষ জানা।

নাড়ী : ● **নাড়ি**র আধার যে; অথবা, যে স্থানে **নাড়ি**র কর্ম্মকাণ্ডের স্পন্দন ধরা দেয় বা স্পন্দনের সাড়া থাকে; অথবা, যাহা টিপিয়া (যেখানে হাত দিয়া **নাড়ি**র স্পন্দন অধ্যয়ন করিয়া) শরীরের **নাড়িনক্ষত্র**-ব্যবস্থার মাধ্যমে চলা সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের খবরাখবর সংগ্রহ করা যায় (কবিরাজেরা যাহা করিতেন। একালের অধিকাংশ চিকিৎসকের সেই যোগ্যতা নাই বলিয়া তাঁহারা বহু প্রকার 'টেস্ট-রিপোর্ট'-এর উপর নির্ভর করেন); কিংবা, (ব্যঞ্জনার্থে) যাহা টিপিয়া মূল সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। ⊓ হাত পায়ের স্পন্দনক্ষেত্র, হাতের বা পায়ের নাড়ী, সংবাদের মূলকেন্দ্র। *

নাত : ● **নত** (অনকৃতের তারণ) হইতে জাত যে; অথবা, যে সত্তা জাত হইয়া পরম্পরায় সমুখপানে চলিয়াছে।

নাতবউ : ● **নাত** (...পরম্পরায় কন্যার পুত্র) সম্বন্ধে যুক্ত সত্তার (নাতির) যে বউ। ⊓

নাতির বউ।

নাতা : ● **নাত**-এর (...পরম্পরার) আধার যে; অথবা, অনকৃতের তারণ থাকে যাহাতে (যে আত্মীয়তার **সম্বন্ধে**); কিংবা, আত্মীয়-তার সম্বন্ধ দূরতর বলিয়া মূল পরিবারের শক্তি যাহাতে সক্রিয় হইতে পারে না। ❒ দূর সম্বন্ধ, দূরের আত্মীয়তা, অক্ষমতা। দ্র. **ছুতানাতা**।

নাতান : ● **নাতা** (...পরম্পরার দূরত্ব) অনকৃত যাহাতে; অথবা, মূল-এর শক্তি সম্বন্ধের যে দূরত্বে পৌঁছাইতে পারে না। ❒ অক্ষমতা, নেতাইয়া পড়া।

নাতি : ● **নত**-জাত (নাতার সম্পর্ক) সক্রিয় যাহাতে। ❒ কন্যার পুত্র, দৌহিত্র। ✱

নাতি-পুতি : ● **নাতি** ও **পুতি** (পুত সক্রিয়) যাহাতে; অথবা, নাতা বা লতার সম্পর্ক যাহার সহিত এবং পুতা বা পাতার সম্পর্ক যাহার সহিত। ❒ দৌহিত্র ও পৌত্র, কন্যার পুত্র ও পুত্রের পুত্র। ✱

নাতিনী : ● **নাতি** অন থাকে যে সক্রিয় আধারে। ❒ দৌহিত্রী, কন্যার কন্যা। ✱

নাথ : ● **নথ** (অধিকারের গৌরব বা নিদর্শন) হইতে জাত; অথবা, অধিকারের নিদর্শন (চিহ্ন-প্রমাণাদি বা রজ্জু) থাকে যাহাতে (যাহার হাতে); অথবা, সম্পদাদির (জ্ঞানসম্পদ, ধনসম্পদ, বাহ্যসম্পদ প্রভৃতির) অধিকারী যে। / যাহা উপতপ্ত করে। (ব.শ.)। ❒ প্রভু, পতি, পালক, গোরক্ষ**নাথ**, মীন**নাথা**দি প্রবর্তিত উপাসক সম্প্রদায়, উপাধিবিশেষ। ✱

নাথবান : ● **নাথ** (শাসনরজ্জুধারী) বাহিত হইয়া অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি **নাথ**কে বহন করেন। ❒ সনাথ, পরাধীন, রক্ষকবান, প্রভুবিশিষ্ট, ঐশ্বর্য্যবান।

নাথহরি : ● **নথ**-হরণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **নাকে** ছিদ্র করিয়া (বাহ্যিক) **নথ** পরাইয়া যাহার (মানসিক) **নথ** (স্বাধিকারের ও স্বাধিকৃতের গৌরব) হরণ করা হইয়াছে। / যে পশুর নাক ফুঁড়িয়া রজ্জুবদ্ধ করা হয়। (ছা.অ.)। ❒ নাকফোঁড়া পশু, নথধারিণী রমণী (স্মর্তব্য : বিধবা **নথ** পরিতে পারেন না)।

নাথিত : ● **নাথ** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **নাথ**করণ করা হইয়াছে। ❒ প্রার্থিত, যাচিত।

নাদ : ● **নদ** হইতে জাত; অথবা, **নদ** নিঃসারিত যাহাতে; অথবা, শাব্দিক **নদ**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, অনকৃত অর্থধারী রহস্যময় আওয়াজের বা শব্দের দান থাকে যাহাতে; (সাদৃশ্যে) **নদ্‌নদ্** করিয়া পতিত গরু ঘোড়া প্রভৃতির মল থাকে যাহাতে। ❒ শব্দ, ধ্বনি, গর্জ্জন, সিংহ**নাদ**, হুঙ্কার ... গরু প্রভৃতির নাদা। ✱

নাদবৎ : ● **নাদ** (রহস্যময় শব্দ) বাহকের তারণ যাহাতে। ❒ **অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সানুনাসিক** বর্ণ ( )।

নাদা : ● **নাদ**-এর (নিঃসারিত **নদ**-এর) আধার যে; অথবা, যাহাতে **নাদ** থাকে; কিংবা, যাহা দ্বারা **নাদ**করণ করা যায় (অনেকখানি **নদ** একসঙ্গে রাখা বা ফেলা যায়)। ❒ গোবরের ক্ষুদ্র স্তূপ, বড় মৃৎপাত্র-বিশেষ, বাহনাদিতে (গরুগাড়ী প্রভৃতিতে) মাল বোঝাই করা (মাল লেদে দেওয়া, লদলদ বা নদনদ করে লাদা, load করা)।

নাদাপেটা : ● **নাদা**র (বড় মৃৎপাত্রের) ন্যায় পেট যাহার। ❒ **নাদা**র মত স্থূলোদর।

নাদি : ● **নাদ** (নিঃসারিত **নদ**) সক্রিয় যাহাতে (যে ন্যূন আধারে); অথবা, যে রূপে

নাদ-করণ সক্রিয় থাকে। ▫ ছাগলাদির ক্ষুদ্র মলপিণ্ড।

নাদী : ● **নাদ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে কমবেশি উচ্চস্বরে শাব্দিক **নাদ**করণ করে। ▫ শব্দকারী, গর্জ্জনকারী, নাদবান, উচ্চনাদী।

নানা : ● না-কৃত বিষয় ও বস্তুসমূহ থাকে যাহাতে; অথবা, ইহা না, উহা না, তাহা না ... ইত্যাকার না-কৃত বিষয় ও বস্তুসমূহ যাহাতে। ▫ পৃথক, ভিন্ন, অনেক, নানা-জাতীয়। *

নানান : ● **নানা** (না না না ... করণ) অন (চলমান) যাহাতে। ▫ নানা, বহুপ্রকার। *

নান্দ : ● **নন্দ** (বন্ধনমুক্তি) হইতে জাত; অথবা, (বাহ্যিক, মানসিক, সামাজিক ... বন্ধন বা বদ্ধতা হইতে) মুক্তির আনন্দ যাহাতে; কিংবা, আবদ্ধ অবস্থান হইতে মুক্ত হইয়া অভ্যুদয় ঘটে যাহার বা বৃদ্ধিলাভ করে যে।

নান্দী : ● **নান্দ**-এর (মুক্তির আনন্দের ও নবরূপে বৃদ্ধিলাভের) সক্রিয় আধার যে; কিংবা, মুক্তির আনন্দময় **জন্যে**র (সন্তান, উৎপন্ন, পণ্য প্রভৃতির) অভ্যুদয়ের সহায়তা ও জয়গান করে যে। / দেবতারা যাহাতে আনন্দ লাভ করেন; অথবা, নাটকারম্ভে বিঘ্ন শান্তির নিমিত্ত দেবদ্বিজ-নৃপাদির আশীর্বচন-যুক্ত স্তুতিশ্লোক যাহাতে। (বঁশ.)। ▫ বৃদ্ধি, আশীর্ব্বাদ, সমৃদ্ধি, মঙ্গল্যবস্তু, অভ্যুদয়। *

নান্দীকার : ● **নান্দী** (বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত দেব ব্রাহ্মণ ও রাজার স্তুতি) করে যে; অথবা, **নান্দী** (সাম্যবাদীগণের অভ্যুদয়ের জয়গান) করে যে বা করিত যে (?)। ▫ বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে কলিকাতা শহরের একটি বিখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী।

নান্দীমুখ : ● **নান্দী** (আনন্দজনক বৃদ্ধিমূলক) বচন বা মুখ যাহার; অথবা, (বংশবৃদ্ধিমূলক) বিবাহাদি কার্য্যে অনুষ্ঠেয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ (শ্রদ্ধাসহ দান) থাকে যাহাতে। / বৃদ্ধির মুখ। (ব.শ.)। ▫ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, সমৃদ্ধিসাধন বিবাহাদি, তর্পণশ্রাদ্ধভাগী এই তিন পূর্ব্বপুরুষ। *

নান্দীমুখী : ● **নান্দীমুখ**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ নান্দীশ্রাদ্ধ-ভাগিনী মাতৃ-প্রভৃতি।

নাপিত : ● **ন** (নাকৃত) আপ্ত যে; অথবা, আপন বলিয়া অন্তর্ভুক্তি নেই যাহাতে। ▫ সঙ্কীর্ণজাতি **নবশায়ক**বিশেষ। *

নাব : দ্র. **নাম**[২]।

নাবালক : ● **না** (অনকৃত) বালক যে; অথবা, যে বালকে বালকত্ব অনকৃত বা চলমান আছে। ▫ অপ্রাপ্তবয়স্ক।

নাবিক : ● **নাব** (অনকৃতের আধারকে বহন) সক্রিয় করা হয় যাহাতে বা করে যে; অথবা, নৌকা বায়ন করে যে বা বায় যে। / নৌশুল্কাধিকারে নিযুক্ত যে; অথবা, যে নৌকা দ্বারা উত্তীর্ণ হয়। (ব.শ.)। যে নৌকা চালায়। (ছা.অ.)। ▫ নৌযাত্রিক, কর্ণধার।

নাবী : দ্র. **নামী**।

নাব্য[১] : ● **না** (লা, নৌকা) বাওয়া যায় যাহাতে; অথবা, **নাব** (নেবে বা নেমে যাওয়া) থাকে যাহাতে। ▫ নৌকা জাহাজ ইত্যাদি চালানর পক্ষে যোগ্য বা অনুকূল, নিম্নগামী।

নাব্য[২] : ● **নাব** (নব হইতে জাত) থাকে যাহাতে; অথবা, নবত্ব বা নূতনত্ব থাকে যাহাতে। ▫ নবভাব, নূতনত্ব।

নাভ : ● **নভ** (উদগতধারী) হইতে জাত যে। ▫ **পদ্মনাভ**, **উর্ণনাভ**।

নাভি : ● **নাভ** (উদগতধারী-জাত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে কেন্দ্রে সমগ্র দেহ (জীবদেহ, সমাজদেহ প্রভৃতি) ধারিত থাকে;

কিংবা, উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ বা তাহার পরিচালক যিনি। / বন্ধন করে যে। (ব.শ.)। ▢ উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ ('যজ্ঞই ভুবনের নাভি'), প্রধানমহীপতি, মুখ্যনৃপ, মধ্যবিন্দু, কেন্দ্র, প্রধান ...। ✱

নাভিনাল : ● **নাভির নাল** যাহাতে। ▢ ভ্রূণের নাভিসংলগ্ন নাড়ী।

নাভিভব : ● **নাভি** হইতে জন্ম যাঁহার; অথবা, সামাজিক স্থিতিরক্ষকদিগের কেন্দ্র হইতে যে সমাজশাসকদিগের পদসমূহ (পদ্মপাপড়ি) জন্মায় তাহাতে অবস্থান করেন যে পণ্ডিতেরা। ▢ বিষ্ণুনাভিজাত, ব্রহ্মা।

নাভিমূল : ● **নাভি**র মূল যাহাতে। ▢ নাভির অধোভাগ।

নাভিশ্বাস : ● **নাভি** হইতে নির্গত হয় যে শ্বাস (উদগত উৎপন্নাদি); অথবা, যে দেহের (জীবদেহের বা সমাজদেহের) অন্য সমস্ত উৎপাদন নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার পর **নাভি** হইতে যে শ্বাস (উৎপন্নাদি) নির্গত হয়। ▢ নাভিনির্গত দীর্ঘশ্বাস। ✱

নাম[১] : ● **নম** (অবনমন করা) হইতে জাত; অথবা, নিম্নে আনয়ন করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা কোনো সত্তাকে মানুষের ভাষার আয়ত্তে নামাইয়া আনা হয় বা **নামিত** করা হয় বা শাব্দিকভাবে চিহ্নিত করা হয়। ▢ অবনমন করা, নামানো, অভিধা বা নাম ...। ✱

নাম[২] : ● **না**-এর (অনকৃতের আধার) **ম** (সীমায়িত) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **ম্না**-কে (সত্তার সর্ব্বাধিক সীমায়িত রূপকে) মনে করা হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা সত্তাকে তার সর্ব্বোচ্চ সীমিতরূপে (নামস্বরূপ শব্দমাত্রে) চিহ্নিত করা হয়; অথবা, যে **অভিধায়** কোনো সত্তাকে চিহ্নিত করা বা ডাকা হয়। ▢ অভিধান, নামমাত্র, (ব্যাকরণে) স্বাদিবিভক্তি-যোগ্য পঞ্চবিধ শব্দ, দ্রব্য, নামসূচক শব্দ; খ্যাতি, যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি, পসার। ✱✱

নাম[৩] **(নাব)** : ● **নম** (অবনমন করা) বা **লম্ব** (লম্বিত হওয়া বা নিম্নে ঝুলা) হইতে জাত; অথবা, যাহাতে নীচে নামে (নাবে); অথবা, যাহাতে কোনো অনকৃত সত্তাকে নিম্নে আনয়ন করা হয়। ▢ অবরোহন, অব-তরণ, নিম্ন স্থানে গমন, নিম্ন স্থান ...। ✱

নামগন্ধ : ● **নাম**[২]রূপ গন্ধ যাহাতে। ▢ নামলেশ, নামমাত্র। ✱

নামডাক : ● যে **নাম**[২] ডাকিলেই বোধগম্য হয়, চিহ্নিত হয়। ▢ খ্যাতির প্রসার, যশোবিস্তার। ✱

নামডাক : ● যে **নাম**[২] ডাকিবামাত্র চিনিতে পারা যায়; অথবা, যে নামকে বারে বারেই ডাকা হয়। ▢ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

নামতা : ● **নাম**[১]করণ (নামা) তারিত হইয়া থাকে যে আধারে; অথবা, যাহাতে ক্রমান্বয়ে নামা চলিতে থাকে (এবং তাহার কোনো শেষ নাই)। ▢ গুণনের ধারাবাহিক তালিকা।

নামনা (নাবনা) : ● **নাম**[৩]করণ বা নামন-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে নিম্নে নামা চলিতেছে। ▢ বটের শাখা হইতে লম্বমান শিকড়, বটের ঝুরি।

নামমাত্র : ● যাহার **নাম**টাই **মাত্র** (নিষ্ক্রিয় ভাবে) বাঁচিয়া আছে; অথবা, কার্য্যকারিতা-হীন ভাবে যে **নাম** আজও উচ্চারিত হয়। ▢ কড়ি, ('টাকাকড়ির বড়ই অভাব')।

নামা (নাবা) : ● **নাম**[৩]করণ-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে নিম্নে নামন করা বা অবরোহন করা থাকে। ▢ অবরোহন করা, নামান, নত করা, নোয়ান, ঝুলান। ✱

নামাল (নাবাল) : ● **নামা** (**নাম**করণ করা

বা নিম্ন স্থানকালপাত্রে যাওয়া) লালিত যাহাতে। ⊓ নিম্ন, ঢালু (জমি), নিম্ন অঞ্চল।

নামান : ● **নামা** (নামকরণ করা বা নিম্ন স্থান-কালপাত্রে যাওয়া) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ অবরোহন করান, নিম্নে লইয়া ...।

নামী (নাবী) : ● **নাম**[৩]-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **নাম**করণ ক্রিয়ার সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা নিম্ন কালে নামিয়া আসিয়াছে; কিংবা, যাহার যে সময়ে হওয়ার কথা তাহা সেই সময় হইতে নিম্ন সময়ে বা পরবর্ত্তী কালে অনুষ্ঠিত বা কৃত হয় বা হইতেছে। / যাহা ঠিক সময়ের নহে। (ব.শ.)। ⊓ অসাময়িক (ফসল, বর্ষা), পরবর্তী সময়ে হওয়া ফসল বা বর্ষা ইত্যাদি। *

নায় : ● **নয়** (চয়নপূর্ব্বক আনয়ন) হইতে জাত; অথবা, যে অকাম্যকে নাশ করিয়া কাম্যকে আনয়ন করে; কিংবা, যাহা দ্বারা আনয়ন করে। / অভীষ্ট প্রাপণ করে যে। (ব.শ.)। ⊓ নায়ক, নেতা, নয়ন, প্রাপণ।

নায়ক : ● **নায়** (অকাম্যকে নাশ ও কাম্যকে আনয়ন) করে যে। ⊓ নেতা, অগ্রণী, রাজা, সেনাপতি, দশগ্রামের অধিকারী, শাক্যমুনি।

নায়িকা : ● নায়কের প্রকৃতি শক্তি যে। ⊓ নেত্রী, শ্রেষ্ঠা, কর্ত্রী, গৃহস্বামিনী, পত্নী, দুর্গার অষ্টশক্তিভেদ (**অষ্ট-নায়িকা**)। *

নায়েক : ● **নায়** (অকাম্যনাশ ও কাম্য আনয়ন) দিশাগ্রস্তকরণ যাহাতে; অথবা, যে কেবল অকাম্য নাশ করে; কিংবা, যে কেবল কাম্য আনয়ন করে। ⊓ গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তি, গ্রামণী, উপাধিবিশেষ।

নারদ : ● **নার** (অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিশিষ্ট নর হইবার জ্ঞান বা স্বাতন্ত্র্যের জ্ঞান) দেন যিনি; অথবা, যিনি **হরি**গুণ ('হ'রক্ষণ সক্রিয় বা স্থিতিগুণ) গান করেন; অথবা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পুনরাবৃত্তি যান্ত্রিকতা দক্ষতা প্রভৃতির জয়গান করেন যিনি; কিংবা, **বুদ্ধির ঢেঁকি** (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতি উচ্চশিক্ষিত, যন্ত্রবৎ স্বভাবসম্পন্ন ও অত্যন্ত অহংবাদী পণ্ডিত) যাঁহার বাহন। / যিনি আত্মজ্ঞান দেন; অথবা, যিনি পিতৃগণকে জল দেন। (ব.শ.)। ❒ দেবর্ষিবিশেষ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। (স্মর্ত্তব্য : 'স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে।' রবীন্দ্রনাথ)। *

নারাজ : ● **না** (না-কৃত) রজগুণ (সৃষ্টিগুণ) যাহার; অথবা, যে তাহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করার গুণকে না-কৃত করিয়া দিয়াছে; কিংবা, কোনো বিশেষ কর্ম্মে রাজি নহে যে। ❒ গররাজী।

নারায়ণ : ● **নার**-এর (**নর** হইতে জাতর) অয়ন যাহাতে; অথবা, নরে নরে মিলিয়া (কিন্তু মিশ্রিত না হইয়া) যে সর্ব্বজনীন মানসসত্তা বা সমাজমন গঠিত হইয়া সমাজের সর্ব্বজনবোধ্য ধারণাদি (যথা, ব্রহ্মজ্ঞানাদি, সাল, মাস, তারিখ, বার, ভাষার শব্দ ও শব্দার্থ, মুদ্রাবিষয়ক ধারণাদি ...) ধরিয়া রাখে; কিংবা, 'আজ ২৫ আশ্বিন, ১৪১৯, শুক্রবার', সমাজমন বা নারায়ণ সাক্ষ্য না দিলে যাহা প্রমাণ করা অসম্ভব। ('নর শব্দের অর্থ অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যবিশিষ্ট জীব ... সেই জীব দ্বারা বিষয়ীকৃত অনবচ্ছিন্ন-চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মই নারায়ণ।' — শ্রীশ্রীচণ্ডীর টীকায় পণ্ডিত নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা।) ❒ নরদেহস্থিত অন্তর্যামী আত্মা বা ভগবান, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, নর-নারায়ণ অবতার। **

নারী : ● **নার**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে সত্তা নর-এর ভাব বা ধর্ম্ম অনুসরণ করে।

❐ নরজাতির স্ত্রী, নরের ধর্ম্ম্যা, স্ত্রীলোক।

নাল : ● **নল** (অনকৃত ধারালালনকারী) হইতে জাত যে; অথবা, নলের ন্যায় অন্তঃশূন্য লম্বা স্রোতবাহী প্রত্যঙ্গ যাহাতে। ❐ নলসম্বন্ধী, পদ্মাদির দণ্ড, নালসদৃশ অন্তঃশূন্য বস্তুমাত্র।

নালা : ● **নাল**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দিয়া অনকৃত ধারা প্রবাহিত হয়। ❐ খাত, খাল, নর্দ্দমা।

নালী : ● **নাল**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, অনকৃত ধারা প্রবাহিত হইবার ন্যুন ব্যবস্থা থাকে যাহাতে। ❐ ছোট নালা ...।

নাশ : ● **নশ** (অনকৃতের শক্তিপ্রয়োগ) হইতে জাত; অথবা, **নশ**করণের (তেজশূন্য হওয়ার) ফলে যাহা ঘটে; কিংবা, নাই শক্তি বা তেজ যাহাতে। ❐ ক্ষয়, হানি, মৃত্যু, বিলয়, নষ্ট করা, তিরোহিত করা।

নাশক : ● **নাশ** (শক্তিশূন্য বা তেজশূন্য) করে যে; অথবা, সম্পূর্ণ শক্তিহীন করিয়া অস্তিত্বহীন বা নষ্ট করে যে। ❐ নিহন্তা, অন্তক, ক্ষয়কারক।

নাশন : ● **নাশ** (তেজহীন করিয়া মারা) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ নাশক, বিলোপক; ধ্বংসন, মারণ, ভস্মীকরণ।

নাশা : ● **নাশ**-এর (নষ্ট করার) আধার যে। ❐ নাশক, বিলোপকারক, বিহীনা, সর্ব্বনা**শা**।

নাশিত : ● **নাশ** (নষ্টকরণ) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ❐ নিহত, নিরস্ত।

নাশী : ● **নাশ**-এর (নষ্টকরণের) সক্রিয় আধার যে। ❐ নাশক, নাশপ্রাপ্ত, সর্ব্ব**নাশী**।

নাস : ● **নস** (...গ্রাহকবর্জ্জক) হইতে জাত; অথবা, **নস**করণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া জন্মায় যে; অথবা, **নস**করণ বা শ্বাসাদি গ্রহণবর্জ্জন করিতে করিতে গন্ধগ্রহণ (মালিকানার সংবাদ গ্রহণ) করিতে শুরু করে যে; কিংবা, শ্বাসাদি গ্রহণবর্জ্জনের পাশাপাশি **গন্ধ**গ্রহণের (**ঘ্রাণ**-এর) কার্য্য করিতে থাকায় যাহা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে; অথবা, শ্বাসাদি-গ্রহণবর্জ্জন ও গন্ধগ্রহণ করিবার ইন্দ্রিয় বা **নস** রোগগ্রস্ত যাহাতে। ❐ / (সাদৃশ্যে) নস্য, নাকে টানার ঔষধ।

নাসত্য : ● **নাস** (রোগগ্রস্ত **নস**কে) তারণ করা থাকে যাহাতে; অথবা, যৌথ সমাজ-দেহের উৎপন্নাদি লেনদেনের (মানবদেহে শ্বাস গ্রহণবর্জ্জনের) বা **ঘ্রাণ**-এর সমস্যা সমাধানের উপায় থাকে যাহাদের হাতে। ❐ স্বর্গবৈদ্য, অশ্বরূপা সংজ্ঞার নাসাপুটজাত, **অশ্বিনীকুমার**দ্বয়, ইঁহারা দেবমধ্যে শূদ্র। *

নাসা : ● **নাস**-এর (রোগগ্রস্ত **নস**-এর) আধার যে; অথবা, স্বভাবত যাহার দুই ছিদ্র দিয়া গ্রহণ বর্জ্জন অবাধে চলার কথা, তাহা সমস্যাগ্রস্ত যাহাতে; কিংবা, (সমাজদেহের ক্ষেত্রে) উৎপন্নাদির সংগ্রহ ও বিলিবণ্টন-ব্যবস্থা সমস্যাগ্রস্ত বা রোগগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, উৎপন্নের ও পণ্যের সংগ্রহ, কেনা কাটা, আমদানি প্রভৃতি কার্য্যে রত ইন্দ্রিয়গণ এবং বিলিবণ্টন, বিপনন, রপ্তানি প্রভৃতি কার্য্যে রত ইন্দ্রিয়গণ রোগগ্রস্ত যাহাতে। ❐ নাসিকা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বাসকবৃক্ষ, পেঁয়াজের মতো নাসাস্ফীতি রোগবিশেষ।

নাসিক : ● **নাস**-কে সক্রিয় করে যে; অথবা, বাধাগ্রস্ত শ্বাসনালীতেই সক্রিয়ভাবে শ্বাসকার্য্য চালান হইত যেখানে; অথবা, বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভকালে পঞ্চবটী বনের (পাঁচ প্রকার বটবৃক্ষের বা পণ্য-উৎপাদন ও বিক্রয়কারী সংস্থার) বিপুল পণ্য গোদাবরীতে (পাইকারী পণ্যধারায়) রপ্তানি করা হইত যেখানে। ❐

পুণার নিকটে গোদাবরীতটে অবস্থিত তীর্থ-বিশেষ, এই স্থলে পঞ্চবটী অরণ্য ছিল এবং এইখানে সূর্পনখার **নাক** কাটা গিয়াছিল।

নাসিকা : ● **নাস**-এর (রোগগ্রস্ত **নস**-এর) সক্রিয় কারিকা যে; অথবা, যে **শ্বাস**নালীতে শ্বাস গ্রহণবর্জ্জন স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে হয় না, নিয়ন্ত্রিতভাবে হয়; অথবা, শ্বাসকষ্ট সহযোগে শ্বাস গ্রহণবর্জ্জন চলে যে শ্বাস-নালীতে; কিংবা, যে সমাজদেহের দুই শ্বাসনালী (উৎপন্নাদি সংগ্রহ ও বিলিবণ্টন ব্যবস্থা বা আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থা) অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে। ❒ হস্তিদন্ত সমন্বিত নাসা।

নাসিকান্ধম : ● শ্বাসকার্য্য (গ্রহণবর্জ্জন কার্য্য) বিঘ্নিত বলিয়া শ্বাসনালীতে (সংগ্রহ ও বণ্টনে, আমদানি ও রপ্তানিতে) বিরোধ বাধে যাহার (যে সমাজদেহের); অথবা, (সাদৃশ্যে) মানবদেহের নাক ডাকে যাহাতে। / নাসিকা দ্বারা শব্দ করে যে; অথবা, যে নাক ডাকায়। (ছা.অ.)। ❒ (সাদৃশ্যে) নাক ডাকা রোগ।

নাস্তি : ● নেই অস্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে (প্রাসঙ্গিক সত্তার) অস্তিত্ব নাই। / ন অস্তি; না আছে। (ব.শ.)। ❒ অবিদ্যমান, সত্তাহীন, নাই, নহে।

নাস্তিক : ● **নাস্তি** বা ঈশ্বর নাই, এই বিশ্বাস করে যে। ❒ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। ❋

নাহি : ● **নাহ** (নহ-করণ হইতে জাত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, না হওয়ন করা সক্রিয় যাহাতে। ❒ না আছে, উহ্যক্রিয়ান্বিত না।

নাহিক : ● **নাহি** করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, উহ্যক্রিয়ান্বিত না যাহাতে। ❒ নাই, নাই-কৃত।

নি : ● ন (নাকারী-অনকারী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা সক্রিয়ভাবে নাকৃত বা বিলোপন করে কিংবা 'নেই' করিয়া দেয়; অথবা, যাহা সক্রিয়ভাবে অনকৃত বা সচল করে; কিংবা, যাহা অকাম্যকে সরাইয়া কাম্যকে গ্রহণ করে; অথবা, যাহা কাম্যকে গ্রহণ করিয়া অকাম্যকে ত্যাগ করে। ❒ **নি**খুঁত, **নি**ষেধ, **নি**বেশ ... ইত্যাদি; এবং **সপ্তস্বর**এর শেষ স্বর (**নি** = প্রয়োজনীয়ের গ্রহণ ও উদ্বৃত্তের ত্যজন বা নির্গতকরণ, নিষদ বা নিষাদস্বর।)। ❋

নিংড়া (নিঙ্গড়া) : ● **নিং** (সক্রিয়ভাবে নাকৃতের রহস্যরূপ) গড়ায় যাহাতে; অথবা, সক্রিয়ভাবে নাকৃতের রহস্যময় গমন গড়ায় যাহাতে। ❒ চাপিয়া রসাদি নিঃশেষে বাহির করা, নিকৃষ্ট করা।

নিঃক্ষত্রিয় (নিঃক্ষত্রিয়করণ) : ● নিঃশেষিত **ক্ষত্রিয়** (বাহুবলী, কর্ম্মবীর) যে দেশ হইতে; অথবা, যে জাতির কর্ম্মযোগী শ্রেণীর মানুষ-দিগকে নিঃশেষে বিতাড়িত বা হত্যা করা হইয়াছিল। (তথ্যানুসারে, পরশুরাম ভারত বর্ষকে ২১ বার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।) ❒ কর্ম্মবীরহীন, ক্ষত্রিয়হীন, ক্ষত্রিয়হীন করা।

নিঃক্ষিপ্ত : ● যাহা নিষ্কাশনপূর্ব্বক ক্ষেপণ করা হইয়াছে।

নিঃশব্দ : ● নেই শব্দ যে স্থান-কাল-পাত্রে।

নিঃশেষ : ● যাহার শেষ পর্যন্ত নিঃসারিত।

নিঃশ্বাস : ● যে **শ্বাস** নির্গত হয়; অথবা, যাহাতে (মানসিক ও দৈহিক) প্রাণবায়ু গৃহীত হইয়া যাওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে; কিংবা, রবীন্দ্রকথিত যে 'মতবাদের দেহ' শীর্ণ জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাহা ত্যাগ করিয়া দিতে হয়।

নিঃসংশয় : ● সংশয় নিঃশেষ যাহা হইতে।

নিঃসঙ্গ : ● নেই সঙ্গ যাহার।

নিঃসন্তান : ● নেই সন্তান যাহার।

নিঃসম্বল : ● নেই সম্বল যাহার।

নিঃসারণ : ● নিঃশেষে সরান হয় যাহাতে।

নিঃসীম : ● নেই সীমা যাহার।

নিঃসৃত : ● যাহা নিঃশেষে সরান হইয়াছে।

নিঃস্পন্দ : ● নেই স্পন্দন যাহার।

নিঃস্পৃহ : ● নিঃশেষিত স্পৃহা যাহার।

নিঃস্ব : ● নেই স্ব (নিজস্ব) যাহার।

নিঃস্বন : ● নির্গত যে স্বন (কোনো সত্তার ধ্বনি)।

নিঃস্বার্থ : ● নেই স্বার্থ যাহাতে।

নিকট : ● নি (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **কট** (কারীর টঙ্কার) যাহাতে (কারীর কাছাকাছি যে সত্তায়)। ☐ সমীপগত, ঘনিষ্ঠ, কাছে।

নিকটবর্ত্তী : ● নিকটে আছে বা থাকে যে বর্ত্তী (**বর্ত্তমান** সত্তা)। ☐ নিকটস্থ, আসন্ন।

নিকল : ● নি (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **কল** (কল কল ধারাদি) যাহাতে। ☐ নির্গলিত হওয়া, বাহির হওয়া। ✱

নিকষ : ● নি (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **কষ** যাহাতে; অথবা, যাহাতে কারীর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ-সঙ্কোচন বা কষাকষি (**কষ**করণ) অনকৃত থাকে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে স্থিরীকৃত কাঠামো বা **কষ** দ্বারা) কোনো বিষয় বা বস্তুকে কষিয়া কষিয়া (সেই কাঠামোর সমান কিনা তাহার) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়; কিংবা, যাহাকে আর কষা (সং-**কু**চিত করা) যায় না। / কষণ (করা হয়) যে স্থানে। (ব.শ.)। ☐ স্বর্ণাদি পরীক্ষার্থ প্রস্তরভেদ, কষ্টিপাথর, কুচকুচে। ✱

নিকষগ্রাবা : ● **নিকষ**-এর নিমিত্ত **গ্রাব** (grab) করে (গ্রহণপূর্ব্বক বহন করে) যে। ☐ **নিকষ**প্রস্তর, পরীক্ষাস্থান।

নিকষপাষাণ : ● যে পাষাণে **নিকষ**-কার্য্য করা হয়। ☐ নিকষপ্রস্তর, পরীক্ষাস্থান, ভারতীয় মানক সংস্থা। ✱

নিকষকুলীন : ● যাহার কুল **নিকষ**পূর্ব্বক পরীক্ষিত। ☐ স্বকুলস্বভাব, বৈবাহিক-ক্রিয়াদোষহীন কুলীন ব্রাহ্মণ, (খাঁটি বস্তুমাত্র, খাঁটি ধাতুমাত্র, জাতচাষা)।

নিকষা : ● **নিকষ**-এর আধার যে। ☐ রাবণাদির জননী। ✱

নিকষাত্মজ : ● **নিকষা**র আত্মা হইতে জাত। ☐ **নিকষা**পুত্র, রাবণাদি।

নিকষিত : ● **নিকষ** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ☐ নিকষে পরীক্ষিত, বিশুদ্ধ।

নিকষোপল : ● **নিকষ** রূপে ব্যবহার্য্য যে উপল। ☐ নিকষপ্রস্তর।

নিকাল : ● **নিকল** হইতে জাত; অথবা, যাহাতে **নিকল** করা বা বহির্গত করিয়া দেওয়া হয়। ☐ স্থানান্তরে প্রেরণ করা, বাহির করা, নিঃসারিত করা ...। ✱

নিকাশ : ● নি (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **কাশ** যাহাতে; অথবা, নির্গত **কাশ** (শব্দাদি, পণ্যাদি) যাহাতে। ☐ **প্রকাশ**, **নিষ্কাশন**, নির্গমনপথ, বাহির করা, কোষমুক্ত করা।

নিকাশী : ● **নিকাশ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা উদ্বৃত্ত ও ব্যবহৃত জলাদি নিষ্কাশিত করা হয়। ☐ নালা-নর্দ্দমা, পয়ঃপ্রণালী, নিকাশী-খাল। ✱

নিকাষ : ● **নিকষ** হইতে জাত; অথবা, অঙ্ক কষিয়া যাহা বাহির করা হইয়াছে। ☐ কষণ-ফলাফল, কষণ, কষণরেখা।

নিকুচি : ● নিঃশেষিত **কুচি** (সঙ্কোচন) যাহার; অথবা, যাহার পরে আর **কুচি** করা যায় না। ☐ দফা রফা করা, একেবারে লুপ্ত

করে দেওয়া।

নিকুঞ্জ : ● **নি** (... কৃত) **কুঞ্জ** (নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর রহস্যরূপ জনিত) যেখানে; অথবা, যে **কুঞ্জে** (বা গূঢ় স্থানে গুপ্তভাবে সন্তানাদি বা পণ্যাদি উৎপাদন কর্ম্ম) অনকৃত থাকে। ❒ লুক্কায়িত কারুকর্ম্মশালা, কুঞ্জ, উপবনে উদ্যানে বা অরণ্যে লতা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত গৃহাকার কুঞ্জ। *

নিকুঞ্জবিহারী : ● যিনি **নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে** বিহার করেন; অথবা, যেখানে যেখানে গোপনে (রাষ্ট্রনিষিদ্ধ) পণ্যাদি উৎপাদন কর্ম্ম চলে (মধ্যযুগে যা খুব চলত) সেরূপ গূঢ় স্থান-গুলিতে বিহার করেন যিনি। ❒ তপোবন-বিহারী, (সাদৃশ্যে) বিলাসগৃহবিহারী। *

নিকুঞ্জমন্দির : ● **নিকুঞ্জ**-কর্ম্ম চলে যে গৃহে বা মন্দিরে; অথবা, যে গৃহে গোপনে (রাষ্ট্রনিষিদ্ধ) পণ্যাদির উৎপাদন কর্ম্ম চলে। ❒ গুপ্ত কারুকর্ম্মশালা, (সাদৃশ্যে) বিলাস-ভবন, শয়নগৃহ।

নিকুম্ভ : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) যে **কুম্ভ** (রাজকোষ) বা তাহার অধিকারী; অথবা, যে **কুম্ভ** বা রাজকোষ হইতে অর্থের ঢালাও খরচ চলে, তাহার রাজপুরুষ বা অধিকারী যে। ❒ কুম্ভকর্ণপুত্র স্কন্দানুচরভেদ, বিশ্বদেব-ভেদ, পদবীবিশেষ (রামশঙ্কর **নিকুম্ভ**)।

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ : ● **নিকুম্ভ** করিলা যে যজ্ঞে; অথবা, রাজকোষের বিপুল অর্থ ঢালিয়া যে রাজকীয় উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালান হয় (যাহাতে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, উৎপাদিত হয় না কিছুই)। ❒ লঙ্কার পশ্চিমভাগস্থ গুহা-বিশেষ। (লক্ষ্মণ, বিভীষণের সহিত নিকুম্ভিলা গুহায় যজ্ঞগৃহে প্রবেশ ও যজ্ঞধ্বংস করিয়া রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেন)। *

নিকৃষ্ট : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে নাকৃত) **কৃষ** (কর্ষণ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে ফসল (মানবজমিন বা পার্থিবজমিন) ঠিকঠাক কর্ষণ না করার ফলে জাত হইয়াছে। ❒ জাত্যা-চারাদি হেতু নিন্দিত, নীচ, অপকৃষ্ট। *

নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি : ● অন্য সত্তার সংস্পর্শে পদার্থ যে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, পদার্থের সেই প্রতিক্রিয়া-ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সক্রিয় থাকে যাহাতে। ❒ দ্র. **বুদ্ধিবৃত্তি**।

নিকেশ : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে নাকৃত) **কেশ** যাহাতে; অথবা, যাহার **কেশ** (অদৃশ্যলোকে মালিকানা, দৃশ্যলোকে মাথার চুল) নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিংবা, (সেকালের গ্রামবাংলায়) মহাদোষকারীর শাস্তিস্বরূপ একদিকে তাহার সকল মালিকানা কাড়িয়া লওয়া হইত এবং অন্যদিকে তাহার মাথা মুড়াইয়া বা মাথার সকল কেশ চাঁছিয়া সাফ করিয়া, সেই নেড়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। ❒ সম্পদ-হীন, মালিকানাহীন, সমাপ্তি, শেষ হিসাব, (সাদৃশ্যে) চুলহীন, নেড়া। *

নিকেত : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **কেত** (মানসিক ও বাহ্যিক আশ্রয়) যাহাতে। ❒ দর্শন, বিশ্বাস, (সাদৃশ্যে) গৃহ, বাসস্থান।

নিকেতন : ● **নিকেত** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ দর্শন বা বিশ্বাসের ধ্বজা, (সাদৃশ্যে) গৃহ, বাসস্থান।

নিক্বণ : ● যাহাতে শব্দক্বণ নির্গত হয়। ❒ ক্বণনমাত্র, শব্দমাত্র।

নিখাত : ● যাহাকে সক্রিয়ভাবে চেষ্টাপূর্ব্বক খাত করা হইয়াছে।

নিখিল : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে নাকৃত বা

নিষ্কাশিত) খিল যাহার; অথবা, যাহার খিল খুলিয়া লওয়া হইয়াছে (তাই সে অবাধ বা মুক্ত)। / যাহা হইতে খিল (শেষ) নিবৃত্ত। (ব.শ.)। ◻ অবাধ, অখণ্ড, সমগ্র, সর্ব্ব।

নিখুঁত : ● নেই খুঁত যাহার।

নিগড় : ● নি (সক্রিয়ভাবে নাকৃত) গড় (গামীর গড়ান-উড়ান) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কাহারও গড়ান-উড়ান সক্রিয়ভাবে বন্ধ করা হয়। ◻ শৃঙ্খল, হস্তীর পাদবন্ধন-লৌহশৃঙ্খল, বন্ধনমাত্র।

নিগদ : ● নি (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) গদ (গদগদ করিয়া কথা বলা) যাহাতে। ◻ ভাষণ, কথন, শব্দমাত্র, উচ্চৈঃ মন্ত্রজপ। *

নিগদিত : ● নিগদ সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা কথিত হইয়াছে। ◻ কৃত ভাষণ, উচ্চারিত বক্তব্য। *

নিগূঢ় : ● যাহাকে সক্রিয়ভাবে চেষ্টাপূর্ব্বক গূঢ় (গুপ্ত) করিয়া রাখা হইয়াছে।

নিগৃহীত : ● নিগ্রহ সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে নিগ্রহ করা হইয়াছে। ◻ নিয়ন্ত্রিত, নিপীড়িত, পক্ষসমর্থনে বা হেতুবাদে পরাভূত। *

নিগ্রহ : ● নি (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) গ্রহণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে মারিয়া-ধরিয়া গ্রহণ করা হয়। ◻ নিয়ন্ত্রণ, পরিভব, নিরাকর।

নিচয় : ● নিহিত চয়ন যাহাতে; অথবা, চয়নপূর্ব্বক রাখা হয় যাহাতে। ◻ সমূহ, নিকর, সঞ্চয়ন, রাশিকৃত দ্রব্য, নিশ্চয়।

নিচোল : ● সক্রিয়ভাবে উপরে চাপান হইয়াছে যে চোল (স্ত্রীলোকের আপাদলম্বিত বস্ত্র)। ◻ উত্তরচ্ছদ, উত্তরীয়, ওড়না।

নিছক : ● নি (নেই) ছক যাহার। ◻ কাঠামোর বাইরে, একেবারেই নতুন।

নিছনি : ● যাহা দ্বারা সক্রিয়ভাবে চেষ্টাপূর্ব্বক মুখ হাত পা ইত্যাদি মুছাইয়া দেওয়া হয়। ◻ ভাল গামছা, নরম তোয়ালে ইত্যাদি।

নিজ : ● নি-র (সক্রিয়ভাবে অনকৃত সত্তার) জনন যাহাতে; অথবা সত্তার স্ব (অস্তিত্ববাহক) সক্রিয়ভাবে অনকৃত হইয়া ঢুকিয়া যায় যাহাতে; অথবা, সত্তার স্ব (স্বরূপ স্বগুণ প্রভৃতি বা অন্য কোনো অংশ) নিহিত হইয়া জনিত হয় যাহাতে। ◻ স্বক, স্বীয়, নৈসর্গিক, নিত্য।

নিজস্ব : ● নিজ-এর স্ব (অস্তিত্ববাহক) যে; অথবা, যাহার ভিতরে সত্তার নিজ-এর স্ব ঢুকিয়া আছে (অতএব যাহা সেই সত্তার)। ◻ স্বীয় ধন, ব্যক্তিগত দ্রব্য। *

নিঝুম : ● সক্রিয়ভাবে কৃত ঝুমকরণ (নীরবকরণ) করা হয় যাহাতে।

নিটোল : ● নি (নেই) টোল যাহাতে; অথবা, যাহাতে টোল পড়েনি, পড়ে না। ◻ গোলগাল।

নিড়ান : ● সক্রিয়ভাবে চেষ্টাপূর্ব্বক (আগাছাদি) নিরাকরণ করা হয় যাহাতে।

নিতম্ব : ● নিরক্ষিত তম বহন করে যে। / যাহা গ্লানিপ্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। ◻ পাছা।

নিতাই : ● নিত-এর আধার সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে শুধুমাত্র নিত (সক্রিয়ভাবে অনকৃত সত্তার তারণ) কর্ম্মটুকুই করে (এবং বাকি সমস্ত সময় ধরিয়া ধ্যানাদি করে)। ◻ নিত্যানন্দ। ইঁহার পিতা হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। ইনি অনন্তের অবতার। *

নিতান্ত : ● নি (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) তান্ত (তাম তারিত) যাহাতে; অথবা, যে তম অনকৃত হইয়া তাহার চূড়ান্ত রূপে গিয়া ঠেকিয়াছে। ◻ অতিশয়, সবিশেষ, কোনো প্রকারে। *

নিতি : ● নিত (সক্রিয়ভাবে অনকৃত সত্তার তারণ) সক্রিয় যাহাতে (যে কালে)। ◻

সর্ব্বদা, প্রত্যহ।

নিত্য : ● **নি**-র (সক্রিয়ভাবে অনকৃত সত্তার) তারণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা না করিলে সত্তার তারণ স্তব্ধ হইয়া যায়; অথবা, সত্তাকে তাহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে ন্যূন পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম বিশেষ কালে (প্রত্যহ) অবশ্যই করিতে হয়, সারাজীবন ধরিয়া করিতে হয়; কিংবা, সত্তার অস্তিত্বের ধ্রুবক (ন্যূন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম) যাহাতে। /নিয়ত ধ্রুব যে। (ব.শ.)। ❐ সতত, সদৈকরূপ, প্রত্যহ অবশ্যকর্ত্তব্য, অবিচ্ছিন্ন-পরম্পরাক।

নিত্যকর্ম্ম : ● **নিত্য** (প্রত্যহ বা চিরকাল) যে **কর্ম্ম** করিতে হয়। ❐ দৈনিক-বিহিতকর্ম্ম, গ্রহণ-বর্জ্জনাদি। দ্র. **কর্ম্ম**।

নিত্যনৈমিত্তিক : ● **নিত্য** ও **নৈমিত্তিক** (কর্ম্ম) যাহাতে; অথবা, যাহা নিত্য করিতে হয় এবং যাহা কাহারও জন্য বা নিমিত্ত করিতে হয়। ❐ নিয়মিত ও নিমিত্তহেতুক কার্য্য, গ্রহণবর্জ্জনাদি ও চাকুরির কর্ম্ম।

নিত্যবদ্ধ : ● **নিত্য**-তে আবদ্ধ যে; অথবা, **নিত্যকর্ম্মে** বা বাধ্যতামূলক প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কর্ম্মে আবদ্ধ যে। ❐ সতত মায়ামুগ্ধ, ভগবৎ পরাঙ্মুখ।

নিত্যমুক্ত : ● **নিত্য** কর্ম্ম হইতে মুক্ত যে; অথবা, এমনকি বাধ্যতামূলক নিত্যকর্ম্মও করে না যে; কিংবা, জীবিত সত্তার পক্ষে যেরূপ হওয়া অসম্ভব। ❐ নিত্য মায়াবন্ধনহীন, কালত্রয়ে বন্ধনহীন, পরমাত্মা।

নিথর : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিয়া রাখা) তদ্রূপে **থর** (স্থির রহে) যাহাতে।

নিদর্শন : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) দর্শন যাহাতে। / যাহার দ্বারা নিশ্চয়তার সহিত দর্শন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ প্রমাণকৃত, অভিজ্ঞাপক, উদাহরণ, প্রমাণ।

নিদাঘ : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত দাহন স্থিত যাহাতে। ❐ গ্রীষ্মকাল, তাপ।

নিদান : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত বা নির্দ্ধারিত) দান যাহাতে। / যাহা দ্বারা কার্য্য-নিশ্চয় হয়। (ব.শ.)। ❐ রোগহেতু জ্ঞাপন, রোগনির্ণয় জ্ঞাপক, শোধন ...। ✱

নিদ্রা: ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **দ্রা** (সত্তার পলায়ন) যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার আত্মসচেতনতা তাহার দেহ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। (দ্র. **তন্দ্রা**)। ❐ সুপ্তি, ঘুম। ✱

নিধন : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে নাকৃত) ধন যাহা হইতে; অথবা, যাহার **ধন** (চলমান ধারণ-কারী আধার বা জীবন্ত শরীর) সক্রিয়ভাবে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে (তু. বাপ**ধন**)। (দ্র. **ধনেপ্রাণে**)। ❐ মরণ, নাশ, সমাপ্তি।

নিধান : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) ধারক অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, ধারণক্রিয়া সক্রিয়ভাবে অন (চলমান) রহে যাহাতে। ❐ স্থাপন, পোষণ, সংরক্ষণ ... ইত্যাদি।

নিধানী : ● নেই ধান যে জমিতে। ❐ ধানশূন্য।

নিধি : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে নাকরণ ও অনকরণ কিংবা নিহিতকরণ বা নির্গতকরণ) করিবার জন্য বিষয় বা বস্তু প্রভৃতিকে **ধি** (সক্রিয়ভাবে ধারণ) করে যে; অথবা, যাহাতে নিহিত করা হয়; কিংবা, যাহা হইতে নির্গত হয়। ❐ আধার, পাত্র, কোষ (fund), 'ক্যাসিয়ার', ধনাগার, (Provident Fund = ভবিষ্যনি**ধি**), কুবেরের নব**নিধি**; (একালের ভাষায়) লেনদেনকারী আর্থিক সংস্থা, তাহার পরিচালক, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বা তাদৃশ পদাধিকারী। ✱

নিধুবন : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **ধু**-

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

এর (নবরূপে উত্তীর্ণ ধারীর) **বন** (সংসারবন) যাহাতে; অথবা, যে **কুঞ্জ**বনে বিপুলভাবে নব নব (সঙ্গীত, সন্তান, পণ্য প্রভৃতির) উৎপাদন-কর্ম্ম চলে। / নি (অত্যন্ত) ধুবন (কম্পন) যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ সুরতলীলা, রতিক্রীড়া, মৈথুন, বৃন্দাবন অন্তর্গত কুঞ্জবিশেষ। ✱

নিনাদ : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত বা নিঃসারিত) **নাদ** যাহাতে। ◻ শব্দ, ধ্বনি, ঘোষ, রব, রথতুল্য শব্দ।

নিন্দ : ● **নিন** (সক্রিয় অনকৃতকে নাকরণ) করিয়া দেয় যে; অথবা, বক্তব্যের ভিতর নঞর্থক কথাবার্ত্তা প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, যথার্থকে দূষিত (দোষ-আরোপিত) করে যে। ◻ নিন্দা করা, অপকর্ষ হেতু অবজ্ঞা করা, ধিক্কার দেওয়া ...। ✱

নিন্দক : ● **নিন্দ** (দূষণ) করে যে; অথবা, যে অপবাদ করে। ◻ নিন্দাকারক, দূষক। ✱

নিন্দন : ● **নিন্দ** (দূষণ) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ গর্হণ, কুৎসন, অপবাদন।

নিন্দনীয় : ● **নিন্দন**-এর সক্রিয় আধার যায় যাহাতে। ◻ গর্হণীয়, দূষণীয়, কুৎসার্হ।

নিন্দা : ● **নিন্দ**-এর আধার যে; অথবা, **নিন্দ**করণ থাকে যাহাতে। ◻ কুৎসা, অপবাদ।

নিন্দামন্দ : ● নিন্দা করিয়া **মন্দ** (শ্লথগতি) করা হয় যাহাতে।

নিন্দাস্তুতি : ● **নিন্দা**র ছলে **স্তুতি** (উদ্দীপিতকরণ) করা হয় যাহাতে। ◻ নিন্দা-স্থলে প্রশংসা, ব্যাজস্তুতি। ✱

নিন্দিত : ● **নিন্দ** (দূষণ) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ◻ গর্হিত, কুৎসিত। ✱

নিন্দুক : ● **নিন্দ**কে (দূষণকে) নবরূপে উত্তীর্ণ **করে** যে; অথবা, যে অপবাদ করে (কিন্তু **মিথ্যা অপবাদ** করে না)। ◻ সত্য নিন্দাকারী, প্রকৃত তিরস্কারক, সমালোচক। ✱

নিপাত : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে নাকৃত) **পাতন** (পতন হইতে জাত) যাহাতে; অথবা, যাহাকে (অকার্য্যকর অযোগ্য বলিয়া বাছিয়া) ফেলিয়া দেওয়া হয় বা হইয়াছে; অথবা, সূত্রানুসারে যোগ্য (কার্য্যকরী) সত্তাদিগকে (শব্দসমূহকে) গ্রহণ করিয়া বাকি সত্তাদিগকে (শব্দসমূহকে) পাতিত করা বা ফেলিয়া রাখা হয় যাহাতে। / সূত্রানুসারে অনিষ্পন্ন বা অসিদ্ধ শব্দ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◻ 'ফালতু' বলিয়া ফেলিয়া রাখা বা ফেলিয়া দেওয়া, তদ্রূপে পাতিত, সূত্রানুসারে অসিদ্ধ শব্দ। ✱

নিপাতন : ● **নিপাত** (ত্যক্ত) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **নিপাত**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, সূত্রানুসারে অযোগ্যদের **পাতন** করা বা ফেলিয়া রাখা চলে যাহাতে। ◻ নাশন, ঘাতন, অধোনয়ন।

নিপাতনে-সিদ্ধ : ● **নিপাতন**-কৃত হওয়া সত্ত্বেও যাহারা সিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে; অথবা, অযোগ্য বলিয়া ফেলিয়া রাখা সত্তাগুলিকে নিয়মবহির্ভূতভাবে কার্য্যে ব্যবহার করা হয় বা কাজে লাগান হয় যাহাতে। / সূত্রানুসারে অনিষ্পন্ন শব্দের সাধন (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ◻ অযোগ্যের নিয়োজন, পতিতের স্বীকৃতি। ✱

নিপাতিত : ● **নিপাত** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **নিপাতিত** করা বা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ◻ পাতিত, সূত্রানুসারে অনিষ্পন্ন বা অসিদ্ধ (শব্দ)। ✱

নিপান : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **পান** (পানের ব্যবস্থা) থাকে যাহাতে বা যেখানে। ◻ পশুগণের জলপানার্থ কূলসমীপস্থ জলাধার, পুষ্করিণ্যাদি জলাশয়, গোদোহনপাত্র। ✱

নিপীড়ন : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত বা সচল **পীড়ন** যাহাতে। ❐ নিষ্পীড়ন, মর্দ্দন ...।

নিপুণ : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **পুণ** (পালন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহস্যরূপ গ্রহণ করে) যাহা অথবা, পদার্থকে নবরূপে উত্তীর্ণ করিবার সক্রিয়ভাবে অনকৃত পালন-বুদ্ধি আছে যাহার; কিংবা, পদার্থকে ভোগ্য (ব্যবহার্য্য) দ্রব্যে উত্তীর্ণ করিবার বুদ্ধি আছে যাহার। ❐ ক্রিয়াদক্ষ, কুশল, পটু ...।

নিবদ্ধ : ● **নি**-পূর্ব্বক **বদ্ধ** যে; অথবা, যাহাকে (কোনো স্থানে) নিহিত করিয়া (সেই স্থানে) **বদ্ধ** (বন্ধকৃত) করা হইয়াছে। ❐ নিয়ন্ত্রিত, বদ্ধ, আবৃত, আশ্রিত, ধৃত।

নিবন্ধ : ● **নি**-পূর্ব্বক **বন্ধ** যে; অথবা, (বিশেষ উদ্দেশ্য, তত্ত্ব, মতামত, বা অন্য কোনো কিছু) নিহিত করিয়া **বন্ধ** করা হইয়াছে যাহাতে (যে ক্ষেত্রে)। ❐ নিয়ন্ত্রণ, বন্ধন, নিরোধ, রচনা, গ্রন্থন, নিয়তবন্ধন, গ্রন্থসন্দর্ভ, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ... ইত্যাদি।

নিবন্ধক : ● **নিবন্ধ** করে যে।

নিবন্ধন : ● **নিবন্ধ** অন (চলমান) যাহাতে।

নিবপন : ● চেষ্টাপূর্ব্বক (নারীভূমিতে বা পার্থিবভূমিতে) বীজ বপন করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রীতে এবং শস্য উৎপাদনের জন্য জমিতে বীজ বপন করা হয়; (কিংবা, এইরূপে পিতৃ-বংশধারা প্রবাহিত রাখা যায় বলিয়া ইহাকে 'পিণ্ডোদক-ক্রিয়ারূপ পিতৃদান' বলা হইয়া থাকে)। ❐ নিবাপ, বীজবিকিরণ, বীজ বোনা।

নিবর্ত্ত : ● নিষিদ্ধ বা নিরুদ্ধ **বর্ত্ত** (আবর্ত্তন) যাহার। ❐ বিরত, থামা ...।

নিবর্ত্তন : ● **নিবর্ত্ত** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ বিরতি, নিবারণ ...।

নিবাত : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে নাকৃত) **বাত** যাহাতে; অথবা, বায়ুপ্রবাহ (জ্ঞানপ্রবাহ, তথ্যপ্রবাহ) নিরুদ্ধ যাহাতে বা যেখানে; অথবা, গোপনীয়তা বিরাজ করে যাহাতে বা যেখানে; কিংবা, (একালের ভাষায়) মিডিয়ার প্রবেশ নিষিদ্ধ যেখানে। / নিরুদ্ধ বাত যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ নিরুদ্ধবায়ু, নিরুদ্ধপ্রচার, অভেদ্য, নির্বাতপ্রদেশ।

নিবাতকবচ : ● **নিবাত** (নিরুদ্ধপ্রচার) **কবচ** যাহার; অথবা, গোপনীয়তাই ('নন্-ট্রান্সপারেন্সি'ই) রক্ষা**কবচ** যাহার। ❐ অভেদ্যকবচ দৈত্যগণবিশেষ। *

নিবাপ : ● **নিবপন** করে যে; অথবা, স্ত্রীতে বীর্য্য নিষেক এবং জমিতে শস্যবীজ বপন করে যে। ❐ পিতৃতর্পণ, পিতৃতর্পণকারী, বীজবপন, বীজবপনকারী।

নিবারণ : ● চেষ্টাপূর্ব্বক (বিপদ প্রভৃতির) বারণ যাহাতে বা বারণ করে বা ঠেকায় যে। ❐ নিবারক, দূরীকরণ, ঠেকান।

নিবাস : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **বাস** যাহাতে; অথবা, চেষ্টাকৃত **বাস** করে যে স্থানে।

নিবিড় : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **বিড়** (গড়াইয়া চলিয়া না গিয়া বিপরীতে গড়াইয়া ঘনিষ্ঠ হওয়ন) যাহাতে; অথবা, চেষ্টাপূর্ব্বক ঘনিষ্ঠ হওয়া হয় যাহাতে। ❐ ঘন, অত্যন্ত সংযোগ।

নিবিষ্ট : ● যাহাতে **নিবেশ** করা হইয়াছে।

নিবৃত : ● যাহাতে আবৃত করা হইয়াছে।

নিবৃত্ত : ● সক্রিয়ভাবে নাকৃত **বৃত্তন** যাহাতে; অথবা, **প্রবৃত্ত**কে আর প্রবৃত্ত থাকিতে দেওয়া হয় না যাহাতে; কিংবা, বৃত্তির দায় হইতে নির্গত যে। ❐ বিরত, উপশান্ত, প্রত্যাবৃত্ত।

নিবৃত্তি : ● **বৃত্তি** হইতে নির্গত যে। ❐ বিরতি, বিষয়বিরাগ, অবসান, প্রতিগমন।

নিবেদন : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) বেদন (বিদিতকরণ) যাহাতে; অথবা, নিরুক্ত **বেদন** যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা **বেদন**-বিষয়ে জ্ঞাপিত করা হয়। ⊓ বিজ্ঞাপন, কথন, সমর্পণ, দেবোদ্দেশে দান। ❋

নিবেদ্য : ● যাহা **নিবেদন** করা হয়।

নিবেশ : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) বেশ (প্রবেশ) যাহাতে; অথবা, কোনো কিছুর ভিতরে ঢুকিয়া থাকা হয় যাহাতে। ⊓ সন্নি**বেশ**, উপনি**বেশ**, স্থাপন, শিবির স্থাপন। ❋

নিভা[১] (নিভ) : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **ভা** (প্রভা) যাহাতে; অথবা, ভাস্বর বা প্রদীপ্ত যে। ⊓ অতীব ভাসমান, সদৃশ, ব্যাজ, ছল, প্রকাশ।

নিভা[২] : ● নির্গত **ভা** (দীপ্তি) যাহা হইতে; অথবা, যাহা নিভিয়া গিয়াছে বা নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ⊓ নির্ব্বাপিত করা, মৃদু বা স্নিগ্ধ করা, নির্ব্বাণ হওয়া। ❋

নিভান : ● **নিভা[২]** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **নিভা**করণ করা বা নিভাইয়া দেওয়া চলে যাহাতে।

নিভাননী : ● **নিভ** (অতীব ভাস্বর বা উজ্জ্বল) আননী (মুখী) যে।

নিভু নিভু : ● **নিভু**র (নবরূপে উত্তীর্ণ বা নিষ্প্রদীপ্তকারী **নিভ**র) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে **নিভ** (দীপ্ত) অদীপ্ত হইতে শুরু করিয়াছে।

নিভৃত : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **ভৃত** (গূঢ়কৃত) যে; অথবা, একান্তে কৃত ভরণকর্ম্ম যাহাতে। ⊓ নিরালা, নির্জ্জন।

নিম : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **ম** (সীমায়ন করে) যাহাতে; অথবা, যাহা সক্রিয়ভাবে অনকৃত হইয়া সীমায়ন করে; কিংবা, যাহা স্বভাবতই সংযত করে বা সংযত করিয়া প্রায় অর্দ্ধেক করিয়া দেয়। ⊓ নিম্ববৃক্ষ, নিম্বফল, নিম্বপত্র, (সাধর্ম্ম্যে) তিক্তদ্রব্য; অর্দ্ধ, প্রায় (**নিম**রাজি)। ❋

নিমগ্ন : ● চেষ্টাপূর্ব্বক (কোনো কিছুর ভিতরে) ডুবিয়া গিয়াছে যে।

নিমজ্জন : ● চেষ্টাপূর্ব্বক (কোনো কিছুর ভিতরে) ডুবিয়া যাওয়া চলে যাহাতে।

নিমন্ত্রণ : ● নির্গত **মন্ত্রণ** যাহাতে; অথবা, আহ্বান করিয়া নূতন **মন্ত্র** দান ও তাহা কার্য্যকর করিবার নির্দ্দেশ দান পূর্ব্বক বিদায় জানান হয় যাহাতে; কিংবা, **মন্ত্রণা**র (গূঢ় বিষয় আলাপপূর্ব্বক জানাইবার) উদ্দেশ্যে যে আহ্বানে অবশ্যই আহুতকে সসম্মানে খাদ্যাদি পরিবেশন করা হয়; অথবা, যাহার (যে **নিমন্ত্রণ**-এর) উদ্দেশ্য লুপ্ত হইয়া আচারটুকু (খাওয়া-দাওয়াটুকু) প্রচলিত আছে। (দ্র. **মন্ত্র, মন্ত্রণ**)। / আবশ্যক শ্রাদ্ধ-ভোজনাদিতে দৌহিত্রাদির প্রবর্ত্তন বা নিয়োগ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ⊓ মন্ত্রণা দিবার উদ্দেশ্যে আহ্বান, নূতন **মন্ত্র** দিবার উদ্দেশ্যে আহ্বান, (সাদৃশ্যে) উৎসবাদিতে সম্মেলনার্থ ও ভোজনার্থ আহ্বান। (দ্র. **আমন্ত্রণ**)। ❋

নিময় : ● নিঃসারিত বা নির্গত **ময়** যাহাতে; অথবা, যাহাতে মন দূষিত হইয়া উদ্বৃত্ত শব্দাদি বা পণ্যাদি নির্গত করে। ⊓ আধি, বিনিময়, পরিবর্ত্তন।

নিমরাজি : ● **নিম** (তিক্ততার ভয়ে অর্দ্ধেক সঙ্কুচিত হইয়া) রাজি হয় যাহাতে।

নিমাই : ● **নিম**-এর আধার (যাহাতে); অথবা, যে সত্তা সক্রিয়ভাবে দৈহিক ভোগ-বিলাস সংযত করে। ⊓ সংযতাত্মা, চৈতন্যদেব।

নিমি : ● **নিম** (সংযতকারী) সক্রিয় যাহাতে;

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

অথবা, জগৎকে সংযত করিয়া মানুষের ব্যবহারযোগ্য করে যে; [কিংবা, (উদাহরণ স্বরূপ) বৃক্ষকে সংযত করিয়া বা রূপান্তরিত করিয়া খাটে বা পালঙ্কে, অথবা, মৃত্তিকাকে সংযত করিয়া বা রূপান্তরিত করিয়া ঘট বা হাঁড়িকলসীতে পরিণত করে যে।] ◻ ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপবিশেষ। ✻

নিমিত্ত : ● **নিমি**-র তারণ (জগৎ-সংযমন, রূপান্তরণ) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে সহযোগী উপকরণ — হাতিয়ার, সাধনদ্রব্য, মজুর, শ্রমিক, দক্ষ লোকজন ইত্যাদি দ্বারা) জগতের সংযমন-কর্ম্ম বা রূপান্তর সাধন করা হয়। ◻ সাধনদ্রব্য (instrument), সাধনকারী জন, প্রবর্ত্তক, উদ্দেশ্যানুসার কর্ম্মে নিযুক্ত জন, কর্ম্মচারী, শ্রমিক, মজুর, কারণ, উদ্দেশ্য, **শকুন**। ✻

নিমিত্তকারণ : ● **নিমিত্তই** কারণ যাহার; অথবা, রূপান্তর-সাধনকারীই যাহার **করণ**-এর (রূপান্তর-কার্য্যের) সাধক বা উপায়; [কিংবা, (উদাহরণস্বরূপ) কুমোরের চাক প্রভৃতি **নিমিত্তই** ঘটের কারণ যাহাতে, অথবা, বস্ত্র-উৎপাদকের বস্ত্র-কারখানার যন্ত্রপাতি ও তাহাদের চালক শ্রমিক প্রভৃতি **নিমিত্তই** বস্ত্রের কারণ যাহাতে।] ◻ কারণবিশেষ, ঘটের কুলালচক্রদণ্ডাদি। ✻

নিমিত্তজ্ঞ : ● **নিমিত্ত** (রূপান্তরসাধক) বিষয়ে জানেন যিনি; অথবা, জগতের রূপান্তর সাধনাদি বিষয়ে জানেন যিনি; কিংবা, জগতের ত্রিকাল বিষয়ে জানেন যিনি; অথবা, দ্রব্যটি কী রূপে ছিল (বৃক্ষ), বর্ত্তমানে কী রূপে আছে (তক্তা), **নিমিত্ত**-যোগে ভবিষ্যতে কী রূপে রূপান্তরিত হইতে পারে (পালঙ্কাদি) — দ্রব্যের এই ত্রিকাল বিষয়ে জানেন যিনি। ◻ শকুনজ্ঞ, শুভাশুভসূচক-লক্ষণবিৎ। ✻

নিমিত্তমাত্র : ● **নিমিত্ত** (রূপান্তরসাধক) সীমায়িত হইয়া ত্রাণ করে যাহাতে; অথবা, অন্যের **নিমিত্ত** পারিশ্রমিক লইয়া কর্ম্ম করে যে; অথবা, যে কর্ম্মী আসিয়া নির্দ্দেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া মজুরী লইয়া চলিয়া যায় (কর্ম্মফলের উপর কোনো অধিকার দাবি করে না); অথবা, চাকরি করে যে। ◻ হেতুমাত্র। ✻

নিমিত্তের-ভাগী : ● **নিমিত্ত** রূপে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফলে যে ভাগটুকু কর্ম্মীর প্রাপ্য হয়; অথবা, কাহারও দ্বারা নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধাদি করিয়া কাহাকেও হত্যা করিলে হত্যাপরাধের যে ভাগটুকু তাহার প্রাপ্য হয়। ◻ হেতুরূপে প্রতীয়মান। ✻

নিমীলিত : ● সক্রিয়ভাবে নাকৃত **মীলন** (পলক বন্ধ করা বা **নিমেষণ**) কৃত যাহাতে।

নিমিষ : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **মিষ** (সক্রিয়ভাবে সীমায়নের দিশাগ্রস্ত সঙ্কোচন বা পর-অভিভবেচ্ছা) যাহাতে; অথবা, **নিমি**র (জগৎ-সংযতকারীর) দিশাগ্রস্ত সঙ্কোচন যাহাতে; অথবা, যে কালখণ্ডে দেহের (সমাজদেহের বা মানবদেহের) চোখের পাতা একবার পড়ে; অথবা, সমাজদেহের **পলক** পড়ে (বা উৎপাদন বণ্টন ইত্যাদির এক একটি অধ্যায় শেষ হয়) যে কালে; কিংবা, সমাজদেহের হিসাবে যাহা এক একটি সালতামামি বা **নিমিষ**, মানুষের হিসাবে যাহা ন্যূনপক্ষে এক বছর। ◻ চক্ষুনির্মীলন, পলক ফেলা, নিমেষোপলক্ষিত কাল, নেত্রপক্ষ্মগত রোগবিশেষ।

নিম্ন : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **ম্ন**

(মিতকরণের অনকারী) যাহাতে; অথবা, সীমায়িতের পুনরাবৃত্তি সক্রিয়ভাবে সচলকৃত যাহাতে; কিংবা, একই কর্ম্মের একটানা পুনরাবৃত্তি সক্রিয়ভাবে চালান হয় যাহাতে; অথবা, (উদাহরণস্বরূপ) যে প্রক্রিয়ায় **অঙ্গিরার** (উদ্ভাবকের ছাত্রের) ছাত্রের ছাত্রের ছাত্রের ছাত্রের ... জন্ম হইতে থাকে; কিংবা, (একালের ভাষায়) যে প্রক্রিয়ায় নকলের (জেরক্সের) নকলের নকলের নকলের ... জন্ম হইতে থাকে (ফলে শেষ দিকের নকলগুলি নিকৃষ্ট ও অপাঠ্য হইয়া যায়); অথবা, অদৃশ্য-লোকের ক্রম-পরবর্ত্তী অধ্যায়ে (ইত্যাকার) গমনের ন্যায় দৃশ্যলোকের ক্রম-পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গমন থাকে যাহাতে। ▫ নীচ, নাবাল, কৃশ, নিকৃষ্ট, অধোদেশ। ❋

নিম্নগ : ● **নিম্নে** (পুনরাবৃত্তির শেষ অধ্যায়ের দিকে) গমন করে যে। ▫ নীচগামী, নিম্নপ্রবণ।

নিম্নগা : ● **নিম্নে** গমন করে যে প্রকৃতি; অথবা, যাহা একই রূপে বা একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করিয়া ক্রম-পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গমন করে বা প্রবাহিত হয়। ▫ / (সাধর্ম্মে) নদী।

নিম্ব : ● **নিম**-কে (সংযমনকারীকে) বহন করে যে। ▫ নিম্ববৃক্ষ, নিম্বফল, নিম্বপত্র।

নিম্বূ : ● **নিম্ব** (**নিম**-বাহক) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **নিম্ব** (**নিম**-বাহক) তিক্ত হইতে **অম্লে** বা টকফলে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে; কিংবা, যে সংযতাত্মা অকারণ ব্যয় বা বিলাসব্যসন না করিয়া সহজ সরল জীবনযাপন করিতে করিতে ক্রমে ধনী হইয়া গিয়াছে। (দ্র. **দই, দধি**)। ▫ কৃপণ, (সাদৃশ্যে) জম্বীরবিশেষ, কাগজীলেবু, নারঙ্গ।

নিম্বূক : ● **নিম্বূ** (অম্লবান) করিয়া দেয় যে; অথবা, অর্থবলে অভিজাত করিয়া দেয় যে; অথবা, যাহা দিয়া ব্যঞ্জনাদিকে টক-স্বাদযুক্ত করা হয়। ▫ জম্বীরবিশেষ, নারঙ্গ, কাগজীলেবু।

নিয়ত : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) যম (সংযম) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে সক্রিয়ভাবে সংযত করা হইয়াছে; অথবা, যাহাদিগকে কার্য্যকরীভাবে সংযত বা বশীকৃত করিয়া তাহাদের স্বভাবকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে (অর্থাৎ, তাহাদের 'জ্ঞানের দিকের গোড়া কাটিয়া দেওয়ায় তাহাদের স্বভাবকর্ম্মের ডালপালা আপনি শুকাইয়া গিয়াছে'); কিংবা, যাহাদিগকে কার্য্যকরীভাবে সংযত করিয়া নির্দ্দিষ্ট **নিত্যকর্ম্মে** আবদ্ধ বা আচারনিষ্ঠ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অথবা, যে জনসমষ্টি **নিত্যকর্ম্মের** দ্বারা প্রত্যহ নিয়মনকারীদের সেবা করে। ▫ বদ্ধ, সংযত, বশীকৃত, সেবাপর, ব্যবস্থিত, আচারনিষ্ঠ। ❋

নিয়তি : ● **নিয়ত**করণ (...সংযতকরণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **নিয়ত** বা বশীকৃতদের জন্য যে যে **কর্ম্ম** ও **কর্ম্মফল** নির্দ্দিষ্ট করা থাকে; কিংবা, যাহাতে **প্রাপ্ত কর্ম্ম** ও কর্ম্মফলের কারণ **অদৃষ্ট** হইয়া যায়। ▫ নিয়মন, সংযম, দৈব, ভাগ্য, বিধি, নিয়ম। ❋

নিয়ন্তা : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **সংযমন** করে যে; অথবা, যে নিয়ন্ত্রণ করে।

নিয়ম : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **সংযমন** যাহাতে।

নিয়ামক : ● **নিয়মন** করে যে।

নিয়মিত : ● যাহাকে **নিয়মন** করা হইয়াছে; অথবা, লক্ষণার্থে, যে যথারীতি আচরণ বা কার্য্যাদি করে।

নিযুক্ত : ● যাহাকে **নিয়োগ** করা হইয়াছে।

নিয়োগ : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **যোগ**করণ যাহাতে; অথবা, কাজে লাগানো যাহাতে।

নিয়োগী : ● **নিয়োগ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, সেকালে সরকারের তরফে যিনি বা যাঁহারা কর্ম্মচারীদের সরকারী কর্ম্মে নিয়োগ করিতেন; কিংবা, তাঁহাদের যে উত্তরসূরীগণ আজও 'নিয়োগী' পদবী বহন করেন। ❐ অধিকারপ্রাপ্ত পুরুষ, পদবী।

নিয়োজক : ● **নিয়োজন** করে যে।

নিয়োজন : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **যোজন** বা **যোগ** করা হয় যাহাতে।

নিয়োজিত : ● যাহাকে **নিয়োজন** করা বা **নিয়োগ** করা হইয়াছে।

নিরঞ্জন : ● নিঃক্ষিপ্ত **অঞ্জন** (ব্যবহৃত বা ভুক্তা-বশিষ্ট) যাহাতে (যে আচরণে); অথবা, ভোগা-বশিষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দান বা বিক্রয় করা হয় যাহাতে; কিংবা, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন লইয়া সামাজিক শক্তিসমূহের একের পর এক আবির্ভাব বলিয়া কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন — 'আদি পুরুষের নাম হইল নিরঞ্জন'। (দ্র. **নৈরঞ্জনা**)।

নিরত : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **রত** থাকা যাহাতে।

নিরন্তর : ● যাহাদের ভিতরে **অন্তর** বা ফাঁক নাই; অথবা, যাহা একটানা চলিতেছে।

নিরপেক্ষ : ● যাহা কাহারও অপেক্ষা করে না; অথবা, অনির্ভরশীল বা স্বতন্ত্র যে।

নিরবধি : ● যাহার **অবধি** নাই; অথবা, যাহা কোথাও গিয়া ধারিত হয় না; অথবা, যাহা কেবলই চলিতেছে। ❐ অসীম, অনন্ত, অবিচ্ছিন্ন, সতত।

নিরসন : ● নির্গত **অসন** (অস্ত গমন) যাহাতে; অথবা, দূরীকরণ করা হয় যাহাতে।

নিরস্ত : ● নিবারিত **অস্ত** যাহাতে।

নিরানন্দ : ● নির্গত **আনন্দ** যাহা হইতে।

নিরাপত্তা : ● **নিরাপদ** থাকে যাহাতে।

নিরাপদ : ● আপদমুক্ত যে। / নির্গত আপদ যাহা হইতে। (ব.শ.)। ❐ বিপদ্‌বিহীন ...।

নিরাময় : ● নেই **আময়** যাহাতে। / নির্ (নাস্তি) আময় যাহার। (ব.শ.)। ❐ আময়-হীন, নীরোগ, মর্ম্মপীড়াহীন ... ইত্যাদি।

নিরামিষ : ● নেই **আমিষ** যাহাতে; অথবা, বিষয়াভিলাষ (সম্পদের মালিক হওয়ার ইচ্ছা) নেই যাহাতে; কিংবা, যে **আমিষ** ভক্ষণ করে না।

নিরিবিলি : ● **নির** সক্রিয় যে সক্রিয় **বিল**-করণে; অথবা, যে সক্রিয় **বিল**-করণে কোনো কিছুকে আসিতে না দিয়া নির্গত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিংবা, যে **বিল**-স্থানে কেহই যায় নাই। ❐ নির্জন, নিরালা, নিভৃত স্থান, একান্ত।

নিরীহ : ● **নিঃ** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত হইয়া নিঃশেষিত) ঈহা (অর্জ্জনেচ্ছা) যাহার; অথবা, যাহার **ঈহার** ('এইরূপ হোক', এমন ইচ্ছা ও চেষ্টার) সমাপ্তি সক্রিয়ভাবে করা হইয়াছে; অথবা, অর্জ্জনেচ্ছা সক্রিয়ভাবে বিসর্জ্জিত যাহার। / নির্গত ঈহা যাহার। (ব.শ.)। ❐ চেষ্টারহিত, নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ। ❋

নিরুক্ত : ● **নিঃ** (নিঃশেষে) উক্ত হয় যাহাতে; অথবা, উৎপত্তি হইতে শেষ পর্যন্ত উক্ত বা কথিত হইয়াছে যাহাতে। / যাহা নিঃশেষে ব্যাখ্যাত (হইয়াছে)। (ব.শ.)। ❐ প্রকাশিত, নির্ব্বচন, পদের অবয়বার্থ-নির্ব্বাচক যাস্ককৃত নিঘণ্টু-ভাষ্যগ্রন্থ। ❋

নিরুদ্দেশ : ● নেই **উদ্দেশ** যাহার। ❐ উদ্দেশহীন, সন্ধানরহিত, ঠিকানাশূন্য।

নিরুদ্ধ : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **রুদ্ধ** যে।

নিরুপম : ● নেই **উপমা** (তুলনা) যাহার (যে স্ত্রীভিন্ন অন্য লিঙ্গের)।

নিরুপমা : ● নেই **উপমা** (তুলনা) যে স্ত্রীর।

নিরেট : ● **নির্**-গমনচেষ্টা টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত-ভাবে কোনো এক দিক দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা এতই ঘন ও সুদৃঢ় যে, তাহার ভিতর হইতে কোনো সত্তার নির্গমনচেষ্টা ঘনত্বে আটকাইয়া টঙ্কারিত হয় (বাহির হইতে পারে না)। / যাহা ফাঁপা নয়, সুসংহত, সুদৃঢ়, আঁট-সাঁট (solid)। (ব.শ.)। ⊓ আকাট।

নিরেট মূর্খ : ● যে **মূর্খ** তাহার জন্মগত মানসিকতা ধারণ করে; অথবা, যে মূর্খ সংসারের অগ্রগতির সহিত সম্পর্কিত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজের মানসিকতার বদল ঘটিতে দেয় নাই (অবিকল আছে)। ⊓ আকাট মূর্খ, অবিকল-মনা মূর্খ।

নিরোধ : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **রোধ** যাহাতে।

নির্গত : ● **নির্গমন** করিয়াছে যে।

নির্গমন : ● **নিঃক্ষিপ্ত** হইয়া **গমন** থাকে যাহাতে।

নির্গুণ : ● **নিঃ** (নিঃশেষিত বা নির্গত) গুণ যাহা হইতে; অথবা, যাহার কোনো গুণ নাই; কিংবা, যাহার এত গুণ যে সর্বোচ্চ গুণের গুণবানকেও তাহার সহিত তুলনা করা যায় না; অথবা, যাহা দৃশ্যত গুণহীন হইলেও কার্য্যত সর্ব্বগুণের গুণী হইবার যোগ্যতা ধরে; কিংবা, যাহা এতই গুণহীন বা গুণশূন্য যে তাহা যেন 'ব্ল্যাংক চেক'-এর মতো ফাঁকা, যাহাতে যে কোনো পরিমাণ টাকার অঙ্ক ভরিয়া দেওয়া যায়। ◻ সর্ব্বগুণসম্ভব, বিদ্যা শৌর্য্য রূপাদি শূন্য, জ্যারহিত (**ধনুঃ**), শিব। ✱

নির্ঘণ্ট : ● নির্দিষ্ট **ঘণ্ট** যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রকল্পাদির (অনুষ্ঠানের বা গ্রন্থের) পর্য্যায়ক্রমিক ক্রিয়াদির **ঘন**করণ (সংক্ষিপ্ত তালিকাকরণ) টঙ্কারিত হয়। ◻ গ্রন্থের সূচী, তালিকা, নিঘণ্টু।

নির্ঘাত : ● নির্গত **আঘাত** যাহাতে। (দ্র. **নেহাত**)।

নির্ঘোষ : ● নির্গত **ঘোষণা** যাহাতে।

নির্জ্জন : ● নির্গত জন যে স্থান হইতে।

নির্জিত : ● নিঃশেষে জিত (বা পরাজিত) হইয়াছে যে।

নির্ণয় : ● **নিঃ** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **নয়** (চয়নপূর্ব্বক আনয়ন) করা হয় যাহাতে; অথবা, **নিঃ** (নির্দ্ধারিত) **নয়** যাহাতে; অথবা, যাহাতে বস্তুর মধ্যে অকাম্যকে বাদ দিয়া কাম্যকে চয়নপূর্ব্বক মানসিকভাবে আনয়ন করা হয় বা নিশ্চয় করা হয়। ◻ নিশ্চয়, অবধারণ, গুণদোষনির্দ্ধারণ, বিবাদনিরাকরণ ...। ✱

নির্দিষ্ট : ● নিঃসারিত **দিশাদর্শন** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কোনো বিশেষ বিষয় বা বস্তুকে দর্শানো হয়। ⊓ কৃতনির্দেশ, প্রদর্শিত, কথিত, শাস্ত্রোক্ত। ✱

নির্দ্দেশ : ● নিঃসারিত **দেশ** (**দিশাদর্শন**) যাহাতে; অথবা, কোনো বিশেষ দিশায় যাইতে আজ্ঞা করা হয় যাহাতে। ◻ শাসন, আজ্ঞা ...।

নির্দ্ধারণ : ● **নিঃ** (নিশ্চিত রূপে) **ধারণ** থাকে যাহাতে।

নির্ব্বচন : ● **নিঃ** (নিঃশেষে কথিত) বচন যাহাতে; অথবা, যে বচন দ্বারা অব্যক্ত শব্দকে তাহার উৎপত্তি-কথা হইতে শেষ পর্যন্ত নিঃশেষে ব্যক্ত করা হয়। ◻ নিরুক্তি, নির্ব্বর্ণন, ব্যাখ্যান, ব্যুৎপত্তি, কথন ...। ✱

নির্ব্বন্ধ : ● **নিঃ** (নির্দ্ধারিত) **বন্ধ** থাকে যাহাতে।

নির্ব্বন্ধ : ● নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক বন্ধ যে; অথবা,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

কোনো বিশেষ স্থান কাল বা পাত্রের জন্য **নির** (নির্দ্দিষ্ট) করিয়া যে আবর্ত্তমান সত্তার আবর্ত্তন **বন্ধ** করিয়া রাখা হইয়াছে (কাল পূর্ণ হইলে যাহা স্বতঃই আবর্ত্তিত হইবে); কিংবা, যাহা ভবিষ্যতে (কাল পূর্ণ হইলে) অবশ্যই ঘটিবে। □ ভবিতব্যতা, নিয়ম, অভিশংসন, অভিনিবেশ, অঙ্গীকার, ফল।

নির্ব্বাক : ● নেই **বাক** (কথা) যাহার মুখে।

নির্ব্বাচন : ● **নিঃ** (নিশ্চয় করিয়া কথিত) **বাচন** (বাচ অন বা চলমান) যাহাতে; অথবা, সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে উচ্চারণ করিয়া 'বাচক দিয়া বলা' হয় যাহাতে; অথবা, বহুর মধ্যে কোনো একের বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া মুখে উচ্চারণ করিয়া বলা হয় যাহাতে। □ বিচারপূর্ব্বক স্থির করা, বাছিয়া লওয়া। *

নির্ব্বাচিত : ● **নির্ব্বাচন** কৃত যাহাত।

নির্ব্বাণ : ● **নিঃ** (নিঃশেষিত) **বাণ** (**বণ** হইতে জাত) যাহা হইতে; অথবা, সমস্ত **বাণ** (তেজবাহক অদৃশ্য রহস্যময় আধার) নির্গত যাহা হইতে; কিংবা, যে সত্তা নিভিয়া গিয়াছে। □ দীপ্তিরহিত, মোক্ষপ্রাপ্ত, অস্তগত, কৃতমজ্জন, ডুবিয়া যাওয়া, নিবৃত্তি ...। *

নির্ব্বাসন : ● নির্গত বা বহিষ্কৃত **বাস**করণ যাহাতে।

নির্ব্বাহ : ● নিঃশেষে যাহা (যে কর্ত্তব্য) বহন করা হয়।

নির্ব্বিকল্প : ● যাহার কোনো **বিকল্প** নাই।

নির্ব্বিকার : ● যাহার **বিকার** নাই।

নির্ব্বিঘ্ন : ● **বিঘ্ন** নাই (ছিল না) যাহাতে।

নির্ব্বিচার : ● **বিচার** (বিচারপূর্ব্বক যথাযথ আচরণ) নাই যাহাতে।

নির্ব্বিবাদ : ● যাহাতে **বিবাদ** থাকে না, নেই।

নির্ব্বিরোধ : ● **বিরোধ** নেই যাহাতে।

নির্ব্বিশেষ : ● যাহাতে কোনো রকম **বিশেষ** নেই, সবই একপ্রকার।

নির্ব্বেদ : ● নির্গত **বেদ** যাহা হইতে; অথবা, যাহার **বেদানুভব** (জ্ঞানানুভব বা সুখদুঃখ-অনুভব) চলিয়া গিয়াছে। □ আপনার প্রতি হেয়জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিরক্তি, নৈরাশ্য ...।

নির্ভয় : ● নেই **ভয়** যাহার বা যাহাতে।

নির্ভর : ● নির্গত **ভর** যাহাতে (যাহার উপরে)। / নিঃশেষে ভর যাহাতে। (ব.শ.)। □ নিঃশেষে ভারযুক্ত, নিবিড়, সমাবিষ্ট ...।

নির্ভীক : ● নির্গত **ভী** (ভয়) যাহা হইতে।

নির্ম্মম : ● নির্গত **মম** (মমতা) যাহা হইতে।

নির্ম্মল : ● নির্গত **মল** যাহা হইতে।

নির্ম্মাণ : ● নির্গত সীমায়িতকরণ চলে যাহাতে।

নির্ম্মাল্য : ● নির্গত বা উৎসর্গীকৃত **মাল্য**াদি যাহাতে।

নির্ম্মূল : ● নিষ্কাশিত বা উৎপাটিত **মূল** যাহার।

নির্যাতক : ● **নির্যাতন** করে যে।

নির্যাতন : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **যাতনা** প্রদান চলমান যাহাতে।

নির্য্যাস : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত নিষ্পীড়ন করিয়া নিষ্কাশিত করা হয় যাহাকে।

নিলয় : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত হইয়া **লয়**ন যাহাতে; অথবা, যাহার ভিতরে ঢুকিয়া মানুষ ঘুমায়। □ গৃহ, বাসস্থান।

নিশা : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে নাকৃত) শক্তি বা তেজ বিচ্ছুরণের আধার যে; অথবা, যাহাতে (যে কালে) আলোর (কর্ম্মশক্তির) বিচ্ছুরণ থাকে না; কিংবা, যখন সত্তার সচেতনতা হারাইয়া যায় বা হরণ করা হয়; অথবা,

সমাজদেহের (মানবদেহের) মল (উদ্বৃত্ত উৎপন্ন) নিঃসারণ (বিক্রয়) করিয়া দেহকে শুদ্ধ করা হয় যে কালখণ্ডে। /যে ব্যাপার তনু করে। (ব.শ.)। ⊓ রাত্রি, বিরামকাল, হরিদ্রা ...।

নিশাকর : ● **নিশা** (আলোহীন) করে যে। /রাত্রি করে যে। (ব.শ.)। ⊓ চন্দ্র।

নিশাচর : ● **নিশা**কালে বিচরণ করে যে। ⊓ নিশাবিহারী, শৃগাল, পেচক, চৌর, নগররক্ষার্থ রাত্রিচর প্রহরী, কোটাল ...।

নিশাচরী : ● **নিশাচর**-এর প্রকৃতি যে। ⊓ নিশাবিহারিণী, রাক্ষসী, অভিসারিকা।

নিশান : ● **নি** (নিহিত) শান (ধার বা তীক্ষ্ণতা) যাহাতে। ⊓ তীক্ষ্ণীকরণ, তেজন।

নিশি : ● **নিশ** (না-কৃত আলোর বিচ্ছুরণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, আলোহীন কাল কাটে যাহাতে। ⊓ রাত্রি।

নিশিদিশি : ● **নিশি** ও **দিশি** যাহাতে; অথবা, আলোহীন ও আলোময় কালখণ্ড পাশাপাশি যাহাতে। ⊓ রাত্রিদিন, অহোরাত্র, কখনও।

নিশীথ : ● **নিশি**র আধার থাকে যাহাতে; অথবা, আলোহীন থাকে যে সময়কালে। ⊓ অর্দ্ধরাত্র, রাত্রিমাত্র।

নিশীথিনী : ● **নিশীথ**-এর প্রকৃতিরূপ যাহাতে। ⊓ নিশীথবতী, রাত্রি।

নিশ্চয় : ● নিঃপূর্ব্বক (সংশয়হীন) চয়ন যাহাতে। ⊓ নিঃসংশয়জ্ঞান, নির্ণয়, 'ইহা এই রূপই' - ঈদৃশ বিষয়পরিচ্ছেদ, সঙ্কল্প ইত্যাদি।

নিষণ্ণ : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **ষণ** (দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরণ) চলমান যাহাতে; অথবা, যে (পণ্য লইয়া বিক্রয়ের জন্য) বসিয়া আছে। ⊓ অবলম্বনকারী, স্থিত; আসীন, উপবিষ্ট।

নিষদ্যা : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **ষ** (দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরণ) দানকারী থাকে যাহাতে; অথবা, পণ্যবিক্রয় চলে যে স্থান হইতে। ⊓ পণ্যবিক্রয়শালা, দোকান, পণ্য-বীথিকা, হাট, চালা, ছোট খাট। *

নিষধ : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **ষ** (দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরণ) ধারণ করে যে; অথবা, যে ব্যবস্থা (বা দেশ, দেশবাসী, দেশের রাজা, স্বর) বেদ-নিষিদ্ধ পণ্য-উৎপাদন ও বিক্রিবাটা করে। ⊓ পর্ব্বতবিশেষ, দেশবিশেষ, নিষধবাসীগণ, নিষধরাজগণ, নিষাদস্বর। *

নিষাদ : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) **ষা** (দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরণের আধার) দান করে যে; অথবা, নিঃসারিত সদ (পণ্য, পাপ) দেয় যে; কিংবা, প্রথম রাষ্ট্রের (**পৃথু**র) উদ্ভব কালে যাহাদিগকে **নিষিদ্ধ** করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। / পাপের আধার যে। (ব.শ.); অথবা, যাহারা মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। (ছা.অ.)। ⊓ **আদি পণ্যজীবী**, **সপ্তস্বর**-এর শেষ স্বর; **(সাধর্ম্ম্যে)** ব্যাধ, কিরাত, চৌর্য্যবৃত্তি-দস্যুবৃত্তিসূচক কটু-ভাষী মৎস্য-মাংসলোভী ব্রাহ্মণ। *

নিষিক্ত : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **সিচ**করণ তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে (শুক্রাদি বীজাদি) **সিচ**করণ কৃত হইয়াছে।

নিষিদ্ধ : ● সক্রিয়ভাবে নিষেধ বা নাকৃত **সিধ** (ষেধ) যাহাতে।

নিষেক : ● **নিঃ**-কে দিশাগ্রস্ত করা হয় যাহাতে; অথবা, নির্গতকে দিশাগ্রস্তভাবে কোনো বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রে বিচ্ছুরণ করা বা সেচন (**সিচ**করণ) করা হয় যাহাতে।

নিষ্কর্ষ : ● যাহা **কর্ষণ** করিয়া নিষ্কাশিত হয়; অথবা, করার্থ প্রজাপীড়ন করা হয়

যাহাতে; কিংবা, সার সংগ্রহ করা হয় যাহাতে।

নিষ্কাম : ● নির্গত **কাম** যাহা হইতে; অথবা, যে প্রেমে রতি থাকে কিন্তু সন্তানের প্রতি কোনো প্রকার **কাম**না-বাসনা রাখা চলে না (সন্তান পুরুষের); অথবা, যে কর্ম্মে কর্ম্মীগণ কর্ম্মরত হইয়া কর্ম্মান্তে পারিশ্রমিক লইয়া চলিয়া যায়, উৎপন্নের প্রতি তাহাদের কোনো প্রকার **কাম**না-বাসনা রাখা চলে না।

নিষ্কাশন : ● নির্গত **কাশন** বা বহিষ্করণ যাহাতে।

নিষ্ক্রম : ● কোনো উৎস হইতে একের পর এক **ক্রমা**ন্বয়ে যে নির্গমন চলে। ⊓ নিগম, বহিরাগম।

নিষ্ক্রমণ : ● **নিষ্ক্রম** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ নির্গমন, বহির্গমন।

নিষ্ক্রান্ত : ● **নিষ্ক্রমণ** তারিত যাহাতে; অথবা, যে ক্রমে ক্রমে পায়ে পায়ে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ⊓ নির্গত, বহির্গত।

নিষ্ঠ : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত শক্তি প্রয়োগের টঙ্কারস্থিতি যাহাতে; অথবা, এক স্থান-কাল-পাত্রে একইভাবে শক্তিপ্রয়োগের আবৃত্তি করা চলিতে থাকে যাহাতে।

নিষ্ঠা : ● **নিষ্ঠ**-এর আধার যে।

নিষ্ঠুর : ● **নিষ্ঠ** (একান্তবৃত্তি) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, একান্তবৃত্তিশীল জোরপূর্ব্বক চাপিয়া বসিয়া রহে যাহাতে।

নিষ্পত্তি : ● **নিস** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত ও একরৈখিকভাবে বিচ্ছুরিত) **পদ** তারিত যাহাতে; অথবা, নিঃসারিত **পদ** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা চেষ্টাপূর্ব্বক সম্পাদিত হয়। ⊓ সমাপ্তি, মিটমাট, বাঙ্**নিষ্পত্তি**।

নিষ্পন্ন : ● যাহা চেষ্টাপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়াছে।

নিষ্প্রভ : ● নির্গত **প্রভা** যাহা হইতে।

নিসর্গ : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **সৃজন** যাহাতে।

নিস্তব্ধ : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **স্তব্ধ**করণ যাহাতে।

নিস্তার : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত ও একরৈখিকভাবে প্রযুক্ত **তারণ** যাহাতে; অথবা, চেষ্টাপূর্ব্বক **তারণ** করা হয় যাহাতে।

নিস্বন : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **স্বন**-করণ যাহাতে; অথবা, নিসর্গিত **স্বন** যাহাতে।

নিহত : ● সক্রিয়ভাবে অনকৃত **হনন** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **হত** করা হইয়াছে।

নিহিত : ● **নিধান** তারিত যাহাতে; অথবা, ধারণক্রিয়া সক্রিয়ভাবে তারিত বা রক্ষিত যাহাতে। ⊓ স্থাপিত, আহিত, নিক্ষিপ্ত।

নী : ● **ন** (নাকৃত-অনকৃতের) সক্রিয় আধার যে (যে প্রকৃতিসত্তা); অথবা, (অকাম্যকে সরাইয়া কাম্যকে গ্রহণপূর্ব্বক) নয়ন করা হয় যাহাতে; অথবা, নেয়, আনে, নিয়ে আসে বা নয় করে যে। ⊓ নয়ন, প্রাপণ, সত্তাধারী স্ত্রীসত্তা — যথা, ধোপা**নী**, তেলি**নী**।

নীচ : ● **নী** (সক্রিয়ভাবে অনকারীর) **চয়ন** থাকে যাহাতে; অথবা, (প্রাচীন যৌথসমাজে) প্রয়োজন নাই তাও আগ বাড়াইয়া চয়নকার্য্য করিত যে বা যাহারা; অথবা, অদৃশ্য মানসলোকে যাহারা নিম্নে পতিত হইয়া গিয়াছে। / নিকৃষ্ট শোভা ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ⊓ সামাজিক নিম্ন, অধম, হেয়, হীন, (সাদৃশ্যে) নিম্নে অবস্থিত।

নীচু : ● **নীচ** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **নীচ**তায় হীনত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা থাকে। ⊓ নিম্ন, অবনত, হেঁট।

নীড় : ● **নী** (সক্রিয়ভাবে অনকারীর) গড়ান-

উড়ান যাহা হইতে। ◘ বাসস্থান, পক্ষীর বাসস্থান।

নীত : ● নী (নয়-করা) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা আনয়ন করা হইয়াছে। ◘ প্রাপিত, আনীত, গৃহীত।

নীতবর : ● বরের সহিত **নীত** (নয়নকৃত) যে। ◘ বিবাহে বরের সঙ্গী মিত্রভাবাপন্ন বর, কোলবর।

নীতি : ● **নীত** (নয়করণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়ম (বিবেকস্বীকৃত নিয়ম) মান্য করিয়া (কোনো কিছু) নীত করা হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা যথাযথভাবে (তত্তদ যুগে প্রচলিত বা তত্তদ শাসক কর্ত্তৃক স্বীকৃত নিয়মানুসারে) নীত করা বা আনয়ন করা হয়। ◘ নয়ন, প্রাপণ, নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, শিষ্টাচরণ। *

নীপ : ● নী (সক্রিয়ভাবে অনকারীকে) পালন করে যে, বা পালিত যাহাতে; পণ্য-জীবীদের বা পণ্যবিক্রেতাদের রক্ষা করে যে বৃক্ষ বা ব্যবস্থা। ◘ কদম্ববৃক্ষ (দোকান), ধারাকদম্ব (পাইকারী দোকান), ধূলিকদম্ব (খুচরো দোকান) ...।

নীবার : ● নী (সক্রিয়ভাবে অনকারীকে) বরণ করিয়া আনা হয় যাহাতে; অথবা, যে ধান নিজেই জন্মায় (চাষ করিতে হয় না)। ◘ উড়িধান, শ্যামাধান।

নীবি : ● নী (সক্রিয়ভাবে অনকারীর) বে (পণ লেনদেনের সূত্রের দ্বারা চুক্তিবন্ধন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা নারী কিংবা বণিক নিজ নিজ কোমর বাঁধে। ◘ বণিকের মূলধন, নারীর কটিবস্ত্রবন্ধন।

নীর : ● নী (নাকৃত-অনকৃতের সক্রিয় আধার) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা পার্থিব জল হইতে নাকৃত হইয়া (বাষ্পরূপে উদগত হইয়া) গর্জ্জনকারী মেঘে পরিণত হয় এবং পুনরায় বারিরূপে অনকৃত হইয়া পার্থিব জলরূপে রক্ষিত হয়; অথবা, যাহা জন-সাধারণ হইতে নাকৃত হইয়া (করাদিরূপে উদগত হইয়া) গর্জ্জনকারী রাজপুরুষদের গণবণ্টনের কোষে পরিণত হয় এবং পুনরায় দানরূপে অনকৃত হইয়া প্রজাদিগের উপর বর্ষিত হয়। ◘ গণ-উৎপাদিত বাহ্যসম্পদ / (সাধর্ম্ম্যে) রস, তরল জলাদি। *

নীরজ : ● **নীর** হইতে জাত। / জল হইতে জাত যে। (ব.শ.)। ◘ জলজাত, উদ্বিড়াল, উশীর, পদ্ম।

নীরদ : ● **নীর** দেয় যে। / জল দেয় যে। (ব.শ.)। ◘ বিশ্বদেবগণ, আমলাতন্ত্র, (সাধর্ম্ম্যে) মেঘ, মুস্তক, মুথা।

নীরব : ● (নির্-রব) সক্রিয়ভাবে নাকৃত করিয়া রাখা **রব** যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে কোনো রব বাহিরায় না।

নীরস : ● সক্রিয়ভাবে নাকৃত করিয়া রাখা রস যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে কোনো রস বাহিরায় না।

নীরাজন : ● যখন রাজা থাকে না তখন যাহা করিতে হয়; অথবা, রাজন (মানব-দেহের পরিচালক আমিত্ববোধ ধারী 'আমি' কিংবা সমাজদেহের পরিচালক জাতীয়তা-বোধ ধারী রাজা) না থাকিলে কী করিতে হইবে, তাহার প্রতীকী বর্ণনা থাকে যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ◘ নির্ম্মঞ্চন।

নীরেন্দ্র : ● **নীর** সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ◘ জলাশয়শ্রেষ্ঠ, সমুদ্র।

নীল : ● নী (নাকৃত-অনকৃতের সক্রিয় আধার) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; নিয়ে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

নিয়ে নীল হইয়া গিয়াছে যে; অথবা, যে অন্যের অধিকার নাকৃত (নাকচ) করিয়া দিয়া আপন অধিকার অনকৃত বা প্রতিষ্ঠিত করে; অথবা, (জ্ঞানোৎপন্নের বা কর্ম্মোৎপন্নের) আনয়ন লালন করে যে; কিংবা, যাহা শূন্য বা ফাঁকা বলিয়া সর্ব্বদা খাঁই খাঁই করে; অথবা, যাহা শূন্য (nil) বা খাঁই খাঁই করে বলিয়া দৃশ্যত বিষবৎ নীলবর্ণ হয়। / যাহা নীলী দ্বারা রঞ্জিত। (ব.শ.)। ◻ অভিজাত (blue-blood, blue-eyed), পণ্যাকাশ (marketing sphere), অভিজাতদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বা নীলগিরি, বটবৃক্ষ বা বেনিয়া-ব্যবস্থা। (সাধর্ম্মে) নীলবর্ণবান, শ্যামল, নীলকণ্ঠ পাখী ...। *

নীলকণ্ঠ : ● **নীল** (নীলবর্ণ) কণ্ঠ যাহার; অথবা, জনসমুদ্র মন্থন করিয়া সম্পদ উদ্ধারের কুফলস্বরূপ উত্থিত বিষ পান করিয়া কণ্ঠ নীল হয় যে পরামর্শদাতার। ◻ শিব, ময়ূর, খঞ্জনপক্ষী (বণিক জাতি আজও বিজয়াদশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে যাহাকে খুঁজিয়া প্রণাম করিয়া থাকে)। *

নীলকান্ত : ● যে **নীল**কে সবাই কামনা করে।

নীলমাধব : ● যে **নীল** জ্ঞানরসের মধু (বা ধনরসের মধু) বহন করেন।

নীললোহিত : ● যে **নীল** রাগে অগ্নিশর্ম্মা বা **লোহিত**ও বটে। ◻ শিব।

নীলাচল : ● **নীল**-করণ চলে যে পর্ব্বতে (ব্যবস্থায়)।

নীলাঞ্জন : ● **নীল** (বিষ) হইয়া গিয়াছে **অঞ্জন** (বিদ্যা) যাহার; অথবা, যাহা বৃক্ষে (ব্যবস্থায়) প্রয়োগ করিলেই বৃক্ষটি (ব্যবস্থাটি) মরিয়া যায়। ◻ নীল-সরস্বতী; (সাধর্ম্মে) তুঁতে।

নীলিমা : ● **নীল** (আনয়ন-লালন) সক্রিয়-ভাবে সীমায়িত হইয়া থাকে যে আধারে; অথবা, যাহার আনয়ন-লালন সীমায়িত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ (**নীল** এর ন্যায় খাঁই খাঁই করে না)। ◻ / (সাধর্ম্মে) নীলভাব, নীলত্ব, নীলবর্ণ। *

নীহার : ● **নী**-র (সক্রিয়ভাবে অনকারীর) আহরণ থাকে যাহাতে; অথবা, জ্ঞানবাহী মানুষ যে জ্ঞানকণা আহরণ (**নেহার**) করে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) কুয়াশার (তুষারের) যে বিন্দুটি অন্য কুয়াশাকে (তুষারকে) নিজের ভিতরে আহরণ করিয়া জমায়। ◻ জ্ঞানকণা, (সাদৃশ্যে) ঘনীভূত শিশির, হিম।

নু : ● **ন** (নাকৃত-অনকৃত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে নাকরণ বা অনকরণ না করিয়া দাঁড়ায়, নাকরণ করিব (পশ্চাতে যাইব) না অনকৃত হইব (অগ্রসর হইব) তাহা লইয়া বিতর্ক করে, সংহত হয়, নত হয়, স্তব করে ... ইত্যাদি। ◻ বিতর্ক, অনুনয়, সংহতি, স্তবন; নত হওয়া, রই**নু**, বলি**নু**।

নুটি : ● **নু** (নবরূপে উত্তীর্ণ নকরণ) সক্রিয়ভাবে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা অগ্রসর হয় না, পশ্চাতেও যায় না, একই স্থানে সংহত হইয়া বা গুটি পাকাইয়া যায়। ◻ নুড়ি, পিণ্ড।

নুড়নুড় : ● **নুড়**-এর (গুটির গড়ান-উড়ান-এর) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা গুটিসুটি হইয়া উড়ান করিবার চেষ্টা করে। ◻ শিথিল-বদ্ধ ক্ষুদ্র দ্রব্যের দোলনের ভাব।

নুড়া (নুড়ো) : ● **নুড়**-এর (গুটির গড়ান-উড়ানচেষ্টার) আধার (সার্ব্বিক আধার) যে। ◻ আগুন ধরাইবার নিমিত্ত নোড়ার মত সঙ্কুচিত তৃণগুচ্ছ, মুখে **নুড়ো** জ্বেলে দেওয়া।

নুড়ি : ● **নুড়** (গুটির গড়ান) সক্রিয় যাহাতে। ❒ ছোট নোড়া বা পাথর, নীচজাতিবিশেষ।

নুত : ● **নু** (নবরূপে উত্তীর্ণ **ন**করণ) তারিত যাহাতে। ❒ স্তুত, প্রণত।

নুন : ● **নু** (নবরূপে উত্তীর্ণ **ন**করণ) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহা (সমুদ্রজল হইতে) সংহত হইয়া স্বরূপ ধারণ করে; কিংবা, যাহা জনসমুদ্রের ঘাম হইতে সংহত হইয়া **লবণ** (প্রাপ্যের বা লাভের বোধ) রূপ ধারণ করে। ❒ পরিশ্রমের প্রাপ্য, লবণ।

নুনিয়া (নুলিয়া) : ● **নুন**করণ সক্রিয় করিয়া চলে যাহাদের; অথবা, সমুদ্রতীরের যে জাতি এককালে নুন উৎপাদন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। ❒ জাতিবিশেষ,

নুনুড়ি : ● **নুড়নুড়** করে যে। ❒ ঘণ্টার দোলনপিণ্ড, আলজিভ।

নুলা (নুলো) : ● **নু** লালিত যে আধারে (বা যে সার্ব্বিক আধারে); অথবা, যে হাত অগ্রসর হয় না, পশ্চাতেও যায় না, ঠুঁটা হইয়া বসিয়া থাকে। ❒ পশুর থাবা, বিকল, ঠুঁটা।

নুয়া : দ্র. **নোয়া**।

নূ : ● **ন** (নাকারী-অনকারী) নবরূপে উত্তীর্ণ যে আধারে।

নূতন : ● **নূ** (নবরূপে উত্তীর্ণ **ন**-ধারী) তারিত হইয়া অন **(তন)** থাকে যাহাতে; অথবা, পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থান হইতে নবরূপে উত্তীর্ণ বা তারিত হইয়া বর্ত্তমান থাকে যে। ❒ অচির-প্রবৃত্ত, সদ্যবিকশিত হইয়া চলমান, অচিরা-ভিষিক্ত হইয়া বর্ত্তমান ...। ❋

নূপুর : ● **নূ** (নবরূপে উত্তীর্ণ **ন**-ধারী) পুরিত থাকে যাহাতে; অথবা, না-কৃতের আধার বা ন্যূনকণা (নূ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা রূপে পুরিয়া রাখা থাকে যাহাতে। ❒ পাদাঙ্গদ, মঞ্জীর, পরিশীলিত ঘুঙুর।

নূপুর-নিক্বণ : ● **নূপুর**-এর ভিতরে থাকা কণগুলি সক্রিয়ভাবে অনকৃত হয় যাহাতে। ❒ নূপুরের ধ্বনি। ❋

নৃ : ● **ন**-এর (নাকরণপূর্ব্বক অনকরণের) আবর্ত্তন যাহাতে; অথবা, পুনরাবৃত্তিমূলক উৎপাদন করে যে; কিংবা, সম্পদসৃজন বা অর্জ্জন করে যে। ❒ উৎপাদনশীল জন, পুরুষ, মনুষ্যজাতি, শঙ্কু, দাবার বড়ে।

নৃত্য : ● **নৃৎ** (ন-এর আবর্ত্তনের বা সম্পদ অর্জ্জনের অভিজ্ঞতার তারণ) থাকে যাহাতে। (দ্র. **নাচ, নর্ম্ম**)। / তালমানাদিযুক্ত সবিলাস গাত্রবিক্ষেপ। (ব.শ.)। ❒ নাচ।

নৃপ : ● **নৃ** (উৎপাদনশীল জনগণকে) পালন করে যে। ❒ নৃপতি, রাজা।

নৃপতি : ● **নৃ** (উৎপাদনশীল জন) গণের পতি যিনি। ❒ নৃপ, রাজা, কুবের, শ্রেষ্ঠার্থ।

নৃপাল : ● **নৃ** পালন করে যে; অথবা, যিনি উৎপাদকগণকে বা উৎপাদনশীল জনগণকে পালন করেন। ❒ রাজা।

নৃমেধ : ● **নৃ** (পুনরাবৃত্তিমূলক উৎপাদনকারী বা উৎপাদনশীল জন) গণের **মেধ** যাহাতে; অথবা, যে উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিকারী দক্ষ মানুষদের মেধা ও শ্রমশক্তির নিষেক ঘটান হয়। ❋

নৃশংস : ● **নৃ**-র (দক্ষ মানুষের দক্ষকর্ম্মের) **শংসন** (ভাল করিয়াছ, এইরূপ স্তুতিকরণ) থাকে যাহাতে; অথবা, 'হরিণ মেরে আসছে ফিরে' যে দক্ষ, **শংসা** বা স্তুতি তাহার পক্ষে সুখদায়ক হইলেও হরিণের পক্ষে (বা তদ্রূপে নিহত মানুষের পক্ষে) তাহা মৃত্যুদায়ক, নির্মম। / নরকে হিংসা করে যে। (ব.শ.)। ❒ ক্রুর, পরদ্রোহী, ঘাতুক, নিষ্ঠুর, ক্রুরকার্য্য।

নৃসিংহ : ● নৃ (পুনরাবৃত্তিমূলক উৎপাদনশীল জন) গণের মধ্যে **সিংহ** (হিংসাকারী) যে। ❒ দক্ষশ্রেষ্ঠ, দক্ষরাজ, আধা-নৃ আধা-সিংহ।

নৃসিংহ-অবতার : ● যে অবতার **নৃসিংহ** রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ❒ যিনি নৃ ও সিংহ, বিষ্ণুর অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধসিংহ চতুর্থ অবতার; নৃসিংহ। ✻

নে : ● ন (নাকরণ-অনকরণ) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, নিজে না রাখিয়া অন্যকে দেওয়া হয় যাহাতে। ❒ গ্রহণ কর, লও।

নেই : ● দিশাগ্রস্তভাবে নাকরণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাকে নাকরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ❒ অস্তিত্বহীন।

নেও : ● **নে** (... অন্যকে দেওয়া) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে দাতা নিজে দেয় না, গ্রহীতা গ্রহণ করে। ❒ লইয়ো, গ্রহণ করিও।

নেওটা : ● **নে**-করণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া টঙ্কারিত যে আধারে; অথবা, যাহার **নেও**করণ হৃদয়ে টঙ্কারিত হয়। (?)। ❒ স্নেহপালিত, স্নেহহেতু অনুগত।

নেওয়া : ● **নে**-করণ (দিশাগ্রস্ত নাকরণ-অনকরণ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, পূর্ব্ব অবস্থান নাকচ করিয়া গ্রহণ করা হয় যাহাতে। ❒ গ্রহণ করা।

নেংটি : ● **নেং** (দিশাগ্রস্ত অনকারীর রহস্যরূপ) সক্রিয়ভাবে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, মাতৃজঠর হইতে বাহির হইয়াই ছুটি-তেছে যে। ❒ ক্ষুদ্র মূষিকবিশেষ, শলা ইঁদুর।

নেংড়া : ● **নেং**-এর (দিশাগ্রস্ত অনকারীর রহস্যরূপের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, (অঙ্গহানির কারণে) যে হাঁটিতে পারে না, কিন্তু তাও হাঁটে; কিংবা, গন্ধে টক কিন্তু তাও মিষ্টি যে। ❒ খঞ্জ, একপ্রকার আম।

নেকড়া : ● **নে** (দিশাগ্রস্তভাবে নাকরণ) করিয়া গড়ায় যাহাতে; অথবা, যাহা (যে বস্ত্র) খানিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ❒ পুরানো কাপড়ের টুকরা।

নেকড়িয়া : ● **নে** (দিশাগ্রস্তভাবে অনকরণ) করিয়া সক্রিয়ভাবে উড়ান করিয়া যায় যে। ❒ ক্ষুদ্রজাতি ব্যাঘ্রবিশেষ।

নেকা : ● **নে** (দিশাগ্রস্ত অনকরণ-নাকরণ) করে যে; অথবা, যে জানে অথচ না জানার ভান করে। ❒ সেয়ান-বোকা।

নেঙ্গট (লেঙ্গট) : ● দিশাগ্রস্তভাবে লিঙ্গ টঙ্কারিত হয় যাহাতে; অথবা, যে বস্ত্রখণ্ডে লিঙ্গটুকু মাত্র আচ্ছাদিত থাকে। ❒ কৌপীন।

নেঙ্গটা (লেঙ্গটা) : ● **লেঙ্গট**-এর আধার যে; অথবা, যে **নেঙ্গট** পরিয়াছে (বলিয়া লিঙ্গ বাদে সবই দৃশ্য হইতেছে)। ❒ আদুড়, উলঙ্গ, খালি।

নেজ : ● **নে** (দিশাগ্রস্তভাবে অনকরণ) জনন করে যে; অথবা, যাহাতে হাত দিলে তাহার অধিকারী (হালের বলদ, উপাধিধারী চাকুরে) তেজ প্রকাশপূর্ব্বক বিশেষ দিকে ছোটে। ❒ শিক্ষিত চাকুরের নামের পেছনে থাকা ডিগ্রিরূপী ও মর্য্যাদাসূচক 'পুচ্ছ' (যথা, M.A., Ph.D. ইত্যাদি), বলদের পুচ্ছ।

নেটা : ● **নে** (দিশাগ্রস্তভাবে নাকৃত-অনকৃত) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহার যে কর্ম্ম করার কথা নয়, সে সেই কর্ম্ম করে যাহাতে। / যে ডান হাতের কাজ বাঁ হাতে করে। (ব.শ.)। ❒ বাঁহাতি।

নেড় : ● **নে**-র (দিশাগ্রস্তভাবে নাকৃত অনকৃতের) গড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা ন যযৌ ন তস্থৌ করিয়া গুটির ন্যায় হইয়া

যায় (নুটি), তাহার একদিশাগ্রস্ত রূপ যাহাতে। ❐ মলদণ্ড, গোলকমাত্র।

নেড়া : ● নেড়-এর আধার যে; অথবা, যে স্বয়ং সর্ব্বত্যাগী কেশহীন 'মুণ্ডিতমস্তক' হইয়া গিয়াছে; কিংবা, যাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কেশহীন বা **নিকেশ** (নেড়ামুণ্ড) করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অথবা, গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মনীষীগণ বৈরাগ্যের যে আচরণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ❐ স্বেচ্ছায় সর্ব্বত্যাগী ও মুণ্ডিতমস্তক, জোরপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী বা সর্ব্ব-মালিকানা-হারা নেড়ামুণ্ড।

নেড়ানেড়ি : ● **নেড়া** (মুণ্ডিতমস্তক পুরুষ) ও **নেড়ি** (মুণ্ডিতমস্তকা স্ত্রীলোক) যাহাতে; অথবা, যাহারা কার্য্যত নিজ নিজ ধন-সম্পদের সমস্ত অধিকার বা মালিকানা ত্যাগ করিয়া দৃশ্যত তাহারই প্রতীকী আচরণ রূপে মাথার চুল বা কেশ ত্যাগ করিয়াছেন; কিংবা, গৌতম বুদ্ধের ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবৎকালে যে নেড়ানেড়িগণ সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা লাভ করিতেন (এবং কালে কালে যাহা নেড়ি-কুকুরের সমমর্য্যাদায় পর্য্যবসিত হয়)। ❐ বোষ্টম-বোষ্টমী।

নেড়িকুকুর : ● **নেড়ি** (নেড় সক্রিয় যাহাতে) যে কুকুর; অথবা, যে কুকুরের গায়ের লোম ও চামড়া কিছু কিছু স্থানে উঠিয়া গিয়া সারা গা প্রায় **নেড়া** হইয়া গিয়াছে।

নেড়ে : ● **নেড়া** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে **নেড়া**-বঙ্গবাসীগণ (নেড়া বৌদ্ধগণ ও নেড়া বৈষ্ণবগণ) ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ❐ বাঙালী-মুসলমান।

নেত : ● **নে** (দিশাগ্রস্তভাবে নাকৃতের) তারণ যাহাতে; অথবা, যাহা (যে বস্ত্র জীর্ণ হইয়া) নেতাইয়া গিয়াছে। ❐ অংশুকবস্ত্রবিশেষ, জীর্ণ ফুটোফাটা কাপড়।

নেতপাট : ● **নেত** (**নেতান**) যে পাট-এর কাপড়; অথবা, বৃদ্ধ ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে বা নেতাইয়া গিয়াছে যে পাটবস্ত্র। ❐ নেতপট্ট, নেতবস্ত্র। (কৃত্তিবাসী রামায়ণের শুরুতে পট্টবস্ত্রে লিখিত শাসকের সংবিধানকে 'নেতপাট' বলা হইয়াছে)। *

নেতা[১] : ● **নেত**-এর (জীর্ণ বস্ত্রের) আধার যে। ❐ বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া, পাকপাত্র মোছার বা ঘর নিকানর বস্ত্রখণ্ড।

নেতা[২] : ● **নী**-এর (অকাম্যকে নাশ করিয়া কাম্য বিষয়াদি আনয়নের) দিশাগ্রস্ত তারণ যে আধারে; অথবা, অনুসারীদিগকে তাহাদের কাম্য বিষয়াদি আনয়নের সমস্যা হইতে ত্রাণ করেন যিনি। / যে লইয়া যায়। (ছা.অ.)। ❐ নায়ক, নির্ব্বাহক, শিক্ষয়িতা, প্রবর্ত্তক, প্রভু, দণ্ডপ্রণেতা, কাব্যনায়ক *

নেতাকানি : ● **নেতা[১]** (জীর্ণ) হইয়া গিয়াছে যে কানি (কানায় বা ছিদ্রে পূর্ণ বস্ত্রখণ্ড)। ❐ ছেঁড়াফাটা কাপড়ের টুকরো, হাঁড়ি কড়াই মোছার লূতা, ঘরমোছার ছেঁড়াকাপড়।

নেতান : ● **নেতা[১]**-হওয়ন (ঘরমোছার ছেঁড়াফাটা কাপড়ের শিথিল হওয়া) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ নেতাকানির ন্যায় শিথিল হওয়া।

নেত্র : ● দিশাগ্রস্ত **নী**-কে (কাম্য বিষয়াদি আনয়নকে) ত্রাণ করে যে; অথবা, (কাম্য বিষয়াদির স্বরূপ) আনয়নের সমস্যা হইতে দেহকে (সমাজদেহ, মানবদেহকে) ত্রাণ করে যে। / যাহার দ্বারা নয়ন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ চক্ষুঃ, লোচন, কার্য্যজ্ঞানকারণ ...। *

নেপথ্য : ● **নে**-র (দিশাগ্রস্তভাবে নাকরণ-অনকরণের) পালন থাকে যাহাতে; অথবা, (জগতের বা নাটকের) রঙ্গমঞ্চে কে কে কী কী প্রকার রূপ-গুণের প্রকাশ ঘটাইবেন, তাহার নাকরণ (নাকচ করা) বা অনকরণ (সচল করা) পালিত হয় যাহাতে বা যেখানে (যে অন্তরালে)। ❒ রঙ্গমঞ্চের অন্তরাল স্থান, নটগণের বেশরচনা-স্থান।

নেপাল : ● **নে** (কেবল নিয়া বা লইয়া) পালিত যে বা পালন করে যে; অথবা, দিশাগ্রস্ত আনয়ন (আমদানি) দ্বারা পালিত যে। ❒ হিমালয়-তটস্থ পর্ব্বতীয় দেশবিশেষ, নেপালবাসীগণ।

নেপো : ● নেয় যে **পো**-এরা (উত্তরাধিকারী-গণ, ভাগনে ভাগনি নাতি নাতনিরা); অথবা, সুযোগ পাইলে যাহারা **দই** (ধনসম্পদ) মারিয়া লইয়া যায়। ❒ উত্তরাধিকারীগণ। (যে nephew niece-দের নিয়ে napotism বা স্বজনপোষণ করা হয়।)।

নেবু : ● **নে**-র (দিশাগ্রস্ত নাকৃত-অনকৃতের) বহন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা তিক্ত হইতে হইতে টক হইয়া গিয়াছে। (দ্র. **নিম্বু**)। ❒ অম্লফলবিশেষ, জম্বীর।

নেমি : ● **নে**-র (দিশাগ্রস্তভাবে অনকৃত-নাকৃতের) সীমায়ন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা চলিয়া যায় না, দাঁড়াইয়াও থাকে না, অথচ একইভাবে (দিশাগ্রস্তভাবে) চলিতে থাকে; অথবা, একই বৃত্তের পরিধিতে হাঁটিয়া ঘুরিতে থাকে যে। ❒ পরিধি, চক্রপ্রান্ত, প্রধি।

নেয়া : ● **নে** (দিশাগ্রস্ত নাকৃত-অনকৃত) যায় যে আধারে; অথবা, হাত বাড়াইয়া বা ঝুঁকিয়া গ্রহণ করা হয় যাহাতে। ❒ গ্রহণ করা।

নেয়াপাতি : ● **নেয়া** ও **পাতি** (সক্রিয় পাতন) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা ঝুঁকিয়া এবং পড়িবে পড়িবে করিয়া একটুখানি ঝুলিয়া গিয়াছে। ❒ **নেয়াপাতি** ভুঁড়ি।

নেশা : ● দিশাগ্রস্ত **নশ**-এর (না-কৃত তেজবিচ্ছুরণ বা আলোহীনতা) থাকে যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা একপ্রকার তেজ-হীনতায় বা অন্ধকারে প্রবেশ ঘটে। ❒ মাদক-সেবনজন্য মত্ততা, উন্মত্ততা, মোহ, মাদকদ্রব্য।

নেশাখোর : ● **নেশা**র (মাদকদ্রব্যের) **ক্ষু**-করণ (খুবলে নেওয়া) রহে যাহাতে। ❒ মাদকসেবনে আসক্ত, মাদকসেবী।

নেহাই (নেঘাই) : ● **নে** (দিশাগ্রস্তভাবে অনকৃত) **ঘা** (= হা = আঘাত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, চেষ্টাপূর্ব্বক আঘাত করা হয় যাহাতে (যে যোগানের উপরে)। / যে লৌহপিণ্ডের উপরে ধাতু তাতাইয়া পেটা (আঘাত করা) হয়। (ব.শ.)।

নেহাত (নেঘাত) : ● **নে** (দিশাগ্রস্তভাবে অনকৃত) **ঘাত** যাহাতে; অথবা, নির্গত আঘাত দ্বারা যাহা (প্রতিপাদন) করা হয়। ❒ নির্ঘাত, অত্যন্ত, ন্যূন পক্ষে, অন্ততঃ।

নেহার : ● **নে** (দিশাগ্রস্তভাবে অনকৃত) হরণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা দূরস্থিত বস্তুর প্রতিরূপ হরণ করিয়া আনয়ন করা হয়; কিংবা, যাহা দিয়া কাহাকেও দেখা হয়। ❒ নিরীক্ষণ করা, লক্ষ্য করা।

নৈ : ● দিশাগ্রস্ত **ন**-এর আধার যে; অথবা, দিশাগ্রস্তভাবে নাকরণ-অনকরণ করে যে। ❒ নয়, লইয়া।

নৈঋত : ● **নৈ** ঋত যাহাতে; অথবা, সত্য, ন্যায়সম্মত বা প্রচলিত রীতি রহে যে দিকে। ❒ দক্ষিণপশ্চিম কোণ।

নৈকট্য : ● **নিকট** থাকে যে আধারে।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

নৈকষেয় : ● **নিকষা** হইতে জাত যে। ❒ রাক্ষস, রাবণ, বিভীষণ।

নৈকষ্য : ● / যাহার কৌলীন্য নিকষে পরীক্ষণীয়। (ব.শ.)। ❒ নির্দ্দোষ।

নৈকষ্যকুলীন : ● নৈকষ্যকরণ করা হইয়াছে যাহার কুলীনত্বকে। ❒ পরীক্ষিত কুলীন।

নৈপুণ্য : ● **নিপুণ**-এর দিশাগ্রস্ত আশ্রয় থাকে যাহাতে; অথবা, **নিপুণ** তারিত হইয়া থাকে যাহাতে। ❒ নিপুণতা, দক্ষতা, কৌশল, পারিপাট্য। *

নৈবেদ্য : ● **নিবেদ্য** থাকে যাহাতে; অথবা, নিবেদনের বিষয় বা বস্তু থাকে যাহাতে।

নৈমিত্তিক-কর্ম্ম : ● কাহারও নিমিত্ত যে কর্ম্ম করিতে হয়। * দ্র. **কর্ম্ম**।

নৈমিষ : ● **নিমিষ** হইতে জাত; অথবা, সমাজদেহের **নিমিষ**-কর্ম্ম (বাৎসরিক উৎপাদন-বণ্টন কর্ম্ম) অনুষ্ঠিত হয় যে (দৃশ্য বা অদৃশ্য) লোকে; অথবা, যেখানে নগদ-নারায়ণ এক বৎসরের মধ্যে বেদবাদীগণকে (যৌথব্যবস্থায় বিশ্বাসীদিগকে) নিহত করেন। ❒ নিমিষসম্বন্ধী, ক্ষণিক। *

নৈমিষারণ্য : ● **নৈমিষ**-রূপ অরণ্য; অথবা, যে সমাজবনে **নৈমিষ**-কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। ❒ গোমতী নদীর নিকটবর্তী ঋষি ও মহর্ষিদের পবিত্র স্থান। *

নৈরঞ্জনা : ● **নিরঞ্জন**-এর আধার যে; অথবা, **নিরঞ্জন**কে (ভোগাবশিষ্ট, উদ্বৃত্ত, উৎসর্গীকৃত পণ্যাদি) প্রাপ্ত হইয়া প্রবাহিত হয় যে স্রোত বা ধারা; কিংবা, যে নদীর তীরে বসিয়া গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ❒ দ্র. **ফল্গু**।

নো : ● (ন অ উ), নাকৃত-অনকৃত তাহার স্বরূপে থাকিয়া নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে; অথবা, **ন**-এর সার্ব্বিক আধার যে।

নোআ (নোয়া) : ● **নো**-এর অস্তিত্বের আধার যে; অথবা, স্বামী হইয়া স্ত্রীর **চূড়**-এ পরিণত যে; কিংবা, লোহা হইয়াও মানবীর **চুড়ি**তে পরিণত যে। ❒ সধবার হাতের লোহার চুড়ি।

নোংরা : ● **নোং**-এর (নাকৃতের সার্ব্বিক আধারের রহস্যরূপ) রহে যে আধারে; অথবা, যাহা কিছু নাকৃত করা হইয়াছে তাহাদের ঘৃণাজনক রূপ রহে যাহাতে। ❒ আবর্জ্জনাময়, মলিন।

নোটন : ● **নো**-এর (নবরূপী অনকারী-গণের) টঙ্কার অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহারা লুটের ধূলি (**ধূলিকদম্ব**) মাখিতে থাকে; কিংবা, ব্রিটিশ যুগে যে বাবুরা (নোটন নোটন পায়রাগণ) ব্রিটিশের লুট করা সম্পদের ধূলিকণাটুকু মাখিয়াই নাচিতে থাকে। ❒ লুটাইয়া পড়ার নৃত্যবিশেষ।

নোড়া : ● **নো**-এর (নাকৃত-অনকৃতের নবরূপী আধারের) গড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা গোল নয়, লম্বাও নয়, তাহার গড়ান যাহাতে। ❒ শিলাখণ্ড, মশলা পেষার নোড়া।

নোনা : ● **নুন**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহাতে **নুন** গুলিয়া-মিলিয়া গিয়াছে।

নোয়া : ● **নো** (... অনকৃত নবরূপে উত্তীর্ণ) হইয়া যায় যে আধারে; অর্থাৎ, যাহা আর অনকৃত হইয়া চলে না, সম্মুখস্থ স্থান-কাল-পাত্রের নিকট নত হয়। (দ্র. **নোআ**)। ❒ ঝুঁকা, নত হওয়া।

নোলা : ● **নো** (... অনকৃত নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া) লালিত হয় যে আধারে; অথবা, সত্তার গ্রহণেচ্ছা লালিত হয় যাহাতে। ❒ খাদ্যলোভ, জিহ্বা।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

নৌ : ● **নো**-এর আধার যে; অথবা, নাকৃত-অনকৃত নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে যে আধারে; অথবা, যে সম্মুখে-পশ্চাতে যেদিকে খুশি যাইতে পারে, না যাইতেও পারে; অথবা, যে জলের উপরে ভাসমান হইতে পারে। ❒ নৌকা।

নৌকর-চাকর : ● **নৌকর (নবকর, নওকর, নোকর)** ও **চাকর**; **নৌকর** = যে প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে নতুন জিনিসপত্র (ফলমূল পাড়া, শাকসব্জি আনা ... ইত্যাদি নতুন কিছু) সংগ্রহ করিয়া আনিত; অথবা, যে প্রভুর বাইরের কাজ করিত। ❒ গেরস্থালীর ভৃত্য ও ঘরের ভৃত্য। (দ্র. **চাকর**)। ✻

নৌকা : ● **নৌ** (জলের উপর যাতায়াত) করণ থাকে যে আধারে। ❒ তরণী।

ন্যাক : ● **ন**-কে (সক্রিয় নাকরণকে) গতিদান করে যে; অথবা, নঞর্থক-কর্ম্ম করে যে; অথবা, মানুষ সমাজ ও জগতের বিরোধী কাজ বা অতি কুকর্ম্ম করে যে। ❒ নীচ, ঘৃণ্য।

ন্যক্কার : ● **ন্যক** (জগদ্বিরোধী ব্যক্তি) যে কাজ করে। ❒ নীচকর্ম্ম, ঘৃণ্যকাজ।

ন্যক্কারজনক : ● যাহা হইতে **ন্যক্কার** (অতি কুকর্ম্ম) জনিত হয়।

ন্যচ্ছ : ● **ন**-কে (সক্রিয় নাকরণের) গতিকে আচ্ছাদন করে যে; অথবা, নঞর্থক-কর্ম্ম করিয়া তাহাকে গোপন করে যে। ❒ কুকর্ম্ম করিয়া লুকান, মেচেতা।

ন্যচ্ছার : ● **ন্যচ্ছ**-এর (কৃত কুকর্ম্ম গুপ্ত করণের) আধার রহে যাহাতে। ❒ নরাধম।

ন্যায় : ● (নি ই অ); **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃতের) সক্রিয় আধার গমন করে যাহা দ্বারা; অথবা, যে নিয়মে যাওয়া চলিয়া আসিতেছে সেইভাবে যাওয়া থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা পূর্ব্বে যেভাবে চলিয়াছে তাহা সেইভাবে চলে যাহাতে; কিংবা, পূর্ব্ববিধানের অনুরূপ বিধান যাহাতে; অথবা, যাহা নববিধানকে অনুসরণ করে না (পূর্ব্ববিধানেব বা একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করে)। / উচিত হইতে অচলন (যাহাতে)। (ব.শ.)। ❒ যথাশাস্ত্র শাসননীতি, গৌতমকৃত দর্শনবিশেষ, ন্যায়দর্শন, সদৃশ, দৃষ্টান্তবিশেষ। ✻

ন্যায়পথ : ● **ন্যায়**-এর পথ যাহাতে; অথবা, পূর্ব্বতনের পথে চলাই উচিত পথ বলিয়া ঘোষিত ও স্বীকৃত যাহাতে; অথবা, (আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত) নতুন পথকে **অন্যায়** বা অনুচিত পথ বলিয়া ঘোষণা থাকে যাহাতে। ❒ মীমাংসাশাস্ত্র, ধর্ম্মমার্গ। ✻

ন্যায়বাদী : ● **ন্যায়**-এর (পুরাতনের পুনরাবৃত্তির) পথই উচিত পথ, তাহাই অনুসরণ করা উচিত — এইরূপ মতবাদ যাহার। ❒ ন্যায়-কথনশীল, সত্যবাদী। ✻

ন্যায্য : ● **ন্যায়** (পুরাতনের পুনরাবৃত্তি) থাকে বা যায় যাহাতে। ❒ ন্যায়ানপেত, উচিত, ন্যায়সিদ্ধ, ন্যায়ভব, ধর্ম্ম্য, শাস্ত্রীয়। ✻

ন্যাস : ● **নি** (সক্রিয়ভাবে অনকৃত) অস্তিত্ব স্থাপন যাহাতে; অথবা, যাহাতে চেষ্টাপূর্ব্বক কোনো সত্তার স্থাপন করা হয়। ❒ বিন্যাস, অর্পণ, লেখন, অঙ্কন।

ন্যূন : ● **নি** উন যাহাতে; অথবা, সক্রিয়ভাবে অনকৃত অল্পায়ন ক্রিয়া অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে উন নাই; কিংবা, যাহা হইতে আর এক-কম করা যায় না। ❒ সর্বাপেক্ষা কম, **উন**, গর্হ্য, অধম। ✻

ন্যূনাধিক : ● **ন্যূন** (সম্ভাব্য কম) ও **অধিক** (বহু) যাহাতে। ❒ কম-বেশী, লঘু-গুরু ...।

প

প : ● পালন বা পান করে যে; অথবা, **অবকাশ**ধারণ, অবকাশে পতিত হওয়ন বা আপতন, পাতন, প্রাপণ, পালন, পান ... করে যে; অথবা, যাহাতে অবকাশধারীর অবকাশ পূর্ণ করার করণসমূহ থাকে। ❐ প্রাপণকারী বা প্রাপক, প্রাপণেচ্ছা, পালনকারী (নৃ**প**, গো**প**), পানকারী (সোম**প**, মদ্য**প**)।

পই : ● পালনাদি সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে মানসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। (দ্র. **পাই**)। ❐ মানসিক পাদ।

পইপই : ● **পই**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, পরের পর যে সকল মানসিক পদক্ষেপ থাকে। ❐ (মানসিক) পদে-পদে, (মনের) পায়ে-পায়ে, (সাদৃশ্যে) বারবার।

পংক্তি (পঙ্‌ক্তি) : ● **পং** (প্রাপণকারীর রহস্যময়) করণ সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রাপণকারীগণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে (উচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন পর্যন্ত যে যার যথাযথ পদমর্য্যাদায়) বিন্যস্ত হইয়া সামাজিক উৎপন্ন হইতে নিজ নিজ প্রাপ্য গ্রহণ করে। ❐ সমাজ-সদস্যগণের অদৃশ্য শ্রেণীবিন্যাস বা পাঁতি, (সাদৃশ্যে) সজাতীয় পদার্থের সান্তর স্থিতিবিশেষ, শ্রেণী, বীথি। *

পংক্তিভোজন : ● **পংক্তি**র অনুরূপ দৃশ্য শ্রেণীবিন্যাসে বিন্যস্ত হইয়া যে ভোজন হয়। ❐ সমাজে দৃশ্যভাবে সজাতি শ্রেণীতে ভোজন। *

পঁদ (পোঁদ) : ● **পঁ**-র (পালিতের রহস্যরূপের) দান চলে যে স্থান হইতে; অথবা, জীবদেহের যে স্থান মলত্যাগ করে; কিংবা, সত্তার **পিছন** যাহাতে। (দ্র. **পাঁদাড়**, **পোঁদা**)। ❐ মলদ্বার, পায়ু।

পঁয় : ● প্রাপণকারী রহস্যরূপে যায় যাহাতে; অথবা, **পঞ্চ** পঁ-এ পরিণত হইয়া চলে যাহাতে। ❐ পাঁচ, **পঁয়**ত্রিশ, **পঁয়**তাল্লিশ, **পঁয়**ষট্টি।

পক : ● **পক** (প্রাপকের করণ) বাহিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রাপক তাহার (তাপাদি) আত্তীকরণ পূর্ণ করিয়া বাহিত হইতেছে; অথবা, যাহা (অভিজ্ঞতায়, বয়সে, অগ্নিতাপে, সূর্য্যতাপে, ওজনে, শুদ্ধতায় ...) পাকিয়াছে; কিংবা, যাহা তাহার জীবনচক্রের আবর্ত্তনপথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করিয়াছে বা পাক দিয়াছে। ❐ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, পরিণত, নিপুণ, জরাশুক্ল, কৃতপাক, দগ্ধ। *

পক্ষ : ● **প**-এর (পালনকারীর) **ক্ষ** (দিশাগ্রস্ত শক্তি প্রয়োগ) যাহাতে; অথবা, পালনকারীর ক্ষয়-হওয়ন বা ক্ষয়-করণ থাকে যাহাতে। / চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি গ্রহণ করে যে; অথবা, যে পদার্থে সাধ্যের সংশয় থাকে; কিংবা, **পক্ষ** আছে যাহার (পক্ষবান)। (ব.শ.)। ❐ পঞ্চদশ তিথিকাল, পাখা, পার্শ্ব, বিতর্কবিষয়-দ্বয়ের একতর বিষয়।

পক্ষক : ● **পক্ষ** কৃত যাহাতে; অথবা, দুটি **পক্ষ** করা হইয়াছে যাহার। ❐ পক্ষসদৃশ দ্বারবিশেষ, দু-পাল্লার দরজা, সহায়, পার্শ্ব।

পক্ষপাত : ● পক্ষে পাতন যাহাতে; অথবা, দুই পক্ষের মধ্যে যে কোনো এক পক্ষের দিকে পাতন চলে যাহাতে। / পক্ষের পতন যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ পক্ষে অভিনিবেশ, পক্ষাবলম্বন; পক্ষিজ্বরবিশেষ।

পক্ষাঘাত : ● **পক্ষে** আঘাত যাহাতে; অথবা, যাহাতে দেহের বাম বা দক্ষিণ যে কোনো এক দিক অবশ অকেজো হইয়া যায়। ❐ এক পার্শ্বের অঙ্গ অবশ হওয়া রোগ।

পক্ষী : ● **পক্ষ**-এর সক্রিয় আধার যে;

অথবা, যে তাহার দুই **পক্ষ**-এর উপর শক্তিপ্রয়োগ করিয়া আকাশে (বাহ্যাকাশে বা সমাজ-আকাশে) উড়ে। / পক্ষ আছে যাহার (পক্ষবান); অথবা, পুচ্ছপক্ষ যুক্ত যে। (ব.শ.)। ❐ (শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষধারী) চন্দ্র, (আসামীপক্ষ ও বাদীপক্ষধারী) বিচারক, (ক্রেতা-বিক্রেতা দুই পক্ষধারী) দোকানদার; (দক্ষিণ ও বামপক্ষধারী) পাখী ...। ✱

পগার : ● পালকের গমনের আধার রহে যাহাতে; অথবা, যে সীমার দ্বারা চিহ্নিত এলাকার ভিতরে পালক সক্রিয় থাকে। ❐ জমির সীমা নির্দ্ধারক নালা, প্রাকার, দেয়াল।

পঙ্ক : ● পং (প্রাপককে রহস্যময়) করে যে বা যাহাতে; অথবা, যে প্রাপক যে কোনো প্রাপ্যকেই গ্রহণ করে বা করিতে পারে; কিংবা, জনগণের গভীরে স্থিত জটিল-কুটিল লোভী মানুষেরা যাহা ঘাঁটিয়া কালাতিপাত করে। ❐ ধনসম্পদ, পাপ, (সাদৃশ্যে) কর্দ্দম, পাঁক। ✱

পঙ্কজ : ● **পঙ্কে** জন্ম যাহার। ❐ বহুপদ সমন্বিত সমাজের শাসকবৃন্দের আসন, (সাদৃশ্যে) পদ্ম, শ্রেষ্ঠ।

পঙ্কিল : ● **পঙ্ক** সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে; অথবা, ধনসম্পদ লইয়া মারামারি কাটাকাটি চলে যাহাতে। ❐ ধন-কলুষিত, পাপযুক্ত; (সাদৃশ্যে) পঙ্কযুক্ত, কর্দ্দমময়। ✱

পঙ্গত : ● **পঙ্গ** (প্রাপকের রহস্যরূপী গমন) তারিত যাহাতে; অথবা, ভোক্তাগণ যেভাবে তারিত হয় বা ভোজন করে। ❐ ভোজন-কালে ভোক্তাদিগের বিন্যস্ত সারি বা পংক্তি।

পঙ্গপাল : ● **পঙ্গ**-এর (ভোক্তাদের) **পাল** (ঝাঁক) যাহাতে। ❐ ফড়িং-জাতীয় যে ভয়ানক রাক্ষুসে পতঙ্গের ঝাঁক একবার পাকাধানের মাঠে বসিয়া গেলে মুহূর্ত্তে সে মাঠের সকল ধান আগড়া হইয়া যায়।

পঙ্গু : ● **পালকের** (পালনদানকারীর বা **পাদ**-এর) রহস্যময় গমন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে গমনকারী পা আর গমন করিতে পারে না। ❐ পাদবিকল, জঙ্ঘাবিকল।

পচ : ● প্রাপকের (তাপাদি) চয়ন থাকে যাহাতে; অথবা, নিজ জীবনচক্র পরিক্রমণ-পথে চলিতে চলিতে তাহার অন্তে যাওয়ার জন্য তাপাদি চয়নকর্ম্ম (জীর্ণীকরণ) চলে যাহাতে, বা, চালান হয় যাহাতে; অথবা, জীর্ণীকরণ করা হয় (পাকে) যাহাতে; কিংবা, অতি-জীর্ণীকরণ করা হয় (পচে) যাহাতে। ❐ পাক করা বা হওয়া, পচ করা বা হওয়া। ✱

পচন : ● **পচ** (প্রাপকের চয়নকর্ম্ম) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, জীর্ণীকরণ (**পাক**করণ) চলমান যাহাতে; কিংবা, অতি-জীর্ণীকরণ (**পচন**) চলে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা পাকে, কিংবা পচে। ❐ পরিণতি, পাকতে থাকা, রন্ধন, পচতে থাকা। ✱

পচপচ : ● **পচ**-এর (প্রাপকের চয়নকর্ম্মের) অনুবর্ত্তন যাহাতে; অথবা, যাহাতে দ্রুত **পচ**করণের শাব্দিক প্রকাশ ঘটে। ❐ গরম তেলে কিছু ভাজার বা পাক করার (পচন করার) শব্দ, পচা কাদায় হাঁটিয়া চলার শব্দ।

পচলা : ● **পচ**-করণ (অতি-জীর্ণীকরণ) লালিত যে আধারে। ❐ পচা গোময়াদির সার।

পচা : ● **পচ**-এর আধার যে; অথবা, অতি-জীর্ণীকরণ থাকে যাহাতে; কিংবা, সত্তার জীবনচক্র পরিক্রমণ (জীর্ণীকরণ বা **পচন**) যে পর্যন্ত হইলে তাহা **পক্বতাকে** উত্তীর্ণ হইয়া বিলুপ্তির পূর্ব্বাবস্থায় (**পচায়**) পৌঁছিয়া যায়।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

/ যাহা পচিয়াছে। (ব.শ.)। ◻ বিকৃত, পূতি, অকিঞ্চিৎকর, ঘৃণার্হ। ✱

পচাই : ● **পচা** (অতি-জীর্ণীকৃত) সক্রিয় যাহাতে। ◻ ভাত পচান মদ, ধেনো মদ।

পচাখসা : ● যাহা **পচা** (পচিয়াছে) এবং সেকারণেই তাহার কিছু কিছু অংশ খসিয়া গিয়াছে। / যাহা পচিয়া স্খলিত। (ব.শ.)।

পচাগরম : ● / যে গরমে পচায়। (ব.শ.)। ◻ বাষ্পভরা শ্রাবণ-ভাদ্রের গরম।

পচাল : ● **পচা** (বহু ব্যবহারে অতি-জীর্ণীকৃত 'অনর্থক' কথাবার্ত্তা) লালিত যাহাতে; অথবা, দুই ঝগড়াটে পক্ষ পরস্পরের প্রতি যে সকল 'অনর্থক' কথাবার্ত্তা বলে (**পচাল** পাড়ে)।

পঞ্চ : ● **পং** (প্রাপক রহস্যময়ভাবে) চয়ন করে যাহাতে; অথবা, চয়ন করিয়া আয়ত্ত করার জন্য সমগ্র জগৎকে (জগতের সব কিছুকে) পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ে ধর্ত্তব্য পঞ্চপ্রকার মূল সূত্রে (**পঞ্চভূত, পঞ্চগুণ** ... প্রভৃতিতে) সূত্রবদ্ধ করা হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) বিশ্বকে বাহ্যরূপে পাওয়ার জন্য প্রাপ্যকে পাঁচ আঙুলে ধরিয়া মুঠো করার মতো করিয়া নেওয়া হয় যাহাতে। ◻ জগতের পঞ্চমূল, পঞ্চসংখ্যক, পাঁচ, পাঁচজন, বহু। ✱

পঞ্চক : ● **পঞ্চ** করে যে। / পঞ্চ দ্বারা ক্রীত। (ব.শ.)। ◻ পঞ্চ, পঞ্চপরিমাণ, প্রতি শতে দেয় পঞ্চবৃদ্ধিযুক্ত (শতকরা পাঁচ টাকা সুদ সহিত), পঞ্চাংশযুক্ত, পঞ্চসংখ্যা ...। ✱

পঞ্চকন্যা : ● যে **পঞ্চ** (পাঁচজন) **কন্যাকে** (সামাজিক কর্ম্মযজ্ঞে নিযুক্ত কর্ম্মীবৃন্দকে) প্রত্যহ স্মরণ করিতে হয়। ◻ **কুন্তী, তারা, মন্দোদরী, অহল্যা, দ্রৌপদী**। ✱

পঞ্চকর্ম্ম : ● দেহ (সমাজদেহ, মানবদেহ) সুস্থ রাখার জন্য যে পাঁচ প্রকার মূল কর্ম্ম করিতে হয়। ◻ উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ আকুঞ্চন প্রসারণ গমন — এই পঞ্চকর্ম্ম (দ্র. **ষড়যন্ত্র**); বমন রেচন নস্য নিরূহ অনুবাসন — এই পঞ্চ শারীরিক চিকিৎসা।

পঞ্চকষায় : ● দেহে (সমাজদেহে, মানবদেহে) চর্ব্বি না জমার জন্য যে পাঁচ প্রকার মূল বৈরাগ্য বা কষায় প্রয়োগ করা হয়; অথবা, **জম্বু**প্রভৃতি উৎপাদন-সংগঠনের রক্ষকদের মনোভাব বা দর্শন প্রয়োগ করা হয় যাহাতে। ◻ জম্বু শাল্মলি বাট্যাল বকুল বদরী — এই পঞ্চদ্রব্যের বল্কলরস। ✱

পঞ্চগুণ : ◻ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ — এই **পঞ্চ**মহাভূতগুণ।

পঞ্চজন : ● **পঞ্চ** (বহু) জন বা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ যাহাতে। / পঞ্চ (পঞ্চভূত) হইতে জন (জাত)। (ব.শ.)। ◻ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ ও চণ্ডাল, মনুষ্য।

পঞ্চত্ব : ● **পঞ্চ**-এর তারণ বাহিত যাহাতে; অথবা, যে **পঞ্চ** হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়, অন্তিমে সেই **পঞ্চ**তেই সংহৃত হইয়া মিলাইয়া যায়।। ◻ পঞ্চভূতের ঐক্য দেহ, পঞ্চের ভাব। ✱

পঞ্চত্বপ্রাপ্তি : ● **পঞ্চ**কে (**পঞ্চভূত**কে) প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহাতে; অথবা, যে **পঞ্চভূত** হইতে স্বরূপ লব্ধ হইয়াছে, সেই **পঞ্চ**তে স্বরূপের প্রত্যাবর্ত্তন যাহাতে। ◻ পঞ্চভূতে বিলুপ্তি, মৃত্যু।

পঞ্চপ্রাণ : ● যে **পঞ্চ প্রাণ**বায়ুর যথাযথ প্রবাহ মানবদেহ ও সমাজদেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখে। ◻ শ্বাসকর্ম্মসাধন (**প্রাণ**), বাতকর্ম্ম-সাধন (**অপান**), বাককর্ম্মসাধন (**উদান**), পাককর্ম্মসাধন (**ব্যান**), সর্ব্বকোষধারণসাধন (**সমান**) — মানবদেহে এই পঞ্চবায়ু; এবং সমাজদেহে

বিশ্বাসসাধন বা দর্শন (**প্রাণ**), বর্জ্জনসাধন বা উদ্বৃত্তসংহার (**অপান**), বাকসাধন বা শিক্ষাদি (**উদান**), যজ্ঞসাধন বা অর্থনীতি (**ব্যান**), শাসনসাধন বা রাজনীতি (**সমান**) — এই পঞ্চবায়ু। *

পঞ্চবটী : ● অশ্বত্থ, বট, বেল, আমলকী, অশোক — এই পঞ্চপ্রকার বটবৃক্ষ থাকে যে বনে (সমাজবনে); অথবা, যথাক্রমে **অশ্বত্থ** (যৌথসংগঠন, সমাজতন্ত্র), **বট** (ব্যবসায়ী সংগঠন, ধনতন্ত্র), **বেল** (সামরিক-সংগঠন, সামরিকতন্ত্র), **আমলকী** (প্রশাসন, আমলাতন্ত্র), **অশোক** (উৎপাদন-সংগঠন ও শিক্ষাস্বাস্থ্য-ব্যবস্থাদি) — এই পঞ্চপ্রকার বটবৃক্ষ বা ব্যবস্থা (তন্ত্র) থাকে যে বনে (সমাজবনে)। *

পঞ্চবায়ু : দ্র. **পঞ্চপ্রাণ**।

পঞ্চভূত : ● যাহা **পঞ্চ** রূপে **ভূত** হইয়াছে। ❒ **ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম**। *

পঞ্চলক্ষণ : ● পঞ্চ (পাঁচটি) লক্ষণ (সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, ও বংশানুচরিত) আছে যাহার; অথবা, যে পাঁচটি লক্ষণ থাকিলে কোনো গ্রন্থকে 'পুরাণ' বলিয়া অভিহিত করা যায়। *

পঞ্চসূনা : ● গৃহস্থের **পঞ্চ** (পাঁচটি) **সূনা** (বধস্থান) যাহাতে। ❒ উনুন, শিল-নোড়া, ঝাঁটা, ঢেঁকির গড়, কলসীপিঁড়ি।

পঞ্চায়ত (পঞ্চায়েত) : ● **পঞ্চ** (**পঞ্চজন** বা সর্ব্বজন) কর্ত্তৃক আয়ত (নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত) যে গ্রামীণ ক্ষমতাকেন্দ্র গ্রামবাসীদের পরিচালনা করে।

পঞ্চাল : ● **পঞ্চ** (পঞ্চশক্তি) আধার রূপে লালন করে যাহাকে; অথবা, যাহার পাঁচটি রক্ষকস্বরূপ আল বা বাধা আছে; কিংবা, যাহার সংবিধান (যুধিষ্ঠির), প্রচারব্যবস্থা (ভীম), সাদা মূলধন (অর্জ্জুন), দক্ষশ্রমিকদের পরিচালনব্যবস্থা (নকুল), এবং বিনিময়-ব্যবস্থা (সহদেব) — এই পাঁচ প্রকার আল থাকে। / যে দেশের রক্ষণে মুদগল-প্রভৃতি 'পঞ্চ' রাজা 'অলম্' (সমর্থ), তাহা পঞ্চাল। (ব.শ.)। ❒ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, পাঞ্চাল-ক্ষত্রিয়গণের নিবাসস্থান জনপদ ...। *

পঞ্জর : ● **পং** (প্রাপকের রহস্যরূপ) জনিত হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, যে খাঁচার আড়ালে প্রাপক সুরক্ষিত থাকে। ❒ পাঁজরা, পিঞ্জর, খাঁচা, কলিযুগ, গবীর নীরাজনবিধি। *

পঞ্জিকা (পাঁজি) : ● **পঞ্জ** (প্রাপকের রহস্যময় জনন) সক্রিয় করে যে; অথবা, প্রাপকের জননাদি কর্ম্মের সহায়তা করে যে (কালখণ্ড), তাহা থাকে যাহাতে। ❒ পাঁজি, তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি শুভাশুভ কাল প্রভৃতি জ্ঞাপক পুস্তক।

পঞ্জী : ● **পঞ্জ**-এর (প্রাপকের রহস্যময় জননের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহাতে কর্ম্মসমূহের সূত্রসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ❒ বিবরণী, পাণিনীয় সূত্রবৃত্তিভেদ।

পট : ● **প** (অবকাশধারী, প্রাপণকারী, প্রাপ্ত বা প্রাপ্তকে গ্রহণ করিয়া পলায়নকারী) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, **অবকাশ** টঙ্কারিত যাহাতে; কিংবা, প্রাপক টঙ্কারিত বা টঙ্কার-পূর্ব্বক পলায়িত যাহাতে; অথবা, প্রাপ্ত টঙ্কারিত যাহাতে। ❒ চিত্রপট, আচ্ছাদন; হঠাৎ পট করিয়া ফাটার শব্দ, স্থূলবৃষ্টিবিন্দু-পাতের শব্দ, ক্ষিপ্রতা; খাপ খাওয়া, বনা। *

পটক : ● **পট** (অবকাশ ধারণপূর্ব্বক টঙ্কার বা অবকাশ দখল) করে যে। ❒ পট, বস্ত্র, পটবাস, শিবির, গ্রামাংশ, পাড়া ...। *

পটকর্ম্ম : ● **পট** (অবকাশটঙ্কারী বস্ত্রাদি) তৈরি করা হয় যে কর্ম্মের দ্বারা। ⌐ বয়নকার্য্য।

পটকা : ● **পটক** (অবকাশ দখলের নিমিত্ত টঙ্কার) করে যে; অথবা, যে (নিজের বা অন্যের) আচ্ছাদন ফাটাইয়া (নিজের বাহিরের বা অন্যের ভিতরের) অবকাশ দখল করে। / যাহা 'পট' করিয়া ফাটে। (ব.শ.)। ⌐ আতসবাজি, মাছের পেটের বায়ু-থলি, পোঁটা।

পটকান : ● **পটকা** (অন্যের আচ্ছাদন ফাটানর চেষ্টা) অন (চলমান) যাহাতে। ⌐ পাছড়ান, পরাস্ত করা, ধাক্কা দিয়া ফেলা।

পটকার : ● **পট** (অবকাশটঙ্কারী বস্ত্রাদি) তৈরি করা কার্য্য যাহার। ⌐ তন্তুবায়।

পটপটী : ● যে সক্রিয়ভাবে **পটপট** (বস্ত্র দ্বারা সাজুগুজু) করে; অথবা, যে কিশোরী নিজেকে যথাযথভাবে **পট** (বস্ত্র দ্বারা সুবিন্যস্ত) করিয়া রাখে; কিংবা, যাহা উত্তরোত্তর মৃদু পট পট শব্দ করে। ⌐ আত্মসংবৃত কিশোরী, কিছুর 'পটপট' শব্দ। *

পটভূমি : ● পট (অবকাশ) স্বরূপ যে ভূমি; অথবা, যে **পট** (অবকাশযুক্ত দৃশ্যপট) অন্যের ভূমি রূপে সক্রিয় থাকে। ⌐ পটের বা ছবির পারিপার্শ্বিক বা সমীপবর্ত্তী স্থান, পশ্চাদ্বর্ত্তী বিষয় বা স্থান।

পটল : ● **পট**-এর (আচ্ছাদনের) দ্বারা লালিত হয় যে; অথবা, যে **পট** (আচ্ছাদন) লালন করে; কিংবা, যে অদৃশ্য সামাজিক বিশ্বাসের ছাদের (আচ্ছাদনের) তলায় এবং দৃশ্য গৃহাদির ছাদের (আচ্ছাদনের) তলায় মানুষ তাহার পরিবার-পরিজন লইয়া বাস করে; অথবা, (সাদৃশ্যে) ঘাসের আচ্ছাদনের তলায় আচ্ছাদিত হইয়া (সেই ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে) যে সবজি ফলে। ⌐ মানসিক ও বাহ্যিক ছাদ বা আচ্ছাদন, (সাদৃশ্যে) আচ্ছাদন-মাত্র, পরিচ্ছেদ, গ্রন্থবিভাগ, চোখের পাতা, পেঁটরা, পুঞ্জ; পটল নামক সবজি। *

পটল-তোলা : ● **পটল** (মানসিক ও বাহ্যিক বাস) তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায় যাহাতে। ⌐ বসবাস তুলিয়া লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া, পলায়ন করা, (ব্যঞ্জনার্থে) মরা। *

পটা : ● **পট**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, টানার সহিত পড়েনের মিল করা হয় যাহাতে; অথবা, যে টানা চলিয়া যাইতেছে, তাহার সহিত, যে পড়িয়া যাইতেছে তাহার, সামঞ্জস্য সাধন করা (**পট**করণ করা) হয় যাহাতে; কিংবা, প্রাপণকারীর প্রস্তাব পরিপূরক পক্ষে গৃহীত হয় যাহাতে। ⌐ দুই জনের মনে-মনে মিল হওয়া, খাপ খাওয়া, বনা। *

পটান : ● **পট**করণ (সামঞ্জস্যসাধন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে টানা ও পড়নের, হ্যাঁ ও না-এর ... এককথায় পুরুষ-প্রকৃতির মিলনসাধন চলিতে থাকে। (দ্র. **সুন্দর**, **সৃষ্টি**)। ⌐ মিল করানো, খাপ খাওয়ানো, বনিবনা করানো, রাজি করানো।

পটাস্ (**পটাঃ**) : ● **পটা**-র (আচ্ছাদনের আধারের) বিসর্জ্জন (বিসর্গ) বা শেষ যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার আবরণ ফাটিয়া যায়। ⌐ হঠাৎ জোরে ফাটার শব্দ।

পটী : ● **পট**-এর (প্রাপক-প্রাপ্তের বা ক্রেতা-বিক্রেতার টঙ্কারের) সক্রিয় আধার যে। ⌐ বস্ত্র, যবনিকা, পটগৃহের বেষ্টনবস্ত্র, পণ্যদ্রব্য-বিশেষের শ্রেণীবদ্ধ দোকানসমূহ, **পটপটী**, পট্টী, মশলা**পটী**, কাপড়**পটী**, ফল**পট্টী**।

পটীয়ান : ● **পটী**রূপে যাওয়া অন (চলমান) যাহাতে। ⌐ পটুতর।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

পটীয়সী : ● **পট** (বস্ত্রাদি) ধারণে শ্রেষ্ঠ যে। ▫ পটুতরা, পটপটী।

পটু : ● **পট**করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, টানা ও পড়েনকে, হ্যাঁ ও না-কে, এককথায় পুরুষ ও প্রকৃতিকে পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান-করণ বা **পটান** নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে (যে সৃষ্টিতে, সৃষ্টির কৌশলাদিতে)। ▫ উদ্যোগী, সমর্থ, দক্ষ, নিপুণ।

পটুয়া : ● **পটু** যায় যাহাতে; অথবা, নানা বর্ণ ও সঙ্গীতকে সম্মিলিত করিয়া (রঙের মিল করিয়া ছবি আঁকিয়া ও তাহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ গান গাহিয়া) জীবিকার্জ্জন করে যে; কিংবা, উজ্জ্বল (উচ্চ) বর্ণের সহিত অনুজ্জ্বল (নিম্ন) বর্ণের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া চিত্রাঙ্কন করে যে; অথবা, যাহারা জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণের ভেদ মান্য করে না। ⊓ চিত্রকর জাতিবিশেষ, চিত্রকর।

পট্ট : ● **পট** (অবকাশধারী) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে অবকাশে রাজ্যশাসন, ধর্ম্মশাসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া টঙ্কারিত হয়। / পত্রবৎ বিস্তৃত ও সমতল যে। (ব.শ.)। ⊓ রাজ্য**পাট**, রাজাদির শাসনপত্র, পাট্টা, হুকুমনামা, সক্রিয় পীঠস্থান, (সাধর্ম্ম্যে) ফলক, পাটা, পীঁড়ি। *

পট্টক : ● যাহা দ্বারা **পট্ট** (শাসনাবকাশ) দান করা হয়। ⊓ ধাতুময় রাজশাসনপত্র, পট্টিকা, ভূস্বামীপ্রদত্ত ভূমির অধিকারপত্র, পাট্টা।

পট্টজ : ● **পট্ট**-এ বসিবার জন্য জাত যে (বস্ত্র); অথবা, রাজ্যশাসন ধর্ম্মশাসন প্রভৃতি শাসনের **পাট**-এ বসিবার নিমিত্ত যে বস্ত্র পরিধান করিতে হইত; কিংবা, কর্ম্মশালার শাল**পট্টে** জাত হয় যে (বস্ত্র)। ⊓ পট্টজাতবস্ত্র, রেশমী কাপড়।

পট্টন : ● **পট্ট** (রাজ্যপাট, দোকানপাট ইত্যাদি **পট্ট**) অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ▫ প্রধাননগর, নগর, মছলি**পট্টন**ম। *

পট্টনায়ক : ● **পট্ট**-এর (রাজ্যপাটের) নায়ক যে; অথবা, জমিদারী পত্তনিদারী তহশিলদারী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যপাটের নায়ক যে; কিংবা, তাহাদের যে উত্তরসূরীগণ আজও নিজ নিজ নামের অন্তে 'পট্টনায়ক' পদবী বহন করেন। ▫ উপাধিভেদ।

পট্টবস্ত্র : ● **পট্ট**-এর বস্ত্র; অথবা, রাজপাট, পূজাপাট ইত্যাদির উপযুক্ত যে বস্ত্র; অথবা, ধর্ম্মপাটে বা রাজ্যপাটে যে বস্ত্র পরিয়া বসিতে হয়; কিংবা, যে বস্ত্র কোষ্টাগাছকে (যে গাছের কাঠি **পট** করিয়া ভাঙিয়া যায়) **পিটা**ইয়া তাহার ছাল বাহির করিয়া বয়ন করা হয়; অথবা, কর্ম্মশালার শাল**পাটে** (তাঁত ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রে) যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। ▫ কৌষেয় বস্ত্র।

পট্টমহিষী : ● **পট্ট**-এর (রাজ্য**পাট**-এর) মহিষী যিনি। ▫ কৃতাভিষেকা রাজপত্নী, পাটরাণী।

পট্টশাক : ● **পট্ট**-এর (যে গাছের কাঠি **পট** করিয়া ভাঙিয়া যায়, তাহার) শাক। ▫ পাটশাক, নালিতা।

পঠ : ● **প**-এর (জ্ঞান-পানের) টঙ্কারস্থিতি যাহাতে; অথবা, লিখিত কথাকে লিপি হইতে উদ্ধারকরণ বা উচ্চারণপূর্ব্বক পড়া হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা অবগত হওয়া যায়। ▫ অবগত হওয়া, পড়া। *

পঠদ্দশা : ● / পঠতের (যে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, তাহার) দশা। (ব.শ.)। ▫ পঠতের দশা, ছাত্রাবস্থা।

পঠন : ● **পঠ** (...অবগতি) অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ পাঠ, আবৃত্তি। ✻

পঠনীয় : ● **পঠন**-এর সক্রিয় আধার যায় (থাকে) যাহাতে; অথবা, যাহার **পঠন** চলা উচিত। ◻ পাঠ্য, বাচনীয়। ⁖

পঠনপাঠন : ● **পঠন** ও **পাঠন** যাহাতে। ⊓ পাঠ করা ও পাঠ করান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা।

পঠিত : ● **পঠ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **পঠন** করা হইয়া গিয়াছে। ⊓ কৃতপাঠ, অধীত।

পড়¹ : ● (জ্ঞানাদি) পান-এর গড়ান উড়ান যাহাতে; অথবা, অদৃশ্য (মনোলোকে) অবগতি যাহাতে। ⊓ উচ্চারণপূর্ব্বক পাঠ করা, অভ্যাস করা, পাঠ করান ...। ✻

পড়² : ● (ভূম্যাদি) প্রাপণ-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, দৃশ্য (বাহ্যলোকে) অবগতি যাহাতে। ⊓ পতিত হওয়া, আছাড় খাওয়া, ঝরা, ঘটা, প্রণত হওয়া, আঘাত করা ...। ✻

পড়তা : ● **পড়**¹-হওয়ন তারিত যে আধারে; অথবা, আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান রূপে যাহা পড়িয়া থাকে। ◻ লাভ, সৌভাগ্য, লাভের ভাগ, গড় **পড়তা**, খেলায় অভিমত দান পড়া, কোনো বিষয়ের অনুকূল সময়।

পড়তি : ● **পড়**²-হওয়ন সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা নীচের দিকে নামিতেছে; কিংবা, যাহা ঝরিয়া-পড়িয়া থাকিয়া যায়। (ঝরতি-পড়তি)। / মালের যে অংশ নাড়া-চাড়ায় পড়ে। (ব.শ.)। ◻ অবনতি, ঝরতি।

পড়ন¹ : ● **পড়**¹-হওয়ন অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, অদৃশ্য পতন চলিতেছে যাহাতে। ◻ পড়তা, গড়মূল্য, গড় খরচ।

পড়ন² : ● **পড়**²-হওয়ন অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, দৃশ্য পতন চলিতেছে যাহাতে। ◻ পতন।

পড়ন্ত : ● **পড়ন**² তারিত হইতেছে যাহাতে। / যাহা পড়িতেছে, যাহার তেজ কমিতেছে। (ব.শ.)। ◻ পতনোন্মুখ, পড়তি ...।

পড়পড় : ● **পড়**²-এর পনুরাবৃত্তি যাহাতে। ⊓ বেগে নিক্ষিপ্ত দ্রুতগতি অস্ত্রের শব্দ, বস্ত্রাদি ছেঁড়ার শব্দ।

পড়া¹ : **পড়**¹-এর আধার যে। ⊓ পাঠ করা, পাঠ, পঠিত, অধীত, পাঠ্য বিষয়।

পড়া² : ● **পড়**²-এর আধার যে। ⊓ পতিত হওয়া, নীচে গমন করা, অধঃপতিত হওয়া।

পড়াশুনা : ● **পড়া**¹ ও শুনা যাহাতে। ◻ অধ্যয়ন ও গুরু-উপদেশ শ্রবণ।

পড়োপড়ো : ● **পড়ো**-র (**পড়**² নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে, তাহার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা পড়ি পড়ি করিয়াও পড়িতেছে না (পতিত হইবার উপক্রমে আছে)। ◻ পড়ার মতো। ✻

পণ : ● **প**-এর (অবকাশ-পূরণের বা প্রাপণের) **ণ** (রহস্যময় বোধের টঙ্কার) যাহাতে; অথবা, যাহাতে কী হইলে কী হয়, এই বোধের টঙ্কার থাকে; অথবা, গ্রহণ-বর্জ্জনের বা লেনদেনের শর্ত বা মূল তত্ত্বগুলি থাকে যাহাতে; কিংবা, 'তুমি ইহা দিলে (যে অবকাশ ঘটিবে, তাহা পূর্ণ করিতে **সম অযন** স্বরূপ) আমি উহা অবশ্যই দিব', প্রাপকের এইরূপ অঙ্গীকার বা সত্যঙ্কার যাহাতে; অথবা, সত্য অঙ্গীকার-পূর্ব্বক লেন-দেন করা হয় যাহাতে। / যাহার স্তব করা হয়; অথবা, বিবাহে যে অর্থ কন্যাকে বা বরকে দেওয়া হয়। (ব.শ.)। ⊓ ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয়াদি, সময় (agreement), কুড়ি গণ্ডা (৮০), (লক্ষণার্থে) প্রতিজ্ঞা। ✻

পণন : ● **পণ** (লেন-দেন) অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়াদি। ❋

পণবন্ধ : ● **পণ** (সমান লেন-দেন) দ্বারা বদ্ধ (যে চুক্তি); অথবা, সম অয়করণের অঙ্গীকার থাকে যাহাতে। / 'যদি তুমি ইহা কর, তবে তোমাকে ইহা দিব' — এইরূপ সময়করণ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ⊓ সন্ধি, ফলসিদ্ধি, কর্ম্মে নিয়োগের চুক্তি। ❋

পণা : ● **পণ**-এর আধার যে; অথবা, **পণ**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যে বিশেষ পরিমাপের (থাউকা, আঁটি, গোছা, গণ্ডা, ডজন, কুড়ি, ... ইত্যাদির) উপর লেন-দেন বা **পণ**করণ থাকে। ⊓ বিক্রয়ার্থ মূলকাদির পরিমিত বদ্ধ মুষ্টি বা আঁটি।

পণাঙ্গনা : ● / পণ দ্বারা লভ্যা যে স্ত্রী। (ব.শ.)। ⊓ পণ্যস্ত্রী, বেশ্যা।

পণ্ড : ● **পণ**-এর (তত্ত্বসমূহের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, শুধুমাত্র **পণ**করণের বা তত্ত্ব-আউড়ানোর ফলে যাহা হয়; কিংবা, যে প্রচুর তত্ত্ব আউড়ায় (প্রয়োগ করে না বা করিতে পারে না)। / যাহা বিফলতায় গত হইয়াছে। (ব.শ.)। ⊓ বিফল, ব্যর্থ, নপুংসক।

পণ্ডা : ● **পণ্ড**-এর (তত্ত্বজ্ঞানের) আধার যে; অথবা, প্রচুর পরিমাণে তত্ত্বজ্ঞান থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি প্রচুর তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহার উত্তরসূরীগণ (যাঁহারা আজও **পণ্ডা** পদবী বহন করেন)। ⊓ তর্কসাহিত্য-সিদ্ধান্ত-বেদান্ত-গামিনী বুদ্ধি, তত্ত্বানুগাবুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানী, উপাধি।

পণ্ডিত : ● **পণ্ড** (তত্ত্বজ্ঞান) সক্রিয়ভাবে তারিত হয় যাহা হইতে; অথবা, যিনি শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দান করিতে পারেন। / যাহা হইতে পণ্ড সঞ্জাত (হইয়া থাকে)। (ব.শ.)। ⊓ বুদ্ধিমান, বিদ্বান, বুধ, তত্ত্বজ্ঞানী, ব্রাহ্মণের উপাধি, বুদ্ধির ঢেঁকি।

পণ্ডিতম্মন্য : ● **পণ্ডিত**গণ যাহাকে মান্য করিয়া থাকেন। কিংবা — / যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে। (ব.শ.)। ⊓ ব্রহ্মবিদগণের বহুমাননীয়, পাণ্ডিত্যাভিমানী।

পণ্ডিতবাদী : ● / যে পণ্ডিতের মতো কথা বলে। (ব.শ.)।

পণ্ডিতী : ● **পণ্ডিত**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **পণ্ডিত**-এর কর্ম্ম করে। ⊓ পণ্ডিতের কর্ম্ম, পাণ্ডিত্য।

পণ্য : ● **পণ**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যে (চার প্রকার ❋) যোগ্যতা থাকিলে তাহা লইয়া **পণ**করণ করা যায় তাহা আছে যে উৎপন্নের; কিংবা, যাহা কেবলমাত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই উৎপাদিত। (দ্র. **প্রেত**)। / যাহাকে ক্রয় (বা) বিক্রয় করা হয়; অথবা, আতিবাহিক দেহোত্তর জায়মান দেহভেদ যাহাতে। (ব.শ.)। ⊓ ব্যবহর্ত্তব্য, বিক্রেতব্য, বিক্রেতব্য বস্তু। (স্মর্ত্তব্য : সব **পণ্য**ই উৎপন্ন; কিন্তু সব উৎপন্ন **পণ্য** নহে।) ❋

পণ্যপতি : ● **পণ্য**-এর পতি বা অধিকারী যে। ⊓ বণিক। ❋

পণ্যবীথিকা : ● **পণ্য**-এর বিশেষরূপে উপস্থাপন থাকে যেখানে। ⊓ পণ্যবিক্রয়স্থান, বিপণি, দোকান, হাট, বাজার। ❋

পণ্যশালা : ● **পণ্য**-এর **শালা** যাহাতে। ⊓ বিপণি।

পণ্যস্ত্রী (পণ্যাঙ্গনা) : ● **পণ্য**রূপে লভ্যা যে স্ত্রী (অঙ্গনা)। ⊓ বেশ্যা।

পণ্যাজীব : ● **পণ্য** আজীব (জীবিকার আশ্রয়) যাহার। / পণ্য বিক্রয় বৃত্তি যাহার। (ব.শ.)। ⊓ বণিক, দোকানদার, পণ্যজীবী। ❋

পত : ● **প** (আপতনকারী) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা (ঊর্দ্ধলোক হইতে) পতিত হয়, পড়িয়া যায়, পড়িতে পড়িতে উড়িয়া যায়, অধঃপতিত হয়। ⌐ গতি, পতন, ভ্রংশ ...।

পতগ : ● যে আপতনকারী (**প**) পতিত না হইয়া তারণপূর্ব্বক গমন করে; অথবা, যে সত্তা পতিত হইতে হইতে পতিত না হইয়া পত পত করিয়া গমন করে। / যে উড্ডীয়মান হইয়া যায়। (ব.শ.)। ❐ পক্ষী।

পতঙ্গ : ● **পতন**শীল অঙ্গ যাহার; অথবা, যাহার অঙ্গ (কিরণ) পতিত হইতে হইতে যায়; কিংবা, যাহা পতিত-উত্থিত হইতে হইতে বা পড়িতে পড়িতে গমন করে। / যে পতনে সমর্থ। (ব.শ.)। ⌐ পক্ষী, সূর্য্য, পঙ্গপাল, ফড়িং, শর, বাদুড়।

পতঞ্জলি : ● **পত** যে অঞ্জলি; অথবা, আপতনকারীর (**প**-এর) তারণ (ঘটিতে সহায়তা) করিত যে **অঞ্জলি**; অথবা, যে (পুরুষ-প্রকৃতির) যোগসাধনাকারীগণ উৎপন্নকে পতিত হইতে না দিয়া পণ্যে পরিণত হইয়া বিপণিত হইতে বা উড়িয়া যাইতে সহায়তা করিতেন; কিংবা, যে যোগসাধকেরা **অনন্তনাগ**-এর (বৈদিকসমাজের ভিতরেই যে স্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যক্তিমালিকদের উদ্ভব ঘটিয়াছিল, তাহাদের) **অবতার**রূপে অবতীর্ণ হইয়া 'ফণিভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন; অথবা, যাঁহারা **পাণিনি** কর্ত্তৃক প্রচলিত পন্থাকে আরো প্রশস্ত করিয়াছিলেন। ⌐ যোগদর্শনকারক পাণিনিসূত্রের ভাষ্যকার। ✱

পতন : ● **পত** (আপতনকারীর তারণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **পত**করণ চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, (ঊর্দ্ধের অদৃশ্য ও দৃশ্য লোক হইতে) অধঃপতন যাহাতে। ❐ অধোগমন, পড়া, চ্যুতি, অবনতি, উৎপতন, স্বধর্ম্মত্যাগ, (গণিতে) বিয়োগ। ✱

পতনীয় : ● **পতন** সক্রিয় হইয়া যায় যাহাতে। / যাহা দ্বারা পতন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ জাতিকর্ম্মহানিকর, পাতক।

পতপত : ● **পত**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, পতিত হইতে হইতে উড়িয়া যায় যাহাতে। ❐ পক্ষীর উড়িয়া যাওয়ার ধ্বনি। ✱

পতাকা : ● **পত**-এর (**পত**করণের) আধার কৃত যাহাতে; অথবা, যাহা স্বয়ং উড়িয়া চলিয়া যায় না, **পতপত** করিয়া (তাহার অধিকারীর) উড়িয়া চলিবার ঘোষণা করে। /যাহার দ্বারা ভেদজ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ কেতন, নিশান, জয়প্রদমন্ত্রাঙ্কিত কেতু। ✱

পতি : ● **পত** (পালনপূর্ব্বক তারণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সত্তাকে (যাহার **পতি** তাহাকে) পালনপূর্ব্বক তারণ করে যে। ❐ পালক, অধিপতি, স্বামী, অধ্যক্ষ, ভর্ত্তা ...। ✱

পতিত : ● **পত** (আপতনকারীর তারণ) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যে (ঊর্দ্ধলোক হইতে) নীচে পড়িয়া গিয়াছে বা পড়িয়া তদ্রূপে বর্ত্তমান আছে। / যে জমি আবাদ হয়নি (পড়িয়া আছে)। (ব.শ.)। ❐ ভ্রষ্ট, স্বধর্ম্মচ্যুত, পাতকাদি-দোষান্বিত, কলুষিত, আচষা, ক্ষয়প্রাপ্ত ...। ✱

পতিতপাবন : ● **পতিত**-কে (মূল প্রবাহ হইতে ভ্রষ্টকে) **পাবন** (উদ্ধার) করেন যিনি। / যাহা পাপীকে পবিত্র করে। (ব.শ.)। ❐ পাপীর পবিত্রীকরণ, পতিতোদ্ধারক। ✱

পতিতপাবনী : ● **পতিত**কে (অবহেলিতকে, উদ্বৃত্ত উৎপন্নকে) **পাবন** (উদ্ধার) বা পবিত্র করেন যিনি। ❐ **গঙ্গা** (পণ্যধারা), **দুর্গা**।

পতিতা : ● **পতিত** হইয়াছে যে স্ত্রীলোক; অথবা, পরিবারের চলমান প্রবাহ হইতে নীচে পড়িয়া গিয়াছে যে। ◻ বেশ্যা, গণিকা। *

পতিতুণ্ড (পতিতুণ্ডি) : দ্র. **পূতিতুণ্ড**।

পতিব্রতা : ● **পতির** ব্রতই যাঁহার ব্রত; অথবা, যিনি, পতি যে কর্ম্মে বৃত থাকেন, সেই কর্ম্মেই বৃত থাকেন। / যাহার পতি ব্রতবৎ সদা উপাস্য। (ব.শ.)। ◻ পতির কর্ম্মধর্ম্ম অনুসারিণী, সতী, সাধ্বী। *

পত্তন : ● **পত**-এর (পাতিতের তারণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো কিছু পাতিত করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক চলমান করিতে থাকা হয়; কিংবা, প্রতিষ্ঠা করা হয় যাহাতে। ◻ নগর, বন্দর, ভিত্তিভূমি, আরম্ভ।

পত্তনী : ● **পত্তন**-এর সক্রিয় আধার যে; যাহা দ্বারা জমিদার প্রজাকে নির্দ্ধারিত খাজনার পরিবর্ত্তে যে বিশেষ জমির ভোগদখল করার চিরস্থায়ী অধিকার দান করেন। ◻ জোতজমার অঙ্গীকারপত্র।

পত্নী : ● **পত** (পালনপূর্ব্বক তারণ) অনকৃত থাকে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে স্ত্রীকে পালনপূর্ব্বক তারণ করিতে হয়; কিংবা, পতন নাকৃত যে সক্রিয় আধারে; অথবা, পতিকে পতিত (হইয়া নষ্ট) হইতে দেয় না যে। / যে (স্ত্রীলোক) পতিকৃত যজ্ঞফল ভোগ করেন। (ব.শ.)। ◻ বেদবিধানে বিবাহিতা স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, ভার্য্যা, জায়া। *

পত্র : ● পতন তারিত যাহাতে। / যাহা পড়ে। (ব.শ.)। ◻ পর্ণ, পাতা, লেখনস্থান, লিপি, পক্ষিপক্ষ। *

পত্‌ত্র : ● পতন হইতে ত্রাণ করে যে; অথবা, যে পাতা পড়িতে পড়িতে উড়িয়া যায়; অথবা, যে পাতা অধিকারীকে তাহার পতন হইতে ত্রাণ করে; কিংবা, যে পাতার বক্তব্য পাঠ করিয়া পাঠক মনোলোকে উড়িতে থাকে। / যাহার দ্বারা উড্ডয়ন সাধিত হয়; অথবা, যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ রসসাহিত্যের পাতা, দলিল, অঙ্গীকারপত্র, হুকুমনামা, বাহন; (সাদৃশ্যে) তেজপাতা, পুষ্পদল, পাপুড়ি, শরপক্ষ। *

পত্‌ত্রিকা : ● **পত্‌ত্র**-কে সক্রিয় করে যে আধার; অথবা, পাঠ করিলে উড়াইয়া লইয়া যায় এরূপ যে কোনো পত্রাকার গ্রন্থাদি। ◻ রসসাহিত্যের ক্ষুদ্র গ্রন্থ, পত্‌ত্রবান। *

পত্‌ত্রী : ● **পত্‌ত্র**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাঁহাদের পূর্ব্বসূরীগণ তদ্রূপ পত্‌ত্র লিখিতেন। ◻ পত্‌ত্রবান, হুকুমনামার অধিকারী, দলিলাদির অধিকারী বা লেখক, পক্ষবান, বৃক্ষ, পর্ব্বত, তালবৃক্ষ। *

পথ : ● **প**-এর (অবকাশের বা অভাবের) তারণস্থিতি যাহাতে; অথবা, অভাবের তারণের উপায় বা রাস্তা থাকে যাহাতে; কিংবা, মানুষ তাহার অভাব পূরণের জন্য বাহ্যিকভাবে যে রাস্তায় গমন করে। ◻ দৃশ্যরাস্তা, দৃশ্যমার্গ, দৃশ্যউপায়, গতরে হাঁটার রাস্তা, দ্বার। *

পথিক : ● **পথ**-এ গমন করে যে; অথবা, দৃশ্য বাহ্য রাস্তা দিয়ে যায় যে। ◻ দেশান্তর গমনার্থ পথিগামী, পথিকুশল।

পথ্য : ● (আরোগ্যের) **পথ** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা সেবন করিয়া রোগী আরোগ্যের **পথে** দ্রুত অগ্রসর হয়। ◻ হিতবাক্য, শাস্ত্রসম্মত, স্বাস্থ্যকর দ্রব্য, হরীতকী বৃক্ষ। *

পদ : ● **প** (অবকাশপূরণ বা প্রাপণ) দেয় যে; অথবা, যাহা কোনো স্থানে, কালে, বা পাত্রে ক্ষেপন করিয়া তাহাকে দখল করা যায়; কিংবা, যাহা দ্বারা জীব, মানুষ, সংস্থা,

সমাজ, বাক্য, গান, ভোজন, মূলধন ... প্রভৃতি এক বা একাধিক পদীগণ হাঁটে। / যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ পাদ, চরণ, পাদক্ষেপ, পাদাক্রান্তস্থান, পাদক্ষেপকাল, পদচিহ্ন, নাম, বসতি (জনপদ), অধিকার, বিভক্ত্যন্ত শব্দ, শ্লোকচরণ, বৈষ্ণবভক্তরচিত গান, সম্মানসূচক, কার্য্যাধিকার ...। ✱

পদক : ● **পদ** (অধিকার দান) করে যে; অথবা, বিশেষ সামাজিক অধিকার প্রাপ্তির প্রতীকী চিহ্নস্বরূপ যে রৌপ্য বা স্বর্ণখণ্ড অধিকারীকে দান করা হয়। ▢ পুরস্কারের চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত রৌপ্য বা স্বর্ণখণ্ড।

পদধূলি : ● **পদ** (অদৃশ্য ক্ষমতার পদ বা দৃশ্য দৈহিক পদ) হইতে ঝরতি-পড়তি **ধূলি** যাহাতে। ▢ ক্ষমতার আসন নিঃসৃত সম্পদ স্বরূপ সুখদুঃখ; (সাদৃশ্যে) পায়ের ধুলা।

পদবী : ● (সামাজিক, সরকারী বা অন্যতর) **পদ** বহনের সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা কোন ব্যক্তি বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কোন সামাজিক, সরকারী বা অন্যতর **পদ** অলঙ্কৃত করিতেন তাহা জানিতে পারা যায়। ▢ কর্ম্মমার্গ, অধিকার, উপাধি (title), বংশ-সূচক শব্দ (surname), গুণবিদ্যাজন্য উপনাম। ✱

পদাতিক (পাইক) : ● **পদ** দ্বারা অতিক্রম করে যে (সৈনিক); (অথবা, প্রাপককে সক্রিয় করে যে)। ▢ পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করে যে সৈন্য।

পদাবলী : ● **পদ**-আবলী বা **পদ**-এর (বাক্যের পদের) বলের আশ্রয় সক্রিয় থাকে যাহাতে; অথবা, **পদ**-চার বা **পয়ার**-এর **চারটি পদ**-এর সাহায্যে মানসিক **পদচারণ** করা হয় যাহাতে (যে সাহিত্যে)। ▢ বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদ বা গীতি কবিতাবলী। ✱

পদার্থ : ● যে **পদ**-এর অর্থ (কার্য্য, স্ব-ভাব) আছে; অথবা, ক্রিয়ার বিপরীতে অবশ্যই প্রতিক্রিয়া ঘটায় যে। ▢ ক্রিয়াকারী-মাত্র, অভিধেয়, দ্রব্য, (পদার্থ-সংখ্যা : ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ১৬ প্রকার, বৈশেষিক অনুসারে ৭, সাংখ্য অনুসারে ২৫, পাতঞ্জলে ২৬, বেদান্তে ২ প্রকার), বাস্তবিক বা মূল জিনিস। ✱

পদার্থবিদ্যা : ● যাহার দ্বারা **পদ** ও তাহার **অর্থ** বিষয়ে বিদিত হওয়া যায়। ▢ ক্ষেত্রজ্ঞের বিদ্যা, (সাদৃশ্যে) ভৌতবিদ্যা, ফিজিক্স।

পদ্ধতি : ● **পদ** (পা) দ্বারা হতি বা আঘাত-করণ সক্রিয় থাকে যাহাতে (যে প্রক্রিয়ায়); অথবা, যাহাতে মনের পা ফেলিয়া ফেলিয়া মানসপথে হাঁটিতে হাঁটিতে ধাপে ধাপে গমনপূর্ব্বক লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় এবং ঠিক তদনুযায়ী বাস্তবেও লক্ষ্য অর্জ্জন করা যায়। / পাদ দ্বারা হতি (হননীয়)। (ব.শ.)। ▢ মার্গ, সরণি, পর্য্যায়, প্রকার, পূজাদির বিধানগ্রন্থ। ✱

পদ্ম : ● **পদ** (...আসন) সীমায়িত যাহাতে; **অথবা**, গোলাকারে বিন্যস্ত যে **আসনগুলিতে** সমাজশাসকেরা বসেন; **কিংবা, সমাজের** সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে যে (**সমাজশাসকদিগের** ব্যবস্থা)। / যাহাতে লক্ষ্মী যান। (ব.শ.)। ▢ (একালের ভাষায়) লোকসভা, বিধানসভা বা অ্যাসেম্বলি, (সেকালের ভাষায়) নারায়ণের নাভিজাত ও ব্রহ্মাধিষ্ঠিত পদ্ম, সমাজদেহের হৃৎপদ্ম (ষট্‌চক্রের পদ্ম), কুবলয়, শতদল, (সাদৃশ্যে) কমল, সরোজ, পদ্মফুল। ✱

পদ্ম-আঁখি : ● **পদ্ম**ই (শাসকসভাই) আঁখি যাহার। ▢ কমললোচন কৃষ্ণ, রাম।

পদ্মকর : ● / করে ধৃত কমল যাঁহার; অথবা, পদ্মে যাঁহার কিরণহস্ত। (ব.শ.)। ▢ বিষ্ণু, সূর্য্য (রাজকোষ)।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▢ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

পদ্মগর্ভ : ● সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের কেন্দ্রই যাহার প্রকৃত উৎপত্তিস্থল। / বিষ্ণুনাভি-পদ্ম যাঁহার গর্ভ; অথবা, যাঁহার হৃৎপদ্ম গর্ভ। (ব.শ.)। ⊓ ব্রহ্মাদি, পদ্মমধ্য, কমলাভ্যন্তর।

পদ্মজ (পদ্মজাত) : ● **পদ্ম** হইতে জন্ম যে জ্ঞানজীবীদের (সাংসদগণের)। ◻ নাভি-পদ্মজাত ব্রহ্মা।

পদ্মনাভ : ● / পদ্ম নাভিতে যাঁহার অথবা পদ্মাকার নাভি যাঁহার। (ব.শ.)। ⊓ বিষ্ণু। ∗

পদ্মপত্র (পদ্মপর্ণ, পদ্মপলাশ) : ● যে পাতায় **পদ্ম**-এর (রাষ্ট্রক্ষমতার) প্রসাদভক্ষণ করা হয়। ⊓ কমলদল, পদ্মের পাতা।

পদ্মপাণি : ● / পদ্ম পাণিতে যাঁহার; অথবা, পদ্মগতকিরণহস্ত যিনি। (ব.শ.)। ⊓ বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সূর্য্য।

পদ্মপুরাণ : ● যে পুরাণে **পদ্ম**-এর (শাসকসভার) **পঞ্চলক্ষণ** বিবৃত হইয়াছে। ⊓ অষ্টাদশপুরাণান্তর্গত মহাপুরাণ-বিশেষ।

পদ্মপ্রিয়া : ● **পদ্ম**-এর (শাসকসভার) প্রিয়া যিনি। ⊓ মনসা, পদ্মাবতী।

পদ্মবন্ধ : ● / যাহাতে পদ্মাকৃতি বর্ণপ্রবন্ধ (থাকে)। (ব.শ.)। ⊓ শব্দালঙ্কারে চিত্রকাব্য-বিশেষ।

পদ্মবাসা : ● / পদ্মে বাস যাঁহার। (ব.শ.)। ⊓ পদ্মালয়া লক্ষ্মী, পদ্মা।

পদ্মবন্ধু : ● **পদ্ম**-এর (সমাজশাসক সভার) বন্ধু যে (রাজকোষ)। ⊓ সূর্য্য (রাজকোষ), (সাদৃশ্যে) ভ্রমর।

পদ্মা : ● **পদ্ম**-এর (সমাজশাসক সভার) আধার যে (জনগোষ্ঠী, সম্পদশালীগণ, পদাবলী রসের ধারা ...); অথবা, যে সরোবরে বহু পদ্মপুষ্প আছে; কিংবা, যাহা মানবদেহের শ্লেষ্মা (সমাজদেহের ক্লেদ) নিষ্কাশন করিয়া দেয়। ◻ পদ্মযুক্তা, কমলা, লক্ষ্মী, মনসা দেবী, লবঙ্গ, গৌরীর সখী পদ্মাবতী, নদীবিশেষ। ∗

পদ্মাকর : ● **পদ্ম**-এর আকর যে। ◻ সপদ্ম অগাধ জলাশয়, তড়াগ, জলাশয়মাত্র।

পদ্মাবতী : ● **পদ্মা** (**পদ্ম**ধারক) বৎ যে আধারশক্তি। ⊓ মনসা দেবী, পদ্মানদী, কবি জয়দেবের পত্নী, চণ্ডীর সখী।

পদ্মালয় : ● / পদ্ম যাঁহার আলয়। (ব.শ.)। ◻ পদ্মযোনি, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, (সাদৃশ্যে) লবঙ্গ।

পদ্মাসন : ● আসনসমূহের মধ্যে **পদ্ম** যে। /যাঁহার আসন পদ্ম; অথবা, পদ্মরূপ আসন। (ব.শ.)। ◻ কমলাসন, যোগীর আসনবিশেষ।

পদ্মিনী : ● **পদ্ম**-কে সক্রিয় করিয়া চলমান রাখে যে আধারশক্তি; অথবা, যে দেশের বা সমাজের বা জনসাধারণের নিজস্ব সমাজ-শাসকসভা রহিয়াছে। ◻ পদ্মযুক্তদেশ, পদ্মপূর্ণ সরোবরাদি, পদ্মঝাড়, পদ্মগন্ধা স্ত্রীবিশেষ, পদ্মাসীনা নারী, কমল কামিনী।

পদ্মিনীকান্ত : ● **পদ্মিনী** (জনসাধারণ) যাহাকে (জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের কেন্দ্রকে বা সূর্য্যকে) কামনা করেন। ◻ পদ্মিনীর প্রিয়, সূর্য্য।

পদ্মী : ● **পদ্ম**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ পদ্মবান, বিষ্ণু, লক্ষ্মীর অন্য নাম, দেবী মনসা, পদ্মা ও পদ্মাবতী নামে পরিচিতা। ∗

পদ্য : ● **পদ** (বাক্য যাহা দ্বারা হাঁটে) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা লোকে মানসিক পদচারণা করিয়া থাকে। / যাহাতে পদচিহ্ন দৃশ্য (হয়)। (ব.শ.)। ◻ পদহিতকর, পদবন্ধ (শ্লোক), কবিকৃতি (শ্লোক), ছন্দেবদ্ধ চতুষ্পদী।

পনস : ● **পন** (পালনকর্ম্ম অনকৃত-নাকৃত) যাহাতে; অথবা, যাহা রসাল হইলেও কণ্টকাবৃত। ◻ কাঁঠাল, কণ্টক।

পন্থ : ● **প**-এর (অবকাশের বা অভাবের) তারণের রহস্যময় উপায় বা রাস্তা থাকে যাহাতে; কিংবা, মানুষ তাহার অভাব পূরণের জন্য অথবা উদ্দিষ্ট লাভের জন্য যে দার্শনিক, ধার্ম্মিক, সামাজিক ... প্রভৃতি অদৃশ্য রাস্তায় মনে মনে হাঁটিয়া যায়। ❐ মানসগমন, দর্শন। *

পন্থা : ● **পন্থ**-এর (মানসপথের) আধার যে। ❐ মানসপথ, ধর্ম্মমার্গ, কর্ম্মমার্গ। *

পন্থিক : ● **পন্থ** (মানসপথ) সক্রিয়ভাবে অবলম্বন করে যে; অথবা, যে মানসপথ ধরিয়া হাঁটিয়া চলে। ❐ মানসপথিক। *

পন্থী : ● **পন্থ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, বিশেষ সামাজিক, ধার্ম্মিক বা রাজনৈতিক ... মানসপথ অনুসরণ করিয়া চলে যে। ❐ সম্প্রদায়বিশেষের বিহিত ধর্ম্মপথাবলম্বী।

-পন্ন : ● পালন-পতন অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহা পালিত বা পতিত হইয়াছে। ❐ সম্পন্ন, প্রতিপন্ন, বিপন্ন, বিপদাপন্ন।

পবন : ● **পূ** (নবরূপে উত্তীর্ণ প্রাপণকারী বা কোনোকিছু-প্রদানকারী) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **পব** (পালন-বাহক) অনকৃত (চলমান) যাহাতে; কিংবা, পালিতকে (মানুষের মৌখিক বা গুহ্য উৎপাদনকে) বহন করিয়া লইয়া যায় যে; অথবা, সর্ব্ব-প্রকার উৎপাদনের সংবাদ বা গন্ধ বহন করে যে; কিংবা, যে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক অব্যক্ত শূন্যতার চেতনাসমুদ্রে (cosmic consciousness-এ) মানুষের মন এবং ব্যক্ত শূন্যতার বাহ্যসমুদ্রে (biosphere-এ) মানুষের দেহ ডুবিয়া থাকে; অথবা, যাহা মানুষের মন ও দেহকে প্রাণবায়ু দান করে; কিংবা, সর্ব্ব-প্রকার তথ্যের বা জ্ঞানের বাহক বা আধার যে; অথবা, অচলকে সচল করিয়া দেয় যে। / পূতীকরণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ সংবাদ প্রচারক, গন্ধবিস্তারক, বায়ু, পবিত্রীকরণ, নিস্তুষীকরণ, কুম্ভকারের আমমৃৎপাত্র পাকের স্থান; বায়ুদেবতা, হনুমানের পিতা। * *

পবনপুত্র : ● **পবন**-এর পুত্র যে; অথবা, প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানপ্রবাহ হইতে বৌদ্ধযুগের প্রাক্কালে যে সুদীর্ঘ পদবীধারী (লাঙ্গুলধারী) পণ্ডিতগণের (হনুমানের) জন্ম হইয়াছিল; কিংবা, সমকালে পণ্যজীবীদের পক্ষে প্রচার-কারী যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের (ভীমের) জন্ম হইয়াছিল; অথবা, বাহ্য বায়ুপ্রবাহ যাহাকে জাগাইয়া বিশালাকারে জন্ম দিয়া থাকে। ❐ হনুমান, ভীম, বহ্নি। *

পবনভক্ষ (পবনাশ) : ● **পবন**কে ভক্ষণ করে যে; অথবা, পণ্যোৎপাদনের খবর খায় যে; কিংবা, যৌথসমাজের শেষ পর্ব্বে পণ্যপ্রবাহের চেষ্টাকারীদের ভক্ষণ করিত যে। ❐ পবনাশন, সর্প (যৌথসমাজের সর পালনকারী, আদি ধনবান)। *

পবনাশনাশ : ● **পবনাশ**কে নাশ করে যে; অথবা, সমাজের সরপালনকারী (ধনবান) সর্পকে ভক্ষণ করে যে; কিংবা, যে পরবর্ত্তী যুগের আধুনিক পুঁজিপতি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সেকেলে পুঁজিপতিকে ভক্ষণ করে। ❐ গরুড়, ময়ূর। *

পবনী : ● **পবন**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে ক্ষুদ্র সত্তার সাহায্যে বর্জ্জনীয়কে **পবন**করণ বা বায়ুতাড়িত করা হয়। ❐ সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

পবিত্র : ● **পব** (পালন-বাহক) **ইত্র** (সক্রিয়-ভাবে ত্রাণ পায়) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা পালন-বাহক (সন্তান, সৃষ্টি, উৎপন্ন, পণ্য)

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

মাত্রেই প্রকৃতিসিদ্ধ, সমাজস্বীকৃত, ধর্ম্মস্বীকৃত ও রাষ্ট্রস্বীকৃত হইয়া 'গ্রহণযোগ্য' বলিয়া ঘোষিত হয়; কিংবা, জনসাধারণের যে সন্তানাদি (সৃষ্টি, উৎপন্নাদি) তাহাদের উদ্ভব, বিকাশ, পরিণামের প্রতিটি অধ্যায়ের অস্তিত্ব ও সক্রিয়তার জন্য যথাবিহিত দক্ষিণা দান করিয়া পুরোহিত-মোল্লা-পাদ্রি, বিশেষজ্ঞ, আমলা প্রমুখ তত্তদ ক্ষেত্রের অধিকারীদের শংসাপত্র (সার্টিফিকেট) পাইয়াছে; অথবা, আপন অস্তিত্ব লইয়া বর্ত্তমান ও সক্রিয় থাকার অনুমতি বা অনুমতিপত্র (লাইসেন্স, পারমিট) পাইয়াছে যে। ... / যাহার দ্বারা শুদ্ধি সাধিত হয়; অথবা, পাপ নাশ করে যে; কিংবা, যাহাকে ব্রতশৌচাদি দ্বারা শুদ্ধ করা হইয়াছে। (ব.শ.)। ◻ শুচি, পূত, শুদ্ধ, (সেকেলে ভাষায় পবিত্র-করণোপায়) পাবন তপস্যাদি বা যজ্ঞদানাদি, শুদ্ধিকর কুশরচিত অনামিকা-বেষ্টন, তাম্র, জল, ঘৃত, মধু, ঘর্ষণ, মার্জ্জন, ঋষি, বেদমন্ত্র, মন্ত্র। *

পবিত্রক : ● **পবিত্র** (সামাজিক স্বীকৃতি ইত্যাদি দিয়া 'গ্রহণযোগ্য') করে যে। ◻ কুশ, অশ্বত্থ, ক্ষত্রিয়ের উপবীতসূত্র, শণসূত্র (অর্থাৎ, যথাক্রমে অনুমতি-মূল্য বা fees, সমাজব্যবস্থা, আমলার অধিকার, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্পর্কসূত্র)। *

পবিত্রা : ● **পবিত্র**-এর আধার যে; অথবা, প্রকৃতিসিদ্ধ করে যে প্রকৃতি-আধার; কিংবা, যাহা দ্বারা বিভিন্ন অশুদ্ধ অপ্রাকৃতিকতা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ◻ তুলসী, হরিদ্রা। *

পম্পা : ● **পম** (পালনের সীমায়িত রূপ) পালিত হয় যে আধারে; অথবা, রাষ্ট্রীয় আমলাগণ (বালী) যে স্থানে যাইতে পারে না, সেই স্থানে সুখে পণ্যাদি উৎপাদন করিত যে জনগোষ্ঠী। ◻ ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকটস্থ সরোবরবিশেষ, মেয়েদের নাম।

পয়ঃ (পয়স্) : ● **পয়**করণ (পানকরণ) সম্পূর্ণ যাহাতে বা পানের শেষ যাহাতে; অথবা, **পয়**করণ অন্তে যাহা বিসর্জ্জিত (বিসর্গ) হয়; কিংবা, পানান্তে যাহা (যে সামাজিক সম্পদাদি) উদ্বৃত্ত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। / যাহা পেয়; অথবা, যাহা নিম্নে গমন করে। (ব.শ.)। ◻ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন, পণ্য, পণ্যমূল্য, জল, ক্ষীর, দুগ্ধ, বীর্য্য।

পয়ঃপ্রণালী : ● যে **প্রণালী** (প্রকৃষ্টভাবে কৃত নালাসমূহ) **পয়ঃ**-ধারাকে প্রবাহরূপে বহন করিয়া লইয়া যায়। ◻ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন-ধারা, পণ্য রপ্তানি, (সাদৃশ্যে) জলনির্গমন-পথ, নর্দ্দমা, পয়ঃনিঃসারিণী প্রণালী।

পয় : ● **প** (পানীয়) যায় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা পানকরণ চলে; কিংবা, যে পানীয় (সমাজের অর্জ্জিত সম্পদ বা দুগ্ধাধি) ভাগে পাওয়া যায়। ◻ দুগ্ধ, ঘনদুগ্ধ, জল। *

পয়মন্ত : ● **পয়**-এর সীমায়ন চলমান হইয়া তারিত যাহাতে। ◻ সৌভাগ্যবতী, সুলক্ষণা।

পয়সা : ● **পয়ঃ** বা **পয়স**-এর আধার যে; অথবা, ধনধারার বিন্দুজলের আধার যে। ◻ ধাতুনির্মিত মুদ্রাবিশেষ।

পয়স্বিনী : ● **পয়স্**-এর বহন সক্রিয়ভাবে চলমান থাকে যে স্ত্রী-আধারে। ◻ প্রচুর দুগ্ধবতী গাভী।

পয়া : ● **পয়**-এর আধার যে; অথবা, **পয়**করণ (পালন সহায়ক, পানীয়াদি) থাকে যাহাতে; অথবা, **পয়** (ভাগে প্রাপ্ত পানীয়াদি) থাকে। ◻ সৌভাগ্যদায়ক, সুলক্ষণ।

পয়ার : ● **প**-এর (মনোভাব-পালকের) যাওয়া থাকে যাহাতে (যে **পদ**-চারে)। দ্র.

পদাবলী।

পয়োধর : ● **পয়ঃ** ধারিত থাকে যাহাতে। ◻ স্ত্রীলোকের স্তন, মেঘ, জলধর, নারকেল।

পর : ● **প** (পালন) রহে যাহাতে; অথবা, প্রাপণেচ্ছাকারীকে রক্ষা করে যে; কিংবা, নিজের দেহমনের অভাব পূর্ণ করার জন্য নিজের বাহিরে যে 'প্রয়োজনের জগৎ'-এর নিকট মানুষ হাত পাতে; অথবা, যাহার উপর সজীব সত্তাসমূহকে অবশ্যই নির্ভর করিতে হয়; কিংবা, অস্তিত্বলাভের বা বর্ত্তমানের পরবর্ত্তী স্থান-কাল-পাত্র রূপে যাহা অবশ্যই থাকে; অথবা, যাহাকে **পর**করণ করিতে (পরিতে) হয়। (দ্র. **অপর**)। ◻ অন্য, প্রকৃষ্ট, পরম, পরপদসম্বন্ধী, তাৎপর্য্যগোচর; উপরি; দেহে ধারণ করা বা পরা, পরিধান করা। ✱

পরগাছা : ● **পর** (অন্য) গাছ আধার যাহার; অথবা, স্বয়ং খাদ্যাদি উৎপাদন না করিয়া অন্য উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে উৎপাদিত খাদ্যবস্তু আত্মসাৎ করে যে। ◻ গাছের গায়ে জাত অন্য গাছ (parasite), হেয় বস্তু। ✱

পরচা (পরিচা) : ● জমির **পরিচয়** থাকে যাহাতে। ◻ জরিপে জমি কর ভূস্বামী ইত্যাদির পরিচয়পত্র।

পরত : ● **পর** তারিত যাহাতে; অথবা, নিজস্বের বিপরীতে থাকে যে (পরস্ব); কিংবা, যে পরের পর তারিত হইয়া স্থিত হয় (স্তরে পরিণত হয়); অথবা, **পর** কর্ত্তৃক তারণ থাকে যাহাতে। ◻ পরস্ব, পর্দা, ভাঁজ, স্তর, অন্য দ্বারা, শত্রু দ্বারা।

পরন্তু : ● **পরম** (প্রয়োজনের জগতের বা **পর**-এর সর্ব্বোচ্চ সীমায়িত রূপ) তারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, **পরম** বলিয়া তাহাকে তারণ না করিবার বা ছাড়িয়া না দিয়া গ্রহণ করিবার বাসনার প্রকাশ থাকে যাহাতে। ◻ কিন্তু।

পরবর্ত্তী : ● **পর** বা অব্যবহিত অন্য স্থান কাল পাত্রে আবর্ত্তমান রহিয়াছে যে। ◻ পরে অবস্থিত, অগ্রস্থিত বা পশ্চাৎস্থিত।

পরম : ● **পর** (প্রয়োজনের জগৎ) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, সত্তার সকল প্রয়োজন সীমায়িত যাহাতে; কিংবা, যাহাকে পাইলে নিজের সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়; অথবা, সত্তার অস্তিত্বের চরম বা শেষ যাহাতে। ◻ উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, প্রধান, প্রথম, অত্যন্ত ...। ✱

পরমা : ● **পরম**-এর আধার যে। ✱

পরমাত্মা : ● **পরম-আত্মন**-এর বোধ থাকে যাহাতে; অথবা, 'এই হল আমাদের জগতের সর্ব্বসৃষ্টি' - এইরূপ '**পরম**-আমি'র (সর্ব্বসৃষ্টির) বোধ থাকে যাহাতে। (দ্র. আত্মা, মহাত্মা)।

পরমাপ্রকৃতি : ● **পরমা** যে **প্রকৃতি**। ✱

পরমায়ু : ● **পরম** যে আয়ু। ◻ জীবিতকাল।

পরম্পরা : ● **পরম**-এর **পরবর্ত্তী পর** থাকে যাহাতে; অথবা, (**সমজাতীয়**) **এক সত্তার** শেষের পরই **পরবর্ত্তী সত্তা** থাকে যাহাতে; অথবা, পর্য্যায়ের পর পর্য্যায় থাকে যাহাতে। ◻ অনুক্রম, অবিচ্ছিন্নধারা, সন্ততি।

পরলোক : ● যে **লোকে** (অবলোকনযোগ্য স্থানে) **পরবর্ত্তী**কালে যাওয়া হয়; অথবা, সত্তার **ত্রিলোক**-এর বর্ত্তমান **লোক**-এর পরবর্ত্তী **লোক** থাকে যাহাতে; কিংবা, উদাহরণ-স্বরূপ, বরফই জলের পরবর্ত্তী লোক, অথবা, বাষ্পই জলের পরবর্ত্তী লোক। ◻ অন্যলোক, লোকান্তর, স্বর্গাদি, মৃত্যু। ✱

পরশু[১] **:** ● **পর**বর্ত্তী দিবসের পরে যে দিবসকাল বাহিত হয়। ◻ আগামী কালের

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ✤ দ্র. ভূমিকা-২।

পরের দিন, গতকালের আগের দিন।

পরশু[২] : ● **পর**-এর শক্তিহরণ করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা বৃক্ষের উদগত অংশ ছাঁটিয়া লওয়া যায়; কিংবা, যাহা দ্বারা উৎপাদকের নিকট হইতে সুদ রূপে কাটিয়া লওয়া যায়। ▫ সুদের বা বন্ধকীর লিখিত বা অলিখিত চুক্তি, (সাদৃশ্যে) কুঠার, টাঙি।

পরশুরাম : ● **পরশু**[২]-ধারী যে রাম; অথবা, নগদ-নারায়ণ বা পুঁজি যে ষষ্ঠ রূপে (সুদখোর পুঁজি রূপে) মানুষের সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছে; অথবা, যে **রাম** সুদে টাকা খাটায়। ◘ পরশুধারী রাম, জামদগ্ন্য। *

পরা : ● **পর**-এর আধার যে; অথবা, যাহাকে (সত্তার পরিধির বাইরে ঘিরে থাকা সত্তার যে প্রয়োজনের জগৎকে) **পর** বলা হয় তাহা থাকে যাহাতে; অথবা, **পর**করণ (**পর**স্বরূপ আচরণ) করে যে; কিংবা, যে প্রয়োজনের জগৎ কেন্দ্ররূপী অস্তিত্বের পরিধির বাইরে দাঁড়াইয়া অস্তিত্বকে ঘিরিয়া থাকে তাহার সমগ্রের, অংশের, বা যে কোনো একটি বিন্দুর সহিত সম্পর্ক যাহাতে; অথবা, সত্তার প্রতি যাহার আচরণ কখনোই সমান হয় না — তুলনায় হীন, মহৎ, কম, অধিক, বিরোধী, সহযোগী হইতে পারে। ◘ উপসর্গবিশেষ, প্রয়োজনীয় জগতের বাহ্যরূপ, হীন-মহৎ ইত্যাদি; পরবর্ত্তী স্থান-কাল-পাত্র; পরিধান করা, কাপড় পরা। *

পরাক্রম : ● **পর** আক্রম যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **পর**কে (পরিধির বাইরের সত্তাকে) আক্রমণ করা হয় বা যায়। / যাহা দ্বারা অভিমুখগামী হয়। (ব.শ.)। ◘ বল, বীর্য্য।

পরাক্রান্ত : ● **পর** (পরিধির বাইরে থাকা সত্তা) **আক্রান্ত** যাহার দ্বারা। ◘ বলবান, বীর।

পরাগ : ● **পরা**য় (পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের সত্তায় বা সন্তানে) গমন করে যে। ▫ পুষ্পরজঃ।

পরাঙ্মুখ : ● **পর** (পরিধির বাইরের সত্তা) হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া হয় যাহাতে।

পরাজয় : ● **পর** (পরিধির বাইরের সত্তা) আসিয়া জয় করে যাহাতে।

পরাজিত : ● যে অপর কর্ত্তৃক জিত (নির্জিত) হইয়াছে।

পরাৎপর : ● যাহা হইতে **পর** আর নাই। / পর হইতে পর। (ব.শ.)। ◘ **অপর**, সর্ব্বোত্তম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, শ্রেষ্ঠ। *

পরাৎপরা : ● **পরাৎপর**-এর আধার যে। ◘ দুর্গা, কালী। *

পরাবর্ত্ত : ● **বর্ত্ত**-এর (বর্ত্তমানের বা আবর্ত্তমানের) **পরা** বা বদল রূপে যে বর্ত্ত আসে। ◘ বিনিময়, বদলাবদলি।

পরাভব : ● **পর** (পরিধির বাইরের সত্তা) আসিয়া ভূত হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে **পর** (প্রয়োজনীয় বা অভাবের পূরণ) আসিয়া অভাবীকে ঢাকিয়া দিয়াছে। ▫ অভিভব, পরাজয়, তিরস্ক্রিয়া।

পরামর্শ : ● **পর**-এর **আমর্শ** (চিন্তার চাপান-উতোর) যাহাতে; অথবা, অন্যের দেওয়া তথ্য ও বিচার-বিশ্লেষণ থাকে যাহাতে। ◘ যুক্তি, বিবেচন, বিতর্ক, অবমর্শ, গ্রহণাকর্ষণাদি, বিঘ্নোৎপাদন, স্মৃতি, ব্যাপ্যের পক্ষধর্ম্মত্ববুদ্ধি।

পরাশর : ● **পরা** (পরা-বিদ্যার বা দক্ষতার, বিশেষজ্ঞতার) শর থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি **পরা** (দক্ষতার বা কলাকৌশল-জ্ঞানের) শর নিক্ষেপ করেন। ▫ কলি-ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজক ঋষি, ইনি ব্যাসদেবের পিতা। *

পরাস্ত : ● **পর** (পরিধির বাইরের সত্তা) অস্ত গিয়াছে যাহাতে; অথবা, যাহাতে **পর**কে

অন্তলাভ করান হইয়াছে।

পরাহ্ন : ● **পরবর্ত্তী** অহ্ন থাকে যাহাতে; অথবা, অহ্নের বা দিনের পরবর্ত্তী ভাগ থাকে যাহাতে। ◘ বৈকাল, অপরাহ্ন, বিকাল।

পরি : ● **পর** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, অস্তিত্বকে ঘিরিয়া স্থান, কাল, বা পাত্র সক্রিয় থাকে যাহাতে। ◘ উপসর্গবিশেষ, সর্ব্বদিক, সীমা, সর্ব্বতোভাব; পরিধান করি। *

পরিকর : ● **পরি** (ঘেরকরণ) করে রাখে যে; অথবা, যাহা দ্বারা (মন বা দেহকে) ঘিরিয়া ফেলা হয় বা যে ঘিরিয়া থাকে। ◘ (মনপরিকর) বিবেক, (দেহপরিকর) সহচর, চাকর, পরিজন, কটিবন্ধ, বদ্ধ**পরিকর**।

পরিকল্পনা : ● সামগ্রিক **কল্পনা** থাকে যাহাতে; অথবা, কর্ম্মের পূর্ব্বে সেই কর্ম্মের সামগ্রিক পর্য্যায়ক্রমিক প্রয়োগ ভাবনা করা হয় যাহাতে। / যাহাতে যাগপ্রয়োগ কল্পিত হয়। (ব.শ.)। ◘ কর্ম্মের নকশা প্রণালী প্রভৃতি, যাগাদির অঙ্গভূত বৈদিক বিধান, করণ। *

পরিকীর্ণ : ● সার্ব্বিকভাবে ছড়াইয়া রাখা হয় যাহাতে।

পরিক্রম : ● সার্ব্বিক **ক্রম** (পর্য্যায়গমন) থাকে যাহাতে। ◘ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ, প্রদক্ষিণী-করণ।

পরিক্রমা : ● **পরিক্রম**-এর আধার যে; অথবা, **পরিক্রম**করণ থাকে যাহাতে।

পরিখা : ● যাহা (প্রাসাদ প্রভৃতির) পরিধি ধরিয়া খনন করা হইয়াছে। ◘ প্রাসাদ বা কেল্লাদির চারদিকে খনিত খাত, গড়খাই।

পরিগ্রহ : ● সার্ব্বিকভাবে **গ্রহণ** থাকে যাহাতে। ◘ ধারণ, পাণিগ্রহণ, প্রতিগ্রহ, পরিবেষ্টন, পরিধান, বসন, স্ত্রী-প্রভৃতি বাহ্যবিষয়। *

পরিগ্রহণ : ● **পরিগ্রহ** অন (চলমান) যাহাতে।

পরিগৃহীত : ● যাহাকে **পরিগ্রহণ** করা হইয়াছে। ◘ সম্যক গৃহীত, পরিণীত। *

পরিগ্রহীতা : ● **পরিগ্রহ** করিয়াছে যে। ◘ গ্রাহক, পতি, প্রতিগ্রহীতা। *

পরিচয় : ● সার্ব্বিক **চয়** (রাশিকৃত বা দঙ্গলভুক্ত অবস্থান) থাকে যাহাতে; অথবা, সত্তা যে ক্ষেত্রে (স্থান-কাল-পাত্রে) বর্ত্তমান, সেই ক্ষেত্রে রাখিয়া তাহার পরিপার্শ্ব সহ তাহাকে চিহ্নিত করা হয় যাহাতে। ◘ বিশেষ জ্ঞান, পরিজ্ঞান, অভ্যাস, দীর্ঘসাহচর্য্য। *

পরিচয়পত্র : ● যে পত্র হইতে (কাহারও) **পরিচয়** জানা যায়। ◘ পরচা, (একালের ভাষায়) আইডেন্টিটি কার্ড, (সাম্প্রতিক) পরিচয়াঙ্ক বা Unique Identity Number (UIN)। *

পরিচর : ● (প্রভুর) **পরি**পার্শ্বে (সর্ব্বদিকে) বিচরণ করে যে। / যুদ্ধে পরের প্রহারাদি হইতে রথকে রক্ষা করে যে। (ব.শ.)। ◘ পরিভ্রমণকারী, পরিচারক, ভৃত্য, দেহরক্ষক।

পরিচরণ : ● **পরিচর**-করণ অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◘ পরিভ্রমণ, পরিচর্য্যা ...।

পরিচর্য্যা : ● **পরিচরণ** থাকে যাহাতে তাহার আধার। ◘ পূজা, সেবা, শুশ্রূষা। *

পরিচার : ● **পরিচর** হইতে জাত। ◘ পরিচর্য্যা, সেবা।

পরিচারক : ● **পরিচার** করে যে। ◘ সেবক, ভৃত্য।

পরিচারিক : ● **পরিচার**-কে সক্রিয় করে যে। ◘ শুশ্রূষাকারী, সেবক।

পরিচারিকা : ● **পরিচারিক**-এর আধার যে। ◘ দাসী।

পরিচালক : ● সার্ব্বিকভাবে চালনা করে যে; অথবা, কাহারও অস্তিত্বের পরিধিতে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

শক্তি-বুদ্ধি ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে চালনা করে যে। / যে কাজ চালায়; অথবা, যে বস্তু নিজের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-তাপাদি পরিচালিত করে (conductor)। (ব.শ.)। ◘ সর্ব্বত্র চালক, প্রধান কর্ম্মচারী, অধ্যক্ষ। ✱

পরিচালিত : ● সার্ব্বিকভাবে চালন করা হয় বা হইয়াছে যাহাকে। ✱

পরিচিত : ● যাহার **পরিচয়** জানা হইয়া গিয়াছে। ◘ পরিচয়যুক্ত, পরিজ্ঞাত ...। ✱

পরিচ্ছদ : ● যাহা দ্বারা সার্ব্বিকভাবে আচ্ছাদিত করা যায়। ◘ আচ্ছাদন, বসন-আভরণাদি, রাজার উপকরণ ছত্রচামরাদি।

পরিচ্ছন্ন : ● সার্ব্বিকভাবে আচ্ছাদিত যে (অতএব যাহার ময়লা দেখা যাইতেছে না)। ◘ আচ্ছাদিত, আবৃত, পরিবেষ্টিত।

পরিচ্ছেদ : ● সার্ব্বিকভাবে **ছেদ** করিয়া পৃথক করা হইয়াছে যাহাকে; অথবা, অবয়বের (গ্রন্থের) যে অংশকে **ছেদ** করিয়া বা পৃথক করিয়া দেখানো হয়। ◘ অবধারণ, নির্ণয়, বিভাজন, ইয়ত্তা, সন্দর্ভবিভাগ।

পরিণত : ● সার্ব্বিকভাবে (**পরিশেষ পর্যন্ত**) নমিত হইয়াছে যে। / যে হস্তী তির্য্যগ্‌ভাবে দন্তাঘাত করে। (ব.শ.)। ◘ সম্যক নত, পরিণতিপ্রাপ্ত, বৃদ্ধ, প্রস্ফুটিত, পরিপাকপ্রাপ্ত।

পরিণতি : ● **পরিণত** সক্রিয় যাহাতে। ◘ পরিণমন, নম্রীভাব, পরিপক্কতা, পূর্ণতাপ্রাপ্তি।

পরিণমন : ● সার্ব্বিক নমিতকরণ অন (চলমান) যাহাতে। ◘ পরিণতি, পরিবর্ত্তন, প্রকৃতির বিকার। ✱

পরিণয় : ● যাহাতে নিয়মনিষ্ঠভাবে (পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে) আনয়ন হয়। ◘ বিবাহ।

পরিণাম : ● **পরিণমন**-কৃত যাহাতে; অথবা, কাঁচামাল মেধা ও শ্রমের সহিত অভেদভাবে পরিণত হইয়া কাম্য বিষয়ের উপযোগী হইলে প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদিত হয় বা পরিণাম হয়। / প্রস্তুত প্রয়োজনের সাধন-রূপে প্রসিদ্ধ বস্তু আরোপবিষয়ের সহিত অভেদভাবে পরিণত হইয়া প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী হইলে 'পরিণাম' হয়। (ব.শ.)। ◘ পরিণমন, পরিণতি, পরিপাকাবস্থা, শেষ। ✱

পরিণামদর্শী : ● যিনি **পরিণাম** দেখিতে পান। / কর্ম্মের ফল যিনি দেখেন। (ব.শ.)। ◘ কর্ম্মশেষদ্রষ্টা, পারদর্শী।

পরিণায়ক : ● **পরিণয়**-জাত অগ্রগতি সাধন করে যে; অথবা, **পরিণায়ন** করে যে। ◘ পরিণেতা, স্বামী।

পরিণীত : ● নিয়মনিষ্ঠভাবে (আবদ্ধ করিয়া) আনীত যে। ✱

পরিণীতা : ● নিয়মনিষ্ঠভাবে (আবদ্ধ করিয়া) আনীতা যে। ◘ ঊঢ়, বিবাহিতা।

পরিণেতা : ● **পরিণয়** তারণ করে (পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আনয়ন করে) যে। ◘ পরিণায়ক।

পরিণেয় : ● যাহাকে **পরিণয়** (সূত্রে আবদ্ধ) করা হয়, করা ভাল, করা উচিত। ◘ পরিণয়ার্হ।

পরিতাপ : ● সার্ব্বিকভাবে প্রসারিত যে তাপ; অথবা, যে তাপ মনোলোকের পরিধি পর্যন্ত বিস্তারিত হইয়া গিয়াছে। ◘ সন্তাপ, দুঃখ, শোক, ভয়, মনস্তাপ। ✱

পরিত্যক্ত : ● যাহাকে সার্ব্বিকরূপে ত্যাগ করা হইয়াছে। ◘ সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জিত। ✱

পরিত্যাজ্য : ● যাহাকে **পরিত্যাগ** করা দরকার বা উচিত। ◘ অবশ্যপরিহার্য্য। ✱

পরিত্যাগ : ● সার্ব্বিকরূপে ত্যজন থাকে যাহাতে। ◘ সম্পূর্ণ বর্জ্জন। ✱

পরিত্রাণ : ● সার্ব্বিক ত্রাণ থাকে যাহাতে।

/ মারণোদ্যতের নিষেধ (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ⌐ হস্তদ্বারা ঘাতকবারণ, পরিরক্ষণ।

পরিত্রাহি : ● **'পরিত্রাণ** করো' (আবেদনটি) সক্রিয় যাহাতে (যে চীৎকারে)। ⌐ 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলিয়া চীৎকার করা। *

পরিধান : ● সার্ব্বিকভাবে **ধারণ** করা অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা দেহকে সামগ্রিকভাবে ধারণ করে। ⌐ দেহে বস্ত্রাদি ধারণ, কাপড় পরা, পরিধেয় বস্ত্র।

পরিধি : ● **পরি** (গোলাকারে) ধারিত হইয়া সক্রিয় যাহাতে। ⌐ বৃত্তের বেষ্টনরেখা, বেড়।

পরিধেয় : ● **পরিধি**-রূপে ঘিরিয়া থাকে যে; অথবা, যাহাকে **পরিধান** করিতে হয়। ◻ বসন, বস্ত্র, পরার কাপড়।

পরিপন্থী : ● **পরি** পন্থার সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **পরিক্রমণ-পন্থা** সংলগ্ন পন্থিককে বিপরীত পন্থায় পরিক্রমণ করিতে বাধ্য করে; কিংবা, (খাঁজকাটা) চক্রের (ধর্ম্মচক্রের, দর্শন-চক্রের বা অন্য যে কোনো চক্রের) পরিধির যে **পরিক্রমণ-পন্থা** সংলগ্ন (খাঁজকাটা) চক্রকে বিপরীত পন্থায় **পরিক্রমণ** করিতে বাধ্য করে। ⌐ প্রতিপক্ষ, প্রতিকূল। *

পরিপাটী : ● পরি ভাগে (সামগ্রিকভাবে) **পাটি** কৃত হইয়াছে যাহার। ◻ আনুপূর্ব্বী, পঙ্ক্তি, পদ্ধতি, চাষ-কারকিত, জমির পাট, সংস্কার, গৃহপরিমার্জ্জন, বাক্যকৌশল ...।

পরিপূর্ণ : ● সার্ব্বিকভাবে **পূর্ণ** যে; অথবা, উচ্ছলিত হইয়া পড়ে যে পূর্ণতায়; কিংবা, যে পূর্ণতা পাত্রের **পরিধি** ছাপাইয়া যায়। (দ্র. **পূর্ণ, সম্পূর্ণ**)। ◻ উছলে পড়া পূর্ণতা। *

পরিবর্ত্ত : ● সার্ব্বিক **বর্ত্ত** (আত্মকেন্দ্রিক ঘূর্ণন) যাহাতে; অথবা, **পরিপন্থী**ভাবে ঘূর্ণমান চক্রদ্বয়ের পরিধির দাঁত পরস্পরকে পরস্পরের বিপরীতে আবর্ত্তিত করে যাহাতে। ⌐ বিনিময়, আবর্ত্তন, পরিভ্রম, অতিক্রম, পুনঃপুনঃ প্রাপ্তি, আবৃত্তি, গ্রন্থবিচ্ছেদ, অধ্যায়, (পরিবর্ত্তমানপর্ব্বতধারণ হেতু) কূর্ম্মরাজ। *

পরিবর্ত্তন : ● **পরিবর্ত্ত** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ বদল, অবস্থান্তর, সংস্কার; বিনিময়, আবর্ত্তন, বিপরিণাম (change)। *

পরিবাদ : ● পর বিষয়ে সক্রিয় **বাদ** (কথন) যাহাতে; অথবা, যাহাতে পরের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়। ◻ পরদোষকথন, অপবাদ, অবিদ্যমানদোষ-কথন ... ইত্যাদি।

পরিবার : ● **পরি**-তে (পরিধিতে) বারণ বা আবরণ থাকে যাহার; অথবা, যে অদৃশ্য (ধর্ম্ম-নীতি-আইনসম্মত) প্রাকারের ভিতর এবং (কিছু ক্ষেত্রে) দৃশ্য প্রাকারের (বা boundary wall-এর) ভিতর মানুষ তাহার পরিজন লইয়া বাস করে। ◻ পরিজন, খড়্গাকোশ, খাপ, স্ত্রীপুত্রাদি, ভার্য্যা। *

পরিবৃত : ● **পরিধি** আবৃত যাহার; অথবা সার্ব্বিকভাবে আবৃত যে। ◻ **পরিবেষ্টিত**, পরিক্ষিপ্ত, আবৃত, পরিব্যাপ্ত। *

পরিবেশ : ● সার্ব্বিক **বেশ** (আবরণ, জামাকাপড়, যাহার ভিতরে **প্রবেশ** করা হয়) যাহাতে; অথবা, সমগ্র **প্রেক্ষাপট** যাহাতে। ⌐ বেষ্টন, পরিবৃতি, পরিমণ্ডল, পরিধি। *

পরিবেশক : ● **পরিবেশ**-করণ বা **পরিবেশন** করে যে; অথবা, কোনো বিষয় বা বস্তুকে তাহার সার্ব্বিক প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত করিয়া দেয় যে; অথবা, মানসিক বা দৈহিক খাদ্য **পরিবেশন** করেন যিনি। ⌐ গ্রন্থ চলচ্চিত্র সঙ্গীত ইত্যাদি ও ভোজের খাদ্যাদির উপস্থাপক। *

পরিবেশন : ● **পরিবেশ**-করণ অন

(চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো বিষয় বা বস্তু প্রদানকালে তাহার সহিত তাহার সমগ্র পরিবেশ প্রদান করা হয়; কিংবা, যাহাতে আহ্বান, আপ্যায়ন, সবিনয়ে যথা-বিহিত বিন্যাসপূর্ব্বক একের পর এক (মানসিক বা দৈহিক) খাদ্যাদি প্রদান, তৃপ্তিদায়ক ব্যবস্থাদি দান ... ইত্যাদি করা হয়। ❒ ভোজ্যবণ্টন, পরিবেষ্টন। *

পরিব্রাজক : ● যিনি পরি**ব্রজন** করেন বা সার্ব্বিকভাবে (মানসিক, সামাজিক, বাহ্যিক ভাবে) দুই পায়ে হাঁটেন; অথবা, শঙ্করা-চার্য্যের যে অনুগামীগণ (**তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, পুরি, সরস্বতী, ভারতী** প্রভৃতি উপাধিধারীগণ) সারা ভারতে **পরিব্রজন** করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। / যে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্থাশ্রম গত (হয় বা হইয়াছে)। (ব.শ.)। ❒ ভিক্ষু, মস্করী, সন্ন্যাসী। *

পরিভাষণ : ● **পরিভাষ** (বিষয়ের সার্ব্বিক উপস্থাপন) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যে শাব্দিক-উচ্চারণ বা ভাষণের সাহায্যে বক্তব্যবিষয়ের সার্ব্বিক উপস্থাপন করা যায়। ❒ প্রজল্পন, আলাপন, সম্ভাষণ। *

পরিভাষা : ● **পরিভাষ**-এর (বিষয়ের সার্ব্বিক উপস্থাপনের) আধার যে; অথবা, **পরিভাষ**-করণ করা থাকে যাহাতে; অথবা, যে বিশেষ বিশেষ শাব্দিক উচ্চারণের দ্বারা বক্তব্যবিষয়ের সার্ব্বিক উপস্থাপন করা যায়। ❒ শাস্ত্রকারের সংজ্ঞাবিশেষ, গ্রন্থের সঙ্কেতার্থ শব্দমালা, 'টারমিনোলজি'। *

পরিমল : ● পরিধি বা পরিবেশ জুড়িয়া **মল** (সুগন্ধযুক্ত সারাৎসার) যাহাতে; অথবা, জ্ঞানের সারাৎসার (সুগন্ধ-সৌরভ) বহন করিয়া চারিদিক সুরভিত করিয়া রাখেন যিনি বা যাঁহারা; কিংবা, (সারূপ্যে) যাহার সুগন্ধে চারিদিক **ম-ম** করিতে থাকে। / চন্দনকুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্যের বিমর্দ্দনোত্থিত জনমনোহর গন্ধ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ❒ পণ্ডিতসমূহ, **মধু**গন্ধ, বিমল, মনোহর, সৌরভ ... ইত্যাদি। *

পরিমাণ : ● সার্ব্বিকভাবে **মান** নির্ণয় করা হয় যাহাতে। ❒ পাত্র দ্বারা দ্রব্যের মান বা পরিচ্ছেদ, মাপা।

পরিমাপ : ● সার্ব্বিকভাবে **মাপ**করণ করা হয় যাহাতে। ❒ পরিমাণ, ঠিক মাপ।

পরিমিত : ● **পরি** (সার্ব্বিকভাবে) মিত (সীমায়িত, মাপিত) যে; অথবা, যাহার যথাযথ সীমায়ন বা মাপন করা হইয়া গিয়াছে। ❒ সংযত, নিয়ন্ত্রিত, (সাদৃশ্যে) পরিমাপিত।

পরিশ্রম : ● সার্ব্বিক **শ্রম** (... উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্মশক্তি ব্যয়) করা হয় যাহাতে; অথবা, মানসিক ও শারীরিক উভয়প্রকার আয়াস ব্যয় করা হয় যাহাতে; কিংবা, মাথা খাটাইয়া শরীর খাটানো হয় বা সার্ব্বিক **শ্রম** করা হয় যাহাতে। ❒ আয়াস, খাটুনি, খেদ, অবসাদ, ব্যায়াম।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন : ● যাহাকে সার্ব্বিকভাবে সাফ করা হইয়াছে এবং (তারপর) যাহাকে আগাগোড়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। ❒ নির্ম্মল ও আচ্ছাদিত, পরিষ্কৃত ও আবৃত।

পরী : ● **পরি**র আধার যে; অথবা, **পর**-এর (প্রয়োজনীয় জগতের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা হইতে সকল অভাব পরিপূর্ণ হইতে পারে। ❒ পক্ষবিশিষ্টা কল্পিত সুন্দরী।

পরীক্ষক : ● **পরীক্ষণ** করে যে; অথবা, (প্রতিষ্ঠিত ধারণার সহিত) সার্ব্বিকভাবে মিলাইয়া ঈক্ষণ করে বা দেখে যে; অথবা,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

নিজের মাথায় যে প্রতিষ্ঠিত ধারণা বিদ্যমান তাহার সহিত উত্তরপত্রে ছাত্র যাহা লিখিয়াছে তাহাকে মিলাইয়া দেখে যে। ◻ সম্যক দ্রষ্টা, ছাত্রের বিদ্যাবিশেষের বিচারক। ✻

পরীক্ষণ : ● **পরীক্ষা**-করণ চলমান যাহাতে; অথবা, সার্ব্বিকভাবে ঈক্ষণ থাকে যাহাতে। ◻ পরীক্ষা।

পরীক্ষা : ● **পরীক্ষণ**-এর আধার যে; অথবা, **পরি** (সার্ব্বিকভাবে) ঈক্ষণ যাহাতে; অথবা, প্রতিষ্ঠিত ধারণার (পরীক্ষকের মাথায় যেটি থাকে, তাহার) সহিত মিলাইয়া দেখা হয় যাহাতে। ◻ পরিদর্শন, পরিজ্ঞান। ✻

পরীক্ষা-নিরীক্ষা : ● **পরীক্ষা** (প্রতিষ্ঠিত ধারণার সহিত মিলিতেছে কিনা দেখা) এবং **নিরীক্ষা** (দ্রষ্টব্যকে মানসিক বা বাহ্যিকভাবে নাড়াচাড়া করিয়া দেখা) হয় যাহাতে।

পরীক্ষিৎ : ● **পরীক্ষণ**-এর সক্রিয় তারণ যাহাতে; অথবা, যিনি **পরীক্ষা** না করিয়া কোনো কিছু গ্রহণ করিতেন না। ◻ চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ। ✻

পরীক্ষিত : ● **পরীক্ষ** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **পরীক্ষণ** করা হইয়াছে। ◻ পরিদৃষ্ট, নির্ণীত-গুণদোষ।

পর্জন্য : ● **পর**-এর (প্রয়োজনীয়ের) জনন থাকে যাহাতে। ◻ শব্দায়মান মেঘ। ✻

পর্ণ : ● **পর** (প্রয়োজনীয়) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, বৃক্ষ-প্রদত্ত জীবনরস গ্রহণ করিয়া বৃক্ষের প্রয়োজন সংগ্রহ বা প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষকে দেয় যে; কিংবা, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইতে জীবনরস গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থার প্রয়োজন সংগ্রহ বা প্রস্তুত করিয়া ব্যবস্থাকে দেয় যে; অথবা, ব্যবস্থা প্রদত্ত জীবিকারস গ্রহণ করিয়া শ্রমাদি দ্বারা ব্যবস্থার প্রয়োজন সাধন করে যে; কিংবা, (ভোজবাড়ীতে পাত পড়ার ন্যায়) সমাজের ভোজব্যবস্থায় জীবিকার পাত রূপে যাহা পড়ে। / বৃক্ষকে পূরণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ সামাজিক জীবিকা, সরকারী জীবিকা, (সাদৃশ্যে) পাতা, পান, পুষ্পপত্র, ফুলের পাপড়ি; পলাশবৃক্ষ।

পর্ণকুটীর : ● **পর্ণ**রচিত (জীবিকা-রচিত) যে কুটীর; অথবা, জীবিকাই বাসস্থান বা আশ্রয় যাহার; কিংবা, খাটিয়া খাওয়াই বাঁচিয়া থাকার উপায় যাহাতে। ◻ চাকুরী, (সাদৃশ্যে) পর্ণরচিত গৃহ, ক্ষুদ্র গৃহ, কুঁড়েঘর।

পর্ণকুটীর-বাসী : ● **পর্ণকুটীর**-এ (জীবিকা-কুটীরে) বাস করে যে; অথবা, **পর্ণে**র বা প্রদত্ত জীবিকার বা চাকুরীর আয় হইতে জীবন অতিবাহিত হয় যাহার। ◻ চাকুরী-জীবী, পিণ্ডজীবী, (সাদৃশ্যে) কুঁড়েঘরবাসী।

পর্ণপুট : ● **পর্ণ** পুট যাহাতে; অথবা, একদিনের জীবিকা যাহাতে। ◻ পাতায় মোড়া বস্তু।

পর্ব্ব : ● **পর-বহন বাহিত যাহাতে; অথবা, পরবহনকে (পরবর্ত্তী স্তরকে) বহন করে যে; অথবা, যাহার উপর পরবর্ত্তী স্তর গড়িয়া উঠে, দাঁড়ায় বা নিভর করে; কিংবা, যে ঘন স্তরের উপর নির্ভর করিয়া পরবর্ত্তী স্তরের সূচনা হয়; অথবা,** উচ্চনীচ শ্রম-বিভাজনের নীতিতে কর্ম্মনিযুক্ত হওয়ায় (ভেদকালে) আত্মা যে পরিমাণে গ্লানিগ্রস্ত হয়, সেই গ্লানি মোচন করার জন্য যে কালে (অভেদকালে) উচ্চ-নীচ ভেদ ত্যাগ করিয়া সবাই সমভাবে মিলিত হয়। ◻ অভেদ বা ঘন স্তর, অভেদকাল, বৎসরের বিশেষ কাল, কর্ম্ম হইতে বিশ্রামকাল বা উৎসবকাল, বারো মাসের তেরো পার্ব্বণ, পরব,

অমাবস্যা-প্রতিপদের সন্ধি ইত্যাদি, (সাদৃশ্যে) বংশাদিগ্রন্থি, বেত প্রভৃতির গাঁট, গ্রন্থি, গ্রন্থবিচ্ছেদ-স্থান, সিঁড়ির পৈঠা। ✱

পর্ব্বকাল : ● **পর্ব্ব** অনুষ্ঠানের কাল যাহা। ▢ অভেদকাল, অমাবস্যা, পূর্ণিমা।

পর্ব্বত : ● **পর্ব্ব** (ঘনস্তর) তারিত যাহাতে; অথবা, **পর্ব্ব**সমূহকে তারণ করে যে; কিংবা, যাহা **পর্ব্বের** উপর **পর্ব্ব** স্থাপিত করিয়া গড়িয়া উঠে; অথবা, পিরামিডের ন্যায় যে সকল সমাজ সংগঠন বৃহৎ স্তরের উপর ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র স্তর চাপাইয়া গড়িয়া উঠে। / পর্ব্ব আছে যার। (ব.শ.)। ▢ সমাজব্যবস্থা, সমাজ সংগঠন, সংস্থা, গোষ্ঠী, কুলপর্ব্বত, (সাদৃশ্যে) হিমালয়, গিরি, স্তূপ, বৃক্ষ। ✱

পর্ব্বতকুমারী (পর্ব্বতজা) : ● **পর্ব্বত** হইতে জাত যে কুমারী; অথবা, যে উত্তর-প্রজন্ম সমাজব্যবস্থার দ্বারা লালিত-পালিত-শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু (তখনও পর্যন্ত) কোনো কর্ম্মযজ্ঞে নিয়োজিত হয়নি। ▢ সদ্যোত্তীর্ণ উত্তরপ্রজন্ম, গৌরী, শৈলজা। ✱

পর্ব্বতপতি (পর্ব্বতরাজ) : ● **পর্ব্বত**-সমূহের পতি বা রাজা যে; অথবা, সংস্থা বা সামাজিক সংগঠনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে সংগঠন। ▢ বৈদিক সমাজব্যবস্থা, বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বা পৃথু, গিরিরাজ, হিমালয়; (সাদৃশ্যে) দৃশ্য হিমালয় পর্ব্বত। ✱

পর্য্যন্ত : ● **পরি**-র (সামগ্রিক সক্রিয়তার) অন্ত যাহাতে; অথবা, যাহা তাহার শেষ **পর্য্যায়ে** পৌঁছিয়াছে। / অন্তকে পরিগত। (ব.শ.)। ▢ শেষসীমাগত, অবধি, প্রান্ত।

পর্য্যবেক্ষণ : ● **পরি** (সার্ব্বিকভাবে) **অবেক্ষণ** করা হয় যাহাতে। ▢ পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান।

পর্য্যায় : ● **পরি** (পর সক্রিয় যাহাতে) অনুসারে যায় যে; অথবা, **পর পর** যায় যাহাতে; কিংবা, অগ্রগমনের ক্রমান্বয়ে পরবর্ত্তী গমন ও সেই গমনের কালখণ্ড বা **আবর্ত্ত** যাহাতে; অথবা, হিন্দু কায়স্থগণের কেহ কেহ তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহকালে বংশের যে **পর্য্যায়** বা অধ্যায় বিচার করিয়া থাকেন। ▢ আনুপূর্ব্ব, ক্রম, অধ্যায়, নির্ম্মাণের ক্রম, একার্থবোধক শব্দ-ক্রম, সমান কুলভাব ও বংশভাব হেতু সম্পর্কবিশেষ, শ্রেণী। ✱

পর্য্যায়শয়ন : ● **পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে** শয়ন থাকে যাহাতে। ▢ প্রহরিকগণের **পর্য্যায়** (shift) অনুসারে শয়ন ও জাগরণ। (ব.শ.)। ✱

পর্য্যুদস্ত : ● **পরি**পূর্ব্বক উদ্‌পূর্ব্বক অস্তকরণ যাহাতে; অথবা, সার্ব্বিকভাবে ধরিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাকে। ▢ পরাজিত, নিবারিত।

পল : ● **প** (প্রাপণকারীর প্রাপণেচ্ছা) লালিত এবং-বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, যে সত্তা যৎসামান্য (স্থান, কাল, পাত্রকে 'আমার' বলিয়া খাবলাইয়া) গ্রহণ করে; কিংবা, তদ্রূপে গ্রহণ করিয়াই পলায়ন করে; অথবা, যাহাতে কিঞ্চিৎ ব্যক্তিমালিকানা (মাংস) লালিত হয়। ▢ মাংস, চার তোলা, এক পলা, দণ্ডের ষষ্টিতম অংশ, অত্যল্পকাল, তুচ্ছ ধান্য। ✱

পলক : ● **পল** (যৎসামান্য স্থান, কাল বা পাত্রকে গ্রহণ করিয়া লালন) করে যে; অথবা, ক্ষণমাত্র (দণ্ডের ষষ্টিতম অংশস্বরূপ) কালকে গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হয় যে; কিংবা, যাহা দ্বারা মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিকে প্রেরণ করিয়া দ্রষ্টব্যকে **দেখিয়া লইয়াই পলায়ন** করা যায় (দ্রষ্টব্যের হস্তে ধরা পড়িয়া বন্দী হইতে

হয় না)। ▫ দণ্ডের ষষ্টিতম অংশ, চক্ষুর পাতা, চক্ষুর নিমেষকাল, অত্যল্পকাল। *

পলকা : ● **পলক**-এর (কিঞ্চিৎ স্থানকাল-পাত্রধারীর) আধার যে; অথবা, **পলক**-করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যে পাত্র ক্ষণকালের জন্য সক্রিয় হইয়াই মিলাইয়া যায়; কিংবা, যে পাত্রের সংহতি কোনোমতে গড়িয়া উঠিয়াছে (এবং সামান্য আঘাতেই যাহা ভাঙিয়া পড়িতে পারে)। / যাহা সহজে পড়ে (ভাঙ্গে)। (ব.শ.)। ▫ পলায়নশীল, ভঙ্গপ্রবণ ...। *

পলসাঁই (পলসাঁঞিও) : ● **পল**-এর (যৎসামান্য ধনসম্পদের) স্বামী বা অধিকারী যিনি। ▫ ব্রাহ্মণের উপাধি।

পলা : ● **পল**-এর (যৎসামান্য স্থান-কাল-পাত্রের) আধার যে। ▫ তেল তোলার ছোট হাতা।

পলাণ্ডু : ● পলকৃত আণ্ডু (নবরূপে উত্তীর্ণ অণ্ডজাত) যাহাতে। ▫ পিঁয়াজ।

পলাতক : ● **পলাত** (পলায়িত) করণ করিয়াছে যে। / যে পলাইয়াছে; অথবা, যে স্ত্রীলোক পলাইয়াছে। (ব.শ.)। ▫ নিরুদ্দিষ্ট, ফেরারি।

পলায়ন : ● **পলায়** (প্রাপণকারীর প্রাপণেচ্ছার লয় হওয়া) অনকৃত বা চলমান যাহাতে; অথবা, **পল** (প্রাপণেচ্ছা-লালন) করিতে (বা খাবলাইয়া গ্রহণ করিতে) গিয়া বিপরীত পক্ষের প্রতিক্রিয়ায় প্রাপণেচ্ছা উবিয়া যায় যাহাতে (ফলত, প্রাপণেচ্ছাকারীর দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তন চলে যাহাতে)। ▫ ভয়াদি হেতু প্রস্থান।

পলায়মান : ● **পলায়**-করণ (প্রত্যাবর্ত্তন) চলমান যাহাতে। ▫ পলায়নপর।

পলায়িত : ● **পলায়** (প্রত্যাবর্ত্তন) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যে পলায়ন করিয়াছে। ▫ কৃতপলায়ন, প্রদ্রুত, পরাঙ্মুখ।

পলাশ : ● **পল**-এর (প্রাপণেচ্ছা লালনের, ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণের বা মাংস ভক্ষণের) প্রতি **আশ** বা আশা যাহাতে; অথবা, যে ব্যবস্থার বা সংস্থার উৎপন্ন দেখিলেই গ্রহণেচ্ছা তীব্রভাবে উপলব্ধ হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বৃক্ষের পুষ্প দেখিলেই গ্রহণেচ্ছা তীব্রভাবে উপলব্ধ হইতে থাকে। / প্রশস্ত পত্র আছে যাহার। (ব.শ.)। পলে আশ যাহার সে। (ছা.অ.)। ▫ মগধদেশ, রাক্ষস, রাক্ষসী, নির্দ্দয়, (অভি)প্রেত, (সাদৃশ্যে) কিংশুকবৃক্ষ, হরিদ্বর্ণ, পলাশপুষ্প, শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। *

পলাশী : ● **পলাশ**-এর সক্রিয় আধার যে। /মাংস ভক্ষণ করে যে (রাক্ষস)। (ব.শ.)। ▫ (পলাশজাত) লাক্ষা, ক্ষীরী বৃক্ষ, রাক্ষস, গঙ্গা তীরবর্তী গ্রামবিশেষ (ইহা মুর্শিদাবাদ হইতে পঞ্চক্রোশ দূরবর্তী)।

পলি : ● **পল** (যৎসামান্য স্থান, কাল বা পাত্র লালন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **পল পল** করিয়া সংহত হয় যে সত্তা (পলিমাটি)। ▫ ঘোলা জলের থিতানো মাটি। *

পল্লব : ● **পল** (আপতনকারীর লয়ন বা পতনকে) লালনপূর্ব্বক বহন করে যে; অথবা, যাহা উদগত হইয়া পতিতোন্মুখ তাহাকে পতিত হইতে না দিয়া বহন করে যে; কিংবা, মূল দেহ হইতে যে অংশ বহির্গত হইয়াছে কিন্তু পতিত হয় নাই, যথাপূর্ব্বং চলমান আছে। / পৎ (পত্র), তাহার লব (অল্পতা)। (ব.শ.)। ▫ বিস্তার, বলয়, বল, শৃঙ্গার, চাপল, জাতিবিশেষ, গোপবিশেষ, (সাদৃশ্যে) কিসলয়, নবপত্র-স্তবক, চোখের পাতা। *

পল্লবিত : ● **পল্লব** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, মূল দেহ হইতে যে অংশ নবোদগত হইয়াছে। / যে পল্লব জাত

হইয়াছে। (ব.শ.)। ◻ পল্লবযুক্ত, লাক্ষারাগ-যুক্ত, তত, বিস্তারিত, বিস্তার।

পল্লবী : ● **পল্লব**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, পরিবারের নবোদগতির (পরিবার-বৃক্ষের নবপল্লবের) আধার যে কন্যা। / কিসলয় আছে যার। (ব.শ.)। ◻ পল্লবযুক্তা, কিসলয়বতী। *

পল্লী (পল্লীগ্রাম) : ● **পল** (আপতনকারীর লয়ন বা পতন) সক্রিয়ভাবে লালিত হয় যে আধারে (যে গ্রামে); অথবা, **গ্রাম পল্লবিত** হইয়া যে নতুন ক্ষুদ্র গ্রাম পত্তন করে; কিংবা, গ্রামের যে সম্প্রদায় গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া গ্রামের অদূরে যে নতুন গ্রাম পত্তন করিয়াছে। ◻ ক্ষুদ্রগ্রাম, পল্লবিত গ্রামাংশ, কুটী। *

পশ : ● **প**-এর (প্রাপণকারীর) শক্তি বিচ্ছুরিত হইয়া পতিত হয় যাহাতে; অথবা, প্রাপণকারীর শক্তি-প্রয়োগপূর্ব্বক গমন যাহাতে; কিংবা, চেষ্টাপূর্ব্বক প্রবেশ করে যে; অথবা, যে বিচ্ছুরিত দৃষ্টিশক্তি দ্রষ্টব্যে নিহিত হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা সবিশেষে দর্শন করা যায়। ◻ কিরণ, আলোর বিচ্ছুরণ, প্রবেশ করা, অবগাহন করা, প্রাপ্ত হওয়া, উৎপতিত হওয়া, দৃষ্টিপাত করা, সবিশেষে দেখা। *

পশরা (পসরা) : ● **পশ** (পণ্যের বিচ্ছুরণ) রহে যে আধারে। ◻ আলো, কিরণ, ক্ষেপ, পণ্যাধার, পণ্যদ্রব্য, পণ্যসম্ভার।

পশলা : ● **পশ** (প্রাপণকারীর শক্তিবিচ্ছুরণ) লালিত যে আধারে; অথবা, বিশেষ বৃষ্টিধারার বিচ্ছুরণ লালিত যে আধারে; কিংবা, যাহা হইতে বিশেষ পরিমাণ বৃষ্টিধারা বর্ষিত হয়। ◻ ধারাসার, বৃষ্টিধারার বিশেষ পরিমাপ, এক **পশলা** বৃষ্টি।

পশিল : ● **পশ** (প্রবেশকরণ) সক্রিয় হইয়া লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে। ◻ প্রবেশ করিল।

পশু : ● **পশ** (সবিশেষে দর্শন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে সত্তা আর সবিশেষে দেখে না, অবিশেষে দেখে; অথবা, জীবজন্তুর বা কলের ন্যায় অবিশেষে জগদ্দর্শন করে যে মানুষ; কিংবা, যে হতভাগ্য মানুষ কঠোরভাবে একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকায় তাহার দর্শন পরিমিত হইয়া গিয়াছে। (দ্র. **উত্তম-পশু**)। / যে সব অবিশেষে দেখে। (ব.শ.)। ◻ অবিবেক জন, ব্রহ্মতত্ত্বহীন কেবল যজ্ঞোপ-বীত ধারণে গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ, সংসার আসক্ত জনের আত্মা, (সাধর্ম্ম্যে) কৃষিকার্য্যার্থ গো-মহিষাদি, লোমলাঙ্গুলযুক্ত চতুষ্পদ প্রাণী। *

পশুগায়ত্রী : ● **পশু**র (অবিশেষে দর্শকের) নিমিত্ত যে গায়ত্রী। / পশুর কানে যে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে হয়। (ব.শ.)। ◻ মূঢ়জনের নিমিত্ত গায়ত্রী মন্ত্র, (সাদৃশ্যে) গরুর কানে জপ্য গায়ত্রী মন্ত্র। *

পশুচর্য্যা : ● **পশুর** (অবিশেষে দর্শকের) ন্যায় চর্য্যা যাহাতে। ◻ স্বেচ্ছাচার।

পশুধর্ম্ম : ● **পশু**র (অবিশেষে দর্শকের) ধর্ম্মের ন্যায় যে ধর্ম্ম। ◻ পশুলক্ষণ, মনুষ্যের পশুসম্বন্ধী ব্যবহার, বিধবাবেদন ...।

পশুপ : ● **পশু**-কে (অবিশেষে দর্শকদিগকে) পালন করে যে। ◻ দক্ষ পরিচালিত সমাজ, সভ্যসমাজ, (সাদৃশ্যে) গোপ।

পশুপতি : ● **পশু**র (অবিশেষে দর্শকদিগের) পতি; অথবা, দক্ষ জনসমূদয়ের স্বামী যিনি। /যিনি প্রমথগণের নাথ; অথবা, যিনি ইন্দ্রাদি-কীটপর্যন্ত প্রাণীর পতি। (ব.শ.)। ◻ শিবের যজমানমূর্ত্তি, নেপালের শিবমূর্ত্তি, পশুস্বামী। *

পশুপাল : ● **পশুর** (অবিশেষে দর্শকের) **পাল** (সংহতি বা দঙ্গল) যাহাতে; অথবা **পশুর** (অবিশেষে দর্শকের) **পালক** যিনি। ❐ দক্ষ জনগোষ্ঠী, দক্ষ জনগোষ্ঠীর শাসক, (সাদৃশ্যে) পশুর যূথ, পশুরক্ষক, রাখাল। ❋

পশুরী (পশুরী-পাল্লা) : ● **পশু** (কলের ন্যায় দৃষ্টিভঙ্গি) রহে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে পাল্লা দ্বারা **পশু**-দৃষ্টিভঙ্গিতে বা কলের (যন্ত্রের) ন্যায় ওজন করা হয়; কিংবা, যে পাল্লায় সাধারণত প্রতিবারে পাঁচ সের (কেজি) করিয়া ধান ওজন করা হয়।

পশ্চাৎ : ● **পশ্চ**-এর (সচেষ্ট-প্রবেশপূর্ব্বক চলনের) আধার হইতে আগত যে; অথবা, বর্ত্তমানের পরে (পরবর্ত্তীকালে) প্রবাহে প্রবেশ করে যে; অথবা, যে বা যাহারা পরবর্ত্তী স্থান কাল পাত্রে উদ্ভূত বা উৎসারিত হইয়া পূর্ব্বে উৎসারিত ধারার অনুসরণ করে। ❐ অপর স্থান কাল পাত্র হইতে, অপরভাগে, পরে, পৃষ্ঠদেশে, পেছনে, অবশেষে, পরিণামে। ❋

পশ্চাত্তাপ : ● ঘটনার **পশ্চাতে** যে তাপ বা শোক (অনুশোচনা) করা হয়। ❐ অনুশয়, অনুতাপ।

পশ্চিম : ● **পশ্চ** (সচেষ্ট-প্রবেশপূর্ব্বক চলন) সক্রিয় হইয়া সীমায়িত যাহাতে; অথবা, প্রবিষ্ট ও প্রবাহিত ধারা যেখানে গিয়া সীমায়িত হয়; অথবা, যে পশ্চাতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোদ্ভূত ধারার অর্জ্জন যেখানে গিয়া সীমায়িত হয়; কিংবা, যাহারা পরবর্ত্তীকালে জন্মিয়াছে এবং পূর্ব্বের জাতকদিগের অর্জ্জন গিয়া যাহাদের উপর পতিত বা সীমায়িত হয়; (অথবা, রবীন্দ্রনাথের মতে, 'ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য তখন পূর্ব দিকে ওঠে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই ... পশ্চিমেও সেই আলো ছড়াইয়া পড়ে।')। / পশ্চাতে ভবন বা হওয়ন যাহার (পশ্চাদ্ভব)। (ব.শ.)। ❐ পশ্চাৎস্থিত, সায়ংকালিক, অন্তিম, বৃদ্ধ, শেষ, অপর-দিগ্‌বর্ত্তী, পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত। ❋

পশ্চিমক্রতু : ● যে ক্রতু (কর্ম্মযজ্ঞ) মৃত্যুর পশ্চাতে বা পরবর্ত্তীকালে করা হয়। ❐ অন্ত্য যজ্ঞ, অন্ত্যেষ্টিবিধি।

পশ্চিমজন : ● **পশ্চিম**-এর (পশ্চিম দেশের) জন যে। ❐ পাশ্চাত্যজন।

পশ্চিমযামিনী : ● যামিনীর **পশ্চিমে** থাকে যে। ❐ রাত্রির পশ্চিমভাগ, রাত্রিশেষ।

পশ্চিমা : ● **পশ্চিম**-এর আধার যে; অথবা, যাহারা (যে মজুর, লেঠেল, কর্ম্মী ... প্রভৃতি) পশ্চিম দিক হইতে মেদিনীপুর, হাওড়া, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে জন খাটিতে আসে। ❐ **পশ্চিমা**-মজুর, পশ্চিমদিকের।

পশ্য : ● **পশ** (সবিশেষ দর্শন) থাকে যাহাতে; অথবা, বিশেষ দ্রষ্টব্যের উপর সত্তার দৃষ্টি-শক্তির প্রেরণ থাকে যাহাতে; কিংবা, দৃষ্টিশক্তিকে প্রেরণ করিবার উপদেশ যাহাতে। ❐ দেখ, দেখুন।

পশ্যন্তী : ● **পশ্য**-এর (দৃষ্ট সত্তার) অনকরণ তারিত হইয়া থাকে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যাহা সবিশেষে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে মনে মনে বাক্যে রূপান্তরণ চলে যাহাতে (কিন্তু উচ্চারণ করিয়া বলার জন্য আরো একটি অধ্যায় পার হইতে হয়)। ❐ চতুর্ব্বিধ বাগ্‌বৃত্তির একতম — দ্যোতিতার্থ বাক্। (পরা বা সূক্ষ্মা, **পশ্যন্তী**, মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ বাগ্‌বৃত্তি।) ❋

পা : ● প্রাপণাদির আধার যে; অথবা, প্রাপণ পান পালন ... প্রভৃতি দেয় যে; অথবা, অবকাশধারণ, অবকাশে পতিত হওয়ন বা

আপতন, পাতন, প্রাপণ, পালন, পান প্রভৃতি দান করে যে; অথবা, যাহাতে অবকাশধারীর অবকাশ পূর্ণ করার করণসমূহ থাকে। ▭ পালন-কারী, পানকারী, প্রাপণকারী, প্রাপণেচ্ছা, প্রাপণেচ্ছাকারী, আপতনকারী, রক্ষাকারী ...।

পাই : ● (**পর্য্যায়** > পাই) পাওয়া সক্রিয় যাহাতে; অথবা, শিক্ষানিকেতনে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভাজিত করিয়া (পর্য্যায় বা পাই ধরিয়া) যেভাবে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়; কিংবা, উদাহরণস্বরূপ, ধান কাটার কাজে কর্ম্মীগণ যে যার নিজ নিজ অংশ (পর্য্যায় বা পাই) ধরিয়া যেরূপ ধান কাটিতে থাকেন; অথবা, হিসাবের ক্রম-পর্য্যায় যাহাতে। ▭ সমবেত কর্ম্মীগণের কর্ম্মের নিজ নিজ অংশ, আনার চতুর্থাংশ, আনার দ্বাদশাংশ। ✱

পাইক : দ্র. **পদাতিক**।

পাইকার : ● **প্যাই** ধরিয়া (লেনদেন) করে যে; অথবা, পদে পদে (একটি একটি ধরিয়া) না করিয়া **পাই** (পর্য্যায় বা শ্রেণী) ধরিয়া (লেনদেন) করে যে; কিংবা, যে থোক কিনিয়া খুচরা বেচে, বা, খুচরা কিনিয়া থোক বেচে, অথবা, থোক কিনিয়া থোক বেচে। / যে মহাজনের কাছে মাল কিনিয়া একেবারে অধিক বিক্রয় করে (wholesale-dealer)। (ব.শ.)।

পাইকারী : ● **পাইকার**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **পাইকার**-কার্য্য চলে যাহাতে। ▭ থোক লেনদেন বা ক্রয়বিক্রয়।

পাওনা : ● **পাবন** থাকে যাহাতে। (দ্র. খাওয়ন, গাওয়ন ...)। ▭ প্রাপ্য।

পাওয়া : ● **পাবন** চলে যাহাতে। (দ্র. **খাওয়া, গাওয়া, চাওয়া, ছাওয়া, তাওয়া, দাওয়া, ধাওয়া, নাওয়া, বাওয়া, যাওয়া, হাওয়া**।)

পাংক্তেয় : ● **পংক্তিতে** গ্রাহ্য যে। ▭ পঙ্‌ক্তিভোজনার্হ।

পাংশু (পাঁশ) : ● **পাং** (প্রাপণাদির আধারের রহস্যময়) বিচ্ছুরণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; (অথবা, প্রাপণাদির আধারের রহস্যময় বিচ্ছুরণ যাহাতে)। ▭ কলঙ্ক, দোষ; ছাই, ধূলা।

পাঁক : ● প্রাপণকারীকে রহস্যময় করে যে। ▭ সংসারের **পাঁক**, (সাদৃশ্যে) কাদা, পঙ্ক।

পাঁকাল : ● **পাঁক**-এ আধেয় রূপে লালিত যে (মাছ)। ▭ পাঁকাল মাছ। ✱

পাঁচ : ● **পাঁ** (প্রাপণাদির আধারের রহস্য-রূপ) চয়িত যাহাতে। ▭ **পঞ্চ**, বহু।

পাঁচথুপি : ● পাঁচটি ছোট স্তূপ আছে যাহার (যে মন্দিরের, ঢিপির)। ▭ পঞ্চস্তূপ-ওয়ালা মন্দির, স্থানবিশেষের নাম। ✱

পাঁচালী : ● **পঞ্চাল**-রূপ কৃতির সংস্কৃতি থাকে যাহাতে; অথবা, আদি বাণিজ্যিক-প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষেরা যে জীবনরসে ডুবিয়া থাকিতেন তাহার প্রকাশ থাকে যাহাতে। ▭ বস্ত্রপুত্রিকা, কানির পুতুল, গীতিবিশেষ, পাঁচালী, পাঞ্চালী রীতিতে রচিত গীতবিশেষ; পুত্তলিকা, রীতি (পদবন্ধ) বিশেষ, শারি-শৃঙ্খলা, পাশার ছক। ✱

পাঁচিল : ● অর্জ্জিত **পঞ্চ**-এর সক্রিয় লালন থাকে যাহাতে (যাহার ভিতরে)। ⊓ প্রাচীর, প্রাকার।

পাঁজরা : ● **পাঁ** (প্রাপকের রহস্যরূপ) জনিত হইয়া রহে যে আধারে। দ্র. **পঞ্জর**।

পাঁজা (পাঞ্জা) : ● **পাঁজ**-এর (সমগ্র দেহ পঞ্জরের) আধার যে; অথবা, যৌথ উৎপন্নাদির ভাণ্ডার যাহাতে; কিংবা, যিনি তাহার দেখাশোনা করেন। ▭ রাশি, ইটের

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

স্তূপ, উপাধিবিশেষ।

পাঁজাকোলা : ● সমগ্র দেহপঞ্জর দুহাতে ধরিয়া কোলে তোলা হয় যাহাতে।

পাঁজি : দ্র. **পঞ্জিকা**।

পাঁঠা : ● **পাঁ**-এর (প্রাপণাদির আধারের রহস্যরূপের) টঙ্কারস্থিতির আধার যে; অথবা, পাঠকরণের স্থিতিরূপ থাকে যাহাতে; কিংবা, মুখস্থবিদ্যার আধার যে। ❒ মুখস্থ বিদ্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তি, (সাদৃশ্যে) পুং ছাগ, গালিবিশেষ।

পাঁড় : ● **পাঁ**-এর (প্রাপণাদির আধারের রহস্যরূপের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে প্রাপণপূর্ব্বক পূর্ণ হইয়া গড়ান-উড়ান করিতেছে যে। ❒ পাকা, সম্পূর্ণ, **পাঁড়**-মাতাল।

পাঁড়ে : দ্র. **পাণ্ডে**।

পাঁতি (পংক্তি) : ● **পাঁ**-এর (প্রাপণাদির আধারের রহস্যরূপের) তারণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা পংক্তি পংক্তিতে সাজানো থাকে। (দ্র. **আঁতিপাঁতি**)। ❒ শ্রেণী, শাস্ত্রীয় বচন, পত্র, ধরণ, পদ্ধতি।

পাঁদাড় : ● **পাঁদ**-এর (**পঁদ** হইতে জাত-র) **আড়ে** যাহা থাকে; অথবা, (গৃহাদির) পশ্চাতের **আড়ে** যাহা থাকে। (দ্র. **পঁদ, পেঁদা**)। ❒ কানাচ।

পাঁশ : দ্র. **পাংশু**।

পাঁশকুড়া : ● **ছাই-পাঁশ**-এর **কুড়** থাকিত যে আধার; অথবা, সেকালে লুকোচুরি করিয়া পণ্য বিক্রয় চলিত যে **কুণ্ডে**; কিংবা, সেকালে 'শ্যামকুণ্ডু', 'মানকুণ্ডু' 'গোপীগঞ্জ' প্রভৃতি প্রাচীন হাটের পাশাপাশি 'পাংশুকুণ্ড' বা পাঁশকুড়া নামে যে হাটটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ❒ খ্যাত স্থাননাম।

পাক : ● **পক** (প্রাপকের করণ) হইতে জাত; অথবা, **পক্ক**করণ করা চলে যাহাতে; অথবা, যাহা তাপাদি আত্তীকরণ করিয়া আপন জীবন চক্রের আবর্ত্তনপথে চলা শেষ করিতেছে; কিংবা, যাহা তাপাদি দান করিয়া অন্যকে তাহার জীবনচক্রের আবর্ত্তনপথে চলা শেষ করাইতেছে। /যাহার দ্বারা পাক সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ পচন, রন্ধন, দহন, পরিণতি, পক্বতা, দৈবদুর্ব্বিপাক, জলাবর্ত্ত, চক্রাকার গতি, প্রদক্ষিণীকরণ, কৌশল, বেষ্টন, পেঁচ, বেড়, ঘটনাচক্র ...। ❋

পাকড় : ● **পাক**-এর (বেড় দিয়া ধরার) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা পাক দিয়া বা বেড় দিয়া ধরা হয়। ❒ ধরা, গ্রেপ্তার করা।

পাকড়ান : ● **পাকড়** (বেড় দিয়া ধরা) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ ধৃত করা।

পাকড়াশী : ● **পাকড়** করিবার **আশী** (**আশা**র সক্রিয় আধার) যিনি; অথবা, যে (রাষ্ট্রনিযুক্ত ব্যক্তি) সমাজে ব্যাপ্ত হইয়া (পাকড়-প্রত্যাশী হইয়া) অপরাধীকে পাকড়াইয়া আনিতেন। ❒ পদবীবিশেষ।

পাকা : ● **পাক**-এর আধার যে; অথবা, যে সত্তা তাহার **পাক** (জীবনচক্র পরিক্রমা) সম্পূর্ণ করিয়াছে; কিংবা, যে সত্তাকে তাহার **পাক** (জীবনচক্র পরিক্রমা) সম্পূর্ণ করান হইয়াছে; অথবা, সত্তার জীবনচক্র পরিক্রমণ (জীর্ণীকরণ) যে পর্যন্ত হইলে তাহা মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় বা ব্যবহারযোগ্য হয় (ততোধিক হইলে যাহা **পচা** হইয়া যায়)। / যাহা মেকি নয়। (ব.শ.)। ❒ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, পরিণত, নিপুণ, জরাশুক্ল, কৃতপাক, দগ্ধ ...। ❋

পাকাদেখা : ● দেখাদেখির যে আবর্ত্তন-পথ বা **পাক**, তাহা শেষ হয় যে দেখায়। ❋

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

পাকান : ● **পাক** অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে (অন্নব্যঞ্জনাদি, ফলাদি, অদৃশ্য চিন্তাসূত্র, দৃশ্যসূত্র, জট ইত্যাদি) **পাক**করণ বা **পাক**-দেওয়ন চলিতে থাকে।

পাকাপাকি : ● যাহার **পাক** সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং যাহার **পাক**করণ চলিতেছে।

পাকাম : ● **পাকা** সীমায়িত যাহাতে (যে বিশেষ পরিমাপে)। ❒ জ্যেঠাম, গোঁড়াম। ✱

পাকামি : ● **পাকাম** সক্রিয় যাহাতে (যে আচরণে বা কথাবার্ত্তায়)। ❒ অপরিণত বয়সে প্রবীণ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ। ✱

পাক্কা : ● **পাক**-করণের আধার যে; অথবা, যাহার **পাক**করণ সমাধা করা হইয়াছে। ❒ পাকা, পুরাপুরি দৃঢ় শক্ত।

পাখনা : ● **পাখ** (পালনকর্ম্মের বা পালনের করণস্থিতি) অন (চলমান) থাকে যে আধারে। ❒ ডানা, পালক।

পাখা : ● **পাখ**-এর (পালনের করণস্থিতির) আধার যে। ❒ ডানা, পালক।

পাখি : ● **পাখ** (পালনের করণস্থিতি) সক্রিয় যাহাতে। ❒ খড়খড়ির কাষ্ঠদণ্ড, চরকার বা মইয়ের পাখি।

পাখী : ● **পাখ**-এর (পালনের করণস্থিতির) সক্রিয় আধার যে। ❒ পক্ষী, বিহঙ্গম, বিহগ।

পাগ : ● **পা** (প্রাপণকারী) গমন করে যাহাতে (যে জীবন-চক্রপথে); অথবা, যে **পাক** (পাক > পাগ) গমনশীল; কিংবা, যে **পাক**করণ করা (পাকানো, বাঁকানো) পথ ধরিয়া গমন করিতে হয়; অথবা, মানুষ তাহার যে জীবন-চক্রপথ ধরিয়া বা **পাক** বরাবর মানসিকভাবে গমন করিয়া থাকে (মাথা দিয়া হাঁটে); কিংবা, মানুষের অদৃশ্য জীবন-চক্রপথের বা **পাগ**-এর প্রতীকী রূপায়ণ থাকে তাহার যে দৃশ্য **পাগ**-এ (পাকানো কাপড়ের পাগড়ীতে)। ❒ জীবন চক্র পথে গমন, (সাধর্ম্ম্যে) শিরোভূষণ, উষ্ণীষ, পাগড়ী। ✱

পাগড়ী : ● **পাগ**-এর (অদৃশ্য জীবনচক্রের গমনপথের) গড়ান-উড়ানের সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে অদৃশ্য **পাগ**-এর (চক্রপথের) ধর্ম্ম প্রতীকী রূপে ধরা থাকে মাথায় পরা কাপড়ের পাকানো শিরোভূষণে। ❒ কাপড়ে পাকানো শিরোভূষণ, উষ্ণীষ। ✱

পাগল : ● **পাগ**-এ (জীবন-চক্রপথে গমনে) লালিত-লয়প্রাপ্ত যে; অথবা, নিজ নিজ জীবনের চক্রপথে চলায় বা **পাগ**-এ (অতি দুঃখে বা মহানন্দে) মত্ত যে; অথবা, যাহারা প্রচলিত **পাগ**-এর উর্দ্ধসীমা কিংবা, নিম্নসীমা লঙঘন করিয়াছে। ❒ আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, প্রেমবিহ্বল, কাজপাগল, রসপাগল, উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, অবোধ, বিষয়জ্ঞানহীন। ✱

পাগলা : ● **পাগল**-এর আধার যে। ❒ ক্ষেপা, দুরন্ত, অবুঝ। (শিব, উদ্ভাবক, স্রষ্টা প্রভৃতি পুরুষদিগের অষ্টসিদ্ধি ও ষড়ৈশ্বর্য্য মিলিয়া চোদ্দো **পাগ**, এবং অনুসারী, সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী প্রভৃতি অষ্টচণ্ডী প্রকৃতিদিগের আট **পাগ**; সব মিলাইয়া **পাগলা-পাগলী**র **পাগ**-এর সংখ্যা বাইশ।)। ✱

পাগলী : ● **পাগল**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ দুর্গা, অবুঝ বা দুরন্ত মেয়ে (আদরে)।

পাচক : ● **পাচ** (প্রকল্পিত **পচ**করণ বা নিয়ন্ত্রিত জীর্ণীকরণ) করে যে; অথবা, বিশেষ প্রকারে **পচন** করায় যে; কিংবা, **পাচন** করে যে। / পাক করে যে। (ব.শ.)। ❒ সূপকার, রাঁধুনি, অন্নাদিপাককারক পিত্ত, অগ্নি ...। ✱

পাচন : ● **পাচ** (প্রকল্পিত **পচ**করণ) অন

(চলমান) যাহাতে; অথবা, বিশেষ প্রকারে **পচন** করান চলমান যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা **পাচ**করণ সাধিত হয়। ◘ রান্না করা, জীর্ণ করা, জারক, জীর্ণীকারক, আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধ, ফোঁড়া পাকানোর ঔষধ ...। ✱

পাচনী : ● **পাচন**-এর সক্রিয় আধার যে। / পরিপাক করে যে (পরিপাককারিণী)। (ব.শ.)। ◘ হরীতকী।

পাচ্য : ● **পাচ** (সহজ **পচ**করণ) থাকে যাহাতে। ◘ অবশ্য পচনীয়।

পাছ : ● **পা** (পালনের আধার) আচ্ছাদিত যাহাতে। (দ্র. **পিছন**)। ◘ পশ্চাদ্‌ভাগ, পিছন।

পাছড়া : ● **পাছ**-এর গড়ান-উড়ান যে আধারে; অথবা, যাহা **পাছা**র উপর পড়ে; কিংবা, যাহাকে **পাছা**র উপর নিপাতিত করা হয়; কিংবা, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা কুলা দ্বারা শস্যাদি বা চালের কুঁড়া ঝাড়া হয়। ◘ প্রচ্ছদপট, চাদর প্রভৃতি, উলটো করিয়া আছড়ান, কুলায় কুঁড়া ঝাড়া।

পাছড়ান : ● **পাছড়া অন (চলমান)** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **পাছড়া-কর্ম্ম** করা চলিতে থাকে। ◘ বিপরীতভাবে আছাড় দেওয়া।

পাছধড় : ● পশ্চাতে বা পরে যে ধড় থাকে। ◘ ধড়ের কোমর হইতে নিম্নাংশ। (দ্র. **আগধড়**)।

পাছা : ● **পাছ**-এর আধার যে। ◘ দেহের পশ্চাৎভাগ।

পাঞ্চজন্য : ● **পঞ্চজন** হইতে জাত যাহা; অথবা, যাহা পাঁচজনে বা বহুজনে মিলিয়া করে; কিংবা, সোচ্চারে সবাই মিলিয়া চীৎকার করে যাহাতে। ◘ বহুজনকৃত বা করণীয়, শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ।

পাঞ্চালী : ● **পঞ্চাল**-এ ভবা বা জাতা বা স্থিতা। / পঞ্চালভবা। (ব.শ.)। ◘ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীগণ, দ্রৌপদী, পুত্তলিকা, পাঁচালী, শারি-শৃঙ্খলা, পাশার ছক।

পাঞ্জা : দ্র. **পাঁজা**।

পাট[১] : ● **পট**করণ (অবকাশধারণ) হইতে জাত; অথবা, যে ধৃত অবকাশে রাজ্যশাসন, ধর্ম্মশাসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া টঙ্কারিত হয়। ◘ সিংহাসন, রাজধানী, নগর, পীঠস্থান, (সাদৃশ্যে) মাদুর, পীঁড়ি, আসনমাত্র। ✱

পাট[২] : ● **পট**করণ (অবকাশধারণ) হইতে জাত; অথবা, যাহাতে রাজাসন, ধর্ম্মাসন, কর্ম্মাসন, ভদ্রাসন, দেবাসন (পণ্যবিনিময়-কারীর আসন) প্রভৃতি আসন বিছানো-গুটানো বা **পাট**করণ (**পাটন**, **উৎপাটন**, **পরিপাটন** প্রভৃতি) করা হয়। ◘ রাজ্য**পাটা**দি পত্তন করা বা নিবর্ত্তন করা; (সাদৃশ্যে) আসনাদি পাট-করা, সমানভাবে পালট করিয়া মোড়া, বিন্যস্ত করা। (যথা, 'দেবানন্দের **পাট**', '**পাটে**র বেসাতি', 'নন্দীগ্রামে **পাট** করি কর রাজকার্য্য', 'রামচন্দ্র **পাটে** রাজা হইলা')। ✱

পাট[৩] : ● **পট**করণ (অবকাশধারণ) হইতে জাত; অথবা, রাজ্য**পাট**-এর অংশ বিতরণ করা হয় যাহাতে। ◘ রাজাদির শাসনপত্র, পাট্টা, হুকুমনামা। ✱

পাট[৪] : ● **পট**করণ (অবকাশধারণ) হইতে জাত; অথবা, যে গাছের ছালকে পিট**পাট** করিয়া নিষ্কাশন করিয়া আনয়ন করা হয়; কিংবা, চোট**পাট** পিট**পাট** লুঠ**পাট** করা হয় যাহাতে। ◘ শণসূত্র, শণবস্ত্র, কোষ্টাগাছ, কোষ্টার আঁশ; ধোপার পাটা, পাটামাত্র।

পাট[৫] : ● **পট**করণ (অবকাশধারণ) হইতে জাত; অথবা, কর্ম্মশালার **পাটে** (শালপাটে,

তাঁত যন্ত্রাদিতে) যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। ◻ তাঁতির কর্ম্মশালা, কারুকর্ম্মশালা।

পাটধড়া : ● **পাট**[৫] (পট্টবস্ত্র) ধড়ে যাহার; অথবা, ধড়ে বা কায়ায় যে পট্টবস্ত্র পরিধান করা হইয়াছে। ◻ পট্টবস্ত্র, কাপট্ট, কাপড়। ✱

পাটন : ● **পাট**[২] অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, রাজ্য**পাট** দোকান**পাট** বাণিজ্য**পাট** প্রভৃতি **পাট**করণ চলমান যাহাতে (যে স্থান-কাল-পাত্রে)। (দ্র. **পট্টন, পত্তন**)। ◻ নগর, রাজ্য, পাটনে বাণিজ্যার্থ যাত্রা; সিংহলের রাজা শালবানের রাজধানী। ✱

পাটনা : ● **পাটন**-এর আধার যে; অথবা, যে স্থানে **পাটন** (**পট্টন**) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (দ্র. **পাটলিপুত্র**)।

পাটনী : ● **পাটন**-এর (নগরের) সক্রিয় আধার যে। / যে পাটনের নদীতে পারাপার করে। (ব.শ.)। ◻ খেয়ারী, ঘাটমাঝী, শ্মশানঘাটের করগ্রাহক।

পাটব : ● **পটু**-গুণ বাহিত যাহাতে। ◻ পটুভাব, নৈপুণ্য, দক্ষতা, আরোগ্য।

পাটবার : ● **পাট**-এর (পট্টবস্ত্রের) আবরণ থাকে যাহাতে; অথবা, রাজ্য**পাটা**দির বারণ থাকে যাহাতে। ◻ বস্ত্রাবরণ, বস্ত্রবেষ্টন; প্রাচীর, বেড়, কাতার, জনশ্রেণী, জনতা।

পাটভাঙা : ● যাহার **পাট** (বিন্যাস) ভাঙা হইয়াছে। ◻ ধোব ভাঙা।

পাটরাণী : ● (রাজ্য) **পাট**-এর রাণী যে। ◻ কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী, বড়রাণী।

পাটল : ● **পাট**[২] (**পাট**[৫]) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা দোকান**পাট**, বেসাতির **পাট**, দেবানন্দের **পাট** প্রভৃতি বেণিয়ার **পাট** লালিত হয়; কিংবা, ভারতীয় বেদবাদী শাসনের পণ্যবিরোধিতার কারণে যে ভারতীয় পণ্য উদ্ভব লগ্ন হইতেই খঞ্জ, **অরুণ**বর্ণ, **পাণ্ডু**র বা **পাটল**বর্ণ হইয়া যায়। ◻ আদি উদ্বৃত্ত উৎপন্ন (উদ্বৃত্ত বলিয়া পণ্যে পরিণত), পাটলাপুষ্প, পারুলফুল, পাটলবৃক্ষ।

পাটলা : ● **পাটল**-এর আধার; অথবা, যে উৎপাদন সংগঠন গোপনে পণ্য উৎপাদন করে। ◻ পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ, পাটলি, পারুল-গাছ, পাটলিপুষ্প।

পাটলি : ● **পাটল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক সংগঠন গোপনে পণ্য (= পাটলিকুসুম) বিক্রয় করে বা দোকান**পাট** চালায়। (দ্র. **পাটলিপুত্র**)। ◻ পণ্য, পণ্য উৎপাদক সংস্থা, (সাদৃশ্যে) পাটলবৃক্ষ, পারুলগাছ, পাটলিকুসুম।

পাটলিপুত্র : ● **পাটলি**র পুত্র যে; অথবা, অজস্র **পাটলি**র (পণ্যের) বা **পাটল**বৃক্ষের (পণ্য উৎপাদক সংস্থার) উদ্ভবের কারণে 'পণ্যবিনিময় চলিবে' এমন যে নগরের জন্ম হইয়াছিল; কিংবা, **পাটলি**কে (পণ্য ও পণ্য উৎপাদকদিগকে) পুৎ নামক নরক (অবিক্রিত পণ্য জমে নরক হইয়া যাওয়ার) যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ করিয়াছিল যে নগর। ◻ প্রাচীন নগর-বিশেষ, কুসুমপুর। (ইহা মগধের রাজধানী এবং শোণগঙ্গাসঙ্গমে অবস্থিত ছিল। ইহাই আধুনিক পাটনা। 'পাটলিপুর', 'পাটলিক', 'কুসুমপুর', 'পুষ্পপুর' ইহার নামান্তর।) ✱

পাটশাল : ● শালা (কামারশালা, পাঠশালা ...ইত্যাদি)-র মধ্যে **পাট**[১] যে। ● রাজসভা, বৈঠকখানা।

পাটা : ● **পাট**[৪]-এর আধার যে; অথবা, **পাট**করণ থাকে যাহাতে। ◻ কাষ্ঠফলক, কাঠের পাটা, তখ্‌তা, পুঁথির কাষ্ঠাবরণ, ধোবার পাট, চওড়া ঘানিচালকের বসার

পাটা, রাজমিস্ত্রির পলস্তারার পাটা ...। *

পাটাকৃমি : ● **পাটার** ন্যায় যে কৃমি। ❐ ফিতাকৃমি।

পাটাতন : ● **পাটার** ন্যায় যে **তন**। ❐ নৌকায় বসার তখ্‌তার মঞ্চ।

পাটাবুক : ● কাঠের **পাটার** ন্যায় চওড়া বুক যাহার; অথবা, রাজ্য**পাট** চালনা করার ন্যায় সাহস যাহার। ❐ নির্ভীক।

পাটাবুকী : ● **পাটাবুক** যে স্ত্রীলোকের। ❐ অতিসাহসিকা নারী, নির্ভীকা।

পাটাশেয়ালা : ● **পাটার** ন্যায় যে শৈবাল। ❐ ফিতার মতো শৈবালবিশেষ।

পাটাসেলামী : ● **পাটা** পাওয়ার জন্য যে সেলামী দিতে হয়। ❐ পাটা (জমির পাট্টা, কলিকাতার ফুটপাথের হকারদের পাটা) লওয়ার সময়ে (জমিদারের, পাটাদার-হকারের সম্মানার্থ) দেয় অর্থ।

পাটালি : ● **পাটা** সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে (যে গুড়ের আসনে বা **পাট**-এ)। ❐ পাটার মতো চওড়া জমাট গুড়, গুড়ের তখ্‌তী।

পাটি : ● **পাট**করণ সক্রিয় যাহাতে। ❐ পরিপাটি, শৃঙ্খলাপূর্ব্বক সংসারের কাজকর্ম্ম, নির্ম্মাণপরিপাটি, তালপাতার বা খেজুর পাতার চাটাই, পাশক্‌ফলক। *

পাটিকা : ● **পাটি**করণ করে যে, তাহার নিম্নতম আধার। ❐ ছোট পাটি, ছোট টালি, ছাদে লাগানোর এক ইঞ্চি পুরু টালি। *

পাটিকাল (পাটকেল) : ● **পাটিকা** লালিত যাহাতে; অথবা, **পাটিকার** টুকরো যাহাতে। ❐ টালির টুকরো। *

পাটিত : ● **পাটি** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **পাটন** (পত্তন, বিপরীত - উৎপাটন) করা হইয়াছে; কিংবা, যাহাকে পাটে পাটে **পাট**করণ করা (বিছানো) হইয়াছে বা গুটাইয়া লওয়া হইয়াছে। ❐ পরিপাটিত, বিন্যস্ত, (বিপ. ছিন্ন, বিভক্ত, উৎপাটিত)।

পাটী : ● **পাটি**-র আধার যে। ❐ অনুক্রম, পরিপাটি, স্পষ্টক্রম, কাষ্ঠফলক, তক্তা।

পাটীগণিত : ● **পাটী** কৃত হয় যে গণিতে; অথবা, যে গণনাপদ্ধতির সাহায্যে জগৎকে পাটে পাটে **পাট**করণ করিয়া হিসাব করা যায়। ❐ যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগাদি যুক্ত গণিত, গণিতবিশেষ (Arithmetic)।

পাটুলী : ● **পাট** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয়ভাবে লালিত হয় যে আধারে; অথবা, যে স্থানে পণ্য বিক্রয় চলে। ❐ আদি হাট, হাটের পণ্য, গ্রাম বা গঞ্জের নাম, পাটলিপুষ্প।

পাট্টা : ● **পাট**-এর টঙ্কারের আধার যে; অথবা, যাহাতে **পাট** (বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র রাজ্যপাট) দানের টঙ্কার থাকে। ❐ ভূমির ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত দলিল, পত্তন-বিষয়ক প্রমাণপত্র।

পাঠ : ● **পঠ** (লিখিত কথার উদ্ধারকরণ) হইতে জাত যে; অথবা, যে **পঠ**করণ হইতে জানা, বোঝা, রসগ্রহণ করা, উচ্চারণপূর্ব্বক শোনান, বোঝান ... ইত্যাদি করা হয়। ❐ পঠনপূর্ব্বক অবগত হওয়া, পড়া, পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ, স্বাধ্যায়, ব্রহ্মযজ্ঞ, অধ্যাপনা। *

পাঠক : ● **পাঠ** করে যে। / পুরাণাদি বাচন করে যে। (ব.শ.)। ❐ পাঠকর্ত্তা, ছাত্র, শিষ্য, পুরাণাদিবাচক, অধ্যাপক, উপাধ্যায়, ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ।

পাঠন : ● **পাঠ** (পড়ান) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ অধ্যাপন।

পাঠনা : ● **পাঠন**-এর আধার যে। ❐ অধ্যাপনা।

পাঠশালা : ● **পাঠ**-ক্রিয়া চলে যে (কর্ম্ম)

শালায়। ❐ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পাঠান্তর : ● **পাঠ**-এর অন্তর যাহাতে। ❐ অন্য পাঠ, পৃথক পাঠ।

পাঠিত : ● **পাঠ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে পাঠ করানো হইয়াছে। ❐ অধ্যাপিত, শিক্ষিত।

-পাঠী : ● **পাঠ**-এর সক্রিয় আধার যে। ❐ সহ**পাঠী**, চতুষ্**পাঠী**।

পাঠ্য : ● **পাঠ** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা পাঠ করিতে হয় বা হইবে। ❐ পঠনীয়, অধ্যেতব্য, গেয়।

পাঠ্যপুস্তক : ● **পাঠ্য** যে পুস্তক। (দ্র. **অপাঠ্যপুস্তক**)। ✱

পাড় : ● **পড়**[২] (পতন) হইতে জাত; অথবা, যাহাতে (উপর হইতে) আপতন করা, নামাইয়া আনা, নিপাতন করা, পদাঘাত করিয়া নীচে ফেলা ইত্যাদি হয়; কিংবা, যে স্থান হইতে নিম্নভূমির সূচনা হইয়া থাকে। ❐ নদী-প্রভৃতির তীর, প্রান্ত, উচ্চস্থান, ঢেঁকির পিছনে পদাঘাত, হাত বাড়াইয়া নামান। ✱

পাড়ন : ● **পাড়** (নামাইয়া আনা) অন (চলমান) যাহাতে। / যাহা পাড়া যায়; অথবা, যাহাতে পাড়া যায়। (ব.শ.)। ❐ পাতন, অস্ত্রপাতন, ঢেঁকির গড়কাঠ।

পাড়া[১] : ● **পাড়**-এর (নামাইয়া আনার) আধার যে; অথবা, **পাড়**-করণ করা বা (নীচে অবস্থানপূর্ব্বক হাত বাড়াইয়া উপর হইতে) পাড়িয়া আনা হয় যাহাতে। ❐ নামাইয়া আনা রূপ কর্ম্ম, আপাতত, আম-**পাড়া**, নাম-**পাড়া**, ঘুম-**পাড়া** ...। ✱

পাড়া[২] : ● **পাড়**-এর (নিপাতন করার) আধার যে; অথবা, যাহাতে নিপাতিত করা (উপরে অবস্থানপূর্ব্বক নিম্নে ফেলিয়া দেওয়া) হয় যাহাতে। ❐ ঢেঁকিতে পাড়ন দেওয়া, ডিম-**পাড়া**, ডাক-**পাড়া**, গালি-**পাড়া** ...। ✱

পাড়া[৩] : ● **পাড়**-এর আধার যে; অথবা, মূল অংশ হইতে **পাড়ি**য়া বা পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাকে; কিংবা, যে গ্রামাংশ পল্লবিত (**পল্লী**) নহে, মূল গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ❐ গ্রামের অংশ, বিভাগ, **পাড়া**-গ্রাম, **পাড়া**পড়শী। ✱

পাড়াগ্রাম : ● **পাড়া**[৩]-স্বরূপ **গ্রাম** যাহাতে; অথবা, গ্রামের বিতাড়িত বা নিষ্কাশিত অংশ যাহাতে; অথবা, গ্রামের যে সম্প্রদায়কে বিতাড়িত বা নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়ায় তাহারা গ্রামের অদূরে যে ক্ষুদ্র গ্রাম পত্তন করিয়াছে। ❐ বিভাজিত গ্রামাংশ। ✱

পাড়াপড়শী : ● একই **পাড়া**র প্রতিবেশী বা পড়শী যে। ❐ পাড়াবাসী, প্রতিবাসী।

পাড়াপাড়ি : ● **পাড়া** ও **পাড়ি** যাহাতে; অথবা, **পাড়**করণ কৃত যাহাতে এবং **পাড়**করণ চলিতেছে যাহাতে; কিংবা, মল্লযুদ্ধে জয়েচ্ছায় পরস্পরকে পাতিত করা বা পাড়িয়া ফেলা হয় যাহাতে। ❐ পুনঃপুনঃ পাড়া বা পাতিত করা, তোলাপাড়া।

পাড়ি : ● **পাড়** (নিম্নভূমির সূচনাস্থান) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, এক **পাড়** হইতে নামিয়া অন্য **পাড়ে** উত্তরণ যাহাতে; কিংবা, নদী সমুদ্র ইত্যাদি পার করা হয় যাহাতে। ❐ নদী-প্রভৃতির পরপারে উত্তরণ।

পাড়িয়াল : পরপারে উত্তরণ করাইয়া দেয় যে; অথবা, সমুদ্রপারে পণ্য বহন করিয়া লইয়া যায় যে নাবিকগণ। ❐ **পারিয়াল**, **পোড়েল**, পদবীবিশেষ।

পাণ : ● **পণ** (সম-অয়ন বা লেনদেন) হইতে

জাত; অথবা, নানাপ্রকার বাধ্যবাধকতা বা চুক্তি ইত্যাদি দ্বারা কুণ্ঠিত পণ্য বিক্রয় চলে যাহাতে; কিংবা, সেকালে যাহা দ্বারা (যে **পাণ**পাতা দিয়া) **পণ**করণ (চুক্তি বা অঙ্গীকার) করা হইত। ◘ পণন, ব্যবহার, ব্যবসায়, সময় (সম-অয়, agreement), পণমূল্য, হস্ত; তাম্বূললতা, তাম্বূল।

পাণি : ● যাহা দ্বারা **পাণ** (লেনদেন) সক্রিয় হয়। / যাহার দ্বারা ব্যবহার সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◘ পণ্যপ্রসারণস্থান, পণ্যবীথী, হট্ট, হাট; কর, হস্ত, মণিবন্ধাবধি অঙ্গুলিপ্রান্ত পর্য্যন্ত হস্তাংশ।

পাণিগৃহীতী : ● / পাণি গৃহীত যে স্ত্রীর। (ব.শ.)। ◘ পত্নী।

পাণিগ্রহণ : ● / যাহাতে **পাণি**গ্রহণ আছে। (ব.শ.)। ◘ বিবাহ।

পাণিঘাত : ● **পাণি**র দ্বারা আঘাত যাহাতে। / কর দ্বারা তাড়ন (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◘ করতাড়ন, মুষ্ট্যাঘাত, ঘুসি।

পাণিজ : ● / পাণি হইতে জাত। (ব.শ.)। ◘ নখ।

পাণিতল : ● **পাণি**র তল। ◘ করতাল, হাতের চেটো।

পাণিনি : ● **পাণি** (পণ্যাদির ব্যবহারসাধন বা দোকান খুলিয়া পণ্যের বিক্রিবাটা) সক্রিয় ভাবে চলমান যাহাতে; অথবা, যাঁহারা 'শালাতুরীয় দক্ষজ্ঞান' (বা পাঠশালা খুলিয়া তুরীয়-পণ্য বা জ্ঞানপণ্য) বিক্রয় করিতে শুরু করেন; কিংবা, যে পণ্ডিতগোষ্ঠী 'পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন। *

পাণ্ড : ● **পাণ**-এর (কুণ্ঠিত পণ্যপ্রসারণের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, সলজ্জ, নিন্দিত ও ভীত পণ্যজীবিতার ক্রমবিস্তার যাহাতে। (দ্র. **চম্পা, চম্পকনগর**)। *

পাণ্ডব : ● **পাণ্ড**-কে বহন করে যে; অথবা, কুণ্ঠিত পণ্যজীবিতাকে বহন করে যে বা যাহারা; কিংবা, যে পঞ্চ শক্তি (প্রাচীন ভারতের ঐ) কুণ্ঠিত পণ্যজীবিতাকে বহন করিয়াছিল; অথবা, কুণ্ঠিত পণ্যপ্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ (**পাণ্ড**) করিয়াই যাহারা সমাজের ***পাণ্ডা*** হইয়া উঠিয়াছিল। (দ্র. **পাণ্ডু**)। ◘ প্রধান উদ্যোগীগণ, আদি উদ্যোগপতিগণ, পাণ্ডুর পুত্রগণ, (একালের ভাষায়) প্রাচীন প্রাইভেট সেক্টর কোম্পানি। *

পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ : ● যে দেশে **পাণ্ড**-কর্ম্ম (পণ্যবিনিময়) নিষিদ্ধ থাকায় দেশটি **পাণ্ডব**-দিগের পক্ষে থাকার অযোগ্য হইয়া গিয়াছিল।

পাণ্ডবেশ্বর : ● আদি হাট (**পাণ্ডব**) সমূহের মধ্যে ঈশ্বর (শ্রেষ্ঠ) যে অদি হাট (**পাণ্ডব**); অথবা, যে স্থানে পাশাপাশি অঞ্চলের সকল হাটের তুলনায় বড় হাট বসিত। ◘ বীরভূম অঞ্চলের একটি প্রখ্যাত স্থান, যেখানে 'পাণ্ডবেশ্বর' নামে শিব, গড়, ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

পাণ্ডা : ● **পাণ্ড**-এর আধার যে; অথবা, **পাণ্ড**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, **পাণ্ড**করণ (কুণ্ঠিত পণ্যপ্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ) করে যে; অথবা, মহাভারতের যুদ্ধ শেষে যাহারা ক্ষমতাশীর্ষ হইতে অধঃপতিত হইয়াছিল। (দ্র. **পাণ্ডে**)। ◘ প্রধান উদ্যোগী, সরদার, মোড়ল, পূজারী, তীর্থস্থানের পুরোহিত। *

পাণ্ডু : ● **পাণ**-এর (কুণ্ঠিত পণ্যপ্রসারণের) গড়ান-উড়ান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, সন্তান (পণ্য) উৎপাদন অভিশপ্ত (নিষিদ্ধ) যাহার (যে রাষ্ট্রশক্তির); কিংবা, কুণ্ঠিত পণ্যজীবিতা (সদ্যোজাত প্রথম

পুঁজিবাদী উদ্যোগ) রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ যাহাতে; অথবা, যাহার উৎপাদন ক্ষেত্র (জনগোষ্ঠী, কুন্তী ও মাদ্রী) অন্যদের (ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের) পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্র রূপে কার্য্যকরী হইয়াছিল। ◻ নিন্দিত ও নিষিদ্ধ আদি পুঁজিবাদ, (সাধর্ম্মে) পাণ্ডুবর্ণবান, শ্বেতপীত, ফেকাসে রং, ন্যাবা, চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। *

পাণ্ডুতরু : ● পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে যে **তরু** (পণ্য তারণ বা বিপণন কারী সামাজিক সংস্থা); অথবা, যে পণ্যপ্রসারণকারী ব্যবস্থা ফেকাসে হইয়া গিয়াছে। ◻ ধববৃক্ষ।

পাণ্ডুভূম : ● পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে যে **ভূম**; অথবা, যে ভূমিতে যথাযথ শস্য উৎপাদন হয় না। ◻ শ্বেতভূমিদেশ, খড়িমাটির দেশ।

পাণ্ডুয়া : ● পাণ্ডু যায় (গিয়া থাকে) যাহাতে; অথবা, যে স্থান-কাল-পাত্র ফেকাসে হইয়া যায় বা গিয়াছে; কিংবা, যে স্থান এককালে **পাণ্ডু**ধর্ম্ম গ্রহণ (হাটের প্রচলন) করিয়াছিল। ◻ পাণ্ডুবর্ণযুক্ত, শ্বেত, সাদা কুমড়ো, পশ্চিম-বঙ্গের একটি বড় গ্রাম।

পাণ্ডুর : ● পাণ্ডু(ত্ব) রহে যাহাতে; অথবা, রক্তহীনতার (সজীবতার বা শক্তিহীনতার) কারণে ফেকাসে হইয়া গিয়াছে যে। ◻ পাণ্ডুবর্ণবান, কামলা রোগ, ধবলকুষ্ঠ।

পাণ্ডুল : ● পাণ্ডু(ত্ব) লালিত যাহাতে; অথবা, পেটে একপ্রকার **মল**জমা রোগ যাহাতে। ◻ একপ্রকার পেটফোলা রোগ।

পাণ্ডুলিপি : ● পাণ্ডু-স্বরূপ (...কুণ্ঠিত) যে লিপি; অথবা, যে খাতায় লেখক তাঁহার মানসিক উৎপাদন ঢালিয়া রাখে বা অন্যের উদ্দেশ্যে লিখিয়া রাখে। ◻ প্রথমে লিখিত বিষয়, মুসাবিদা।

পাণ্ডে (পাঁড়ে) : ● পাণ্ড (কুণ্ঠিত পণ্যজীবিতা) দিশাগ্রস্ত যাহাতে (অথবা, পণ্যপ্রসারণ রহস্যময় হইয়া দিশাগ্রস্তভাবে গড়ান-উড়ান করে যাহাতে); কিংবা, মহাভারত যুদ্ধান্তে যাহারা সামাজিক ক্ষমতার শীর্ষ হইতে অধঃপতিত হইয়া গিয়াছিল। ◻ পাঁড়ে, হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের পদবীবিশেষ।

পাত : ● পত (আপতনকারীর তারণ) হইতে জাত যে; অথবা, যাহা পতিত হইয়াছে; কিংবা, **পত**করণের সহিত সংশ্লিষ্ট যে বা যাহারা। ◻ পতন, পড়া, চ্যুতি; পাতা, ভোজনার্থ পাতা; পাতিত করা, ধারণার্থ স্থাপন করা, অবতারণ করা, বিছান ...। *

পাতক : ● পাত (সমাজের স্বাভাবিক প্রবাহ হইতে অধঃপাতন) করে যে। ◻ দূরিত, কলুষ, পাপ, নববিধ পাতক। *

পাতকিনী : ● পাতক (সমাজের স্বাভাবিক প্রবাহ হইতে অধঃপাতকরণ) সক্রিয়ভাবে চলমান যে স্ত্রী আধারে। ◻ স্ত্রী-পাপী।

পাতকী : ● পাতক-এর (সমাজের স্বাভাবিক প্রবাহ হইতে অধঃপাতকরণের) সক্রিয় আধার যে। ◻ পাপী।

পাতন : ● পাত (অধঃপাত করা বা পাতিয়া রাখা) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ অধোনয়ন, স্বস্থানভ্রংশন, প্রসারণ, **পেতে** রাখা। *

পাতল : ● পাত (বিস্তারপূর্ব্বক পাতন বা পেতে দেওয়া) লালিত যাহাতে। ◻ সূক্ষ্ম, লঘু, তরল, শুষ্ক; পাতিয়া দিল, বিছাইল।

পাতলা : ● পাতল-এর আধার যে; অথবা, **পাতল**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাকে পাতলকরণ করিয়া করিয়া অত্যন্ত বিস্তারিত করা হইয়াছে (ফলে যাহা মিহি, ফাঁক-ফাঁক, তরল ... হইয়া গিয়াছে)। ◻ তরল, রোগা

(গড়ন), সূক্ষ্ম (মিহি কাপড়), ফাঁক-ফাঁক, কান **পাতলা, পাতলা**-ঘুম, পেট-**পাতলা**।

পাতা : ● **পাত**-এর আধার যে; অথবা, **পাতকরণ** করা থাকে যাহাতে। ◘ বৃক্ষপত্র, ভোজনার্থ আধার, চক্ষুর আবরণ, পুস্তকের পত্র, পাতার মতো বস্তুমাত্র; বিছান, স্থাপিত করা, পত্তন করা, পাতিয়া রাখা, পাতিত, প্রসারিত, বিস্তারিত; পাতিত করান, বিস্তৃত করান, প্রত্যয় করান, ('আমি কান **পেতে** রই', 'আকাশে **পাতিয়া** কান')। *

পাতান : ● **পাতা**করণ অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে (ধর্ম্মানুসারে) **পাতা**করণ বা (সম্পর্কের) বিস্তারকরণ চলিতে থাকে; অথবা, নতুন নতুন সম্পর্ক **পাতা** হয় যাহাতে। ◘ বন্ধু-স্যাঙাত-সখা-**পাতান**, সই-গঙ্গাজল-বকুলফুল-**পাতান**, ধর্ম্মবাপ-বেটা-বেটি-মা ... ইত্যাদি **পাতান**, দ্রৌপদীর **পাতান** সখা শ্রীকৃষ্ণ; (একালের ভাষায়) মৌ-পাতান বা MOU (Memorandum Of Understanding) সই করা। *

পাতাল : ● যে **পাতা** (বাহ্যসম্পদ) লালন করে; অথবা, যে **পাতাসমূহে** বাহ্যসম্পদের অধিকারসমূহ লিখিত থাকে; কিংবা, যাহাতে মানবসমাজের অধিকৃত সকল দৃশ্য অদৃশ্য সম্পদ অধোগত হইয়া গিয়াছে; অথবা, যে কাগজপত্রের দুনিয়ায় নাগরিকগণ মানসিকভাবে বসবাস করিয়া থাকেন। ◘ দলিলাদি, লিখিত দলিল দস্তাবেজের জগৎ, নাগলোক। *

পাতালগঙ্গা : ● যে **গঙ্গা** (পণ্যপ্রবাহ) পাতালে প্রবাহিত রহিয়াছে; অথবা, কাগজ-পত্রের মাধ্যমে যে লেনদেন প্রবাহিত থাকে। *

পাতি : ● **পাত** (অধঃপতিত) সক্রিয় যাহাতে। ◘ পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী, সমূহ, পাশার বিন্দু-পঙ্‌ক্তি অনুসারে দান, খেলা-বিশেষ, বাঘবন্দি খেলা, পত্রিকা, পত্র, পাত, মাদুরের উপাদান, পাতার মতো পাতলা বাঁশের বেতি; পাতসম্বন্ধী — পাতের মতো, সামান্য, ছোট, উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, অগ্রগামী, অনুগামী, অনুষঙ্গ, খুচরো, ক্ষুদ্র, সহোদর।

পাতিএঁড়ে : ● অল্পবয়স্ক এঁড়ে; **পাতিকাক** ● ছোট কাক; **পাতিকুকুর** ● নিকৃষ্ট কুকুর; **পাতিচোর** ● ছেঁচড়া চোর; **পাতিঝিনুক** ● পাতলা ছোট ঝিনুক; **পাতিডাক্তার** ● নিকৃষ্ট ডাক্তার; **পাতিডাল** ● ফেঁকড়া ডাল বা প্রশাখা; **পাতিঢেকুর** ● ছোট ঢেকুর; **পাতিনেড়ে** ● আভিজাত্যহীন সাধারণ বাঙালী মুসলমান; **পাতিনেতা** ● অনুগামী নেতা; **পাতিনেবু** ● খোসা-পাতলা ছোট নেবু; **পাতিপুকুর** ● ছোট পুকুর; **পাতিবুর্জোয়া** ● ছোট বুর্জোয়া; **পাতিমাতাল** ● ধেনো মদের মাতাল; **পাতিমাস্তান** ● ক্ষুদে মাস্তান; **পাতিশিয়াল** ● নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিয়াল; **পাতিহাঁস** ● ছোট হাঁস; **পাতিহারামি** ● ছেঁচড়া হারামি।

পাতিত : ● যাহাকে **পাতন** করা হইয়াছে। ◘ অধোনীত, ভ্রংশিত, শায়িত, স্থাপিত।

পাতে : ● **পাত**করণ দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা একদিকে পাতিয়া রাখে। ◘ বাংলাভাষায় লোকে মাথা **পাতে**, বুক **পাতে**, হাত **পাতে**, কান **পাতে**, আঁচল **পাতে**, দোকান **পাতে**, আড়ি **পাতে**, দই **পাতে** ... এবং কী **পাতে** না! *

পাত্র : ● **পা**-এর (পানের, পালনের, প্রাপণাদির) সমস্যা হইতে ত্রাণ করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা মানবদেহ তাহার ক্ষুধার অন্ন ভক্ষণ ও তৃষ্ণার জলপান করে; কিংবা,

যাহা দ্বারা সমাজদেহ (রাষ্ট্রদেহ) ও সমাজমন তাহাদের খাদ্যরসাদি গ্রহণ করে; অথবা, কন্যাকে তাহার পান-প্রাপণাদির সমস্যা হইতে ত্রাণ করিবে ভাবিয়া যাহার হাতে অর্পণ করা হয়; কিংবা, নাটকের চরিত্রকে ধারণ করে যে আধার; অথবা, রাজা যাহার সাহায্যে প্রজাপালন করেন। ... / আধেয়কে রক্ষা করে যে। (ব.শ.)। ◻ আধার, কলস, ভাণ্ড, জ্ঞানরসদাতা ব্রহ্মজ্ঞানী, রাজার পাত্র (আমলাদি), রাজমন্ত্রী, কন্যার বর, নাটকের অভিনেতা কুশীলব, আধারমাত্র (আঢ়ক পরিমাণ), রাজপুরুষের উপাধি। ✻

পাত্রী : ● **পাত্র**-এর সক্রিয় আধার যে। ◻ আধার, ভাজন, দুর্গা, বিবাহযোগ্যা কন্যা।

পাথর : ● **পা** (পাতিত হইয়া) **থর** (স্থির রহিয়াছে) যে; অথবা, পাতিত হইয়া একই স্থানে স্তরের পর স্তরে স্থির হইয়াছে যে (পলি-রাশি)। ◻ পাললিক শিলা, শিলা, প্রস্তর।

পাথার : ● **পা** (পাতিত হইয়া) **থার** (বিস্তারিত রহিয়াছে) যে; অথবা, বর্ষণাদি রূপে পাতিত হইয়া প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে যে (জলরাশি)। ◻ সাগর, বিস্তীর্ণ জলরাশি।

পাদ : ● **পদ** হইতে জাত; অথবা, **পদ** ক্ষিপ্ত হয় যে ব্যবধানে; কিংবা, সেই ব্যবধানে যাহা ক্ষিপ্ত হয়। / যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ চরণ, পা, পদবিক্ষেপ, পূজ্যবাচী, প্রভু**পাদ** শ্রী**পাদ** ইত্যাদি, (সাদৃশ্যে) পায়া, বৃক্ষের মূল, থাম, মন্ত্রের বা শ্লোকের চতুর্থাংশ, শ্লোকের চরণ, সিকিভাগ, পোয়া ...। ✻

পাদুকা : ● **পাদ**-কে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে আধার। / যাহার দ্বারা সুখে গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ খড়ম, জুতা, পাদত্রাণ।

পাদোদক : ● **পাদ** (**পদ**ক্ষেপ) হইতে উৎ**পাদিত** উদক যাহাতে; অথবা, মনীষীগণের মানসিক **পদ**ক্ষেপসমূহ বা **পদা**বলী হইতে যে জ্ঞানরসের ধারা উৎসারিত হইয়া থাকে; অথবা, (সাদৃশ্যে) শ্রদ্ধেয় প্রতিমা বা ব্যক্তির **পাদ** ধৌত হইয়া যে উদক নির্গত হয়। ◻ শ্লোকাদির চরণ বা পদবাহিত জ্ঞানরস, (সাদৃশ্যে) পাদপ্রক্ষাল-নার্থ জল, চরণামৃত। ✻

পাদোদক-মূঢ়তা : ● **পাদোদক** ভাবিয়া মনুষ্যাদির পা ধোয়া জল খাওয়া হয় যে মূঢ় বুদ্ধিতে। ✻

পাদোন (পৌনে) : ● (এক) **পাদ** **উন** যাহাতে (প্রাপণের সার্ব্বিকতা দিশাগ্রস্তভাবে **উন** যাহাতে)। / পাদ দ্বারা **উন** (ব.শ.)। ◻ পাদন্যূন, সিকি-কম।

পান : ● **পা** (পাওয়া) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, (তরল বলিয়া) যে খাদ্যগ্রহণ একটানা অবাধে অবিচ্ছিন্নভাবে সাধন করা যায়; অথবা, যে খাদ্যগ্রহণে গলাধঃকরণ চলমান থাকে বা রসগ্রহণ নিরবচ্ছিন্ন থাকে; কিংবা, যে বস্তু মুখে রাখিলে তাহার রস**পান** চলিতেই থাকে। ◻ দ্রবদ্রব্যের গলাধঃকরণ, জলপান দুগ্ধপান সুরাপান প্রভৃতি, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা সম্পাদন-ব্যাপার, একমাত্রা ঔষধ, মাদকধূম-সেবন, পর্ণ, সাজা পান, খিলি ...। ✻

পানকৌড়ি : ● পানীতে ডুবিয়া মৎস্যাদি কুড়ায় যে। ◻ কালো জলচরপক্ষিবিশেষ।

পানতা : ● যে ভাত পানীতে তারিত হইয়া থাকে। ◻ পানীভাত, বাসি ভিজা ভাত।

পানতুয়া : ● **পান**তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, যাহা খাইলে সুস্বাদু সুমিষ্ট শরবত পানের আহ্লাদ হয়। ◻

ঘৃতপক্ক রসপূর্ণ ছানার মিষ্টান্নবিশেষ।

পানযোগানী : ● / যে পান যোগায়। (ব.শ.)। ❒ তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী।

পানশি : ● **পান**-এর (পানীর) শক্তি সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা ঢেউয়ের শক্তি আত্মসাৎ করিয়া চলিতে পারে। ❒ তক্তার পাটাতন দেওয়া সওয়ারী নৌকাবিশেষ।

পানসা (পানসে) : ● পানী ঢালিয়া দিলে খাদ্যের স্বাদে যে তারল্য বা জলো ভাব আসে; অথবা, পানীর ন্যায় স্বাদ যাহার। ❒ পানীয়স্বাদ, জলের মতো স্বাদযুক্ত, জলো।

পানা : ● **পান**-এর আধার যে; অথবা, পান-এর জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়; অথবা, যাহা পানীতে জন্মায়; কিংবা, পালক অন (চলমান) থাকে যে আধারে; অথবা, পান করানোর জন্য দুগ্ধাদি যোগান হয় যাহাতে। ❒ পানক, অম্লমধুর পেয়বিশেষ; বারিপর্ণী, কচুরিপানা; প্রায়, তুল্য, মতো (হাঁড়িপানা); দোহনকালে গো-প্রভৃতির স্তনে দুধ নামা, (গৌণার্থে) যোগাড় করা। *

পানান : ● **পান** অন (চলমান) যাহাতে। (দ্র. **পায়না**)। ❒ গাইয়ের পালানে দুধ নামা, পায়না দ্বারা তীক্ষ্ণ করা, অস্ত্রে পান দেওয়া।

পানি : ● **পান** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **পান**করণ চলে যাহাতে; অথবা, যে জলের **পান**করণ চলিতেছে (অর্থাৎ, যে জল স্থির নাই)। ❒ সচল জল, অস্থির পানী।

পানিআমলা : ● যে আমলা পানিতে জন্মায়। ❒ পানীয় আমলক।

পানিফল : ● পানিতে জন্মায় যে ফল। ❒ জলজ ফল, পানফল, শিঙুড়।

পানী : ● **পানি**র (সক্রিয় পানের) আধার যে; অথবা, **পানি** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা পান করা হয়, করে; কিংবা, যাহা পান করিতে না পাইলে জীবের প্রাণ বাঁচে না। ❒ পানীয় জল। *

পানীয় : ● **পানী** যায় যাহাতে; অথবা, যাহা পান করিতে হয়। ❒ পেয়, রক্ষণীয়, পেয় জল, পেয় দ্রব্যমাত্র, শরবত, পানা। *

পান্থ : ● **পন্থ** হইতে জাত যে; অথবা, **পন্থ** বরাবর চলে যে; কিংবা, যে জ্ঞানসন্ধানী জ্ঞানের সন্ধানে বাহ্যিকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ❒ মানসপথিক, পথিক।

পাপ : ● **পা**-কে (পালককে) **প** (পালন করে) যে; অথবা, পালকের পালয়িতা যে; অথবা, যাহা (যে সন্তান, উৎপন্নাদি) পালক কর্ত্তৃক পালিত হইয়া প্রতিদানে পালককে প্রতিপালন করে; কিংবা, মানুষের যে মেধাশ্রমজাত উৎপন্ন (পণ্যাদি) শুধুমাত্র বিক্রয়ের নিমিত্ত উৎপাদিত হয় এবং বিক্রয় না হইলে অলস পড়িয়া থাকে বলিয়া মানুষের কোনো কাজে লাগে না; অথবা, **ভারতসমাজ যে পণ্যাদি উৎপাদনকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল; কিংবা, যে কর্ম্ম করিবার কারণে মানবমনে অপরাধবোধ** জন্মায়। / যাহা হইতে আত্মা রক্ষিত হয়। (ব.শ.)। ● অবিক্রিত পণ্য, পাতক, ধিক্কৃত, অনিষ্টাশঙ্কী, অশুভ, গর্হ্য ...। *

পাপকর : ● **পাপ** (অলস পণ্যাদি উৎপাদন) করে যে; অথবা, যে নিষিদ্ধ **পাপ** উৎপাদন করে যে। ❒ পাপী, পাপাচারী। *

পাপকর্ম্মা : ● **পাপ** (নিষিদ্ধ পণ্য উৎপাদন) কর্ম্ম করে যে। ❒ পাপী, পাপাচারী।

পাপকুয়া : ● **পাপ**-রূপ কূপ বা কুয়া যে; অথবা, উৎপাদনক্ষেত্র পতিত রাখা যায় না, কিন্তু উৎপাদন করিলেই জমিয়া থাকে, ইত্যা-

কার গর্ত্ত যাহাতে। ◻ পাপকূপ, নরককুণ্ড।

পাপকৃৎ : ● যে **পাপ** (নিষিদ্ধ পণ্য উৎপাদন) কৃত হইয়াছে। ◻ পাপী, পাপাচারী।

পাপক্ষয় : ● **পাপ**-এর (অপরাধবোধের) ক্ষয় যাহাতে। ◻ পাপনাশ।

পাপগ্রহ : ● **পাপ** (জমা-পণ্য) গ্রহণ করে যে। ◻ অশুভগ্রহ, ক্রূরগ্রহ, মঙ্গলাধিযুত বুধ, মঙ্গল, রবি, অর্দ্ধোনচন্দ্র, ন্যূন চন্দ্র।

পাপঘ্ন : ● **পাপ** (অপরাধবোধ) হনন করে যে। ◻ পাপক্ষয়কর।

পাপচর্য্য : ● **পাপ** (নিষিদ্ধ পণ্য উৎপাদন) আচরণ যাহার। ◻ পাপী, দৈত্য, রাক্ষস।

পাপদৃষ্টি : ● **পাপ** (নিষিদ্ধ পণ্যের প্রতি লোলুপ) দৃষ্টি যাহার। ◻ ক্রূরদৃষ্টি।

পাপধী : ● **পাপ** (শুধুমাত্র বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করা ঠিক এরূপ) ধী বা বুদ্ধি যাহার। ◻ পাপবুদ্ধি, দুরাত্মা।

পাপনাশন : ● **পাপ** (অলস-পণ্য) নাশ করেন যিনি; কিংবা, অপরাধবোধ নাশ করেন যিনি। / পাপ নাশ করে যে। (ব.শ.)। ◻ পাপঘ্ন, শিব, বিষ্ণু, প্রায়শ্চিত্ত।

পাপনিশ্চয় : ● **পাপ** (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন করিব, এরূপ) নিশ্চয় বা সঙ্কল্প করে যে। ◻ পাপসঙ্কল্প, ক্রূরমতি। *

পাপবিনিশ্চয় : ● **পাপ** (নিষিদ্ধ হইলেও পণ্য উৎপাদন করিবই, এরূপ) বিশেষভাবে নিশ্চয় বা সঙ্কল্প যাহার। ◻ পাপসঙ্কল্প ...।

পাপযোনি : ● **পাপ** (অলস-পণ্য) জাত যাহা হইতে। ◻ পাপজন্মা, নিকৃষ্টজন্মা।

পাপর্দ্ধি : ● **পাপ** (পণ্য ও পণ্যজাত সম্পদের) বৃদ্ধি যাহা হইতে; অথবা, যাহারা উদ্বৃত্ত বা পণ্য উৎপাদন করে তাহাদিগকে লুণ্ঠন করা হয় যাহাতে। / যাহাতে পাপের ঋদ্ধি (বৃদ্ধি)। (ব.শ.)। ◻ মৃগয়া। *

পাপিয়া (পাপিহা) : ● **পাপ** (পণ্যাদি) সক্রিয় হইয়া যায় যাহাতে; কিংবা, পণ্যাদি পাইবার জন্য হাহাকার করে যে (যাহারা); অথবা, চাহিদা জানায় যে। ◻ চাতক।

পাপী : ● **পাপ**-এর (পালকের পালয়িতার) সক্রিয় আধার যে। ◻ পাপবান, দুরাত্মা। *

পাপোষ : ● **পা**-কে পোষণ করে যে। ◻ পায়ের ধূলা মোছার জন্য নারকেলের ছোবড়াদি দ্বারা তৈরি আস্তরণ।

পাবক : ● **পাব** (গ্রহণযোগ্যকরণ) করে যে; অথবা, দৈহিক, মানসিক, সরকারী বা সামাজিক অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি দিয়া) শুদ্ধ করিয়া গ্রহণযোগ্য করিয়া দেয় যে অগ্নি (= আমলা, পণ্ডিত, পাদ্রি, মোল্লা, পুরোহিত ...); কিংবা, শোধন করে যে (ধোপা, ক্ষার, সাবান ...) /পূতীকরণ করে যে। (ব.শ.) ◻ শোধক, অগ্নি [পাবক অগ্নি সাতাশ প্রকার — অঙ্গিরাঃ (= **পাবনি** বা পণ্ডিত), দক্ষিণাগ্নি (অনুমতির মূল্য বা লাইসেন্স পারমিট ইত্যাদির fee), ... ইত্যাদি] *

পাবকি : ● **পাবক** সক্রিয় যাহাতে। ◻ পাবকের অপত্য, কার্ত্তিকেয় (আদি পুলিস-মিলিটারি)। *

পাবকী : ● **পাবকি**র (আদি সামরিক-বাহিনীর) আধার যে; অথবা, যে কৃত্তিকাগণ (কর্ম্মী-জনগণের পরিচালকগণ সমাজ-পরিচালকদিগের আদেশে) সর্ব্বপ্রথম কিছু বলিষ্ঠ মানুষকে পালন-পোষণ করিয়া যুদ্ধাদির শিক্ষা (ট্রেনিং) দিয়াছিলেন। ◻ অগ্নিপত্নী (সামাজিক তেজধারী জনগোষ্ঠী)। *

পাবন (পাওয়ন) : ● **পাব**করণ (গ্রহণযোগ্য-

করণ) চলিতে থাকে যাহাতে। ◻ পবিত্রী-কারক, শোধয়িতা, পাবক, অগ্নি, জল, গোময়, শোধন, পবিত্রীকরণ। *

পাবনি : ● **পাবন** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সমাজস্বীকৃত বা রাষ্ট্রস্বীকৃত জ্ঞানসমূহের অধিকারী যে; কিংবা, সমাজ বা সরকার পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হইয়া যিনি পণ্ডিত হইয়াছেন। ◻ পবনপুত্র হনুমান। *

পাবনী : ● **পাবনি**র আধার যে। ◻ তুলসী, গঙ্গা, গবী, হরীতকী। *

পাম : ● **পা** (প্রাপণেচ্ছা) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, বাহ্যসম্পদ পাওয়াতেই মন যাহার; কিংবা, যে 'পাইব', 'পাইব' করে (পাম পাম করে); অথবা, যাহাদের মনের চুলকানি দেহেও প্রকাশ পায়। ◻ বিচর্চ্চিকা, কচ্ছু, খোস, চুলকানি। *

পামঘ্ন : ● **পাম**-কে (বাহ্যিক চুলকানিকে) হনন করে যে। ◻ গন্ধক।

পামর : ● **পাম** (বাহ্যসম্পদ প্রাপণেচ্ছা) রহে যাহাতে। ◻ প্রাকৃত, নীচ, ইতর, মূর্খ, পামরোগযুক্ত, খ'সো (scabby)। *

পামরী : ● **পামর**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, (সেকালে) যে বাহ্যসম্পদ পাইলে **পামর**গণ সর্ব্বোচ্চ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিত। ◻ রেশমী বস্ত্রবিশেষ, রেশমী উত্তরীয়, দোপাট্টা। *

পায়না : ● **পায়ন** (পাইয়ে দেওয়া বা পান করানো) হয় যাহাতে; অথবা, অস্ত্রাদিকে ধারাল করিবার জন্য ক্ষার, জল, তেল পাওয়ানো বা পান করানো হয় যাহাতে। ◻ পান করান, অস্ত্রতীক্ষ্ণীকরণার্থ ব্যাপারবিশেষ, পান দেওয়া, পানান ...। *

পায়রা : ● **পায়** রহে যাহাতে; অথবা, যাহার নিকট হইতে সংবাদ প্রভৃতি পাওয়া যায়। ◻ কপোত, পারাবাত।

পায়স : ● **পয়স** হইতে জাত; অথবা, **পয়** বা মঙ্গল-এর আকাঙ্ক্ষায় মানুষ যাহা ভক্ষণ করে। ◻ পরমান্ন।

পায়া : ● **পা**-এর যাওয়ন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা পায়ের ন্যায় ক্রিয়া করে। ◻ সামাজিক পদ, আমলাতন্ত্রের পদ, খাট প্রভৃতির পদ।

পায়াভারী : ● **পায়া** ভারী যাহার; অথবা, যাহার (সামাজিক বা অন্যতর পদ) যথেষ্ট ওজনদার। ◻ উচ্চপদে অধিষ্ঠানজনিত অহঙ্কার।

-পায়ী : ● **পান**পূর্ব্বক চলে যাহার। ◻ যথা, স্তন্য**পায়ী**।

পায়ু : ● **পা**-এর (প্রাপণের) যাওয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, পাওয়ার পথ থাকিলেও সে পথে প্রাপ্তি আসে না, শুধু ত্যাগকরণ চলে। ◻ মলদ্বার, গুহ্য। *

পার : ● **পর** হইতে জাত; অথবা, **পা** (পাওয়া) রহে যাহাতে; কিংবা, **পার**-এ গমন যাহাতে; অথবা, **পার**করণ যাহাতে। (দ্র. **পারা**)। ◻ পরতীর, প্রান্তভাগ, পারে লওয়া, পার পাওয়া ...। *

পারগ : ● (বাধা ইত্যাদির) **পারে** গমন করে যে; অথবা, **পার** হইতে পারে যে। / পর তীরে গমন করে যে; অথবা, কর্ম্মসমাপ্তি পর্যন্ত গমন করে যে। (ব.শ.)। ◻ পারগত, কোনো বিষয়ের পারগত, অভিজ্ঞ, সমর্থ।

পারঙ্গম : ● **পার**-এ গমন করিতে পারে যে; অথবা, যে দৃশ্য-অদৃশ্য বাধার পারে যাইতে সক্ষম। ◻ শক্য, সমর্থ।

পারণ : ● **পার** অন (চলমান) থাকে

যাহাতে। ◘ কর্ম্মসমাপ্তি, উত্তীর্ণ হওয়ন, ব্রতান্ত ভোজন। *

পারদ : ● **পার** দান করে যে; অথবা, যে আদি সম্প্রদায় পণ্য রপ্তানি করিতে শুরু করিয়াছিল; অথবা, (সগর রাজা) যে সম্প্রদায়কে মারিয়া পাহাড়ের বা নদীর ওপারে তাড়াইয়া দিয়াছিল; কিংবা, যে (পারদ) ধাতু রোগাদি হইতে **পার** দান করিতে পারে (এরূপ বিশ্বাস এককালে গড়িয়া উঠিয়াছিল)। / রোগের পার দান করে যে। (ব.শ.)। ◘ পারদাতা, পারা বা পারদ নামক ধাতু, ক্রিয়াদিলোপহেতু শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়। *

পারদর্শী : ● (কোনো কিছুর) **পার**-এ কী আছে তাহা দর্শন করিতে পারেন যিনি; অথবা, একটি সেগুন গাছে পর্য্যায়ক্রমে কর্ম্ম করিতে থাকিলে তাহা যে নানা আসবাবপত্রে পরিণত হইতে পারে → এইরূপ (আরও নানাবিধ) কর্ম্মের **পার** দেখিতে পান যিনি। ◘ দৃষ্টপার, অভিজ্ঞ, কুশল। *

পারদেশ্য : ● **পার**-এর দেশ হইতে আগত যাহা; অথবা, যাহা অন্য দেশ হইতে আমদানিকৃত হইয়াছে। ◘ পরদেশাগত, পরদেশ হইতে প্রাপ্ত (পণ্য)।

পারস্য : ● **পারস** (**পার**-এর শেষ) থাকে যাহাতে; অথবা, (নদী-পাহাড় ইত্যাদি) **পার** হইয়া যে পর্যন্ত যাতায়াত করা যায়। (সম্ভবত রপ্তানির প্রথম যুগে পারস্যের ওপারে ব্যবসাদি করা যাইত না)। ◘ পারস্যদেশ, ইরাক ইরাণ প্রভৃতি।

পারসিক : ● **পারস**-কে সক্রিয় করে যে; অথবা, **পার**-এর শেষ অস্তিত্বকে সক্রিয় রাখে যে জাতি; কিংবা, যাহা **পারস**-এর সহিত সম্বন্ধিত। ◘ পারস্যদেশ, পারস্যদেশ-জাত ঘোটক, পারস্যদেশবাসীগণ ...।

পারসী : ● **পারস**-এর সক্রিয় আধার যে। ◘ পারস্যদেশীয় ভাষা, জরথুষ্ট্র-পন্থী অগ্নি-উপাসক প্রাচীন পারসীক জাতিবিশেষ।

পারা : ● **পার**-এর আধার যে; অথবা, **পার**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা বাধা **পার** হওয়া যায়। ◘ কর্ম্মসমাপ্তি, তদতীত স্থান, সীমা বা প্রান্ত পাওয়া, পারে উত্তীর্ণ হওয়া, প্রতিকারে সমর্থ হওয়া, ভেদপূর্ব্বক অপর পার্শ্বে বাহির হওয়া, করিতে সমর্থ হওয়া, শাসন করিতে জব্দ করিতে বা আঁটিতে সমর্থ হওয়া, **পারদ**।

পারানী : ● **পার** হওয়ার **বানি** (পারিশ্রমিক) থাকে যাহাতে। ◘ খেয়া পারাপারের ভাড়া, খেয়ার কড়ি।

পারাবত : ● (সমুদ্র নদী পাহাড় মরুপ্রান্তরের বাধা) **পার** হইয়া গিয়া বাহিতকে (বাহিত পত্রকে) তারণ করে যে; অথবা, সুদীর্ঘ পথ পার হইয়া সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইত যে। / বেগে আপাতী (এসে পড়ে যে)। (ব.শ.)। ◘ কপোত। *

পারিজাত : ● (স্বদেশের বা সমুদ্রের পর) **পারে** যাওয়ার জন্য জাত যে; অথবা, রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয় যাহাকে; অথবা, শুধুমাত্র বিক্রয়ের নিমিত্ত পণ্য উৎপাদনের যে পাঁচরকম ব্যবস্থা (**দেবতরু**) ছিল, তন্মধ্যে **পার**-এ যাওয়ার জন্য (রপ্তানির জন্য) উৎপাদন করে যে উৎপাদন ব্যবস্থা। /পারী (সমুদ্র) হইতে জাত। (ব.শ.)। ◘ পারিজাতপুষ্প, পঞ্চ দেবতরুর একতম সুরতরু ...। *

পারিপাত্র : ● **পারে** যাওয়ার বিষয় (রপ্তানির

বিষয়) দেখাশোনা করে যে ব্যবস্থা বা তাহার সরকারী আমলা বা রাজার **পাত্র**। ◘ পণ্যরপ্তানি পরিদর্শন বিভাগ, কাস্টমস্, (সেকালের ভাষায়) কুলপর্ব্বতবিশেষ। ✱

পারিভদ্র : ● **পারে** যাওয়ার বিষয়ে (রপ্তানিযোগ্য পণ্য বিষয়ে) দেখাশোনা করে যে ব্যবস্থা বা তাহার পরিচালক বিশেষজ্ঞ বা দক্ষ বা **ভদ্রগণ**। ◘ পালতা-মাদার গাছ, দেবদারু, সরলবৃক্ষ, নিম্ববৃক্ষ। ✱

পারিযাত্র (পারিযাত্রক, পারিযাত্রিক) : ● **পারে** যাওয়ার সমস্যা হইতে ত্রাণ করেন যিনি। ◘ জলপথ রক্ষীবাহিনী, (সেকেলে ভাষায়) কুলশৈলবিশেষ। ✱

পারিয়াল (পারিহাই) : ● **পারে** যাওয়াকে (পণ্য রপ্তানিকে) লালন করে যে। ◘ রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্যগোত্র ব্রাহ্মণের উপাধি বা গাঁই। ✱

পারীণ : ● **পার**-এ যাওয়া সক্রিয়ভাবে চলমান যাহাতে; অথবা, যাহারা পণ্য লইয়া সমুদ্রপারে (মালিক বা মালিকের কর্ম্মচারী রূপে) যাতায়াত করেন। ◘ পারগামী, পারগ।

পারীন্দ্র : ● **পারীণ**গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি; অথবা, পণ্যরপ্তানিকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা ক্ষমতাবান যে। ◘ চাঁদ সদাগর বা তদ্রূপ ব্যক্তি।

পারুল : ● **পার** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত যাহাতে; অথবা, যে আদি পণ্য **পার**-এ যাইত বা রপ্তানিকৃত হইত; কিংবা, যাহার নিমিত্ত আবেগাশ্রিত 'পারুল বোন'-এর গান আছে। (দ্র. **পারিজাত, চম্পা**)। ◘ পাটলবৃক্ষ, পাটলপুষ্প।

পারুলডিহি : ● যে **ডিহি**তে যাহা উৎপাদিত হইত তাহাই বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইত। ◘ মেদিনীপুরের একটি গ্রাম।

পার্থ : ● **পার** (পারা) থাকে যাহাতে বা যে সত্তায়; অথবা, **পৃথার** (স্বাতন্ত্র্যেচ্ছার, আদি স্বাতন্ত্র্যবাদের) পুত্র যে। / পৃথার সঙ্গে সমন্বিত যে। (ব.শ.)। ◘ কুন্তীর পুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, যদিও অর্জ্জুনের প্রতিই এই নাম বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ✱

পার্থক্য : ● **পার্থ**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, **পৃথক** হইতে জাত; কিংবা, স্বতন্ত্রভাবে করিতে **পারা** থাকে যাহাতে (ফলে অন্যদের সহিত তাহার যে ভেদ বা ভিন্নতা সূচিত হয়); অথবা, ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজে যে যার স্বতন্ত্রভাবে **পার**তে **থা**কার ফলে মানুষে মানুষে যে ভিন্নতা ঘটে। ◘ ধনী-নির্ধনের ভিন্নতা, (লক্ষণার্থে) যে কোনো পৃথকভাব, ভেদ। ✱

পার্ব্বণ : ● **পর্ব্বণ** হইতে জাত। / পর্ব্বে যাহা করিতে হয়। (ব.শ.)। ◘ অভেদকাল পালন, অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ, পর্ব্বভব, উৎসব, পর্ব্ব।

পার্ব্বণী : ● **পার্ব্বণ**-এর সক্রিয় আধার যে। / যে পারিতোষিক (ধনাদি) পার্ব্বণে (পর্ব্বে) দিতে হয়। (ব.শ.)। ✱

পার্ব্বতী : ● **পর্ব্বত**-জাত সত্তা সক্রিয় যে প্রকৃতি-আধারে; অথবা, সর্ব্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন বা রাষ্ট্রব্যবস্থা হইতে যে উত্তরপ্রজন্ম লালিত পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে। / পর্ব্বতের অপত্য স্ত্রী। (ব.শ.)। ◘ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত উত্তরপ্রজন্ম, (পৌরাণিক ভাষায়) হিমালয়কন্যা, উমা, গৌরী, হৈমবতী, দুর্গা, (সাদৃশ্যে) পর্ব্বতসম্ভূতা নদী। ✱

পার্শ্ব : ● যাহাকে বাহ্যদেহ দ্বারা স্পর্শ করা যায়। দ্র. **আশপাশ**। / যাহা স্পৃষ্ট হয়। (ব.শ.)। ◘ সন্নিহিত, পাশে।

পার্শ্ববর্ত্তী : ● পার্শ্বে আছে বা থাকে যে **বর্ত্তী** (**বর্ত্তমান** সত্তা)। ◘ পার্শ্বস্থ, পার্শ্বচর, সমীপস্থ, সন্নিকৃষ্ট, সহচর, অনুচর, কিঙ্কর।

পাল : ● **পল** (প্রাপণেচ্ছার লালন) হইতে জাত; অথবা, প্রাপ্তকে ধারণ, পোষণ ও রক্ষণ করে যে; অথবা, পায়, পাইতে পারে, পাইবে — এই কারণে লালন করে যে; কিংবা, যাহা পায় তাহাকে রক্ষা করে যে; অথবা, **পল** (সংহতি) দ্বারা রক্ষিত হয় যাহারা; কিংবা, যাহা খাওয়াইলে পালিতের বংশবৃদ্ধি হয় (পুংপশু কর্ত্তৃক পুংসবন বা পশুসঙ্গম); অথবা, যে পালন করে বা যাহাকে পালন করে। ◘ পালক, রাজা, পশুরক্ষক, গোপ, পিকদান, পালিত গো-মহিষাদিযূথ, উপাধি, বন্যপশুযূথ, গো-প্রভৃতি পশুর সঙ্গম; তাঁবু, নৌকাদির মাস্তুলে বদ্ধ বায়ুরোধক প্রসারিত পট; পালন করা, রক্ষা করা, প্রতিপালন করা, যত্ন করিয়া রাখা, তিথিজন্য নিয়ম রক্ষা করা। ✱

পালং : ● **পালনে**র রহস্যরূপ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা মানবদেহকে পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ◘ শাকবিশেষ।

পালক : ● **পালন** করে যে। ◘ রক্ষক, ধারক, রক্ষাকর্ত্তা, অশ্বরক্ষক, পাখীর ডানার অংশ।

পালকি : ● **পাল**-করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা আদিতে শিবস্বরূপ **পালক**কে মহানন্দে স্কন্ধে তুলিয়া গন্তব্যে লইয়া যাওয়া হইত; কিংবা, পরবর্ত্তী কালে যাহা দ্বারা শাসক-**পালক**কে ভয়ে ও অর্থের বিনিময়ে স্কন্ধে তুলিয়া গন্তব্যে লইয়া যাওয়া হইত; অথবা, (কদাচিৎ) এখনো অর্থের বিনিময়ে ক্ষুদ্র কক্ষস্বরূপ যে আধারে যাত্রীকে বসাইয়া ৪/৬ জন বাহক সেই আধারকে স্কন্ধে তুলিয়া গন্তব্যে লইয়া যায়। ◘ শিবিকা, ডুলীবিশেষ।

পালট : ● **পাল** (**পালন**) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, পালনের নিমিত্ত উলটাকে সিধা করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, **উলট**কে **পালট** করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, বিপরীত করণ থাকে যাহাতে। ◘ পরিপূরক, পরাবৃত্ত হওয়া, মুখ ফিরান, পশ্চাতে ফেরা।

পালটা : ● **পালট**-এর আধার যে; অথবা, **পালট**করণ থাকে যাহাতে। ◘ বিপরীত, উলটা, বিনিময়, বদল।

পালটি : ● **পালট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা সত্তার সমান-বিপরীত বা সমান-পরিপূরক টঙ্কার করে বা করিতে পারে। / বিবাহে যে বরে কন্যাদান-আদানে কুলমর্য্যাদা রক্ষা হয়। (ব.শ.)। ◘ বিপরীত আচরণ (**পালটি**-মারা), পালটাসম্বন্ধী (**পালটি**-ঘর), সমান (পরিপূরক) কুলমর্য্যাদাপন্ন। ✱

পালট্যা (পালিটা, পালিতা) : ● পালন টঙ্কারিত হইয়া থাকে যে আধারে। ◘ পারিভদ্র, বৃক্ষবিশেষ।

পালন : ● **পাল** (প্রাপ্তকে ধারণ-পোষণ-রক্ষণ করা) অন (চলমান) যাহাতে; **অথবা**, (শুধুমাত্র) **পাল**করণ চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে লালনকরত কঠোরতার মুখোমুখি হইতে দেওয়া হয় না। ◘ পালনসাধন, সদ্যপ্রসূত ধেনুর দুগ্ধ, রক্ষণ, পোষণ, ভরণ, অনুষ্ঠান।

পালনীয় : ● **পালন**-এর সক্রিয় আধার যায় যাহাতে; অথবা, যাহাকে **পালন** করিতে হয় বা করা কর্ত্তব্য। ◘ রক্ষণীয়, পোষণীয়, অনুষ্ঠেয়।

পালয়িতা : ● পালনকর্ম্ম চালানো সক্রিয় ভাবে তারিত করে যে; অথবা, পালন করে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যে। ❒ পালনকর্ত্তা।

পালা : ● **পাল**-এর আধার যে; অথবা, **পাল**করণ থাকে যাহাতে। ❒ পল্লব, ঘরের আশ্রয়, খুঁটী, পর্য্যায়, পরম্পরা, পর্য্যায়ক্রমে রচিত মঙ্গলকাব্যের গেয় বিষয় বা গান; পালন করা, পালান, পালাই-পালাই করা। ✱

পালান : ● **পালা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **পালা**করণ অন (চলমান) যাহাতে (যে **পালন**দায়ক সত্তায় বা পলায়নে)। (দ্র. **মউ-পালানী**)। ❒ আরোহণার্থ বা ভার-বহনার্থ অশ্বাদির পৃষ্ঠে বদ্ধ গদি, স্ত্রীগোম-হিষাদির স্তন, পলায়ন করা। ✱

পালি : ● **পাল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **পাল**করণ চলে যাহাতে। ❒ কানের পাতা, অস্ত্রের কোণ, কোটি, প্রান্ত, গৃহাদিকোণ, অঙ্ক, চিহ্ন, সেতু, আলি, ছাত্রাদিকে দেয় বৃত্তি, উৎসঙ্গ, ক্রোড়, পরিমাণবিশেষ, প্রদেশ, উকুন, জাতশ্মশ্রু স্ত্রী, ধান মাপার পাত্র; প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত ভাষাবিশেষ (ইহা বুদ্ধদেবের উপদেশের ভাষা।)। ✱

পালিকা : ● **পালন** করে যে প্রকৃতি-আধার। ❒ কর্ণলতা ... ইত্যাদি; অস্ত্রাগ্র, কোটি, দধ্যাদিছেদনী (butter-knife)। ✱

পালিত : ● **পাল**করণ সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **পাল**করণ করা হইয়াছে; রাষ্ট্রের তরফে যাঁহারা কোনো বিশেষ সত্তাকে বা সত্তাদিগকে পালন করিবার রাষ্ট্রীয় পদ অলঙ্কৃত করিতেন (যাহাদের উত্তরসূরীগণ আজও **পালিত** পদবী বহন করিয়া থাকেন)। ❒ ধারিত, পোষিত, রক্ষিত, কায়স্থের উপাধি।

পালিত্য : ● **পলিত** (**পল** সক্রিয়ভাবে **তারিত** যাহাতে, তাহা) হইতে জাত। ❒ পলিতভাব, জরাজন্য চুল পাকা।

-পালী : ● **পালি**-র আধার যে; অথবা, কোনো সত্তাকে পালন করে যে আধারশক্তি; কিংবা, নির্দ্দেশানুসার পণ্য পালন (উৎপাদন, প্রস্তুত) করিয়া দেয় যে (পাইকারী উৎপাদক, ঠিকাদার ... প্রভৃতি)। ❒ পালক, পাইকারী উৎপাদক, আম্র**পালী**, (সাদৃশ্যে) রক্ষিতা।

পাল্লা : ● **পাল** (**পাল**করণ) লালিত যে আধারে; অথবা, **পাল**করণ যে পর্য্যন্ত সক্রিয় হইতে পারে বা আয়ত্তাধীন করিতে পারে। ❒ তুলাদণ্ডের প্রান্তে লম্বিত আধার, জানালা বা দরজার পাখনা, ব্যবধান, আঁচল, অধিকার, আয়ত্ততা, গোলা-গুলির বেগের দূরত্ব বা সীমা, প্রতিযোগিতা, তরফ, পক্ষ। ✱

পাশ[১] : ● **পশ** (চেষ্টাপূর্ব্বক প্রবেশকরণ) হইতে জাত; অথবা, যাহাতে প্রবেশ করিলে (পশিলে) বাঁধা পড়িয়া যায়; কিংবা, যাহা প্রবিষ্টকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে (যথা, কোদালের **পাশ** বা **পাশা**, যাহা কোদালের দণ্ডটিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে)। / যাহার দ্বারা বন্ধন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ রজ্জু, ফাঁদ, কুবেরের অস্ত্র (বন্ধকীপত্রাদি), প্রবেশের অভিজ্ঞানপত্র (টিকিট), নতুন শ্রেণীতে প্রবেশকরণ বা পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া। ✱

পাশ[২] : ● **পশ** (চেষ্টাপূর্ব্বক প্রবেশকরণ) হইতে জাত; অথবা, প্রবিষ্টের সংস্পর্শে আসে যে বা যাহারা; কিংবা, দেহ বা দেহাংশ দিয়া স্পর্শ করা যায় যাহাকে (যাহাদিগকে)। (দ্র. **আশপাশ**)। ❒ পার্শ্বদেশ, দেহপার্শ্ব, নিকট। ✱

পাশা[১] : ● **পাশ**[১] এর (প্রবিষ্টধারকের) আধার যে। ❒ অক্ষ, কর্ণভূষণবিশেষ, কোদালের হাতল ঢুকানোর পাশবৎ

লৌহবলয়। ⁕

পাশা[২] : ● **পাশ**[২]-এর আধার যে; অথবা, এ-পাশের পণ্যাদি ও-পাশে পাঠানো হয় যাহাতে; কিংবা, পাশা খেলা বা অক্ষক্রীড়া (অক্ষণ = auction) করা হয় যাহাতে (দ্র. **দেবন**); অথবা, বিপুল পণ্য লেনদেনে সুভদ্র **ধড়িবাজি** করা হয় যাহাতে। ◻ ক্রয়-বিক্রয়াদি, ব্যবহার, জিগীষা, লীলোদ্যান, (সাধর্ম্ম্যে) পাশাখেলা, দ্যূতক্রীড়া।

পাশাপাশি : ● **পাশ**[২]-এর আধার যে ও **পাশ**[২] সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা পাশে (স্পর্শের এলাকায়) আসিয়াছে এবং যাহা পাশে আসিতেছে। ◻ পার্শ্বস্থ, কাছাকাছি। ⁕

পাশ্চাত্য : ● **পশ্চাতে** বা পরবর্ত্তীকালে জাত যে বা যাহারা; অথবা, যাহারা পরবর্ত্তীকালে উদ্ভূত হইয়া অগ্রণী জাতির (প্রাচ্য জাতিদিগের) অনুসরণ করিতেছে। ◻ পশ্চাৎভব, পশ্চাৎস্থিত বা জাত, পশ্চিমদেশভব, পশ্চিম, পরবর্ত্তী। ⁕

পাশ্চাত্যবৈদিক : ● যে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম ভারত (ও দ্রাবিড়াদি দেশ) হইতে পূর্ব্ব দেশে আগমন করিয়াছিলেন; অথবা, যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ অন্য সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী কালে বা পশ্চাতে পূর্ব্ব দেশে আসিয়াছিলেন। ⁕

পাষণ্ড : ● **পা** (পালিত) **ষণ্ড** (ষাঁড়) যে; অথবা, যে বৃষ (আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা প্রভৃতি শিবগুণসম্পন্ন ব্যক্তি) গোপতি (সরকার, সংস্থা-মালিক, গৃহস্থ ইত্যাদি) কর্ত্তৃক পালিত হইয়া 'ল্যাজেগোবরে' হয়; কিংবা, (সভ্যযুগের সূচনালগ্নে যে মহা সামাজিক প্রলয়কাণ্ড হইয়াছিল তাহার অন্তে) শিববিরোধীগণ যাহাদিগকে 'পাষণ্ড হইয়া থাকিবে' বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিল; অথবা, যাহারা চাষ করা, মাছ ধরা, জ্ঞানচর্চা করা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিত; কিংবা, যাহারা বেদবাদীগণের বিশেষ বিশেষ আশ্রম (কার্য্য) গ্রহণ করিবার 'স্থির জীবননীতি' গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বপ্রকার আশ্রম গ্রহণ করে; অথবা, যাহারা পরবর্ত্তীকালে বেদবিরুদ্ধ পণ্য-উৎপাদনকর্ম্মের সূচনাও করিয়াছিল; কিংবা, মানবসমাজে যাহাদিগের সৃষ্টিগুণ রক্ষা করিবার জন্য বেদবাদীগণ 'বৃষোৎসর্গ' করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ... / পাপচিহ্ন আছে যাহার; অথবা, বেদবিরুদ্ধ আচার যাহার; কিংবা, সর্ব্ববর্ণচিহ্ন ধারণ করে যে; অথবা, বেদানুসারী-ব্যবহার হইতে বহিষ্কৃত যে; কিংবা, সর্ব্বাশ্রম চিহ্ন ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ সর্ব্বলিঙ্গী, শ্রুতিস্মৃতি-বাহ্যব্রত, জৈনবৌদ্ধকাপালিকাদি ...। ⁕

পাষাণ : ● **পা** (পালিত) **ষণ** (দিশাগ্রস্তভাবে চলমান প্রয়োগকরণ বা একই স্থানে উপর্যুপরি রক্ষণ) হইতে জাত যে; অথবা, একই জ্ঞান-কর্ম্মের বংশানুক্রমিক পুনরাবৃত্তির কারণে অচলায়তনে পরিণত (পাললিক শিলায় পরিণত) যে; কিংবা, একই জ্ঞানকর্ম্মের পুনরাবৃত্তির কারণে যাহা 'একঝোঁকা' বা মৌলবাদী হইয়া গিয়াছে। ◻ বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থা, (সাদৃশ্যে) প্রস্তর, শিলাখণ্ড, পাললিক শিলা, হিমালয়, গিরিরাজ। ⁕

পাষাণবুকো : ● / যাহার বুক পাষাণের মতো কঠিন; অথবা, যাহার বুক পাষাণময়। (ব.শ.)। ◻ দয়ালেশহীন, দৃঢ়বক্ষাঃ। ⁕

পাষাণ-ভাঙা : ● দাঁড়িপাল্লার **পাষাণ** (একপেশেমি, 'একঝোঁকা', মৌলবাদিতা) ঠিক করা হয় যাহাতে।

পাষাণী : ● **পাষাণ**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ তুলামান-শিলাখণ্ড, পাথরের বাটখারা, গিরিরাজপত্নী মেনকা, গিরিসুতা, পাষাণময়ী নারী, পাষাণহৃদয়া, নিষ্ঠুরা।

পাহাড় : ● পাতিত হইয়া হাড় হইয়া গিয়াছে যে। (দ্র. **পাথর**)। ❒ অনতি উচ্চ পর্ব্বত।

পি : ● প্রাপণ (পালন, পান, পাতন ... ইত্যাদি) সক্রিয় যাহাতে।

পিউপিউ : ● পি (সক্রিয় প্রাপণেচ্ছা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি; অথবা, যে 'পাইব-পাইব', 'পান করিব, পান করিব', বলিতে থাকে; অথবা, চাহিদার জানান দেয় যে (ক্রেতাগণ)। ❒ পাপিয়ার মধুর ডাক, পিউ কাঁহা ডাক।

পিঁপড়া : ● পিঁ (সক্রিয় প্রাপণেচ্ছার রহস্যরূপ) পালিত হইয়া গড়ায়-উড়ে যাহাতে; অথবা, যৌথসমাজের অধঃপতিত সদস্য যে। ❒ (সাদৃশ্যে) কীটবিশেষ। ✱

পিক : ● পি (সক্রিয় পালনাদি দান) করে যে; অথবা, আংশিক-পালিতকে দান করে যে (কোকিলের ডিম, পানের পিচ); কিংবা, পাইকারী উৎপাদনের জন্য আংশিক-প্রস্তুত কাঁচামাল (সূতা, তক্তা প্রভৃতি) সরবরাহ করে যে। ❒ আধা-প্রস্তুত পণ্য উৎপাদক, সূতা প্রস্তুতকারী, তক্তা সরবরাহকারী ..., (সাধর্ম্ম্যে) কোকিল, আধপোড়া কাঠ, চর্ব্বিত পানের রস, ছেপ। ✱

পিকদানী : ● পিক (চর্ব্বিত পানের রস) দান করা হয় বা ফেলা হয় যাহাতে। ❒ পিক ফেলার পাত্র, পতদ্‌গ্রহ, প্রতিগ্রাহ। ✱

পিকবন্ধু : ● **পিক** বন্ধু যাহার; অথবা, আধা-প্রস্তুত পণ্য সরবরাহকারী বন্ধু যে পাইকারী উৎপাদন ব্যবস্থার (কারুকর্ম্মশালার বা কারখানার)। ❒ এককালীন বহু পণ্য উৎপাদক ব্যবস্থা, আম্রপালী, (সাদৃশ্যে) আম্রবৃক্ষ। ✱

পিঙ্গ : ● **পিং** (সক্রিয় প্রাপণেচ্ছার রহস্যরূপ) গমন করে যাহাতে (যাহা দ্বারা); অথবা, নানা রূপের প্রাপণেচ্ছায় যাহার জীবনযাত্রা চলে। ❒ পিঙ্গলবর্ণবান, নীলপীতবর্ণ ...।

পিঙ্গল : ● **পিঙ্গ** লালিত যাহাতে; অথবা, নানা প্রকার প্রাপণেচ্ছা লালন করে যে; কিংবা, যে প্রাপণেচ্ছা বর্ণে, জড়ে, জীবে, সমাজে, জগতে সমান্তরালভাবে বর্ত্তমান। ❒ **বর্ণে-পিঙ্গল :** সোনা, দীপশিখাভ, নীলপীতমিশ্র, আগুন, পিতল, কপিল, হরিদ্রা, ফেকাশে প্রভৃতি রং; **জড়ে-পিঙ্গল :** গোরোচনা, হিঙ্গু, কুঙ্কুম, বংশরোচনা; **জীবে-পিঙ্গল :** মূষিক, ক্ষুদ্রোলূক (ছোট পেঁচা), কপি, নকুল, মহিষ, হরিতাল (হরিয়াল পাখি); **সমাজে-পিঙ্গল :** কেরানী (মূষিক), কৃপণ (উলূক), সরকারি কর্ম্মী (কপি), ব্যক্তিমালিক (নকুল), গুণ্ডামাস্তান (মহিষ), দোকানদার (হরিতাল); **জগতে-পিঙ্গল :** রুদ্রভেদ, চণ্ডিকা ...। ✱

পিঙ্গলা : ● **পিঙ্গল**-এর আধার যে; অথবা, প্রাপণেচ্ছা লালনকারী থাকে যাহাতে। ❒ রাজরীতি, দক্ষিণদিগ্‌গজের স্ত্রী, কর্ণিকা, (তন্ত্রে) নাড়ীভেদ (ইহা দক্ষিণ পার্শ্বে স্থিত, দক্ষিণ নাসার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে সূর্য্য অবস্থিত)। পিত্তলভেদ, বেশ্যাবিশেষ।

পিঙ্গাশ (পাঙাশ) : ● **পিঙ্গ**করণের আশ করে যে (পাইবার রহস্যময় আশ করে যে); অথবা, যে ব্যক্তিমালিকানা-প্রত্যাশী ব্যক্তি যৌথসমাজের উৎপাদিত মাল ভক্ষণ করিয়া লয়; কিংবা, যে মাছ অত্যন্ত লোভী এবং বিস্তর মল ভক্ষণ করে। ❒ পিঙ্গলমুখ,

পাঙাশমাছ, শল্কহীন চেপ্টা মৎস্যবিশেষ। ✱

পিচকারি : ● পিচ (সক্রিয় পালনাদি দান) করে যে (যন্ত্র)।

পিছ : ● পি (সক্রিয় পালন) আচ্ছাদিত যাহাতে; অথবা, যাহার মুখ দেখা গেলেও পালনকর্ম্ম চলমান যে অন্তরালে; অথবা, যে সত্তার বিপরীত অংশ দেখা যায় না। ❐ পশ্চাৎ।

পিছন : ● পিছ (ছাদিত পালনকর্ম্ম) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **পিছ**করণ বা **পিছ**-হওয়ন চলে; কিংবা, পালনকর্ম্ম আড়াল করিয়া চলমান যাহাতে। ❐ পশ্চাদ্‌ভাগ, পৃষ্ঠদেশ।

পিছন-মারা : ● **পিছন** (চলমান ছাদিত-পালন) মারিয়া লওয়া হয় যাহাতে; অথবা, অন্তরালের চলমান পালন আত্মসাৎ করা হয় যাহাতে। ❐ অপহরণ করা।

পিছপা : ● **পিছ**-এ (ছাদিত পালনকর্ম্মে) ফিরিয়া আসিতেছে পা যাহার; অথবা, যাহার পা বা কর্ম্মের পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহৃত হইতেছে বা ফেরত আসিতেছে। ❐ পশ্চাদ্‌পদ, পরাঙ্মুখ।

পিছমোড়া : ● **পিছ** (ছাদিত পালনকারী) হইয়াছে মোড়া যাহার। ❐ পিছে দুই হাত মোড়া দিয়া কৃতবন্ধন।

পিছা : ● **পিছ**-এর (ছাদিত পালনকর্ম্মের) আধার যে; অথবা, যাহাতে **পিছ**করণ চলে।

পিছাড়ি : ● **পিছ**-এর (ছাদিত পালনকর্ম্মের) আড় সক্রিয় যাহাতে।

পিছান : ● **পিছা** (**পিছ**করণ) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ পশ্চাদ্‌পদ হওয়া, পরাঙ্মুখ হওয়া।

পিছু : ● **পিছ** (ছাদিত পালনকর্ম্ম) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে (নিজের পিছ ছাড়িয়া দিয়া) অন্য কাহারও পশ্চাদনু-সরণ করা হয়, কিংবা, যাহাতে (অনুসৃতের) পালনাদিকর্ম্ম আচ্ছাদিত নাই, দৃষ্ট হইতেছে।

পিছু-পিছু : ● **পিছু**র পুনরাবৃত্তি যাহাতে।

পিছে : ● **পিছ** দিশাগ্রস্ত যাহাতে।

পিট : ● পি (সক্রিয়ভাবে পাতিত করা) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, কোনো কিছু নিপতিত করিলে যে টঙ্কার হয়। (দ্র. **টিপ**)। ❐ তাড়না, মার, আঘাত, তাসখেলায় একবার তাড়িত বা নিক্ষিপ্ত তাস। ✱

পিটক : ● **পিট** করা হয় যাহাতে; অথবা, **পিট**করণ করিয়া বা পিটিয়া পিটিয়া ঢোকান হয় যাহাতে। ❐ মঞ্জুষা, পেটক, পেঁটরা, বাঁশের পেটি, আধার, বিস্ফোট, ফোঁড়া। ✱

পিটন : ● **পিট**করণ অন (চলমান) যাহাতে। ❐ প্রহার, মার।

পিটনা : ● **পিটন**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **পিটন** করা হয়। ❐ ঘরের মেঝে ছাদ ইত্যাদি পিটানর মুগুর, কোপা।

পিটনি : ● **পিটন** সক্রিয় যে ন্যূন আধারে। ❐ ছোট **পিটনা**।

পিটপিট : ● **পিট**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে **পিট পিট** করা চলে। ❐ কর্কশ তিরস্কার, খিটখিট।

পিটপিটে : ● যে **পিটপিট** করে। ❐ রুক্ষপ্রকৃতি, খিটখিটে।

পিটা : ● **পিট**-এর (সক্রিয় পাতনের টঙ্কারের) আধার যে; অথবা, যাহাতে **পিট**করণ থাকে; কিংবা, যাহা দ্বারা **পিট**করণ করা হয়। ❐ তাড়না করা, মারা, পেটা, আঘাত করা, আঘাতে সংহত বা নিরেট করা, ধ্বনিত করা, বাজান; তাসখেলায় একবার তাড়িত বা নিক্ষিপ্ত তাস।

পিঠ : ● **পি**-এর (সক্রিয় পাতনের)

টঙ্কারস্থিতি যাহাতে; অথবা, পড়িলে যাহাতে পড়ে বা যাহার উপর পড়ে। ❒ পৃষ্ঠ, বুকের বিপরীত দিক।

পিঠা : ● **পিঠ**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে (পুর) পড়িয়া (ঢুকিয়া) স্থির হইয়া আছে। ❒ পিষ্টক।

পিণ্ড : ● **পিং**-এর (সক্রিয় পালনের রহস্যরূপের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা প্রাপণ-অধিকারীকে বা প্রত্যাশীকে তাহার (জীবিকাস্বরূপ) প্রাপ্য দেওয়া হয়; অথবা, যাহা দ্বারা কর্ম্মান্তে কুলিকে, দিনান্তে মজুরকে, মাসান্তে কর্ম্মচারীকে, বৎসরান্তে সরকারী পোষ্যকে তাহার প্রাপ্য দেওয়া হয়। ❒ পারিশ্রমিক, বেতন, নিষ্কর সম্পত্তি প্রভৃতি, জীবিকা, থাউকা (lump sum) দান, ভিক্ষান্ন, আয়কর; (সাদৃশ্যে) সংহত বৃত্তাকার দ্রব্য, ডেলা, গোল, শ্রাদ্ধে পিতৃ-প্রভৃতিকে দেয় বিল্বাকার অন্নাদি, পায়ের ডিম, (গণিতে) যোগফল, (জ্যামিতিতে) বেধ, ঘনত্ব ...। ❋

পিণ্ডক : ● **পিণ্ড** করে যে বা কৃত যাহাতে। ❒ পিণ্ড, গোলক, পিণ্ডমূল, পিশাচ, বিস্ফোটক।

পিণ্ডজীবী : ● **পিণ্ডই** জীবিকা যাহার। ❒ বেতনভুক, প্রভুর অন্নভোজী, পরান্নভোজী।

পিণ্ডদ : ● **পিণ্ড** দান করেন যিনি। ❒ পারিশ্রমিক দাতা, অন্নদাতা, প্রভু, স্বামী, (সাদৃশ্যে) শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানকারী পুত্রাদি। ❋

পিণ্ডদান (শ্রাদ্ধে) : ● **পিণ্ড** (প্রাপ্য) দান করা হয় যাহাতে; অথবা, নিজ দেহকে খাওয়ানো হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত স্বদেহকে নিত্যশ্রাদ্ধ স্বরূপ (**পিতৃতর্পণ** স্বরূপ) অন্নভোগ দেওয়া হয় বা খাওয়ানো হয় (তাহা হইলেই উর্ধ্বতন তিন পুরুষের তৃপ্তি সাধিত হইবে বলিয়া মনে করা হয়); অথবা, তাহার প্রতীকী আচরণ রূপে হিন্দুধর্ম্মে যে শ্রাদ্ধাদি করা হয়; অথবা, তত্ত্বাদি না জানিয়া যে পিণ্ডদান-কর্ম্ম জগতের সমস্ত জীবকে অবশ্যই করিতে হয়। ❒ নিজেকে খাওয়ানো; (সাদৃশ্যে) প্রতীকী আচরণ রূপে শ্রাদ্ধে পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এই তিন **পিণ্ডসম্বন্ধ** পিত্রাদি পুরুষ-ত্রয়কে বা পিণ্ডভাগীকে পিণ্ড দেওয়া। ❋

পিণ্ডপাত : ● যে **পিণ্ড** (পরিশ্রমের মূল্যাদি বা প্রার্থিতের প্রাপ্যাদি) কুকুরকে রুটি ছুঁড়িয়া দেওয়ার ন্যায় ফেলিয়া দেওয়া হয়; অথবা, অধার্ম্মিক স্বেচ্ছাচারী শাসক যেভাবে অধিকারী ও কর্ম্মচারীগণকে তাহাদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি অবহেলাভরে দিয়া থাকেন। ❒ ভিক্ষান্নদান।

পিণ্ডসম্বন্ধ : ● **পিণ্ডদান** করিবার সম্বন্ধ যাহাদের সহিত; অথবা, যাহাদের সহিত ঔরস-সম্বন্ধ থাকে; অথবা, যাহাদিগের দেহের সহিত স্বদেহের প্রকৃত (ঔরসপ্রবাহের) সম্বন্ধ আছে; কিংবা, যাহাদিগকে নিত্যশ্রাদ্ধ স্বরূপ পিণ্ডদান করিতে হয়, তাহাদের সহিত যে সম্বন্ধ। ❒ শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান সম্বন্ধ, দেহের সহিত সম্বন্ধ।

পিণ্ডা : ● **পিণ্ড** (**পিণ্ড**করণ) থাকে যাহাতে। ❒ পিণ্ডায়স, ইস্পাত, পিঁড়া, বারাণ্ডা, বেদি।

পিণ্ডার : ● **পিণ্ডা** রক্ষণ-ভক্ষণ করে যে। / পিণ্ড গ্রহণ করে যে। ❒ ভিক্ষুক, ক্ষপণক, গোপালক, মহিষরক্ষক, (সাদৃশ্যে) বঁইচগাছ।

পিণ্ডি : ● **পিণ্ড**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, আয়কে পিতৃগণের বা সমাজশাসকদের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আয়কর দেওয়া হয় যাহাতে। ❒ পিণ্ড, ডেলা, চক্রমধ্যস্থ কাষ্ঠপিণ্ড, পীঠ, পীঁড়ি, প্রতিমাদির আধার, অশোকবৃক্ষ, অলাবু ...।

পিণ্ডীকৃত : ● **পিণ্ডি** দান কৃত যাহাতে; অথবা, আয়করাদি দেওয়া হইয়া গিয়াছে যে টাকার; অথবা, পিতৃগণের (সমাজের বাপগণের বা দেশপরিচালকদের) ভোগের নিমিত্ত পিণ্ডি (আয়করাদি) দেওয়ার পর যাহা (যে **সিত** সম্পদ) থাকিয়া যায়। ⊓ করপ্রদত্ত টাকা, সাদা টাকা, সিত।

পিতা : ● **পি**-র (সক্রিয় পালনাদি দানের) তারণ থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি তাঁহার স্ব-কে পালনপূর্ব্বক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তারণ করিয়া দেন; কিংবা, যিনি আপনার ঔরস দ্বারা আপনার সন্তান রূপে জাত হন। / জনন করে যে। (ব.শ.)। ⊓ জনয়িতা, (লক্ষণার্থে) শিক্ষারক্ষণাদিহেতু পিতৃত্বাপন্ন জন। ✱

পিতামহ : ● যে **পিতা**র পিতা **মহর্লোক**-এর (মহৎ লোকের) অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন; অথবা, যিনি তাঁহার সকল বাহ্য-সম্পদ ত্যাগ করিয়াছেন বা পুত্রকন্যাদিকে দান করিয়া দিয়াছেন। ⊓ পিতার পিতা।

পিতৃ : ● **পি**-র (সক্রিয় পালনাদি দানের) তারণ পুনরাবৃত্ত যাহাতে; অথবা, স্ব-কে পালনপূর্ব্বক আবর্ত্তিত হইয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হয় যে; কিংবা, পূর্ব্বাগত প্রবাহকে স্ব-রূপে পালন করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উত্তীর্ণ করিয়া দেন যিনি; অথবা, যিনি স্ব-কে সন্তান রূপে উৎপাদন করিয়া বংশপরম্পরা প্রবাহিত রাখেন। / জনন করে যে। (ব.শ.)। ⊓ জনয়িতা, (লক্ষণার্থে) শিক্ষারক্ষণাদিহেতু পিতৃত্বাপন্ন জন ...। ✱

পিতৃঋণ : ● **পিতৃ**-প্রদত্ত যে ঋণ পুত্র গ্রহণ করিয়াছে; অথবা, যাহা পূর্ব্বাগত বংশ-প্রবাহকে স্ব-রূপে পালন করিয়া পুত্রকে দেওয়া হইয়াছে; অথবা, পিতৃপরম্পরায় প্রাপ্ত ঔরসের ঋণ যাহাতে; কিংবা, স্বয়ং পুত্র উৎপাদন করিয়া যে ঋণ শোধ করা যায়, করা হয়, করিতে হয়। ⊓ ঔরসের ঋণ, পিতৃগণের ঋণ। ✱

পিতৃগণ : ● **পিতৃ**র পিতৃ, তাঁহার পিতৃ ... এইরূপে ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বতন **পিতৃ**র **পিতৃ**সমূহ থাকেন যে **পিতৃ**ধারায়; অথবা, ঔরসদাতার ঔরসদাতা, তাঁহার ঔরসদাতা ... এইরূপে ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বতন ঔরসদাতার ঔরসদাতাগণ থাকেন যে ঔরসধারায়। ⊓ মানবের বা মানবদেহের পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ। (দ্র. **পিতৃদেবগণ**)।

পিতৃতর্পণ : ● যাহা দ্বারা **পিতৃগণ**-এর তৃপ্তি সাধন করা হয়; অথবা, যাহা করিলে পূর্ব্বাগত বংশপ্রবাহ স্ব-রূপে পালিত হইয়া ও পুত্রে উত্তীর্ণ হইয়া যথাপূর্ব্বং প্রবাহিত থাকে; কিংবা, পূর্ব্বাগত বংশপ্রবাহে উদ্ভূত হইয়া, তাহার লালনপালন করিয়া এবং পুত্রোৎপাদন করিয়া সেই প্রবাহে আর একটু জল দান করা হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, যাহাতে নিজ দেহকে নিত্য অন্নাদিভক্ষণ (**পিণ্ডদান**) দ্বারা সুস্থ রাখিয়া যথানিয়মে পুত্রাদি উৎপাদন করা হয়; কিংবা, **পাদোদক-মূঢ়তা**র কারণে শুধুমাত্র (জলে দাঁড়াইয়া অঞ্জলিতে জল লইয়া সেই জল জলেই দান-করা রূপ) প্রতীকী **পিতৃতর্পণ** করা হয় যাহাতে (এবং তাহাতেই **পিতৃতর্পণ** সাঙ্গ হইল বলিয়া মনে করা হয়)। / যার দ্বারা পিতৃতৃপ্তি সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ⊓ পুত্রোৎপাদন, (সাদৃশ্যে) জলদানরূপ পিতৃগণের তৃপ্তিজনক ব্যাপার, পিতৃযজ্ঞ-নামক নিত্যশ্রাদ্ধ।

পিতৃদেবগণ : ● যে **পিতৃগণ** প্রচলিত জগদ্দেহের, সমাজদেহের, মানবদেহের বংশধারা প্রবাহিত রাখেন; অথবা, যাঁহারা বর্ত্তমান সমগ্র প্রজন্মরূপে উদ্ভূত হইয়া তদ্রূপ সমগ্র উত্তরপ্রজন্ম সৃজন করেন, কিংবা, জাগতিক বাপেরা, সামাজিক বাপেরা, এবং ব্যক্তিগত বাপেরা - এই তিন প্রকার বাপেরা বা **পিতৃগণ** বিরাজ করেন যাহাতে। ❐ জগতের, সমাজের ও নিজের পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ ...। ✻

পিতৃযজ্ঞ : ● **পিতৃগণ**-এর তৃপ্তির জন্য যে কর্ম্মযজ্ঞ প্রত্যহ করিতে হয়; অথবা, প্রজাতিধারা প্রবাহিত রাখার জন্য **পিতৃ**প্রদত্ত দেহকে নিয়মিত অন্ন-জলাদি দ্বারা সুস্থ সবল রাখা হয় যে কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা। ❐ নিত্যশ্রাদ্ধ, **পিতৃতর্পণ** স্বরূপ নিত্যশ্রাদ্ধ।

পিতৃযান : ● (মহাযান, হীনযান, বজ্রযান প্রভৃতির ন্যায়) যে যানে **পিতৃগণ** যাইতেন; অথবা, যে অধ্যাত্মবিদ্যার বা দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া **পিতৃগণ** বা **পিতৃদেবগণ** তাঁহাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিতেন; কিংবা, যে বৈদিক অধ্যাত্মবিদ্যা বা দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া সেকালের মানুষেরা তাঁহাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিতেন। ❐ যজ্ঞ বেদপাঠ দান ও তপস্যা পিতৃযানের অনুকূল অনুষ্ঠান ...। ✻

পিনাক : ● পি (সক্রিয়ভাবে পাতিত) **নাক** যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (সুবিধাভোগী-দের) সুখস্বর্গ বা গর্ব্ববোধ ভূপাতিত করা হয়; কিংবা, যাহা (যে **ধনুঃ**) সুবিধাভোগী-দের সুখস্বর্গ ভূপাতিত করে এবং বাদ্যযন্ত্র রূপে বাজানও যায়। / অপিহত নাক (স্বর্গ) যাহা কর্ত্তৃক; অথবা, যাহা ত্রিপুরদাহে স্বর্গও আবৃত করিয়াছিল। (ব.শ.)। ❐ সৃষ্টিশীল মানুষদের নীতি; (পৌরাণিক ভাষায়) শিবশূল; (সাধর্ম্ম্যে) তত বাদ্যবিশেষ। ✻

পিনাকী : ● **পিনাক**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **পিনাক**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যিনি সুবিধাভোগীদের সুখস্বর্গ বা গর্ব্ববোধ ভূপাতিত করেন। ❐ পিনাকবান, শূলধারী, শিব, রুদ্রবিশেষ, তন্তুবাদ্যবিশেষ। ✻

পিনাকপাণি : ● **পিনাক** পাণিতে যাহার। ❐ শিব।

পিপাসা : ● **পি**-র (সক্রিয় পানকারীর) পান করিবার ইচ্ছা যাহাতে; অথবা, **পিপাস** (সক্রিয় পানকের পানেচ্ছা) থাকে যাহাতে। ❐ পানেচ্ছা, তৃষ্ণা।

পিপাসিত : ● **পিপাস** (... পানেচ্ছা) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ❐ সঞ্জাত-পিপাস, তৃষিত।

পিপাসু : ● **পিপাস** (... পানেচ্ছা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে ইচ্ছা শুধুমাত্র ইচ্ছারূপে না থাকিয়া **ইচ্ছুক** সত্তায় পরিণত হইয়াছে। ❐ পানেচ্ছু।

পিপীল : ● **পি** (সক্রিয় প্রাপণেচ্ছা) পালনের সক্রিয় আধার লালিত যাহাতে; অথবা, যৌথতাবাদী জনসাধারণ থাকে যাহাতে। ❐ জনতা, people; (সাদৃশ্যে) পিঁপড়া। ✻

পিপীলক : ● **পিপীল** করে যে (ব্যবস্থাদি)। ❐ একপ্রকার যৌথসমাজব্যবস্থা; (সাধর্ম্ম্যে) পিঁপড়া, পিপীলির শ্রেণী। ✻

পিপীলাগ্রি (পিপ্পলাই, পিপ্‌লাই) : ● **পিপীল**-এর আধার সক্রিয় যে মানসিকতার জননে; অথবা **পিপীল**-ধর্ম্মকে সক্রিয় রাখে যে; অথবা, যৌথতার সামাজিক দর্শন ধারণ ও প্রয়োগ করে যে। ❐ যৌথসমাজব্যবস্থার দার্শনিক-

গণ; তাঁহাদের উত্তরসূরীগণ, রাঢ়ীয় বাৎস্য-গোত্র ব্রাহ্মণের গাঁই বা উপাধিবিশেষ, মঙ্গল-কাব্যের পদকর্ত্তা বিপ্রদাস **পিপ্‌লাই**। *

পিপীলিকা : ● **পিপীল**কে (সক্রিয় প্রাপণেচ্ছাকারীর লালনকে) সক্রিয় করে যে সত্তা; অর্থাৎ, যাহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে খাদ্যাদি সংগ্রহের দলবদ্ধ চেষ্টা চালায়; অথবা, যাহারা যৌথ সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। ❐ (সাদৃশ্যে) পিপীলির শ্রেণী, পিঁপড়া বা পিঁপড়ার সারি। *

পিপুল (পিপ্পল) : ● **পি পু** যাহাতে; অথবা, সক্রিয় প্রাপণেচ্ছার নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া পালন লালিত যাহাতে; (অথবা, সক্রিয় প্রাপণেচ্ছার পালন পালিত ও লালিত যাহাতে) কিংবা, যে (সনাতন) যৌথসমাজ-ব্যবস্থা (বৃক্ষ) জনসাধারণকে অবাধে পালন করে। ❐ আদিম সমাজতান্ত্রিক (প্রাচীন বৈদিক) সমাজ; (একালের ভাষায়) আদি 'পিপলস্ ডেমোক্র্যাসি'; (সাধর্ম্যে) অশ্বত্থবৃক্ষ, বন্ধনশূন্য পক্ষী, পিপ্পলফল ...। *

পির : ● **পি** (সক্রিয় পালন) রহে যাহাতে; অথবা, যিনি মানসিকভাবে পালন করেন। ❐ মুসলমানদিগের গুরুদেব।

পিরান : ● **পির**-এর (সক্রিয় পালন-রক্ষণের) আধার অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহা শরীরকে ঢাকিয়া পালন-রক্ষণ করে। ❐ লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ।

পিল : ● **পি** (সক্রিয় পানকারীর) লালন যাহাতে; অথবা, যাহাকে দুগ্ধাদি পান করাইয়া লালন করিতে হয়; কিংবা, যে পান করিবার জন্য লালায়িত হয় বা পিছু পিছু হাঁটে। ❐ শিশু, বালক, শাবক; সমাজসদস্য। *

পিলপিল : ● **পিল**-এর (সক্রিয় পানকারীর লালনের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, পিছু পিছু হাঁটা চলে যাহাতে। ❐ পিপীলিকার মতো কৃত শ্রেণী, সা'র, শ্রেণীবদ্ধভাব, দল।

পিলে : ● **পিল** (সক্রিয় পানকারীর লালন) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহাকে দুগ্ধাদি পান করাইয়া বিশেষ প্রকারে লালন করিতে হয়। ❐ শিশু, বালক, শাবক।

পিশাচ : ● **পি** (সক্রিয়ভাবে পতিতের) শক্তি প্রয়োগ দ্বারা কাটিয়া চয়ন করিয়া লওয়া চলে যাহাতে; অথবা, যে সত্তা কামড়াইয়া কামড়াইয়া (একের পর এক গ্রাস পূর্ণ করিয়া) প্রজাদিগের সম্পদকে 'আমার অংশ' (মাংস) বলিয়া ভক্ষণ করে; কিংবা, সুদ খায় যে; অথবা, যে স্বেচ্ছাচারী শাসক সরকারী দ্রব্যের দাম, কর, খাজনা ইত্যাদি ইচ্ছাখুশি বাড়াইয়া দিয়া প্রজাদিগের সম্পদ ভক্ষণ করে; কিংবা, দৃশ্যতই, কামড়াইয়া মাংস তুলিয়া লইয়া ভক্ষণ করে যে; অথবা, যাহারা মরুদেশ হইতে মাঝেমধ্যে ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতসমাজের সম্পদ লুঠ করিয়া লইয়া যাইত। / পিশিত-গ্রহণেচ্ছা ব্যাপ্ত করে যে। (পাণিনি - ব.শ.)। ❐ স্বেচ্ছাচারী শাসক, সুদখোর, কুবেরের অনুচর এক যক্ষপতি, দেবযোনিবিশেষ, অশুচিমরুদেশবাসী। *

পিশাচকী : ● **পিশাচ**-এর কর্ম্ম করে যে সক্রিয় আধারশক্তি। ❐ সুদখোর, কুবের (আদি ব্যাঙ্ক)। *

পিশিত : ● **পিশ** (সক্রিয়ভাবে পতিত হইয়া শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাটিয়া লওয়া) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা কামড়াইয়া গ্রাসপূর্ণ করিয়া লওয়া হয় বা হইয়াছে। ❐ সম্পদ, (সাদৃশ্যে) মাংস, আমিষ। *

পিষ : ● **পি** (সক্রিয়ভাবে পতিতের) দিশাগ্রস্ত

শক্তি প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা গুঁড়া করা ও বাটিয়া ফেলা হয়। ⊓ পেষণ করা, গুঁড়া করা, বাটিয়া ফেলা, পেষা।

পিষ্ট : ● **পিষ** তারিত বা টঙ্কারিত যাহাতে। ❒ কৃতপেষণ, ঘৃষ্ট, দলিত, চূর্ণিত দ্রব্যমাত্র।

পিষ্টক : ● **পিষ্ট** কৃত যাহাতে। ⊓ পিষ্টবিকার-বিশেষ, তণ্ডুলচূর্ণ-বিকারবিশেষ, চালের পিঠা, রোটিকা, তিলচূর্ণ।

পী : ● **পি**-র আধার যে; অথবা, সক্রিয়ভাবে প্রাপণ (পালন, পান, পতন, পাতন ... ইত্যাদি) করে যে।

পীঠ : ● **পী**-র (সক্রিয় প্রাপণেচ্ছাকারীর আধারের) টঙ্কারস্থিতি যাহাতে; অথবা, যে স্থানে প্রাপণকারীর টঙ্কার তাহার স্থিতিরূপ ধারণ করিয়া বিরাজিত আছে; অথবা, যে মানসিক, সামাজিক, ভৌগোলিক স্থান বিশেষ বিশেষ জ্ঞানসম্পদ, ধনসম্পদ প্রভৃতি প্রাপণের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে; (কিংবা, একালের ভাষায়, যথা, আজকের বাঙ্গালোর শহরটি ভারতের আন্তর্জালিক শিল্পতন্ত্রের **পীঠ**স্থান হইয়া উঠিয়াছে)। ⊓ ব্রতীর আসন, আসনবিশেষ, (সাদৃশ্যে) পীঁড়ি, পাদাসন ...। *

পীঠস্থান : ● **পীঠ**-রূপ স্থান যাহাতে; অথবা, (মহেঞ্জদারো সভ্যতা ধ্বংসের কালে বা আদি সামাজিক প্রলয়কালে) এশিয়ার কারুজীবী জনগোষ্ঠী যে ৫১টি ভৌগোলিক স্থানে অভি-বাসিত হইয়া তাহাদের বসতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। / উপবিষ্টের শ্রম নাশ করে যে। (ব.শ.)। ⊓ বিখ্যাত ৫১টি স্থান, যেখানে সতীর দেহাংশ শিব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। *

পীড় : ● **পী**-র (পতনকারীর) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহা উপরে আসিয়া পতিত হয় বা **পড়ে** (ফলে যাহার উপরে পড়ে সে আহত হয়, কষ্ট পায়)। ❒ উৎপতন, (লক্ষণার্থে) পীড়ন করা, আহত করা।

পীড়ক : ● **পীড়ন** করে যে। ❒ পীড়য়িতা, বাধক।

পীড়ন : ● **পীড়** (উৎপতন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, উপরে আসিয়া পড়া চলমান যাহাতে (ফলে, পীড়িতের ব্যথা চলমান যাহাতে)। ❒ ব্যথন, দুঃখজনন, শত্রুকৃত পীড়া, আঘাত, শস্যাদিমর্দ্দন, চাপ দেওয়া ... ইত্যাদি।

পীড়া : ● **পীড়**-এর আধার যে; অথবা, যে আচরণে বারংবার অন্যের উপর পতিত হওয়া চলে (ফলে, তাহার পক্ষে সেটি নিয়ত কষ্টের কারণ হয়)। ❒ আর্ত্তি, ব্যথা, হিংসা, বেদনা, দুঃখ, (ব্যঞ্জনার্থে) রোগ।

পীড়াকর : ● যাহা **পীড়া** দান করে, অথবা, **পীড়া** দেয়। ❒ পীড়াজনক, পীড়ক।

পীড়াপীড়ি : ● **পীড়া** ও **পীড়ি** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **পীড়**করণ (উপরে পড়িয়া চাপ দেওয়ন) করা হইয়াছে এবং **পীড়**করণ করা চলিতেছে। ❒ অতিশয় পীড়ন, সনির্বন্ধ অনুরোধ।

পীড়িত : ● **পীড়** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যে **পীড়**কৃত হইয়াছে বা যাহার উপরে পতিত হওয়ার কারণে সে কষ্ট পাইতেছে বা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ⊓ উৎপতিত, আহত, আক্রান্ত।

পীত : ● যে (উজ্জ্বল বর্ণ) পান করিয়াছে; অথবা, সামাজিক সম্পদ পান করিয়াছে যে। ⊓ (সাদৃশ্যে) হরিদ্রাবর্ণ, পিঙ্গল।

পীযূষ : ● **পী** (পানীয়) রূপে **যূ** (নবোত্তীর্ণ গমন) যে নিঃসারিত (বিচ্ছুরিত) দিশাগ্রস্ত শক্তির; অথবা, ফলাদি (কর্ম্মফলাদি,

অভিজ্ঞতাদি) হইতে নিঃসারিত রস পানীয় যাহাতে; কিংবা, যে কর্ম্মফলাদির (অভিজ্ঞতার, ইতিহাসের) নির্য্যাস অমৃত বা অমৃতসমান; অথবা, যে **যূষ** (juice) অবশ্য পেয়। ◘ ইতিহাস-সার, জ্ঞানসার, অমৃত, সুধা, অদৃশ্য মধু, (সাদৃশ্যে) রসভূত পয়ঃ, নবপ্রসূতা গবীর সপ্তদিবসাধি ক্ষীর, দুগ্ধ, দৃশ্য মধু। ❋

পু : ● যে প্রাপণ বা প্রাপণকারী নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে; অথবা, পালনসীমার (এলাকার, পরিধির) ঊর্দ্ধে বা নিম্নে বলিয়া অ**পালন** বা নিষ্কাশন করা হয় যাহাকে।

পুং : ● **প**-এর (পালনের) বিপরীত বা বিকল্প রহস্যময় আচরণ করে যে; অথবা, **পু** (নবরূপে উত্তীর্ণ **প** অর্থাৎ, প্রাপণ > দান, পালন > প্রতিপালন, পান > পান করান ... ইত্যাদি বাচক ক্রিয়াদি) রহস্যময়ভাবে করে যে; কিংবা, অস্তিত্বের কারণস্বরূপ আধেয় বা বিশেষ নিয়মের (নীতির) প্রচলন করে যে; অথবা, জগজ্জালের টানা (তরঙ্গ) সূত্রগুলির উপর পোড়েনের (কণার) সূত্রগুলি দান করে যে। ◘ টানার পোড়েন, তরঙ্গের কণা, স্ত্রীং-এর পুং, প্রকৃতির পুরুষ, প্রয়োগের তত্ত্ব, পরিচালিতের পরিচালক, পত্নীর স্বামী ...। ❋

পুংলিঙ্গ : ● **পুং** (পুরুষ, তত্ত্ব, পরিচালক ... ইত্যাদি স্বরূপ) **লিঙ্গ** (লীন হইতে গমন করে যে) যাহার; অথবা, **পুং**-রূপী পরিপূরক সত্তা যে। / যাহার লিঙ্গ পুংতুল্য। (ব.শ.)। ◘ পুংস্ত্বযুক্ত (শব্দ), (ব্যাকরণে) পুংস্ত্ববোধক শব্দ, পুংশ্চিহ্ন, শিশ্ন, শব্দের পুংস্ত্ববোধকতা, (বিজ্ঞানে) পরিপূরক বা participator।

পুংশ্চল : ● যে **পুং**-শক্তি (স্ত্রীর স্বামীরূপ শক্তি) চলমান থাকে (অর্থাৎ আপন স্ত্রীতেই স্থির থাকে না, অন্য অন্য স্ত্রীতেও গমন করে।) / যে পুরুষ পরস্ত্রী গমন করে। (ব.শ.)। ◘ ব্যাভিচারী।

পুংশ্চলী : ● **পুংশ্চল**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে স্ত্রী আপন স্বামীতেই স্থির থাকে না, অন্য অন্য পুরুষের নিকটেও চলাচল করে। ◘ অসতী কুলটা, পতিচঞ্চলা, ইন্দ্রিয়চপলা।

পুংসবন : ● যাহাতে **পুং**-এর (পুরুষের, তত্ত্বের, পরিচালকের, স্বামীর ...) একরৈখিক শক্তি প্রয়োগ (বা বীর্য্য নিষেক) করা হয়। /যাহার দ্বারা পুত্রের প্রসব সাধিত হয়। (ব.শ.) ◘ উৎপত্তি-কারণ, পুত্রোৎপত্তি-কারণ, পুত্রোৎপত্তিকারণ গর্ভিণীর সংস্কারভেদ।

পুংস্ত্ব : ● **পুং**-এর অস্তিত্ব বহন করে যে। ◘ পুরুষভাব, পুরুষত্ব, শুক্র, পুংলিঙ্গতা।

পুঁই : ● নবরূপে উত্তীর্ণ পালনের রহস্যরূপ সক্রিয় যাহাতে। ◘ একপ্রকার তেজপূর্ণ শাক।

পুঁচ : ● **পুঁ** (নবরূপে উত্তীর্ণ পতনের রহস্যরূপ) চয়িত যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে তাহার স্বরূপ-স্বগুণের একটুখানি বাহির হইয়া আসে।

পুঁচকে : ● **পুঁচ** করিয়া এক দিকে বাহিরায় যে; অথবা, সত্তার রূপগুণের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ চয়নপূর্ব্বক বহির্গত হয় যাহাতে। ◘ সত্তার ক্ষুদ্র প্রতিনিধি, অত্যন্ত ছোট, অপরিণত।

পুঁজ : ● **পুঁ** (প্রদত্তের রহস্যরূপ) জনিত যাহাতে; অথবা, যাহা মানবদেহের চর্ব্বি কোষ প্রভৃতি প্রকৃতিশক্তি নিষিক্ত হইয়া জনিত ও একত্রিত হয়; কিংবা, মানবদেহের উদ্বৃত্ত (ফুলে ওঠা) কোষাদি একত্রিত যাহাতে (যে ফোঁড়া ইত্যাদিতে)। ◘ উদ্বৃত্ত ও নষ্ট কোষাদি, স্ফোটকাদির ঘন বিকৃত রক্ত। ❋

পুঁজি : ● (সমাজদেহের) **পুঁজ** (উদ্বৃত্ত

বাহ্যসম্পদ) সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে। ❐ সঞ্চিত ধন, ব্যবসায়ে মূলধন, (সাধর্ম্ম্যে) ভাণ্ডার, সঞ্চিত দ্রব্য, বিদ্যা-বুদ্ধির বা কল-কৌশলের ভাণ্ডার।

পুঁজিপতি : ● **পুঁজি**র ব্যক্তিগতভাবে অধিকারী বা পতি যে; অথবা, যে মুষ্টিমেয় সমাজ-দেহকোষ সমগ্র সমাজদেহের কোটি কোটি কোষের দ্বারা অর্জ্জিত ও পুঞ্জকৃত চর্ব্বি তাহাদের অধিকারে রাখে; কিংবা, যাহাদের কারণে সমাজদেহ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ❐ প্রচুর পুঁজির ব্যক্তিমালিক।

পুঁজিবাদ : ● **পুঁজিপতি**র **পুঁজি** সংগ্রহের অধিকার, তাহার বিকাশসাধন ... ইত্যাদির পক্ষে সওয়াল করে যে-মতবাদ। / যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ বা পুঁজি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়; অথবা, যে ব্যবস্থায় পুঁজিপতি উৎপাদন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পুঁজির মালিকের ব্যক্তিগত মুনাফা স্বীকৃত হয়। (সংসদ বাংলা অভিধান, কলকাতা)। ❐ ধনতন্ত্রবাদ, capitalism।

পুঁটি : ● **পুঁট** (দ্র. **পুট**) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, একফোঁটা সম্পদের মালিকানার টঙ্কার থাকে যাহার (যে মালিকের)। ❐ (সাদৃশ্যে) একপ্রকার ছোট মাছ।

পুঁটে : ● **পুঁট** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, একফোঁটা অস্তিত্ব চলমান যাহাতে।

পুঁত : ● **পুঁ** (নবরূপে উত্তীর্ণ প্রাপণের অর্থাৎ প্রদানের রহস্যরূপ) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে ভূমিগর্ভে (বীজাদি) নিহিত করা হয়; কিংবা, মাটিতে (মৃতদেহাদি) গাড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ❐ ভূমিতে নিহিতকরণ, রোপণ, পোঁতা। ✱

পুঁতা (পোঁতা) : ● **পুঁত**-এর আধার যে (**পুঁত**-এর সার্ব্বিক আধার যে); অথবা, **পুঁত**করণ করা থাকে যাহাতে। ❐ ভূমিগর্ভে নিহিত করা, গাড়িয়া দেওয়া, খুঁটি ইত্যাদির ভূমিতে নিখাত অংশ।

পুঁতি : ● **পুঁত**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **পুঁত**করণ করিবার ন্যায় বীজাকার যে। ❐ কাচের ক্ষুদ্র সচ্ছিদ্র গুলী বা গুলীর মালা।

পুঁথি (পুঁথী) : ● **পুঁ**-পূর্ব্বক (...প্রদানের রহস্যকরণ পূর্ব্বক) তারণস্থিত সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (ভূগর্ভে বীজবপনের সাদৃশ্যে কাগজাদির গর্ভে) মনোভাব লিপিতে রূপান্তরিত করিয়া **পুঁত**করণ করিয়া রাখা হয় যাহাতে। ❐ প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক, গ্রন্থ।

পুক : ● **পু** (শব্দাদি প্রদান) করে যে; অথবা, ('কী দিচ্ছি দেখ দেখ' বলিয়া বা) কোনো কিছু ত্যাগ করিয়া আপন সজীবতা জানান দেয় যে; কিংবা, ক্ষীণ শব্দে বায়ুত্যাগ যাহাতে। (দ্র. **কুক, ধুকপুক**)। ❐ বায়ুত্যাগের শব্দ।

পুকুর : ● **পুক**-সমূহ (প্রদত্ত করণসমূহ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, ব্যক্তিমানুষের মানসিক ও বাহ্যিক করণের অর্জ্জনসমূহ রক্ষিত থাকে যে স্থানে; কিংবা, আদি যৌথসমাজ ক্রমশ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজে পরিণত হইতে থাকিলে যে-সকল ব্যক্তিগত 'মন-পুকুর' ও নিজ নিজ গৃহের পশ্চাতে ব্যক্তিগত 'বাহ্য-পুকুর'গুলি গড়িয়া উঠিতে থাকে। ❐ **পুষ্করিণী**।

পুকুর-চুরি : ● **পুকুর** চুরি করিয়া আনা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে যৌথ সামাজিক **পুষ্কর** হইতে বিপুল পরিমাণে সামাজিক বাহ্যসম্পদ চুরি করিয়া আনিয়া নিজ নিজ পুকুরে রাখা হয় (দ্র. **মধুকুল্যা**); কিংবা,

বিপুল পরিমাণে সরকারি সম্পদ চুরি করা হয় যাহাতে। ❐ বিপুল পরিমাণে রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপহরণ। *

পুঙ্খ : ● **পুং** (প্রদানের রহস্যরূপ) খনন করা হয় যাহাতে; অথবা, **পুংস্ত্ব** (সত্তার ভিতরে তাহার অস্তিত্বের কারণস্বরূপ যে নীতি বিদ্যমান, তাহা) খনন করা হয় যাহাতে; কিংবা, সত্তার পশ্চাতে সত্তার যে মূল 'স্বরূপ-স্বগুণ' বা **পুমস্** (পুমস্-এর ধ্বংসাবশেষ) লাগিয়া থাকে (কলার মোচা, নবজাতের নাড়ী-ফুল প্রভৃতি), তাহাকে খোঁচানো হয় যাহাতে। ❐ মূলানুসন্ধান, (সাদৃশ্যে) বাণমূল। *

পুঙ্খানুপুঙ্খ : ● **পুঙ্খ** ও তাহার অনু**পুঙ্খ** যাহাতে; অথবা, সত্তার মূলনীতি ও তাহার মূলাদির অনুসন্ধান করা হয় যাহাতে। / পুঙ্খের অনু পুঙ্খ যাহাতে; অথবা, এক শরের পুঙ্খে সংলগ্ন অন্য শরের পুঙ্খ যেরূপে হয়, তদ্‌ভাবে। (ব.শ.)। ❐ মূল ও তস্য মূলের অনুসরণ, (সাদৃশ্যে) পরম্পরাভাবে, নিরন্তর। *

পুঙ্গব : ● পুংসত্ত্বার গমন বহন করে যে।

পুচ্ছ : ● **পু** (প্রদান) করিয়া চয়নকরণ আচ্ছাদিত যাহাতে; অথবা, বুদ্ধিদানাদি করিয়া যে সুবিধাদি চয়ন করা হয় তাহা আচ্ছাদিত রাখে যে (নামের পরে থাকা যে উপাধির লেজ)। ❐ শিক্ষাকেন্দ্র প্রদত্ত উপাধি, ডিগ্রি, (সাদৃশ্যে) লেজ, লাঙ্গুল।

পুঞ্জ : ● **পুং** (প্রদত্তের রহস্যরূপ) জনিত যাহাতে; অথবা, যাহা সমাজদেহের মেধা শ্রম প্রভৃতি পুংশক্তি প্রযুক্ত হইয়া জনিত ও একত্রিত হয়; কিংবা, মানবজাতি বা গোষ্ঠী রূপী উৎপাদক (পুরুষ) কর্তৃক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত (ফুলে ওঠা) বাহ্যসম্পদ একত্রিত হয় যাহাতে। / যাহা উচ্চতায় পুরুষকে জয় করিতে পারে। (ব.শ.)। ❐ একত্রীভূত সামাজিক উদ্বৃত্ত বাহ্যসম্পদ, ধান্যাদিরাশি, (সাদৃশ্যে) স্তূপ, সমূহ, চয়। *

পুঞ্জি : ● **পুঞ্জ** (একত্রীভূত সামাজিক উদ্বৃত্ত বাহ্যসম্পদ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (পোষা হাতি যেরূপ বুনো হাতি ধরিয়া আনিতে যায় তদ্রূপ) যে **পুঞ্জ**কৃত বাহ্যসম্পদ পরে আরো বাহ্যসম্পদ আনয়ন করিতে যায়। ❐ ব্যবসায়ে মূলধন। *

পুঞ্জিকস্থলা : ● **পুঞ্জি** করণের স্থল বা স্থান রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল যে জনগোষ্ঠী। ❐ অপ্সরাবিশেষ, অপর নাম অঞ্জনা, হনুমানের মাতা। *

পুঞ্জীকৃত : ● **পুঞ্জি**র আধার কৃত যাহাতে। ❐ পুঞ্জীভূত, রাশিভূত, মহাস্তূপীভূত।

পুট : ● **পু**-এর (অপালনের) টঙ্কার থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে ত্যক্ত বা প্রদত্ত সত্তার একটি মাত্র পদ থাকে। ❐ পাত্র, কোশ, পত্রাদিরচিত পানপাত্র (**পর্ণপুট**), লুডো খেলার গুটির একফোঁটা।

পুটক : ● **পুট পুট** করিয়া যাহা বাহির হয়। ❐ নিঃসারিত ফোঁটা ফোঁটা মধু, মাল, পণ্য।

পুটকি : ● **পুটক** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে **পুট পুট** করিয়া মল নির্গত হয়। ❐ পায়ু, মলদ্বার।

পুড় : ● **পু**-এর (প্রদত্ত তেজের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহাতে অদৃশ্য মনোলোকের বিষয় ও দৃশ্য বাহ্যলোকের বস্তু দগ্ধ হইয়া যায়। ❐ মুখপুড়ী, দগ্ধ, জ্বলা, জ্বালান।

পুড়ন : ● **পুড়** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ জ্বলন, জ্বালা, দাহ।

পুড়া : ● **পুড়**-এর আধার যে; অথবা, **পুড়**-করণ (পুড়ে যাওয়া) চলে যাহাতে। ❐ দগ্ধ

হওয়া, ভস্মীভূত, দগ্ধ নিরামিষ ব্যঞ্জনবিশেষ।

পুণ : ● **পু**-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ পালনের) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা পালনাদি তাহার অভিজ্ঞতা, কদর, ও মূল্যাদিতে পরিণত যাহাতে; অথবা, পদার্থকে নবরূপে উত্তীর্ণ (ভোগ্যদ্রব্যে পরিণত) করিবার পালন-বুদ্ধি, পালন-মূল্য লব্ধ যাহাতে। ⊓ বোধ, কুশলতা, অভিজ্ঞতা, কদর, সার্থকতা, মূল্য, মূল্যবোধ।

পুণ্ড্র : ● **পুণ**-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ পালনের রহস্যরূপের) গড়ান-উড়ান রহে যাহাতে; অথবা, যে জাতি ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়াদি করিত। ⊓ একপ্রকার ইক্ষু, তিলক, বাংলার প্রাচীন জনপদ বা জাতির নাম, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা উত্তরবঙ্গ।

পুণ্য : ● **পু** (প্রদত্ত মেধা-শ্রমাদি) চলমান থাকে যাহাতে (যে সম্পদে); অর্থাৎ, মানসিক শারীরিক শক্তির দ্বারা সৃজন করিয়া এবং সেই সৃষ্টি দান করিয়া যে মানসসম্পদ ও বাহ্যসম্পদ লাভ করা যায়; অথবা, মেধা ও শ্রম প্রদান করিয়া কিছু উৎপাদন করিয়া ও বিক্রয় করিয়া যে অর্থ লাভ করা যায় (যে অর্থে সেই মেধা ও শ্রম মূল্যরূপে চলমান থাকে); কিংবা, পণ্য-উৎপাদন করিয়া (**পাপ** করিয়া) সামাজিক **পণ্য**প্রবাহে ভাসাইয়া দিলে (হাটে বিক্রয় করিয়া দিলে) যে অর্থমূল্য বা 'পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ' লাভ করা যায়; অথবা, (বৈদিক ও হিন্দু ধর্ম্মাধিকারীদের দ্বারা নিন্দিত ও নিষিদ্ধ কিন্তু উপনিষদবাদী, সাংখ্যবাদী, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ... প্রভৃতি ধর্ম্মাধিকারীদের দ্বারা প্রশংসিত) **পণ্য**াদি উৎপাদন করিয়া ভারতবাসীর মনে যে মনঃপীড়া (পাপ) হয়, তাহার নিরসন করিয়া যে সন্তোষ লাভ করা যায়। ⊓ (মানসিক **পুণ্য**) আনন্দ, তৃপ্তি, সন্তোষ, স্বস্তি, শান্তি, (বাহ্যিক **পুণ্য**) অর্থ, টাকা, সোনাদানা, (**পুণ্য**করণ) পাবন, পবিত্রকরণ, পাপহরণ, (পণ্যবাদীর দৃষ্টিতে) চারু, প্রশস্ত, সুরভি, সদাচার, নির্ম্মল, শোভনকর্ম্মান্বিত, শুভাদৃষ্টবান, ধর্ম্ম। ✱

পুণ্যকীর্ত্তন : ● যাহাতে **পুণ্য**-এর **কীর্ত্তন** করা হয়। ⊓ পবিত্রনামকীর্ত্তন, নগদ-নারায়ণ।

পুণ্যকীর্ত্তি : ● **পুণ্য** কীর্ত্তি যাহার। ⊓ পূতযশাঃ, পুণ্যশ্লোক।

পুণ্যগন্ধ : ● **পুণ্য গন্ধ** যাহার; অথবা, **চম্পক** পুষ্পের গন্ধসমান গন্ধ যাহার। (দ্র. **চম্পা**)। ⊓ চম্পকগন্ধ, সুরভিগন্ধ। ✱

পুণ্যজন : ● **পুণ্য** করে যে জন; অথবা, **পুণ্য** লাভ করার জন্য পরিশ্রম করে যে জন; কিংবা, **পুণ্য** লাভ করার জন্য পরিশ্রমপূর্ব্বক **পণ্য** উৎপাদন করিয়া এবং তাহা বিক্রয় করিয়া 'পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ' বা অর্থ (টাকা) লাভ করে যে ব্যক্তি। / পুণ্যো-ৎপাদক-তপঃশীল (অর্থাৎ, পুণ্য উৎপাদনের জন্য তপঃ আচরণ করে যে।) (নীলকণ্ঠ / ব.শ.)। (বেদবাদীর দৃষ্টিতে বিরুদ্ধলক্ষণা) পাপী জন, রাক্ষস, যক্ষ। ✱

পুণ্যজনেশ্বর : ● **পুণ্যজন**দিগের **ঈশ্বর** যে। ⊓ যক্ষপতি, কুবের। ✱

পুণ্যফল : ● **পুণ্য** রূপে প্রাপ্ত যে ফল; অথবা, পণ্যোৎপাদন করিয়া ও তাহা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ লাভ করা যায়; কিংবা, অধর্ম্ম-কার্য্য হেতু জাত মর্মপীড়া **প্রায়শ্চিত্তা**-দির মাধ্যমে নিরসন করিয়া যে সন্তোষ লাভ করা যায়। ⊓ সুকর্ম্ম-পরিণাম, সুকর্ম্মসন্তান।

পুণ্যলোক : ● **পুণ্য** যে **লোক**; অথবা, যে সুখস্বর্গলোকে মানসসম্পদে বা বাহ্যসম্পদে সম্পদশালী মানুষেরা বিরাজ করেন। ⊓ জ্ঞানীগুণীজন, ধার্ম্মিকজন, পুণ্যপ্রাপ্ত বা পুণ্যপ্রাপ্য লোক, স্বর্গ।

পুণ্যারণ্য : ● যে অরণ্যে **পুণ্য** অর্জনের কাজ চলে; অথবা, যে সংসার-অরণ্যে পণ্যোৎ-পাদন ও পণ্যবিক্রয়পূর্ব্বক অর্থ-উপার্জ্জনের কাজ চলে; কিংবা, যে সংসার-অরণ্যে পণ্যজীবীর ধর্ম্ম আচরণ করা হয়; অথবা, যে কারুকর্ম্মশালায় বা তপোবনে পণ্য উৎপাদন করা হয়। ❒ ধর্ম্মারণ্য, তপোবন। ✱

পুৎ : ● প্রদানকারীর বা প্রদত্তের তারণ যাহাতে। ❒ পুত্র, নরকবিশেষ।

পুত : ● **পু** (নবরূপে উত্তীর্ণ প্রাপণ অর্থাৎ প্রদান) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে নারীগর্ভে নিহিত করা হয় (এবং যে স্থান হইতে সে পুত্র রূপে নির্গত হইয়া আসে)। ❒ নিষিক্ত বীর্য্য, পুত্র, বৎস, বাছা। ✱

পুতখাগী : ● **পুত** (পুত্র) খাইয়া চলে যাহার। ❒ মায়ের প্রতি গালিবিশেষ।

পুতু : ● **পুত** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে উৎপন্নকে ত্যাগ না করিয়া অত্যন্ত আদরযত্ন করা হয়। (দ্র. **আতুপুতু**)।

পুতুল : ● **পুতু** (...অত্যন্ত আদরযত্ন) লালিত যাহাতে; অথবা, যে সত্তাকে অত্যন্ত আদর-যত্ন করা হয়। ❒ মূর্ত্তি, প্রতিমূর্ত্তি, মাটির খেলনা, মেয়ের নাম।

পুত্র : ● **পুত্** (প্রদত্ত বীর্য্যাদির তারণ) রহে যাহাতে; অথবা, ক্ষেত্রে (নারী, ভূমি, কুমোরের মাটি, ছুতোরের তক্তা, তাঁতির সূতো ... ইত্যাদি সৎ-প্রকৃতির গর্ভে) **পুতকৃত** বীর্য্য শ্রম মেধা বুদ্ধি কলাকৌশল ইত্যাদি রহিয়া যায় তত্তদ প্রকৃতিগর্ভ হইতে জাত যে উৎপন্নে; কিংবা, আপন দেহমনের অংশ প্রয়োগ করিয়া মানুষ যাহা কিছু উৎপাদন করে। ❒ উৎপন্নমাত্র, সন্তান, পুত্রবৎ স্নেহভাজন, বৎস, তজ্জাতি ক্ষুদ্রবস্তু, শিশু, শাবক।

পুত্ত্র : ● **পুত্**-কে (প্রদত্ত বীর্য্যাদির তারণকে) ত্রাণ করে যে; অথবা, যাহা কিছু **পুতকৃত** হয় তাহাকে তাহার 'উৎপন্ন-স্বরূপে' নিষ্ক্রমণের সমস্যাদি হইতে ত্রাণ করে যে; কিংবা, জীবের বংশপ্রবাহ পিতৃদেহ হইতে শুক্ররূপে মাতৃগর্ভে **পুতকৃত** (নিষিক্ত) হইয়া ত্রাণ পায় বা পুনঃপ্রবাহিত হয় যে সন্তানের দ্বারা। / পুৎ নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে যে; অথবা, স্ববংশ-শুদ্ধি করে যে। (ব.শ.)। ❒ সুত, তনয়, জীবের সন্তান, **পাটলিপুত্র**। ✱

পুন : ● **পু** (প্রদান কার্য্য) নাকৃত হইয়া অনকৃত যাহাতে; অথবা, (চলমান তেজাদি) প্রদান কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাহারই পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সূচনা করা হয় যাহাতে। ❒ দ্বিতীয় বার, আবার, কিন্তু, পক্ষান্তরে।

পুনঃ (পুনর্) : ● **পুন** (পূর্ব্ববর্ত্তীর সমাপ্তি) যাহাতে (বা পরবর্ত্তীর সূচনা রহে যাহাতে); অথবা, পূর্ব্ববর্ত্তীর শেষ ও পরবর্ত্তীর সূচনা রহে যাহাতে। ❒ অপ্রথম, দ্বিতীয় বার, আবার, অবধারণ, পক্ষান্তর, প্রত্যাবর্ত্তন।

পুনঃপুনঃ : ● **পুনঃ**-র পরে **পুনঃ** যাহাতে; অথবা, **পুনঃ**-র পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ মুহুঃ, বারবার।

পুনরায় : ● **পুনর্**-এর অয়ন যাহাতে; অথবা, পরবর্ত্তীর সূচনার পর হইতে যাহা চলে। ❒ পুনর্ব্বার, পুনরপি।

পুনর্নবা : ● যাহা **পুনরায়** নবীকৃত হয়; অথবা, যাহা আবার নতুন করিয়া দেয় বা নতুন করিয়া দেখা দেয়। / ছিন্ন হইলেও পুনঃ নূতন (হয় যাহা)। (ব.শ.)। ❒ **নখ, শাকভেদ**।

পুনর্ব্বসু : ● পুনরায় বিনিয়োগ করেন যিনি; মরশুমে মরশুমে পুনর্ব্বার পণ্য উৎপাদন

করেন যিনি। / 'ক্ষেত্রজ্ঞরূপে পুনঃ পুনঃ দেহবাসী' (যিনি)। (ব.শ.)। ❐ (সেকালের ভাষায়) কাত্যায়ন মুনি ...।

পুনর্ভূ : ● পুনরায় রমণীরূপে ভূত হন যিনি। / যে নারী পুনর্ব্বার জায়া হয়; অথবা, যে নারী বাগ্‌দানের স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যের সহবাসে থাকে ও তৎপরিবারের অন্তর্গত হয়; কিংবা, যে নারী ক্লীব পতিত বা উন্মত্ত পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করে বা এক স্বামীর মরণে অন্য স্বামী আশ্রয় করে। (ব.শ.)। ❐ অন্যপূর্ব্বাবিশেষ। ✻

পুনশ্চ : ● **পুনঃ**-র সহিত চয়িত যে। ❐ পুনঃ, পুনর্ব্বার।

পুমপত্য : ● **পুম**-এর (**পুং** বা **পু**-এর সীমায়িত রহস্যরূপের) অপত্য যে। / পুমানের অপত্য। (ব.শ.)। ❐ পুংসন্তান, পুত্র।

পুমর্থ : ● যাহা **পুম**-এর **অর্থ** বা কার্য্য; অথবা, **পুম** মাত্রই যে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ রূপ চতুর্ব্বিধ কার্য্য অবশ্যই করিয়া থাকে। ❐ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ, পুরুষ-প্রয়োজন।

পুমান : ● **পুম** (**পুং** বা **পু**-এর রহস্যরূপ সীমায়িত রূপে) অন যাহাতে; অথবা, যাহাতে **পুং** এর স্বরূপ-স্বগুণের সীমায়িত রূপ চলমান থাকে। ❐ পুত্র, মনুষ্যজাতি, যথার্থ পুরুষ, পুংলিঙ্গ, পরমেশ্বর, (সাংখ্যে) পুরুষ, মনুষ্য।

পুম্‌স্ : ● প্রদত্তের সীমায়নের সর্ব্বশেষ (**কণা**) রূপ যাহাতে। ❐ শুক্র।

পুর : ● **পু** (প্রদত্ত তেজাদি) রহে যাহাতে; অথবা, (পিঠার ভিতরে **পুর** থাকার ন্যায়, বা পণ্যের ভিতরে মেধা-শ্রম থাকার ন্যায়) নানা প্রকারের অজস্র (স্থান-কাল-পাত্র স্বরূপ) আধারের প্রত্যেকটির ভিতরে যে তেজধারী সত্তা বা সত্তাসমূহ আধেয় রূপে প্রদত্ত থাকে; কিংবা, ব্রহ্মপুর বিষ্ণুপুর গোবিন্দপুর ফরিদপুর ... প্রভৃতি শত শত **পুর**-যুক্ত নামে অভিহিত স্থানে **পুর**-রূপে যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, গোবিন্দ, ফরিদ প্রমুখ তেজধারী বিরাজ করেন বা করিতেন; অথবা, যে স্থানে সামাজিক তেজাদি রূপে বহু মানুষ অবস্থান করেন। ... / যাহা লোকাদিতে পূর্ণ থাকে। (ব.শ.)। ❐ পূর্ণ, পূরিত স্থান, পূরিত বা পুরা কাল, পূরিত পাত্র (পিঠা, পণ্য), প্রাসাদযুক্ত স্থান, হট্টাদি-বিশিষ্টস্থান, গৃহ, দেহ, রাজধানী, বহুগ্রামীয়-ব্যবহারস্থান; পুরে দেওয়া, পূর্ণ করা, প্রবেশ করান, ঢুকান ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ✻

পুরঃ[1] **(পুরস্) :** ● **পুর**করণের শেষ যাহাতে; অথবা, যাহা তেজাদিতে পূর্ণ হইয়াছে; কিংবা, আপাত-সম্পূর্ণ তেজাদিধারী যে। ❐ নগর, পুরপিঠা, পুরোডাশ। ✻

পুরঃ[2] **(পুরস্) :** ● **পুর**করণের শেষ যাহাতে; অথবা, যে স্থান-কাল ইতোমধ্যেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কিংবা, যে **পুর**করণের কাজ সারিয়া ফেলিয়াছে; অথবা, যে সবার আগে (নতুন ধরনের) **পুর**করণ করিয়াছে; কিংবা, যে সবার আগে আগে চলিয়াছে। ❐ পূর্ব্ব দিকে দেশে বা কালে, আগে (পুরাকালে, সামনে), অগ্রতঃ, সম্মুখে। ✻

পুরঃপ্রহর্ত্তা : ● **পুর**[1]-এ (নগরে) থাকিয়া (শত্রুকে) প্রহার করে যে। ❐ নগরপাল, সৈন্য পুরোভাগে প্রহারকারক বা যোদ্ধা। ✻

পুরঃসর : ● **পুরঃ**[2]-তে সরে সরে যায় যে। ❐ অগ্রগ, পুরোগামী, পূর্ব্বক।

পুরঞ্জয় : ● **পুর** (নগর) জয় করে যে। / শত্রুর পুর জয় করে যে। (ব.শ.)। ✻

পুরন্দর : ● / শত্রুর বা অসুরের পুরকে

(নগরকে) বিদারণ করে যে। (ব.শ.)। ✱

পুরশ্চর্য্যা : ● **পুরঃ**[১]-তে যেরূপ **আচরণা**দি করা হয়। ❐ নাগরিকের কর্ত্তব্য, পুরস্ক্রিয়া।

পুরস্করণ : ● **পুরঃ**[২]-তে যে করা অন (চলমান) থাকে; অথবা, যাহাতে অগ্রগমন থাকে; কিংবা, অগ্রগমনের জন্য সম্মান প্রদর্শন থাকে যাহাতে। ❐ সম্মাননা, পূজন।

পুরস্কার : ● **পুরঃ**-তে (অগ্রে) যে **কার**; অথবা, অগ্রে কোনো বিশেষ কর্ম্ম করা হয় যাহাতে; কিংবা, অগ্রে করণের জন্য সম্মান প্রদর্শন করা হয় যাহাতে। ❐ অগ্রে করণ, সম্মান, স্বীকার, পারিতোষিক, সমাদর। ✱

পুরস্কৃত : ● **পুরঃ**করণ কৃত যাহাতে; অথবা, সবার আগে করণ করা হইয়াছে যাহাতে; কিংবা, যে **পুরস্কার** করার জন্য **পুরস্কার** (সম্মান) দেওয়া হইয়াছে যাহাকে। ❐ অগ্রে কৃত, পূজিত, স্বীকৃত। ✱

পুরা : ● **পুর**-এর আধার যে; অথবা, যাহা ইতোপূর্ব্বেই **পুর**কৃত (ভরা) হইয়াছে; কিংবা, যাহা আগে করা হইয়াছে। ❐ পূর্ব্বকালে, সদ্যঃ, আগে, পুরাকালে, পুরাণাদি। ✱

পুরাকথা : ● **পুরা** (আগেকার **পুর**করণ সংক্রান্ত ঘটনাবলী) বিষয়ক কথা যাহাতে। ❐ পূর্ব্ববৃত্ত, প্রাচীন কথা।

পুরাণ : ● **পুরা** (**পুর**করণ কৃত হইয়াছে যে কালে, তাহা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে বিগত কালে যাহা কিছু কৃত ভূত ঘটিত হইয়াছে, তাহাদের সমস্ত কথা বহমান বা চলমান আছে; কিংবা, যে গ্রন্থে যথাযথ ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে; অথবা, ব্যাসাদিরচিত **পঞ্চলক্ষণ** (সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত) দৃষ্ট হয় যে গ্রন্থে। ❐ পুরাভব, পুরাতন (বিপরীত **নূতন**), আদিম, চিরন্তন, আকাশাদি-**সৃষ্টির** পূর্ব্বেও নব, প্রাচীন, পূর্ব্ব, পুরাণকথা, ১৮টি মহাপুরাণগ্রন্থ ও অন্যান্য উপপুরাণগ্রন্থ। ✱

পুরাতন : ● **পুরা**-র তারণ চলমান যাহাতে; অথবা, যাহা ইতোপূর্ব্বে **পুর**কৃত তাহার স্বরূপ বর্ত্তমানে দৃষ্ট যাহাতে। (দ্র. **নূতন**)। ❐ পুরান।

পুরান (পুরাণ) : ● **পুরা** অন (চলমান) যাহাতে। (এই '**পুরান**' বানানে ণত্ববিধান অমান্য করা হয়, অন্যথায় ঠিক আছে।)

পুরনো (পুরাণ) : ● **পুর** (**পু**-রক্ষিত বা আগে কৃত, ভূত, ঘটিত) অন (চলমান) যে সার্ব্বিক আধারে; অথবা, **পুর** চলমান হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। (এতে ণত্ববিধান লঙ্ঘিত, এবং **পুরাণ** অর্থটি একপ্রকার বিবর্ত্ত লাভ করিয়া সঙ্কুচিত ও প্রতীকায়িত হইয়া গিয়াছে।)

পুরানো (পুরাণ) : ● **পুরা** অন (চলমান) যে সার্ব্বিক আধারে; অথবা, **পুরা** চলমান হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। (এতে ণত্ববিধান লঙ্ঘিত, এবং **পুরাণ**-এর সমস্ত অর্থ বর্জ্জন করিয়া কেবল তাহার 'সেকেলে হইয়া যাওয়া' অর্থটিকেই একমাত্র অর্থরূপে বহন করিতেছে।)

পুরি : ● **পুর** (প্রদত্ত তেজাদিরক্ষণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **পুর**করণ করা হয় যে আচরণে। ❐ পূর্ণ করি, পুরিয়া দিই, ঢোকাই।

পুরিয়া : ● **পুর** (... তেজাদিরক্ষণ) সক্রিয় হইয়া যায় যে আধারে; অথবা, যাহাতে কিছু **পুর** ঢুকাইয়া রাখা হয়। ❐ পাতা বা কাগজের পুটিকা বা মোড়া, ঔষধের একমাত্রার মোড়া।

পুরী : ● **পুর**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহাতে **পুর** (প্রদত্ত তেজাদিরক্ষণ) সক্রিয় ভাবে থাকে; কিংবা, জ্ঞান-**পুর**, মহৎ-**পুর**,

বীর-**পুর**, রস-**পুর** ... ইত্যাদি থাকে যাহাতে (যথাক্রমে, কেশব**পুরী**তে, কাশীক্ষেত্র**পুরী**তে, প্রাসাদ**পুরী**তে, পিঠা**পুরী**তে)। / যাহা তত্ত্বে পূর্ণ (থাকে)। (ব.শ.)। ◻ সন্ন্যাসীর উপাধিভেদ (কেশবপুরী, তোতাপুরী ইত্যাদি), দেহ, উড়িষ্যার পুণ্যক্ষেত্রবিশেষ, পুর দেওয়া পিষ্টকবিশেষ, ডালপুরী ...। *

পুরীষ : ● **পুরী**র দিশাগ্রস্ত শক্তিপ্রভৃতি প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, যাহাতে 'হাঁসের ঝোলের ঝোলের ঝোলের ঝোল ...' বানান চলিতেই থাকে (দ্র. **আঙ্গিরসগণ**); কিংবা, যাহাতে তেজাদিধারীর (**পুরী**র) বারংবার পুনরাবৃত্তিমূলক প্রয়োগ চলিতেই থাকে (ফলে, জ্ঞান মহত্ত্ব বীরত্ব রস ... সবই মল-এ পর্য্যবসিত হয়); অথবা, মেধা-শ্রম পুর দিয়া যে পণ্য উৎপাদিত (দিশাগ্রস্তভাবে নিঃসারিত) হয়। ◻ (সাদৃশ্যে) মল, বিষ্ঠা। *

পুরু : ● **পুর** (প্রদত্তের রক্ষণ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে তেজাদিকে ক্ষেত্রে প্রদান করিয়া রাখা হয় না, উলটে গ্রহণ করিয়া লওয়া হয় (ফলে যাহা মোটা বা স্থূল হইয়া উঠে)। ◻ স্থূল, মোটা, স্তর, পরদা, প্রভূত, চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিশেষ। *

পুরুত : ● **পুরু** তারিত যাহাতে; অথবা, বাহ্যিক বা মানসিক **পুর** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তারিত হয় যাহার দেহে বা মনে; কিংবা, যাহাতে বাহ্যিক **পুর** বা চর্ব্বি জমিয়া পেটের চামড়া **পুরু** হইয়া যায়, পেটে ভুঁড়ি হয়, এবং বুদ্ধিতে মানসিক **পুর** বা চর্ব্বি জমিয়া মানুষ অহঙ্কারী হইয়া যায় (কিন্তু যাহার বুদ্ধিতে **পুর** না জমিয়া চিত্তে **পুর** জমে, সে **পুরুত** হয় না, **পুরোধা** বা **পুরোহিত** হয়। (দ্র. **পুরোহিত**।) ◻ মন্দ স্বভাবের পুরোহিত। *

পুরুষ : ● **পুর**-কে (সর্ব্বপ্রকারের প্রদত্ত তেজাদি রক্ষণকে) নবরূপে উত্তীর্ণ করিয়া দিশাগ্রস্তভাবে প্রয়োগ, দান, বিচ্ছুরণ ... করে যে; অথবা, **পুর** সহযোগে উষ্কানি দেয় যে; কিংবা, **পুরু** শায়িত থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দেহে প্রাণরূপে, মানবাস্তিত্বে আত্মা (আমিত্ববোধ) রূপে, জীবনে ধর্ম্মরূপে, পরিবারে কর্ত্তা রূপে, সমাজে পরিচালক রূপে, কর্ম্মে জ্ঞানরূপে, প্রয়োগে তত্ত্বরূপে ... ইত্যাকার সর্ব্বপ্রকারের আধারে (প্রকৃতিতে) আধেয় (**পুরুষ**) রূপে সক্রিয় থাকে। (দ্র. **প্রকৃতি**, **প্রকৃতি-প্রত্যয়**)। / দেহে জীবরূপে শয়ন করে যে। (ব.শ.)। ◻ ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা, মনুষ্যসামান্য, প্রতিনিধি, জন (মজুর), চক্ষুর তারা, ভর্ত্তা, পৌরুষবান যোধ, (ব্যাকরণে) উত্তম-মধ্যম-প্রথম পুরুষ, বংশের সন্তান পরম্পরা, প্রজন্ম, (পৌরাণিক ভাষায়) ব্রহ্মা (জ্ঞানচর্চাকারী), বিষ্ণু (জ্ঞান ও ধন চর্চাকারী), শিব (জ্ঞান-কর্ম্মের অগ্নিশিখা বহনকারী আবিষ্কারক বা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় স্রষ্টা), আদিত্যান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ (রাজা), (সাংখ্যদর্শনে) প্রকৃতিবিকার-বহির্ভূত পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব। *

পুরুষকার : ● **পুরুষ**-এর **কার** যাহাতে; অথবা, **পুরুষ**গুণসম্পন্ন করণ থাকে যাহাতে। (দ্র. **পুরুষার্থ**)। ◻ পুরুষচেষ্টিত, পৌরুষ, উদ্যোগ, পুরুষব্যাপার। *

পুরুষজ্ঞান : ● যাহা দ্বারা **পুরুষ**কে জানিতে পারা যায়; কিংবা যে **পুরুষ**কে জানিতে পারে। ◻ পুরুষবিশেষজ্ঞাতা, দৃষ্টিমাত্রে পুরুষস্বভাব-জ্ঞানের শক্তি। *

পুরুষডাকিনী : ● যে প্রকৃতিসত্তা **পুরুষ**কে

ডাকে। ◻ পুরুষসম্ভোগে অতিস্পৃহাবতী-স্ত্রী।

পুরুষ-প্রকৃতি : ● **পুরুষ** ও **প্রকৃতি**র সমুচ্চয়ী সম্মিলন যাহাতে; অথবা, 'তেজাদি রক্ষণকে নবরূপে উত্তীর্ণ করিয়া দিশাগ্রস্তভাবে প্রয়োগাদি করে যে' (**পুরুষ**) এবং 'যাহা দুইয়ের মিলনে সৃজিত হইয়া স্ব-ভাবে সক্রিয় থাকে' (**প্রকৃতি**) — এই দুই সত্তা পরিপূরক রূপে মুখোমুখি যাহাতে; কিংবা, সমগ্র বিশ্বজগৎ 'পুরুষ-প্রকৃতি রূপে বিভাজিত হইয়া কামসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া' — দেশে রাজা যখন **পুরুষ** প্রজা তখন **প্রকৃতি**, জগতে অতিচেতন যখন **পুরুষ** বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন **প্রকৃতি**, নিসর্গে (nature-এ) মানব-সভ্যতা যখন **পুরুষ** সমগ্র বাহ্যপৃথিবী তখন **প্রকৃতি**, সামাজিক সংস্থায় কর্মাধ্যক্ষ যখন **পুরুষ** কর্মীসহ সমগ্র সংস্থা তখন **প্রকৃতি**, বিদ্যাক্ষেত্রে অধ্যাপক যখন **পুরুষ** ছাত্রগণ তখন **প্রকৃতি**, পরিবারে কর্তা যখন **পুরুষ** পরিবার-সদস্যগণ তখন **প্রকৃতি**, স্ত্রী-আচারে গৃহকর্ত্রী যখন **পুরুষ** স্বামী সহ সকল পরিজন তখন **প্রকৃতি**, দাম্পত্যে স্বামী যখন **পুরুষ** স্ত্রী তখন **প্রকৃতি**, জীবে প্রাণ যখন **পুরুষ** দেহ তখন **প্রকৃতি**, ... অণুতে শক্তিরূপিণী (এনার্জি) যখন **পুরুষ** ভর তখন **প্রকৃতি**, কর্মযজ্ঞে বা কারখানায় নিয়োগকর্তা যখন **পুরুষ** তখন নিযুক্ত শ্রমিক সহ সমগ্র কারখানাই **প্রকৃতি**, সেই শ্রমিক যখন **পুরুষ** যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল তখন **প্রকৃতি**, আবার যন্ত্রপাতি যখন **পুরুষ** কাঁচামাল তখন **প্রকৃতি** ... ইত্যাদি ইত্যাদি। *

পুরুষমেধ : ● **পুরুষ**গণের **মেধ** যাহাতে; অথবা, যে উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে সৃজনশীল মানুষদের আবিষ্কার-উদ্ভাবনমূলক-মেধা ও শ্রমশক্তির নিষেক ঘটান হয়। *

পরুষার্থ : ● **পুরুষ**-এর অর্থ (ক্রিয়া) যাহা; অথবা, প্রাকৃতিক-সামাজিক-দৈহিক নীতি-নিয়ম (ধর্ম্ম) জানিয়া মানিয়া রক্ষা করিয়া বা নীতিমান হইয়া, আত্ম-অভাব-পূরণপূর্ব্বক আত্মধারণ ও আত্মবিকাশের (অর্থ ও কাম-এর) মাধ্যমে পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধের বন্ধন-সমূহ হইতে মুক্তিলাভের (মোক্ষের) চেষ্টায় সমুচ্চিত কর্ম্ম (আনন্দে কর্ম্ম) করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন, তৎপরে দেবত্ব অর্জ্জন, এবং অবশেষে ব্রহ্মত্ব অর্জ্জন করিয়া 'সো অহং', 'অনল্-হক্', 'I and my Father are One' ... উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হইয়া মোক্ষ লাভ করা সম্ভব হয়। (স্মর্ত্তব্য যে, **পুরুষার্থ**, **পুরুষকার** প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ উভয়ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য)। ◻ পুরুষের অভীষ্ট প্রয়োজন, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ — এই চতুর্ব্বর্গ, স্বর্গাদি, (বৈষ্ণবমতে) ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, পুরুষকার, পৌরুষ। *

পুরুষ্ট : ● **পুরুষ্** (প্রদত্ত তেজাদি রক্ষণকে নবরূপে উত্তীর্ণ করিয়া দিশাগ্রস্তভাবে দান) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, **পুরুষ**-করণ কৃত হইয়া সর্ব্বোচ্চ রূপে বিকশিত হইয়াছে যে। ◻ পুষ্টিপ্রাপ্ত, পরিণত (ফল)।

পুরোগ : ● **পুরঃ** (আগে বা সামনে) গমন করে যে; অথবা, সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিতে (বিপদে আপদে) আগে আগে চলেন যিনি। ◻ অগ্রগামী, প্রধান, পুরোগত, পূর্ব্বগ। *

পুরোডাশ : ● **পুরঃ** ডয়নের আশ যাহাতে; অথবা, যাহাতে (যে কর্ম্মযজ্ঞ-উৎপাদিত বস্তুতে) **পুর**স্বরূপ মেধা ও শ্রম প্রয়োগ করা হইয়াছে; কিংবা, যাহাতে **পুর** দেওয়া

হইয়াছে। / যাহা পুরঃ দত্ত হয়। (ব.শ.)। ◘ কর্ম্মযজ্ঞ হইতে উৎপাদিত বস্তু, উৎপন্ন, (পৌরাণিক ভাষায়) যজ্ঞিয় পিষ্টকভেদ, হবির্ভেদ, সোমরস, (সাদৃশ্যে) পুরপিঠা। *

পুরোধা : ● পুরঃ (বহুমানুষের বাসস্থানকে) ধারণ করেন যিনি। ◘ পুরোহিত। *

পুরোধাঃ : ● পুরঃ-এর (বহুমানুষের বাসস্থানের) আধারসমূহের শেষ বা সর্ব্বোচ্চ আধার যিনি। ◘ পুরঃ স্থাপনীয়, পুরোহিত।

পুরোহিত : ● পুরঃ-এর (বহুমানুষের বাসস্থানের) হিতসাধন করেন যিনি; অথবা, যাঁহার চিত্তে (বুদ্ধিতে নয়) **পুর** জমিয়া যাওয়ায় যিনি 'চিত্তাহঙ্কারী' হইয়া উঠেন এবং জীবনসর্ব্বস্ব জনসেবায় বিলাইয়া দিয়া সেই গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করেন (সেকালের বৈদিক বৌদ্ধ ইহুদি খ্রিস্ট ইসলাম হিন্দু প্রভৃতি সকল ধর্ম্মপ্রাণ জাতির প্রাচীন **পুরোহিত**দিগের ইহাই ছিল একান্ত **ধর্ম্ম**। বিপ. দ্র. **পুরুত**)। ◘ সর্ব্ব দৃষ্টদৃষ্টার্থ কর্ম্মে দানমান-সৎকারে আত্মসম্বন্ধ, পুরোধাঃ। *

পুল : ● পু (প্রদত্ত নন্দন) লালিত যাহাতে; অথবা, প্রদত্ত নান্দনিক উচ্চতা লালন করে যে; কিংবা, যাহাতে **নন্দন**-এর বা সৃষ্টিসুখের (আকস্মিক) অনুভবে মন নাচিয়া উঠে এবং দেহে রোমাঞ্চ হয়; অথবা, যাহাতে মানুষের মন ও দেহ ভিতরে ভিতরে আনন্দে ফুলিয়া উঠে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়া যায় যাহাতে। ◘ মহত্ত্ব, উচ্চীভাব হওয়া; (সাদৃশ্যে) সুড়ঙ্গপথ। *

পুলক : ● পুল (আনন্দিত) করে যে; অথবা, যাহা মানুষের মন ও দেহকে আনন্দ দিয়া ফুলাইয়া দেয়; কিংবা, যে আনন্দপূর্ণ উদ্ভাস জাগিয়া মানুষের মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে ধান্যের ভিতরে তণ্ডুল পূর্ণতা লাভ করিতেছে। ◘ রোমাঞ্চ, হর্ষ, (সাদৃশ্যে) কদম্বকেশর, শরীরের অন্তর্ভব ও বহির্ভব কৃমি।

পুলকিত : ● পুলক সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, **পুলক**কৃত হইয়া যাহার মন ফুলিয়া গিয়াছে এবং দেহ রোমাঞ্চিত হইয়াছে। ◘ সঞ্জাতপুলক, রোমাঞ্চিত, হর্ষিত, আনন্দিত।

পুলা : ● পুল-এর আধার যে; অথবা, **পুল**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যাহা **পুলী**-পিঠার বা পটোলের ন্যায় ফুলিয়া গিয়াছে। ◘ খড়ের বড় আঁটি বা মোট।

পুলায়িত : ● পুল-এর আধার সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা লাফাইয়া লাফাইয়া তারিত হইয়াছে বা গিয়াছে। ◘ অশ্বের 'পুলা'গতিতে (পটোলের উপরি-তলের রেখারূপের ন্যায় ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া) গমন, অশ্বের প্লুতগতি (gallop)। *

পুলিন : ● পুল (প্রদত্ত সৃষ্টিসুখ) ইন (অন্তর্নিহিত) যাহাতে; অথবা, **পুল** সক্রিয় হইয়া অনকৃত যাহাতে; অথবা, (অন্তর্নিহিত-ভাবে সঙ্গীত, সন্তান, জ্ঞানমূলক সৃজন, পণ্যাদি সৃজন চলিতে থাকায়) যাহা সমাজ-মনের বা সমাজদেহের উপরিতল ভেদ করিয়া দ্বীপের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়াছে; কিংবা, জনগণ (জল) হইতে উঁচু যে স্থান। / জল বা তোয় হইতে উত্থিত যে। (ব.শ.)। ◘ সমাজের দ্বীপস্বরূপ জ্ঞানচর্চাকারীদের লীলাক্ষেত্র, ধনচর্চাকারীদের বিনিয়োগ-ক্ষেত্র, পণ্য-উৎপাদকদের গোপন কর্ম্মক্ষেত্র, (সাদৃশ্যে) দ্বীপ, চর, চড়া। *

পুলিনবতী : ● পুলিনবৎ-এর প্রকৃতি আধার

যে; অথবা, **পুলিন** আছে যাহার; কিংবা, যে জনগণের মাঝে কিছু কিছু উচ্চ লীলা-ক্ষেত্র আছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে জলের বা জলপ্রবাহের মাঝে মাঝে দ্বীপের ন্যায় উচ্চস্থান আছে। ☐ (সাদৃশ্যে) দ্বীপসম্পন্না নদী।

পুলিনবিহারী : ● পুলিনে পুলিনে বিহার করেন যিনি; অথবা, জনসমাজের মাঝে মাঝে উঁচু (ধনী) হয়ে ওঠা লীলাক্ষেত্রগুলিতে বিহার করেন যিনি। ☐ শ্রীকৃষ্ণ। ✱

পুলিনভোজন : ● পুলিনে যে ভোজন করা হয়। ☐ যমুনাতীরে সখাবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের ফলাদি-ভোজন। ✱

পুলী : ● পুল সক্রিয় যে আধারে; অথবা, **পুল**করণ সক্রিয়ভাবে চলে যাহাতে; কিংবা, যাহার ভিতরে পুর থাকার জন্য তাহা দুধের ভিতর হইতে পটোলের ন্যায় বা দ্বীপের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া আছে। ☐ খাদ্যবিশেষ, নারিকেলের পুর দেওয়া পিষ্টকবিশেষ (জামাই-পুলী, দুগ্ধপুলী, চন্দ্রপুলী, আর। গোটাপুলী, মিঠাপুলী অনেক প্রকার)।

পুষ্কর : ● পুষ করা হয় যাহাতে; অথবা, **পুষ** (প্রদত্ত দিশাগ্রস্ত-তেজাদির প্রয়োগ) করা হয় বা মেধাশ্রমাদির প্রয়োগ করা (ঢোকানো) হয় যে অর্জ্জিত সম্পদে; অথবা, মানসিক ও বাহ্যিক তেজাদি দিশাগ্রস্তভাবে প্রয়োগ-পূর্ব্বক অর্জ্জিত সম্পদ রক্ষা করা হয় যাহাতে; কিংবা, আদিম যৌথসমাজের অর্জ্জিত জ্ঞানসম্পদ ও বাহ্যসম্পদ রাখা হইত যে স্থানে; অথবা, সমাজের অর্জ্জিত সম্পদসমূহ বা দুধ-সর ইত্যাদি রক্ষা করা হইত যে সরোবরে। (দ্র. **মধুকুল্যা**)। / শব্দ পোষণ করে যে। (ব.শ.)। ☐ সম্পদভাণ্ডার, মধ্**পুকুর**, দুধপুকুর, সপ্তদ্বীপের একতম, / (সাদৃশ্যে) বৃহৎ জলাশয়। ✱

পুষ্করিণী : ● পুষ্কর (মানসিক ও বাহ্যিক সম্পদ-সরোবর) সক্রিয়ভাবে চলমান থাকে যে প্রকৃতি-আধারে (যে ক্ষুদ্র পুষ্করে); অথবা, ব্যক্তিমানুষের অর্জ্জিত মানসসম্পদ ও বাহ্যসম্পদের বোধ বা অধিকার প্রভৃতি রাখা হয় যে ব্যক্তিগত 'মন-পুকুরে' বা নিজস্ব ক্ষুদ্র মানস-সরোবরে এবং (সাদৃশ্যে) অর্জ্জিত বাহ্যসম্পদ (মুদ্রাদি ঘড়ায় ভরিয়া বা অন্য ভাবে) রাখা হয় (হইত) যে বাহ্য-জলাশয়ে (যাহা বঙ্গের প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার গৃহের পশ্চাতেই খনন করিয়া তবেই গৃহনির্ম্মাণ করিতেন); কিংবা, যাহা হইতে স্নান-পান ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া গৃহস্থের সংসারযাত্রা অতিবাহিত হয় এবং যেখানে গৃহস্থের উদ্বৃত্ত খাদ্যাদি ঢালিয়া দেওয়া হয়; অথবা, (একালের শহুরে মানুষ) যে ব্যক্তিগত ডিগ্রি-ডিপ্লোমাদিতে তাহার জ্ঞানসম্পদ ও পার্সোনাল ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে তাহার বাহ্যসম্পদ রাখে। / পুষ্করের স্থান যাহা। (ব.শ.)। ☐ জলস্থান, **পুকুর**, পদ্মিনী, পদ্মসমূহ, পুষ্করমূল। ✱

পুষ্প : ● পুষ (ঢোকানো তেজাদি) পালিত যাহাতে; অথবা, প্রদত্ত দিশাগ্রস্ত-তেজাদি পালিত হয় যাহাতে (যে রজঃস্বলা নারীতে, ভোগ্যপণ্যে, গাছের ফুলে); কিংবা, বৃক্ষের স্বভাবজাত তেজাদি নিষিক্ত হইয়া পালিত হয় যাহাতে (যে কুসুমে) এবং যাহা পরিণত হইয়া পাকিলে তবেই তাহার ফল পাওয়া যায়; অথবা, সামাজিক সংস্থার তেজাদি পালিত হয় যাহাতে (যে পণ্যে) এবং যাহা ভোগ করিলে তবেই তাহার ফল পাওয়া যায়; ☐ স্ত্রীরজঃ, ভোগ্যপণ্য, ফুল,

চক্ষুরোগভেদ, ফুলী। * [৬০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানীতে বিশ্বে অন্যতম দেশ ছিল অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ। স্বভাবতই তার সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতিতে **পুষ্প (পণ্য, commodity) ও পুষ্পরস (মূল্য, value)** এবং তৎসংক্রান্ত শব্দের লক্ষ কোটি বার ব্যবহার স্বাভাবিক ছিল। অর্থবিস্মৃতির কারণে শব্দগুলির অধিকাংশের ব্যবহার এখন অপ্রচলিত। আমরাও কয়েকটি মাত্র শব্দের অর্থ দিয়ে সেই বিস্মৃত শব্দসম্ভার পরিহার করছি। তবে, তাদের তালিকা ও কিছু কিছু অর্থ আমাদের সংকলিত বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ গ্রন্থে ৮২ পৃষ্ঠায় **পুষ্‌** ক্রিয়ায় পাওয়া যাবে।]

পুষ্পক : ● **পুষ্প** (পণ্য উৎপাদন) করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা (যাহা বিনিয়োগ করিয়া) প্রচুর পরিমাণে **পুষ্প** (পণ্য) উৎপাদন করা যায়; কিংবা, যাহা সেকালে কুবেরের নিকট পাওয়া যাইত, একালে ব্যাঙ্কের নিকট পাওয়া যায়। ◻ মুদ্রা, রীতিপুষ্প, বিনিয়োগ-পুঁজি, কুবেরবিমান, (সাদৃশ্যে) পুষ্প, নেত্ররোগভেদ, মৃত্তিকার অগ্নিপাত্র। *

পুষ্পক-রথ : ● **পুষ্পক** (অর্থমুদ্রা) রথ (আবর্ত্তনস্থিতি) যাহার; অথবা, যাহা বিনিয়োগ করিলে সুদসহ ফিরিয়া আসে। ◻ চতুর্লোক কপাল কুবেরের আকাশচারী সর্বগতি রথ। *

পুষ্পকাল : ● যে কালে প্রকৃতিতে পুষ্পের আগমন হয়; অথবা, যে মরশুমে পণ্য হাটে আসে। ◻ পুষ্পসময়, বসন্তকাল, স্ত্রীরজঃকাল।

পুষ্পকেতন : ● **পুষ্পই** কেতন, কেতু, ধ্বজা, চাপ, ধনু, বাণ, শর, শরাসন, সায়ক, আয়ুধ ইত্যাদি যাহার; অথবা, পণ্য বিক্রয়ের জন্য **পুষ্পশর (পঞ্চশর, পঞ্চবাণ)** মারে যে; কিংবা, মানুষের মনে **পুষ্প**-এর (পণ্যের) প্রতি কামনা উদ্রেক করাই কেতন (বিশ্বাসের ধ্বজা) যাহার (যে বিজ্ঞাপণের); অথবা, **সম্মোহন** (মোহগ্রস্ত করা, মুগ্ধ করা, আত্মহারা করিয়া দেওয়া), **উন্মাদন** (উন্মত্ত করা, হুজুগে পাগলা করা), **শোষণ** (শুষিয়া লওয়া, তেল ও তেজ বাহির করিয়া লওয়া), **তাপন** (গরম খাওয়ান, গাছে তোলা, পাম্প খাওয়ান), **স্তম্ভন** (থমকাইয়া বা ঘাবড়াইয়া দিয়া পকেট কাটিয়া বা মারিয়া লওয়া) — এই পঞ্চবাণ মারে যে। *

পুষ্পরাজ : ● **পুষ্প**সমূহের রাজা যে; অথবা, যে **পুষ্প** (পণ্য) পারে যাইবার জন্য (রপ্তানি হইবার জন্য) জাত বা উৎপাদিত হইয়াছে। ◻ দিব্যপুষ্প, পারিজাত, পারুল, export-quality commodity। *

পুষ্পহীন-বৃক্ষ : ● **যে** সামাজিক সংস্থা সরাসরি ভোগের জন্য উৎপাদন করে, বিক্রয়ের জন্য করে না; অথবা, সেকালের যে আদিম সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) উৎপাদন সংগঠনগুলি পণ্য উৎপাদন করিত না; কিংবা, একালের যে সরকারী সংস্থা পণ্য উৎপাদন করে না। / যাহার ফুল হয় না, ফল হয়, তাদৃশ বৃক্ষ। (দ্র. **বনস্পতি**, ব.শ.)। ◻ পণ্যহীন আদিম বা বর্ত্তমান সামাজিক উৎপাদন সংগঠন। / (সাদৃশ্যে) বনস্পতি, অশ্বত্থপনসাদি। *

পুষ্পহীনা : ● **পুষ্প** নেই বা হয় না যাহার। ◻ উদুম্বর, রজোহীনা নারী। *

পুষ্পিতা : ● **পুষ্প** (তেজাদিরূপ রজঃ) সক্রিয় হইয়া তারিত যে আধারে; অথবা, যে নারী **পুষ্প**ধারণ করিয়াছে। ◻ রজঃস্বলা নারী, পুষ্পিণী, পুষ্পবতী। *

পুষ্ট : ● **পুষ** (প্রদত্ত দিশাগ্রস্ত-তেজাদি প্রয়োগ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, **পুষ**করণ বা পোষণ (ঢোকানো) টঙ্কারিত যাহাতে;

কিংবা, যাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে দেহের খোরাক দান করায় সে শারীরিকভাবে সুস্থ ও সবল (টনটনে) হইয়াছে; অথবা, যথেষ্ট পরিমাণে বাহ্যসম্পদ লাভ করিয়াছে যে। ❐ কৃতপোষণ, স্থূল, ধনাদিসমৃদ্ধ, দারিদ্র্য-কৃশতারহিত, পরিণতিপ্রাপ্ত ...। ✱

পুষ্য : ● পুষ (ঢোকানো তেজাদি বা পোষণ) থাকে যাহাতে; অথবা, পোষণ থাকে যাহাতে (যে স্থান-কাল-পাত্রে); কিংবা, যে কালে বা যে শাসকের শাসনকালে প্রজাগণ **হৃষ্টপুষ্ট** থাকে। ❐ পৌষমাস, সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ, কলিযুগ, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের অষ্টম নক্ষত্র।

পুষ্যা : ● পুষ্য-এর স্ত্রী-আধার যে। ❐ পুষ্য-স্ত্রী।

পুষ্যাভিষেক : ● পুষ্য (পোষণকারী) রূপে অভিষেক যাহাতে। ❐ পুষ্যস্নান, পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত-কালে শাস্ত্রবিধানে রাজার অভিষেকভেদ।

পূ : ● পু-এর আধার যে; অথবা, প্রদত্তকে ধারণ করে যে।

পূজ : ● পূ (প্রদত্ত) জনিত হয় যাহাতে; অথবা, যে আচরণ দ্বারা হৃদয়জাত শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি আবেগবাহক প্রশংসাবাক্যের সহিত বাহ্যবস্তুর (ফুল, বেলপাতা, বাতাসা, মিষ্টি, উপঢৌকন প্রভৃতির) দান জনিত হইয়া থাকে বা হয়; কিংবা, পূজ্যের ন্যায় গতিলাভেচ্ছার প্রকাশ থাকে যাহাতে (যে আচরণে)। ❐ অর্চ্চনা করা, সম্মান করা, সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করা। ✱

পূজক : ● পূজ (প্রশংসাপূর্ব্বক দান) করে যে। ❐ অর্চ্চয়িতা, পূজাকারী।

পূজন : ● পূজ (প্রশংসাপূর্ব্বক দান) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ পূজা, সম্মাননা।

পূজা : ● পূজ-এর (**পূজ**করণের) আধার যে; অথবা, **পূজ**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, মিথ্যা **পূজ**করণ করা হয় যাহাতে; অথবা, (কালে কালে) যে আচরণ দ্বারা দৃশ্যত আবেগবাহী কিন্তু কার্যত আবেগহীন উদ্দেশ্যময় বাহ্যবস্তুর দান জনিত হইয়া থাকে; অথবা, যাহা দ্বারা কোনো মহৎ শক্তিমান সত্তাকে (শিব, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সত্তাকে) দৃশ্যত ফুল-মালাদি দিয়া সম্মান করা হয় কিন্তু তাঁহার অনুসৃত নীতিকে ভঙ্গ করিয়া কার্য্যত যথার্থে তাঁহাকে ধ্বংস করা হয়। ❐ অর্চ্চনা, সম্মাননা, মিথ্যাপূজা, পূজ্যের নীতি ধ্বংস করা কিন্তু প্রকাশ্যে তাহার মিথ্যা পূজা করা। ✱

পূজারী : ● পূজা রহে যাহাতে তাহার সক্রিয় আধার যে; অথবা, যিনি নিয়মিত **পূজা** করেন। ❐ দেবালয়ে পূজার্থ নিযুক্ত ব্রাহ্মণ, দেবল।

পূত (পূতীকরণ) : ● পূ (পু-এর আধার) তারিত যাহাতে; অথবা, সুখ-প্রদানকারী (সন্তান, উৎপন্ন ও পণ্যাদি) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে পূজা, দক্ষিণা, কর, উপঢৌকন, ঘুষ, 'ট্রেড লাইসেন্স ফি' ... ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া) পুরোহিত-মোল্লা-পাদ্রি, সরকারি রাজপুরুষগণ বা আমলাতন্ত্র মানুষের সন্তানের, উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের ও পণ্যের উদ্ভব (জন্ম) ও বিপণনকে (বিবাহকে) পবিত্র ও শুদ্ধ (বা প্রকৃতিসিদ্ধ, সমাজস্বীকৃত, রাষ্ট্রস্বীকৃত) বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন; কিংবা, যাহা দ্বারা উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বা পণ্যকে প্রচলিত সামাজিক পণ্যপ্রবাহে ভাসাইয়া (বাজারে বিক্রয় করিয়া) পবিত্র করিয়া লওয়া হয় (বা 'পবিত্রতা-সম্পাদক পদার্থ' বা **পুণ্য** অর্জ্জন করা হয়)। ❐ পবিত্রীকৃত, পবিত্র, শোধিত, শুদ্ধ, আগড়া-রহিত, ব্রতাদি-শোধিত, নিষ্কলুষ ...। ✱

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

পূতনা : ● **পূত** নাকৃত যাহাতে; অথবা, মানুষের সন্তানাদিকে (সন্তান, উৎপন্ন, পণ্য প্রভৃতিকে) **পূত** (পবিত্র, রাষ্ট্রস্বীকৃত) করিয়া দিব বলিয়া করিয়া দেয় **না** যে (আমলাগণ বা রাক্ষসী, বিপরীতে সেই সন্তানাদিকে 'দেখি দেখি' বলিয়া খাইয়া ফেলে)। ⊓ প্রাক্-মধ্যযুগের একশ্রেণীর আমলা, বালগ্রহবিশেষ, কামচারিণী বালঘাতিনী রাক্ষসীবিশেষ। *

পূতাত্মা : ● **পূত** আত্মা যাহার; অথবা, যাহার 'আমিত্ববোধ' ('আমার জ্ঞান' বা 'আমার ধন') সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; অথবা, যিনি গৌর হইয়া গিয়াছেন; কিংবা, যাঁহার জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদ সাদা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; অথবা, রাষ্ট্র যে-ধনীর ধনসম্পদ করাদি গ্রহণ করিয়া পবিত্র (সাদা) বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছে; কিংবা, যে পণ্যোৎপাদক **গঙ্গাস্নান** (সামাজিক পণ্যপ্রবাহে অবগাহন) করিয়া (বা সব পণ্য সেই প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়া) পুণ্যার্জ্জন (অর্থমূল্য-সংগ্রহ) করিয়া পবিত্র বা শুদ্ধাত্মা হইয়া গিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত পণ্য বিক্রয় করিয়া বিক্রয়মূল্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। ⊓ শুদ্ধচিত্ত, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ধনের অধিকারী, গৌরাঙ্গ।

পূতি : ● **পূত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে অবিরত **পূত**করণ (পণ্যোৎপাদন ও বিক্রয়করণ এবং বিক্রয়লব্ধ সম্পদকে রাষ্ট্র-স্বীকৃত করণ) চলিতে থাকে; কিংবা, যে-কাজ মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া শুধুমাত্র টাকা রোজগারের যন্ত্রে পরিণত করিয়া মানুষকে ও তাহার সমাজকে অবশ্যই কলুষিত করে; অথবা, যে 'অবিরত **পূত**করণ'-এর কাজকে বৈদিক ও হিন্দু সমাজ এবং তাহাদের রাষ্ট্র যুগপৎ নিন্দিত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল (ফলত, **পূত**করণের সুরভিগন্ধ সামাজিকভাবে দুর্গন্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়া যায়)। ⊓ দুর্গন্ধবিশিষ্ট, দুর্গন্ধ, পচাগন্ধ, পুঁজ।

পূতিক : ● **পূতি** করে যে। ⊓ পূতিকরঞ্জ, নাটাকরমচা, বিষ্ঠা।

পূতিকাষ্ঠ : ● **পূতি** করা হয় যে কাষ্ঠের দ্বারা; অথবা, যে দেবদারু বৃক্ষের (রপ্তানি ব্যবস্থার) দ্বারা উৎপাদিত পণ্যকে পবিত্র করিয়া পুণ্যার্জ্জন করার (বা বিক্রয় করিয়া অর্থমূল্য লাভ করার) একটি উপায় পাওয়া যায়। ⊓ পাবনার্থ কাষ্ঠ, দেবদারু।

পূতিতুণ্ড : ● সমাজের বা রাষ্ট্রের **তুণ্ড**রূপে (পণ্য-পরীক্ষণ ব্যবস্থার পরিচালক রূপে) পাইকারী-পণ্যোৎপাদকদিগের উৎপাদিত পণ্যের **পূত**করণ-কার্য্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন যিনি; অথবা, সেই **পূতিতুণ্ড**-এর যে উত্তরসূরীগণ আজও তাঁহাদের নামের শেষে **পূতিতুণ্ড** বা **পতিতুণ্ড, পতিতুণ্ডি** বা **পুইতুণ্ডি** প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ⊓ বাৎস্যগোত্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গাঁই বা উপাধি। *

পূয় : ● **পূ** (প্রদত্ত) যায় যাহাতে; অথবা, যে (শ্রেষ্ঠ দেহাংশ বা নিকৃষ্ট দেহাংশ) প্রদানকারী (দেহের ফোঁড়া) হইতে বহির্গত হয়। ⊓ ব্রণাদিনির্গত রক্তবিকার, পুঁজ, বিশরণ। *

পূয়া : ● **পূয়**-এর (... প্রদত্ত দেহাংশ নির্গমনের) আধার যে; অথবা, দেহ হইতে দেহের সন্তান নির্গত হইয়া থাকে যে রূপে। ⊓ চারা, চারাগাছ, চারাপোনা, বামুন-**পূয়া**, পাঠান-**পূয়া**।

পূয়ারি : ● **পূয়**-র অরি যে, অথবা, যে **পূয়**কে (ফোঁড়ার পুঁজকে) ফাটাইয়া বাহির

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

করিয়া দেয়। ⌐ নিম্বপত্র, নিম্ববৃক্ষ। *

পূর : ● **পূ** (প্রদত্ত) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা ক্ষেত্রের অভাব বা শূন্য অংশ **পূর**করণ করা হয়। / পূর্ত্তি করে যে। (ব.শ.) ⌐ পূরক, খাদ্যবিশেষ, পূরণ, বাহ্যবস্তুর অন্তঃপ্রবেশন; পূর্ণকরণ, পিঠার ভিতরের পূরক পদার্থ। *

পূরক : ● **পূর**করণ করে যে। / পূর্ত্তি করে যে। (ব.শ.)। ⌐ পূর্ত্তিকারক, পূরয়িতা, সফলতাপাদক, পরি**পূরক**। *

পূরণ : ● **পূর** (**পূর**করণ করা) অন (চলমান) যাহাতে। / যাহার দ্বারা সংখ্যাপূরণ সাধন করা যায়। ⌐ পূরকরণ, পূরকপিণ্ড, পটারম্ভক সূত্র, পূর্ত্তি, কার্য্যতঃ সম্পাদন। *

পূরণী : ● **পূরণ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে গাছের ছাল দিয়া ক্ষতস্থান পূরণ করা হয়। / যাহার দ্বারা ক্ষতাদিপূরণ সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ⌐ সংখ্যার পূরণসাধনী সংখ্যা, পূরণবাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, শাল্মলি (শিমূল গাছের ছাল)। *

পূর্ণ : ● **পূ** (প্রদত্ত) রক্ষিত হইয়া টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **পূরণ** করা হইয়াছে বলিয়া জানান দিতেছে; কিংবা, যাহা পূরিত হইয়াছে — এমন বোধ বা টঙ্কার থাকে যাহাতে। (দ্র. **সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ**)। ⌐ পূরিত, রববিশেষকারী, সারবান, সম্পূর্ণ, (লক্ষণার্থে) চরিতার্থ, আপ্তকাম, অপেক্ষাশূন্য। *

পূর্ণকাম : ● **পূর্ণ** হইয়াছে যাহার কাম। ⌐ আপ্তেচ্ছ, আপ্তকাম।

পূর্ণকুম্ভ : ● **পূর্ণ কুম্ভ** যাহাতে; অথবা, যাহাতে ব্যক্তিগত জ্ঞানভাণ্ড বা ধনভাণ্ড **পূর্ণ** করা হয়; অথবা, জ্ঞানবুদ্ধি লইয়া তর্কবিতর্ক করিয়া ব্যক্তিগত জ্ঞানভাণ্ড পূর্ণ করা হয় যাহাতে (যেখানে); কিংবা, পণ্যাদি বা মাল লইয়া কাড়াকাড়ি বিক্রিবাটা (মল্লযুদ্ধ) করিয়া ব্যক্তিগত ধনভাণ্ড পূর্ণ করা হয় যাহাতে (যেখানে)। ⌐ পূর্ণকুম্ভাকার সন্ধিবন্ধন, মল্লযুদ্ধবিশেষ, **পূর্ণকুম্ভ**মেলা, (সাদৃশ্যে) জলপূর্ণ ঘট বা কলশ। *

পূর্ণঘট : ● **পূর্ণ ঘট** যাহাতে; অথবা, যে **ঘট** (জলে, জনগণে) পূর্ণ হইয়াছে; কিংবা, যে **ঘট**করণে (কর্ম্মোদ্যোগে) সবাই যোগ দিয়াছে। ⌐ সর্ব্বজনীন উদ্যোগ, (সাদৃশ্যে) মঙ্গলার্থ জলপূর্ণ ঘট। *

পূর্ণিত : ● **পূর্ণ** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **পূর্ণ**করণ করা হইয়াছে। ⌐ পূর্ণ, চরিতার্থ।

পূর্ণিমা : ● **পূর্ণ**করণ সক্রিয় হয় যে সীমায়িত আধারে; অথবা, যে বিশেষ কালখণ্ডে সূর্য্যের বিপুল তেজরাশি গ্রহণ করিবার চেষ্টাকারী ক্ষুদ্র উপগ্রহটি সেই তেজের কিয়দংশেই **পূর্ণ** হইয়া উঠে; কিংবা, যে বিশেষ কালখণ্ডে সমগ্র সমাজের যৌথসম্পদের বিপুল তেজরাশি গ্রহণ করিবার চেষ্টাকারী স্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যক্তিপুঁজির আধার সেই তেজের কিয়দংশেই **পূর্ণ** হইয়া উঠে। / পূর্ণতার পরিমাণ করেন যিনি। (ব.শ.)। ⌐ পৌর্ণমাসী। *

পূর্ণেন্দু : ● **পূর্ণ** যে **ইন্দু**; অথবা, যে উপগ্রহণকারী পূর্ণ হইয়া আছে; কিংবা, যে স্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যক্তিপুঁজি যৌথপুঁজির তেজের কিয়দংশ লইয়া পূর্ণ হইয়া আছে। ⌐ পূর্ণচন্দ্র।

পূর্ত্ত : ● **পূর** (প্রদত্ত-রক্ষণের) তারণ তারিত যাহাতে; অথবা, যে সকল কর্ম্মের দ্বারা সমাজদেহের যাবতীয় বাহ্য অভাব পূরিত হয়; কিংবা, যে কর্ম্ম দ্বারা সমাজের দৃশ্য পয়ঃপ্রণালী পথঘাট পণ্যবীথি শিক্ষাকেন্দ্র ও

নর্ম্মকেন্দ্রাদির নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়া থাকে। ㄱ পূর্ণকরণ, অভাবপূরণ, পালন, খাতসভাপুষ্করিণ্যাদি কর্ম্ম, খাতাদিকর্ম্মে দান।

পূর্ত্তদপ্তর : ● **পূর্ত্ত**করণ (সমাজদেহের অভাব পূরণ) করিবার জন্য যে দপ্তর; অথবা, যে সরকারী দপ্তর **পূর্ত্ত**কর্ম্ম করে। ㄱ একালের 'পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট'।

পূর্ত্তি : ● **পূর্ত্ত** (অভাবপূরণকর্ম্ম) সক্রিয় যাহাতে। ㄱ পূর্ণকরণ, শূন্যস্থান পূরণ, অভাবপূরণ। ❋

পূর্ব্ব : ● **পূর**-এর (প্রদত্ত-রক্ষণের) বহন বাহিত যাহাতে; অথবা, যে স্থান-কাল-পাত্র হইতে (অর্থাৎ যে দিক হইতে) **পূর**বহন বাহিত হইয়া বর্ত্তমান স্থান-কাল-পাত্রে আসিয়াছে। ㄱ পূর্ব্বদিকসম্বন্ধী, পূর্ব্বদেশস্থিত, পূর্ব্বকালসম্বন্ধী, আগের, আদি, প্রথম, প্রাঙ্‌নির্দ্দিষ্ট, সন্তানপরম্পরায় পূর্ব্ববর্ত্তী, পিতৃগণ ... ইত্যাদি। ❋

পূর্ব্বতন : ● **পূর্ব্ব** (আগের) স্থান-কাল-পাত্র হইতে তারিত হইয়া অন (চলমান) আছে যে। (দ্র. **পুরাতন, নূতন**)। ㄱ প্রাচীন।

পূর্ব্ববর্ত্তী : ● **পূর্ব্ব** (আগের) স্থান-কাল-পাত্র হইতে আবর্ত্তমান যে। ㄱ পূর্ব্বস্থ ...।

পূর্ব্বমীমাংসা : ● **পূর্ব্বে** (আগের কালে) যে নিয়মে সম্পদের মালিকানার অংশ ভাগাভাগি করা হইত; অথবা, যে **মীমাংসা**-নীতি পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ㄱ জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শন। (দ্র. **মীমাংসা**)। ❋

পূর্ব্বাচল : ● **পূর্ব্ব** (আগের) স্থানে বা কালে যে অচল (পর্ব্বত, সমাজব্যবস্থা) গড়িয়া উঠিয়াছিল। ㄱ পূর্ব্বপর্ব্বত, উদয়গিরি।

পূর্ব্বাশা : ● **পূর্ব্ব** (আগের) স্থান কাল বা পাত্রের প্রতি আশা যাহাতে; অথবা, আগের, পূর্ব্ব দিকের, পূর্ব্ব দেশের, প্রাচ্যের এবং অথবা পুরাতনের প্রতি আশা যাহাতে। ㄱ পূর্ব্ব দিক, প্রাচী।

পূর্ব্বাশ্রম : ● **পূর্ব্ব** (আগের) কালের **আশ্রম** (যে সামাজিক রূপে শ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জনপূর্ব্বক বসবাস করা হয়) যাহাতে; অথবা, যে **আশ্রম**-গ্রহণ করিয়া সত্তাটি বর্ত্তমান, সে ইহার আগে অন্য যে **আশ্রম**-গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান ছিল। ㄱ সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে বাসবংশপরিচয়াদি। ❋

পূষা (পোষা) : ● **পূষ** (প্রদানকারীর দিশাগ্রস্ত-তেজাদির) আধার থাকে যাহাতে; অথবা, মানসিক-শারীরিক **পোষণ** দেন যিনি; কিংবা, আদিম যৌথসমাজের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের যে কেন্দ্র হইতে সমাজ-সদস্যদের জন্য সম্পদ বিতরিত হইত। ㄱ প্রাচীন যৌথসমাজের পরিচালকদের কেন্দ্রীয় অংশ, শিক্ষাতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের প্রাচীনতম একত্রীভূত রূপ, (সাদৃশ্যে) সূর্য্য (un)।

পূষণ (পোষণ) : ● **পূষ** (পোষা) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, প্রাচীন যৌথসমাজে মনের খোরাক (জ্ঞানসম্পদ) ও দেহের খোরাক (বাহ্যসম্পদ) দিয়া সমাজ-সদস্যদের পোষণ করিতেন যে পরিচালক গোষ্ঠী। (দ্র. **পূষা**)। ㄱ আদিত্যবিশেষ; (সাদৃশ্যে) সূর্য্য (sun)।

পূষণা (পোষণা) : ● **পূষণ**-এর (পোষণ-এর) আধার যে; অথবা, ছাগল (দক্ষ) বাহন যাহার। ㄱ বৈদিক ঋষিদের অন্যতম দেবতা সূর্যের অপর নাম পুষা। ঋষিরা এঁর স্তব করবার জন্য বহু ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ❋

পৃ : ● প্রাপণের আবর্ত্তন বা পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ㄱ ব্যায়াম, ব্যাপার।

পৃথক্ : ● **পৃ** (প্রাপণের আবর্ত্তন) স্থিত করণ (যাহাতে); অথবা প্রাপণকর্ম্মের আবর্ত্তন থাকে যাহাতে (যে পাত্রে, সমাজে); কিংবা, পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনপূর্ব্বক কর্ম্ম (দক্ষকর্ম্ম) করিয়া প্রাপণ সাধন করা হয় যাহাতে (যে পাত্রে, সমাজে); ফলত, যে কর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিরুদ্ধ ও ভিন্ন ফল ফলে — পাত্র বা সমাজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, স্বতন্ত্র, খণ্ড, 'পরস্পর বিরাগভাজন' ও নানারূপী হইয়া যায় (মানুষ পরিণত হয় চাষী, তাঁতি, জেলে, কবিরাজ, গুরু, ইত্যাদি অজস্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রূপে)। ⊓ ভিন্ন, বিরুদ্ধভিন্নফল, স্বতন্ত্র, নানারূপ। *

পৃথক্ত্ব : ● **পৃথক্**-এর (ভিন্নতার) তারণ বাহিত যাহাতে। ⊓ পৃথগ্‌ভাব, ভেদ।

পৃথগ্‌জন : ● **পৃথক্** (যৌথসমাজের ভেদগ্রস্ত বা ভিন্নকৃত) যে জনসমূহ। ⊓ প্রাকৃতজন, মূর্খ, নিকৃষ্টজন, নীচ, পামর, জনমাত্র, সর্ব্বজন।

পৃথগ্‌বিধ : ● / পৃথক বিধা যাহার। (ব.শ.)। ⊓ বিবিধ প্রকার, নানাজাতি, ভিন্নলক্ষণ, পৃথক্‌প্রকার। *

পৃথগন্ন : ● পৃথক্ হইয়াছে অন্ন যাহার বা যাহাদের; অথবা, যাহাদের বা যাহার রান্নার ব্যবস্থা **পৃথক্** বা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। / যাহার অন্ন পৃথক্; অথবা, যে একান্নবর্ত্তী নহে। (ব.শ.)। ⊓ ভিন্নভাত, ভিন্ন রান্নার ব্যবস্থা।

পৃথা : ● **পৃ** (পুনরাবৃত্তিমূলক প্রাপণ) থাকে যে আধারশক্তির; অথবা, যে স্বতন্ত্রবাদী জনগোষ্ঠী তাহাদের উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞে পুনরাবৃত্তিমূলক দক্ষকর্ম্ম করিয়া উৎপন্ন প্রাপণ করিত। ⊓ কুন্তী। *

পৃথিবী : ● **পৃথ** (পুনরাবৃত্তিমূলক প্রাপণের থাকা বা ভেদগ্রস্ত স্থিতি) সক্রিয়ভাবে বাহিত হয় যে সক্রিয় আধারে; অথবা, (বৈদিকযুগের বা সভ্যযুগের সূচনার পরে পরেই) **পৃথক্**-নীতিতে (দক্ষনীতিতে) সামাজিক উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনার অনিবার্য ফলস্বরূপ বৈদিকসমাজকে ধ্বংস করিতে উদ্যত শক্তির যে আবির্ভাব ঘটে, তাহাকে প্রতিহত করিবার জন্য (বিশ্বে সর্ব্বপ্রথম) যে 'বিশেষ জাতির শাসনাধীন এলাকা'র (রাষ্ট্রের) ঘোষণা করা হইয়াছিল; অথবা, এশিয়া মহাদেশের যে অংশে বা এলাকায় মানবজাতির আদি রাষ্ট্রব্যবস্থা (**পৃথু**, বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিংবা, যে এলাকার বাহিরে **বারাণসী**গুলি (আদি পণ্যবিনিময় কেন্দ্রগুলি) ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় হইয়াছিল (দ্র. রামায়ণ); অথবা, সেই **পৃথিবী** লইয়া কাড়াকাড়ি, হাতবদল, এবং ব্রাহ্মণকে সেই পৃথিবীদান ইত্যাদি ঘটনার হাজার বছরের বিবর্ত্তন সমগ্র ভূগোলককেই **পৃথিবী**তে পরিণত করিয়া দেয়। ⊓ দক্ষা, গন্ধগুণ-পঞ্চভূত (মালিকানাগুণ-স্বরূপ পঞ্চম **তন্মাত্র**), বিশ্বের আদিরাষ্ট্র, বৈদিক রাষ্ট্র, বৈদিক রাষ্ট্রের এলাকা, (সাদৃশ্যে) ধরা, ক্ষিতি, ভূমি। *

পৃথ্বী : ● **পৃথ**-এর (... ভেদগ্রস্ত স্থিতি) বহন সক্রিয় যে আধারে; অথবা, বেদগ্রস্ত বা ভেদগ্রস্ত খণ্ড খণ্ড মানবসমাজকে বহন করে যে। (দ্র. **পৃথিবী**)। ⊓ (স্থূলত্বযুক্তা) পৃথিবী, গন্ধগুণ পঞ্চমভূত, (সাদৃশ্যে) কৃষ্ণ জীরক, পৃথুলা, সপ্তদশাক্ষরপাদ ছন্দোভেদ। *

পৃথু : ● **পৃথ** (...ভেদগ্রস্ত স্থিতি) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, বৈদিকব্যবস্থার কৈশোরে উদ্ভূত বেদবিরোধী আদি

বিনিময়কারীকে (প্রজাপতি বেণকে) পর্য্যুদস্ত করিয়া তাহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ যে কর্ম্মী-বাহিনীকে বৈদিকব্যবস্থা-পরিচালক মহর্ষিদের আজ্ঞাবহ 'আদি ক্ষত্রিয়' বলিয়া (আদি ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী, আদি সৈন্যবাহিনী, আদিরাজ, বা আদি রাষ্ট্র বলিয়া) ঘোষণা করা হইয়াছিল; কিংবা, যাহার আবির্ভাবে বৈদিক সভ্যতার স্বর্ণযুগের সূচনা হইয়াছিল। ⧠ মানবজাতির আদি রাষ্ট্র, 'আদিরাজ', (পৌরাণিক ভাষায়) 'আদি ক্ষত্রিয়', সূর্য্য-বংশীয় রাজবিশেষ, (সাদৃশ্যে) বিস্তীর্ণ, বৃহৎ, স্থূল, বিপুল, কৃষ্ণজীরক, অহিফেন। ✻

পৃষ্ঠ : ● **পৃ**-র (পুনরাবৃত্তিমূলক প্রাপণের) দিশাগ্রস্ত প্রয়োগের টঙ্কার স্থিত হয় যাহাতে; অথবা, সত্তা স্বয়ং যাহার উপর পড়ে; কিংবা, সত্তার যে স্থানে পড়িয়া বোঝা বাহিত হয়। ⧠ পিঠ, বক্ষদেশের বিপরীত দিক, উপরিভাগ।

পৃষ্ঠপোষক : ● **পৃষ্ঠ** (পিঠ) **পোষণ** করে যে; অথবা, পিঠে মার না পড়ে তাহা দেখে যে; কিংবা, সৈন্যবাহিনীর পশ্চাৎ দিক হইতে কোনো আঘাত না আসে তাহা দেখে যে সত্তা। /যে পৃষ্ঠে থাকিয়া পোষে। (ব.শ.)। ⧠ সহায়, আশ্রয়দাতা।

পৃষ্ঠা : ● **পৃষ্ঠ**-এর আধার যে; অথবা, প্রযুক্তকে ধরিয়া রাখে যে। ⧠ গ্রন্থাদির পাতার এক পিঠ।

পৃষৎ : ● **পৃষ**-এর তারণ থাকে যাহাতে; অথবা, পুনরাবৃত্তিমূলক জ্ঞানের তারণ থাকে যাহাতে বা তদ্রূপ তারণ করেন যিনি। ⧠ সেচক, টুলো পণ্ডিত, পুরোহিত, পবনবাহন মৃগ, (সাদৃশ্যে)শ্বেতবিন্দুযুক্ত হরিণ।

পে : ● প্রাপণ দিশাগ্রস্ত যাহাতে।

পেঁচ : ● দিশাগ্রস্ত প্রাপনের রহস্যময় চয়ন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে ফাঁদে ফেলিয়া রহস্যময়ভাবে চয়ন সাধিত হয়। ⧠ কৌশল, ফন্দি, বেষ্টন, বেড়, ফের।

পেঁচা : ● **পেঁচ**-এর আধার যে; অথবা, **পেঁচ**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, নানা প্রকার **পেঁচ** কষিয়া বাহ্যসম্পদ চয়ন করে যে; কিংবা, লক্ষ্মীর (ধনসম্পদের) বাহন যে। ⧠ বাহ্যসম্পদে ধনী, (সাধর্ম্ম্যে) উলূক, হুতুমপেঁচা। ✻

পেঁচান : ● **পেঁচ**করণ অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ⧠ কূটকৌশলে জটিল করা, (সাধর্ম্ম্যে) পাকানো, জড়ানো, বেড় দেওয়া। ✻

পেঁচাল : ● **পেঁচ** আধেয় রূপে লালিত যাহাতে। ⧠ জটিল, কুচক্রী, ঘুরানো। ✻

পেঁচো : ● **পেঁচা** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **পেঁচা** ধনসম্পদ ও পেঁচবন্ধন উভয়ই খোয়াইয়া বেচারা হইয়া গিয়াছে। ⧠ ব্যঙ্গার্থে পেঁচা।

পেঁজা : ● দিশাগ্রস্ত **পাঁজা** যাহাতে; অথবা, যাহাকে ফুলাইয়া স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। ⧠ ফাঁপানো তুলো।

পেঁদা : ● দিশাগ্রস্ত **পঁদ**-এর আধার যে; অথবা, সত্তা তাহার যে **পঁদ**-এর উপর পড়ে (বা বসে); কিংবা, যেখানে মার পড়ে; অথবা, **ছেঁদা** (ছিদ্র) হয় যে **পেঁদায়**। ⧠ হাঁড়ির পশ্চাৎদেশ।

পেঁদান : ● **পেঁদা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **পঁদে** (পাছায়) লাঠি দিয়া পেটান হয় যাহাতে। ⧠ পাছায় পেটান।

পেচ : ● দিশাগ্রস্তভাবে প্রাপ্যচয়ন থাকে যাহাতে; অথবা, যে কেবল নিজের কেন্দ্রের দিকে প্রাপ্যচয়ন করে। ⧠ রহস্যহীন কৌশল, বেষ্টন, বেড় ...।

পেচক : ● **পেচ** করে যে; অথবা, যে

(রহস্যময় না করিয়া) সরাসরি বেড় দিয়া প্রাপ্যচয়ন করে। ◘ শঠ, কুটিল, পাকে ফেলিয়া ধনাপহারক, (সাদৃশ্যে) উলূক, পেঁচা। *

পেছন : ● দিশাগ্রস্ত **পিছন** যাহাতে। ◘ পশ্চাৎ, পশ্চাদ্‌ভাগ, পৃষ্ঠদেশ।

পেট[১] : ● পে (দিশাগ্রস্ত প্রাপক) টঙ্কারিত যাহাতে। ◘ উদর, খাদ্যাধার, পাকস্থলী, গর্ভ, উদরান্ন, শূন্যগর্ভ স্থান।

পেট[২] : ● দিশাগ্রস্ত **পিট** (সক্রিয় নিপতনের টঙ্কার) যাহাতে। ◘ মারো, পিটাও।

পেট-পাতলা : ● যাহার পেট এতই **পাতলা** যে তাহাতে কথা পর্যন্ত থাকিতে পায় না।

পেটলা-পেটা : ● **পেটলা** (**পেট**[২]-লালিত যাহাতে) **পেট**[১] যাহার; অর্থাৎ, ঝোলা পেট যাহার। ◘ ঝোলা পেটা, ছোট ভুঁড়িওয়ালা।

পেটা : ● **পেট**[২]-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **পেটাই** করণ চলে। ◘ আঘাত করা, মারা, তাড়না করা, পিটা।

পেটি : ● **পেট**[২] সক্রিয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে পিটিয়া পিটিয়া ঢোকানো হয় বা বাঁধা হয়। ◘ বাঁশ বা বেতের পেঁটরা, পিটক, মঞ্জুষা, ঝাঁপী, বাক্‌স, মাছের পেটি।

পেটুক : ● **পেট**[১]-কে (খাদ্যাধারকে) নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, **পেট**[১]-কে **পেটি**তে পরিণত করে যে। ◘ ঔদরিক, অতিখাদক।

পেল : ● দিশাগ্রস্তভাবে পালনপূর্ব্বক লালিত যে; অথবা, যাহা শুধুমাত্র পালিত বলিয়া তাহাতে কোনো কাঠিন্য নাই; কিংবা, যে পাইয়াছে। ◘ পুংলিঙ্গ, পাইল।

পেলব : ● **পেল** (দিশাগ্রস্তভাবে পালন-পূর্ব্বক লালন) বহন করে যে; অথবা, যাহাকে কেবলমাত্র পালনপূর্ব্বক লালন করা হয় (কোনো প্রকার কঠোরতার মুখোমুখি হইতে দেওয়া হয় না)। ◘ অতি কোমল, ললিত, সুকুমার।

পেলা : ● **পেল**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **পেল**করণ থাকে; কিংবা, যাহাতে কেবল পালন করা, পান করান ইত্যাদি থাকে। ◘ ঠেলে তুলে দেওয়া, বই বাঁধাইয়ের সময় পেলিয়ে দেওয়া, পেলান, **পেলা**রাম, পালাগানে বা যাত্রায় গায়কাদির পুরস্কারার্থে দেয় অর্থ।

পেশ[১] : ● পে (দিশাগ্রস্তভাবে পতিত) করিয়া শায়িতকরণ যাহাতে; অথবা, নিম্নে পাতিয়া শায়িত করিয়া রাখা হয় যাহাতে। ◘ বিচারার্থ বিচারকের সম্মুখে উপস্থাপিত।

পেশকার : ● **পেশ** করে যে। / যিনি আদালতে মোকদ্দমার নথি বিচারকের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। (ব.শ.)। ◘ আদালতে বিচারকের সহকারী কর্ম্মচারী।

পেশ[২] : ● পে (দিশাগ্রস্তভাবে পতিত) করিয়া শক্তি প্রয়োগ করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো সত্তার উপর পতিত হইয়া শক্তি প্রয়োগ করা হয়। ◘ দ্র. **পেশী**।

পেশল : ● **পেশ**[২] লালিত যাহাতে; অথবা, **পেশ**[২] করণ করিবার ক্ষমতা লালন করে যে; কিংবা যে মানবদেহে যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট **পেশী** আছে। ◘ সুন্দর, সুকুমার, আপাততঃ রম্য, সৌকুমার্য্য।

পেশা : ● **পেশ**[২]-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে বিশেষ দিশায় পতিত হইয়া বা পড়িয়া থাকিয়া (মানসিক, শারীরিক) শক্তি প্রভৃতি প্রয়োগপূর্ব্বক কর্ম্মাদি করিতে হয়। ◘ ব্যবসায়, বৃত্তি। *

পেশাদারী : ● **পেশা** দান রহে যে সক্রিয়

আধারে; অথবা, **পেশা**গত কর্ম্মাদির দান (বা করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা) সক্রিয়ভাবে রাখে যে। / যাহা বৃত্তিরই জন্য (সখের নহে)। (ব.শ.)।

পেশী : ● **পেশ**[২]-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **পেশ**[২] (শক্তি প্রয়োগ-পূর্ব্বক কোনো কিছু) করিতে পারা যায়। / যাহার সঙ্কোচন-প্রসারণে অঙ্গ চালিত হয়। (ব.শ.)। ❐ মাংসপিণ্ড। ✱

পেষ : ● দিশাগ্রস্ত **পিষ** যাহাতে; অথবা, একই ভাবে বা একই দিকে **পিষ**করণ করা হয় যাহাতে। ⌐ দিশাগ্রস্ত পিষকরণ, চূর্ণন।

পেষক : ● **পেষ** করে যে। ⌐ চূর্ণয়িতা।

পেষণ : ● **পেষ** অন (চলমান) যাহাতে। / যাহার দ্বারা চূর্ণন করা যায়। (ব.শ.)। ⌐ চূর্ণন, গুঁড়ান, পেষণদ্রব্য, ঔষধাদিপেষণস্থান, খল।

পেষণী : ● **পেষণ**-এর সক্রিয় আধার যে। / যাহার দ্বারা পেষণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⌐ পেষণশিলা, শিলনোড়া, জাঁতা।

পেষা : ● **পেষ**করণের আধার যে। ⌐ পেষণ করা।

পেষান : ● **পেষা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❐ অন্যের সাহায্যে পেষণ করা।

পৈ : ● দিশাগ্রস্ত পালনের আধার যে। দ্র. **পই**।

পৈঠা : ● **পৈ**-এর টঙ্কারস্থিতি যাহাতে; অথবা, সত্তা যাহাতে ভর রাখে বা বসে। ⌐ ধাপ, সোপান, প্রবেশ করান, ।

পৈতা : ● পৈ (দ্র. **পই**) তারিত যে আধারে, অথবা, দিশাগ্রস্ত জীবনযাত্রাকে তারিত করে যে। ⌐ উপবীত।

পো : ● **পূ**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **পূয়** করণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকাশিত যাহাতে। ❐ পুত্র, ছেলে, শাবক, চারাগাছ, ঠাকুরপো, মাইতির-**পো**, বামুনের-**পো**। ✱

পোঁদ : দ্র. **পঁদ**।

পোড় : ● আশ্রিত **পুড়** যাহাতে; অথবা, যাহাতে (অদৃশ্য বা দৃশ্য বিষয়বস্তুকে) **পুড়**করণ করা হয় বা হইয়াছে; কিংবা, যাহা **পুড়**প্রাপ্ত হইয়াছে। ❐ বিদগ্ধ, **পোড়**-খাওয়া, দগ্ধ, দগ্ধ হওয়া।

পোড়ন : ● **পোড়** অন (চলমান) যাহাতে। ⌐ জ্বলন, জ্বালা, দাহ।

পোড়া : ● **পোড়**-এর আধার যে; অথবা, **পোড়**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে অদৃশ্য মনোলোকের বিষয় ও দৃশ্য বাহ্য-লোকের বস্তু দগ্ধ হইয়া যায়। ❐ মুখ**পোড়া**, দগ্ধ, দগ্ধ হওয়া, দগ্ধ নিরামিষ ব্যঞ্জনবিশেষ।

পোড়াকপালী : ● **পোড়া** কপাল যাহার; অথবা, যাহার অদৃশ্য **কপাল** পুড়িয়া গিয়াছে কিন্তু দৃশ্য কপাল অক্ষত আছে; কিংবা, যে অদৃশ্য **কপাল**-এর কারণে সামাজিক সম্পদ হইতে ভাগের পাওনা মিলিত সেই কপাল জ্বলিয়া-পুড়িয়া গিয়াছে (তাই তাহার ভাগের পাওনা কিছুই জোটে না), যদিও তাহার দৃশ্য কপাল অক্ষত আছে। ❐ হতভাগিনী।

পোড়ামুখী : ● **পোড়া** মুখ যাহার; অথবা, যাহার অদৃশ্য-**মুখ** (ভাবমূর্ত্তির মুখ) পুড়িয়া গিয়াছে বা কলঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু দৃশ্য-মুখ অক্ষত আছে। ❐ দগ্ধ-ভাবমূর্ত্তিমুখ, কালমুখ, সস্নেহ গালি।

পোড়ামুখো : ● **পোড়ামুখ**-এর আধার যে; অথবা, কুকর্ম্ম করার কারণে সমাজে যাহার ভাবমূর্ত্তির মুখটি পুড়িয়াছে, যদিও দৃশ্য দৈহিক মুখটি অক্ষত আছে। ❐ মুখ**পোড়া**, দগ্ধমুখ, কালমুখ, গালি, সস্নেহ গালি।

পোড়েল : ● **পোড়েল** > **পারিয়াল** (যথা — ঘড়িয়াল > ঘোড়েল)। দ্র. **পাড়িয়াল, পারিয়াল।**

পোত[১] : ● **পুত** (বৎস) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। (দ্র. **পোতা**)। ☐ শিশু, বালক, শাবক, চারাগাছ, ভ্রূণ, দশবর্ষীয় হস্তী।

পোত[২] : ● **পূত** (পণ্যাদি) নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে (যাহা দ্বারা বা যে স্থান হইতে); অথবা, পণ্যাদি উৎপাদিত হইয়া প্রথমত যে স্থানে যায়; কিংবা, শেষত যে স্থানে পৌঁছায়; অথবা, যে স্থান হইতে পণ্যাদি পরপারে যাত্রা করে। ☐ গৃহস্থান, পোতা, ভিটা; সমুদ্রযান, বহিত্র, জাহাজ, নৌকা।

পোতদার (পোদ্দার) : ● **পোত[২]**-এর দ্বারা পণ্যাদি দান রহে যাহাতে; অথবা, যিনি বাণিজ্য-**পোত** দ্বারা বাণিজ্য করেন। / যে নৌবাণিজ্য করে। (ব.শ.)। ☐ পোতবণিক, বেনে।

পোতপ্লব : ● **পোত[২]** দ্বারা প্লবন করে যে। / পোত দ্বারা পারগামী যে। (ব.শ.)। ☐ পোতগামী, নৌকাগামী।

পোতবণিক : ● **পোত**-এর বণিক। ☐ পোতের বণিক, সমুদ্রব্যবহারী, সাংযাত্রিক।

পোতা[১] : ● **পুত** (বৎস) নবরূপে উত্তীর্ণ যে আধারে; অথবা, পুত্রের পুত্র রূপে উদ্ভূত যে। ☐ পৌত্র, শিশু, বালক, শাবক, চারাগাছ।

পোতা[২] : ● **পূত** (পণ্যাদি) নবরূপে উত্তীর্ণ যে আধারে; অথবা, পণ্যাদি প্রথমত যেখানে লইয়া গিয়া রাখা হইত এবং শেষত যেখানে পৌঁছাইত; অথবা, **পোত**করণ চলে যাহা হইতে; কিংবা, **পোত[২]**-এর আশ্রয় যে; অথবা, যে স্থান হইতে সমুদ্রপোতসমূহ যাতায়াত করে। ☐ প্রথম পণ্যভাণ্ডার বা ভাণ্ডারস্থান, গৃহস্থান, পোতাযুক্ত বিভিন্ন স্থান (যথা, ডিঙ্গল**পোতা**, চাঙড়ি**পোতা**, গোত**পোতা** ইত্যাদি); সমুদ্রবন্দর, ক্ষুদ্র পোতাশ্রয় বা 'পোর্ট'।

পোনা : ● **পো** (উত্তরপ্রজন্ম) অন (চলমান) থাকে যে আধারে; অথবা, মাছের বাচ্চারা থাকে যাহাতে। ☐ মাছের বাচ্চা।

পোল : ● **পো** (**পু** বা নিষ্কাশন-কৃত সত্তা) লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে (যে নান্দনিক উপায়ে বা পথে)। ☐ মানসপথ, (সাদৃশ্যে) ঊর্দ্ধচারী-পথ, সুড়ঙ্গপথ।

পোলা : ● **পোল**-এর আধার যে; অথবা, স্ত্রী হইতে নির্গত (নিষ্কাশিত) হয় যে ঊর্দ্ধসীমা-লঙ্ঘনকারী সত্তা। ☐ পুত্রসন্তান।

পোষ : ● **পুষ**-এর আশ্রয় যাহাতে; অথবা, নিয়মিত **পুষ**করণ করিতে থাকা হয় যাহাতে; কিংবা, নিয়মিত মনের খোরাক ও দেহের খোরাক ইত্যাদি প্রদান করিয়া **পোষ্যের** বৃদ্ধিসাধন করা হয় যাহাতে। ☐ পোষণ, পালন, বৃদ্ধি, উপচয়, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি।

পোষক : ● **পোষণ** করে যে। ☐ পোষণকর্ত্তা, পালক, আনুকূল্যকারক, সমর্থক।

পোষকতা : ● **পোষক** তারিত যাহাতে। ☐ সমর্থন, আনুকূল্য।

পোষণ : ● **পোষ** অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে **পোষ**করণ চলিতে থাকে। ☐ পালন, রক্ষণ, অনুগ্রহ।

পোষণীয় : ● যাহাকে **পোষণ** করা কর্ত্তব্য। ☐ পালনীয়।

পোষা : ● **পোষ**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **পোষ**করণ থাকে। ☐ পালিত, প্রয়োজনানুরূপ সুবিধা হওয়া, বনা।

পোষাক : ● **পোষ**-এর আধার দান করে যে; অথবা, যাহা দেহকে বা গাত্রকে **পোষ**-

করণ করে। ◻ পরিচ্ছদ, জামা কোট ইত্যাদি।

পোষাণ : ● **পোষা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা করিলে দানগ্রহণ-কারীর **পোষকরণ** হয় বা **পোষায়**। ◻ সংকুলান হওয়া, বনা, চলার মতো হওয়া।

পোষিত : ● **পোষ** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ◻ পালিত।

পোষ্য : ● **পোষ**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে **পোষ**করণ করিতে হয়। ◻ পোষণীয়, পালনীয়, অবশ্যপোষণীয় (মাতৃপিতৃ-প্রভৃতি)।

পোষ্যপুত্র : ● **পোষ**করণ করা হয় বলিয়া সেই হেতু পুত্র যে। ◻ পোষণাদি হেতু পুত্রতাপন্ন শিশু (কৃত্তিকাগণের কার্ত্তিকেয়), দত্তকপুত্র।

পোষ্যবর্গ : ● যে বর্গকে **পোষণ** করিতে হয়। ◻ অবশ্যপোষ্যগণ।

পৌ : ● পু-অ-উ। নবরূপে উত্তীর্ণ প্রাপণাদি পুনরায় নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

পৌঁছ : ● **পৌঁ** (নব-অবস্থানে উত্তীর্ণ প্রাপকের রহস্যরূপ) ছেদিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে নব-অবস্থান-প্রাপক নিজেকে প্রকট করিয়াছে। ◻ উপস্থিত হওয়ন।

পৌঁছা : ● **পৌঁছ**-এর আধার যে; অথবা, **পৌঁছ**করণ থাকে যাহাতে। ◻ উপস্থিত হওয়া, উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়া হাজির হওয়া।

পৌঁছান : ● **পৌঁছা** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ উপস্থিত হইতে থাকা।

পৌষ : ● **পুষ্য**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে (যে কালে); অথবা, যাহা হইতে অনুকূল কাল আর হয় না। ◻ সর্ব্বনাশের সম্পূর্ণ বিপরীত কাল, পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত, পুষ্যসমীপস্থ চন্দ্রযুক্ত। ❋

পৌষী : ● **পৌষ** সক্রিয় যে প্রকৃতি-আধারে। / পৌষী পৌর্ণমাসী যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ পৌষমাস, পুষ্যযুক্তা পৌর্ণমাসী।

প্র : ● **প্র** (প্রাপণ রহে) যাহাতে; অথবা, (দুই বিপরীতের) **পরিপূরক** বা **সমুচ্চয়ী** সম্মিলন থাকে যাহাতে; কিংবা, সৃষ্টির বা সুন্দরের মূলে যে থাকে; অথবা, দুই হাতে বাজে বা সৃজিত হয় যাহা (এক হাতে তালি বাজে না); অথবা, যাহা যথাযথভাবে কৃত (প্রকৃষ্ট)। ◻ আরম্ভ, আদিকর্ম্ম, প্রাথম্য, উৎপত্তি, বৈপরীত্য। ❋

প্রকীর্ণ : ● প্রকৃষ্টরূপে ছড়াইয়া রাখা হয় যাহাতে; অর্থাৎ, যে যে স্থানে কীর্ণ করিয়া রাখিলে ঠিক হয়, সেই ভাবে রাখা হয় যাহাতে।

প্রকৃত : ● **প্র** (সমুচ্চয়ী সম্মিলন) কৃত যাহাতে; অথবা, যাহা (তদ্বস্তুর স্বভাব অনুযায়ী) প্রকৃষ্টভাবে করা হইয়াছে। / যাহা প্রকৃষ্টভাবে কৃত (হইয়াছে)। (ব.শ.)। ◻ প্রস্তুত, সজ্জিত, প্রক্রান্ত, প্রকরণপ্রাপ্ত, **প্রকৃতিসিদ্ধ**, বাস্তবিক, আদিম, প্রস্তুত বিষয়। ❋

প্রকৃতি : ● **প্রকৃত** (দুই বিপরীতের মিলনে সৃজিত) সত্তা সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দুইয়ের মিলনে সৃজিত হইয়া স্ব-ভাবে সক্রিয় থাকে; অথবা, যাহা প্রাণকে দেহ দানের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারের আধেয়কে (পুরুষকে) যথাবিহিত পরিপূরক বা আধার যোগায়। / (সাংখ্যে) যে পুরুষভোগার্থ শব্দাদিকার্য্য করে; অথবা, যাহাতে সত্ত্বাদিগুণত্রয় সাম্যাবস্থায় থাকে। (ব.শ.)। ◻ সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, আকাশাদি পঞ্চভূত, আদিকারণ, নিসর্গ (nature), স্বভাবধর্ম্ম, আধার, যোষিৎ, নারী, মাতা, মায়া, (ব্যাকরণে) শব্দ ও ধাতু, (সমাজব্যবস্থায়) স্বাম্যমাত্যাদি সপ্তরাজ্যাঙ্গ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধনাধ্যক্ষ কোষাধ্যক্ষ ভূপতি দূত

পুরোধাঃ দৈবজ্ঞ — এই সপ্ত প্রকৃতি, পুরোধাঃ প্রতিনিধি প্রধান সচিব মন্ত্রী প্রাড়্বিবাক পণ্ডিত সুমন্ত্রক, অমাত্য, দূত — এই দশ প্রকৃতি, অমাত্য, পৌরগণ, প্রজা। *

প্রকৃতি-প্রত্যয় : ● **প্রকৃতি**কে বিশ্বাস বা **প্রত্যয়** দেয় যে; অথবা, **প্রকৃতি**কে (আধারকে) অগ্রগতির দিশা দেখায় যে (আধেয় বা পুরুষ); কিংবা, প্রকৃতির (ধাতু ও প্রাতিপদিকের) উত্তর বিহিত যে পুরুষ (সুপ্ তিঙ্ কৃৎ তদ্ধিত প্রভৃতি) প্রকৃতিকে দিশা দর্শন করায়। ❒ ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দ। *

প্রকৃতিস্থ : ● **প্রকৃতি**তে স্থিত যাহা; অথবা, যে সত্তা তাহার স্ব-ভাবে স্থিত (অতএব সুস্থ এবং স্বাভাবিক); অথবা, যে তাহার নিসর্গপ্রদত্ত স্ব-ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছে; কিংবা, নিজের নিসর্গপ্রদত্ত স্বভাব হইতে চ্যুত হয় নাই যে। ❒ স্বভাবস্থিত, অবিকৃত, স্বাভাবিক, নগ্ন, ক্রোধাদির উত্তেজনাহীন, শান্ত, ধাতুস্থ। *

প্রচয় : ● / যষ্ট্যাদি দ্বারা ফলপুষ্পের চয়ন যাহাতে; অথবা, চৌর্য্যপূর্ব্বক পুষ্পাদির চয়ন যাহাতে। ❒ সমূহ, নিচয়, উপচয়, বৃদ্ধি।

প্রচল : ● প্রকৃষ্ট **চল** যাহাতে। ❒ প্রকৃষ্টচল, সঞ্চল, প্রচলিত। *

প্রচলন : ● **প্রচল** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ সঞ্চলন, গমন, ব্যবহার, প্রবর্ত্তন। *

প্রচলিত : ● **প্রচল** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ❒ প্রকৃষ্টচল, প্রস্থিত, চ্যুত, ক্ষুভিত, ব্যবহারসিদ্ধ, প্রবর্ত্তিত। *

প্রচ্ছদ : ● যাহা দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে আচ্ছাদিত করা যায়। ❒ আস্তরণপট, মলাট, শয্যাবরণ।

প্রচ্ছন্ন : ● প্রকৃষ্টরূপে আচ্ছাদিত যে। ❒ সমাবৃত, সুগুপ্ত, গূঢ়, নিভৃত।

প্রজন : ● প্রকৃষ্ট (প্রকল্পিত) জন যাহাতে। ❒ গর্ভধারণ, উৎপাদন, প্রজনয়িতা, প্রবর্দ্ধক।

প্রজনন : ● **প্রজন** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ উৎপাদন, প্রসব, শিল্প, যোনি, উৎপত্তি।

প্রজন্ম : ● প্রকৃষ্ট জন্ম যাহাতে। ❒ অভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি বা বিশেষ কোনো প্রাণী (generation), পুরুষপরম্পরায় বিশেষ এক স্তর, সমকালীন ব্যক্তিবৃন্দ। (**প্রজন্ম** নতুন শব্দ, ইংরাজি generation শব্দের বাংলা অনুবাদ করিতে গিয়া শব্দটি বানান হইয়াছে। বাংলায় একই অর্থধারী শব্দ ছিল **পুরুষ** ও **পর্য্যায়**। যথা : উত্তর**প্রজন্ম** = উত্তর**পুরুষ**, সম**প্রজন্ম** = সম**পর্য্যায়**)। *

প্রজা : ● প্রকৃষ্ট (প্রকল্পিত) রূপে জননের আধার যে; অথবা, সমাজ-পরিচালকগণ সমাজের যে সদস্যগণকে খাদ্য, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যথাযথভাবে লালিত-পালিত ও বিকশিত করিতেন; কিংবা, সভ্যযুগের প্রাক্কালে যাঁহারা 'আতঙ্ক-শূন্য নীলগ্রীবাশালী, ত্রিলোচন ও দীপ্তশূলধর' মানুষ রূপে জাত হইতেন এবং স্বভাবত মরিতেন, কদাপি জরাগ্রস্ত বা রোগগ্রস্ত হইয়া মরিতেন না; কিংবা, সভ্যযুগের পর হইতে যাঁহারা 'রোগজ্বালায় মরণশীল' প্রজারূপে জাত হন; অথবা, একালের গালভরা গণতান্ত্রিক সমাজে যাহাদিগকে অনাথ শিশুর ন্যায় নিজ নিজ ভাগ্যের উপর বাঁচিবার বা মরিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। (দ্র. **প্রজাসৃষ্টি**)। ❒ সন্তত, অপত্য, জন, প্রকৃতি, রাইয়ত (subject), লোক, জন্মী ...। *

প্রজাত : ● প্রকৃষ্ট রূপে জাত যে। ❒ সম্যক জাত, উৎপন্ন, প্রসূত।

প্রজাতন্ত্র : ● ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর মহৎ মানুষদের 'স্বশাসন' নীতির দ্বারা সমাজ

পরিচালনার যে তন্ত্র বা 'সিস্টেম' (গণতন্ত্র) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ভিতরে 'আত্মগোপনমূলক ভোটব্যবস্থা' অন্তর্ভুক্ত করিয়া (গণতন্ত্রকে কানা করিয়া) দিয়া **কুবেরপুঁজি** 'তোমার শিল, তোমার নোড়া, তোমারই ভাঙি দাঁতের গোড়া' নীতির বাস্তব রূপায়ণ করে যাহাতে; অথবা, যে রাষ্ট্র-পরিচালন ব্যবস্থার সাহায্যে প্রজাদিগের দ্বারা উৎপাদিত তাহাদেরই প্রতিনিধিদের দিয়া সেই প্রজাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙা হয় বা শাসন-শোষণের নামে **কুবের**-এর লুঠতরাজ চালান যায়; কিংবা, যাহাতে ইংরাজি republic শব্দের বাংলা অনুবাদ করিতে গিয়া **প্রজা** ও **তন্ত্র** এই দুটি অত্যন্ত অর্থবহ শব্দকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার সহিত republic-এর মিল যৎসামান্য। ⌐ সাধারণতন্ত্র, প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা (কানা-গণতন্ত্র)। ✻

প্রজাতি : ● **প্রজাত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রজাতগণ সক্রিয় থাকে। ⌐ উৎপত্তি, পুত্রোৎপত্তি, প্রজা, সন্তান, উপজাতি।

প্রজাপতি : ● প্রজার (প্রকৃষ্টরূপে জাত সত্তার) **পতি** যে; অথবা, **প্রজা**কে (সমাজ-সদস্যকে) পালনপূর্ব্বক তারণ করে যে; অথবা, ভারতসমাজে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার প্রাক্কাল হইতে যে মহর্ষিগণ (জ্ঞানচর্চাকারীগণ) প্রজাদিগকে পরবর্ত্তী উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে কে কে কাহার কাহার সহিত কী কী ভাবে কোন কোন কর্ম্মে কীরূপ কৌশলে নিরত হইবে, অঞ্চলে অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার পরামর্শ দিতেন; কিংবা, প্রজাদিগের মধ্যে কর্ম্মবন্ধন (পরাগমিলন) ঘটাইয়া তাহাদিগকে তাহাদের মোক্ষ প্রদান করে যে; অথবা, যে ইতিহাস একালের আধুনিক শিক্ষিতেরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন, যদিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিবাহ অনুষ্ঠানে সেই স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। (এ বিষয়ে 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' অবশ্যদ্রষ্টব্য) /জনগণের পতি। (ব.শ.)। ⌐ প্রজাপতি **দক্ষ**, প্রজাপতি **বেণ** প্রভৃতি (মনুসংহিতা অনুসারে, **প্রজাপতি**দের সংখ্যা ১০, মহাভারত অনুসারে ২১); (সাধর্ম্ম্যে) অধিপতি, স্বামী, অধ্যক্ষ, ভর্ত্তা, রাজা, জামাতা, (সাদৃশ্যে) পতঙ্গবিশেষ, butterfly। ✻ ✻

প্রজাসৃষ্টি : ● **প্রজা** (প্রকৃষ্ট সমাজসদস্য) সৃজন করা হয় যাহাতে; অথবা, ভারতের পুরাণাদি গ্রন্থে যে বিষয়ে নানা তত্ত্ব ও তথ্য এবং বড় বড় ঘটনাবলী ঘটে যাওয়ার ইতিহাস বিদ্যমান; কিংবা, (একালের ভাষায়) 'quality people product' বা 'human resource development' কীভাবে করা যাবে তাহা লইয়া HRD মন্ত্রীদপ্তর বানাইয়া বিস্তর সরকারী অর্থ ভাগ করিয়া লওয়া হয় যাহাতে। ✻

প্রজ্ঞ : ● **প্র**-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়াছে যে; অথবা, প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুর ভিতরে যে **প্র** (আধার-আধেয়) রহিয়াছে, তাহাদের সমুচ্চয়ী-বন্ধনকে যথাযথভাবে জানিতে পারিলে যে জ্ঞান হয়, তাহা লাভ করিয়াছে যে। ⌐ প্রজ্ঞাযুক্ত, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী। ✻

প্রজ্ঞা : ● **প্রজ্ঞ**-এর আধার যে; অথবা, **প্র**-জ্ঞান থাকে যে জ্ঞানভাণ্ডারে; অথবা, যে স্ত্রীলোক **প্র**-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ⌐ প্রকৃত জ্ঞান, মূল জ্ঞান, বিদুষী, বুদ্ধি, মতি, সরস্বতী।

প্রজ্ঞাত : ● **প্রজ্ঞান** তারিত যাহাতে। ⌐ সম্যক বিদিত, অবগত, মহাপ্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত।

প্রজ্ঞান : ● **প্রজ্ঞা** অন (চলমান) যাহাতে।

❒ প্রকৃষ্টজ্ঞান, পণ্ডিত, সম্যগ্‌বোধ, অবগতি, বুদ্ধি, মতি, চিহ্ন।

প্রণব : ● **প্র** নব যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **প্র**-কে (আধার-আধেয়র সমুচ্চয়ী বন্ধনকে) নূতনভাবে বন্ধন করা হয়; কিংবা, নবসৃষ্টির চেষ্টা (সংস্কার) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা নব প্রকারে **বিশ্ব**-এর অধিকার লাভ করা যায়। / যাহা দ্বারা বেদ স্তুত বা প্রারব্ধ। (ব.শ.)। ❐ ওঙ্কার, বাদ্যবিশেষ। ❋

প্রণত : ● প্রকৃষ্টরূপে নত হইয়াছে যে; অথবা, যাহাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধাপে ধাপে নামাইয়া নত করা গিয়াছে। ❐ অতিনত, অবনত, প্রহ্ব, বিনীত, নম্রীভূত।

প্রণতি: ● **প্রণত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **প্রণত**করণ চলে। ❐ প্রণমন, নতভাব, বিনীতভাব, নম্রতা।

প্রণমিত : ● যাহাকে প্রকৃষ্টভাবে নমিত করা হইয়াছে। ❒ কারিতনমন, অবনমিত।

প্রণম্য : ● প্রকৃষ্ট নমন থাকে যাহাতে। ❒ নমস্কার্য্য, পূজ্য।

প্রণয় : ● প্রকৃষ্ট নী (নাকরণ-অনকরণের সক্রিয়তা বা দেওয়া-নেওয়া) যাহাতে। ❐ যাচ্‌ঞা, প্রার্থনা, বিশ্বাস, নির্ব্বাণ, প্রেম।

প্রণয়ন : ● **প্রণয়** (দেওয়া-নেওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা মানসিক লেনদেন চলে; কিংবা, যাহাতে প্রশ্ন তোলা হয় বা উত্তর দেওয়া হয়, অথবা, প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশায় নূতন বিষয়ের উপস্থাপনা করা হয় যাহাতে। ❒ উদ্ধরণ, বিধান, সৃষ্টি, রচনা, গ্রন্থন, কল্পন, বিতর্কণ।

প্রণয়ী : ● **প্রণয়**-এর সক্রিয় আধার যে। ❐ প্রণয়বান, প্রেমযুক্ত, মিত্রতাপন্ন, সুহৃৎ।

প্রণাম : ● প্রকৃষ্টভাবে নামা হয় যাহাতে। ❐ প্রণতি, নমন, নম্রীভাব।

প্রণামী : ● **প্রণাম**-এর সক্রিয় আধার যে। / দেবতাদির প্রণামকালে যে অর্থ দেওয়া হয়; অথবা, রাজা বা রাজপ্রতিনিধিকে সম্মানার্থ যে অর্থ দেওয়া হয়। (ব.শ.)।

প্রতারক : ● প্রকৃষ্টভাবে তারিত (উত্তীর্ণ) করে যে; অথবা, যে তাহার নিকৃষ্ট বস্তু উৎকৃষ্ট দামে বিক্রয় করিয়া আপন বস্তুকে প্রকৃষ্টভাবে তারণ করে (কিন্তু, যে ক্রয় করে সে ঠকে; ফলত ক্রয়কারীর নিকট 'প্রকৃষ্ট-তারণকারী' 'প্রতারক' শব্দের অর্থ হইয়া যায় 'ঠগ')। ❐ বঞ্চক, শঠ। ❋

প্রতারণ : ● প্রকৃষ্ট তারণ যাহাতে। (দ্র. **প্রতারক**)। ❒ বঞ্চন, প্রতারণ, উত্তরণ।

প্রতারণা : ● **প্রতারণ**-এর আধার যে। (দ্র. **প্রতারক**)। ❐ বঞ্চনা। ❋

প্রতি : ● **প্র**-এর (আধার-আধেয়র সমুচ্চয়ী বন্ধনের বা সৃষ্টিমাত্রের) তারণ সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে; অথবা, স্বাভাবিক **প্র** তারিত যাহাতে (স্বাভাবিক-**প্রতি**) বা সত্তার স্ব-ভাব (প্রকৃতির নিয়মে) তারিত যাহাতে (সত্তার যে ন্যূন অংশে); অথবা, আহত হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সত্তা তাহার যে স্ব-ভাবের প্রকাশ ঘটায় (বিপরীত-**প্রতি**); কিংবা, মানসিকভাবে আহত মুগ্ধ বা অনুরুদ্ধ হইলে সত্তা তাহার যে স্ব ভাবের প্রকাশ ঘটায় (সদৃশ-**প্রতি**)। ❒ সৃষ্টিমাত্র, পদার্থমাত্র, স্বাভাবিক-প্রতি, বিপরীত-প্রতি, প্রতিনিধি, প্রতিদান, বিষয়বিষয়িভাব, সাদৃশ্য, বিরোধ, আভিমুখ্য, লক্ষ্যীকরণ। ❋

প্রতিকার : ● কার-এর বিপরীত কার যাহাতে; অথবা, যে **কার** (অনিষ্ট, ঝামেলা, রোগবালাই বা অন্য কোনো ক্ষতিকর ক্রিয়া)

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ইতোপূর্ব্বে করা হইয়াছে, তাহার বিপরীত **কার** করা হয় যাহাতে। ◘ প্রতিবিধান, প্রতিশোধ, অন্যায়কারীর অনিষ্টসাধন।

প্রতিকৃতি : ● কৃতির সদৃশ কৃতি যাহাতে; অথবা, প্রকৃতি কর্ত্তৃক কৃত যে কৃতি (দৃশ্য দেহাদি) তাহার সদৃশ কৃতি যাহাতে। ◘ প্রতিরূপ, প্রতিমা, প্রতিমূর্ত্তি, চিত্র, সাদৃশ্য। *

প্রতিক্রিয়া : ● বিপরীত-**প্রতি**র ক্রিয়া যাহাতে; অথবা, আগত ক্রিয়ার বিপরীতে সত্তা যে ক্রিয়া ঘটায়। ◘ প্রতিকার, নিবারণ, উচ্ছেদ, দোষপ্রশমনোপায়। *

প্রতিগ্রহ : ● গ্রহণ-এর বিপরীতে যে গ্রহণ করা হয়; অথবা, মানসফল দানের বিপরীতে বাহ্যফল গ্রহণের স্বীকৃতি যাহাতে; কিংবা, (পরবর্ত্তীকালে) কোনো কিছু না দিয়াই জোরপূর্ব্বক গ্রহণ করা হয় যাহাতে। ◘ স্বীকার, গ্রহণ, বিধিবদ্ দেয় দ্রব্যের গ্রহণ, অদৃষ্টপ্রয়োজন-দত্ত দ্রব্যের গ্রহণ (ইহা ব্রাহ্মণের ষট্কর্ম্মের একতম), প্রতিগৃহীত দ্রব্য, (সাদৃশ্যে) পতদ্গ্রহ, পিকদানী। *

প্রতিজ্ঞা : ● **জ্ঞা**-এর (জানার) প্রতিক্রিয়ায় বা প্রত্যাশায় **জ্ঞা** (জানা বা জানান) যাহাতে; অথবা, 'ওই প্রকার' জানার পর তাহার বিপরীতে 'এই প্রকার' করিবার জানান দেওয়া হয় যাহাতে। / যাহা সিদ্ধ করিতে হইবে তাহার উল্লেখ বা তদ্বোধক শব্দসমূহের প্রয়োগ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◘ অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, (ন্যায়ে) সাধ্যনির্দ্দেশ, প্রতিজ্ঞাত বিষয়, (ব্যবহারে) আর্জি।

প্রতিজ্ঞাত : ● **প্রতিজ্ঞা** তারিত যাহাতে। ◘ অঙ্গীকৃত, প্রতিশ্রুত।

প্রতিজ্ঞান : ● **প্রতিজ্ঞা** অন (চলমান) যাহাতে। ◘ প্রতিজ্ঞা, (ব্যবহারে) ভাষাপত্র, একরারনামা, (ন্যায়ে) নিগ্রহস্থানভেদ। *

প্রতিদান : ● দানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাহার বিপরীতে যে দান করা হয়।

প্রতিধ্বনি : ● ধ্বনির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাহা হইতে যে ধ্বনি জাত হয়।

প্রতিপদ : ● **প্রতি** (স্বাভাবিক বা বিপরীত কিংবা প্রত্যেক) পদ যাহাতে; অথবা, পনেরোটি পা ফেলিয়া দিবসরজনী যেখানে আসিয়াছে (অমাবস্যা বা পূর্ণিমা), সেখান হইতে বিপরীত দিকে যাত্রার প্রথম পা (পদক্ষেপ) যাহাতে; কিংবা, প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিপরীত কর্ম্ম সম্পাদনের প্রথম পদক্ষেপ যাহাতে। / মাসপক্ষাদির আরম্ভ যাহাতে। (ব.শ.)। ◘ পক্ষের প্রথম তিথি, আরম্ভ, (সাধর্ম্ম্যে) দগড়বাদ্য। *

প্রতিপন্ন : ● **প্রতি**-প্রাপণ অনকৃত হইয়া নাকৃত হয় যাহাতে; অথবা, **প্রতিপদ** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রতিমুখী যাত্রার প্রথম পা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে বা প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। ◘ প্রাপ্ত, অঙ্গীকৃত, অনুষ্ঠিত, আরব্ধ, প্রতিপত্তিযুক্ত। *

প্রতিপাদন : ● **প্রতিপাদ** (**প্রতিপদ** হইতে জাত সত্তা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গমনের পদক্ষেপ-গুলি গ্রহণ করা হয় বা **পাদন** করা হয়। ◘ বোধন, দান, স্থাপন, সম্পাদন, আরম্ভ, প্রাপ্তি।

প্রতিপাদিত : ● **প্রতিপাদ**-করণ সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, **প্রতিপাদন** কৃত যাহাতে। ◘ দত্ত, সম্পাদিত, নির্য্যাতিত, প্রাপিত, প্রাপ্ত, কৃত, প্রমাণীকৃত। *

প্রতিপাদ্য : ● **প্রতিপাদন** থাকে যাহাতে। ◘ বোধনীয়, দেয়, সাধ্য, প্রমাণবিষয়ীভূত।

প্রতিপালক : ● **প্রতিপালন** করে যে। ◘

প্রতিপালনকারী, রক্ষক। ∗

প্রতিপালন : ● পালন ক্রিয়ার প্রতিদানস্বরূপ যে পালন ক্রিয়া করা হয়; অথবা, যথা, পিতা কর্ত্তৃক পালিত হওয়ার প্রতিদানস্বরূপ পুত্রকে পালন করা হয় যাহাতে। ◘ রক্ষণ, পোষণ, কার্য্যতঃ অনুষ্ঠান, অনুবর্ত্তন। ∗

প্রতিপালনীয় : ● যাহাকে **প্রতিপালন** করা কর্ত্তব্য। ∗

প্রতিপালিত : ● যাহাকে **প্রতিপালন** করা হইয়াছে। ◘ পালিত, রক্ষিত, কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত।

প্রতিফল : ● কুকর্ম্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ **কর্ম্মফল** যাহাতে। ◘ কৃত কুকর্ম্মের অনুরূপ প্রতীকার, দুষ্পরিণাম।

প্রতিবন্ধ : ● **বন্ধ** (আবর্ত্তন স্তব্ধকরণ) ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ **বন্ধ** ক্রিয়া কৃত যাহাতে। ◘ প্রতিষ্টম্ভ, প্রতিরোধ।

প্রতিবন্ধক : ● **প্রতিবন্ধ** করে যে। ◘ প্রতিবন্ধকারক, প্রতিরোধক, বাধক ...।

প্রতিবন্ধী : ● **প্রতিবন্ধ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, কোনো এক **বন্ধ**করণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যাহার (বা যাহার কোনো অঙ্গের) আবর্ত্তন স্তব্ধ হইয়া আছে; কিংবা, যাহার কোনো অঙ্গ 'জন্মসূত্রে **বন্ধ**কৃত' (সহজবন্ধী) ছিল না, কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যাহার কোনো অঙ্গের আবর্ত্তন **বন্ধ** হইয়া গিয়াছে। ◘ প্রতিবন্ধিত; বিকলাঙ্গ, প্রতিরুদ্ধ। ∗

প্রতিবাদ : ● **বাদ**-এর (কথনের) বিপরীতে যে কথা বলা হয়। ◘ প্রতিকূলবচন, বিরুদ্ধবাদ।

প্রতিবাদী : ● **প্রতিবাদ** (বিপরীত কথন) করে যে। ◘ প্রতিকূলবাদী, বিরুদ্ধবক্তা।

প্রতিবেদন : ● **বেদন**-এর (চলমান দিশাগ্রস্ত বিদিতকরণের) প্রতিরূপ যাহাতে; অথবা, বাস্তব ঘটনাবলীর প্রতিরূপ থাকে যে বিদিতকরণে। ◘ বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনপত্র, রিপোর্ট।

প্রতিভা : ● ভা-এর (জ্ঞানের অগ্নিশিখার দীপ্তির) **প্রতি**নিধি স্বরূপ **ভা** (দীপ্তি) থাকে যাহাতে; অথবা, জ্ঞানের আলো প্রদীপ্ত (প্রতিভাত) যাহাতে। ◘ দীপ্তি, বুদ্ধি, নব-নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। ∗

প্রতিভূ : ● **ভূ**-এর প্রতিরূপ যে **ভূ**-কে খাড়া করিয়া অধমর্ণ ঋণাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। / ধনিক ও অধমর্ণের মধ্যে যিনি থাকেন। (ব.শ.)। ◘ লগ্নক, জামিনদার, 'গ্যারান্টার'।

প্রতিম : ● **ম**-এর (সীমায়িত সত্তার) প্রতিরূপ **ম** (সীমায়িত সত্তা) যাহাতে; অথবা, (উদাহরণ স্বরূপ) 'শিবাজী' নামক এক সীমায়িত সত্তার (ভারত-ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা বা কার্য্যাবলী পালনকারী সত্তার) প্রতিরূপ এক চরিত্র বা ছবি যাহাতে। ◘ সদৃশ, নিভ, সঙ্কাশ।

প্রতিমা : ● **মা**-এর (সীমায়িত সত্তাধারীর) প্রতিরূপ **মা** (সীমায়িত সত্তাধারী) যাহাতে;, অথবা, (উদাহরণ স্বরূপ) 'সরস্বতী' নামক এক সীমায়িত সত্তাধারীর (জ্ঞানচর্চাকারী জনসমূহের প্রতীকী দৃশ্যরূপের) প্রতিরূপ এক **মা** (সীমায়িত সত্তাধারী বা মূর্ত্তি) যাহাতে। ◘ সাদৃশ্য, অনুকরণ, শিলাদিকৃত সদৃশরূপ, প্রতিরূপ, প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিবিম্ব। ∗

প্রতিযোগ : ● যোগের বিপরীতে **যোগ** যাহাতে; অথবা, একজন ১০ পদক্ষেপ যোগ করিয়া অগ্রণী হইলে বিপরীত পক্ষ বিপরীত দিকে ১০ পদক্ষেপ যোগ করিয়া ততদূর পিছাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে যাহাতে। ◘ বিরোধ।

প্রতিযোগিতা : ● **প্রতিযোগ** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে যোগ-প্রতিযোগ চলিতে থাকে। ◘ প্রতিকূলভাব,

বিরুদ্ধতা।

প্রতিযোগী : ● **প্রতিযোগ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে প্রতিযোগিতা করে। ◘ প্রতিযোগবান, বিরোধী।

প্রতিরক্ষা : ● রক্ষার বিপরীতে যে রক্ষা থাকে; অথবা, যাহাতে অন্যের আত্মরক্ষার ব্যবস্থার বিপরীতে নিজের যে আত্মরক্ষণ ব্যবস্থা করা থাকে। ◘ প্রতিরোধ, বাধাদান।

প্রতিশ্রুতি : ● **প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শ্রুতি** যাহাতে; অথবা, যে বাচনিক প্রকাশ শুনাইয়া সঙ্কল্পিত কর্ম্মের কথা জানান হয়; কিংবা, যাহা অবশ্যই করা হইবে তাহার কথা বলা হয় যে প্রতিক্রিয়ারূপ বাচনে। ◘ প্রতিজ্ঞা।

প্রতিষেধক : ● **প্রতিষিদ্ধ** বা নিষিদ্ধ করে যে। ◘ নিবারক।

প্রতিষ্ঠা : ● অন্য স্থাপিত ব্যবস্থাকে সরাইয়া যে নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। ◘ মর্য্যাদা, গৌরব, সংস্থাপন।

প্রতিষ্ঠান : ● **প্রতিষ্ঠা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলমান আছে। ◘ সংস্থা, সংগঠন, সমিতি।

প্রতীক : ● **প্রতি**-কে (সৃষ্টিকে বা পদার্থকে) সক্রিয় করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে শব্দ, পদ, চিহ্ন, চিত্র, অঙ্ক, মুদ্রা, সঙ্কেত ...দ্বারা) **প্রতি**-কে বা সৃষ্টজগৎকে মানসলোকে সক্রিয় করা যায়। ◘ প্রতিরূপ, প্রতিমূর্ত্তি, অর্থময় শব্দ, চিহ্ন, প্রতিচিত্র, সঙ্কেত ...। *

প্রতীকী : ● **প্রতীক**-এর সক্রিয় আধার যে। ◘ সাংকেতিক, ইঙ্গিতময়, symbolic।

প্রতীক্ষা : ● **ঈক্ষার** প্রতি-ঈক্ষা যাহাতে; অথবা, কেহ দেখিবে বা দেখা দিবে সেই আশায় তাকিয়ে থাকা হয় যাহাতে।

প্রত্যয় : ● **প্রতি** সক্রিয় হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, সৃষ্টিমাত্রই যাহা দ্বারা ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতে পারে; কিংবা, যাহা না থাকিলে কোনো মানুষ স্বাভাবিকভাবে বাঁচিতে পারে না, অগ্রসরও হইতে পারে না; অথবা, যে আধেয় (পুরুষ) আধারকে (প্রকৃতিকে) দিশা দেখায়। ◘ বিশ্বাস, সহকারী কারণ, নিশ্চয়, অব্যাভিচারিজ্ঞান, প্রকৃতির উত্তর বিহিত সুপ্ তিঙ্ কৃৎ তদ্ধিত প্রভৃতি প্রত্যয়। * *

প্রত্যয়িত : ● **প্রত্যয়** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ◘ জাতপ্রত্যয়, বিশ্বস্ত।

প্রত্যয়ী : ● **প্রত্যয়**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহার **প্রত্যয়** বা বিশ্বাস আছে। ◘ প্রত্যয়বান, বিশ্বাসী। *

প্রত্যাখ্যান : ● **প্রতি** আখ্যা অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, পূর্ব্বকৃত কথাবার্ত্তা বা আখ্যানকে অস্বীকার করিয়া বিপরীত কথাবার্ত্তা বলা হয় যাহাতে; কিংবা, যে কোনো কথাবার্ত্তা বা প্রস্তাবাদিকে অস্বীকার করা হয় যাহাতে। ◘ প্রত্যাদেশ, নিরাকরণ, নিরাস, প্রতিষেধ।

প্রত্যাবর্ত্তন : ● বিপরীত দিকে বা প্রতিকূলে **আবর্ত্তন** থাকে যাহাতে। ◘ প্রত্যাগমন, ঘুরে ফিরে আসা।

প্রত্যেক : ● **প্র**-এর তারণের পরম্পরা যাহাতে; অথবা, **প্রতি**সমূহের মধ্যে এক এক যাহাতে। ◘ এক একটি প্রতি, প্রতিজন।

প্রথম : ● **প্র**-এর (দুই বিপরীতের সমুচ্চিত হওয়নপূর্ব্বক সৃজনের বা রূপলাভের) স্থিতি সীমায়িত যাহাতে; অথবা, উদ্ভূত হইয়া সত্তামাত্র যে রূপে সর্ব্বাগ্রে সক্রিয় হয়। ◘ আদি, প্রধান, মুখ্য, অগ্রিম, মূলীভূত, অভিনব, প্রথম পুরুষ, পূর্ব্বে, অগ্রে। *

প্রথা : ● **প্র** থাকে যে আধরে; অথবা, প্র

(প্রকৃষ্ট করণপ্রক্রিয়া বা আচরণ) থাকে যাহাতে। ❐ খ্যাতি, প্রথিত বিষয়, পদ্ধতি, রীতি, ধারা (custom), বিধি, নিয়ম, ব্যবস্থা। *

প্রদীপ : ● **প্র**-কে (সৃষ্টির সমুচ্চয়ী সম্মিলনকে) **দীপন** (উদ্ভাসন) করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা সৃষ্টিরহস্য উদ্ভাসিত করিয়া দেওয়া যায়। ❐ গূঢ়ার্থের উদ্ভাসক আখ্যানগ্রন্থ, প্রদীপবৎ উদ্ভাসক, গ্রন্থ - যথা, সাধন**প্রদীপ**, জ্ঞান-**প্রদীপ**, (সাদৃশ্যে) দীপ, মাটির প্রদীপ। *

প্রপীড়ন : ● প্রকৃষ্ট **পীড়ন** যাহাতে; অথবা, হিসাব-নিকাশ করিয়া যথাযথভাবে **পীড়ন** করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে প্রপীড়িত অসহ্য দুঃখকষ্টে মরিয়া যাইবে কিন্তু তাহার সেই মৃত্যুর জন্য প্রপীড়ককে দায়ী করা যাইবে না (তাহা 'অবসাদে মৃত্যু' বলিয়া ঘোষিত হইবে)। ❐ প্রকৃষ্ট চাপ দেওয়া, প্রকৃষ্ট নিষ্পেষণ।

প্রবচন : ● প্রকৃষ্ট বচন যাহাতে; অথবা, **প্র**-বিষয়ক বচন যাহাতে; কিংবা, যাহাতে জ্ঞানের সারমর্ম কথিত হয়। ❐ বহু প্রচলিত কথা, প্রবাদ।

প্রফুল্ল : ● **প্র** (সমুচ্চিত সম্মিলন রূপে বা প্রকৃষ্টরূপে) **ফুল্ল** (নন্দিতপ্রকাশ) যে। ❐ বিকসিত, পুষ্পিত, হর্ষোৎফুল্ল, পরিস্ফুট। *

প্রফুল্লিত : ● **প্রফুল্ল** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। (ব্যাকরণ অনুসারে সাধু হইলেও, সংস্কৃতে ইহার প্রয়োগ নাই, প্রাচীন বাংলায় ভূরিপ্রয়োগ।) ❐ প্রফুল্ল, বিকশিত, পুষ্পিত, পুলকিত, হৃষ্ট, প্রভাময়, প্রসন্ন। *

প্রবন্ধ : ● **প্র** (প্রকৃষ্টরূপে) বন্ধ যে; অথবা, **প্র** (সমুচ্চয়ী সম্মিলন) **বন্ধ** (স্তব্ধ আবর্ত্তন) যাহাতে; কিংবা, সৃজনশীল ভারসাম্য রাখিয়া চলমান সত্তা বা সত্তাসমূহকে (বা তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে) স্থির রূপে উপস্থাপন করা হয় যাহাতে। ❐ প্রকৃষ্ট বন্ধন, সন্দর্ভ, উপায়, কাব্যাদিগ্রন্থন, গ্রথিতবস্তু, গ্রন্থ ...।

প্রবর্ত্তন : ● প্রকৃষ্টভাবে **বর্ত্তন** যাহাতে; অথবা, **বর্ত্তন**-এর প্রকৃষ্ট সূচনা যাহাতে। ❐ রতি, সংঘটন।

প্রবর্ত্তনা : ● **প্রবর্ত্তন**-এর আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা কোনো কিছুর প্রচলিত হওয়ার বা চক্রাকারে ঘূর্ণনের বা আ**বর্ত্তন**-এর প্রকৃষ্ট-ভাবে সূচনা করা হয়। ❐ প্রেরণা, প্রকৃষ্ট সূচনা।

প্রবর্ত্তিত : ● যাহার **প্রবর্ত্তন** করা হইয়াছে। ❐ প্রেরিত, সংস্থাপিত ...।

প্রবাদ : ● **প্র** (সমুচ্চয়ী সম্মিলনমূলক বা প্রকৃষ্ট) **বাদ** (কথন) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা এতই সত্য যে স্বয়ং লোকমুখে প্রচারিত হইয়া যায়। ❐ সম্ভাষ, পরম্পরাগত বাক্য, প্রসিদ্ধ লোকবাদ, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি।

প্রবাস : ● **প্র**-তে (সৃজনরসে) বাস যাহাতে; অথবা, প্রকৃষ্ট (রসেবশে) বাস যাহাতে; কিংবা, যে বাসে বাসী মনোলোকের গভীর রসে ডুবিয়া থাকে, সম্মুখে তার দেহটি থাকিলেও কার্য্যত সে সেখানে থাকে না; অথবা, যাহাকে বাহ্যিক ভাবে দৃষ্ট হইলেও কার্য্যত সে সেখানে থাকে না, প্রকৃষ্ট বাসে থাকে যাহা দেখা যায় না; কিংবা, (সাদৃশ্যে), যে কার্য্যত বিদেশে বাস করে বলিয়া তাহাকে দেখা যায় না। /গৃহ হইতে প্রস্থিতের দেশান্তরে বাস (যাহাতে)। (ব.শ.)। ❐ মনোলোকে বাসকরণ, বাহ্যলোক-বিবাগী; (সাদৃশ্যে) দেশান্তরস্থিতি, বিদেশবাস। *

প্রবীর : ● /প্রকৃষ্ট বীর যে। (ব.শ.)। ❐ উত্তম, মহাবীর, নীলধ্বজপুত্র। *

প্রবৃত্ত : ● প্রকৃষ্ট **বৃত্তন** (বৃত্তির দায় বহন করিয়া আবর্ত্তন) যাহাতে। ❐ প্রবৃত্তিযুত, চেষ্টিত, ব্যাপৃত, আরব্ধ, বর্ত্তমান।

প্রবৃত্তি : ● **প্র**-এর (সমুচ্চিত সম্মিলনের) বৃত্তি যাহাতে; অথবা, সমুচ্চিত সম্মিলন দ্বারা সৃজিত হইবার পরে সত্তামাত্র যে কর্ম্ম করিয়া আবর্ত্তমান থাকে। ◘ স্বাভাবিক ধর্ম্ম, চেষ্টা, প্রবণতা, উৎপত্তি, ব্যাপৃত হওয়া।

প্রব্রজ্যা : ● প্রকৃষ্ট **ব্রজ্যা** যাহাতে; অথবা, **ব্রজধাম**-এ গমনচেষ্টা যাহাতে। (দ্র. **বানপ্রস্থ**)। ◘ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক গমন, সন্ন্যাসগ্রহণ, সন্ন্যাস।

প্রভব : ● প্রকৃষ্ট **ভবন** যাহাতে। ◘ জন্ম, উৎপত্তি, পরাক্রম, নিধি, আদ্যোপলব্ধিস্থান।

প্রভা : ● প্রকৃষ্ট **ভা** (দীপ্তি) যাহার; অথবা, যাহার ভা (দীপ্তি) বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। / যাহার দ্বারা দীপ্তি সবন করা হয়। (ব.শ.)। ◘ দীপ্তি, কিরণ, কান্তি, করচ্ছটা, কুবেরপুরী, দুর্গা, সূর্য্যপত্নী, অপ্সরোভেদ। ⁕

প্রভাকর : ● **প্রভা** করে যে। / দীপ্তি করে যে। (ব.শ.)। ◘ সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, অর্কবৃক্ষ।

প্রভাত : ● প্রকৃষ্ট **ভা** তারিত যাহাতে। / প্রকৃষ্ট ভাত যাহাতে। (ব.শ.)। ◘ ভাতিযুক্ত, প্রাতঃকাল, অবসান। ⁕

প্রভাত : ● **প্রভা** (সমুচ্চিত আলো-আঁধারের দীপ্তি) তারিত যাহাতে; অথবা, যে কালে রৌদ্রের উজ্জ্বল আলো থাকে না এবং রাত্রির অন্ধকারও থাকে না। ◘ প্রাতঃকাল, সকাল।

প্রভাস : ● প্রকৃষ্ট **ভাস** যাহাতে। ◘ দীপ্তি, বসুবিশেষ, গণধিপতিভেদ, তীর্থবিশেষ, সোমতীর্থ, বিশ্বকর্ম্মার পিতা অষ্টম বসু। ⁕

প্রভু : ● প্রকৃষ্টরূপে **ভবন** (উদ্ভব বা আবির্ভাব) নবরূপে উত্তীর্ণ যাঁহার; অথবা, যিনি প্রকৃষ্ট রূপে অস্তিত্বলাভ করিয়া অধিকারী বা শাসকে পরিণত হইয়াছেন। / প্রকৃষ্টভাবে ভবিত্রী (যে)। (ব.শ.)। ◘ সমর্থ, ঈশ্বর, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, স্বামী, অধিপতি, নিয়ন্তা, ফলদাতা, অধিকারী, পতি, মনিব। ⁕

প্রভূত : ● প্রকৃষ্ট পরিমাণে **ভূত** (জাত, হইয়াছে) যে। ◘ প্রকৃষ্টজাত, প্রচুর, বহু, অনেক, ভূত, নানা, উদ্‌গত, উন্নত। ⁕

প্রভূতভ্রান্ত : ● যিনি প্রভূত পরিমাণে **ভ্রমযুক্ত** (ঘূর্ণিত) হইয়াছেন বা ঘোরাঘুরি করিয়াছেন। ◘ অতিভ্রমণ।

প্রভৃতি : ● **প্র**-এর (সমুচ্চিত সম্মিলনের বা সৃষ্ট সত্তার) **ভৃতি** যাহাতে; অথবা, সৃষ্ট সত্তার ভরণ সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, উদ্ভবের পর হইতে যাহা যাহা ভৃতি বা ভরণ রূপে (বর্ত্তমান পর্য্যন্ত) আসিয়াছে। ◘ আরম্ভার্থ, থেকে, হইতে, অবধি। দ্র. **ইত্যাদি**।

প্রমত্ত : ● প্রকৃষ্টরূপে **মত্ত** (মাতাল) যে; অথবা, যে মানসিক ও দৈহিক উভয়ভাবে মদমত্ত হইয়াছে। ◘ প্রমাদযুক্ত, ব্যসনাসক্ত, সুরাপানাদি হেতু অতিবিচেতন।

প্রমা : ● **প্র** (সমুচ্চিত সম্মিলন) পরিমাপিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার সৃষ্টিরহস্যের (দুই বিপরীতকে সমুচ্চিতভাবে সম্মিলিত করিবার) জ্ঞান থাকে; কিংবা, উদাহরণস্বরূপ একালের ভাষায়, জলের সৃষ্টিরহস্যের (উদ্‌জান ও অম্লজানের সমুচ্চিত সম্মিলনের) জ্ঞান থাকে যাহাতে। ◘ যথার্থানুভব, প্রমাণ।

প্রমাণ[১] : ● প্রকৃষ্ট **মান** যাহাতে। / যাহা দ্বারা প্রকৃষ্ট মান সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ◘ পরিমাণমাত্র, ওজন, মাত্রা ...।

প্রমাণ[২] : ● **প্রমা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সত্তার (বিষয়, বস্তু, ঘটনাদির) উদ্ভবরহস্য থাকে যাহাতে; কিংবা, সেই সেই ঘটনাদির উদ্ভবের সাক্ষ্য থাকে যাহাতে। ◘ সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায় (পৌরাণিকে ৮,

বেদান্তে ৬, প্রভাকরে ৫, ন্যায়ে ৪, সাংখ্য ও পাতঞ্জলে ৩, কণাদ ও বৌদ্ধে ২, এবং চার্ব্বাকে ১ প্রকার বা শুধুমাত্র 'প্রত্যক্ষ' **প্রমাণ**-এর কথা বলা আছে)।

প্রমীলা : ● **প্র** সীমায়িত আধার রূপে লালিত যাহাতে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী জাগ্রত নহে, নিদ্রিতও নহে। ⊓ নিদ্রাবেশ, তন্দ্রা, রামায়ণে ইন্দ্রজিতের স্ত্রী।

প্রমুখ : ● প্রকৃষ্ট মুখ যাহাতে; অথবা, আর যে মুখগুলির উল্লেখ করিলে সর্ব্বাগ্রগণ্য অবধি মুখের কথা বলা হয়; কিংবা, (যথা) 'বাংলা বিভাগের রামবাবু শ্যামবাবু যদুবাবু মধুবাবু এই চারজন শিক্ষকের মতানুসারে' না বলিয়া 'বাংলা বিভাগের রামবাবু প্রমুখ শিক্ষকগণের মতানুসারে' বলা হয় যাহাতে। / প্রকৃষ্ট মুখ (আরম্ভ) যাহার। (ব.শ.)। ◻ প্রথম, পূর্ব্ব, প্রধান, মান্য, অগ্র, বদন। ❋

প্রয়াগ : ● **প্র**-র (সমুচ্চিত-সম্মিলনের বা সৃষ্টির) যাগ (কর্ম্মযজ্ঞ) যাহাতে; অথবা, যেখানে জ্ঞান-অর্জ্জন এবং-বা পণ্য-অর্জ্জনের কর্ম্মযজ্ঞ চলে; কিংবা, যে ত্রিবেণীসঙ্গমের জ্ঞানপ্রবাহ ও পণ্যপ্রবাহে উৎপাদিত জ্ঞান ও পণ্যাদি নিমজ্জন করিয়া **পুণ্য** অর্জ্জন করা হয়। ⊓ তীর্থবিশেষ, গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থল, বদ্ধবেণীস্থল।

প্রয়াস : ● **প্রকৃষ্ট** (আ)য়াস বা চেষ্টা থাকে যাহাতে। ⊓ প্রযত্ন, প্রচেষ্টা, পরিশ্রম।

প্রযুক্তি : ● **প্রকৃষ্ট যুক্তি** (সক্রিয় যোগকরণ) যাহাতে; অথবা, কর্ম্মযজ্ঞ কার্য্যকর করিবার নিমিত্ত যে সকল দক্ষবুদ্ধি যোগ করিতে হয়। ⊓ প্রয়োগ, প্রকৃষ্ট যুক্তি, সংযোজনীয়।

প্রয়োজন : ● **প্রকৃষ্ট যোজ** (যোগ) অনকৃত বা চলমান যাহাতে; অথবা, কর্ম্মে যোজন করিতে যাহা কিছু কাজে লাগে; কিংবা, (লক্ষণার্থে) মানুষের যাহা কিছু লাগে বা দরকার হয়। ◻ প্রবর্ত্তনসাধন, দরকার।

প্রয়োগ : ● প্রকৃষ্ট **যোগ**করণ যাহাতে; অথবা, যে যথাযথ যোগকরণ করিয়া কার্য্যকে বাস্তবায়িত করা হয়। ◻ প্রকৃষ্ট যোগ, সংযোগ।

প্রশ্ন : ● **প্র**-এর (সৃষ্টিরহস্যের) বিচ্ছুরণ নাকৃত যাহাতে; অথবা, চলমানকে খাড়া করিয়া, সে কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা জানিতে চাওয়া হয় যাহাতে। ◻ জিজ্ঞাসা।

প্রশ্বাস : ● প্রকৃষ্ট **শ্বাস** যাহাতে; অথবা, যে **শ্বাস** হইতে মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকার প্রাণবায়ু লাভ করা যায়। দ্র. **বিশ্বাস**। ◻ কোষ্ঠস্থ বায়ুর নিঃসারণ।

প্রসাদ : ● **প্রকৃষ্ট সাদ** (...সত্যজ্ঞানের কণা) যাহাতে; অথবা, সত্যজ্ঞানকে কর্ম্মপোযোগী করিয়া প্রদত্ত হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ক্ষমতাবানের বা ঠাকুরের সিন্নি রূপে যাহা পাওয়া যায়। (দ্র. **সত্যলোক**) ⊓ বিমলীভাব, প্রসন্নভাব, অনুগ্রহ।

প্রস্তাব : ● **প্রকৃষ্ট স্তাব** (**স্তব** হইতে জাত) থাকে যাহাতে; অথবা, কর্ম্মের বিশেষ **পদ্ধতি**র কথা বলা হয় যাহাতে। ⊓ প্রারম্ভ, সঙ্গতি, প্রসঙ্গ ...।

প্রস্তুত : ● **প্রকৃষ্টভাবে স্তুত** (...অনুরুদ্ধ) যে বা যাহা; অথবা, **প্রস্তাবিত পদ্ধতি**-অনুসারে কর্ম্ম করিবার জন্য অনুরুদ্ধ যে; কিংবা, তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া যে কর্ম্মফল পাওয়া যায়। ◻ প্রারব্ধ, প্রাসঙ্গিক, প্রকৃত ...।

প্রাকৃত : ● **প্রকৃত** (...স্বভাবসিদ্ধ) হইতে জাত; অথবা, যাহা স্বভাবত অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে; কিংবা, যাহা প্রকৃতির নিয়মসিদ্ধ স্বাভাবিক (বিজ্ঞানসম্মত) **প্র**করণ করিয়া

জাত হইয়াছে। ㄱ প্রকৃতিসম্বন্ধী, স্বাভাবিক, সাধারণ, প্রকৃতিভব, লৌকিক।

প্রাণ : ● **প্র** (অস্তিত্বের মূলস্বরূপ সমুচ্চয়ী সম্মিলন) অন (চলমান) থাকে যাহাতে (যে মানবদেহে বা সমাজদেহে); অথবা, প্র-করণ চলিতে থাকে যাহাতে (যে দেহে)। / যাহার দ্বারা জীবন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ জীবন, সমষ্ট্যুপহিত চৈতন্য, সজীবতা। *

প্রাণবায়ু : ● (দেহে) **প্রাণ** দান করে বা **প্রাণ**কে চলমান রাখে যে বায়ু; অথবা, যে জীবনদর্শনের প্রবাহ বা দার্শনিক বিশ্বাস সমাজদেহের **প্রাণ** বাঁচায়। ㄱ (সাধর্ম্মে) মানবদেহের শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু, হৃন্মারুত, দেহস্থ পঞ্চবৃত্তিক বায়ুর হৃদয়স্থ বায়ু। *

প্রাণায়াম : ● **প্রাণের** আয়াম (প্রসারণ) যাহাতে। ㄱ প্রাণের (শ্বাসপ্রশ্বাসের) নিরোধ, যোগাঙ্গবিশেষ। *

প্রাণী : ● **প্রাণ**-এর সক্রিয় আধার যে। ㄱ জীবাত্মা, জন্মী, চেতন, মনুষ্য, কীটাদি, জীব, জন্তুমাত্র। *

প্রাতিপদিক : ● যাহা দ্বারা (যে শব্দের দ্বারা) কোনো বস্তু বা তার গুণাগুণ **প্রতিপাদিত** হয়। ㄱ (ব্যাকরণে) নাম, শব্দ। *

প্রামাণিক (পরামানিক) : ● প্রমাণসিদ্ধ করেন যিনি; অথবা, রাষ্ট্রের পক্ষে যিনি উৎপন্নাদির গুণাগুণ বিচার করিতেন; কিংবা, তাঁহার যে উত্তরসূরীগণ আজও নামের শেষে 'প্রামাণিক' বা 'পরামানিক' পদবী ব্যবহার করেন। ㄱ তিলি সমাজের প্রধানব্যক্তি, নাপিত।

প্রায় : ● **প্র**-এর (সমুচ্চয়ী সম্মিলনের বা সৃষ্টিরহস্যের) সক্রিয় যাওয়া যাহাতে; অথবা, যাহা উদ্ভবের প্রারম্ভিক রূপের নিকট ফিরিয়া যায় বা সত্যের কাছাকাছি যায় বা যাইতে পারে; কিংবা, যাহা **প্র**-এর (সমুচ্চয়ী-সম্মিলনের) নিকট ফিরিয়া যাইতেছে (উদ্ভবে ফিরিয়া যাইতেছে বা মরিতেছে)। ▢ কিছু-কম, ঠিক-এর কাছাকাছি, সত্যের কাছাকাছি, ক্রিয়াপরিত্যাগপূর্ব্বক অভোজন, অনশনমৃত্যু, প্রয়াণ, ভূমা ...। *

প্রায়ঃ : ● **প্রায়**-এর শেষ বা চূড়ান্ত যাহাতে। ▢ বাহুল্য, তপঃ, ব্রত। *

প্রায়শ্চিত্ত : ● **প্রায়**-এর শেষ বা সর্ব্বোচ্চ **চিত্তন** (আবিষ্করণ-উদ্ভাবন) করা হয় যাহাতে। / প্রায়ের চিত্ত চিত্তি যাহা দ্বারা; অথবা, যাহাতে তপস্যার নিশ্চয় (থাকে)। (ব.শ.)। ▢ পাপক্ষয়নিশ্চয়যুক্ত, তপোভেদ, পাপশোধনার্থ কর্ম্মমাত্র। * *

প্রার্থনা : ● **প্রকৃত** অর্থ (ক্রিয়া) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা যেরূপ করা হইবে তাহার কথা বলিয়া বিপরীত পক্ষের কীরূপ করা উচিত তাহা বলা চলিতে থাকে; কিংবা, যাহাতে লেন-দেনের কথা বলা চলিতে থাকে। ▢ যাচ্ঞা, লাভাভিলাষ, অভিলাষ, মনোরথ, কাম। *

প্রিয় : ● **প্র** (পুরুষ-প্রকৃতির সমুচ্চয়ী সম্মিলনের আবর্ত্তন) সক্রিয় হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, যাহাতে এক পক্ষ অপর পক্ষের অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়; কিংবা, সত্তার অভাবের পরিপূরক সত্তা যে। ▢ প্রীণয়িতা, অভীষ্ট, দয়িত, অভিমত, সহজপ্রীতিমান, প্রিয়র্জন, প্রীতিবিষয়, প্রিয়কার্য্য, প্রিয় বাক্য কার্য্য বার্ত্তা বা বিষয়। *

প্রিয়ংবদ : ● **প্রিয়** কথা বলে যে; অথবা, যে কথাগুলি শুনিলে শ্রোতার মনের অভাব পূর্ণ হয়, তদ্রূপ কথা বলে যে। ▢ মধুরভাষী, সত্যপ্রিয়বাদী।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ㄱ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

প্রিয়া : ● **প্রিয়**-র স্ত্রী-আধার যে। ⊓ ভার্য্যা, দয়িতা, নায়িকা, মদিরা, মল্লিকা।

প্রিয়সাল : ● **প্রিয়** সাল (পরিবার ব্যবস্থা) যাহাতে। ⊓ (সাদৃশ্যে) অসনবৃক্ষ, প্রিয়াল, পিয়সাল, পিয়াল। ✻

প্রীত : ● **প্র**-এর সক্রিয় আধার তারিত যাহাতে; অথবা, দুই বিপরীত বা পরি-পূরকের সক্রিয় আধার (**প্রী**) তারিত যাহাতে (যে প্রকাশিত মনোভাবে)। ◻ সন্তুষ্ট, তৃপ্ত।

প্রীতি : ● **প্রীত** সক্রিয় যাহাতে। ⊓ হর্ষ, আনন্দ, তৃপ্তি।

প্রে : ● দিশাগ্রস্ত **প্র** (সমুচ্চয়ী-সম্মিলন) যাহাতে।

প্রেক্ষা : ● যে **প্রকৃষ্ট ঈক্ষণ** দিশাগ্রস্তভাবে বা একদিকে তাকাইয়া দেখিতে হয়।

প্রেক্ষাগৃহ : ● **প্রেক্ষণ** করা বা একদিকে তাকাইয়া দেখা হয় যে গৃহে।

প্রেত : ● যাহার **প্র** (সমুচ্চয়ী সম্মিলন বা অস্তিত্বের মূল) সক্রিয়ভাবে তারিত হইয়াছে; অথবা, যাহার সমষ্টি-উপহৃত চৈতন্য ও প্রাণ গত হইয়াছে; কিংবা, মৃত্যু হইলেও পুত্ররূপে, উৎপাদিত বস্তুরূপে, বা সৃষ্ট মানসফল রূপে যাহার অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। (দ্র. **পণ্য**)। ◻ প্রয়াত, মৃত, ভূতবিশেষ, নরকস্থ প্রাণিবিশেষ, পিতৃলোকস্থ পিতা, **আতিবাহিক** দেহোত্তর জায়মান দেহভেদ। ✻

প্রেতকায় : ● যে কায়ার চৈতন্য ও প্রাণ গত হইয়াছে। ⊓ শব।

প্রেতগৃহ : ● প্রেত (প্রয়াত) গৃহীত হয় যেখানে। ◻ শ্মশান।

প্রেততর্পণ : ● যাহা দ্বারা ত্রি-রূপী প্রেত-অস্তিত্বকে চলমান রাখা হয়; অথবা, **পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ** ও **ঋষিতর্পণ** করা হয় যাহাতে। ⊓ (সাদৃশ্যে) প্রেতোদ্দেশে বর্ষপর্য্যন্ত কর্ত্তব্য জলদানক্রিয়া। ✻

প্রেতদেশ : ● অনভিপ্রেত **প্রেত**দিগের (পণ্য বা পণ্য লইয়া যাহারা মরে বা মারামারি করে তাহাদের) দেশ যেখানে। ◻ প্রেতপুর, যমপুর, আদালত। ✻

প্রেতনদী : ● অনভিপ্রেত **প্রেত**দিগের (পণ্যের) বিতরণক্রিয়া চলে যে প্রবাহের দ্বারা। ⊓ বৈতরণী। ✻

প্রেতনাথ : ● অনভিপ্রেত **প্রেত**দিগের (পণ্য লইয়া মরে বা মারামারি করে যাহারা তাহাদের) নাথ যিনি। ◻ বিচারক, যমরাজ। ✻

প্রেতপুরী : ● অনভিপ্রেত **প্রেত**দিগের বিচারের জন্য যে পুরী। ◻ বিচারালয়, যমালয়।

প্রেতভূমি : ● অভিপ্রেত **প্রেত**দিগের ভূমি যেখানে। ◻ শ্মশান। ✻

প্রেতশ্রাদ্ধ : ● প্রয়াতের নিকট হইতে লব্ধ ঋণ (**পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ**) পরিশোধ করিবার জন্য নিজেদের অজ্ঞাত-সারে বিশ্বের সকল মানুষ যাহা করিয়া থাকেন; অথবা, সেই বাস্তব সত্য বিষয় বিস্মৃত হইয়া হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণ অর্থহীনভাবে তাহার যে প্রতীকী আচরণ আজও করিয়া থাকেন। ◻ হিন্দুদিগের আদ্যশ্রাদ্ধাদিসপিণ্ডন পর্য্যন্ত প্রেতোদ্দেশ্যক ষোড়শ শ্রাদ্ধ (আদ্যশ্রাদ্ধ + দ্বাদশ মাসিক + ষাণ্মাসিকদ্বয় + সপিণ্ডীকরণ)। ✻

প্রেতাত্মা : ● **প্রেত**-এর (প্রয়াতের) আত্মা (যে); অথবা, প্রয়াতের ধরতাই রূপ 'আমি-বোধ' নাম রূপে রহিয়া যায় যাহাতে (প্রয়াতের নাম ও তৎসংক্রান্ত কথাবার্ত্তা ও কাজকর্ম্মে); কিংবা, যাঁহাদের **ঋষিঋণ** আজও শোধ করা যায়নি বলিয়া আজও বিদ্যমান আছেন। ⊓

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

জীবিত ব্যক্তির মনে মৃত ব্যক্তির স্মৃতি ও তজ্জনিত ক্রিয়াকর্ম্মাদি, মৃতের আত্মা। *

প্রেম : ● **প্র** ইম যাহাতে; অথবা, পুরুষ-প্রকৃতির সমুচ্চয়ী সম্মিলন-চেষ্টা গিয়া সীমায়িত হয় যাহাতে; কিংবা, যে ভাবরসে ডুবিয়া দুই পক্ষ পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিপূরক (অভাবের পূর্ত্তিকারক) হইয়া উঠিবার চেষ্টা করে। ⊓ প্রিয়ভাব, যুবকযুবতীর ধ্বংসরহিতভাব-বন্ধন, ভ্রাতৃবাৎসল্য, বিয়োগ-অসহিষ্ণুতা, (বৈষ্ণবমতে) কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়প্রীতির ইচ্ছা, গাঢ় রতি বা অনুরাগ। *

প্রেমিক : ● **প্রেম**-কে সক্রিয় করে যে। ⊓ প্রেমপ্রবণ, প্রণয়ী।

প্রেমিকা : ● **প্রেমিক**-এর আধার যে। ⊓ স্ত্রী-প্রণয়ী।

প্ল : ● পালনাদির লালন-লয়ন যাহাতে।

প্লব : ● **প্ল**-তে (ধারাপতন লালিত যাহাতে, তাহাতে) বাহিত হয় যে; অথবা, ধারার পতন (অদৃশ্য সামাজিক উৎপন্ন-ধারার বা দৃশ্য জলধারার পতন) হইতে যে স্রোত জন্মায় তাহাতে ভাসিয়া বেড়ায় যে। ⊓ সামাজিক উৎপন্ন ধারায় ভাসা, দক্ষ, দক্ষ কর্ম্মী, অধর্ম্মজীবী, ফেরিওয়ালা, পরমহংস-রসিক-বকধার্ম্মিক-কৃপণাদি উৎপন্ন-স্রোতো-ধারাজীবী, (সাদৃশ্যে যথাক্রমে) জলে ভাসা, মেষ, কপি, ভেক, জলকাক, হংস-সারস-বক-ক্রৌঞ্চাদি জলচরপক্ষী ...। *

প্লবগ : ● **প্লবন**-পূর্ব্বক গমন করে যে। ⊓ আমলা, ভেকধারী অধর্ম্মজীবী, (সাদৃশ্যে) বানর, ভেক। *

প্লবন : ● **প্লব** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ⊓ ক্রমনিম্ন, প্রবণ, নিম্ন-ভূম্যাদি, নদ্যাদি-সন্তরণ, সাঁতার, ভাসা, স্নান, প্লুতগতি, লম্ফ, অশ্বগতিভেদ।

প্লাবন : ● **প্লাব** (সামাজিক বা দৃশ্য তরলের প্লবজাত) অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ⊓ উপহতঘৃতাদি দ্রবদ্রব্যের শোধনোপায়-বিশেষ, নিমজ্জন, ডুবান, ভাসান, দ্রবদ্রব্যের উর্দ্ধপ্রাপণ, উথলান, বন্যা, বান। *

প্লুত : ● **প্ল** (জলে ভাসা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, জলোচ্ছ্বাস যেরূপ লাফ দিয়া পড়ে তদ্রূপে গমন যাহাতে। ⊓ উল্লঙ্ঘিত, নিমগ্ন, সিক্ত, অশ্বগতিভেদ।

প্লুতগতি : ● **প্লুত** (লাফ দিয়া দিয়া বা ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া) গমন যাহাতে। ⊓ লম্ফপূর্ব্বক গমন, অশ্বগতিভেদ।

প্লুতগামী : ● **প্লুত**-ভাবে (লাফ দিয়া লাফ দিয়া বা ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া) গমন করে যে।

প্লুতস্বর : ● **প্লুত** (টানা) যে স্বর। ⊓ হ্রস্ব-ত্রিগুণকাল বা ত্রিমাত্রক স্বর।

ফ

ফ : ● প্রাপণ (পালন, পান, পাতন ...) স্থিত যাহাতে (প্‌ + হ্‌ = ফ্‌); অথবা, প্রাপণাদি করিবার জন্য খাঁ খাঁ করিতেছে এরূপ অভাব বা অবকাশ (শূন্যতা, ফাঁক) থাকে যাহাতে; কিংবা, পালনাদি স্থির রূপে থাকে যাহাতে, অথবা, বৃক্ষের ন্যায় আপন ইচ্ছাকে পালন পূর্ব্বক প্রশাখায় পাঠাইয়া ফুলে ও ফলে পরিণত করে যে; অর্থাৎ, তেজাদি, মেধা, শ্রম ইত্যাদি প্রবিষ্ট হইয়া স্থিত থাকে যাহাতে। ⊓ প্রাপণস্থিতকারী, পাতনস্থিতকারী। *

ফঃ (ফস্‌) : ● প্রাপণস্থিতকারী-অবকাশের (ফাঁকের, অভাবের) শেষাবস্থা যাহাতে; অথবা, যে অবকাশে প্রাপ্তকে গ্রহণ করিবার পরও খানিকটা অবকাশ থাকিয়া যায়;

কিংবা, যাহাতে **ফস** করিয়া অন্তর্গত বা নির্গত হওয়া যায়। ⊓ শিথিল।

ফঁ : ● প্রাপণস্থিতকারীর রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, (মানসিক বা বাহ্যিক) খাদ্যগ্রহণ কালে খাদ্যগ্রহণকারীর নিবিষ্টতা ভঙ্গ হইলে তাহার বিরক্তি ক্রোধ প্রভৃতি অকার্য্যকর শুকনো ফাঁকা সন্তাপাদির প্রকাশ ঘটে যাহাতে। ⊓ পাঠকালে অন্যের আগমনে একনিষ্ঠ পাঠকের বা টাকা গণনাকালে ব্যবসায়ীর বা খাদ্যগ্রহণকালে গরুর বিরক্তি বা **ফঁ**-করণ।

ফঁক : ● **ফঁ** (বিরক্তি-প্রকাশন) কৃত যাহাতে; অথবা, খাদ্যগ্রহণকালে মনোযোগ নষ্ট করার কারণে বিরক্ত গরু **ফঁ** করিয়া সিং দিয়া গুঁতাইয়া দেয় (চিরিয়া দেয়) যাহাতে; কিংবা, **ফঁ ফঁ** করিতে করিতে দ্রুত সবটা খাইয়া সাফ করিয়া দেয় যাহাতে।

ফঁপ : ● **ফঁ**করণ (ফাঁকা বা শুকনো সন্তাপ) পালিত যাহাতে; অথবা, শূন্যগর্ভ সন্তাপাদি পালিত যাহাতে; কিংবা, যাহা ফাঁকা সন্তাপে বা সন্তাপের শূন্যতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ⊓ অশ্রু বেদনা আওয়াজ ... ফুরাইয়া যাওয়া ফাঁকা কান্না, ফাঁকা রাগ, শূন্যগর্ভ আস্ফালন।

ফঁপর : ● যাহা **ফঁপ**-এ (বা শূন্যতায় পূর্ণ) রহে; অথবা, যাহার ভিতরে কার্য্যকরী কিছু নাই। ⊓ ফাঁকা, ফঁপরা।

ফঁপর-দালাল : ● **ফঁপর** (শূন্যগর্ভ) দালালি করে যে; অথবা, যাহার দালালির সারবত্তা নেই; কিংবা, মূলধন বিনিয়োগ না করিয়া ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে থাকিয়া মধ্যস্বত্ব ভোগ করে যে। ⊓ বিনিয়োগহীন দালাল। *

ফঁপরা : ● **ফঁপর**-এর (শূন্যতার) আধার যে। ⊓ শূন্যগর্ভ, অন্তঃসারশূন্য।

ফঁস : ● **ফঁ**-এর (... বিরক্তির) নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে; অথবা, যাহাতে সামাজিক দুধসর ভক্ষণকারী তাহার ভক্ষণে মনোযোগ নষ্ট করার কারণে খাওয়া ছাড়িয়া ভক্ষণযোগ নষ্টকারীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়; কিংবা, যে কোনো মুহূর্ত্তে আক্রমণ করার প্রস্তুতি থাকে যাহাতে। ⊓ (সাদৃশ্যে) সর্পগর্জ্জন, ফণা বা চক্র ধারণ করা, দংশন করিতে উদ্যত হওয়া।

ফক : ● **ফ** (প্রাপণস্থিত বা পাতনস্থিত) করে যে; অথবা, নিজের বা অন্যের (মানসিক, বাহ্যিক) অবকাশ (অভাব, শূন্যতা, ফাঁক) পূর্ণ করে যে। ⊓ হঠাৎ, ফস করে, 'ফক করে বলে ফেলা'। *

ফকফক : ● **ফক**-এর (... অভাবপূরণের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহার অভাব (ক্ষুধাদি) পূরিত হইতেছে (যে **ফকফক** করিয়া খাইতেছে); কিংবা, অভাব পরিপূর্ণ বলিয়া যাহা শ্বেতাভা বিস্তার করিতেছে (সম্পূর্ণ অভাবগ্রস্ত = কালো)। ⊓ **ফকফকে** সাদা ডিম, দন্তহীন বৃদ্ধের শুষ্ক খাদ্যগ্রহণ।

ফকর : ● **ফক** (... অভাবপূরণ) রহে যাহাতে; অথবা, মন বা দেহের অভাবপূরক রহে যাহাতে। ⊓ ব্রহ্মজ্ঞান, কলাকৌশলের বুদ্ধি, ঔষধাদির বুদ্ধি। *

ফকরা : ● **ফকর**-এর (ব্রহ্মজ্ঞানাদির) আধার যে; অথবা, **ফকর** থাকে যাহার কাছে। ⊓ প্রাচীন ভারতীয় ভিক্ষু, ফকির-ফকরা।

ফকির : ● **ফক** (অভাবপূরণ) সক্রিয় হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, মনের (আত্মার) সেবার অন্ন (ব্রহ্মজ্ঞান) বা দেহের সেবার অন্ন প্রার্থনা করিয়া বেড়ায় যে। ⊓ সংসারত্যাগী, মুসলমান ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী বা সাধু পুরুষ, মরমি সাধক, বিষয়বিরাগী, নিঃস্ব, দরিদ্র, সর্বহারা। *

ফকিরান : ● **ফকির** (ব্রহ্মজ্ঞানী) অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◻ ফকিরের সেবার্থ প্রদত্ত-ভূমি, মুসলমানের ব্রহ্মোত্তরভূমি। *

ফকিরী : ● **ফকির**-এর সক্রিয় আধার যে। ◻ ফকিরের বৃত্তি, সন্ন্যাসবৃত্তি, সাধুদের বৃত্তি।

ফক্ক : ● **ফক** (... ফাঁক বা অভাব পূরণ) করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, ফাঁকের সুযোগ গ্রহণ করে যে। *

ফক্কড় : ● **ফক্ক**-এর (সুযোগ-ব্যবহারকারীর) গড়ান-উড়ান যাহাতে। ◻ ফাঁকিদার, শঠ। *

ফক্কা : ● **ফক্ক**-এর (সুযোগ-ব্যবহারকারীর) আধার যে। ◻ শঠতা, ফাঁকি, অসার, শূন্য।

ফক্কি : ● **ফক্ক** (সুযোগের সদ্ বা অসদ্ ব্যবহার) সক্রিয় যাহাতে। ◻ শঠতা, প্রতারণা, ফাঁকি, অসার, শূন্য।

ফক্কিকা : ● **ফক্কি** (সুযোগের সদ্ বা অসদ্ ব্যবহার সক্রিয়) করে যে, তাহার আধার। ◻ অসদ্ব্যবহার, ফাঁকি, গ্রন্থ (টীকা), হেত্বাভাস।

ফক্কিকার : ● **ফক্কিকা** রহে যাহাতে। ◻ শঠতা, ফাঁকি।

ফক্কিকারি : ● **ফক্কিকার** সক্রিয় যাহাতে। ◻ শঠতা, ফাঁকি।

ফচ : ● **ফ** (অবকাশ হইতে নির্গত পাতনস্থিত) চারিত যাহাতে; অথবা, যাহা অনায়াসে নির্গত হইয়া চারিত হয়।

ফচফচ : ● **ফচ**-এর (নির্গত চারণের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ◻ বাচালতা, প্রগল্ভতা, ক্রমাগত বিরক্তিকর ও অবান্তর কথা বলা।

ফচকিয়া : ● **ফচ**-করণ সক্রিয় হইয়া যায় যাহাতে। ◻ ফাজিল, বাচাল, ফক্কড়া, চটুল।

ফচকিয়ামি : ● **ফচকিয়া** সীমায়িত হইয়া সক্রিয় থাকে যাহাতে। ◻ বাচালতা, ফচকের ভাব।

ফচকে : ● **ফচ**-করণ দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে পুনঃ পুনঃ **ফচ**করণ করিতে থাকে। ◻ দুঃশীল, বকাটে, পাকা, ফাজিল, বাচাল।

ফচকেমি : ● **ফচকে** সীমায়িত রূপে সক্রিয় যাহাতে। ◻ পাকাম।

ফট : ● **ফ** (পালনস্থিত) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা (যে প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি) সত্তার অভ্যন্তরে পালিত হইয়া (ফলাদিতে পরিণত হইয়া) সত্তার পরিধিতে (নির্গমনপথে) টঙ্কারিত হয়; কিংবা, যাহা সত্তার পরিধি ভেদ করিয়া সহসা বাহির হয় বা বাহির হইবার জন্য **ছটফট** করে; অথবা, গৃহাদি হইতে বহির্গত হইবার জন্য সদর দরজায় ঠক ঠক করে যে; কিংবা, 'কারার এই লৌহকপাট, ভেঙে ফেল কর রে লোপাট'— জাতীয় দার্শনিক-রাজনৈতিক-তান্ত্রিক মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ যাহাতে। ◻ (তন্ত্রে) অস্ত্রনামক মন্ত্রভেদ; 'ওঁ ফট্'।

ফটক : ● **ফট** (দরজা খুলিবার জন্য বহির্গমনকারীর টঙ্কার) কৃত যাহাতে। ◻ সিংহদ্বার, বহির্দ্বার, দেউড়ী।

ফটকিনাটকি : ● **ফটক** ('দ্বার খোলো' বলা) সক্রিয় করার নাটক সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে বিদ্রোহের বিষয়কে নাটকে বা হাস্যকৌতুকে পরিণত করিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ◻ রঙতামাশা, হাস্যকৌতুক।

ফটকিরি: ● **ফট**করণ (অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে বহিষ্কারকরণ) সক্রিয় হইয়া রহে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা জলের ময়লা-প্রভৃতি নিষ্কাশন করা চলে। ◻ স্ফটিকারি, শুভ্র কষায় দ্রব্যবিশেষ (alum)।

ফটরফটর : ● **ফট** (শব্দ নিষ্কাশন) রহে যাহাতে, তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা অবিরাম শব্দাদি নিষ্কাশন করে; কিংবা,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যাহাতে বাজে কথা বলা চলিতে থাকে। ⊓ অবিরাম কথার শব্দ, চটীজুতার শব্দ।

ফটাংফটাং : ● **ফটা**-র (নিষ্কাশিত শব্দের আধারের বা কথার) রহস্যরূপের পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্রচলিত কথাবার্ত্তার বিপরীত কথা বারংবার সহসা **ফট** (ঠোঁট ভেদ) করিয়া বাহির হইয়া আসে। ⊓ হঠাৎ হঠাৎ বিপরীত কথা বলা, ফটরফটর করা।

ফটাফট : ● **ফট**-এর পর **ফট** যাহাতে; অথবা, একের পর এক পরিধি ভেদ করিয়া বাহির হইতে থাকে যাহাতে। ⊓ পরের পর বাধা ভেদ করিয়া নির্গমন, জুতা ইত্যাদি দ্বারা প্রহারের শব্দ, ফাটার শব্দ।

ফটিক : ● **ফট**করণকে (অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি বা ময়লা ইত্যাদির নিষ্কাশন কর্ম্মকে) সক্রিয় করে যে; অথবা, জলকে ময়লামুক্ত করে যে। ⊓ স্ফটিক, স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, স্বচ্ছ মনের মানুষ, স্বচ্ছ জল।

ফটিকচাঁদ : ● **ফটিক**-স্বচ্ছ যে চাঁদ; অথবা, যে সোনার চাঁদ ছেলের কোনো কলঙ্ক নেই। ⊓ কলঙ্কহীন চাঁদ, ফুলবাবু, ফিটফাট তরুণ।

ফটিকজল : ● স্ফটিকস্বচ্ছ জল যাহাতে।

ফড় : ● **ফ**-এর (পালনস্থিতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, মধ্যবর্ত্তী অবস্থানে পালিত হয় বলিয়া অনায়াসে গড়ান-উড়ান করিতে পারে বা লাফালাফি ওড়াউড়ি করিতে পারে যে; কিংবা, অবস্থানের সুবিধার কারণে প্রায় কোনো কিছু না করিয়াই অনেক কিছু (নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ) করে যে। ⊓ মেলায় জুয়ার আড্ডা, গোরুর গাড়ীর পাটাতনের পাশের লম্বা বাঁশ। ⁕

ফড়নবিশ : ● **ফড়** (নিয়ন্ত্রক) স্বরূপ যে নবিশ (কেরানী)। ⊓ রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী, উপাধি, (নানা ফড়নবিশ)।

ফড়ফড় : ● **ফড়**-এর (অনায়াস গড়ান-উড়ানের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ⊓ অনর্গল-ভাব, ফড়ফড় করিয়া কথা বলা, পাখীর পাখার শব্দ, কানে পিঁপড়া নড়ার শব্দ।

ফড়িং : ● **ফড়**-এর (অনায়াস গড়ান-উড়ানের) সক্রিয় রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, যাহার লম্বা লম্বা পা এবং পাখনা উভয় আছে বলিয়া (মধ্যবর্ত্তী অবস্থান বলিয়া) অনায়াসে **ফড়ফড়** করিয়া ছুটিয়া-ঘুরিয়া-উড়িয়া বেড়ায়। ⊓ পতঙ্গবিশেষ, গঙ্গাফড়িং।

ফড়িংচোষা : ● **ফড়িং** (অনায়াস গড়ান-উড়ানকারী) যাহাকে চুষিয়া খাইয়াছে। / যে ধানের রস ফড়িঙে চুষিয়া খায়। (ব.শ.)। ⊓ ধানের আগড়া। ⁕

ফড়িংপেয়ে : ● **ফড়িং**-এর মতো পা যাহার। ⊓ দীর্ঘজঙ্ঘ (লোক)।

ফড়ে : ● **ফড়** (মধ্যবর্ত্তী অবস্থান গ্রহণকারী) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে থাকিয়া অনর্গল কথা বলিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করে যে। ⊓ মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল।

ফণ : ● **ফ**-এর (প্রাপণস্থিতকারীর) বোধ টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, 'এ-সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণের অধিকার আমার, আমিই অধিকারী, ইহাতে তোমাদের কী?' ইত্যাকার বোধ যাহাতে; কিংবা, সমাজের (ঝাঁক প্রজাতির সমষ্টিগত) দুধ**সর পালন** (বা **সর্পণ**) করিতে করিতে কাহারও কাহারও যে ব্যক্তিগত অধিকারবোধ জন্মায়, তাহার গর্জ্জন থাকে যাহাতে। ⊓ সম্পদ-রক্ষাকারীর **ফঁস**করণ বা গর্জ্জন, (সাদৃশ্যে) সর্পগর্জ্জন। ⁕

ফণা : ● **ফণ**-এর (অধিকারভুক্ত সম্পদের বোধের) আধার যে; অথবা, **ফণ**করণ (সম্পদ

রক্ষাকারীর **ফঁস**করণ বা **সর্পণ**) থাকে যাহাতে। / বিস্তারে গত যে। (ব.শ.)। ❐ (সাদৃশ্যে) চাটুর ন্যায় বিস্তৃত সাপের মাথা। ✻

ফণাকর (ফণাধর) : ● **ফণা** করে যে বা ধরে যে; অথবা, জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ার গর্ব্ববোধ ধারণ বা প্রকাশ করে যে। ◘ সম্পদ-গর্ব্বী, (সাদৃশ্যে) সর্প।

ফণাফণ : ● **ফণা**র **ফণ** থাকে যাহাতে; অথবা, সম্পদ-অধিকারীর **ফঁস**করণ থাকে যাহাতে। ◘ (সাদৃশ্যে) ফণাবিস্তারপূর্ব্বক সর্পগর্জ্জন।

ফণিপ : ● **ফণ** সক্রিয়ভাবে পালিত যাহাতে; অথবা, **ফণী**কে পালন করে যে; কিংবা, যে মহাসম্পদবান অন্য সম্পদবানদিগকে পালন করেন। ◘ সর্পপতি, অনন্ত। (এর সদৃশ কোনো দৃশ্য-সর্প নাই।)

ফণী : ● **ফণ**-এর (অধিকারভুক্ত জ্ঞানধনের বোধের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহার যথেষ্ট জ্ঞান বা ধনের অধিকারবোধ আছে; কিংবা, (এমনকি যখন কারোরই কোনো নিজস্ব সম্পদ নেই, থাকে না, সেই যৌথসমাজেও) আমার যথেষ্ট জ্ঞান-ধন আছে, থাকা সম্ভব, থাকা উচিত এরূপ মনে করিত যে; অথবা, বৈদিকযুগের মধ্যাহ্নকাল হইতে বৌদ্ধযুগের প্রতিষ্ঠার প্রাক্কাল পর্যন্ত ভারতসমাজে যে জ্ঞানী ও ধনীগণ জ্ঞান-ধনের প্রাতিষ্ঠানিক অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ❐ শেষনাগ, শেষাবতার পতঞ্জলি, কেতুগ্রহ; (সাদৃশ্যে) ফণাবান সর্প।

ফণীচক্র : ● **ফণী** দ্বারা বিছিয়ে রাখা চক্র। ❐ বিবাহাদিতে শুভাশুভজ্ঞানার্থ সর্পাকার চক্রবিশেষ।

ফণীন্দ্র (ফণীনায়ক, ফণীপতি) : ● **ফণী**গণের ইন্দ্র (নায়ক, পতি) যে। ◘ ফণীর ইন্দ্রতুল্য, ফণিশ্রেষ্ঠ, বাসুকি, পতঞ্জলি। ✻

ফণীফেন : ● **ফণী**র (ধনসম্পদের অধিকারীর) **ফেনা** থাকে যাহাতে। ❐ অহিফেন, আফিম।

ফণীভাষ্য : ● **ফণী** (জ্ঞানসম্পদের অধিকারী) কৃত যে ভাষ্য। ❐ পতঞ্জলিকৃত পাণিনির মহাভাষ্য। ✻

ফণীভুক্‌ : ● **ফণী**কে (ধনপালকে, সর্পকে) ভক্ষণ করে যে। ❐ পুলিশ-মিলিটারী, (সাদৃশ্যে) ময়ূর।

ফণীমনসা : ● **ফণী**র মনসা বা মনোমত আধার যে; অথবা, যেরূপ কাণ্ডহীন বৃক্ষের বন **ফণী**র মনোমত বলিয়া সেখানে **ফণী**গণ বাস করিয়া থাকে; কিংবা, যে সকল যৌথ-পরিবার ধনসঞ্চয় করে না, তদ্রূপ পরিবার-সমূহের জনগোষ্ঠীর যে সংসারবনে **ফণী**গণ থাকেন। ❐ সম্পদহীন যৌথপরিবার, (সাদৃশ্যে) ফণার মতো চেপ্টা সকণ্টক সিজগাছবিশেষ।

ফণীমুখ : ● **ফণী**র (সাপের) মুখের ন্যায় মুখ যাহার। ❐ চোরের ফণিমুখাকৃতি মৃত্তিকা-ক্ষেপণার্থ যন্ত্রভেদ যা দিয়া চোরেরা সিঁধ কাটে।

ফণীরাজ : ● **ফণী**দিগের রাজা যিনি। ❐ অনন্ত। ✻

ফণীশ্বর : ● **ফণী**দিগের ঈশ্বর যিনি। ❐ ফণিরাজ, শেষ, বাসুকি, পতঞ্জলি। ✻

ফণ্ড : ● **ফণ**-এর (অধিকারভুক্তের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যেখানে অধিকার-ভুক্ত সংগ্রহাদি রাখা হয়। ◘ উদর, কোঁচড়, ফাঁড়, (fund)। ✻

ফত : ● **ফ** (পালনস্থিত) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা সত্তার অভ্যন্তরে পালিত হইয়া (অপ্রয়োজনীয় বলিয়া) নির্গত বা পরিত্যক্ত

হয়। ◘ গুরুত্বহীন, হালকা, ফালত, ফালতু।

ফতকা : ● **ফত (ফালত)** কৃতের আধার যে। ◘ সামান্য হাওয়ার আঘাতে ছিটকে যাওয়া, লতপত করে পড়ে যাওয়া, ফাতনার মতো ডোবা ওঠা।

ফতুয়া : ● **ফত (ফালত)** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, যে ফালত-কৃতকে (জামা রূপে) সাদরে গায়ে চড়ানো হয়। ◘ হাতকাটা কোমরপর্য্যন্ত-ঝুল ছোট জামা।

ফতুর : ● **ফত (ফালত)** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রয় যাহাতে; অথবা, যে তাহার বাহ্য-সম্পদকে ফালত-এর ন্যায় ত্যাগ করিয়াছে বা উড়াইয়া দিয়াছে। ◘ নির্ধন, সর্ব্বস্বান্ত।

ফন : ● **ফ** (প্রাপনস্থিতকারী) অনকৃত যাহাতে; অথবা, পাইয়া থিতু করিয়া রাখার প্রকল্প বা ইচ্ছা চলমান যাহাতে; অথবা, হরণপূর্ব্বক সঞ্চয়ন সক্রিয় থাকে যাহাতে; কিংবা, হৃতরক্ষণ চলে যাহাতে। ◘ প্রবন্ধ, কূটকৌশল, ফন্দি, সঞ্চিত অর্থ, পুঁজি। *

ফন্দ : ● **ফন** (হৃতরক্ষণ) দেয় যে; অথবা, যাহা দ্বারা অপহরণ করা যায়। ◘ শঠতা, চাতুরী, বিপাক, **ফাঁদ**।

ফন্দি : ● **ফন্দ** (অপহরণ) সক্রিয় থাকে যাহাতে; অথবা, অপহরণ চলে যাহাতে। ◘ ছল, কৌশল, ফিকির। *

ফর : ● পালনস্থিতের আবর্ত্তন (জনন) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা (যে প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি) সত্তার কেন্দ্রে বা অভ্যন্তরে পালিত হইয়া নির্গমনমুখ পর্যন্ত যাতায়াত করে।

ফরকা : ● **ফর** (কেন্দ্র-প্রান্ত যাতায়াত) করে যে আধার; অথবা, কেন্দ্র হইতে প্রান্ত পর্যন্ত যায় যে; কিংবা, দূরে যাওয়া থাকে যাহাতে। ◘ সঞ্চালিত করা, ঘুরান, দূরবর্ত্তী করা, ফাঁক করা।

ফরফর : ● **ফর**-এর (কেন্দ্র-প্রান্ত যাতায়াতের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা একই স্থানে দ্রুত ঘোরাফেরা করিতে থাকে; কিংবা, বিশেষ দূরত্বে নড়ানড়ি বা যাতায়াত করা থাকে যাহাতে। ◘ পাতলা বস্তুর বাতাসে ওড়ার শব্দ, দ্রুত সঞ্চলন, পতঙ্গ বা প্রাণীর দ্রুত নড়ার শব্দ, **শফরী ফরফরায়তে**। *

ফরসা : ● **ফর**-এর (অপ্রয়োজনীয় ময়লাদি) নিঃশেষিত হওয়ার আধার যে; অথবা, যাহার মলসমূহ নিষ্কাশিত হইয়া গিয়াছে (বলিয়া তাহা দেখিতে গৌরবর্ণ)। ◘ নির্ম্মল, পরিষ্কৃত, গৌরবর্ণ, উজ্জ্বল।

ফর্দ : ● **ফর**-এর (প্রয়োজনীয় বিষয়াদির) দান থাকে যাহাতে; অথবা, কাহার পরে কী, তাহার তালিকা থাকে যাহাতে। ◘ তালিকা, সূচী, ফিরিস্তি।

ফল : ● **ফ**-এর (পালনস্থিতের) লালন থাকে যাহাতে; অথবা, পালনাদিপূর্ব্বক বা অভাবাদি-পূরণপূর্ব্বক লালিত হইয়াছে যে; কিংবা, সত্তার অভ্যন্তরে পালিত-পুষ্ট হইয়া তাহার বহির্গমনপথ চিরিয়া বাহির হইয়া আসে যে; অথবা, সত্তার আভ্যন্তরীণ পালনাদি ক্রিয়ার পরিণামরূপে নির্গত হয় বা নির্গত হইয়া পতিত হয় যে। / যাহা হেতু কৃত (যেমন অধিশ্রয়ণাদিহেতু 'পাক' ফল); অথবা, (গণিতে) যোগবিয়োগাদি হইতে যে সংখ্যাকে পাওয়া যায়। (ব.শ)। ◘ কর্ম্মপরিণাম, অপত্য, মোক্ষ, পুণ্য, লাভ, বৃদ্ধি, গণনাকৃত সিদ্ধান্ত, (সাদৃশ্যে) বৃক্ষাদির শস্য, বীজ; কার্য্যে পরিণত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া ... । *

ফলই : ● **ফল** (... পরিণামাদি প্রকাশিত)

হইয়া সক্রিয় থাকে যাহাতে (যে পাটায়, চামড়ায়)। (দ্র. **ফলকী**)। ⌐ ফলকপ্রায়, ফলকী, মৎস্যবিশেষ।

ফলক : ● **ফল** (পালনস্থিতের লালন বা পরিণাম) কৃত যাহাতে; অথবা, পরিণামাদি প্রকাশিত যাহাতে (যে পাটায়)। ⌐ নিষ্কাশিত পরিণাম, পরিণামফল, কাষ্ঠশিলাদি-পট্ট, পাটা, লেখনার্থ কাষ্ঠাদি-পট্ট, ধোপার পাট। *

ফলকাম (ফলকামনা) : ● **ফল**-এর (পালনস্থিতের বা কর্ম্মের পরিণামের) কাম (কামনা) থাকে যাহাতে। ⌐ কর্ম্মফল আসঙ্গ, সকাম, পুত্রকাম, মজুরীর প্রত্যাশা।

ফলকী : ● **ফলক**-এর (... প্রকাশিত পরিণাম ধারকের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) ফলক বা পাটার ন্যায় চেপ্টা যে (মাছ)। / ফলকের মতো যে। (ব.শ.)। ⌐ চর্ম্মী, পট্টযুক্ত, ফলকাকার মৎস্য, ফলুই। *

ফলখণ্ডন : ● **ফল**-প্রাপ্তির (কর্ম্ম করিয়া তাহার পরিণামের অংশ লাভের) খণ্ডন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে পরিণাম বা পরিণামের অংশ লাভের বিরুদ্ধাচরণ থাকে; কিংবা, যাহাতে নিষ্কাম-কর্ম্ম করিতে থাকার গৌরব প্রচারিত থাকে। ⌐ পরিণাম পরিহার। *

ফলতঃ : ● **ফল** (... পরিণাম) তারিত হইয়া বিসর্জ্জিত যাহাতে। ⌐ ফলে, পরিণামে ...।

ফলদ : ● **ফল** (কর্ম্মের পরিণাম) দেয় করে যে বা দেন যিনি। ⌐ কর্ম্মফলদাতা, অভীষ্টার্থ-দাতা, (সাদৃশ্যে) ফলোৎপাদক (বৃক্ষ)।

ফলন : ● **ফল** (... পরিণামাদি) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, অভীষ্ট পরিণাম প্রাপ্তি চলে যাহাতে। ⌐ ফলোৎপত্তি, কর্ম্মপরিণাম।

ফলন্ত : ● **ফলন** (চলমান পরিণামাদি) তারিত যাহাতে। ⌐ ফলবান, অবন্ধ্য (গাছ)।

ফলশ্রুতি : ● **কর্ম্ম**ফলের কথা শ্রুত হওয়া সক্রিয় থাকে যাহাতে। ⌐ কর্ম্মফলশ্রবণ, বৈদিককর্ম্মের ফলপ্রতিপাদনার্থ শব্দ। *

ফলসা : ● **ফল**-এর (বৃক্ষফলের) সদৃশ যে। ⌐ একপ্রকার ফল। *

ফলস্রুতি : ● যাহা **ফল** বা পরিণাম স্বরূপ চুঁইয়া চুঁইয়া পড়ে; অথবা, যাহা **ফল** বা পরিণাম হইতে চুঁইয়া চুঁইয়া পড়ে। (**ফলস্রুতি** শব্দটি লেখাপড়ার জগতে নেই, কিন্তু শিক্ষিত লোকে আজকাল 'ফলশ্রুতি' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন যদিও 'ফলস্রুতি' শব্দটি আদৌ ক্রটিপূর্ণ নয়।)

-ফলা : ● **ফল**-এর (কর্ম্ম-পরিণামের) আধার যে; অথবা, কোনো সত্তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার বা ক্রিয়াসমূহের পরিণাম থাকে যাহাতে (যে নির্গত রূপে); কিংবা, সত্তার অভ্যন্তরে পালিত-পুষ্ট হইয়া তাহার বহির্গমনপথ চিরিয়া বহির্গত হয় যে; অথবা, কোনো সত্তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া কার্য্যকরী হইলে বা পরিণামপ্রাপ্ত হইলে যাহা হয়; (কিংবা, উদাহরণস্বরূপ, **ক-এ র-ফলা** জুড়িলে বা **ক্র** করিলে অর্থাৎ **করণ ক্রিয়া রক্ষিত হইতে থাকিলে যে পরিণাম** হয়।) ⌐ ফলিত হওয়া, ফলন্ত (গাছ), উৎপন্ন করা বা ধরান, কার্য্যে পরিণত করা, প্রতিফলিত করা, প্রকাশ করা, বিস্তারিত করা; ঢাল, বাণের আগা, অস্ত্রের পাতা (blade); ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত যকারাদি [বাংলাভাষায় কারসহ **ফলা** মুখ্যত আঠার প্রকার : **কা কি কী কু কূ কৃ ক্লি** (ক + ৯) **কে কৈ কো কৌ** এই এগার এবং **ক্য ক্র র্ক ক্ল ক্ব ক্ন ক্ম** এই সাত, মোট আঠার।] **

ফলাও : ● **ফলা** (কর্ম্মফলে উত্তরণ) নবরূপে

উত্তীর্ণ হইয়া আধারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে বহুল পরিমাণে ফলে পরিণত করা গিয়াছে। ⊓ প্রসার, বিস্তার, বাড়ান। *

ফলান : ● **ফলা** (কর্ম্মফলে উত্তরণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে কর্ম্মফল-প্রত্যাশী সত্তার (সামাজিক সংগঠনের, সমাজের, রাষ্ট্রের, সংস্থার, গাছের, মাছের বা যে কোনো দেহের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার) পরিণাম-করণ বা **ফলে** উত্তরণ (**ফলা**-করণ) চলিতেছে; কিংবা, সামাজিক ক্ষমতাদির ফলাফল দেখান হয় যাহাতে। ⊓ উৎপন্ন করা ইত্যাদি, পরিস্ফুটীকৃত, দন্তার্থ জারি করা। *

ফলিত : ● **ফল** (কর্ম্মের পরিণামে উত্তরণ) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা কর্ম্মফলে পরিণত হওয়ার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। ⊓ জাতফল, সফলীভূত, চরিতার্থ, তাৎপর্য্যগত। *

ফলিতা : ● **ফলিত**-এর (কর্ম্মফলে পরিণত হওয়ার জন্য প্রযুক্তের) স্ত্রী-আধার যে। ⊓ রজঃস্বলা নারী।

ফলুই : ● **ফল** (... পরিণামাদি প্রকাশিত) ও নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয় থাকে যাহাতে। (দ্র. **ফলকী**)। ⊓ নামপাটা, ফলকী, মৎস্যবিশেষ।

ফল্গু : ● **ফল**-এর (সত্তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার পরিণামের) গমন নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে; অথবা, যে **গু** (কাব্যকবিতাদি, সন্তানাদি, উৎপন্ন, পণ্য প্রভৃতি) **ফলে** (সত্তার মানসিক বা বাহ্যিক ক্রিয়ার পরিণতি রূপে নির্গত হয়)। ⊓ কাব্যাদি, নিঃসারিত উৎপন্নাদি, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন, বিক্রয়ের নিমিত্ত নির্গত পণ্যাদি, (লক্ষণার্থে) অসার, তুচ্ছ, হেয়, নিরর্থক, মিথ্যা।

ফল্গুধারা (ফল্গুনদী) : ● **ফল্গু**বাহিত (পণ্যবাহিত) যে ধারা (বা নদী); অথবা, যে অদৃশ্য পণ্যধারা সকলের চোখের সামনে অথচ সকলের অলক্ষ্যে প্রবাহিত হয়; কিংবা, বৈদিকসমাজ যে পণ্যধারাকে (ফল্গুধারাকে) নিন্দিত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল; অথবা, যাহা মানুষের মনোভূমির গভীরে প্রবাহিত থাকে; কিংবা, যাহা (সমাজের ভয়ে) কৃষিমজুরদের (জানকীর) বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল; অথবা, যে পণ্যধারার পাশে বসিয়া গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ⊓ নিষিদ্ধ পণ্যপ্রবাহ, রম্য, বসন্তকাল, (সাদৃশ্যে) গয়াস্থ নদীভেদ, **নৈরঞ্জনা**, রেণুভেদ, ফাগ। *

ফল্গুন : ● **ফল্গু**র (উৎপন্নাদির) অনকরণ যাহাতে; অথবা, যে কালে ও পাত্রে উৎপন্নাদির অনকরণ চলে; কিংবা, সকলের জ্ঞাতসারে উৎপন্নাদির উৎপাদন বা বিক্রিবাটা করে যে। / ফল্গুনী নক্ষত্র হইতে জাত যে। (ব.শ.)। ⊓ অর্জ্জুন (প্রকাশ্যে ক্রয়বিক্রয়কারী), ফাল্গুনমাস।

ফল্গুনী : ● **ফল্গুন**-এর (চলমান উৎপন্নাদির) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহারা উৎপাদন করে এবং যাহারা বিক্রিবাটা করে। ⊓ পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। *

ফল্গুবল্গন : ● **ফল্গু**র (পণ্যের) প্লুতগতি যাহাতে; অথবা, যাহাতে 'আমার এই পণ্যের এই গুণ আছে সেই গুণ আছে' — ইত্যাকার লম্বা লম্বা কথা (বিজ্ঞাপন) যাহাতে। ⊓ অসার প্লুতগতি, বৃথা বাগাড়ম্বর। *

ফল্গূৎসব : ● **ফল্গু**র (উৎপন্নাদি লইয়া) উৎসব যাহাতে; অথবা, উৎপাদিত শস্যাদির

বাৎসরিকী ও পরবর্ত্তী মরশুমের উৎপাদনের মানসিক প্রস্তুতি চলে সে উৎসবে; কিংবা, তাহার প্রতীকী আচরণ চলে যে উৎসবে। ❐ ফল্গু-করণীয় উৎসব, দোলযাত্রা। ❋

ফষ্টি : ● **ফষ্ট** (পালনস্থিতের দিশাগ্রস্ত ও টঙ্কারিত বিচ্ছুরণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে অভীষ্টলাভের উদ্দেশ্যে অভীষ্টদাতার মনভোলানোর জন্য নানারকম আচরণ (হাসানো, রঙ্গকৌতুক করা, ঠেলাঠেলি করা, চুম্বনাদি করা ইত্যাদি) করা হয়। ⌐ রঙ্গরস, হাস্যকৌতুক, অশিষ্টাচার, ফাজলামি।

ফষ্টিনষ্টি : ● **ফষ্টি** (ফষ্টকরণ সক্রিয়) ও **নষ্টি** (নষ্টকরণ সক্রিয়) যাহাতে।

ফস : ● **ফ**-এর (প্রাপণস্থিতকারী-অবকাশের বা ফাঁকের) শেষাবস্থা যাহাতে; অথবা, প্রাপ্তকে গ্রহণ করিয়াও যাহার খানিকটা অবকাশ থাকিয়া যায়; ফলে, যাহাতে প্রাপ্তের গমনাগমন চলিলে ঘর্ষণহীনতার কারণে মৃদু ফস শব্দমাত্র হয়; কিংবা, যাহাতে অনায়াসে (ফস ফস করিয়া) অন্তর্গত বা নির্গত হওয়া যায়। (দ্র. ফঃ)। ⌐ শিথিলতাজন্য শব্দ, মৃদু শব্দে গমন, শীঘ্রতা, দ্রুতভাব।

ফসকা : ● **ফস** (অনায়াস গমন বা নিষ্ক্রমণ) করে যে, তাহার আধার। / যাহা ফসকায়। (ব.শ.)। ⌐ শিথিলতা হেতু খুলিয়া যাওয়া, হাতছাড়া হওয়া, পিছলাইয়া বা সরিয়া পড়া।

ফসকান : ● **ফসকা** (অনায়াস-নিষ্ক্রমণ করা) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ হাতছাড়া হওয়া।

ফসল : ● **ফস** (অনায়াস-উদগমন) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা **ফস ফস** করিয়া উদগত হইয়া (অঙ্কুরিত হইয়া) লালিত হইয়াছে; কিংবা, অঙ্কুরিত হইবার পরে যাহাকে লালন করা হইয়াছে। ⌐ ক্ষেতের শস্য, ফল ইত্যাদি।

ফসলী : ● **ফসল**-এর (শস্যের) সক্রিয় আধার যে। ❐ ফসল সংক্রান্ত; দো-**ফসলী** জমি, সাল গণনার রীতিবিশেষ।

ফা : ● প্রাপণস্থিতের আধার যে।

ফাউ : ● **ফা** (প্রাপণস্থিত বিষয় বা বস্তু) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, প্রাপ্তের উপরি যে। ❐ অতিরিক্ত, বাড়তি, উপরি, তুচ্ছ।

ফাঁ : ● প্রাপণস্থিতকারীর রহস্যময় আধার যে; অথবা, যাহাতে রহস্যময়ভাবে পাইয়া বা হরণ করিয়া রাখা হয়।

ফাঁক : ● **ফাঁ** (প্রাপণস্থিতকারীর রহস্যময় আধার) কৃত যাহাতে; অথবা, **ফঁককরণ** (চিরিয়া দেওয়া বা সাফ করিয়া দেওয়া) হইতে জাত যাহা; কিংবা, যে স্থান কাল পাত্রকে চিরিয়া দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অথবা, যে স্থান বা পাত্রকে সম্পূর্ণতই **ফঁককৃত** বা **সাফ** করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ❐ শূন্য, উন্মুক্ত, খোলা, খালি, খোলা জায়গা, অন্তর, অবকাশস্থান, অবসরকাল, যোগ্যকাল, সুযোগ, ছিদ্রপথ।

ফাঁকতাল : ● (সঙ্গীতের) তালের মাঝে মাঝে যে **ফাঁক** থাকে; অথবা, তালে তালে চলমান সমাজ সংসারের তালের মাঝে মাঝে যে **ফাঁক** থাকে। ⌐ তালের বিরামকাল, অবসর, সুযোগ।

ফাঁকা : ● **ফাঁক**-এর আধার যে; অথবা, **ফাঁক**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যে স্থান কাল পাত্র চিরিয়া বা সাফ করিয়া **ফাঁকৃ**ত হইয়াছে বলিয়া তাহাতে কোনো কিছু নাই। ⌐ শূন্যগর্ভ, বাজে, শূন্য, খোলা জায়গা।

ফাঁকি : ● **ফাঁক** (ফঁককৃত বা শূন্যতা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ফাঁক** দিয়া পলায়ন

করে। ⊓ পলায়ন, পূর্ব্ব পক্ষ, কূটপ্রশ্ন, কূটকৌশল, শঠতা।

ফাঁট : ● **ফাঁ** (প্রাপণস্থিতকারীর রহস্যময় আধার) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, শূন্য কলস আওয়াজ করে যাহাতে। ⊓ মিথ্যা গর্ব্ব প্রকাশ, তদ্রূপ আচরণ, **ফাঁট** মারা।

ফাঁড় : ● **ফাঁ**-এর (প্রাপণস্থিতকারীর রহস্যময় আধারের) গড়ান যাহাতে; অথবা, পাইয়া বা সংগ্রহ করিয়া কিংবা ধরিয়া রাখার নানা ব্যবস্থা থাকে যাহাতে (যে ভাণ্ডে, ঘরে, পিঞ্জরে, বস্তায়, ঝোলায়, কোঁচড়ে)। (দ্র. **ফণ্ড**)। ⊓ জঠর, পেট, পাত্রের অভ্যন্তরভাগ বা খোল, পরিহিত শাড়ীর একাংশ দিয়া কোমরে বানানো একপ্রকার সাময়িক কোঁচড় বা ঝোলা (গাঁয়ের মেয়েরা মাঠেঘাটে হাঁটাচলা করিতে করিতে হাতের কাছে যাহা পাওয়া যায় — দুটো পেয়ারা, পাঁচটা কুল, কাঁচালঙ্কা, কলাটা মূলাটা ... সেই ঝোলায় বা **ফাঁড়ে** রাখে)। ✻

ফাঁড়া : ● **ফাঁড়**-এর (প্রাপ্ত-রক্ষণের) আধার যে; অথবা, **ফাঁড়**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, (কোনো কিছুকে বা কাহাকেও) **ফাঁড়**-এর অন্তর্ভুক্তকরণের রহস্যময় ব্যবস্থা থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে পড়িলে পতিতের সর্ব্বনাশ হয়। ⊓ সাঙঘাতিক বিপদ, প্রায় মৃত্যুযোগ। (ফাঁড়া কাটা = ফাঁড়া অতিক্রান্ত হওয়া; ফাঁড়া কাটান = ফাঁড়া উত্তীর্ণ হওয়া।)

ফাঁড়ি : ● **ফাঁড়** (প্রাপ্ত-রক্ষণ) সক্রিয় থাকে যাহাতে; অথবা, প্রশাসনের **ফাঁড়** (ঝোলা, সম্পদাদি বা অপরাধী বা অন্য কিছু ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা) সক্রিয় থাকে যাহাতে (যে স্থানে বা স্থান হইতে)। ⊓ গ্রামস্থ শাখাপুলিশ বা চৌকী। ✻

ফাঁদ : ● **ফাঁ** (প্রাপণস্থিতকারীর রহস্যময় আধার বা হরণের আধার) দত্ত যাহাতে বা পাতিয়া রাখা হয় যাহাতে; অথবা, যাহা পাতিয়া অভীষ্ট সত্তাকে ধরিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করা হয়। ⊓ কূটকৌশল, বিছানো সামাজিক জাল, ফন্দি, ছল, বন্ধন, (সাদৃশ্যে) দড়ি সূতা ইত্যাদির বন্ধ, ফাঁস। ✻

ফাঁদনী : ● **ফাঁদ** (হরণাধার) অন (চলমান) হইয়া সক্রিয় যে আধারে। ⊓ ছোট ফাঁদ।।

ফাঁদা : ● **ফাঁদ**-এর (হরণাধারের) আধার যে; অথবা, **ফাঁদ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, হরণের আধার পাতা হয় যাহাতে; অথবা, যাহা পাতিয়া হরণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ⊓ ফাঁসানোর জন্য জাল পাতা, কৌশলজাল পাতা, আঁটা, পত্তন করা, আরম্ভ করা।✻

ফাঁপ : ● **ফঁপ**করণ (সন্তাপাদির শূন্যতায় পূর্ণকরণ) হইতে জাত; অথবা, **ফাঁ** (প্রাপণস্থিতকারীর রহস্যময় আধার) পালিত যাহাতে; অথবা, **ফঁ**-কারীর বিরক্তির শূন্যতায় যাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; অথবা, যাহা ফুলিয়া গিয়াছে। ⊓ স্ফীতি, ফুলা। ✻

ফাঁপর : ● **ফাঁপ** (ফাঁকা বিরক্তিতে পূর্ণাবস্থা) রক্ষিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে কার্য্যকরী বিপদ দৃশ্য নহে, কিন্তু কাহারও বিরক্তির সন্তাপে পূর্ণ বলিয়া বিপদের গন্ধ স্পষ্টভাবে অনুভূত; কিংবা, যাহাতে আর অগ্রসর হওয়া ঠিক হইবে নাকি পশ্চাদপসরণ করাই উচিত হইবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। ⊓ ফাঁপযুক্ত, হতবুদ্ধি, কর্ত্তব্যবিমূঢ়, কম্পমান, বিহ্বল, সঙ্কট, বুদ্ধিমোহ। ✻

ফাঁপা : ● **ফাঁপ**-এর (ফাঁকা বিরক্তিতে পূর্ণাবস্থার) আধার যে; অথবা, **ফাঁপ**করণ

থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাকে **ফাঁপ**কৃত করা হইয়াছে। ℸ স্ফীত হওয়া, ফুলিয়া উঠা, সমৃদ্ধ হওয়া, শূন্যগর্ভ, বায়ুপূর্ণ ...।

ফাঁপান : ● **ফাঁপা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাকে **ফাঁপ**করণ করা চলিতেছে। ◻ স্ফীত করা, ফোলানো।

ফাঁস[১] : ● **ফঁস** (আক্রমণোদ্যত) হইতে জাত; অথবা, যে ধূম্রজাল দ্বারা সর্পেরা **ফঁস** করে বা আক্রমণোদ্যত হয়; কিংবা, যে সামাজিক শাসন-শোষণের অজস্র **ফাঁস**যুক্ত জাল বিস্তার করিয়া সামাজিক সর্পেরা **ফঁস** করে বা আক্রমণোদ্যত হয়; অথবা, যাহা দ্বারা (যে পাতিয়া রাখা সামাজিক জাল বা ফাঁদের দ্বারা) ক্ষমতাবান ধনী শাসক-শোষকেরা সামাজিক **ফঁস**করণ করে; কিংবা, যাহার ধারে-কাছে আসিলে, বা যাহাতে পড়িলে শাসিতেরা তৎ-ক্ষণাৎ ফাঁসিয়া যায় বা আক্রান্ত হইয়া যায় বা আটকাইয়া যায়। ℸ পাশ, বন্ধন, দড়ি ইত্যাদির ঢিলা গাঁঠ (যাহা টানিলে সরে), ফাঁদ। *

ফাঁস[২] : ● **ফঁস** (আক্রমণোদ্যত) হইতে জাত; অথবা, পাতিয়া রাখা জালের ফাঁসের সূতা কাটিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, আক্রমণে-উদ্যত সত্তার কথা (তাহার জালের কথা, জালের ফাঁসের কথা) ফাঁস করিয়া দেওয়া হয় বা ফাঁসগুলি ফাঁসাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ◻ আক্রমণোদ্যতের উদ্যোগ প্রকাশ করিয়া দেওয়া, বিফল হওয়া, ব্যর্থ বা পণ্ড করা।

ফাঁসা[১] : ● **ফাঁস**-এর (আক্রমণোদ্যত জালের) আধার যে; অথবা, **ফাঁস**-পাতন থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে আটকাইয়া যায় বা স্পর্শমাত্র আক্রান্ত হইয়া যায়। ◻ আটকাইয়া যাওয়া, ফাঁসে ধরা পড়া।

ফাঁসা[২] : ● **ফাঁস**-এর (আক্রমণোদ্যত জালের) আধার যে; অথবা, **ফাঁস**করণ ঘটে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে **ফাঁস**-এর সূত্রগুলি ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া দেওয়া হয়। ◻ ফাঁসের খুলিয়া বা শিথিল হইয়া খসিয়া যাওয়া, বিফল বা পণ্ড হওয়া, ব্যবহারের যোগ্য বা বিচারের বিষয় না হওয়া, ব্যর্থ বা পণ্ড করা।

ফাঁসান[১] : ● **ফাঁসা**[১] অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে কাহাকেও পাতিয়া রাখা **ফাঁস**-এ আটকাইয়া ফেলা হয়। ◻ ফাঁদে ফেলা।

ফাঁসান[২] : ● **ফাঁসা**[২] অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে পাতিয়া রাখা জালের ফাঁস-সমূহ কাটিয়া, ছিঁড়িয়া বা এলোমেলো করিয়া দেওয়া হয়; কিংবা, আক্রমণের পরিকল্পনা এলোমেলো করিয়া ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ◻ (সাদৃশ্যে) ফাঁদ ছিঁড়িয়া দেওয়া, ফাঁপা জিনিস অস্ত্রাঘাতে ফাটান। *

ফাঁসি : ● **ফাঁস** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে ফাঁস মানুষের গলায় লাগাইয়া তাহার মৃত্যু ঘটান হয়। ◻ **ফাঁসবন্ধ, বন্ধন,** উদ্বন্ধনে মৃত্যুদণ্ড, ফাঁসিতে মৃত্যু।

ফাঁসুড়ে : ● **ফাঁস** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া দিশাগ্রস্তভাবে উড্ডয়ন করে যাহাতে; অথবা, ফাঁস দিয়া মানুষ হত্যা করে যে।

ফাগ : ● পালনস্থিতের গমন থাকে যাহাতে; অথবা, উৎপন্নের বিতরণ চলে যাহাতে। (দ্র. **ফাল্গুন**)। ℸ আবীর, উৎসববিশেষ, হোলি।

ফাট : ● **ফট**করণ (পরিধি ভেদপূর্ব্বক নির্গমন) হইতে জাত; অথবা, **ফট** করিয়া বাহির হইবার কারণে পরিধিতে যে ফাঁক হইয়া যায়। ◻ বিদার, ভেদ, বিদীর্ণ-হওয়া, ফাটা, চেরা, ফাটার মত তীব্র বেদনাবোধ হওয়া।

ফাটক : ● **ফাট** (ফাঁকা) কৃত যাহাতে; অথবা, চিরস্থায়ী ফাঁকা-পথ (**ফাটল**) বা দরজা কৃত

যাহাতে; কিংবা, যাতায়াতের জন্য খোলা ও বন্ধ করা যায় এমন **ফাট** কৃত যাহাতে। ❒ বহির্দ্বার, দেউড়ী, ফটক, কারাগার।

ফাটকা : ● **ফাটক**-এর (যাতায়াত পথের) আধার যে; অথবা, যাহা (যে লাভের পথ) হঠাৎ খুলিয়া যায় আবার হঠাৎ বন্ধও হইয়া যায়। ◰ জিনিসপত্রের বাজারদরের অনিশ্চিত হ্রাসবৃদ্ধির সুযোগ লইয়া একপ্রকার জুয়া ব্যবসা।

ফাটল : ● **ফাট** (পরিধিতে ফাঁক) লালিত যাহাতে। ◰ ফাটাযুক্তস্থল, ছিদ্রপথ, ফাড়ার ফাঁক, ফাটা স্থান।

ফাটা : ● **ফাট**-এর (পরিধিতে ফাঁকের) আধার যে; অথবা, **ফাট**করণ থাকে যাহাতে। ❒ বিদীর্ণ হওয়া, বিদীর্ণ, ভিন্ন, ফাড়া, ছিন্ন, ছেঁড়া, বিদারক।

ফাটাফাটি : ● যাহা **ফাট**কৃত হইয়াছে এবং যাহাতে **ফাট**করণ চলিতেছে।

ফাড়া : ● **ফড়**করণ (মধ্যবর্ত্তী বিদারণ) হইতে জাত সত্তার আধার যে; অথবা, মধ্যে বিদারণ চলে যাহাতে। ◰ চেরা, চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করা, বিদীর্ণ করা।

ফাতনা : ● **ফত**-জাত অন (চলমান) যে আধারে। ◰ ছিপের সুতায় বাঁধা ভাসমান পাখনা শর ইত্যাদির খণ্ড।

ফাতা : ● **ফত**-জাতর আধার যে। ◰ ছিপের সুতায় বাঁধা ভাসমান পাখনা শর ইত্যাদির খণ্ড।

ফাতাড়্ (ফ্যাতাড়্) : ● **ফাতার** গড়ান-উড়ান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, শুকনো পাতার ন্যায় গড়ায় উড়ে এবং পড়িয়া যায় যে, তেমন **অযোগবাহ** ফালতু মানুষ।

ফান্দ : ● **ফন্দ** (অপহরণ) হইতে জাত; অথবা, **ফন্দ** (অপহরণ) করিবার জন্য যাহা পাতা হয়; কিংবা, যাহা পাতিয়া কাহাকেও তাহাতে আবদ্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করা হয়। ◰ ফাঁদ, কূটকৌশল, বন্ধন, বন্ধনসাধন ছল। ✱

ফান্দনী : ● **ফান্দ** (বাঁধিয়া অপহরণ) অন (চলমান) হইয়া সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যাহা পাতিয়া ছোটখাট সত্তাকে আবদ্ধ করিয়া অপহরণ করা হয়। ❒ ফাঁদনী, ছোট ফাঁদ।

ফার : ● **ফর** (আবর্ত্তন বা কেন্দ্র-প্রান্ত যাতায়াত) হইতে জাত; অথবা, একই স্থানে ঘোরাফেরা বা আবর্ত্তনের ফলে যাহা ঘটে। ◰ বিদারিত, ভিন্ন, খণ্ডিত, ভেদপূর্ব্বক নিঃসৃত; বিদীর্ণ করা, ছিন্ন করা, ফাড়া।

ফারক : ● **ফার** (বিদারণ) কৃত যাহাতে; অথবা, দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে দুইয়ের মধ্যে যে ভেদ বা পার্থক্য দেখা দেয়। ◰ প্রভেদ, দূর, পার্থক্য, পৃথক, ভিন্ন।

ফারখত : ● **ফার**-এর (পার্থক্যের) **খত** (সিদ্ধান্ত লিখিত) যাহাতে। ❒ লিখিতভাবে সম্বন্ধত্যাগ, লিখিতভাবে মুক্তি, ছাড়ান, সম্বন্ধচ্ছেদ।

ফারখতি : ● **ফারখত** (লিখিত পার্থক্য) সক্রিয় যাহাতে (যে কাগজে বা দলিলে)। ◰ সম্বন্ধত্যাগপত্র, মুক্তিপত্র, ছাড়পত্র, সম্বন্ধচ্ছেদের দলিল।

ফারল : ● **ফার**-এর (বিদারণের) লালন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা বিদারণ করিয়া বাহির হইয়াছে। ❒ বিস্ফারিত।

ফারাক : ● **ফারক** (ভেদ) হইতে জাত; অথবা, যাহাতে দুইয়ের ভিতরে দূরত্ব ঘটিয়াছে। ❒ প্রভেদ, দূর, পার্থক্য, পৃথক, ভিন্ন। ✱

ফাল : ● **ফল**করণ (চিরিয়া বহির্গত হওয়া) হইতে জাত; অথবা, যাহা দ্বারা চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাহির হইয়া আসা যায়;

কিংবা, যাহা দ্বারা ভূমিকে ফালা ফালা করিয়া চিরিয়া ফেলা যায় বা বিদারণ করা যায়। ❐ লাঙলের মুখলগ্ন ভূমিভেদক লৌহখণ্ড, কপালফলক, ভাল, কার্পাসফলবিকার, কার্পাস বস্ত্র; হলধর, খণ্ড, টুকরা। *

ফালকৃষ্ট : ● **ফাল** (লাঙলের **ফলা** বা **ফাল**) দ্বারা কর্ষিত হইয়াছে যে; অথবা, যাহা দ্বারা ভূমিকে ফালা-ফালা করিয়া কর্ষণ করা হইয়াছে। ❐ ফালাহত, চষা (ভূমি), কৃষিজাত, ফালকৃষ্ট ক্ষেত্রাদি, তাহাতে জাত শস্যাদি। *

ফালত : ● **ফাল**করণ (চিরিয়া দুদিকে ফেলিয়া দেওয়া) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ❐ অতিরিক্ত, অধিক, অনাবশ্যক, পরিত্যক্ত, বাজে। *

ফালতু : ● **ফালত** (অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **ফালত** সহকারী রূপে আবশ্যক কাজ করে। ❐ কারখানার নিকৃষ্ট কর্ম্মী। *

ফালা : ● **ফাল**-এর (**ফাল**করণের) আধার যে; অথবা, যাহাকে **ফাল**করণ (চিরিয়া পৃথক পৃথক) করা হইয়াছে। ❐ ছিন্নাংশ, টুকরা। *

ফালি : ● **ফাল** (**ফাল**করণের) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাকে চিরিয়া পৃথক টুকরোতে পরিণত করা হইয়াছে। ❐ খণ্ড, টুকরা, বস্ত্রখণ্ড, ভাগ, ফলের টুকরা। *

ফাল্গুন : ● **ফল্গুন** (চলমান মানসিক বা বাহ্যিক উৎপন্নাদি) হইতে জাত। ❐ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীযুক্ত মাস, অর্জ্জুন। *

ফাল্গুনি : ● **ফাল্গুন** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সমাজের জ্ঞাতসারে পণ্য ক্রয়বিক্রয়াদি চালায় যে; কিংবা, সাদা টাকা অর্জ্জন করে যে। ❐ অর্জ্জুন। *

ফাল্গুনী : ● **ফাল্গুন**-এর (চলমান মানসিক ও বাহ্যিক উৎপন্নাদি লেনদেন) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা উৎপাদন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রচি মম ফাল্গুনী' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ❐ ফল্গুনীনক্ষত্র-যুক্ত কাল, ফাল্গুনী পূর্ণিমা। *

ফাস : ● **ফস** (মৃদু আওয়াজে নিষ্ক্রমণ) হইতে জাত; অথবা, মৃদু স্বরে কথন যাহাতে; কিংবা, যাহা রহস্যময় (**ফাঁস**) হইলেই সত্য প্রকাশ হইয়া যায়।

ফাসফুস : ● **ফাস** ও **ফুস** যাহাতে। দ্র. **ফাস**, **ফুস**।

ফাসুর : ● **ফাস** (মৃদু স্বরে কথন) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে মৃদু স্বরে গোপন কথা চালান করা হয়।

ফাসুরফুসুর : ● **ফাসুর** ও **ফুসুর** যাহাতে। দ্র. **ফাসুর**, **ফুসুর**।

ফি : ● **ফ** (প্রাপণস্থিত) সক্রিয় যাহাতে। ❐ প্রত্যেক, প্রতি।

ফিক : ● **ফ**-কে (প্রাপণস্থিতকে) সক্রিয় করে যে; অথবা, প্রাপ্ত সারাংশকে (বা অসারাংশকে) নিষ্কাশন করিয়া প্রকাশ করে যে বা ফেলিয়া দেয় যে। ❐ ঈষৎ হাস্যপ্রকাশ, বেগে প্রেরণ বা নিক্ষেপ, বেগে নিক্ষেপ করা, মাংসপেশী খিঁচিয়া ধরার বেদনা, স্নায়বিক বেদন। *

ফিকফিক : ● **ফিক** এর (হাসির ঝিলিকের বা ফিক-ব্যথার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, বেদনার বা হাসির ঝিলিক বারবার ছুঁড়িয়া দেয় যে। ❐ পুনঃ পুনঃ মৃদু হাস্যপ্রকাশ, ফিক ফিক হাসা, ফিক-ব্যথায় মুখের বিকৃতি।

ফিকা : ● **ফিক**-এর (প্রাপ্ত সারাংশ ক্ষেপণের) আধার যে; অথবা, যাহাতে সত্তার সারাংশ গ্রহণ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়; কিংবা, কোনো কিছু ফেলিয়া দেওয়া

হয় যাহাতে। ⊓ নীরস, অসঙ্গত, অযৌক্তিক, বিবর্ণ, ফেকাসে, পাতলা, জলো, ফেলে দেওয়া, ক্ষেপণ করা। *

ফিকির : ● সক্রিয় **ফক** সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে; অথবা, কার্য্যকরী কলাকৌশলজ্ঞান কার্য্যে পরিণত করা হয় যাহাতে। ⊓ উপায় উদ্ভাবন, কৌশল, মতলব। *

ফিকে : ● **ফিক** (সারাংশ ক্ষেপণ) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহার সারাংশ (লবণাক্ত অংশ) **ফিক** (ক্ষেপণ) করা হইয়াছে বা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিংবা, সারাংশ নিষ্কাশিত ও নিক্ষিপ্ত যাহার। ⊓ অযৌক্তিক, পাতলা, হালকা, জলো, আলুনী। *

ফিঙ্গা : ● **ফিং**-এর (সক্রিয় পাতনস্থিত করণের বা ফেলিবার রহস্যময়) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা সাঁ করিয়া দূরে গিয়া পড়ে; কিংবা, যাহা দ্বারা দূরে পাতন করা যায়। ⊓ বাটুল ('Y' অক্ষরের ন্যায় কাঠের টুকরোতে রবারের পাতি দিয়া বানানো মাটির গুলি ছুঁড়িবার যন্ত্র), হেঁতালচুটকি (মাটির গুলি বা ছোট পাথর ছুঁড়িবার দড়ির তৈরি যন্ত্র); (সাদৃশ্যে) একপ্রকার পাখী।

ফিন : ● **ফি** (সক্রিয় পাতনস্থিতকারী) অনকৃত যাহাতে; অথবা, পাতিয়া অনকৃত করিতে থাকায় যাহা ক্রমশ সরু পাতলা ও সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে বা গাঁজাইয়া গিয়াছে। ◻ ফেনা, অতিশুভ্রবর্ণ। *

ফিনকি : ● **ফিন** (সূক্ষ্ম) করণ সক্রিয় যাহাতে। ⊓ অগ্নিকণা, ফুলকি, স্ফুলিঙ্গসদৃশ দ্রুত বেগ। *

ফিনফিনে : ● **ফিন**-এর পুনরাবৃত্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে ফিনফিন করে। ⊓ অতিসূক্ষ্ম, মিহি (ধুতি)।

ফিনিক : ● **ফিন**-কে (সূক্ষ্মকে) সক্রিয় করে যে; অথবা, যাহা সূক্ষ্ম রেখার ন্যায় বহির্গত হইয়া ছোটে। ◻ সরু হইয়া রক্ত ছোটা।

ফির : ● **ফ** (পালনস্থিত) সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, কেন্দ্র হইতে প্রান্তে গিয়া পুনরায় কেন্দ্রে যাওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় যায়। ⊓ পুনর্ব্বার, আবার, প্রত্যাবৃত্ত হওয়া, ঘূর্ণিত হওয়া, পরিবর্ত্তিত হওয়া, ইতস্তত ভ্রমণ করা। *

ফিরঙ্গ : ● **ফির** (ঘুরে-ফিরে বেড়ায়) অঙ্গ যাহার; অথবা, যাহারা (এককালে) বহির্দেশ হইতে আসিয়া পুনরায় সেদেশে ফিরিয়া যাইত। ◻ ম্লেচ্ছদেশভেদ, রোগবিশেষ।

ফিরত (ফেরত) : ● **ফির** (পূর্ব্বাবস্থায় যাওয়া) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা ফিরিয়া আসে। ◻ প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত, অস্বীকৃত, প্রত্যর্পিত, প্রত্যাবর্ত্তন। (**ফিরত ডাক** বা **ফেরত ডাক** = প্রত্যাবৃত্ত বা পরবর্তী ডাক যাহা ফিরিয়া আসে।) *

ফিরা : ● **ফির**-এর (প্রত্যাবর্ত্তনের) আধার যে। ◻ প্রত্যাবর্ত্তন-ইত্যাদি, পুনঃ, পরবর্তী, প্রত্যাবৃত্ত করা, আবর্ত্তিত করা, ঘুরান, পাক দেওয়া, পরিক্রমণ করান, চারিদিকে ঘুরান।

ফিরিস্তি : ● **ফির**-এর (পরিক্রমণের) সক্রিয় অগ্রগতির তারণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, কাহার পরে কী হইবে তাহার উল্লেখ থাকে যাহাতে। ◻ সূচী, তালিকা, ফর্দ্দ।

ফিস : ● সক্রিয় **ফস** (মৃদু আওয়াজ) যাহাতে; অথবা, সক্রিয়ভাবে মৃদু আওয়াজ করা হয় যাহাতে (যে কথা বলায়)।

ফিসফাস : ● **ফিস** ও **ফাস** যাহাতে। দ্র. **ফিস, ফাস**।

ফিসফিস : ● **ফিস**-এর (সক্রিয় **ফস**করণের)

পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ⌐ চুপে-চুপে কথা বলার শব্দ।

ফিসফিসানি : ● **ফিসফিস**-এর (চুপিচুপি কথা বলার) আধার সক্রিয় হইয়া অনকৃত যাহাতে। ⌐ চাপা বা মৃদু স্বরে বাক্যালাপ।

ফু : ● **ফ** (প্রাপণস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, দানস্থিত করে যে; অথবা, শব্দাদি নির্গত করিয়া কোনো বিশেষ লক্ষ্যে পাঠান হয় যাহাতে। ⌐ মুখ হইতে বেগে নির্গত বায়ুপ্রবাহ, মুখমারুত, ডাক।

ফুঃ : ● **ফু**-এর (দানস্থিতের) বিসর্জ্জন (নির্য্যাসত্যাগ) যাহাতে; অথবা, অবহেলাপূর্ণ শব্দসহ বায়ুত্যাগ করণ যাহাতে। ⌐ তুচ্ছকরণ।

ফুঁ : **ফু**-এর (...দান করিয়া রাখার) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, কোনো কিছুকে মুখ-বায়ুতে চাপাইয়া বা মিশাইয়া কোথাও (কোনো ছিদ্রে) দান করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা অধিক বিদ্বান রাজার কর্ণকুহরে দেন, অল্প বিদ্বান শঙ্খের গহ্বরে দেন, এবং বিদ্যাহীন উনুনের চোঙার ফুটোতে দেন। ⌐ কর্ণকুহরে পরামর্শ, শঙ্খ বাজান, উনুনে হাওয়া দেওয়া, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ফুৎকার। *

ফুঁক : ● **ফুঁ** (মুখবায়ুর সহিত কোনো কিছুর রহস্যময় দান) কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে বিশেষ কৌশলপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত ফুকরণ করা হয় (শুধুমাত্র বেগে হাওয়া দিলেই বাঁশী ইত্যাদি বাজে না)। ◻ মুখ হইতে বেগে কিন্তু নিয়ন্ত্রিতভাবে নির্গত বায়ুপ্রবাহ, মন্ত্রপূত ফুঁ, (ঝাড়ফুঁক), কৌশলপূর্ণ ফুঁ, শঙ্খ প্রভৃতি বাজানোর জন্য ফুঁ। *

ফুঁকা : ● **ফুঁক**-এর (সুকৌশল অর্থপূর্ণ ফুঁকরণের) আধার যে; অথবা, ফুঁককরণ থাকে যাহাতে। ◻ কৌশলপূর্ণ ফুঁ দেওয়া, ফুঁ দিয়া বাজান। *

ফুঁপান : ● **ফুঁ**-এর (...দানস্থিতের) পালন অনকৃত বা চলমান যাহাতে; অথবা, প্রাপ্ত আঘাতের ব্যথার প্রকাশ-দানের কান্না পালন করা চলে যাহাতে। ◻ **ডুকরান**।

ফুক : ● **ফু** (বায়ুদান) কৃত যাহাতে। ⌐ মুখ হইতে বেগে শব্দসহ বায়ুপ্রবাহ নির্গতকরণ, ফু-করণ।

ফুকর : ● **ফুক** (বায়ুপ্রভৃতি দান করা) রহে যাহাতে; অথবা, যে স্থানে (ছিদ্রে) ফু করা হয় বা বায়ুপ্রভৃতি দান করা হয়। ◻ ফুটো, গর্ত্ত, বাঁশী প্রভৃতির ছিদ্র।

ফুকা : ● **ফুক**-এর আধার যে; অথবা, **ফুক**করণ থাকে যাহাতে। ◻ মুখ হইতে বেগে বায়ুপ্রভৃতি নির্গত করা, ফু-করা, ফু-দেওয়া।

ফুকার : ● **ফু**-এর **কার** যাহাতে; অথবা, **ফু**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, চীৎকার করিয়া কিছু বলা থাকে যাহাতে; কিংবা, ডুকারিয়া (ডুকরে) কান্নার বিপরীতে ফুকারিয়া (চীৎকার করিয়া 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলিয়া ডাকিয়া কান্না) যাহাতে। ◻ উচ্চ শব্দ করা, চেঁচান, আর্ত্তরব করা। *

ফুট : ● **ফ** (পালনস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ (সঙ্কুচিত রূপে পরিণত) হইয়া টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, সত্তার স্বরূপ-স্বগুণ ও ইচ্ছাদি (সঙ্কুচিত রূপে) নিষ্কাশিত বা প্রস্ফুটিত যাহাতে; কিংবা, তরল সত্তার আভ্যন্তরীণ উত্তাপ বহির্গত হয় যে রূপে। ⌐ বিন্দু, ফোঁটা, বিবাদ, বুদ্বুদ, প্রস্ফুটিত হওয়া, ফোটা, বিদ্ধ হওয়া, বেঁধা, ভিন্ন বা বিদীর্ণ হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, ব্যক্ত হওয়া, উচ্চারিত হওয়া, বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হওয়া, উন্মুক্ত হওয়া, নির্গত হওয়া, উত্তাপে ফুটিয়া

সিদ্ধ হওয়া, জাগরূক হওয়া, ঝলসিয়া যাওয়া, আলো ফোটা, কথা ফোটা।

ফুটকি : ● **ফুট**-কে (সত্তার সঙ্কুচিত রূপের টঙ্কারকে) সক্রিয় করে যে। ◘ বিন্দু, চিহ্ন, দাগ।

ফুটন : ● **ফুট**করণ (সত্তার সঙ্কুচিত রূপের টঙ্কারকরণ) অন (চলমান) যাহাতে। ◘ প্রস্ফুটিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, জল ফোটা।

ফুটন্ত : ● **ফুটন** (চলমান **ফুট**করণ) তারিত যাহাতে। / যাহা উত্তাপে ফুটিয়াছে। (ব.শ.)। ◘ প্রস্ফুটিত, সুব্যক্ত, মেঘমুক্ত।

ফুটফুটে : ● **ফুট**-এর (প্রস্ফুটনের) পুনরাবৃত্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে। ◘ বিন্দুবিন্দু, ক্ষুদে-ক্ষুদে, পরিস্ফুট, অতিসুশ্রী।

ফুটা : ● **ফুট**-এর (**ফুট**করণের) আধার যে; **ফুট**করণ থাকে যাহাতে। ◘ বিকসিত হওয়া, স্ফুটিত অংশ, ছিদ্র, ছেঁদা।

ফুটান : ● **ফুটা** (**ফুট**কৃত হওয়া) অন (চলমান) যাহাতে। ◘ আঙুল ফুটান, মটকান,

ফুটানি : ● **ফুটান** (চলমান **ফুট**কৃত হওয়া) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা আড়ম্বর, আস্ফালন, বড় বড় কথা **ফুটিয়া** (প্রস্ফুটিত হইয়া) বাহির হইতে থাকে। ◘ মুখ-ফুটান, আড়ম্বর, অহঙ্কার-প্রকাশ, স্পর্দ্ধাপ্রকাশ ...।

ফুটি : ● যাহা পাকিলেই পুষ্পের প্রস্ফুটনের বা **ফুটি**বার ন্যায় ফাটিয়া যায়। ◘ ফোটা বা ফাটা কাঁকুড়।

ফুটো : ● **ফুট** (ছিদ্র করিয়া বহির্গত হওয়ন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, **ফুট**করণের চিহ্ন থাকিয়া যায় যাহাতে। ◘ ছিদ্র, ছেঁদা, সচ্ছিদ্র।

ফুৎকার : ● **ফুৎ**-করণ (নবরূপে উত্তীর্ণ পালনস্থিতের তারণ) করা হয় যাহাতে; অথবা, **ফুঃ ফুঃ** করা হয় যাহাতে; কিংবা, **ফুঃ ফুঃ** করিয়া যে বিষয়কে চরম অবহেলা করা হয়। ◘ 'ফুৎ'শব্দকরণ, দীর্ঘশ্বাস, পাত্তা না দেওয়া।

ফুল : ● **ফু** (ফ বা প্রাপণস্থিত নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া দানস্থিত রূপে) লালিত যাহাতে; অথবা, সত্তার আভ্যন্তরীণ ইচ্ছাদি পরিণতির লক্ষ্যে সক্রিয় হইয়া বিশেষ বস্তুগত রূপ লাভ করিয়া নির্গমন পথের শেষে পৌঁছিয়া বিচিত্র রূপে অপেক্ষা করে যাহাতে; কিংবা, যাহা বৃক্ষের হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া প্রশাখার শীর্ষে গিয়া বুকে মধু লইয়া মধুকরের জন্য অপেক্ষা করে; অথবা, যাহা সামাজিক সংস্থা হইতে উৎপন্নরূপে বহির্গত হইয়া ভোগ্যমধু (ব্যবহারিক মূল্য) বুকে লইয়া চাতকের (চাহিদাকারীর) জন্য অপেক্ষা করে; কিংবা, যাহা সমৃদ্ধ হইয়া বা ফুলিয়া উঠে। ◘ পুষ্প, গর্ভপুষ্প, পণ্য, পুষ্পিত হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া, (রোগে, রাগে, আনন্দে) স্ফীত হওয়া, ফাঁপা, ফুঁপান, মোটা হওয়া, সমৃদ্ধ হওয়া। ❋

ফুলকা : ● **ফুল** কৃত যাহাতে তাহার আধার; অথবা, যাহাকে **ফুল**করণ (স্ফীতকরণ বা বৃক্ষপুষ্পের সদৃশকরণ) করা হইয়াছে। ◘ ফুলা, পাতলা, শাসযন্ত্র, মৎস্যাদির চিরুণীর মতো শ্বাসযন্ত্রবিশেষ।

ফুলকাকা : ● পিতামহের ধারকগুণ তাঁহার সপ্তপুত্রের যে পুত্র ধারণ করেন; অথবা, বংশের ধারকগুণ ধারণ করেন যে কাকা; কিংবা, যাহাতে একাধিক সন্তান জনন নিন্দিত বা নিষিদ্ধ হওয়ায় বংশের ধারকগুণ অধরা থাকিয়া যায়; অথবা, যাহাতে একমাত্র পুত্রকে পিতার সপ্তগুণের ধারক হইতে হয় বলিয়া সে কোনো উত্তরাধিকারই ঠিকঠাক বহন করিতে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

পারে না। ⊓ পিতার ষষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতা। *

ফুলকি : ● **ফুল** করণ সক্রিয় যাহাতে (যে স্ফুলিঙ্গে)। ⊓ অগ্নিকণা।

ফুলকো : ● **ফুলকা** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা ফুলিয়া গোলাকার হইয়া গিয়াছে। ⊓ **ফুলকো** লুচি।

ফুলখাসি : ● বৃক্ষের ফুলের ন্যায় সদ্যোজাত যে খাসি। ⊓ কচি খাসীছাগল। *

ফুলঘুটি : ● ফুলের ন্যায় যে ঘুটি (খেলা)। □ বালিকার ঘুটিখেলাবিশেষ। *

ফুলচৌকি : ● বৃক্ষের ফুলের ন্যায় ফুল অঙ্কিত করা যে চৌকি। ⊓ কারুকার্য্যখচিত কাষ্ঠাসনবিশেষ। *

ফুলদিদি : ● মাতার ধারিকাগুণ তাঁহার সপ্তকন্যার যে কন্যা ধারণ করেন; অথবা, বংশের ধারিকাগুণ ধারণ করেন যে দিদি; কিংবা, যাহাতে একাধিক সন্তান জনন নিন্দিত বা নিষিদ্ধ হওয়ায় বংশের ধারিকাগুণ অধরা থাকিয়া যায়। ⊓ জ্যেষ্ঠা ষষ্ঠ ভগিনী। *

ফুলপাণ : ● **ফুল** বা বৃক্ষপুষ্প দিয়া **পাণ**করণ করা হইত যাহাতে। (দ্র. **পাণ**)। ⊓ কোনো কর্ম্মে নিয়োগার্থ কর্ম্মীকে দেয় ফুল ও পান।

ফুলবন : ● **ফুল**-এর (সংস্থা-জাত পণ্যের বা পুষ্পের, বৃক্ষপুষ্পের) বন (সংসার-অরণ্য, বাহ্য অরণ্য) যাহাতে। ⊓ **নিকুঞ্জ, নিধুবন,** পুষ্পোদ্যান। *

ফুলবাতাসা : ● বাতাসে ফুলে ওঠে যে মিষ্টান্ন। ⊓ এক প্রকার সাদা বাতাসা। *

ফুলা : ● **ফুল**করণের (দানস্থিতের লালনের) আধার যে। ⊓ ফুলযুক্ত, অপরিণত, কচি; স্ফীত হওয়া, মোটা হওয়া, সমৃদ্ধ হওয়া, অযথা প্রশংসায় দর্পস্ফীত বা গর্ব্বিত করা, ফাঁপাইয়া তোলা, স্ফীতি, স্ফীত, ফাঁপা। *

ফুলান : ● **ফুলা** (সমৃদ্ধি) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ফুলা**করণ চলিতে থাকে। ⊓ অযথা প্রশংসায় দর্পস্ফীত বা গর্ব্বিত করণ, ফাঁপাইয়া তোলা। *

ফুলি : ● **ফুল** (স্ফীত হওয়ন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সামান্য আঘাতে মুখ ফুলাইয়া কাঁদে যে। □ কাতর মেয়ে, ছিঁচকাঁদুনে।

ফুলো : ● **ফুল**-এর (**ফুল**করণের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **প্রফুল্ল** হও — এই নির্দেশ বা আবেদন থাকে যাহাতে। / যাহাতে ফুল ধরিয়াছে। (ব.শ.)। □ প্রফুল্ল হও, ফুলবতী হও, হাসিখুশী হও, সমৃদ্ধ হও। *

ফুল্ল : ● **ফুল** (দানস্থিতের লালন) লালিত যাহাতে; অথবা, সত্তার আনন্দ দানরূপে প্রকাশিত যাহাতে; কিংবা, মানুষের বা সংস্থার বা বৃক্ষের উৎপন্ন লালিত যাহাতে (যথাক্রমে যে হাসিতে, পণ্যে, ফুলে)। □ বিকসিত, পুষ্পিত, বিস্ফারিত, প্রফুল্ল, স্ফীত।

ফুল্লিত : ● **ফুল্ল** (নন্দিতপ্রকাশ) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। □ বিকসিত, কুসুমিত।

ফুস : ● **ফ** (প্রাপণস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ (দানস্থিত) হইয়া নিষ্কাশিত বা ত্যক্ত যাহাতে; অথবা, যাহাতে কথকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কথা মৃদুস্বরে অন্যকে বলিয়া দেওয়া হয়। □ অসার, অকিঞ্চিৎকর, মিছা, মৃদুভাষণের শব্দ।

ফুসফাস : ● **ফুস** ও **ফাস** যাহাতে। দ্র. **ফুস, ফাস**। ⊓ গোপনে পরামর্শ।

ফুসফুস : ● **ফুস**-এর (দানস্থিতের ত্যাগ-করণের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, **ফুস ফুস** করে যে। □ ক্রমাগত 'ফুস' শব্দ; শ্বাসযন্ত্র।

ফুসফুসানি : ● **ফুসফুস**-এর আধার সক্রিয় হইয়া অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে অপ্রয়োজনীয় কথার মৃদুস্বরে লেনদেন চলে।

❒ মৃদুভাষণ।

ফুসমন্তর : ● যাহাতে শ্রোতাকে তাহার সমস্যা সমাধানের মন্ত্র মৃদুস্বরে বলিয়া দেওয়া হয়।

ফুসলা : ● **ফুস** (অসার মিছা কথা) লালিত যাহাতে; অথবা, মিথ্যা কথা বলিয়া অন্যকে স্বপক্ষে আনয়ন করা হয় যাহাতে। ❒ ফুস ফুস করিয়া কথা বলা, গোপনে পরামর্শ দিয়া স্বপক্ষে আনা, ভুলানর কথা বলা।

ফুসলান : ● **ফুসলা** (মিছা কথা বলিয়া স্বপক্ষে আনয়ন) চলমান যাহাতে; অথবা, যাহাতে মিছা কথা বলিয়া বা ভুলাইয়া স্বপক্ষে আনয়নেব কাজ চলিতে থাকে। ❒ দ্র. **ফুসলা**।

ফুসুর : ● **ফুস** (দানস্থিতের ত্যজন বা মিছা কথা বলা) নবরূপে উত্তীর্ণ (কানে কানে মৃদুস্বরে কথন) হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে কানে কানে মিথ্যা কথা রটানো হয়।

ফুসুরফাসুর : ● **ফুসুর** ও **ফাসুর** যাহাতে। দ্র. **ফুসুর, ফাসুর**।

ফুসুরফুসুর : ● **ফুসুর**-এর (কানে কানে মিথ্যা রটানোর) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে কানাঘুষার মাধ্যমে কলঙ্কাদি রটানো হয়। ❒ কানাঘুষা, চুপে চুপে।

ফে : ● প্রাপণস্থিত দিশাগ্রস্ত যাহাতে।

ফেউ (ফেরু) : ● **ফে** (দিশাগ্রস্ত প্রাপণ-স্থিতকারী) নবরূপে উত্তীর্ণ (যাহাতে); অথবা, **ফে**-এর আবর্তন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, যে ব্যাঘ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘোরাফেরা করে এবং ব্যাঘ্রের শিকারের পরিত্যক্ত অংশ (রক্ত ইত্যাদি) চাটিয়া খায় এবং **ফেউ ফেউ** রব করিয়া অন্যান্য জন্তুজানোয়ারদিগকে সতর্ক করিয়া দেয় (যে, ধারেকাছে বাঘ আছে)।

ফেঁক : ● **ফেক** রহস্যরূপী যাহাতে।

ফেঁকড়া : ● **ফেঁক**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, বৃক্ষ বা সামাজিক সংস্থা বা কোনো বিষয় তাহার বিশেষ দিককে **ফেক** (ক্ষেপণ) করে যাহাতে (যে শাখায়); যথা, 'ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক' 'ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক'-এর **ফেঁকড়া** রূপে কাজ চালায়। ❒ শাখা, উপশাখা, ছোট ডাল, কোনো বিষয়ের সহিত সংসৃষ্ট গৌণ বিষয়। *

ফেঁকড়ি : ● **ফেঁক**-এর গড়ান-উড়ান সক্রিয় যে ন্যূন আধারে; অথবা, **ফেঁকড়া** (শাখা) হইতে যে ক্ষুদ্র ফেঁকড়া (প্রশাখা) বহির্গত হয়; (কিংবা, যথা, একালের কোনো কোম্পানির নাম শুনিয়া, সে আসলে কার **ফেঁকড়া** বা **ফেঁকড়ি**, বোঝার উপায় থাকে না।) ❒ উপশাখা, প্রশাখা, খুব ছোট ডাল, প্রশাখা সংগঠন, কোনো বিষয়ের সহিত সংসৃষ্ট গৌণ বিষয়। *

ফেঁটান : ● দিশাগ্রস্ত **ফাঁট**করণ করা হয় যাহাতে; অথবা, শূন্যগর্ভ-করণ করা হয় যাহাতে। ❒ নাড়াইয়া ফাঁপানো, স্ফীত করা।

ফেক : ● দিশাগ্রস্ত **ফিক** (ক্ষেপণ) যাহাতে। ❒ বেগে প্রেরণ বা নিক্ষেপ, বেগে নিক্ষেপ করা বা ফেলা।

ফেকলু : ● **ফেক** (ফেলিয়া দেওয়া) লালিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, ফেলিয়া দেওয়ার যোগ্য হইলেও যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয় না, **অযোগবাহ** রূপে (ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর ন্যায়) সংসারে থাকিয়া যায়। ❒ তুচ্ছজন, ফালতু।

ফেকাসে : ● দিশাগ্রস্ত **ফিকা**-র দিশাগ্রস্ত নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে; অথবা, যাহার সারাংশ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ❒ বিবর্ণ, আপাণ্ডুর, কান্তিহীন।

ফের : ● দিশাগ্রস্ত **ফির** (প্রত্যাবর্ত্তন) যাহাতে; অথবা, যাহা বারংবার একই স্থান-কাল-পাত্রে বা পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। ▭ দ্র. **ফির**। পুনর্ব্বার ... ইত্যাদি, ভেদ, বেড়, ঘের, দুর্ব্বিপাক, কূটকৌশল, পেঁচ, বিঘ্ন, ফন্দি, কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা, ফেরে-পড়া।

ফেরী : ● **ফের**-এর (প্রত্যাবর্ত্তনের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে বারংবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে।

ফেরীওয়ালা : ● **ফেরী** করিয়া (ফিরিয়া ফিরিয়া) পণ্য বিক্রয় করে যে।

ফেরীঘাট : ● **ফেরী** করা হয় (নৌকাদি ফিরিয়া ফিরিয়া আসে) যে ঘাটে। *

ফেরু : ● **ফের** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, অন্যকে ফের-এ ফেলিয়া বঞ্চনা করে যে; কিংবা, ফেরেব্বাজি করিয়া বেড়ায় যে। ▭ শৃগাল, বঞ্চক, ফেরেব্বাজ।

ফেল : ● দিশাগ্রস্ত **ফল** (পরিণামকরণ) যাহাতে; অথবা, যে কর্ম্মের পরিণতি এক দিশায় নির্গত হয় বা নির্গত হইয়া পড়ে; অথবা, সত্তার আভ্যন্তরীণ কর্ম্ম-পরিণতির কারণে যাহা সত্তার দেহ হইতে বহির্গত বা নিক্ষিপ্ত হয়। ▭ নিক্ষেপ, অভিবর্ষণ, ছড়ান, ত্যাগ, পাতিতকরণ, কৃষ্ণের ভুক্তশেষ। *

ফেলত : ● **ফেল** (নিক্ষেপকরণ) তারিত যাহাতে। ▭ অতিরিক্ত, অনাবশ্যক, বাজে।

ফেলতো : ● **ফেলত**-এর সার্ব্বিক আধার যে। ▭ অসার, ব্যর্থ।

ফেলন : ● **ফেল**করণ (নিক্ষেপকরণ) অন (চলমান) যাহাতে; অর্থাৎ, ফেলিয়া দেওয়া চলিতেছে যাহাতে।

ফেলনা : ● **ফেলন**-এর (চলমান নিক্ষেপ-করণের) আধার যে; অথবা, যাহাকে (অনাবশ্যক বলিয়া) ফেলিয়া দেওয়া হয়। ▭ ফেলার যোগ্য, পরিত্যাজ্য, হেয়, অগ্রাহ্য।

ফেলফেল (ফ্যালফ্যাল) : ● **ফেল**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে দেখিয়া যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না (তাই **ফেলফেল** করিয়া তাকাইয়া আছে)। ▭ (ব্যঞ্জনার্থে) বিহ্বলভাব, হতবুদ্ধিভাব।

ফেলা : ● **ফেল**-এর আধার যে; অথবা, **ফেল**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ▭ নিক্ষেপ করা, অভিবর্ষণ করা, ছুঁড়িয়া ফেলা, ত্যাগ করা, পাতিত করা ...; কৃষ্ণের ভুক্তশেষ। *

ফেলি : ● **ফেল**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ফেলিয়া দেওয়া চলে যাহাতে; কিংবা, যাহাদের কার্য্যত ফেলিয়া দেওয়া হয় বা অন্যকে দিয়া দিতে হয়; (অথবা, 'মেয়ের নাম **ফেলি**, ফেলে দিলে গেলি, না ফেললেও গেলি')। ▭ **পরিত্যাগ করি**, সাধারণভাবে বঙ্গীয় মেয়েদের নাম।

ফো : ● **ফ**-এর (প্রাপণস্থিতের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **ফু** (দানস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

ফোঁ : ● রহস্যময় **ফু**করণ (স্বরূপ-স্বগুণ ইচ্ছা বিরক্তি ইত্যাদির সঙ্কুচিত প্রকাশন) যাহাতে।

ফোঁটা : ● **ফোঁ** (... ইচ্ছাদি) টঙ্কারিত যাহাতে (যে বিন্দুতে)। ▭ বিন্দু, তিলক, সধবার ললাটস্থ সিন্দুরবিন্দু।

ফোঁড় : ● **ফোঁ**-র (সঙ্কুচিত প্রকাশনের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, সঙ্কুচিত রূপে বা সূক্ষ্মরূপে ভেদকরণপূর্ব্বক নির্গত হয় যে। ▭ ছিদ্র, বেঁধন, সুঁইয়ের ঘাই, ভুঁইফোঁড়।

ফোঁড়া : ● **ফোঁড়**-এর আধার যে; অথবা,

ফোঁড়করণ থাকে যাহাতে। ▭ ভেদ করা, বিদ্ধ করা, বিদীর্ণ করা।

ফোঁপরা : ● নবরূপে উত্তীর্ণ **ফঁপরা** (শূন্যগর্ভ) যাহাতে; অথবা, যাহা সার্ব্বিকভাবে শূন্যগর্ভ হইয়া গিয়াছে। ▭ ফাঁপা, শূন্যগর্ভ।

ফোঁপান : ● সার্ব্বিক **ফঁপ**করণ (অশ্রু-আওয়াজ হীন কান্না) যাহাতে। ▭ গুমরে কাঁদা।

ফোঁস : ● সার্ব্বিক **ফঁস**করণ (... বিরক্তি ইত্যাদির প্রকাশন) যাহাতে। ▭ দংশন করিতে উদ্যত।

ফোকট : ● সার্ব্বিক **ফক** (ফাঁক বা অভাবাদি) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, ফাঁক বা অভাবের সুযোগ গ্রহণ করা হয় যাহাতে। ▭ ফাঁকতাল।

ফোকর : ● **ফুকর**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যে স্থানে **ফু করা** হয়। ▭ ছিদ্র, গর্ত্ত, গহ্বর, কুহর। *

ফোকলা : ● সার্ব্বিক **ফক** (ফাঁক) লালিত যে আধারে; অথবা, যে মুখে দাঁত না থাকায় ফাঁক হইয়া আছে। ▭ দন্তহীন।

ফোট : ● সার্ব্বিক **ফুট**করণ (দ্র. **ফুট**) চলে যাহাতে; অথবা, সার্ব্বিকভাবে প্রস্ফুটিত হওয়ন যাহাতে; কিংবা, **ফুট**করণ করো — এই ইচ্ছা বা নির্দ্দেশ যাহাতে; অথবা, বর্ত্তমান স্থান কাল পাত্র হইতে বহির্গত, প্রস্ফুটিত, বিস্ফারিত হইবার নির্দ্দেশ থাকে যাহাতে। ▭ প্রস্ফুটিত হওয়া, দীপ্তি পাওয়া, '**ফোট** শালা' বা 'ভাগ্ শালা'।

ফোটন : ● **ফোট** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, প্রস্ফুটিত হওয়া চলিতেছে যাহাতে। ▭ ফুটিতে থাকা। *

ফোটা : ● সার্ব্বিক **ফুট**করণের (দ্র. **ফুট**) আধার যে; অথবা, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থান কাল পাত্রে **ফুট**করণ চলে। ▭ বিকশিত হওয়া, প্রস্ফুটিত হওয়া, উদিত হওয়া, বিদ্ধ করা, সিদ্ধ হওয়া ... ইত্যাদি।

ফোটান : ● **ফোটা** (সার্ব্বিকভাবে **ফুট** করা) অন (চলমান) যাহাতে। ▭ প্রস্ফুটিত বা বিকশিত করা, ব্যক্ত বা প্রকাশিত করা, সিদ্ধ করা, বিদ্ধ করা ... ইত্যাদি।

ফোড় : ● সার্ব্বিক **ফড়**করণ (অদলবদল করণ, ফুঁড়িয়া নির্গমন বা সংহতি নাশকরণ) যাহাতে। (দ্র. **তোড়ফোড়**)। ▭ আছড়াইয়া হাঁড়ি ভাঙিয়া গুঁড়া গুঁড়া করা।

ফোড়ন : ● **ফোড়** (সংহতি ভাঙিয়া দেওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে কথার দ্বারা আলোচনাদির সে-যাবৎ গড়িয়া উঠা সংহতি ভাঙিয়া দেওয়া হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা ঘৃতে বা তৈলে যে লঙ্কা তেজপাতা মৌরী ইত্যাদি দ্বারা (ব্যঞ্জনাদির) পূর্ব্বপ্রস্তুত সংহতি ভাঙিয়া দেওয়া হয় (এবং স্বভাবতই নূতন সংহতি গড়িয়া উঠে)। ▭ আলোচনায় **ফোড়ন** কাটা, সম্ভরা দেওয়া, সাঁতলানো, ছালন দেওয়া, বাগার (বাগড়া) দেওয়া।

ফোড়া : ● **ফোড়**করণের আধার যে; অথবা, যাহা ফুঁড়িয়া বাহির হইবার চেষ্টা করে। ▭ স্ফোটক।

ফোসকা : ● **ফোস** (নবরূপে উত্তীর্ণ **ফুস**) কৃত যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে **ফুস** (অপ্রয়োজনীয়ের ত্যজন) করিয়া জল বাহির হইয়া যায়। ▭ দাহাদিজন্য জলীয়পদার্থপূর্ণ স্ফোটকবিশেষ।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▭ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ব

ব : ● বহন করে যে; অথবা, প্রবহন পরাবহন অপবহন সংবহন অধিবহন অভিবহন ... উপবহন প্রভৃতি যতরকম ভাবে বহন করা যায় তাহার যে কোনো এক বা একাধিকভাবে বহন করে যে; কিংবা, বৃদ্ধিসাধনপূর্ব্বক বহন করে যে; অথবা, অতিবহন, বিকল্প-বহন, বিপরীত-বহন করে যে; কিংবা, দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতকে বহন করে যে। ❒ নানা প্রকারে বহনকারী। [**বর্গীয় ৰ :** ● দ্বৈতাদ্বৈতের বা উৎপাদিতের বয়ন-বর্দ্ধন-বহন করে যে; অথবা, বৃদ্ধিসাধন পূর্ব্বক বহন করে যে; অর্থাৎ, অতিবহন করে যে। ❒ বর্দ্ধনশীল বহনকারী, অতিবহনকারী, অতিবাহী। **অন্তঃস্থ ব :** ● বিকল্প (দ্বিতীয় বা অন্যতর) বহন করে যে (বত্রিশ); অথবা, বহন করে যে। ❒ বিকল্প বহনকারী, বহনকারী, বাহী।] ✱✱

বই : ● **বাহী** (...বহনকারী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, মানসিক বা বাহ্যিক বোঝা বহন চলে যাহাতে; কিংবা, যে কথা কাগজের পাতায় বহন করা হয়; অথবা, কথক যাহা বহন করিতেছে বলিয়া ঘোষণা করে। ❒ বহন করি, পুঁথি, পুস্তক, ছাপা বহি।

বউ (বৌ) : ● বাহী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, সন্তান বা সংসার বহন করে যে ❒ বধূ, স্ত্রী, জায়া ...।

বউঠাকুরাণী : ● যিনি বউ তিনিই **ঠাকুরাণী** (যাহাতে); অথবা, যে **বউ** তাঁহার পরিবার-ব্যবস্থাটিকে প্রকৃতিরূপে প্রাণবন্ত রাখেন (**ঠাকুরাণী**)। ❒ বড়ভাইয়ের স্ত্রী, বউ-গিন্নী।

বউনী : ● বাহী নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয়ভাবে অনকৃত যে আধারে; অথবা, যাহাতে কোনো সত্তা আর বহন না করিয়া অন্যকে দিয়ে দেওয়ার সূচনা করে। ❒ **প্রথম** বিক্রয়, বিক্রয়ের আরম্ভ।

বউভাত : ● **বউ** যেদিন প্রথম পাকস্পর্শ করেন। ❒ পাকস্পর্শ।

বওয়া : ● বাহী নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় বা চলে যে আধারে; অথবা, সচল সত্তার (জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির) ঘাড়ে-পিঠে চাপিয়া বাহিত হওয়া চলে যাহাতে; কিংবা, কাহাকেও দেহের বা মনের স্কন্ধে তুলিয়া বহন করা চলে যাহাতে। ❒ বহন করা, প্রবাহিত হওয়া, বয়ে যাওয়া।

বংশ : ● **বম** (সীমায়িত উদগমন-বাহী) শক্তিরূপে বিচ্ছুরিত হইবার কালে **বং**-এ (রহস্যরূপী উদগমন-বাহীতে) পরিণত হয় যাহাতে; অথবা, সত্তা তাহার স্বরূপ-স্বগুণকে সন্তানরূপে উদগত করিতে করিতে চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, যে প্রক্রিয়ায় মানব-মানবীর পার্শ্বে এক এক করিয়া তাহাদের সন্তানেরা উঠিয়া দাঁড়ায়; অথবা, (সাদৃশ্যে) সাবালক তৃণশ্রেষ্ঠর (বাঁশের) পাশে এক এক করিয়া ছোট ছোট বাঁশেরা উঠিয়া দাঁড়ায় যে প্রক্রিয়ায়। / যাহা অঙ্কুর বা পুত্রপৌত্রাদি উৎপাদন করে। (ব.শ.)। ❒ পুত্রপৌত্রাদি-সন্তানপরম্পরা, (সাদৃশ্যে) বেণু, বাঁশ। ✱

বংশধর : ● বংশ (ধারাকে) ধারণ করে যে। /বংশকে ধরে রাখে যে। (ব.শ.)। ❒ বংশ-বর্দ্ধন পুত্র।

বংশী : ● অদৃশ্য বা দৃশ্য **বংশ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে সত্তা কোনো মানব-বংশের অদৃশ্য ধারাকে বহন করিয়া চলমান থাকে; কিংবা, দৃশ্য বংশের (বাঁশের) অংশ-বিশেষ থাকে যাহাতে। ❒ বংশজাত,

(সূর্য্যবংশী, চন্দ্রবংশী), বাঁশী।

বঁটি : ● **বঁ**-এর (রহস্যরূপী বাহীর) টঙ্কার সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহার দ্বারা কাটিয়া কাটিয়া **বাঁটা** বা **বণ্টন** করা হয়। ❐ তরকারী কোটার বাঁট-দেওয়া অস্ত্রবিশেষ।

বঁড়শী : ● বাহীর রহস্যরূপের উড়ান-শক্তির সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা ঝটকা মারিয়া শূন্যে তুলিয়া আনে। ❐ ছিপ, তজ্জাতীয় মৎস্য শিকারের হাতিয়ার।

ৰঁধু : ● বঁ (উদ্বাহীর রহস্যরূপ) ধারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে উদগমন-কারী নিম্নে ঝুঁকিয়া অপরকে তুলিয়া সমকক্ষ করিয়া লয়। ❐ প্রিয়, প্রণয়ী, বন্ধু।

ৰঁধুয়া : ● **বঁধু** (উর্দ্ধে তুলিয়া সমকক্ষকারী) যায় যে আধারে; অথবা, **বঁধুর** ন্যায় আচরণ বা মনোহারী ও প্রিয় চালে চলে যে সত্তা। ❐ প্রিয়, প্রণয়ী, বন্ধু, সখা, স্বামী, পতি। ✻

বক : ● ব (অর্থাদি অধিবহন) করে যে; অথবা, অপবহনকারীর করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, (আওয়াজ, কথা, ধমক, মনোভাব ইত্যাদি) বহন করে যে; অথবা, যে বহু (কথাদি) জনন করে বা **বক**বক করে; কিংবা, যাহা বক্রপথে সক্রিয় থাকে। ❐ ধূর্ত্ত, শঠ, (সাদৃশ্যে) বকফুল, বকপাখী; অধিক কথা বলা, অসঙ্গত বলা, ধমকান। ✻

বকধার্ম্মিক : ● **বক**-এর ন্যায় ধার্ম্মিক যে; অথবা, যে বাহ্যভাবে ধার্ম্মিকের ন্যায়-চলে কিন্তু গোপনে অধর্ম্মাচারণ করে; কিংবা, বক পাখী যেরূপ ধ্যানস্থ ধার্ম্মিকের ন্যায় একপায়ে জলে দাঁড়াইয়া থাকে কিন্তু ধারেকাছে কচি মাছ আসিলে কপ্ করিয়া তাহাকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে এবং পুনরায় ধ্যানস্থ হয়, তদ্রূপ ধার্ম্মিক যে। ❐ কপট-ধার্ম্মিক, ধর্ম্মধ্বজী।

বকনা : ● **বক** (কথাদি জনন) নাকৃত যে আধারে; অথবা, **বককরণ** (সন্তান জনন) হয় নাহ যাহার। / যাহার বাছুর হয় নাই। (ব.শ.)। ❐ মাদি-বাছুর।

বকবক : ● **বক**-এর (অধিবাহিত কথার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❐ ক্রমাগত বৃথা বকা।

বকবকম : ● **বকবক** সীমায়িত যাহাতে। ❐ পায়রার ডাক।

বকবৃত্তি : ● **বক**-এর ন্যায় বৃত্তি যাহার; অথবা, যে সুযোগ পাইলেই অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে কিন্তু প্রকাশ্যে সাধু সাজিয়া থাকে। / যাহার বকবৃত্তির ন্যায় বৃত্তি। (ব.শ.)। ❐ স্বার্থসাধনতৎপর বঞ্চক জন।

বকব্রতী : ● **বক**-এর ব্রতই ব্রত যাহার। ❐ বকবৃত্তি দ্বিজ, বকব্রতের আচরয়িতা।

বকমবকম : ● **বকম**-এর (**বক** সীমায়িত যাহাতে তাহার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❐ পায়রার ডাক।

বকরবকর : ● **বকর**-এর (**বক** রহে যাহাতে, তাহার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❐ অর্থহীন কথাবার্ত্তা। ✻

বকরা (বকরি) : ● **বকর**-এর আধার যে (**বকর** সক্রিয় যাহাতে); অথবা, যে বিস্তর **বকর বকর** করে; কিংবা, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে যে **দক্ষ** ('এই **দক্ষ** বস্তুতই **ছাগ**') প্রচুর কথা বলে। ❐ দক্ষ, (সাদৃশ্যে) ছাগ, ছাগি, ছাগলি। ✻

বকরাক্ষস : ● **বক**স্বরূপ যে রাক্ষস (রক্ষা করিব বলিয়া খাইয়া ফেলে যে)। ❐ কংসচর অসুরবিশেষ। ✻

বকলম : ● বিকল্প কলম যাহাতে। / যে লিখিতে জানে না, তাহার প্রতিনিধিভাবে তাহার নাম লেখা (যাহাতে)। (ব.শ.)। ❐

প্রতিনিধির কলম।

বকা : ● বক-এর আধার যে; অথবা, বককরণ থাকে যাহাতে। ❒ বৃথা অধিক কথা বলান, বকান। ✱

বকুল : ● বক (অধিবাহিত কথা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত যাহাতে; অথবা, যে বক-করণ সার্ব্বিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুন্দর; কিংবা, যে প্রিয়বাক্য বলে বা অতীব মিষ্ট আচরণ করে। / যাহা কবির বর্ণনীয়। (ব.শ.) ❒ সুন্দর বাক্যাদি নির্গমন-ব্যবস্থা, কলাকেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, (সাদৃশ্যে) কেসর, বকুলকুসুম, বকুলফল। ✱

বকুলফুল : ● বকুল বৃক্ষের ফুল; অথবা, সঙ্গীতকলাকেন্দ্রের গান; কিংবা, বঙ্গীয় স্ত্রীগণ এক কালে যে সম্পর্ক (পরস্পরের বকুলফুল সম্পর্ক) পাতাইতেন; অথবা, যাহাতে বকুল-ফুল সখীদ্বয় পরস্পরের রূপগুণের প্রশংসা-বাক্যে পরস্পরকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ❒ পুষ্পবিশেষ, স্ত্রীলোকের সখীত্বসূচক সম্বন্ধবিশেষ। ✱

বক্ত (উক্ত) : ● বক-এর (অধিবাহিত কথার বা উচ্চারিত কথার) তারণ যাহাতে। ❒ কথিত।

বক্তব্য : ● বক্ত (অধিবাহিত বা উচ্চারিত কথা) বাহিত হইয়া থাকে যাহাতে। / বিহিত কর্ম্মত্যাগ হেতু নিন্দনীয় (যে বা যাহা)। (ব.শ.)। ❒ কথনীয়, জ্ঞাপনীয়, কথন। ✱

বক্তা : ● বক্ত-এর (অধিবাহিত বা উচ্চারিত কথার) আধার যে। / কথা বলে যে। (ব.শ.) ❒ বাদী, বহুপ্রশস্তবাদী, বাগ্মী, হিতপ্রিয়বাদী। ✱

বক্তৃ : ● বক্ত-এর (... কথার) আবর্ত্তন থাকে যাহাতে। ❒ বাদী, বাগ্মী, উপদেষ্টা।

বক্তৃতা : ● বক্তৃর (... আবর্ত্তিত কথার) তারণের আধার যে। ❒ বক্তৃভাব, বাগ্মিতা, বক্তার সভায় বিষয়বিশেষ অভিভাষণ। ✱

বক্ত্র : ● বক্ত (... উচ্চারিত কথা) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে সত্তার মনোভাব কথারূপে বাহির হয়। / যাহার দ্বারা বচন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ মুখ, মুখমণ্ডল, নিগ্রহানুগ্রহজন্য মুখবিকার, চঞ্চু। ✱

বক্র : ● বক (অধিবাহিত কথা) রহে যাহাতে; অথবা, যে ভাষণে কথিত শব্দের অর্থান্তরের বা দক্ষিণে-বামে সরিয়া যাওয়ার অবকাশ থাকে; কিংবা, যে বক্তা বা আগ্রাসক অসরল-রেখায় আগমন করে বলিয়া তাহাকে সরাসরি আঘাত করা যায় না। / যাহা বক্তা কর্ত্তৃক এক অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত এবং শ্রোতা কর্ত্তৃক কাকু বা শ্লেষ দ্বারা অন্য অভিপ্রায়ে কল্পিত হয়। (ব.শ.)। ❒ বঞ্চক, প্রতারক, কুটিল, (সাদৃশ্যে) বাঁকা। ✱

বক্রোক্তি : ● বক্র যে উক্তি। ❒ ভঙ্গিপূর্ব্বক কথন, বাক্যচ্ছল। ✱

বক্ষঃ : ● বক-কে (অধিবাহিত কথাকে) দিশাগ্রস্তভাবে নিষ্কাশিত করিয়া নিঃশেষ করে যে; অথবা, বচনকে নিঃশেষে নির্গত করে যে; কিংবা, ব (দুই প্রকার) ক্ষ-করণ চলে যাহাতে; অর্থাৎ, হৃদয় (মানসিক বুক) ও ফুসফুস (দৈহিক বুক) যে কার্য্য চালায়। ❒ উরঃ, হৃদয়, বুক।

বক্ষ : ● বক-কে দিশাগ্রস্তভাবে নিষ্কাশিত করে যে; অথবা, বচনকে বহির্গত করিয়া দেয় যে। ❒ বক্ষঃস্থল, বুক। ✱

বখ : ● ব (বিকল্প, বিপরীত, অন্য) খ (খাওয়ন, আকাশগমন) যাহাতে; অথবা, বিকল্প পথে বা অন্য দ্বিতীয় পথে (বা দু'নম্বরী করিয়া) খায় যে; কিংবা, বিপথে থাকিয়া সমাজ আকাশে উড়িয়া বেড়ায় যে। ❒ বিপথগামী।

বখা : ● **বখ**-এর (বিপথগামিতার) আধার যে; অথবা, **বখকরণ** (বিপথে যাত্রাকরণ) থাকে যাহাতে। ❒ অধঃপাতে যাওয়া, নষ্ট হওয়া, দুশ্চরিত্র হওয়া ...।

বখাটে : ● **বখা** দিশাগ্রস্তভাবে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে **বখকরণ** করে। ❒ অধঃপাতে গিয়াছে এমন।

বগড়ী : ● **বগ**-এর (বিরুদ্ধ পথে গমনের) গড়ান-উড়ান যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী (**রাঢ়** ও **বারেন্দ্র** দিগের সহিত মিলিয়া) বেদবিরুদ্ধ সংগ্রাম করিয়াছিল। ❒ মুর্শিদাবাদ অঞ্চল, ঐ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী।

বগল : ● **ব** (দুই দিকে) **গল** যাহার; অথবা, যাহাতে দুই দিক দিয়া গলিয়া যাওয়া যায়; কিংবা, যাহা দুই দিক দিয়া গলাইয়া ধরিতে বা বাঁধিতে পারে। ❒ কক্ষ, কাঁখ, বাহুমূলের নীচের অংশ।

বগলদাবা : ● **বগলে** দাবিয়া ধরা হয় যাহাতে। ❒ বাহুমূলে চাপিয়া ধারণ, কাঁখে গলাইয়া চাপিয়া বাঁধা।

বঙ্ক : ● অভিবহন রহস্যময় কৃত যাহাতে। ❒ বক্রীভাব, কৌটিল্য, বাঁকা, তির্য্যক্। *

বঙ্কবিহারী : ● **বঙ্ক**রূপে (অভিবহনকারীর রহস্যকৃত রূপে) বিহার করেন যিনি। ❒ **নিধুবন**স্থ কৃষ্ণবিগ্রহবিশেষ। *

বঙ্কা : ● **বঙ্ক**-এর (অভিবহনকারীর রহস্যকৃত রূপের) আধার যে। ❒ ভাঙা, প্রতিকূল।

বঙ্কিম : ● **বঙ্ক** (অভিবহনকারীর রহস্যকৃত রূপ) সক্রিয় হইয়া সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহা বাঁকিয়া গিয়াছে। ❒ বাঁকা, কুটিল। *

বঙ্কিমচন্দ্র : ● **বঙ্কিম** যে চন্দ্র; অথবা, যে ব্যক্তিপুঁজি বাঁকা পথে চলে; কিংবা, যে সোনার-চাঁদ ছেলেটি পূর্ণিমার চাঁদ নাই হোক, একাদশীর চাঁদ অবশ্যই বটে। ❒ (সাদৃশ্যে) ব্যক্তির নামমাত্র।

বঙ্গ : ● **বং** (দ্বৈতাদ্বৈতবাহীর রহস্যময়) গমন যাহাতে; অথবা, 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী' (two-in-one) দর্শনানুসারে গমন যাহার; কিংবা, দুই বিপরীতকে পরস্পরের পরিপূরক (বা সামঞ্জস্য সাধনপূর্ব্বক সুন্দর করিয়া লইয়া সেই) রূপে বহন করিয়া চলা স্বভাব যাহার। ❒ বঙ্গদেশ, বঙ্গাইগাঁও, বঙ্গালুরু, (পুরাণ-মতে) বলিরাজের পাঁচ পুত্রের এক পুত্র বঙ্গ (অর্থাৎ, যে পাঁচটি প্রদেশ বৈদিকব্যবস্থাকে বলি বা ট্যাক্স দিয়া নিজেরা স্বাধীনভাবে চলিত); (সাদৃশ্যে) রাঙ, টিন, বেগুন (যাহা লাল এবং নীলও বটে)। *

বঙ্গজ : ● **বঙ্গ** হইতে জাত। ❒ বঙ্গদেশজাত, সিন্দূর, পূর্ব্ববঙ্গীয় জন।

বঙ্গদেশী : ● **বঙ্গ**-দিশার সক্রিয় আধার যে; অথবা, মানসিক ও বাহ্যিকভাবে **বঙ্গদেশ**-এ থাকে যে।

বঙ্গবাসী : ● **বঙ্গে** বাস যাহার।

বঙ্গযান : ● **বঙ্গ**-এর যাওয়া অন (চলমান) থাকে যাহাতে (যে দার্শনিক বাহনে)।

বঙ্গাল : ● **বঙ্গ**-এর আধার লালিত যাহাতে।

বঙ্গীয় : ● **বঙ্গ**-এর সক্রিয় আধার যায় যাহাতে। ❒ বঙ্গসম্বন্ধী।

বচ : ● সুপরিবহনকারীকে চয়ন করা হয় যাহাতে; অথবা, (ধারণা বা অর্থ রাখিবার জন্য) যথাযথ আওয়াজের পুঁটলি বা সুপরিবাহী শব্দ চয়ন (পছন্দ) করা হয় যাহাতে। দ্র. **বচন**। ❒ অর্থপূর্ণ শব্দ, পদ।

বচন : ● **বচ** (সুপরিবাহীর চয়ন) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, (যাহাতে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

মানুষের ধারণাদি জন্য) সুপরিবাহী আওয়াজের-পুঁটলি বা শব্দ চয়ন করা চলিতে থাকে; অথবা, (কোনো বস্তুকে বস্তাবন্দী করিবার ন্যায়) ধারণাকে (অর্থকে) যথাযথ আওয়াজে বা শব্দে বন্দী করা চলিতে থাকে যাহাতে (যে **বচনে**); কিংবা, অপরিবাহী বা পরিবাহী শব্দসমূহের ভিতর হইতে সুপরিবাহী শব্দকে চয়ন করা (পছন্দ করিয়া বাছিয়া লওয়া) হয় যাহাতে; অথবা, শব্দকে **নির্ব্বচন** করিলে যে অর্থ বাহির হইয়া পড়ে; অথবা, অর্থকে বহন করে যে (শব্দাদি)। / বাচন করে যে। (ব.শ.)। ⊓ বাচক, বোধক, কথন, পদ, বোল, (ব্যাকরণে) নামের সংখ্যাবোধক প্রত্যয় — একবচন বহুবচন প্রভৃতি। *

বচনীয় : ● **বচন**-এর (সুপরিবাহী শব্দচয়নের) সক্রিয় আধারের যাওয়া যাহাতে; অথবা, যাহা **বচন**কৃত হইয়া (অর্থপূর্ণ শব্দরূপে) প্রকাশিত হইয়া থাকে (প্রকাশিত হয়, হওয়া দরকার, হওয়া উচিত)। ⊓ কথনীয়, বক্তব্য, উচ্চার্য্য।

বচসা : ● **বচ** (সুপরিবাহী শব্দচয়ন) ক্রিয়ার চূড়ান্তরূপের আধার যে; অথবা, **বচস** বা **বচঃ** থাকে যাহাতে; কিংবা, **বচ**-এর (বচনের) বিসর্জ্জন বা ছুঁড়িয়া মারা থাকে যাহাতে। / বাক্য দ্বারা কৃত যে কলহ। (ব.শ.)। ⊓ বিবাদ, বকাবকি।

বছর : ● **বছ** (বিকল্প ছাদন বা **বাছা**) রহে যাহাতে; অথবা, যে সময়কালে ক্ষেত্রকর্ম্ম একবার আবর্ত্তিত হইয়া **বৎস** বা বাছাদিগের জন্ম হয়, অর্থাৎ সন্তানস্বরূপ শস্যাদি উৎপাদিত হয়। ⊓ বৎসর।

বজ : ● **ব**-এর (ক্রিয়ার বা প্রতিক্রিয়ার বাহকের) জনন যাহাতে।

বজবজ : ● **বজ**-এর (ক্রিয়াবাহীর বা প্রতিক্রিয়াবাহীর জননের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, পচনের বিপরীতে বুদ্বুদ প্রক্রিয়ার উদ্ভব যাহাতে; কিংবা, (ব্রিটিশযুগে বঙ্গ সমাজের) পণ্য বা উদ্বৃত্ত উৎপাদন যেখানে গিয়া জমা হইত। ⊓ ব্রিটিশযুগে গড়িয়া উঠা বন্দরের নাম, পচা দ্রব্যের বুদ্বুদ উঠার শব্দ।

বজরা : ● **বজর**-এর (**বজ**-রক্ষণের বা পণ্যাদি রক্ষণের) আধার যে; অথবা, পণ্যাদি রক্ষণ ও বহন করা হয় যে নৌকায়। ⊓ খোলাছাদ-কামরাওয়ালা এক প্রকার বড় নৌকা, ধান্যাদিজাতীয় শস্যবিশেষ।

বজা : ● **বজ**-এর (ক্রিয়াবাহী বা প্রতিক্রিয়াবাহী জননের) আধার যে। ⊓ উচিত, ঠিক, যোগ্য।

বজায় : ● **বজা** (প্রতিক্রিয়াবাহী রূপে জনিত) বর্ত্তমান বা চলে যাহাতে। ⊓ রক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ।

বজুহাত (অজুহাত) : ● **বজ** (প্রতিক্রিয়াবাহী জনন) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তারিত যাহাতে। ⊓ কারণসমূহ, অজুহাৎনামা।

বজন (ওজন) : ● **বজ** (ভারের প্রতিক্রিয়া জনন) অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ তৌল করা, তুলা দ্বারা নির্ণীত পরিমাণ, গুরুত্ব, ভার, গৌরব, মর্য্যাদা, গভীরতা।

বজর (ওজর) : ● **বজ** (ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া জনন) রহে যাহাতে। ⊓ ব্যপদেশ, ছল, আপত্তি।

বজ্র : ● **বজ** (দ্বৈত প্রতিক্রিয়ার জনন) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা একইসঙ্গে আলোকশক্তি ও শব্দশক্তির প্রকাশ ঘটাইয়া আঘাত করে; কিংবা, যাহা দ্বারা মানসিক ও বাহ্যিক উভয়ভাবে আঘাত করা হয়; অথবা, দর্শন ও সৈন্যবাহিনীর যুগপৎ প্রয়োগ রহে যাহাতে।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

(দ্র. **দধীচি**)। ❐ যুক্তিজাল প্রচারপূর্ব্বক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া যুদ্ধ, (সাদৃশ্যে) অশনি, বাজপড়া, (পুরাণমতে) সুদর্শনচক্র, শূল, বজ্র, অক্ষ, পাশ, দণ্ড, শক্তি এবং অসি — এই আটপ্রকার বজ্র। ✱

বজ্রচিহ্ন : ● **বজ্র**-এর চিহ্ন থাকে যাহাতে। ❐ ঢেরাচিহ্ন, চিকাচিহ্ন, গুণচিহ্ন।

বজ্রপাত : ● **বজ্র**-এর পতন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা পতিত হইলে দৃশ্য **বজ্রে**র বা তাহার ন্যায় শব্দ ও আলোর ঝলকানি হয়। ❐ বজ্রপতন।

বজ্রাঘাত : ● **বজ্র**-এর বা তৎসম আঘাত থাকে যাহাতে। ❐ বাজপড়া, অশনিসম্পাত।

বজ্রাসন : ● **বজ্র**-এর ন্যায় দৃঢ় অমোঘ **আসন** যাহাতে। ❐ হীরক-রচিত আসন, হঠযোগে আসনবিশেষ।

বজ্রাহত : ● **বজ্র**-এর দ্বারা বা তৎসম কোনো কিছুর দ্বারা আহত যে। ❐ বজ্রাঘাতপ্রাপ্ত, স্তম্ভিত, অপ্রত্যাশিত শোক বা আঘাতে ব্যাকুল।

বজ্রযান : ● **বজ্র**-এর ন্যায় কঠিন কঠোর যে জীবনদর্শনে নির্ভর করিয়া মানুষ তাহার জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে। (বিপরীত - **সহজযান**। দ্র. **দেবযান**)। ✱

বঞ্চ : ● **বঞঅ** (অতিবাহনকারীর রহস্যময়) চয়ন যাহাতে; অথবা, (কাল) অতিবাহিত করণের উপায়কে (সম্পদকে) রহস্যময়ভাবে চয়ন করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা কালপ্রবাহ অতিবাহিত করা যায় বা প্রকৃষ্ট-রূপে তারণ করা যায়। ❐ কাল যাপন করা, প্রতারণা করা, ঠকান।

বঞ্চক : ● **বঞ্চ** (কাল কাটানোর উপায় চয়ন) করে যে। ❐ কালযাপক, প্রতারক।

বঞ্চন : ● **বঞ্চ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **বঞ্চ**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ❐ যাপন, প্রতারণ, বিড়ম্বন।

বঞ্চনা : ● **বঞ্চন**-এর আধার যে; অথবা, **বঞ্চন**কর্ম্ম চলে যাহাতে। ❐ কালাতিপাত, প্রবঞ্চনা, বিড়ম্বনা।

বঞ্চিত : ● **বঞ্চ** (কাল কাটানোর উপায় চয়ন) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **বঞ্চনা** করা হইয়াছে। ❐ প্রতারিত।

বঞ্চা : ● **বঞ্চ**-এর আধার যে। ❐ যাপন করা, গত করা, প্রতারণা করা। ✱

বট : ● ব-এর (আবর্ত্তনবাহীর) টঙ্কার থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা আবর্ত্তিত হইয়া এক হইতে অনেক হয় তাহার টঙ্কার থাকে যাহাতে; অথবা, 'এই দেখ, আমি হইয়াছি, আবর্ত্তমান আছি, বর্ত্তমান আছি, বাড়ছি' — এই প্রকার টঙ্কার থাকে যাহাতে; কিংবা, যে দেহ-ব্যবস্থার (মানবদেহ, সমাজদেহ প্রভৃতির) আত্ম-বর্ত্তমানতার বা বৃদ্ধির ঘোষণা থাকে (কে **বট** আপনি? আমি রামশর্ম্মা **বটি**।); অথবা, যে পাঁচপ্রকার সংস্থা **বট**রূপে (**পঞ্চবট** রূপে) প্রতিষ্ঠিত; কিংবা, (সাদৃশ্যে) সামঞ্জস্যপূর্ণ অস্তিত্ব আ-বর্ত্তমান যাহাতে। ❐ আবর্ত্তমান বা বর্ত্তমান থাকা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, হওয়া, আকৃতি-সামঞ্জস্য, (গণিতে) শূন্য, গোল, বর্ত্তুলাকার বস্তু, বড়া, বড়ী, কপর্দ্দ, কড়ি, বটগাছ। ✱

বটবৃক্ষ : ● আবর্ত্তন (বৃদ্ধিপ্রাপণ) টঙ্কারিত হয় যে সামাজিক ব্যবস্থায় (বৃক্ষে); অথবা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (পণ্যজীবিতা) টঙ্কারিত হয় যে সংস্থায়; কিংবা, পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় সক্রিয় থাকে যে সংগঠনে বা ব্যবস্থায়। ❐ পণ্য উৎপাদক ও বিনিময়কারী সমাজ সংগঠন, বেনিয়াব্যবস্থা, ধনতন্ত্র, (সাদৃশ্যে)

বটগাছ, **বড়গাছ**, banyan tree, **বনস্পতি**। [স্মতর্ব্য যে, প্রাচীন ভারতের বেনিয়া-ব্যবস্থাগুলি সবই কল্যাণকারী **কল্যাণীবট** বা **লক্ষ্মীবট** ছিল; বৌদ্ধযুগের অপরাহ্ণে সেগুলিতে কুবেরের অধিষ্ঠানের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় হিন্দুযুগ (তাহার সূচনাকালে, প্রায় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে), সমগ্র বেনিয়াব্যবস্থা-কেই নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল।]

বটবাসী : ● **বট**-এ বাস করে যে; অথবা, বেনিয়া ব্যবস্থায় থাকে যে। / যে বটবৃক্ষে বাস করে। (ছা.অ.)। ◘ ব্যবসায়ী, ধনপতি, (সেকেলে ভাষায়) যক্ষ, উপদেবতা। ✱

বটব্যাল (বড়াল) : ● **বট**-এর ব্যাল যে; অথবা, **বট**বৃক্ষের বা **বট**-ব্যবস্থার (বেনিয়া-ব্যবস্থার) **ব্যাল** যে (**ব্যাল** = যে হননার্থ উদ্যত থাকে, দ্র. ব্যাড় ব.শ.); অথবা, যে সত্তা বেনিয়াব্যবস্থার (পণ্যবাদী-ব্যবস্থার) শত্রুদের হননার্থ সর্ব্বদা উদ্যত থাকে; কিংবা, যাঁহাদের উত্তরসূরীগণ আজও নিজ নিজ নামের শেষে **বটব্যাল, বড়াল** প্রভৃতি পদবী ধারণ করেন; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে সর্প বটবৃক্ষে থাকে। ◘ রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্যগোত্র ব্রাহ্মণের উপাধি; স্বর্ণবণিকের উপাধি। ✱

বটি : ● **বট** (অস্তিত্বলাভের টঙ্কার) সক্রিয় যাহাতে। ◘ হই, উপ-জিহ্বিকা, আল্‌জিভ।

বটিকা : ● **বট** (...টঙ্কার) সক্রিয় করে যে; অথবা, যাহা ক্ষুদ্র অস্তিত্ব লাভ করিয়া ('আমি হইয়াছি' ইত্যাকার) টঙ্কার করে। ◘ বটী, বড়ী, বড়া।

বটী : ● **বট**-এর (বর্ত্তমানতার ও বৃদ্ধি-সাধনের) সক্রিয় আধার যে। ◘ বটগাছ, পঞ্চ**বটী** ... ইত্যাদি; গুলিকা, বড়ী ...। ✱

বটু : ● **বট** (আবর্ত্তনবাহীর টঙ্কার) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহার বর্ত্তমানতার টঙ্কার মিষ্ট বা তিক্ত লাগে (স্বাভাবিক লাগে না); কিংবা, যে 'আমি জানি', 'আমি হই' ইত্যাদি বলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে; অথবা, যাহাকে **বটু** বলিয়া আদর বা নিন্দা করা হয়; অথবা, যাহাকে নিন্দার ছলে আদর করা হয়। ◘ বালক, মাণবক, ব্রহ্মচারী, যুবক, ব্রাহ্মণযুবক। ✱

বটুক : ● **বটু** করে যে; অথবা, 'আমি বর্ত্তমান আছি, কারণ আমি জানি', 'এ বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে' - এইরূপ বলে যে; কিংবা, যে সত্তা তাহার অস্তিত্বের (বর্ত্তমানতার বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার) মিষ্ট বা তিক্ত টঙ্কার করে। ◘ বালক, ব্রহ্মচারী, মূর্খ, বটুকভৈরব, ব্রাহ্মণ-কুমার, বালক ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী ছাত্র, নির্ব্বোধ ব্যক্তি, (সাদৃশ্যে) কাঁটানটে।

বটুকরণ : ● **বটু** (জ্ঞানাধিকারীর স্বীকৃতি) করণ করা হয় যাহাতে। ◘ উপনয়ন সংস্কার, পৈতা দেওয়া।

বটে : ● **বট** (বর্ত্তমান) হওয়ন দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা একপ্রকার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বা স্বীকৃতি লাভ করিয়া বিশেষ দিশায় চলিয়াছে। ◘ বর্ত্তমান, অস্তিত্বলাভ।

বড় : ● আবর্ত্তনবাহীর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তনপূর্ব্বক বৃদ্ধিসাধনের গড়া-গড়ি যাহাতে; অথবা, অন্যদের তুলনায় (জ্ঞানসম্পদ, ধনসম্পদ, সামাজিক মর্য্যাদা, বয়স, আয়তন ... ইত্যাদির) বৃদ্ধিসাধন গড়ায়-উড়ে বা সক্রিয় থাকে যে সত্তায়; কিংবা, যে সত্তা অন্যদের তুলনায় বর্দ্ধিত হইয়া ঊর্ধ্বে বিরাজ করে। ◘ বৃহৎ, দীর্ঘ, লম্বা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

বড়গাছ : ● **বড়** (বৃদ্ধিসাধিত বা বর্দ্ধিত) যে গাছ। ◘ বটগাছ, বড়্গাছ। ✱

বড়ফট্টাই : ● **বড়**-র (বর্দ্ধিতের) ন্যায় **ফটফট** করা থাকে যাহাতে। ◘ বৃথা আত্মশ্লাঘাপ্রকাশ।

বড়বা : ● **বড়** (বৃদ্ধিসাধিত) বাহিত হয় যাহাতে; অথবা, বাড়তি থাকে যাহাতে। ◘ দাসী, বেশ্যা, দ্বিজস্ত্রী, সূর্য্যের তৃতীয় পত্নী। *

বড়বানল : ● যে অনল বাড়ে; অথবা, যে তেজ (ধনসম্পদ) বৃদ্ধিলাভ করে বা বাড়ে। ◘ সুদে খাটানো টাকা, সুদখোর পুঁজি, বড়বা-মুখস্থ অগ্নি, ঔর্ব্বানল, সমুদ্রস্থ অগ্নি। *

বড়া : ● **বড়**-এর আধার যে; অথবা, **বট**-এর বা **বড়**-এর ন্যায় গোলাকার যে সত্তা। ◘ ডাল ইত্যাদির পিষ্টকবিশেষ। *

বড়াই : ● **বড়**-ভাব (বৃদ্ধিপ্রাপ্তভাব) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **বড়**-র (বৃদ্ধিপ্রাপ্তের বা বৃদ্ধের) ন্যায় আচরণ করে যে। ◘ মহত্ত্ব, গৌরব, গর্ব্ব, আত্মশ্লাঘা, খ্যাতি। *

বড়ু : ● **বড়** (বর্দ্ধিত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **বড়** বড়-র ন্যায় আচরণ করে না, (বিনয়ে) কনিষ্ঠের ন্যায় আচরণ করে। ◘ বটু, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ, দ্বিজ, মন্দির পরিচারক, পূজারী।

বড়ুয়া : ● **বড়ু** (নবরূপে উত্তীর্ণ **বড়**) যান য়া চলেন যাহাতে; অথবা, বিদ্যাদিতে **বড়** হওয়া সত্ত্বেও যিনি বিনয়ী ব্যবহার করেন বলিয়া সকলে যাঁহাকে মান্য করে; কিংবা, যাঁহার উত্তরসূরীগণ আজও তাঁহাদের নামের শেষে **বড়ুয়া** পদবী বহন করেন। ◘ সম্ভ্রম-সূচক উপাধি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পূজারী। *

বড়ে : ● **বড়** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে সত্তার মাধ্যমে **বড়** তাহার ক্ষুদ্রতম বল-ধারীকে প্রেরণ করে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়। ◘ দাবা খেলার ন্যূনশক্তি-সম্পন্ন ঘুঁটি।

বড্ড : ● আবর্ত্তনবাহীর উড্ডয়নের উড্ডয়ন যাহাতে; অথবা, বাড়বৃদ্ধির উড়ানকারী উড়ে যাহাতে। ◘ বড়। *

ৰণ : ● প্রবহনকারীর (বৃদ্ধিসাধিতের) রহস্যময় বোধ যাহাতে; অথবা, ধারণা ও উচ্চারণশক্তি প্রবহনকারী কথিত অর্থময় শব্দের, কিংবা, মেধা (দক্ষতা) ও শ্রমশক্তি প্রবহণকারী মূল্যবান উৎপন্নের, বোধ থাকে যাহাতে; কিংবা, অর্থধারী কথিত শব্দের এবং ব্যবহারিক মূল্যধারী উৎপাদিত কৃষিজ-কারুজ উৎপন্নের বোধ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা ক্রমশ মনীষীর **বাণী** ও **বণিকের পণ্য** গড়িয়া উঠে। ◘ অর্থময় শব্দ, মূল্যবান উৎপন্ন। *

ৰণিক : ● **বণ**-কে (উৎপন্নকে) সক্রিয় করে যে; অথবা, **বণ**কে (উৎপন্নকে) **পণ্য**তে (বি**পণন**যোগ্যতে) পরিণত করে যে; কিংবা, উৎপন্নকে পণ্যে পরিণত করিয়া বিপণন (বা বিনিময়) করে যে। ◘ ক্রয়বিক্রয়ব্যবহারী নৈগম, সওদাগর, বৈশ্য।

ৰণিকপথ : ● / বণিকের পন্থা। (ব.শ.)। ◘ বণিকের জীবিকাপথ, বাণিজ্য, স্থলপথ-বাণিজ্য, আপণ, হাট।

ৰণিকগ্রাম : ● **বণিক**দিগের **গ্রাম** (গ্রাসকারী-গণের সীমায়িত হওয়ার মানসিক ও বাহ্যিক স্থান) যাহা; অথবা, **বণিক**গণ একত্রিত হন যাহাতে বা যেখানে। ◘ বণিক্‌সমিতি, সওদাগরী সভা।

ৰণিকবৃত্তি (বনিকভাব, বনিঙমার্গ) : ● **বণিকের** বৃত্তি (ভাব, মার্গ) যাহাতে। ◘ বাণিজ্য।

ৰণিজ : ● **বণ**কে (ব্যবহারিক-মূল্যবাহী

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

উৎপন্নকে) সক্রিয়ভাবে জনন করে যে; অথবা, ব্যবহারিক-মূল্যবাহী উৎপন্নের সহিত বিনিময়-মূল্য জনন করে বা যুক্ত করে যে; কিংবা, ব্যবহারিক-মূল্য প্রবহণকারী উৎপন্নকে বিনিময়-মূল্য যোগ করিয়া পণ্যপ্রবাহে পরিণত করে যে। ◘ ক্রয়বিক্রয়ব্যবহারী নৈগম, সওদাগর, বৈশ্য, বণিজকরণ। ✻

বণ্ট : ● **বণ** (মেধা-শ্রমের উৎপন্ন) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, উৎপাদিত বিষয় বা বস্তুর বিভাজন যাহাতে। ◘ বিভাজন, বাঁটা।

বণ্টক : ● **বণ্ট**করণ (বিভাজন) বা **বণ্টন** করে যে। ◘ বিভাজক।

বণ্টন : ● **বণ্ট** (বিভাজন) অন (চলমান) যাহাতে। ◘ বিভাজন, বাঁটা, ভাগ-বাঁটোয়ারা।

বণ্ড : ● **বণ**-এর (বৃদ্ধিসাধনের) উড্ডয়ন যাহাতে; অথবা, যে বৃদ্ধিসাধনের উপায় তাহার ক্ষেত্রে সক্রিয় না হইয়া উড়িয়া বেড়ায়; কিংবা, যে বৃদ্ধিসাধন-উপায়ের অগ্রগতি খণ্ডিত বা বিকল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ◘ অবিবাহিত, খণ্ডিতলাঙ্গুলাদি, হস্তাদিবিকল, বেঁড়ে, নপুংসক।

-বৎ : ● -ব-এর (তদ্বাহীর) তারণ থাকে যাহাতে; অথবা, যথা, পশুত্বের তারণ থাকে যাহাতে = পশু**বৎ**। ◘ জড়**বৎ**, বল**বৎ**।

বতর : ● বাহী তারিত হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো সত্তা বাহিত-তারিত হইয়া যায়। ◘ রস, আর্দ্রতা, জল। ✻

বত্রিশ : ● ব (দুই যোগ) ত্রিশ যাহাতে। (দ্র. দ্বি, বা, বি)। ◘ দ্বাত্রিংশ, ৩২ সংখ্যা।

বৎস : ● **বৎ** (অস্তিত্ববাহীর স্বরূপ-স্বগুণের তারণ) অস্তিত্বরূপে থাকে যাহাতে; অথবা, তদ্-বৎ (তদ্রূপ অস্তিত্বের ন্যায়) অস্তিত্ব যাহাতে; অথবা, যথা, গরুর স্বরূপ-স্বগুণের তারণ তাহার উৎপাদিত যে সন্তানে থাকে; কিংবা, তদ্রূপে, পাইকারী উৎপাদন-ব্যবস্থার বা কূটজবৃক্ষের (একালের ভাষায়, ধরা যাক, টাটা কোম্পানির) স্বরূপ-স্বগুণের তারণ তাহার উৎপাদিত যে পণ্যে থাকে। ◘ উৎপাদকের (উৎপাদন ব্যবস্থার) উৎপন্নমাত্র, পিতৃবৎ সন্তানমাত্র, গবাদিশিশু, বাছুর, শিশুমাত্র, দেশবিশেষ। ✻

বৎসনাভ : ● **বৎস** (উৎপন্ন) নাভিতে যাহার; অথবা, পণ্য-উৎপাদন সমাজদেহের নাভিতে (সমগ্র সমাজদেহধারী উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে) যাহার; কিংবা, যে জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র বিক্রয়ের জন্য শস্যাদি উৎপাদন করে; অথবা, যে ব্যাপার আপাতমিষ্ট কিন্তু অন্তিমে সমগ্র সমাজদেহের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। ◘ স্থাবরবিষভেদ, মিঠাবিষ।

বৎসপত্তন : ● **বৎস**-এর (পণ্যের) জন্য **পত্তন** (প্রতিষ্ঠিত নগর) যেখানে; অথবা, পণ্য-বিনিময়ের জন্য যে নগর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। ◘ কৌশাম্বী নগরী।

বৎসর : ● **বৎস** রহে যে কালখণ্ডে; অথবা, যে সময়কালে ক্ষেত্রাদি কর্ম্ম একবার আবর্ত্তিত হইয়া **বৎস** বা সন্তান স্বরূপ শস্যাদি উৎপাদিত হয়। ◘ বছর।

বৎসল : ● **বৎস**-এর (উৎপাদিতের বা সন্তানের) লালন যাহাতে। ◘ স্নেহযুক্ত, প্রণয়বান, কৃপালু। ✻

বদ[১] : ● ব-এর (ভাববাহীর) দান যাহাতে; অথবা, যাহা (যে উচ্চারণ) দ্বারা মনোভাব দান করা হয়; কিংবা, অর্থপূর্ণ কথা বলা হয় যাহাতে। ◘ কথন, বলা, উচ্চারণ করা।

বদ[২] : ● ব-এর (অন্যতর বা অনাকাঙ্ক্ষিত ভাববাহীর) দান যাহাতে; অথবা, যাহা (যে উচ্চারণ) দ্বারা অন্যতর বা অনাকাঙ্ক্ষিত

মনোভাব দান করা হয়; কিংবা, বিপরীত অর্থপূর্ণ কথা বলা হয় যাহাতে; অথবা, যাহা **বাদ** দিতে হয় বা **বদল** করিয়া লইতে হয়; কিংবা, যে কোনো প্রকার বিশেষ, বিপরীত, অন্যতর, অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার যাহাতে। ◻ অনাকাঙ্ক্ষিত, অন্যতর, বিপরীত, এবং (বঙ্গে পাঠানযুগ হইতে আরবি-ফারসির সংস্পর্শে) মন্দ, খারাপ, দূষিত ... ইত্যাদি অর্থে উপসর্গরূপে প্রচলিত; যথা — **বজ্জাত, বদনাম, বদভ্যাস, বদমেজাজ, বদরক্ত, বদরাগ, বদহজম,** ... ইত্যাদি। ＊

বদন : ● **বদ**[১] (কথা) অন (চলমান) থাকে যাহাতে। / যাহার দ্বারা কথন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ মুখ, মুখমণ্ডল, অগ্রভাগ।

বদনা : ● **বদন**-এর (মুখের) আধার যে; অথবা, যাহার পৃথক একটি মুখ আছে। ◻ মাটির বা ধাতুর মুখচওড়া গাড়ুবিশেষ (মুসলমানেরা যাহা ব্যবহার করেন)।

বদনী : ● **বদন**-এর (মুখের) সক্রিয় আধার যে স্ত্রীলোক; অথবা, যে স্ত্রীলোক সুদৃশ্য মুখে কথা বলে। ◻ মুখসম্পন্না।

বদল : ● **বদ** (অন্যতর-বিষয়বাহীর দান) লালিত যাহাতে। ◻ পরিবর্ত্তন, বিনিময়, বদল করা, বিনিময় করা, পরিবর্ত্তন করা।

বদলা : ● **বদল**-এর (পরিবর্ত্তনের) আধার যে; অথবা, **বদল** থাকে যাহাতে। ◻ বদল করা, বিনিময় করা, পরিবর্ত্ত ... ইত্যাদি।

বদলান : ● **বদলা** (পরিবর্ত্ত-করণ) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ বদল করা ... ইত্যাদি।

বদলাবদলি : ● **বদলা** ও **বদলি** যাহাতে। ◻ পরস্পর বিনিময়, অদলবদল।

বদলি : ● **বদল** সক্রিয় যাহাতে। ◻ পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ভৃত্যের অন্য-কর্ম্মস্থানে নিয়োগ।

বদলী : ● **বদলি**র আধার যে। ◻ প্রতিনিধি, বিনিময়ে প্রাপ্য দ্রব্য।

বদ্ধ : ● যাহাকে **বন্ধ** (আবর্ত্তন রুদ্ধ) করা হইয়াছে। ◻ কৃতবন্ধন, গৃহীত, বন্দীকৃত, ধৃত।

বদ্য : ● **বদ** (কথা) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা বলা যায়; কিংবা, যাহা বলিতে হয়। (দ্র. **অনবদ্য**)।

বধ : ● ব (বৃদ্ধিবাহী) ধৃত যাহাতে; অথবা, সত্তার বৃদ্ধি বা অগ্রগতি রুদ্ধ বা স্তব্ধ (ধৃত) করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ◻ হনন, মারণ।

বধক : ● **বধ** (সত্তার বৃদ্ধিরোধ) করে যে। ◻ হন্তা, ঘাতক, জল্লাদ, ব্যাধি, মৃত্যু।

বধজীবী : ● **বধ** (হত্যা) করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে। / প্রাণীবধ জীবিকা যাহার। (ব.শ.)। ◻ **ব্যাধ**।

বধদণ্ড : ● **বধ** (বৃদ্ধিরোধ) স্বরূপ দণ্ড যাহাতে; অথবা, যাহাতে শাস্তিপ্রাপ্তের মৃত্যু নাও হইতে পারে। ◻ তাড়নাদি ও অঙ্গ-চ্ছেদরূপ দণ্ড।

বধনিগ্রহ : ● **বধ** (বৃদ্ধিরোধ) পূর্ব্বক নিগ্রহ যাহাতে; অথবা, যাহাকে তাহার বৃদ্ধি রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়; কিংবা, যাহাতে শাস্তিপ্রাপ্তের মৃত্যু অবশ্যই ঘটে। ◻ প্রাণদণ্ড।

বধভূমি (বধস্থলী, বধস্থান) : ● যে ভূমিতে (স্থলে, স্থানে) **বধ**পূর্ব্বক **নিগ্রহ** করা হয়। ◻ অপরাধীর প্রাণদণ্ডস্থান, বধ্যভূমি, মশান।

বধির : ● **বধ** (বৃদ্ধির ধারণ) সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে; অথবা, যাহার ইন্দ্রিয়দিগকে প্রতিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ◻ প্রতি-বদ্ধ, শ্রবণশক্তিহীন, কালা, প্রতিবন্ধী। ＊

বধূ : ● যাহাকে **বিবাহ** (বিশেষ প্রকারে **বহন** করার চুক্তি) করিয়া আনা হইয়াছে;

অথবা, যে কর্ম্মীদিগকে চুক্তি করিয়া আনা হইয়াছে। /ভর্ত্তা কর্ত্তৃক উঢ়া; অথবা, যুবকের মন বাঁধে যে। (ব.শ.)। ❒ সদ্যনিযুক্ত কর্ম্মী, চাকুরে, (সাদৃশ্যে) নবোঢ়া, ভার্য্যা, জায়া।

বন : ● **ব** (উদগমনবাহী) **ন** (অনকৃত) যাহাতে; অথবা, প্রতি মরশুমে একবার **বন** করিয়া ঘুরিয়া বা আবর্ত্তিত হইয়া ফুল ফল শস্য সন্তানাদি জনন করে যে (ব্যবস্থাসমূহ — জনারণ্যের বা সমাজবনের ঘোষ-পরিবার, দাশ-পরিবার, বসু-পরিবার প্রভৃতি অজস্র পরিবার-ব্যবস্থাগুলি এবং প্রকৃতিবনের আমবন, জামবন, আতাবন প্রভৃতি অগণ্য বৃক্ষ-ব্যবস্থাগুলি); কিংবা, প্রতি আবর্ত্তন হইতে জাত বৃদ্ধি লাভ করিয়া নিজেকে গড়িয়া তোলে যে ব্যবস্থাসমূহ (দ্র. **বট**); অথবা, (আদিম নগরকেন্দ্রিক সমাজ ভাঙিয়া পড়ার পর উদ্বাহীনির্ভর) যে পরিবারব্যবস্থা-সম্পন্ন সমাজ (সংসার অরণ্য) স্বভাবতই **বনি**য়া বা গড়িয়া উঠিয়াছিল; কিংবা, পারিপার্শ্বিকতার সহিত **বনিবনা** করিয়া যে সংসার-অরণ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল বা **বনিত** হইয়াছিল; অথবা, কারুশিল্প-জ্ঞানীগণ (মুনিগণ) যে **তপোবনে** (শ্রমক্ষেত্রে) তপস্যা (মেধা ও শ্রমের প্রয়োগ) করিতেন; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বৃক্ষসমূহ স্বভাবতই উদ্ভিদরূপে উদগত হইয়া অরণ্য **বনিয়া** গিয়াছে; কিংবা, দাশ-পরিবার, ঘোষ-পরিবার, মল্লিক-পরিবার — এমনি অজস্র পরিবারে পরিবারে (ছোট ছোট সামাজিক সংস্থায়) বিস্তীর্ণ সংসার-**অরণ্যের** 'সাদৃশ্যে' আমবন তালবন আতাবন ... ইত্যাদি অজস্র প্রকার বৃক্ষের সমাহার যাহাতে। / মুনি-প্রভৃতি সেবা করেন যাহার। (ব.শ.)। ❒ বনা, আবর্ত্তিত হওয়া, বনে-যাওয়া অর্থাৎ প্রস্তুত হইয়া যাওয়া, গড়িয়া উঠা, একরূপ হওয়া, একমত হওয়া, মনের মিল হওয়া, পরিবার-সম্পন্ন সমাজ, সমাজবন, বনসদৃশ, (সাদৃশ্যে) স্বতঃসিদ্ধবৃক্ষসমূহ, অরণ্য, কানন। ✱

বনকরী (বনকুঞ্জর, বনগজ) : ● সংসার-বনে রাজত্ব করে যে করী (কুঞ্জর, গজ) বা বিদ্যাদিগগজ। ❒ উচ্চপদস্থ আমলা, **দিগ্গজ**; (সাদৃশ্যে) বুনো হাতি। ✱

বনচর্য্যা : ● **বন**-বিষয়ক (সংসারবন-বিষয়ক) চর্য্যা যাহাতে; অথবা, (সেকালে) কারুজীবী পরিবারে-পরিবারে ঘোরাফেরা করিয়া আসা হইত যাহাতে; কিংবা, একালের ফ্যাসনদুরস্ত আধুনিকদের 'চলো, বিগবাজারে বা শপিংমলে ঘুরে আসি' প্রভৃতি চর্য্যার ন্যায় সেকালের ফ্যাসনদুরস্তরা 'চলো, বনপর্য্যটন করে আসি' বলিয়া যে চর্য্যা করিতেন। ❒ বনপর্য্যটন, বনবাস। ✱

বনপর্ব্ব : ● পাণ্ডবগণের **বনচর্য্যা**র বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে মহাভারতের যে **পর্ব্বে**। ❒ মহাভারতের তৃতীয় পর্ব্ব। ✱

বনবন : ● **বন**-এর (মরশুম-ভিত্তিক আবর্ত্তনের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তন বারংবার চলে যাহাতে। ❒ (সাদৃশ্যে) লাঠি-প্রভৃতির দ্রুত ঘূর্ণনের শব্দ। ✱

বনস্পতি : ● **বন**-এর (বৃক্ষসমূহের) পতি যে; অথবা, সংসারবনের পরিবারব্যবস্থা-সমূহের **পতি** যে; কিংবা, যে আদিম যৌথ পরিবার-ব্যবস্থায় কেবলমাত্র ভোগের জন্য ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করা হইত, বিক্রয়ের জন্য কোনো পণ্যবস্তু উৎপাদন করা হইত না। / যাহার ফুল হয় না, ফল হয়, তাদৃশ বৃক্ষ — অশ্বত্থপনসাদি। (ব.শ.)। ❒ বনের

পতি, অশ্বত্থবৃক্ষ। ❋

বনা : ● **বন**-এর (... গড়িয়া উঠার) আধার যে। ◻ নির্ম্মাণ করা, মূর্ত্তিমান করা। ❋

বনাম[১] : ● ব (বিকল্প) নাম যাহাতে। ◻ অন্য নাম, ওরফে।

বনাম[২] : ● **বনা** (গড়িয়া উঠা বা পরিপূরক হওয়া) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, অগ্রগামীকে আটকায় যে। ◻ প্রতিবাদিভাবে, বিরুদ্ধে।

বনিত : ● **বন** (উদ্বহন, একরূপ হওয়ন বা মেলন) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ◻ সেবিত, যাচিত, প্রার্থিত। ❋

বনিতা : ● **বনিত**-এর (উদ্বাহিতের) আধার যে। ◻ অনুরক্তা স্ত্রী, দয়িতা, বধূ, ভার্য্যা।

বনিবনা : ● **বনি** (বনন বা মেলন সক্রিয় যাহাতে) ও **বনা** (**বন**-এর আধার যে); অথবা, যাহা পরস্পরের পরিপূরক হইয়া থাকে। [আমি তোমার মতো **বনি**, তুমি আমার মতো **বন** (বনো, বনে যাও), এমন হলেই **বনিবনা** হয়। এর অর্থ হল, প্রতিটি সত্তাই তার নিজের চালে **বন** করে ঘুরছে, **বন**ছে, **বনে** যাচ্ছে, **বনে** উঠছে; সেভাবে গড়ে তোলাকে বলা হয় **বন** করা; বান করা; বানান; আর সেভাবে যা গড়ে উঠে, সেটিই **বন**।] ◻ পরস্পরের মনের মিল।

বন্ত : ● **বন** (তদ্বাহী অনকৃত হইয়া) তারিত যাহাতে। ◻ 'তাহার বা তাহার আছে' এই অর্থে প্রত্যয় (ভাগ্য**বন্ত**, জ্ঞান**বন্ত**)।

বন্দ : ● **বন**-এর (আবর্ত্তনপূর্ব্বক বৃদ্ধিলাভ করিবার সাফল্যাদির জন্য প্রশংসাদির) দান থাকে যাহাতে (যে স্থানে বা পাত্রে); অথবা, যাহা দ্বারা কাহারও বৃদ্ধিলাভের সাফল্যের জন্য প্রশংসাবচন ও গৌরবগাথাদি গাওয়া হইয়া থাকে; কিংবা, আবর্ত্তন সম্পন্ন করিবার সুবিধার জন্য আবর্ত্তকে স্থান-কাল-পাত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া আবদ্ধ করা হয় যাহাতে। / যাহার কার্য্য স্থগিত হইয়াছে। (ব.শ.)। ◻ বন্দনা করা, সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করা; খণ্ড, অংশ, ভূমিখণ্ড, কার্য্যবিরাম, ছুটি, অবরুদ্ধ। ❋

বন্দক : ● **বন্দ** (আবর্ত্তনকারীর প্রশংসা) করে যে। ◻ বন্দনাকারক।

বন্দগী : ● **বন্দ** গমন করে যে সক্রিয় আধারে। ◻ প্রণাম, সেলাম।

বন্দন : ● **বন্দ** (আবর্ত্তনকারীর প্রশংসা) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ প্রণাম, অভিবাদন।

বন্দনবার : ● **বন্দন** (আবর্ত্তনকারীর বা আগমনকারীর প্রশংসাকরণ) করিয়া **বরণ** করা হয় যেখানে। ◻ সম্মানার্থ সভাগৃহ।

বন্দনা : ● **বন্দন**-এর (আবর্ত্তনকারীর প্রশংসাকরণের) আধার যে; অথবা, যে প্রশংসাবাচন, গান ও আচার-আচরণ দ্বারা বন্দনীয়কে **বন্দন** করা হয়। ◻ প্রণাম, স্তবন।

বন্দনীয় : ● **বন্দন**-এর সক্রিয় আধার যায় যাহাতে। ◻ অভিবাদ্য, প্রণম্য, পূজ্য, মান্য।

বন্দা : ● **বন্দ**-এর আধার যে। ◻ বৃক্ষোপরি-জাত বৃক্ষ, পরগাছা, দাস, ক্রীতদাস।

বন্দিত : ● **বন্দনা** করা হইয়াছে যাহার। ◻ স্তুত, পূজিত।

বন্দিশালা : ● **বন্দ** (আবর্ত্তনকারীর প্রশংসাগান) সক্রিয় যে **শালায়** (গৃহে)। ◻ বন্দিগৃহ, কারা, জেল।

বন্দী : ● **বন্দ** (আবর্ত্তনকারীর প্রশংসাগান) সক্রিয় থাকে যে আধারে। / বন্দনা করে যে। (ব.শ.)। ◻ বন্দনাকারী, অবরুদ্ধ পুরুষ, স্তুতিপাঠক, অবরুদ্ধ, আটক, বদ্ধ ... ইত্যাদি।

বন্দে : ● **বন্দ** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। ◻ বন্দনা করি।

বন্দ্য : ● **বন্দ** (**বন দান** বা আবর্ত্তনপূর্ব্বক বৃদ্ধিলাভ করিবার বুদ্ধিদান) থাকে যাহাতে; অথবা, **বন**-এর (দ্র. **বন**) মরশুমী আবর্ত্তনের মাধ্যমে বৃদ্ধিলাভ করিবার বুদ্ধি ধরে যে; কিংবা, যাঁহারা মানুষের ও সমাজের জ্ঞান-সম্পদ ও ধনসম্পদ বাড়ানোর বুদ্ধি ধরিতেন। ❒ বন্দনীয়, বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁড়ুয্যে। *

বন্দ্যঘটি : ● **বন্দ্য**দিগের (বৃদ্ধিলাভ করিবার বুদ্ধিধারীদিগের) মধ্যে যাঁহারা **ঘটা**ইয়া বানানোর বা **ঘটকরণে**র (কারুপণ্য বানানোর) **বন্দ্য** (বুদ্ধিদাতা) রূপে সক্রিয় ছিলেন; অথবা, ভাগিরথী তীরবর্ত্তী অঞ্চলের বঙ্গ বাসীগণ যখন কারুপণ্যজীবীতে বা **ঘটি**তে পরিণত হইলেন, তখন তাঁহাদের **বন্দ্য** (বুদ্ধিদাতা) রূপে সক্রিয় ছিলেন যাঁহারা। ❒ বন্দ্যোপাধ্যায়। *

বন্দ্যবংশ : ● **বন্দ্য**-এর (বুদ্ধিদাতাদিগের) **বংশ** যে; অথবা, যাঁহাকে যৌথসমাজের সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে **বরাহ**-অবতার রূপে বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাঁহার যে বংশ। ❒ পূজ্যকুল, বন্দ্য বরাহের বংশ, বন্দ্যোপাধ্যায়-কুল। *

বন্দ্যোপাধ্যায় : ● যে **বন্দ্য** (জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ বাড়ানোর বুদ্ধিদাতা) **উপাধ্যায়ে**র কার্য্য করেন বা অধ্যাপনা করেন; অথবা, যে **বন্দ্যগাঁই** বা **বন্দ্যগ্রাম**বাসী (বন্দ্য-ব্রাহ্মণদিগের সভার সদস্য) অধ্যাপনা করেন। ❒ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধি। *

বন্ধ : ● **বন** (বনবন বা আবর্ত্তন) ধৃত যাহাতে; অথবা, যাহা (আর) আবর্ত্তিত হইয়া শস্যাদি জনন করিতে (বৃদ্ধিলাভ করিতে) দেয় না, ধরিয়া রাখে; কিংবা, যাহাতে (সংসার-বনের কোনো সত্তাকে) আর **বন**করণ করিতে দেওয়া হয় না, আটকাইয়া রাখা হয়। ❒ অবরোধ, আটক, বন্দীকরণ। *

বন্ধক : ● **বন্ধ** (আবর্ত্তন স্তব্ধ) করে যে। / বন্ধন করে যে। (ব.শ.)। ❒ নিয়ামক, শৃঙ্খলাদি, সেতু, বাঁধ, ঋণশোধার্থ স্থাপিত দ্রব্য।

বন্ধকী : ● **বন্ধক**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ পুংশ্চলী, বেশ্যা, বন্ধ্যা, হস্তিনী, বন্ধকসম্বন্ধী।

বন্ধন : ● **বন্ধ** (আবর্ত্তন স্তব্ধকরণ) অন (চলমান) যাহাতে। / যাহার দ্বারা বন্ধন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ বন্ধকারক, রোধক; নিয়ন্ত্রণ, সংযমন, বাঁধা, অবরোধ।

বন্ধনী : ● **বন্ধন**-এর (আবর্ত্তনের চলমান স্তব্ধকরণের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বন্ধন**করণ করে যে সত্তা। ❒ পাশ, রজ্জু, শৃঙ্খল, পরস্পর অভিমুখ বক্ররেখা।

বন্ধী : ● **বন্ধ**-এর (আবর্ত্তন স্তব্ধকরণের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বন্ধ**কে ধারণ করে যে বা কৃত যাহাতে। ❒ গ্রাহী, ধারক, প্রবর্ত্তক।

বন্ধু : ● **বন্ধ** (আবর্ত্তন স্তব্ধকরণ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহার সহিত **বন্ধন** মুক্তির কারণ রূপে দেখা দেয়; অথবা, যে **বন্ধনে** আবদ্ধ সত্তাদ্বয় **বন্ধনমুক্ত** হইতে পারে; কিংবা, যে দুই সত্তার 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারমূলক' (সমুচ্চিত সম্মিলন-মূলক) বন্ধন উভয়ের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির কারণ হয়। / প্রীতিতে বন্ধ করে যে (প্রীতিবন্ধক)। (ব.শ.)। ❒ সুহৃদ, মিত্র। *

বন্ধুতা : ● **বন্ধু** (উন্মুক্ত আবর্ত্তনকারী) তারিত যে আধারে। ❒ বন্ধুভাব, মৈত্রী।

বন্ধুয়া : ● **বন্ধু** (উন্মুক্ত আবর্ত্তনকারী) যায় যাহাতে। ❒ দ্র. **বঁধুয়া**।

বন্ধুর : ● **বন্ধু** (সমুচ্চিত-সম্মিলন) রহে যাহাতে; অথবা, যে সত্তায় উঁচু ও নীচুর

পরিপূরক মিলন থাকে। ⊓ উন্নতানত, অসমতল, রম্য, মনোজ্ঞ, অমসৃণ ...। *

বন্ধ্যা : ● **বন্ধ** (আবর্ত্তনপূর্ব্বক সন্তানাদি জনন রুদ্ধ) থাকে যে আধারে। ⊓ নিঃসন্তান, ফলহীনা।

বন্য : ● **বন** (অনকৃত উদগমনবাহী) থাকে যাহাতে; অথবা, সংসারবন (জনারণ্য) ও বাহ্যবন (জঙ্গল) থাকে যাহাতে। ⊓ পারিবারিক সামাজিক সম্পদ-বিপদ, তাহাদের বুনো দ্বন্দ্ব; (সাদৃশ্যে) বনজাত, বুনো। *

বন্যা : ● **বন্য**-এর আধার যে; অথবা, সামাজিক বুনো দ্বন্দ্ব বা **বন্য**তা সার্ব্বিকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া যে উচ্ছ্বাস, উপপ্লব, গণপ্লাবন ... রূপে দেখা দেয়; কিংবা, জনসমুদ্রে যে **বান** ডাকে; অথবা, (সাদৃশ্যে) নদীজলের যে প্লাবন হয়। ⊓ গণবন্যা, (সাদৃশ্যে) বারিবন্যা। (বন > **বান** = **বন্যা** / **বন** > **বন্য** > **বন্যা**)। *

বপ : ● ব-এর (আবর্ত্তনবাহীর) পালন যাহাতে; অথবা, (যথা), ধানের একটি বীজকে এক মরশুমে (চাষ্করণের মাধ্যমে) আবর্ত্তন করিয়া বহুবীজে পরিণত করিয়া লওয়ার জন্য ক্ষেতে বোনা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা পাতিয়া গুটাইলে বর্দ্ধিত হইয়া যায়; অথবা, যাহার অগ্রগমন বা মুখ মুড়াইয়া দিলে বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়া যায়। ⊓ বীজ বোনা, সূতা বোনা, উদ্ভিদের মুখ ছাঁটিয়া দেওয়া, মস্তক মুণ্ডন করা। *

বপন : ● **বপ** (আবর্ত্তনবাহীর পালন) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, **বপ**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। / যাহার দ্বারা ছেদন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ বীজ বোনা, বীজাধান, গর্ভাধান, কেশচ্ছেদন, ক্ষুর। *

বপনী : ● **বপন**-এর (বীজবুনন, সুতোবুনন) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা সুতো **বপন** করা হয়। ⊓ বয়নযন্ত্র, মাকু, তাঁতঘর।

বপু : ● **বপ** (বীজাদি বুনন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, উপ্ত বীজ যে রূপে পরিণত হয়। ⊓ তনু, দেহ, প্রশস্ত আকৃতি।

বম : ● ব (উদগমন-বাহী) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, সত্তার উদগমন-চেষ্টা যে রূপে সীমায়িত হইয়া নির্গত হয়। ⊓ বমন, উদগার, গালবাদ্য, উদ্গীরণ করা।

বমন : ● **বম** (উদগমন-বাহীর সীমায়িত রূপ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **বম**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, ⊓ উদগীরণ, ছর্দ্দন, বমি, নিঃসারণ, আহুতি। *

বমি : ● **বম** (সীমায়িত উদগমন-বাহী) সক্রিয় যাহাতে। ⊓ বমন, উদিগরণ।

বয় : ● বাহী যায় যাহাতে; অথবা, যাহা **বহন** করিয়া লইয়া যায়; কিংবা, যাহা **বয়ন** করিতে করিতে অগ্রসর হয়। ⊓ প্রবাহিত হয়, বহন করে, বয়ন করে।

বয়ঃ (বয়স) : ● **বয়** র (বাহীর যাওয়ার) অস্তিত্ব বা ছাপ থাকিয়া যায় যাহাতে; অথবা, যাহার উপর দিয়া কাল প্রবাহিত। ⊓ কালকৃত শরীরাবস্থা, বাল্যাদি কাল, যৌবন, জীবিত-কালের পরিমাণ, উমর। *

বয়ঃস্থ : ● **বয়ঃ** (কালপ্রবাহের ছাপ) স্থিত যাহাতে। ⊓ পরিণতবয়াঃ, বৃদ্ধ।

বয়ঃস্থা : ● **বয়ঃস্থ**-এর আধার যে। ⊓ তরুণী।

বয়ন : ● দ্বি-বাহী অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, টানায় ও পোড়েনে বাহিত হয় যে; কিংবা, সূতার বুনন বা বোনা চলমান যাহাতে। ⊓ তন্তুসন্তান, বোনা। *

বয়স : দ্র. **বয়ঃ**।

বয়সী : ● **বয়স**-এর (কালপ্রবাহের ছাপের) সক্রিয় আধার যে। ⊓ বয়ঃক্রমবিশিষ্ট।

বয়স্ক : ● **বয়স** (কালপ্রবাহের ছাপ) কৃত যাহাতে। ❒ বয়োবিশিষ্ট, তরুণ, যুবা।

বয়স্য : ● **বয়স** থাকে যাহাতে। ❒ তুল্যবয়স্ক, সমবয়স্ক, সখা, বন্ধু, সহচর।

বয়ান : ● **বয়ন** হইতে জাত; অথবা, যাহাতে কথা বোনা চলমান থাকে। ⊓ বর্ণন, বিবরণ, দলিলাদির বিশেষ ভাষা।

বর : ● **ব** (আবর্ত্তনবাহী) রহে যাহাতে; অথবা, অবাধে আবর্ত্তনপূর্ব্বক বৃদ্ধিলাভ করিবার জন্য প্রয়োজনগুলি রহে যাহাতে; অথবা, যে আবর্ত্তনের নিমিত্ত **আবরণ** দান করে; কিংবা, যাহাকে **বরণ** করা হয়; অথবা, যাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে (কন্যায়, জমিতে, কর্ম্মশালায় ... ইত্যাদিতে) যথাবিহিত কর্ম্মে নিয়োগ করার জন্য **বরণ** করিয়া লওয়া হয়। / যাহাকে প্রার্থনা করা হয়; অথবা, তপস্যার দ্বারা দেবতার নিকটে যাচিত যে অভীষ্ট; কিংবা, দেবাদি হইতে লব্ধ অভীষ্ট বিষয় (যাহাতে)। (ব.শ.)। ⊓ বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মে নিয়োগ করা; বরণীয়, অভিলষিত দ্রব্য, কন্যার পতিরূপে বরণীয়, পতি। ✱

বরং : ● **বর** (বরণকৃত) রহস্যরূপী যাহাতে; অথবা, **বর**দিগের মধ্যে অন্যতর বা আরও বরণীয় যে। ⊓ তদপেক্ষা প্রিয় বা ভাল, পূর্ব্বাপেক্ষা, পক্ষান্তরে, পক্ষান্তরে সম্ভব। ✱

বরগা : ● **বর** গমন করে যাহাতে; অথবা, যাহাকে জমিচাষ করার জন্য বরণ করা হইয়াছিল সেই **বর** (কৃষিমজুর) গমন করে বা ভাগ বসায় যে জমির কৃষি-উৎপন্নে; কিংবা, ছাদের ভারকে **বরণ** করিয়া (কড়ি অবধি) লইয়া চলে (কড়ির উপরের) যে (কাঠ)। ❒ জমির ভাগদখলকারী চাষ, ছাদের কড়ির উপরের কাঠ।

বরঞ্চ : ● **বরং** (আরও বরণীয়) রূপে যাহাকে চয়ন করা হয়; অথবা, পক্ষান্তরে যাহাকে চয়ন করা হয় বা হইয়াছে। ⊓ পূর্ব্বপেক্ষা গ্রহণযোগ্যকে গ্রহণ করা।

বরণ : ● **বর** (**বর**করণ বা আবরক চয়ন করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **বর**করণ চলিতে থাকে; কিংবা, ঋত্বিকগণকে তাঁহাদের ক্রিয়ায় নিয়োগার্থ পূজনাদি করা হয় যাহাতে; অথবা, যথা, পশ্চিমা মজুরদলকে আনিয়া জমির ধান-কাটার কাজে নিয়োগার্থ আদর-সম্মানপূর্ব্বক খাতির যত্নাদি করা হয় যাহাতে। / আবরণ করে যে; অথবা, জলরোধ করে যে; কিংবা, যাহার দ্বারা বেষ্টন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ প্রার্থনা, বেষ্টন, কন্যাদানার্থ জামাতার প্রতি অভ্যর্থনানুকূল ব্যাপার (জামাতা**বরণ**), ঋত্বিগাদির ক্রিয়া-সমূহে নিয়োগার্থ পূজনাদি (**নবীনবরণ, সভাপতিবরণ, পুরোহিতবরণ**), সারথি-প্রভৃতির স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগার্থ প্রার্থনা; বৃক্ষ, সেতু, প্রাকার, বরণে দেয় দান। ✱

বরণকুলা (বরণডালা) : ● যে কুলায় (ডালায়) বরণ করিবার উপচারসমূহ থাকে। ⊓ ধান্যদূর্ব্বাদি বরণদ্রব্যে পূর্ণ ডালা। ✱

বরণমালা : ● যে মালা দিয়া (কন্যার পতি, সভার পতি, রাষ্ট্রের পতি, বিশ্বের পতি পর্যন্ত সকল পতিকে) বরণ করা হয়। ❒ পতি স্বীকার করিয়া তদ্‌গলে প্রদেয় মালা। ✱

বরদ : ● **বর** (আবর্ত্তনার্থ আবরণ) দান করে যে। ❒ অভীষ্টদাতা, বরদানেচ্ছু, 'আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে **বরদ** বঙ্গে'।

বরদা : ● **বরদ**-এর আধার যে। ❒ কন্যা,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

দুর্গা, অশ্বগন্ধা, সরস্বতী।

বরনারী : ● যে নারীকে বরণ করা হয়। ⌐ শ্রেষ্ঠা নারী, যুবতী, রূপগুণবতী স্ত্রী।

বরপুত্র : ● **বর** রূপে যে পুত্রকে পাওয়া গেছে; অথবা, বরণযোগ্য যে পুত্র। ⌐ দেবতার বরপ্রাপ্ত পুত্রবৎ ভক্ত, দেবতার প্রসাদভাজন; সরস্বতীর **বরপুত্র** কালীদাস, স্যার আশুতোষ ...। ✻

বররুচি : ● **বর**ণীয় রুচি যাহার; অথবা, যাঁহার রুচিকে (গ্রহণীয় বিষয়ে বিচারকে) বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ⌐ শ্রেষ্ঠরুচি, পরমসুন্দর, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একতম, কাত্যায়ন ('প্রাকৃতপ্রকাশ' ইঁহার রচিত প্রথম প্রাকৃত ব্যাকরণ। ✻

বরাক : ● **বরণ**-এর আধারকরণ থাকে যাহাতে; অথবা, যে **বরণ** না করিয়া কাউকে গ্রহণ করে না কিংবা **বরিত** না হইয়া কাহারও দ্বারা গৃহীত হয় না। / প্রার্থনাশীল যে। (ব.শ.)। ⌐ শোচনীয়, দুর্গত, দীন, অবর, নীচ, ক্ষুদ্র, অধম, তুচ্ছ, হেয়, অকিঞ্চিৎকর, শিব, সামান্যজন, নগণ্য। ✻

বরাট : ● **বর**-এর আধার টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে সবাই **বরণ** করিয়া লয় বা লইতে চায় তাহার টঙ্কার থাকে যাহাতে (যে বিনিময়ের মাধ্যমে বা টাকাকড়িতে); কিংবা, যে বৈদ্যকে রাজাও **বরণ** করিয়া লইতেন, সেই **বরাট**-এর যে উত্তরসূরীগণ আজও নিজ নিজ নামে **বরাট** উপাধি বহন করিয়া থাকেন। ⌐ কপর্দ্দক, বৈদ্যের উপাধিবিশেষ।

বরাত : ● **বর**-এর আধার তারিত যাহাতে; অথবা, কর্ম্মে নিয়োগার্থ বরণকৃতকে যে কর্ম্মের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। ⌐ কাজের ভার বা ভারার্পণ, প্রয়োজন, হিসাবমত পরিমাণ, ভাগ্য। ✻

বরাতী : ● / যাহার বরাত দেওয়া হইয়াছে। (ব.শ.)। ⌐ ভার, নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। ✻

বরাদ্দ : ● **বর**-এর আধারের দান দত্ত যাহাতে; অথবা, কর্ম্মে নিয়োগার্থ বরণকৃতকে যে খাদ্যাদি প্রদান করা হইয়াছে বা প্রদানের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ⌐ হিসাবপূর্ব্বক ব্যয়নির্ণয়, হিসাবে নির্ণীত পরিমাণ, নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা। ✻

বরানগর : দ্র. **বরাহনগর**।

বরাবর : ● **বর**-এর সমান **বর** যাহাতে; অথবা, যাহাকে বরণ করা উচিত তাহার ন্যায়ই বরণ করা হইয়াছে যাহাকে। ⌐ তুল্য, এক, অভিন্ন, সমতল, সমীপে, সোজা। ✻

বরাহ : ● যাহাকে **বরণ** করিয়া (তাহার দ্বারা অন্যকে) **আহনন** করা হয়; অথবা, যে জ্ঞানযোগী বা কর্ম্মযোগীকে তোয়াজ করিয়া আনিয়া নিজের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কার্য্যে নিয়োগ করা হয়; অথবা, যে নগদ নারায়ণকে বিনিয়োগ করা হয়; কিংবা, যে আমলাশ্রেণীকে করাদি আনয়ন প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োগ করা হয়; অথবা, যে আমলা-কেরাণীগণ (**কির**) জনগণের শোষকে পরিণত হওয়ায় সম্মানীয় **বরাহ** শব্দ (ব্যাটা বরাহ, শূকরশাবক, সুয়োরের বাচ্চা প্রভৃতি) গালিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ⌐ মেঘ, শূকর, বরাহাবতার বিষ্ণু, বরাহপুরাণ, বারাহীকন্দ, ব্যূহবিশেষ, বাদ্যবিশেষ। ✻

বরাহকল্প : ● **বরাহ**-এর (নিযুক্তের) উপর নির্ভর করিয়া যে কল্প চলে; অথবা, যে সমাজ-ব্যবস্থা নিযুক্তের উপর বা 'নিয়োগপ্রথা'র উপর নির্ভর করিয়া চলে; অথবা, একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কর্ম্মে নিয়োগ

করিতে পারে, এই 'অমানবিক' নীতি মান্য করিয়া চলে যে সমাজব্যবস্থা; কিংবা, 'মানুষ মানুষকে কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারিবে না' এরকম আইন করিয়া দিলেই যে সমাজ-ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া পড়িবে। ✻

বরাহগিরি : ⌐ ভারতের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নাম **বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি** (V. V. Giri)। এককালে ভারতসমাজে **বরাহ** শব্দটি অত্যন্ত সম্মাননীয় ও গৌরবজনক ছিল, এবং লোকে সেকারণেই আপন সন্তানের নাম **বরাহগিরি** রাখিত।

বরাহনগর : ● যে স্থানে কোনো এককালে রাজার **বরাহ** বা বড় সরকারী আমলাগণ বাস করিতেন। (দ্র. **হস্তিনাপুর, বানরীপাড়া, ধাত্রীগ্রাম**)। ❐ পশ্চিমবঙ্গের স্থাননাম।

বরাহভূম : ● **বরাহ**গণ ভূত হন যে ভূমিতে।

বরাহমিহির : ● **মিহির**-এর বিষয়ে **বরাহ** (সর্ব্বোচ্চ আমলা) যিনি; অথবা, রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলে 'শ্রেষ্ঠ আবহাওয়া-বিদ' রূপে যাঁহাকে নিয়োগ করা হইয়াছিল; কিংবা, রাজা বিক্রমাদিত্য যে পণ্ডিতকে তাঁহার জ্ঞানের কিরণজাল সমগ্র প্রজাবৃন্দের উপর বিস্তার করিবার নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন। ⌐ 'বৃহজ্জাতক', 'বৃহৎসংহিতা' ইত্যাদির প্রণেতা নবরত্নের অন্যতম জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতবিশেষ।

বরাহাবতার : ● ভারতসমাজে এককালে যিনি **বরাহ** রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ⌐ বিনিয়োগ-পুঁজি, নগদ-নারায়ণ। ✻

বরুণ : ● **বর** উন (নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অন) থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি **আবরণ** করেন কিন্তু **মিত্র**দেবতার জন্য একটুখানি ফাঁক রাখিয়া দেন; অথবা, যে পালনকর্ম্মে একশো শতাংশ পালনকর্ম্ম নাই, লালনকর্ম্মের জন্য কিছুটা ছাড়িয়া দেওয়া থাকে। (দ্র. **মিত্রাবরুণ**)। / যাঁহার কাছে দেবতারা বর প্রার্থনা করেন। (ব.শ.)। ❐ জনসমুদ্র, রাজকোষ (সূর্য্য), ব্যবস্থাবিশেষ (বৃক্ষ), দেবতাবিশেষ।

বরুণা : ● **বরুণ**-এর আধার যে; অথবা, **পৃথিবী**র শাসনের এলাকার বাহিরে **বারানসী**তে যে পণ্যপ্রবাহ চলে। ⌐ (সাদৃশ্যে) কাশীস্থ নদীভেদ। ✻

বরুণালয় : ● **বরুণ**-এর আলয়। ❐ বরুণের গৃহ, জনসমুদ্র। ✻

বরেন্দ্রভূম : ● **বরেন্দ্র**গণ ভূত বা জাত হইয়াছিলেন যে ভূমিতে।

বরেন্দ্র (বরেন্দ্রভূমি) : ● যে **ইন্দ্রকে** (জাতীয়তাবোধকে) বরণ করা হয়, কিংবা করা হইয়াছে, অথবা বরণ করা উচিত; অথবা, **বরেন্দ্র**-র দেশ (ভূমি) যে। ⌐ বঙ্গের প্রদেশ-বিশেষ, বর্ত্তমান রাজশাহী।

বরেন্দ্রী : ● **বরেন্দ্র**-এর **সক্রিয় আধার যে**। ⌐ গৌড়দেশ, (মতান্তরে) গৌড়রাজধানী। ✻

বর্গ : ● **বর** (বরণ) যাহাতে (যে হিসাব মতে) গমন করে (চলে)। / যাহাতে বিজাতি বর্জ্জিত। (ব.শ.)। ❐ সজাতিসমূহ, গণ, শ্রেণী, সমান-স্থানকরণ বর্ণসমূহ, (গণিতে) সমান অঙ্কদ্বয়ের গুণফল (square, set), চতুর্ব্বর্গ - ধর্ম্মাদি। ✻

বর্গক্ষেত্র : ● বিজাতি বর্জ্জিত বলিয়া এবং সমজাতীয়দের লইয়া গড়িয়া উঠে বলিয়া যাহার মূল নিষ্কাশন করা যায়। / যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান।

বর্গমূল : ● যে মূল হইতে সমগ্র বর্গের (জাতির, গোষ্ঠীর, ক্ষেত্রের) বিকাশ ঘটিয়াছে। ❐ বর্গের মূলরাশি (square-root)।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

বর্গা : দ্র. **বরগা**।

বর্গীয় : ● **বর্গ**-এর (সজাতিগণ-এর) সক্রিয় আধার যায় যাহাতে। ⊓ বর্গসম্বন্ধী, বর্গগত, বর্গস্থিত, বর্গভব, যূথ্য।

বর্জ্জন : ● **বৃজ** (আবর্ত্তবাহী হইতে জনন) চলমান থাকে যাহাতে; অথবা, সত্তার আবর্ত্তন হইতে জনিত হইয়া নিষ্কাশন যাহাতে। (দ্র. বৃক)। ❐ অনভিসম্বন্ধ, পরিত্যাগ, সমাপন। ✻

বর্ণ : ● **বর**করণ (আবরণকারীকে সসম্মানে গ্রহণ করা) চলমান যাহাতে; অথবা, ক্রিয়ার আধার রূপে স্বভাবত বরেণ্য যে; কিংবা, শব্দ, সুর, রূপ (রঙ), সমাজ ... প্রভৃতির প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ম্মাধিকারে বিশেষ বিশেষ একক রূপে বরেণ্য যে; অথবা, ধ্বনির উড়ন্ত মাদুর-স্বরূপ যে সত্তা বিশেষ ক্রিয়াকে উপরে বসাইয়া লইয়া উড়িয়া চলিয়াছে; কিংবা, বিশেষ আবেগের উৎসারকে বিষয়ীকৃত করিয়া যে সুরের ধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে; অথবা, যে রঙের কণা বিশেষ বোধের রূপকে বিষয়ীকৃত করিয়া আভাসিত হইয়া থাকে; কিংবা, যে মানবগোষ্ঠী সমাজদেহের বিশেষ কর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে ধারণ করিয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিয়া থাকে। / যাহার দ্বারা রঞ্জন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ অক্ষর, শব্দাংশ, সপ্তসুর, সপ্তরং, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ; বর্ণনা করা, বিবৃত করা, সবিস্তর বলা বা লেখা, রূপগুণ ব্যাখ্যা করা। ✻ ✻

বর্ণক : ● **বর্ণন** করে যে। ❐ বর্ণয়িতা, রঞ্জক, চারণ, চন্দনাদি, গ্রন্থভেদ।

বর্ণচোরা : ● / যে ফল পাকিলে, বাহিরে বর্ণ প্রকাশ পায় না। (ব.শ.)। ⊓ পাকে অস্ফুটবর্ণ ফল, কপট, বিবর্ণ, মলিন। ✻

বর্ণন : ● **বর্ণ** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❐ সবিস্তর কথন, প্রশংসন, লেখন, শুক্লাদি-বর্ণক্রিয়া, রঞ্জন, রঙান। ✻

বর্ণপরিচয় : ● যাহা দ্বারা **বর্ণ**সমূহের সহিত পরিচিত হওয়া যায়। ❐ ষড়জ ঋষভ ইত্যাদি স্বরের পরিচয়, রাগাভ্যাস, স্বরব্যঞ্জনের পরিচয়, বর্ণজ্ঞান, বিষয়-বিশেষের সূত্রপাত।

বর্ণমালা : ● **বর্ণে**র মালা যে। ⊓ অক্ষরশ্রেণী, বর্ণসমূহ (alphabet)। ✻ ✻

বর্ণাশ্রম : ● (সামাজিক) **বর্ণ** অনুসারে যে **আশ্রম** গ্রহণ করা হয়; অথবা, যাহাতে চতুর্ব্বর্ণে বিভাজিত বৈদিক সমাজব্যবস্থার চারি জাতির জীবনযাত্রার যাত্রাপথের (পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ণের ন্যায় যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস স্বরূপ) পৃথক পৃথক নকশা করিয়া রাখা হইয়াছে; কিংবা, যাহাতে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কৃত মানুষের সামাজিক শ্রেণীবিভাগকে বৈদিক যুগের অপরাহ্ণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করিয়া বংশানুক্রমিক করিয়া দেওয়ায় স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বর্ণাশ্রমের সমস্ত গৌরব ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া তাহাকে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের চরম দুর্গতির মূল কারণে পরিণত করা হইয়াছে। ⊓ ব্রাহ্মণ (জ্ঞানযোগী), ক্ষত্রিয় (কর্ম্মযোগী), বৈশ্য (ধনযোগী), শূদ্র (শ্রমযোগী-সর্ব্বযোগী) — মানুষকে এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখা; এবং মানুষের সমগ্র জীবনকে চারটি পর্য্যায়ে ভাগ করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করার নিয়ম করিয়া দেওয়া। (এই বিষয়টি বঙ্গীয় শব্দার্থকোষে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।)

বর্ত্ত : ● বাহীর আবর্ত্তনের তারণ তারিত যাহাতে; অথবা, বাহীর আত্মকেন্দ্রিক ঘূর্ণন

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

চলমান যাহাতে; কিংবা, যে নিজেকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। ◘ অবস্থিতি করা, থাকা।

বর্ত্তন : ● **বর্ত্ত** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, একই স্থানে **আবর্ত্তন**শীল যে (এমনভাবে, মনে হয় সে একই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে)। ◘ বর্ত্তিষ্ণু, স্থিতিশীল, বৃত্তি, স্থিতি, প্রাণধারণ, স্বচ্ছন্দসঞ্চার, আবর্ত্তন, পেষণ, বাটা, জীবিকা, বৃত্তি, বেতন, গুলি।

বর্ত্তমান : ● যাহা তাহার নিজস্ব বিশেষ **আবর্ত্তে** ঘূর্ণমান আছে (এমনভাবে, মনে হয়, সে একই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে)। ◘ বিদ্যমান, জীবিত, জীবনধারী।

বর্ত্তা (বর্ত্তে থাকা) : ● **বর্ত্ত**-এর (স্ববৃত্তে ঘূর্ণনের) আধার যে; অথবা, সামাজিক পারিবারিক ... **বৃত্তি**র দায় বহন করিয়া আবর্ত্তমান থাকা যাহাতে। ◘ প্রাণধারণ করা, বেঁচে-বর্ত্তে থাকা, বাঁচা, উত্তরাধিকারিত্বে স্থিত হওয়া, অর্শান।

বর্ত্তিত : ● **বর্ত্ত** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ◘ পালিত, নিষ্পাদিত ...।

বর্ত্তী : ● **বর্ত্ত**-এর (স্ববৃত্তে ঘূর্ণনের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বর্ত্তমান** বা আপন **আবর্ত্তে** আত্মকেন্দ্রিক ভাবে ঘূর্ণমান যে। ◘ বর্ত্তনশীল, স্থিতিশীল, স্থিত, নিকট**বর্ত্তী**, পার্শ্ব**বর্ত্তী**।

বর্ত্তুল : ● **বর্ত্ত** (একই বৃত্তপথে আবর্ত্তনশীল সত্তা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বিরাশিক ক্ষেত্র হইতে ত্রিরাশিক ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া গোলকাকার হইয়া গিয়াছে। ◘ বৃত্তসদৃশ, গোলাকার, বাঁটুল।

বর্দ্ধন : ● **বর্দ্ধ** (আবর্ত্তনবাহীর দানকে ধারণ করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, (যথা) কৃষিবৃত্তিধারীর এক বস্তা ধান এক মরসুম চাষের আবর্ত্তন শেষে পঞ্চাশ বস্তা ধানে পরিণত হয় যাহাতে; কিংবা, যথাবিহিত নিয়মে আবর্ত্তিত হইলে যে বৃদ্ধি সাধিত হয়। ◘ বর্দ্ধনশীল, বর্দ্ধিষ্ণু, বৃদ্ধি, উপচয়, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধিকরণ, বাড়ান। *

বর্দ্ধমান : ● **বর্দ্ধ** (আবর্ত্তনবাহীর দানকে ধারণ) মিতভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, **বর্দ্ধন** চলিতেছে যাহার; কিংবা, যে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে; (অথবা, ইহাকে **বর্ধমান** লিখিলে শব্দটি অর্থহীন হয়)। ◘ বৃদ্ধিশীল, দেশভেদ, নগরবিশেষ। *

বর্দ্ধিষ্ণু : ● বর্দ্ধিত হইতে ইষ্ণু যে; অথবা, **বৃদ্ধি**র আকাঙক্ষায় চলিতেছে যে; কিংবা, যাহা প্রধানত সমৃদ্ধির (মায়ায় মহাপ্রাণোদ্ভাবন-শীলতার) দিকে চলিতেছে। ◘ বর্দ্ধনশীল, মায়ায় মহাপ্রাণোদ্ভাবনশীল, অভ্যুদয়শীল।

বর্ব্বর : ● **বর** কর্তৃক বরণীয় যে; অথবা, যাহাকে (রাজারূপে) **বরণ** করিয়া লওয়া হইয়াছে, তিনি যাহাকে বরণ করিয়া লন বা লইতে বাধ্য হন। ◘ বিদেশী বিজেতা, ক্রূরবীর, (সাদৃশ্যে) কালো-বাবুইতুলসী, মৎস্যভেদ। *

বর্ম্ম : ● বর-করণকে সীমায়ন করে যে সীমায়নকারী; অথবা, (আবর্ত্তনবাহীর রক্ষণের) সীমাকে সীমায়িত করে (ঘিরিয়া রাখে) যে। / দেহকে আবরণ করে যে। (ব.শ.)। ◘ কবচ, সন্নাহ, সাঁজোয়া, বৃক্ষত্বক।

বর্ম্মণ : ● **বর্ম্ম** (সমাজদেহ, মানবদেহ রক্ষণকারী) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে সেনাপতি ও তাঁহার সৈন্য-বাহিনী দ্বারা সমাজদেহের) **বর্ম্ম**করণ চলিতে থাকে; কিংবা, তাঁহাদের যে উত্তর-সূরীগণ আজও **বর্ম্মণ, বর্ম্মা** প্রভৃতি উপাধি বহন করিয়া থাকেন। / দেহকে আবরণ করে যে।

(ব.শ.)। ◻ কবচ, সন্নাহ, সাঁজোয়া, বৃক্ষত্বক।

বর্ষ : ● **বর** (বাহীর আবর্ত্তন) দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত বা প্রযুক্ত যাহাতে; অথবা, যে ঝরণ দেশ কাল পাত্রে আবর্ত্তিত হয়; অথবা, **বৃষ** (আবর্ত্তনবাহীর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ) ঘটে যাহাতে (যে দেশ কাল পাত্রে); কিংবা, সৃজনশীলতা বর্ষিত হয় যে দেশে (ভারত**বর্ষ** প্রভৃতি দেশে), যে কালে (৩৬৫ দিনের কালখণ্ডে, বৎসরে বা **বর্ষে**), যে পাত্রে (**বর্ষ**গিরি, **বর্ষ**পর্ব্বতে); অথবা, যে দেশের বা জনগোষ্ঠীর শাসকেরা শাসনতাপে ভূমির জলকে (দেশের জনগণকে) শোষণ করিয়া মেঘে (সম্পদবাহী আমলাশ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত বাহ্যসম্পদে) পরিণত করিয়া প্রবল তর্জ্জন-গর্জ্জন সহযোগে সেই ভূমিতেই **বর্ষণ** করিয়া বা ঝরাইয়া (সেকালের রীতি অনুসারে বীজ অর্থ প্রভৃতি দিয়া) তাঁহাদিগকে পরবর্ত্তী শস্যজননের ব্যবস্থা করিয়া দিত; কিংবা, যে **বর্ষ** শব্দের অর্থ বিস্মৃত হওয়ায় ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর তাহার ভারতবর্ষীয় শাসকেরা তাঁহাদের রচিত সংবিধানে **ভারতবর্ষ**-এর **বর্ষ** ছাঁটিয়া দেন এবং ঘোষণা করেন — আমাদের দেশের নাম 'ভারত, দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া'। ◻ বাৎসরিক সম্পদ শোষণ ও বর্ষণ এবং তাহার ক্ষেত্র, জম্বুদ্বীপ, ভারত; বৎসর; মেঘ-বারিপাত, বর্ষণ, বৃষ্টি। ❋

বর্ষকর : ● **বর্ষণ** করে যে। / বৃষ্টি করে যে। (ব.শ.)। ◻ মেঘ।

বর্ষগিরি : ● যে গিরিতে **বর্ষিত** হয়; অথবা, যে গিরি হইতে **বর্ষিত** হয়। ◻ সামাজিক সংস্থা, অশ্বত্থ; জম্বুদ্বীপের নববর্ষের পর্ব্বত। ❋

বর্ষণ : ● **বর্ষ** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ বৃষ্টি, মেঘাম্বুপাত, সেচন, ভূরিদান। ❋

বর্ষত্র : ● / বৃষ্টি হইতে ত্রাণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ ছত্র, ছাতা।

বর্ষত্রাণ : ● **বর্ষণ** হইতে ত্রাণ করে যে। / বৃষ্টি হইতে ত্রাণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ ছত্র, ছাতা।

বর্ষধর : ● **বর্ষ**কে ধরিয়া রাখে যে। / রেতঃ বর্ষণ ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ ব্রহ্মাগুণী, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, শিব; শাসকের প্রতিনিধি, আমলা; মেঘ। ❋

বর্ষপর্ব্বত : ● যে **পর্ব্বতে বর্ষিত** হয়; অথবা, যে **পর্ব্বত** হইতে **বর্ষিত** হয়। ◻ সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অশ্বত্থ; জম্বুদ্বীপের নববর্ষের সীমাসূচক পর্ব্বত। ❋

বর্ষপাত : ● **বর্ষে**র পতন যাহাতে। ◻ বৃষ্টিপাত।

বর্ষপ্রতিবন্ধ : ● **বর্ষে**র প্রতিবন্ধ যাহা কর্ত্তৃক। ◻ বৃষ্টিবিঘাত, অনাবৃষ্টি।

বর্ষপ্রবেশ : ● যাহা দ্বারা **বর্ষে** প্রবেশ করা হয়। ◻ নববর্ষারম্ভ।

বর্ষবর : ● **বর্ষ**কে বরণ করে যে বা করিবার ব্যবস্থা করে যে। / রেতঃসেক বারণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ যতি; অন্তঃপুররক্ষক, খোজা।

বর্ষশত : ● একশত **বর্ষ** যাহাতে। ◻ শতাব্দী।

বর্ষশতী : ● যাহার একশত বর্ষ গত হইয়াছে। ◻ শতবর্ষ-বয়স্ক।

বর্ষা : ● **বর্ষ**-এর আধার যে। ◻ **বর্ষ**যুক্ত কাল, ঋতুভেদ, বর্ষণ, বৃষ্টি, বর্ষণ করা।

ৰল : ● ৰ (বাহক বা বহনশক্তি) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা যে কোনো প্রকার ভার**বহন** কার্য্যাদি করা যায়; কিংবা, যাহা দ্বারা (কথা) **বলে**। ◻ সামর্থ্য, দেহজসামর্থ্য, শক্তি, উচ্চারণশক্তি, ভার-সহিষ্ণুতা, কার্য্য-সাধনের উপায়মাত্র। ❋

বলগা : ● **বল** (শক্তি) গমন করে যাহাতে (যাহার মাধ্যমে)। ◻ লাগাম, রাশ।

বলদ : ● যে বৃষকে বৃষণহীন করিয়া দিয়া (ছাঁটৃ করিয়া সন্তান-সৃজনশক্তি-হীন করিয়া দিয়া) শুধুমাত্র **বল** দান করার কার্য্যে (লাঙল, গাড়ি ইত্যাদি টানার কার্য্যে) নিয়োগ করা হয়; অথবা, যে মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান করিয়া (তাহার মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করিয়া দিয়া ও মানসিক সৃজনীশক্তি-হীন করিয়া দিয়া) শুধুমাত্র হুকুম তামিল করার চাকর (চাকুরী-জীবী দক্ষ) রূপে নিয়োগ করা হয়। / বল দান করে যে। (ব.শ.)। ◻ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিকারী দক্ষ মানুষ; (সাদৃশ্যে) বলীবর্দ্দ, বৃষণহীন গোরু, ভারবাহী গোরু। *

বলবৎ : ● **বল**পূর্ব্বক বহনের তারণ যাহাতে; অথবা, যে বহনকর্ম্ম বলপ্রয়োগ করিয়া করা চলিতেছে। ◻ প্রবল, কার্য্যকর, সবল।

বলবান : ● **বল** বহনকর্ম্ম অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহার **বল** আছে। ◻ বলবিশিষ্ট, শক্তিমান, সমর্থ, নিয়মনে অশক্য।

বলয় : ● **বল** যায় যাহাতে; অথবা, **বল**-এর গমন থাকে যে পর্যন্ত। / আচ্ছাদন করে যে। (ব.শ.)। ◻ স্বর্ণাদিকৃত প্রকোষ্ঠভূষণ, বালা, কঙ্কণ, (সাদৃশ্যে) মণ্ডল, বেষ্টন, গোল।

বলরাম : ● বলপূর্ব্বক রমণ করে যে; অথবা, পাইকারী হারে ব্যাপক পরিমাণে কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করে যে; কিংবা, হল আয়ুধ যাঁহার। (দ্র. **সীরধ্বজ**)। ◻ কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। *

বলাই : ● **বল**-এর (...শক্তির) আধার গতিশীল যাহাতে (যে মানুষে)। ◻ বলরাম।

বলাৎকার : ● যাহা বলপূর্ব্বক করা হয়। / **বল** দ্বারা করণ। (ব.শ.)। ◻ বলপ্রয়োগ, ঋণীকে স্বগৃহে আনিয়া তাড়নাদি দ্বারা ঋণশোধ দেওয়ান (ইহা ঋণ আদায়ের পঞ্চম উপায়), বলপূর্ব্বক সতীত্বনাশ। *

বলি[১] : ● **বল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **বল**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে **বল** (অর্থবল, সামর্থ্যবল, পশুবল ইত্যাদি) দান করা হয়। / যাহা দিতে হয়। (ব.শ.)। ◻ রাজগ্রাহ্য অর্থাদি, কর, করদাতা, ভূতযজ্ঞ, দৈত্যরাজবিশেষ। *

বলি[২] : ● **বল**করণ (উচ্চারণ করিয়া কথন) সক্রিয় যাহাতে। ◻ কই বা কহি, সম্বোধন-সূচক অব্যয়।

বলিরেখা : ● **বল**করণ (**বল**ক্ষয়) করিতে করিতে (**বলি**[১] দিতে দিতে) বা **বল**ক্ষয় অনুসারে যে রেখার উদ্ভব হয়। ◻ জরা হেতু শ্লথ চর্ম্ম, কপালের বয়সরেখা।

বলিহারি : ● যাহাতে **বলি**[১] হারিয়া যাইতে হয় বা হারিয়া যাইতে ভাল লাগে কিংবা হারিয়া যাওয়া উচিত। ◻ চমৎকার, বাহবা।

বল্ক : ● **বল** (সুরক্ষাশক্তি) কৃত যাহাতে; অথবা, যাহা বলপূর্ব্বক বা শক্তভাবে (সামাজিক সংস্থাকে, বৃক্ষকে) ঘিরিয়া রাখে; কিংবা, একালে যাহাকে প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা ব্যবস্থা ('সিকিউরিটি') বলা হয়। / আচ্ছাদন করে যে। (ব.শ.)। ◻ সংস্থার সুরক্ষা ব্যবস্থা; (সাদৃশ্যে) তরুত্বক, মাছের আঁইষ।

বল্কল : ● বল্ক (প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা) লালিত যাহাতে; অথবা, পরিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয় যাহা (সংস্থার সুরক্ষার যে পোষাক বা ইউনিফর্ম); কিংবা, (সাদৃশ্যে) পরিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয় গাছের যে ছাল। ◻ তাপসের পরিধেয় বস্ত্র, প্রতিষ্ঠানের পোষাক (ইউনিফর্ম), শ্রমিকের বা সৈনিকের

পোষাক; (সাদৃশ্যে) বৃক্ষত্বক।

বঙ্ক্য : ● **বঙ্ক** (সুরক্ষাশক্তি) থাকে যাহাতে; অথবা, যে **বঙ্ক** (সুরক্ষাশক্তি) পরিধান করে। ❒ বঙ্কধারী।

বল্মীক : ● **বল**পূর্ব্বক খাত মৃত্তিকা স্তূপীকৃত যাহাতে; অথবা, মনো**বল** প্রয়োগপূর্ব্বক খাত অভিজ্ঞতা স্তূপীকৃত যাহাতে; কিংবা, ঘটনাপরম্পরার কাহিনী স্তূপীকৃত যে ইতিহাসে। ❒ ইতিহাস, সংগৃহীত ঘটনা-পরম্পরার কাহিনী, (সাদৃশ্যে) বল্মীকৃত মৃত্তিকাস্তূপ, উইঢিবি। *

বল্মীকজন্মা : ● **বল্মীক** হইতে জন্ম যাহার। ❒ বল্মীকজাত, বাল্মীকি।

বল্মীকভব : ● **বল্মীক** হইতে হওয়ন যাহার। ❒ বল্মীকজাত, বাল্মীকি।

বশ : ● ব-এর (বাহীর) শক্তিপ্রয়োগ যাহাতে। ❒ আয়ত্ত, অধীন, আয়ত্ততা, অধীনতা ...।

বশংবদ : ● / 'আমি বশ' ইহা যে বলে; অথবা, যে বশকর অর্থাৎ মধুর বলে। (ব.শ.)। ❒ বশীভূত, আয়ত্ত, মধুরভাষী।

বশতঃ : ● **বশ** তারিত হইয়া বিসর্জ্জিত হয় যেখানে বা যাহাতে। ❒ বশহেতু, আয়ত্ততা হেতু, বশে।

বশবর্ত্তী : ● **বশ**-এর এলাকার অভ্যন্তরে আবর্ত্তমান যে; অথবা, **বশে** বা অধীনে আছে বা থাকে যে **বর্ত্তী**। ❒ বশস্থিত, অধীন।

বশিষ্ঠ (বসিষ্ঠ) : ● **বশ** (বাহীর শক্তিপ্রয়োগ) সক্রিয় হইয়া দিশাগ্রস্তভাবে টঙ্কারস্থিত হয় যাহাতে; অথবা, জ্ঞানের আশ্রয় যাহাতে; কিংবা, যে সত্তা অন্যদের **বশ** করিতে অত্যন্ত পটু। (বাহীর ন্যূনতম-অস্তিত্ব সক্রিয় হইয়া দিশাগ্রস্তভাবে টঙ্কারস্থিত হয় যাহাতে; অথবা, যে সত্তা শ্রেষ্ঠভাবে 'বসা'র মতো বসে)। / (যিনি) অতিশয় বশী; অথবা, ইন্দ্রিয়গণকে যিনি অতিশয় বশ করেন। (যাঁহারা বসুমদ্‌গণের বা অণিমাদিপ্রাপ্ত মহাযোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ)। (ব.শ.)। ❒ জিতেন্দ্রিয়, ঋষিবিশেষ। *

বশ্য : ● **বশ** থাকে যাহাতে। ❒ বশে স্থিত, আয়ত্ত, বশীভূত, অধীন, আদেশবর্ত্তী।

বশ্যতা : ● **বশ্য** তারিত যে আধারে। ❒ বশ্যভাব, অধীনতা।

বস : ● ব-এর (বাহীর) নিষ্ক্রিয় অস্তিত্ব যাহাতে; অথবা, যেখানে বাহী তাহার সক্রিয় রূপসমূহ ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় বা শেষরূপ লইয়া গিয়া স্থিত হয়; কিংবা, বৃত্তি হইতে মুক্ত বাহীর উদ্বৃত্ত অবস্থান যাহাতে; অথবা, বাহীর উদ্বৃত্ত-জ্ঞানফল ও উদ্বৃত্ত-কর্ম্মফল যাহাতে। ❒ বাস করা, অবস্থান করা, উপবেশন করা, কোটরগত হওয়া ...। *

বসত : ● **বস** তারিত যাহাতে। ❒ বাস, বাসস্থান।

বসতি : ● **বসত** সক্রিয় যাহাতে। ❒ বাস, অবস্থান, নিকেতন, ভবন, লোকের বাসস্থান।

বসন : ● **বস** অন (চলমান) যাহাতে। / যাহার দ্বারা ছাদন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ ছাদন, আবরণ, বস্ত্র, পরিধান, আবরণ।

বসন্ত : ● **বস**-এর অন্ত থাকে যাহাতে; কিংবা, **বসন** তারিত হয় যাহাতে; অথবা, যে অবকাশ কালে মানুষ অমানুষিক (মনুষ্যাধিক) সৃষ্টিশীল কিংবা অমানুষিক (মনুষ্যেতর) নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। ❒ ষষ্ঠ ঋতু, চৈত্র ও বৈশাখ, (মতান্তরে) ফাল্গুন ও চৈত্র, কামসখ, অতিসাররোগ, বিদূষকের উপাধি। *

বসা : ● **বস**-এর আধার যে; অথবা, **বস**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা

বসকরণ করিয়াছে; অথবা, সমাজদেহে বা জীবদেহে সক্রিয় না থাকিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পৃথকভাবে স্থিত হয় যে। / দেহে বাস করে যে। (ব.শ.)। ▫ মানসিক বা বাহ্যিক চর্ব্বি, সামাজিক উদ্বৃত্ত সম্পদ; মেদঃ, চর্ব্বি; কোটর-প্রবিষ্ট (চক্ষু), তোবড়ান; বাস করান; উপ-বেশন করান, স্থাপিত করা, সংলগ্ন করা। ✱

বসু : ● বস (বাহীর নিষ্ক্রিয় অস্তিত্ব) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, প্রাচীন ভারতের যৌথসমাজে যাঁহারা প্রথম ব্যক্তিগতভাবে বাহ্যসম্পদবান হইয়া যান; কিংবা, যাহার (কিছু না কিছু) বাহ্যসম্পদ আছে। / দিব্য স্থানে বাস করে যে। (ব.শ.)। ▫ ব্যক্তি-মালিক, **অষ্টবসু**, সূর্য্য, বহ্নি, রশ্মি, কুবের, কুলীন কায়স্থের উপাধিবিশেষ, রত্ন, মণি, ধন, স্বর্ণ, বৃদ্ধিনামক ঔষধ। ['**বস** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে', তাকে বলে **বসু**। অর্থাৎ, বসতে বসতে বসতে বসতে ... ঊর্দ্ধগামী হয়ে 'দিব্যস্থানে' গেলে বা উড়ে যেতে শুরু করলে, তাকেই বলা হয় **বসু**। সবাই জানেন, বসতে বসতে **বসা** হয়। যে মানুষটা সারাদিন ছুটোছুটি করে নানা কাজ করত, সে যদি হঠাৎ সব কাজ ছেড়ে বসে যায়, তার **বসা** হয়ে যায়, চর্বি হয়ে যায়, ভুঁড়ি হয়ে যায়। সমাজের উদ্বৃত্ত বসতে বসতে সামাজিক **বসা** বা সামাজিক চর্বি অর্থাৎ সামাজিক সম্পদ হয়। সেই সম্পদের আধার যে, সে আর **বসে** না, উড়তে শুরু করে; তা সেই আধার ধন, রত্ন, মণি, সূর্য্য (যৌথসম্পদ), বহ্নি (সম্পদ), রশ্মি (সম্পদের তেজ), কুবের ... ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে; এমনকি সেই সকল সম্পদের আধার ধনী সম্পদবান মানুষও হতে পারে। মোটকথা, মানসিক-বাদে সর্বপ্রকার দৈহিক ও সামাজিক '**চর্ব্বি** ও **চর্ব্বি**বান সত্তা'কে **বসু** বলে।] ✱

বসুদ : ● বসু (বাহ্যসম্পদ) দেয় যে। ▫ বসুদাতা, ধনদাতা। ✱

বসুদেব : ● যে **বসু** (বাহ্যসম্পদবান) **দেবন** (বিনিময়হীন দান বা বিনিময়যুক্ত দান) কার্য্য করিতেন। / (যিনি) রত্নসমূহের অধিপতি। (ব.শ.)। ▫ ধর ধ্রুব সোম বিষ্ণু অনিল অনল প্রত্যূষ প্রভাস — এই অষ্টবসু, চেদিরাজ উপরিচর বসু, কৃষ্ণপিতা যাদববিশেষ। ✱

বসুধা : ● বসুসমূহকে (ব্যক্তিমালিকদিগকে) ধরিয়া রাখে যে। / যিনি **বসু**কে বা **বসু**-সমূহকে ধারণ করেন। (ব.শ.)। ▫ **পৃথু**-শাসিত পৃথিবী (রাষ্ট্র), লক্ষ্মী (সম্পদ), বসুধাবাসী জন (নাগরিকগণ), (সাদৃশ্যে) দেশ, ভূমি। ✱

বসুধারা : ● বসুর (বাহ্যসম্পদের) প্রবাহ থাকে যাহাতে। ▫ ধনের ধারা, বসুপ্রিয়া ধারা, আভ্যুদয়িকে চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে গৃহভিত্তিতে কর্ত্তব্য ঘৃতধারা [অন্তরীক্ষচারী রাজা উপরিচর দেব-ব্রাহ্মণ (স্বাতন্ত্র্যবাদী-যৌথতাবাদী) বিবাদে দেবপক্ষ গ্রহণ করায়, ব্রাহ্মণশাপে আকাশগতিহীন ও ভূবিবর-গত হইলে, দেবগণ তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা-বারণার্থ যজ্ঞে বিপ্রদত্ত বসুধারাপান বিধান করেন। এই বসুর ঘৃতধারা 'বসুধারা' (বসোর্ধারা) নামে প্রসিদ্ধ। ... নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বসুধারা দিতে হয়। সাধারণত এই ধারা প্রাচীর গাত্রে দেওয়াই বিধেয়।] ✱

বসুধারী : ● বসুকে (সম্পদবানকে) যে সক্রিয় আধার ধরিয়া রাখে। / রত্নের আধার যে। (ব.শ.)। ▫ ধনাধিকারী রাজা।

বসুনাথ : ● বসুদিগের (সম্পদবানদিগের) **নাথ** যিনি। / যিনি ধনের অধিকারী। (ব.শ.)। ▫ রাজা।

বসুন্ধরা : ● বসুর রহস্যরূপ ধরা থাকে

যাহাতে। / ধন ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ বসুধা, পৃথিবী, ভূতল, বসুন্ধরাবাসী জন।

বসুমতী : ● **বসুমৎ**-এর (সম্পদ সীমায়িত যে রূপে তাহার) আধারশক্তি যে। / স্বর্ণ আছে যাহার। (ব.শ.)। ◻ পৃথিবী, দেশ, স্থান, ভূমি, বসুমতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বসুমাতা : ● **বসু**র বা **বসু**গণের মাতা যে। ◻ মাতা পৃথিবী, পদবীরূপে প্রচলিত। *

বসুষেণ : ● **বসু**র (সম্পদবানের) দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণের রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, (যে কালে দোকানদারী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তখন) যে ব্যবসায়ীকে (আদি ফেরিওয়ালাকে) বিশেষভাবে নিয়মবদ্ধ করিয়া বিক্রিবাটা করিবার অনুমতিপত্র ও সুরক্ষাপত্র দেওয়া হইয়াছিল; কিংবা, যাহার মালপত্র কেহ কাড়িয়া লইতে পারিত না (কাড়িলে রাষ্ট্র তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইত)। / কুণ্ডলকবচাদি দ্বারা বদ্ধ যে। (ব.শ.)। ◻ দানবীর কর্ণ। *

বস্তা : ● **বস** তারিত যাহাতে; অথবা, বসবাস তারিত যাহাতে; কিংবা, বাহ্যসম্পদ (**বসা**) রাখা হয় যাহাতে (যে চটের থলিতে)। ◻ বসতি, বস্তি, থলিয়া, ছালা।

বস্তু : ● **বস** (... উদ্বৃত্ত জ্ঞানফল ও কর্ম্মফল) তারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, মানুষ তাহার অর্জ্জিত জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রয়োগে (ঘটপ্রভৃতি) যে সকল কৃত্রিম পদার্থ বানাইয়া থাকে; কিংবা, কাঁচামালে (সৎ-প্রকৃতিতে) মেধা ও শ্রম (চিদানন্দ) দিয়া অবিভাজ্য (অদ্বয়) নতুন পদার্থ (ব্রহ্ম) নির্ম্মাণ করা হয় যাহাতে; অথবা, যে 'নির্গমনপথহীন গর্ত্তে' শ্রম ও মেধা প্রবেশ করিলে আর ফিরিয়া আসে না। / যাহা বাস্তবিক, কল্পিত বা ভ্রমাত্মক নহে। (ব.শ)। ◻ উৎপন্নমাত্র, কৃত্রিম পদার্থ, সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্ম, সত্যপদার্থ, বানানো দ্রব্য, (ব্যঞ্জনার্থে) মর্ম্ম, যোগ্যপাত্র। *

বস্ত্র : ● **বস**-কে (নিষ্ক্রিয় অবস্থানকে) ত্রাণ করে যে। / যাহার দ্বারা আচ্ছাদন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ আচ্ছাদক, বসন, পরিচ্ছদ। *

বহ : ● **ব** (বাহীর বা বিকল্পবাহীর) হওয়ন যাহাতে; অথবা, মূল ত্যজিয়া বাহিত হয় যে; অথবা, বাহিত হয় যে, বহন করে যে, বয়ে যায় যে, বয়ে নিয়ে যায় যে। ◻ বাহক, ধারক, প্রবাহী, ঘোটক, বায়ু, স্রোতঃ, স্কন্ধ; বহন করা, বহিয়া আনা, ধারণ করা। *

বহতা : ● **বহ** তারণের আধার যে। ◻ প্রবাহযুক্তা, স্রোতস্বতী।

বহন : ● **বহ** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ বাহক, প্রাপণ, ধারণ, পোত, তরণী, যান।

বহর : ● **বহন** রহে যাহাতে। ◻ সাগরের নৌকা, বড় নৌকা, ভড়, বিস্তার, ওসার।

বহাল : ● **বহা** (বহন করা) লালিত যাহাতে; অথবা, বহনকারী সত্তাগণ যে যেভাবে বহন করিতেছিল, সে সেইভাবে বহনে নিযুক্ত যাহাতে। ◻ বজায়, নিযুক্ত, প্রবর্ত্তিত, সুস্থ।

বহি : ● **বহ** (মূল ত্যজিয়া বহন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, মূল সত্তার বিকল্প বা বিরোধী রূপে বর্ত্তমান যে। ◻ বহন করি, ব্যতীত, ভিন্ন, ছাড়া, গতে, পরে। *

বহিঃ : ● (সত্তার) **বহি** নিঃশেষিত যাহাতে। ◻ বাহ্যে, বহির্দেশে, বাহিরে, অনাবৃতদেশ। *

বহির্গমন : ● (সত্তার) বহির্দ্দেশে গমন যাহাতে। ◻ নির্গমন, নিষ্ক্রমণ।

বহির্জ্জগৎ : ● (সত্তার) বাহিরে যে জগৎ বিদ্যমান। ◻ বহিঃস্থ দৃশ্যমান জগৎ।

বহির্ভূত : ● (সত্তার) বহির্দ্দেশে ভূত যে। ◻ বহিঃস্থিত, নির্গত, নিঃসৃত।

বহিষ্করণ : ● (সত্তা হইতে) বাহিরে করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ◻ বহির্নয়ন, নিঃসারণ।

বহিষ্কৃত : ● (সত্তা হইতে) বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাকে। ◻ নিঃসারিত।

ৰহু : ● ৰ-এর (অতিবহনকারীর) হওয়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, **ৰহ** (সত্তার অতিবাহী) নিজের সমজাতীয় অজস্র সত্তায় (সন্তানে) পরিণত হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে একই শ্রেণীর অনেক সত্তা থাকে। ◻ সমজাতীয় অজস্র, একই শ্রেণীর অনেক, প্রভূত, প্রচুর, বাহুল্য, সাতিশয়। ✱

ৰহুৎ (বহুত) : ● **ৰহু**র তারণ যাহাতে; (**ৰহু** তারিত যাহাতে)। ◻ প্রচুর, অসংখ্য, বহুপ্রকার, অনেক, অত্যন্ত। ✱

ৰহুদক্ষিণ : ● **বহু** (সমজাতীয় অজস্র) **দক্ষিণা** (দক্ষকর্ম্মের মূল্য) যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক (সরকারী) কর্ম্মযজ্ঞে (প্রকল্পে) দক্ষ বিশেষজ্ঞদিগকে বেতনস্বরূপ ভূরি ভূরি টাকা দেওয়া হয়। ◻ ভূরিদক্ষিণাযুক্ত, কোটি কোটি টাকা বেতনপ্রদান। ✱

ৰহুধা : ● **ৰহু** (সমজাতীয় অজস্র সত্তা) ধারিত যে আধারে; অথবা, যাহা কোনো সত্তাকে অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ◻ বহু শ্রেণীতে, বহুপ্রকারে। ✱

ৰহুবিধ : ● **বহু** (সমজাতীয় অজস্র) **বিধ** (বিকল্পভাবে ধারিত) যাহাতে; অথবা, যাহা অনেকগুলি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আধারিত থাকে। / বহু বিধা যাহার। (ব.শ.)। ◻ নানাপ্রকার, বিবিধ, নানারূপ। ✱

ৰহুব্রীহি : ● **ৰহু** (সমজাতীয় অজস্র) **ব্রীহি** (পূর্ব্বতন রূপ হইতে আবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রভূত রূপ) যাহার। / যাহার বহু শস্য। (ব.শ.)। ◻ বহুধান্যাদিসম্পন্ন, ব্যাকরণে সমাসবিশেষ। ✱

ৰহুল : ● **বহু** (সমজাতীয় অজস্র) লালিত যাহাতে; অথবা, **বহু** থাকে যাহাতে। ◻ বহুতর, প্রচুর, বহুপ্রকার।

বহ্নি : ● বহন করিয়া লইয়া যায় যে (অগ্নি, তেজ, শক্তি, শ্রমশক্তি); অথবা, যে শ্রমশক্তি বা অগ্নি জ্বালাইয়া উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালানো হয়। / দেবার্থ হুত বহন করে যে। (ব.শ.)। ◻ যজ্ঞাগ্নি, অগ্নিত্রয়, অনল, দেহস্থ পাচকরস, নিম্বুক, কৃত্তিকানক্ষত্র। ✱

বা : ● ব-এর (বিকল্পের বা দ্বিতীয়ের) আধার যে; অথবা, যাহাতে প্রচলিতের পাশে তাহার বিকল্পও থাকে; কিংবা, দুই থাকে যাহাতে। ◻ বিকল্প, সমুচ্চয়, অথবা, কিংবা। ✱

বাই : ● বা (দ্বিতীয় বা অন্য) পথে সক্রিয় বা গতিশীল হয় যাহাতে। ◻ বাতিক।

বাইঙ্গন : ● বা (দুই, বার, বাইশ ... ইত্যাদি) ইঙ্গন (গমন, চলন, ing-on) যাহাতে; অথবা, যে একের ভিতরে দুই লইয়া গমন করে; কিংবা, যে সত্তা লাল ও নীলকে একত্রে বহন করে। (দ্র. **জ্যোতিরিঙ্গন**)। ◻ বেগুন (দ্র. **বঙ্গ**)।

বাইন : ● বা (দুই) সক্রিয়ভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, বিকল্প সক্রিয়ভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, পণ্যোৎপাদন না করিয়া শব্দোৎপাদন করে যে; কিংবা, যে গাছের কাঠের আঁশ পরদায় পরদায় জোড়া থাকে। ◻ দুই তক্তার জোড়ের মুখ, বাদার বা ধেওড়া গাছের কাঠ, বাজনদার।

বাউণ্ডুলে : ● **বাউণ্ড** (বিপথগামীর নবরূপে উত্তরণের অনকৃত গড়ান) **উলে** (নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া দিশাগ্রস্তভাবে লালিত) যাহাতে; অথবা, প্রচলিত পথ (ছন্দ) ত্যাগ করিয়া চলার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সমাজ-আকাশে দিশাহীন

ঘুরিয়া বেড়ায় যে। ❒ ছন্নছাড়া, ভবঘুরে।

বাউল : ● **বা** (দ্বৈতাদ্বৈতের আধার) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত যাহাতে; অথবা, যে সত্তা পুরুষ-প্রকৃতির সমুচ্চিত-সম্মিলনের মহত্তম সঙ্গীতরসের বা জ্ঞান-রসের রসিক হইয়া তাহাতেই লালিত হইয়া থাকে বা হইতে ভালবাসে। ❒ গায়ক সম্প্রদায়।

বাং : ● **বা**-এর (বিকল্প-আধারের) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, একের ভিতর দুইয়ের রহস্য-রূপ যাহাতে; কিংবা, যাহা সীমায়িত রূপ গ্রহণ করিলেই **বাম** (রুদ্রশিব) হইয়া যায়। ❋

বাংলা, বাঙলা (বাঙ্গালা) : ● বাং (দ্বৈতা-দ্বৈত সত্তার রহস্যরূপ) লালিত যাহাতে; (দ্বৈতাদ্বৈত সত্তার রহস্যময় গমন লালিত যাহাতে)। ❒ বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা, বঙ্গভাষায় লিখিত।

বাংলাদেশ : ● **বাংলা**-দিশায় চলে যে সত্তা। ❒ স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ব্রিটিশ ভারতের পূর্ববঙ্গ বা সাবেক পূর্ব পাকিস্তান, বৃহৎবঙ্গের একাংশ।

বাংলাদেশী : ● **বাংলাদেশ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বাংলাদেশ** সত্তাকে সক্রিয়ভাবে ধারণ করে যে। ❒ বাংলাদেশের নাগরিক।

বাংলো : ● দ্বৈতাদ্বৈত সত্তার রহস্যরূপের লালন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। ❒ দোচালা বাড়ী, চওড়া বারান্দাযুক্ত একতলা দোতলা বাড়িবিশেষ, পদস্থ চাকুরেদের সরকারি বাসগৃহ, মফস্বল পরিদর্শন কালে চাকুরেদের বিশ্রাম ও অবস্থানগৃহ।

বাঁক : ● **বাঁ**-এর (অভিবহনকারীর রহস্যময়) করণ থাকে যাহাতে। ❒ বক্রতা, নদীর মোড়, বক্র হওয়া, বাঁকিয়া যাওয়া, নত হওয়া, হেলিয়া পড়া, কুটিল হওয়া, বক্র করা।

বাঁকা : ● **বাঁক**-এর আধার যে। ❒ বক্র, বঙ্কিম, বিকৃত, অস্বাভাবিক, প্রতিকূল ...।

বাঁকান : ● **বাঁকা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, **বাঁকা** করণ চলে যাহাতে।

বাঁচ : ● **বঞ্চ** (কাল অতিবাহিত করার উপায় চয়ন) হইতে জাত; অথবা, যাহার সাহায্যে কালপ্রবাহকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রগামী হওয়া যায়। ❒ বঞ্চনা করা, রক্ষা পাওয়া, প্রাণধারণ করা, সজীবতাপ্রাপ্ত হওয়া, উদ্বৃত্ত হওয়া, যথার্থ মনুষ্যজীবন ধারণ করা। ❋

বাঁচন : ● **বাঁচ** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ প্রাণধারণ, পুনর্জীবন প্রাপ্তি, নির্বিঘ্নতা, রক্ষা।

বাঁচা : ● **বাঁচ**-এর আধার যে; অথবা, **বাঁচন** চলে যাহাতে। ❒ প্রাণধারণ করা, রক্ষা করা, ব্যয়িত হইতে বা নষ্ট হইতে না দেওয়া।

বাঁচাও : ● **বাঁচা** (**বাঁচন** চলা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া আধার প্রার্থনা করে যাহাতে। ❒ রক্ষা কর।

বাঁচোয়া : ● **বাঁচা** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে যাহাতে; অথবা, যে বাঁচিয়া গিয়াছে। ❒ রক্ষা, নিষ্কৃতি, এড়ান, সজীবতা।

বাঁট[১] : ● **বাঁ** (বিকল্পবাহীর রহস্যরূপ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, বিভাজিত হইয়া গমনকারী টঙ্কারিত যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা (যে বোঁটা দ্বারা) ছাগাদি বৎসদিগের মধ্যে দুগ্ধ বণ্টন করে। ❒ বণ্টন, বণ্টনোপায়, ছাগ-গোমহিষাদির স্তনের বোঁটা।

বাঁট[২] : ● **বাঁ**-এর (বাহীর রহস্যরূপ) টঙ্কারিত যাহাতে (যে হাতে); অথবা, হাত দিয়া বাহীকে (হাতিয়ার, কোদাল, বেলচা, ছাতা প্রভৃতিকে) ধরিবার জন্য যে উপায় থাকে। ❒ হাতল।

বাঁটখারা : ● **বাঁট**[১]-এর (বণ্টনের) নিমিত্ত খ-করণ রহে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা সম-পরিমাণে খাবলাইয়া লইয়া **বাঁটিয়া** দেওয়া হয়। ❒ ওজনের লৌহপিণ্ড।

বাঁটোয়ারা : ● **বাঁট**[১] (বণ্টনোপায়) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া রহে যাহাতে; অথবা, বিভাজনপূর্ব্বক **বাঁটিয়া** দেওয়া করা হয় যাহাতে। ❒ ভাগ করা, বণ্টন করিয়া দেওয়া।

বাঁড়ুরী : ● বাড়িবার (বৃদ্ধিলাভের) রহস্য (উপায়, বিদ্যাবুদ্ধি) সক্রিয়ভাবে রহে যে আধারে; অথবা, যাঁহারা সমাজের বা মানুষের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবার উপায়স্বরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ধারণ করেন। ❒ বন্দ্যোপাধ্যায়। ✻

বাঁড়ুয্যা : ● বাড়িবার (বৃদ্ধিলাভের) রহস্য (উপায়াদি) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে যাহাতে (যে উন্নীত বিদ্যায়), তাহার আধার; অথবা, যাঁহারা সমাজের বা মানুষের জ্ঞান-সম্পদ ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবার উপায়-স্বরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ধারণ করিয়া সেই বিদ্যা দান করিয়া থাকেন। ❒ বন্দ্যোপাধ্যায়। ✻

বাঁড়া : ● বাড়িবার (বৃদ্ধিলাভের) রহস্য রহে যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা বংশের বৃদ্ধি সাধিত হয়; কিংবা, বংশ বাড়ায় যে। ❒ পুরুষাঙ্গ, শিশ্ন। ✻

বাঁদর : ● **বাঁ**-এর (রহস্যময় বাহকের) দান রহে যাহাতে; অথবা, যে রহস্যময় দান-বাহক (রাজস্বাদি) দান রক্ষা করিব বলিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলে; কিংবা, যে বাহক নর (**বানর**) রহস্যরূপী বাহক নরে (**বাঁদর**-এ) পরিণত হইয়া গিয়াছে। (দ্র. **বরাহ**)। ❒ ঘুষখোর সরকারী চাকুরে, (সাদৃশ্যে) বানর, গালিবিশেষ।

বাঁদরা : ● **বাঁদর**-এর আধার যে; অথবা, বৃক্ষ বা ব্যবস্থা হইতে প্রাণরস সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকে যে। ❒ সরকারী চাকুরে, বন্দার, (সাদৃশ্যে) পরগাছা (parasite)।

বাঁদী : ● **বান্দা**-র প্রকৃতিস্বরূপা আধার যে। ❒ বন্দী-পরিচারিকা, ক্রীতদাসী, পরিচারিকা, দাসী।

বাঁধ : ● **বাঁ** (রহস্যময় বাহী) ধারণ করে যাহাতে; অথবা, যে রহস্যময় উদ্দেশ্যবাহী কোনো সত্তাকে ধরিয়া (আটকাইয়া) রাখে; কিংবা, লক্ষণার্থে, বাঁধ দিয়া যে বিশাল জলাধার নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ❒ বাধা, জলরোধার্থ আলি বা প্রাচীর, রানীবাঁধ, সাহেববাঁধ ...।

বাঁধন : ● **বাঁধ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, বাঁধকরণ চলে যাহাতে। ❒ বন্ধন, অবরোধ।

বাঁধা : ● **বাঁধ**-এর আধার যে; অথবা, **বাঁধ**করণ থাকে যাহাতে। ❒ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, রচনা করা, ছন্দোবদ্ধ করা, রোধ করা।

বাঁধুনি : ● **বাঁধ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয়ভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে **বাঁধন** শুধুমাত্র রুদ্ধই করে না, সুবিন্যস্তভাবে গুছাইয়া রাখে। ❒ সুশৃঙ্খল বিন্যাস, কথার লেখার বা অন্য কিছুর সুবিন্যস্ত গ্রন্থন।

বাঁশ : ● **বাঁ** (রহস্যময় বাহীর) শক্তিপ্রয়োগ যাহাতে; অথবা, যে সত্তা শক্তি প্রযুক্ত হইয়া উর্দ্ধপানে উত্থিত হয়। ❒ বংশ, বেণু, তৃণশ্রেষ্ঠ।

বাঁশরী : ● **বাঁশ** রহে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা তীক্ষ্ণ সুরেলা আওয়াজের তৃণশ্রেষ্ঠর ন্যায় (সর্পের ন্যায়) রেখাসমূহ তরঙ্গায়িত ও দীর্ঘায়িত হইয়া সুদূরে যায়। ❒ কৃষ্ণের বংশী, মুরলী, বাঁশী।

বাঁশী : ● **বাঁশ** সক্রিয় যে আধারে; অথবা,

যে শুষির (ছিদ্রযুক্ত) বাদ্যযন্ত্র **বাঁশ** দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ◻ বাঁশের বাদ্যবিশেষ, বেণু।

বাক : ● **বক** (**বচ**করণ বা সুপরিবাহী শব্দচয়ন) হইতে জাত; অথবা, যাহা দ্বারা অর্থপূর্ণ আওয়াজ (অর্থের পুঁটলিস্বরূপ শব্দ) উচ্চারিত বা কথিত হয়। ◻ কথন, উচ্চারণ, মন্ত্র, বাক্য।

বাকসিদ্ধ : ● **বাক** (উচ্চারিত অর্থপূর্ণ কথা) সিদ্ধ যাহার। / যে ব্যক্তির কথামাত্রই সত্য হয়। (ব্য.ঢা.)।

বাকসিদ্ধা : ● **বাক** (উচ্চারিত অর্থপূর্ণ কথা) সিদ্ধ যে আধারশক্তির।

বাকি : দ্র. **বাদবাকি**।

বাকুল : ● **বা** (বাহিত) **কুল** (বংশ, পরিবার) যাহাতে বা যাহা দ্বারা; অথবা, যে ভদ্রাসন পরিবারকে বহন করে বা আশ্রয় দেয়। ◻ সমগ্র ভদ্রাসন, গৃহ ও তৎসন্নিহিত ব্যবস্থাবলী।

বাক্য : ● **বাক** (...উচ্চারিত অর্থপূর্ণ কথা) থাকে যাহাতে। ◻ কথিত বিষয়, কথা, যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত পদসমূহ।

বাগ : ● **বা**-এর (ইচ্ছাবাহীর) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা সত্তার ইচ্ছা বাহিত হইয়া ঘটনা বা গতি প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ◻ বাক্য, কথা; লাগাম, আয়ত্ততা।

বাগড়া : ● **বাগ**-এর গড়ান যাহাতে; অথবা, যে **বাগ** ঠিকঠাক কাজ করে না; কিংবা, যে **বাগ** অন্যের গতির সম্মুখে আড় হইয়া দাঁড়ায়। ◻ ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক।

বাগডোম : ● কথায় মারে যে **ডোম** বা যোদ্ধা; অথবা, শত্রুর বিরুদ্ধে যাহারা বাগযুদ্ধ বা হম্বিতম্বি ও গালাগালি করে। ◻ বাগ-যুদ্ধকারী যোদ্ধা।

বাগদা : ● যে চিংড়ি অন্য সকল চিংড়ি বা তজ্জাতীয় ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীকে **বাগ** দিয়া এলাকাছাড়া করে। ◻ এক প্রকার লম্বা চিংড়ি।

বাগদী : ● **বাগ** দানের সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বাগে** আনিবার জন্য **বাগ** দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হইত যাহাদের; কিংবা, যাহাদের দ্বারা কাহাকেও (অন্য জমিদার বা তাহার লোকলস্করকে) সহজেই যথেষ্ট **বাগ** দেওয়া যায়। দ্র. **বাগডোম**। ◻ ব্রাত্য মৎস্য-জীবী ও যোদ্ধা জাতি।

বাগা : ● **বাগ**-এর আধার যে; অথবা, **বাগ**করণ করা থাকে যাহাতে; কিংবা, **বগল-দাবা** করা যায় যাহাতে। ◻ বাগে আনা, আয়ত্ত করা, বশে আনা।

বাগান : ● যে জঙ্গলকে **বাগ**-এ আনা গিয়াছে বা **বাগ** মানান গিয়াছে। ◻ উদ্যান, পরিশীলিত জঙ্গল; আয়ত্ত করা, বশে আনা, শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা।

বাগাল : ● **বাগ**করণ করিয়া লালন করে যে; অথবা, প্রভুর প্রতিনিধি রূপে গরুছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত জীবদের বাগে আনিয়া বা বাগে রাখিয়া লালন করে যে। ◻ রাখাল।

বাঙলা : ● **বাঙ**-এর (দ্বৈতাদ্বৈত সত্তার রহস্যরূপের) লালন যাহাতে। ◻ দ্র. **বাংলা**।

বাঙাল : ● **বাঙা** (দ্বৈতাদ্বৈত সত্তার রহস্যরূপী আধার) লালিত যাহাতে। ◻ দ্র. **বাঙ্গাল**।

বাঙালি : ● **বাঙাল** সক্রিয় যাহাতে (যে ক্রিয়াশীলতায়)।

বাঙালী : ● **বাঙাল**-এর সক্রিয় আধার যে। ◻ বঙ্গ যাহার স্বদেশ ও যে বঙ্গভাষাভাষী, বঙ্গদেশবাসী।

বাঙ্গাল : ● **বঙ্গাল** হইতে জাত; অথবা,

বাং-এর (দ্বৈতাদ্বৈত সত্তার রহস্যময়) গমন লালিত যাহাতে। ⊓ (ক) প্রতীহাররাজ ভোজের সাগরতালের শিলালিপিতে 'ধর্ম্মপাল'কে 'বঙ্গপতি' এবং তাঁহার সেনাগণকে 'বাঙ্গালী' (বঙ্গাণ্) বলা হইয়াছে। আকবরের সাম্রাজ্য যে দ্বাদশ সুবায় বিভক্ত হয়, বাঙ্গালা তাহাদের একতম। (খ) পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী।

বাঙ্গালি : ● **বাঙ্গাল** সক্রিয় যাহাতে (যে ক্রিয়াশীলতায়)।

বাঙ্গালী : ● **বাঙ্গাল**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বাঙ্গাল**-রূপে সক্রিয় হওয়ন থাকে যাহাতে (যে আধারে বা যে মানুষের স্বভাবে)। ⊓ বঙ্গ যাহার স্বদেশ ও বঙ্গভাষা যাহার ভাষা, বঙ্গদেশবাসী।

বাঙ্গী (বাংগী) : ● **বাং**-এর (দুই-এর রহস্যরূপের) গমন থাকে যাহাতে। ⊓ দুদিকে শিকাতে ভার বইবার বাঁক, বাউঙ্কা, ভারযষ্টি, বাঁক, বাংগি, বাঙ্গি।

বাঙ্ময় : ● **বাক**-এর দ্বারা **ময়** যাহা; অথবা, যে বা যাহা (ধূলিতে ধূলিতে ধূলিময় হওয়ার ন্যায়) বাকে বাকে বাক-ময় থাকে। ◻ বাগবয়ব, বাগ্‌রূপ-দেবমূর্ত্তি, বাক্‌কৃত, শব্দজাত।

বাচ : ● **বচ** (অর্থের সুপরিবাহী শব্দ পছন্দ করিয়া নির্দ্ধারণ বা চয়ন) হইতে জাত; অথবা, **বচ**-এর (অর্থপূর্ণ শব্দের) প্রকাশন বা উচ্চারণ যাহাতে।

বাচক : ● **বাচ** (অর্থের সুপরিবাহী শব্দ পছন্দ করিয়া নির্দ্ধারণ বা চয়ন) করে যে; অথবা, অনেক শব্দের মধ্যে বক্তার ধারণার (অর্থের) সুপরিবহনকারী শব্দ কোনটি তাহা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক চয়ন করে যে বা করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা অনেক বিকল্পের মধ্যে কোনো একটি বিষয় বস্তু বা ব্যাপার সম্পর্কে যথাযথ শব্দ চয়ন করিয়া বলা হয় (**বাচক** দিয়া বলা হয়) যাহাতে, কিংবা তদ্রূপে বলে যে। /প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা অর্থবোধন করে যে। (ব.শ.)। ◻ কথক, বক্তা, বোধক।

বাচন : ● **বচন** (অর্থের সুপরিবাহী শব্দের চলমান পছন্দপূর্ব্বক চয়ন) হইতে জাত যে; অথবা, **বাচ** (অনেক শব্দের ভিতরে অর্থের সুপরিবহনকারী শব্দ পছন্দ করিয়া চয়ন) অন (চলমান) যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা কোনো বিশেষ বিষয় বস্তু বা ব্যাপারকে যথাযথ শব্দ চয়নপূর্ব্বক সেই শব্দের মাধ্যমে বলা হয়। ⊓ পঠন, পাঠ, কথন।

বাছ : ● **বাচ**-এর হওয়ন যাহাতে; অথবা, **বাচ** (অর্থের সুপরিবাহী শব্দ পছন্দ করিয়া নির্দ্ধারণ বা চয়ন ছাদিত বা আচ্ছাদিত) যাহাতে; অথবা, যাহাতে বহুর মধ্যে সুযোগ্য এককে বা সুযোগ্যগুলিকে (প্রয়োজনীয়-গুলিকে) চয়ন করিয়া গ্রহণ করা হয়; কিংবা, নির্ব্বাচনপূর্ব্বক আচ্ছাদিত করা হয় যাহাতে। ◻ অপকৃষ্ট দ্রব্যাদি পৃথক করা, বাছা, নির্ব্বাচন করা, আবর্জ্জনা হইতে পৃথক করা। ❋

বাছন : ● **বাছ** (সুযোগ্যকে চয়নপূর্ব্বক গ্রহণ) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ বাছা, পছন্দ করা।

বাছনি : ● **বাছন** (চলমান **বাছ** করণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **বাছন** করা হয়; (কিংবা, উদাহরণস্বরূপ, যে ছুরি-জাতীয় লোহার অস্ত্র দিয়া বাগানের ঘাস **বাছন** করা হয়; অথবা, যে বা যাঁহারা অনেকের মধ্যে কোনো একজনকে **বাছন** (নির্ব্বাচন) করিয়া কোনো কার্য্যে নিয়োগ করেন বা পুরস্কৃত করেন।) ◻ বাছা। ❋

বাছনিদার : ● **বাছনি** ক্রিয়া করে যে।

বাছপড়া : ● **বাছন** হইতে পড়িয়া গিয়াছে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যে। / বাছার সময় যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। (ব.শ.)। ● অপকৃষ্ট, খারাপ।

বাছবিচার : ● **বাছ** ও বিচার থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে বহুর মধ্যে প্রয়োজনীয়ের চয়নপূর্ব্বক গ্রহণ এবং গৃহীতব্যের বিবেচন (বি-বিচ-অন) থাকে। ◻ বাছা ও বিচারণা, দ্রব্যের ভালমন্দ বিচার। *

বাছা : ● **বাছ**-এর (... প্রয়োজনীয়কে বা প্রিয়কে ছাদিতকরণের) আধার যে; অথবা, বাছকরণ করা হয় যাহাতে। ◻ বৎস, প্রিয়-সন্তান, পছন্দ করা, প্রয়োজনীয়কে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সংগ্রহ করা। *

বাছাই : ● **বাছা** চলে বা সক্রিয় থাকে যাহাতে। ◻ বাছার কাজ, মনোনয়ন। *

বাছান : ● **বাছা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◻ কাউকে দিয়ে বাছাই করানো।

বাছাল : ● **বাছা** লালিত যাহাতে। ◻ অভিমত, পছন্দসই, খ্যাতনামা, নামজাদা।

বাছুনি : ● **বাছ** নবরূপে উত্তরণপূর্ব্বক সক্রিয়ভাবে অন (চলমান) থাকে যাহাতে; (যথা, চুনোমাছ ইত্যাদি **বাছাবাছি** করিয়া দেয় যে স্ত্রীলোক।) ◻ বাছার যন্ত্র। *

বাছুর : ● **বাছা** (বৎস) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, **বছর** হইতে জাত যে; কিংবা, **বছর**শেষে যে শস্যাদি সংগৃহীত ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। (দ্র. **বাৎস্যায়ন**)। ◻ নবান্ন, প্রেরিতব্য নবান্ন; (সাদৃশ্যে) **গোবৎস**।

বাজ : ● **বজ** (ক্রিয়ার বা প্রতিক্রিয়ার বাহকের জনন) হইতে জাত; অথবা, **বজ**করণ করে যে বা কৃত যাহাতে; কিংবা, আঘাত দেয় (**বাজে**) যে বা ব্যথা দেয় যে; অথবা, আঘাতের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ **বাজিয়া** উঠে যে; কিংবা, যাহা (অকস্মাৎ আসিয়া) ছোঁ মারিয়া ধৃতবস্তু বা সারবস্তু তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়; অথবা, অকস্মাৎ সবেগে সশব্দে ঘাড়ে আসিয়া পড়ে যে। ◻ বজ্র, শ্যেন, শিকরে পাখী, সারবস্তু; বাদ্যযন্ত্র; বাদিত হওয়া বা করা, প্রতিহত হওয়া, লাগা, ব্যথা লাগা, বাধান, তর্কে লাগান; বেগ, পক্ষ। *

-বাজ : ● যে সত্তা (দাগা, ধড়ি, ঠগ, ভেলকি ... প্রভৃতির ন্যায়) **বজ**করণ করে। ◻ কারক, দাগা**বাজ**, ধড়ি**বাজ** ... ইত্যাদি। *

বাজন : ● **বাজ** (প্রতিক্রিয়াজাত শব্দাদির জনন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে মার খাইয়া (**বাজ**কৃত হইয়া) কাঁদিয়া উঠা (**বাজিয়া** উঠা) যুগপৎ চলমান থাকে। / যাহা বাজে। (ব.শ.)। দ্র. **বাদন**। ◻ বাদ্যধ্বনি, বাদন, বাজান, ভূষণধ্বনি। *

বাজনদার : ● **বাজন** দান রহে যাহাতে; অথবা, যে ঢোলপ্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র **বাজায়** বা **বাজন** করে। ◻ বাদ্যকারী, বাইন, ঢোলবাদক ঢাকবাদক প্রভৃতি।

বাজপেয় : ● **বাজ** (সারবস্তু) পান করা হয় যাহাতে; অথবা, (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) যে কর্ম্মযজ্ঞে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ বিনিয়োগ করা হয়। /বাজ (ঘৃত) পেয় যাহাতে; অথবা, যে যজ্ঞে ঘৃত বা পৈষ্টীসুরা পেয়। (ব.শ.)। ◻ শ্রৌত যজ্ঞবিশেষ। *

বাজপেয়ী : ● **বাজপেয়**-র সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাঁহারা বাজপেয় যজ্ঞ করিতেন; কিংবা, যাঁহারা আদি বেদবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; অথবা, যাঁহারা স্বাতন্ত্র্যবাদী বেদবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের অনুসারী ছিলেন; কিংবা, বেদবিরোধী কর্ম্মনির্ভর (বিনিময়নির্ভর) শ্রৌত কর্ম্মযজ্ঞ করিতেন যাঁহারা। ◻

বাজপেয়-যজ্ঞকর্ত্তা, বাজপেয়ীবংশীগণ। ❋

বাজা : ● **বাজ**-এর আধার যে; অথবা, **বাজ**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, ছোঁ মারিয়া সম্পদপ্রভৃতি তুলিয়া লওয়ন চলে যাহাতে; কিংবা, যাহা **বাজি**য়া (বাধাপ্রাপ্ত হইয়া) যায় বা আঘাত করে; কিংবা, যাহা বাজিয়া (ধ্বনিত হইয়া) উঠে; অথবা, যাহা কর্ণে বা কানে **বাজে**; কিংবা, যাহা এক কান দিয়া ঢুকিয়া অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যায়; অথবা, রাম 'ক' **বাজা**ইলে বা **বাজ**করণ করিলে শ্যাম 'খ' দ্বারা তাহার সমান **বাজ**-করণ করে যাহাতে। ...। ❐ সম্পাদন করা, করা; (উপরে **বাজ** দ্র.) বাদিত হওয়া। ❋

বাজার : ● **বাজা** রহে যাহাতে; অথবা, সমান বা প্রতিযোগিতামূলক **বাজা** রহে যাহাতে; অথবা, রাম একটি গরু দিলে শ্যাম চারটি ছাগল দেয় যাহাতে; কিংবা, পণ্য-বিনিময় চলে যাহাতে বা যে স্থানে। / যেখানে প্রত্যহ যথাসময়ে বেচাকেনা হয়। (ব.শ.)। ❐ ক্রয়বিক্রয়স্থান, পর্ব্বাদিতে বেচাকেনার স্থান, গঞ্জ ...। ❋

বাজি : ● **বাজ**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, 'আমি এইরূপ **বাজ**করণ করিতে পারি, তুমি কীরূপ **বাজ**করণ করিতে পার?' — ইত্যাকার মায়াজাল বা ইন্দ্রজাল পাতা হয় যাহাতে। ❐ কৌতুক, ইন্দ্রজাল, মায়া, কৌতুকজনক অগ্নিক্রীড়া (fireworks), খেলার পণ, আদি হইতে শেষ পর্যন্ত পুরা একবার খেলা। ❋

বাজী : ● **বাজ**করণের সক্রিয় আধার যে; অথবা, সক্রিয়ভাবে **বাজ**করণ করে; কিংবা, ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার জনন বহন করার ক্ষেত্রে যতদুর করা সম্ভব ততদূর করিতে সমর্থ যে। ❐ বেগবান, পক্ষবান, অশ্ব (বিশেষজ্ঞ)।

-বাজী : ● ... তদ্রূপে **বাজ**করণের সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে সত্তা (দাগা, ধড়ি, ঠগ, ভেলকি প্রভৃতির) **বাজ**করণ সক্রিয়-ভাবে করিয়া থাকে; কিংবা, দাগাকর্ম্ম, ধড়িকর্ম্ম, ঠগকর্ম্ম, ভেলকিকর্ম্ম প্রভৃতি সক্রিয়ভাবে চলে যাহাতে। ❐ কার্য্য, ধর্ম্ম।

বাজীকর : ● **বাজী** (সর্ব্বোচ্চ **বাজ**করণ) করে যে; অথবা, যাহা অকার্য্যকরীকেও কার্য্যকরী করে বা করিতে পারে। / যাহা আবাজীকে বাজী করে; অর্থাৎ, সুরতে অসমর্থকে সমর্থ করে যে। (ব.শ.)। ❐ শুক্র-বৃদ্ধিকর, বীর্য্যজনক, কামবর্দ্ধক, ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর, দড়াবাজীকর।

বাঞ্চৎ (বাঞ্চোৎ) : ● **বাঞ্চ** (বঞ্চজাত) হইতে তরণ যাহাতে; অথবা, বঞ্চনাপূর্ব্বক কুকর্ম্ম করে যে; কিংবা, বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে বা ঠকায় যে। ❐ গালিবিশেষ।

বাঞ্ছা : ● **বাং** (একের ভিতরে **দুই**য়ের রহস্যরূপ) ছাদিত যে আধারে; অথবা, উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত ইচ্ছা বা অভিলাষ থাকে যাহাতে; কিংবা, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'-রূপ অভিলাষ থাকে যাহাতে। ❐ কামনা, সাধ, ইচ্ছা, অভিলাষ।

বাট : ● **বট** (আবর্ত্তমান হওয়া বা থাকা) হইতে জাত; অথবা, আবর্ত্তনের (বৃত্তির বা বৃদ্ধিসাধনের) **টঙ্কা**র চলে যে স্থানে (যে মানসলোকে বা বাহ্যলোকে); কিংবা, **বট**করণ চলে যেখানে। (দ্র. **ঠাটবাট**)। ❐ মার্গ, পথ, রাস্তা, যৌথসমাজের ছিদ্রপথ, ফাঁক; (সাদৃশ্যে) বেষ্টিত ভূমি, বৃত্তিস্থান,

মণ্ডপ, শস্যাদিক্ষেত্র, বাস্তু, উদ্যান; শিলাপট্টে পেষা, বাটা। *

বাটপাড় : ● **বাট**-এর (আবর্ত্তনক্ষেত্রের, বর্ত্তমান হওয়ার ক্ষেত্রের, বৃদ্ধিসাধনক্ষেত্রের) উপর (ডাকাত পড়ার ন্যায়) পড়ে যে। / যে বাটে পড়ে; অথবা, পথে আক্রমণপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে যে। (ব.শ.)। ◘ দস্যু, ডাকাত, ধূর্ত্ত, বলপূর্ব্বক অপহরণকারী।

বাটপাড়ি : ● **বাটপাড়** সক্রিয় যাহাতে। ◘ বাটপাড়ের কাজ, দস্যুবৃত্তি, ডাকাতি, বলাৎকার, ধূর্ত্ততা, বলপূর্ব্বক অপহরণ।

বাটা : ● **বাট**-এর (**বাট**করণের) আধার যে; অথবা, আবর্ত্তন করা চলে যাহাতে (যে স্থানে, স্থান-কালে, পাত্রে); কিংবা, যাহা (যে আবর্ত্তন) শিলাপট্টের উপর করিলে (সরিষাদি) পেষাই হইয়া যায়; কিংবা, যে পাত্রে পানের আবর্ত্তন করা হয় (অর্থাৎ, ৫০টি পান রাখিয়া একটি দুটি করিয়া সেই পান সাজিয়া খাইয়া পাত্রটি খালি করিয়া দেওয়া হয়)। ◘ আবর্ত্তন করা, শুরু হইতে শেষে গিয়া পুনরায় শুরুতে ফিরিয়া আসা, পেষাই করা; পানের **বাটা**, বড় থালা ...। *

বাটি : ● **বাট** সক্রিয় যে স্থানে। ◘ কুটীর ও তৎসংলগ্ন শস্যক্ষেত্র, পেয়ালা।

বাটিকা : ● **বাট**কে সক্রিয় করিয়া রাখে যে। ◘ বৃত্তিস্থান, কুটীর ও তৎসংলগ্ন শস্যক্ষেত্র, উদ্যান ও বাস্তুভূমি, ক্ষুদ্রগৃহ।

বাটী : ● **বাটি**র আধার যে। ◘ গৃহ ও গৃহবেষ্টিত ভূমি, বৃত্তিস্থান ... ইত্যাদি।

বাটুল : ● **বাট** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লয়কৃত হয় যাহা হইতে; অথবা, যাহা হইতে গুলিকাদি সাঁ করিয়া দূরে গিয়া পড়ে; কিংবা, যাহা দ্বারা ঢিল প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করা যায়; অথবা, পাখী প্রভৃতি তাড়াইয়া **বাট**-এর শস্যাদি রক্ষা করা যায়। ◘ বাটুল ('Y' অক্ষরের ন্যায় কাঠের টুকরোতে রবারের দিয়া বানানো মাটির গুলি ছুঁড়িবার যন্ত্র), হেঁতালচুটকি (মাটির গুলি বা নুড়ি ছুঁড়িবার দড়ির তৈরি যন্ত্র); (সাদৃশ্যে) একপ্রকার পাখী, ফিঙ্গা।

বাড় : ● **বড়** (আবর্ত্তনবাহী) হইতে জাত; অথবা, **বড়**করণের (আবর্ত্তিত হইবার) ফলে যাহা ঘটে। ◘ বৃদ্ধি, প্রবলতা, আস্পর্দ্ধা, বাড়াবাড়ি; বৃদ্ধি পাওয়া, লম্বা হওয়া ...। *

বাড়-খাওয়া : ● **বাড়** (সুদ কিংবা বাড়াবাড়ি করার বিশেষ উন্মাদনা) খাওয়া থাকে যাহাতে। ◘ সুদ খাওয়া, বাড়াবাড়ি করার উন্মাদনায় প্ররোচিত হওয়া। *

বাড়তি : ● **বাড়**-এর (বৃদ্ধির) তারণ সক্রিয় যাহাতে। ◘ সংখ্যায় বা পরিমাণে বৃদ্ধি।

বাড়ন : ● **বাড়** অন (চলমান) যাহাতে। ◘ বৃদ্ধি পাওয়া।

বাড়ন্ত : ● **বাড়ন** (বৃদ্ধি পাওয়ন) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে বা বাড়িতেছে; অথবা, **বাড়**-এর (বৃদ্ধির) অন্ত যাহাতে; অথবা, যাহা (আর) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না। / যাহা বাড়ে। (ব.শ.)। ◘ বৃদ্ধিশীল। অথবা, 'চাল বাড়ন্ত' বলিলে চাউল **বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে** এবং **বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না** — উভয় কথাই বোঝায়; সেকারণেই গৃহস্থেরা চাউলের অভাব ঘটিলে 'চাল বাড়ন্ত' বলিয়া থাকেন। তাহাতে লক্ষ্মীর সংস্কার রক্ষা পায়, সত্য বলাও হয়।

বাড়ব : ● **বাড়** (বৃদ্ধি) বহন করে যে; অথবা, সুদপুঁজিতে যে সুদ যুক্ত হয়। ◘ সুদ, সুদপুঁজি, বড়বাসম্বন্ধী, বড়বানল, ব্রাহ্মণ। *

বাড়বা : ● **বাড়ব**-এর (সুদখোর পুঁজির) আধার যে; অথবা, যাহারা **ঘট** (পণ্য) উৎপাদনে টাকা খাটায় বা **ঘোট** করে। ❒ ঘোটকী, বড়বারূপিণী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা। ✱

বাড়বাগ্র : ● **বাড়বা**র অগ্রে যাহা থাকে; অথবা, **বাড়বা**গণের মধ্যে অগ্রণী যে। ❒ সুদ, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। ✱

বাড়া : ● **বাড়**-এর আধার যে; অথবা, **বাড়**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যাহা **বাড়**কৃত হইয়াছে; অথবা, যাহাকে প্রসারিত করা হয় বা আগ-**বাড়া**ইয়া দেওয়া হয়। ❒ বৃদ্ধি করা, দীর্ঘ করা, বাড়ান (মাত্রায়, সংখ্যায়, আকারে); গণনায় অধিক; **বাড়া**ভাত। ✱

বাড়ান : ● **বাড়া** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **বাড়া**করণ করা চলিতেছে। ❒ দ্র. **বাড়া**।

বাড়াবাড়ি : ● **বাড়া** ও **বাড়ি** যাহাতে; অথবা, যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহার বৃদ্ধিপ্রাপণ চলিতেছে; কিংবা, যাহা বিপরীত পক্ষের চোখে আস্পর্দ্ধা বলিয়া মনে হয়। ❒ আধিক্য, চালচলনের ক্রমবৃদ্ধি; আস্পর্দ্ধা।

বাড়ি : ● **বাড়** (বৃদ্ধি) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **বাড়**করণের ফলে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিংবা, যাহা দ্বারা আগ **বাড়া**ইয়া আঘাত করা যায়। ❒ বৃদ্ধি, সুদ, ধানের সুদস্বরূপ ধান্য; দণ্ড, লাঠি, দণ্ডের আঘাত।

বাড়িখোর : ● **বাড়ি** (বৃদ্ধি বা সুদ) খায় যে। ❒ বৃদ্ধ্যাজীব, সুদখোর, ধান্যের বৃদ্ধিগ্রাহী, বার্দ্ধুষিক বসিষ্ঠ। ✱

বাড়িমারা : ● যাহাতে **বাড়ি** (লাঠি দিয়া) মারা হয়। ❒ দণ্ডের আঘাত, লাঠি দিয়ে মারা।

বাড়ী : ● **বাড়**করণের সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে স্থানে **বাড়**করণ চলে; কিংবা, যে স্থান **বেড়া** দিয়া ঘিরিয়া রাখা হয় (দ্র. **বেড়**)। ❒ ভিটাসুদ্ধ বা বাগিচাসুদ্ধ ঘর, গৃহ, উদ্যান, বাগিচা, ঘর-**বাড়ী**, আলু**বাড়ী**, বেগুন**বাড়ী**।

বাণ : ● **বণ** (কথিত অর্থময় শব্দ) হইতে জাত; অথবা, অদৃশ্য কিন্তু শ্রৌত **বণ**দেহ বা কথিত অর্থময় শব্দাবলী প্রেরিত হয় যাহাতে; কিংবা, যে বাক্য**বাণ** শ্রোতার মনে আঘাত করিয়া অভীষ্ট সাধন করায়; অথবা, (সাদৃশ্যে), নিক্ষিপ্ত দৃশ্য **বণ**দেহ থাকে যাহাতে। (দ্র. **নির্ব্বাণ**)। ❒ বাক্য, কঠোর নির্দ্দেশ, কবি বাণভট্ট, বলিরাজার পুত্র বাণ; (সাদৃশ্যে) শর, বাণাবয়ব, পুঙ্খ। ✱

বাণিজ : ● **বণিজ** (বিনিময়-মূল্য জনন) হইতে জাত; অথবা, বিনিময়-মূল্য (exchange-value) জনন করিয়া চলে যাহার। ❒ বণিক।

বাণিজ্য : ● **বাণিজ** (বিনিময়-মূল্য জনন) থাকে যাহাতে; অথবা, বিনিময়-মূল্য জনন করিয়া (পণ্যের প্রবাহকরণ করিয়া) যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ❒ বণিক্‌কর্ম্ম, ব্যবসায়। ✱

বাণিয়া : ● **বাণ**কে (পণ্য**বাণ**কে) সক্রিয় করিয়া চলে যে বা যাহারা। ❒ বণিগ্‌জাতি, বণিক, সদাগর, **বেণিয়া**।

বাণিয়ানী : ● **বাণিয়া** সক্রিয়ভাবে অনকৃত যে আধারে। ❒ বণিকের কর্ম্মচারী, বণিকের স্ত্রী।

বাণী : ● **বাণ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, বাক্য**বাণ** সক্রিয়ভাবে থাকে যাহাতে; কিংবা, বাক্যবাণসমূহ ধারণ করিয়া রাখে যে বা রাখেন যিনি। ❒ উক্তি, বাক্য, বচন, ভারতী, সরস্বতী, কথা, বৃত্তান্ত, বার্ত্তা, সংবাদ। ✱

বাত : ● **বা** (দ্বৈতাদ্বৈতবাহী) তারিত

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যাহাতে; অথবা, (সুগন্ধাদি) বহনপূর্ব্বক বাহক যায় যাহাতে; কিংবা, অর্থবাহী শব্দ (ধ্বনি + ধ্বনির ভিতরে থাকা ঘটনার খবর বা অর্থ) তারিত করে যে। ▫ বায়ু, বাতজন্য রোগভেদ, বায়ুপ্রবাহ; বাক্য, কথা, বার্ত্তা। ✱

বাতলা : ● **বাত** (অর্থবহ শব্দ বা কথা) লয়প্রাপ্ত যাহাতে। ▫ বলা, বলে জানিয়ে দেওয়া।

বাতলান : ● **বাতলা** (বলে দেওয়া) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে **বাতলা**-কর্ম্ম চলিতে থাকে। ▫ হৃদয়ঙ্গম করান, বুঝান, নির্দ্দেশ করা।

বাতায়ন : ● **বাত**-এর (বায়ুর বা বায়ুবাহিত সংবাদের) **অয়ন** (আগমন) যাহা হইতে; অথবা, **বাত**-এর **আয়** অন (চলমান) যে পথে। ▫ (সাদৃশ্যে) বায়ুর পথ, গবাক্ষ, জানালা।

বাতাস : ● **বাত**-এর (বায়ুর বা বায়ুবাহিত সংবাদের) আধারের অস্তিত্ব থাকে যাহাতে; অথবা, **বাত** (সংবাদ বা কথা) আসে যাহা দ্বারা। ▫ বায়ুপ্রবাহ, (একালের ভাষায়) মিডিয়া। ✱

বাতাসা : ● **বাতাস**-এর আধার যে; অথবা, যাহার ভিতরে বাতাস থাকে। ▫ চিনির ফাঁপা মিষ্টদ্রব্যবিশেষ।

বাতাসী : ● **বাতাস**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ তিন কাঁটাযুক্ত পাবদা জাতীয় এক ধরনের ছোটো মাছ, হালকা পাতলা গড়নবিশিষ্টা স্ত্রী বা তাহার নাম।

বাতাহত : ● **বাত** (বায়ু) দ্বারা আহত। ▫ বায়ুপ্রবাহে বিনাশিত, বায়ুবেগতাড়িত।

বাতিক : ● **বাত**-কে (বায়ুকে) সক্রিয় করে যে; কিংবা, **বাত** সক্রিয়-কৃত যাহাতে। / বাত হইতে আগত; অথবা, উচিত ভাবনায় অনভিজ্ঞ যে। (ব.শ.)। ▫ বাতের **শমন** বা কোপন, চাটুকার, বাই। ✱

বাতিল : ● **বাত** (নির্দ্দেশমূলক কথা) সক্রিয় হইয়া লয়প্রাপ্ত করে যাহাতে। ▫ অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত, নামঞ্জুর। ✱

বাতুল : ● **বাত** (অর্থপূর্ণ শব্দ বা কথা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া (অর্থহীন হইয়া) লালিত যাহাতে; অথবা, অনর্থক কথা বলে যে। / বাত সহনে অক্ষম যে (বাতাসহ)। (ব.শ.)। ▫ বেতো, উন্মত্ত, পাগল, বিরক্ত।

বাৎস্যায়ন : ● যাঁহারা **বৎস** (সামাজিক উৎপাদন, **বাছুর**) বৃদ্ধি করিবার উপায় বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশাদি দান করিতেন। / বাৎস্যের গোত্রাপত্য যে। (ব.শ.)। ▫ কামসূত্র-কার মুনি, ন্যায়ভাষ্যকার। ✱

বাথান : ● **বা** (দ্বিতীয়) স্থান যাহাতে; অথবা, গোয়াল ঘরের বাইরে দ্বিতীয় যে (ছাদওলা বা ছাদহীন) খোলা স্থানে গরু প্রভৃতি বাঁধিয়া রাখা হয়। (দ্র. **ডগাশাল**)। ▫ গো-প্রভৃতির রক্ষাস্থান, গোষ্ঠ, গোগৃহ, ডগাশাল।

বাদ১ : ● **বদ** (কথন) হইতে জাত। ▫ ভাষণ, কীর্ত্তন, ধ্বনি, কূজন ... ইত্যাদি।

বাদ২ : ● **বদ** (নতুন, অজানা কথা বলা) হইতে জাত; অথবা, নতুন বা অজানা কথা বলা থাকে যে শব্দোচ্চারণে বা সুরেলা বাজনায়; কিংবা, **বাদিত্র** বাজাইয়া বা **বাদন** করিয়া যে কথা সবাইকে জানাইয়া দেওয়া হয়। ▫ কথন, বাদন, বাজন।

বাদ৩ : ● **বদ** (অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়বাহীর দান থাকে যাহাতে, তাহা) হইতে জাত। ▫ বিয়োগ, বিযুক্ত, ছাড়, ছাড়া, ত্যক্ত।

বাদক : ● **বাদন** (বাজন) করে যে। ▫ বাদয়িতা, বাদ্যকর, বাজনদার।

বাদন : ● **বাদ**² (কথন, বাজন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, কথার সাহায্যে বা সুরেলা যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে যে সংবাদ দানের কাজ করা হইয়া থাকে; কিংবা, যাহা দ্বারা সুরেলা আওয়াজে সংবাদ প্রচার করা হয়। ❐ কথা বলা, বাজাইয়া সুরে বলা, বাদ্যযন্ত্র, বীণাদি।

বাদবাকি : ● **বাদ**³ ও **বাকি** (বাক সক্রিয়) যাহাতে; অথবা, যে পাওনা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যে পাওনা 'পরে দিব' বলায় অবশিষ্ট আছে। ❐ বাদে অবশিষ্ট, অবশিষ্ট।

বাদযুদ্ধ : ● **বাদ**¹ (কথা) দ্বারা যে যুদ্ধ হয়। ❐ শাস্ত্রার্থবিষয়ক কলহ, গদ্যযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ।

বাদল : ● **বাদ** (ত্যক্ত) লালিত যাহাতে; অথবা, ত্যক্ত জলীয় বাষ্প বৃষ্টিরূপে ঝরিবার জন্য লালিত যাহাতে। ❐ মেঘ।

বাদসাদ : ● **বাদ**³ (ত্যক্ত) ও **সাদ** (উৎসাদিত বা বিনষ্ট) যাহাতে; অথবা, যথা, পোকায় খাওয়া বলিয়া (**বাদ**) এবং পচিয়া গিয়াছে বলিয়া (**সাদ**) যে শস্যাদি (বেগুন প্রভৃতি)। ❐ কিয়দংশ বিসর্জন, ত্যাগ।

বাদা : ● **বাদ**³-এর (পরিত্যক্তের) আধার যে; অথবা, যে জলপ্রায় জঙ্গলময় দেশ খাজনাদির এলাকার বাহিরে পরিত্যক্ত থাকে। ❐ জলপ্রায় জঙ্গলময় নোনা দেশ।

বাদাকাঠ : ● **বাদা** (পরিত্যক্ত) অঞ্চলে যে কাঠ জন্মায়। ❐ বাদার সুঁদুর (সুন্দরী) গরান ইত্যাদি কাঠ।

বাদাচিংড়ি : ● **বাদা** (পরিত্যক্ত জলপ্রায়) অঞ্চলে যে চিংড়িমাছ জন্মায়। ❐ বাদার নোনা চিংড়ি, হরিণাচিংড়ি।

বাদাড় : ● **বাদার** (পরিত্যক্ত অঞ্চলের) আড়ে যাহা থাকে। ❐ জঙ্গল, জংলা অঞ্চল।

বাদাবন : ● **বাদা** (পরিত্যক্ত) যে বন; অথবা, যে বনে প্রয়োজনীয় প্রায় কিছুই মেলে না। ❐ বাদার ঘাসবন।

বাদিত্র (বেণু) : ● যাহা দ্বারা **বাদ**² সক্রিয়ভাবে তারিত হয়। ❐ বাদনীয় যন্ত্র, বাদ্য, মৃদঙ্গাদি, বাদন, বাজনা।

বাদী : ● **বাদ**¹-এর (কথার) সক্রিয় আধার যে; অথবা, আপত্তির কথক যে। ❐ বচনশীল, অভিযোগকারী, ফরিয়াদী, বিবাদকারী।

বাদুড় : ● যে **বাদ** (দুই প্রকার দান) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া উড়ে; অথবা, যে সত্তা পক্ষী বটে স্তন্যপায়ীও বটে, তাহার উড়ান যাহাতে; কিংবা, যে **বাদ** (ত্যক্ত) সত্তা উড়ে; অথবা, যে পক্ষীদল ও স্তন্যপায়ীদল উভয় দল হইতে ত্যক্ত হইলেও স্তন্য পান করে এবং আকাশেও উড়িয়া বেড়ায়। ❐ চর্ম্মপক্ষবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীবিশেষ।

বাদে : ● **বাদ**³ (ত্যাগ) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, **বাদ**করণ একাদিক্রমে চলিতে থাকার পরে (যাহা থাকে বা ঘটে)। ❐ বাদ গেলে, ছাড়া, ব্যতীত, অতীত হলে, অবর্তমানে।

বাদ্য : ● **বাদ**² (কথন, বাজন) থাকে যাহাতে। ❐ অনু**বাদ্য**, অভি**বাদ্য**, বাদনীয় যন্ত্র, বাদন-যন্ত্র, বাদিত্র, বাদ্যধ্বনি।

বাদ্যপুর : ● বাদ্য পূর্ণ করা হইয়াছে যাহাতে। ❐ ধ্বনিপূর্ণ, গম্ভীরনাদী।

বাদ্যভাণ্ড : ● **বাদ্য** থাকে যে ভাণ্ডে। ❐ বাদনীয় পাত্র, মুরজমৃদঙ্গাদি, বাদিত্র।

বাধ : ● **বধ** (বৃদ্ধিরোধ) হইতে জাত যে; অথবা, যাহা দ্বারা বৃদ্ধিরোধ করা বা অগ্রগতি রুদ্ধ করা হয়। ❐ পীড়া, প্রতিবন্ধ, বিঘ্ন; ব্যাহত করা, পীড়িত করা, রোধ করা, আটকান।

বাধক : ● **বাধ** (রোধকরণ) করে যে, বা

আটকায় যে। ❐ পীড়ক, প্রতিবন্ধক, বিঘ্নকর, স্ত্রীরোগবিশেষ।

ৰাধন : ● বাধ (রোধকরণ) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ ব্যাহত করা ... ইত্যাদি।

ৰাধা : ● বাধ-এর (আটকানর) আধার যে; অথবা, **বাধ**করণ থাকে যাহাতে। ❐ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত; রোধ করা, আটকান ... ইত্যাদি।

ৰাধান : ● বাধা (রোধ করা) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ আটকান।

ৰাধিত : ● বাধ (রোধকরণ) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে রোধকরণ করা হইয়াছে। ❐ পীড়িত, ব্যাহত, বিঘ্নিত, কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

ৰাধ্য : ● বাধ (রোধকরণ) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে রোধকরণ করা উচিত, করা সম্ভব, করা হয়। ❐ পীড়নীয়, বাধনীয়।

ৰাধ্যৰাধকতা : ● ৰাধ্য ও **ৰাধক** তারিত যাহাতে। ❐ পীড়াপীড়কভাব, বশ্যবশীকারক-ভাব।

বান : ● বন (অনকৃত উদগমনবাহী) হইতে জাত যে; অথবা, সমাজের সামগ্রিক উচ্ছ্বাস, উল্লাস, উপপ্লব, প্লব, প্লাবন, বিপ্লব, প্রতি-বিপ্লব (সমাজের অগ্রগতির বিভিন্ন কালপর্ব্বে যাহা দেখা দেয়) তাহা ঘটে যাহাতে। ❐ জনসমুদ্রের প্লাবন, পর্ব্বে সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জলরাশি, (সাদৃশ্যে) নদীর জলবৃদ্ধি। *

বানপ্রস্থ : ● যাহা দ্বারা **বান**কে (গণ**বন্যা**কে) প্রকৃষ্টরূপে স্থিত করা হয়; অথবা, ভারতীয় শাস্ত্রাদি অনুসারে, যাহাতে **বান**কে (গণ-বন্যাকে) প্রস্থিত করার জন্য নিজের পরিবার পুত্র হস্তে ন্যস্ত করিয়া এবং সেই সংসার ত্যাগ করিয়া (স্বার্থহীন হইয়া) অভিজ্ঞ কর্ম্মযোগী (ক্ষত্রিয়) ও অভিজ্ঞ জ্ঞানযোগী (ব্রাহ্মণ) মানুষ পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতেন; কিংবা, পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে সংসারত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে রাজনীতিতে যোগ দিয়া সমগ্র জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করা হইত যাহাতে (যে ধর্ম্মানুসারে); অথবা, অতীত বিস্মৃত হইয়া ও শব্দার্থবোধ হারাইয়া (**পাদোদক-মূঢ়তা**র কারণে) যাহাদের কেহ কেহ পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে সত্য সত্যই জঙ্গলে চলিয়া যায়। ❐ তৃতীয়াশ্রম, মনুসংহিতা মতে, গৃহস্থ পক্ককেশ শিথিলচর্ম্মা হইলে ও পৌত্রের মুখাবলোকন করিলে, স্ত্রীকে লইয়া বা পুত্রহস্তে স্ত্রীকে সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ হইবেন এবং বন্যফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া ঈশ্বর-আরাধনা করিবেন। (ব.শ.)। **

বানর : ● বা (দ্বিতীয় প্রকার) নর যে; অথবা, যে **নর** অন্যের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাহা নির্ব্বাহ (বহন) করিবার জন্য লেখাপড়া শিখিয়াছে ও উপাধির লেজ ধারণ করিয়াছে; কিংবা, (রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুসারে) যে **বাহক-নর** 'আমলা' রূপে প্রজাদিগের যোগানো অন্ন আনিয়া সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রভুদের মুখে তুলিয়া দেয়; অথবা, যাহা-দিগের সাহায্য লইয়া স্বয়ং রামচন্দ্র রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিংবা, বৌদ্ধ-যুগের ভারতবাসী যে **বানর** (দক্ষ আমলা প্রভৃতি শিক্ষিতশ্রেণীকে) ও **হনুমান**কে (শ্রেষ্ঠপণ্ডিতকে) পরম শ্রদ্ধায় পূজা পর্য্যন্ত করিয়াছে এবং ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া নিজের অতীত হারাইয়া সেই **বানর** ও **হনুমান**কে 'monkey'-মাত্র ভাবিয়া লজ্জা পাইতেছে (যদিও ইংরেজ নিজে তাহার উত্তরাধিকারের সূত্র হারাইয়া বলিতে পারে

না যে, কেন তাহারা মঠবাসী সন্ন্যাসীকে 'monk' এবং কপিকে 'monkey' বলে)। / বা (তুল্য) নর (মনুষ্য) যে। (ছা.অ.)। বনফল গ্রহণ করে যে; অথবা, বনে রমণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ ডিগ্রিধারী শিক্ষিত চাকুরিজীবী, আমলা, পাত্র, তলাপাত্র, উচ্চপদস্থ কেরানী, কায়স্থ, বিভাগীয় প্রধান (শাখামৃগ), (সাদৃশ্যে) কপি, জন্তুবিশেষ, বাঁদরা, পরগাছা। ❋

বানরকেতু : ● **বানর** (সরকারি আমলা) কেতু যাহার; অথবা, যে অর্জ্জিত বিত্তের মালিকগণ তাঁহাদের যুদ্ধে সরকারি আমলাকেই **কেতু** (শত্রুর পক্ষে অবাসযোগ্য) রূপে ব্যবহার করেন; কিংবা, যে যুদ্ধে সরকারি আমলাগণ সাদা-টাকার কারবারীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহার শত্রুর বিরুদ্ধে ত্রাস রূপে দেখা দেন। ❐ অর্জ্জুন, বানরচিহ্নিত ধ্বজ। ❋

বানরপ্রিয়ফল : ● বিশেষজ্ঞ দক্ষ আমলাগণের প্রিয় যে ফল; অথবা, (সাদৃশ্যে), কপিদিগের প্রিয় যে ফল। ❐ কলা, কলাকৌশল, চারুকলা, নন্দনশিল্প, (সাদৃশ্যে) পাকা কলা।

বানরীপাড়া : ● **বানরী**গণ যে পাড়ায় থাকিতেন; অথবা, যে পাড়ায় কোনো এক কালে আমলা বা আমলাদের সহকারী কেরানীগণ থাকিতেন; কিংবা, বাংলাদেশের যে পাড়ায় **কায়স্থ**গণ বা **বানরী**গণ (বানরের আধারস্বরূপা বানরী বা আমলাদিগের আধার স্বরূপা কেরানীগণ) থাকিতেন বলিয়া তাহার '**বানরীপাড়া**' নামকরণ হইয়াছিল।

বানা : ● **বান**-এর (**বন** হইতে বা প্রস্তুত হইয়া যাওয়া হইতে জাত-র) আধার যে; অথবা, **বান**করণ (নির্ম্মাণ করা) চলে যাহাতে। ❐ নির্ম্মাণ করা, মূর্ত্তিমান করা, গড়িয়া তোলা, প্রস্তুত করা, তৈরি করা, রচনা করা।

বানান[১] **(বানানো)** : ● **বানা** (**বানা**করণ করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে নির্ম্মাণ করা চলিতে থাকে। ❐ নির্ম্মাণ করা, গড়া, আকৃতিবিশিষ্ট করা; নির্ম্মিত। ❋

বানান[২] : ● শব্দ **বানা**করণ চলমান যাহাতে; অথবা, নিয়মানুসারে বর্ণের সহিত বর্ণ যোগ করিয়া শব্দের **বানা**করণ বা নির্ম্মাণকরণ করা চলমান থাকে যাহাতে। ❐ শব্দের অক্ষরবর্ণনা বা বর্ণবিশ্লেষণ, শব্দের বর্ণ-বিশ্লেষণপূর্ব্বক যুক্তাক্ষরের পাঠ।

বানী : ● **বান**-এর (**বান**করণ করিবার) সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বান**করণ করিবার বা বানাইবার পারিশ্রমিক যাহাতে। ❐ বানানর ব্যয়, পারিশ্রমিক, মজুরী। ❋

বান্দা : ● **বন্দা** (বন্দনা) হইতে জাত। ❐ ক্রীতদাস, সেবক, (শিষ্টভাষায়) আমি, এ-জন।

বান্দী : ● **বান্দা**-র প্রকৃতিস্বরূপা আধার যে। ❐ ক্রীতদাসী, পরিচারিকা।

বাপ : ● **বপ** (আবর্ত্তনবাহীর পালন) হইতে জাত; অথবা, যে (সূত্র, বীজ) **বপন** করে, যাহাতে **বপন** করে, যাহা দ্বারা **বপন** করে। (দ্র. **তন্তুবাপ**)। ❐ বীজ-বয়ন, তন্তুবয়ন, বপনস্থান, ক্ষেত্র, তন্তু**বাপ**; পিতা, পূজ্য, প্রভু, দীক্ষাগুরু, বিশ্বপিতা ... ইত্যাদি। ❋

বাপা : ● **বাপ**-এর আধার যে। ❐ পিতা, বিশ্বপিতা, পুত্র (সস্নেহ সম্বোধনে) ...।

বাপী : ● **বাপ**-এর (জ্ঞানবীজ, সন্তানবীজ, শস্যবীজ **বপন**-এর) সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বাপ**-এর (**বপন**ক্ষেত্রের বা গর্ত্তের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে ক্ষেত্র জলে ভরিয়া যায়। ❐ বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা, পিতা,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

চাষী, দীর্ঘিকা, জলাশয়মাত্র। ✻

বাপু : ● **বাপ** (পিতা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **বপন**কর্ম্ম ভিন্ন আদর স্নেহ পরামর্শ সেবা ইত্যাদি দান করে। ❐ পুত্র, বৎস, পুত্রবৎ স্নেহভাজন।

বাব : ● বা-কে (আবর্ত্তনবাহীকে) বহন করে যে; অথবা, বাৎসরিক আবর্ত্তন-ফল বা শস্যাদির কর বহনকৃত যাহাতে। ❐ বিষয়, রাজস্ব।

বাবলা : ● **বাব** (আবর্ত্তনবাহীর বাহক) লালিত যে আধারে; অথবা, আবর্ত্তিত হইয়া বৃদ্ধিলাভ করিবার শক্তিবাহক লালিত যাহাতে; কিংবা, যে গাছের রস কামোদ্রেকপূর্ব্বক সন্তান জননে প্ররোচিত করে। ❐ কাঁটাওয়ালা গাছ, আঠা গাছ। ✻

বাবা : ● **বা** (আবর্ত্তনবাহী) বাহিত যে আধারে; অথবা, যিনি আবর্ত্তিত হইয়া সন্তান রূপে জাত হন। ❐ পিতা, জনক।

বাবু : ● **বাব** (আবর্ত্তনবাহীর বাহক) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, পূর্ব্বকালের করণ করণিক লেখক প্রভৃতি **বাব** (আবর্ত্তনবাহী সমাজ-বৃক্ষের বাহকসত্তা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। ❐ ব্রিটিশযুগের করণিক, পদস্থ বাঙালীর সম্ভ্রমসূচক সাধারণ উপাধি।

বাবুই : ● **বা** (দুই ভাবে) নবরূপে উত্তীর্ণ বহন থাকে যাহাতে; অথবা, দুই দিক হইতে বয়ন করে যে; কিংবা, যে পক্ষী তাহার বাসা দুই দিক হইতে বয়ন করিয়া থাকে। ❐ ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষ (tailor bird)। ✻

বাম : ● বা-সত্তাটি (বিকল্প সত্তাটি) সীমায়িত যাহাতে; অথবা **বা**-সত্তাটি রূপ লাভ করিয়াছে যে আকারে। / অশুভের সূচনা করে যে। (ব.শ.)। ❐ প্রতিকূল, বিরোধী, বামভাগস্থ, সুন্দর; বামদেব, শিব, (তন্ত্রে) মদ্যাদিপানরূপ আচার, দুর্দৈব, ধন, বাস্তুক। ✻

বামদেব : ● **বাম** যে **দেব**। / যে দেব সুন্দর বা লোকাচার-প্রতীপ। (ব.শ.)। ❐ বসিষ্ঠপুত্র, প্রতিকূল দেব। ✻

বামন : ● **বাম** (বিপরীত-আচারী) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, বিকল্প পথে সীমায়িত হইতে হইতে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে যে; কিংবা, ব্রাহ্মণ-ভিন্ন জনসাধারণ যাহাকে প্রায়শই তাহাদের বিপরীত আচরণ করিতে দেখিত; অথবা, যে তাহার স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব হারাইয়া ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। ❐ নষ্ট ব্রাহ্মণ (বিবর্ত্তিত রূপ); (সাদৃশ্যে) হ্রস্বাকৃতি, খর্ব্ব, অতি বেঁটে, বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। ✻

বামনগাছা (বামুনগাছি) : ● যাহাতে (যে স্থানে) বেশ কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পরিবার (রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া) স্বাধীন ভাবে নিজেদের সমাজবৃক্ষ (রাষ্ট্রসম অতি খর্ব্ব ক্ষুদ্র ব্যবস্থা) নিজেরাই গড়িয়া তুলিয়াছিল। (দ্র. **টঙ্কানক**, **ব্রহ্মদারুবৃক্ষ**)। ❐ 'বামনগাছা' বা 'বামুনগাছি' নামের স্থান।

বামনা : ● **বামন**-এর (চলমান বিপরীত আচরণকারীর) আধার যে। ❐ ব্রাহ্মণ (অনাদরে)।

বামনী : ● **বামন**-এর (চলমান বিপরীত আচরণকারীর) সক্রিয় (স্ত্রী) আধার যে। ❐ ব্রাহ্মণী, (সাদৃশ্যে) বামনীশাক।

বামপন্থী : ● **বাম** (দক্ষিণবিরোধী) **পন্থা** যাহার; **বাম** (দক্ষিণবিরোধী) রীতিনীতি অবলম্বন করে চলে যে। ✻

বামা : ● **বাম**-এর আধার যে; অথবা, যে পুরুষের **বাম**দিকে বসে। ❐ স্ত্রীমাত্র, নারী,

সুন্দরী নারী, গৌরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী।

বামী : ● **বাম**-এর (বিকল্পের) সক্রিয় আধার যে। ❐ মানবসমাজের গর্দ্দভী বড়বা অশ্বতরী; (সাদৃশ্যে) বাহ্যবনের গর্দ্দভী প্রভৃতি। *

বামুন : ● **বাম** (বিপরীত-আচারী) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া চলমান যাহাতে; অথবা, যে **বামন** বিপরীত আচরণ করে না (সহায়তা করে বা পথপ্রদর্শন করে)। ❐ সদ্‌ব্রাহ্মণ।

বায় : ● **বয়** হইতে জাত; অথবা, যাহা দ্বারা বহন প্রবহন বয়ন বপন প্রভৃতি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ❐ বয়ে যায়, প্রবাহিত হয় (বায়ু), বয়ন করে, বপন করে।

বায়ন : ● **বায়** (টানার বা পোড়েনের মাধ্যমে যাওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে পণ্যপ্রবাহ প্রথমে ক্রেতার (টানার) নিকট যায় এবং তারপর তাহার হাত হইতে বিক্রেতার (পোড়েনের) নিকট যায় এবং তারপর পুনরায় অন্য কোনো ক্রেতার (টানার) হাতে যায় এবং তারপর ... এইভাবে ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে। ❐ পণ্যপ্রবাহ, ক্রমিক বিবরণ; (সাদৃশ্যে) পিষ্টকবিশেষ, দেবতাকে উপচাররূপে প্রদত্ত।

বায়না : ● **বায়ন**-এর আধার যে; অথবা, **বায়ন**কর্ম্ম থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে পণ্যপ্রবাহকে গ্রহণ করার জন্য (অগ্রিম মূল্য দিয়া বা দিবার অঙ্গীকার জানাইয়া) ক্রেতা (টানা) তাহার চাহিদা জ্ঞাপন করে। ❐ আবদার, চাহিদা বোঝানো, দাদন, অংশত বা সম্পূর্ণভাবে অগ্রিম মূল্যদান।

বায়স : ● **বয়স** হইতে জাত; অথবা, কাল-প্রবাহের ছাপের খবর রাখে যে। ❐ ঐতিহাসিক, (সাদৃশ্যে) কাক, অগুরু-বৃক্ষ। *

বায়ু : ● **বা**-এর (দ্বৈতাদ্বৈতবাহীর) গমন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে প্রবাহিত সত্তা শুধুমাত্র প্রবাহিত হয় না, কোথায় কী হয় না হয় তাহার সংবাদবাহকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়; কিংবা, যে সংস্পর্শগুণসম্পন্ন চেতনা-প্রবাহে মানবমন-সমূহ ডুবিয়া থাকে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ুপ্রবাহে মানবদেহ-সমূহ ডুবিয়া থাকে। ❐ জ্ঞানপ্রবাহ, তত্ত্ব ও তথ্যের প্রবাহ, জনশ্রুতি, প্রচার, (একালের ভাষায়, মিডিয়া); (সাদৃশ্যে) বাত, পবন, হাওয়া, দেহস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু ...। *

বার১ : ● **বর** হইতে জাত যে; অথবা, যে স্থান-কাল-পাত্রে **বরণ** থাকে; অথবা, যে কালখণ্ড কাহাকেও বরণ করিয়া লয়; কিংবা, কেহ যে কালখণ্ডকে বরণ করিয়া লয়। ❐ বাসর, ক্ষণ, সময়, পর্য্যায়, পাই, পালা, সপ্তাহের দিনবিশেষ। *

বার২ : ● **বর** হইতে জাত যে; অথবা, যাহাকে **বরণ** করা হয় তাহাকে দিয়া যে কাজ করানো হয়; কিংবা, কাহারও আক্রমণ বা অগ্রগতি ঠেকানো হয় যাহাতে। / স্রোতকে বারণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ নিবারক, নিবারণ করা, নিষেধ করা, ঠেকানো।

বার৩ : ● **বা** (দুই) রহে যাহাতে। ❐ দ্বাদশ, ১২ সংখ্যা।

বারংবার : ● এক **বার১**-এর পূর্ণতার পর পুনঃ যে বার। ❐ পুনঃ পুনঃ, বার বার।

বারণ : ● **বার২** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **বার**করণ (নি**বার**ণ) ঘোষিত যাহাতে; কিংবা, যাহা করিলে ঘোষকের বরগণ আসিয়া পিটাইতে পারে। ❐ নিষেধ, নিষেধ করা, মানা করা, আপত্তি জানান।

বারব্রত : ● **বার১**-এ (বরণীয় কালে) যে ব্রত করা হয়। ❐ পুণ্যতিথিযুক্ত দিন ও ব্রত।

বারাঙ্গনা : ● পরিবারে **নিবারিত** (নিষিদ্ধ) যে অঙ্গনা; অথবা, সাধারণ্যে **বরণ**কৃত যে। ▢ জনসমূহের স্ত্রী, বেশ্যা।

বারাণসী : ● বহু কারুকর্ম্মীকে **বরণ** করিয়া কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া তাহাদের উৎপন্নকে বিক্রয়ের জন্য ধারণ করে যে নগরী; অথবা, **পৃথিবী**র বাহিরে (যৌথসমাজের শাসনাধীন এলাকার বাহিরে) পণ্যজীবীদের যে কেন্দ্র অবস্থিত ছিল; কিংবা, রামায়ণের আদিকাণ্ড অনুসারে 'পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে (যে) বারাণসী'; অথবা, একালের হংকং-এর ন্যায় প্রাচীনকালে যে সকল **শিবকাশী** বা **বারাণসী**গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। / বরণা ও অসী নদীর মধ্যস্থ যে নগরী। (ব.শ.)। ▢ কাশী, কাশীর ক্ষৌমবস্ত্র। ❋

বারান্তর : ● **বার**[১]-এর অন্তর থাকে যাহাতে। ▢ অন্যবার, পুনর্ব্বার, আবার।

বারি : ● **বার**[২] সক্রিয় যাহাতে; অথবা, মেঘের গর্জ্জনের পর **বরণ**কৃত **বর**স্বরূপ জলীয় বাষ্পসমূহ অজস্র জলবিন্দুতে পরিণত হইয়া ঝরিয়া পড়ে যাহাতে; কিংবা পাত্র মিত্র অমাত্যের বা আমলার গর্জ্জনের পরপরই ভাড়াটে সৈন্যস্বরূপ **বর**গণ দলে দলে ঝরিয়া (ঝাঁপাইয়া) পড়ে যাহাতে। / তৃষ্ণা বারণ (নিবারণ) করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা বারণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা, (সাদৃশ্যে) বৃষ্টিজল, দ্রবদ্রব্য।

বারিক : ● **বারি**স্বরূপ কর্ম্ম করে যে বা যাহারা; অথবা, যাঁহাদের কোনো পূর্ব্বসূরী রাষ্ট্রের সেনানী রূপে কর্ম্মরত ছিলেন। ▢ নাপিত, উপাধিবিশেষ।

বারুই (বারুজীবী) : ● **বারু** (**বার**[২] -কে নবরূপে উত্তীর্ণ করা বা নিষিদ্ধকে সিদ্ধকরণ করা) সক্রিয় যাহাতে (অথবা, **বারু** বা নিষিদ্ধকে সিদ্ধ করা জীবিকা যাহার); কিংবা, যাহাকে চারিদিকে নিষেধের বেড়াজালে রাখিয়া উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করিতে হয় তাহাই জীবিকা যাহাদের। /যাহারা পান উৎপাদন ও বিক্রয় করে। (ঢা.অ.)। ▢ দ্র. **তাম্বুলী**।

বারুইপুর : ● **বারুই**দিগের পুর; অথবা, যে স্থানে **বারুজীবী বারুই**গণের আদি পুরুষেরা সগৌরবে বসবাস করিতেন। ▢ বর্ত্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার একটি শহর।

বারেক : ● একটি মাত্র **বার**[১] যাহাতে।

বার্ত্ত : ● **বৃত্তি** (সক্রিয় বৃত্তন বা ঘূর্ণন) হইতে জাত; অথবা, সামাজিক **বৃত্তি**তে আবর্ত্তমান বা কর্ম্মরত থাকে যে বা থাকিবার পটুত্ব ও যোগ্যতা ধরে যে; কিংবা, সমাজ হইতে প্রাপ্ত বা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **বৃত্তি**র বৃত্তপথে আবর্ত্তমান যে। ▢ বৃত্তিমান, বৃত্তিশালী, স্বাস্থ্য, পাটব, আরোগ্য, ভব্য, অনাময়। ❋

বার্ত্তা : ● **বার্ত্ত**-এর (বর্ত্তে-থাকার) আধার যে; অথবা, **বার্ত্ত** থাকে যাহাতে; কিংবা, সামাজিক **বৃত্তি**র বৃত্তপথে আবর্ত্তিত হইবার পর যে বৃত্তান্ত (ধান গম ইত্যাদি বাহ্যফল ও তদ্বিষয়ক সংবাদ বা অভিজ্ঞতাদি মানস-ফল) প্রাপ্ত হওয়া যায়; অথবা, (মরসুমী) **বৃত্তি**তে আবর্ত্তন শেষে যাহা মেলে; কিংবা, **বর্ত্তে-থাকা**র ফল থাকে যাহাতে। ▢ বৃত্তি, কৃষিবাণিজ্যপশুপালনাদি, অর্থোপার্জ্জন ও অনর্থবারণোপায়, জীবিকা, বার্ত্তাকু, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী, বৃত্তান্ত, কথা। ❋

বার্ত্তাকর্ম্ম : ● **বার্ত্তা** রূপ কর্ম্ম যাহাতে। ▢ কৃষিগোপালনাদি বৈশ্যকর্ম্ম।

বার্ত্তাকু : ● **বার্ত্তা**র করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **বার্ত্তা**করণ (মরসুমী

বৃত্তিজাত উৎপন্ন) ভোগে লাগে না, বিক্রয়ের জন্য চলিয়া যায়; কিংবা, যে সত্তা ভোগ্য (নীল) হয়, বিক্রয়ও (লালও) হয়। ◻ (সাদৃশ্যে) বেগুন।

বার্ত্তানুজীবী : ● **বার্ত্তা**র বাহ্যফল অনুজীবন যাহার। ◻ কৃষিগোরক্ষাদিজীবিক বৈশ্য।

বার্ত্তাবহ : ● **বার্ত্তা** (বার্ত্তার মানসফল) বহন করে যে। ◻ বৃত্তান্তবাহক।

বার্ত্তাবৃত্তি : ● **বার্ত্তা** সামাজিক বৃত্তি যাহার। ◻ বৈশ্য।

বার্ত্তামূল : ● **বার্ত্তা** (কৃষিগোপালনাদি বা পণ্যোৎপাদন ও তৎসংক্রান্ত খবরাখবর) মূল যাহার; অথবা, বিক্রয় মূল যাহার। ◻ বাণিজ্য-মূলক, ব্যবসায়হেতুক।

বার্ত্তিক : ● **বার্ত্ত**-কে সক্রিয় করে যে। ◻ বৃত্তিবিষয়ে সাধু, সূত্রবৃত্তিনিপুণ, কৃষিপ্রভৃতি-কুশল, বৃত্তিকর্ম্মপটু, বৃত্তির অধ্যেতা বা বেত্তা, বৃত্তিসম্বন্ধী, বার্ত্তাহরণে নিযুক্ত, চর, বৈদ্য, বর্ত্তিক পক্ষী (দোকানদার), গ্রন্থসূত্রের বিবৃতি-বিষয়ে যাহা সাধু, উক্ত অনুক্ত অসম্যক দুরূহ বিষয়ের বিবৃতিবিষয়ে যাহা সাধু, কাত্যায়ন-কৃত পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যানগ্রন্থ। *

বার্ত্তিককার : ● যিনি **বার্ত্তিক** করিয়াছেন। ◻ কাত্যায়ন। *

বার্দ্ধুষিক : ● **বার্দ্ধুষ**কে (বর্দ্ধনজাতের নবরূপে উত্তরণকে) সক্রিয় করে যে; অথবা, চার প্রকার বৃদ্ধি (চক্রবৃদ্ধি, কালবৃদ্ধি, কারিতাবৃদ্ধি, কারিকাবৃদ্ধি) বা সুদের মধ্যে 'কারিকাবৃদ্ধি' বা ঋণের টাকা খাটাইয়া লাভ করিয়া তাহার অংশস্বরূপ যে সুদ, তাহা গ্রহণ করে যে (কিন্তু নিষিদ্ধ তিনপ্রকার বৃদ্ধি বা সুদ গ্রহণ করে না)। ◻ বৃদ্ধ্যাজীব, ধান্যের বৃদ্ধিগ্রাহী, বাড়িখোর, 'বার্দ্ধুষিক বসিষ্ঠ।'

বার্ষিক : ● **বর্ষ**জাতকে সক্রিয় করে যে। / বর্ষ ব্যাপী যাহা হইয়াছে বা হইবে। (ব.শ.)। ◻ বাৎসরিক, বর্ষাকালিক।

বাল : ● **বা** (বৃদ্ধিবাহী) লালিত যাহাতে; অথবা, বাহ্য উৎপন্ন ও মানসিক অধিকার-বোধ যুগপৎ লালিত যাহাতে; কিংবা, মনের কেশ (আমার উৎপন্ন বা সন্তান বা সম্পদ প্রভৃতি মালিকানার বোধ) এবং দেহের কেশ উভয় লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা বৃদ্ধিবাহী সত্তা হইতে তাহার প্রত্যেক আবর্ত্ত শেষে বৃদ্ধিরূপে নিয়মিত জন্মায়। ◻ নবজাত, শিশু, (সাদৃশ্যে) নবোদিত, চিকুর, কেশ, ...।

বালক : ● **বাল** (নবসৃষ্টি) কৃত যাহাতে। ◻ অল্পবয়স্ক অতএব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, শিশু ...।

বালা : ● **বাল**-এর আধারশক্তি যে। ◻ কন্যা-মাত্র, বালিকাত্বহেতু কার্য্যাবধারণাক্ষমা নারী, ... ঘৃতকুমারী, হরিদ্রা, **মল্লিকা**বিশেষ।

বালি : ● **বাল** সক্রিয় যাহাতে। ◻ বালিকা, বালুকা।

বালিকা : ● **বাল**-কে সক্রিয় করে যে আধারশক্তি। ◻ নবযুবতী, রসকলানভিজ্ঞা নারী, কন্যা।

বালী : ● **বাল**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, প্রশাসনিক ক্ষমতার সক্রিয় ধারক যে; কিংবা, রাজার রাজত্বকে ধরে রাখে যে (কিম কিম ধা বা কিষ্কিন্ধ্যা) সেই আমলাতন্ত্রের প্রধান আমলাগণ। ◻ কপিরাজ। *

বাল্মীকি : ● **বল্মীক**-জাত সক্রিয় যাহাতে; অথবা, বৌদ্ধযুগে যাঁহারা (যে মহর্ষি গোষ্ঠী) ভারতে **রামরাজত্ব** প্রতিষ্ঠা করার তত্ত্ব যোগাইয়া (বৈদিক ও হিন্দু শাসকদিগের চোখে গুরুতর অপরাধ করিয়া) ছিলেন; কিংবা, যাঁহারা ভারতে লক্ষ্মীপুঁজিভিত্তিক

ধনতন্ত্রের জয়গানমূলক ইতিহাস **রামায়ণ** রচনা করেন এবং এইসকল অপরাধে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুযুগের সূচনা লগ্নে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের মলবহন করিয়া **মেথর** রূপে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারটুকু দেওয়া হয়; অথবা, যেকারণে বর্ত্তমান ভারতে হাজার হাজার 'বাল্মীকি' পদবীধারী মানুষেরা সবাই **মেথর** (হরিজন) প্রভৃতি নীচজাতি রূপে আজও ঘৃণ্য হইয়া আছেন। (দ্র. -**রাম**)। / বল্মীক হইতে জাত। (ব.শ.)। ❒ মহর্ষিবিশেষ, কবিগুরু, রামায়ণ রচয়িতা মহর্ষি ও আদিকবি। ❋

বাষ্প : ● **বাষ** (তেজবাহীর আধারের দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ) পালিত যাহাতে; অথবা, **বাধ**করণের ফলে (শাসনতাপে) যাহার জন্ম হইয়া থাকে; কিংবা, শাসনকেন্দ্রের (সূর্য্যের) তাপে জনসাধারণের (জলের) সম্পদ যে রূপে কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যায়। ❒ কর, খাজনা, রাজকোষের প্রাপ্য, (সাদৃশ্যে) ভাপ, জলের মেঘরূপ, অণুমাত্র। ❋

বাস : ● **বস** হইতে জাত যে; অথবা, মানসিক বা দৈহিকভাবে কিংবা উভয়ভাবে যেখানে **বস**করণ (বস**বাস**) করে, যাহাকে **বস**করণ (ভাল**বাস**) করে, যাহাতে **বস**করণ (সহ**বাস**) করে ... ইত্যাদি। ❒ বসতি, অবস্থান, বাসনা; বস্ত্র; সৌরভ, গন্ধ; স্নেহ করা, ভালবাসা, বোধ করা, মনে করা, প্রিয় বোধ হওয়া; সুগন্ধি করা, বাসিত করা। ❋

বাসন : ● **বাস** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❒ সুরভীকরণ, আধার, পাত্র, তৈজসপাত্র — থালা ঘটী বাটী ইত্যাদি। ❋

বাসনকোশন : ● **বাসন** ও **কোশন** যাহাতে; অথবা, মানসিক **বাস** ও **কোশ** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❒ (সাদৃশ্যে) নানাবিধ তৈজস-পাত্র। ❋

বাসনা : ● **বাসন**-এর আধার যে; অথবা, **বাসন**কর্ম্ম থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহার ভিতরে (মানুষের, কলাগাছের) **বাসন**কর্ম্ম চলে। / বৈধাবৈধ প্রবৃত্তিমূলক কায়মনোবাক্য দ্বারা অনুষ্ঠিত ও চিত্তবুদ্ধিপরম্পরায় আত্মগত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ❒ সুরভীকরণ, প্রত্যাশা, অভিলাষ, সুবাস; কলাগাছের শুষ্ক আবরণ ও পাতা। ❋

বাসন্তী : ● **বসন্ত**-জাত-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বসন্ত**কালে জাত হয় যে সত্তা; কিংবা, বাৎসরিক উৎপাদিত ফসল অর্জ্জিত হইয়া হাতে আসে যে কালে। ❒ **মাধবী**, যূথী লতা, পাটলাবৃক্ষ, নবমল্লিকা, বসন্তোৎসব, বসন্তে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা, বসন্তে পাকা পাতার মতো রং, পীত বর্ণ, দুর্গা। ❋

বাসব : ● **বাস**-কে (**বস** হইতে জাতকে) বহন করে যে; অথবা, **বসু** (অর্জ্জিত বাহ্যসম্পদ) থাকে যাহাতে; কিংবা, ব্যক্তির যে-স্বাতন্ত্র্যবোধ (ব্যক্তি**ইন্দ্র**) বা জাতির যে-জাতীয়তাবোধ (জাতীয়**ইন্দ্র**) বাহ্যসম্পদ (পণ্যসম্পদ) বহন করে। ❒ বসুসম্বন্ধী, বসুবীর্য্যজাত, ঐন্দ্র, রত্নবান, ইন্দ্র। ❋

বাসবদত্তা : ● **বাসব** কর্ত্তৃক প্রদত্ত যে সত্তা; অথবা, যে পণ্যসম্পদকে কোনো দেশের ব্যক্তি**ইন্দ্র** ও জাতীয়**ইন্দ্র** অন্য কাহাকেও প্রদান করে; কিংবা, প্রথম কালের যৌথ-সমাজ হইতে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক বর্ত্তমান সমাজে পরিণত হওয়ার মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায়-গুলিতে (বিশ্বের অগ্রণী জাতিগুলির ইতিহাসে) যাহাকে লইয়া অজস্র যুদ্ধবিগ্রহাদি ঘটিয়াছিল; অথবা, যে একই সত্তাকে লইয়া

ভারতে দ্রৌপদী, সীতা, বাসবদত্তা এবং ইউরোপে হেলেন ... নামে নায়িকা অবলম্বনে মহাকাব্য বা তৎসম সুবিখ্যাত কাহিনীসকল রচিত হইয়াছিল। ▭ সুবন্ধুকৃত নায়িকা বাসবদত্তার চরিতাখ্যান-মূলক গদ্যগ্রন্থ। *

বাসবি : ● **বাসব** সক্রিয় যাহাতে। ▭ বাসবের (ইন্দ্রের) অপত্য, অর্জ্জুন, বালী। *

বাসবী : ● **বাসব**-এর সক্রিয় আধার যে। ▭ উপরিচর বসুর বীর্য্যজাতা সত্যবতী, বাসবের শক্তি, শচী। *

বাসবেয় : ● **বাসব** দিশাগ্রস্তভাবে যায় যাহাতে; অথবা, **বাসবী**র অপত্য যে। ▭ সত্যবতীপুত্র ব্যাস। *

বাসর : ● **বাস** রহে যাহাতে (যে স্থানে, কালে); অথবা, সহ**বাস** রহে যাহাতে; অথবা, বিরাট-পুরুষ ও বিরাট-প্রকৃতি যে কালখণ্ডে (চব্বিশ ঘণ্টা) সহবাস করে। ▭ জগদ্বাসক-দিন, দিবস, বাসগৃহ, বিবাহ-রাত্রিতে বরকন্যার শয়নগৃহ, বাড়ী। *

বাসা : ● **বাস**-এর আধার যে। ▭ বাসকবৃক্ষ; গৃহবৃক্ষ, বিদেশে বাসস্থান, গর্ত্ত, নীড়। *

বাসি : ● **বাস** সক্রিয় যাহাতে।

বাসী : ● **বাস**-এর সক্রিয় আধার যে।

বাসুকি : ● **বসা** বা সমাজদেহের চর্ব্বি বা বাহ্যসম্পদ সঞ্চিতকরণ (বসুক) হইতে জাত যে; অথবা, যৌথসমাজের বুকে লালিত যে প্রাচীন ভারতীয় পুঁজিধারী সত্তা বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্নে (রামরাজত্বের কালে) ভারতে বিশ্বের আদি-শিল্পবিপ্লব-চেষ্টাকে **আস্তিক** ব্রাহ্মণের সহায়তা গ্রহণ করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, বা, উদীয়মান শিল্পপুঁজির সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় পুঁজিকে সবংশে ধ্বংস করিবার চেষ্টাকে রুদ্ধ করিয়া ভারতে হিন্দুযুগের সূচনা করিয়াছিল। ▭ প্রাচীন পুঁজিধারী সত্তা, নাগরাজ। *

বাস্তব : ● **বস্তু**-জাতকে বহন করে যে; অথবা, মানুষের বানানো কৃত্রিম পদার্থের জগৎ যাহাতে; কিংবা, যাহার ভিতরে মানুষের আপন সন্তানস্বরূপ মেধা ও শ্রম থাকে বা 'মায়াবৃত ব্রহ্ম' থাকে। ▭ বস্তুসম্বন্ধী, সত্য, প্রকৃত, বস্তুর অংশ, বস্তুশক্তি বা মায়া, বস্তুকার্য্য বা জগৎ, সত্য পদার্থ।

বাস্তু : ● **বাস** (বাসকরণ) তারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে; অথবা, যে **বাস**করণ-স্থান শুধুমাত্র বাসের নিমিত্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। / যে স্থানে সুখে নিবাস করা যায়। (ব.শ.)। ▭ গৃহযোগ্য ভূমি, বাস-যোগ্য স্থান, গৃহ; ভদ্রাসন, 'ঘরভিটা'। *

বাহ্ : ● **বহ্** হইতে জাত; অথবা, **বা**-এর (...দুইয়ের) হওয়ন যাহাতে; কিংবা, যে **বহন** করে বা যাহাকে বহন করে; অথবা, **মানুষকে** বহন করে যে উৎপন্নসম্ভার। ▭ বাহক, **বহন** করা, করতে হবে। দ্র. **অতিবাহ**।

বাহন : ● **বহন** করিয়া লইয়া যায় যে; অথবা, **বাহ্** (বহজাত) অন (চলমান) থাকে যাহাতে। / যাহার দ্বারা বহন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▭ বাহয়িতা, বাহনকারয়িতা, যান, শকট, শিবিকা, হস্তিতুরগাদি, বাহকমাত্র। * [সেই **পাদোদক মূঢ়তা**! সত্য বাদ, সত্যের ক্রিয়াশীলতা বাদ, সত্যের সদৃশকে সত্য ভেবে তাই নিয়ে মূঢ়ের জীবনযাত্রা! **বাহন**-এর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। **দেবতা**কে বোঝা যায়নি, অতএব বাদ; তাঁহার **বাহন**কে বোঝা যায়নি, অতএব তাও বাদ; রইল বাকি সেই বাহনের সদৃশ সত্তা। তাও আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সদৃশ সত্তা পাওয়া যায়নি বলে তাকে কল্পনা করে নেওয়া

হয়েছে। সেই সব সদৃশ অকল্পিত ও কল্পিত সত্তাদের নিয়েই আমাদের নাচানাচি! তাই দেখে 'ইহুদী-আরব-ইসলামী' প্রতিবাদী সভ্যতা পুরাকালের মিশরীয়, সুমেরীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার দেবদেবীতত্ত্বে প্রাণীসদৃশ সত্তা নিয়ে বিস্ময়, বিদ্রূপ বরাবর করেছে। এর পর আসে আধুনিকতাবাদীরা, মার্কসবাদীরা; তারা আমাদের ঠাট্টা করে 'animal-পূজক অসভ্য বর্ব্বর জাতি' বলে! আমরা লজ্জা পাই, পেয়েছি; উত্তরে কিছুই বলতে পারিনি। এই হীনতার কারণ অতীত বিস্মৃতি এবং তার কারণ ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাবোধ হারিয়ে ফেলা। পরমাপ্রকৃতির কৃপায় এতদিনে সেই বোধ ক্রমে ক্রমে ফিরে আসছে। আমরা দেবতাকে, তার **বাহন**কে ও **বাহন**সদৃশ সত্তাকে এক এক করে চিনতে পারছি। নিম্নে তাদেরই সংক্ষেপে বিবৃত করা হল।]

অগ্নি-বাহন : মেষ (ছাগ) ● অগ্নিদেবতা = তেজধারক (আবিষ্কৃত জ্ঞানের ধারক)। **মেষ (ছাগ)** = দক্ষ = প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত, বিশেষজ্ঞ, স্পেশালিস্ট। ❐ (সাদৃশ্যে) মেষ (ram), ছাগ (goat)।

ইন্দ্র-বাহন : ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা ● ইন্দ্রদেবতা = 'আমিত্ববোধ', 'পরিবারত্ববোধ', 'গোষ্ঠীত্ববোধ', 'জাতীয়তাবোধ' ইত্যাদি বোধের ধারক। **ঐরাবত** = গজ = সমাজের বিভিন্ন দিক্‌রক্ষক বিদ্যাদিগ্‌গজগণ = সরকারের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ... ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক আমলাগণ। **উচ্চৈঃশ্রবা** = যাঁহারা উঁচু শোনেন, জনসাধারণের কথা যে আমলাদের কানে পৌঁছায় না। ❐ (সাদৃশ্যে) একপ্রকার হস্তী (elephant), কাল্পনিক ঘোড়া (horse)।

কার্ত্তিকেয়-বাহন : ময়ূর ● কার্ত্তিকেয়-দেবতা = সমাজদেহের শারীরিক শক্তির ধারক। **ময়ূর** = সামরিক বাহিনী, মিলিটারি। ❐ (সাদৃশ্যে) ময়ূর (peacock)।

কামদেব-বাহন : মকর (টিয়াপাখি) ● কামদেব = মানুষের মনের কামনা-বাসনার ধারক। **মকর** = আগ্রাসী লোভী মানুষ। **টিয়াপাখি** = রসিক মানুষ। ❐ (সাদৃশ্যে) কাল্পনিক মৎস্য 'মকর', টিয়াপাখী (parrot)।

কুবের-বাহন : ঘোটক ● কুবের = মানুষকে খায় ওড়ায় যে টাকা বা রাক্ষসরূপী ধনসম্পদ সত্তা। **ঘোটক** = দক্ষশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণ, যাহারা ঘোটালা করিতে পারে বলিয়া রাজনীতিতে সেই ঘোড়াদের কেনাবেচা করা হয়। ❐ (সাদৃশ্যে) ঘোড়া। (horse)।

গণেশ-বাহন : ইঁদুর (মূষিক) ● গণেশদেবতা = জনসাধারণের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্রশক্তির ধারক। **ইঁদুর (মূষিক)** = সরকারী কেরানীকুল। ❐ (সাদৃশ্যে) ইঁদুর (mouse)।

দুর্গা-বাহন : সিংহ ● দুর্গাদেবী = মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মিলিত সামাজিক শক্তির ধারক। **সিংহ** = সামাজিকভাবে কমবেশী ধনবান ও ক্ষমতাবান নাগরিকগণ। ❐ (সাদৃশ্যে) সিংহ (lion)।

নারদ-বাহন : ঢেঁকি ● নারদদেবতা = স্বাতন্ত্র্যবাদী (শুধুমাত্র আপন ধান্দাবাদী) সামাজিক শক্তি, যে যথাস্থিতি বজায় রাখিয়া, অন্যদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া, নিজের ধান্দায় রত থাকে। **বুদ্ধির ঢেঁকি** = প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অতি উচ্চশিক্ষিত ও একই জ্ঞান-কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিমূলক অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া নিষ্প্রাণ যন্ত্রে পরিণত মানুষেরা, যাহাদের আত্মগরিমা থাকে না, মনুষ্যত্ব থাকে না, হুকুম অনুসারে চলে এবং হীনকর্ম্ম

করিতেও লজ্জা পায় না। ⊓ (সাদৃশ্যে) কাঠের ঢেঁকি।

বরুণ-বাহন : মৎস্য ● বরুণ-দেবতা = মানুষের ও সমাজের আবরণকারী, সম্পদ-গোপনকারী বা আত্মগোপনকারী শক্তি। **মৎস্য** = ব্যক্তিমালিক। ◻ (সাদৃশ্যে) মৎস্য (fish)।

বিশ্বকর্মা-বাহন : হাতি ● বিশ্বকর্ম্মা-দেবতা – কৃত্রিম বস্তু নির্ম্মাণকারী সকল প্রযুক্তি ও জ্ঞানকর্ম্মের ধারক। **হাতি** = কর্ম্মজগতের সমস্ত হাতের কাজ জানা নিপুণ কর্ম্মীগণ বা বিশেষজ্ঞগণ। ⊓ (সাদৃশ্যে) হাতি (elephant)।

বিষ্ণু-বাহন : গরুড় ● বিষ্ণু = সমাজের স্থিতিশক্তির ধারক। **গরুড়** = আইনবাজ নাগরিকগণ। ⊓ (সাদৃশ্যে) কাল্পনিক শকুন-জাতীয় পক্ষী।

ব্রহ্মা-বাহন : হংস ● ব্রহ্মা = সমাজের অর্জ্জিত জ্ঞানশক্তির ধারক। **হংস** = যাঁহারা জ্ঞানচর্চা করিয়া 'সো-অহং' বলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে (জলে) বিচরণ করেন। ⊓ (সাদৃশ্যে) হাঁস (goose)।

যম-বাহন : মহিষ ● যম = প্রচলিত ধর্ম্ম বা আইনের শক্তিধারী আদালত। **মহিষ** = জলকে (জনগণকে) আন্দোলিত করে যে সকল গণনেতা। ◻ (সাদৃশ্যে) মহিষ (buffalo)।

লক্ষ্মী-বাহন : পেচক ● লক্ষ্মী = ধনসম্পদের আধারশক্তি। **পেচক** = লক্ষ্মীপেঁচা – ধনবান মানুষেরা। ◻ (সাদৃশ্যে) লক্ষ্মীপেঁচা (white owl)।

শনি-বাহন : গৃধ্র ● শনি = সমাজের বা রাষ্ট্রের বাধাদানকারী শক্তি। **গৃধ্র** = শকুন, একালের ভাষায় 'সেলস্ ট্যাক্স', 'ইনকাম ট্যাক্স', 'কাস্টম্‌স্' ইত্যাদি। ⊓ (সাদৃশ্যে) শকুন (vulture)।

শিব-বাহন : বৃষ ● : শিব = সমাজের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন বা সৃষ্টিশক্তির ধারক। **বৃষ** = আবিষ্কারক বা উদ্ভাবক প্রভৃতি সৃজনশীল জ্ঞানকর্ম্মের অগ্নিশিখা বহনকারী মানুষেরা। ◻ (সাদৃশ্যে) 'বৃষোৎসর্গ' করিয়া যে ষাঁড়কে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; যাহার কোনো মালিক থাকে না, যে গোপ্রজাতির প্রজননে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভূমিকা গ্রহণ করে। (bull)।

সরস্বতী-বাহন : হংস ● : সরস্বতী-দেবী – জ্ঞানসম্পদের আধারশক্তি। **হংস** = যাঁহারা লেখাপড়া নিয়ে থাকেন বা সাধারণ ভাবে জ্ঞানচর্চা করেন। ⊓ (সাদৃশ্যে) হাঁস (goose)।

বাহাদুর : ● দুর্ব্বহকে **(দুর বহকে) বহন** করে বা করিতে পারে যে; অথবা, **দুর্ব্বহ** কর্ম্ম করিবার জন্য যাহাকে নিয়োগ করা হইয়াছে। ◻ বীর, দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্নকারী, নেপালী-**বাহাদুর**, সরকার-**বাহাদুর**। *

বাহিনী : ● কাহারও হুকুম নির্দ্দেশ দায় ইত্যাদি বহন করা অন (চলমান) থাকে যে আধারে; অথবা, যে দলবদ্ধ মানুষেরা কাহারও নির্দ্দেশ বহন করে; কিংবা, যাহাদের লইয়া বাহনসত্তা গড়িয়া তোলা হইয়াছে; অথবা, বিভিন্ন দিকে যে সকল পণ্যপ্রবাহ (জলপ্রবাহ) বাহিত হইয়া থাকে। ◻ রাজার সৈন্য-**বাহিনী**, গুর্খা**বাহিনী**, মার্কিন**বাহিনী**, দক্ষিণ**বাহিনী**।

বাহির : ● বহিঃ (বহির্) হইতে জাত। ⊓ বহিঃস্থিত, বহির্গত, প্রকাশিত, স্রোতোরূপে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

বহির্গত, গৃহাদির বর্হিভাগ, বহির্ভাগ ...। *

বাহু : ● **বাধ** (রোধকরণ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, বাধা দেওয়ার উপায় নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, **প্রজাপতি বেণ**-এর বাহু মন্থন করিয়া যে আদি সৈন্যবাহিনীর জন্ম দেওয়া হইয়াছিল; অথবা, জমিদার বা সমাজশাসকের যে **বাধ**করণ শক্তি তাহার লোকলস্কর, লেঠেলবাহিনী, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। / যাহার দ্বারা শত্রুকে বাধা দেওয়ার কাজ সাধন করা হয়। (ব.শ.)। ◻ রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী, পুলিশ-মিলিটারি, মানুষের দুই হাত, (arm, army), (সাদৃশ্যে) বাজু অর্থাৎ চৌকাঠের খাড়া কাঠ, রথযুগ, সূর্য্যঘটীস্থ শঙ্কুর ছায়া, (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রের সীমারেখা। *

বাহুল্য : ● **বহুল** (সমজাতীয় অজস্রের লালন) হইতে জাত সত্তা থাকে যাহাতে; অথবা, বহুলতার আধার যে। ◻ বহুলভাব, বহুত্ব, প্রাচুর্য্য, আধিক্য। *

বাহ্য : ● **বাহ** (বহ হইতে জাত) থাকে যাহাতে; অথবা, বাহির করা ক্রিয়াটি থাকে যাহাতে। ◻ বহির্ভব, বহিস্থিত, বহির্ভূত, বহিস্থান-যোগ্য, সমাজ-বহির্ভূত, অপাঙ্‌ক্তেয়, অপকৃষ্ট ... ইত্যাদি। *

বাহ্যকরণ : ● **বাহ্য** কর্ম্ম করা থাকে যাহাতে; অথবা, বাহিরের কাজ করে যে। ◻ বহিরিন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি।

বাহ্যকৃত্য : ● যাহাতে বাহির করার কাজ করা হয়। ◻ মলত্যাগ।

বাহ্যক্রিয়া : ● যাহাতে বাহির করার ক্রিয়া থাকে। ◻ মলত্যাগ।

বাহ্যদৃশ্য : ● বাহিরে যে দৃশ্য দেখা যায়। ◻ বহির্ভূত দৃষ্টিবিষয়, বহিরাকৃতি।

বাহ্যনাম : ● বাহিরে যে নাম লেখা থাকে। ◻ পত্রের উপরি লিখিত গ্রাহকের নাম।

বাহ্যপ্রকৃতি : ● (অন্যের) বাহিরের যে **প্রকৃতি** এক্ষণে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। ◻ বৈদেশিক রাজার অমাত্যাদি ষট্‌ রাজ্যাঙ্গ।

বাহ্যিক : ● **বাহ্য**-কে সক্রিয় করে যে। ◻ বাহ্য, বহিস্থিত।

বাহ্‌বা : ● **বাহ্‌** (বিস্ময়কর বহন) বারংবার যাহাতে; অথবা, **দুর্ব্বহ**কে **বহন** কৃত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হওয়ার প্রকাশ থাকে যাহাতে। ◻ বাহ্‌-বাহ্‌, বেশ! বেশ!, চমৎকার, প্রশংসা-সূচক উক্তি, বিস্ময় উপহাস সূচক উক্তি।

বি : ● ব (দ্বিতীয়, বিকল্প) সক্রিয় যাহাতে। /শূন্যে যায় যে। (ব.শ.)। ◻ বিকল্প, বিপরীত, দ্বিতীয়বাহী, বিয়াল্লিশ, বিরাশি ... ইত্যাদি।

বিকট : ● বিপরীত **কট** যাহাতে।

বিকর্ণ : ● বিপরীত **কর্ণ** আছে যাহার; অথবা, যাঁহারা সরকারী বা প্রচলিত কথার বিপরীত কথা শুনিতে পান বা শোনেন। ◻ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র, কর্ণপুত্র। *

বিকল : ● বিগত **কলন** যাহার; অথবা, যাহা কলের (যন্ত্রের) ন্যায় কল-কল বা ভট-ভট করিয়া আর চলে না বা **কলন** করে না। / বিগত কলা যাহা হইতে। (ব.শ.)।

বিকল্প : ● **কল্প**-এর পাশে অন্যতর দ্বিতীয় যে **কল্প**-এর সম্ভাবনা থাকে।

বিকার : ● যাহাতে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **কার** অন্যতর **কারে** পরিণত হইয়াছে; অথবা, বিকৃত কার যাহাতে। / প্রকৃতির অন্যরূপ পরিণাম বা অবস্থান্তর (যাহাতে)। (ব.শ.)।

বিকাল : ● (কাজকর্ম্মের) **কাল**-এর বিপরীত যে **কাল**; অথবা, কাজকর্ম্মের কাল বিগত হইবার পর যে কাল; কিংবা, কর্ম্মহীন কাল বা

রাক্ষসীবেলা যাহাতে। (গ্রামবাংলায় এখনও 'তেপরিয়া' বা 'ত্রিপ্রহরিয়া' মজুরেরা সকাল সাতটা হইতে তিনটা পর্যন্ত একটানা কাজ করে এবং তারপর আর কাজ করে না।) / বিরুদ্ধ কাল (যে)। (ব.শ.)। ❐ দিনান্ত, সায়াহ্ন, রাক্ষসীবেলা। ✱

বিকীর্ণ : ● **বি** (বিশেষ দিকে) **কীর্ণ** (ছড়াইয়া রাখা হয়) যাহাতে।

বিকুণ্ঠ : ● যাহার **কুণ্ঠা** বা লাজলজ্জা চলিয়া গিয়াছে। / বিগত কুণ্ঠা যাহার। (ব.শ.)। ❐ বিশেষ প্রতিহত, কুণ্ঠিতধার, ভোঁতা, লাজ-লজ্জাহীন, বৈকুণ্ঠ। ✱

বিক্রম : ● বিগত **ক্রম** যাহাতে; অথবা, একের পর এক **ক্রমসমূহ** অতিক্রম করে বা করিতে পারে যে। / যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ পরাক্রম, বর্ণনক্রম, বিক্রমাদিত্য, ত্রিবিক্রম বামন।

বিক্রয় : ● বিপরীত পক্ষের **ক্রয়** থাকে যাহাতে; অথবা, **ক্রয়**-এর বিপরীত ক্রিয়া থাকে যাহাতে।

বিক্রিয়া : ● বিকল্প, বিপরীত বা অন্যরকম **ক্রিয়া** থাকে যাহাতে।

বিগড় : ● বিকৃত বা বিপরীত **গড়ন** যাহাতে; অথবা, যে রূপে গড়িয়া উঠা উচিত সেরূপে না হইয়া বিপরীত বা বিকৃতভাবে গড়িয়া উঠা হয় যাহাতে। ❐ বিগঠিত হওয়া, বিকৃত হওয়া, নষ্টচরিত্র হওয়া।

বিগড়ান : ● **বিগড়** (বিকৃত গড়ন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা বিগড়াইতেছে। ❐ খারাপ হওয়া, খারাপ করা।

বিগ্রহ : ● অন্যভাবে **গ্রহণ** করে যে; অথবা, (যুদ্ধান্তে) বিপরীত পক্ষ আসিয়া যেরূপে গ্রহণাদি করে; কিংবা, যে প্রতিমা বিপরীত বা বিকল্প রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। / দুঃখাদি গ্রহণের আধার যে। (ব.শ.)। ❐ পৃথক গ্রহণ, শত্রুনিগ্রহোপায়, যুদ্ধ। ✱

বিঘত : ● বিপরীত **ঘাতন** যাহাতে; অথবা, চপেটাঘাত করিলে যে পরিমাণ স্থান চিহ্নিত হয়, সেই পরিমাণ স্থান যাহাতে। ❐ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি অবধি বিস্তার।

বিঘ্ন : ● বিপরীত **ঘাত** অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে অগ্রগতিকে বিপরীত দিক হইতে আঘাত করা হইয়াছে। / যে স্থানে বিহনন করা হয়। ('বিহননস্থান')। (ব.শ.)।

বিচক্ষণ : ● বিশেষভাবে **চক্ষণ** করে যে; অথবা, **চক্ষু** দিয়া বা চোখের দৃষ্টি পাঠাইয়া সেই দৃষ্টি দিয়া বহু বিষয় ও বস্তুকে **চক্ষণ** করিয়া বা চাখিয়া দেখিয়াছেন যিনি। ❐ সুবিবেচক, অভিজ্ঞ, বিশদদর্শী।

বিচয় : ● বিশেষ প্রকার চয় (চয়ন) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে অজস্র ধারণাদির ভিতর হইতে বিশেষ (উদ্দেশ্যমূলক) চয়ন-কার্য্য করা হয়। ❐ মানসিক চয়ন, অন্বেষণ, অনুসন্ধান, (সাদৃশ্যে) পুষ্পাদিচয়ন। ✱

বিচয়ন : ● **বিচয়** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, বিশেষ (মানসিক) চয়ন চলে যাহাতে।

বিচার : ● বিশেষ প্রকার **চারণা** (মানসিক পদচারণা) থাকে যাহাতে।

বিচার-বিবেচনা : ● যাহাতে বিশেষ প্রকারে মানসিক পদচারণ করা হয় এবং বিশেষ প্রকারে মানসিক চয়ন করা হয়; অথবা, বিভিন্ন প্রকার সত্যের মাঝে মানসিকভাবে ঘোরাফেরা করিয়া তৎকালে প্রয়োজনীয় যথাযথ সত্যচয়ন করা হয় যাহাতে। ✱

বিচিত্র : ● বিকল্প বা অন্যরকম **চিত্র** থাকে

যাহাতে।

বিচিত্রবীর্য্য : ● বিচিত্র বীর্য্য যাহার; অথবা, যাঁহার বীর্য্য **বিচিত্র** বলিয়া তাহা হইতে পুত্রোৎপত্তি ঘটে না। ❒ ইঁহার পিতা শান্তনু, মাতা সত্যবতী, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভীষ্ম। ❋

বিছা : ● বিপরীতভাবে ছাদন করে যে আধার। ❒ **বৃশ্চিক** ... ইত্যাদি।

বিছাতি : ● **বিছা** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ❒ বৃশ্চিকালী, বিছুটি, গাত্রস্পর্শে বিষজ্বালাকর লতাবিশেষ ও তাহার পাতা।

বিছান : ● (ভূমির বা খাটের তক্তার স্বরূপ প্রকাশকে) বিপরীত দিক হইতে ছাদিত করা অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, কোনো কিছুর উপরে আচ্ছাদন করা হয় যে আচরণে। ❒ আচ্ছাদন করা, ঢাকা। ❋

বিছানা : ● **বিছান**-র আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **বিছান**-করণ হইয়া থাকে। ❒ কাঁথা ইত্যাদি। ❋

বিজন : ● বিগত হইয়াছে জন-এর অস্তিত্ব যাহা হইতে; অথবা, যে স্থানে একজন মানুষও নাই, থাকে না। / 'বিগতজন'। (ব.শ.)। ❒ জনহীন, নির্জন। ❋

বিজয় : ● বিপরীত পক্ষকে **জয়** করা হয় যাহাতে। ❒ জয়, জিত, পরাজিতকরণ।

বিজয়া : ● **বিজয়**-এর আধার যে; অথবা, মধ্যবিত্ত জনগণকে জাগাইয়া (দুর্গাকে উদ্বোধিত করিয়া) বেয়াড়া গণনেতাদের পরাজিত করার (মহিষাসুরকে নিগ্রহ করার) আনন্দোৎসব থাকে যাহাতে। ● দুর্গাপূজার শেষের অনুষ্ঠানাদি।

বিজলী (বিজুরি) : ● বিকল্প আলো **জ্বলি**য়া উঠে যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে বিচ্ছুরিত আলো হঠাৎ আবির্ভূত হয়। ❒ কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলো, বজ্রপাতের আলো।

বিজিৎ : ● **বি** (বিশেষ, বিপরীত, বিকল্প) ভাবে জয়ী (জিতিয়াছে) যে।

বিজিত : ● বিপরীত (পক্ষ) বা বিকল্প দ্বারা জিত (পরাজিত) যে; অথবা বিশেষভাবে জিত (পরাজিত) যে।

বিজ্ঞ : ● **বি** (বিশেষ বা ব্যক্ত) জ্ঞান থাকে যাহাতে; অথবা, ব্যক্তজ্ঞান ধারণ করেন যিনি; কিংবা, (যে জ্ঞান আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হইয়া ব্যক্তরূপ লাভ করে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শেখানো হয়, সেই) ব্যক্ত (explicit) জ্ঞান জানেন যিনি; কিংবা, ব্যক্তজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া বুদ্ধিমান হইতে গিয়া অব্যক্তজ্ঞানকে (tacit knowledge-কে) সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া যাহাদের কেহ কেহ **বুদ্ধির ঢেঁকি**তে পরিণত হইয়া যায়। ❒ বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কুশল। ❋

বিজ্ঞপ্তি : ● বিশেষ **জ্ঞপ্তি** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহার মাধ্যমে বিশেষ আদেশ-নির্দ্দেশ-ঘোষণাদি জানিয়ে দেওয়া হয়। ❒ বিজ্ঞাপন, নিবেদন।

বিজ্ঞান : ● **বিজ্ঞ** (ব্যক্তজ্ঞান) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, অব্যক্তজ্ঞানের (tacit knowledge-এর) মহাসমুদ্রের তীর হইতে যে কয়টি 'জ্ঞানের নুড়ি' (explicit knowledge) কুড়াইয়া আনিয়া শিক্ষাশালাগুলির মাধ্যমে উত্তরসূরীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ❒ বিশেষ জ্ঞান, বিরূপ জ্ঞান, ঘটপটাদি-বিষয়ক জ্ঞান, অববোধমাত্র, প্রযুক্তি, নৈপুণ্য। ❋

বিজ্ঞানী : ● **বিজ্ঞান**-এর সক্রিয় আধার যে বা যিনি। ❒ বিজ্ঞানবান। ❋

বিজ্ঞাপন : ● বিশেষ **জ্ঞাপন** যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা জ্ঞাত বিষয়াদি বিশেষ

প্রকারে জানাইয়া দেওয়া হয়; অথবা, সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত বিষয়বিশেষের লিখিত বা মুদ্রিত ঘোষণাদি যাহাতে। ❐ বিজ্ঞপ্তি, জাঁক করে জানানো ...।

বিট (বিশ, বিষ) : ● বি (বিকাশসাধনমূলক শক্তিপ্রয়োগ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, বি (ত্যক্ত শক্তির প্রয়োগ) টঙ্কারিত যাহাতে। / ভূমিকে প্রাপ্ত হইয়াছে যে; অথবা, মূলনাড়ী ব্যাপ্ত করে যে। (ব.শ.)। ❐ বৈশ্য, মনুজ, মনুষ্য, জন, প্রজা, কন্যা; মল, বিষ্ঠা, মলমাত্র; কামুক, স্ত্রৈণ, পরবঞ্চক, বেশ্যাপতি, (নাট্যে) বেশ্যা ও নাগরের বার্ত্তাকথয়িতা, মূষিক, খদিরবৃক্ষ, বিটনুন, কুৎসাবাচক; **বিট**সারিকা = 'গুয়ে-শালিক', **বিট**বাবলা = 'গুয়ে-বাবলা', **বিট**বরাহ = গুখোর-সুয়োর ... প্রভৃতি। *

বিটপ : ● বিট (বিস্তারিতের টঙ্কার) পালন করে যে; অথবা, উৎপাদনব্যবস্থার বিস্তার থাকে যাহাতে। ❐ ব্যবস্থার শাখাসমুদায়, ব্যবস্থার বিস্তার, (সাদৃশ্যে) বৃক্ষশাখা, পল্লব, লতা, বৃক্ষের বিস্তার।

বিটপী : ● **বিটপ**-এর সক্রিয় আধার যে। / শাখা আছে যাহার; অথবা, প্রশস্ত শাখা আছে যাহার। (ব.শ.)। ❐ বহুশাখাবান ব্যবস্থা, শাখাবান সংস্থা, (সাদৃশ্যে) বৃক্ষ, বট।

বিটপোদর : ● **বিটপ** উদরে যাহার; অথবা, যে সত্তা পেটে পেটে (ভিতরে ভিতরে) মলোৎপাদন ব্যবস্থা চালায়। ❐ গুপ্ত কারুকর্ম্মশালা, **নিকুঞ্জ**; (সাদৃশ্যে) লতাগৃহ, বনমধ্য।

বিটল (বিটলা, বিটলে) : ● **বিট** (বিস্তারিতের টঙ্কার) লালিত যাহাতে। (**বিটল**-এর আধার যে; **বিটল** দিশাগ্রস্ত যাহাতে)। ❐ ধূর্ত্ত, দুষ্ট, দুর্ব্বৃত্ত, চোর, অপবিত্র, অস্পৃশ্য।

বিটলামী : ● **বিটলা**র সীমায়ন সক্রিয় যে আধারে। ❐ দুষ্টামি, ধূর্ত্ততা।

বিড় : ● বিকল্প বা বিপরীত গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যেদিকে গড়াইয়া যাওয়ার কথা সেদিকে না গিয়া বিকল্প বা বিপরীত দিকে গড়ায় যে; কিংবা, বিরুদ্ধ উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ হওয়ন যাহাতে বা হয় যে। (দ্র. **নিবিড়**)।

বিড়বিড় : ● **বিড়**-এর (ঘনিষ্ঠ হওয়নের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে জড়াইয়া জড়াইয়া নীচু স্বরে বিপরীত কথা বলা হয়। ❐ অস্পষ্ট ও অনুচ্চ স্বরে উচ্চারিত কথা।

বিড়ম্ব : ● **বিড়**-এর (বিপরীতে গড়ানোর বা বিরুদ্ধ উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠতার) পরিমিত বহন যাহাতে; অথবা, বিপরীত **ডম্ব** (আড়ম্বর) করে যে; কিংবা, শ্রাদ্ধের সময় বিয়ের গান বাজায় যে। ❐ বিপন্ন করা।

বিড়ম্বনা : ● **বিড়ম্ব** (বিরুদ্ধ ঘনিষ্ঠতা বা বিপরীত আড়ম্বর) অন (চলমান) যে আধারে; অথবা, যাহাতে ভালবাসা দেখাইয়া ভুল আড়ম্বর করিয়া বিপদে ফেলা হয়। ❐ বৃথা দুর্ভোগ, অস্বস্তিতে বা লজ্জায় ফেলা।

বিড়াল : ● **বিড়** (বিরুদ্ধ উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ) হওয়ার লালন যাহাতে; অথবা, বিশেষ বা বিরুদ্ধ উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ হয় যে। ❐ মার্জ্জার, ভণ্ড।

বিড়ে-দেখা : ● **বিড়**করণ করিয়া দেখা হয় যাহাতে; অথবা, ঘনিষ্ঠ হইয়া ও বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া (তাহার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সত্তার স্বরূপ বিচার করিয়া) দেখা হয় যাহাতে।

বিতণ্ডা : ● বিপরীত বা বিকল্প **তণ্ড** (তাড়না) থাকে যাহাতে; অথবা, একপ্রকার **তণ্ড**-এর বিপরীতে আরেক প্রকার **তণ্ড** গ্রহণ করার বুদ্ধি থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, 'ঈশ্বর ত্যজিয়া

যন্ত্রের আরাধনার বুদ্ধি'র বিপরীতে 'যন্ত্র ত্যজিয়া মায়াপুরে (বা তদ্রূপ কোনো স্থানে) গিয়া ঈশ্বরসাধনা করার বুদ্ধি' থাকে যাহাতে। / যাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী কেহই স্বপক্ষ সমর্থন করে না, সকলেই পরপক্ষ খণ্ডন করে বা পরপক্ষে দোষারোপ করে। (ব.শ.)। ◻ প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন **জল্প**।

বিতত : ● বিশেষ, বিকল্প; বা বিপরীত **তত** যাহাতে; অথবা, বিস্তারিত **তত** যাহাতে। ◻ দীর্ঘীকৃত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো। *

বিতরণ : ● **বি** (বিপরীত) **তরণ** থাকে যাহাতে; অথবা, যে সম্পদের প্রবাহ উলটা দিকে প্রবাহিত হয়; কিংবা, যাহাদের নিকট হইতে পাওয়া হয় বা পাওয়ার কথা, তাহাদিগকে দান করা হয় যাহাতে। (দ্র. **বৈতরণী**) ◻ উৎসর্জ্জন, ত্যাগ, দান।

বিতর্ক : ● বিপরীত বা বিকল্প **তর্ক** (তুলনামূলক বিচার) যাহাতে। ◻ সংশয়, সন্দেহ, বিতর্কণীয় বিষয়, বার্ক্কলহ। *

বিতান : ● বিপরীত বা বিশেষ কিংবা বিকল্প **তান** (তনজাত, কাজের ছন্দ বা সুর) যাহাতে। ◻ তুচ্ছক, মন্দ, বিস্তার, অনুষ্ঠান, চাঁদোয়া, যজ্ঞবেদি, পুঞ্জ, নিচয়।

বিত্ত : ● **বিৎ** (বিদ্ বা মানসিক দান) তারিত থাকে যাহাতে; অথবা, যে বস্তু বা বিষয় তাহার ভোগ-যোগ্যতার সম্পর্কে আমাদের বিদিত করে; কিংবা যাহাকে ভোগ করা যাইবে বলিয়া প্রত্যয় হয়। ◻ ভোগ্য, প্রতীত, জ্ঞাত, বিচারিত, ভোগ্য-দ্রব্য, ধন, অর্থ, দ্রব্য। *

বিদ : ● **বি** (বিকল্প, বিশেষ, মানসিক) দান থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো বস্তু বা বিষয় না দিয়া তাহার ধারণা, প্রতিচ্ছবি প্রভৃতি দান করা হয়; অথবা, যে বিকল্পদান বা মানসিক দান গ্রহণ করিলে বর্ত্তমান (**বিদ্যমান**) কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে অবগত (**বিদিত**) হওয়া যায় ...। ◻ জ্ঞান, বিদ্যমানতা, ব্যথা, বেত্তা, শিক্ষা**বিদ**, মনো**বিদ**।

বিদকুটে : ● যে বিদ্যমান সত্তার আপন অস্তিত্বের **বিদ**করণ-কার্য্যকে মাঝপথে কুটে দেওয়া বা ছেদন করা হইয়াছে। ◻ কুৎসিত, বদচেহারা, অশোভন, বেখাপ্পা, প্রচণ্ড। *

বিদগ্ধ : ● বিশেষভাবে **দগ্ধ** যে; অথবা, যে মানসিকভাবে **দগ্ধ** হইয়াছে; কিংবা, মানসিক ভাবে **দগ্ধ** হইয়া অভিজ্ঞ হইয়াছে যে। ◻ বিশেষ দগ্ধ, পক্ব, সুন্দর, পণ্ডিত, রসিকজন।

বিদর্ভ : ● বিগত **দর্ভ** যাহার; অথবা, যে দেশে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন লইয়া পণ্যজীবিতা বা সুদ ও লাভাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল; কিংবা, মুনিশাপে যে দেশ কুশশূন্য বা 'বিদর্ভ' হইয়াছিল। ◻ দেশবিশেষ, বিদর্ভদেশবাসীগণ, বর্তমান **নাগ**পুর অঞ্চল। *

বিদর্ভজা : ● **বিদর্ভ** হইতে জাতা যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী এই দেশে তিন যুগে তিন রূপে সক্রিয় হইয়াছিলেন। ◻ দময়ন্তী, রুক্মিণী, লোপামুদ্রা। *

বিদর্ভা : ● **বিদর্ভ**-এর আধার যে। ◻ বিদর্ভরাজধানী কুণ্ডিননগর। *

বিদায় : ● বিগত **দায়** যাহা হইতে; অথবা, কাহারও চলিয়া যাওয়ার কালে যাহা দিতে হয়; কিংবা, যাহাতে আর কিছু দেওয়ার বা করার প্রয়োজন (সামাজিক সদাচার রূপে) থাকে না। ◻ স্থানান্তরে যাওয়ার স্বীকৃতি বা অনুমতি, সম্প্রদান, বিসর্জ্জন, নগদ**বিদায়**।

বিদিত : ● **বিদ** (বিকল্পদান বা মানসিক দান) সক্রিয় হইয়া তারিত হয় যাহাতে। ◻ অবগত, পরিজ্ঞাত, পণ্ডিত।

বিদিশা : ● বিচলিত দিশা যাহার (যে স্থানের জনগোষ্ঠীর); অথবা, যাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় **দিশা** (জনগণের উৎপাদন জনগণের ও তার পরিচালকের জন্য) ত্যাগ করিয়া অন্যতর দিশা (জনগণের উৎপাদন তাহার ক্রেতাদের জন্য) গ্রহণ করিয়াছিল (এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল)। ❐ মালব দেশের এক নগরী।

বিদুর : ● **বিদ** (মানসিক দান) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রক্ষিত হয় যাহাতে। / যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব জানেন। (ব.শ.)। ❐ জ্ঞাতা, পণ্ডিত, ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ✻

বিদুষী : ● নবরূপে উত্তীর্ণ **বিদ**-এর (মানসিক দানের) দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণের সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে নারী প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন। ❐ বিদ্যাবতী রমণী, উচ্চশিক্ষিতা, পণ্ডিত মহিলা।

বিদূষী : ● **বি** (বিশেষ, বিকল্প, বা বিপরীত ভাবে) দূষিতা হইয়াছেন যে নারী। ❐ সহবাসদূষিতা।

বিদেশ : ● বিশেষ বা বিপরীত **দেশ** (দেশন, দিশাদর্শন) থাকে যাহাতে। ❐ বিভিন্ন দেশ, দেশান্তর, পরদেশ। ✻

বিদেহ : ● **বি** (বিগত) দেহ যাহার; অথবা, পারিশ্রমিক (বা মূল্য) গ্রহণ করিয়া লওয়ায় সেই পরিশ্রম-জাত উৎপন্নের সহিত সম্বন্ধ-শূন্য যে; কিংবা, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বা পণ্য রপ্তানি করিয়া দেয় যে। ❐ বিগতদেহ, দেহ-সম্বন্ধশূন্য, দেহরহিত, মিথিলাদেশ। ✻

বিদেহজা : ● **বিদেহ** হইতে জাতা (যে); অথবা, বিক্রয়ের জন্য পাইকারী হারে শস্য বা পণ্য উৎপাদন ক্রমে যে জনগোষ্ঠীর জন্ম দিয়াছিল; কিংবা, যে জনগোষ্ঠী পাইকারী শস্য-উৎপাদন ক্ষেত্রে খেপ খাটিত। ❐ সীতা। ✻

বিদেহনগরী : ❐ বিদেহরাজধানী মিথিলা।

বিদেহরাজ : ❐ জনকাদি।

বিদ্যমান : ● **'বিদকারী সত্তা'র** (= **বিদ্যের**) সীমায়িত আধার অন থাকে যাহাতে; অথবা, যে সত্তা আপন অস্তিত্ব **বিদিত** করিতেছে। ❐ বর্ত্তমান, প্রত্যক্ষ, জ্ঞানগোচর, (ব্যঞ্জনার্থে) সম্মুখে, সাক্ষাৎ, জীবিত থাকিতে। ✻

বিদ্যা : ● **বিদ** (মানসিক দান) থাকে যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা **বিদিত** হওয়া যায়, তাহার আধার; অথবা, প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্রজ্ঞান বা ব্যক্তজ্ঞান (স্থির-জ্ঞান, explicit knowledge) থাকে যাহাতে; কিংবা, আবিষ্কারক-স্রষ্টা মানুষদের (শিবকে) বাদ দিয়া দক্ষ-বিশেষজ্ঞ মানুষদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে 'একই জ্ঞান ও কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিকারী কর্ম্মময়ী **অবিদ্যা**'কে যে নামে ডাকা হয়। / যাহার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ শাস্ত্রাভ্যাসজন্য বা অধ্যয়ন হেতুক জ্ঞান, বিদ্যাহেতু শাস্ত্র (ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ড, ও আন্বীক্ষিকী — এই চারি বিদ্যা)। ✻

বিদ্যাধর : ● **বিদ্যাকে** ধারণ করার সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে প্রাচীন রাষ্ট্রপালিত বিদ্যাধরগণ প্রজাদিগকে বিদ্যাদান করিতে গিয়া বিনিময়ে অর্থাদি গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। ❐ (সেকালের ভাষায়) দেবযোনিবিশেষ।

বিদ্যাধরী : ● **বিদ্যাধর**-এর সক্রিয় আধার যে স্ত্রীশক্তি। ❐ বিদ্যাধর-স্ত্রীজাতি, কামরূপী দেবযোনিবিশেষ, মানসী।

বিদ্যালয় : ● **বিদ্যার** (স্থির-ব্যক্তজ্ঞানের) আলয় যাহা; অথবা, যেখানে স্থির ব্যক্ত-জ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।

❒ (একালে) স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি।

বিদ্যুৎ : ● যাহা বিশেষভাবে (অকস্মাৎ) দ্যুতিত (ঝলকিত) হয়। / বিশেষ দ্যোতিকা যে। (ব.শ.)। ❒ তড়িৎ, বিজুরী।

বিদ্রূপ : ● ব্যঙ্গচিত্রের ন্যায় **বিদ্‌-রূপ** (বিকৃতিদত্ত রূপ) কল্পনা করিয়া আঘাত যাহাতে। ❒ শ্লেষমিশ্রিত উপহাস।

বিদ্রোহ : ● বিপরীত বা বিশেষ **দ্রোহ** যাহাতে; অথবা, **দ্রোহ**-এর বিরুদ্ধে **দ্রোহ** যাহাতে। ❒ শাসনোল্লঙঘন, রাজদ্রোহ।

বিদ্রোহী : ● যে **বিদ্রোহ** করিয়াছে। ❒ শাসনবিরোধী, রাজদ্রোহী।

বিদ্বান : ● **বিদ** (মানসিক দান) বহন অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, **বিদ** (মানসিক দান) গ্রহণ করিয়া বহন করেন যিনি। / যিনি জানেন। (ব.শ.)। ❒ প্রাজ্ঞ, জ্ঞাতা, আত্মবিৎ, ব্রহ্মজ্ঞ, পণ্ডিত। *

বিধবা : ● বিগত **ধব** (দুঃখ বা সন্তাপ হরণ-কারী) যাহার (যে প্রকৃতির); অথবা, যে নারীর **ধব** (স্বামী, অধিপতি) গত হইয়াছে। ❒ ধবহীন, পতিহীন, মৃতভর্ত্তৃকা, পতিরহিতা স্ত্রী।

বিধা : ● বিপরীতভাবে ধারণ করে যে; অথবা, যে বিধিসমূহ সমাজদেহকে বা মানবমনকে ধারণ করিয়া রাখে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে শয্যা মানবদেহকে ধারণ করিয়া রাখে। ❒ বিধি, বিধান, খাট, বিছানা।

বিধাতা : ● বিকল্প বা বিশেষ প্রকার **ধাতা** যে; অথবা, স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **ধাতাকে** অতিক্রম করিয়া বিকল্প বা বিশেষ প্রকারে **ধাতা**-কর্ম্ম করেন যিনি; অথবা, **ধাতা**-কর্ম্ম কৃত্রিমভাবে করেন যিনি। ❒ বিধানকর্ত্তা, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, নির্ম্মাতা, প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, অচলায়তন।

বিধাত্রী : ● যে সক্রিয় আধার বিকল্প বা বিশেষ সত্তাধারীকে ত্রাণ করেন। ❒ বিধান-কর্ত্রী, জনয়িত্রী, পিপ্পলী।

বিধান : ● বিকল্প **ধান** (সচল সত্তাধারণ প্রক্রিয়া) যাহাতে; অথবা, যে বিকল্প পদ্ধতিতে (নীতিতে, আইনে) কোনো বিষয়কে ধারণ করা হয়। ❒ করণ, অনুষ্ঠান, নির্ম্মাণ, অনুশাসন, বিধি, নিয়ম।

বিধি : ● বিকল্প বা বিশেষ ধারণকর্ম্ম সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক নিয়ম সমাজকে তদবস্থায় ধরিয়া রাখিয়াছে, সেই নিয়ম বা নিয়ম সৃষ্টি, এবং তাহার প্রতিষ্ঠা ও পালনকারী যিনি। ❒ ব্যবস্থা, কৃত্রিম সামাজিক নিয়ম, বিধানকর্ত্তা, বিধায়ক।

বিধু : ● **বিধ** (বিকল্প-ধারী বা বৈপরীত্যধারী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে বিকল্প বা বিপরীত সত্তা বিরোধিতা না করিয়া সহযোগিতা করে; কিংবা, যে শত্রু বন্ধুতে পরিণত হইয়াছে; অথবা, যে স্বাতন্ত্র্য যৌথতার সহযোগী (পরিপূরক) হইয়া উঠিয়াছে; কিংবা, (বাংলাজ্ঞানীদের **পাদোদক-মূঢ়তার** কারণে) যাহা তাহার সকল মহিমা হারাইয়া শুধুমাত্র আকাশের চাঁদে (moon-এ) পরিণত হইয়াছে। / বেধ (ভেদ) করে যে; অথবা, দৈত্যগণকে বেধ করে যে; কিংবা, যাহা সুর-গণের পেয়। (ব.শ.)। ❒ চন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা।

বিধুক্ষয় : ● **বিধু**-র (বন্ধুতে পরিণত শত্রুর) ক্ষয় যাহাতে। ❒ অমাবস্যা।

বিধুভূষণ : ● **বিধু** (চন্দ্রাদি) ভূষণ যাহার; অথবা, অর্থবিস্মৃত হওয়ায় আধুনিক বাংলা-ভাষী যে প্রিয় শব্দটি তাহার সন্তানের নাম-করণে আর ব্যবহার করে না। ❒ শিব।

বিধুমুখী : ● **বিধুর** (চন্দ্রের) ন্যায় মুখ যে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

প্রকৃতিশক্তির। ❐ চন্দ্রাননা।

বিধুরাজ : ● **বিধু**সমূহের মধ্যে রাজা যে। ❐ পূর্ণচন্দ্র।

বিধেয় : ● **বি** (বিশেষ প্রকারে) ধারণ দিশাগ্রস্তভাবে যায় বা চলে যাহাতে; অথবা, উদ্দেশ্য লাভের নিমিত্ত মানুষ যাহা করে বা মানুষের যাহা করা উচিত; কিংবা, বাক্যের উদ্দেশ্য লাভের নিমিত্ত যাহা করা হয়। ❐ বিধানযোগ্য, নিয়োজ্য, বচনকর ...।

বিধৌত : ● বিশেষভাবে বা আগাপাশতলা **ধৌত** করা হইয়াছে যাহাকে। ❐ নদী**বিধৌত** বঙ্গদেশ। *

বিনত : ● বিশেষ, বিকল্প, বা বিপরীত ভাবে নত যে।

বিনা (বিনে) : ● বিকল্প বা বিপরীত সত্তাকে নাকৃত করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, অবিনাভাব থাকে না যাহাতে; কিংবা, ভেদভাব থাকে যাহাতে। ● ব্যতীত, ছাড়া।

বিনায়ক : ● বিশেষ বা বিপরীত প্রকার **নায়ক** যে; অথবা, যে বিনয়ন করে; অথবা, যে লেনদেন বা ক্রয়বিক্রয় করে; কিংবা, গরুড় (লক্ষ্মীনারায়ণের বাহক আইনসত্তা) যাহাদের (যে লেনদেনকারীগণের) অধি-দেবতা। ❐ বিশিষ্ট নায়ক, নায়ক, গণেশ, নেতা, গুরু, বুদ্ধদেব। *

বিনিবেশ : ● বিশেষভাবে **নিবেশ** কৃত যাহাতে।

বিনিময় : ● বিপরীত **নিময়** যাহাতে; অথবা, নির্গত **ময়**-এর পরিবর্তে অন্যের নির্গত **ময়** গ্রহণ করা হয় যাহাতে। / (যাহাতে) তুল্য বস্তুদানে দ্রব্যান্তর গ্রহণ (থাকে)। (ব.শ.)। ❐ আধি, ব্যাধি, পরিবর্ত্ত, প্রতিপণন, পরস্পর আদান-প্রতিদান, পরিবর্ত্তন, বন্ধক।

বিনীত : ● বিকল্পের আনয়ন (জ্ঞানের আনয়ন) কৃত যাহাতে; অথবা, যে শাস্ত্রশিক্ষা আনয়ন করিয়াছে। ❐ বিনয়ান্বিত, সুশিক্ষিত।

বিন্দু : ● **বিন** (বিশেষভাবে নাকৃত-এর) দান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাকে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা অস্তিত্বরূপে দেখা দেয় যাহাতে (যে শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে, গন্ধে); কিংবা, অস্তিত্বের সূচনা হয় যে **তন্মাত্রে**। / যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু বেধ নাই। (ছা.অ.)। ❐ জলকণ, দ্রবদ্রব্য-কণামাত্র, ফোঁটা, অত্যল্প, (সংস্কৃতে) অনুস্বার চিহ্ন, (জ্যামিতিতে) স্থূলত্বদীর্ঘত্বহীন পদার্থবিশেষ (point)। *

বিন্দুবিসর্গ : ● যাহা বিন্দু (সূচনা) হইতে বিসর্গ (শেষ) পর্যন্ত প্রসারিত; অথবা, সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত থাকে যাহাতে। ❐ অনুস্বারবিসর্গ। *

বিদ্ধ (বিঁধ) : ● **বিন** (বিশেষভাবে নাকৃত) ধারিত যাহাতে; (বি-এর রহস্যরূপ ধারিত যাহাতে); অথবা, যাহা নাকৃত হইয়া এতই সূক্ষ্মদেহ লাভ করিয়াছে যে অন্য দেহে তাহা অনায়াসে প্রবেশ করে। ❐ ভেদ করা, বিদ্ধ করা, বিঁধান, ছিদ্র করা, শল্য, শলা। *

বিন্ধ্যপর্ব্বত : ● **বিন্ধ**করণ করে (বিঁধে) যে সত্তা তাহা উৎপাদন করিত যে ব্যবস্থা; অথবা, যে **পর্ব্বত** (সমাজব্যবস্থা) বিরুদ্ধ **ধ্যান** করিত; অথবা, বিকল্প পথে অন-করণকে ধারণ করা থাকে যে পর্ব্বতে (সমাজব্যবস্থায়); অথবা, যে সমাজব্যবস্থা (**পর্ব্বত**) বৈদিক ব্যবস্থার (হিমালয় পর্ব্বতের) বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; অথবা, যে ব্যবস্থা বিকল্প পথে (পণ্যবাদী পথে) সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালানোর চেষ্টা করিয়াছিল; কিংবা, 'সূর্য্য মেরুর ন্যায়

আমার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবে না কেন?' এই প্রশ্ন তুলিয়াছিল যে; অথবা, **অগস্ত্য** সত্তা যে পর্ব্বতকে চিরকালের জন্য মাথা নীচু করিয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ... ইত্যাদি। / সূর্য্যগতিরোধ হেতু বিরুদ্ধধ্যান করে যে। (ব.শ.)। ◻ প্রাচীন ভারতের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, (সাদৃশ্যে) বিন্ধ্য নামে পর্ব্বত। *

বিপণি : ● যে স্থান হইতে **বিপণন** করা হয় (ক্রয় করা হয় না)। / যে স্থানে বিক্রয় করা হয়। (ব.শ.)। ◻ দোকান, পণ্যবিক্রয়শালা, হট্টমধ্যস্থ পণ্য-বিক্রয়বীথী, হাটচালা।

বিপদ : ● বিপরীত বা বিশেষ **পদ** (দখল-কারী) থাকে যাহাতে। ◻ বিপত্তি, বিপৎকাল, বিনাশ। *

বিপরীত : ● **বি** (বিকল্প দিকে বা উল্টো দিকে) **পরীত** (সার্ব্বিকভাবে গত) যে। / 'বিরূপগত'। (ব.শ.)। ◻ বিরুদ্ধ, বিধিবিরুদ্ধ, প্রত্যাবৃত্তমুখ, উলটো। *

বিপাক : ● বিপরীত বা বিশেষ (পৃথক) **পাক** যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার জীবন-চক্র পরিক্রমণ বিপরীত বা পৃথক পথের দিকে টান দিয়াছে বা দিতেছে। ◻ বিপত্তি, বিপরিণাম, পরিপক্কভাব, ভুক্তদ্রব্যের পচন। *

বিপাশা : ● **বি** (বিপরীত) **পাশন** করে যে; অথবা, পাশহীন বা পাশমুক্ত করে যে। / যে বসিষ্ঠকে বিপাশ করে। (ব.শ.)। ◻ (সাদৃশ্যে) পঞ্জাবস্থ নদীবিশেষ (Beas)। *

বিপ্র : ● **বি** (বিশেষ, বিপরীত) **প্র** (পালন-রক্ষণ) করে যে; অথবা, যাঁহারা বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে প্রয়োজন পূর্ণ করেন; কিংবা, **প্র**-কে (পালন-রক্ষণের শ্রেষ্ঠ সমুচ্চিত-সম্মিলনকে) বিপরীত করিয়া (নষ্ট করিয়া) দেয় যে। ◻ পুরোহিত, বিদ্যাবান ব্রাহ্মণ।

বিপ্রর্ষি : ● / যিনি বিপ্র ও ঋষি, ব্রহ্মর্ষি, বসিষ্ঠাদি। (ব.শ.)।

বিপ্রকর্ষ : ● **প্রকর্ষ**-কে (প্রকৃষ্ট আকর্ষণকে) বিপরীত করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ◻ অপনয়ন, অপসারণ, আকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন, দূরত্ব, যুক্তাক্ষরের স্বরাগমের বিশ্লেষণ।

বিপ্রকর্ষণশক্তি : ● / যে শক্তি দ্বারা পরমাণু সকল পরস্পর দূরবর্তী হয়। (ছা.অ.)।

বিপ্রতীপ : ● বিশেষভাবে প্রতীপ (বিপরীত) যে।

বিপ্রলব্ধ : ● যাহা দ্বারা বা যাহা হইতে বিপরীতভাবে এবং প্রকৃষ্টভাবে লাভ করা হইয়াছে (এমনভাবে যে, যাহার গিয়াছে তাহার আপত্তি করার পথটিও রাখা হয়নি); অথবা, যাহা দ্বারা বা যাহার নিকট হইতে **বিপ্র**গণ (বিদ্যাবানগণ) লাভ করিয়া থাকেন; কিংবা, **বুদ্ধির ঢেঁকি**রা যাহাদিগকে **প্রতারণা** করিয়া থাকে। ◻ বঞ্চিত, প্রতারিত। *

বিপ্লব : ● বিপরীত, বিকল্প বা বিশেষ প্রকার **প্লব** যাহাতে। ◻ প্লবন, নাশ, উপদ্রব, উচ্ছেদ, বিপর্য্যস্ত, ব্যসন, উপপ্লব ...। *

বিবর : ● বিশেষভাবে বরণ করা বা আবরণ করা হইয়াছে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে ভাষার দ্বারা) কোনো ধারণাকে বরণ করিয়া ভাষাবৃত করিয়া রাখা হয়। ◻ ধারক, মনের **বিল**, মনোভূমিস্থ রন্ধ্র; বিবৃত করা। *

বিবরণ : ● **বিবর** (বিশেষভাবে আবরণ করা) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা বিশেষভাবে (বিশেষভাবে প্রযুক্ত ভাষার সাহায্যে) বরণ করিয়া বা বিন্যস্ত করিয়া উপস্থাপন করা হয়। ◻ ব্যাখ্যান, বিশদীকরণ, সবিস্তর বর্ণন, ব্যাখ্যানগ্রন্থ। *

বিবর্ত্ত : ● বিকল্প বা বিপরীত **বর্ত্ত** যে বা যাহাতে। ❒ ঘূর্ণন, সম্মুখে বা পশ্চাৎ আবর্ত্তন।

বিবর্ত্তন : ● **বিবর্ত্ত** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ ঘূর্ণন, অন্যথাভাব ...।

বিবর্ত্তিত : ● যাহার **বিবর্ত্তন** হইয়াছে। ❒ ঘূর্ণিত, বিচালিত ...।

বিবস্বৎ : ● বিশেষ প্রকার **বস**করণের বাহক তারিত যাহাতে; অথবা, বিশেষ প্রকার সামাজিক ক্ষমতার স্থিত রূপের (আইনের) বাহক তারিত যাহাতে; কিংবা, বিশেষ ধরনের সামাজিক ক্ষমতা বা তেজ (রাষ্ট্রক্ষমতা) বহন করে যে। / তেজ যুক্ত যে। (ব.শ.)। ❒ 'তেজোযুক্ত', রাষ্ট্র, সূর্য্য, দেব, অর্কবৃক্ষ। ✻

বিবাদ : ● বিপরীত **বাদ**[১] (কথা) থাকে যাহাতে। ❒ বিরুদ্ধবাদ, কলহ, কথা-কাটাকাটি, প্রতিবাদ ... ইত্যাদি।

বিবাদ-বিসংবাদ : ● **বিবাদ** (বিপরীত কথন) ও **বিসংবাদ** (বিপরীত বার্ত্তা) থাকে যাহাতে। ❒ কলহ ও বাদপ্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক।

বিবাদী : ● **বিবাদ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বিবাদ** করে যে। ❒ বিবাদকারী, বিবাদার্থী।

বিবাহ : ● **বি** (বিশেষভাবে) **বাহ** (বহন করার অঙ্গীকার) থাকে যাহাতে; অথবা, অগ্নি-সাক্ষী করিয়া (সামাজিক শক্তিধরকে সাক্ষী করিয়া) বিশেষভাবে বহন করার অঙ্গীকার (চুক্তি) করা হয় যাহাতে; কিংবা, প্রকৃতির (কর্ম্মীর, মজুরের, কন্যার) সহিত পুরুষের (প্রভুর, মালিকের, বরের) যে চুক্তি হওয়ার পর তাহারা কর্ম্মরত হয়। / বিশিষ্ট (অর্থাৎ অগ্নিসাক্ষিক) বহন বা স্বীকার (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ❒ কর্ম্মীগ্রহণ, দারপরিগ্রহ, পরিণয়। ✻

বিবিধ : ● বিশেষ, বিকল্প, ও বিপরীত **বিধা** (বিকল্প ধারণ) যাহাতে। / বিভিন্ন বিধা যাহার। (ব.শ.)। ❒ নানাপ্রকার, বহুবিধ।

বিবেক : ● বিশেষ দিশায় **বিচয়**ন থাকে যাহাতে; অথবা, পুরুষ-প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বা দ্বৈতাদ্বৈতের সুন্দর রূপ স্বভাবত চয়ন করে যে; কিংবা, পরমাপ্রকৃতি (ঈশ্বর, আল্লা, গড ...) স্বয়ং যে রূপে মানবমনে বিরাজ করিয়া থাকেন; অথবা, (পদ্মপুরাণ অনু-সারে) মানবমনে যাহার উৎপত্তি হইলে অসুর বিনাশপ্রাপ্ত হয়। / প্রকৃতিপুরুষের বিশেষ জ্ঞান (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ❒ মানবমনে স্থিত ঈশ্বরের স্বরূপ-স্বগুণ, বিবেচন, জ্ঞান, চৈতন্য। ✻

বিবেচক : ● **বিবেচনা** করে যে। ❒ বিবেচনাকারক, বিবেকী, জ্ঞানী।

বিবেচনা : ● বিশেষ দিশায় **বিচয়ন**-এর আধার যে; অথবা, সুন্দরের নিরিখে মানসিক চয়ন করা হয় যাহাতে। ❒ সুচিন্তিত মানসিক চয়ন।

বিব্রত : ● বিপরীত **ব্রত** যাহাতে; অথবা, নিজ **ব্রত** ছাড়িয়া দেওয়ার এবং বিপরীত ব্রত-গ্রহণের সম্ভাবনা যাহাতে। / ব্রত হইতে বিচলিত (যে)। (ব.শ.)। ❒ ব্যাকুল। ✻

বিভক্ত : ● বিপরীতভাবে ভক্ত (ভজনকৃত) যে; অথবা, (যে সত্তা যে দিশায় চলে তাহাকে তাহার) বিপরীত দিশায় (আন্তরিক বা বাহ্যিক) ভজনা করা হয় যাহাতে বা তদ্রূপ করার ফল ফলে যাহাতে; কিংবা, উদাহরণ স্বরূপ, হাতুড়ির আঘাতে ইট পাথর প্রভৃতিকে বিদিশাগ্রস্ত করিয়া দেওয়ায় তাহারা খণ্ডিত হইয়া যায় যাহাতে; অথবা,

উদাহরণস্বরূপ, কৃষিকর্ম্মের দিশায় ভজনা চলমান যে প্রতিষ্ঠিত যৌথপরিবারে, তাহার এক সদস্য 'শিক্ষিত' হইয়া চাকুরি লইলে তাহার পশ্চাতে পরিবারের কিয়দংশ স্বকর্ম্ম ছাড়িয়া নিমিত্ত কর্ম্মের দিশায় ভজনা শুরু করে এবং তাহাতে অনতিবিলম্বে তাহাদের যৌথ-পরিবার 'ভেনো' (ভিন্ন) বা খণ্ডিত হইয়া যায়। ◻ খণ্ডিত, পৃথককৃত।

বিভক্তি : ● **বিভক্ত**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **বিভক্ত**করণ চলে; কিংবা, যাহাকে শব্দের সহিত যোগ করিয়া শব্দকে বিশেষ বিভাগে ক্রিয়া-সিদ্ধ করা হয়। ◻ বিভাগ, পৃথককরণ, (ব্যাকরণে) সংখ্যাকারক-বোধক প্রত্যয়।

বিভঙ্গ : ● বিকল্প বা বিপরীত **ভঙ্গ** যাহার; অথবা, যাহা উলটো দিকে ভাঙিবার ঢঙ্গ করে। ◻ ভঞ্জন, ভেদ, ব্যাঘাত, চর্ম্মসঙ্কোচ, ভঙ্গি ... ইত্যাদি।

বিভব : ● বিপরীত বা বিকল্প বা বিশেষ **ভবন** যাহাতে। / যাহা দ্বারা সামর্থ্য সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ◻ প্রসার, বিস্তার, ধন, ভূতি, সম্পদ, সমৃদ্ধি, মহিমা।

বিভা : ● **বি** (বিকল্প, বিপরীত) **ভা** (দীপ্তি) যাহাতে; অথবা, বিপরীত ক্ষেত্রে (রাতের বেলায়) যে জগৎপ্রকাশক আলো বা দীপ্তি থাকে। / দীপ্তি করে যে ('দীপ্তিকর')। (ব.শ.)। ◻ প্রভা, আলোক, কিরণ, দীপ্তি, প্রকাশ। ✻

বিভাজন : ● বিপরীতে (বিপরীত দিশায়) **ভজনা** করা হয় যাহাতে; অথবা, বিপরীত দিশায় **ভজনা** করার ফলে যাহা খণ্ডিত হইয়া যায়। ◻ ভাগকরণ, ভিন্ন ভিন্ন করণ।

বিভাবরী : ● **বিভা**-বরণকারীর সক্রিয় আধার যে (রাত্রি)। / বিভাকে আচ্ছাদন করে যে; অথবা, নক্ষত্রাদি দ্বারা যাহা বিভাত হয়। (ব.শ.)। ◻ রাত্রি, অবশা স্ত্রী, মুখরা স্ত্রী। ✻

বিভাস : ● বিশেষ বা বিকল্প **ভাস** যাহাতে। ◻ রাগবিশেষ, আলোক, দ্যুতি, ছটা, চমক।

বিভিন্ন : ● বিশেষভাবে বা বিকল্পভাবে **ভিন্ন** (খণ্ড খণ্ড) যে। ◻ বিভক্ত, বিদীর্ণ, নিরাকৃত, বিঘট্টিত, অন্যথাকৃত ... ইত্যাদি। ✻

বিভী : ● / বিগত ভী (ভয়) যাহার। (ব.শ.)। ◻ বিগতভয়, ভয়মুক্ত, ভয়হীন।

বিভীত : ● **বিভী** (বিগতভয়) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহার মন হইতে ভয়কে বিতাড়ন করা হইয়াছে। ◻ নির্ভীক। ✻

বিভীতক : ● **বিভীত** (নির্ভীক) করে যে; অথবা, যে প্রশাসন-বৃক্ষ হইতে বহিঃশত্রুর ভয় দূর হয়। / যাহা হইতে রোগভয় যায়; অথবা, ভূতাশ্রয় হেতু যাহা হইতে বিশেষ ভয়। (ব.শ.)। ◻ থানা-পুলিশ ব্যবস্থা, (সাদৃশ্যে) বহেড়া গাছ, বহেড়া। ✻

বিভীষক : ● বিশেষ প্রকারের **ভীষক** (ভয়-প্রদর্শনকারী) যে। ◻ বিভীষয়িতা, বিশেষ ভয়ঙ্কর, ভীতিজনক।

বিভীষণ : ● বিশেষ প্রকার **ভীষণ** যে; অথবা, **ভীষণ**-এর বিপরীত যে **ভীষণ**; কিংবা, **ভীষণ**-এর ঘরের শত্রু যে **ভীষণ**; অথবা, **ভীষণ** যাহাকে ভয় পায়। ◻ বিভীষক, কঠোর, দারুণ (ভাষা), নলতৃণ, একাদশ মুহূর্ত্ত, ত্রাসজনক কার্য্য, ভয়োৎপাদন, ভয়প্রদর্শন, রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ✻

বিভীষিকা : ● বিশেষভাবে **ভীষ**-কে (ভয় প্রদর্শনকারীকে) সক্রিয় করে যে আধার; অথবা, যাহা **ভীষ**কারীকেও (ভয়জনককেও) ভয় প্রদর্শন করে (এতই ভয়ানক)। ◻ মহাভয়জনক।

বিভু : ● বিকল্প, বিশেষ বা বিপরীত ভাবে **ভূ** (অস্তিত্ববান) হয় যে; অথবা, গায়ের জোরে যিনি **প্রভু** হইয়াছেন। / যিনি বস্তুতত্ত্ব অবধারণ করিতে পারেন। (ব.শ.)। ◻ বিভবনশীল, নিগ্রহসমর্থ, পরমমহত্ত্বযুক্ত, কুবের, ঈশ্বর, অর্হৎ দেব, প্রভু, রাজা। *

বিভূতি : ● বিকল্প রূপে পতিত **ভূতি** যাহাতে; অথবা, **ভূতি**র (**ভূত** হওয়নের) বিপরীতে বিকল্প রূপে যাহা জন্মায়; অথবা, ঘটনার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান থাকে যাহাতে; কিংবা, **ভব**সংসারের জ্ঞানসার থাকে যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) বস্তুজগতের সার (**ভস্ম** বা ছাই) থাকে যাহাতে। ◻ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, শিবধৃতভস্ম, জ্ঞানসম্পদ, মহিমা, ঈশ্বরভাব, (সাদৃশ্যে) ছাই। *

বিভূতিভূষণ : ● **বিভূতি** ভূষণ যাহার; অথবা, যিনি পূর্ব্বতন মানুষদিগের অর্জ্জিত জ্ঞানসমূহ জানিবার চেষ্টা করেন, জানেন, উপভোগ করেন বা মাখেন; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে নন্দীষাঁড় ছাইগাদায় গিয়া ছাই মাখে। ◻ আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা, শিব, (সাদৃশ্যে) গায়ে ছাইমাখা তান্ত্রিক সাধু, ষাঁড়। *

বিভ্রাট : ● বিপরীত **ভ্রা** (আবর্ত্তমান সত্তা) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, প্রচলিত **ভ্রাট**-এর বিপরীত **ভ্রাট** যাহাতে; কিংবা, আবর্ত্তমান সত্তাকে আটকাইয়া দেয় যে। ◻ বিপত্তি, সঙ্কট, ঝামেলা, আকস্মিক দুর্ঘটনা। *

বিভ্রান্ত : ● বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে **ভ্রান্ত** যে। ◻ পর্য্যটিত, বিক্ষিপ্ত, ঘূর্ণিত, বিস্মিত, বিবিধভ্রান্ত, ব্যাপ্ত।

বিমর্শ : ● বিশেষ বা বিপরীত **মর্শ** (বিচার-বিশ্লেষণ) যাহাতে। ◻ বিচিন্তন, বিতর্ক, সংশয় ... ইত্যাদি; বিচার করা, চিন্তা করা।

বিমর্ষ : ● বিকল্প **মর্ষ** যাহাতে; অথবা, যাহা বাধ্য হইয়া সহন করিতে, মানিয়া লইতে বা ক্ষমা করিতে হয়। ◻ অসহন, বিচারণা, বিষাদ, বিষণ্ণ, দুঃখিত।

বিমান : ● বিগত **মান** যাহা হইতে; অথবা, **মান**সম্মান নাই যাহার; অথবা, যাহার কোনো **মান** নাই বলিয়া যাহা শূন্যে (ব্যোমে, আকাশে) পরিণত হইয়াছে; কিংবা, **মান**[২]হীন বলিয়া যাহা শূন্যে চলিয়া যায়। ◻ অবজ্ঞাত, আকাশ, উড়োজাহাজ, ব্যোমযান।

বিমাননা : ● বিগত **মানন**-এর আধার যে; অথবা, যাহার যাহা **মান** তাহাকে তাহা দেওয়া হয় না যাহাতে। ◻ অবগণনা, অবমান, অবজ্ঞা, তিরস্কার।

বিমানিত : ● বিগত **মান** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহার **মান** বাদ দিয়া তাহাকে গণনা করা হইয়াছে। ◻ অবগণিত, অবজ্ঞাত।

বিমুগ্ধ : ● বিশেষরূপে বা বিপরীতভাবে **মুগ্ধ** যে। ◻ বিমোহপ্রাপ্ত, হতবুদ্ধি। *

বিমূঢ় : ● বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে **মূঢ়** যে। ◻ স্বরূপ-বিবেক-অসমর্থ, বিক্ষিপ্ত, বঞ্চিত, বিবেকহীন, হতবুদ্ধি। *

বিমূর্ত্ত : ● বিগত **মূর্ত্তি** যাহার; অথবা, যে **মূর্ত্তি**মান সত্তার **মূর্ত্তি** বা দেহকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ◻ স্বল্পবুদ্ধিদের 'অ্যাবসার্ড' ধারণা বা শিল্প। *

বিয়নী : ● **বি** (বিপরীতে) যাওয়া অন (চলমান) যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে সক্রিয় আধার তাহাতে ক্ষিপ্ত বীজকে বিপরীত দিকে (ক্ষেপকের দিকেই) সন্তানরূপে নির্গত করিয়া দেয়। (দ্র. **বেন**-ধান)। ◻ প্রসব, প্রসব করা, প্রসবকারিণী। *

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

বিয়ে (বিয়া, বে) : ● বিশেষভাবে একদিশায় যাওয়া হয় যাহাতে; (বিশেষভাবে যাওয়ার আধার যে; অথবা, দিশাগ্রস্ত বহন যাহাতে)। ❒ বিবাহ। ❋

বিয়োগ : ● **যোগে**র বিপরীত ক্রিয়া যাহাতে। ❒ বিচ্ছেদ, অপগম, ব্যবকলন।

বিরক্ত : ● যে বিপরীতভাবে **রক্ত** বা রঞ্জিত হইয়াছে। ❒ বিশেষ বা বিপরীত রাগযুক্ত, বিরাগপ্রবণ, অপ্রসন্ন, প্রতিকূল।

বিরক্তি : ● **বিরক্ত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **বিরক্ত**-হওয়ন চলে যাহাতে। ❒ অনাদর, অনাসক্তি, ঔদাসীন্য।

বিরাজ : ● বিশেষভাবে **রাজ** (রজগুণ-জাত, রাজত্ব) করে যে। ❒ শোভমান, দীপ্ত, বিরাট্‌পুরুষ।

বিরাট : ● বিশেষ প্রকার আবর্ত্তনের বা রহনের (বর্ত্তমান থাকার) টঙ্কার যাহাতে; অথবা, যে বৃহৎ আপনার অস্তিত্বের ঘোষণা বা টঙ্কার করে; কিংবা, যৌথ অস্তিত্বস্বরূপ সমাজদেহ ও সমাজমন যাহাতে। / সমষ্টিস্থূল শরীরে উপহিত যে চৈতন্য। (ব.শ.)। ❒ অতিবৃহৎ, সমষ্টি-শরীর, রাষ্ট্র, স্বতন্ত্রবাদীগণের রাষ্ট্র, মৎস্যদেশ।

বিরাটপুরুষ : ● **বিরাট** যে পুরুষ; অথবা, যে পুরুষ **বিরাট** রূপে বর্ত্তমান; কিংবা, রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে 'মহামানব' 'বিশ্বমানব' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ❒ ভূমা, মহামানব, বিশ্বমানব, জীবনদেবতা, মানবজাতি, বিশ্বরাষ্ট্র, জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্র।

বিল : ● **বি** (বিপরীতে, বিরুদ্ধে, বিকল্পে, **অনুরোধে**) লয় যে (টানিয়া লয় বা গ্রহণ করে যে); অথবা, ফাঁক বা ফাঁকপূরণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা অভাবের শূন্যতার নিম্নমুখী টান পূর্ণ করা হয়; অথবা, যে নিম্নস্থানে (অভাবে বা গর্ত্তে) অঞ্চলের পরিস্রুত ময়লাদি জলবাহিত হইয়া স্বভাবতই জমা হয়; কিংবা, যে মানসিক, সামাজিক, বা আর্থিক মল অববাহিত হইয়া তত্তদ অদৃশ্য ও নিম্ন স্থানে গিয়া জমা হয়; অথবা, যে কাগজে আর্থিক মল আকলিত হইয়া গিয়া সঞ্চিত বা লিখিত হয়। ❒ সামাজিক **গুহা**, পুঁজি বা সম্পদের ভাণ্ডার, ক্রেতাকে দেয় বিক্রীত দ্রব্যের হিসাব, কৃত-কর্ম্মের মজুরির হিসাব (bill); (সাদৃশ্যে) বিস্তীর্ণ জলাভূমি।

বিলম্ব : ● বিপরীত দিকে লম্বমান যে (কালখণ্ড)। ❒ দের, দেরি।

বিলয় : ● **বিল** (ফাঁকপূরণ) যায় যাহাতে; অথবা, সর্ব্বপ্রকারে ফাঁকপূরণ করিতে (**বিলাই**তে) গেলে যাহা হয়। ❒ প্রলয়, নাশ, অবসান, অদর্শন, মরণ, দ্রবীভাব।

বিলয়ন : ● **বিলয়** (ফাঁকপূরণ) অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❒ বিলয়, দ্রবীভাব।

বিলা : ● **বিল**-এর (ফাঁকপূরণের) আধার যে; অথবা, **বিল**করণ (অভাবপূরণ করা বা **বিলান**) থাকে যাহাতে। ❒ বিতরণ করা, বিলান, দেওয়া।

বিলাত : ● **বিলা** (বিলান) তারিত যাহাতে বা যেখানে; অথবা, যাহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য **বিলান** দ্রব্যাদি দেওয়া হইয়াছে; কিংবা, গুরু কাজি রাজার অভাব পূরণ করার জন্য যাহা দিতে হয়; অথবা, মধ্যযুগের ভারত হইতে পাশ্চাত্যের যে সকল দেশ তাহাদের অভাব পূর্ণ করিত। ❒ রাজস্ব, গুরুকে দেয় প্রণামী, বিদেশ, ইংল্যান্ড, ইউরোপ। ❋

বিলাতি : ● **বিলাত** (বিলান দ্রব্যাদি দত্ত)

সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে হাত পাতিয়া লয় সে সক্রিয় যাহাতে। ◻ বিলাতে প্রস্তুত বা উৎপন্ন, ইংল্যান্ডে ইউরোপে বা আমেরিকায় জাত বা কৃত কিংবা প্রচলিত, সাহেবী। ✻

বিলান : ● **বিলা** (বিলকরণের আধার) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে বিলাইয়া দেওয়া চলিতে থাকে। ◻ বণ্টন।

বিলাস : ● বিকল্প **লাস** (কামচেষ্টা) যাহাতে; অথবা, অস্বাভাবিক কামনার নিরসনচেষ্টা থাকে যাহাতে। ◻ ক্রীড়া, লীলা, শৃঙ্গারভাবজ ক্রিয়া, সখেল-গতি।

বিলি : ● **বিল**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, অভাবীদের অভাবপূরণ করার জন্য **বিল**-করণ করা হয় যাহাতে। ◻ বিতরণ, বণ্টন-ব্যবস্থা।

বিলি-বন্দোবস্ত : ● **বিলি** (অভাবপূরণ) করার ব্যবস্থা থাকে যাহাতে।

বিল্ব : ● **বিল** (সক্রিয় বৃদ্ধিকারীকে লালন-পূর্ব্বক) বহন করে যে; অথবা, মানসিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে যে (জ্ঞানফল); অথবা, (সাদৃশ্যে) যে ফল (সর্ব্বাধিক দেহসার বা প্রোটিন থাকায়) মানবদেহের বৃদ্ধিসাধন করে। ◻ শ্রীজ্ঞান-ফল, শ্রীফল, (সাদৃশ্যে) বেল, মালূর, বিল্বফল, পলপরিমাণ।

বিল্বদণ্ড : ● **বিল্বের** দণ্ড (যিনি); অথবা, শ্রীজ্ঞানের মেরুদণ্ড স্বরূপ যে ব্রহ্মজ্ঞানী (উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, স্রষ্টা)। ◻ **শিব**।

বিল্ববৃক্ষ : ● **বিল্ব** (বৃদ্ধিসাধক) ফল ফলায় যে বৃক্ষ; অথবা, সমাজদেহের বৃদ্ধিসাধন (শ্রীবৃদ্ধি, এলাকা দখল) করে যে ব্যবস্থা। ◻ সামরিক বাহিনী, (সাদৃশ্যে) বেলগাছ। ✻

বিশ্রবণ : ● বিপরীত শ্রবণ থাকে যাহাতে; অথবা, 'ক্রয় কর', ক্রয় কর', ইত্যাকার কথন থাকে যাহাতে। ◻ **পুলস্ত্যপুত্র মুনিভেদ**। দ্র. **বৈশ্রবণ**। ✻

বিশ্রবস্ (বিশ্রবাঃ) : ● বিপরীত শ্রবণের আধার যে। ◻ **বিশ্রবণ**। ✻

বিশদ : ● বিগত **শদ** (মালিন্য, রং, কলঙ্ক, দোষ) যাহা হইতে। ◻ শুক্ল, ধবল, মালিন্য-রহিত, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, কলঙ্কলেশহীন ...।

বিশদ-বিবরণ : ● যে বিবরণে কলুষ বা দোষ নাই; অথবা, যে বিবরণে যা ঘটিয়াছে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে, কোনো অকথা, কুকথা, কম কথা, ভুল কথা, বাড়তি কথা বলা হয় নাই।

বিশাখা : ● বিগত **শাখা** যাহা হইতে; অথবা, যে তাহার শাখা ত্যাগ করিয়াছে; কিংবা, যাহার শাখা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে; অথবা, যাহাকে পরিবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে। ◻ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের ষোড়শ নক্ষত্র।

বিশেষ : ● বিকল্পিত **শেষ** (শেষাংশ) যাহার; অথবা, অন্য সকলের **শেষ** (দিশাগ্রস্ত **শিষ**) যেরূপ হয় সেরূপ **শেষ** না হইয়া অন্যরকম **শেষ** হয় যাহার; কিংবা, যাহার কর্ম্মফল স্বতন্ত্র প্রকার (উদ্বৃত্ত, ব্যক্তিগত ইত্যাদি)। ◻ অতি-শয়িত, অসাধারণ, অসামান্য, ব্যক্তিগত ...।

বিশ্লেষণ : ● বিপরীত **শ্লেষ**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, কাটিয়া কাটিয়া স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্পর্শ করিয়া দেখা চলে যাহাতে। ◻ বিয়োজক, ভেদক।

বিশ্ব : ● **বিশ**-কে (প্রবিষ্টকে) বহন করে যে; অথবা, লৌকিক মেধা (চৈতন্যকণা) ও শ্রম প্রবিষ্ট (**প্রবিশ্**-ট) করিয়া মানুষ যে বিশাল কৃত্রিম জগৎ (সূঁচ হইতে বিমান অবধি) বানাইয়াছে; কিংবা, অলৌকিক মেধা

ও শ্রম দিয়া স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি যে বিশাল অকৃত্রিম জগৎ (ধূলিকণা হইতে ব্রহ্মাণ্ড অবধি) বানাইয়াছেন। / যে চৈতন্য পৃথক পৃথক স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হয়। (ব.শ.)। ❐ কৃত্রিম বিশ্ব ও অকৃত্রিম বিশ্ব, মানুষের বানানো জিনিসপত্র, প্রকৃতির বা ঈশ্বরের বানানো জিনিসপত্র; সর্ব্ব, সমস্ত, বিশ্বদেব। *

বিশ্বকর্ম্মা : ● **বিশ্ব** (প্রবিষ্টবাহী) বানানোর কর্ম্ম করেন যিনি; অথবা, যে সত্তা মানবের ভিতরে অধিষ্ঠান করিয়া তাহার মেধা ও শ্রম যথাস্থানে প্রয়োগপূর্ব্বক নানারূপ বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকেন। / বিশ্ব কর্ম্ম যাঁহার। (ব.শ.)। ❐ সৃষ্টিকর্ত্তৃবিশেষ; কাস্তে হইতে নগরনির্ম্মাণ ... অবধি সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা, দেবশিল্পী। *

বিশ্বদেব (বিশ্বদেবগণ) : ● **বিশ্ব** (প্রবিষ্ট-বাহী) দান করেন যিনি বা যাঁহারা; অথবা, প্রাচীন যৌথসমাজে যাঁহারা যৌথভাবে উৎপাদিত কৃত্রিম **বিশ্ব** বা বস্তুসমূহ সংগ্রহ ও বিলিবণ্টন করার দায়িত্ব পালন করিতেন। / শ্রাদ্ধান্তে যাঁহারা যান। (ব.শ.)। ❐ পিতৃদেবগণ, শ্রাদ্ধদেব, বিশ্বনামক দেবগণ-বিশেষ। *

বিশ্বশ্রবা : ● যিনি **বিশ্ব**কে (উৎপন্নকে) শ্রবণ (গ্রহণ) করিতে পারেন। ❐ আদি পণ্যজীবী, দোকানদার-মজুতদার ইত্যাদির আদিপুরুষ, (পৌরাণিক ভাষায়) পুলস্ত্যের পুত্র এবং কুবের ও রাবণাদির পিতা। দ্র. **বিশ্রবণ**। *

বিশ্বানর : ● যে **নর বিশ্ব**সমূহ (বা বিশ্বাধার) নির্ম্মাণ করে; অথবা, যে নর 'মনুষ্যাংশ' (শ্রম ও মেধা) প্রবিষ্ট করে; অথবা, মানবের ভিতরে (অধিষ্ঠিত) থাকিয়া যে তেজ মেধা ও শ্রম রূপে **বস্তু** উৎপাদন করিয়া থাকে। ❐ দক্ষ শ্রমিক, অগ্নির পিতা। *

বিশ্বামিত্র : ● **বিশ্বা**র (**বিশ্ব**-আধারের) মিত্র যে; অথবা, বস্তু (পণ্য) উৎপাদনে সহায়তা করেন যে সত্তা। / বিশ্বের মিত্র। (ব.শ.)। ❐ ব্রহ্মর্ষিবিশেষ। *

বিশ্বাস : ● বিকল্প **শ্বাস** থাকে যাহাতে; অথবা, যে **শ্বাস** গ্রহণ করিয়া মানুষের মন বাঁচে; কিংবা, যাহা হইতে মানুষ বাঁচিবার **আশ্বাস** পায়; অথবা, যাহা না থাকিলে **প্রকৃতি**র অস্তিত্ব থাকে না। ❐ প্রত্যয়, মানসিক শ্বাস, অধ্যাত্মবোধ, দর্শন ...।

বিষ : ● **বি**পরীত **শ**ক্তির দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ থাকে যাহাতে; অথবা, প্রচলিত ব্যবস্থাকে বিপরীত ব্যবস্থায় পরিণত করে যে; কিংবা, যে বিপরীত জ্ঞান পূর্ব্বতন জ্ঞানের বিলোপ ঘটায়। / শরীরে ব্যাপ্ত হয় যে। (ব.শ.)। ❐ ভুল ইতিহাস জ্ঞান, (সাদৃশ্যে) গরল, বৎসনাভ, বিষবৎ অপকারক বস্তু। *

বিষুব : ● **বিষ** (বিপরীত শক্তির দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া (পক্ষে প্রযুক্ত হইয়া) বাহিত হয় যাহাতে। / যে সময়ে রাত্রি ও দিন সমান (হয়)। (ব.শ.)। ❐ সম-রাত্রিন্দিবকাল, সূর্য্যের তুলামেষসংক্রান্তি।

বিষুবদিন : ● **বিষুব** (রাত্রির সমান) যে দিন। ❐ তুলামেষসংক্রান্তির দিন।

বিষুবরেখা : ● / যে রেখায় সূর্য্যসংক্রমণ হইলে রাত্রি ও দিন সমান হয়। (ব.শ.)। ❐ সমরাত্রিদিন কালের রেখা, Equator।

বিষ্টি : ● **বিষ** (বিপরীত শক্তির দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ) সক্রিয়ভাবে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, গায়ের জোরে খাটানো হয় যাহাতে বা যাহাকে। / যাহা দ্বারা বেতন বিযুক্ত হয়। (ব.শ.)। ❐ বেতন বিনা ভারোদ্বহনাদি, বেগার,

মূল্য বিনা বলপূর্ব্বক করান কার্য্য। ✱

বিষ্ণু (বিষ্টু) : ● **বিষ**-স্বরূপ **ণু** (জ্ঞান নবরূপে উত্তীর্ণ) যাহাতে; অথবা, **প্রবিষ্ট**-এর বোধ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, **দ্বৈতাদ্বৈত** রূপে বা বিকল্পরূপে উৎপত্তিশীল যে। দ্র. **ভূষ্ণু**। (**বিষ্টু** = **বিষ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া টঙ্কারিত যাহাতে)। / যিনি **বিশ্বে** প্রবেশ করেন। (ব.শ.)। ▫ বিশ্বব্যাপক, পরমেশ্বর, নারায়ণ, কৃষ্ণ। ✱

বিষ্ণুকায়া : ● **বিষ্ণু**র কায়া (ক্রিয়াকারী দেহ) যাহাতে; অথবা, পণ্যধারা প্রবাহিত হয় যাহাতে। ▫ গঙ্গার নামভেদ। ✱

বিসংবাদ : ● বিপরীত **সংবাদ** (সম্যক কথন বা বার্ত্তা) থাকে যাহাতে; অথবা, যে তথ্যকথা বা বার্ত্তা বাস্তবের সহিত সমান নহে। ▫ বিপরীত কথন, ভুল বার্ত্তা, বিরোধোক্তি।

বিসদৃশ : ● / বিগত সদৃশ ভাব যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ তারতম্যবিশিষ্ট, বিভিন্নরূপ, অদ্ভুত।

বিসুখ : ● অন্যের অসম্পূর্ণতা দেখিয়া যে বিপরীত-স্বভাবের **সুখ** প্রাপ্ত হওয়া যায়; অথবা, অন্যের অসম্পূর্ণতাকে **উপহাস** করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ▫ দ্র. **হস**।

বিহ : ● বিগত হওয়ন যাহাতে; অথবা, শব্দই হউক আর পণ্যই হউক, হইয়াই চলিয়া যায় যাহাতে (যে বাহ্যিক আকাশে বা সামাজিক আকাশে)। ▫ উপরের দৃশ্য আকাশ, অদৃশ্য সামাজিক আকাশ (পণ্যাকাশ বা ঘটাকাশ, sphere of commodity flow)।

বিহগ : ● **বিহ**-তে (পণ্যাকাশে, বাহ্যাকাশে) গমন করে যে; অথবা, বিগত হওয়নগুলিতে বা 'হায়'গুলিতে (দ্র. **হায়ন**) গমন করে যে; অথবা, পণ্যাকাশে গমন করে যে। / আকাশে যায় যে ('আকাশগামী')। ▫ পণ্যাকাশচারী, দোকানদার, রাষ্ট্রীয় পুঁজি, ধনপতির পুঁজি, খাজনাদিগ্রাহক, অর্থদপ্তর বা তাহার আমলা; (সাদৃশ্যে যথাক্রমে) খেচর, পাখী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, মেঘ। ✱

বিহঙ্গ : ● বিগত হওয়নগুলির (**হায়ন**গুলির) রহস্যরূপে গমন করে যে। ▫ দ্র. **বিহগ**।

বিহঙ্গম : ● **বিহঙ্গ** সীমায়িত যাহাতে। / আকাশে যায় যে। (ব.শ.)। ▫ খেচর, পক্ষী।

বিহঙ্গমা : ● **বিহঙ্গম**-এর আধার যে; অথবা, **বিহঙ্গম** যেরূপ দুই পক্ষে হাওয়া টানিয়া চলে তদ্রূপে দুই দিকে বোঝার বাঁক টানিয়া চলে যে; অথবা, জগৎব্যাপ্ত পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈতাদ্বৈত স্বরূপকে আপন জীবনযাত্রায় অনুভব করিতে করিতে গমন করে যে। (দ্র. **বিহঙ্গমী**)। ▫ বিহঙ্গমসমা, ভারযষ্টি, বাঁক; পুরুষপক্ষী, স্বামীপক্ষী।

বিহঙ্গমিকা : ● **বিহঙ্গম**-কে সক্রিয় করে যে আধারশক্তি। ▫ বিহঙ্গসদৃশ ভারবহনার্থ দণ্ড, বাঁক।

বিহঙ্গমী : ● **বিহঙ্গম**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বিহঙ্গমা**-র প্রকৃতি আধার যে। (দ্র. **ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী**)। ▫ প্রকৃতিপক্ষী, স্ত্রীপক্ষী, পক্ষিণী।

বিহঙ্গিকা : ● **বিহঙ্গ**-কে সক্রিয় করে যে। ▫ বিহঙ্গসদৃশ ভারবহনার্থ দণ্ড, বাঁক।

বিহঙ্গিনী : ● **বিহঙ্গ**-এর সক্রিয়রূপে অনকৃত যে সক্রিয় আধারে। ▫ পক্ষিণী।

বিহায়স : ● **বি** (বিগত) **হায়**-এর অস্তিত্ব শেষ যাহাতে; অথবা, যে দোকানদার তাহার সব মাল বেচিয়া দেয়। / যাহা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে। (ব.শ.)। ▫ নির্লিপ্ত, আকাশ, অন্তরীক্ষ, পটলাদি (চাল ইত্যাদি), পক্ষী।

বিহার : ● বিকল্প বা বিশেষ **হার** (হরকরণ) যাহাতে; অথবা, মানসিক বা বাহ্যিক হর-করণ করা চলে যাহাতে (যে স্থানে); কিংবা, যে স্থানে বহু ব্রহ্মবিহার-কেন্দ্র (পরে যেগুলির নাম হয় বৌদ্ধবিহার) গড়িয়া উঠিয়াছিল; অথবা, যে দেশ সর্ব্বপ্রথম **বিহরণ** করিতে (আখজাত চিনি উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করিতে) শুরু করিয়াছিল। / যাহা দ্বারা বহন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ ক্রীড়ার্থ পাদচারে গমন, বেড়ান, উদ্যান, বৌদ্ধ-দেবালয়, অঙ্গদেশ।

বিহিত : ● বিশেষ, বিকল্প, বা বিপরীতভাবে **হিত** (ধাত) করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহা **হিত** (স্থিতিরূপে সচল) ছিল বলিয়া যে সমস্যাদির উদ্ভব হইতেছিল, সক্রিয় বা বিপরীত করিয়া দিয়া সেই সমস্যাদির সমাধান করা হইয়াছে যাহাতে। □ কৃত, ব্যবস্থাপিত।

বী : ● **বি**-এর আধার যে; অথবা, **ব**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ ইচ্ছা, গতি ইত্যাদি।

বীক্ষণ : ● **বি** (বিশেষভাবে) ঈক্ষণ (দর্শন) যাহাতে। ⊓ দর্শন, পরীক্ষণ।

বীক্ষা : ● **বি** (বিশেষ বা বিপরীতভাবে দেখা বা) **ঈক্ষণ** (দর্শন) করা হয় যাহাতে।

বীজ[১] : ● **বী** (বিপরীত দিকে) **জনন** করে যে; অথবা, যেদিকে নিক্ষেপ করা হয়, (অঙ্কুরিত হইয়া) ঠিক তাহার বিপরীত দিকে ফিরিয়া আসে যে; কিংবা, ফলপ্রত্যাশীর প্রত্যাশার একটি মাত্র **বী** (মূলসত্তা বা বংশ-বাহী) অজস্র প্রত্যাশিত ফলরূপে **জনিত হয়** যাহাতে; অথবা, বী-র (মূলসত্তার বা বংশ-বাহীর) ক্ষেত্রে (ভূমিতে, স্ত্রীগর্ভে ...) গমন ও অঙ্কুরাদি রূপে নির্গমন যাহাতে। / যাহার দ্বারা জনন সাধিত হয়; অথবা, গর্ভাশয়ে যায় যে। (ব.শ.)। ⊓ কারণ, হেতু, বপনার্থ ধান্যাদি, শুক্র, অঙ্কুর, তত্ত্ব, (তন্ত্রে) মন্ত্র। ✱

বীজকর্ত্তা : ● (সকল) **বীজের** কর্ত্তা যিনি; অথবা, সকল প্রকার মূল তত্ত্বের (থিয়োরির) কর্ত্তা যিনি। ⊓ আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, শিব। ✱

বীজগণিত : ● অপরিমেয়কে বা অজ্ঞাতকে **বীজ** ধরিয়া গণনা করা হয় যাহাতে। / সমস্ত ব্যক্ত (সংখ্যাত্মক) গণিতের অব্যক্ত বীজভূত যে বিশেষ গণিত। (ব.শ.)। □ অব্যক্ত গণিতভেদ (Algebra), অঙ্কবিদ্যা। ✱

বীজগুপ্তি : ● **বীজ** গুপ্ত করে যে; অথবা, যাহার ফল গাছেই পাকিয়া শুকাইয়া এমন ভাবে ফাটে যে, তাহার বীজগুলি সর্ব্বদিকে অনেকটা দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া ভূমিতে পড়ে এবং ঘাসে-মাটিতে লুকাইয়া অঙ্কুরিত হয়। ⊓ শিম্বী, বরবটি। ✱

বীজন : ● **বীজ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **বীজ**করণ চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, প্রত্যাশিত দিকে অজস্র অঙ্কুরের ন্যায় জনিত হয় যে; অথবা, ফলাকাঙ্ক্ষায় **বীজ**-সমূহকে উদগত হইয়া ফলরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য প্রত্যাশা ছড়ায় যে। / যাহা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন সাধন করা যায়। (ব.শ.)। □ বায়ুসঞ্চালন, পাখা করা, কোক, চকোর। ✱

বীজবাপ : ● / বীজ বপন করে যে। (ব.শ.)। □ কৃষীবল, বীজবপন।

বীজবোকা : ● **বীজ** বুক্কন করে যে; অথবা, যে কেবল বীজের ত্যাগকরণ করিয়া থাকে (এবং অন্য কোনো কাজ করে না)। □ বীজার্থ ছাগ, সবৃষণ ছাগ, এঁড়েছাগল, বোদাছাগল।

বীজমন্ত্র : ● যে মন্ত্র (মনত্রাণকারী তত্ত্বসার) বীজরূপে ক্রিয়া করে। □ তন্ত্রে দেবতা-বিশেষের সারভূত বর্ণাত্মক মন্ত্র।

বীজাক্ষর : ● যে অক্ষর (অশ্‌কারী বা ব্যাপনকারী) বীজরূপে ক্রিয়া করে। ◘ বীজমন্ত্রবর্ণ, বর্ণাত্মক বীজমন্ত্র। *

বীণা : ● মনোভাববাহী অনকৃত থাকে যাহাতে। ◘ ততবাদ্যভেদ, বীণ, বিদ্যুৎ। *

বীণাপাণি : ● **বীণা** পাণিতে যাহার। ◘ নারদ, সরস্বতী।

বীত : ● যাহা বিশেষ দিকে ইত বা গত হইয়াছে; অথবা, যে সম্পর্কজালের যোগ-সূত্রকে বিশেষ কৌশলে বয়ন করা হইয়াছে। / বি (বিগত) ইত (গমন) যাহার; অথবা, বিশেষগতি সাধিত হয় যাহাতে। (ব.শ.)। ◘ বিগত, তিরোভূত। দ্র. **উপবীত**।

বীতরাগ : ● **বীত** (বিগত) হইয়াছে রাগ (অনুরাগ বা বিরাগ ইত্যাদি) যাহার। ◘ অপগত অনুরাগ, বিষয়-আসঙ্গহীন, বিরক্ত, বর্ণবিহীন, বিবর্ণ।

বীতশোক : ● **বীত** (বিগত) হইয়াছে শোক যাহার। ◘ অপগত দুঃখ।

বীতস্পৃহ : ● **বীত** (বিগত) হইয়াছে স্পৃহা যাহার। ◘ বিতৃষ্ণ, নিস্পৃহ।

বীতি : ● **বীত** (বিগত) সক্রিয় যাহাতে। ◘ গতি, ধাবন, ব্যাপ্তি, অশন, খাদ্য, দীপ্তি।

বীতিহোত্র : ● **বীত**করণের হোতা যে। / হবিঃ অশন যাহার। (ব.শ.)। ◘ অগ্নি। *

বীর : ● বাহীর সক্রিয় আধার রহে যাহাতে; অথবা, শক্তিবাহী সত্তা রহে যাহাতে। ◘ বীর্য্যযুক্ত, বলী, অর্জ্জুনবৃক্ষ, অগ্নি।

বীরা : ● **বীর**-এর আধারশক্তি যে। ◘ পতিপুত্রবতী স্ত্রী, বীরনারী, বীরাঙ্গনা, মদিরা, ঘৃতকুমারী, আমলকী, ব্রাহ্মী, দুগ্ধিকা, রম্ভা।

বীরকাম : ● **বীর**-এর জন্য কামনা যাহাতে। ◘ পুত্রেচ্ছু।

বীরকীট : ● **বীর**গণের মধ্যে কীটতুল্য যে। ◘ কাপুরুষ।

বীরগতি : ● **বীর**-এর গমন তারিত হয় যেখানে। / বীরের গমনস্থান (যেখানে)। (ব.শ.)। ◘ যুদ্ধে হত বীরের স্থান, ইন্দ্রলোক।

বীরপত্রা : ● **বীর**-ত্ব থাকে যে পত্রে (পাতায়)। / বীরগণপ্রিয় যে পত্রা। (ব.শ.)। ◘ ভাঙ, ভঙ্গা, সিদ্ধি।

বীরভদ্র : ● **বীর** যে **ভদ্র**। / বীরের ভদ্র যাহা দ্বারা। (ব.শ.)। ◘ অশ্বমেধীয় অশ্ব, বীর ভদ্রতুল্য, বীরশ্রেষ্ঠ, শিবের গণবিশেষ (দক্ষযজ্ঞনাশার্থ শিবের ক্রোধাগ্নি হইতে ইঁহার উৎপত্তি)। *

বীরভূম : ● **বীর**গণ ভূত হন যে ভূমিতে।

বীরমাটি : ● **বীর**দিগের নিমিত্ত যে মাটি। ◘ রাঙামাটি, মল্লের রঙ্গভূমির মৃত্তিকা।

বীরলোক : ● **বীর**গণ যে লোকে যান। ◘ দ্র. **বীরগতি**।

বীরাঙ্গনা : ● বীর যে অঙ্গনা। ◘ বীরনারী, রণকুশলী, বীরপত্নী।

বীরাসন : ● **বীর**-এর আসন যাহাতে। ◘ সাধকের আসন, বাম ঊরুতে দক্ষিণ জঙ্ঘা স্থাপনপূর্ব্বক স্থিতি, রাত্রিতে খড়্গহস্ত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক জাগরণ ...।

বু : ● ব (বাহী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে আর বহন করে না, অবহন প্রবহন অপবহন ইত্যাদি বা অন্য কিছু করে।

বুক : ● নবরূপোত্তীর্ণ বাহীর করণ থাকে যাহাতে (যে **হিয়া**য় বা বক্ষে); অথবা, যাহা **বকে** না কিন্তু **বকবক** করার বল ধারণ করে এবং তাহার প্রকাশ ঘটায়। ◘ হৃদয়, বক্ষঃস্থল, সাহস, ধৈর্য্য, মন, স্তন।

বুকনি : ● **বুক**করণ (মন্তব্য) অন (চলমান)

হইয়া সক্রিয় যাহাতে। ⊓ কথার ফোড়ন, চূর্ণ, কণা, খণ্ড।

বুকবুক : ● বুককরণের পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ◻ কুকুরের অনুচ্চ রব, গাড়ু ইত্যাদিতে জলভরার শব্দ, ভুকভুক করা।

বুকভাঙা : ● যাহাতে মনের **বুক (হৃদয়)** ভাঙিয়া যায় কিন্তু বাহ্যদেহের **বুক (ফুসফুস-ধারী বক্ষ)** অক্ষত থাকে। ◻ সাহস-ভাঙা, নিরুৎসাহ, হৃদয়বিদারক, মর্ম্মস্পর্শী, (সাদৃশ্যে) ভিতরপিঠ-ঘষা (শাঁখা)।

বুক্ক : ● **বুক** (নবরূপে উত্তীর্ণ বাহীর করণ) কৃত যাহাতে। ◻ হৃদয়, অগ্রমাস, হৃদয়াভ্যন্তর, ছাগ, বোকা।

বুক্কন : ● **বুক্ক** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◻ কুক্কুররব, ভাষণ, প্রাণিশব্দমাত্র।

বুক্কার : ● **বুক** করণ রহে যাহাতে; অথবা, বুক-কার করে যে।⊓ কুক্কুররব, ভুকভুক করা।

বুজ : ● **বু** (নবরূপে উত্তীর্ণ বাহী) জনিত হয় যাহাতে। ◻ নিমীলন, পূর্ণকরণ, ভরান।

বুজগুড়ি : ● **বুজ**করণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে গুঁড়ি বা বুদ্বুদ উদগত হয়।⊓ ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি।

বুজা : ● **বুজ**-এর আধার যে; অথবা, **বুজ**করণ থাকে যাহাতে।⊓ নিমীলিত, ভরা।

বুজান : ● **বুজা** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ নিমীলিত করা, পূর্ণ করা, ভরান।

বুঝ : ● **বু** (নবরূপে উত্তীর্ণ বাহী) জনিত হইয়া স্থির হয় যাহাতে। / যে বুঝে। (ব.শ.)। ◻ বিচারপূর্ব্বক জানা, হৃদয়ঙ্গম করা, অবগত হওয়া, লক্ষণ দেখিয়া নির্ণয় করা, হিসাব করিয়া দেখা বা ঠিক করা ... ইত্যাদি।

বুঝন : ● **বুঝ** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ বুঝা।

বুঝা : ● **বুঝ**-এর আধার যে; অথবা, **বুঝ**করণ থাকে যাহাতে।⊓ হৃদয়ঙ্গম করা।

বুঝান : ● **বুঝা** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ প্রবোধ দেওয়া, উপদেশ দিয়া সমঝান।

বুঝান্ত : ● **বুঝা**র অন্ত যাহাতে। / যে বুঝে। (ব.শ.)। ⊓ বুদ্ধিমান, মন্ত্রী।

বুড় : ● নবরূপে উত্তীর্ণ বাহীর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহাতে গড়াইয়া পড়িলে ভাসে না, ডুবিয়া যায়; কিংবা, পড়িয়া ডুবিয়া গেলে বিপরীতে যে বুদ্বুদ উপরে উড্ডয়ন করে; অথবা, **বুড়বুড়ি** তুলিয়া ডোবে যাহাতে। ◻ **খতখাল**, খতকুড়, স্ত্রীযোনি।

বুড়বুড়ি : ● **বুড়**-এর পুনরাবৃত্তি সক্রিয় যাহাতে; অথবা, গাঢ়-জলীয় নোংরা (**খতখাল**-এর ন্যায়) স্থানে বড় ও ভারী পদার্থ পড়িয়া ডুবিয়া গেলে যে বুদ্বুদ উঠে।◻ বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি।

বুড়া : ● নবরূপে উত্তীর্ণ বাহীর গড়ানের আধার যে; অথবা, যে আর বহিতেছে না, ডুবিতেছে; কিংবা, যে সত্তা কালস্রোতে বাহিত হইতে অক্ষম হইয়া ক্রমশ নিমজ্জমান হইতেছে। ◻ বৃদ্ধ, প্রাচীন, বয়ঃপ্রাপ্ত ...।

বুড়ি : ● **বুড়** (বুড়করণ বা পদার্থের পতনে বুদ্বুদের উড্ডয়ন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে পদার্থের পতন ঘটিলে কুড়িটা পতনের পর আর বুদ্বুদ উঠে না ('কুড়িতেই বুড়ি' বাগ্ধারার রহস্য এখানে)। ◻ **বুড়বুড়ি**, পাঁচগণ্ডা, কুড়ি।

বুড়িগণ্ডক : ● **বুড়ী** যে **গণ্ডক**; অথবা, আদিম যৌথসমাজের যে গণউৎপন্ন-প্রবাহ বুড়ী (কালস্রোতে নিমজ্জমান বৃদ্ধা) হইয়া গিয়াছিল। ◻ বুড়িগঙ্গা।

বুড়ী : ● নবরূপে উত্তীর্ণ বাহীর গড়ানের সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে প্রকৃতিসত্তা

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

আর বহিতেছে না, ডুবিতেছে; কিংবা, যে সত্তা কালস্রোতে বাহিত হইতে অক্ষম হইয়া ক্রমশ নিমজ্জমান হইতেছে। ⊓ বয়স্কা, বৃদ্ধা, বয়ঃপ্রাপ্তা, পরিণতিপ্রাপ্তা।

ৰুদ্ধ : ● **ৰুদ** (নবরূপে উত্তীর্ণ অতিবাহীর দান) ধারিত যাহাতে; অথবা, জগতের ক্ষয়বৃদ্ধির কারণ জানিয়াছেন যিনি; অথবা, ব্যক্তজ্ঞানের দ্বারা বা যুক্তিনির্ভর বিচারণার দ্বারা (নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা) জগৎকে বুঝিয়াছেন যিনি। / (বৌদ্ধমতে) যিনি ধ্যানে জগৎকারণ **অবিদ্যা** জানিয়া কৃচ্ছ্রমুক্ত ও সিদ্ধার্থ হইয়াছেন এবং বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে নির্ব্বাণের উপায় উপদেশ করিয়াছেন। (ব.শ.)। ⊓ অবগত, অনুভূত, জাগরিত, প্রবুদ্ধ, পণ্ডিত, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ বা গৌতম। ❋

ৰুদ্ধি : ● **ৰুদ্ধ** (ব্যক্তজ্ঞানীর যুক্তিনির্ভর বিচার) সক্রিয় যাহাতে। / যাহার দ্বারা বোধ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ মতি, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, যুক্তিমূলক বিচারশক্তি, বোধ।

ৰুদ্ধিজীবী : ● **ৰুদ্ধি** (যুক্তিনির্ভর বিচারণা) দান জীবিকা যাহার। / (যিনি) বুদ্ধি দ্বারা নিজ হিতাহিতজ্ঞানবান। (ব.শ.)। ❋

বুদ্ধিবৃত্তি : ● **ৰুদ্ধি** নির্ভর বৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে বৃত্তি প্রধানত বস্তুর গুণাদি ও পরস্পর সম্বন্ধ জানিয়া বস্তুর **নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি** (বাহ্যধর্ম্ম) ও **ধর্ম্মপ্রবৃত্তি** (নিয়মধর্ম্ম) সমুদায়কে যথানিয়মে নিয়োজন করে। ❐ বুদ্ধির ধর্ম্ম, জ্ঞানেন্দ্রিয়, ব্যক্তিগ্রাহিতা উপমিতি অনুমিতি প্রভৃতি।

বুদ্ধিমান : ● **ৰুদ্ধি** সীমায়িত হইয়া অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, **ৰুদ্ধি** আছে যাহার। ⊓ প্রশস্তবুদ্ধি, বোধযুক্ত, তত্ত্বদর্শী।

বুদ্ধির-ঢেঁকি : ● শুকনো কাঠের ঢেঁকির ন্যায় পারিবারিক ঐতিহ্য-খোয়ানো নিরস যুক্তিবাদী যে মনুষ্যত্বহীন **বুদ্ধিমান** (অতি-উচ্চশিক্ষিত) একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির নিগড়ে আবদ্ধ থাকে এবং (ঢেঁকির ন্যায়) অন্যের লাথি খাইয়া চলে, অথচ সেজন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিতও হয় না; অথবা, যে যুক্তিবাদী অতি-উচ্চশিক্ষিত হুকুমের চাকরেরা যন্ত্রে পরিণত বলিয়া তাহাদের বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান ও বিবেক থাকে না; কিংবা, যে **বুদ্ধিমান** (অতি-উচ্চশিক্ষিত) অভ্যাসদোষে ঝগড়া বাধায়; অথবা, যে **বুদ্ধিমান** 'যেমন চলিতেছে তেমন চলুক' এইরূপ স্থিতিশীলতার জয়গান করিতে থাকে (প্রকৃত পরিবর্ত্তনকে যে ভয় পায়); কিংবা, তথাকথিত বিশ্বায়িত সভ্যতায় যে **বুদ্ধির ঢেঁকিরা** শাসকের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া শাসক-শোষককে আড়াল করে, করিয়া থাকে। ❐ নারদের **বাহন**।

ৰুদ্ধু : ● **বুদ্ধ** (যুক্তিনির্ভর বিচারণা) নবরূপে উত্তীর্ণ বা অবিচারে পরিণত যাহাতে; অথবা, যে **বুদ্ধ** অবুদ্ধতে পরিণত হইয়াছে। ❐ বুদ্ধিহীন, মূর্খ, বোকা।

ৰুধ : ● **ৰু**-কে (নবরূপে উত্তীর্ণ অতিবাহীকে) ধারণ করে যে; অথবা, (ইতোপূর্ব্বে) আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত (বৃদ্ধিসাধনের) জ্ঞানকে (ব্যক্ত-জ্ঞানকে) ধারণ করে যে। ⊓ পণ্ডিত, বিদ্বান, দেবতা, গ্রহবিশেষ, সিদ্ধপুরুষ, সিদ্ধা, বৃহস্পতিভার্য্যা তারার গর্ভজাত চন্দ্রের পুত্র, ইনি চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ। ❋

ৰুধবার : ● **ৰুধ**-এর (ব্যক্তজ্ঞানীর) **বার**; অথবা, **ৰুধ** থাকেন যে **বার**-এ (বরণীয় কালে)। ❐ বুধবাসর। দ্র. **সপ্তাহ**। ❋

বুভুক্ষা : ● নবরূপে উত্তীর্ণ বাহীর (প্রাণবাহী দেহের) **ভুক্ষা** (ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা) থাকে যাহাতে; অথবা, দৃশ্য বাহ্য দ্রব্যকে খাইবার ইচ্ছা থাকে যাহাতে। ⊓ ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা।

বুভুক্ষু : ● **বুভুক্ষণ** করিতে ইচ্ছুক যে। ⊓ ভোজনেচ্ছু, ভোগেচ্ছু।

বুল : ● **বু** (নবরূপে উত্তীর্ণ বাহী) লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, যাহাতে বাহী প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায় না, মানসিক বা দৈহিক-ভাবে ঘোরাফেরা করে বা ভ্রমণ করে; কিংবা, খবরাখবর সংগ্রহের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় যাহাতে। (দ্র. **চুলবুল**)। ⊓ ইতস্ততঃ অর্থহীন কথন, বুলি বলা, ভ্রমণ, ঘোরাফেরা, আবর্ত্তন।

বুলবুল : ● **বুল**করণের পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যে **বুলে** (ঘুরে) বেড়ায়। ⊓ সুকণ্ঠ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।

বুলবুলি : ● **বুলবুল** সক্রিয় বা লম্ফমান যাহাতে। ⊓ সুকণ্ঠ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।

বুলা : ● **বুল**-এর আধার যে। ⊓ ভ্রমণ করা, লঘুস্পর্শপূর্ব্বক হস্তাদি চালনা করা ...।

বুলান : ● **বুলা** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ ভ্রমণ করান, লঘুস্পর্শপূর্ব্বক হস্তাদি চালনা করা, হালকাভাবে হাত ফেরান।

বুলি : ● **বুল** সক্রিয় যাহাতে। ⊓ অব্যক্ত কথা, বোল, শিশুর অস্ফুট ভাষা, পক্ষীর ভাষা।

বৃ : ● বাহীর আবর্ত্তন, বরণ, বারণ ... যাহাতে। ⊓ বরণ, বারণ।

বৃংহ : ● **বৃং** (আবর্ত্তনশীল অতিবাহীর রহস্যরূপের) হওয়ন যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে কলা বা কৌশলের দ্বারা) এক বা একাধিক সত্তা হইতে অজস্র সত্তার জনন হয়। ⊓ বৃদ্ধি, শব্দ, দীপ্তি। *

বৃংহণ : ● **বৃংহ** (অজস্র সত্তার হওয়ন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **বৃংহ**করণ চলে যাহাতে। ⊓ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বৃহৎ, বৃদ্ধিকারক, বর্দ্ধন, হস্তিগর্জ্জন (বিশেষজ্ঞের গর্জ্জন)।

বৃংহি : ● **বৃংহ** (অজস্র সত্তার হওয়ন) সক্রিয় যাহাতে। ⊓ বৃদ্ধি, শব্দ, দীপ্তি।

বৃংহিত : ● **বৃংহ** (অজস্র সত্তার হওয়ন) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ⊓ বর্দ্ধিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

বৃক : ● যে **বৃ** বা আবর্ত্তনপূর্ব্বক আত্মবৃদ্ধি-কারী (অন্যকে তাহার আবর্ত্তের) অন্তর্ভুক্ত করে; অথবা, যে ভাঙিয়া (বৃক করিয়া) আনে; কিংবা, যে গ্রাস করে বা বর্জ্জন করে। /ছাগাদি গ্রহণ করে যে। (ব.শ.)। ⊓ মেষ-মৃগাদি ঘাতক কুক্কুরাকার ব্যাঘ্রবিশেষ, ঈহামৃগ, শ্বাপদ, ক্ষত্রিয়, উদরস্থ অগ্নি। *

বৃকোদর : ● **বৃক** (আবর্ত্তনপূর্ব্বক আত্ম-বৃদ্ধিকারী) উদরে যাহার। ⊓ ভীমসেন। *

বৃক্ষ : ● **বৃক**-এর (আবর্ত্তনপূর্ব্বক আত্ম-বৃদ্ধিকারীর) **ষ** (দিশাগ্রস্ত শক্তিপ্রয়োগ) যাহাতে; অথবা, **বৃক্**-এর (আপন বিকাশমান আবর্ত্তন হইতে ফল বর্জ্জন) ক্রমান্বয়ে এবং নিয়মিত নির্গত করিতে থাকে যে (যে সামাজিক সংস্থাদি) ⊓ সামাজিক উৎপাদন সংগঠন, সংস্থা, পরিবার-ব্যবস্থা, (সাদৃশ্যে) তরু, পাদপ। *

বৃক্ষনাথ : ● **বৃক্ষ**সমূহের **নাথ** যে; অথবা, যে সামাজিক সংস্থা পণ্য উৎপাদন করে। ⊓ বেনিয়া ব্যবস্থা, পণ্য উৎপাদন ও লেনদেনকারী সংস্থা, (সাদৃশ্যে) **বটবৃক্ষ**, 'বেনিয়ান ট্রি'। *

বৃক্ষরাজ : ● **বৃক্ষ**সমূহের রাজা যিনি; অথবা, যে সংস্থা রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য সংগ্রহ বা উৎপাদন করে। ⊓ **পারিজাত**। *

বৃত্ত : ● **বৃৎ** (আবর্ত্তনবাহীর তারণ) তারিত যাহাতে; অথবা, নিজেকে কেন্দ্র করিয়া চক্র-

পথে আবর্ত্তন চলে যাহাতে (যে দেশ-কাল-পাত্রে বা আচরণে); অথবা, বিশেষ বিশেষ সামাজিক বৃত্তির চক্রে বা পাকে বৃত্তির দায় বহন করিয়া আবর্ত্তমান যে। □ স্থিত, সংঘটিত, ঘূর্ণিত, প্রবৃত্ত, সংঘটন, প্রবৃত্তি, (জ্যামিতিতে) গোলাকার-ক্ষেত্রভেদ (circle), বৃত্তি, ছন্দঃ।

বৃত্তবান : ● বৃত্ত (বৃত্তির দায়) বহন অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, চরে খাওয়ার বৃত্তিতে আবর্ত্তিত যে। □ চরিত্রবান, আচারবান, সদ্‌বৃত্ত, বর্ত্তুল, গোলাকার।

বৃত্তভঙ্গ : ● বৃত্ত (বৃত্তির দায়) ভঙ্গ হয় যাহাতে। □ চরিত্রনাশ, বৃত্তিহারা, বেকার।

বৃত্তসম্পন্ন : ● বৃত্ত (বৃত্তির দায়) রূপ সম্পদ আছে যাহার। □ সদাচারবান।

বৃত্তানুবর্ত্তী : ● বৃত্ত-এর (বৃত্তির দায়ের) অনুবর্ত্তী যে। □ সদাচার অনুগামী, বৃত্তস্থ।

বৃত্তান্ত : ● বৃত্ত-এর (বৃত্তির দায় বহন করিয়া আবর্ত্তনের) অন্ত যাহাতে; অথবা, **বৃত্ত** পথে আবর্ত্তনের শেষে যাহা পাওয়া যায়। / যাহাতে তদ্বিষয়ের সমাপ্তি বা নির্ণয় (থাকে)। (ব.শ.)। □ বার্ত্তা, সংবাদ, বাচিকসন্দেশ, প্রকরণ, জনশ্রুতি, জীবিকা, অবসর, আখ্যান, বিষয়।

বৃত্তি : ● **বৃত্ত** (চক্রপথে আবর্ত্তন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সামাজিক কর্ম্মের দায় বহন করিয়া লোকে যে অদৃশ্য (মানসলোকের) চক্রপথে আবর্ত্তিত হইতে থাকে; অথবা, যাহাতে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের চক্রপথে কর্ম্ম করিতে করিতে আবর্ত্তন সমাধা করা হয় ও কর্ম্মফল-স্বরূপ জীবনোপায় লাভ করা যায়; কিংবা, (একালের ভাষায়) জীবিকা, পেশা বা চাকুরি থাকে যাহাতে। / যাহা দ্বারা রস বর্ত্তমান হয়। (ব.শ.)। □ বর্ত্তন, সংঘটন, চেষ্টা, জীবিকা, বেতন, কর্ত্তব্যকর্ম্ম, বিদ্যানুশীলনার্থ প্রদত্ত অর্থ, মনের শক্তি বা ধর্ম্ম (faculty)। ✻

বৃত্তিকর : ● সামাজিক বৃত্তির (আবর্ত্তনের) উপায় করে যে। □ জীবিকাকার, নিয়োগকর্ত্তা।

বৃত্তিচ্ছেদ : ● সামাজিক বৃত্তির (জীবিকার) ছেদ থাকে যাহাতে। □ বৃত্তিহরণ, ছাঁটাই।

বৃত্তিদান : ● সামাজিক বৃত্তির (আবর্ত্তনের) উপায়ের দান থাকে যাহাতে; অথবা, (একালের ভাষায়) চাকুরি দেওয়া হয় যাহাতে। □ নিয়োগ, জীবিকার্থ ভূমিপ্রভৃতিদান। ✻

বৃত্তিভঙ্গ : ● সামাজিক বৃত্তি (আবর্ত্তন) ভঙ্গ হয় যাহাতে। □ জীবিকাহানি, বন্‌ধ, ধর্ম্মঘট।

বৃথা : ● বৃ (আবর্ত্তনপূর্ব্বক সমৃদ্ধ হওয়ন) তারিত হইয়া স্থিত হয় যে আধারে; অথবা, যাহার বাড়বৃদ্ধি সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে নাই; কিংবা, যাহার সমৃদ্ধি স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নহে। □ (ব্যঞ্জনার্থে) নিষ্ফল, নিরর্থক, দেবোদ্দেশ বিনা আত্মার্থ পক্ক বা প্রস্তুত। ✻

বৃথাপাক : ● **বৃথা** যে **পাক**; অথবা, যে **পাক** (আবর্ত্তন) হইতে সমৃদ্ধি ঘটে না। / যে বিবাহ না করিয়া নিজেকে গৃহস্থ মনে করে। (ব.শ.)। □ যাহার পক্ক অন্নাদি অভক্ষ্য। ✻

বৃথামাংস : ● বৃথা যে মাংস; অথবা, যে **মাংস** ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ; কিংবা, প্রয়োজন নাই তবুও 'আমার অংশ' 'আমার অংশ' বলিয়া ব্যক্তিমালিকানার বৃদ্ধি বা রোজগার করা হয় যাহাতে; অথবা, যে বাড়তি রোজগারের বা বৃদ্ধির অংশ শাসককে 'কর' 'খাজনা' 'বলি' (ট্যাক্স) রূপে বা 'দেবোদ্দেশে নিবেদন' করিয়া গ্রহণ করিলে (ভক্ষণ করিলে) সেই মাংসভক্ষণ আর **বৃথা-মাংসভক্ষণ** থাকে না; কিংবা, যে অর্জ্জিত সম্পদের কর দেওয়া হয়নি। / যাহা দেবাদ্যর্চ্চনাবিশিষ্ট নহে এবং আত্মার্থ সাধিত (হইয়াছে)। (ব.শ.)। □ কালো

টাকা, কৃষ্ণধন, (পৌরাণিক ভাষায়) দেব-দেবীকে উৎসর্গ করা হয়নি এমন মাংস। *

বৃদ্ধ : ● আবর্ত্তনবাহীর দান ধারিত যাহাতে; অথবা, **বৃদ্ধি** তারিত যাহাতে; কিংবা, বৃদ্ধি শেষ হইয়াছে যাহার। ⊓ বৃদ্ধি প্রাপ্ত, বয়োধিক, জ্ঞানাদিবিষয়ে বৃদ্ধত্বগত। *

বৃদ্ধকোশ : ● **বৃদ্ধ** (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হইয়াছে যে কোশ। ⊓ প্রচুরধনবান।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ : ● অঙ্গুলিসমূহের মধ্যে **বৃদ্ধ** (জ্ঞানবৃদ্ধ, কলাকৌশলবান, এবং বলবৃদ্ধ) যে; অথবা, পুরাণ মতে, দক্ষগণের জন্ম হইয়াছিল **ব্রহ্মার** (জ্ঞানজীবী সত্তার) যে অঙ্গুষ্ঠ হইতে। ⊓ হস্তপদের প্রথমাঙ্গুলি।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন : যাহা দেখাইয়া (যে **কলা-**কৌশল দেখাইয়া) বৈদিক সমাজের দক্ষগণ জনসাধারণকে বোকা বানাইয়াছিল এবং বিজয়গৌরব ঘোষণা করিয়াছিল।

বৃদ্ধি : ● **বৃদ্ধ** (আবর্ত্তনবাহীর দান ধারণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা বাড়িতেছে। ⊓ বর্দ্ধন, উপচয়, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, স্ফীতি, ব্যাপ্তি, কুসীদ, সুদ, আস্পর্দ্ধা, বাড়। *

বৃদ্ধিজীবক : ● **বৃদ্ধি** (টাকার কালবৃদ্ধ সুদ গ্রহণ) জীবিকা যাহার। ⊓ কুসীদজীবী।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ : ● (সম্পদাদির) **বৃদ্ধি**র উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ অর্পণ থাকে যাহাতে; অথবা, সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (যথা) কৃষিকর্ম্মের বা চিংড়ি-চাষের পরামর্শদাতাকে যে উপঢৌকন (টাকা ইত্যাদি) দেওয়া হয়; কিংবা, (**পাদোদক মূঢ়তার** কারণে) তাহার প্রতীকী আচরণ-স্বরূপ ব্রাহ্মণ পুরোহিত অর্থবিস্মৃত যে **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ** বা **আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ** করিয়া থাকেন। ⊓ বৃদ্ধিনিমিত্ত শ্রাদ্ধ, শুভকর্ম্মে পিত্রাদির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদিদান, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ। *

বৃদ্ধ্যাজীব : ● সুদ খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে। / বৃদ্ধি আজীব যাহার। (ব.শ.)। ⊓ কুসীদজীবী, উত্তমর্ণ। *

বৃদ্ধ্যুপজীবী : ● **বৃদ্ধি** (বাড়, সুদ) উপজীবিকা যাহার। ⊓ উত্তমর্ণ, সুদখোর।

বৃন্ত : ● বৃ (...আবর্ত্তন) তারিত যাহা হইতে। ⊓ বোঁটা, বাঁট, ঘটীর বিঁড়া।

বৃন্দ : ● বাহীর আবর্ত্তন দান করে যে; অথবা, যে পরিমাণ বহুত্ব (কোষ সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা, যাত্রী সংখ্যা ...) থাকিলে তবেই কোনো বিশেষ সামাজিক সত্তা (সমাজদেহ, গোষ্ঠী, সংস্থা, সংগঠন প্রভৃতি) আবর্ত্তিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। ⊓ বহু, সংখ্যাবিশেষ, সমূহ, গুচ্ছ; সঙ্ঘ, সার্থ; ভিক্ষ্**সঙ্ঘ** বা ভিক্ষু**বৃন্দ**। *

বৃন্দা : ● **বৃন্দ**-এর আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী কৃষ্ণপ্রেমে (শাসক-নিষিদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার টানে; কালো টাকার টানে) আবর্ত্তিত হইতেন ও সমৃদ্ধি লাভ করিতেন। ⊓ তুলসী, রাধা, রাধিকাসখী, **বৃন্দা**বন। *

বৃন্দাবন : ● **বৃন্দ** (...বহু মানুষ দ্বারা গঠিত পণ্য উৎপাদন সংস্থা) সমূহ অধ্যুষিত যে **বন** (সমাজবন); অথবা, মধ্যযুগে যে স্থানে বহু পণ্য-উৎপাদন সংস্থা (একালের ভাষায়, কোম্পানি) সক্রিয় ছিল। ⊓ যমুনার পশ্চিম তীরে অবস্থিত বন, বৃন্দাবন নামক উদ্যান, গোলোকের ধামবিশেষ।

বৃশ্চিক : ● **বৃশ** (আবর্ত্তনবাহীর শক্তিপ্রয়োগ) সক্রিয় হইয়া চয়ন করে যাহাতে; অথবা, যে বহু সদস্যবিশিষ্ট সামাজিক সত্তা দলবদ্ধ-ভাবে ডাকাতি বা তজ্জাতীয় কাজ করে। / ছেদন করে যে। (ব.শ.)। ⊓ (সাদৃশ্যে) কীটভেদ, বিছা, শতপদীভেদ। *

বৃশ্চিকালী : ● **বৃশ্চিক**-এর আধার সক্রিয়-ভাবে লালিত যাহাতে। ◨ স্পর্শমাত্র জ্বালা-কর, ক্ষুপভেদ, বিছাটী।

বৃষ : ● বৃ-র (আবর্ত্তনবাহীর) ষ (দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ বা প্রয়োগ) করে যে; অথবা, আবৃত্ত (পুনরাবৃত্ত) হইয়া স্বরূপে (পিতৃরূপে) দেখা দিতে পারে এমন বীজ বর্ষণ বা সৃজনশীলতা বর্ষণ করে যে; কিংবা, **ধর্ম্ম** (নব নব জাগতিক সামাজিক নিয়মনীতি) অর্জ্জন, সৃজন, রক্ষণ ... ইত্যাদি করেন যে আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-সৃষ্টিশীল মানুষ। / রেতঃ বর্ষণ করে যে; অথবা, কাম বর্ষণ করে যে। (ব.শ.)। ◨ আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা, শিব, ঋষভ, ব্রহ্মগুণী, শ্রীকৃষ্ণ, (সাদৃশ্যে) চক্রশূলাঙ্কিত উৎসর্গীকৃত বৃষভ বা ষাঁড় ...। ✱

বৃষকেতন : ● বৃষই (সৃজনশীলতাই) **কেতন** (বিশ্বাসের নিবাস) যাহার। ◨ শিব, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা।

বৃষধ্বজ : ● **বৃষ** (সৃজনশীলতা) **ধ্বজা** যাহার। ◨ শিব, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা।

বৃষপতি : ● **বৃষ**সমূহের পতি যে; অথবা, যে বৃষকে ধর্ম্মের নামে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ◨ ধর্ম্মের ষাঁড়, সুস্থ সবল স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক পুরুষ গরু, শ্রেষ্ঠ এঁড়ে, মালিকহীন ষাঁড়, শিবের বাহন, নন্দীষাঁড়। ✱

বৃষবাহন : ● **বৃষ** (ধর্ম্মের ষাঁড়) **বাহন** যাঁহার; অথবা, সৃজনশীলতা ভর করে যে মানুষের উপর। ◨ শিব, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা। ✱

বৃষভ : ● **বৃষ** ভাত (শোভিত) যাহাতে। / রেতঃ বর্ষণ করে যে; অথবা, কাম বর্ষণ করে যে। (ব.শ.)। ◨ বৃষ, ধর্ম্মের ষাঁড়, শ্রেষ্ঠার্থ। ✱

বৃষোৎসর্গ : ● বৃষ উৎসর্গ করা হয় যাহাতে; অথবা, সমাজের স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্য পরিবারের সৃজনশীল শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সমাজের ধর্ম্মরক্ষা, নবধর্ম্ম অর্জ্জনপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা ... ইত্যাদি করিবার নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) গোপ্রজাতির স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্য **বৃষ** উৎসর্গ করা হয় যাহাতে। ◨ পরিবারত্যাগী সমাজসেবী, (সাদৃশ্যে) শিবের নামে ছাড়িয়া দেওয়া ষাঁড়, ধর্ম্মের ষাঁড়।

বৃষ্ট : ● **বৃষ** (সৃজক-সেচন) টঙ্কারিত যাহাতে। ◨ কৃতবর্ষণ, সিক্ত, আর্দ্রীকৃত।

বৃষ্টি : ● **বৃষ্ট** (সৃজকসেচিত) সক্রিয় যাহাতে। ◨ সম্পদবর্ষণ, পুষ্কলবিতরণ, প্রাচুর্য্য, (সাদৃশ্যে) মেঘাম্বুপাত, বর্ষণমাত্র, বর্ষণীয় জল। ✱

বৃহৎ : ● বৃ (আবর্ত্তনশীল অতিবাহীর) হওয়ন-এর তারণ যাহাতে; অথবা, যাহা তাহার বাহিত সত্তার আবর্ত্তন করিয়া (যথা, কোষাদির বৃদ্ধি-সাধন করিয়া) বিপুলাকার হইয়াছে; কিংবা, উৎপন্নাদি করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা বিশালাকার হইয়াছে যে। ◨ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সমৃদ্ধ, প্রদীপ্ত। ✱

বৃহস্পতি : ● **বৃহৎ**-এর পতি; অথবা, সমৃদ্ধ-দিগের পতি যিনি; কিংবা, যাঁহারা স্বাতন্ত্র্য ও পণ্যজীবিতার সমর্থনকারী দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন। / বৃহৎদিগের পতি, (ছা.অ.); অথবা, দেবগণের গুরুত্ব হেতু পতি; (ব.শ.)। ◨ গ্রহবিশেষ, স্মৃতি-শাস্ত্রকার মুনিবিশেষ, দেবগুরু, (একালের ভাষায়) ধনতন্ত্রের সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ। ✱

বৃহস্পতিবার : ● যে চব্বিশ ঘণ্টা (দিবস-রজনী) বৃহস্পতির ভাগে (পালায়, বারে) আসে; অথবা, বৃহস্পতিকে বরণ করিয়া লয় যে দিবসরজনী। (দ্র. **সপ্তাহ**)।

বে : ● দিশাগ্রস্ত বি (সক্রিয় বাহী) যাহাতে;

অথবা, যাহা সত্তার বিপরীত, বিকল্প, বিরোধী, নঞর্থক, হীনতাবাচক ... দিশায় একঝোঁকা হইয়া চলে; কিংবা, বাংলার যে **বি** ফারসীর সংস্পর্শে **বে**-তে রূপান্তরিত (**বিকল** > **বেকল**, **বিগড়** > **বেগড়**, **বিগতিক** > **বেগতিক** ... ইত্যাদি অজস্র)। ⊓ বিপরীত, বিকল্প, বিরোধী, নেই, না, হীন ইত্যাদি। *

বেআইন ● আইনের বিরোধী যে।

বেখাপ্পা : ● যাহা **খাপে খাপে** মেলে না। □ বেমানান।

বেগ : ● দিশাগ্রস্ত বাহীর গমন যাহাতে; অথবা, যে প্রবাহ বিশেষ দিশায় ছুটিতেছে। □ প্রবাহ, স্রোতঃ, বায়ুপ্রবাহ, উদ্রেক।

বেগুন : দ্র. **বাইঙ্গন**।

বেঙ : দ্র. **ব্যাঙ**।

বেঙ্গমা : দ্র. **ব্যাঙ্গমা**।

বেচ : ● দিশাগ্রস্ত বিচয়ন যাহাতে; অথবা, যাহাতে বিশেষ দিকে দিয়ে দেওয়া ও পরিবর্ত্ত নিয়ে নেওয়া হয়। ⊓ বিক্রয় করা।

বেচন : ● **বেচ** অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ বিক্রয়।

বেচা : ● **বেচ**করণ থাকে যাহাতে। ⊓ বিক্রীত, বিক্রয়লব্ধ, বিক্রেতা।

বেচারা : ● চারা নেই যার; অথবা, চরে খাওয়ার উপায় নেই যার। ⊓ নিরুপায়, নাচার, দীন, গরীব, বৃত্তিহীন ব্যক্তি। *

বেচারাম : ● **বেচ**করণ করিয়া প্রাপ্ত যে রাম; অথবা, বিক্রিবাটা করিয়া যে নগদ নারায়ণ বা রামকে পাওয়া গিয়াছে; কিংবা, যে ব্যক্তি (পৈতৃক) সবকিছু বেচিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে; অথবা, একালে বিভিন্ন সংস্থার পণ্যবিক্রয়মঞ্চে ('সেলস্ কাউন্টারে') যাঁহারা **বেচারাম**-রূপে কর্ম্মরত থাকেন। ⊓ নাম-রূপে প্রচলিত।

বেচাল ● যে প্রচলিত বা অভিভাবকের নির্দেশিত স্বীকৃত চালে চলে না।

বেটা : ● দিশাগ্রস্ত **বিট**-এর (বৃদ্ধির টঙ্কারের) আধার যে; অথবা, সত্তার পুত্ররূপে নিষ্ক্রমণ যেভাবে টঙ্কারিত হয়। □ পুত্র, ছেলে, বিটা, বিটা-ছেলিয়া।

বেটি : ● দিশাগ্রস্ত **বিট**-এর (বৃদ্ধির টঙ্কারের) আধার যে; অথবা, সত্তার কন্যারূপে নিষ্ক্রমণ যেভাবে টঙ্কারিত হয়। ⊓ কন্যা, মেয়ে, বিটি, বিটি-ছেলিয়া।

বেড় : ● যাহা (বামে বা দক্ষিণে) দিশাগ্রস্ত হইয়া (একঝোঁকা হইয়া) গড়াইতে থাকে; ফলে, যাহা কোনো না কোনো বৃত্তের পরিধিতে বা কাহারও বেষ্টনীতে পরিণত হইয়া যায়। □ বেষ্টন, ঘের, বেষ্টন করা, ঘেরা।

বেড়া : ● **বেড়**-এর আধার যে; অথবা, বাঁশ কঞ্চি বা লোহার তার ইত্যাদি দিয়া যে **বেড়** বানানো হইয়াছে। ⊓ বেষ্টনী, বাঁশ ইত্যাদির বেড়া, বেড়া দেওয়া, ঘেরা।

বেড়াজাল : ● যে জাল (বৃত্তের পরিধির মতো) বেড় দেওয়া হয় (দিয়া ধর্ত্তব্যকে ঘিরিয়া ধরা হয়, কিংবা, মাছ ধরা হয়)। □ দ্র. **জাল**।

বেড়ান : ● **বেড়া** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে (**বেড়**-পথে বা পরিধি-পথে) এক পাক ঘুরিয়া আসা হয়। □ ঘোরা, ভ্রমণ করা, বিচরণ করা।

বেড়াল : দ্র. **বিড়াল**।

বেড়ী : ● **বেড়**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা **বেড়** দিয়া বাঁধে। ⊓ আবদ্ধ রাখার বালাজাতীয় শিকল।

বেণ : ● দিশাগ্রস্ত **বণ** (বাচিক প্রভৃতি নানাবিধ উৎপন্ন বা পণ্য) যাহাতে; অথবা, যে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

বা যাহারা নিজেদের ভোগের জন্য উৎপাদন করে না, অন্যকে দেওয়ার জন্য উৎপাদন করে; কিংবা, যে বা যাহারা নিজেদের উপভোগের জন্য বাদ্যযন্ত্রাদি বাজায় না, অপরের উপ-ভোগের নিমিত্ত বাজায়; অথবা, যাঁহার (যে **বেণ প্রজাপতির**) শাসনকালে একের ক্ষেত্রে (জমিতে, নিকুঞ্জে, বাসরে) অন্যকে নিয়োগ করিয়া কৃষিজ কারুজ প্রভৃতি শস্যাদি উৎ-পাদন করিবার প্রথার প্রচলন করা হয়; কিংবা, নিয়োগপ্রথার (ভৃত্য, চাকর, সেবক হওয়ার বা চাকরি করার) প্রবর্ত্তন হইয়াছিল যে কালে (তাহার পূর্ব্বে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের সেবা করিত না বা চাকরি করিত না)। /যাঁহার শাসনকালে একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগরূপ পশুধর্ম্ম প্রচলিত হয়; অথবা, বাদ্যভাণ্ড গ্রহণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ নিয়োগপ্রথার বা চাকুরির প্রবর্ত্তক, বেণুভেদ-জীবী জাতিবিশেষ, বাদিত্রজীবিত জাতিবিশেষ, পৃথুরাজের পিতা **প্রজাপতি বেণ**। ❋

বেণী : ● বেণ-এর (...পণ্যাদি দানের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, অন্যের নিমিত্ত উৎপাদিতের অধিকার সুবিন্যস্ত থাকে যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) নারীর কেশবিন্যাস যাহাতে। / নিম্নে গমন করে যে। (ব.শ.)। ◻ নিম্নগামিনী উৎপন্নাদির আধার, বদ্ধ **কচ** বা মালিকানা, অদৃশ্য **জটা**, উৎপন্ন-প্রবাহ, (সাদৃশ্যে) বদ্ধকেশ, কেশবদ্ধ, দৃশ্য জটা। ❋

বেণীবোধিনী : ● বেণীকে বোধ্য করে যে। ◻ কঙ্কতিকা, চিরুণী।

বেণীমাধব : ● **বেণী** সংস্কৃত করা থাকে যে **মাধব**-এর; অথবা, যে **ধনমধুর** বাহক (ধনী) তাঁহার **বেণী** সংস্কার করিয়া রাখেন; কিংবা, নরসুন্দরীগণ (Law & Accounts Firm-গুলি) যে **মাধব**-এর (ধনীর) মালি-কানার কেশ (case) চর্চা করিয়া তাহাকে আইনানুগভাবে সুবিন্যস্ত বা **বেণী**বদ্ধ করিয়া দেন। ◻ প্রয়াগস্থিত শিলাময় মাধবমূর্ত্তি। ❋

বেণু : ● বেণ (...পণ্যদান) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **নল**-এর (**নল** রাজার) দ্বারা অন্যের নিমিত্ত উৎপাদিত পণ্য প্রবাহিত হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বাঁশীর দ্বারা অন্যের নিমিত্ত উৎপাদিত সুর প্রবাহিত হয়। / বাদিত্র ক্রিয়া গ্রহণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ বাঁশের বাঁশী, বেষ্টবংশ, বেউড়বাঁশ, **নল**। ❋

বেণুবাদক : ● বেণু বাদন করে যে। ◻ বংশীবাদক।

বেণে : ● বেণ (...পণ্যদান) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, **বেণ**করণ (উৎপন্ন-দানকরণ বা বিক্রয়) করে যে বা যাহারা। ◻ বণিক জাতি, বণিক, সদাগর। ❋

বেণেতি : ● **বেণের তারণ সক্রিয় যাহাতে** (যে আচার-আচরণে)। ◻ **বণিগ্বৃত্তি, ব্যবসায়**।

বেণেবউ : ● বেণের বা **বাণিয়ার বধূ** যে। ◻ **বাণিয়া**র সুসজ্জিত পণ্যসম্ভার বা পণ্যবীথী, (সাদৃশ্যে) হলুদ রঙের অতি মনোহারী পক্ষিবিশেষ।

বেতন : ● (দ্বৈতাদ্বৈত-) বাহীর দিশাগ্রস্ত আধার (সক্রিয় শ্রম-মেধা) তারণপূর্ব্বক অন (চলমান) যাহাতে। ◻ কর্ম্মদক্ষিণা, ভৃতি, মাহিনা, মজুরী, জীবনোপায়, রূপ্য, মূল্য।

বেতনী : ● **বেতন**-এর সক্রিয় আধার যে। ◻ বেতনগ্রাহী।

বেদ : ● দিশাগ্রস্ত **বিদকরণ** (বিদিত-করণ বা বিদিত-হওয়ন) থাকে যাহাতে; অথবা, যে আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত জ্ঞানকে সঠিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে;

কিংবা, জ্ঞানের দেহ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা প্রচলিত বা একঝোঁকা জ্ঞান লাভ করা যায় (এবং জ্ঞানের প্রাণের বা আত্মার কথা ভুলিয়া যাওয়া হয়); কিংবা, পরবর্ত্তী-কালের অধঃপতিত জ্ঞানীগণ বেদব্যাস লিখিত চারভাগে বিভক্ত একটি গ্রন্থমাত্রকেই যে নামে চিহ্নিত করিয়া থাকে (এবং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, বেদনা, আবেদন, নিবেদন প্রভৃতি বেদযুক্ত সমস্ত **বেদ**-এর কথা প্রকারান্তরে অস্বীকার করে)। / যাহার দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞান সাধিত হয়; অথবা, যাহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জ্ঞাপন করে। (ব.শ.)। ⊓ আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত জ্ঞানমাত্র, সর্ব্বপ্রকারের প্রচলিত জ্ঞান, শ্রুতি, আম্নায়, সনাতন বা সার্ব্বিক বেদ বা জ্ঞান, প্রাতিষ্ঠানিক বেদ — ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ। ✻

বেদকণ্ঠ : ● **বেদ** কণ্ঠে যাঁহার। ⊓ শিব, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা।

বেদকর্ত্তা : ● **বেদ** কর্ম্ম করান যিনি; অথবা, **বেদানুসার-কর্ম্ম** করায় যে সত্তা। ⊓ সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব। ✻

বেদগুহ্য : ● **বেদ** গোপন থাকে যাঁহার কাছে; কিংবা, যিনি **বেদ** গোপন করেন। ◻ বিষ্ণু। ✻

বেদজননী (বেদমাতা, বেদমাতৃ) : ● **বেদ**-এর জননকারী জননী (মাতা, মাতৃ) যে; অথবা, যাহা হইতে (যে কর্ম্মের প্রয়োগ হইতে) নূতন জ্ঞানের জন্ম হয় ও প্রচলিত বেদজ্ঞানে যুক্ত হয়; অথবা, যৌথ উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের প্রয়োগ (সাবিত্রী মন্ত্রের প্রয়োগ) হইতে বা স্বতান্ত্রিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের প্রয়োগ (গায়ত্ত্রী মন্ত্রের প্রয়োগ) হইতে নূতন জ্ঞানের জন্ম হয় বলিয়া তাহাদের যে নামে ডাকা হয়। ⊓ গায়ত্রী, সাবিত্রী। (দুটি মূলত একই মন্ত্র)। ✻

বেদন : ● **বেদ** (দিশাগ্রস্ত বিদিতকরণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা বিশেষ দিকে বিদিতকরণ করা চলে। ◻ অনুভব, বোধ, সুখদুঃখাদ্যনুভব, দুঃখ, ব্যথা।

বেদনা : ● **বেদন**-এর আধার যে; অথবা, **বেদন** থাকে যাহাতে। ◻ কষ্ট, যন্ত্রণা, দুঃখ।

বেদনিধি : ● **বেদ**-এর নিধি যিনি; অথবা, যাহাতে **বেদ** নিহিত করা ও নির্গত করা যায়। ⊓ জ্ঞানাধার, জ্ঞানী, জ্ঞানজীবী, শিক্ষক, ব্রহ্মা।

বেদনিন্দক : ● **বেদ**-এর (প্রাতিষ্ঠানিক বেদ-এর) নিন্দা করে যে। ◻ নাস্তিক, বুদ্ধ, বৌদ্ধ। ✻

বেদবতী : ● **বেদ**বৎ আচরণের সক্রিয় আধার যে। ◻ বৃহস্পতিপুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা। ✻

বেদবাহ্য : ● প্রাতিষ্ঠানিক **বেদ**বাদীদের দ্বারা **বেদ**-ব্যবহার করার অধিকার হইতে বহিষ্কৃত যে বা যাহারা। ◻ ম্লেচ্ছ, শূদ্র, নাস্তিক...। ✻

বেদবিক্রয়ী : ● যিনি **বেদ** বা জ্ঞান বিক্রয় করেন। ◻ ধনবিনিময়ে বেদের অধ্যাপক। (দ্র. **ভৃতাধ্যাপক**)। ✻

বেদব্যাস : ● **বেদ**-এর বিশেষ প্রকার প্রায়োগিক অস্তিত্ব সাধন করে যে; অথবা, জ্ঞানীদের যে **গ্রাম** বা সমিতি তৎকালে প্রচলিত বেদ-এর বিশেষায়ন বা বিভাজন করিয়াছিলেন। / যিনি বেদ বিভাগ করিয়াছেন। (ব.শ.)। ◻ ব্যাস, দ্বৈপায়ন, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, মহর্ষি বেদব্যাস। ✻

বেদম : ● দিশাগ্রস্তভাবে বাহিত **দম** যাহাতে; অথবা, সম্পূর্ণ **দম** খরচ করা হয় যাহাতে; কিংবা, **দম** নেই বা থাকে না যাহাতে; অথবা, যাহাতে দম নেওয়ার ফাঁক-সময়টুকু পর্যন্ত থাকে না। ◻ শ্বাসহীন, শ্বাস ও প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দেয় এমন মারাত্মক। ✻

বেদশাস্ত্র : ● বেদ নামক শাস্ত্র; অথবা, যে জ্ঞানসম্ভার প্রাতিষ্ঠানিক সুস্থির জ্ঞানসম্ভারে বা প্রাতিষ্ঠানিক বেদ-এ পরিণত হইয়াছে। ❒ বেদগ্রন্থ, বেদসংহিতা। ✻

বেদসংহিতা : ● বেদ সংহত যে আধারে; অথবা, একালে 'বেদ' বলিলে লোকে যে গ্রন্থটিকে বুঝিয়া থাকে। ❒ বেদমন্ত্র-সংকলনগ্রন্থ। ✻

বেদাগম : ● বেদ ও আগম যাহাতে; অথবা, প্রাতিষ্ঠানিক সুস্থির বেদ-এর পাশাপাশি নতুন জ্ঞানের বা নতুন বেদের আগম যাহাতে। ❒ বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্র। ✻

বেদাঙ্গ : ● বেদ-এর অঙ্গস্বরূপ যে জ্ঞানসম্ভার। ❒ বেদের অঙ্গসদৃশ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, ও নিরুক্ত — এই ছয়টি শাস্ত্রগ্রন্থ। ✻

বেদান্ত : ● বেদ-এর অন্ত যাহাতে; অথবা, প্রাতিষ্ঠানিক বেদ-এর পাশাপাশি আর যে সকল নতুন বেদ-এর আগম হইয়াছিল, তাহাদের যেগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ❒ উপনিষৎ, ষড়দর্শনের একতম, বেদান্তদর্শন, উত্তরমীমাংসা, ব্রহ্মসূত্র, শারীরক-মীমাংসা। ✻

বেদিকা : ● বেদকে সক্রিয় করে যে আধার; অথবা, কর্ম্মযজ্ঞের প্রতীকী কেন্দ্র যাহাতে। ❒ গৃহদ্বারস্থিত পিণ্ডাকার মৃত্তিকাস্তূপ, দেবাগারাদিতে নির্ম্মিত বেদি। ✻

বেদী : ● বেদ-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে স্থান বা পাত্র উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞে প্রযুক্ত জ্ঞান (বেদ) বা প্রযুক্তি ধারণ করে বা করেন; কিংবা, কর্ম্মযজ্ঞের প্রযুক্তিজ্ঞান (বেদ) জানেন যিনি; অথবা, কর্ম্মযজ্ঞের যে স্থানে (কৃষি-খামারে, কুমারশালে, কামারশালে...) জ্ঞানপ্রযুক্ত (বেদপ্রযুক্ত) হইয়া দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়; কিংবা, প্রতীকী আচরণের মাধ্যমে সমগ্র কর্ম্ম-পরিকল্পনা বুঝাইয়া দিবার জন্য বেদী (জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ) যে প্রতীকী যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন (এবং যাহা সেকালের দ্রষ্টা-শ্রোতারা বুঝিতেও পারিতেন), সেই যজ্ঞের মিথ্যা প্রতীকী যজ্ঞবেদী বা পিণ্ডাকার মৃত্তিকাস্তূপ যাহাতে; অথবা, পাদোদক-মূঢ়তার কারণে প্রকৃত যজ্ঞবেদীকে বিস্মৃত হইয়া প্রতীকী যজ্ঞবেদীকেই একমাত্র বেদী ভাবা হয় যাহাতে। / যে স্থান হইতে দ্রব্য জাত হয়। (ব.শ.)। ❒ বেত্তা, জ্ঞাতা, তত্ত্বজ্ঞ, প্রযুক্তিজ্ঞানী, ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ পণ্ডিত, 'বেদী' পদবীধারীদের আদিপুরুষগণ; উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞের কেন্দ্র : চাষীর খামার, কুমার, কামার, ছুতার প্রভৃতি মিস্ত্রিদের শ্রম-প্রয়োগের ক্ষেত্র বা যোগান, নেহাই; (সাদৃশ্যে) প্রতীকী যজ্ঞবেদী, যাগার্থ সংস্কৃত ভূভাগ, গৃহদ্বারস্থিত পিণ্ডাকার মৃত্তিকাস্তূপ ...।

বেদে : ● বেদ দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে আদি-বেদবাদীগণকে সভ্যযুগ (বৈদিকযুগ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। ❒ যাযাবর, সাপুড়ে জাতিবিশেষ, বিষবৈদ্য, ঝাড়ফুঁক দ্বারা চিকিৎসাকারী। ✻

বেদিয়া (বাদিয়া) : ● বেদ সক্রিয় হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, বিতাড়িত বেদেগণ যাহা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ❒ বিষবৈদ্য, শূদ্র হইতে বৈশ্যাজাত মিশ্র নীচ জাতিবিশেষ, বেদে (?) (ব.শ.)। ✻

বেধড়ক ● ধড়ক (শরীর ঝাপটানো) নেই যাহাতে (এমন মার)।

বেন : ● দিশাগ্রস্ত অতিবাহী অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহা অজস্র সন্তান রূপে জাত হয় বী হইতে পারে। (দ্র. বিয়নী)। ❒ বীজ।

বেন-ধান : ● যে ধান বীজ রূপে ক্ষেত্রে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

প্রযুক্ত হয়। ▫ বীজধান। *

বেমানান : ● বিগত **মানান** যাহা হইতে; অথবা, যাহা **মানানসই** নহে। ▫ অশোভন, অসঙ্গত, বেখাপ্পা।

বেল[১] : ● দিশাগ্রস্ত **বল** যাহাতে; অথবা, যে **বল** বিশেষ দিশায় শক্তিপ্রয়োগ করে। ▫ (সাদৃশ্যে) বিল্ববৃক্ষ, বিল্বফল, কাঁচের গোল লণ্ঠন বিশেষ।

বেল[২] : ● দিশাগ্রস্তবাহীর লালন যাহাতে; অথবা, বলয় করা হয় বা কৃত যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত বলপ্রয়োগ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা গড়াইয়া যায়। ▫ বল্লী বা বেলফুল, সময়, দিনমান, বেল্ল বা কাঠের বেলন। *

বেলন (রুটি-বেলা) : ● **বেল** (দিশাগ্রস্ত বলপ্রয়োগ) অন (চলমান) যাহাতে। ▫ রুটি-বেলিবার গোল-পিঠ কাষ্ঠদণ্ড; সঞ্চালিত।

বেলা : ● **বেল**[২]-এর (দিশাগ্রস্ত বল-প্রয়োগের) আধার যে; অথবা, যে কালখণ্ড গড়াইয়া যায়। ▫ কাল, সময়, কালসাতত্য, দিনান্ত, যোগ্যকাল; সমুদ্রতীর, মর্য্যাদা।

বেলাতট : ● **বেলা**কৃত (গড়াইয়া সমুদ্রজল অবধি গিয়াছে) যে তট। ▫ সমুদ্রকূলোপান্ত, সমুদ্রতীর।

বেলা-পড়া : ● যে গড়ানো কালখণ্ড গড়াইয়া যায় বা পড়িয়া যায়। ▫ দিবা অবসানাভিমুখ হওয়া।

বেলাবেলি : ● **বেলা** ও **বেলি** যাহাতে; অথবা, যে কালখণ্ড গড়াইয়া পড়িয়াছে এবং যে কালখণ্ড গড়াইয়া পড়িতেছে; কিংবা, দিবাবসানের পূর্ব্বে (করণীয় যাহা)। ▫ শীঘ্র, বেলা গড়াইয়া যাওয়ার আগে।

বেশ : ● দিশাগ্রস্ত **বিশ** যাহাতে; অথবা, যাহার ভিতরে **বিশ** (প্রবেশ) করা হয়; কিংবা, (ব্যঞ্জনার্থে) যাহা প্রবেশযোগ্য বা তুলনায় উৎকৃষ্ট বলিয়া যাহার ভিতরে প্রবেশ করা হয়। ▫ প্রবেশ, শরীরশোভা, পোষাক, বেশ্ম, গৃহ; (ব্যঞ্জনার্থে) উত্তম, ভাল, উৎকৃষ্টতর, অধিক, বেশী, ন্যায্য, ঠিক। *

বেশধারী : ● **বেশ** ধারণ করে যে। ▫ ছলপূর্ব্বক রূপান্তরকারী, ছদ্মবেশী, ছদ্মতপস্বী, ধর্ম্মধ্বজী, বেশকারক, নট। *

বেশ-করা : ● **বেশ** করা হয় যাহাতে। ▫ অন্যের ভয় না করিয়া নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করা। *

বেশী : ● **বেশ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা **বেশ**ধারী হইয়াছে বা তাহার অস্তিত্বের তুলনায় অধিক (বেশী) হইয়াছে। ▫ বেশবান, প্রসাধনযুক্ত; (ব্যঞ্জনার্থে) অধিক, উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত। *

বেশ্য : ● **বেশ** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে প্র**বেশ** করা যায়, করা হয় বা হইয়াছে; অথবা, যাহাতে মেধা ও শ্রম প্রবেশ করিয়া স্থিত আছে। ▫ প্রবেশার্হ, উৎপন্ন, বেশ্যাগৃহ।

বেশ্যা : ● **বেশ্য**-র আধার যে। ▫ বেশ্যে, 'বেশার্হা', বারস্ত্রী, গণিকা।

বেষ্টন : ● দিশাগ্রস্ত বাহীর দিশাগ্রস্ত শক্তি-প্রয়োগের টঙ্কার চলমান যাহাতে; অথবা, যাহা বৃত্তের পরিধি-পথে টঙ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হয়। ▫ পরিবৃত্তি, বলয়াকারে পরিক্ষেপ, উষ্ণীষ।

বেহুলা : ● বিগত **হুল** (বিদ্রোহ) যাহাদের (যে জনগোষ্ঠীর); অথবা, যাহাদের বিদ্রোহ পর্য্যুদস্ত করিয়া তাহাদিগকে **হুল**হীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (দ্র. **জনমেজয়, মনসা, সর্পমেধ-যজ্ঞ**)। ▫ চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ।

বৈ : ● দিশাগ্রস্ত বাহীর আধার যে; অথবা, দিশাগ্রস্তভাবে বাহিত হইয়া নির্গত হইয়া যায় যে; কিংবা, যাহাকে না হইলেও সত্তার কাজ চলিয়া যায়। ◻ বহির্গত শিকড়, অবধারণ, সমুচ্চয়, বিনা, ব্যতীত, বাদে, মাত্র।

বৈকুণ্ঠ : ● অকুণ্ঠ চিত্তে (কখনো কখনো মনুষ্যবিরোধী) দক্ষকর্ম্মাদি (**মায়া**) করে যাহারা; অথবা, ... তদ্রূপ করিয়া ধনবলে বলীয়ান হইয়া বিরাজ করে যে লোকে (যে শাসনকেন্দ্রে)। / বিকুণ্ঠার (বিবিধমায়ার) অপত্য (যে)। (ব.শ.)। ◻ বিবিধমায়াযুক্ত, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, ইন্দ্র। ✱

বৈঠক : ● **বৈঠ** (দিশাগ্রস্ত বাহীধারীর টঙ্কারস্থিতি বা উপ**বিষ্ট**) করা হয় যাহাতে; অথবা, **বৈঠ**-করণ (উঠ-বৈঠকরণ) করা হয় যাহাতে বা যেখানে। ◻ উপবেশন, উঠা-বসার ব্যায়ামবিশেষ।

বৈণ : ● **বেণ** হইতে জাত যে; অথবা, উৎপন্ন-দানের বাজনা বাজায় যে। ◻ বাদিত্রজীবিত, (সাদৃশ্যে) বংশীবাদক, বাঁশী ব্যবসায়ী।

বৈণ্য : ● **বৈণ** (উৎপন্ন দানের প্রচেষ্টা) থাকে যাহাতে। ◻ বেণুপুত্র, পৃথু।

বৈতরণী : ● **বিতরণ** (বিপরীত দিকে দান) হইতে জাত যে স্রোতধারা; অথবা, উপর দিকে বা উলটা দিকে যে স্রোতধারা প্রবাহিত হয়; কিংবা, (যমদ্বারে বা আদালতের দরজায় প্রবাহিত) যে স্রোতধারা পার হইতে গেলে গোদান বা পণ্যবিক্রয় করিতে হয়। (দ্র. **প্রেত, প্রেতনদী**)। / যিনি বিতরণের সহিত সম্বন্ধিনী; অথবা, গোদান করিলে যাহাতে তরণ করা যায়। (ব.শ.)। ◻ নরকস্থা নদী (ইহা যমদ্বারে প্রবাহিতা)।

বৈদেহ (বৈদেহক) : ● **বিদেহ** হইতে জাত; (বৈদেহ করে যে); অথবা, উদ্বৃত্ত উৎপন্নে (উপচে পড়া উৎপন্নে) জন্ম যাহার। / উপচয়ে ভব। (ব.শ.)। ◻ পণ্য, পণ্যজীবী, বণিক, বিদেহদেশসম্বন্ধী, বিদেহবাসী। ✱

বৈদেহী : ● **বৈদেহ**-র সক্রিয় আধার যে। ◻ বিদেহভবা, সীতা, বণিকপত্নী, বৈদেহ-জাতি-স্ত্রী। ✱

বৈদেহীনাথ : ◻ সীতাপতি, রামচন্দ্র।

বৈদেহীহর : ● **বৈদেহী**কে হরণ করে যে। ◻ সীতাহারক, রাবণ। ✱

বৈদ্য : ● বিদ্যা সার্ব্বিকভাবে অধিগত করিবার ফলে জাত হন যিনি; অথবা, যিনি আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা অধিগত করিয়াছেন; কিংবা, যে বিদ্যা অধিগত করিতে গিয়া সমগ্র দেহ (ব্রহ্মাণ্ডদেহ, তদভ্যন্তরে সমাজদেহ, তাহার ভিতরে মানবদেহ) সবই আত্মস্থ করিয়া বসেন যিনি; অথবা, অধীত বিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃজনশীল প্রয়োগ করেন যিনি। ◻ বিদ্যাবান, সর্ব্বজ্ঞ, আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাবিৎ, কবিরাজ। ✱

বৈধ : ● **বিধি**র আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহা বিধি-অনুসারে কৃত, পালিত বা অনুষ্ঠিত। ◻ বিধিপ্রতিপাদিত, শাস্ত্রসম্মত, আইনসম্মত।

বৈবস্বত : ● **বিবস্বৎ** (রাষ্ট্রক্ষমতা) হইতে জাত যে; অথবা, রাষ্ট্রের আইন জানে যে; কিংবা, রাষ্ট্রক্ষমতার অংশ বা আইনসম্মত অধিকার থাকে যাহার (যে নাগরিকের); অথবা, বর্ত্তমানে আইনবাজ নাগরিকদিগের রাজত্বকাল চলিতেছে বলিয়া পাঁজিতে 'এখন বৈবস্বত মনুর অধিকার কাল চলিতেছে' কথাটি লিখিত থাকে। ◻ বিবস্বৎসম্বন্ধী, যমসম্বন্ধী, বৈবস্বতমনুসম্বন্ধী, সপ্তম মনু। ✱

বৈয়াঘ্রপদ্য : ● **ব্যাঘ্রপদ**-এর দায়িত্ব পালন-

কারীদিগের গোত্র। ⊓ হিন্দুর গোত্রবিশেষ। *

বৈরাগী : ● **বিরাগ**-এর আশ্রয় যাহাতে; অথবা, **বি** (বিকল্পের প্রতি) **রাগ**-এর (অনুরাগের) আশ্রয় যে সত্তা; কিংবা, দৃশ্য সংসারের প্রতি নহে, বিকল্প অদৃশ্য নিয়মের সংসারের প্রতি অনুরাগী যিনি; অথবা, অদৃশ্য নিয়মের জগতে যোগসাধনের অনুরাগ যাঁহার। ⊓ বিষয়াসক্তিহীন, সন্ন্যাসী, যোগী।

বৈরী : ● বৈর-র (**বীর**সম্বন্ধী কর্ম্মের বা বিরোধের বা শত্রুতার) সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বীর**-এর শত্রু যে (বীর)। ⊓ অরি, শত্রু।

বৈশাখ : ● **বিশাখা**র আশ্রয় যাহাতে; অথবা, শাখাচ্ছেদনের পর প্রকৃতিবৃক্ষকে পুনরায় শাখাপল্লবে পল্লবিত হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যে কালে; কিংবা, বিগত কালের ফসল সংগ্রহের নিমিত্ত সমগ্র প্রকৃতিবৃক্ষের ফলফুল ডালাপালা (চৈত্রে) ছাঁটিয়া তাহাকে পরবর্ত্তী বছরে পুনরায় আবর্ত্তিত হইবার জন্য সহায়তা করার সূচনা করা হয় যে কালখণ্ড হইতে; অথবা, পুষ্পমধু (পণ্যমূল্য) সংগ্রহ করা হয় যে কালে। /যাহার বিশাখা প্রয়োজন। (ব.শ.) □ বৎসরের প্রথম মাস, মাধব, মন্থনদণ্ড।

বৈশাখী : ● **বৈশাখ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **বৈশাখ**-করণ (বৈশাখ মাসের করণ-সমূহ) থাকে যাহাতে। ⊓ বৈশাখসম্বন্ধী, বগলে ঠেকাইয়া চলার ভারযষ্টি (crutch)।

বৈশ্য : ● **বেশ্য** (পণ্য) হইতে জাত; অথবা, **বেশ্য** (পণ্য) লেনদেন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে। ⊓ বেশ্যসম্বন্ধী, বৈশ্যবর্ণগত, চাতু-র্ব্বর্ণ্যের তৃতীয় বর্ণ, বৈশ্যকর্ম্মরত **বিপ্র**। *

বৈশ্রবণ : ● **বিশ্রবণ** হইতে জাত যে; অথবা, আদি-পণ্যজীবী হইতে সামাজিক ক্ষমতা অর্থ ইত্যাদির ধারক সত্তা রূপে যাহাদের জন্ম হইয়াছিল। ⊓ কুবেরসম্বন্ধী, বিশ্রবার অপত্য, কুবের, রাবণ। *

বৈশ্বানর : ● **বিশ্বানর** হইতে জাত; অথবা (কাঁচামালে) শ্রমাগ্নি নিষেক করে যে জনগোষ্ঠী; কিংবা, যাহাদের মধ্যে একপ্রকার সমষ্টিচৈতন্য (সাম্প্রদায়িকতাবোধ, জাতীয়তাবোধ, একপ্রকার যৌথতার বা সামগ্রিকতার বোধ) সক্রিয় থাকে। / যে চৈতন্য সর্ব্বদেহ-অভিমানী স্থূলশরীরে উপহিত (হয়)। (ব.শ.)। □ বিশ্বানরসম্বন্ধী, বিরাট্, জাতীয়তাবোধ, সেকেলে কারুশিল্পের শ্রমিক-জনগোষ্ঠী, তপোবনের আশ্রমিক। *

বৈষ্ণব : ● **বিষ্ণু**র কর্ম্ম বা ধর্ম্ম বহন করে যে। □ বিষ্ণুসম্বন্ধী, বিষ্ণু-অধিষ্ঠিত, বিষ্ণু-উপাসক। *

বৈষ্ণবী : ● **বৈষ্ণব**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ বিষ্ণুশক্তি, গঙ্গা, দুর্গা, বিষ্ণুপত্নী, লক্ষ্মী, বিষ্ণু-উপাসিকা, বৈষ্ণবপত্নী। *

বো : ● **বু**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, (ব্‌ অ উ) বাহী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

বোঁচা : ● নবরূপে উত্তীর্ণ বাহীর রহস্যরূপ চয়নকৃত যে আধারে; অথবা, কাহারও আক্রমণ বা কামড় হইতে **বাঁচিয়া** যাওয়ার চিহ্ন যাহাতে। □ ব্যবচ্ছিন্ন, খণ্ডিত, ছিন্নকর্ণ, কুম্ভীর, ধূর্ত্ত, প্রতারক।

বোঝা : ● **বুঝ**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহা **অবগত** হইলে বা **হৃদয়ঙ্গম** করিলে তাহা মাথার (মনের) উপর ভার বা **বোঝা** বলিয়া মনে হয়; কিংবা, (স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক সহজ জ্ঞান নয় বলিয়া এবং উদ্ভাবিত ব্যক্তজ্ঞান বলিয়া) যাহাকে অবগত করিলেই চলে না, চেষ্টাপূর্ব্বক মনে রাখিতে হয় এবং সেকারণে তাহাকে মনের (মস্তিষ্কের) **বোঝা**

বলিয়া মনে হয়; অথবা, যে অবগতি মস্তিষ্কের মননচেষ্টার উপর ভার হইয়া চাপিয়া বসে এবং মানুষকে অবগত করে বা নীচে নামায়; কিংবা, একালের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষা যাহাতে পরিণত হইয়াছে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহা বাহ্যিকভাবে দৃশ্যত শিরের উপরে চাপিয়া বসে। ◻ অবগত হওয়া, জানা, মস্তিষ্কের ভারস্বরূপ বোধবুদ্ধি; (সাদৃশ্যে) শিরের উপরের ভার, শিরে রাখা বহনীয় দ্রব্য।

বোঝাই : ● **বোঝা** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কোনো বাহনের উপর কোনো ভার চাপান হয়। ◻ ভারস্থাপন।

বোঝান : ● কাহারও দ্বারা কাহারও মাথার ভিতরে **বোঝাই** করণ অন (চলমান) যাহাতে। ◻ হৃদয়ঙ্গম করান, মনের ভিতরে ঢোকান।

বোধ : ● **বুধ**-এর (ব্যক্তজ্ঞানের) সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে। ◻ প্রবোধ, স্থির চৈতন্য, বুদ্ধি, সংজ্ঞা। ⁕

বোধগম্য : ● যাহা **বোধ**-এ গমন করিতে পারে; অথবা, **বোধ** যাহাতে গমন করিতে পারে। ◻ বুদ্ধিগম্য, বুদ্ধিগোচর।

বোধন : ● **বোধ** অন (চলমান) যাহাতে। (দ্র. **উদ্বোধন**)। ◻ জাগরণ, উদ্দীপন, গন্ধদীপন, সংস্কারোদ্দীপন, দুর্গার বোধনার্থ উৎসব। ⁕

বোধনী : ● **বোধন**-এর সক্রিয় আধার যে। /যাহার দ্বারা বা যে কালে বোধ সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ◻ মতি, বুদ্ধি, বোধনকাল।

বোধি : ● **বুধ**-এর সার্ব্বিক আশ্রয় সক্রিয় যাহাতে। ◻ বোধ, তত্ত্বজ্ঞান, সমাধিভেদ।

বোধিবৃক্ষ : ● (বুদ্ধের) **বোধি** ঘটিয়াছিল যে **বৃক্ষ** হইতে; অথবা, যে যৌথ সামাজিক ব্যবস্থা হইতে বুদ্ধ তাঁহার ব্যক্তজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ◻ অশ্বত্থবৃক্ষ, পিপ্পলবৃক্ষ, (শাক্যমুনি অশ্বত্থতলে বোধি লাভ করেন।)। ⁕

বোধ্য : ● **বোধ** থাকে যাহাতে। ◻ বুদ্ধিগম্য।

বোন : ● **বো** (নবরূপে উত্তীর্ণ বাহীর সার্ব্বিক আধার) নাকৃত যাহাতে; অথবা, যে ভগিনীর (সমস্ত পারিবারিক সম্পত্তির অধিকারিণীর) সমস্ত অধিকার ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ◻ ভগিনী, সহোদরা।

বোনাই : ● **বোন**-এর আধার সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **বোন**-এর পতি যে। ◻ ভগিনীপতি।

বোবা : ● **বো** (নবরূপে উত্তীর্ণ বাহীর সার্ব্বিক আধার) বাহিত হয় যে আধারে; অথবা, বহু কথায় পূর্ণ **বো** বাহিত হয় যে আধারে; কিংবা, যাহার অনেক কথা বলিবার জন্য রুদ্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। / যে কথা বলিতে পারে না, বো বো করে। (ব.শ.)। ◻ বাকশক্তিহীন, মূক, গুঙ্গা।

বোরো : ● **বো**-র (দ্বিতীয়বারের) **রো** (রোপন-চাষ) যাহাতে; অথবা, আমন (রুইয়া বা রোপন করিয়া চাষ) ও আউস (না-রুইয়া চাষ) এই দুই প্রকার চাষের মাঝে দ্বিতীয়বার রুইয়া চাষ করা হয় যাহাতে। ◻ বোরোচাষ, বোরোধান।

বৌ : ● বাহী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। (দ্র. **বউ**)। ◻ বধূ।

বৌদ্ধ : ● যাহা **বুদ্ধ**-এর সঙ্গে সম্বন্ধিত; অথবা, যাঁহারা **বুদ্ধ**-এর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অনুসরণ করেন। ◻ বুদ্ধসম্বন্ধী, বুদ্ধপ্রোক্ত (শাস্ত্র), বৌদ্ধশাস্ত্রবেত্তা, বৌদ্ধমতাবলম্বী। ⁕

ব্যক্ত : ● **বি** (বিশেষভাবে) 'নবরূপে উত্তীর্ণকরণ তারিত' (উক্ত) যাহাতে; অথবা, যাহা বিশেষভাবে অঞ্জিত (অনকৃত হইয়া জনিত) বা প্রকটিত। ◻ ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত, স্ফুট, স্পষ্ট, (ব্যক্তগণিত = পাটিগণিত; ব্যক্তদৃষ্টার্থ

= সাক্ষী; ব্যক্তরাশি = জ্ঞাতসংখ্যা বা known quantity; ব্যক্তরূপ = বিষ্ণু; ব্যক্তলবণ = অধিকলবণ; ব্যক্তবাক্ = স্ফুটবাক্য-মনুষ্যাদি; ব্যক্তবিক্রম = প্রকটিতশৌর্য্য।) (ব.শ.)। ❋

ব্যক্তি : ● **ব্যক্ত** সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, যে আপনাকে (নিজের কথাকে) ব্যক্ত করে। / যাহার দ্বারা ব্যঞ্জন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◘ প্রকাশন, প্রকটীভাব, আত্মপ্রকটনকারী, স্বাতন্ত্র্য প্রকাশক। ❋

ব্যগ্র : ● বিগত **অগ্র** যাহার; অথবা, যাহার অগ্র (মাথা, পরিচালক, কর্ত্তা ইত্যাদি) চলিয়া গিয়াছে (ফলে, তাহার যে ছটফটানি দৃষ্ট হইতেছে)। / বিগত অগ্র যাহার। (ব.শ.)। ◘ (লক্ষণার্থে) আকুল, ব্যাকুল, ব্যাপৃত।

ব্যঙ্গ : ● **বি** (বিকল্প, বিপরীত, বিকল) **অঙ্গ** যাহার; অথবা, মানসিক (আর্থিক) বা বাহ্যিক অঙ্গহানি ঘটে যাহাতে; কিংবা, যে বিকলাঙ্গ কার্য্যকরী বিকলাঙ্গকে তুলনাত্মক করিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়। / বিকৃত, বিগত অঙ্গ যাহার; অথবা, যাহা বিকৃতাঙ্গ দ্বারা করণীয়। (ব.শ.)। ◘ বিকৃত অবয়ব, অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ জন, ভেক, উপহাস, ঠাট্টা।

ব্যঙ্গ্য : ● **ব্যঙ্গ** থাকে যাহাতে। / (যাহা) ব্যঞ্জনা-বৃত্তি দ্বারা বোধ্য। (ব.শ.)। ◘ প্রকাশ্য, বক্রোক্তি-সূচিত, ব্যঞ্জনাবৃত্তি-প্রতিপাদ্য অর্থ। ❋

ব্যজন : ● বিকল্প সত্তার জনন করে যে; অথবা, যাহা একপ্রকার ক্রিয়া করে কিন্তু অন্য প্রকার ফল ফলে; কিংবা, যাহাতে নাড়ান হয় চামর বা তালের পাতা, পাওয়া যায় বাতাস। ◘ বীজনসাধনমাত্র, তালবৃন্তক, পাখা, চামর।

ব্যঞ্জন : ● বিপরীত বা বিশেষ **অঞ্জ** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◘ ভঙ্গিভাষণ, উপকরণ, তরকারি।

ব্যঞ্জনা : ● **ব্যঞ্জন**-এর আধার যে। ◘ প্রকাশনা, বিবরণ, বক্রোক্তি। ❋

ব্যতিক্রম : ● বিকল্প পথে বা অন্য পথে অতিক্রম করা হয় যাহাতে। ◘ ক্রমভঙ্গ।

ব্যতিব্যস্ত : ● বিপরীতভাবে অতি-**ব্যস্ত** যে; অথবা, যে দুদিকে দুইভাবে অতিব্যস্ত থাকে। ◘ অতিব্যাকুল, বিব্রত। ❋

ব্যতীত : ● **বি**গত যে **অতীত**; অথবা, যে অতীত চলিয়া গিয়াছে; কিংবা, যাহাকে আর পাওয়া যাইবে না; অথবা, যাহাকে না হইলেও চলে বা চালাইয়া লইতে হয়। ◘ বিগত, অবসিত, মৃত, বিনা।

ব্যথ : ● **ব্য** (বিপরীতবাহী) অবস্থিত থাকে যাহাতে; অথবা, যে আঘাত ঘাত-স্থানে বা আহত দেহকোষে থাকিয়া যায়। ❋

ব্যথা : ● **ব্যথ**-এর (বিপরীতবাহীর স্থিতির) আধার যে; অথবা, আঘাত থাকিয়া যায় যাহাতে বা যেখানে (এবং ফলত বেদনার অনুভব চলিতে থাকে)। ◘ দুঃখানুভব, বেদনা। ❋

ব্যথিত : ● **ব্যথ** (আঘাত) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যে **ব্যথা** পাইয়াছে। ◘ ব্যথাপ্রাপ্ত, দুঃখিত, বেদনাযুক্ত, পীড়িত।

ব্যথী : ● **ব্যথ**-এর (আঘাতের) সক্রিয় আধার যে। ◘ দুঃখানুভবযুক্ত, ব্যথাবান।

ব্যবধান : ● বিকল্প বা বিপরীত **অবধান** যাহাতে; অথবা, যাহাতে স্বাভাবিক অবধানের সহিত দূরত্ব ঘটিয়া যায়। ◘ বিচ্ছেদ, দূরত্ব, তিরোধান, অন্তর, পার্থক্য।

ব্যবসায় : ● **বি**পরীত **অবসায়** যাহাতে; অথবা, **অব**সানের (বিলুপ্তির) দিকে অগ্রণীকে বিপরীত দিকে অগ্রণী করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, যে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন

পচিয়া ধ্বসিয়া নষ্ট হইতে চলিয়াছিল তাহাকে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, লেনদেন করা হয় যাহাতে। ◻ উদ্যম, ব্যাপার, উপজীবিকা, বাণিজ্য, বিষ্ণু।

ব্যবসায়ী : ● **ব্যবসায়**-এর সক্রিয় আধার যে; অর্থাৎ, যিনি **ব্যবসায়** করেন। ◻ বণিক।

ব্যবস্থা : ● বিশেষ **অবস্থা** যাহাতে; অথবা, যে **অবস্থিতিকে** (নিম্ন মানে থাকাকে) বিশেষ নিয়মাদির দ্বারা পরিপাটী বা সুশৃঙ্খল করা হইয়াছে। (দ্র. **তন্ত্র**)। ◻ ক্রমপূর্ব্বক স্থিতি, পরিপাটী, শৃঙ্খলা, অবস্থিতি, আচার ব্যবহারাদি বিষয়ক নিয়ম।

ব্যবহার : ● বিপরীত **অবহার** যাহাতে; অথবা, 'তুমি উহা দিলে আমি ইহা দিব', এইরূপ বিপরীত **অবহরণ** করা হয় যাহাতে; কিংবা, শব্দ, পণ্য, কথাবার্ত্তা, জিনিসপত্র লেন-দেন করা হয় যাহাতে। (দ্র. **পাণ**, **পণ্য**)। ◻ ক্রয়বিক্রয়, লেনদেন, ব্যাপার।

ব্যবহারজীবী : ● / ব্যবহার যাহার জীবিকা। (ব.শ.)। ◻ উকিল ইত্যাদি।

ব্যবহারিক : ● **ব্যবহার**-কে সক্রিয় করে যে; অথবা, যে **ব্যবহার**-কর্ম্ম করে। ◻ ব্যবহাবসম্বন্ধী, বাণিজ্যবিষয়ক।

ব্যবহারী : ● **ব্যবহার**-এর সক্রিয় আধার যে। ◻ আচারী, বিচারক, বাণিজ্যকারক।

ব্যবহৃত : ● যাহা **ব্যবহার** করা হইয়াছে। ◻ কৃতব্যবহার, উপভুক্ত, ক্রয়বিক্রয়কর্ম্ম, বাণিজ্য, প্রযুক্ত, প্রয়োগ।

ব্যয় : ● বিপরীত আয় যাহাতে; অথবা, যাহা আসে না, চলিয়া যায়; কিংবা, যাহা খরচ করা হয়। / বিত্ত সমুৎসর্গ করা হয় যাহাতে। ◻ নাশ, বিগম, তিরোভাব, ধনত্যাগ।

ব্যর্থ : ● /বিগত অর্থ যাহা হইতে। (ব.শ.)। ◻ বিগতপ্রয়োজন, নিরর্থক, বিফল।

ব্যষ্টি : ● বিপরীত বা বিকল্প ব্যাপ্তি যাহাতে; অথবা, বহু সত্তার প্রত্যেকে একা একা (স্বতন্ত্রভাবে) ব্যাপ্ত হয় যাহাতে; কিংবা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সম্মিলন (সজারুদের ঘনিষ্ঠতা) চলে যাহাতে; অথবা, 'একা বোকা' তাহার বোকামি ছাড়িয়া গোঁয়ার্তুমি শুরু করে (একলষেঁড়েমি) করে যাহাতে (এবং ফলত আরও বিপদে পড়ে যাহাতে)। (দ্র. **ব্যস্ত-সমস্ত**)। / অজ্ঞান হেতু নানারূপে ভাসমান ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা ব্যক্তিত্ব যাহাতে। (বং.শ.)। ◻ পৃথগ্‌ভাবে ব্যাপ্তি, একলষেঁড়ে, আধুনিকতাবাদী।

ব্যসন : ● বিপরীত অসন (ইচ্ছাক্ষেপন) যাহাতে; অথবা, প্রারম্ভে মিষ্ট কিন্তু অন্তিমে বিষ স্বরূপ বিষয় বা বস্তুতে আসক্তি চলমান যাহাতে। /বিবিধ বা বিরুদ্ধ উৎক্ষেপণ যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ অপায়, ভ্রংশ, আসক্তি, কামজ-কোপজ দোষ, দৈবী ও মানুষী পীড়া।

ব্যস্ত : ● বিপরীত বা বিকল্প অস্তিত্ব তারিত যাহাতে; অথবা, **অস্ত**সমূহ (**একসমূহ**) যেখানে থাকে সেই **সমস্ত** (**যৌথ**) হইতে বিকল্প অস্তিত্বে (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে) রত থাকে যে; কিংবা, ঝাঁকের (সমাজের) সহিত সম্বন্ধকে গৌণ করিয়া দিয়া এককভাবে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে যে (ফলে, ভীত, সন্ত্রস্ত, অস্থির, ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন, অশান্ত, ছোটাছুটি ... ইত্যাদি রোগে ধরে যাহাকে)। ◻ বিক্ষিপ্ত, বিভক্ত, অসমস্ত, পৃথক, বিপরীত, স্বতন্ত্র, (লক্ষণার্থে) ব্যাকুল, অশান্ত ...। *

ব্যস্তসমস্ত : ● **ব্যস্ত** ও **সমস্ত** যাহাতে; অথবা, যে স্বাতন্ত্র্যে থাকে, যৌথতাতেও থাকে; কিংবা, যাহাতে এক এবং অনেকের

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

সম্মিলন থাকে। ⊓ ব্যস্ত ও সম্যক ব্যস্ত, অতিব্যস্ত, মহাব্যাকুল।

ব্যস্তানুপাত : ● ব্যস্ত যে অনুপাত; অথবা, যে অনুপাতে সমস্তের বিপরীতে (ব্যস্তের বা একের দিকে) সমস্তের তুলনায় বিপরীতমুখী পাতন থাকে। ⊓ ক্রমবিপর্যয়-যুক্ত অনুপাত, inverse ratio।

ব্যাকরণ : ● বিশেষ আকরণ (করণের আশ্রয়) সমূহ থাকে যাহাতে; অথবা, বাস্তবে যাহা যে নিয়মে করা (**আকরণ**) হয়, তাহার বিকল্প-ছবি বা প্রতিচ্ছবি ধরা থাকে ভাষার যে নিয়মে; কিংবা, মানুষের করণসমূহের ছায়াস্বরূপ ভাষার ন্যায় সেই করণসমূহের নিয়মের ছায়া থাকে যাহাতে; অথবা, শব্দ-চয়নপূর্ব্বক গ্রন্থন করা হয় যে নিয়মে, তাহা থাকে যাহাতে। / যাহা দ্বারা বা যাহাতে প্রকৃতিপ্রত্যয়ভেদে শব্দ ব্যুৎপাদিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ শব্দশাস্ত্র। ⁕

ব্যাকুল : ● বিশেষ **আকুল**তা যাহাতে।

ব্যাখ্যা : ● বিশেষ, বিস্তারিত বা বহুকথাযুক্ত **আখ্যা** থাকে যাহাতে (যে কথামালায়)। ⊓ বিশদ বিবরণ, টীকাটিপ্পনী, বিস্তারিতভাবে কথিত। ⁕

ব্যাঘাত : ● বিপরীত দিক হইতে আঘাত থাকে যাহাতে।

ব্যাঘ্র : ● ব্যাপকভাবে আঘ্রাত হয় যে। ⊓ শার্দ্দুল, বাঘ, রক্ত-এরণ্ড, করঞ্জ। ⁕

ব্যাঘ্রপদ : ● **ব্যাঘ্র**-এর জন্য যে পদ; অথবা, প্রাচীন ভারতীয় আমলাতন্ত্রে যাঁহারা রাজকোষ দেখাশোনা করিতেন। ⊓ হিন্দু জাতিবিশেষ।

ব্যাঙ্গ (বেং, বেঙ, বেঙ্গ, ব্যাং, ব্যাঙ) : ● **ব্যঙ্গ** হইতে জাত যে; অথবা, স্বাভাবিক-ভাবেই বিকৃত অঙ্গ লইয়া জাত যে। (**বেং** : ● দিশাগ্রস্ত বাহীর রহস্যরূপ যাহাতে। **বেঙ** : ● দিশাগ্রস্তবাহীর রহস্যময় কারী যাহাতে। **বেঙ্গ** : ● দিশাগ্রস্ত বাহীর রহস্যময় গামী যাহাতে। **ব্যাং** : ● বহন থাকে যে আধারে তাহার রহস্যরূপ যাহাতে। **ব্যাঙ** : ● বহন থাকে যে আধারে তাহার রহস্যময় কারী যাহাতে।) ◻ ভেক। ⁕

ব্যাঙ্গমা (বেঙ্গমা) : ● **ব্যাঙ্গ**-এর সীমায়িত আধার যে। (দিশাগ্রস্ত বাহীর রহস্যময় গামীর সীমায়িত আধার যে)। ⊓ বিহঙ্গ মসমা, ভারযষ্টি, বাঁক। দ্র. **ব্যাঙ্গমী**।

ব্যাঙ্গমী (বেঙ্গমী) : ● **ব্যাঙ্গ**-এর সীমায়িত সক্রিয় আধার যে। (**বেঙ্গমা** স্ত্রী-আধার যে)। ⊓ বেঙ্গমার স্ত্রী; (উপকথার বেঙ্গমা-বেঙ্গমী বা ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী আসলে **বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমী**। ইহারা দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট এবং দিব্যজ্ঞানে সকল বিষয় জানিতে পারে।)। ⁕

ব্যাজ : ● বিকল্প পথে বৃদ্ধি জনিত হয় যাহাতে; অথবা, প্রকাশ্যে নিন্দা করিয়া মনে মনে ভজনা করা হয় যাহাতে; কিংবা, প্রকাশ্যে অর্থ সহায়তা করিয়া গোপনে সুদ নেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, **মহাজন**গণ যাহা করেন। /যাহা দ্বারা বিপথে গমন সাধিত হয়; অথবা, অন্য উদ্দেশ্যে অন্য প্রতিপাদন যাহাতে। (ব.শ.)। ⊓ কৈতব, কপট, ছদ্ম, কৃত্রিমশোভা, বিলম্ব, বৃদ্ধি, সুদ।

ব্যাজস্তুতি : ● /নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ ব্যাজরূপ স্তুতি, কপটস্তুতি।

ব্যাধ : ● বিপরীত দিক হইতে ধরে যে; অথবা, যাহারা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা উৎপাদন করিয়া লয়, তাহাদের আটকাইয়া (তাহাদের বাহ্যসম্পদে ভাগ বসাইয়া বা কাড়িয়া লইয়া)

নিজের জীবিকার উপায় করে যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) হরিণ মারিয়া জীবিকার্জ্জন করে যে। ❒ লুব্ধক, মৃগয়ু, শিকারী।

ব্যাধি : ● (তীব্র শারীরিক যাতনায় বা যাতনার আশঙ্কায়) মনের ব্যথা (**আধি**) ছুটিয়া পলায় (বিগত হয়) যাহাতে। / বিগত আধি যাহা হইতে; অথবা, যাহা দ্বারা মনোব্যথা রহিত হইয়া যায়। (ব.শ.)। ❒ শারীরিক রোগ বা পীড়া।

ব্যান : ● বিকল্প অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা (যে **বায়ু**) মানবশরীরে খাদ্যাদি হজম করিয়া সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত করে; কিংবা, যাহা (যে **বায়ু**) সমাজশরীরে উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞ চালাইয়া তাহার ফল সমগ্র সমাজ-শরীরে ব্যাপ্ত করে; অর্থাৎ, যাহা (যে **বায়ু**) মানবশরীর বা সমাজশরীরের পেটে থাকে। / যাহা দ্বারা প্রাণধারণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ পঞ্চবায়ুর একতম।

ব্যাপার : ● (পণ্যাদি) **পারা**পার করণের বিশেষ রূপের **আশ্রয়** যাহাতে; অথবা, যে (সেকেলে) প্রক্রিয়ার দ্বারা 'ধান-ব্যাপারী', 'গরু-ব্যাপারী' প্রভৃতি 'ব্যাপারী'গণ উৎপাদকদিগের নিকট হইতে ধান, গরু প্রভৃতি ক্রয় করিয়া চাহিদাকারীদের নিকট সেগুলি বিক্রয় করিয়া লভ্যাংশ গ্রহণ করে; কিংবা, যে (আধুনিকতম) প্রক্রিয়ার দ্বারা আধুনিকতম বৃহৎ ব্যাপারীগণ ক্ষমতাকেন্দ্রের পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া উৎপাদকদিগের উৎপাদিত পণ্যাদি ক্রয় না করিয়াই বিক্রয় করিয়া দেয় ও নিজেদের লভ্যাংশ হাতাইয়া লয় এবং তৎপরে ক্ষুদ্র সেকেলে ব্যাপারীগণ সেই পণ্যাদির বাহ্য-ক্রয়বিক্রয় সমাধা করিয়া নিজেদের লভ্যাংশ গ্রহণ করিয়া লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে। ❒ বাণিজ্য, ব্যবসায়, প্রয়োগ, কাণ্ড।

ব্যাপারী : ● **ব্যাপার**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যিনি **ব্যাপার** করেন। ❒ ব্যাপারবান, ব্যবসায়ী, বণিক, সওদাগর।

ব্যাপৃত : ● বিশেষ প্রকার পারের আবর্ত্তনের আশ্রয় তারিত যাহাতে; অথবা, ব্যাপনকর্ম্মকে আবর্ত্তিত করিতে থাকে যে। ❒ ব্যাপারযুক্ত, ক্রিয়ান্বিত, আসক্ত, তত্তৎ কর্ম্মে নিযুক্ত পুরুষ।

ব্যাপ্ত : ● বিস্তারিত **আপ্তি** (সকলের প্রাপ্তি) যাহাতে। ❒ প্রসারিত, বিস্তারপ্রাপ্ত। *

ব্যাপ্তি : ● **ব্যাপ্ত** সক্রিয় যাহাতে। ❒ ব্যাপন, প্রসারণ। *

ব্যাস : ● বি (বিশেষ প্রকার) অস্তিত্ব থাকে যাহাতে; অথবা, (সামাজিক বা জ্যামিতিক) চক্রের প্রতিটি বিন্দুকে (সদস্যকে) সেই চক্রের যে বিন্দুদল বা সরলরেখা (সমিতি-সদস্য-জ্ঞানীগণ) ঘুরিয়া ঘুরিয়া শাসন করে; কিংবা, চক্রের বিশেষায়ন সাধন করে যে। /যাহার দ্বারা বিভাগ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ বিস্তৃত, বিস্তার, বিগ্রহ, বিভাগ, এক বা দ্বিত্র উপায়, বৃত্তের কেন্দ্রগত পরিধিপর্যন্ত মধ্যরেখা (diameter), মানবিশেষ, শত পল। *

ব্যাহত : ● বিপরীত দিক হইতে আঘাত পাইয়া **আহত** হইয়াছে যে। ❒ ব্যাঘাতযুক্ত, প্রতিবারিত।

ব্যুৎপত্তি : ● বিশেষ পদ্ধতিতে (শব্দের) **উৎপত্তি** যাহাতে; অথবা, যে পদ্ধতি (সাধারণত অজ্ঞাতসারে এবং কদাচিৎ জ্ঞাতসারে) অনুসরণ করিয়া (অ্যাকাডেমিতে উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা বাদে বাকি সমস্ত) ভাষাজীবী মানুষ তাঁহাদের ভাষার শব্দোৎপাদন করিতেন এবং এখনও করেন; কিংবা, সংস্কৃতকারগণের

গৌরব এই যে, তাঁহারা সাধারণ মানুষের উপরোক্ত 'অজ্ঞাতসারে শব্দোৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণের' স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মগুলির অধিকাংশই আবিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের 'গৌরব' এই যে আমরা ইংরেজের মানসিক দাসত্ব বরণ করিয়া সেগুলির অধিকাংশ ভুলিতে সক্ষম হইয়াছি! / প্রকৃতিপ্রত্যয় অনুসারে শব্দ সাধন করা হয় যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ শব্দোৎপাদন পদ্ধতি, শব্দার্থবোধের শক্তি।

ব্যোম : ● দিশাগ্রস্ত বাহীধারককে মনন (সীমায়ন) করে যে; অথবা, মানবমনের যে অসীম এলাকা হাজার হাজার ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করার পরেও ততোধিক এলাকা ফাঁকা পড়িয়া থাকে এবং কিছুতেই ভরাট করা যায় না; কিংবা, সাদৃশ্যে, যে মহাকাশ ফাঁকা পড়িয়া আছে। ❒ ব্যাপ্ত অন্তরিক্ষ, আকাশ, শব্দগুণ ভূতপদার্থ (ether), শরীরস্থ বায়ু, আকাশরূপ বিষ্ণু, ক্ষিতি প্রভৃতির পঞ্চম ভূত 'ব্যোম'। ❋

ব্যোমকেশ : ● **ব্যোম** (অদৃশ্য মানসিক মহাশূন্য) **কেশ** যাহার; অথবা, সাদৃশ্যে, আকাশ কেশ যাহার। / যাঁহার কেশ ব্যোমে অভিব্যাপ্ত; অথবা, ব্যোমে যাঁহার সূর্য্যচন্দ্র-অগ্নিরশ্মিরূপ কেশ (নীলকণ্ঠ)। (ব.শ.)। ❒ অসীম মনোলোকের সসীম নাম, গঙ্গাধারণে প্রসারিত জটাকলাপ, শিব, মহাদেব; (সাদৃশ্যে) মহাশূন্য, মহাকাশ। ❋

ব্যোমচর : ● **ব্যোম**-এ চরে যে। ❒ খেচর।

ব্যোমচারী : ● **ব্যোমচর**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ আকাশগামী, পক্ষী, চিরজীবী, গ্রহাদি।

ব্যোমযান : ● **ব্যোম**-এ (আকাশে) যাওয়া অন (চলমান) যাহাতে। ❒ বিমান, দেবরথ।

ব্রজ : ● ব্র (দ্বৈতাদ্বৈত-বাহীর আবর্ত্তন) জনিত হয় যাহাতে বা যেখানে; অথবা, একের ভিতরে দুইয়ের চলন (পুরুষ-প্রকৃতির চলন) চলে যাহাতে (যে মানসিক, সামাজিক, বাহ্যিক হাঁটায়); কিংবা, এক পা যখন গতিশীল অন্য পা তখন স্থিতিশীল — এভাবে দুই পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া হয় যাহাতে (যেখানে); অথবা, লোকে মনে মনে হাঁটিয়া, সামাজিক-ভাবে হাঁটিয়া, বাহ্যিকভাবে হাঁটিয়া যায় যাহাতে (যেখানে); কিংবা, দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান-রসের সম্ভার, পদাবলী কীর্ত্তনাদি, দ্বৈতাদ্বৈত ধনরসের বা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পণ্যাদি জনিত হয় যে মানসলোকে, সমাজে বা **বৃন্দা**বনে; অথবা, যে ব্রহ্মভূমিতে বারোটি **বন**, উপ**বন**, প্রতি**বন** ও অধি**বন** আছে; কিংবা, রাষ্ট্রের (কংসের) চোখরাঙানি উপেক্ষা করিয়া মানসিকভাবে দ্বৈতাদ্বৈতের সাধনা এবং সামাজিকভাবে **গোবর্দ্ধন** পর্ব্বতের, **গোষ্ঠে**র, **গোকুলে**র, **গোপাল**দের লীলা বা পণ্যজীবিতার সাধনা (লক্ষ্মীসাধনা) করা হইত যে স্থানে; অথবা, **পাদোদক-মঢ়তার** কারণে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের যে গৌরবজনক ইতিহাসকে অ্যাকাডেমির বুদ্ধিমানেরা গরু, গোয়াল, রাখাল, ও তাহাদের নষ্টামি বলিয়া বিশ্বাস করে এবং করিতে ভালবাসে। ❒ জ্ঞানরসের সৃজনলোক, ধন-রসের বা পণ্যের উৎপাদনক্ষেত্র, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, (সাদৃশ্যে) গোয়াল, গোচারণভূমি, রাখালের কুকর্ম্মাদি, অগ্রবণ ও মথুরার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশ। ❋

ব্রজকিশোর : ● **ব্রজ**-এর (দ্র. **ব্রজ**) কিশোর যে; অথবা, যে নিষিদ্ধ জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ (লক্ষ্মীপুঁজি) রাষ্ট্রবিরোধী আদি গিল্ড-এর হাতে কালো টাকা (কৃষ্ণধন) বা কচি-ক্যাপিটাল রূপে লীলা করিয়াছিল (পরবর্ত্তীকালে শিল্প-

বিপ্লবের পূর্ব্বাহ্নে পাশ্চাত্যের গিল্ডগুলির পুঁজি যেরূপ আচরণ করিয়াছিল)। ◻ (পৌরাণিক ভাষায়) বালক শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজধাম : ● ব্রজস্বরূপ যে **ধাম** (ধরিব ধরিব করিতে করিতে লোকে শেষ পর্যন্ত যেখানে হাঁটিয়া গিয়া ধর্ত্তব্যকে ধরিয়া ফেলে বা ধরিয়াছে বলিয়া মনে করে)। ◻ গোকুল। *

ব্রজন : ● ব্রজ (মানসিক, সামাজিক, বাহ্যিক হাঁটিয়া চলা) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ গমন, বনগমন।

ব্রজনাথ : ● **ব্রজ**-এর (মানসিক, সামাজিক, দৈহিক হাঁটিয়া চলার ক্ষেত্রের) নাথ যিনি। ◻ শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজবধূ : ● **ব্রজ**-এর (দ্বৈতাদ্বৈতের বা ক্রয়বিক্রয়ের সাধনক্ষেত্রের) **বধূ** (চুক্তি করিয়া আনা মজুর) যিনি বা যাঁহারা। ◻ ব্রজযুবতি।

ব্রজবুলি : ● **ব্রজ**-এর মানুষদের মুখের বুলি যাহা; অথবা, বর্জ্জন বা পণ্যরূপে ত্যজনের সহিত যুক্ত বলিয়া (দ্র. **বৃক, বৃজ**) যে বুলি 'বৃজ্জি' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ◻ মধ্যযুগের জ্ঞানরস ও ধনরস চর্চাকারীদের ভাষা, ব্যবসায়ীদের ভাষা।

ব্রজভাব : ● **ব্রজ**-এর ভাব থাকে যাহাতে। ◻ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীর রতিবিশেষ; মাধুর্য্য বা মধুরনাম শৃঙ্গাররস।

ব্রজভাষা : ● **ব্রজ**-এ প্রচলিত যে ভাষা। ◻ ব্রজের ভাষাবিশেষ। *

ব্রজমণ্ডল : ● **ব্রজ**-কে ঘিরে যে **মণ্ডল** ছিল বা আছে। ◻ ব্রজ ও তৎপার্শ্বস্থ দেশসমূহ।

ব্রজমোহন : ● **ব্রজ**কে মোহিত করে যে। ◻ ব্রজের মোহকর, শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজরাজ : ● **ব্রজ**-এর রাজা যিনি। ◻ ব্রজপতি, নন্দ, ব্রজরঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজলীলা : ● **ব্রজ**-তে যে লীলা অনুষ্ঠিত হয় বা হইয়াছিল। ◻ ব্রজে বাল্যে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ।

ব্রজেন্দ্র : ● **ব্রজের** ইন্দ্র যিনি। ◻ ব্রজরাজ, নন্দ।

ব্রজেশ্বর : ● **ব্রজ**-এর ঈশ্বর যিনি। ◻ ব্রজরাজ, শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজ্যা : ● ব্রজ (দু-পায়ে হাঁটিয়া চলা) থাকে যাহাতে তাহার আধার। ◻ গমন, ভিক্ষার্থ পরিভ্রমণ, সজাতীয় বিষয়ের একত্র সন্নিবেশ।

ব্রত : ● ব্র (বহন করিতে থাকা) তারিত যাহাতে; অথবা, (কৃষি, পণ্যরক্ষা বা গোরক্ষা, শিক্ষা, শ্রম বা তপস্যা, সেবা ইত্যাদি এক বা একাধিক কর্ম্মের দায়িত্ব) বহনে রত হয় যাহাতে; অথবা, (নকশায় অঙ্কিত প্রতীকী গৃহ দেখিয়া তাহার ইশারা অনুযায়ী গৃহনির্ম্মাণের ন্যায়) প্রতীকী আচার-আচরণরূপ **ব্রত** (সঙ্কল্প, উপবাস, পূজাদি, নিয়মপালন) করিয়া দেখার পর তাহার ইশারা অনুযায়ী কার্য্যকরী বাস্তব ব্রত-পালন করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে (কোনো কবিরাজ) গৃহে **শিবসেবা** সারিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া তাহার বাস্তবরূপ **জীবসেবা** বা চিকিৎসাকর্ম্ম (জনসেবাব্রত) পালন করেন; অথবা, **পাদোদক মূঢ়তার** কারণে, ব্রত-এর প্রতীকী আচরণ (যথা, **শিবসেবা**) তাহার বাস্তব ব্রত-আচরণ (যথা, **জীবসেবা**) হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে (ফলে **শিবসেবা**দি এক অনর্থক বোঝা রূপে সেবকদিগের জীবনে চাপিয়া বসিয়াছে)। ◻ নিয়মপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় সৎকর্ম্ম, শাস্ত্রবিহিত নিয়ম, উপবাসাদি বিধি, সঙ্কল্প, শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া।

ব্রততী : ● ব্রত-এর (দায়িত্ববহনে রত থাকার) তারণের সক্রিয় আধার যে; অথবা,

মূল ব্যবস্থার সহযোগী রূপে নিজ দায়িত্ব বহনে রত থাকে যে; কিংবা, (যথা, একালের ভাষায়) পিসিচন্দ্র জুয়েলার্সের নিকট হইতে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী সোনার অলঙ্কার বানাইয়া নিয়মিত সরবরাহ করে যে (যে ক্ষুদ্র সংস্থা, পরিবার, বা ব্যক্তি)। ❐ বল্লী, লতা। (স্বর্ণব্রততী = স্বর্ণলতা)। *

ব্রতদাস : ● **ব্রত**-সহযোগী যে **দাস**; অথবা, কোনো **ব্রতীর** সহযোগিতা করে যে দাস; কিংবা, উদাহরণস্বরূপ, কৃষকের কৃষিকর্ম্মের সহযোগিতা করে যে কৃষিমজুর; অথবা, যে **সাধু** (বণিক) সপ্তডিঙা লইয়া বৎসরে একবার মালয় দেশে যাইত, তাহার সহযোগিতা করিত যে **সাধব**গণ; কিংবা, একালের ভাষায়, ঔষধ কোম্পানির ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার **ব্রত**-এর সহায়তা করে যে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। / যে দেবানুগৃহীত ব্যক্তি পৃথিবীতে দেবতাবিশেষের মাহাত্ম্য প্রচারপূর্ব্বক নিয়মানুসারে তদীয় পূজাদির প্রকাশ করিয়া থাকে। (ব.শ.)।

ব্রতী : ● **ব্রত**-এর (দায়িত্ববহনে রত থাকার) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যিনি সক্রিয়ভাবে তাঁহার **ব্রত**-অনুযায়ী কর্ম্ম করেন; কিংবা, যিনি কোনো না কোনো **ব্রত** [যথা, তপোব্রত (জমিতে বা কর্ম্মশালায় শ্রম করিয়া মানুষের ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করা), **শিক্ষাব্রত** (উত্তরসূরীদের শিক্ষা দিয়া মানুষ রূপে গড়িয়া তোলা), **দেবব্রত** (পণ্যাদি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা) ... ইত্যাদি] গ্রহণ করিয়া তাহা পালন করিয়া চলিয়াছেন। ❐ তদ্ধর্ম্মবান, ব্রতবান, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি-প্রবৃত্ত, পুণ্যকর্ম্মী, ধার্ম্মিক।

ব্রহ্ম : ● **ব্রহ** বা **বৃংহ** (অজস্র সত্তার হওয়ন) **ম** (সীমায়িত) যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তনশীল রহস্যময় অতিবাহীর হওয়ন সীমায়িত যাহাতে (যে মননে বা পরিমাপিত ধারণায়); কিংবা, পুরুষ-প্রকৃতি বা আধেয়-আধার রূপে বিভাজিত ও কামসূত্রে গ্রথিত এই জগতের প্রতিটি সত্তার অভ্যন্তরে পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধকে (**কারণ**কে) পরিমাপিত করা হয় যাহাতে; অথবা, যে সম্বন্ধকে জানিতে পারিলে (আবিষ্কার, উদ্ভাবন করিতে পারিলে) সত্তাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলা যায় বা তাহার বৃদ্ধিসাধন করা যায় এবং সৃষ্টি করা যায়; কিংবা, (সেই সম্বন্ধ জ্ঞানের সাহায্যে) সৎ (প্রকৃতি, কাঁচামাল) চিৎ (পুরুষ, মেধাশ্রম) যোগ করিয়া নববস্তু লাভ করিয়া যে আনন্দ লাভ করা যায়; অথবা, (ব্যঞ্জনার্থে) যাহা যে কোনো সর্ব্বোচ্চ স্থান কাল বা পাত্রকে বোঝায়। ❐ জগতের বা পদার্থের অভ্যন্তরস্থ আধার আধেয়র সম্বন্ধ, সম্বন্ধজ্ঞান, প্রজ্ঞান, সৃষ্টিজ্ঞান, বৃদ্ধিসাধনজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানী, বেদজ্ঞান, সচ্চিদানন্দ, বস্তু, ক্ষেত্রজ্ঞ, মোক্ষ, সর্বসৃষ্টিকর্তা ...। **

ব্রহ্মঅসুর : ● অসুরভাবাপন্ন যে ব্রাহ্মণ। *

ব্রহ্মকরোটি : ● মানবদেহের সর্ব্বোচ্চ স্থানে যে করোটি থাকে। ❐ কপাল। *

ব্রহ্মঘাতক (ব্রহ্মঘাতী, ব্রহ্মঘ্ন) : ● ব্রহ্মহত্যা করে যে। ❐ ব্রাহ্মণঘাতক। *

ব্রহ্মঘ্নী : ● **ব্রহ্ম**কে (বৃদ্ধিসাধনকে) হত্যা করে যে; অথবা, মানবদেহের বৃদ্ধ হইতে থাকাকে থামাইয়া দেয় যে; কিংবা, কৌমার্য্য ধরিয়া রাখে যে। ❐ এক প্রকার গুল্ম, ঘৃতকুমারী (হৃতকুমারী, ধৃতকুমারী), aloe vera। *

ব্রহ্মচর্য্য : ● **ব্রহ্ম**-এর (জগতের সম্বন্ধজ্ঞান অর্জ্জন করার) আচরণ চলে যাহাতে; অথবা, জ্ঞানচর্চাই অবলম্বন যে জীবনচর্য্যার; কিংবা,

বিবাহাদি না করিয়া কেবল ছাত্ররূপে জ্ঞানচর্চা করিয়া জীবনযাপন করা থাকে যাহাতে। ❒ তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন, ছাত্ররূপে জীবনযাপন।

ব্রহ্মচর্য্যা : ● **ব্রহ্মচর্য্য**-এর আধার যে। ❒ তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন করা, ছাত্রজীবন যাপন করা।

ব্রহ্মচারিণী : ● **ব্রহ্মচারী** আধারশক্তি যিনি। ❒ ছাত্রসমাজ, (সেকালের ভাষায়) ব্রহ্মচর্য্য-নিরতা নারী, বেদচারিণী দুর্গা।

ব্রহ্মচারী : ● **ব্রহ্ম**-কে (সম্বন্ধজ্ঞানকে) অধিগত করিবার উদ্দেশ্যে তপস্যা বা পরিশ্রম করে যে; অথবা, বিবাহাদি না করিয়া জ্ঞানচর্চা করিয়া জীবনযাপন করে যে। ❒ বেদাধ্যায়ন-রূপ-তপশ্চারী, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতী, নৈষ্ঠিকব্রহ্ম-চর্য্যব্রতী, অকৃতদার সনকাদি।

ব্রহ্মজীবী : ● **ব্রহ্মকর্ম্মই** জীবিকা যাহার; অথবা, যাঁহারা শিক্ষক, অধ্যাপক, উপদেষ্টা, বিশেষজ্ঞ-পরামর্শদাতা ইত্যাদি রূপে জীবিকার্জ্জন করেন। ❒ শ্রৌতাদিকর্ম্মজীবী ব্রাহ্মণ, বুদ্ধিজীবী। ✱

ব্রহ্মজ্ঞ : ● **ব্রহ্ম**কে (কোনো সত্তার আধার-আধেয়র মধ্যেকার **কারণজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান**) জানেন যিনি; অথবা, (যথা), পরিবারের কর্ত্তা ও সদস্যগণের মধ্যেকার সম্বন্ধ জানেন যিনি; কিংবা, আপেল ও ভূতলের মধ্যেকার সম্বন্ধ জানেন যিনি। ❒ সম্বন্ধজ্ঞানী, ব্রহ্ম-তত্ত্ববিৎ, বেদবিৎ।

ব্রহ্মজ্ঞান : ● **ব্রহ্মজ্ঞ** (সম্বন্ধজ্ঞানী) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ব্রহ্মজ্ঞ**-হওয়ন চলে যাহাতে; অথবা, **ব্রহ্ম** (আধার-আধেয়র বা পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ) বিষয়ক জ্ঞান যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা সত্তার তদবস্থায় বর্ত্তমান থাকার **কারণ** জানিতে পারা যায়। ❒ সম্বন্ধ-জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, প্রকৃতিপুরুষ-বিবেকজ্ঞান।

ব্রহ্মডাঙা : ● গ্রামের **ডাঙাসমূহের** (যে উঁচু স্থানে চাষবাস হয় না, তাহাদের) মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বা **ব্রহ্ম** যে ডাঙা। ❒ অত্যুচ্চ স্থান, উচ্চে অবস্থিত উর্বরতাহীন জমি। ✱

ব্রহ্মতালু (ব্রহ্মতালুয়া) : ● মানবদেহের মস্তিষ্কের সর্ব্বোচ্চে যে উপরিতল থাকে। ❒ মাথার চাঁদি। ✱

ব্রহ্মত্র : ● ব্রহ্মকে (তাঁহার জীবিকার সমস্যা হইতে) ত্রাণ করে যে (ভূসম্পত্তি)। ❒ ব্রাহ্মণের ভোগার্থ প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি, ফকিরান।

ব্রহ্মদত্যি (ব্রহ্মদৈত্য) : ● দৈত্যগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চে স্থান যাহার। ❒ ব্রাহ্মণভূত। ✱

ব্রহ্মদারুবৃক্ষ : দ্র. **বামনগাছা, টঙ্কানক**।

ব্রহ্মদ্বিট্‌ : ● ব্রাহ্মণের দ্বেষ করে যে। ❒ ব্রহ্মহিংসক, বেদনিন্দক, নাস্তিক। ✱

ব্রহ্মান : ● **ব্রহ্ম** (...সম্বন্ধজ্ঞান) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে পদার্থের অস্তিত্বের **কারণনির্ণয় বা ব্রহ্মকরণ (সম্বন্ধনির্ণয়) চলমান থাকে**। ❒ **তত্ত্বজ্ঞান**। ✱

ব্রহ্মপদ : ● **ব্রহ্ম-প্রাপ্তি (ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তি) দান** করে যে; অথবা, **ব্রহ্মস্বরূপ (সর্ব্বোচ্চ)** সামাজিক **পদ** থাকে যাহাতে। ❒ ব্রহ্মধাম, ব্রহ্মত্ব। ✱

ব্রহ্মপিশাচ : ● **পিশাচদিগের** মধ্যে **ব্রহ্মস্বরূপ** যে। ✱

ব্রহ্মপুত্র নদ : ● **ব্রহ্ম**-এর পুত্রস্বরূপ যে নদ; অথবা, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সভ্যতার দ্বারা অর্জ্জিত মানসিক জ্ঞানসম্ভার (মানস সরোবর) হইতে জাত দুই ধারার (ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু) মধ্যে যৌথ সামাজিক জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) হিমালয়ের মানস সরোবর হইতে জাত যে নদ চীন দেশ হইতে আসামের ভিতর দিয়া সমুদ্রে

গিয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্মাপুত্রী : ● যে জ্ঞানধারা বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। ◻ সরস্বতী নদী।

ব্রহ্মাবক্তা : ● **ব্রহ্মা**-এর (সম্বন্ধজ্ঞানের) কথা বলেন যিনি। ◻ বেদ-অধ্যাপক। ✱

ব্রহ্মাবধি (ব্রহ্মাবধিয়া, ব্রহ্মাহা) : ● ব্রহ্মাকে বধ বা হনন করে যে। ◻ ব্রহ্মাঘাতী। ✱

ব্রহ্মাবন্ধু (ব্রহ্মাবান্ধব) : ● **ব্রহ্মা**-এর (**ব্রহ্মাজ্ঞান**-সাধকের) বন্ধু (বান্ধব) যিনি। ◻ ব্রাহ্মণের বন্ধু বা বান্ধব তুল্য। ✱

ব্রহ্মাময় : ● যাহা **ব্রহ্মা** (সম্বন্ধ বা **কারণ**) রূপে প্রতি বিন্দুতে মিশিয়া থাকে। ◻ ব্রহ্মাস্বরূপ, সম্বন্ধজ্ঞান-ময় (বেদময়)।

ব্রহ্মাময়ী : ● **ব্রহ্মাময়** যে আধারশক্তি; অথবা, যে জনগোষ্ঠী **কারণ**ময় রূপে সক্রিয় থাকেন। ◻ ব্রহ্মাস্বরূপা, কারণস্বরূপা, (পৌরাণিক ভাষায়) দুর্গা, কালী।

ব্রহ্মাযজ্ঞ : ● যে কর্ম্মযজ্ঞে বা কর্ম্মকাণ্ডে জ্ঞানচর্চা করা হয়; অথবা, যে সকল আচার আচরণ দ্বারা জাগতিক সত্তাসমূহের অভ্যন্তরস্থ আধার-আধেয়র (পুরুষ-প্রকৃতির) সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানের চর্চা করা হয়। ◻ বেদসম্বন্ধী যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপন; শ্রুতিজপ।

ব্রহ্মারক্ষঃ (ব্রহ্মারাক্ষস) : ● ব্রহ্ম (বিপ্র) হইয়া কর্ম্মদোষে **রাক্ষস** যে। ◻ ভূতবিশেষ, দ্বিজ হইয়া শাপ হেতু রাক্ষস। ✱

ব্রহ্মারন্ধ্র : ● মানবদেহের রন্ধ্রসমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বা **ব্রহ্মা** যে রন্ধ্র। / ব্রহ্মের (ব্রহ্মাধিষ্ঠিত) রন্ধ্র। (ব.শ.)। ◻ মস্তকের মধ্যভাগ কপালত্রয়ের সন্ধিস্থানস্থিত রন্ধ্র, ব্রহ্মাতালুর নিম্নভাগ। ✱

ব্রহ্মার্ষি (ব্রহ্মাঋষি) : ● যিনি (মনোভূমিতে) ব্রহ্মাজ্ঞানের ঋষ (চাষ) করেন। ◻ ব্রাহ্মণ-ঋষি, বসিষ্ঠাদি। ✱

ব্রহ্মালোক : ● **ব্রহ্মাজ্ঞানী**গণ (সম্বন্ধজ্ঞানীগণ) যে মানসলোকে বাস করেন। ◻ হিরণ্যগর্ভ-লোক, সত্যলোক। ✱

ব্রহ্মা : ● **ব্রহ্মা**-এর (**ব্রহ্মাজ্ঞান**-এর) আধার যে বা যিনি; অথবা, **ব্রহ্মান** কর্ম্মের তত্ত্ব ও তথ্য ধরিয়া রাখেন যিনি; কিংবা, কৃত্তিবাসী রামায়ণের তথ্যানুসারে, ত্রেতাযুগে যাঁহারা সরকারী পাঠশালা সমূহের গুরু বা শিক্ষকে অধঃপতিত হইয়া যান। ◻ শিক্ষকশ্রেণী, (পৌরাণিক ভাষায়) প্রজাপতি, পিতামহ, ঋত্বিগ্‌বিশেষ, ব্রাহ্মণ, মরীচি-প্রভৃতি প্রজাপতি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মাবিৎ বিপ্র ...। ✱

ব্রহ্মাণ্ড : ● **ব্রহ্মা**-এর অণ্ড যে; অথবা, সম্বন্ধ বা **কারণ**সমূহের অণ্ড যে; কিংবা, যে অণ্ডের ভিতরে **কারণ**সমূহ থাকায় তাহা বিকশিত হইয়া বর্ত্তমান রূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে। / ব্রহ্মার ডিম্বকোষ। (ব.শ.)। ◻ চতুর্দ্দশ-ভুবনগোলক, ভুবনকোশ, বিশ্ব, সর্ব্বশরীর। ✱

ব্রহ্মানন্দ : ● **ব্রহ্মা**লাভ (সম্বন্ধজ্ঞান লাভ) করার ফলে যে আনন্দ মানুষ পায়। ◻ ব্রহ্মা-জ্ঞানজন্য আনন্দ। ✱

ব্রহ্মাবর্ত্ত : ● **ব্রহ্মা**জ্ঞানীগণের আবর্ত্ত চলিত যে দেশে; অথবা, যে স্থানে বা দেশে ব্রাহ্মণগণ আবর্ত্তিত হইতেন বা তাঁহাদিগের বৃত্তিপালন সম্পূর্ণ করিতেন; কিংবা, **দৃষদ্বতী** (ধ্রুবজ্ঞানসমূহের ধারা) ও **সরস্বতী** (প্রচলিত বিদ্যার ধারা) এই দুই ধারার মাঝে যে জ্ঞান-চর্চ্চার লোক আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ◻ (সাদৃশ্যে) ব্রাহ্মণগণের আবর্ত্ত বা আশ্রয়, সরস্বতী নদী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থ বহুল-ব্রাহ্মণাশ্রয় দেশ। ✱

ব্রাত : ● **ব্রত** হইতে জাত যে বা যাহারা;

অথবা, **ব্রত** (দায়িত্ববহনে রত থাকা) হইতে বিচ্ছিন্ন বা মুক্ত যে বা যাহারা; কিংবা, যাহারা **ব্রত**হীন (বেকার) বলিয়া যে সুযোগ পায় তাহাই করিয়া খায় বা খাটিয়া খায়। ❐ মজুর, নানাজাতীয় অনিয়তবৃত্তি শরীরায়াস-জীবিসমূহ, অবিবক্ষিতগণ, মজুরী। ✱

ব্রাতীন : ● **ব্রাত**-এর সক্রিয় আধার অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাদের **ব্রত** নাই বলিয়া যে কোনো প্রকারে খাটিয়া খায়। ❐ ব্রাতজীবী, শরীরায়াসজীবী, মজুর।

ব্রাত্য : ● **ব্রাত** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাদের **ব্রতা**ধিকার (কাহারও দায়িত্ববহনে রত থাকার অধিকার) কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া তাহারা **ব্রাত**-রূপে জীবিকানির্ব্বাহ করে। / যে ব্রাহ্মণাদি গৌণ কালেও উপনীত না হওয়ায় বেদব্রতচ্যুত বা সাবিত্রীপতিত হইয়াছে; অথবা, বেদব্রত হইতে চ্যুত হইয়াছে বলিয়া ব্রাত্য যাহারা (বেদব্রত-চ্যুতো ব্রাত্যঃ)। (ব.শ.)। ❐ যথাকালে অনুপনীত সাবিত্রীপতিত ব্রাহ্মণাদি।

ব্রাহ্ম : ● **ব্রহ্ম** হইতে জাত; অথবা, যাহার ভিতরে **ব্রহ্ম**-এর স্বরূপ বা স্বগুণ (কিছু না কিছু) থাকে। / ব্রহ্মার অপত্য। (ব.শ.)।❐ ব্রহ্মভব, ব্রহ্মবিষয়ক, ব্রাহ্মণে স্থাপিত।

ব্রাহ্মী : ● **ব্রাহ্ম**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে আধারশক্তি **ব্রহ্ম**রূপ বা **ব্রহ্ম**-গুণকে আধেয় রূপে ধারণ করিয়া সক্রিয় থাকে। ❐ দুর্গা, সরস্বতী, ব্রহ্মশক্তি, ব্রাহ্ম-বিবাহে পরিণীতা স্ত্রী, শাকবিশেষ, বামনিশাক, সোমলতা, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, সরস্বতী নদী।

ব্রাহ্মণ : ● **ব্রহ্মন** (সৃষ্টিকরণ) হইতে জাত; অথবা, **ব্রহ্ম**গুণ (আবিষ্কার, উদ্ভাবন, সৃষ্টি ইত্যাদি করিবার গুণ) আছে যাহার; কিংবা, বৃদ্ধিসাধনতত্ত্ব ধারণ করে যে; অথবা, 'উদ্ভাবিত জ্ঞানসমূহের আধারস্বরূপ জ্ঞান-জীবী'র (**ব্রহ্মার**) অপত্য যে; কিংবা, (ভারত সমাজে বর্ণাশ্রম বংশানুক্রমিক ঘোষিত হওয়ার পর) **ব্রাহ্মণ**সন্তান মাত্রেই **ব্রাহ্মণ** বলিয়া স্বীকৃত হয় যাহাতে (**ব্রহ্মগুণ** তার থাকুক আর না থাকুক)। / যাহারা বেদ অধ্যয়ন করে। (ব.শ.)। ❐ দ্বিজ, বিপ্র, পুরোহিত, বেদের তত্ত্ব-অংশ — ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য প্রভৃতি। ✱

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত : ● যে মুহূর্ত্তে ব্রহ্মলাভ (... সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ) করা যায়; অথবা, যে মুহূর্ত্ত ব্রহ্ম-লাভের পক্ষে প্রশস্ত।❐ রাত্রির শেষ চারি দণ্ডের প্রথম দণ্ডদ্বয়, রাত্রির শেষার্দ্ধপ্রহর। ✱

ব্রীহি : ● ব্রী-র (আবর্ত্তমান অতিবাহীর সক্রিয় আধারের) হওয়ন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সত্তার একটিকে একবার আবর্ত্তন করিলে বহু হইয়া যায়; অথবা, যাহা (যে যৎসামান্য বীজধান) কৃষিজমিতে ছড়াইয়া জল সার প্রভৃতি দিয়া তাহার কাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আবর্ত্তিত করিলেই অজস্র ধান্যে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ❐ ধান্য, আশুধান্য, যষ্টিকধান্য, শস্যমাত্র। ✱

ভ

ভ : ● বহনস্থিত যাহাতে; অথবা, দ্বৈতাদ্বৈতবহন অবধি নানা প্রকারের বহন স্থিত যাহাতে; অর্থাৎ, করণাদি হইতে বর্দ্ধনপূর্ব্বক বহনাদি পর্যন্ত সকল কর্ম্মান্তে সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞানফল ও কর্ম্মফল (মানসিক অর্জ্জন বা মানসসম্পদ ও শ্রম-মেধাজনিত অর্জ্জন বা বাহ্যসম্পদ অর্থাৎ তেজাদি) অন্তর্ভুক্ত করে যে; কিংবা, ভরণ বা ভক্ষণ করে যে; অথবা, কুক্ষিম্ভরি উদরম্ভরি

বিশ্বম্ভরি প্রভৃতি সদর্থক নঞর্থক সকল প্রকার ভরণ বা আত্মভরণকারী সত্তা থাকে যাহাতে; কিংবা, যে (বিকল্পবাহী, বিপরীত-বাহী, বিশেষবাহী প্রভৃতি হওয়ায়) ভক্ষণ (ভীষণ হইয়া ভেদ) করিতে পারে; অথবা, সমাজ আকাশে নক্ষত্ররূপে ভাত (দীপ্ত) বা শোভা পায় যে (একালের ভাষায়, সমাজের মল্লযুদ্ধে ফিল্মস্টার প্রভৃতি স্টার প্লেয়ারগণ যে রূপে শোভা পান); কিংবা, শাসক-বোধযুক্ত যে। / ভাতি যুক্ত যে। (ব.শ.)। ❒ বহনস্থিতকারী, বর্দ্ধনস্থিতকারী, হওয়ন-কারী, ভব, ভোগী বা জ্ঞানাদি অন্তর্ভুক্তকারী, অথবা, কর্ম্মফলাদি অন্তর্ভুক্তকারী; অথবা, সদর্থক হইতে কদর্থক নানা রূপের আত্মম্ভরি; স্বাতন্ত্র্যবাদী। ❋

ভক : ● ভ (বাহ্যসম্পদাদি অন্তর্ভুক্তকরণ) করে যে; অথবা, প্রয়োজনীয় গ্রহণ ও অপ্রয়োজনীয়কে ত্যাগ করে যে; কিংবা, গ্রাসকরণ (গলাধঃকরণ, উদরস্থকরণ) করে যে।

ভক-ভক : ● **ভক**-এর (... অন্তর্ভুক্তকরণের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, বারংবার অন্তর্ভুক্ত করণ বা গলাধঃকরণ করে যে বা যাহাতে; কিংবা, ফলত, অপ্রয়োজনীয়ের নিষ্কাশন চলে যাহাতে। /কলসী-প্রভৃতিতে জল ভরার সময়ে বায়ুনিঃসরণের ধ্বন্যাত্মক শব্দ উৎসারিত যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ হঠাৎ প্রচুর দুর্গন্ধ বিস্তারের ভাব।

ভক্ত : ● **ভক** (মানসসম্পদ তথা বাহ্যসম্পদ অন্তর্ভুক্তকারীর বা আত্মম্ভরির করণ) ত (তারিত) যাহাতে; অথবা, যে **ভজনা** করে; কিংবা, **যে** (প্রশংসা বাক্যাদি দ্বারা) কাহারও মন ভিজাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে; অথবা, যাহাকে (জল দ্বারা) ভিজাইয়া সিদ্ধ করা হয়; কিংবা, যাহাকে ভিজাইয়া মূল হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। ❒ ভক্তিযুক্ত, ভজনাকারী, সেবক, অনুরাগী, আশ্রিত; অন্ন, ভাত, অন্নাদি; ভাগ, বিভক্ত, ভজন, সেবা। ❋

ভক্তকার : ● **ভক্ত** (ভাত) করে যে। ❒ পাচক।

ভক্তদ (ভক্তদাতা, ভক্তদায়ক, ভক্তদায়ী) : ● **ভক্ত**-এর (ভাতের) দানকারী (দাতা, দায়ক, দায়ী) যে। ❒ অন্নদাতা, পালক।

ভক্তদাস : ● **ভক্ত**-এর (ভাতের) জন্য দাস যে। ❒ পেটভাতা চাকর।

ভক্তদ্বেষ : ● **ভক্ত**-এর (ভাতের) প্রতি দ্বেষ যাহাতে। ❒ অন্নে অরুচি, ভোজনে অনিচ্ছা।

ভক্তপুলাক : ● **ভক্ত** (ভাত) দিয়া প্রস্তুত যে পুলাক। ❒ ভাতের পিণ্ড বা ডেলা।

ভক্তবৎসল : ● **ভক্ত**-এর (ভজনাকারীর) প্রতি বাৎসল্য যাহার। ❒ ভক্তে স্নেহবান, ভক্তপ্রিয় (ভগবান)।

ভক্তবিটল (ভক্তবিটেল) : ● **ভক্ত** (ভজনাকারী) বিটল বা বিটেল (বিটকেল-পনাকারী) যাহাতে। ❒ কপটভক্ত, ভণ্ডতপস্বী।

ভক্তব্যয় : ● **ভক্ত**-এর (ভাতের) জন্য যে ব্যয় করা হয়। ❒ অন্নার্থ ব্যয়, খাওয়ার খরচ।

ভক্তমণ্ড : ● **ভক্ত**-এর (ভাতের) যে মণ্ড। ❒ ভাতের মাড়, ভক্তনিঃস্রাব।

ভক্তশালা : ● **ভক্ত** (ভাত) রন্ধন করা হয় যে কর্ম্ম**শালা**য়। ❒ ভক্তরন্ধনগৃহ, পাকশালা।

ভক্তা : ● **ভক্ত**-এর (ভজনাকারীর) আধার যে; অথবা, যে ভজনা করে। ❒ **ধর্ম্মে**র ভক্ত, **ধর্ম্মে**র গাজনের সন্ন্যাসী।

ভক্তি : ● **ভক্ত** (ভজনাকারী, ভাগকারী) সক্রিয় যাহাতে (যে মনোভাবে ও আচরণে); অথবা, যাহার মাধ্যমে **ভজন** তারিত হয়। /ইষ্টদেবতার পরতর আর কিছুই নাই,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

এইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি (যাহাতে)। (ব.শ.)। ❐ বিভাগ, সেবা, তদেকান্ত চিত্তবৃত্তি-ভেদ, পূজ্যে অনুরাগ, ঈশ্বরে পরানুরক্তি, শ্রদ্ধা, গৌণবৃত্তি, ভাগ, ভজনীয়। * *

ভক্তিবাদ : ● /যে মতবাদে জ্ঞান ও কর্ম ব্যতিরেকে শুধু ভক্তি দ্বারা সাধনা করিলেই পরমতত্ত্বে পৌঁছান যায়। (ঢা.অ.)। ❐ ভক্তি-সূচক বাক্য, দার্শনিক মতবাদবিশেষ, ভক্তিতত্ত্ব।

ভক্তিযোগ : ● / শুধু ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বর লাভের সাধনা (যাহাতে)। (ঢা.অ.)। ❐ ভক্তিরূপ চিত্তের একাগ্রীকরণোপায়, ভক্তির দ্বারা আরাধনা, সাধনার একটি প্রকার। *

ভক্ষ : ● **ভক**-এর (বাহ্যসম্পদাদি অন্তর্ভুক্ত-করণের) দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ (ষ) যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত বা একঝোঁকাভাবে একের পর এক অন্তর্ভুক্তকরণ চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, ভ-এর (আত্মম্ভরির) ক্ষ-করণ (খাবলে নেওয়া) চলে যাহাতে; অথবা, ভোগীর খাবলাইয়া খাওয়া থাকে যাহাতে। ❐ ভক্ষণ, পান, ভক্ষ্য, খাদ্য, পেয়।

ভক্ষক : ● **ভক্ষণ** করে যে। ❐ খাদক, ভোক্তা, ঔদরিক।

ভক্ষণ : ● **ভক্ষ**-করণ (ভোগীর খাবলাইয়া খাওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে ভোগী কর্তৃক খাবলাইয়া খাইতে থাকা চলিতে আছে। ❐ ভোজন, পান, ভক্ষ্য, খাদ্য।

ভক্ষ্য : ● **ভক্ষ** (ভোগীর খাবলাইয়া খাওয়া) থাকে যাহাতে। /যে খাদ্য দন্ত দ্বারা অব-খণ্ডনীয়। (ব.শ.)। ❐ ভক্ষণীয়, ভোজ্য।

ভগ : ● **ভ** (আত্মম্ভরি) গমন করে যাহাতে (যে উৎপাদনের উপায়গুলিতে); অথবা, উত্তরসূরী উৎপাদনের জন্য জীবকে যে ক্ষেত্রে গমন (বীর্য্যনিষেক) করিতে হয়; কিংবা, পণ্যাদি উৎপাদনের জন্য সামাজিক কর্ম্ম-যজ্ঞের উৎপাদকদিগকে যে উৎপাদনের উপায় (means of production) স্বরূপ ক্ষেত্রগুলিতে গমন (মেধা ও শ্রম নিষেক) করিতে হয়; অথবা, **জনন করিবার জন্য গমন করা হয়** যাহাতে; অথবা, আত্মম্ভরির জীবনযাত্রা (**গমন**) চলে যাহাতে (যে সম্পদে, ব্যবস্থায়)। ❐ স্ত্রীযোনি; জমি কাঁচামাল ও হাতিয়ারসমূহ, ছোট বড় শিল্প কারখানাসমূহ; সম্পদবান, ব্যবস্থাধারী; (পৌরাণিক ভাষায়) সূর্য্য, চন্দ্র, ১২ আদিত্যের একতম ...। *

ভ-গণ : ● যাঁহারা সামাজিক নক্ষত্ররূপে (সামাজিক মল্লযুদ্ধের স্টার প্লেয়ার রূপে) শোভা পাইয়া থাকেন। ❐ মাননীয় সামাজিক ওজনসম্পন্ন ভারী মানুষেরা, নক্ষত্রগণ, গণমান্য মানুষগণ, সমাজের প্রভাবশালী মানুষেরা।

ভগবান : ● **ভগ**-এর **(উৎপাদনের উপায়-সমূহের) বহন অন (চলমান) থাকে যাহাতে;** অথবা, **ভগ (উৎপাদনের উপায়সমূহ,** তাহার ব্যবস্থাদি) আছে যাহার; কিংবা, উৎপাদনের উপায় বা যোনি আছে যে জীবদেহের বা সমাজদেহের। ❐ ভগযুক্ত, লাঙল গরু বীজধান জমি ইত্যাদির মালিক, জমিদার, কর্ম্মশালার মালিক, (একালের ভাষায়) শিল্পপতি; (পৌরাণিক ভাষায়) ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণশালী, মহিমান্বিত, **ভগবান**-বশিষ্ঠ, **ভগবান**-অত্রি ...। *

ভগবতী : ● **ভগ**-এর (উৎপাদনের উপায়ের) বহন তারিত যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যাহারা সামাজিক যোনিবান বা ভগবানের শক্তিরূপে সক্রিয় থাকে। ❐ শ্রমিকশ্রেণী, মজুরশ্রেণী, মধ্যবিত্তশ্রেণী; (পৌরাণিক ভাষায়) ভগবচ্ছক্তি,

দুর্গা। ❋

ভগিনী : ● ভগ (উৎপাদনের উপায়) সক্রিয় থাকে যে প্রকৃতিতে; অথবা, আদিতে (মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজে) উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ভগ-এর (উৎ-পাদনের উপায়গুলির) মালিকানা ছিল যাহাদের। ◻ প্রাচীন কালে সামাজিক সম্পদের অধিকারিণী, সহোদরা, স্বসা, বোন। ❋

ভগীরথ : ● **ভগই** (উৎপাদনের উপায়ই) **রথ** যাহার; অথবা, যাহারা উৎপাদনের হাতিয়ার বানাইয়া জীবিকার্জ্জন করিত; কিংবা, তাঁত ঘানিকল ... প্রভৃতি বানায় যে বা যাহারা। ◻ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ❋

ভগ্ন : ● ভ-এর (মানসসম্পদ অন্তর্ভুক্তকারীর বা আত্মম্ভরির) **গমন** না-কৃত যাহাতে; অথবা, প্রচলিত ব্যবস্থার কোনো বহিঃসম্পর্ক রদকৃত হওয়ায় যে ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে; কিংবা, কোনো মানসসত্তার খণ্ডিত হওয়ন যাহাতে। ◻ মুটিত, চূর্ণিত, ভাঙা, খণ্ডিত, পরাজিত।

ভগ্নদূত : ● **ভগ্ন**-এর (সৈন্য-সমাবেশ ভাঙিয়া যাইবার বা বাহিনীর পরাজিত হইবার) পরে আগত যে দূত। / যে দূত যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ দেয়। (ব.শ.)।

ভগ্নপাইক : ● **ভগ্ন**-এর (...পরাজিত হইবার) পরে আগত যে পাইক (পদাতিক)। / যে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া রাজাকে শুভাশুভ সংবাদ দেয়। (ছা.অ.)। ◻ ভগ্নদূত।

ভগ্নমনোরথ : ● **ভগ্ন** (খণ্ডিত) হইয়াছে মনোরথ যাহার। ◻ খণ্ডিতাভিলাষ।

ভগ্নাংশ : ● **ভগ্ন** হইতে আগত যে অংশ; অথবা, প্রচলিত ব্যবস্থাকে রদ করিয়া তাহার অংশ কৃত যাহাতে; কিংবা, যাহাকে কদাপি 'ভঙ্গাংশ' বলা হয় না। ◻ (গণিতে) অখণ্ডিত '১' এই সংখ্যার খণ্ডিতাংশ বা একের কম।

ভঙ্গ : ● ভং (আত্মম্ভরির রহস্যরূপ) **গত** যাহাতে; অথবা, ভং-এর গমনের ফলে যাহা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে; কিংবা, কোনো বাহ্যসত্তার খণ্ডিত হওয়ন যাহাতে। ◻ আমর্দ্দন, ভেদ, বিভাগ, ভঞ্জন ...; ভাঙা, ভাঙিয়া যাওয়া, ভাঙিয়া দেওয়া ...।

ভঙ্গকুলীন : ● কুলীন বংশ হইতে **ভঙ্গ** হইয়া আসিয়াছে যে। ◻ ক্রিয়াদোষে কৌলীন্যহীন।

ভঙ্গ-দেওয়া : ● সংহতি বা একত্রিত হওয়নকে ভাঙিয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ◻ পশ্চাদপদ হওয়া, পলায়ন করা।

ভঙ্গপ্রবণ : ● **ভঙ্গ** হওয়া বা ভাঙিয়া যাওয়া প্রবণতা যাহার। ◻ ভঙ্গশীল, ভঙ্গুর, ঠুনকো।

ভঙ্গবাসা : ● **ভঙ্গে** (ভাঙা-ভাঙা শরীরে) বাস করে যে। / ভঙ্গে বাস যাহার। (ছা.অ.) ◻ হরিদ্রা, হলুদ, আদা।

ভঙ্গা : ● **ভঙ্গ**-এর (ভাঙার) আধার যে; অথবা, যাহা ভাঙে, ভাঙিয়া দেয়, ভাঙিয়া যায়। ◻ ভাঙ, সিদ্ধি, ত্রিবৃৎ, তেউড়ী, শণ।

ভঙ্গামঙ্গলচণ্ডী : ● মঙ্গলচণ্ডীকে **ভঙ্গ** করে যে; অথবা, বিজয়ী **চণ্ডী**র (বিদ্রোহী জনগণের) মঙ্গলকর্ম্ম করিবার চেষ্টাকে ভাঙিয়া দেয় বা দেওয়ার চেষ্টা করে যে বা যাহারা। / যে সৎ-কর্ম্মে বাগড়া দেয় বা বিঘ্ন ঘটায়। (ব.শ.)।

ভঙ্গি : ● **ভঙ্গ** ('ভাঙিয়া পড়িব', 'ভাঙিয়া যাইব' - এইরূপ দৈহিক চালচলন) সক্রিয় যাহাতে। ◻ আঁকাবাঁকা ভাব, ভেঙে যাবে এমন ভাব, ভঙ্গপ্রবণতা প্রদর্শন।

ভঙ্গিনী : ● **ভঙ্গি** চলমান থাকে যে সক্রিয় আধারে। ◻ ভঙ্গিযুক্তা, সবিলাস-চেষ্টাবতী।

ভঙ্গিম : ● **ভঙ্গ ইমন** যাহার; অথবা, **ভঙ্গ** পূর্ব্বক গমনই ভাব যাহার। ◻ ভঙ্গিযুক্ত,

সবিলাস, বক্র, কুটিল।

ভঙ্গিমা : ● **ভঙ্গিম**-এর আধার যে। ❐ প্রকার, বক্রতা, কৌটিল্য, নির্ম্মাণপ্রকার, সখেল অবয়ববিজ্ঞান, অবয়বসংস্থান।

ভঙ্গী : ● **ভঙ্গি**-র আধার যে; অথবা, যাহাতে নানাপ্রকারের দৈহিক বক্রতার ভাব থাকে; কিংবা, প্রকৃত রূপের বিভিন্ন ভাঙা-ভাঙা সম্ভাব্য রূপের কলাকৌশল প্রদর্শিত হয় যাহাতে। / যে রূপে অর্থ বিবক্ষিত, তদতিরিক্ত প্রকার। (ব.শ.)। ❐ ভঙ্গ, কৌটিল্যভেদ, বিদগ্ধচেষ্টা, উক্তিবৈচিত্র্যপ্রকার। ❋

ভঙ্গুর : ● **ভঙ্গ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, যাহা ভাঙিবে ভাঙিবে করিতেছে কিন্তু এখনও ভাঙে নাই। ❐ ভঙ্গ প্রবণ, নশ্বর, বক্র, মুচমুচে ... ইত্যাদি।

ভঙ্গ্য : ● **ভঙ্গ** থাকে যাহাতে। ❐ ভঙ্গার্হ, ভঙ্গার উৎপত্তিস্থান ক্ষেত্র, ভাঙের ক্ষেত।

ভচক্র : ● **ভ**-গণের (...তেজাদি-অন্তর্ভুক্তকারী) যে অধিকারী-মণ্ডল বা সম্পদের রাশিচক্র সমাজ-আকাশে শোভা পান; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে নক্ষত্রমণ্ডল বাহ্যাকাশে শোভা পায়। ❐ সমাজশাসক-বুদ্ধিজীবীদিগের গোষ্ঠী, পদ্মযোনি ব্রহ্মা; (সাদৃশ্যে) রাশির চক্র বা মণ্ডল।

ভজ : ● **ভ**-এর (জ্ঞানফল কর্ম্মফল প্রভৃতি অন্তর্ভুক্তকারীর বা ভোগীর) জনন থাকে যাহাতে; অথবা, ভোগীর আবেগাপ্লুত প্রশংসা-মূলক শব্দাদি জনন থাকে যাহাতে; কিংবা, যে আচার-আচরণ ও প্রক্রিয়া দ্বারা আরাধ্যের হৃদয় আবেগ ঢালিয়া বিগলিত করা হয়; অথবা, **গমন করিবার জন্য জনন করা হয়** যাহাতে। ❐ রাজি করানো, পটানো, ভজানো, সেবা করা, অনুরক্ত হওয়া, বিনয় করা, হিসাবে মিলিয়া যাওয়া ...। ❋

ভজকট : ● **ভজ** (মেলানো) বিকট যাহাতে। ❐ গোল, বিশৃঙ্খলা, বিঘ্ন, ঝঞ্ঝাট। ❋

ভজন : ● **ভজ** (আবেগ ঢালিয়া বিগলিত করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে আবেগভরা গান গাহিয়া আরাধ্যের হৃদয় বিগলিত করা হয়। ❐ রাজি করানো, সেবা করা, ভজানো ... ইত্যাদি। ❋

ভজনা : ● **ভজন**-এর (আবেগ ঢালিয়া বিগলিতকরণের) আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা আরাধ্যের হৃদয়কে আবেগ ঢালিয়া বিগলিত করিবার চেষ্টা চালানো হয়। ❐ রাজি করানোর চেষ্টা করা ... প্রভৃতি। ❋

ভজনীয় : ● **ভজন** (রাজি করানো) সক্রিয় হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, যাহাকে **ভজন** করা প্রয়োজন, কর্ত্তব্য, উচিত। ❐ সেবনীয়।

ভজমান : ● **ভজনা** (আবেগ ঢালিয়া মন ভিজাইয়া রাজি করানোর চেষ্টা) করিতেছে যে; অথবা, সমগ্রের একাংশকে আবেগে ভিজাইয়া সমগ্রকে অন্তরে অন্তরে পৃথক করিতেছে যে। ❐ সেবমান, উপসনাকারী, বিভাজক। ❋

ভজা : ● **ভজ**-এর (আবেগে আপ্লুতকরণের) আধার যে; অথবা, **ভজ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, সামাজিক ক্ষমতাবানকে তোষণ করিয়া পটানোর চেষ্টা করে যে; অথবা, প্রভুর **ভজনা** করে বলিয়া প্রভু ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরা যাহাকে **'ভজা'** বলিয়া ডাকেন। ❐ রাজি করানো, পটানো, মেলানো, হিসাবে মিলিয়া যাওয়া; নামমাত্র। ❋

ভজান : ● **ভজা** (রাজি করানো) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ সেবা করান, পরামর্শ দিয়া গ্রহণ করান বা লওয়ান, হিসাবে মিলান।

ভজ্যমান : ● **ভজ্য** (ভজ থাকে যাহাতে) মান যে। / যাহা ভাগ করা যায়। (ছা.অ.)। ❐

বিভজ্যমান, সেব্যমান, খণ্ড্যমান। *

ভঞ্জ : ● ভং (মানসসম্পদ অন্তর্ভুক্তকারীর রহস্যরূপ) জনন করে যে বা জনিত যাহাতে; অথবা, যে অন্তর্ভুক্তকারী (ভেদ দূর করিয়া) সামঞ্জস্য সাধন করে; কিংবা, যে **কায়স্থ** বা সরকারী প্রতিনিধি (পাত্র, মিত্র, অমাত্য) বিভিন্ন প্রকার (মান, বিবাদ প্রভৃতি) ভেদ-এর সামঞ্জস্য বিধান (মান**ভঞ্জন**, বিবাদ**ভঞ্জন** ইত্যাদি) করিতেন। ❐ ভগ্ন করা, নাশ করা, দূর করা, মীমাংসা করা, মিটান; কায়স্থের উপাধিবিশেষ, (arbitrator)।

ভঞ্জক : ● **ভঞ্জন** করে যে। ❐ ভঙ্গকারক, ভঙ্ক্তা।

ভঞ্জন : ● **ভঞ্জ** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ নিরাসক, দূরীকারক, ভেদ দূরীকরণ, মোটন, নিরাকৃতি, বিবাদের ব্যাঘাত।

ভঞ্জিত : ● **ভঞ্জ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ❐ খুচরা মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত, ভাঙানি।

ভট : ● ভ (আত্মম্ভরি) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে আত্মম্ভরি ('গ্রাস করিব', 'মারিয়া ফেলিব' - ইত্যাকার নানাবিধ) টঙ্কার করিতে করিতে চলে; কিংবা, যে আত্মম্ভরি তাহার জ্ঞানবলের বা বাহুবলের তেজ (অগ্নি) প্রকাশ করিতে করিতে চলে; অথবা, যাহাতে দৃশ্য বা অদৃশ্য অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। / যাহা বিপদ হইতে তরণার্থে পালন করা হয়। (ব.শ.)। ❐ পণ্ডিত, ভট্ট, ভাট, যোদ্ধা, বীর, ম্লেচ্ছবিশেষ, রাক্ষস, বর্ণসঙ্করবিশেষ। *

ভটভটি : ● **ভট**-এর ('ভট' শব্দের) পুনরাবৃত্তি সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ভট ভট শব্দে যে যানগুলি চলে। ❐ মোটর লাগানো জলযান বা রিকশা, মোটর সাইকেল। *

ভটাই : ● **ভট**-এর আধার (ভট্ট) সক্রিয় যাহাতে। ❐ ভাটের কাজ, স্তুতিবাদ।

ভটিত্র : ● **ভট** সক্রিয় (আগুনের **ভাটি**) হইয়া ত্রাণ করে যাহাকে। ❐ শূলপক্ক মাংস, শূল্য, কাবাব। *

ভট্ট : ● **ভট** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যিনি (দৃশ্য আগুনের **ভাটি**র ন্যায়) অদৃশ্য জ্ঞানের তেজ ধারণ করেন। (দ্র. **ভাট**)। / যে ব্রাহ্মণ বেদচতুষ্টয়ের একখানি কণ্ঠস্থ করিয়া এবং মুখে মুখে আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে পারেন। (ছা.অ.)। ❐ স্তুতিপাঠবৃত্তি জাতিবিশেষ, ভাট, বেদাভিজ্ঞ, পণ্ডিত, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, অধ্যাপক, স্বামীত্ব, কুলপঞ্জিকা কীর্ত্তনকারী। *

ভট্টাচার্য্য : ● যিনি **ভট্ট** এবং **আচার্য্য**ও বটে। (দ্র. **ভাট**)। / যে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্য্যের ন্যায়সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন। (ছা.অ.)। ❐ দার্শনিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের উপাধি, অধ্যাপক।

ভড় : ● ভ-এর (আত্মম্ভরির) গড়ান উড়ান যাহাতে; অথবা, ভ-গণ (সামাজিক নক্ষত্রগণ) যে লোকলস্কর খাটাইয়া বিপুল পরিমাণ বাহ্য-সম্পদের উপর নাচনকোঁদন বা প্রভুগিরি (রাজাগিরি, জমিদারগিরি, লাটসাহেবগিরি) করিতেন; কিংবা, যে মানুষেরা বড় মালবাহী নৌকা ভরিয়া তাঁহাদের সামাজিক প্রভুদের বাহ্যসম্পদ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। ❐ লোকলস্কর, মালবাহী বড় নৌকার মাঝি, **ভড়**-মাঝি, মালবাহী বড় নৌকা বা **ভড়**; **ভড়**-মাঝির উত্তরসূরীর উপাধি।

ভড়ং : ● **ভড়**-এর রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, যে ব্যক্তি তাহার অনেক **ভড়** বা লোকলস্কর হাতিঘোড়া প্রভৃতি আছে এবম্প্রকার ভান করে। ❐ বাহ্য আড়ম্বর, অন্তঃসারশূন্য ঘটা।

ভড়ক : ● **ভড়** (**ভড়ং**) কৃত যাহাতে। ❐

বাহির চমক, জাঁকজমক।

ভড়কান : ● **ভড়ক** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, নিজের অনেক কিছু আছে এরূপ **ভড়ং** দেখাইয়া বিপরীত পক্ষকে চমকাইয়া দেওয়া চলে যাহাতে। ☐ চমকানো, হঠাৎ ভয় পাইয়া পশ্চাদপদ হওয়া, থামাইয়া দেওয়া।

ভড়কি : ● **ভড়ক** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ভড়ং** দেখাইয়া বিপরীত পক্ষকে ঘাবড়াইয়া দেওয়া হয়। ☐ ঘাবড়ান।

ভড়ভড় : ● পানা ভর্ত্তি বিলে বা খালে মালবাহী **ভড়** ডোবে যেভাবে।

ভণ : ● ভ-এর (আত্মম্ভরির) রহস্যময় টঙ্কার যাহাতে; অথবা, আত্মম্ভরি মানসিকভাবে অনকৃত যাহাতে; কিংবা, (সামাজিক সতীর্থ-দিগকে তাঁহাদের চলমান পথ হইতে সুপথের বা বিপথের দিকে আগাইয়া দিবার নিমিত্ত) ভাষক যে ভাষণ দেন। ☐ বলা, মন্তব্যরূপে বলা, অভিহিত করা, বর্ণনা করা, রচনা করা, গান করা, কীর্ত্তন করা, জ্ঞাপন করা। *

ভণন : ● **ভণ** (ভাষণ) অন (চলমান) যাহাতে। ☐ কথন, বর্ণন।

ভণিত : ● **ভণ** (ভাষণ) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ☐ কথিত, বিরচিত, কথন, রচনা।

ভণিতা : ● **ভণিত**-এর (ভাষিতের) আধার যে; অথবা, **ভণিত**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, কথিত বক্তব্যের সহযোগী বাড়তি কিছু কথা থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে সমাজপথিককে তাহার পথ হইতে সুপথের দিকে বা বিপথের দিকে যাওয়ার কথা বলা হইয়া থাকে। ☐ বৈষ্ণবপদাবলীর বা মঙ্গল-কাব্যাদির প্রবন্ধের শেষে কবির নামযুক্ত পঙ্‌ক্তি, কবিতায় কবির আত্মপরিচয়সূচক পদ, আড়ম্বরপূর্ণ কথারম্ভ।

ভণ্ড : ● **ভণ**-এর গড়ান-উড়ান বা অতিকথন যাহাতে; অথবা, বহু কথা বলিয়া বিপথগামী করিয়া বিপর্য্যস্ত করে যে; কিংবা, বিপথে পরিচালনা করিয়া প্রতারণা করে যে। / পরিহাস করে যে। (ব.শ.)। ☐ নর্ম্মসচিব, ভাঁড়, প্রতারক, ধূর্ত্ত, ব্যর্থ, মিথ্যা। *

ভণ্ডন : ● **ভণ্ড**করণ (বহু কথা বলিয়া বিপথে নয়ন) চলমান যাহাতে। ☐ প্রতারণা, বঞ্চন।

ভণ্ডামি : ● **ভণ্ড**-এর আধার সীমায়িত রূপে সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে বিশেষ প্রকারের **ভণ্ড**করণ চালান হয়। ☐ ভণ্ডকর্ম্ম, ধূর্ত্ততা, কাপট্য। *

ভণ্ডীর : ● **ভণ্ড**-এর **ইরণ** থাকে যাহাতে; অথবা, যে ব্যবস্থায় **ভণ্ডামি** সক্রিয় থাকে। ☐ ব্যবসায়ী সংস্থা, বেনিয়া ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা; (সাদৃশ্যে) বটবৃক্ষ, শিরীষবৃক্ষ।

ভণ্ডুল : ● **ভণ্ড**করণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ভণ্ড**করণ (প্রতারণা) সীমা ছাড়াইয়া যাওয়ায় সমগ্র ব্যবস্থা বা কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায়। ☐ নষ্ট, পণ্ড, ব্যর্থ। *

ভদ্র : ● ভ-এর (আত্মম্ভরির) **দান** রহে যাহাতে; অথবা, কর্ম্মবিদ্যার কথক যে; অথবা, কর্ম্মের কলাকৌশল-জ্ঞান দান করেন যিনি; কিংবা, যাহাতে সামাজিক অগ্রগতির ঘাত-প্রতিঘাতে কলাকৌশল-জ্ঞানদানকারীর স্বভাব বদলাইয়া নানারূপী হইয়া যায়; অথবা, ভারত সমাজের অগ্রগতির পর্ব্বে পর্ব্বে আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-স্রষ্টার (শিবের) সহিত আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত-সৃষ্টজ্ঞানের ধারক বিশেষজ্ঞদিগের (দক্ষের) বিশ্বাসঘাতক সুলভ আচরণের ফলে কালে কালে কলাকৌশল-জ্ঞানদানকারীর বারংবার রূপবদল ঘটে; কিংবা,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ☐ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

'কর্ম্মবিদ্যার কথক'-এর গৌরববাহী **ভদ্র** শব্দকে যাঁহারা আজও তাঁহাদের পদবীরূপে বহন করিয়া থাকেন (তবে আজকালকার কিছু দেউলিয়া বাংলাজ্ঞানী, যাদের আত্মসম্মানবোধ নিঃশেষে বিলুপ্ত, তাঁরা কারও পদবীস্বরূপ **ভদ্র** শব্দটি সেভাবে লেখেন না, লেখেন 'বড়ুরা'। হ্যাঁ, বাংলাতেই 'বড়ুরা' লেখেন! ইংরেজির অবিশ্বাস্য পদলেহন।) / কল্যাণাচারে যাহার পাপ প্রচ্ছন্ন, অথবা, যে গোপনে পাপ করে ও বাহিরে সদাচারে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পরধন গ্রহণ করে, তাদৃশ ব্যক্তি। (মনুসংহিতা / ব.শ.)। ❒ কল্যাণকর, শ্রেষ্ঠ, নিপুণ, মনোজ্ঞ, শিব, বৃষভ, করিজাতি-বিশেষ, কদম্ব, স্নুহীবৃক্ষ, চন্দন, দেবদারু, উচ্চশ্রেণীস্থ লোক। ✱✱

ভদ্রক : ● যাহা **ভদ্র** দ্বারা কৃত হইয়াছে। ❒ সাধু, দেবদারু, ভদ্রাসন, ছন্দোভেদ ...।

ভদ্রকালী : ● **ভদ্র** যে **কালী**; অথবা, যে মানুষের কলাকৌশলজ্ঞান আছে; কিংবা, যাঁহারা কলাকৌশলজ্ঞানীকে অনুসরণ করেন। ❒ মিস্ত্রি হইতে অতিদক্ষ পর্য্যন্ত সকল প্রযুক্তি-নিপুণ জনসাধারণ, দুর্গামূর্ত্তিবিশেষ। ✱

ভদ্রতা : ● **ভদ্র** (কলাজ্ঞানী) তারিত যে আধারে; অথবা, কলাজ্ঞানীর সামাজিক ও বাহ্যিক আচার-আচরণ তারিত যে আধারে। ❒ ভদ্র ভাব বা আচরণ, সৌজন্য, আদব-কায়দাসম্মত ভদ্র আচরণ। ✱

ভদ্রমহিলা : ● **ভদ্র** যে মহিলা; অথবা, (ব্যঞ্জনার্থে) দাঁতনখহীন আচরণ যে মহিলার। ❒ ভদ্র বা ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোক।

ভদ্রলোক : ● **ভদ্র** (কলাকৌশলজ্ঞান-দানকারী) যে **লোক**; অথবা, যে লোক **ভদ্র**-এর (কলাজ্ঞানীর) ন্যায় সামাজিক আচার-আচরণ করিয়া থাকেন; কিংবা, কলাকৌশল-জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গিয়া যে ব্যক্তি নিজের সামাজিক দাঁত-নখাদি গোপন করিয়া রাখিবার বিদ্যাও শিখিয়া রাখেন। ❒ gentleman অর্থে বহুল প্রচলিত। ✱

ভদ্রাসন : ● **ভদ্র** যে আসন; অথবা, যে আসনে বসিয়া সত্তা তাঁহার কলাকৌশলজ্ঞান দান করিয়া থাকেন; কিংবা, কলাকৌশল-জ্ঞানদানকারী গৃহাদি সহ যে পারিবারিক ব্যবস্থায় আসীন থাকিয়া তাঁহার জ্ঞানদানকর্ম্ম করিয়া থাকেন। ❒ শ্রেষ্ঠ আসন, নৃপাসন, সিংহাসন, যোগীর আসনবিশেষ, মনোরম শ্রীপর্ণীনির্ম্মিত আসনবিশেষ, বাড়ী, বাস্তু। ✱

ভন : ● ভ (আত্মভরণেচ্ছা) অনকৃত যাহাতে; অথবা, আত্মভরণেচ্ছা জ্ঞাপন করে যে।

ভনভন : ● **ভন**-এর (আত্মভরণেচ্ছা জ্ঞাপনের) পুনরাবৃত্তি থাকে যাহাতে; অথবা, যে **ভনভন** (ভরণ করিব ভরণ করিব ইত্যাদি আবদার) করিয়া আরাধ্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। ❒ ভজাইয়া আদায়কারী চাটুকার, (সাদৃশ্যে) কানের কাছে মশা মাছি প্রভৃতির গুঞ্জন।

ভব : ● ভ-কে (...দ্বৈতাদ্বৈতকে) বহন করে যে; অথবা, আধেয়ধারী আধারকে (একের ভিতর দুইকে) বহন করে যে; কিংবা, যথাযথ আধার আধেয় পাইয়া (বা আধেয় আধার পাইয়া) অস্তিত্ব লাভ করে যাহাতে; অথবা, ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম ও অপরিমেয় যে **ভব**সমূহকে লইয়া এই **বিশ্ব**সংসার গড়িয়া উঠিয়াছে। ❒ অস্তিত্ববান, অস্তিত্ববান হওয়া, বিদ্যমান, উদ্ভব, জাত, সত্তামাত্র। ✱

ভবন : ● **ভব** (অস্তিত্ববান হওয়া) **অন** (চলমান) যাহাতে; অথবা, অস্তিত্ববান হওয়া চলিতেছে যাহাতে; কিংবা, মানুষ নামক প্রজাতি যেখানে হয় (**ভব-অন** করে) বা থাকে। ❒ হওয়ন, সত্তা, বিদ্যমানতা, ভাব,

উৎপত্তিস্থান, আধার, গৃহ, প্রাসাদ। *

ভবঘুরে : ● ভবসংসারে (বিশ্বসংসারে) ঘুরিয়া বেড়ায় যে। / যে বৃথা সংসারে ঘুরে বেড়ায়। (ব.শ.)। ❐ গৃহশূন্য লক্ষ্মীছাড়া লোক। *

ভবভূতি : ● ভব-এর **ভব** হওয়া বিষয়ক **ভূতি** (জ্ঞান, কলাকৌশল, আবহ ইত্যাদি বিষয়ে) জানেন যিনি। ❐ মহাকবিবিশেষ (আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে ইনি মহাবীর চরিত, উত্তররামচরিত, ও মালতীমাধব কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।)

ভবিতব্য : ● **ভব** (অস্তিত্ববান হওয়া) সক্রিয়-ভাবে তারিত হইয়া বাহিত থাকে যাহাতে; অথবা, **ভূত**-এর (**ভবিত**-এর বা আবির্ভূতের) বহন থাকে যাহাতে। ❐ ভবিষ্যৎ, ভাবী, ভবনীয়, অবশ্যম্ভাবিতা, নিয়তি। *

ভবিষ্য : ● **ভব**-এর (অস্তিত্ববান হওয়নের) সক্রিয় ও দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ (প্রয়োগ-সম্ভাবনা) থাকে যাহাতে; অথবা, আগমনকারী-কালে কী কী **ভবিবে** বা হইবে তাহার বিষয় যাহাতে। ❐ আগামীকালবর্ত্তী, ভাবী, ভাবীকাল, ভবিষ্যৎ কাল, ভবিষ্যদ্‌বিষয়, ভবিষ্যপুরাণ।

ভবিষ্যৎ : ● **ভবিষ্য**-এর তারণ যাহাতে। ❐ ভাবী, ভবিষ্যৎ কাল, ভবিষ্যদ্‌বিষয়।

ভবিষ্যদ্বক্তা : ● যিনি **ভবিষ্যৎ** বলেন। ❐ ভবিষ্যবিষয়বক্তা, ভবিষ্যবাদী।

ভবিষ্যদ্বাণী : ● **ভবিষ্যৎ** বিষয়ে কথন থাকে যাহাতে। ❐ ভবিষ্যৎকথন।

ভব্য : ● **ভব**-হওয়ন থাকে যাহাতে; অথবা, যে নিজেই কেবল **ভবিত** 'হয়' না, আর যাহারা **ভবিত** 'হয়' তাহাদিগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বাস করে। (দ্র. **সভ্য-ভব্য**)। ❐ অযুদ্ধমান, জঙ্গুলে কিন্তু জঙ্গী নহে।

ভব্যতা : ● **ভব্য**-হওয়ন তারিত যে আধারে; অথবা, যাহা করিলে **ভব**-এর (সৃষ্ট জগতের) সকল সৃষ্টির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই বিশ্বে বসবাস করা যায়; কিংবা, পাহাড় সমুদ্র নদী ভূগর্ভ লুঠ করা, উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগতের উপর চরম অত্যাচার চালানো, স্ব-প্রজাতির প্রতি নির্দয় ব্যবহার, অশ্লীল বেতন বা লাভ করিয়া লজ্জা না পাওয়া ... ইত্যাদি আচরণের ঠিক বিপরীত আচরণ করিবার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক শিক্ষা ছিল যাহাতে; অথবা, মানুষের স্বভাবে যাহার অভাবের কারণে আজকের পৃথিবী বিলুপ্তির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ❐ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য মূলক জ্ঞানভিত্তিক আচার আচরণ; যোগ্যতা, ভাবিতা, সাধুতা, শিষ্টতা।

ভম্ব : ● **ভম** (আত্মম্ভরির সীমায়ন) বাহিত যাহাতে বা বহন করে যে; অথবা, আত্মতুষ্ট অহঙ্কারী সত্তা বাহিত যে স্বাতন্ত্র্যের বোধে। ❐ আত্মসন্তুষ্টির বোধ, আত্মতুষ্ট স্বাতন্ত্র্যবাদী, হতভম্ব।

ভয় : ● ভ (আত্মম্ভরি) যায় যাহাতে; অথবা, ক্ষতিকর শক্তিধারী যায় যাহাতে; অথবা, ধরিয়া নিজের কুক্ষিতে ভরিয়া লইবে এইরূপ শক্তির গমন থাকে যাহাতে; কিংবা, ক্ষতিকর শক্তিধারীকে দেখিয়া স্বীয় উচ্ছেদ শঙ্কা হয় যাহাতে। ❐ স্বীয় উচ্ছেদশঙ্কা, শঙ্কা, ত্রাস, ত্রাসকারণ, ভয়ানক রসের স্থায়িভাব। *

ভয়কর : ● যাহা হইতে বা যাহাকে দেখিয়া **ভয়** (ক্ষতিকর শক্তিধারী হইতে স্বীয় উচ্ছেদশঙ্কা) করে যে। ❐ ভয়জনক।

ভয়ঙ্কর : ● বিশেষ প্রকার **ভয়**-এর কারণ যাহা হইতে। ❐ ভয়জনক, ভীষণ।

ভয়জনক : ● **ভয়** (... উচ্ছেদশঙ্কা) জনন করে যে। ❐ ভয়কর।

ভয়ানক : ● **ভয়** (... উচ্ছেদশঙ্কা) আনয়ন করে যে। ◻ ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ভয়ের হেতুভূত-রূপে, ব্যাঘ্র, রাহু, রসবিশেষ।

ভয়াবহ : ● **ভয়**-এর (...উচ্ছেদশঙ্কার) আবহ যাহাতে। ◻ ভয়জনক, ভীষণ।

ভয়াল : ● **ভয়**-এর (...উচ্ছেদশঙ্কার) আধার লালিত যাহাতে। ◻ ভয়ঙ্কর।

ভর : ● **ভ** (**ভব**) রহে যাহাতে বা রাখা হয় যাহাতে; অথবা, যাহা নিজে ভরিয়া (পূর্ণ হইয়া) আছে এবং অন্যকে (অন্য স্থান কাল পাত্রকে) ভরিতে (পূর্ণ করিতে) পারে; কিংবা, নিজে ভরিয়া আছে বলিয়া ওজন থাকে যাহার; অথবা, পূর্ণ বলিয়া যাহা উপচিত হয়। [স্থান-কাল-পাত্র **ভর**করণ-এর উদাহরণ — মাঠ**ভর** ছুটে দৌড়ে দিন**ভর** খেলা করে ছেলেটা এইমাত্র **ভর**পেট খেয়ে শুয়েছে। দৃশ্য-অদৃশ্য স্থান-কাল-পাত্র — ভক্তি**ভর**, কুচ**ভর**, স্তন**ভর**, কোপ**ভর**, ছটাক**ভর**, সিকি**ভর**, নজর**ভর**, দম**ভর**, পেট**ভর**, ডাক**ভর**, হাঁক**ভর**, **ভর**দুপুর, **ভর**কাছারী ... ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া **মন ভরে**, পেট **ভরে**, বুক **ভরে**, কপাল **ভরে**, জগৎ **ভরে**, গা **ভরে**, ভুবন **ভরে** ... এবং কী **ভরে** না।] ◻ নির্ভর, ভার, প্রাচুর্য্য, পরিমাণবিশেষ, কুড়ি তোলা, পূর্ণতা, ভরণ, পোষণ; ভরা, পূর্ণ করা, ব্যাপ্ত করা, প্রবেশ করান, পূরণার্থে ঢালা ...। *

ভরণ : ● **ভর** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ ভর্ত্তা, পালক, পোষণ, পালন, ধারণ, পূরণ, গ্রাসাচ্ছাদনাদি, ভৃতি, বেতন। *

ভরত : ● **ভর**করণ তারিত যাহাতে বা যাহা হইতে; অথবা, যে নটনাট্যকারগণকে সমাজ ভরণপোষণ করিত; কিংবা, 'পিতাই পুত্রকে রক্ষা ও **ভরণ**পোষণ করিবে,' — এই নীতি অনুসরণ করে যে (পুরুষ, রাজা, গোষ্ঠী, সমাজ ...); কিংবা, যে মানবদেহ (সমাজদেহ বা জাতি) নিজ নিজ মাথাকে রক্ষা ও **ভরণ**পোষণ করিবার নীতি অনুসরণ করে; অথবা, পৌরাণিক ইতিহাস অনুসারে তিন **ভরত** (দুষ্মন্তপুত্র ভরত, দশরথপুত্র ভরত, ঋষভদেবের পুত্র ভরত) যে তিন প্রকার নীতির (যথাক্রমে, পুত্র**ভরণ**, প্রজা**ভরণ**, ও সমাজদেহের মাথা ব্রহ্মজ্ঞানী-ব্রাহ্মণ**ভরণ**) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ◻ সঙ্গীত-নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা মুনিবিশেষ, নট, ক্ষেত্র, তন্তুবায়, শবরমুনি, অগ্নিবিশেষ (subsistence money), ভরতের গোত্রাপত্যগণ। **

ভরদ্বাজ : ● যাহার **ভরণ** দ্বিতীয় জনে করিয়াছে; অথবা, যে মাতৃ-পরিত্যক্ত শিশু পিতা, রাজা, বা অন্য কাহারও দ্বারা পালিত-পোষিত হয়; কিংবা, যে পাখীর মাতা তাহাকে ত্যাগ করায় পিতা তাহার **ভরণ**পোষণ করিয়া থাকে। / দ্বি অর্থাৎ উভয় ভ্রাতা হইতে জন্মিয়াছে যে। (ব.শ.)। ◻ পক্ষিবিশেষ, ভারুই পাখী, দ্রোণের পিতা মুনিবিশেষ (ইনি উতথ্যপত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির বীর্য্যে জাত; ফলে উতথ্য ও বৃহস্পতি কেহই তাহার ভরণপোষণের দায়িত্ব না নেওয়ায় রাজা ভরত তাঁহার **ভরণ**পোষণ করিয়াছিলেন।)। *

ভরপুর : ● যাহা (মানসিক বা বাহ্যিকভাবে) **ভর** (ভরিত) এবং **পুর** (পূরিত) উভয়ই বটে; অথবা, (যথা) কোনো পাত্র বালু দ্বারা পূর্ণ (**ভরণ**) করিলে এবং তাহাতেই যতক্ষণ উপচাইয়া না পড়ে ততক্ষণ জল ঢালিলে (**পূরণ** করিলে) যাহা হয়। ◻ তন্ময়চিত্ত, আত্মহারা, মুগ্ধ; (সাদৃশ্যে) কানায় কানায় পূর্ণ, পরিপূর্ণ। *

ভরা : ● **ভর**-এর আধার যে; অথবা, **ভর**-

করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যাহা ভরিয়া গিয়াছে। ❒ ভারপূর্ণ, বোঝাই, পোরা, আবিষ্ট, পণ্যরাশি, বোঝাই করা নৌকা, পণ্যের নৌকা, একবারে নৌকাদিতে বহনীয় ভার, ক্ষেপ। ❋

ভরাট : ● **ভরা** টঙ্কারিত যাহাতে। ❒ পূরণ, পূর্ত্তি।

ভরাডুবি : ● **ভরা** (পণ্যে বোঝাই নৌকা) ডুবিয়া যায় যাহাতে। ❒ পণ্যভারপূর্ণ নৌকাডুবি। ❋

ভরিত : ● **ভর** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ❒ 'জাতভর', পূরিত।

ভর্জ্জ : ● **ভর** জনন জনিত যাহাতে; অথবা, তেজাদি ভরণের কারণে ভরা (পূর্ব্বে পূরিত) রসাদির বহির্গমন যাহাতে। ❒ **ভাজা**।

ভর্জ্জন : ● ভর্জ্জ (তেজাদির ভরণে রসাদির নির্গমন) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ পাক-বিশেষ, **ভাজা**, ভর্জ্জনপাত্র, ভাজনা-খোলা।

ভর্জ্জিত : ● যাহাকে **ভর্জ্জন** করা হইয়াছে। ❒ ভৃষ্ট, ভাজা।

ভর্ত্ত : ● **ভর**-তারণ তারিত যাহাতে; অথবা, অভাবপূরণ করা বা **ভরণ** তারিত যাহাতে।

ভর্ত্তা : ● **ভর্ত্ত**-এর আধার যে; অথবা, **ভর্ত্ত**-করণ করে যে; কিংবা, অভাবের শূন্যতা **ভরণ** বা পূর্ণ করিয়া অভাবমুক্ত করে যে। ❒ ধাতা, পতি, প্রভু, স্বামী, ভাতার।

ভর্ত্তি : ● **ভর্ত্ত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, অভাবগ্রস্তের অভাবপূরণ করিবার নিমিত্ত **ভরিয়া** দেওয়া (প্রবিষ্ট করানো) হয় যাহাতে। ❒ ভরা, পোরা, পূর্ণ, প্রবেশ, প্রবিষ্ট।

ভর্ত্তৃ : ● **ভর্ত্ত** (ভরণকার্য্য) আবর্ত্তিত হয় যাহাতে; অথবা, খালি হইলেই পূর্ণ বা **ভরণ** করিয়া দেন যিনি; কিংবা, নিয়মিত জাত অভাব নিয়মিত পূর্ণ করেন যিনি। ❒ ভর্ত্তা।

ভর্ত্তৃবতী : ● **ভর্ত্তৃ** কর্ত্তৃক বাহিতের তারণ সক্রিয় যে আধারে। ❒ সধবা, ভাতারবতী।

ভর্ত্তৃমতী : ● **ভর্ত্তৃ** কর্ত্তৃক সীমায়িতের তারণ সক্রিয় যে আধারে। ❒ বিদ্যমানপতিকা নারী, সধবা, ভাতারমতী।

ভর্ত্তৃহরি : ● **ভর্ত্তৃ** হরণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যিনি পাঠকদিগের মনের ক্ষুধা বা প্রয়োজন নিয়মিত পূর্ণ বা **ভরণ** করিয়া তাহাদিগের মনোব্যথা হরণ করিতেন। ❒ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ইনি বৈয়াকরণ ও মহাকবি।

ভল্ল : ● **ভ**-এর (আত্মম্ভরির) লয়ন (লয়করণ) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা আত্মম্ভরিকে লয় করিয়া দেওয়া যায়; কিংবা, যে শুভবর্ষণ প্রচলিতকে নাশ করিয়া নূতনের প্রচলন ঘটায়। ❒ ঘাতক, শিব; (সাদৃশ্যে) সুহীবৃক্ষ, বাণবিশেষ, একপ্রকার বল্লম। ❋

ভল্লুক : ● **ভল্ল**কে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে। ❒ বাল্মীকি, (সাদৃশ্যে) ভালুক, কুকুর, শম্বুক-বিশেষ, গুগলি। ❋

ভস্ম : ● যাহাকে **ভস** (ভবের নির্য্যাস) রূপে মনন করা হয়; অথবা, জগতের সারতত্ত্ব বা ছাই থাকে যাহাতে; কিংবা, লোকে বিদগ্ধ হইয়া যাহা অর্জ্জন করে; অথবা, (সাদৃশ্যে) কাষ্ঠাদি পুড়িলে যে রূপ লাভ করে। ❒ তত্ত্বসার, মূলতত্ত্বাদি, জগদ্‌কারণ, বিভূতি; (সাদৃশ্যে) দগ্ধকাষ্ঠবিকার, ছাই, ভূতি। ❋

ভস্মপ্রিয় : ● **ভস্ম** (মূলতত্ত্বাদি) প্রিয় যাঁহার; অথবা, জগতের মূলতত্ত্বাদি প্রিয় যাঁহাদের। ❒ আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা, শিব; (সাদৃশ্যে) নন্দীষাঁড়। ❋

ভস্মীভূত : ● **ভস্ম** রূপে **ভূত** (আবির্ভূত

বা পরিণত) যে। ❐ অভস্ম ভস্মে পরিণত।

ভা : ● ভ-এর (আত্মম্ভরির) আধার যে (শোভমান সত্তা); অথবা, যে আত্মম্ভরি-সত্তা (জ্ঞানফলের এবং-বা কর্ম্মফলের তেজ ধারণ করিয়া) ভাত (দীপ্ত) হয় বা শোভা পায়; কিংবা, দ্বৈরাজ্যিক-অস্তিত্ব (দ্বৈতাদ্বৈতবাহী-সত্তা) স্থিতরূপে প্রদীপ্ত (প্রতিভাত) যাহাতে; অথবা, পঞ্চভূতের (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের) এক বা একাধিক ভূতের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে যে। ❐ দীপ্তি, শোভা, প্রভা; প্রীতিকর হওয়া, শোভা পাওয়া, প্রতিভাত হওয়া, দীপ্তি পাওয়া, প্রতীয়মান হওয়া। *

ভাই : ● **ভা** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ভা** (পিতামাতার বংশপ্রবাহের শোভা) সক্রিয় হয় যে সত্তায়। (দ্র. **ভ্রাতা**)। ❐ সহোদর।

ভাইজ (ভাজ) : ● **ভাই**য়ের **জা**য়া যিনি; অথবা, ভাইয়ের বধূকে দেবর-ননদেরা যে শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। ❐ ভ্রাতৃজায়া।

ভাইফোঁটা : দ্র. **ভ্রাতৃদ্বিতীয়া**।

ভাং (ভাঙ, ভাঙ্গ) : ● **ভা**-এর (আত্মম্ভরির) ং (রহস্যরূপ) যাহাতে; অথবা, ভ (আত্মম্ভরি) কারণরূপিণী (ঙ) যাহাতে; কিংবা, যাহা **ভঙ্গ** হইতে জাত; অথবা, যাহা মানুষের মানসিক গঠনকে (যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাচীরকে) **ভাং** করে, **ভাঙ** করে বা ভাঙিয়া দেয়; কিংবা, যাহা দ্বারা **ভাঙকরণ** গমন করে; অথবা, যাহা সেবন করিয়া শিবগুণ-সম্পন্ন (উদ্ভাবন, আবিষ্কার, সৃষ্টি গুণসম্পন্ন) মানুষেরা তাঁহাদের পূর্ব্বতন মানসিক গঠন বা যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাচীর **ভাঙ্গিয়া** দিয়া নতুন মানসপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেন। ❐ সিদ্ধি (hemp), ভগ্ন করা, ভঙ্গিযুক্ত করা, পাতিত করা, দূর করা, অপনীত করা ... ইত্যাদি। *

ভাংচি (ভাঙ্গচি) : ● **ভাং** (ভাঙ্গ, ভাঙ) করিয়া চয়ন করা সক্রিয় যাহাতে। ❐ ভাঙার পরামর্শ, বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা।

ভাঁজ : ● **ভাঁ**-এর (শোভমানের রহস্যরূপ) জনিত যাহাতে; অথবা, যাহা পাটে পাটে বিন্যস্ত হইয়া শোভমান হয়। ❐ পাট, তা, মোড়া, পাট করা।

ভাঁজা : ● **ভাঁজ**-এর আধার যে; অথবা, (মানসিক, বাহ্যিক) **ভাঁজ**করণ থাকে যাহাতে। ❐ সুর বা মতলব **ভাঁজা**, পাট করা, ভাঁজে ভাঁজে রাখা।

ভাঁটা : ● **ভাঁ**-এর (রহস্যময় শোভমানের বা প্রবহমানের) টঙ্কার বা টান থাকে যাহাতে। ❐ জোয়ারের উলটা স্রোত।

ভাঁড় : ● **ভাঁ**-এর (প্রকাশমানের রহস্যময়) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে ক্ষুদ্র ভাণ্ডে (ব্যক্তিগত বুদ্ধিভাণ্ডে) বেশি কিছু ধরে না বলিয়া উছলাইয়া পড়িয়া যায়। (দ্র. **ভাণ্ড**)। ❐ বিদূষক, ভণ্ড, ভাঁড়ামিকারী; (সাদৃশ্যে) ভাণ্ড, ক্ষুদ্র মাটির ভাণ্ড।

ভাঁড়া : ● **ভাঁড়**-এর আধার যে; অথবা, **ভাঁড়**ভরণ থাকে যাহাতে; কিংবা, **ভাঁড়**-এর পর **ভাঁড়** ভরার কাজ চলে যাহাতে; অথবা, ব্যক্তিগত সম্পদভাণ্ডে সম্পদভরণ চলে যাহাতে; কিংবা, **ভাঁড়**বদল (মালিকানা বদল) করা চলে যাহাতে।

ভাঁড়ান : ● **ভাঁড়া** (ভাঁড়ভরণ ও ভাঁড়বদল করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, এক **ভাঁড়**-এর (সম্পদভাণ্ডের, ব্যক্তিমালিকানার) বদলে অন্য **ভাঁড়**-এর (সম্পদভাণ্ডের, ব্যক্তিমালিকানার) উপস্থাপন করা চলে যাহাতে। ❐ প্রতারণা করা, অন্য নাম ব্যবহার করা।

ভাঁড়ামি : ● ভাঁড়াকর্ম্ম সীমায়িত রূপে

সক্রিয় যাহাতে। ❒ প্রতারণা, শঠতা, স্থূল রসিকতা।

ভাঁড়ার : ● **ভাঁড়া** (ভাঁড়ভরণ করা) রহে যাহাতে; অথবা, বিশাল **ভাঁড়** (সম্পদভাণ্ড) ভরা রহে যাহাতে। ❒ ভাণ্ডার।

ভাঁড়ে মা ভবানী : ● যে সম্পদভাণ্ডারে (**ভাঁড়ে**) মা-ভবানী (বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী) বসিয়া আছেন; অথবা, যে সম্পদভাণ্ডার বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর দখলে চলিয়া যাওয়ায় তাহা শূন্য হইয়া গিয়াছে; কিংবা, যে **ভাঁড়** শূন্য হইয়া গিয়াছে। ❒ শূন্য ভাণ্ডার।

ভাগ : ● **ভা**-এর (**ভজন**ফলের বা বিভাজনের) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা **ভজ**কৃত হইয়া (ভিজিয়া মূল হইতে পৃথক হইয়া গিয়া) বা **ভাজিত** হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছে; কিংবা, মূল হইতে পৃথককৃত (দূরগত) হয় যে। ❒ অংশ, ঋক্‌থ, একাংশ; পলায়ন করা, দূর হওয়া, বিগত হওয়া। ✱

ভাগনা (ভাগনে) : ● **ভগিনী** হইতে জাত যে; অথবা, **ভাগ** নেয় যে; কিংবা, প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মামার অর্জ্জিত সম্পদের **ভাগ** লইত যে। ❒ ভগিনীপুত্র। ✱

ভাগবাঁটা : ● **ভাগ** ও **বণ্টন** যাহাতে; অথবা, বিভাজনপূর্ব্বক বণ্টন যাহাতে। ❒ ভাগাভাগি।

ভাগবাঁটোয়ারা : ● **ভাগ** করিয়া বণ্টনাদি করা হয় যাহাতে। ❒ ভাগাভাগি।

ভাগহারী (ভাগারী) : ● **ভাগ** হরণ করে যে। ❒ ভাগগ্রাহী, ভাগী। ✱

ভাগা : ● **ভাগ**-এর আধার যে; অথবা, এক এক **ভাগ** থাকে যে ভাগকৃত অংশে; কিংবা, **ভাগ** করিয়া দূর করার নির্দ্দেশ থাকে যাহাতে। ❒ অংশ, একাংশ; তাড়ান, খেদান। ✱

ভাগাও : ● **ভাগা**করণকে (পৃথককরণকে) নবরূপে **উত্তীর্ণ** করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ভাগা**করণের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ❒ তাড়াও, খেদাও। ✱

ভাগাড় : ● যাহা **ভাগ**-এর (বিভাজিত অংশগুলির) **আড়**-এ (আড়ালে) পড়িয়া আছে; অথবা, (গ্রামের জমিসমূহের ভাগবণ্টন কালে) যে ক্ষুদ্র ভূখণ্ড বা জমি **ভাগ** হইয়া কাহারও অধিকারে যায় নাই, এখনও যৌথ জমি রূপে পড়িয়া আছে; কিংবা, এককালে সকল জমিই যে যৌথ ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ যে ভূখণ্ড আজও যৌথরূপে টিকিয়া আছে। ❒ গ্রামবাসীগণের গোমহিষ প্রভৃতির মৃতদেহ ফেলার স্থান। ✱

ভাগান : ● **ভাগা** (পৃথক বা দূরগত করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে মূল হইতে কোনো অংশকে পৃথক করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। ❒ তাড়ান, নির্বাসিত করা।

ভাগারী : দ্র. **ভাগহারী**।

ভাগার্থী : ● **ভাগ**-এর প্রার্থী যে। ❒ ভাগপ্রার্থনাশীল, ভাগপ্রেপ্সু।

ভাগিনা (ভাগিনে, ভাগিনেয়) : দ্র. **ভাগনা**।

ভাগিনী : ● **ভগিনী** হইতে জাতা। ❒ ভগিনীকন্যা।

ভাগী : ● **ভাগ**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ গ্রাহী, প্রাপক, ভাগ্যবান, অংশী, দায়াদ। ✱

ভাগীরথী : ● **ভগীরথ** হইতে জাত; অথবা, ভারতসমাজের বুকে পণ্যের যে ধারাস্রোত **ভগীরথ** কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হইয়াছিল; কিংবা, (সাদৃশ্যে) বঙ্গদেশের বুক চিরে 'ভাগীরথী' নামে যে নদী বা জলস্রোত প্রবাহিত আছে। ❒ পণ্যপ্রবাহ, (সাদৃশ্যে) ভাগীরথী নদী। ✱

ভাগো : ● **ভাগ**-এর সার্ব্বিক আশ্রয়

যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ভাগ**কৃত হইয়া (মূল হইতে পৃথক হইয়া) দূরীকৃত হইবার বা পলাইবার নির্দ্দেশ থাকে। ▫ পলায়ন কর।

ভাগ্য : ● **ভাগ** (অংশ) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা **ভাগ**স্বরূপ পাওয়া যাইত; কিংবা, প্রাচীন যৌথসমাজের সদস্যগণ সামাজিক উৎপন্ন-সম্ভার হইতে নিজ নিজ অংশস্বরূপ যাহা পাইত। ▫ ভজনীয়, ভাগার্হ, সৌভাগ্য ...। ❋

ভাগ্যধর : ● **ভাগ্য** ধারণ করে যে; অথবা, যৌথব্যবস্থার সদস্যরূপে যে **ভাগ** পাওয়া যায় তাহা ধারণ করে যে। ▫ ভাগ্যবান।

ভাগ্যবান : ● **ভাগ্য** (ভাগে পাওয়ার অধিকার) বহন অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীগণ পরিবারের কর্ত্রীরূপে যৌথসম্পদের ভাগ পাইতেন বলিয়া হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় গৃহকর্ত্রীকে আজও যে নামে (**ভাগওয়ান**) ডাকা হয়। ▫ সৌভাগ্যশালী, সমৃদ্ধিশালী, ধনী। ❋

ভাগ্যিস (ভাগ্‌গিস) : ● **ভাগ্য** হইতে নিঃসারিত যে। ▫ ভাগ্যহেতু, সৌভাগ্যক্রমে।

ভাঙ : দ্র. **ভাং**।

ভাঙচা : ● **ভাঙ** চয়নের আধার যে। ▫ অঙ্গভঙ্গিপূর্ব্বক উপহাস করা।

ভাঙচুর (ভাঙ্গচুর) : ● যাহাতে **ভাঙ্গা** (ভাঙা) ও চূর্ণ করা উভয়ই থাকে। ▫ ভাঙাচুরা।

ভাঙন (ভাঙ্গন) : ● **ভাঙ (ভাঙ্গ)** অন (চলমান) যাহাতে। ▫ ভগ্ন করা বা হওয়া, ধ্বংসকরণ, তীরের ভগ্নস্থান।

ভাঙা (ভাঙ্গা) : ● **ভাঙ**-এর (**ভাঙ্গ**-এর) আধার যে; অথবা, **ভাঙ**করণ (**ভাঙ্গ**করণ) থাকে যাহাতে। ▫ ভগ্ন করা, ভগ্ন, জীর্ণ, সচ্ছিদ্র, ছিন্ন ... ইত্যাদি। ❋

ভাঙান (ভাঙ্গান) : ● **ভাঙা (ভাঙ্গা)** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ভাঙা-কর্ম্ম (ভাঙ্গা-কর্ম্ম)** চলিতে থাকে। ▫ ভগ্ন করান, পরামর্শ দিয়া স্বপক্ষে আনা, নোট বা টাকার পরিবর্ত্তে খুচরা মুদ্রা লওয়া। ❋

ভাঙানী (ভাঙ্গানী) : ● **ভাঙান**-র (**ভাঙ্গান**-র) সক্রিয় আধার যে; অথবা, ভাঙ্গায় (ভাঙায়) যে; কিংবা, ভাঙাইয়া (ভাঙ্গাইয়া) যাহা পাওয়া গিয়াছে। / যে স্ত্রীলোক কুমন্ত্রণা দিয়া ভাঙ্গায় বা বিচ্ছিন্ন করে। (ব.শ.)। ▫ বিনিময়ে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য (খুচরা মুদ্রা)। ❋

ভাঙ্গ : দ্র. **ভাং**।

ভাঙ্গড় (ভাঙড়) : ● **ভাং**-করিবার বা খাইবার গড় যে স্থানে (?)। ▫ কলিকাতা সংলগ্ন একটি স্থানের নাম।

ভাঙ্গা : দ্র. **ভাঙা**।

ভাজ[১] : ● **ভজ** হইতে জাত; অথবা, ভজিয়া পৃথককরণ করা হইতে জাত; কিংবা, পৃথক করিয়া যে স্থানে বা পাত্রে রাখা হয়; অথবা, ক্রোধাদি ষড়রিপুর বিপরীত আবেগের অতি উষ্ণতার তাপে ভজিয়া ভজিয়া ভাজা ভাজা করা হয় যাহাতে। ▫ ভাগ করা (**বিভাজন** ইত্যাদি), ভাগ করিয়া রাখিবার যোগ্য পাত্র (আস্থা**ভাজন** ইত্যাদি), রোষে (গরম তেলে) ভজন করা (মাছ**ভাজন** ইত্যাদি)।

ভাজ[২] : ● দেবর ও ননদেরা **ভাইয়ের জায়াকে** যে পরিচয়ে উল্লেখ করে। ▫ **ভাইজ**।

ভাজ[৩] : ● **ভজ** হইতে জাত যে; অথবা, **ভজাইয়া** রসাদি (বাহ্যসম্পদাদি) বাহির করিয়া লওয়া হয় যাহা হইতে। ▫ তেলে বা রোদে ভাজা ভাজা কর।

ভাজক : ● **ভাজ[১]** / **ভাগ** করে যে; অথবা, **ভাগ**করণ করিবার জন্য **ভাজ**করণ করে

যে। ❒ ভাগকারক, বিভাজক।

ভাজন : ● **ভাজ**[১] (বিভাজন করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, বিভাজন-কৃতকে (বিভাজিতকে) বা আস্থাদি রাখা হয় যাহাতে; কিংবা, রোষাদি দ্বারা **ভজ**করণ করা (**ভাজা-ভাজা** করা) চলমান যাহাতে। ❒ পৃথক্করণ, ভাজনা-খোলা, নির্ভরযোগ্য স্থান বা পাত্র, ভাজা-ভাজা করা। ✱

ভাজা : ● **ভাজ**[৩]-এর (রসাদি নির্গমন করার) আধার যে; অথবা, যাহাতে তেজাদি প্রবেশ করিয়া সত্তার ভিতর হইতে রসাদির (সম্পদ আবেগ জল ঘাম প্রভৃতির) নিষ্কাশন ঘটায়। ❒ ভৃষ্ট, কৃতভর্জ্জন, সন্তপ্ত, রৌদ্রে বিশুদ্ধ। ✱

ভাজাভাজা : ● **ভাজা**র পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ অত্যন্ত বা কড়া ভাজা, অতিশয় উৎপীড়িত, বড় জ্বালাতন। ✱

ভাজী : ● **ভাজ**[১]-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহাকে তৈলাদিতে **ভাজ**করণ করা হইয়াছে। ❒ ভাজা তরকারী, পক্ব ব্যঞ্জন।

ভাজুং : ● **ভাজ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহস্যময় হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ভাজ**করণের (মিথ্যা বুঝাইয়া বা ভজাইয়া স্বপক্ষে আনয়ন করার কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার) নানাপ্রকার অপচেষ্টা করা হয়। (দ্র. **ভুজুং-ভাজুং**)।

ভাজ্য : ● **ভাজ / ভাগ** থাকে যাহাতে। ❒ পৃথক্করণীয়, ভাগার্হ বস্তু, বিভজনীয় রাশি।

ভাট : ● **ভট** হইতে জাত; অথবা, যে স্থান কাল পাত্র **ভট ভট্ট** প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধিত; কিংবা, যাঁহারা মানবসভ্যতার তৎকাল পর্যন্ত অর্জ্জিত সকল জ্ঞানসম্পদের কথা বলিতেন; অথবা, **ভট্টাচার্য্য**দিগের দ্বারা বাহিত মানব সভ্যতার জ্ঞানসম্ভার ক্রমশ নিম্নমানের ন্যূনতর স্রোতরূপে প্রবাহিত হইতে হইতে যাহাদের মাধ্যমে ক্রমে '**ভাট**-বকা'য় পর্য্যবসিত হয়। / যাঁহারা রাজার বংশচরিত-কীর্ত্তন স্তুতিপাঠ পরিচয়দান দৌত্য পত্রবহন প্রভৃতি কার্য্য করিতেন। (ব.শ.)। ❒ ভট্ট, চারণ-কবি, স্তুতি পাঠক, পণ্ডিতের উপাধি। ✱

ভাটপাড়া : ● **ভাট**গণ বাস করেন যে পাড়ায়; অথবা, বঙ্গদেশীয় জ্ঞানচর্চাকারী-গণের একটি মান্য অংশ যে গ্রামে বসবাস করিতেন। ❒ কলিকাতার সন্নিকটস্থ **ভট্টাচার্য্য**-ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত বিখ্যাত স্থান। (স্মর্ত্তব্য যে, একই বিষয়গত নামের উত্তরাধিকার রহিয়াছে Vatican City নামের পিছনে)। ✱

ভাটা : ● **ভাট**-করণের আধার যে; অথবা, জ্ঞানধারার নিম্নমুখী ক্রমন্যূন জ্ঞানপ্রবাহ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে নকলের নকল, তস্য নকল, তস্য তস্য নকল ... এইভাবে জ্ঞানের **ক্রমন্যূন প্রবাহ চলিতে থাকে (জেরক্সের জেরক্স, তস্য জেরক্স, তস্য জেরক্স ... এইভাবে, কিংবা, কৃতি অধ্যাপকের ছাত্রের ছাত্রের ছাত্রের ... ছাত্রের মাধ্যমে যে জ্ঞানপ্রবাহ বা জ্ঞানের ক্রমন্যূন অনুবর্ত্তন চলিতে থাকে এবং নব-জ্ঞানের অর্জ্জন ও যোগসাধন বন্ধ থাকে)**; অথবা, (সারূপ্যে) যে জলধারা ক্রমশ ক্ষীণতর স্রোতে পরিণত হয়। ❒ ন্যূনতার স্রোত, জ্ঞানধারার ক্রমনিম্ন ও ক্রমন্যূন স্রোত, ভাটি; (সারূপ্যে) নদীর নিম্নাভিমুখ স্রোত, জোয়ারের উলটা স্রোত। ✱

ভাটি : ● **ভাট**-করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ক্রমনিম্ন ও ক্রমন্যূন প্রবাহ চলে যাহাতে। ❒ ন্যূনতা, নিম্নাভিমুখ, ভাটা, দক্ষিণ দেশ, নিম্নদিক্, অপরাহ্ন, অতীত, মৃদু।

ভাটিয়াল : ● **ভাটির** গমন (যাওয়া) লালিত যাহাতে; অথবা, দৃশ্যত বাহ্যত নিম্নমুখী স্রোতে ভাসিয়া অদৃশ্যত মনোলোকের সুরধারার উচ্চমুখী স্রোতে ভাসমান হয় যাহাতে। ◘ রাগবিশেষ, দক্ষিণ দেশীয় ভাটিয়াল সুর।

ভাটিয়ালী : ● **ভাটিয়াল**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, ভাটিয়াল-সুরে যে গান গাওয়া হয়। /ভাটার টানে নৌকা চলাকালীন মাঝিরা যে সুরে গান গায়। (ঢা.অ.)। ◘ লোকগানের সুরবিশেষ, উক্ত সুরে গাওয়া গান। ❋

ভাটী : ● **ভাট**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **ভট্ট**দিগের জ্ঞানের অদৃশ্য তেজ জ্বলিতে থাকে যে অগ্নিকুণ্ডে (যে পণ্ডিতে বা তাঁহার পাঠশালায়); কিংবা, (সাদৃশ্যে) দৃশ্য আগুন জ্বলে যে অগ্নিকুণ্ডে। ◘ জ্ঞানের অগ্নিশিখা-ধারী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞানী; (সাদৃশ্যে) ইঁটের পাকপুটী, চূর্ণ পোড়ানোর পোয়ানবিশেষ, সিজাইবার নিমিত্ত ধোপার ময়লা কাপড়ের বৃত্তাকার স্তূপ। ❋

ভাড়া : ● **ভা**-এর (বহনস্থিতধারীর) গড়ান-উড়ান যে আধারে; অথবা, **ভড়** ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থমূল্য থাকে যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে কোনো ব্যবহার্য্য বিষয় বা বস্তুর ব্যবহারমূল্য দেওয়া হয় যে অর্থে। ◘ ভড়-এর ব্যবহার মূল্য; (সাদৃশ্যে) গৃহ-শকটাদি ব্যবহারার্থ দেয় অর্থ, মজুরী, ধান ভানার নিমিত্ত দেয় অর্থ বা চাল।

ভাড়াটে : ● **ভাড়ার** টঙ্কার দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, **ভাড়া** স্বরূপ অর্থমূল্য দিয়া অন্যের বাড়ী ব্যবহার করে যে। / ভাড়া-করা বাড়ীতে যে বাস করে। (ব.শ.)।

ভাড়ুয়া : ● **ভাড়ায়** দেওয়া নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যে আধারে; অথবা, যে আপন ক্ষেত্র ভাড়ায় খাটাইয়া সেই অর্থে জীবনযাপন করে। / স্ত্রীর বেশ্যাবৃত্তির অর্থে জীবনধারণ করে যে। (ব.শ.)। ◘ বেশ্যার পোষ্য, কোটনা।

ভাণ্‌ : ● **ভণ** হইতে জাত; অথবা, **ভণ** করণের সহিত সম্পর্কিত যে; কিংবা, যে **ভণ** করণ (কথিত বক্তব্যের সাহায্যে সুপথ প্রদর্শন) করে; অথবা, যে আচরণ দ্বারা **ভণ**করণ করে; অথবা, যে সুপথ দর্শাইবার ছল করিয়া বিপথ দর্শায়। ◘ বাক্য, কথা, ছল; বলা, অনুমান করা; রূপকবিশেষ ...।

ভাণ্ড : ● **ভণ্ড** (অতিকথনপূর্ব্বক বিপথে চালিত করা) হইতে জাত; অথবা, **ভণ্ড**-এর সহিত সম্বন্ধিত যে; কিংবা, অন্যকে **ভণ্ড**করণ (বিপথে চালিত) করিয়া যে বাহ্য-সম্পদ ও তাহার মালিকানাবোধ (ব্যক্তিগত-সম্পদ) লাভ করা হয়; অথবা, কোনো না কোনো প্রকারে কাহাকেও **ভাণ্ডাইয়া** (ভাঁড়াইয়া) বাহ্যসম্পদ আয় করিয়া যে ব্যক্তিগত সম্পদ ও তাহার অধিকারবোধ গড়িয়া উঠে; কিংবা, পাশ্চাত্য যাহাকে বহু পরে 'ব্যক্তিগত সম্পদ মানেই চুরি' বলিয়া বুঝিয়াছিল; অথবা, (সাদৃশ্যে) ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখা হয় যে হাঁড়িতে। / দ্রব্যস্থাপনার্থ যাহা কথিত হয়। (ব.শ.)। ◘ ব্যক্তিগত সম্পদ ও তাহার মালিকানাবোধ, ব্যক্তিমালিকানাধীন বস্তুর আধার, চৌর্য্যোপযুক্ত ভাণ্ডাদি; তৈজসপাত্র, নদীকূলদ্বয়ের মধ্য, বণিকের মূলধন, পণ্যদ্রব্য; (সাদৃশ্যে) পাত্র, মৃণ্ময়পাত্র, হাঁড়া, হাঁড়ি, গৌণীকণ্ডোলাদি পাত্র; প্রতারণা করা, ভাঁড়ান, ভুলান। ❋

ভাণ্ডন : ● **ভাণ্ড**করণ অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা একজনের **ভাণ্ড** (ব্যক্তি-

মালিকানাধীন বস্তু) অন্যকে প্রদান করা হয়; কিংবা, **ভাণ্ড**কে (ব্যক্তি-মালিকানাধীন বস্তুকে) প্রকৃষ্ট রূপে তারণ করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, পণ্য বিনিময় করা হয় যাহাতে; কিংবা, **ভাঁড়ান** হয় যাহাতে। ❒ প্রতারণা, বিক্রয়, লেনদেন।

ভাণ্ডনা : ● **ভাণ্ডন**-এর আধার যে; অথবা, **ভাণ্ডন-কর্ম্ম (ভাঁড়ান)** থাকে যাহাতে। ❒ প্রতারণা, বিক্রয় করা, লেনদেন করা।

ভাণ্ডপতি : ● **ভাণ্ড**-এর (ব্যক্তিমালিকানাধীন বস্তুর আধারের) পতি (অধিকারী) যিনি; অথবা, যাহার অধিকারে বহু ব্যক্তিমালিকানাধীন বস্তু বা বিনিময়যোগ্য পণ্য থাকে। ❒ বণিক।

ভাণ্ডপূর্ণ : ● **ভাণ্ড** (ব্যক্তিমালিকানাধীন বস্তুতে) পূর্ণ যাহা। ❒ পণ্যদ্রব্যপূর্ণ।

ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডক : ● এক **ভাণ্ড** দান করিয়া প্রতিদানে (বিনিময়ে) অন্য **ভাণ্ড** গ্রহণ করা হয় যাহাতে। ❒ পণ্যবিনিময়ে দেয় পণ্য।

ভাণ্ডবাদন : ● সাদৃশ্য **ভাণ্ড** বা হাঁড়ি বাজান হয় যাহাতে; অথবা, নিজের টাকার থলি চাপড়ে দেখায় যে। ❒ মুরজাদিবাদ্যভাণ্ড-বাদন।

ভাণ্ডমূল্য : ● **ভাণ্ড**-এর মূল্য যাহাতে; অথবা, ব্যক্তিমালিকানাধীন বস্তুর মূল্য যাহাতে। ❒ পণ্যমূল্যরূপ মূলধন।

ভাণ্ডা : ● **ভাণ্ড**-এর আধার যে; অথবা, **ভাণ্ডকরণ কর্ম্ম** থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা ব্যক্তিমালিকানাধীন বস্তু প্রকৃষ্ট রূপে তারণ করিয়া দেওয়া যায়। ❒ প্রতারণা করা, ভাঁড়ান, বিক্রয় করা, লেনদেন করা। *

ভাণ্ডাগার : ● **ভাণ্ড**-এর আগার; অথবা, ব্যক্তিমালিকানাধীন বস্তুসমূহ থাকে যে গৃহে। ❒ গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের গৃহ, ভাণ্ডশালা, ভাঁড়ার, ধনাগার, কোষ।

ভাণ্ডাগারিক : ● **ভাণ্ডাগার**-কে সক্রিয় করিয়া রাখে যে। ❒ ভাণ্ডাগারে নিযুক্ত পুরুষ, ভাণ্ডাগারাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, ভাঁড়ারি।

ভাণ্ডান : ● **ভাণ্ডা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ভাণ্ডাকরণ** চলিতে থাকে। ❒ প্রতারণা করা, ভাঁড়ান, বিক্রয়করণ, লেনদেন-করণ।

ভাণ্ডার : ● **ভাণ্ডা** (প্রতারণার বা লেনদেনের ফল) রহে যাহাতে। ❒ গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের গৃহ, ভাণ্ডশালা, ধনাগার, কোষ। *

ভাণ্ডারিক : ● **ভাণ্ডার**-কে সক্রিয় করিয়া রাখে যে। ❒ ভাণ্ডাগারে নিযুক্ত পুরুষ, ভাণ্ডাগারাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, ভাঁড়ারি।

ভাণ্ডারী : ● **ভাণ্ডার**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ ভাণ্ডাগারিক, ভাণ্ডধারী(?), 'ক্ষুরভাণ্ডধারী', নাপিত, ভৃত্যবিশেষ। *

ভাণ্ডিনী : ● **ভাণ্ড**-এর অধিকারিণী যে। ❒ মঞ্জুষা, ছোট বাক্স, (একালের ভাষায়) ভ্যানিটি-ব্যাগ, ব্যাঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্ট।

ভাণ্ডীর : ● **ভাণ্ড**-এর সক্রিয় আধার রহে যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক ব্যবস্থা বা সংস্থা ব্যক্তিমালিকানাধীন বস্তুর উৎপাদন ও বিনিময় সচল রাখে। ❒ বটবৃক্ষ, বৃন্দাবনস্থ সপ্তবটের একতম।

ভাত : ● **ভা** (... তেজাদিধারীর দীপ্তি) তারিত যাহাতে; অথবা, জ্ঞানকর্ম্মের ফল-লাভে সিদ্ধ হইয়া আপন সৌরভে-গৌরবে দীপ্ত যে; কিংবা, যে কর্ম্মযোগে (জ্ঞানকর্ম্মের যোগসাধনে) সিদ্ধ হইয়া শ্বেতশুভ্র-ভাব প্রাপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে; অথবা, (সাদৃশ্যে) তণ্ডুল সিদ্ধ হইলে যে রূপে শোভা পায়। ❒ দীপ্ত, শোভিত, জীবিকাসফল মানুষ, সিদ্ধ পুরুষ; (সাদৃশ্যে) সিদ্ধ তণ্ডুল, অন্ন। *

ভাতা : ● **ভাত**-এর আধার যে; অথবা, **ভাত**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা সামাজিক কর্ম্মযোগে সিদ্ধ (প্রতিভাত) হইতে সহায়তা করা হয়। ❒ বেতন ভিন্ন কর্ম্মচারীকে দেয় (যাতায়াত, বাসাভাড়া প্রভৃতি) নানা প্রকারের বৃত্তি (allowance)। ✱

ভাতার : ● **ভাতা** (ভাত-সহায়ক) আবর্ত্তমান রহে যাহাতে; অথবা, যিনি সাংসারিক কর্ম্ম যোগে সিদ্ধ (প্রতিভাত) হইতে নিয়মিত সহায়তা করেন। ❒ স্বামী, পতি। ✱

ভাতারকামড়া (ভাতারখোর) : ● / যে স্ত্রী স্বামীকে কামড়াইয়া থাকে, অর্থাৎ ছাড়িতে চায় না। (ব.শ.)।

ভাতারখাগী (ভাতারমারী) : ● **ভাতার**কে খাইয়া (মারিয়া) ফেলে যে। ❒ সধবার প্রতি অকল্যাণসূচক গালি।

ভাতারনড় (ভাতারছাড়ী) : ● / যে স্ত্রী স্বামী ছাড়ে, অর্থাৎ এক স্বামী ছাড়িয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করে। (ব.শ.)।

ভাতারী : ● **ভাতার**কে সক্রিয়ভাবে ধারণ করে যে। ❒ ভর্ত্তৃমতী, ভাতার-আউলী, কামলা-**ভাতারী**, দেওর-**ভাতারী**। ✱

ভাদ্র : ● **ভদ্র** হইতে জাত; অথবা, যে স্থান-কাল-পাত্রে **ভদ্র** সক্রিয় থাকে। / যাহাতে ভাদ্রী পৌর্ণমাসী আছে। (ব.শ.)। ✱

ভান : ● **ভা** (দীপ্ত-আত্মম্ভরি) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে বা যাহা প্রতিভাত হইয়া দীপ্তভাবে আছে; কিংবা, যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। ❒ দীপ্তি, সর্ব্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ, প্রকাশ, জ্ঞান, ভাতি।

ভানা : ● **ভান**-এর আধার যে; অথবা, **ভান**করণ (প্রকাশকরণ) থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে চাউলকে ধানের খোসা হইতে নির্গত করিয়া প্রকাশিত করিয়া দেওয়া হয়। ❒ ধান হইতে চাল নিষ্কাশন। ✱

ভানু : ● **ভান** (চলমান আত্মপ্রকাশক) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে চলমান আত্মপ্রকাশকারী সামাজিক সত্তা শোষক-শাসক ও দাতা রূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে; কিংবা, যে কেন্দ্রীয় সামাজিক সত্তা (সমাজদেহের মাথা, গণনেতৃত্ব, রাজা, রাজকোষ ইত্যাদি) সমাজের জ্ঞানফল-কর্ম্মফলের তেজে দীপ্ত হইয়া সমগ্র সমাজকে আলোকিত করিয়া পথপ্রদর্শন করে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে তেজস্বী বাহ্যসত্তা (সূর্য্য) ভূলোকের জলকে বাষ্পরূপে গ্রহণ করিয়া বৃষ্টিরূপে বিতরণ করিয়া দেয়। ❒ অর্কবৃক্ষ, রাজা, প্রভু, রাজশাসন, রাষ্ট্রীয় জ্ঞান ও ধন ... ইত্যাদি; (সাদৃশ্যে) সূর্য্য, কিরণ ...। ✱

ভানুকন্যা : ● **ভানু**র কন্যা যে; অথবা, যে পণ্যধারার মাধ্যমে জনগণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের বাহ্যসম্পদ বিতরণ করা হয়। ❒ যমুনা, দেশের রেশন-বিতরণ ব্যবস্থা।

ভানুমতী : ● **ভানু**র ন্যায় যে আধারশক্তি; অথবা, যে প্রজাগণ **ভানু**-স্বভাবের রাজাকে অনুসরণ করিয়া চলেন। ❒ মায়াবিদ্যায় নিপুণা **ভোজরাজ**কন্যা ও বিক্রমাদিত্যের পত্নী ভানুমতী, জাদুকরী, দুর্যোধন-পত্নী।

ভানুমতীর খেল : দ্র. **ভোজবিদ্যা**।

ভাপ : ● **ভা** (তপ্ত আত্মম্ভরি) পালিত যাহাতে; অথবা, যে জল তপ্ত হইয়া মেঘরূপে পালিত হয়; কিংবা, জলের তপ্ত হইয়া গরম বাষ্পে রূপান্তরণ যাহাতে। ❒ উত্তপ্ত বাষ্প, উত্তাপ, বাষ্প।

ভাপসা : ● **ভাপ**-এর (বাষ্পের) অন্তিম অস্তিত্বের আধার যে; অথবা, যাহাতে বাষ্প

ঠাণ্ডা হইয়া গুমট হইয়া গিয়াছে। ⊓ বাষ্পের মত, বাষ্পজাত, অবরুদ্ধ বাষ্প, গুমট।

ভাপা : ● **ভাপ**-এর আধার যে; অথবা, **ভাপ**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, সেই **ভাপ**করণে অন্য দ্রব্যকে সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয় যাহাতে। □ বাষ্পে পরিণত হওয়া, ভাপযুক্ত হওয়া।

ভাপান : ● **ভাপা** (বাষ্পতাপে সিদ্ধ করা) অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ ভাপে সিদ্ধ করা।

ভাব : ● **ভব** (হয়, হওয়া) হইতে জাত যে; অথবা, **ভা**-কে (**ভ**-এর আধারকে) বহন করে যে; কিংবা, **ভব** জন্মায় যাহাতে; অথবা, **ভব** কেমন করিয়া কী প্রক্রিয়ায় **ভব** হয় তাহা থাকে যাহাতে; কিংবা, **ভব**-এর **ভবন**-প্রক্রিয়া অনুধাবন করা (অবিচ্ছিন্ন তরল প্রক্রিয়ায় মনন করা) হয় যাহাতে। □ সংঘটন, ক্রিয়া, স্বাভাবিকী অবস্থা, অভিপ্রায়, কামক্রোধাদিকৃত চিত্তবিকার ... ইত্যাদি। ❋

ভাব-করা : ● দুই জনের মধ্যে **ভাব** বিনিময় করা হয় যাহাতে; অথবা, দুই সত্তার পরস্পরের **ভব** হওয়নের ইতিকথা পরস্পরকে বলা হয় যাহাতে; কিংবা, পরিচিতি বিনিময় যাহাতে। ❋

ভাবন : ● **ভাব** (ভাব-করণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ভবন**-এর (হওয়নের) ইতিকথা অনুধাবন করা হয় যাহাতে; কিংবা, ক্রিয়ানির্ভর মননকর্ম্ম চলে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **ভাব**করণ করা হয়; কিংবা, যিনি **ভাব**করণ করেন। □ ভাবয়িতা, ধ্যাতা, প্রবর্ত্তক, কর্ত্তা, প্রকাশন, ধ্যান, উদ্বেগ ...। ❋

ভাবনা : ● **ভাবন**-এর আধার যে; অথবা, **ভাবনকর্ম্ম** থাকে যাহাতে। ⊓ আত্মজ্ঞান অভিনিবেশ, ধ্যান, বাসনা, পর্য্যালোচনা।

ভাবনাচিন্তা : ● **ভাবনা** ও **চিন্তা** যাহাতে; অথবা, অব্যক্ত (তরল) ভাবনকর্ম্ম ও ব্যক্ত (কঠিন) চিন্তনকর্ম্ম করিয়া মানসিকভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো হয় যাহাতে; অথবা, ক্রিয়ানির্ভর ও বিশেষ্যনির্ভর উভয় প্রকার মননের সাহায্যে সত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা থাকে যাহাতে। (দ্র. **চিন্তাভাবনা**)। ❋

ভাবপ্রবণ : ● মননের তরল প্রক্রিয়ার দিকে প্রবণতা যাহার। □ ভাবাবেগে চালিত, আবেগযুক্ত, অনুভূতির আধিক্যযুক্ত, আবেগপরায়ণ, ভাবুক। ❋

ভাবা : ● **ভাব**-এর আধার যে; অথবা, **ভাবন** করা হয় যাহাতে; কিংবা, তরল মানসিকতার অব্যক্ত জ্ঞানের (ক্রিয়ানির্ভর) মানসিক অগ্রগতি (মননকর্ম্ম) চালান হয় যাহাতে। (দ্র. **চিন্তাভাবনা**)। □ অনুধাবন করা, ধ্যান করা, মনে করা, বিচার করা। ❋

ভাম : ● **ভা** (শোভা) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহার তাপের প্রকাশ ঘটে, কিন্তু আলোর প্রকাশ ঘটে না। □ ক্রোধ, দীপ্তি, সূর্য্য, ভগিনীপতি। ❋

ভামা : ● **ভাম**-এর আধার যে; অথবা, ভয়ানক মুখঝামটা দেয় যে নারী; কিংবা, নারীর যে মুখঝামটা তাঁহার সততার সৌরভ ঘোষণা করে বলিয়া সুপুরুষদিগের অত্যন্ত প্রিয়। □ কোপনা নারী, সত্য**ভামা**। ❋

ভামিনী : ● **ভাম** সক্রিয়ভাবে অনকৃত হইয়া সক্রিয়ভাবে আধারিত যাহাতে; অথবা, যে নারী দৃশ্যত কোপনা কিন্তু কার্য্যত প্রমদা বটে। (দ্র. **চম্পা**)। □ কোপনা স্ত্রী, কামিনী, প্রমদা।

ভামী : ● **ভাম**-এর সক্রিয় আধার যে। □ ভামবান, কোপযুক্ত।

ভার : ● **ভর** হইতে জাত; অথবা, যাহাতে (মানসিক) **ভর** রাখা হয়; কিংবা, (মানসিক)

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ভরকে (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে) ধারণ করে যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) অধিক ওজন থাকে যাহাতে। □ গৌরব, গুরু বিষয়, মনের **বোঝা**, কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ ভার, অধিকার, কষ্টসাধ্য বা দুরূহ বিষয়, (সাদৃশ্যে) গুরু দ্রব্য, ২০০০ পল, অতিরেক, সমূহ, ভারবহনার্থ যষ্টি, একজনের বাঁকে বহনীয় দ্রব্যসমূহ।

ভারই (ভারুই) : ● **ভার** (ভর-জাত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ভার** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয় যাহাতে। ⊓ **ভরদ্বাজ** পক্ষী।

ভারত : ● **ভরত** হইতে জাত; অথবা, **ভরত**-এর সহিত সম্বন্ধিত যে; কিংবা, **পুত্রভরণ প্রজাভরণ জ্ঞানীভরণ** এই তিন প্রকার **ভরণ**পোষণ করা যে সত্তার স্বভাবের অন্যতম নীতি; অথবা, **বর্ষ** শব্দের অর্থ বিস্মৃত হওয়ায় স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচয়িতাগণ 'আমাদের দেশের নাম **ভারতবর্ষ**' - এই বহুকালক্রমাগত সত্যকে বিকৃত করেন এবং **ভারতবর্ষ**-এর লেজ কাটিয়া তাহাকে শুধুই '**ভারত দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া**' করিয়া দেন। দ্র. **ভারতবর্ষ**। □ ভরতসম্বন্ধী, ভরতমুনি-সম্বন্ধী, ভারতবর্ষ-বাসী, মহাভারত। ❋

ভারতবর্ষ : ● **ভারতস্বরূপ** যে **বর্ষ**; অথবা, **ভারত** নীতি প্রতিষ্ঠিত যে **বর্ষে**; অথবা, পিতার **পুত্রভরণ**, রাষ্ট্রের **প্রজাভরণ**, এবং সমাজের **ব্রহ্মজ্ঞানীভরণ** নীতি (জীবের মাথা বাঁচানো নীতি) প্রতিষ্ঠিত আছে যে **বর্ষে** (পুনরাবৃত্ত স্থান-কালে বা দেশে ও সমাজে); কিংবা, যে দেশের পিতারা তাঁহাদের সন্তান-দিগের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন; যে দেশের রাষ্ট্র তাহার প্রজাদিগের ভরণপোষণ করিয়া থাকে; এবং যে দেশের মানুষেরা তাঁহাদের মধ্যেকার জ্ঞানযোগীগণকে রক্ষা ও ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। □ ভারত নামক বর্ষভেদ। ❋ ❋

ভারতী : ● **ভারত** সক্রিয় যে আধারে। / ভরতমুনি কর্ত্তৃক ইহলোকে অবতারিতা (যে)। (ব.শ.)। □ ভারতসম্বন্ধিনী, ভাষা, বাণী, ভাষাধিষ্ঠাত্রী দেবী, সরস্বতী, ভরতপ্রযুক্তা সংস্কৃতবাক্যযুক্তা বাক্‌প্রধানা বৃত্তি, ব্রহ্মচারী পরিব্রাজকের নাম, নাট্যকলা।

ভারা : ● **ভার**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **ভার** রাখা হয়। / ভারের আধার। (ব.শ.)। □ মাচা, আড়-বাঁধা বাঁশ বা কাষ্ঠখণ্ড।

ভারী : ● (মানসিক) **ভার**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা মানসিকভাবে বহন করা কঠিন (**বোঝা**স্বরূপ); কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দৈহিকভাবে বহন করা কষ্টসাধ্য। □ গম্ভীর (মেজাজ), মোটা (স্বর), গুরুভার বিষয়; (সাদৃশ্যে) ভারবান, গুরুদ্রব্য, ভারবাহী।

ভার্গব : ● **ভৃগু**-সত্তাকে (ভৃগুনীতি ও ভৃগুকর্ম্মকে) বহন করে যে (যাহারা)। □ ভৃগুসম্বন্ধী, ভৃগুবংশজাত, ভৃগু হইতে আগত বা প্রাপ্ত (বিদ্যা), ভৃগুর গোত্রাপত্য ...।

ভার্য্যা : ● যাহার **ভার**বহন (ভরণপোষণ) ব্যয় করিতে হয়; অথবা, সন্তান উৎপাদনের (শস্যাদি উৎপাদনের) নিমিত্ত যাহাকে **বিবাহ**পূর্ব্বক (চুক্তিপূর্ব্বক) আনয়ন করিয়া ভরণপোষণ করিতে হয়; কিংবা, যাহাকে অঙ্গীকারপূর্ব্বক আনিয়া ভরণপোষণ করা হইয়া থাকে। □ চুক্তি-শ্রমিক, ঠিকামজুর, বিধিপূর্ব্বক পরিণীতা নারী, পত্নী, স্ত্রী। ❋

ভার্য্যাট : ● **ভার্য্যা** টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, নিজের কর্ম্মী মজুরদের অন্যের কাজে পাঠায় যে। /যে জীবিকার্থ পরপুরুষে ভার্য্যাকে গমন করায়। (ব.শ.)। □ অন্যকে স্বস্ত্রী-দাতা।

ভাল[১] : ● **ভা** (মানসিক আত্মপ্রকাশক) লালিত যাহাতে; অথবা, **ভা**-কে (ভ-এর আধারকে) লালন করে যে। ● নিরীহ, শান্ত, ন্যায়বান, সাধু, সুশীল, সৎ, সরল, উৎকৃষ্ট, বিশুদ্ধ, কুশল, হিতকর (কাজ), সুন্দর, উত্তমরূপে, শোভন, মঙ্গল, শ্রেয়ঃকল্প ...। ✻

ভাল[২] : ● **ভা**-এর (বাহ্যিক আত্মপ্রকাশক) লালিত যাহাতে। ▫ ললাট, কপাল, শিরোদেশ।

ভালচন্দ্র : ● **ভাল**-এ (কপালে) চন্দ্র যাহার। /যাহার ললাটে চন্দ্র। (ব.শ.)। ▫ শিব, গণেশ।

ভালদর্শন (ভালনয়ন, ভাললোচন) : ● **ভাল**-এ (কপালে) দর্শন/নয়ন/লোচন যাহার। ▫ 'ললাটনেত্র', শিব।

ভালপট্ট : ● **ভাল**-এ পট্ট যাহার। ▫ ললাটফলক, 'সাইনবোর্ড'।

ভালবাসা : ● **ভাল**তে বাস যাহার (যে মনোবাসনার); অথবা, **ভাল** শব্দাদিতে (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, স্থান, কাল, পাত্র ... ইত্যাদিতে) বাস যাহার (যে মনোবাসনার); কিংবা, যে **বাসা** (**বাস** করা, **বাসন** করা, **বাসনা** করা) অন্য সকল **বাসা**-সমূহের তুলনায় **ভাল**; অথবা, মন **ভাল** **বাসে** যাহাতে (এবং মন্দ বাসে না)। দ্র. **ভঙ্গবাসা**। ▫ প্রিয় মনে করা, স্নেহ করা, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ। ✻

ভালা : ● **ভাল**-এর আধার যে। ▫ ভাল, বেশ। ✻

ভালাই : ● **ভালা** সক্রিয় থাকে যাহাতে। ▫ সাধুতা, মঙ্গল।

ভাশুর : ● **ভাই** হয়েও **শ্বশুর** (সোহাগ করেন পরিবারের যে বাহক-শাসক) যিনি। ▫ বরের বড় ভাই, ভ্রাতৃশ্বশুর।

ভাশুরঠাকুর : ● যিনি ভাশুর তিনিই **ঠাকুর** (যাহাতে); অথবা, যে ভাশুর তাঁর সমগ্র পরিবার-ব্যবস্থাটিকে প্রাণবন্ত রাখেন। (দ্র. **ঠাকুর**)। ▫ পূজনীয় ভাশুর।

ভাষ : ● **ভা** (আত্মপ্রকাশক) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহাতে কেবলমাত্র শব্দের মাধ্যমে (কাহারও উদ্দেশ্যে) আত্মপ্রকাশন (মনোভাব প্রকাশ) করা হয়। ▫ কথন, সম্ভাষণ, ভাষা, কথা, বলা।

ভাষক : ● **ভাষ** (শব্দের মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশন) করে যে। ▫ কথয়িতা, বক্তা।

ভাষণ : ● **ভাষ** অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ভাষ**করণ চলিতে থাকে। ▫ কথন, বাচন, বক্তৃতা।

ভাষা : ● **ভাষ**-এর (শব্দের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশনের) আধার যে; অথবা, **ভাষ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা (যে শব্দব্যবহার ব্যবস্থার দ্বারা) মানুষ নামক ঝাঁক-প্রজাতির জীবগণ স্বজাতীয়গণের মধ্যে ভাব বিনিময় করিয়া থাকে। ▫ বাক্য, বচন, কথা, বাংলা ইংরাজি প্রভৃতি ভাষা। ✻

ভাষ্য : ● **ভাষ** (...বাক্যাদির মাধ্যমে কথন) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে তদ্বিষয়ে বহু কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলা থাকে। ▫ কথনীয়, সূত্রব্যাখ্যান বিশেষ, ব্যাখ্যা, বিবৃতি।

ভাস : ● **ভা**-এর (রূপের বা আলোর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশনের) নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কোনো সত্তার প্রতিরূপ (আংশিকভাবে, রূপরেখায়, প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে ...) বাহ্যিকভাবে দৃশ্য হয়; কিংবা, সমাজের প্রতিরূপ দেখাইয়া দেন যিনি; অথবা, সমাজের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত (আভাস) দেন যিনি। ▫ দীপ্তি, প্রভা, নাট্যকার কবিবিশেষ, শকুনজ্ঞ (কাকচরিত্র), শকুনজ্ঞা; (সাদৃশ্যে)

শকুন্ত (vulture), টিকটিকি, শ্যামাপাখী।

ভাসক : ● **ভাস** করে যে; অথবা, নিজেকে উপরে ভাসিয়ে তোলে যে। ◘ দীপক, দ্যোতয়িতা, ব্যক্তিকারক।

ভাসন : ● **ভাস** অন (চলমান) যাহাতে। ◘ ভাসিয়ে দেওয়া, ভেসে থাকা, দীপ্তি, প্রতীতি।

ভাসন্ত : ● **ভাসন** তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা ভাসিতেছে। ◘ ভাসমান।

ভাসমান : ● **ভাস** সীমায়িত রূপে অন (চলমান) যাহাতে। ◘ দীপ্যমান, প্রকাশমান, জলের উপরে প্রকাশমান, প্লবমান।

ভাসা : ● **ভাস**-এর আধার যে; অথবা, **ভাস**করণ থাকে বা চলে যাহাতে। ◘ ভাস-মান; শোভা পাওয়া, প্রকটিত বা আবির্ভূত হওয়া, জলের উপরে প্রকাশ পাওয়া ...।

ভাসান : ● **ভাসা** অন (চলমান) করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা ভাসাইয়া দেওয়া হয়; কিংবা, জলের উপরে কোনো কিছু ভাসাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো স্থানে বন্যার ন্যায় জলপ্রবাহ ঘটাইয়া সকল বস্তুকে সেই প্রবাহে ভাসিতে বাধ্য করা হয়। ◘ জলের উপরে ভাসিয়ে দেওয়া, বিসর্জ্জন দেওয়া।

ভাসা-ভাসা : ● যাহা দৃশ্য জলপ্রবাহাদির উপর কিংবা অদৃশ্য চিন্তাপ্রবাহাদির উপর ভাসিতেছে; অথবা, যাহা জলপ্রবাহ চিন্তা-প্রবাহ ইত্যাদি নানা প্রকার প্রবাহের উপরি-তলে ভাসিতেছে। /যাহা আন্তরিক নয়। (ব.শ.)। ◘ অগভীর।

ভাসিত : ● **ভাস** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ◘ দীপিত, উজ্জ্বলিত।

ভাসু : ● **ভাস** (বাহ্যিকভাবে দেখানো) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে নিজে বিশেষ প্রকটিত না হইয়া অন্যকে প্রকটিত করিয়া দেয়। ◘ উষা বা গোধূলির সূর্য্য, মেঘলা দিনের সূর্য্য। *

ভাসুর : ● **ভাসু** (অন্যকে প্রোজ্জ্বলকরণ) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা সংশ্লিষ্ট বস্তুকে কালিমামুক্ত করিয়া উজ্জ্বল করিয়া দেয়; কিংবা, যে সামাজিক সত্তা স্বপক্ষীয়গণকে রক্ষণপূর্ব্বক প্রোজ্জ্বল করেন; অথবা, যে **ভাস্কর** অন্যদের উজ্জ্বল করে কিন্তু নিজে **ভাস্বর** নহে। ◘ দীপ্তিশীল, স্ফটিক, উষা বা গোধূলির সূর্য্য, মেঘলা দিনের সূর্য্য। *

ভাসুরতা : ● **ভাসুর** (অন্যকে প্রদীপ্তকরণ) তারিত যাহাতে।

ভাসুরতাপাদন : ● যে প্রক্রিয়ার দ্বারা **ভাসুরতা** সম্পাদিত হয়। / যে প্রক্রিয়া দ্বারা জল দ্রবলৌহ প্রভৃতি শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময়ে একপ্রকার মনোহর আকার ধারণ করে। (ব.শ.)। ◘ স্ফটিকীকরণ (crystallization)। *

ভাসুরপুষ্পা : ● **ভাসুর** পুষ্প যে আধার শক্তির। /ভাসুর পুষ্প যাহার। (ছা.অ.)। ◘ বৃশ্চিকালী, বিছাতি। *

ভাস্কর : ● **ভাস** (বাহ্যরূপে প্রকাশন) করে যে; অথবা, অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তাকে **ভাস** (দৃশ্যরূপে মূর্ত্ত) করে যে; কিংবা, অভাস্যকে (অমূর্ত্তকে) **ভাস** (মূর্ত্ত) করে যে; অথবা, যাহাকে চোখে দেখা যায় না, কেবল অনুভবে বুঝিতে পারা যায় যে, সে আছে এবং আমাদের জগতে ও সমাজে অদৃশ্যভাবে সক্রিয় থাকিয়া ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটাইতেছে, তাহার মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাকে দৃশ্যরূপে প্রকাশ করিয়া দেয় যে; কিংবা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী ... প্রমুখ অদৃশ্য কিন্তু

সক্রিয় সত্তাদিগের চিত্র বা মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহাদিগকে বাহ্যরূপে প্রকাশ করিয়া দেন যিনি। / পাথরে চিত্রাদি খোদে যে। (ব.শ.)। ❒ ভাস্করাচার্য্য, তষ্টা (sculptor); (সাদৃশ্যে) দীপ্তিকর, উজ্জ্বল, প্রতিবিম্বিত সূর্য্য। ✻

ভাস্কর্য্য : ● **ভাস্কর** গত যে আধারে; অথবা, যাহাতে **ভাস্কর**-এর **ভাস**-কর্ম্ম কৃত হইয়াছে। ❒ ভাস্করকর্ম্ম, খোদাইএর কাজ। ✻

ভাস্বত (ভাস্বৎ) : ● **ভাস** (বাহ্যরূপের প্রকাশ) বহনপূর্ব্বক তারিত যাহাতে। ❒ দীপ্তিমান, তেজস্বী, প্রকাশক, দেদীপ্যমান, সূর্য্য, আলোক, বীর। ✻

ভাস্বতী : ● **ভাস্বত**-এর (বাহ্যরূপ লাভপূর্ব্বক প্রকাশিতের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে আধারশক্তি তাহার বাহ্যরূপ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিতেছে। ❒ সূর্য্যপুরী, ভাস্বতীকরণ। ✻

ভাস্বর : ● **ভাস**কে (বাহ্যরূপে প্রকাশনকে) বরণ করে যে; অথবা, যে আত্মপ্রকাশক তাহার বাহ্যরূপ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিতেছে; কিংবা, যে দেহহীন সত্তা (কোনো দেহ বা রূপকে বরণ করিয়া) উজ্জ্বল-দৃশ্যরূপ লাভপূর্ব্বক আমাদের বাহ্যচক্ষুতে দৃষ্ট হয়। ❒ দীপ্তিশীল, অতিতেজস্বী, সূর্য্য, দিন, অগ্নি। ✻

ভি : ● **ভ** (আত্মন্তরি) সক্রিয় যাহাতে।

ভিক্ষ : ● **ভি**-র (বাহ্যসম্পদাদি ভোগেচ্ছাকারীর) **ক্ষ**-করণ (খাবলাইয়া খাওয়া) যাহাতে; অথবা, যে ভোগেচ্ছাকারী (কাহারও খাদ্য বা সম্পদাদি) খাবলাইয়া খাইতে চায়।

ভিক্ষণ : ● **ভিক্ষ** (... ভোগেচ্ছাকারীর খাদ্য-ইচ্ছাকরণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, ভোগেচ্ছাকারীর খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছাকরণ চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, ভোগেচ্ছু ভোগেচ্ছার কথা ঘোষণা করিলে তাহা শুনিয়া সেবক তাঁহাকে খাদ্যাদি দানপূর্ব্বক সেবা করিয়া কৃতার্থ বোধ করে যাহাতে; অথবা, **দক্ষযজ্ঞ**-এর (সভ্যযুগের) সূচনার পর হইতে সমাজ-পরিচালকগণ নিজেদের সামাজিক অপরাধ স্খালন করিবার জন্য **যতিধর্ম্ম** গ্রহণকারীদের সেবা করিবার যে প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ❒ যাচন, প্রার্থনা। ✻

ভিক্ষা : ● **ভিক্ষ**-এর (... ভোগেচ্ছাকারীর খাদ্য গ্রহণেচ্ছাকরণের) আধার যে; অথবা, **ভক্ষণ** করিবার ইচ্ছার (অধিকারের) ঘোষণা (থাকে যাহাতে)। /(যাহাতে) গৃহস্থের নিকটে **যতি**র খাদ্যপ্রার্থনা (থাকে)। (ব.শ.)। ❒ যাচন, প্রার্থনা, ভিক্ষিত বস্তু, ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীর ভোজন, সন্ন্যাসীর ভিক্ষান্ন। ✻

ভিক্ষাকপাল : ● **ভিক্ষা**র **কপাল** যাহাতে। ❒ ভিক্ষাপাত্র।

ভিক্ষাচর্য্যা : ● **ভিক্ষা রূপ আচরণ থাকে** যে আধারে। ❒ **ভিক্ষার্থ পর্য্যটন, ভিক্ষাটন।** ✻

ভিক্ষাজীবী : ● **ভিক্ষা জীবিকা যাহার।** ❒ ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষুক, ভিক্ষাজীব।

ভিক্ষাবৃত্তি : ● **ভিক্ষা**করণ রূপ **বৃত্তি** যাহার। ❒ ভিক্ষুক, ভিক্ষাজীব।

ভিক্ষা মা : ● **ভিক্ষা** দেন যে মা। / যিনি ব্রাহ্মণপুত্রের উপনয়নে মায়ের পরেই প্রথমে ভিক্ষা দেন। (ব.শ.)।

ভিক্ষু : ● **ভিক্ষ** (ভোগেচ্ছাকারীর খাদ্য-গ্রহণেচ্ছা করা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, উদ্ভবকালে ভারতসমাজের সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত যে **ভিক্ষণ**-প্রথা পরবর্ত্তী সহস্রাধিক কালে ক্ষীণমর্য্যাদা হইতে হইতে বৌদ্ধযুগে আসিয়া নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও পুনঃপ্রচলিত

হয় যে রূপে; কিংবা, যে **ভিক্ষাজীবী** তাঁহার **যতিধর্ম্মের উর্দ্ধে** উঠিয়া সমগ্র সমাজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৎ-নীতি ন্যাস করিবার কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। ⊓ ভিক্ষণশীল, ভিক্ষা-জীবী, চতুর্থাশ্রমী, সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক, বৌদ্ধসন্ন্যাসী, চতুর্থাশ্রম। *

ভিক্ষুক : ● **ভিক্ষু**-কর্ম্ম করেন যিনি। ◻ ব্রহ্মচারী যতি ইত্যাদি, সন্ন্যাসী, বৌদ্ধভিক্ষু।

ভিক্ষুণী : ● **ভিক্ষু**-কর্ম্ম করেন যে স্ত্রীলোক। ◻ বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী।

ভিক্ষুসঙঘ : ● **ভিক্ষু**দিগের সঙঘ। ◻ বৌদ্ধ-ভিক্ষুসমাজ।

ভিক্ষুসূত্র : ● **ভিক্ষু**দিগের নিমিত্ত যে সূত্র; অথবা, ব্রহ্মচারী যতি বিদ্যার্থী গুরুপোষক পান্থ ও কর্ম্মহীন — এই ছয় প্রকার **ভিক্ষাজীবী**কে শাসন করিবার জন্য বৈদিক শাস্ত্রবিৎগণ যে সূত্রগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ⊓ ব্যাসপ্রোক্ত ভিক্ষুশাসনার্থ সূত্রগ্রন্থ। *

ভিখমাঙ্গা (ভিখমঙ্গা) : ● **ভিখ** মাগিয়া (মাঙ্গিয়া) খায় যে; অথবা, **ভিক্ষা** করিয়া জীবিকার্জ্জন করে যে। ⊓ ভিখারী।

ভিখারী : ● ভি-র (বাহ্যসম্পদ ভোগেচ্ছা-কারীর) খাওয়া রহে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে **ভিখ (ভিক্ষা)** করিয়া খায়; কিংবা, যে কাজ করিতে পারে না বা কাজ পায় না বলিয়া খাদ্যাদি প্রার্থনা করে। ◻ প্রার্থী, ক্ষীণবৃত্তি, মর্য্যাদাহীন-ভিক্ষাজীবী, (সাদৃশ্যে) কাপুরুষ, ভীরু।

ভিগ : ● ভি-র (সক্রিয় অন্তর্ভুক্তকারীর) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে সক্রিয় আবেগাদি বা দৃশ্য জলাদি কোনো সত্তাকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করে; কিংবা, যাহা মানসিক বা বাহ্যিক ভাবে **ভিজায়**। (যেহেতু **গমন** করিলে **জনন** হয়, এবং **জনিত** হইলে সে জীবনের পথে চলিতে শুরু করে বা **গমন** করে, **গ** ও **জ** বহু ক্ষেত্রেই স্থানবদল করিয়া থাকে।) ⊓ অন্তঃপ্রবেশ হেতু তৎপরিব্যাপ্ত হওয়া, সিক্ত, আর্দ্র, সিক্ত করা বা হওয়া।

ভিগা : ● **ভিগ**-এর আধার যে। ◻ সিক্ত করা, ভিজান।

ভিজ : ● ভি-র (সক্রিয় অন্তর্ভুক্তকারীর) জনন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে সক্রিয় আবেগাদি বা দৃশ্য জলাদি কোনো সত্তাকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করে; কিংবা, যাহা মানসিক বা বাহ্যিক ভাবে **ভিগায়**। ⊓ অন্তঃপ্রবেশ হেতু তৎপরিব্যাপ্ত হওয়া, আর্দ্র হওয়া, স্নেহাদিতে আর্দ্র বা নরম হওয়া ...।

ভিজা : ● **ভিজ**-এর আধার যে। ◻ সিক্ত করা, স্নেহাদিতে নরম করা; ভেদ করান, ঢুকান।

ভিজান (ভেজান) : ● **ভিজা** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ ভিজাইতে থাকা, নরম করিতে থাকা; দরজা ভেজান।

ভিজে (ভেজা) : ● **ভিজা** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা ভিজিয়া গিয়াছে; কিংবা, ভিজিতে থাকা যাহাতে। ◻ সিক্ত, স্নেহাদিতে নরম, জলে সিক্ত।

ভিজে-বেড়াল : ● যে বিড়াল জলে পড়িয়া ভিজিয়া গিয়াছে। (বিড়াল জলবিরোধী জীব, জলে পড়িয়া ভিজিয়া গেলে একেবারেই কাহিল হইয়া যায়। তখন তাহার মাছচুরি প্রভৃতি কুকর্ম্ম দূরের কথা, নড়াচড়া করিতেও কষ্ট হয়। তাই ধরিয়া লওয়া হয় যে, ভিজে-বেড়াল তাহার দুষ্টকর্ম্মাদি করিবে না। কিন্তু কার্য্যত সেরূপ হয় না। স্বভাব যায় না মলে।) ◻ (সাদৃশ্যে) দেখিতে ভালমানুষ, কিন্তু বস্তুত দুষ্ট।

ভিট : ● ভি (সক্রিয় আত্মম্ভরি স্বাতন্ত্র্যবাদী) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, আত্মম্ভরি সত্তা যে অবস্থানে সক্রিয় থাকিয়া (খাড়া হইয়া) টঙ্কার করে। ❐ ভিটা, মেটে ঘরের মেঝে।

ভিটরে : ● ভিট (সক্রিয় আত্মম্ভরি) দিশাগ্রস্তভাবে রহে যাহাতে; অথবা, যে আত্মভরণকামী সত্তা ভরণ-সুযোগের সন্ধানে থাকে বা অবস্থান করে। ❐ ধড়িবাজ, দুষ্ট।

ভিটা : ● ভিটকরণের আধার যে; অথবা, যে স্থানে দাঁড়াইয়া (বাহিরের সর্ব্বদিক হইতে) আত্মভরণের চেষ্টা করা চলে। ❐ ভদ্রাসন, পৈতৃক বাস্তুভূমি, ঘরের ভিত।

ভিড় : ● ভি-এর (সক্রিয় আত্মম্ভরি স্বাতন্ত্র্য-বাদীর) গড়ান উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহাতে স্বতন্ত্র সত্তা সক্রিয় হইয়া অন্য সত্তার সংলগ্ন হয়; কিংবা, যাহাতে স্বতন্ত্র সত্তাসমূহ (নিজ নিজ আত্মভরণের বা তদ্রূপ কোনো প্রত্যাশায়) পরস্পরের সংলগ্ন হইয়াছে। ❐ মিলিত লোকসমূহ, নিকটে আসা, সংলগ্ন হওয়া।

ভিড়া : ● ভিড়-এর আধার যে; অথবা, **ভিড়করণ** (সংলগ্ন হওয়ন) চলে যাহাতে। ❐ সংলগ্ন হওয়া, যোগ দেওয়া, যুদ্ধ করা।

ভিড়ান : ● **ভিড়া** (সংলগ্ন হওয়া) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ লাগান, সংলগ্ন করা।

ভিৎ (ভিদ্) : ● ভি-র (সক্রিয় আত্মম্ভরির) তারণ (দান) যাহাতে; অথবা, যে আত্মম্ভরি সত্তা অন্য কোনো সত্তার অভ্যন্তরে ঢুকিয়া যায়। / ভেদ করে যে। (ব.শ.)। ❐ ভেদক, বিদারক, ভেদ, বিদারণ, ভেদদৃষ্টি। *

ভিত : ● ভি (সক্রিয় আত্মম্ভরি) তারিত যাহাতে; অথবা, দেয়ালের নীচে যে শক্তপোক্ত নির্ভরস্থান থাকে; কিংবা, বাহ্য অস্তিত্বের গভীরে নির্ভরস্থল-স্বরূপ (জীবের ক্ষেত্রে জিন ইত্যাদি) যে অনন্য মূলাধার থাকে; অথবা, যে আভ্যন্তরীণ নির্ভরস্থলের উপর সত্তার সমগ্র দৃশ্যকাঠামো দাঁড়াইয়া থাকে; কিংবা, **ভিটার** ন্যায় উচ্চভূমির পার্শ্বস্থ দিকগুলি বা প্রান্ত যাহাতে। ❐ দেয়ালের পা, তীর, পার্শ্ব, দিক্, প্রদেশ। *

ভিতর : ● ভিত (... নির্ভরস্থল) রহে যাহাতে; অথবা, সত্তার গভীরে তাহার নির্ভরস্থল স্বরূপ যে স্থান কাল বা পাত্র থাকে। ❐ অভ্যন্তর, মধ্য, অন্তঃপুর, অন্দর।

ভিতা : ● ভিত-এর (ভিত্তির) আধার যে; অথবা, কৃষিজমির পাশের উচ্চভূমির যে প্রান্ত আসিয়া জমিতে চাপিয়া গিয়াছে। ❐ ভিত্তিস্বরূপ উচ্চ স্থানের ধার বা প্রান্ত।

ভিতা ছাঁটা : ● **ভিতা** ছাঁটা হয় যাহাতে; অথবা, কৃষিজমির চারিদিকের উচ্চ আলির প্রান্ত ছাঁটিয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ❐ আলির প্রান্ত কাটিয়া সমান করা।

ভিত্তি : ● ভিত (... নির্ভরস্থল) তারিত যে সক্রিয় আধারে; অথবা, **ভিদকরণ (বিদারণ)** সক্রিয়ভাবে তারিত বা **চলমান যাহাতে**; কিংবা, যাহা কোনো সত্তার **ভিত (নির্ভরস্থল)** রূপে সক্রিয় থাকে। ❐ আধার, আশ্রয়, দেয়াল, প্রদেশ, কট, ভেদন, ভেদ, অবকাশ। *

ভিন : ● ভি (সক্রিয় আত্মম্ভরি স্বতন্ত্র সত্তা বা স্বাতন্ত্র্যবাদী) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে 'আপনি আর কপ্নি' করিয়া অন্য সকল হইতে পৃথক হইয়া যাইতেছে বা গিয়াছে। ❐ ভিন্ন, অন্য, পর, আত্মভিন্ন, অনাত্মীয়, ভেদযুক্ত।

ভিন্ন : ● ভিন (পৃথক হওয়ন) অনকৃত যাহাতে; অথবা, ভিদ (বিদারণ) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা **ভেদিত** হইয়া খণ্ড রূপ লাভ করিয়াছে। (দ্র. **ভানা**)। ❐ বিদারিত, ভগ্ন,

পৃথক, খণ্ড-খণ্ড, বিভক্ত, বিযুক্ত। *

ভিয়ান : ● ভি-এর (সক্রিয় স্বতন্ত্র সত্তার) যাওয়া অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যথা-যথ বিষয়ের বা দ্রব্যের সহিত অন্য বিষয় বা দ্রব্যসমূহের **ভিড়া** (ভিড়িয়া যাওয়া) বা সংলগ্ন হওয়া চলমান যাহাতে; কিংবা, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বা দ্রব্যের পারস্পরিক ভিড়িয়া যাওয়া (লড়িয়া যাওয়া) এবং তদ্দ্বারা নতুন বিষয়ের বা দ্রব্যের উন্মেষ ঘটে যাহাতে। ❐ মনে মনে গড়ন, প্রস্তুতকরণ (manufacturing), কোনো দ্রব্যের উপাদান মিশাইয়া পাক করা, সন্দেশ ইত্যাদি পাক করা; (সাদৃশ্যে) আয়োজনের অভিনয়, অভিনয়, পীড়াপীড়ি, ভাবপ্রদর্শন।

ভিরমি : ● ভি-এর (সক্রিয় আত্মম্ভরির) রহন সীমায়িত হইয়া সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে আত্মভরণেচ্ছুক সত্তা (ভয়ে) থামিয়া গিয়া তাহার সীমায়িত রূপে সক্রিয় থাকে। ❐ হঠাৎ মাথা ঘোরা, জ্ঞানহারা অবস্থা, ভয়ে মূর্চ্ছিত হওয়ার ভাব।

ভিষক : ● ভি-এর (সক্রিয় **ভব**-এর) দিশাগ্রস্ত শক্তির প্রয়োগ করে যে; অথবা, এক পদার্থের দ্রব্যগুণকে অন্য পদার্থের দ্রব্যগুণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে যে (করিয়া রুগীর অসুখ নাশ করিয়া দেয় যে)। ❐ চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞ, চিকিৎসক, বৈদ্য, ঔষধ।

ভী : ● ভ-এর (আত্মম্ভরির) সক্রিয় আধার যে; অথবা, ধরিয়া গিলিয়া ফেলিবে এইরূপ সত্তার সক্রিয় আধার যে; অথবা, দখল করিয়া অন্তর্ভুক্ত বা কুক্ষিগত করিয়া ফেলিতে পারে যে; অথবা, যাহা হইতে উচ্ছেদ আশঙ্কা অনুভূত হয়। ❐ ভয়, শঙ্কা। *

ভীকর : ● ভী (উচ্ছেদশঙ্কা প্রদান) করে যে; অথবা, যাহা হইতে বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা অনুভূত হয়। ❐ ভয়ঙ্কর। *

ভীত : ● ভী (উচ্ছেদ আশঙ্কা) তারিত যাহাতে; অথবা, স্বীয় উচ্ছেদ আশঙ্কায় ত্রস্ত যে। ❐ ত্রস্ত, ভয়যুক্ত, ভয়, ত্রাস। *

ভীতি : ● **ভীত** (উচ্ছেদশঙ্কা) সক্রিয় যাহাতে। ❐ ভয়, কম্প।

ভীতু : ● **ভীত** (উচ্ছেদশঙ্কা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **ভীত** সত্তার শত্রুভয় সাময়িক ভীতি হইতে চিরকালীন স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। ❐ ভয়শীল। *

ভীদত্ত : ● ভী (উচ্ছেদশঙ্কা বা ভয়) হেতু দত্ত যে বা যাহা। / রাজা বলী বা কার্য্যঘাতীকে কার্য্যার্থ বা পাপভয়ে যে ধনাদি প্রদত্ত হয়। (ব.শ.)। ❐ ভীদান, ভয়ে দেওয়া টাকা। *

ভীম : ● ভী (ভয়) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, ভয়ের (ভয় করার বা ভয় দেখানোর) সর্ব্বোচ্চ সীমায়িত রূপ যাহাতে। / যাহা হইতে ভয়। (ব.শ.)। ❐ ভয়ঙ্কর, ভীষণ, দারুণ, ঘোর; শিবের অষ্টমূর্ত্তির একতম আকাশমূর্ত্তি, রুদ্রবিশেষ, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন। *

ভীমরতি : ● **ভীম**-এর ন্যায় রতি যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ভীম**রবে (ভয়ানক রব করিয়া) কর্ম্মরত হইবার ঘোষণা করা হয় কিন্তু কার্য্যত সেরূপে কর্ম্মরত হইতে পারে না বা হয় না (এবং কর্ম্মফলের হিসাবে শূন্য দেখা দেয়); কিংবা, রাষ্ট্রীয় উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের পরিচালনা ক্ষেত্রে প্রায়শ যেরূপে কর্ম্মরত হইবার দেখা মেলে। ❐ (সাদৃশ্যে) বয়স ৭৭ বছর ৭ মাস ৭ রাত্রি পূর্ণ হওয়ার অবস্থা, অতিশয় বার্দ্ধক্যবশত বুদ্ধিভ্রংশ।

ভীরু : ● ভী (ভয়ের সক্রিয় আধার) রহন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, ভয় পাওয়া

যাহার রোগে পরিণত হইয়াছে। ⊓ ভয়শীল, কাতর, শৃগাল, ইক্ষুবিশেষ। *

ভীরু : ● ভীরুর আধারশক্তি যে। ⊓ ভয়শীলা স্ত্রী, অজা, কণ্টকারী, শতাবরী।

ভীষ : ● ভী (ভয়) দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত হয় যে স্থান কাল পাত্র হইতে; অথবা, যাহা হইতে বিশেষ দিকে ভয়প্রদর্শন চলে; কিংবা, যে সত্তা ভয় পাওয়ায় বা ভয় দেখায়।

ভীষক : ● **ভীষ** (ভয় প্রদর্শন-কর্ম্ম) করে যে। ⊓ ভয়জনক, ভীষণ।

ভীষণ : ● **ভীষ** (ভয় প্রদর্শন-কর্ম্ম) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, **ভীষ**করণ চলিতে থাকে যাহা হইতে। ⊓ ভয়ঙ্কর, দারুণ, ঘোর, ভয়ানকরস, শল্লকী, হিন্তাল ...।

ভীষা : ● **ভীষ**-এর (ভয়প্রদর্শকের) আধার যে। ◻ ভয়কথন, ভয়প্রদর্শন।

ভীষিত : ● যাহাকে **ভীষ** (ভয়প্রদর্শন) করা হইয়াছে। ◻ ত্রাসিত।

ভীষ্ম : ● **ভীষ** (ভয়জনক) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক সত্তা শাসকের আসন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া শাসকের শাসকরূপে বিরাজ করেন। ... ⊓ ভীষণ, রুদ্র, রাক্ষস, শান্তনুপুত্র, দেবব্রত। *

ভু : ● ভ (ভব, হওয়া ...) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, হওয়া না-হওয়ায় পরিণত হয় যাহাতে; অথবা, অস্তিত্ব (সত্য, গর্ভবান ...) অনস্তিত্বে (মিথ্যায়, শূন্যগর্ভে) পরিণত হয় যাহাতে; কিংবা, কাহাকেও শূন্যগর্ভ করা হয় যাহাতে; অথবা, যে আত্মম্ভরি কাহাকেও শূন্যগর্ভ করিয়া আপন অন্তর্ভুক্ত করিয়া আপন শূন্যতা পূর্ণ করে বা করিতে বাধ্য হয়।

ভুঁই : দ্র. **ভূঁই**।

ভুঁইফোঁড় : দ্র. **ভূঁইফোঁড়**।

ভুঁইয়া : দ্র. **ভূঁইয়া**।

ভুঁড়ি : ● ভু-এর রহস্যরূপের গড়ান সক্রিয় যাহাতে। ⊓ স্থূলোদর, ভুক্ত দ্রব্যের আধার। *

ভুক্ত : ● **ভুক** (শূন্যতাপূরণ করা) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে (যে প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় বা বস্তুকে) **ভোজন** করা বা **ভোগ** করা হইয়াছে; কিংবা, যাহাকে দখল করিয়া তদ্-**ভুক্ত** করা হইয়াছে। ◻ খাদিত, ভক্ষিত, উপভুক্ত, পালিত, কৃতভোগ, ভোজনবান্, অন্তর্গত, ভক্ষিতদ্রব্য, ভোজন, ভোজনস্থান; দলভুক্ত, এলাকাভুক্ত, অন্তর্ভুক্ত ...। *

ভুক্তভোগী : ● **ভোগ্য**-কে **ভোগ** (ভুক্ত) করিয়াছে যে। / যে পূর্ব্বে কোনো দুঃখের বিষয় ভোগ করিয়াছে। (ব.শ.)। ◻ কৃতদুঃখ-ভোগ।

ভুক্তি : ● **ভুক্ত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ভুক্ত**করণ চলিতেছে; কিংবা, যাহা দ্বারা (কোনো সত্তাকে) **অন্তর্ভুক্ত**-করণ করা হয়। ⊓ **অধিকার করা, অধিকারস্থিত** দেশ; ভোজন, ভক্ষণ, ভোগ, **ব্যাপ্তি**। *

ভুখ : ● ভু-এর (শূন্যতাপূরণের) নিমিত্ত খ (খাবলাইয়া লওয়ার ইচ্ছা) যাহাতে; অথবা, **বুভুক্ষা** থাকে যাহাতে। ◻ ক্ষুধা।

ভুগ : ● ভু-এর (শূন্যতাপূরণের) গমন যাহাতে; অথবা, শূন্যতাপূরণ করিতে গিয়া যে প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় বা বস্তুকে গ্রহণ করিতে হয়; কিংবা, প্রধানত মন দিয়া গ্রহণ করিতে (ভুগিতে) হয় যাহাকে। ◻ উপভোগ করা, ভোগ করা, দুঃখাদি সহন করা।

ভুগ্ন : ● **ভুগ** (ভোগকরণ) নাকৃত (বিরোধিতাগ্রস্ত) যাহাতে; অথবা, **ভুগ**করণ করিতে বা ভুগিতে গিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে যে।/ ব্যাধি হেতু কুটিল যে। (ব.শ.)। ⊓ বক্রীকৃত, কুটিল, বক্র, কুঞ্চিত, অবনমিত, নম্র।

ভুজ : ● ভু (শূন্যতাপূরণ) জনন করে যে; অথবা, যাহার সাহায্যে পেটের শূন্যস্থান পূর্ণ করা হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা এলাকাভুক্ত করা হয় বা হইয়া থাকে; অথবা, অন্তর্ভুক্তির বা এলাকাভুক্তির উপায় যাহাতে। / যাহা দ্বারা ভোজন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ প্রবেষ্ট, বাহু, হস্তিশুণ্ড, বৃক্ষশাখা, ক্ষেত্রের বাহু; ভোজন করা, ভোগ করা, সম্ভোগ করা। *

ভুজগ : ● **ভুজ** দ্বারা (হাতের কাজ দ্বারা) গমন করে যে; অথবা, ব্যক্তিগতভাবে কারুজ-পণ্য উৎপাদন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে যে (সেকালের যৌথব্যবস্থায় যা নিষিদ্ধ ছিল)। ❒ কারুজ-পণ্য-উৎপাদক ব্যক্তিমালিক, (সাদৃশ্যে) সর্প। *

ভুজঙ্গ : ● **ভুজ**-এর রহস্যরূপ দ্বারা (হাতের কাজের বেচাকেনা দ্বারা) গমন করে যে; অথবা, কারুজ-পণ্য লেনদেন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে যে। / যে বক্র গমন করে। (ব.শ.)। ❒ সর্প, ষিড়্গ, লম্পট, বিট, জার, নাগ, নাগসংখ্যানুসারে ৮ সংখ্যা, সীসক। *

ভুজঙ্গেন্দ্র : ● **ভুজঙ্গ**সমূহের মধ্যে **ইন্দ্র** যে। (দ্র. **বাসুকি**)। ❒ ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ, শেষনাগ। *

ভুজা : ● **ভুজ**-এর (এলাকাভুক্তির উপায়ের) আধার যে। ❒ বাহু, হস্ত; ভোজন করান।

ভুজুং : ● ভু (হওয়ন নবরূপে উত্তীর্ণ) **জু** (জনন নবরূপে উত্তীর্ণ) হইয়া রহস্যময় যাহাতে; অথবা, যাহাতে ভূত বা জনিত কিছুই হয় নাই, অথচ এমন রহস্যময়ভাবে দেখানো হয় যেন সত্যই কিছু ভূত বা জনিত হইয়াছে; কিংবা, যাহা নাই তাহা আছে বলা বা তদ্রূপ আচরণ করা হয় যাহাতে।

ভুজুং-ভাজুং : ● **ভুজুং** ও **ভাজুং** যাহাতে; অথবা, শূন্যগর্ভ সত্তার রহস্যময় জনন দেখাইয়া ও মিথ্যা কথায় **ভজাই**য়া উদ্দেশ্য সাধন করা হয় যাহাতে। /অসত্য বা অকিঞ্চিৎকর যুক্তিতর্কাদি দ্বারা বুঝ বা প্রবোধ দেওয়া হয় যাহাতে। (ঢা.অ.)।

ভুঞ্জ : ● ভু-এর (শূন্যতাপূরণের) রহস্যরূপ জনিত যাহাতে। ❒ ভোজন করা, উপভোগ করা, ভোগ করা (সুখ, দুঃখ), সম্ভোগ করা।

ভুট : ● ভু (নবরূপে উত্তীর্ণ ভ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে শূন্যগর্ভ সত্তা টঙ্কারিত হয়; কিংবা, যে কাঁথা-কম্বলের উপরিতল-ব্যাপী অজস্র হাওয়ার দানা বা পুঁটলি ভুট্টার দানার ন্যায় সুবিন্যস্ত থাকে। ❒ ভোটকম্বল। *

ভুটভাট : ● **ভুট** ও **ভাট** যাহাতে; অথবা, পাচন-প্রবাহের সহযোগী ও বিরোধী বায়ুর (বুদবুদের) টঙ্কার যাহাতে। ❒ উদরস্থ অজীর্ণ-দ্রব্যের বুদবুদের শব্দ।

ভুটান : ● **ভুট** (শূন্যগর্ভের টঙ্কার) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ হিমালয়স্থ দেশবিশেষ।

ভুটি : ● **ভুট** সক্রিয় যাহাতে। ❒ ভোটকম্বল।

ভুট্টা : ● ভু-এর (মটরদানার ন্যায় দানার) টঙ্কার টঙ্কারিত হয় যে আধারে। ❒ মকাই।

ভুড়ভুড় : ● **ভুড়**-এর (ভু-এর গড়ান-উড়ানের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ বুদবুদ উঠার শব্দ, হুঁকায় তামাক খাওয়ার মৃদু শব্দ।

ভুব : ● ভু (নবরূপে উত্তীর্ণ ভব) বাহিত যাহাতে; অথবা, এই **ভূলোক**-এ যাহা কিছু ভূত (সৃজিত বা জাত) হইয়াছে; কিংবা, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম **বিশ্বে** পরিপূর্ণ এই **বিশ্ব**-জগৎ থাকে যাহাতে। ❒ অন্তরিক্ষলোক।

ভুবন : ● **ভুব** (...**বিশ্ব**জগৎ) অন (চলমান) যাহাতে। /যাহা হইতে উৎপন্ন হয়। ❒ পৃথিবী, দেশ, আশ্রম, স্থান, পল্লী, ভূমি।

ভুবর্লোক : ● **ভুব**সমূহের (...সৃষ্টিসমূহের)

যে লোক; অথবা, পরমাপ্রকৃতি-সৃষ্ট অকৃত্রিম **বিশ্ব** ও মানুষসৃষ্ট কৃত্রিম **বিশ্ব**কে লইয়া যে **লোক** ('স্ফিয়ার') গঠিত হইয়াছে; কিংবা, **সপ্তলোক**-এর দ্বিতীয় লোক রূপে চিহ্নিত সর্ব্ব প্রকারের সৃষ্ট-বস্তুসমূহ থাকে যাহাতে; অথবা, পুরাণাদি অনুসারে, যে লোক সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত। ▫ পৃথিবীর অব্যবহিত উপরিস্থ দ্বিতীয় লোক, অন্তরিক্ষলোক।

ভুয়া (ভুও, ভুয়ো) : ● ভু (...শূন্যগর্ভ সত্তা) যায় যে আধারে; অথবা, অনস্তিত্ব বা শূন্যগর্ভ সত্তা থাকে যাহাতে। ▫ অন্তঃসারহীন, শূন্যগর্ভ।

ভুল : ● ভু (শূন্যগর্ভ, মিথ্যা) লালিত যাহাতে; অথবা, শূন্যগর্ভ-করণ (বিস্মরণ) লালিত যাহাতে। ▫ ভ্রমযুক্ত, অযথার্থ (wrong), অসঙ্গত, বিস্মরণ, অসম্বন্ধ বাক্য, প্রলাপ, মনে না করা, বিস্মৃত হওয়া, ভোলা (to forget), ঠিক করিতে না পারা, মোহিত হওয়া, বিহ্বল বা আত্মহারা হওয়া।

ভুলচুক : ● **ভুল** ও **চুক** যাহাতে; অথবা, যাহাতে বেঠিক ও অসতর্কতায় হাতছাড়া উভয় ঘটিয়াছে। ▫ বিবিধ ভ্রান্তি ...।

ভুলনী : ● **ভুলন**-এর (**ভুল** অন যাহাতে তাহার) সক্রিয় আধার যে। ▫ ভুলনসম্বন্ধী, মোহজনক।

ভুলভ্রান্তি : ● **ভুল** ও **ভ্রান্তি** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে বেঠিক ও ভ্রমবশত ত্যাগ দুইই থাকে। ▫ বিবিধ ভ্রান্তি ...।

ভুলা : ● **ভুল**-এর আধার যে। ▫ বিস্মৃত হওয়া বা করা, মোহিত করা, প্রতারিত করা।

ভুলান : ● **ভুলা** অন (চলমান) যাহাতে। / যাহা দ্বারা ভুলান বা অন্যমনস্ক করা যায়। (ব.শ.)। ▫ বিস্মৃতিকারক।

ভুলানী : ● **ভুলান**-র সক্রিয় আধার যে। ▫ মোহকারিণী, প্রতারণাকারিণী।

ভুলো : ● **ভুল**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **ভুলে** যাওয়া স্বভাব যাহার। ▫ প্রায়ই ভুল করে বা ভুলে যায় এমন; ভুলে যাওয়া স্বভাববিশিষ্ট, আনাড়ি। ❋

ভুস : ● ভু-এর নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে। ▫ হঠাৎ ভাসিয়া ওঠার শব্দ।

ভুসা : ● **ভুস**-এর আধার যে। ▫ অগ্নির শিখাধূমে জাত কজ্জলবিশেষ (soot)।

ভুসি : ● **ভুস** সক্রিয় যাহাতে। ▫ যবগোধূমআদির তুষ, শস্যের খোসা (chaff, bran)।

ভুসু : ● **ভুস** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে শূন্যগর্ভ সত্তা আর শূন্যগর্ভ নহে, তাহা সারগর্ভ হইয়াছে; কিংবা, সংসারের সারকথা থাকে যাহাতে। ❋

ভুসুকপাদ : ● **ভুসুকপদ** (ভুসু কৃত সারগর্ভ পদ) হইতে জাত। ❋

ভুসুণ্ড : ● **ভুস-জ্ঞানের** গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, সামাজিক ঘটনাবলীর (ইতিহাসের) সারাংশ বলে যে। ▫ কাকভুসুণ্ড। ❋

ভুসুণ্ডী : ● **ভুসুণ্ড**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ পুরাণবর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ কাকবিশেষ। ❋

ভূ : ● **ভু**-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ **ভ**-এর) আধার যে; অথবা, যাহা 'না হয়' (নাই) তাহা 'হয়' যাহাতে; কিংবা, অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বলাভ করে (জন্মায়) বা **ভব** হয় (ভূত, উদ্ভূত, আবির্ভূত, সম্ভূত ... হয়) যে; অথবা, যে ভূমিখণ্ড পৃথুর (রাষ্ট্রের) অধিকারে ভূত হইয়াছে। / সর্ব্বত্র বিদ্যমান (যে); অথবা, যে স্থানে উৎপত্তি হয়। (ব.শ.)। ▫ উৎপন্ন, জাত, ধরা, ভূমি, ভূমিখণ্ড, পৃথিবী, পঞ্চভূতের একতম, রৈখিকক্ষেত্র,

উৎপত্তি; অগ্নিভূ, স্বয়ংভূ ...। *

ভূঁই : ● ভূঁ (নবরূপী ভব-এর রহস্যময় আধার বা অভূতের রহস্যরূপ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সত্তা নাই বা অদৃশ্য তাহা সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, অদৃশ্য মনোভূমি সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) দৃশ্য বাহ্যভূমির অস্তিত্ব যাহাতে। ◻ ভূমি, ক্ষেত্র, মাটি, দেশ।

ভূঁইফোঁড় : ● যে **ভূঁই** ফুঁড়িয়া উঠে; অথবা, মনোলোকের বা বাহ্যলোকের **ভূঁই** (ভূমি) ভেদ করিয়া উঠে যে। (দ্র. **ফোঁড়**)।

ভূঁইয়া : ● **ভূঁই**-এর (ভূমির) উপর নির্ভর করিয়া যায় যে বা জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে যে। ◻ ভৌমিক, ভূস্বামী, জমিদার, সামন্তরাজ।

ভূত : ● **ভূ** (হওয়ন) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা ভবিত বা ভূত হইয়াছে। / ভূতি যুক্ত যে। (ব.শ.)। ◻ সংঘটিত, আপতিত, জাত, অতীত, সত্য, প্রাণী, জন্তু, জাতদ্রব্যমাত্র, দেবর্ষিমনুষ্যাদি, স্থাবরজঙ্গমাদি, পঞ্চভূত, বস্তুতত্ত্ব, কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি, হেয় অর্থ। **

ভূতপ্রকৃতি : ● **ভূত**গণ (প্রজাগণ) যে প্রকৃষ্ট কৃতি মান্য করিয়া তদনুসারে কার্য্যাদি করিয়া ঘটনাদি **ঘটাইয়া** (**ঘট** উৎপাদন করিয়া) থাকেন; অথবা, আবিষ্কারক-পরিচালকের (পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞ-পরিচালকের) অনুসরণকারীগণ যে **মায়াখ্যা অবিদ্যা** (প্রযুক্তিজ্ঞান বা টেকনিক্যাল নলেজ) মান্য করিয়া কর্ম্মযজ্ঞের কার্য্যসমূহ করিয়া থাকেন। ◻ ভূতগণের মায়াখ্যা অবিদ্যা, কর্ম্মচারী-গণের দক্ষজ্ঞান, প্রযুক্তির জ্ঞান। *

ভূতি : ● **ভূত**করণ (উৎপাদন বা সৃষ্টিকরণ) সক্রিয় থাকে যাহাতে (যে জ্ঞানচর্চায় ও তার প্রয়োগে); অথবা, **ভূতসমূহের ভূত** হওয়ার আবহ, জ্ঞান, ও পরিবেশ ইত্যাদি থাকে যাহাতে; কিংবা, (যথা) যে **ভূতিসমূহের** ভিতরে (কাঁঠালকোয়ার ন্যায় সত্তারা) **ভূত** হয়। (দ্র. **বিভূতি**)। ◻ ভবন, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বৃদ্ধি, শম্ভুধৃতভস্ম, ভস্মমাত্র, মাতঙ্গশৃঙ্গার, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, বৃদ্ধিনামক ঔষধ, ভৃষ্টমাংস, পিতৃগণবিশেষ, বৈশ্যের নামের উত্তরপদ। *

ভূপ : ● **ভূ** পালন করে যে। / পৃথিবী পালন করে যে। (ব.শ.)। ◻ ভূপতি, ভূমিনাথ, রাজা।

ভূম : ● সত্তা **ভূ** (উদ্ভূত) হয় যে সীমায়িত ক্ষেত্রে (স্থানে বা পাত্রে); অথবা, বিশ্বাস সত্য ধারণা (২-এ ২-এ ৪ হয়, ঘর্ষণে আগুন বাহিরায় ...) প্রভৃতি জন্মায় যে মনোভূমিতে; কিংবা, জ্ঞানসম্পদ উদ্ভূত হয় যে মানব-জমিনে (মনোভূমিতে); অথবা, (সাদৃশ্যে) যে পার্থিব জমিতে ফুলফল ইত্যাদি বাহ্য সম্পদ জন্মায়। ◻ মানবজমিন, বিশ্বাসের ক্ষেত্র, চিত্তের একাগ্রাদি পঞ্চভূমি, (সাদৃশ্যে) আলি দিয়া ঘেরা জমি, শস্যক্ষেত্র, ভূসম্পত্তি। *

ভূমা : ● **ভূম**-এর আধার যে; অথবা, **ভূম**-হওয়ন চলে যাহাতে (যে ক্ষেত্রগুলিতে); কিংবা, (২-এ ২-এ ৪ হয়, এইরূপ নানা প্রকারের লক্ষ কোটি) ধারণা ও বিশ্বাসের ফুলফল শোভিত অসীম অনন্ত জ্ঞানশস্য-সমৃদ্ধ ক্ষেত্র বা মানবজমিন পরিলক্ষিত যাহাতে। ◻ বহুভাব, বহুত্ব, মহত্ত্ব, প্রাচুর্য্য, বাহুল্য, মহান্, বহুবচনত্ব, বিভু (কুবের), বিরাট্‌পুরুষ (সমাজমন)।

ভূমি : ● **ভূম**-এর সক্রিয় হওয়ন যাহাতে (যে স্থানে বা পাত্রে); অথবা, সত্তা **ভূত** হয় বা পায়ের তলায় মাটি পায় যে-ক্ষেত্রে (মানবজমিনে); কিংবা, সত্তা উঠিয়া দাঁড়ায়

যে অবকাশে (স্মর্ত্তব্য : ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত একাগ্র বিরুদ্ধ - চিত্তের এই পঞ্চভূমি; এভাবে বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতিরও ভূমি আছে।); অথবা, (সাদৃশ্যে) যে পার্থিব জমিতে **ভূ**-করণ চলিতে থাকে। / যে স্থান হইতে উৎপত্তি হয়। (ব.শ.)। ☐ মানসিক অবকাশ, মননক্ষেত্র, মানসলোকের স্থান, যোগীর চিত্তের অবস্থাভেদ, ১ সংখ্যা, ক্ষেত্র, (সাদৃশ্যে) ভূভাগ, স্থান, গৃহের তলদেশ। *

ভূমিক : ● **ভূমি** করে যে; অথবা, মনোজগতে অবকাশ বানাইয়া তাহাতে নতুন ধারণাফসল উৎপাদন বা চাষবাস করেন যিনি; কিংবা, (সাদৃশ্যে) দৃশ্য পার্থিব **ভূমি** অধিকার করিয়া (দখল বা দান রূপে লাভ করিয়া) শস্যাদি উৎপাদন বা চাষবাস করেন যিনি। ☐ মনীষী, উদ্ভাবক, (সাদৃশ্যে) ভূসম্পত্তিশালী, ভূঁইয়া, ভৌমিক।

ভূমিকা : ● **ভূমিক**-এর আধার যে; অথবা, **ভূমিক**-করণ চলে যাহাতে (যে মানসিক অবকাশে); কিংবা, গ্রন্থসূচনার অবকাশে গ্রন্থকার যে পূর্ব্বধারণা-ফসল ফলাইয়া থাকেন; অথবা, নাটকের যে অবকাশে (পাত্রে) নাটকের চরিত্র তাহার কীর্তিফসল ফলাইয়া থাকে; কিংবা, পাত্র (নিজের সত্তা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া) নাটকের যে চরিত্রের সমগ্র রূপকে আপন রূপ বলিয়া গ্রহণ ও প্রকাশ করেন। ☐ গ্রন্থে বক্তব্যবিষয়ের পূর্ব্বাভাষ, নাট্যপাত্রের অভিনেয় বিষয় (role)। *

ভূয়ঃ (ভূয়স্) : ● **ভূ**-এর (অস্তিত্বলাভের) যাওয়নের চূড়ান্ত যাহাতে; অথবা, সর্ব্বপ্রকারের হওয়ন বা বহু হওয়ন যাহাতে। ☐ অপরিমিত মহিমা, মহত্তর; (সাদৃশ্যে) পুনঃ, অধিক, বহুতর।

ভূরি : ● **ভূ** (উদ্‌ভূত সত্তা) সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, ভূ ভূ করিয়া (হইতেছি হইতেছি করিয়া) যাহা সব নিঃসারিত হইয়াছে বা উৎপাদিত হইয়াছে সেই উৎপন্নসমূহ রহে যাহাতে। ☐ বহু, প্রভূত, প্রচুর।

ভূরিতেজাঃ : ● **ভূরি** ভূরি তেজ যাহার। ☐ বহুতেজঃসম্পন্ন, মহাতেজস্বী, টাঁকশাল, অর্থমন্ত্রক, ভারতীয় তেল কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অয়েল)।

ভূরিদক্ষিণযজ্ঞ : ● যে কর্ম্মযজ্ঞে কর্ম্মপরিচালকদের ভূরি ভূরি দক্ষিণা বা বেতন দেওয়া হয়; অথবা, (পঞ্চবার্ষিক) পরিকল্পনার নামে যেখানে বিপুল পরিমাণ টাকা ঐ পরিকল্পনার পরিচালকগণ বিভিন্ন কাজের নামে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া থাকেন। *

ভূরিশ্রবাঃ : ● **ভূরি** ভূরি **শ্রবণ** করে যে; অথবা, কানে যে কথা আসে তাহাই শোনে যে; কিংবা, দোকানে যে মাল আসে তাহাই কেনে যে। (দ্র. **উগ্রশ্রবা, উচ্চৈঃশ্রবা, বিশ্বশ্রবা** ইত্যাদি)। ☐ আড়ৎদার, মজুতদার, কুরুবংশীয় রাজা সোমদত্তের পুত্র। *

ভূষ : ● **ভূ**-র দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ (প্রয়োগ) যাহাতে; অথবা, যাহা উদ্ভূত হইয়া (তদ্ভূমিকে বা তদ্ভূতকে) আবৃত করে; অথবা, **ভূত** হওয়নের বা **ভবন**-এর ছাপ (কী হল, কীভাবে হল, কেন হল ইত্যাদি বিষয়ক ধারণা বা অভিজ্ঞতা) থাকিয়া যায় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) হাউইয়ের ছাই পড়িয়া থাকে যাহাতে; অথবা, অগ্নিশিখার কালি পড়িয়া থাকে যাহাতে। ☐ অভিজ্ঞতা, দৃশ্যত অসার, আঙ্গিরসের জ্ঞান; ভূষিত করা, সাজান, আলোকিত করা। *

ভূষণ : ● **ভূষ** (আবৃত করা) অন (চলমান)

যাহাতে; অথবা, কর্ম্মীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ম্মজাত ও কর্ম্মসম্বন্ধীয় যে জ্ঞানের আবহের দ্বারা ভূষিত থাকেন; কিংবা, (সাদৃশ্যে) লোকে যাহা দ্বারা মাথা ও গা ঢাকে। (দ্র. **বিভূতিভূষণ**)। /যাহা দ্বারা মণ্ডন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ অলঙ্কারক, শোভাকর, অলঙ্কার, আভরণ, মণ্ডনসাধন-দ্রব্য, ভূষণভূত বস্তু। *

ভূষা : ● **ভূষ**-এর আধার যে; অথবা, জ্ঞানকর্ম্মের (অগ্নিশিখাজাত বা প্রয়োগজাত) অভিজ্ঞতা থাকে যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) অগ্নিশিখাজাত কালি থাকে যাহাতে। দ্র. **কজ্জল**। ◻ অভিজ্ঞতা, মনের আভরণ; (সাদৃশ্যে) ভূষণ, মণ্ডনদ্রব্য, অগ্নির শিখাধূমে জাত কজ্জলবিশেষ; প্রদীপের শিখায় প্রস্তুত কালি বা ঝুল। *

ভূষি : ● **ভূষ** সক্রিয় যাহাতে। ◻ যবগোধূমাদির তুষ, শস্যের খোসা।

ভূষিত : ● **ভূষ** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ◻ মণ্ডিত, অলঙ্কৃত, শোভিত।

ভূষো : ● **ভূষ**-এর সার্ব্বিক আধার যে। ◻ কাজল, প্রদীপের শিখায় প্রস্তুত কালি বা ঝুল।

ভূষ্ণু : ● **ভূষ** করিতে ইচ্ছুক যে; অথবা, উৎপাদিত হইতে ইচ্ছুক যে। ◻ ভবনশীল, ভবিতা, বর্দ্ধনশীল; ভবিষ্যৎ, উৎপত্তিশীল।

ভৃ : ● ভ-এর আবর্ত্তন বা পুনরাবৃত্তি যাহাতে।

ভৃগু : ● পুনরাবৃত্তিকারী ভ-এর (আত্মম্ভরির) গমন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যৌথ-সমাজের উৎপন্ন হইতে পথপ্রদর্শকের অগ্রাধিকারস্বরূপ জ্ঞানজীবীর প্রত্যেক হায়নান্তিক প্রাপ্য সামাজিক প্রথায় (আইনে) উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির **দক্ষ**নীতিতে সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালানোয় সমাজের প্রত্যেক সদস্যের কর্ত্তব্য যেমন কার্য্যত সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়, তেমনই প্রতি হায়নান্তে প্রত্যেকের প্রাপ্যও সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে (যে প্রথায়, আইনে); অথবা, **দক্ষ**নীতিতে উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞ চালানোর পরিপূরক প্রথাসিদ্ধ (আইনসিদ্ধ) সামাজিক ব্যবস্থার দাবি তুলিয়া তাহা প্রতিষ্ঠা করে যে (যে জ্ঞানজীবী-গোষ্ঠী); কিংবা, **দক্ষযজ্ঞ**-এর পরিপূরক সমাজ-সদস্যগণের অধিকার ও কর্ত্তব্যের রীতিনীতি (আইন) সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় যে; অথবা, মানুষের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক সামাজিক দায়-দায়িত্বের বিপরীতে কৃত্রিম মনুষ্যরচিত সামাজিক দায়দায়িত্বের রীতিনীতি (আইন) সর্ব্বপ্রথম রচনা করে যে (যে জ্ঞানজীবী গোষ্ঠী); কিংবা, যাহা হইতে সামাজিক ব্যবস্থার বাহ্যসম্পদের ধারা উপচিত হইয়া থাকে। ◻ ঋষিবিশেষ, প্রাচীন শ্রদ্ধাপতি; (সাদৃশ্যে) গিরিসানু, প্রপাত, অতট। * *

ভৃগুজ (ভৃগুতনয়, ভৃগুনন্দ, ভৃগুসুত, ভৃগুসুনু) : ● **ভৃগু** হইতে জাত (ভৃগুর তনয়, নন্দ, সুত, সুনু)। ◻ শুক্রাচার্য্য। *

ভৃগুপতি (ভৃগুরাম, ভৃগুশার্দ্দুল, ভৃগুশ্রেষ্ঠ, ভৃগুসত্তম) : ● যে **ভৃগু** পতিরূপে (রাম-রূপে, শার্দ্দুলরূপে, শ্রেষ্ঠরূপে, সত্তমরূপে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ◻ পরশুরাম। *

ভৃগুবার (ভৃগুবাসর) : ● **ভৃগুর (শুক্রের) বার (বাসর)** যে দিবসে। ◻ শুক্রগ্রহ, শুক্রবার।

ভৃগুসংহিতা : ● **ভৃগু** (আদি আইনরচয়িতা) যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ◻ মনুসংহিতা।

ভৃঙ্গ : ● পুনরাবৃত্তিকারী ভ-এর (আত্মম্ভরির) রহস্যময় গমন যাহাতে; অথবা, (দক্ষ-

পরিচালিত বৈদিক যুগের প্রাক্কালে বা সনাতন যুগে) আদিম যৌথসমাজের উৎপন্ন হইতে পথপ্রদর্শকের ভাগ্যস্বরূপ আদি জ্ঞানজীবীর (**শিব**-এর) প্রতি হায়নান্তে প্রাপ্য স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মে সংগ্রহ করিত যে (যে শিবানুচর); কিংবা, **শিব**নীতিতে যৌথ সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালানোয় সমাজের প্রত্যেক সদস্য স্বভাবতই **শিব**-এর প্রাপ্য প্রতি হায়নান্তিক সামাজিক **মধু** যাহার হস্তে শ্রদ্ধারূপে উৎসর্গ করিয়া দিতেন; অথবা, (সাদৃশ্যে) ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে যে। / মধু গ্রহণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ আদিম করসংগ্রাহক; (সাদৃশ্যে) মধুকর, ভ্রমর, ভিমরুল, ভৃঙ্গরাজ। ✱

ভৃঙ্গরাজ : ● **ভৃঙ্গ**গণের রাজা যে। / ভৃঙ্গের রাজা। (ব.শ.)। ◻ (সাদৃশ্যে) ভ্রমর, কৃষ্ণবর্ণ-পক্ষিবিশেষ, ভিমরাজ, কেশরাজ, কেশুরিয়া গাছ, যজ্ঞবিশেষ।

ভৃঙ্গার : ● **ভৃঙ্গ**-এর আধার রহে যাহাতে; অথবা, **ভৃঙ্গ** কর্ত্তৃক প্রতি মরশুমে আহৃত উৎপন্নের অংশাদি রাখা হইতে যাহাতে। ◻ (সাদৃশ্যে) বর্ণময় জলপাত্রভেদ, ভদ্রকুম্ভ, রাজাভিষেক-পাত্রভেদ, সুবর্ণ। ✱

ভৃঙ্গী : ● **ভৃঙ্গ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **শিবানুচর ভৃঙ্গ**কর্ম্ম (শিবের প্রাপ্য সামাজিক মধু সংগ্রহ) করেন। ◻ শিবানুচর-ভেদ, আদিম করসংগ্রাহক; (সাদৃশ্যে) ভ্রমরী, মধুকরী, অতিবিষা। ✱

ভৃত : ● পুনরাবৃত্তিকারী ভ-এর (উদরম্ভরির) তারণ যাহাতে; অথবা, খালি হইলেই পুনরায় **ভরণ** করিয়া দেওয়া হয় (দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়, বা দেওয়া হইয়াছে) যাহাকে। ◻ পূরিত, পূর্ণ, পালিত, বেতন দ্বারা ক্রীত, বেতনক্রীত জন, ভৃতিভুক্, ভৃত্য, পণপূর্ব্বক অধ্যাপক, বৈতনিক অধ্যাপক। ✱

ভৃতক : ● **ভৃত** করা হয় যাহাকে। ◻ বেতনদ্বারা ক্রীত, কর্ম্মকর, পরিচারক ...।

ভৃতকাধ্যাপক : ● যে-**ভৃতক** অধ্যাপনা করেন। ◻ বেতনগ্রাহী অধ্যাপক, ভৃতক। ✱

ভৃতকাধ্যাপিত : ● **ভৃতকের** নিকট অধ্যাপিত যে; অথবা, যে ব্যক্তি **ভৃতকের** নিকট অধ্যয়ন করিয়াছে। ● বেতনগ্রাহী অধ্যাপক কর্ত্তৃক পাঠিত।

ভৃতি : ● **ভৃত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ভৃত**করণ চলে যাহাতে। ◻ ভরণ, পোষণ, বেতন, ভাড়া, মজুরী, মূল্য, বেতনার্থ কর্ম্ম।

ভৃতিভুক : ● **ভৃতি** (বেতন) খায় যে। ◻ বেতনক্রীত ভৃত্য।

ভৃতিভুজ : ● **ভৃতি** (বেতন) ভোজন করে যে। ◻ বেতনক্রীত ভৃত্য।

ভৃত্য : ● **ভৃত থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে ভরণ করিতে হয়; অথবা, প্রভুর সেবা** যে করিতে পারে, নাও পারে, **কিন্তু তাহাকে** অবশ্যই **ভরণ** করিতে হয় (এমনকি অনেক সময় তাহারই সেবা করিতে হয়)। ◻ ভরণীয়, অবশ্যভর্ত্তব্য, পুত্রদারাদি পোষ্যবর্গ, অবশ্যভর্ত্তব্য বৃদ্ধমাতৃপিত্রাদি, ভর্ত্তব্যজন, রাজপুরুষ, সচিবাদি, পরিচারক, দাস, কিঙ্কর।

ভে : ● **ভ** দিশাগ্রস্ত যাহাতে।

ভেউ : ● **ভে** (দিশাগ্রস্ত **ভব**) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে দুঃখিত আত্ম-সংকোচনকারী সত্তা চীৎকার করিয়া আকুলতা প্রকাশ করে। ◻ আকুল ক্রন্দনধ্বনি, কুকুরের ডাক।

ভেংচি : ● **ভেং**-এর (দিশাগ্রস্ত **ভব**-এর

রহস্যরূপের) চয়ন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, কাহারও কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান চয়ন করিয়া লইয়া তাহার গড়িয়া তোলার পথে বাগড়া দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, কাহারও নির্ম্মীয়মান অবয়বসংস্থান হইতে কিছু ভাঙিয়া সরাইয়া অবয়বসংস্থানকে যথাযথ হইতে না দিয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া দেয় যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) স্বাভাবিক মুখকে বিকৃত করা হয় যাহাতে। ▫ ভাংচি দেওয়া, উপহাসাদি সূচক বিকৃত মুখভঙ্গি।

ভেঁপু : ● **ভেঁ** (দিশাগ্রস্ত **ভব**-এর রহস্যময় শব্দের) পালন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, কান্নার আওয়াজের পালন (সরগমে বাজানো যায় না এমন) বাঁশির আওয়াজে উত্তীর্ণ যাহাতে। ▫ তালপাতার বাঁশি।

ভেক : ● **ভে**-র (দিশাগ্রস্ত ভোগীর) করণ যাহাতে; অথবা, যে সুদীর্ঘ বা লম্বা লম্বা লাফ দিয়া চলে; কিংবা, সর্পভয়ে সদাত্রস্ত বলিয়া লুকোচুরি-মূলক জীবনযাপন করে যে। ▫ মণ্ডুক, ব্যাঙ।

ভেখ : ● **ভে**-র (দিশাগ্রস্ত ভোগীর) **খ** (**ক্ষ**-করণ, খাবলানো) যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত ভোগী অন্যকে খাবলায় যাহাতে (যাহার মাধ্যমে, যাহার পশ্চাতে থাকিয়া)। ▫ বশ, পরিচ্ছদ, সন্ন্যাসী ভিক্ষুক বৈরাগী বা শাক্তের সাজ, ছদ্মবেশ। ❋

ভেখধারী : ● **ভেখ** ধারণ করে যে। ▫ বেশধারী, ছদ্মবেশী।

ভেজ : ● **ভে** (দিশাগ্রস্ত ভোগীর বা অন্তর্ভুক্ত-কারীর) জনন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা বাহ্যিকভাবে অন্যের ভিতরে প্রবেশ করে। ▫ প্রেরণ করা, পাঠানো, প্রবেশ করান।

ভেজাল : ● **ভেজ**-এর আধার লালিত যাহাতে; অথবা, প্রেরিত সত্তা প্রবেশ করান হইয়াছে যাহাতে। ▫ অপকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণ।

ভেড়া : ● **ভেড়**-এর আধার যে; অথবা, যাহারা পরস্পরের গায়ে অত্যন্ত ভিড়িয়া থাকে (এবং ভিড়-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে **ভেড়িয়া-ধসান** পর্যন্ত করিতে পারে।) ▫ মেষ। (পালের গোদাসহ কয়েকটি ভেড়া রেললাইন পার হইয়া যাওয়ার পর রেল আসিয়া পড়িলে বাকিরা সেই চলন্ত রেলের ভিতর দিয়াই পালের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য দৌড়ায় ও রেলে কাটা পড়ে। বিবেকানন্দ এই ব্যাপারের উল্লেখ করেছেন **ভেড়িয়া ধসান** শব্দে।)

ভেড়ুয়া : ● **ভেড়** (ভিড়িয়া থাকা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যে আধারে; অথবা, যে সত্তা কাহারও গায়ে ভিড়িয়া থাকিয়া জীবিকা-র্জ্জন করে বা জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে। ▫ বাইজির ভাড়ুয়া, স্ত্রীজিত পুরুষ, কাপুরুষ।

ভেদ : ● দিশাগ্রস্ত **ভিদ** (বিদারণ) যাহাতে। ▫ বিদারণ, দ্বিধাকরণ, বিচ্ছেদ, অন্তর, দ্বৈধ, সামাদি-চতুষ্টয়ের একতম রাজধর্ম্ম, সংহত-ভেদন; ভেদ করা, বিদীর্ণ করা ...। ❋

ভেবড়া : ● **ভেব**-এর (দিশাগ্রস্ত ভাবনের) গড়ান যে আধারে; অথবা, যাহার ভাবনা দিশা-গ্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ গড়ায়; কিংবা, যে আর ভাবিতে পারে না, ভেবড়াইয়া বা ঘাবড়াইয়া যায়। ▫ ভয়ে হতবুদ্ধি হওয়া, ঘাবড়ান।

ভেবলা (ভ্যাবলা) : ● **ভেব**-এর (দিশাগ্রস্ত ভাবনের) লালন থাকে যাহাতে; অথবা, যে ঠিকঠাক ভাবিতে পারে না, **ভেবে ভেবে** কোনো দিকদিশা পাইতেছে না এমন করিয়া তাকাইয়া থাকে। ▫ বোকাসোকা, হতবুদ্ধি।

ভেবাচেকা : ● **ভেবা** (দিশাগ্রস্ত ভাবা) ও

চেকা (দিশাগ্রস্ত চয়ন করা) যাহাতে; অথবা, আকস্মিকতার কারণে যাহার চলমান ভাবনা এবং চয়নকার্য্য একদিকে বাঁকিয়া যায়। ▫ বিষয়বিশেষের ভাবে বা চিত্তবিকারে অভিভূত-ভাব, হতবুদ্ধিতা, কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা।

ভেরী : ● ভে (দিশাগ্রস্ত আত্মম্ভরি) রহে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, ভে (দিশাগ্রস্ত ভয় বা ভয় দেখানো) রহে যে সক্রিয় আধারে; কিংবা, যাহা দ্বারা আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করা হয় বা ভয় দেখানো হয়। ▫ বৃহৎ ঢাক, দুন্দুভি।

ভেলা : ● ভে (দিশাগ্রস্ত ভব) লালিত যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা নদী প্রভৃতি উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ▫ কলাগাছ কাঠ ইত্যাদি লঘুদ্রব্যে প্রস্তুত তরণী।

ভেলকি : ● ভেল (দিশাগ্রস্ত ভব-এর লালন) সক্রিয় করে যে; অথবা, যাহা যতদূরে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া মনে হয় ততদূরে লাফ দিয়া পৌঁছাইয়া যায়। ▫ কুহক, ইন্দ্রজাল, ভানুমতীর খেল।

ভৈ (ভই) : ● ভে-র (দিশাগ্রস্ত ভ-এর) আধার যে; অথবা, ভ দিশাগ্রস্ত হইয়া সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, ভই বা হই যাহাতে। ▫ হইয়া।

ভৈরব : ● ভৈর (দিশাগ্রস্ত ভয়প্রদর্শক রহে যাহাতে) বহন করে যে। / ভীরুকে ত্রাসিত করে যে ('ভীরুত্রাসকর')। (ব.শ.)। ▫ ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঘোর, দারুণ, শঙ্কর, শঙ্করাবতার-তদ্‌গণভেদ, ভয়ানকরস, রাগবিশেষ ...। *

ভৈরবী : ● ভৈরব-এর আধারশক্তি যে। ▫ দুর্গাকৃতিভেদ, চামুণ্ডা, মহাবিদ্যাবিশেষ, শিবপত্নী, দুর্গা, (সাদৃশ্যে) দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, রাগিণীবিশেষ। *

ভো : ● ভ-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যে আবির্ভূত বা জাত সত্তা নানা রূপে সক্রিয় হয়। ▫ (সম্বোধনে) 'হে সম্মুখে আবির্ভূত মহাশয়'।

ভোঁ : ● ভঁ-এর (আত্মম্ভরির রহস্যরূপের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, বহনবর্দ্ধনাদি করিয়া ভক্ষণ করত আত্মকেন্দ্রিক বর্ত্তমানতায় বুঁদ হইয়া থাকে যে; কিংবা, পেটমোটা করিয়া নিজের মধ্যে নিজে বুঁদ হইয়া আছে যে; অথবা, ভ্রমর-এর (বা তূরপুনের) ন্যায় আত্মকেন্দ্রিক ভ্রমণ করিতে বা ঘুরিতে (**ভোঁ ভোঁ** করিয়া ঘুরিতে) থাকে যে; কিংবা, রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য হইয়া যায় যে। ▫ রবীন্দ্রকথিত 'ভোঁ হওয়া এবং তারপর না হওয়া' ইত্যাদি; (সারূপ্যে) ভ্রমরগুঞ্জন ধ্বনি, শিঙ্গা প্রভৃতির গম্ভীর শব্দ।

ভোঁতা : ● ভোঁ (আত্মকেন্দ্রিকভাবে বর্ত্তমান) হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা; যে আত্মম্ভরি শুধুমাত্র আপন উদরপূর্ত্তি-কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিতে বুঁদ থাকায় তাহার বুদ্ধি স্থূল হইয়া গিয়াছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে অস্ত্রের ধার নাই। ▫ জড়বুদ্ধি, স্থূলচিন্তক, (সাদৃশ্যে) ধারহীন, কুণ্ঠিতধার, স্থূলাগ্র মোটা।

ভোঁদড় : ● ভোঁ (...রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য) হইতে দড় যে; অথবা, দেখিতে না দেখিতে জলমধ্যে (মৎস্যের প্রত্যাশায়) অদৃশ্য হইয়া যায় যে। ▫ উদ্বিড়াল, ধেড়ে।

ভোঁদা : ● ভোঁ-এর (উদরপূর্ত্তি-কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিতে বুঁদ থাকার) দান থাকে যাহাতে; অথবা, যে কেবল মাথামোটাই হয়নি, দৈহিকভাবেও মোটা হইয়া গিয়াছে। ▫ বেয়াকুফ, নির্ব্বোধ; স্থূলদেহ, নাদুসনুদুস।

ভোক্তা : ● ভোগ তারিত যাহাতে; অথবা, যে ভোগ করে বা খায়। ▫ ভক্ষয়িতা, খাদক।

ভোগ : ● ভুগ-এর সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে;

অথবা, যে কোনো প্রকার অন্তর্ভুক্তিপূর্ব্বক আত্মসাৎকরণ করা হয় যাহাতে (যে মানস-ভোগ্য বা দেহভোগ্য সত্তাতে)। / যে অন্নাদি দেবতাকে নিবেদন করা হয়। (ব.শ.)। ▫ উপভোগ করা, ভোগ করা, দুঃখাদি সহন করা; অভ্যবহার, ভোজনাদি, সুখদুঃখাদি অনুভব, ভক্ষ্য, নৈবেদ্য ...। ✱

ভোগবতী : ● **ভোগ**-এর মতোর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে পণ্যধারা (বা শিক্ষা-ধারা) ধনবান নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণে প্রবাহিত হইয়া থাকে। / যাহার সহিত রক্ষকনাগ যুক্ত আছে। (ব.শ.)। ▫ পাতাল গঙ্গা, বক্রগতি-যুক্তা, সরস্বতী।

ভোগা : ● **ভোগ**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে দুঃখাদি **ভোগ**করণ থাকে। ▫ দুঃখ দেওয়া, দুঃখ ভোগ করান, প্রতারণা, ঠকান।

ভোগ্য : ● **ভোগ** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা **ভোগ** করিতে হয় (তা সে প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, কিংবা তা প্রিয় হোক আর অপ্রিয়ই হোক)। ▫ ভোগার্হ, ভোগযোগ্য, উপভোগযোগ্য, পালনীয়, অনুভবনীয়।

ভোজ[১] : ● **ভুজ**-এর (অন্তর্ভুক্তির উপায়ের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহাতে কোনো স্থানে এককালে বহু **ভুজ** (বাহু) বহু পাত্রে বহু খাদ্যাদি নিজ নিজ উদরের অন্তর্ভুক্ত করে। ▫ ভোজ্যপদার্থ, খাদ্য, উৎসবাদিতে বহুলোকের একসঙ্গে ভোজন। ✱

ভোজ[২] : ● **ভুজ**-এর (অন্তর্ভুক্তির উপায়ের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহাতে কোনো স্থানে এককালে বহু **ভুজ** (বাহু) বহু ক্ষেত্রে (কর্ম্মক্ষেত্রে, কাঁচামালে, কলে ...) বহু শ্রম-মেধাদি অন্তর্ভুক্ত করে। ▫ দেশবিশেষ, বিদর্ভরাজ, ভোজদেশবাসীগণ, ভোজপুর, ধারানগরের রাজবিশেষ (বাণ সুবন্ধু অমর বররুচি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইঁহার সভাসদ ছিলেন। কালিদাস ইঁহার প্রধান সভাপণ্ডিত ছিলেন)। (দ্র. **ভোজবিদ্যা**)। ✱

ভোজন : ● **ভোজ**[১] অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **ভোজ**করণ (বহু খাদকের মধ্যে একজন খাদক হয়ে নিজের খাদ্যগ্রহণ) করা হয়। ▫ ভক্ষণ, আহার, পান ...।

ভোজবিদ্যা : ● **ভোজ**[২]করণ করিবার বিদ্যা থাকে যাহাতে; অথবা, (যথা), যে বিদ্যার সাহায্যে কার্পাস গাছের উড়ন্ত তুলোকে ধরিয়া ধারানগরের ন্যায় কোনো স্থানে এক কালে বহু মানুষের বহু **ভুজ** (বাহু) বহু তাঁতকলে তাহাদের শ্রম-মেধাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভেলকিবাজির ন্যায় হাজার হাজার বস্ত্রে পরিণত করিয়া দেয়। ▫ ইন্দ্রজাল, ভানুমতীর খেল, ভোজবাজি, মায়াখ্যা-অবিদ্যা, মায়াবিদ্যা (magic)। ✱

ভোজরাজ : ● **ভোজ**[২] দেশের রাজা যিনি; অথবা, যে দেশে বিপুল পরিমাণ কারুশিল্পাদির (বস্ত্রশিল্পের) উৎপাদনের ধারা প্রবাহিত হয় সেই দেশের রাজা যিনি। ▫ ভোজ দেশের রাজা, রাজা ভোজ, কুন্তীভোজ। ✱

ভোমর : ● **ভোম** (ভ-এর সার্ব্বিক আশ্রয় সীমায়িত) রহে যাহাতে; অথবা, যে আত্মম্ভরি নিজেকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হয় বা ঘোরে। ▫ ভ্রমর, কাঠ ছেঁদা করার যন্ত্র, তুরপুন, আয়ুধবিশেষ।

ভোমরা : ● **ভোমর**-এর আধার যে; অথবা, **ভোমর**কর্ম্ম করে যে। ▫ মধুকর, ভোমরা পোকা।

ভোর : ● সার্ব্বিকভাবে **ভূ** (হওয়ন) **র**হে যাহাতে; অথবা, যে স্থান কাল পাত্র সম্পূর্ণ-

ভাবে **ভরিয়া** গিয়াছে; কিংবা, (যথা) রাত্রি **ভরিয়া** গিয়াছে বা পরিপূর্ণ হইয়াছে যাহাতে; অথবা, অন্যতর ভাবসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া যে মস্তিষ্ক **ভরপুর (বিভোর)** হইয়া গিয়াছে; কিংবা, **ভরিতে ভরিতে** পরিপূর্ণ হইয়া গেলেই সেই আধারের **ভোর** হইয়া যায়। ▫ প্রভাত; বিহ্বল, অভিভূত, মুগ্ধ, মোহিত, তৎপরিমিত, পূর্ণ, সারা; সমাপ্ত, শেষ। *

ভোল : ● **ভুল**-এর আশ্রয় যাহাতে; কিংবা, **ভুল**-রূপ গৃহীত যাহাতে; অথবা, লোকে যাহা পালটাইয়া অন্যকে ভুলায়। ▫ বিহ্বল, আত্মহারা, মত্ত, বিস্মৃত, মোহ, ভ্রম, জড়তা, ভুল, ভোলা, আত্মহারা হওয়া ...।

ভোলা : ● **ভোল**-এর আধার যে; অথবা, নানা প্রকার **ভুল**-এর আধার যে। ▫ বিস্মৃত হওয়া, ভোলা, আত্মহারা হওয়া; নামমাত্র, আপনভোলা ছেলেদের আদুরে নাম, ভোলামাছ, কুকুরের নাম।

ভোলানাথ : ● **ভোলা**দিগের নাথ যিনি; অথবা, যাঁহারা প্রকৃত আরাধ্যের ধ্যানে নিমগ্ন বলিয়া বাহ্যসম্পদ প্রভৃতি ভুলিয়া বা আপন-ভোলা হইয়া থাকেন, তাঁহাদের নাথ যিনি। ▫ আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা, শিব।

ভৌত : ● যাহা কিছু আবির্ভূত বা জাত হইয়াছে সেই সমস্ত **ভূত**-এর বা সৃষ্ট পদার্থের সহিত সম্বন্ধ যাহার। ▫ ভূতসম্বন্ধী, সর্ব্বভূত-উদ্দেশে প্রদত্ত।

ভৌতবিজ্ঞান : ● **ভৌত** বিষয়ক বিজ্ঞান যাহাতে; অথবা, সৃষ্ট পদার্থমাত্র বিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞান (explicit knowledge) থাকে যাহাতে। ▫ পদার্থবিজ্ঞান, physics।

ভৌম : ● **ভূম**-এর সহিত সম্বন্ধিত যে বা যাহা; অথবা, যাহা মনোভূমির (বাহ্যভূমির) সহিত সম্বন্ধিত। (দ্র. **সার্ব্বভৌম**)। ▫ ভূমি-সম্বন্ধী, পার্থিব, ভূমিস্থ, ভূমিগত, ভূমিজাত।

ভৌমিক : ● **ভৌম**-কে সক্রিয় করে যে; অথবা, যে সত্তা ভূমিকর্ষণ ইত্যাদি করার ব্যবস্থাদি পরিচালনা করিয়া থাকেন। ▫ ভূমিসম্বন্ধী, ভূমিস্থিত, ভূম্যধিকারী, ভূঁইয়া।

ভ্রংশ : ● **ভ্রং** (আবর্ত্তমান হইতে রহস্যময়) বিচ্ছুরণ যাহাতে; কিংবা, কোনো আবর্ত্তমান সত্তা হইতে বিক্ষিপ্ত হওয়ন বা ছিটকাইয়া পড়া যাহাতে। / দৃপ্ত হৃষ্ট বা দুঃখিত ব্যক্তির কথনীয় বিষয়ের বিপরীত বাক্য যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ আবর্ত্তক্ষিপ্ত, অধঃপতন, পাত, নাশ, বিভ্রম, চ্যুতি, ধ্বংস, লোপ। *

ভ্রম : ● **ভ্র** (আবর্ত্তমান) **ম** (সীমায়িত) যাহাতে; অথবা, যে একই স্থানে পাক খাইতেছে বা ঘুরিতেছে (কারণ, সে পথ খুঁজিয়া পায়নি); অথবা, মনের মুক্তির পথ পায়নি বলিয়া দৈহিকভাবে একই স্থানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান যাহাতে। ▫ ঘূর্ণন, মিথ্যামতি, কুলালচক্র, সম্ভ্রম; পর্য্যটন করা, ঘূর্ণিত হওয়া, ঘুরিয়া বেড়ান। *

ভ্রমণ : ● **ভ্রম** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ভ্রম**গ্রস্ততা চলমান যাহাতে; কিংবা, কী যে খুঁজিতেছে তাহা জানে না বলিয়া অকারণ ঘুরিয়া বেড়ান চলে যাহাতে। ▫ পর্য্যটন, অনবস্থান, ঘূর্ণন, ভ্রান্তি, গ্রহ-গমনপথ। *

ভ্রমর : ● **ভ্রম** রহে যাহাতে; অথবা, এই ফুলে বসিব না ঐ ফুলে বসিব - এইরূপ **ভ্রম**গ্রস্ততা রহে যাহার ফুলে ফুলে **ভ্রমণে**; কিংবা, (সাদৃশ্যে) কাঠে ছিদ্র করার জন্য একই বিন্দুতে ঘোরানো হয় যাহাকে। / প্রতি পুষ্পে ভ্রমণ করে যে। (ব.শ.)। ▫ অলি, মধুকর, কামুক, অশ্বের রোমাবর্ত্ত; তুরপুন। *

ভ্রষ্ট : ● ভ্র (আবর্ত্তমান) হইতে দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত হইয়া টঙ্কারিত হয় যে; অথবা, কোনো আবর্ত্তমান সত্তা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে। ◻ পতিত, চ্যুত, স্খলিত, নষ্ট, গলিত।

ভ্রষ্টা : ● **ভ্রষ্ট**-এর আধার যে; অথবা, নারী-পুরুষ সম্পর্কের সামাজিক প্রথার আবর্ত্ত হইতে **ভ্রষ্ট** হইয়াছে যে নারী। ◻ ব্যভিচারিণী।

ভ্রাতা : ● **ভ্রা** (আবর্ত্তমান) ধারা (প্রথম সন্তানকে উত্তীর্ণ হইয়া) তারিত হয় যে আধারে; অথবা, পিতার আবর্ত্তমানতা প্রথম সন্তানকে উত্তীর্ণ হইয়া তারিত হয় যাহাতে। ◻ সহোদর, ভাই, বিমাতৃপুত্র, ভ্রাতৃস্থানীয়, সখিত্বসূচক শব্দ, সখা।

ভ্রাতৃ : ● **ভ্রা** (আবর্ত্তমান) ধারা (প্রথম সন্তানকে) উত্তীর্ণ হইয়া আবর্ত্তিত হয় যে আধারে। (দ্র. **পিতৃ**)। ◻ সহোদর, ভাই, বিমাতৃপুত্র, সখিত্বসূচক শব্দ, সখা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া : ● **ভ্রাতৃ** সম্মাননা করা হয় যে দ্বিতীয়া তিথিতে; অথবা, **ভাইফোঁটা** দেওয়া হয় যে তিথিতে; কিংবা, বঙ্গভাষীগণের মধ্যে যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ভাইবোন-সম্পর্কের উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ আজও প্রবাহিত রহিয়াছে। ◻ ভাইফোঁটা। ❋

ভ্রান্ত : ● **ভ্রাম** (**ভ্রম**জাত) তারিত যাহাতে; অথবা, (মানসিক বা দৈহিকভাবে) **ভ্রমাত্মক** পথে বা ভুল পথে গিয়াছে যে; কিংবা, **ভ্রমণ** করিয়াছে যে। ◻ পর্য্যটিত, চলিত, সঞ্জাতভ্রমি, ঘূর্ণিত, ভ্রমযুক্ত, হতবুদ্ধি, ভ্রম, ভ্রান্তি।

ভ্রান্তি : ● **ভ্রান্ত**-হওয়ন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ভ্রমণ** করে যে; কিংবা, **ভ্রম**-পথে (ভুল পথে) গিয়াছে যে। ◻ ভ্রমণ, ঘূর্ণন, ভ্রম।

ভ্রান্তিকর : ● **ভ্রান্তি**গ্রস্ত করে যে। ◻ ভ্রমজনক।

ভ্রান্তিবিলাস : ● **ভ্রান্তিই বিলাস** (বিকল্প লালনের নির্য্যাস) যাহাতে। ◻ বিদ্যাসাগর কৃত শেকসপিয়রের নাটক 'কমেডি অফ এররস্'-এর বাংলা অনুবাদে প্রদত্ত নাম।

ভ্রূ (ভুরু) : ● ভ্র (আবর্ত্তমান) নবরূপে উত্তীর্ণ যে আধারে; অথবা, যাহা আবর্ত্তমান সত্তার পরিদর্শকের মনোভাব প্রকাশ করে; কিংবা, যে সত্তা মাখনচোরদিগের প্রতি মাখন উত্তোলক ব্যবস্থার পরিদর্শকের মনোভাবের প্রকাশ ঘটায়। ◻ (সাদৃশ্যে) চক্ষুর **উর্দ্ধস্থ** রোমরাজি।

ভ্রূকুটি : ● **ভ্রূ**-র **কুটি** (কুঞ্চন সক্রিয়ভাবে টঙ্কারিত) যাহাতে; অথবা, (যথা) মাখন-চোরদের মাখনচুরি দেখিয়া পরিদর্শকের সেনাপতিদ্বয়ের কাটা**কুটি** শুরু হইয়া যায় যাহাতে; আবর্ত্তমান সত্তার দর্শকেরা মাখন তোলার কার্য্য পরিদর্শন কালে কোনো মাখনচোরকে দেখিলে তাহার দুই সেনাপতি (সাদৃশ্যে) চক্ষুর **উর্দ্ধস্থ** রোমরাজিকে বাঁকাইয়া ইঙ্গিতে শাসনাদি থাকে যাহাতে। ◻ ভ্রূকৌটিল্য, ভ্রূভঙ্গ।

ভ্রূক্ষেপ : ● **ভ্রূ**-র ক্ষেপন থাকে যাহাতে; অথবা, পরিদর্শকের বিশেষ নজর পড়ে যাহাতে। ◻ ক্রোধ জ্ঞাপনার্থ ভ্রূচালন, ভ্রূকুটি, ভ্রূবিলাস, সঙ্কেতার্থ ভ্রূসংকোচন,

ভ্রূণ : ● **ভ্রূ** (নবরূপে উত্তীর্ণ আবর্ত্তমান সত্তার আধার) ক্ষুদ্রতম রূপে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, সত্তার ক্ষুদ্রতম রূপ থাকে যাহাতে। ◻ কুক্ষিগত সত্ত্ব, গর্ভ, অর্ভক, শিশু ...।

ম

ম : ● মিতকরণ (সীমায়িতকরণ, পরিমাপিতকরণ) করে যে; অথবা, যাহাকে প্রেক্ষিত অনুসারে মিত, সঙ্কুচিত, বিন্দুবৎ বা ত্রসরেণুবৎ সীমিত করা হইয়াছে; কিংবা, বাহ্যজগতে লেনদেন ইত্যাদি কাজ চালাইবার নিমিত্ত যে কোনো সত্তাকে স্থির করিয়া ফেলা হয় যে মিতকরণে (মাপনে); অথবা, কাহাকেও আপাতপূর্ণ ধরিয়া লওয়া হয় যে সীমায়িতকরণে; অর্থাৎ, যাহা মিতকৃত বা সীমায়িত হইয়াছে। ⌐ মিত পরিমিত পরিমাপিত সীমিত সীমায়িত কেন্দ্রীকরণ, আত্মসঙ্কোচন ... ইত্যাদি কারী বা কৃত। *

-ম : ● সীমায়িত বা সঙ্কুচিত যে; অথবা, সীমায়ন বা সঙ্কোচন চলে যাহাতে; কিংবা, যথা, **বোকা**-র স্বভাব বা ধর্ম্ম সঙ্কুচিতভাবে থাকে যাহাতে (যে বোকামতে)। ▫ ভাব, ধর্ম্ম।

মই : ● **ম**-করা (সীমায়িত করিয়া সম-**মত**করণ করা) সক্রিয় যাহাতে বা চলে যাহাতে। ▫ **মত্য**, **মদি**, চষা ক্ষেত সমতল করার সিঁড়িবিশেষ।

মউ : ● **ম** (সীমায়িত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। ⌐ **মধু**।

মউ-পালানী : ● **মউ**-এর বা মধুর চাকের ন্যায় **পালান** যে গাভীর; অথবা, যে গাভীর **পালান** মউচাকের ন্যায় ক্ষুদ্র কিন্তু অধিক দুগ্ধযুক্ত। ⌐ মউ-পালানী (গাই)। (দ্র. **মাস-পালানী**)। *

মক : ● সীমায়িত করে যে।

মকর : ● **ম**-করণ করে যে; অথবা, সীমায়িত করে যে; অথবা, মানুষের উৎপাদিত শব্দ, পণ্য প্রভৃতিকে 'লেনদেনযোগ্য-করণ', 'অর্থ-নির্দ্ধারণ', 'অর্থমূল্য-নির্দ্ধারণ', 'বণ্টনযোগ্য-করণ', 'উৎপন্নকে পণ্যে পরিণত করণ' বা 'বিপণনযোগ্য-করণ', 'বিনিময়যোগ্য-করণ', 'বিক্রয়যোগ্য-করণ' ... ইত্যাদি করে যে; কিংবা, লেনদেনযোগ্য করিয়া লওয়ার জন্য চাহিদা ও যোগানের মধ্যবর্ত্তী নানা প্রকারের **ম**-করণ কার্য্য করে যে; অথবা, যে অনির্দ্দিষ্ট সত্তা জনসমুদ্রে সক্রিয় থাকিয়া (উপরোক্ত) **ম-করণ** কার্য্যাদি করিয়া থাকে। ▫ পণ্যজীবী, কামের মকরাকৃতি ধ্বজ, মকরাকার কুণ্ডল-বিশেষ, কুবেরের নিধিবিশেষ; (সাদৃশ্যে) কাল্পনিক সামুদ্রিক জলচরবিশেষ। *

মকরক্রান্তি : ● **মকর** অতিক্রান্ত যে স্থান বা কাল হইতে; অথবা, যে বিশেষ কাল হইতে বাহ্যিক ফসলাদির (ধান প্রভৃতির) **ম**-করণ কার্য্যাদির সূচনা হইয়া থাকে; কিংবা, (কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত) **বর্ষে**র যে দিবসের পর হইতে বাংলার কৃষকেরা উৎপাদিত ধান্যাদির বিলিবণ্টন ও বিক্রিবাটা শুরু করিতেন (তার আগে করিতেন না)। ▫ পৌষসংক্রান্তি, বিষুব-রেখার দক্ষিণস্থ অয়নবৃত্ত (Tropic of Capricorn)। *

মকরধ্বজ : ● **মকর ধ্বজ** যাহার; অথবা, যাহা **ম**-করিবার (সীমায়িত করিয়া লেনদেন করিবার) ধারণা জনন করে; কিংবা, যাহা কামনা-বাসনা বৃদ্ধি (কামবৃদ্ধি) করে। / মকরের চিহ্ন থাকে যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ কামদেব, প্রদ্যুম্ন, রসসিন্দূর বিশেষ, পারদ-ভস্মের আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধ। *

মকরন্দ : ● **মকর**-এর রহস্যরূপের দাতা যে; অথবা, যাহা উৎপন্নের (উৎপাদিত শব্দের, পণ্যের) অর্থ বা অর্থমূল্য দেয়। / কাম দেয়

যে। (ব.শ.)। ◻ জ্ঞানরস, ধনরস, রসিক, কবি, ঘোষ, নন্দঘোষ, বিজ্ঞাপক-দোকানদার; (সাদৃশ্যে) পুষ্পমধু, কোকিল। *

মকরবাহন : ● যিনি (যে দেব) **মকর**-এ বাহিত হন; অথবা, যে উৎপন্নাদি সংবরণ-কারীগণ মকরণকারীদিগের (পণ্যজীবীদের) দ্বারা বাহিত হন। ◻ বরুণ। *

মকরবাহিনী : ● যিনি (যে দেবী) **মকর**-এ বাহিত হন; অথবা, পণ্যজীবী-ব্যবসায়ীগণ যে প্রবাহকে (পণ্যপ্রবাহকে) বহন করিয়া লইয়া চলে বা প্রবাহিত রাখে। ◻ গঙ্গা। *

মকরসংক্রান্তি : ● **মকর** সম্যক রূপে অতিক্রান্ত যে স্থান-কাল হইতে। (দ্র. **মকর-ক্রান্তি**)। ◻ সূর্য্যের মকররাশিতে গমন। *

মকরস্নান : ● **মকরসংক্রান্তিতে** (পণ্যপ্রবাহে, গঙ্গায়) যে স্নান করা হয়; অথবা, যে দিন হইতে পণ্যজীবী-ব্যবসায়ীদিগকে নতুন ফসলাদির বিক্রিবাটা শুরু করা হয়; কিংবা, (সারূপ্যে) যে দিন গঙ্গায় স্নান করা হয়। ◻ মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গাদিতে স্নান। *

মগ : ● **ম**-এর (মিত বিষয় বা বস্তুর) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, **ম**-কৃত বা মিত বিষয় বা বস্তু লইয়া বা লইতে গমন করে যে (যে সত্তা, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি, দেশ); কিংবা, মিত জ্ঞান, ধন, উৎপন্ন (পণ্য) ... ইত্যাদির (এমনকি পরিমিত জলের) আধার যে; অথবা, যে প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানাধার **মগ** (Magus) পণ্ডিতগণ যিশু খ্রিস্টের জন্মলগ্নে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন; কিংবা, যে জ্ঞানাধারগণের উত্তরসূরীগণ এখনও **মগ**-ব্রাহ্মণ (গ্রহ-বিপ্র) রূপে মেদিনীপুর জেলায় বসবাস করেন; অথবা, ধনের আধার বা পণ্যের আধার স্বরূপ ব্যবসায়ীগণ ব্রহ্মদেশ হইতে পণ্য লেনদেনের উদ্দেশে এদেশে গমনাগমন করিত; কিংবা, সমাজের বা রাষ্ট্রের নজরদারী দুর্বল হইয়া গেলেই যে পণ্যাধারগণের (**মগ**গণের) লেনদেন দস্যু-বৃত্তিতে রূপান্তরিত হইত (বর্ত্তমান বিশ্বে যাহা আরও উন্নীত প্রকারে হইতেছে)। ◻ **মগ**-ব্রাহ্মণ (মেদিনীপুর), শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোচ্চ, আরাকান বা ব্রহ্মের (বার্মার বা মায়ানমারের) মধ্য-যুগীয় অধিবাসী; 'জলের আধার' বা 'জলপাত্র' বা **মগ** (mug)। *

মগজ : ● **মগ** (সীমায়িত জ্ঞানের আধার) জনন করে যে; অথবা, বিভিন্ন ক্রিয়া ও ক্রিয়া-কারীদিগকে ধারণাদিতে সীমায়িত করিয়া জ্ঞানমূলক শব্দাদি রূপে জনন করে যে। ◻ মস্তিষ্ক (brain), মাথা, মেজাজ। *

মগডাল : ● **মগ** (সর্ব্বোচ্চ) যে ডাল। ◻ বৃক্ষের সর্বাপেক্ষা উঁচু শাখা।

মগধ : ● **মগ** (পণ্যের আধার) ধারণ করে যে বা যাহারা; অথবা, (৭০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে) যে দেশ বা জাতির মানুষেরা বিপুল পরিমাণে পণ্যোৎপাদন ও বিনিময়াদি করিতেন। ◻ দেশবিশেষ। *

মগরা : ● **মগ** (পণ্যজীবীগণ) রহে যাহাতে, তাহার আধার; অথবা, প্রাচীন বাংলায় যে স্থানে পণ্যজীবীগণ ব্যবসাদি করিতেন। ◻ গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, গঙ্গার মোহানা।

মগ্ন : ● **মগ** (সীমায়িতের গমন) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে সীমায়িত-মনা (নির্দ্দিষ্ট বিষয়াতুর, কামাতুর, ক্রোধাতুর, লোভাতুর ... প্রভৃতি আতুর) ব্যক্তি কোনো মানসিক বিষয়ে গমন বা প্রবেশ করিয়া তাহাতে সেভাবেই নিমজ্জিত আছেন বা ডুবিয়া আছেন; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে সত্তার দেহ

কোনো দৃশ্য তরল সত্তায় ডুবিয়া আছে। ❑ ধ্যানমগ, বিস্ময়মগ্ন, প্রবিষ্ট, নিবিষ্ট, কৃত-মজ্জন, জলান্তঃপ্রবিষ্ট। *

মঙ্গল : ● **মঙ্গ** (রহস্যরূপী মিত সত্তার গমন) লালিত যাহাতে; অথবা, জগতের বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুকে মানুষের পক্ষে মানসিক ও বাহ্যিকভাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য পরিমিত-করণ ক্রিয়া লালন করে যে বা লালিত হয় যাহাতে। ❑ শুভ, কল্যাণকর, অভ্যুদয়কর, বৃদ্ধ্যর্থ, আভ্যুদয়িক কর্ম্ম ...। *

মঙ্গলকাব্য : ● (বঙ্গজাতির ইতিহাসের স্বর্ণযুগে বা মধ্যযুগে) সমাজের **মঙ্গল**-এর নিমিত্ত যে সকল **কাব্য** লিখিত হইয়াছিল। ❑ চণ্ডী**মঙ্গল**, ধর্ম্ম**মঙ্গল**, মনসা**মঙ্গল** ...। *

মঙ্গলগ্রহ : ● **মঙ্গল** করে যে গ্রহণকারী; অথবা, যাহার ভিতরে গ্রহণযোগ্য জগৎ পরিমিত রূপে থাকে।

মঙ্গলঘট : ● **মঙ্গল**-এর জন্য যে **ঘট** (ঘটনা) ঘটান হয়; অথবা, শুভঙ্কর ভবিষ্যৎ প্রকল্প থাকে যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) আম্রপত্র জল পূর্ণ ঘটি যাহাতে। ❑ উৎসবাদিতে মঙ্গলার্থ প্রতিষ্ঠাপিত সজল ঘট। *

মঙ্গলচণ্ডী : ● যে বিদ্রোহী জনগণ (**চণ্ডী**) সামাজিক ক্ষমতা দখলের পর সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত কর্ম্মরত হন। / যিনি সৃষ্টিতে মঙ্গলা, প্রলয়ে চণ্ডিকা। (ব.শ.)। ❑ মঙ্গলকর চণ্ডী, দুর্গামূর্ত্তিভেদ। (দ্র. **ভঙ্গামঙ্গলচণ্ডী**)। *

মঙ্গলবার : ● **মঙ্গল**কর যে **বার**[১]। *

মঙ্গলা : ● **মঙ্গল**-এর আধার যে। ❑ **পার্ব্বতী**, **দুর্ব্বা**, হরিদ্রা, পতিব্রতা।

মঙ্গলাদেশবৃত্ত : ● **মঙ্গল** আদেশ বৃত্তি যাহার। / মঙ্গলকথন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে যে; অথবা, মিথ্যা ধনপুত্রলাভাদি মঙ্গলবাক্য বলিয়া যে জীবিকার্জ্জন করে। (ব.শ.)।

মচ : ● **ম** (সীমায়িত-করণ) **চ** (চয়িত) যাহাতে; অথবা, কোনো নীরস বস্তুকে (মুড়ি, গাছের শুকনো ডাল ... প্রভৃতি) সীমায়িত করিয়া চয়ন করা হয় যাহাতে; কিংবা, লক্ষণার্থে, তদ্রূপ **মচ**-করণে যে 'মচ্' শব্দ হয়। ❑ কাষ্ঠাদি ভাঙার শব্দ, শুকনা পাতা পায়ে মাড়ানর শব্দ ...।

মচকা : ● **মচ** করে যে, তাহার আধার। ❑ মচ করিয়া ভাঙা বা মোচড় পাওয়া।

মচকান : ● **মচকা** অন (চলমান) যাহাতে। ❑ মচকে যাওয়া।

মচমচে : ● যাহা **মচ্মচ্** করে। ❑ মচ্মচ্ শব্দকারী, টাটকা (মুড়ি ইত্যাদি), কড়া ভাজা।

মজ : ● **ম** (সীমায়িতকরণ) জনিত যাহাতে; অথবা, মানুষকে সীমায়িত বা আত্মসংকুচিত (বিষয়াতুর, লোভাতুর প্রভৃতি নানা প্রকারের আতুর) হইতে আগ্রহান্বিত করে যে; কিংবা, মজ করে যে, **মজা** (তাৎক্ষণিক সুখ) পাওয়ায় যে, বা **মজায়** যে; অথবা, মানুষ যে বিষয় বা বাহ্যবস্তুতে আগ্রহান্বিত হইয়া নিজেকে সেই বিষয় বা বস্তু লাভের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র করিয়া বসে এবং সেই বস্তুলাভের জন্য তাহাতেই নি**মজ্জি**ত হয়। ❑ মগ্ন হওয়া, ডোবা, সর্ব্বস্বান্ত হওয়া, পতিত হওয়া, অধোগতিপ্রাপ্ত হওয়া; নিবিষ্ট হওয়া। *

মজনু : ● **মজ**-হওয়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, **মজিয়া** থাকা চলমান হইয়া স্থির রূপ লাভ করিয়াছে যাহাতে। ❑ প্রেমিক, পাগল, বিবাগী।

মজা : ● **মজ**-এর আধার যে; অথবা, **মজ**করণ (লোভাতুর করিয়া মনের সীমায়িত-করণ) করা থাকে যাহাতে; কিংবা, **মজ**-

করণের ফলে মানুষের ডুবে থাকা বা **মজা** পাওয়া (তাৎক্ষণিক সুখ পাওয়া) এবং তেকারণে **মজিয়া** যাওয়া বা ধ্বংস বা বিলুপ্তি হয় যাহাতে। ◻ তাৎক্ষণিক সুখে নিমগ্ন হওয়া, নিমগ্ন করান, ডুবান ...। ✻

মজাদার : ● **মজা** (তাৎক্ষণিক সুখ) দান রহে যাহাতে। ◻ ক্ষণিকসুখ-দাতা, স্বাদু, কৌতুকজনক। ✻

মজান : ● **মজা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **মজ**করণ (ডোবানো, মজা দেওয়া, তাৎক্ষণিক সুখ দেওয়া, ধ্বংস করা) চলিতে থাকে যাহাতে। ◻ সর্ব্বস্বান্ত করা, শুকাইয়া যাওয়া বা মরা (পুকুর মজা বা মরা)।

মজানী : ● **মজান** (ডোবানো) সক্রিয় যে প্রকৃতি আধারে; অথবা, যে নারী (তাঁহার রূপ গুণাদি দেখাইয়া পুরুষকে) **মজ**করণ করিয়া **মগ্ন** বা নিমজ্জিত করিয়া রাখে (এবং তাহার ফলে পুরুষটির সর্বনাশ হয়)। ◻ **মজা**য় বা নষ্ট করে এমন (স্ত্রীলোক)। ✻

মজুত : ● **মজ** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, **মজ**করণ (লোভাতুর হইয়া ডুবিয়া যাওয়া) না করিয়া লোভের বস্তুকে সংগ্রহ করা হয় যাহাতে। ◻ বর্ত্তমান, হস্তস্থিত, সঞ্চিত (টাকা), ব্যয় বাদে স্থিত, উদ্বৃত্ত। ✻

মজুতদার : ● **মজুত**করণ (**মজ**করণ নবরূপে উত্তীর্ণকরণের) দাতা রহে যাহাতে; অথবা, যে **মজুত** (সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয়) করে। / যে ব্যবসায়ী দ্রব্যাদি (সচরাচর অন্যায় ভাবে) মজুত করিয়া রাখে। ✻

মজুমদার : দ্র. **মধুকর**।

মজুর : ● **মজ**করণ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া আবর্ত্তমান যাহাতে; অথবা, যে মানুষ পেটের দায়ে কায়িক শ্রমকার্য্যে নিমগ্ন হইয়া ডুবিয়া মজিয়া যায় না, শ্রমমূল্যরূপে উত্তীর্ণ হইয়া উৎপাদিত দ্রব্যের ভিতরে আবর্ত্তমান থাকে। ◻ কায়িক শ্রমজীবী সাধারণ লোক, মুনিষ, জন, ভারবাহক, মুটে, কুলি। ✻

মজুরী : ● **মজুর**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **মজুর** (শ্রম, শ্রমকারী, শ্রমমূল্য) থাকে যাহাতে। ◻ মজুরের ভাড়া, কুলিভাড়া। ✻

মজে-হেজে যাওয়া (হেজে-মজে যাওয়া) : ● **মজে যাওয়া** (ক্রমান্বয়ে শুকাইয়া নষ্ট হওয়া) এবং **হেজে যাওয়া** (ক্রমান্বয়ে পচিয়া বিলুপ্ত হওয়া) ঘটে যাহাতে; অথবা, জীবের বংশের বা পুকুরের জলাদির বিলুপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যেরূপ ঘটে। ◻ শুকানো ও পচা, শুকাইয়া ও পচিয়া বিলুপ্ত হওয়া।

মঞ্চ : ● **মং** (সীমায়িতের রহস্যরূপ) **চ** (চয়িত) যাহাতে। / যাহাকে উচ্চে ভূত করা হইয়াছে। (ব.শ.)। ◻ পালঙ্ক, খাট, বেদি, মন্দিরস্থিত দেবতার অধিষ্ঠানবেদি, ক্ষেত্রে শস্যরক্ষার্থ রচিত উচ্চস্থান ... ইত্যাদি। ✻

মঞ্জ : ● **মঞ্‌** (সীমায়িতের রহস্যময়) জনন যাহাতে; অথবা, সত্তা তাহার সীমায়িত স্বরূপ (ভ্রূণ) জনন করে যাহাতে। ✻

মঞ্জর : ● **মঞ্জ** (ভ্রূণাদি) রহে যাহাতে। ◻ মঞ্জরী, মুক্তা, তিলকবৃক্ষ, বল্লী।

মঞ্জরি : ● **মঞ্জর** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, বৃক্ষের স্বগুণ স্বরূপ ভ্রূণাকারে জনিত বা নির্গত হয় যে কুঁড়িতে বা মুকুলে। ◻ মুকুল, বল্লরি, বৌল, মুক্তা, তুলসী, তিলকবৃক্ষ।

মঞ্জরিত : ● **মঞ্জরি** তারিত যাহাতে; অথবা, **মঞ্জরি**সমূহ নির্গত যাহাতে (যে রূপে)। ◻ সঞ্জাতমঞ্জরি, মঞ্জরিযুক্ত, কুসুমিত।

মঞ্জরী : ● **মঞ্জরি**র আধার যে। ◻ মুকুল-থোকা, বৌল, পুষ্পস্তবক, মালা, প্রবন্ধ-মালা,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ভিত্তিরচিত **পঙ্কময় পুষ্পস্তবক** ...।

মঞ্জীর : ● **মঞ্জ**-এর (সীমায়িত রহস্যময় শব্দ জননের) সক্রিয় আধার রহে যাহাতে; অথবা, শব্দমঞ্জরী আবদ্ধ রহে যাহাতে। ㄱ **নূপুর**। ✱

মঞ্জু : ● **মঞ্জ** (সীমায়িতের রহস্যময় জনন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, সীমায়িত রহস্যময় জনন **সুসমঞ্জস** হইয়াছে যাহার (যে শব্দ /স্পর্শ /রূপ /রস /গন্ধের); অথবা, যাহা সীমায়িত ও **সুসমঞ্জস** বলিয়া শুনিতে /ছুঁইতে /দেখিতে /খাইতে /শুঁখিতে ভাল লাগে। ㄱ সুন্দর, মনোরম, মধুর, চারু। ✱

মঞ্জুকেশী : ● **মঞ্জু** (সুসমঞ্জস) কেশ যাহার। / চারু কেশ যাহার। (ব.শ.)। ㄱ শ্রীকৃষ্ণ, শোভনকেশ, সুকেশ, মনোহর কেশবিশিষ্ট।

মঞ্জুগমন : ● **মঞ্জু** (সুসমঞ্জস) গমন যাহার। ◻ চারুগতি, সলীলগমন।

মঞ্জুগমনা : ● **মঞ্জু** (সুসমঞ্জস) গমনের আধার যে। / মঞ্জু গমন যাহার সে। (ছা.অ.)। ◻ হংসী।

মঞ্জুগীঃ : ● **মঞ্জু** (সুসমঞ্জস) গমন সক্রিয়-ভাবে আধারিত যাহাতে তাহার নির্য্যাস। ㄱ মধুরবচন।

মঞ্জুগুঞ্জ : ● **মঞ্জু** (সুসমঞ্জস) **গুঞ্জন** যাহাতে। ◻ মধুরগুঞ্জন, কলগুঞ্জিত।

মঞ্জুনাশিনী : ● **মঞ্জু** (সুসমঞ্জস) নাশ করে যে প্রকৃতি সত্তা। / সুন্দরীর গর্ব্ব হরণ করে যে। (ব.শ.)। ㄱ অতিসুন্দরী।

মঞ্জুনাশী : ● **মঞ্জু** (সুসমঞ্জস) নাশ করে যে; অথবা, যিনি এতই সুন্দরী যে অন্য সুন্দরীদিগের সৌন্দর্য্য তাঁহার নিকট ম্লান হইয়া যায়। / স্ত্রী-সৌন্দর্য্য নাশ করে যে। (ব.শ.)। ㄱ দুর্গা, শচী।

মঞ্জুবাক্ (মঞ্জুভাষ) : ● **মঞ্জু** (সুসমঞ্জস) বাক্য (ভাষণ) যাহার। ◻ মধুরবচন, শ্লক্ষ্ণবাক্ (শুক, কোকিল)।

মঞ্জুবাদিনী (মঞ্জুবাদী, মঞ্জুভাষিণী, মঞ্জুভাষী) : ● **মঞ্জু** (সুসমঞ্জস) বলে (ভাষে) যে স্ত্রী। ◻ মধুরবচনা।

মঞ্জুল : ● **মঞ্জু** (সুসমঞ্জস) লালিত যাহাতে। ㄱ মনোহর, সুন্দর, সমীচীন, মধুর, মঞ্জুযুক্ত।

মঞ্জুলা : ● **মঞ্জুল**-এর আধার যে। ◻ মনোহরা, সুন্দরী।

মঞ্জুশ্রী : ● **মঞ্জু** (সুসমঞ্জস) শ্রী (রূপাদি বর্ত্তমান) যাহার; অথবা, (জ্ঞানশক্তির, **কর্ম্ম**-শক্তির, রূপাদির ...) সার্ব্বিক বিচ্ছুরণের শ্রেষ্ঠ সুন্দর আধার যে। ◻ চারুশ্রীযুক্ত, বৌদ্ধতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ অর্জ্জনের বোধ। ✱

মঞ্জুষ : ● **মঞ্জু**র দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে; অথবা, সুসমঞ্জস জ্ঞানকর্ম্মের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে যে মনোরম কর্ম্মফলে (মানসিক বা বাহ্যিক উৎপন্নে)। ◻ প্রিয় সৃষ্টি, সুন্দর উৎপন্ন, বানানো সুন্দর দ্রব্য ...। ✱

মঞ্জুষা : ● **মঞ্জুষ**-এর আধার যে; অথবা, **মঞ্জুষ** থাকে যাহাতে (যে আধারে); কিংবা, মানসিক ও বাহ্যিক উৎপন্ন রাখা হয় যাহাতে। ◻ কাব্য**মঞ্জুষা**, মণি**মঞ্জুষা**, ভাজন, আধার, পেটক, পেটরা, সিন্দুক। ✱

মঞ্জুস্বন (মঞ্জুস্বর) : ● **মঞ্জু** (মধুর) স্বন (স্বর) যাহার। ◻ চারুরব, কলকণ্ঠ।

মঞ্জুহাসিনী : ● **মঞ্জু** (সুমিষ্ট) হাসেন যে নারী। ◻ প্রিয়হাসিনী। ✱

মঞ্জুর : ● **মঞ্জু** (সুসামঞ্জস্য) রহে যাহাতে; অথবা, সুসামঞ্জস্য রহে বলিয়া যাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় বা স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ◻ স্বীকৃতি, স্বীকৃত (sanctioned)। ✱

মঞ্জুরী : ● **মঞ্জুর**-এর (স্বীকৃতির) সক্রিয়

আধার যে। ❐ স্বীকার, সম্মতি। ∗

মট : ● সীমায়িতের টঙ্কার যাহাতে; অথবা, সঙ্কুচিত হইবার কারণে টঙ্কার করিয়া ভাঙিয়া যায় বা পৃথক হইয়া যায় যে। ❐ শক্ত জিনিস ভাঙার শব্দ, আঙুল ফোটানর শব্দ। ∗

মটক : ● **মট** (সঙ্কোচন-টঙ্কার) করে যে। ❐ রেশমের মটকা কাপড়। ∗

মটকা : ● **মটক**-এর (সঙ্কোচন-টঙ্কারীর) আধার যে; অথবা, **মটক**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, গৃহে খড়ের চাল, মোটা রেশমাদির কাপড়, মাটির কলসী, মানুষের শরীর, চোখ প্রভৃতির **মটক**করণ (সঙ্কোচন, পৃথককরণ) করা হয় যাহাতে। ❐ ঘরের চালের মাথা (মটকা-মারা = মটকা ছাওয়া); মোটা তসর-সূতার কাপড়; মাটির বড় কলসীবিশেষ; মৃতবৎ নিষ্পন্দ (মটকা মেরে থাকা = মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা); 'মট্' শব্দ করান; (চক্ষু) সঙ্কেতার্থ সঞ্চালিত করা, (চক্ষু) সবিলাস কটাক্ষযুক্ত করা। ∗

মটকান : ● **মটকা** (সঙ্কোচনে পৃথক করা বা হওয়া) অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ❐ 'মট্' শব্দ করান, (চক্ষু) সবিলাস কটাক্ষযুক্ত করা।

মটর : ● **মট** রহে যাহাতে; অথবা, খাইবার কালে যাহা 'মট্' করিয়া শব্দ করে। ❐ বর্ত্তুলাকার কলায়বিশেষ (pea)। ∗

মঠ : ● সীমায়িতের টঙ্কারস্থিতি যাহাতে; অথবা, বিশেষ সীমায় সীমায়িত জ্ঞান-কর্ম্মাদির বা ধর্ম্মাচারের টঙ্কার স্থিতরূপে থাকে যে স্থানে; কিংবা, **কর্ম্ম**যজ্ঞ হইতে উঠিয়া আসা বা **মট** করিয়া আসা প্রবাহ-বিচ্ছিন্ন জ্ঞান-এর বা অভিজ্ঞতার টঙ্কারস্থিতি বিরাজ করে যাহাতে। ❐ বেদপাঠক ছাত্রের বাসগৃহ, পরিব্রাজকাদির বাসগৃহ, বিহার, (একালে) পাঠশালা, পাঠমন্দির, বিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি। ∗

মঠি : ● **মঠ** সক্রিয় যাহাতে। ❐ ক্ষুদ্র মঠ।

মঠিকা : ● **মঠি** করা হয় যে আধারে। ❐ কুটীর, আশ্রম, বিহার।

মঠী : ● **মঠি**র আধার। ❐ আশ্রম, বিহার।

মড়া : ● **ম**-এর (সীমায়িতের) গড়ন রহে যে আধারে। ❐ মৃতদেহ, সপ্রণয় গালি। ∗

মণ : ● **ম** (আত্মসীমায়ন বা আত্মসঙ্কোচন) টঙ্কারিত যে বোধে; অথবা, সীমায়নের যে বিশেষ পর্য্যায়কে এককালে পরিমাপনের (**ম**-করণের বা **ম**-কারীর) পূর্ণ একক বলিয়া ধরা হইয়াছিল; কিংবা, পরিমাপনের যে পর্য্যায়কে এককালে পরিমাণ নির্ণয়ের শেষ একক বলিয়া ধরা হইয়াছিল। ❐ সনাতন **মাণব্**-এর **মণ**, চল্লিশ সের।

মণি : ● **মণ** (আত্ম-সীমায়ন বা আত্ম-সঙ্কোচন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা আত্ম-সঙ্কোচন করিয়া করিয়া একেবারে সারমর্মে পৌঁছিয়াছে; কিংবা, যে সত্তা তাহার নিজের শ্রেষ্ঠ সংক্ষিপ্তসারে সঙ্কুচিত বা পরিমিত হইয়া থাকে। ❐ শ্রেষ্ঠার্থ, চক্ষুর তারকা, লিঙ্গাগ্র, যোনি-অগ্র, মণিবন্ধ, শিশুর আদরের নাম, (সাদৃশ্যে) অশ্মজাতি, পদ্মরাগ মরকত আদি বহুমূল্য প্রস্তর, শিরোরত্ন, চুম্বক, স্ফটিক। ∗

মণিকণ্ঠ : ● **মণি** কণ্ঠে যাহার। ❐ চাষপক্ষী, চাতক, সোনাচড়া, নীলকণ্ঠ। ∗

মণিকোঠা : ● **মণি**র ন্যায় সর্ব্বোচ্চ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) কোঠা যাহাতে; অথবা, মানবমনের যে কোঠাবাড়ীর সর্ব্বোচ্চ কোঠায় কখনো-সখনো রবীন্দ্রকথিত **অরূপরতন** আসিয়া বসেন সেই **মণি**খচিত **মণি**ময় **কোঠা** ❐ (সাদৃশ্যে) মণিমণ্ডিত অট্টালিকা, অতুল

ঐশ্বর্য্য, জগন্নাথের মন্দির। ❋

মণিদ্বীপ : ● **মণি**র ন্যায় দ্বীপ যে; অথবা, জ্ঞানসুধা-সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ সারাৎসার যাহাতে। ◻ সুধাসিন্ধুস্থ মণিমণ্ডিত কল্পিত দ্বীপবিশেষ; মহাভারত। ❋

মণ্ড : ● **মণ**-এর (সত্তার সারাৎসার-করণের) গড়ান যাহাতে; অথবা, অদৃশ্য মানসসম্পদের সারাৎসার যাহাতে বা সারাৎসার নিষ্কাশন যাহাতে; কিংবা, সমাজের অর্জ্জিত সমস্ত জ্ঞান বা ক্ষমতা ... ইত্যাদির সার যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) দৃশ্য বাহ্যসম্পদ প্রভৃতির সারাৎসার যাহাতে বা সারাৎসার নিষ্কাশন যাহাতে; কিংবা, যে সার দ্বারা দেহাদিকে (সমাজদেহ ইত্যাদিকে) ভূষিত করা হয়। ◻ জ্ঞানসার, সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগীগণ, শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-যোগীগণ, রাষ্ট্রের আমলাগণ, (সাদৃশ্যে) সিদ্ধ তণ্ডুলের অগ্ররস, ফেন, দধ্যাদির অগ্ররস, ঘৃতোপরি বিদ্যমান সার, ভূষয়িতা, সুরা-সারাংশ; ভূষিত করা। ❋

মণ্ডক : ● (দৃশ্য) **মণ্ড** করে যে বা কৃত যাহাতে। ◻ গীতাঙ্গবিশেষ, (সাদৃশ্যে) গমের রুটি।

মণ্ডন : ● (দৃশ্য ও অদৃশ্য) **মণ্ড** (সারাৎসার-করণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যিনি তৎকাল অবধি ভারত সমাজের অর্জ্জিত জ্ঞানের সারাৎসার (**মণ্ড**) ধারণ করিতেন; কিংবা, যাহা দ্বারা কোনো দৃশ্য সত্তাকে ভূষিত করা হয়। ◻ প্রসিদ্ধ মীমাংসা-পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্র; (সাদৃশ্যে) ভূষয়িতা, অলঙ্করণশীল, ভূষণ, অলঙ্কার, অলঙ্করণ। ❋

মণ্ডপ : ● **মণ্ড** (সংস্কৃতি-সারাদি) পালন করে যে, বা পালিত যেখানে বা যাহাতে। / **মণ্ড** (ভূষা) রক্ষা করে যে; অথবা, মণ্ড পান করে যে। (ব.শ.)। ◻ অতিথি আদি নিমিত্ত গৃহ, উৎসবার্থ রচিত গৃহ, কুঞ্জ, চণ্ডী-**মণ্ডপ**, পূজা**মণ্ডপ**, বিবাহ**মণ্ডপ**, সভা**মণ্ডপ**।

মণ্ডল : ● **মণ্ড** (সারাৎসারের গড়ান-উড়ান) লালিত যাহাতে (যে বৃত্তাকার আধারে)। / 'ভূষাকারক' অথবা, **ভূষা** করে যে। (ব.শ.)। ◻ মণ্ডলাকারে পরিণত সমূহমাত্র, রাষ্ট্র, গণ, বৃন্দ, চক্র, দেশের প্রধান ব্যক্তি, অধ্যক্ষ, মোড়ল ...; (সাদৃশ্যে) গোল, বৃত্তাকার বস্তুমাত্র, মণ্ডলাকারে কুক্কুরের অবস্থান।

মণ্ডলাকার : ● **মণ্ডল**-এর ন্যায় আকার যাহার। ◻ গোলাকৃতি।

মণ্ডলাধিপ : ● **মণ্ডল**-এর অধিপতি যে। ◻ রাজবিশেষ, মধ্যম।

মণ্ডলাধীশ : ● **মণ্ডল**-এর অধীশ যিনি। ◻ রাজবিশেষ, মধ্যম।

মণ্ডলেশ (মণ্ডলেশ্বর) : ● **মণ্ডল**-এর ঈশ (ঈশ্বর) যিনি। / যিনি সার্ব্বভৌম নহেন, অর্থাৎ ভূমির একদেশের অধিপতি। (ব.শ.)। ◻ ক্ষুদ্ররাজ্যপতি।

মণ্ডলাবৃত্তি : ● **মণ্ডল**-এর ন্যায় **আবর্ত্তন** যাহার। ◻ মণ্ডলাবর্ত্তন, ঘূর্ণন।

মণ্ডলিয়া : ● **মণ্ডল** সক্রিয়ভাবে যায় যাহাতে; অথবা, যিনি **মণ্ডল**কে সক্রিয়ভাবে চালনা করিয়া থাকেন। ◻ মণ্ডলের প্রধান ব্যক্তি, মোড়ল। ❋

মণ্ডলী : ● **মণ্ডল**-এর সক্রিয় আধার যে। ◻ মণ্ডলবান, সমূহ, গণ, দেশাধিপতি, মোড়ল; (সাদৃশ্যে) বিম্ব, বৃত্তাকৃতি, ঘূর্ণী, কুক্কুর। ❋

মণ্ডলীকৃত : ● যাহাকে **মণ্ডলী** করা হইয়াছে। ◻ বক্রীকৃত, সমাকৃষ্ট।

মণ্ডলী-স্বত্ব : ● **মণ্ডলী** (মোড়লী) করিবার স্বত্ব বা অধিকার থাকে যাহাতে; অথবা, পাঁচগ্রাম বা দশগ্রামের খাজনাদি আদায় করিয়া নিজের

পাওনা রাখিয়া বাকি টাকা জমিদারকে বা সরকারকে জমা দেওয়ার অধিকার থাকিত যাহাতে (যে পাঁচগ্রামী বা দশগ্রামী **মণ্ডলী-স্বত্বে**); কিংবা, যাহা ক্ষতিপূরণ দানপূর্ব্বক জমিদারী-স্বত্ব বিলোপের ন্যায় (১৯৫৬ সালে মেদিনীপুর জেলায়) লোপ করা হইয়াছিল।

মণ্ডা : ● **মণ্ড**-এর আধার যে; অথবা, জ্ঞানযোগী কর্ম্মযোগী বা আমলাদিগের আধার যে। ◘ শিষ্যগণ, বানরী বা কেরানীকুল; (সাদৃশ্যে) স্ত্রী আমলকী, চিনির রসে পাক-করা ছানার মিষ্টান্নবিশেষ।

মণ্ডিত : ● **মণ্ড** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ◘ অলঙ্কৃত, ভূষিত, শোভিত, বেষ্টিত।

মণ্ডূক : ● (অদৃশ্য) **মণ্ড**-কে (জ্ঞানের সারাৎ-সারকে) নবরূপে উত্তীর্ণ করে বা অজ্ঞতায় পরিণত করে যে; অথবা, যাহার জ্ঞান (নিজের বিষয়টিতে) এতই সীমায়িত (ও নিবদ্ধ) যে, জ্ঞানসমুদ্রের তুলনায় তাহা আর জ্ঞান পদবাচ্য থাকে না; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহাকে 'কুয়োর ব্যাঙ' বলা হয়। ◘ মৌলবাদী জ্ঞানী বা বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, স্পেশালিস্ট; (সাদৃশ্যে) কুয়োর ব্যাঙ।

মৎ : ● ম-এর (পরিমাপিত সত্তার) তারণ যাহাতে; অথবা, যাহাকে **ম** করিয়া, মনে মনে মনন বা একপ্রকার পরিমাপন করিয়া, সীমায়িত করিয়া, মেধাশ্রম প্রয়োগপূর্ব্বক উৎপাদন করিয়া, সংগ্রহ করিয়া, আপন অধিকারে আনা গিয়াছে, তাহার তারণ যাহাতে; কিংবা, আমার (অন্য কাহারও নহে)। ◘ মদীয়, আমার। ✱

মত : ● **ম** (**মনন**কৃত, মনে মনে পরিমাপিত, সীমায়িত) সত্তা তারিত যাহাতে; অথবা, **মন** তারিত যাহাতে; কিংবা, যাহাকে (জগতের যে যে ঘটনা, বিষয় বা বস্তুকে) মনে মনে মাপিয়া স্থিরীকৃত-ধারণায় পরিণত করা হইয়াছে; অথবা, **মনন**কৃতের তারিত রূপের ন্যায় করা হয় যাহাতে; কিংবা, মনোভূমি বা বাহ্যভূমি একরকম (একমত) করা হয় যাহাতে (বা যাহা দ্বারা)। ◘ জ্ঞাত, সম্মত, সম্মতকর্ম্ম, নীতিধর্ম্ম-বিষয়ক সিদ্ধান্ত; সদৃশ, তুল্য। ✱

মতন : ● **মত**করণ (স্থিরীকৃত-ধারণার ন্যায় করা বা সম-**মত** করা) অন (চলমান) যাহাতে। ◘ সম্মত, অভিমত, তুল্য, সদৃশ।

মতবাদ : ● **মত** (স্থিরীকৃত-ধারণা) স্বরূপ বাদ বা কথা যাহাতে। (... মানুষের সত্যজ্ঞান এক-একটি মতবাদকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর, সুতরাং এক হিসেবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোটো এবং অসম্পূর্ণ। ... রবীন্দ্রনাথ, 'মত' / ৭ম খণ্ড)। ◘ তত্ত্বকথা, আদর্শ, (ideology)। (দ্র. **নিঃশ্বাস**)।

মতলব : ● **মত** (স্থিরীকৃত-ধারণা) লালিত ও বাহিত যাহাতে; অথবা, অভি**মত**ধারীর **মতা**নুসারে (স্থিরীকৃত-ধারণা অনুসারে) যে চেষ্টা চালান হয়। ◘ অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, ইচ্ছা।

মতান্তর : ● **মত**-এর (স্থিরীকৃত-ধারণার) অন্তর যাহাতে। ◘ ভিন্ন মত, পৃথক ধর্ম্মমত।

মতি : ● **মত** (স্থিরীকৃত-ধারণাদি) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **মন**-এর অর্জ্জিত জগতের স্থিরীকৃত-ধারণাদিসমূহ বা **মত**সমূহ সক্রিয় থাকে যাহাতে। ◘ স্মৃতি, নিশ্চয়, সঙ্কল্প, ... অর্থনির্দ্ধারণ, বুদ্ধি। ✱

মতিগতি : ● **মতি**র (মতসমূহের সক্রিয়-তার) **গতি** (গতিমুখ বা অভিমুখ) বিষয়ক ধারণা যাহাতে। ◘ মনোগত বৃত্তি। ✱

মতিচ্ছন্ন : ● **মতি** (মতসমূহের সক্রিয়তা) আচ্ছাদিত যাহার। ◘ আচ্ছন্নমতি, কর্ত্তব্য-

জ্ঞানহীন, বুদ্ধিভ্রংশ, মতিভ্রম, দুর্ব্বুদ্ধি। ＊

মতিভ্রম : ● **মতি** (মতসমূহের সক্রিয়তা) **ভ্রম**শীল বা বিভ্রান্ত যাহাতে; অথবা, যে **মতি** স্থির নহে। ▢ বুদ্ধিবিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ। ＊

মতিমান : ● **মতি** (মতসমূহের সক্রিয়তা) পরিমিত রূপে অন (চলমান) যাহাতে। ▢ বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত। ＊

মতিলাল : ● **মতি** (মতসমূহের সক্রিয়তা) লালিত যাহার; অথবা, (তৎকাল অবধি মানুষের) অর্জ্জিত **মতসমূহ** লালন করেন যিনি (যে পণ্ডিত)। ▢ রাঢ়ীয় বাৎস্যগোত্র ব্রাহ্মণের উপাধি। ＊

মতিহার : ● **মতি** (মতসমূহের সক্রিয়তা বা সক্রিয় স্মৃতি) হরণ করে যে। ▢ শাক-বিশেষ, তামাকপাতা।

মতিহারী : ● **মতিহার** উৎপাদিত ও রপ্তানি হইত যে স্থান হইতে। ▢ বিহারের অন্তর্গত একটি অঞ্চল।

মতিহীন : ● **মতি** নেই যাহার। ▢ বুদ্ধিহীন, নির্ব্বোধ।

মতুয়া : ● **মত** (স্থিরীকৃত-ধারণা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া চলে যে আধারে বা রূপে। ▢ মত্ত, মাতোয়ারা, হরিচাঁদ ঠাকুরের (১৮১৮-১৮৭৮) প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়।

মতো : ● **মত** (স্থিরীকৃত-ধারণা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা শুধুমাত্র স্থিরীকৃত-ধারণানুসারে নয়, যে কোনো প্রকার বিষয় ও বস্তুর রূপগুণাদি অনুসারে ঘটে। ▢ অনুযায়ী, অনুরূপ, ন্যায়, অনুসারী।

মত্ত : ● **মদ** (সীমায়িত সত্তার তারণ বা দান) তারিত যাহাতে; অথবা, (চুয়াইয়া চুয়াইয়া যে তেজাদি অতি সীমায়িত বা পুঞ্জীভূত-ঘনীভূত-সঙ্কুচিতভাবে প্রসূত হয় সেই) বিদ্যামদ, বুদ্ধিমদ, পণ্যমদ, ধনমদ, ক্ষমতামদ, ঐশ্বর্য্যমদ ... কিংবা নিদেনপক্ষে বাহ্যমদ যাহার মাথায় বা পেটে গিয়াছে; অথবা, মানসিক বা দৈহিক ভাবে মাতাল হইয়া গিয়াছে যে। ▢ মদ্যমদ-বিহ্বল, বুদ্ধিমত্ত, ধনমত্ত, ক্ষমতামত্ত ...। ＊

মৎক : ● আমার (দ্বারা) করা হইয়াছে যাহা। ▢ মৎকৃত, মদীয়, মৎসম্বন্ধীয়, মৎস্বামিক, (সাদৃশ্যে) মৎকুণ, ছারপোকা। ＊

মৎকর্ম্ম : ● যাহা আমার কর্ম্ম।

মৎকৃত : ● যাহা আমার দ্বারা কৃত।

মৎপরায়ণ : ● যাহা আমার উপর নির্ভরশীল।

মৎসদৃশ : ● যাহা আমার ন্যায় দেখিতে।

মৎস : ● আমার অস্তিত্ব (অস্তিত্বের যৎ-কিঞ্চিৎ, অংশ, নির্য্যাস) যাহাতে; অথবা, যাহার ভিতরে আমার মেধা ও শ্রম ইত্যাদি আছে। ▢ 'আমার' 'আমার' বোধ।

মৎসর : ● **মৎস** রহে যাহাতে; অথবা, 'আমার-আমার-বোধ' থাকায় যে সত্তা অন্যের সম্পত্তি, শ্রী, উৎকর্ষ, শুভ ... ইত্যাদি সহিতে পারে না; কিংবা, যেহেতু প্রাচীন যৌথসমাজে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকার কথা ছিল না, কেহ তাহা অর্জ্জন করিলে অপরে তাহা সহিতে পারিত না। ▢ ঈর্ষী, ঈর্ষা, কৃপণ, পরসম্পত্তি অসহন। ＊

মৎস্য : ● **মৎস** থাকে যাহাতে; অথবা, আমার অস্তিত্ব (অস্তিত্বের যৎকিঞ্চিৎ, অংশ, নির্য্যাস) থাকে যাহাতে; অথবা 'এটি আমার' - এই (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বা ব্যক্তিমালিকানার) বোধ থাকে যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) সামাজিক-ব্যক্তিমালিকের (**মৎস্য**-এর) ন্যায় আচরণ যে জলজ প্রাণীর (মাছের)। ▢ ব্যক্তিমালিকানার বোধ, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবাদ,

ব্যক্তিমালিক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী; (সাদৃশ্যে) মীন, শফরী, মাছ। ❋

মৎস্যকেতু : ● **মৎস্য** কেতু যাহার; অথবা, ব্যক্তিমালিকানাই **কেতু** যাহার (যাহাদের); কিংবা, টাকা চাই, টাকা চাই, আরো আরো টাকা চাই - এই কামনা যাহাদের। ◘ শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগের দর্শন, কামদেব। ❋

মৎস্যগন্ধ : ● **মৎস্য**-এর (ব্যক্তিমালিকানার) গন্ধ যাহাতে; অথবা, 'আমার-আমার-গন্ধ' বা 'আমি-আমি-গন্ধ' কিংবা 'আমিষ-গন্ধ' যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) জলজ-মাছের গন্ধ যাহাতে। / মৎস্যগন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার। (ব.শ.)। ◘ মালিকানাগন্ধ, সম্পত্তিগন্ধ, মনীষীদিগের পক্ষে ঘৃণ্যগন্ধ, ব্যক্তিমালিকদিগের প্রিয়গন্ধ; (সাদৃশ্যে) জলীয় প্রাণী মাছের গন্ধ, আমিষগন্ধ, আমিষাশীদিগের প্রিয়গন্ধ। (আমাদের 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' গ্রন্থে **মৎস্যগন্ধ-মাত্রের** বাহ্যিকভাবে আঘ্রাত রূপ, **মৎস্যগন্ধ-মাত্রের** মানসিকভাবে আঘ্রাত রূপ, **মৎস্যগন্ধ-তন্মাত্রের** বাহ্যিকভাবে আঘ্রাত রূপ, এবং **মৎস্যগন্ধ-তন্মাত্রের** মানসিকভাবে আঘ্রাত রূপ — এই চারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।) ❋❋

মৎস্যগন্ধা : ● **মৎস্যগন্ধের** আধার যে; অথবা, ভারতসমাজে (প্রাচীন যৌথসমাজ হইতে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক বর্ত্তমান সমাজে উত্তরণের প্রাক্কালে) যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ব্যক্তিমালিকানার প্রাথমিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল (ব্যক্তিমালিকানার আবির্ভাব ঘটে তাহারও বহু পরে)। / মৎস্যগন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার। (স্ত্রী)। (ব.শ.)। ◘ (পৌরাণিক ভাষায়) সত্যবতী, ভীষ্মের বিমাতা। ❋

মৎস্যদেশ : ● যে দেশের জনসাধারণ সর্ব্বাগ্রে **মৎস্য**-এ বা ব্যক্তিমালিকে পরিণত হইয়াছিল। ◘ মহাভারত অনুসারে **বিরাট**-রাজের রাজধানী মৎস্য। ❋

মৎস্যাবতার : ● **মৎস্য**রূপে অবতীর্ণ যে; অথবা, যে সত্তা 'ব্যক্তিমালিকানার বোধ' রূপে মানবসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং সেরূপেই ক্রমবিকশিত হইয়া বর্ত্তমান আছে; কিংবা, ব্যক্তিপুঁজি (**নগদ-নারায়ণ**) প্রথম যে রূপে মানবসমাজে আবির্ভূত হইয়াছিল। ◘ বিষ্ণুর মীনরূপ অবতার। ❋

মৎস্যেন্দ্র (মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীননাথ) : ● **মৎস্য**সমূহের (ব্যক্তিমালিকদিগের) ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ) যিনি; অথবা, ভারতবর্ষীয় **নাথ**পন্থী-গণ যাঁহাকে 'আদিনাথ', 'মৎস্যেন্দ্র', 'মৎস্যেন্দ্র-নাথ', 'মৈচ্যান্দর', 'মচ্ছিন্দ্রনাথ', 'মোছন্দর', 'মীননাথ' ... ইত্যাদি নানা নামে আরাধনা করিয়া থাকেন। ❋

মত্য : ● **মত**করণ (সম-মত বা সম্মত করা) থাকে যাহাতে। /যাহা দ্বারা কৃষ্টক্ষেত্র সমতল-করণ রূপ কার্য্য সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ◘ মই, চষা ক্ষেত সমতল করার কাষ্ঠফলক।

মথ : ● **ম**-এর (সীমায়িত সত্তার) **থ** (স্থিতি) যাহাতে; অথবা, সীমায়িতকরণ থাকে যাহাতে; কিংবা, ঘাঁটিয়া মাড়িয়া সার নিষ্কাশন করা হয় যাহাতে। ◘ বিলোড়িত করা, নিপীড়িত করা, মর্দ্দন করা, চর্ব্বণ করা। ❋

মথন : ● **মথ** (পীড়ানাদি) অন (চলমান) যাহাতে। ◘ বিলোড়ন, ঘাতন, পীড়ন, মন্থন।

মথনী : ● **মথন**-এর (চলমান পীড়নাদির) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **মথন** করা হয়। ◘ মন্থনদণ্ড।

মথা : ● **মথ**-এর আধার যে। ◘ মথিত করা বা করান।

মথিত : ● **মথ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ▫ বিলোড়িত, কৃতমন্থন, নাশিত, ঘোল।

মথুরা : ● **মথ** (সারাৎসারকৃত বা সীমায়িত সত্তার থাকা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যে আধারে; অথবা, সমাজের মানসিক ও বাহ্যিক সারাৎসারের বিপুল অর্জ্জন ভোগাতিরিক্ত হইয়া অপেক্ষমান যাহাতে (যেখানে); কিংবা, উদ্বৃত্ত উৎপন্নাদি বিনিময়-কৃত হইবার নিমিত্ত রহে যেস্থানে। ⊓ মধুপুরা, মধুপুরী, মধুরা। ✱

মদ : ● **ম** (সীমায়িত সত্তার) দান যাহাতে; অথবা, ঐশ্বর্য্যবল বিদ্যাবল ধনবল জনবল যৌবনবল বাহুবল ... ইত্যাদি বলের সীমায়িত (পুঞ্জীভূত, ঘনীভূত) রূপের দান যাহাতে; কিংবা, যে সীমায়িত বলাদি অর্জ্জন বা গ্রহণ করিলে মানুষ **প্রমত্ত** হয়; কিংবা, পরব্রহ্মে আত্মলয় দ্বারা যে **প্রমদন**-জ্ঞান হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহা খাইলে মানুষ অসংযত আচরণ করে। (দ্র. **মত্ত**)। /যাহা মত্ততা সাধন করে। (ব.শ.)। ⊓ মত্তীভাব, মদ্য, সুরা, মধু, সোম, মত্ততাজনক পেয়মাত্র, গর্ব্ব। ✱

মদন : ● **মদ**করণ (মত্ততাসাধন করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে সত্তা বা ব্যবস্থা (বৃক্ষ) **মদ**করণ করে; কিংবা, যে সত্তা মানবমনে অধিষ্ঠান করিয়া তাহাকে কোনো বিষয় বা বস্তুতে **মত্ত** হইতে প্ররোচিত করে। ⊓ মদয়িতা, বসন্তকাল, ভ্রমর, বকুল, ময়নাগাছ; মন্মথ, কামদেব ...। ✱

মদনকণ্টক : ● **মদন**-এর নিমিত্ত যে কণ্টক উদ্ভূত হয়; অথবা, স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে লালিত-পালিত কোনো অচেনা যুবক ও যুবতী অকস্মাৎ পরস্পরের সম্মুখস্থ হইয়া পড়িলে তাহাদের গায়ে যে কাঁটা দেয় (যত চেনা বা শহুরে তত এরূপ কম ঘটে)। ⊓ অনুরাগজন্য পুলক; মদনকাঁটা। ✱

মদনপক্ষী : ▫ শারিকা, ময়না।

মদনসারিকা : ● যে **শারিকা**পক্ষী কাম উদ্দীপন করে। ▫ শারিকা, ময়না।

মদনা : ▫ **মদনসারিকা**, শালিক, ময়না।

মদনালয় (মদনাসন) : ● **মদন**-এর আলয় (আসন) যেখানে; অথবা, **মদন** যেখানে আসীন হন। ⊓ যোনি, (জ্যোতিষে) লগ্নাবধি সপ্তম স্থান, জায়াস্থান। (ব.শ.)।

মদি (মদিকা) : ● **ম** (সম-মতকরণ) দান করা সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **মদি**করণ করা (বাহ্যভূমি সম-মতকরণ করা) হয়। ▫ চাষের মই, মত্য।

মদির : ● **মদ** (মত্ততাসাধন) সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে। / যাহা মাদন সাধন করে। (ব.শ.)। ▫ মদকর, মত্ত, বিহ্বল, বিভোর।

মদিরা : ● **মদির**-এর (মাদনসাধনের) আধার যে। ⊓ সুরা, মদ্য, **মত্তখঞ্জনী**, দুর্গা।

মদীয় : ● **মৎ**-এর ('আমার'-এর) সক্রিয় আধার যায় যাহাতে। ▫ **মৎসম্বন্ধী, মামক, মম**।

মদ্য : ● **মদ** (মত্ততাসাধন) থাকে যাহাতে। / যাহা মত্ততা সাধন করে। (ব.শ.)। ▫ মদকর, মদ, মাদকপেয়মাত্র। ✱

মদ্র : ● **মদ**-এর (মত্ততাসাধনের) আবর্ত্তন চলে যাহাতে; অথবা, যাহারা নিজেদের লইয়া (নিজেদের কৃতি ও সংস্কৃতি লইয়া) নিজেরা মত্ত থাকে; কিংবা, বেদবাদীগণের কৃতি-সংস্কৃতি গ্রহণ করিত না বলিয়া বেদবাদীগণ যাহাদের নিন্দা করিত। ⊓ দেশবিশেষ, মদ্রবাসিগণ, মদ্ররাজ। ... ✱

মধ : ● **ম** (সীমায়িত) ধারিত যাহাতে; অথবা, সীমিতের বা কেন্দ্রীকৃতের আধার যে; কিংবা, যাহা উৎকৃষ্ট নহে, অপকৃষ্টও

নহে, **মধ্যবর্ত্তী** বা মাঝারি স্বভাবের।

মধু : ● মধ (সীমায়িতের ধারক) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত অপকৃষ্ট গুণসম্পন্ন হইতে পারে কিন্তু কখনোই **মধ্যবর্ত্তী** হয় না; অথবা, যে সীমায়িত-ধারী নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অসীমায়িতকে ধারণ করে বা অসীমের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ধারণ করে; কিংবা, **মনন**কার্য্য দ্বারা (**মত**, **মদ**, **মধ** প্রভৃতি অর্জ্জন পার হইয়া) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে জ্ঞানরস লাভ করা যায়; অথবা, **মন** দ্বারা ভোগ্য যে জ্ঞানসুধা কঠিন (গুরুগম্ভীর) হয় না, তরলও (লঘুও) হয় না; কিংবা, **মধু**-আচার্য্য (**মধ্বাচার্য্য**) যে জ্ঞানসুধা বিতরণ করিতেন (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁহার অনুসারী ছিলেন); অথবা, পণ্যমূল্য (সাদৃশ্যে পুষ্পরস) সংগৃহীত হয় যে ধনরসে বা ধন**মধু**তে (ধনসম্পদে); কিংবা, পুষ্পরস সংগৃহীত হয় যে বাহ্যরসে বা বাহ্য**মধু**তে। ◻ **জ্ঞানমধু** — জ্ঞানরস, মধুররস, ছন্দোভেদ, মুখামৃত, অধররস, মাধব, মধুকবি, মধুকণ্ঠ, মধুছন্দা, মধুকর (জ্ঞানভিক্ষু), মাধুকরী (জ্ঞানভিক্ষাবৃত্তি), মধুক (জ্ঞানচর্চাকারী), মহুয়াগাছ (জ্ঞানচর্চার বা সঙ্গীতাদির প্রতিষ্ঠান, আখড়াদি); **ধনমধু** — পণ্যমূল্য (পুষ্পরস), মধুবংশীয়গণ, কার্ত্তবীর্য্যরাজ, যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ, লবণদৈত্যের পিতা, মধুসূদন, যাদব, সাধব, মধুকর (সদাগরের ডিঙা), মাধুকরী (অন্ন বা ধনভিখারী), মহুয়াগাছ (পণ্যউৎপাদক সংস্থা); **বাহ্যমধ** — পুষ্পরস, মৌ, মাক্ষিক মধু (মক্ষিকাসঞ্চিত মৌ), মৌচাক, মধুকর (মৌমাছি), মহুয়াগাছ, যষ্টিমধু, মকরন্দ, মধুদ্রব্যমাত্র। ✱

মধুক (মধুল, মহুল, মধুকা, মধুয়া, মহুয়া) : ● মধু করে যে ব্যবস্থা বা বৃক্ষ; (**মধু** লালিত যাহাতে; **মহ্** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত যাহাতে; **মধুক**-এর আধার যে; **মধু** যায় বা চলে যাহাতে; **মহ্** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় বা চলে যাহাতে); অথবা, যে ব্যবস্থার উৎপাদিত পণ্য হইতে আমোদন (বিনোদন) হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বৃক্ষের পুষ্প হইতে **মদ** প্রস্তুত হয়। ◻ কীর্ত্তনাদির প্রতিষ্ঠান; (সাদৃশ্যে) মউয়াগাছ, মউল ...। ✱

মধুকর : ● মধু (সংগ্রহ) করে যে; অথবা, পণ্য**মধু** বা ধন**মধু** সংগ্রহ করে যে; কিংবা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় যাহাদিগকে **ভ্রমর, ভৃঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গী, মধুকর** প্রভৃতি নামে ও মোগলযুগে যাহাদিগকে **সরকার, মজুমদার, তরফদার, বকশি** প্রভৃতি নামে সম্বোধন তথা উল্লেখ করা হইত এবং বর্ত্তমানে স্বাধীন বাংলার শাসক ও প্রশাসক অধ্যাপকেরা যাহাদিগকে 'কালেক্টর', 'ট্যাক্স-কালেক্টর', 'রেন্ট-কালেক্টর' ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন তথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। /মধু সঞ্চয় করে যে। (ব.শ.)। ◻ কামিজন, ভ্রমর, ভৃঙ্গরাজ, সদাগরের বাণিজ্যতরীর নাম।

মধুকাল : ● মধু (শস্যমধু, ধনমধু, বাহ্যমধু..) সংগ্রহ (সঞ্চয়, বিতরণ, ভক্ষণ...) করা হয় যে কালে। ◻ বসন্তকাল, ফাল্গুন-চৈত্রমাস। ✱

মধুকুল্যা : ● মধু (ধনমধু) কুল কুল করিয়া বহিয়া যায় যে প্রবাহে তাহার আধার যে; অথবা, প্রাচীন ভারতের যৌথ সমাজের যে যৌথসম্পদ কোনো মহর্ষির অধীনে রাখিয়া বিলি-বন্দোবস্ত করা হইত; কিংবা, পৌরাণিক তথ্যানুসারে, মানস-সরোবরের চারিদিকে বহু **মধুকুল্যা** সক্রিয় ছিল। (দ্র. **পুষ্কর, পুকুর**-

চুরি)। ❒ ঋষিকুল্যা, মধুপূর্ণ ক্ষুদ্র কৃত্রিম সরিৎ, মধুর নদী, পুষ্কর, পুষ্করিণী। *

মধুচ্ছন্দা : ● **মধু**র ন্যায় যাহার পদছন্দ; অথবা, যে কবিতার বা কন্যার পদছন্দ **মধু**র ন্যায় অর্থাৎ অসীমের ছন্দ ধারণ করে; কিংবা, যে কন্যা কখনো স্থির থাকে না, সদ্য হাঁটিতে শেখা শিশুর ন্যায় সর্ব্বদা নাচিতেছে বলিয়া মনে হয়। ❒ সুললিত ছন্দ। (যদিও সবাই শিশুদের হাঁটিতে বা ছুটিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের কোন ধরনের হাঁটাকে **মধুচ্ছন্দ** বলে তাহা অনেকেই জানেন না। তবে একবার দেখাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ দ্রষ্টামাত্রেই বলিবেন - সত্যই, **মধুচ্ছন্দ** বটে। এমনকি গোবৎস ও ছাগশিশুদের মধ্যেও প্রকৃতিপ্রদত্ত এই অমৃতলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ সভ্য হইয়া গেলে আর **মধুচ্ছন্দে** হাঁটিতে পারে না। কোনো কোনো আদিম সম্প্রদায়ের নারীগণ আজও চলিলে **মধুচ্ছন্দে** চলেন, সভ্যমানুষের ন্যায় হাঁটিতে পারেন না। তখন তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে।)

মধুপাল : ● **মধু** (জ্ঞানমধু বা ধনমধু) পালন করে যে; অথবা, জ্ঞানার্জ্জনকেন্দ্র বা ধনার্জ্জনকেন্দ্র পরিচালনা বা পালন করে যে; কিংবা, যাহাদিগকে একালে (বাংলার শাসক ও প্রশাসক-অধ্যাপকদিগের কল্যাণে) চ্যান্সেলার, প্রিন্সিপ্যাল ... বা ডাইরেক্টর, কন্ট্রোলার ... ইত্যাদি নামে সম্বোধন তথা উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ❒ মধুবনরক্ষক।

মধুপুরী : ● **মধু**র (জ্ঞানমধু ও ধনমধুর) কেন্দ্রস্বরূপ যে পুরী। ❒ মথুরা নগরী। *

মধুবন : ● **মধু** (ধনমধু) সংগ্রহ (সঞ্চয়, বিতরণ, ভক্ষণাদি) করা হয় যে সংসার অরণ্যে। ❒ বিক্রিবাটায় লিপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থা সমূহের জঙ্গল, লবণদৈত্যের পিতা মধুদৈত্যের উদ্যান, মধুবৃক্ষের বন, সুগ্রীবের মধুকসমূহের উদ্যান, মথুরামণ্ডলস্থ সপ্ত বনের একতম। *

মধুব্রত : ● / মধুসঞ্চয় যাহার ব্রত। (ব.শ.)। ❒ ভ্রমর। (জ্ঞানমধু, ধনমধু, পুষ্পমধু ... ইত্যাদি সঞ্চয় করা বা সংগ্রহ করা যাহাদের **ব্রত** তাদের প্রত্যেককেই **মধুব্রত** বা **মধুব্রতী** বলা যায়। কুবেরশাসিত বর্তমান গোলোকায়িত এই সভ্যতা ঘোষণা করিয়াছে যে, 'ধনমধুর পেছনে ছোটাই মানুষের একমাত্র উচিত কাজ। একালের সব মানুষেরই ধন-**মধুব্রত** গ্রহণ করা উচিত।' অনেকে তা করেছেও। রবীন্দ্রনাথের বাংলার ঠিক এখানেই আপত্তি। যে টাকাকে মানুষ জন্ম দিয়েছে, সেই টাকাই মানুষের একমাত্র আরাধ্য, একথায় তার রুচি হয় না। সে এখনও শুধুমাত্র টাকা রোজগার করেই জীবন কাটাতে রাজি হচ্ছে না।) *

মধুর : ● **মধু** রহে যাহাতে; অথবা, মননজাত জ্ঞান-**মধু**, মনন-শ্রমন জাত পণ্যরস বা ধন-মধ, কিংবা, নিদেনপক্ষে মধুমক্ষিকার সংগৃহীত বাহ্যমধু রহে যাহাতে। ❒ মধুযুক্ত, নয়ন-প্রীতিকর, প্রকৃতি-মনোহর, মঞ্জু, কোমল, ললিত, প্রসাদজনক, শুদ্ধমাধুর্য্যযুক্ত, কামগন্ধ-হীন, মিষ্টরস, পঞ্চরসের একতম, রক্তেক্ষু, কাজলা আখ, গুড় ...। *

মধুসূদন : ● **মধু**কে সূদন (হত্যা) করেন যিনি। /মধুদৈত্যকে নাশ করেন যিনি; অথবা, মধু ভক্ষণ করে যে। (ব.শ.)। ❒ মধুকবি, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, ভ্রমর। *

মধ্য : ● **মধ** থাকে যাহাতে। ❒ অন্তরস্থ, হারযষ্টিমধ্যগ্রথিত, অপক্ষপাত, উদাসীন, উৎকর্ষ-অপকর্ষ-হীন, নাতিহ্রস্ব-নাতিদীর্ঘ, কেন্দ্রস্থল, অন্তর, ভিতর ...। *

মধ্যম : ● **মধ্য** সীমায়িত যাহাতে। / যাহা গুণে বা জাতিধর্ম্মে উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্টের মধ্যবর্ত্তী। (ব.শ.)। ❒ পূর্ব্বাপরদ্বয়ের মধ্যভাগ, মধ্যজ, মাঝারি, নিমখাসা ...। *

মধ্ব (মধ্বাচার্য্য) : ● যে আচার্য্য জ্ঞানমধুর

আচারসমূহ শিক্ষা দেন। ❐ দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষের প্রবর্ত্তক। ইঁহার অন্য নাম 'আনন্দতীর্থ ভগবৎপাদ', 'পূর্ণপ্রজ্ঞা', ও 'মধু'। ইঁহার আবির্ভাবকাল খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী ছিলেন। *

মন : ● পরিমিত-করণ বা পরিমাপন অনুকৃত যাহাতে; বা, পরিপার্শ্বের প্রতিটি সত্তাকে নিজের ভিতরে আনিয়া (বা **অন্তঃকরণ** করিয়া) পরিমাপ করিয়া চলে যে; অথবা, মানুষের 'আমি'র (আমিত্ববোধের বা আত্মার) যে প্রধান কর্ম্মচারী (সরকারবাবু বা আমলার ন্যায়) অন্যান্য কর্ম্মচারীগণকে (ইন্দ্রিয়গণকে) পরিচালনা করে এবং তাহাদের অর্জ্জিত কর্ম্মফলাদি বুদ্ধি চিত্ত প্রমুখের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া 'আমি'র হাতে তুলিয়া দেয়; কিংবা, যাহা দ্বারা মানুষের **মনঃ**-ব্যবস্থাটি (মনঃ-যন্ত্রসম্পন্ন কারখানাটি) সক্রিয় হয়। (দ্র. **মনঃ**)। /যাহা দ্বারা মনন সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ❐ অন্তঃকরণ, চিত্ত, হৃদয়, মনীষা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মানসশক্তি, চনমন। *

মনঃ (মনস্) : ● **মন**করণ (পরিমাপকরণ) ব্যবস্থা সম্পূর্ণ যাহাতে; অথবা, পরমাপ্রকৃতি যে পরিমাপ-ব্যবস্থারূপ দপ্তরটিকে মানব-দেহের ভিতরে বসাইয়া রাখিয়াছেন; কিংবা, **মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়**সমূহ লইয়া যে দপ্তরটি মানবমস্তিষ্কে ও হৃদয়ে সক্রিয় থাকিয়া **মন**করণ করে। ❐ সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, মানস। (এই বিষয়টি এযাবৎ কোনো দেশের কোনো গ্রন্থেই যথার্থভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। আমাদের 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের **মান** শব্দের ব্যাখ্যায় তাহা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।) **

মনন : ● **মন** (পরিমাপন কার্য্য) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **মন** দ্বারা কোনো বিষয় বা বস্তুকে পরিমাপণ করা চলে যাহাতে। / বুদ্ধি দ্বারা পদার্থনির্ণয় যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ অববোধন, ভাবনা, একাগ্রচিন্তন, বুদ্ধি, অভিরুচি, ইচ্ছা, সঙ্কল্প, কল্পনা। *

মনিত : ● **মন** (পরিমাপন কার্য্য) সক্রিয়-ভাবে তারিত যাহাতে। ❐ পরিমাপিত, ভাবিত, চিন্তিত, বিদিত।

মনসা : ● **মনস**-এর (মাপনের অন্তিম আশ্রয়ের) আধার যে (যাঁহারা); অথবা, প্রাচীন ভারতীয় **ব্রহ্মজ্ঞানী**দিগের অর্জ্জিত জ্ঞানসমূহ অর্থহীন.বেদরূপে মনে রাখে যে জনগোষ্ঠী; কিংবা, প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে যে ধনীদিগের বংশ (নাগবংশ) বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের রক্ষার কারণ ছিল যে জনগোষ্ঠী। (দ্র. **জরৎকারু, জটাচার্ব্ব-বংশ**)। ❐ সর্পমন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিষহরী (ইনি জরৎকারুর পত্নী, আস্তীকের মাতা, বাসুকীর ভগিনী। *

মনহারী (মনোহারী, মনিহারী) : ● **মন** (পরিমাপকারী) হরণ করে যে সত্তা। ❐ চিত্তাকর্ষী।

মনীষা : ● **মন**-এর সক্রিয় আধার দিশাগ্রস্ত-ভাবে ধারিত যাহাতে। / মনের গমন (যাহাতে)। (ব.শ.)। ❐ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। *

মনীষী : ● **মন**-এর সক্রিয় আধার দিশাগ্রস্ত-ভাবে সক্রিয় যে আধারে। ❐ মনীষাবান, বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ, বিদ্বান, বুধ। *

মনু : ● **মন** (পরিমাপন কার্য্য) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **মন** আর পরিমাপ করে না, (কবে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান জানা যাবে তারপর সংসারযাত্রা শুরু করা যাবে এই বোকামি না করিয়া) যতখানি যা পরিমাপ করা বা জানা গিয়াছে তাহাকে সম্পূর্ণ ও

স্থির জ্ঞান ধরিয়া এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া আপাতত একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া জাগতিক বা সাংসারিক কাজকর্ম্ম চালায় যে (মানুষ, মানুষজাতি); কিংবা, 'আপাত-সম্পূর্ণ ও স্থির জ্ঞানের জ্ঞানী' যে মানুষ বা মানুষজাতি; অথবা, পঞ্জিকায় লিখিত 'এখন **বৈবস্বত** মনুর অধিকারকাল চলিতেছে' কথাটির অর্থ হইল, 'এখন আইনবোঝা নাগরিক মানুষের রাজত্বকাল চলিতেছে'। (দ্র. **স্বায়ম্ভুব-মনু, স্বারোচিষ-মনু**)। ▫ জ্ঞাতা, মনুষ্য, মনুষ্যজাতি। **

মনুজ : ● **মনু** হইতে জাত; অথবা, যে মানুষ **মনু** হইতে বা 'তৎকাল অবধি আপাত-সম্পূর্ণ স্থির-জ্ঞানের জ্ঞানী' হইতে জাত হইয়াছে; কিংবা, (যথা) যে 'সনাতন মানুষ' **স্বায়ম্ভুব-মনু** (প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে জাত মানুষ) হইতে জাত হইয়াছে; অথবা, (যথা) যে 'আধুনিক মানুষ' **বৈবস্বত-মনু** (বা রাষ্ট্রের আইনবোঝা নাগরিক মানুষ) হইতে জাত হইয়াছে; কিংবা, যে **মনু** হইতে জাত সেই স্বভাবের মানুষ যে। ▫ মনুজাত। *

মনুজা : ● **মনুজ**-এর আধার যে। ▫ মনুজাতা। *

মনুজেন্দ্র : ● **মনুজ**গণের **ইন্দ্র**। ▫ নরপতি, নরশ্রেষ্ঠ, রাজা।

মনুষ্য : ● **মনু** দিশাগ্রস্তভাবে প্রযুক্ত থাকে যাহাতে; অথবা, যে **মনু** হইতে জাত সেই **মনু**র স্বভাব বা রূপগুণ থাকে যে মানুষে। (দ্র. **মনুজ**)। ▫ (তত্তদ) মনুসদৃশ মানুষ। *

মনুষ্যত্ব : ● **মনুষ্য**-এর তারণ বাহিত যাহাতে; অথবা, সপ্তমনুর (সাতরকম মানুষের) উত্তরাধিকারী স্বরূপ যে সাতরকম মানুষ তাহাদের সাতরকম **মনুষ্য**গুণ থাকে যাহাতে; কিংবা, (সেই সাতরকম মনুষ্যত্বের ছয়রকম মনুষ্যত্ব বাদ দিয়া) শুধুমাত্র **স্বায়ম্ভুব-মনু**র উত্তরাধিকারীদের **মনুষ্য**গুণকেই চিহ্নিত করা হয় যাহাতে। ▫ **স্বায়ম্ভুব**-মনুষ্যের ভাব, সনাতন মানুষের ধর্ম্ম বা গুণ, **মাণব**গুণ। *

মনুসংহিতা : ● যে সংহিতা (আইনের বই) মনু কর্ত্তৃক রচিত; অথবা, বিশ্বে সর্ব্বপ্রথম যে আইনের বই লিখিত হইয়াছে। (দ্র. **ভৃগু-সংহিতা**)। ▫ মনুব্যাখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রবিশেষ।

মন্তব্য : ● **মন** (পরিমাপন কার্য্য) তারিত হইয়া বাহিত থাকে যাহাতে (যে বক্তব্যে)। ▫ মননীয়, জ্ঞেয়, চিন্তনীয়, ভাব্য।

মন্ত্র : ● **মন**কে ত্রাণ করে যে (উপায়); অথবা, সমস্যাগ্রস্ত মানুষের **মন**কে (মাপন-যন্ত্রকে) ত্রাণ করে যে (বিদ্যাদি); অথবা, যে উপায় (বিদ্যা, বুদ্ধি, তত্ত্ব, কলা, কৌশল প্রভৃতি) দ্বারা **মন**কে (সীমায়ন, পরিমাপন বা কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকারীকে) তাহার সমস্যা হইতে ত্রাণ করা যায়; কিংবা, শব্দের অর্থ খোয়াইয়া তথাকথিত **মন্ত্রা**চারীগণ যাহাকে কতকগুলি রহস্যময় অংবংচং-জাতীয় নানা অর্থহীন শব্দে পরিণত করিয়াছে। ▫ সমস্যা সমাধানের উপায়, বিদ্যা, তত্ত্ব, বুদ্ধি, গুপ্ত-পরিভাষণ, নিভৃতে কর্ত্তব্যাবধারণ; 'মন্ত্র' নামক অর্থহীন শব্দ, সাপের মন্ত্র। *

মন্ত্রকুশল : ● **মন্ত্র** (মন-ত্রাণোপায়) বিষয়ে কুশল যিনি। ▫ মন্ত্রণাপণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ। *

মন্ত্রকৃৎ : ● **মন্ত্র** (মন-ত্রাণোপায়) সৃজন করেন যিনি; অথবা, যিনি (প্রধানত) সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করেন। ▫ মন্ত্রস্রষ্টা, মন্ত্রপ্রযোক্তা, মন্ত্রণাকারী, মন্ত্রী। *

মন্ত্রগুপ্তি : ● **মন্ত্র**কে (... ত্রাণোপায়কে) গুপ্তকরণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, 'মন্ত্র গোপন

করিয়া রাখিব' - এই শপথ গ্রহণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, আজও দেশশাসন আরম্ভ করার প্রাক্কালে ভারতের শাসক (অর্থাৎ, লোকসভা, বিধানসভা প্রভৃতির সদস্য, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি ... প্রমুখ ভারতশাসকের খণ্ড-শাসনাসনে অধিষ্ঠিত খণ্ডশাসকগণ) যে শপথ গ্রহণ করিয়া থাকেন; অথবা, 'সত্যমেব জয়তে' ঘোষণাটি সম্মুখে রাখিয়া 'সত্য গোপন রাখিব' - এই শপথ গ্রহণ করা হয় যাহাতে। ⌐ মন্ত্রণাগোপন। ❋

মন্ত্রজ্ঞ : ● **মন্ত্র** (**মন**-ত্রাণোপায়) জানেন যিনি। ▢ বিদ্বান, মন্ত্রণাকুশল, অভিচারমন্ত্র-কুশল, বেদতত্ত্ববিৎ। ❋

মন্ত্রণ : ● **মন্ত্র**করণ অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **মন্ত্র**-উদ্ভাবন করার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত আলোচনা করা হয় যাহাতে। ▢ উপায়চিন্তন, শলা-পরামর্শ করা, গুপ্তভাবে বা নিভৃতে কর্ত্তব্যাবধারণ। ❋

মন্ত্রণা : ● **মন্ত্রণ**-এর (**মন**-ত্রাণোপায় চিন্তার) আধার যে; অথবা, কাহারও সহিত **মন্ত্রণ**-কার্য্য করা হয় যাহাতে। ⌐ উপায়চিন্তা, শলা-পরামর্শ, গুপ্ত আলাপ-আলোচনা।

মন্ত্রণালয় : ● যে স্থানে বা আলয়ে **মন্ত্রী**গণ **মন্ত্রণা** করিয়া থাকেন। ❋

মন্ত্রতন্ত্র : ● **মন্ত্র** ও **তন্ত্র** যাহাতে; অথবা, **মন**-ত্রাণোপায় ও **তন**-ত্রাণোপায় যাহাতে; কিংবা, মনের রোগ ও দেহের রোগ সারায় যে; অথবা, যাহা দ্বারা মানবসমাজের দার্শনিক (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক) ও পরিকাঠামোগত (রাষ্ট্রশরীর সংক্রান্ত) সমস্যাদির সমাধান করা হয়। ⌐ দর্শনসমস্যা-ত্রাতা ও দর্শকসমস্যা-ত্রাতা, জগদ্দর্শন-ত্রাতা ও তদ্রূপে জগদ্দর্শনকারী সমাজব্যবস্থার ত্রাতা; (পৌরাণিক ভাষায়) আভিচারিক **মন্ত্র** ও আভিচারিক করণ। ❋

মন্ত্রপূত : ● যাহা **মন্ত্র** (...ত্রাণোপায়) দ্বারা পবিত্রীকৃত করা হইয়াছে; অথবা, (যথা) কাচকে **মন্ত্র** দ্বারা পূত (উত্তল) করিলে সূর্য্যালোককেও আগুনে পরিণত করা যায়। ▢ অভিমন্ত্রিত। ❋

মন্ত্রী : ● **মন্ত্র**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যিনি সক্রিয়ভাবে **মন্ত্র**ধারণ (পূর্ব্বতন **মন্ত্র**-সমূহের ধারণ ও তাহাদের বিকাশসাধন) করেন; কিংবা, যিনি পূর্ব্বতন **মন্ত্রসমূহ** প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজনে নূতন **মন্ত্র** উদ্ভাবন করেন (এবং তাহার নিমিত্ত নানা জনের সহিত **মন্ত্রণা** করিয়া থাকেন)। ⌐ আলোচনাকুশল, মন্ত্রবান, মন্ত্রয়িতা, অমাত্যদিগের নির্দ্দেশক; (সাদৃশ্যে) দাবা খেলার ঘুঁটিবিশেষ।

মন্থ : ● **মন**করণের চেষ্টা (কেন্দ্রীকরণ বা সারসংক্ষেপন চেষ্টা) থাকে যাহাতে; অথবা, আত্মকেন্দ্রে সঙ্কোচন-চেষ্টা থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা কেন্দ্রের আকর্ষণ হইতে বাঁচিবার জন্য বাহিরে পলায়নের প্রবল চেষ্টা করে কিন্তু পারে না বলিয়া, বা, যাহা বাহিরের আঘাত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কেন্দ্রে পলাইবার প্রবল চেষ্টা করে কিন্তু পারে না বলিয়া, ঘুরিয়া মরে এবং নিজের ধরিয়া রাখা গুরুত্বাদি (মাখন, সম্পদ ইত্যাদি) ত্যাগ করিয়া হালকা বা পাতলা হইয়া যায়; অথবা, আত্মকেন্দ্রে ঘূর্ণনের ফলে সার-সংক্ষেপন ঘটে যাহাতে। ▢ বিলোড়ন, বিলোড়িত করা, মন্থন করা। ❋

মন্থজ : ● **মন্থন** (**মন্থ**করণ) হইতে জাত। ▢ মন্থনজাত, নবনীত। ❋

মন্থন : ● **মন্থ** অন (চলমান) যাহাতে। / যাহার দ্বারা বিলোড়ন সাধিত হয়; অথবা, পীড়ন-

পূর্ব্বক সর্ব্বস্বগ্রহণ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ▫ ঘুরাইয়া মারিয়া সম্পদ নিষ্কাশন বা হরণ, অরণিঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন, বধ; বিলোড়ন।

মন্থনদণ্ড : ● যে দণ্ডের সাহায্যে **মন্থন** করা হয়; অথবা, যাহা দ্বারা **সর কার** করা হয় বা জনসাধারণকে লুণ্ঠন করা হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দ্বারা **মাখন** তোলা হয়। (দ্র. **মন্দরপর্ব্বত**)। ▫ সরকার, রাষ্ট্রব্যবস্থা, (সাদৃশ্যে) বিলোড়নযষ্টি, মন্থান।

মন্থনী : ● **মন্থন**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ মন্থনপাত্র, মন্থনঘটী।

মন্থর : ● **মন্থ** (... সঙ্কোচন বা পিছুটান) থাকে যাহাতে; অথবা, পিছুটান থাকার কারণে শ্লথগতি হওয়ন রহে যাহাতে। ▫ মন্দগামী, বিলম্বমান, জড়, মন্দ্র, পৃথু, কোপ, বাধ। ✱

মন্থরা : ● **মন্থর**-এর আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী সেকেলে কৃষকদের ক্ষেতে মজুর খাটিত। ▫ কৈকেয়ীর দাসী। ✱

মন্থাচল (মন্থাদ্রি) : ● **মন্থ**করণ (শ্লথগতিতে চলন) করে যে অচল বা অদ্রি (সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থা, দ্র. **পর্ব্বত**); অথবা, যে সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা দীর্ঘকাল একই জ্ঞান (দর্শন) ও কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করিয়া মৌলবাদী হইয়া পড়িয়াছে। ▫ মন্দর পর্ব্বত। ✱

মন্দ : ● **মন** (... সংকোচন বা পিছুটান) প্রদত্ত যাহাতে; অথবা, পিছুটান থাকে বলিয়া যাহা দ্রুত যাইতে পারে না, শ্লথ হয়; অথবা, দ্রুতগতিময় জীবনে যাহা কিছু শ্লথগতি তাহাই **মন্দ** (খারাপ, বাজে, ক্ষতিকর) বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে। ▫ অলস, শীতক, মন্থরগামী; খারাপ, অহিতকর। ✱

মন্দগ (মন্দগতি, মন্দগমন, মন্দগামী) : ● **মন্দ** যাওয়া (গ, গতি, গমন, গামিতা) যাহার; অথবা, যে ধীরগতিতে যায়। ▫ ধীরগতি, মন্থরগামী।

মন্দাক্রান্তা : ● **মন্দ**-ক্রমে তারিত হয় যে; অথবা, ধীর পদক্ষেপে অতিক্রম করে যে (প্রকৃতি, ছন্দ ইত্যাদি)। ▫ মন্দগামিনী, সপ্তদশাক্ষরপাদ ছন্দোবিশেষ। ✱

মন্দর (মন্দরপর্ব্বত) : ● **মন্দ** (শ্লথগতি) রহে যাহাতে (যে প্রতিষ্ঠানে, ব্যবস্থায়); অথবা, যে সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা তাহার জনসাধারণের অগ্রগতিকে সীমায়িত, সঙ্কুচিত, পিছুটানগ্রস্ত হইতে (সেকেলে হইয়া থাকিতে) বাধ্য করে; কিংবা, এককালের ভারতীয় বিদ্যাবান ও ধনবানগণ (অসুর ও সুরেরা) যে **পর্ব্বত**কে (রাষ্ট্রব্যবস্থাকে) **মন্থনদণ্ড** করিয়া (লুণ্ঠতরাজের উপায় বানাইয়া) ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল। (দ্র. **সমুদ্রমন্থন, মন্থাচল**)। ▫ মৌলবাদী হয়ে পড়া রাষ্ট্রব্যবস্থা, (পৌরাণিক ভাষায়) মন্থাদ্রি, মন্থশৈল; (সাদৃশ্যে) মন্দারমালিকা। ✱

মন্দা : ● মন্দ-এর (সীমায়িতের, সঙ্কোচনের, টানিয়া ধরার, বা শ্লথগতির) আধার যে; অথবা, কোনো কিছু অধিক দৃঢ় শক্ত কঠিন দ্রুত সার্ব্বিক তীব্র বা সচল ভাবে করা যায় না যাহাতে। ▫ অল্প, শিথিল, জড়, দুষ্ট। ✱

মন্দাকিনী : ● যাহার গতিকে **মন্দ** (সীমায়িত, সঙ্কুচিত) করা হইয়াছে; অথবা, যে পণ্যপ্রবাহকে (গঙ্গাকে) সর্ব্বত্রগামী (জনসমুদ্রগামী) হইতে না দিয়া শুধুমাত্র স্বর্গলোকে (সম্প্রদায়শাসকদিগের মধ্যে) প্রবাহিত রাখা হইয়াছিল। / মন্দ মন্দ গমন করে যে। (ব.শ.)। ▫ স্বর্ণদী, আকাশগঙ্গা, চিত্রকূটনিকটস্থ নদীবিশেষ। ✱

মন্দার : ● **মন্দা** (সীমায়িত গতির আধার) রহে যাহাতে; অথবা, যে প্রতিষ্ঠান (পণ্য উৎপাদন

ব্যবস্থা, পরিবারব্যবস্থা) দীর্ঘকাল ধরিয়া একই জ্ঞানকর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকায় মৌলবাদী হইয়া জরদ্গব অবস্থায় পরিণত হইয়াছে; কিংবা, সকলের ভোগের জন্য পণ্য উৎপাদন না করিয়া যে প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র বিদেশে পাঠানোর জন্যই পণ্য উৎপাদন করে; অথবা, (সাদৃশ্যে) তদ্রূপ গাছ দেখা যায় না বলিয়া কাল্পনিক **পারিভদ্র** প্রভৃতি নামে যে ব্যবস্থাকে সম্বোধন করা হয়। ▫ পঞ্চ দেবতরুর (বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন-কারী ব্যবস্থার) অন্যতম, পারিভদ্রবৃক্ষ, অর্কবৃক্ষ (সরকারী উৎপাদনব্যবস্থা), মন্দারপুষ্প (নর্ম্মবাক্য ইহার দোহদ), হস্তী, ধূর্ত্ত; (সাদৃশ্যে) মাদার, ডহুফল বা ডেফলের গাছ। ✻

মন্দারমালা (মন্দারমালিকা) : ● **মন্দার**পুষ্প দিয়া যে মালা প্রস্তুত করা হয়; অথবা, রপ্তানির নিমিত্ত প্রস্তুত বেশ কিছু **মাল**-এর আধার (এককুড়ি পাঁচকুড়ির আঁটি ইত্যাদি) থাকে যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মাদার গাছের ফুলের মালা যাহাতে। ▫ রপ্তানিযোগ্য মালের প্যাকেট; (সাদৃশ্যে) অষ্টগুচ্ছ হার, মাদার ফুলের মালা। ✻

মন্দির : ● **মন্দ** (... সঙ্কোচনাদি) সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে; অথবা, যে স্থানে শস্যাদি রাখিলে যদবস্থায় রাখা হয় (কমবেশি) তদবস্থাতেই থাকে বা **মন্দ** (অবিকাশমান, শ্লথ-পরিণামী) থাকে; কিংবা, শস্যাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত মানুষ যে রৌদ্রবৃষ্টি-প্রতিরোধী আদিগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; অথবা, দিবানিশির চির-আশ্রয় আকাশতল ত্যাগ করিয়া আদিম শস্যসাম্পন্নিক মানুষ তাহার আপন 'নিদ্রার স্থান' যে শস্যাগার-ভবনে স্থানান্তরিত করিয়াছিল; কিংবা, সভ্যযুগের সূচনা হইলে যে ভবন সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্ররূপে সমাজ জগৎ ও জীবনকে **মন্দ** (সীমায়িত, সঙ্কুচিত, পীড়িত, শান্ত ...) করিতে আরম্ভ করে; অথবা, পরবর্তীকালে ক্রমজটিল জীবন হইতে পলাইয়া মানুষ যেখানে গিয়া **মন্দ** (শ্লথ, অন্তর্মুখী, সঙ্কুচিত, শান্ত) হয়; কিংবা, নিজ শয়নকক্ষ হইতে দেবমূর্ত্তির আবাসস্থল অবধি যে ভবন মানুষকে **মন্দ** (শ্লথ, আত্মকেন্দ্রিক, সীমায়িত, শান্ত ...) করে, শান্তি দেয়; অথবা, যাহার আড়ালে থাকিয়া অর্থগৃধ্নু অতি-নিপীড়কও আত্মপ্রবঞ্চনা করিবার অবকাশ দেখিতে পায়। / নিদ্রার স্থান। (ব.শ.)। ▫ আগার, গৃহ, ভবন, রাজভবন, প্রাসাদ, দেবগৃহ, বাসস্থানমাত্র।

মন্দোদরী : ● শাসকের আধারস্বরূপা যে কর্ম্মচারীগণ 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় স্বল্প বাহ্যসম্পদের বিনিময়ে রাজসেবা করিতেন। / মন্দ উদর যাহার। (ব.শ.)। ▫ ক্ষীণোদরী, রাবণমহিষী। ✻

মন্মথ : ● / মনকে মন্থন করে যে। (ব.শ.)। ▫ কামদেব, সুরতেচ্ছা, (সাদৃশ্যে) কপিত্থবৃক্ষ।

মন্যু : ● **মনন** (পরিমাপন করা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে যাহাতে; অথবা, যে মানুষের **মন** আর মনন না করিয়া, যতখানি করা হইয়াছে সেই বোধগুলি লইয়া (শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ, প্রণয়, ঈর্ষা, দ্বেষ ... লইয়া) আকুল হইয়া উঠে। ▫ শোকাদি-অভিমানী মানুষ, দৈন্য, ক্রতু, অহঙ্কার। ✻

মন্যুময় : ● **মন্যু** সীমায়িত রূপে যায় বা রহে যাহাতে। ▫ মন্যুপ্রচুর, ক্রোধ-দ্বেষ-ঈর্ষা-অসূয়াদি-পূরিত।

মন্বন্তর : ● **মনু**র (আপাতসম্পূর্ণ-স্থির-জ্ঞানীর) অন্তর যাহাতে; অর্থাৎ, এক **মনু**র তিরোভাবকাল হইতে পরবর্তী **মনু**র আবির্ভাব-

কাল পর্যন্ত সময়কাল যাহাতে; অথবা, (লক্ষ্ণার্থে) যে কালে জনসাধারণের দুর্গতির অন্ত থাকে না। ◻ দুই জাতের মানুষের (দুই **মনু**র) শাসনের মাঝে নৈরাজ্যের কাল। ✱

ম-ম (ম-ম করা) : দ্র. **-ম**।

মম : ● **ম** (সীমায়িত) **ম** (সীমায়িত) যাহাতে; অথবা, **ম**-এ (বোধরূপে) পরিণত বিষয় বস্তু প্রভৃতি **ম**-এর (সীমায়িত 'আমরা'র বা 'আমিত্ববোধ'-এর) অন্তর্ভুক্ত যাহাতে; কিংবা, ঝাঁকপ্রজাতির প্রত্যেক সদস্যের বা যৌথ-সমাজের সদস্যরূপী প্রত্যেক মানুষের তার ঝাঁকের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি যে 'আমার-বোধ' (**মম**) থাকে; অথবা, কামগন্ধহীনভাবে সর্ব্বভূতে নিজেকে দেখা হয় যাহাতে; কিংবা, যৌথতার ভিতরে থাকিয়া ব্যক্তিগতভাবে অন্য সকলের প্রতি টান থাকে যাহাতে। ◻ মমতা, মদীয়, আমার। ✱

মমকার : ● **মম**-করণ হইতে জাত যে; অথবা, পরের দুঃখকষ্টকে 'আমার' বলিয়া অনুভব করা হয় যাহাতে। ◻ মমকরণ, 'আমার' করা বা বলা।

মমকৃত্য : ● যাহা **মম**-কৃত (আমার-কৃত) হইয়াছে। ◻ **মমকার**।

মমতা[১] : ● **মম** (কামগন্ধহীন আমার-বোধ) তারণের আধার যে (তরল আবেগ); অথবা, কামগন্ধহীন 'আমার'-বোধ তারণ করা হয় যাহাতে (যে আচরণের বা আচরণকারীর মাধ্যমে); কিংবা, পরিবারের সমাজের পরিপার্শ্বের বিভিন্ন সত্তার সহিত আপনার ন্যায় আচরণ করা হয় যাহাতে (বা করেন যিনি); অথবা, অন্যদের প্রতি দয়া-দায়-কামহীন সেবা থাকে যাহাতে। ◻ মমভাব, মমত্ব, স্নেহ, কামগন্ধহীন মৎসম্বন্ধ। ✱

মমতা[২] : ◻ ইনি একটি পৌরাণিক চরিত্র, উতথ্যের পত্নী, ভরদ্বাজ ও দীর্ঘতমার মাতা। তাঁহার উত্তরসূরীদের সহিত **অঙ্গ বঙ্গ** ও **কলিঙ্গ** দেশের ইতিহাসের গভীর সম্বন্ধ আছে। ✱✱

মমত্ব : ● **মম**-র (কামগন্ধহীন 'আমার'-বোধের) তারণ বাহিত যাহাতে (যে তরল আবেগে)। ◻ মমতা, স্নেহ। ✱

ময় : ● **ম** (পরিমিত বিন্দুবৎ সত্তা) যায় যাহাতে; অথবা, বিন্দুতে (**ত্রসরেণু**তে বা ছয় পরমাণুতে) সীমায়িত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সত্তা ব্যাপ্ত থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দেহ ও মনকে **ময়**গ্রস্ত বা দূষিত করে। ◻ ব্যাপ্তি, বিকার।

ময়দা : ● **ময়**-এর (বিন্দুবৎ সত্তার) দানের আধার যে; অথবা, গমকে বিন্দুতে পরিণত করিয়া একত্রে দান করা হয় যাহাতে। ◻ গোধূম-চূর্ণ, মিহি আটা, (সাদৃশ্য) চূর্ণমাত্র। ✱

ময়দান : ● **ময়দা** (ত্রসরেণুর দান) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে **উন্মুক্ত প্রান্তর** অদৃশ্য পরমাণুবৎ ত্রসরেণুতে **পরিব্যাপ্ত** থাকে। ◻ ত্রসরেণুপূর্ণ মাঠ, **ধূলিময় প্রান্তর**, ফুটবল মাঠ, মাঠমাত্র। ✱

ময়দানব : ● **ময়**-এর (দক্ষতার বা প্রযুক্তি-বিদ্যার অজস্র সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোধকণার) দান বহন করে যে সত্তা (জনগোষ্ঠী); অথবা, প্রাচীন ভারতের গৃহ, প্রাসাদ, নগর নির্ম্মাণ-কারীদের (প্রাচীন ইঞ্জিনিয়ার, টেকনোক্র্যাট, আর্কিটেক্টগণের) নির্ম্মাণবোধ বা **ময়** বহন করিতেন যে বেদবাদী মানুষেরা। ◻ 'ময়মত' নামক গৃহনির্ম্মাণ শিল্পগ্রন্থ প্রণেতা, দানব-বিশেষ, ইনি দানবগণের শিল্পী। ✱

ময়ন : ● **ময়** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **ময়**করণ (ত্রসরেণুতে সীমায়িত সত্তাকে

বিকীর্ণ) করা হয় যাহাতে; কিংবা, যথা, মুকুল হইলে আমগাছের পাতায় ও ডালে মধুর যে সকল ত্রসরেণু ছড়াইয়া পড়ে। ❒ মধুচ্ছিষ্ট।

ময়না : ● **ময়ন**-এর (ত্রসরেণুতে সীমায়িত সত্তার বিকীর্ণকরণের) আধার যে; অথবা, **ময়ন** (ঘটনের ত্রসরেণুবৎ উৎসৃষ্টসমূহের বিকিরণ) থাকে যে আধারে; অথবা, প্রেমাঘাতের **ময়ন** (প্রেমাঘাতের মানসিক ত্রসরেণু-বিকিরণ) বা **ময়**-বিকিরণ থাকে যে (সত্তায়, **মদন**শারিকা পক্ষীর ডাকে); কিংবা, হিংসাঘাতের **ময়ন** (হিংসাঘাতের বাহ্যিক ত্রসরেণু-বিকিরণ) বা **ময়**-বিকিরণ থাকে যাহাতে (যে হিংসাক্ষেত্রে) ❒ আঘাতের বিকীর্ণ **ময়**চিহ্নধারক, আহত দেহ, বালিকার আদরের নাম, খলস্বভাব নারী, কুটনী, (লক্ষণার্থে) গালি, (সাদৃশ্যে) মদনশারিকা, বন্য সকন্টক ক্ষুপবিশেষ। *

ময়না তদন্ত : ● **ময়না**র (আহত দেহের) **তদন্ত** যাহাতে; অথবা, আঘাতের বিকীর্ণ **ময়ন**-এর **তদন্ত** যাহাতে; কিংবা, হিংসা-ঘাতের বিকীর্ণ বাহ্যিক ত্রসরেণুর চিহ্নগুলির মাধ্যমে আহত বা নিহত দেহের উপর আঘাতের বা খুনের রহস্য জানা হয় যাহাতে। ❒ খুনের শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা, post-mortem।

ময়লা : ● **ময়**-লালনের আধার যে; অথবা, বিন্দুবৎ অসার বস্তুসমুদয় লালিত যাহাতে। ❒ মল, বস্ত্রমল, বিবর্ণতা-জনক বস্তুমাত্র।

ময়ান (ময়েন) : ● **ময়**করণ অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, আটা ময়দা প্রভৃতি উপাদানের প্রতি বিন্দুকে ঘৃত**ময়** করা হয় যে ঘৃত-মিশ্রণ কার্য্যে। ❒ ঠাসিবার সময়ে ময়দায় মিশ্রিত ঘৃত।

ময়ূর : ● **ময়** (**মায়া**বিদ্যার যৎসামান্যের ধারক) নবরূপে আবর্ত্তমান যাহাতে; অথবা, সরকারী শিক্ষায় শিক্ষিত বা ট্রেনিংপ্রাপ্ত যে মানুষেরা তাহাদের বিদ্যানুযায়ী কর্ম্ম না করিয়া সাজিয়া-গুজিয়া (বুকে কাঁধে নানা প্রকার চিহ্ন বা শিরে শিরস্ত্রাণ বা উষ্ণীষ বাঁধিয়া) 'ফুলবাবু' বা 'কাঁচা-কাত্তিক' হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ও সুযোগ পাইলেই ধনীদের (ধনসম্পদ) ভক্ষণ করে; অথবা, (সাদৃশ্যে) - /সর্পকে হিংসা করে যে। (ব.শ.)। ❒ সেকালের সৈন্যবাহিনী, কার্ত্তিকের **বাহন**; (সাদৃশ্যে) বর্হী, শিখী (peacock)। *

মর : ● **ম** (সীমায়িত) হইয়া থাকে বা করিয়া রাখা হয় যাহাতে। ❒ মরণশীল, মর্ত্ত্য, মানব; প্রাণত্যাগ করা, মৃতবৎ বা নির্জীব হওয়া, কমিয়া যাওয়া ... ইত্যাদি। *

মরণ : ● **মর** (সীমায়িত করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **মর**করণ চলমান যাহাতে। ❒ মৃত্যু, নাশ। *

মরদ : ● **মর** (সীমায়িতের তদবস্থায় থাকা) দান করে যে। (দ্র. **মেয়েমর্দ্দ**)। ❒ পুরুষ, মর্দ্দ, সাহসিক পুরুষ, স্বামী। *

মরা : ● **মর**-এর (সীমায়িত করণের) আধার যে। ❒ মৃত, শুষ্ক, নিপীড়িত ...। *

মরীচ : ● **মর**-এর (সীমায়িত করণের) সক্রিয় আধার চয়নকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে **মর**-করণকারীর চয়ন বা চয়নচেষ্টা থাকে। ❒ (সাদৃশ্যে) গোলমরিচ।

মরীচি : ● **মরীচ** (...'মারিয়া ফেলিব' এই ভয় দেখানো) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, আদি শাসকের তাপ রক্তচক্ষু যাহাতে; কিংবা, ঝাল ঝাড়ে যে। ❒ সপ্তর্ষির একজন মুনিবিশেষ (ইনি দশ প্রজাপতির অন্যতম। ... ধ্যানরত ব্রহ্মার মানস হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ...), মরুদ্‌গণের একতম, কিরণ, রশ্মি।

মরীচিমালী : ● **মরীচি**র (শাসনতাপের) মালা ধারণ করেন যিনি; অথবা, সমাজ আকাশের যে শাসক লোকলস্করের সাহায্যে শাসনতাপ দেন; কিংবা, (সাদৃশ্যে) রশ্মি মালা ধারণ করে যে বাহ্যাকাশের দৃশ্য শাসক। ◻ লোকলস্করবান বা সৈন্যসামন্ত-বান; (সাদৃশ্যে) সূর্য্য। *

মরীচিকা : ● **মরীচি** কৃত যে আধারে। / সূর্য্যকিরণ প্রতিকৃতি (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◻ গ্রীষ্মে বালুকাপ্রতিফলিত জলবৎ প্রতীয়মান রবিকরমালা।

মরু : ● **মর** (সীমায়িতের তদবস্থায় রহা) নব-রূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **মর** (সীমায়িত সত্তা) আর সঙ্কুচিত না হইয়া প্রসারিত হয়; কিংবা, যে **মরা**-দেশ ক্রমশ বাড়ে। ◻ নির্জ্জলদেশ, বালুকাময় তৃণাদিহীন স্থান। *

মর্ত্ত : ● **মর্ত** (সীমায়িতের তদবস্থায় থাকা তারণপূর্ব্বক) তারিত যাহাতে; অথবা, মরণ গিয়া তারিত হয় যাহাতে (যে দেশ-কাল-পাত্রে); কিংবা, মরিয়া তারিত হওয়াই ধর্ম্ম যাহাতে। ◻ 'মর', মরণশীলতা, মরণধর্ম্ম, মনুষ্য, জীবমাত্র, পার্থিব সত্তাসমূহ। *

মর্ত্ত্য : ● **মর্ত্ত** (মরণধর্ম্ম) থাকে যাহাতে; অথবা, যে স্থান-কাল-পাত্র **মর্ত্ত**গুণ বহন করে। ◻ মরণধর্ম্মবান, মর্ত্তভব, পৃথিবীস্থ, মনুষ্যলোক, শরীর। *

মর্দ্দ : ● **মর্দ** (সঙ্কুচিতকরণ করা) দান করে যে; অথবা, **মরা**র ন্যায় বা **মরি**য়া যাইবে এইরূপ শক্তিপ্রয়োগ দান করে যে। ◻ পীড়ক, ক্ষোদ, চূর্ণন, পেষণ, সংঘর্ষ, বিঘট্টন।

মর্দ্দক : ● **মর্দ্দ** করে যে। ◻ পীড়ক, সংবাহক।

মর্দ্দন : ● **মর্দ্দ** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ ক্ষোদক, আঘাতে ধান্যাদিপৃথক্করণ, পেষণাধার।

মর্দ্দিত : ● **মর্দ্দ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ◻ চূর্ণীকৃত, নিষ্পিষ্ট, গ্রন্থিত, বিদলিত।

মর্ম্ম : ● **মর**করণকে সীমায়ন করে যে সীমায়নকারী; অথবা, **মর্মন** (সীমায়িত-রূপী মনন) সীমায়িত যাহাতে বা যেখানে; অথবা, (দুধ মরিয়া ক্ষীর হওয়ার ন্যায়) **মন** মরিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে যেখানে; কিংবা, মনের কেন্দ্রীভবন ঘটে যেখানে। ◻ প্রাণস্থান, জীবস্থান, মর্ম্মস্থান (দেহে ১০০টি, মতান্তরে ১০৭টি মর্ম্ম আছে।), সন্ধিস্থান, তত্ত্ব ...। *

মর্ম্মঘাতী (মর্ম্মচ্ছেদী, মর্ম্মভেদী) : ● যাহা **মর্ম্ম**কে আঘাত করে (ছিন্ন করে, ভিন্ন করে)।

মর্ম্মপীড়া (মর্ম্মব্যথা) : ● যাহা **মর্ম্ম**কে পীড়িত করে (ব্যথিত করে)।

মর্ম্মর : ● **মর্ম্ম** রহে যাহাতে; অথবা, যে সত্তা মর্ম্মের বা 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' হয় কিন্তু পারে না, শুধু ধ্বনিমাত্র করে কিংবা তা-ও করে না বা করিতে পারে না। ◻ মর্ম্মর-ধ্বনিযুক্ত, মর্ম্মরায়মান, পর্ণধ্বনি, মার্বেল পাথর। *

মর্ম্মান্তিক : ● **মর্ম্মে**র অন্তিকে যায় যে (ঘটনা); অথবা **মর্ম্মে**র গা ছুঁয়ে যায় যে (ঘটনা বা ব্যাপার)।

মর্ম্মাহত : ● যাহার **মর্ম্ম** আহত হইয়াছে; অথবা, যাহার **মর্ম্মে** আঘাত করা হইয়াছে।

মর্য্যাদা : ● **মর**-এর (সীমায়িতের তদবস্থায় স্থিতির) যাওয়া থাকে যে আধারে তাহার দাতা যে; অথবা, সত্তার সীমায়িত রূপ (চাষী, জেলে, বদ্যি ... ইত্যাদি রূপ) সক্রিয় থাকে যে প্রদত্ত সামাজিক অবস্থানে; কিংবা, সামাজিক সিঁড়ির যে ধাপে অবস্থান করিয়া মানুষ সেই ধাপের সামাজিক (অর্থনৈতিক,

রাজনৈতিক) সুযোগ-সুবিধাদি ভোগ করিতে পায়। ◻ সীমায়িত সমাজক্ষেত্র, বিধিব্যবস্থা, সম্মান, গৌরব; (সাদৃশ্যে) বাহ্যিক ক্ষেত্রসীমা, আলি, বেলা, কূল, সীমাচিহ্ন। ❋

মর্য্যাদাঅচল (মর্য্যাদাগিরি, মর্য্যাদা-পর্ব্বত) : ● **মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠিত রাখে যে অচলায়তন (গিরি, পর্ব্বত) বা সমাজব্যবস্থা (রাষ্ট্রব্যবস্থা)। ◻ সমাজ, রাষ্ট্র, (পৌরাণিক ভাষায়) সীমাচিহ্নভূত পর্ব্বত। ❋

মর্য্যাদাতিক্রম : ● **মর্য্যাদা**কে (স্বীকৃত সামাজিক অবস্থানকে) অতিক্রম করা হয় যাহাতে। ◻ মর্য্যাদালঙঘন, সীমাতিক্রম। ❋

মর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠা : ● **মর্য্যাদা** প্রতি-স্থাপিত (সামাজিকভাবে স্বীকৃত) যাহাতে। ❋

মর্শ : ● **মর** (সীমায়িতের তদবস্থায় থাকা) সার্ব্বিকভাবে প্রযুক্ত যাহাতে; অথবা, **মরা** বা স্থির ধারণার (তথ্যের) সার্ব্বিক প্রয়োগ-পূর্ব্বক বিচার-বিশ্লেষণ থাকে যাহাতে; কিংবা, সার্ব্বিক তথ্যের সরবরাহ ও বিচার-বিশ্লেষণ থাকে যাহাতে। ◻ বিষয়-স্পর্শ, প্রণিধান, পরামর্শ, চিন্তা।

মর্শন : ● **মর্শ** (সার্ব্বিক ... বিশ্লেষণ) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ চিন্তন, বিচারণ, মীমাংসা।

মর্ষ : ● **মর** (সীমায়িতের তদবস্থায় থাকা) দিশাগ্রস্তভাবে প্রযুক্ত যাহাতে; অথবা, **মরা** বা স্থির ধারণার (তথ্যের) দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ-পূর্ব্বক বিচার-বিশ্লেষণ থাকে যাহাতে; কিংবা, দিশাগ্রস্ত তথ্যের সরবরাহ ও একটেরে বিচার-বিশ্লেষণ থাকে যাহাতে। ◻ সহন, ক্ষমা, ক্ষম, নাশন।

মর্ষণ : ● **মর্ষ** (দিশাগ্রস্ত ... বিশ্লেষণ) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ সহন, ক্ষমা।

মর্ষিত : ● **মর্ষ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ◻ তিতিক্ষিত, সোঢ়।

মল : ● **ম** (সীমায়িত সত্তা) লালিত যাহাতে; অথবা, জগৎকে শ্রমাদি প্রয়োগে সারাৎসারে পরিণত করা হয় যাহাতে; কিংবা, যে সারাৎ-সারের কণারূপ বা **গন্ধ** মোহিত (মুগ্ধ) বা বিমোহিত (বিমুগ্ধ) করে; অথবা, অকৃত্রিম **বিশ্ব**কে সীমায়িত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **বিশ্ব** কণায় বা **পণ্যে** রূপান্তরিত করা হয় যাহাতে; কিংবা, যে উৎপাদন বা রূপান্তর কর্ম্ম বৈদিক-সমাজ কর্ত্তৃক নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল (দ্র. **গু**); অথবা, বেদজীবীগণ 'দুর্গন্ধযুক্ত' বলিয়া নিন্দা করিলেও পণ্যজীবী গণ যাহার 'সুগন্ধ'-এর উচ্চ প্রশংসা করিতেন; কিংবা, জগৎ হইতে খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া তাহাকে সীমায়িত করিয়া বিষ্ঠাদিতে পরিণত করা হয় যাহাতে; অথবা, ইক্ষু যেরূপ ইক্ষুরস হইতে চিনির দানায় পরিণত হয় তদ্রূপে শব্দ বা আওয়াজ সীমায়িত হইয়া সুরতরঙ্গ হইতে সুরকণায় (রিন্-রিন্, টুং-টুং, ঝুন্-ঝুন্ ... প্রভৃতি শব্দগন্ধে) পরিণত হয় যাহাতে (যে নূপুরে বা **মলে**)। / দুর্গন্ধ করে যে। (ব.শ.)। ◻ ঢল**মল**, ঝল**মল**, সুগন্ধ বা দুর্গন্ধযুক্ত সারাৎসার, জনসমুদ্রের উদ্বৃত্ত উৎপন্নাদি বা পণ্যাদি, তাম্রাদি ধাতু, পাপ, দেবাদিপূজায় অশ্রদ্ধ, কলঙ্ক, বলয়াকার রৌপ্যপাদভূষণ বিশেষ; (সাদৃশ্যে) সমুদ্রফেন, অসারভাগ, বিষ্ঠা, **গু**। ❋

মলয় : ● **মল**-এর (পণ্যের) যাত্রা থাকে যাহাতে; অথবা, পণ্যজীবীদিগের বিচারে চন্দনগন্ধ সদৃশ সুগন্ধযুক্ত **মল** (পণ্য) জন্মায় যাহাতে; কিংবা, **মল** (পণ্য) উৎপাদন করে যে (বৃক্ষ, পর্ব্বত, বন, দেশ অর্থাৎ যথাক্রমে প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংসার-অরণ্য, জাতি);

কিংবা, (সাদৃশ্যে) চন্দনবৃক্ষ জন্মায় যে পর্ব্বতে, দেশে, বা বনে উপবনে। / চন্দনকে ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ▫ চন্দনাদ্রি, দক্ষিণাচল, মলবারদেশ, নন্দনবন, উপবন। *

মলয়জ : ● **মলয়** হইতে জাত যে; অথবা, পণ্যের জন্য যাহা (যে প্রতিষ্ঠানাদি) গড়িয়া তোলা হয়; কিংবা, পণ্যের খবর থাকে যাহাতে (যে পবনে বা খবরবাহী বায়ুতে)। ▫ পণ্য-উৎপাদক সংস্থাদি, পণ্যের খবর; (সাদৃশ্যে) মৃদুমন্দবায়ু, চন্দনবৃক্ষ, চন্দনকাষ্ঠ। *

মলা : ● **মল**-এর আধার যে; অথবা, **মল**করণ থাকে যাহাতে। ▫ মল, ধূলি, ময়লা, বিষাদ, দুঃখ, পাপ।

মলাই : ● **মল**করণের আধার সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (**ডলাই** করিয়া যতখানি প্রসারিত করিয়া ফেলা হয়), **মলা** (সীমায়িতের লালন করিয়া) ততখানি সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হয় যাহাতে। ▫ অঙ্গমর্দ্দনের পরে হাত বুলানো।

মলাট : ● **মলা** (ময়লা) **টঙ্কারিত** যাহাতে; অথবা, ধূলি-ময়লা আটকায় যাহাতে। ▫ পুস্তকের মলাপহারক বহিরাবরণ। *

মলিন : ● **মল** সক্রিয়ভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, **মল**-এর (পণ্যের) **কুফল ফলে** যাহাতে; কিংবা, বিক্রয় না হইলে পণ্যসংশ্লিষ্ট সব কিছুর সহিত সমগ্র সমাজদেহ দূষিত হয় যাহাতে। / যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া ত্যাগ করিয়াছে। (ব.শ.)। ▫ মলযুক্ত, মলদূষিত, মলচ্ছন্ন, মেঘাচ্ছন্ন, কলুষিত, কান্তিহীন। *

মল্ল : ● **মল**কে (উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বা পণ্যকে) লালন করে যে; অথবা, যে সামাজিক শক্তিধর **মলা**দির বা পণ্যাদির লালন করিয়া থাকে; কিংবা, যে সামাজিক শক্তিধর **মল** (পণ্য) লইয়া টানাটানি-ঠেলাঠেলি ('না না এই দামে দিব না; ঠিকাছে ঠিকাছে, নে নে, নিয়ে নে!' ইত্যাদি) করে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে বাহুবলী দৃশ্য বাহুযুদ্ধ বা কুস্তি করে (কিন্তু কখনোই প্রাণে মারে না)। ▫ **মল**-বিষয়ে পণ্ডিত, মৎস্যবিশেষ, মাল, সঙ্কীর্ণজাতিবিশেষ; (সাদৃশ্যে) বাহুযোধী, বলী, শূর। *

মল্ল : দ্র. **তোডরমল্ল**।

মল্লভূম : ● যে ভূমে এককালে যথেষ্ট পরিমাণে **মল্ল** (পণ্যযোধী বা বাহুযোধী) বাস করিতেন। ▫ মালভূমি-বহুল বঙ্গের পশ্চিমস্থ দেশবিশেষ।

মল্লযুদ্ধ : ● যাহাতে **মল্ল**গণ (পণ্যযোধীগণ) **মল** বা পণ্য লইয়া টানাটানি-ঠেলাঠেলি করে, **অরণ** করে, কিন্তু কদাপি খুনোখুনি করে না; অথবা, (সাদৃশ্যে) বাহুযোধীগণ কদাপি প্রাণে না মারিয়া যে যুদ্ধ করে। *

মল্লরঙ্গ : ● **মল্ল**গণ **রঙ্গ** করে যাহাতে; অথবা, যেখানে **মল্ল**গণ (পণ্যযোধীগণ) পণ্য লইয়া টানাটানি-ঠেলাঠেলি রূপ ক্রীড়া করে। ▫ হাট, (সাদৃশ্যে) আখড়া।

মল্লিক : ● **মল্ল**-কে সক্রিয় করে যে; অথবা, যে **মল**বান জ্ঞান**মল্ল** বা ধন**মল্ল** রূপে সামাজিক স্বীকৃতি পাইয়াছে। / **মল্লিক** আখ্যা যাহার। (ব.শ.)। ▫ জ্ঞানের বা ধনের মালিক, উপাধিবিশেষ, (সাদৃশ্যে) মলিন-চঞ্চুচরণ মল্লিকাপুষ্পবৎ হংসবিশেষ। *

মল্লিকা : ● **মল্লিক**-এর আধার যে; অথবা, জ্ঞানধনযৌবনের অধিকারী যে (নারী, পরিবার, ব্যবস্থাদি)। ▫ মৎস্যভেদ; (সাদৃশ্যে) পুষ্প-লতাবিশেষ, বেলিগাছ, মল্লিকাপুষ্প। *

মশক : ● **মশ** (সীমায়িত শক্তিপ্রয়োগ) করে যে। ▫ কীট, মশা, চর্ম্মনির্ম্মিত তৈলাদি-পাত্র, জলপাত্র।

মশা : ● **মশ**-এর (সীমায়িত শক্তিপ্রয়োগের) আধার যে। ▭ মশক।

মশান : ● **মশ**-এর (সীমায়িত শক্তি-প্রয়োগের) আন (চলমানতা) যাহাতে; অথবা, যে স্থানে হত্যা করা হয়। ▭ বধস্থান।

মশাল : ● **মশ**-এর (সীমায়িত শক্তি-প্রয়োগের) আধার লালিত যাহাতে; অথবা, যিনি বা যাহা ঝড়বাদলার অন্ধকারের মাঝে বহুক্ষণ একইভাবে জ্বলিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলে, নিভিয়া যায় না। ▭ আদর্শবান, (সাদৃশ্যে) দীপ্ত আলোকশিখা।

মস : ● **ম**-এর (সীমায়িত-করণের) শক্তি-প্রয়োগ সম্পূর্ণ যাহাতে (যে নির্য্যাসে); অথবা, সত্য বা ঘটনা যাহাতে সীমায়িত হইয়া তাহার সর্বশেষ রূপে পরিণত হয়; অথবা, সত্যের শেষ রূপ যাহাতে; কিংবা, শেষ রূপ বলিয়া যাহাকে সহজে অসত্যে পরিণত করিয়া ফেলা যায়। ▭ পরিণাম।

মসমস : ● **মস**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, গামী সীমায়িত হইয়া তাহার গমন-শব্দের পরিণামে পরিণত যাহাতে। ▭ চলমান মানুষের জুতার শব্দ।

মসি : ● **মস**-করণের (সঙ্কুচিতকরণের) নির্য্যাস সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ঘটনার চিহ্ন সীমায়িতভাবে থাকিয়া যায় যে কালির দাগে; কিংবা, সত্যের বা ঘটনার চিহ্ন কথা শব্দ যে কালির দাগ কাটিয়া লিখিয়া রাখা হয়। ▭ বৈবর্ণ্য, গড়ি**মসি**, কালিমা, কৃষ্ণবর্ণ, (সাদৃশ্যে) লিপিপ্রসাধন অঞ্জন, কজ্জল। ❋

মসী : ● **মসি**র আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **মসি**করণ (কালি দিয়া দাগকরণ বা লিখন) করা হয়। ▭ কলম, লিখিবার তুলি।

মসুর : ● **মস** (... সীমায়িতের নির্য্যাস) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, যে সীমায়িতের নির্য্যাস অসীমায়িত হইয়া উত্তেজক শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে যাহাতে; কিংবা, যে শস্য উত্তেজক বলিয়া হিন্দু বিধবাদিগের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ▭ এক প্রকার ডাল।

মস্করা : ● যাহা দ্বারা **মস** (সত্যের শেষ রূপকে সহজে মিথ্যায় পরিণত) করা হয়; অথবা, যাহা দ্বারা সত্যের অপলাপ করা যায়। ▭ পরিহাস, ঠাট্টা, তামাসা। ❋

মস্ত : ● **মস** (সত্যের বা ঘটনার শেষ রূপ) তারিত যাহাতে; অথবা, যথা, মসী দ্বারা যাহাকে খাতার পাতায় শুধুমাত্র 'গাছ' রূপে লিখিয়া রাখা যায়, সেই কালির চিহ্ন বা লিপিটুকু প্রকৃত গাছে রূপান্তরিত হয় যাহাতে; কিংবা, সিন্ধুর বিন্দুরূপ পুনরায় সিন্ধুতে রূপান্তরিত যাহাতে। ▭ অত্যুচ্চ, দীর্ঘ, বিপুল, প্রচুর, অনেক ... ইত্যাদি। ❋

মস্তক : ● **মস্ত** (ক্ষুদ্রতমকে প্রকৃত বা বৃহৎ) করে যে; অথবা, উদাহরণস্বরূপ, বিন্দুরূপে পরিণত সিন্ধুকে পুনরায় প্রকৃত সিন্ধুতে পরিণত করিয়া বুঝিয়া লয় যে। ▭ মস্তিষ্ক, শিরঃ; (সাদৃশ্যে) কোনো বস্তুর অত্যুচ্চভাগ, তালবৃক্ষের মস্তক-জাত পত্র, উপরিভাগ। ❋

মস্তিষ্ক : ● **মস্ত**-কে সক্রিয় ও দিশাগ্রস্তভাবে প্রয়োগ করে যে; অথবা, উদাহরণস্বরূপ, বিন্দুকে প্রকৃত সিন্ধুতে পরিণত করিয়া বুঝিয়া লইয়া যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবে কাজে লাগায় যে। (দ্র. **হিয়া**)। ▭ বুদ্ধিবৃত্তি; (সাদৃশ্যে) শিরোমজ্জা মস্তকস্নেহ, মগজ। ❋

মহ : ● **ম** (সমগ্র সীমায়িত) হয় যাহাতে; অথবা, যাহার ভিতরে **সমস্ত** সঙ্কুচিত হইয়া অখণ্ড ও সচল রূপ লাভ করিয়াছে; কিংবা,

'আমরা'-বোধ উদ্ভূত যে মানবঝাঁকে (যাহা জীবজন্তুদের ঝাঁকে সেভাবে উদ্ভূত হইতে দেখা যায় না); অথবা, সমগ্রের বা যৌথতার বোধ অর্জ্জন করিয়া যে যূথ 'আমরা সবাই' ভাবিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে; কিংবা, জীবজন্তুদের ঝাঁকের ন্যায় আদিম মানুষের ঝাঁকের ভিতর যেদিন প্রথম - 'আমরা' বা 'আমরা সবাই' - এই বোধ জন্মিয়াছিল। ⌐ সমগ্র, অখণ্ড, যৌথ, বিশাল, (homo)। ✻

মহঃ : ● মহ ('আমরা সবাই' - এই বোধ) সম্পূর্ণ যাহাতে; অথবা, **মহ**গুণ থাকে যাহাতে; কিংবা, আদিম যৌথসমাজের যে মানুষেরা 'সবাই আমরা পরের তরে' নীতি মান্য করিতেন বলিয়া স্বভাবতই যে **মহৎ** স্বভাব লাভ করিতেন। ⌐ তেজঃ, মহিমা।

মহৎ : ● **মহ**-এর (সীমায়িত সমস্তের) তারণ যাহাতে; অথবা, যাহা (যে **কর্ম্ম** বা কর্ম্মফলাদি) সমগ্রের (সমগ্র যৌথসমাজের, যূথের, সকলের) উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়; কিংবা, যিনি সকলের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু নিবেদন করেন। ⌐ গুণাধিক, বিপুল, বিশাল-কায়, বিস্তৃত ...। ✻

মহত্ত্ব : ● **মহৎ** তারিত হইয়া বাহিত হয় যাহাতে। ⌐ মহদ্‌ভাব, বিশালতা, গুরুত্ব, প্রথিমা, গ্রন্থবিষয়ে আধিক্য, শ্রেষ্ঠতা ...। ✻

মহর্লোক : ● **মহঃ**গণের লোক; অথবা, যে লোকের বাসিন্দাগণের 'আমার' বলিয়া কিছু নাই, থাকে না। ⌐ উর্দ্ধ সপ্তলোকের চতুর্থ লোক, মহৎ মানুষদের লোক। দ্র. **পিতামহ**।

মহর্ষি : ● **মহ**-এর (যূথের, যৌথসমাজের, সকল মানুষের) জন্য মনোভূমি বা বাহ্যভূমি **চাষ** করেন যে **ঋষি** বা চাষী; অথবা, সনাতন যৌথসমাজ (বৈদিক সমাজের উদ্ভবকালে) বহু সম্প্রদায়ে খণ্ডিত হইয়া গেলে সেই সম্প্রদায়গুলির প্রত্যেকটিকে পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যে পৃথক পৃথক **ঋষি** বা **ঋষি**গোষ্ঠী; কিংবা, **মহান** (যৌথ) যুগের যে **ঋষি**গণ পরবর্তী (বৈদিক) যুগের যৌথগুণসম্পন্ন সম্প্রদায়কে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ☐ মহান ঋষি, মরীচি প্রভৃতি দশ প্রজাপতি। ✻

মহা : ● **মহ**-এর (সমস্তের সীমায়িত রূপের বা যূথের) আধার যে; অথবা, **মহ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, **সমস্ত** (সমগ্র, মোট, অখণ্ড, সবাই, ঝাঁক) থাকে যাহাতে। ☐ বিশাল, বিপুল, অখণ্ড, মোট; (লক্ষণার্থে) আড়ম্বর-বিশিষ্ট, অতিনিপুণ, অতিভক্তি-পূর্ব্বক। ✻

মহাকরণ : ● **মহা** (সমগ্র, মোট, কেন্দ্রীভূত) যে **করণ**; অথবা, যে **করণ**-এ রাজ্যের সমগ্র লেখকার্য্যাদি করা হইয়া থাকে। ☐ পশ্চিম-বাংলার করণিকদিগের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়; রাইটার্স বিল্ডিং। ✻

মহাকাব্য : ● **মহা** (**সমস্ত বিষয়ক**) যে **কাব্য**; অথবা, সমস্তকে লইয়া সমস্তের জন্য সমস্ত কথা থাকে যে কাব্যে। ⌐ মহাভারত, রামায়ণ ... ইত্যাদি। ✻

মহাত্মা : ● **মহা-আত্মন**-এর বোধ থাকে যাহাতে; অথবা, 'এই হল আমাদের সম্প্রদায় বা জাতি' - এইরূপ 'মহা-আমি'র (সম্প্রদায়ের, জাতীয়তার) বোধ থাকে যাহাতে; অথবা, যে বড় মনের মানুষের মুখ দিয়া 'জাতি আমি'র কথা বাহির হইতে থাকে। (দ্র. **আত্মা, পরমাত্মা**)।

মহাদেব : ● সনাতন যুগে যে **দেবসত্তা** সবাইকে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ও বস্তু দান করিতেন, প্রতিদান গ্রহণ করিতেন না; এবং পরবর্তী

যুগে (বৈদিক, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুঘল, ব্রিটিশ, ও স্বাধীনভারত যুগে) যে **দেবসত্তা** সবাইকে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ও বস্তু দান করেন এবং প্রতিদান রূপে মূল্য গ্রহণ করেন। ⊓ শ্রেষ্ঠদেব, শিব, শিবের সোমমূর্ত্তি, বিষ্ণু। *

মহান : ● **মহ** (সকলধারী, অখণ্ডধারী, যূথধারী) অনকৃত যাহাতে; অথবা, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম যে সমাজ-পরিচালকদের **উদ্ভব** হইয়াছিল; কিংবা, (পুরাণের ভাষায়) 'প্রকৃতির গুণবৈষম্য হেতু **মহান** প্রাদুর্ভূত হন' [অর্থাৎ, সাম্যে বিরাজিত ঝাঁকসদস্যদের মধ্যে (দক্ষের আবির্ভাবে প্রথম) জ্ঞানের বৈষম্য ঘটিবার কারণে ঝাঁক-পরিচালকদিগের প্রাদুর্ভাব ঘটে)]; অথবা, যে ব্যক্তি সকলের জন্য (সমগ্র যূথের জন্য) কাজ করেন বা জীবন উৎসর্গ করেন। ⊓ উচ্চৈঃ, সুদীর্ঘ, অব্যর্থ, শ্রেষ্ঠ, অত্যুৎকৃষ্ট। *

মহানজদারু (মহেঞ্জদারো) : ● **মহান** ('আমরা'বোধ যুক্ত পরিচালকদের পরিচালিত মানবঝাঁক) দ্বারা **জাত** যে **দারু** (সমাজবৃক্ষ); অথবা, যাহাতে **মহ** (আদিম মানুষের ঝাঁকের ভিতর প্রথমজাত 'আমরা সবাই'-বোধ) অন (চলমান) হইয়া **অশ্বত্থের** ন্যায় যে **দারু** বা সমাজবৃক্ষ **জনন** করিয়াছিল। *

মহাভাগ : ● মহান **ভাগ** (অংশ) বা অংশের উপর অধিকার থাকে যাঁহার; অথবা, (মহত্ত্বের কারণে) যৌথসম্পদের বড় ভাগ পান যিনি। ◻ মহাভাগযুক্ত, সৌভাগ্যবান।

মহাভারত : ● যে **মহাকাব্যে ভারত** বিষয়ের সমস্ত কথা লিখিত বা গীত হইয়াছে। ⊓ ব্যাসরচিত সংস্কৃত এবং কাশীরাম দাশ রচিত বাংলা মহাভারত গ্রন্থ।

মহামায়া : ● **মহ**া (সমস্ত) **মায়া** (দক্ষবিদ্যা) যাহাতে; অথবা, যে সত্তা (যে মানুষেরা) সকল প্রকার দক্ষবিদ্যা (প্রযুক্তি) **জানেন**; কিংবা, যে সত্তা (সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত মানুষ) অকৃত্রিম **বিশ্বকে** (জল মাটি গাছ পাথর ... ইত্যাদিকে) নানান প্রযুক্তির (**মায়ার**, **ভোজ**বিদ্যার) সাহায্যে কৃত্রিম **বিশ্বে** (হাঁড়ি কড়াই খাটপালঙ্ক পাকারাস্তা গাড়ী বাড়ী ... তে) রূপান্তরিত করিয়া থাকেন। / **মহান** মায়া যাহার; অথবা, যাহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন ও যাহার প্রভাবে অবাস্তব বিশ্ব সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। (ব.শ.)। ◻ প্রযুক্তি, দক্ষবিদ্যা, দক্ষমানুষেরা, মহতী মায়া, পরম-কুহকী। *

মহিমা : ● **মহ** (যূথের বা সমগ্রের ভাব) সক্রিয় হইয়া সীমায়িত থাকে যে আধারে; অথবা, যাহাতে সমস্ত মানবের শুভ হইবার বা করিবার ভাব থাকে। ◻ মহদ্‌ভাব, মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, বিশালতাজন্য গম্ভীরভাব। *

মহিলা : ● **মহ** (সমস্ত, যূথ, ঝাঁক) সক্রিয়-ভাবে লালিত যে আধারে; অথবা, আদিম মানবজাতির আধেয়স্বরূপ **মহকে** (যূথকে) আধাররূপে ধারণ করিতেন যে মানবীগণ; কিংবা, যে নারীগণ বৈদিক-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের (সনাতন যুগের) আদিম সাম্যবাদী যৌথ-সমাজের (মাতৃতান্ত্রিক সমাজের) সদস্যরূপে পরিগণিত হইতেন; অথবা, আদিম মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের নারীর স্বভাব এখনও যে গিন্নিমাদের ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায়; কিংবা, যে গৃহিণী সনাতন যুগের নারীর ন্যায় স্বভাবতই সাম্যবাদী বলিয়া এখনও তাঁহার স্বজন-পরিজনের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমমর্য্যাদায় (**সুন্দর**ভাবে) মমতা আবেগ ও খাদ্যাদি পরিবেশন করিয়া থাকেন। ⊓ মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নারী, গৃহিণী, নারী,

(সাদৃশ্যে) প্রিয়ঙ্গুলতা, রেণুকা-গন্ধদ্রব্য। ❋

মহিষ : ● **মহ্‌**-এর (যূথের, ঝাঁকের) ইষ (জয়েচ্ছায় গমন) থাকে যাহাতে; অথবা, যৌথসমাজের বা সমগ্র জনসাধারণের ইচ্ছাকে রূপায়িত করিত যে; কিংবা, আদিম যৌথ-সমাজের (মাতৃতান্ত্রিক সমাজের) যে পুরুষেরা (সমাজ-পরিচালিকা **মহিষী**গণের ইচ্ছানুসারে) যৌথসমাজের সদস্যদিগকে আন্দোলিত করিয়া নানা কার্য্য করাইতেন ও করিতেন; অথবা, আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিচালিকা **মহিষী**গণ যে মনোবলী-বাহুবলী পুরুষদিগকে দিয়া উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনা করিতেন; অথবা, জলকে (জনগণকে) আন্দোলিত (বিলোড়িত) করে যে। ❒ মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বাহুবলী পুরুষ, লুলাপ; (সাদৃশ্যে) পশু, কাঁড়া। ❋

মহিষাসুর : ● **মহিষ** (জনসাধারণের শুভকারী) অসুরে পরিণত যাহাতে; অথবা, যূথের বা সমগ্র জনসাধারণের হিতের নিমিত্ত কার্য্য করিবে বলিয়া যে **মহিষ** (জনগণকে বা জলকে আন্দোলিতকারী) জনগণেরই অত্যন্ত ক্ষতিসাধন করে। ❒ নষ্ট গণনেতা। ❋

মহিষী : ● **মহিষ**-এর সক্রিয় আধারশক্তি যে; অথবা, **মহ্‌**-এর বা আদিম যৌথ-সমাজের (মাতৃতান্ত্রিক সমাজের) নেতৃত্ব ও পরিচালনা করিতেন যে নারীগণ। ❒ কৃতাভিষেকা রাজপত্নী, পাটরাণী, সৈরিন্ধ্রী, লুলাপকান্তা; (সাদৃশ্যে) মহিষস্ত্রীজাতি। ❋

মহী : ● **মহ্‌**-এর (যূথের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, মানবযূথ সক্রিয় থাকে যে ব্যবস্থায়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মানবযূথ চলাচল করে যে ভূমিতে। ❒ পৃথুশাসিত পৃথিবী বা আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা; (সাদৃশ্যে) বাহ্যপৃথিবী, দেশ, ভূমি, মৃত্তিকা ...। ❋

মহুল (মহুয়া) : দ্র. **মধুক**।

মা[১] : ● **ম**-এর (সীমায়িতের) আধার যে; অথবা, **ম**-করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা পরিমাপিত হইয়া গিয়াছে; কিংবা, যে সত্তা (ভয়ে বিস্ময়ে বা অন্য কোনো কারণে) আত্মকেন্দ্রে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে বা গুটাইয়া গিয়াছে (এবং বিপরীত পক্ষকে কাছে আসিতে নিষেধ করিতেছে); অথবা, সর্ব্বসুরের সঙ্কুচিত যে কেন্দ্র (বিন্দুরূপিণী, **অংরূপিণী** অর্থাৎ **মা**) হইতে সুরতরঙ্গ উভয়দিকে (গা রে সা এবং পা ধা নি) প্রসারিত হয়; কিংবা, (যথা) **প্রমায় প্র**-এর (প্রকৃষ্টের) যে পরিমিত রূপ থাকে। ❒ সুনির্দ্দিষ্ট সীমায়িত রূপ, মাত বা পরিমাপিত, মান, পরিমাণ; মধ্যম স্বর, নিষেধ, না; উপমা, প্রতিমা। ❋

মা[২] : ● **ম**-এর (সীমায়িতের) আধার যে; অথবা, **ম**-এর বা নারীপুরুষের মিলিত সত্তার সর্ব্বাধিক সীমায়িত রূপের বা ভ্রূণের আধার যে; কিংবা, সর্ব্বরূপের আদিরূপ যাহাতে; অথবা, গর্ভের আধার যিনি। ❒ গর্ভধারিণী, মাতা (মাতৃ), মাতৃবৎ নারী বা অভীষ্ট দেবতা, মাসীমা, দিদিমা ... ইত্যাদি। ❋

মাই : ● **মা**[২] (মাতা) সক্রিয় যাহাতে (যে দুগ্ধপ্রবাহে)। ❒ স্তন, মায়ের দুধ, স্তন্য।

মাইতি : দ্র. **মাহিতি**।

মাংস : ● **ম** (সীমায়িত) **অ** (অস্তিত্বের) **ং** (রহস্যময়) **স** (নির্য্যাস) যাহাতে; অথবা, সীমায়িত 'আমি'বোধের (**মাম্‌**-এর বা 'আমার') নির্য্যাসস্বরূপ মেধাশ্রম থাকে যাহাতে (যে উৎপন্নে); কিংবা, 'উহার ভিতরে আমার দেহমনের অংশ আছে, অতএব উহা আমার'

— উৎপন্নের উপর উৎপাদকের বা মেধাশ্রম-দাতার এইরূপ বোধ যাহাতে; অথবা, উৎপন্নের উপর উৎপাদকের অধিকারবোধ বা স্বতন্ত্র মালিকানাবোধ যাহাতে; কিংবা, যৌথসমাজের উৎপন্নের বিতরণে জ্ঞানীর (বেদজীবীর) বিশেষ সুবিধা-সুযোগ বা **মর্য্যাদা** (বৈদিক যুগে) প্রতিষ্ঠিত হইলে যৌথসমাজের অন্যান্য সদস্যদের মনে যে স্বাতন্ত্র্যের বা 'উৎপন্নের উপর অধিকারবোধ'-এর উদয় হইতে শুরু করে; অথবা, (সাদৃশ্যে) হাড়ে লেগে থাকা আঁশরূপ মাংস বা ফলের শাঁস (শক্তিপূর্ণ আঁশ) যাহাতে। (দ্র. **মান্ধাতা**)। ◻ ব্যক্তিমালিকানার বোধ, উৎপন্নের উপর উৎপাদকের অধিকার-বোধ; (সাদৃশ্যে) পিশিত, আমিষ, মৎস্য-পিশিত, ফলের শস্য বা শাঁস।

মাংসজ : ● **মাংস** (ব্যক্তিমালিকানার বোধ) হইতে জাত যে (ব্যক্তিগত সম্পদ)। ◻ ব্যক্তিগত সম্পদ, (সাদৃশ্যে) চর্ব্বি, মেদ।

মাংসাশী : ● **মাংস** (ব্যক্তিমালিকানার বোধ) ব্যাপ্ত করে যে; অথবা, যেসকল বিষয় বা বস্তুতে ব্যক্তির মালিকানার অধিকার থাকে বা থাকিতে পারে, সেই বিষয় বা বস্তুগুলি অধিকার করে যে; কিংবা, বাহ্য বিষয় বা বস্তুকে '**আমি**'র অধিকারে আনয়ন করে যে বা অদৃশ্য-**আমিষ** ভক্ষণ করে যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) জৈব-মাংস বা দৃশ্য-**আমিষ** ভক্ষণ করে যে। ◻ ধনার্জ্জনকারী, ধনী, বাহ্যসম্পদ-বান; (সাদৃশ্যে) জৈব মাংসভোজী।

মাখ : ● **মা** (সীমায়িতের আধার) খাত (ক্ষাত) করা হয় যাহাতে; অথবা, কোনো সীমায়িত সত্তাকে খাত করা বা একটু একটু করিয়া লইয়া দিশাগ্রস্তভাবে প্রয়োগ করা হয় যাহাতে। ◻ লেপন করা, ডলা, মিশ্রিত করা।

মাখন : ● **মাখ** (**মাখ**করণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, একটু একটু করিয়া (দুধের) সারগ্রহণ করা হয় যাহাতে। ◻ ননী।

মাখা : ● **মাখ**করণের আধার যে। ◻ ম্রক্ষিত, লিপ্ত, মিশ্রিত, ব্যাপ্ত; **মাখ**করণ করা, মাখান।

মাখামাখি : ● **মাখা** (যাহাকে **মাখ**করণ করা হইয়াছে) ও **মাখি** (যাহার **মাখ**করণ করা চলিতেছে)। ◻ পরস্পর মাখা, মিশামিশি।

মাখান : ● **মাখা** (**মাখা**করণ করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, কাহারও সাহায্যে **মাখ**করণ করান হয় যাহাতে।

মাগ : ● **মগ** (সীমায়িতের গমন) হইতে জাত; অথবা, যে প্রকৃতি বা আধার (জ্ঞানাধার, ধনাধার, পণ্যাধার, জলাধার প্রভৃতি) আধেয় লাভ করিয়া গমন করে বা চলে; কিংবা, আধেয় প্রার্থনা করিয়া তাহা দ্বারা জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে যে প্রকৃতি; অথবা, **মগ**গণের (ধনাধার প্রভৃতি সত্তাগণের) মূল্য দিয়া (বা না দিয়া) গ্রহণ করিবার ইচ্ছার প্রকাশ থাকে যাহাতে; কিংবা, কালে-কালে, যে কোনো প্রকারের বিনামূল্যে প্রাপণেচ্ছার প্রকাশ যাহাতে। ◻ স্ত্রী, **মাগ**-ভাতার; প্রার্থনা করা, চাওয়া, ভিক্ষা করা। *

মাগন : ● **মাগ**করণ করা অন (চলমান) যাহাতে। ◻ প্রার্থনা, ভিক্ষা, প্রার্থনীয় বিষয়। *

মাগনা : ● **মাগন**-এর আধার যে; কিংবা, যাহা **মাগন** করিয়া পাওয়া গিয়াছে। ◻ মাগনে প্রাপ্ত, ভিক্ষালব্ধ, বিনামূল্যে প্রাপ্ত। *

মাগ-ভাতার : ● **মাগ** ও **ভাতার** যাহাতে; অথবা, 'শূন্য আধার পূর্ণ করার জন্য আধেয় **মাগন** করে যে' (**মাগ**) এবং 'আধেয়-প্রাপণের ব্যবস্থাদি করিয়া সেই শূন্যতা **ভরণ**

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

বা পূর্ণ করে যে' (ভাতার)। ⊓ স্ত্রী-স্বামী।

মাগা : ● **মাগ**-এর আধার যে; অথবা, **মাগ**করণ থাকে যাহাতে। ⊓ প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা। ❋

মাগী : ● **মাগ**করণ সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যে প্রকৃত্তিসত্তা **মাগ**করণ করে। □ স্ত্রী, ইষ্টদেবীর প্রতি ভক্তের সাদর সম্বোধন, নারীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন শব্দ। ❋

মাগ্‌গি (মাগ্যি) : ● **মাগ**-এর (প্রার্থনার) গমন সক্রিয়ভাবে গত যাহাতে; অথবা, **মাগ**করণ করিবার ফলে বা করিতে পারে ভাবিয়া যাহা প্রদত্ত হয়। □ মহামূল্য, দুর্মূল্য, আক্রা; **মাগ্‌গি**-ভাতা। ❋

মাঙ্গ : ● **মঙ্গ** (প্রয়োজনীয়কে সীমায়িত করিয়া গ্রহণযোগ্যকরণ) হইতে জাত যে; অথবা, 'আমি গ্রহণ করিতে পারি' - এইরূপ প্রত্যাশা যাহাতে। □ প্রার্থনা করা। ❋

মাঙ্গন : ● **মাঙ্গ** (প্রত্যাশা করা) অন (চলমান) যাহাতে। □ প্রার্থনা।

মাঙ্গা : ● **মাঙ্গ**-এর আধার যে; অথবা, **মাঙ্গ** করণ থাকে যাহাতে। □ প্রার্থনা করা, প্রার্থনা করান, ভিখ**মাঙ্গা**।

মাচা : ● **মা** (সীমায়িতের আধার) **চা** (চয়িত যে আধারে); অথবা, যে সীমায়িত উচ্চাসনে লতাদির উঠিয়া আসার ব্যবস্থা করা হয়; কিংবা, এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িতে না দিয়া যে সীমায়িত স্থানে উঠিয়া বসিবার বা উচিত হইবার ব্যবস্থা করা হয়। □ লাউ কুমড়া ইত্যাদির বাঁশের আধারবিশেষ, খাটের মতো বাঁশ-তখতার শয়নস্থান, ক্ষেত্রে শস্যরক্ষকের টোঙ, মঞ্চ, উচ্চস্থানমাত্র। ❋

মাচান : ● **মাচা** (সীমায়িত উচ্চাসন করা) অন (চলমান) যাহাতে। □ মাচা, চিতায় শবের কাষ্ঠময়শয়নস্থান, বিচারকের কাষ্ঠাসন। ❋

মাচাঙ্গ : ● **মাচা** (সীমায়িত উচ্চাসন) **অঙ্গ** যাহার। ⊓ চিতায় শবের কাষ্ঠময়শয়নস্থান, বিচারকের কাষ্ঠাসন, চেয়ার। ❋

মাছ : ● **মা** (সীমায়িতের আধার বা অর্জ্জন) আচ্ছাদিত যাহার; অথবা, আয় বা রোজগার আচ্ছাদিত যাহাতে বা যে-বোধে। □ ব্যক্তি-মালিক, (সাদৃশ্যে) মাছ। ❋

মাজ[১] : ● **মা** (পরিমিতের আধার) জাত হয় যাহাতে; অথবা, ঘষিয়া-মাজিয়া-ধুইয়া **মা**-রূপ (আদি বা প্রথম) রূপ জনন করা হয় যাহাতে। ⊓ ঘষিয়া পরিষ্কার করা, মার্জ্জন করা, ঘষিয়া উজ্জ্বল করা, সংস্কার করা।

মাজ[২] : ● **মজ** (সীমায়িতের জনন) হইতে জাত; অথবা, কেন্দ্র হইতে জাত যে; কিংবা, মাঝে জন্মায় বা থাকে যে। □ মধ্য, মাঝ, সার, মজ্জা, শিরদাঁড়া. কলা**মাজা**।

মাজন : ● **মাজ** (প্রথম রূপ ফিরানো) অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ **পরিষ্করণ, মার্জ্জন**, মুছান, বাসন মাজা বা পরিষ্কার করা।

মাজরা : ● **মাজ**-এ (শিরদাঁড়ায়) রহে যে সত্তা; অথবা, যে পোকা ধানগাছের মাজায় বা শিরদাঁড়ায় থাকিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। □ ধানের ক্ষতিকর পোকা।

মাজা[১] : ● **মাজ**-এর (প্রথম রূপ ফিরিয়ে আনার) আধার যে; অথবা, **মাজ**করণ থাকে যাহাতে। □ মার্জ্জিত, পরিষ্কৃত, মার্জ্জনা করা।

মাজা[২] : ● **মাজ**[২]-এর আধার যে। □ কোমর, দেহের মধ্যাংশ, শিরদাঁড়া।

মাজান : ● **মাজা**[১] অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, কাহারও দ্বারা **মাজ**করণ করান হয় যাহাতে। □ পরিষ্কার করান।

মাঝ : ● **মঝ** (সীমায়িত বা কেন্দ্রীকৃত

জননস্থিত) হইতে জাত যে; অথবা, জনন-স্থিতি থাকে যে কেন্দ্রীকৃত স্থানে; কিংবা, যাহা সত্তার **মাজায়** (শিরদাঁড়ায়) বা দুইয়ের **মধ্যবর্ত্তী** স্থানে সক্রিয় থাকে; অথবা, যাহা উৎকৃষ্ট নহে অপকৃষ্টও নহে। (দ্র. **মধ**)। ▫ মধ্যভাগ, ব্যবধানস্থান, ভিতর, দেহমধ্য। *

মাঝামাঝি : ● **মাঝা** (**মাঝ**-এর আধার যে) ও **মাঝি** (**মাঝ** সক্রিয় যাহাতে)। ▫ মধ্যবর্ত্তী (স্থান), ভাল মন্দের মধ্যবর্ত্তী। *

মাঝারি : ● **মাঝা** (**মাঝ**-বরাবর) সক্রিয় রহে যাহা। ▫ না-বড়-না-ছোট, মধ্যমাকার, না-ভাল-না-মন্দ, নিমখাসা, কটিদেশ। *

মাঝি : ● **মাঝ**-পারাপার করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে বা যাহারা দুই পারের (স্থলভূমির) **মাঝ**-বরাবর প্রবাহিত বিপদ, খাত, নদী, বা সমুদ্রের ওপারে লইয়া যায়। ▫ নৌচালক, নাবিক, সম্প্রদায় পরিচালক।

মাঝিমাল্লা : ● **মাঝি** ও **মাল্লা** যাহাতে; অথবা, যাহারা দুই পারের বা স্থলভূমির **মাঝ**-বরাবর প্রবাহিত নদীর বা সমুদ্রের ওপারে লইয়া যায়, এবং যাহারা **মাল**পত্র বোঝাই-খালাস করে। ▫ নৌচালকগণ ও নৌ-কুলিমজুর, ছোটবড় মাঝি ও মালকুলি। *

মাঝী : ● **মাঝি-র** (**মাঝ**-পারাপার সক্রিয়-করণের) আধার যে; অথবা, যে সত্তা **মাঝির** কার্য্য নির্ব্বাহ করে; কিংবা, জীবন-যাত্রা পথের **মাঝে** পড়া বিপদ খাল নদী সমুদ্র প্রভৃতি খাতের ওপারে লইয়া যায় যে সত্তা; অথবা, ভাটিয়ালীর গায়কেরা যাঁহাকে 'ও **মাঝী** রে!' বলিয়া আকুল আহ্বান করেন। ▫ ঈশ্বর, গুরু, পীর, প্রাণের নাইয়া, সম্প্রদায়ের প্রধান, মোড়ল, সাঁওতাল মোড়ল; (সাদৃশ্যে) নাবিক, নৌচালক।

মাট : ● **মট** (সঙ্কোচন) হইতে জাত যে; অথবা, যে আধা-তরল পাঁক সঙ্কুচিত হইয়া মাটি এবং পরে পাথরে পরিণত হইয়া যায়। ▫ মাটি, ভূমি, শস্যক্ষেত্র। *

মাট-কোঠা : ● যে কোঠাবাড়ী (দোতলা বা তিনতলা বাড়ী) মাটি দিয়া বানান হইয়াছে।

মাটি : ● **মাট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **মাট**করণ (সঙ্কুচিত হওয়ন) চলমান থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা তাহার পূর্ব্বতন রূপ-গুণকে **মৃত** করিয়া বা নষ্ট করিয়া লক্ষ লক্ষ বছরের সঙ্কোচন প্রক্রিয়ায় মাটিতে (**মৃত্তিকায়**, মৃৎ-তিকায়) পরিণত হইয়াছে এবং আরও লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হইলে পাথরে পরিণত হইয়া যাইবে। ▫ মৃত্তিকামাত্র, পৃথিবী, ভূতল, ভূমি, জমি, বাস্তু, গৃহতল। *

মাটিম : দ্র. **হাটিম**, **টিম**।

মাটিয়া : ● **মাটি** যায় যাহাতে। ▫ মৃত্তিকা-সম্বন্ধী, মাটিতে করণীয়, মাটির মতো বর্ণবিশিষ্ট, মাটি হইতে প্রাপ্ত, মৃত্তিকাংশযুক্ত।

মাঠ : ● **মঠ** হইতে জাত; অথবা, **মঠ** (সেকেলে শিক্ষাকেন্দ্র) হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রযুক্ত হইত যে ক্ষেত্রে (যে মনোভূমিতে বা বাহ্যভূমিতে)। ▫ মনের মাঠ, চাষের মাঠ। *

মাঠর : ● **মাঠ** (মনোভূমি) রহে যাহাতে। /সূর্য্য সমীপে বাস করেন যিনি। (ব.শ.)। ▫ মন-মাঠের মালিক, বিপ্র, সূর্য্যপার্ষদবিশেষ। *

মাণ : দ্র. **মান**[২]।

মাণব : ● **মাণকে** (**মণ** বা আত্মসংবরণ কৃত অখণ্ড একক হইতে জাতকে) বহন করে যে; অথবা, যে সনাতন **ভব্য** মানুষ স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে বাঁচিয়া আছে (কোনো কৃত্রিমতা দ্বারা দূষিত হয় নাই); কিংবা, পরবর্ত্তীকালের বা বৈদিকযুগের সমাজ-পরিচালকেরা যে

সনাতন মানুষের নিন্দা করিতেন। / যে মনুষ্য বেদ অধ্যয়ন করে নাই। (ব.শ.)। ⊓ সনাতন মানুষ (সনাতন মানুষী), বালক বা বালিকা, মানব, মানবী, মানবশিশু। ❋

মাণবক : ● **মাণব** করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, বৈদিকযুগে যাহাদিগকে অনুকম্পিত বা বিতাড়িত করা হইয়াছিল। ⊓ অনুকম্পিত মাণব, পুরুষবরাক, বটু, বামন। ❋

মাণবিকা : ● **মাণবক**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ বালিকা, কুমারী।

মাণবীন : ● **মাণব**-এর সক্রিয় আধার অনকৃত যাহাতে। ⊓ মাণবের হিতকর।

মাণব্য : ● **মাণব** থাকে যাহাতে। ⊓ মানবসমূহ।

মাণিক : ● **মাণ**-কে (**মণ** বা অত্যন্ত আত্ম-সঙ্কোচন হইতে জাত-কে) সক্রিয় করে যে। ⊓ মাণিক্য, পদ্মরাগ, মাণিকের মতো আদরের ধন, শিশুর আদরের ডাক বা নাম। ❋

মাণিকযোড় : ● **মাণিক**-এর যুগ্ম গড়ান-উড়ান যাহাতে। ⊓ সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ-প্রকৃতি, জ্ঞানী-কর্ম্মী, জ্ঞানযোগী-কর্ম্মযোগী ... ইত্যাদির যোড়, (উপহাসে) অসৎপ্রকৃতির ব্যক্তিদ্বয়, মিলমাফিক দুইজন; (সাদৃশ্যে) পক্ষিবিশেষ (Dissura episcopus, ইহার দুই পা মাণিকের মতো লাল, যেন জোড়া মাণিক; এই হেতু নাম।)।

মাণিকপীর : ● **মাণিক**-স্বরূপ (অতিপ্রিয়) যে পীর। ⊓ মুসলমানের গরুর দেবতা।

মাণিক্য : ● **মাণিক** থাকে যাহাতে। ⊓ পদ্মরাগ, শোণরত্ন, মাণিক, (গৌণার্থে) কদলীবিশেষ।

মাৎসর্য্য : ● **মৎসর** হইতে জাত; অথবা, যে স্বয়ং সম্পত্তিবান বলিয়া পরসম্পত্তি সহিতে পারে না। (দ্র. **মুদ্গল**)। ⊓ পরগুণদ্বেষ, দ্বেষ, স্বর্গবাসের দোষ, প্রতিকূলতা। ❋

মাত : ● **মা** (সীমায়িত সত্তার আধার) তারিত যাহাতে। ⊓ মত্ত হওয়া বা করা, মাতাইয়া দেওয়া।

মাতল : ● **মাত** (মত্ত হওয়া বা করা) লালিত যাহাতে। ⊓ নেশায় চুর, মধুপানার্থ বিহ্বল, মদমত্ত, গর্ব্বমত্ত, উদ্রিক্ত, রণমত্ত।

মাতা[১] : ● **মা**-কে (সীমায়িত বা পরিমাপিত করাকে) তারণ করে যে; অথবা, মাপিয়া দেয় যে। ⊓ পরিমাপকারী, পরিমাতা। ❋

মাতা[২] : ● **মা[২]**-কে (ভ্রূণাধার গর্ভকে) তারণ করেন যিনি; অথবা, গর্ভস্থ ভ্রূণকে বাহ্যলোকে জন্ম দিয়া লালনপালন করেন যিনি। ⊓ জননী, প্রসবিত্রী, মাতৃবৎ পূজনীয়া নারী ...। ❋

মাতা[৩] : ● **মাত**-এর (**মাত**করণের) আধার যে; অথবা, **মাত**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, মাতিয়া যাওয়া, মাতাইয়া দেওয়া ... ইত্যাদি করা হয় যাহাতে। ⊓ মত্ত, বিহ্বল, মত্ত করা।

মাতান : ● **মাতা** (**মাত**করণ করা) অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ মত্ত করা, বিহ্বল করা।

মাতামহ : ● মাতার যে পিতা **মহর্লোক**-এর (মহৎ লোকের) অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন; অথবা, যিনি তাঁহার সকল বাহ্যসম্পদ ত্যাগ করিয়াছেন বা পুত্রকন্যা-দিকে দান করিয়া দিয়াছেন। ⊓ মাতার পিতা।

মাতাল : ● **মাতা** (**মাত**করণ করা) লালিত যাহাতে। ⊓ নেশায় চুর, মত্ত ব্যক্তি।

মাতুল : ● **মা**-এর তুল্য যিনি; অথবা, প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক যৌথসমাজে যাঁহারা মায়ের সহযোগী, রক্ষক ও সেবক ছিলেন। ⊓ মামা।

মাতৃ : ● **মা[২]**-এর (ভ্রূণাধার গর্ভের) তারণ-পূর্ব্বক আবর্ত্তন করে যে; অথবা, যে গর্ভে পুরুষ পুত্ররূপে আবর্ত্তিত হয়; কিংবা, যিনি

পুরুষকে গর্ভে নবজন্ম দিয়া পুত্ররূপে আবর্ত্তিত করিয়া দেন। (দ্র. **জায়া**)। ◻ দ্র. **মাতা**[২]। *

মাতৃকা : ● **মাতৃ**-করণের (গর্ভকে পুনরাবৃত্ত-করণের) আধার যে; অথবা, যিনি মানুষিক শক্তিকে গর্ভ হইতে প্রসব করেন; কিংবা, যিনি সামাজিক শক্তিকে গর্ভ হইতে প্রসব করেন। ◻ মাতা, ধাত্রী, ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তি, মূলকারণ। *

মাতৃকাবর্ণ : ● **মাতৃকা**-স্বরূপ যে **বর্ণ**; অথবা, যে ক্রিয়াকারীরূপ বর্ণের গর্ভে ক্রিয়ারূপ ধারণাপুরুষ নিষিক্ত হইয়া পুত্ররূপে উচ্চারিত হয় ও অর্থময় শব্দরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে; কিংবা, (যথা) দ-ক্রিয়াকারী-রূপ বর্ণের গর্ভে 'দানক্রিয়া'রূপ ধারণাপুরুষ নিষিক্ত হইয়া '**দ**' (জলদ, করদ) রূপে উচ্চারিত হয় ও 'জল **দান করে যে**', 'কর **দান করে যে**' প্রভৃতি অর্থময় শব্দরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। ◻ বর্ণ-মালার প্রতিটি বর্ণ, তন্ত্রে ষট্‌চক্রের অকারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণমালা, মাতৃকাবর্ণগণ। *

মাত্র : ● **মা**-এর (সীমায়িত, পরিমাপিত সত্তার) ত্রাণ থাকে যাহাতে; অথবা, অপরিমেয়কে (সুখ দুঃখ ব্যথা খাটুনি ... ইত্যাদি অজস্র সত্তাকে) মন দ্বারা মাপিয়া এবং কঠিন তরলাদি বাহ্য বস্তুকে বুদ্ধি দ্বারা (কেজি মিটার লিটার প্রভৃতি এককের হিসাবে) মাপিয়া একপ্রকার মোটমাট ধারণায় পৌঁছানো হয় যাহাতে; কিংবা, সত্তাসমূহের আকার, দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা, গাম্ভীর্য, দূরত্ব, আধিক্য ... ইত্যাদি একপ্রকার সীমায়িত পূর্ণ রূপে তারিত হয় যাহাতে। ◻ সাকল্য, তৎসমূহ, অবধারণ, কেবলার্থক, পরিচ্ছেদক ...। *

মাত্রা : ● **মাত্র**-এর আধার যে। / যাহা দ্বারা পরিমাণ সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ◻ পরিমাণ বস্তু, পরিচ্ছেদকমাত্র, পরিমাণের হার, মান, একক, (ছন্দে) বর্ণোচ্চারণে কালমানভেদ, (সঙ্গীতে) গীতকালের মানবিশেষ, অক্ষরের উপরিস্থ রেখা ...। *

মাথা : ● **মা** (সীমায়িত-করণের আধার) থাকে যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা জগতের প্রত্যেক ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারীকে সীমায়িত পরিমাপিত ইত্যাদি করা হয় সেই উপায়টি (যন্ত্রটি) থাকে যাহার ভিতরে; কিংবা, ইহা মানুষকে পরমাপ্রকৃতি প্রদত্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উচ্চমানের যন্ত্র বলিয়া ইহা দ্বারা **মাথা-ঘামান, মাথা-চালা, মাথা-কাটা, মাথা-মারা, মাথা-নোয়ান** ... ইত্যাদি অজস্র কার্য্য করা যায়। ◻ মস্তক, বুদ্ধি, (সাদৃশ্যে) প্রধান, শ্রেষ্ঠ, চূড়া, অত্যুচ্চ ভাগ ... ইত্যাদি। *

মাথি : ● **মাথ** (মা-এর থাকা) সক্রিয় যাহাতে (যে ঘিলুতে)। ◻ (সাদৃশ্যে) তালজাতীয় গাছের মাথার মধ্যস্থ কোমলাংশ।

মাদ্র : ● **মদ্র** হইতে জাত। ◻ মদ্রদেশপতি, মদ্ররাজ।

মাদ্রবতী : ● **মাদ্র** বাহক সক্রিয়ভাবে তারিত যে আধারশক্তিতে। ◻ মদ্ররাজকন্যা, মাদ্রী।

মাদ্রী : ● **মাদ্র**-এর সক্রিয় আধার যে। ◻ মদ্ররাজকন্যা (ইনি পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী, নকুল ও সহদেবের জননী।)। রাজা কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা। *

মাধব : ● **মাধকে** (**মধ** হইতে জাতকে) বহন করে যে; অথবা, **জ্ঞানমধু ধনমধু** বহন করে যে (স্থান কাল পাত্র); কিংবা, **মধু** (অসীমের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ) বহন করেন যিনি বা যাঁহারা (যেহেতু **মধু** বহু প্রকারের **মাধব**ও বহু প্রকারের হয়)। ◻

মধুসম্বন্ধী, মধুময়, মধুর, শিব, লক্ষ্মীপতি, শ্রীকৃষ্ণ, মধুবংশজাত, মধুকাল, বসন্তকালীন, কামসখ বসন্ত, মধুপুর; (সাদৃশ্যে) মধুকবৃক্ষ, মহুয়া, কৃষ্ণমুদগ (কালো মুগ), মধুওয়ালা, ডাবর কোম্পানি। *

মাধবক : ● **মাধব** করে যে; অথবা, যে-জ্ঞানমধু পান করিলে মাতালের ন্যায় আচরণ করে, সেই **মধু** প্রস্তুত করেন যিনি; অথবা, (সাদৃশ্যে) বাহ্যমধু হইতে যে মদ বানান হয়। ㄇ তত্ত্বমধুদাতা, জ্ঞানমধুদাতা; (সাদৃশ্যে) মধুকৃত মদ্য, মহুয়ার মদ, মদ্যপ্রস্তুতকারী।

মাধবিকা : ● **মাধব**-কে সক্রিয় করে যে আধারশক্তি; অথবা, যে প্রকৃতিশক্তি জ্ঞানমধু ধনমধু যৌবনমধু ... ইত্যাদির বাহককে প্রোৎসাহিত করে। ㄇ **মাধবী**; (সাদৃশ্যে) মাধবীলতা, মাধবীকুসুম।

মাধবী[১] : ● **মাধব**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **মাধব**-সত্তাকে ধারণ করেন যে আধারশক্তি (যে নারী, জন, জনগোষ্ঠী, বংশ, পরিবার, ব্যবস্থা, বৃক্ষাদি); কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে ফুলের অপেক্ষা শুক্ল বর্ণের ফুল আর হয় না, বা শুক্লত্বে যে ফুল মুক্তাকেও হার মানায় বলিয়া যাহাকে **অতিমুক্তক** বলা হইয়া থাকে। ㄇ মাধবসম্বন্ধিনী, মাধবপত্নী, হরিবধূ, রুক্মিণী প্রভৃতি, মাধবশক্তি, দুর্গা, মাধবপ্রিয়া রাধা, তুলসী, মধুবংশীয়া কন্যা, কুন্তী, সুভদ্রা, বাসন্তী, মধুবিকারজাত মদিরাবিশেষ, মধুজাত শর্করা, মধুরিকা, রাগিণীবিশেষ, মধুমাসে কুসুমিতা লতাবিশেষ, মাধবীপুষ্প। *

মাধবী[২] : ● ধন**মধু**বাহকের সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী যখনই কোনো ধনী বিনিয়োগকারীর কর্ম্মযজ্ঞে যুক্ত হয় তখনই নবোদ্যমে (নবযৌবনা চিরকুমারী নারীর ন্যায়) তাহার সহযোগিতা করিয়া থাকে। ㄇ এই **মাধবী** রাজা যযাতির কন্যা। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, ইনি অক্ষয় কৌমার্য্যের অধিকারিণী। কাহারও পত্নীত্বে গৃহীত হইয়া পুত্রাদি উৎপাদনের পর পরিত্যক্ত হইলে পুনরায় কৌমার্য্য প্রাপ্ত হন। *

মাধবীলতা : ● **মাধবীর** (**জ্ঞানমধু ধনমধু** বহনকারীর) লালনপূর্ব্বক তারণ করে যে (ব্যবস্থা, পরিবার, বল্লরী)। (দ্র. **মালতীলতা, মালতীমাধব**)।

মাধুকরী : ● **মধুকর** হইতে জাত সত্তার সক্রিয় আধার যে। /মধুকর যেমন বহু পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, সেইরূপ বহু গৃহস্থ হইতে অল্পভিক্ষা সংগ্রহ (করা হয় যাহাতে)। (ব.শ.)। ㄇ মাধুকরীলব্ধ ভিক্ষান্ন, বানপ্রস্থের পঞ্চ গৃহস্থ হইতে গৃহীত ভিক্ষান্ন। *

মাধুর : ● **মধুর** (**মধু** রহে যাহাতে তাহা) হইতে জাত; অথবা, **জ্ঞানমধু ধনমধু** রহে যাহাতে সেই সত্তা হইতে **জাত** যে বা যাহারা। / মধুরা (মথুরা) **হইতে আগত**। (ব.শ.)। ㄇ মধুরসম্বন্ধী, **মধুরদ্রব্যজাত**, প্রীতিকর, মধুরা-বাসী, চাটুকার; (সাদৃশ্যে) মল্লিকাপুষ্প। *

মাধুরী : ● **মাধুর**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা জ্ঞানের ধনের শব্দের স্পর্শের রূপের রসের গন্ধের **মধুরতা** বা **মাধুর্য্য** ধারণ করে। ㄇ মধুরভাব, মধুরতা, মাধুর্য্য, কমনীয়তা, চারুতা; (সাদৃশ্যে) মধুজাত মদ্য। *

মাধুর্য্য : ● **মাধুর**-এর যাত্রা থাকে যাহাতে। / যে গুণ হেতু কাব্যশ্রবণমাত্র চিত্ত দ্রবীভূত হয়। (ব.শ.)। ㄇ মাধুরী, মধুরতা, কমনীয়তা, দেহের অনির্ব্বাচ্য রূপবিশেষ, কাব্যগুণবিশেষ, সকল অবস্থাবিশেষে রমণীয়তা, গোপিকা-

প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুররস। ✱

মাধ্যম : ● **মধ্যম** হইতে জাত; অথবা, যাহার **মধ্য** দিয়া কার্য্যাদি সাধিত হয়। / দুইএর মধ্যস্থিত কার্য্যসাধক উপায় বা সহায় (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◻ মধ্যভব, মধ্যস্থ, মধ্যবর্ত্তী, মধ্যম, মধ্যজাত। ✱

মাধ্যমিক : ● **মাধ্যম**-কে সক্রিয় করে যে; অথবা, **মাধ্যম**-সম্বন্ধিত ক্রিয়া বা ক্রিয়াকারী প্রভৃতি যাহাতে; কিংবা, (একালের অ্যাকাডেমির ভাষায়) প্রাথমিক শিক্ষার পর যে শিক্ষা-পর্য্যায় পার হইয়া তবেই উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশ করা যায়। ◻ মধ্যভারতীয় দেশসমূহ।

মান[১] : ● **মন** হইতে জাত যে; অথবা, যাহাকে **মন** দ্বারা অব্যক্তভাবে পরিমাপ করা গিয়াছে; কিংবা, যে পরিমাপ কখনই কোনো বাহ্যিক (মিটার, লিটার, গ্রাম প্রভৃতি) এককের সাহায্যে ব্যক্তভাবে (১ কেজি অভি**মান**, ২ মিটার অপ**মান** ... এভাবে) প্রকাশ করা যায় না (আন্দাজে বুঝিয়া লইতে হয়)। / অন্য হইতে আপনার উৎকর্ষকল্পন হেতু চিত্তের উন্নতি (যাহাতে); অথবা, 'আমার সমান কেহ নাই' - এইরূপ মনন (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◻ চিত্ত-সমুন্নতি, আপনার প্রতি পূজ্যতাবুদ্ধি, আত্ম-সম্মানবোধ, অনু**মান**, অপ**মান**, অভি**মান**, বি**মান**, সম্**মান** ... ইত্যাদি। ✱✱

মান[২] **(মাণ)** : ● **মন** হইতে জাত যে; অথবা, যাহা **বুদ্ধি** দ্বারা ব্যক্তভাবে পরিমাপিত হইয়া **মন** কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া থাকে; কিংবা, যে পরিমাপ সর্ব্বদাই কোনো না কোনো বাহ্যিক (মিটার, লিটার, গ্রাম প্রভৃতি) এককের সাহায্যে ব্যক্তভাবে প্রকাশ করা যায়; অথবা, কাজ চালানর জন্য আপাতভাবে প্রায় জোর-পূর্ব্বক ধরিয়া লওয়া পরিমাপের এককের উপর নির্ভরশীল হইয়া **বুদ্ধি**পূর্ব্বক পরিমাপ করা হয় বলিয়া, ইহার ভিতর একপ্রকার মিথ্যাচারের বোধ টঙ্কারিত (ণ) থাকে। / যাহার দ্বারা পরিমাণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ নির্ম্মা**ণ**, পরি**মাণ**, প্র**মাণ** ...। ✱✱

-মান : ● **মা** (তদ্রূপ সীমায়িত থাকা) অনকৃত যাহাতে। ◻ লম্**মান**, বুদ্ধি**মান**, বর্ত্ত**মান** ...।

মানচিত্র : ● যে চিত্র বিশেষ **মান**[২] অনুসারে রচিত হয়; অথবা, সুনির্দিষ্ট **মান**[২] আছে যে চিত্রের। ◻ অঞ্চল দেশ প্রভৃতির অবস্থান আয়তনাদি জ্ঞাপক নকশা, ম্যাপ।

মানত : ● **মান**[১] তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (মৃত) গুরুবাবা, পীরবাবা, বা ঠাকুরের নিকট (থানে, দরগায়) মানুষ তাহার অভি**মান** দাখিল করিয়া সুরাহা প্রার্থনা করে; কিংবা, 'আমার প্রার্থনা মতে এইরূপ ঘটিলে আমি অমুক বিষয় বা বস্তু উপঢৌকন দিব' - এইরূপ একপক্ষীয় চুক্তির ঘোষণা থাকে যাহাতে। / যাহা দেবতার কাছে মানা যায়; অথবা, অভীষ্ট-পূরণে দেবতাবিশেষের নিকটে প্রতিজ্ঞা-নুসারে পূজা দেওয়ার সঙ্কল্প (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◻ মান্‌সিক।

মানদ : ● **মান**[১] দান করে যে। ◻ মানদাতা, সম্মানকারক।

মানদণ্ড : ● যে দণ্ডের সাহায্যে **মান**[২] নির্ণয় করা হয়। ◻ পরি**মাণ** দণ্ড, মানযষ্টি।

মানদাসুন্দরী : ● **মানদ**-এর আধার যে সুন্দরী; অথবা, যে সুন্দরী নারী প্রত্যেককে তাহার যথাযোগ্য **মান**[১] দিয়া চলেন। ◻ মেয়েদের উৎকৃষ্ট নাম।

মানব : ● **মান**[১]কে (**মনু** হইতে জাতকে) বহন করে যে; অথবা, মননপূর্ব্বক যে **মান** অর্জ্জিত হয় সেই **মান** বহন করে যে

(মানুষ)। ◘ কালোপযোগী মানুষ, তত্ত্ব-যুগস্বভাবের মানুষ। ❋

মানবতা : ● **মানব**-এর তারণের আধার যে। ◘ মানবের ভাব। ❋

মানবতাবাদ : ● **মানবতা** রূপ **মতবাদ** যাহাতে; অথবা, **মানবতার** নামে 'মানব-জাতির ঝাঁক স্বভাব'-এর (যৌথতার) জয়গান গাওয়া যায় যাহাতে; কিংবা, **মানবতার** নামে যা খুশি তাই (এমনকি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথাও) বলা হয় যে মতবাদে। ❋

মানবাধিকার : ● **মানব**-এর অধিকার যাহাতে; অথবা, ঝাঁক-প্রজাতির জীব হওয়া সত্ত্বেও **মানব**-এর ঝাঁক-স্বভাবকে গুরুত্ব না দিয়া শুধুমাত্র তাহার স্বাতন্ত্র্যের জয়গান গাওয়া হয় যাহাতে। ❋

মানবিক : ● **মান**[১] বহন সক্রিয় যাহাতে। ◘ মানবোচিত, মানবসম্বন্ধী, মানবসুলভ। ❋

মানস : ● **মনস** (দ্র. **মনঃ**) হইতে জাত; অথবা, **মন**জাত বিন্দু হইতে সিন্ধু অবধি বিশাল অদৃশ্য উৎপন্নসম্ভার যাহাতে; কিংবা, **মনঃ**-নামক অতিবৃহৎ শিল্প-কারখানার চতুষ্পার্শ্বস্থ কাঁচামাল ও উৎপাদিত বস্তুর গোডাউন (সরোবর) ইত্যাদি লইয়া অসীম অনন্ত অপরিমেয় এলাকা যাহাতে। / মনঃ দ্বারা উৎপাদিত যে। (ব.শ.)। ◘ মনঃসম্বন্ধী, মনোবিষয়ীভূত, মনঃস্থিত, মনঃকল্পিত, মনঃ।

মানসপুত্র : ● গণ জন বা অন্য কোনো সত্তার **মানস** (মনোৎপাদিত বিষয়াদি) হইতে জাত যে পুত্র (উত্তরসাধক); অথবা, যে পুত্র ঔরস, পোষ্য, দত্তক, পাতান নহে; কিংবা, যাহার সাক্ষাৎ শুধুমাত্র পুরাণাদি গ্রন্থেই পাওয়া যায়; অথবা, যথা, ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের **মানসপুত্র** বলিলে যেমন কোনো এক সংগীত-ঘরানাকে বুঝিতে হয়। ◘ ব্রহ্মার অত্রি অঙ্গিরা প্রভৃতি **মানসপুত্র**গণ, পুরাণ অনুসারে ভারতের 'সমগ্র-জ্ঞানজীবী-সত্তা'র (**ব্রহ্মার**) উত্তরসাধক স্বরূপ খণ্ডসত্তাগণ। ❋

মানস-সরোবর : ● **মানস**-এর (মনোৎপন্ন বিষয়াদির) সরোবর (সারস্বরূপ জ্ঞানরসের মহাপুষ্করিণী বা ভাণ্ডার) যাহাতে; অথবা, একালের ভাষায় যাহার বিন্দুরূপকে 'থিঙ্কট্যাঙ্ক' (think-tank) বলা হইয়া থাকে; কিংবা, প্রাচীন অধিরাষ্ট্র-ব্যবস্থার (**হিমালয়**-এর) উর্দ্ধে স্থিত যে জ্ঞানরসের মহাভাণ্ডার (**মানস-সরোবব**) হইতে 'যৌথ জ্ঞানপ্রবাহ' (**ব্রহ্মপুত্র**) ও 'স্বতন্ত্র জ্ঞানপ্রবাহ' (**সিন্ধু**) নামক দুই প্রকার জ্ঞানধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে; অথবা, (সাদৃশ্যে) **হিমালয় পর্ব্বত**-এর উর্দ্ধে স্থিত যে হ্রদ (যাহাকে **মানস-সরোবর** নাম দেওয়া হইয়াছে) হইতে দুইটি নদী (যাহাদের **ব্রহ্মপুত্র** ও **সিন্ধু** নাম দেওয়া হইয়াছে) প্রবাহিত হইয়া থাকে। ◘ (পৌরাণিক ভাষায়) কৈলাসস্থিত ব্রহ্মার মানসনির্ম্মিত সরোবিশেষ। ❋

মান্‌সিক : ● **মান**[১] সিক্ত করা হয় যাহাতে; অথবা, যে একপক্ষীয় চুক্তিকে চুক্তিকারী তাহার অভি**মান** দ্বারা সিক্ত করিয়া থাকে। ◘ মানত। ❋

মানসিক : ● **মানস**-কে সক্রিয় করে যে। ◘ মানসসম্বন্ধী ...।

মানসী : ● **মানস**-এর সক্রিয় আধার যে। ◘ **বিদ্যাধরী**বিশেষ, মনোভবা।

মানা : ● **মান**[১]-এর আধার যে; অথবা, **মান**[১]করণ (মান অনুসরণ করা) চলে যাহাতে; অথবা, **মন** কর্ত্তৃক নির্ণীত **মান**কে **মান্য** করা বা অনুসরণ করা হয় যাহাতে। ◘ মান্য করা, সম্মান করা, মান দেওয়া,

মান পাওয়া, খাপ খাওয়া, মানিয়ে বা মেনে নেওয়া, সহ্য করা। ∗

মানা-করা : ● **মানা**কে (মান্যকৃতকে) সক্রিয় করা হয় যাহাতে; অথবা, লক্ষণার্থে, অমান্য-কৃতসমূহকে নিষেধ করা হয় যাহাতে। ◘ বারণ, নিষেধ, নিবারিত করা ...। ∗

মানান : ● **মানা** অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, **মান**-এর **মান** যথাবিহিত রাখিয়া তাহার পরিপূরক ও পরিপার্শ্বকে তাহার সহিত যুক্ত করা হয় যাহাতে। ◘ সম্মান করান, স্বীকার করান, বশীভূত করা; সুসঙ্গতি, শোভনভাব, মিল ...। ∗

মানানসই : ● **মানান** সহন করে যে; অথবা, অপরের **মান**-এর সহিত নিজের **মান** রাখিয়া খাপে খাপে মিলাইতে (খাপ খাওয়াইতে) বা **মানাই**তে গেলে যে অসুবিধা **সহ্য** করিতে হয় তাহা **মানিয়া** লয় যে; কিংবা, যাহা বেখাপ্পা বা **বেমানান** নহে। ◘ সুসঙ্গত, সুশোভন, সুদৃশ্য, খাপ্পা। ∗

মানুষ : ● **মান**[১] (**মন** হইতে জাত) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, মননপূর্ব্বক যে **মান** অর্জ্জিত, তাহা স্থিররূপে দিশাগ্রস্ত হয় যাহাতে; কিংবা, স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে দিশাগ্রস্ত রূপে চলে যে (মানবসত্তা) ◘ কালোপযোগী মানব, বাস্তবিক মানব। ∗

মানে : ● **মান**[১] দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, কোনো সত্তার **মান**-এর সম-**মান** থাকে যাহাতে; কিংবা, যথা, অজ শব্দের **মান** ও ছাগল শব্দের **মান সমান** মনে করা হয় বলিয়া 'অজ **মানে** ছাগল' বলা হইয়া থাকে যাহাতে। ◘ অভিধেয়, অর্থ (meaning), উদ্দেশ্য, তাৎপর্য্য; পরিমাণে, তুলনায়। ∗

মান্ধাতা : ● ব্যক্তির **মাং**-কে (**মাম্**কে) বা 'আমিত্ব'কে ধারণপূর্ব্বক তারণ করে যে (দ্র. **মাংস**); অথবা, ব্যক্তির 'আমিত্ব' বা স্বাতন্ত্র্যকে ধারণ করিয়া তারণ করে যে; কিংবা, যে সত্তা 'আমিত্ব'কে (ইন্দ্রকে) পান করিয়া (সব বিষয়ে 'আমি' 'আমি' করিয়া) বড় হইতে থাকে; অথবা, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে কাল হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও সমাজে রাজত্ব করিতে শুরু করিয়াছিল; কিংবা, পুরাণ অনুসারে যে শিশু সম্পর্কে **ইন্দ্র** বলিয়াছিলেন, 'এই শিশু আমাকে পান করিয়া বড় হইবে'। ◘ সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ, যুবনাশ্বের পুত্র। ∗

মান্য : ● **মান**-করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যে **মান**কে অবশ্যই সম-**মান**করণ (**সম্মান**, স্বীকার, অনুসরণ ...) করিতে হয়। ◘ **সম্মান** করা, মানিয়া লওয়া।

মাপ : ● **মা** (পরিমিতের আধার) পালিত যাহাতে; অথবা, কোনো বাহ্যসত্তাকে কোনো এককের হিসাবে (মিটার লিটার গ্রাম ইত্যাদি এককের হিসাবে) সীমায়িত করিয়া পরিগণিত করা হয় যাহাতে; কিংবা, বাহ্যসত্তাকে এককের হিসাবে তুলনা করিয়া (৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সমান, অতএব ৫ মিটার, এইভাবে) পরিমিত বা সঙ্কুচিত করা হয় যাহাতে। ◘ তুলনামূলক মান নির্ণয়, দৈর্ঘ্য বিস্তার বা বেধের পরিমাণ, পরিমাণ করা, মাপা। ∗

মাপন : ● **মাপ** (হিসাবে সঙ্কুচিতকরণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, এককের হিসাবে তুলনামূলক পরিগণন চালান হয় যাহাতে। /যাহা দ্বারা মান সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ◘ পরিমাণ নির্ণয় করা, তুলা, তুল-দাঁড়িপাল্লা।

মাপনা : ● **মাপন**-এর আধার যে। ◘ পরিমাণ নির্ণয় করা, মাপা।

মাপা : ● **মাপ**-এর আধার যে; অথবা,

মাপকরণ চলে যাহাতে। ⊓ পরিমাপ করা।

মাপাযোখা : ● **মাপা** (মাপকরণ করা) ও **যোখা** (যক্ষকরণ বা ভাণ্ডারভুক্ত করা) হয় যাহাতে; অথবা, মাপিয়া গুদামজাত করা হয় যাহাতে। (দ্র. **লেখাযোখা**)। *

মাপান : ● **মাপন** (পরিমান নির্ণয়) হইতে জাত; অথবা, যাহাতে কাহারও দ্বারা পরিমাণ নির্ণয়কার্য্য সাধন করা হয়। ⊓ পরিমাপ করান।

মামা : ● **মম** (আমার) হইতে জাত শব্দের আধার যে; অথবা, যাঁহার অর্জ্জিত সকল সম্পদ 'আমার' (ভাগ্নের) - এই সম্বন্ধ ছিল যাহাতে; কিংবা, (ভারতবর্ষীয় সমাজের ইতিবৃত্ত অনুসারে) যে সম্বন্ধের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে ব্যক্তিগত সম্পদের উপর মালিকানার অগ্রগতির সুদীর্ঘ যাত্রার পদচিহ্ন আজও বিদ্যমান আছে। ⊓ মাতুল। **

মামী : ● যে প্রকৃতিশক্তি **মামার** আধার রূপে সক্রিয় থাকেন। ⊓ মাতুলানী।

মামু : ● **মাম** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে (মুসলমান) **মামার** সম্পত্তি ভাগিনেয় পায় না, বিপরীতে যিনি সুযোগ পাইলে ভাগিনেয়র সম্পত্তি হাতাইতে পারেন; কিংবা, বঙ্গসন্তানের মনের গভীরে ফল্গুধারা রূপে প্রবাহিত যে বঙ্গসংস্কৃতি ও ভাষাবোধ পুলিসকে **মামু** বলিয়া ডাকিতে আধুনিক বঙ্গ সন্তানকে প্ররোচিত করে। ⊓ মামা (মুসলমান সম্বন্ধে)। *

মায়া : ● **ময়** (বোধকণা) হইতে জাত সত্তার আধার যে; অথবা, যে বিদ্যার সাহায্যে যাহা নাই (মিথ্যা) তাহাকে আছে (বা সত্য) করিয়া দেওয়া হয় (মাটি হইতে হাঁড়ি, পোকার গুটি হইতে রেশম-বস্ত্রসম্ভার, পাথর হইতে প্রাসাদ ... ইত্যাদি বাহির করিয়া দেওয়া যায়); অথবা, যে বিশেষ বিশেষ বোধবুদ্ধি দ্বারা (**ময়** দ্বারা) কৃত্রিম **বিশ্ব** (হাঁড়ি কড়াই হইতে পরমাণু বোমা অবধি) নির্ম্মাণ করা যায়; কিংবা, উদাহরণ স্বরূপ, যে বিদ্যা ভেলকিবাজীর ন্যায় পাথরকে প্রাসাদে কিংবা কার্পাস গাছের উড্ডীয়মান তুলাকে বস্ত্রসম্ভারে রূপান্তরিত করিয়া দেয়; অথবা, (বেদান্ত অনুসারে), দৃশ্যমান মিথ্যাজগতের সত্যরূপে প্রতীতীকরণ করিয়া দিতে পারে যে; কিংবা, নিজের মেধা বা দক্ষবুদ্ধি ও শ্রম দিয়া (**মায়াবিদ্যা** দিয়া) কোনো বস্তু (**পুত্র**) সৃষ্টি করায় তাহার প্রতি যে টান বা আকর্ষণ থাকিয়া যায়; অথবা, যে বিদ্যার সাহায্যে সামাজিক ক্ষমতাধর দক্ষেরা জন-সাধারণকে প্রতারিত করে। / যাহাতে বিশ্ব মিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ অন্যথাকার-দর্শন, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, পরমেশ্বরের শক্তি, ইন্দ্রজাল, কুহক, শাঠ্য, ধূর্ত্ততা, কাপট্য, কর্ম্মময়ী অবিদ্যা, মমতা, স্নেহ। **

মায়াকান্না : ● **মায়ার নিমিত্ত কান্না যাহাতে**; অথবা, কপট কান্না যাহাতে। ⊓ **কপটক্রন্দন**, লোকদেখানো কান্না। *

মায়াবতী : ● **মায়াবৎ**-এর আধারশক্তি যে; অথবা, যে প্রকৃতি বা জনগোষ্ঠী বিশেষ প্রকাব দক্ষজ্ঞান বা **মায়াবিদ্যার** অধিকারী (অধিকারিণী)। ⊓ তাঁতি কর্ম্মকার প্রযুক্তিবিদ প্রভৃতি দক্ষ-কর্ম্মীগোষ্ঠী, রতির এক নাম। *

মায়িক : ● মায়-কে (**ময়** হইতে জাতকে) সক্রিয় করে যে; অথবা, **মায়াবিদ্যার** (প্রযুক্তিবিদ্যার) ব্যবহার করে যে; কিংবা, উৎপাদন করিবার বুদ্ধি (**মায়া**) ব্যবহার করিয়া মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ হয় এরূপ বিষয় ও বস্তু উৎপাদন করে যে; অথবা, উৎপাদন

করিবার বুদ্ধি (**মায়া**) ব্যবহার করিয়া মানুষকে তাক লাগাইয়া দিয়া মানুষকে প্রতারিত করে যে। (দ্র. **অমায়িক**)। ⊓ প্রযুক্তিবিদ্যাবান, দক্ষ, বিশেষজ্ঞ, মায়াবান, ঐন্দ্রজালিক, মায়াবী, বঞ্চক, ধূর্ত্ত, (technician, technocrat, specialist, expert)। *

মায়ী : ● **মায়**-এর (প্রযুক্তিবিদ্যার) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **মায়া**-বিদ্যাবান **মায়ার** সাহায্যে অন্য মানুষের উপকার বা অপকার করে। ⊓ মায়াবান, মায়াবী, তেজ বা অগ্নি, কংসরাজ, কপট, শঠ, মিথ্যা। *

মার : ● **মর** (সীমায়িতের তদবস্থায় থাকা) হইতে জাত; অথবা, **মর**করণ করিয়া দেয় যে; কিংবা, সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া যায় যে। /বিরহীকে মারে যে। (ব.শ.)। ⊓ মারক, বিনাশক, ঘাতক; প্রহার, আঘাত, বিনাশ। *

মারকুটে (মারকাট) : ● যে মারে এবং কুটে; অথবা, মারামারি কাটাকাটি করে যে। /যে মারে ও কাটে; অথবা, যে একটুতেই রাগিয়া যায়। (ব.শ.)। *

মারণ : ● **মার** অন (চলমান) থাকে যাহাতে। / যাহা দ্বারা বিনাশ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▫ হনন, বধ, ভস্মীকরণ, প্রহার, বিষবিশেষ।

মারা : ● **মার**-এর আধার যে; অথবা, **মার**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাকে **মার**করণ করা হইয়াছে; অথবা, (হাত **মারা**, পকেট **মারা**, হাঁড়ি **মারা**, গুল **মারা** ... ইত্যাদি) যত প্রকারে **মার**করণ করা যায় তাহা করা হয় যাহাতে। ⊓ বিনষ্ট, প্রহৃত, বধ করা, প্রহার করা, লক্ষ্যে আঘাতার্থে নিক্ষেপ করা, সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া যাওয়া ...। *

মার্গ : ● **মার**-এর (**মর** হইতে জাত-র) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, অন্য সত্তাকে সীমায়িত করার (**মার**-এর) পর্য্যায়ক্রম থাকে যাহাতে; অথবা, উৎপাদক যে আচরণসমূহ বাস্তবায়িত করিয়া বা আচারপথ ক্রমান্বয়ে পার হইয়া তাহার লক্ষ্যে (উৎপন্নে) পৌঁছায়; কিংবা, যথা, সেগুন গাছকে পালঙ্কে পরিণত করিতে হইলে পর পর যে যে কাজ করিয়া (যে পর্য্যায়ক্রমে হাঁটিয়া) পালঙ্ক অবধি পৌঁছিতে হয়। / যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▫ কর্ম্মপদ্ধতি, শাস্ত্রবিহিত আচারপথ বা অনুষ্ঠানপদ্ধতি, বৈদর্ভ্যাদিরীতি, লক্ষ্য অন্বেষণ, পদ্ধতি, উপায়, ব্যবহারপদ, বুদ্ধপ্রদর্শিত সংসার-দুঃখমুক্তির উপায় ...। *

মার্গণ : ● **মার্গ** (কার্য্যের পর্য্যায়ক্রম) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, লক্ষ্যে (উৎপাদিত বস্তুতে) পৌঁছানোর উপায়ের (পর্য্যায়ক্রমের) সন্ধান চলে যাহাতে। / লক্ষ্যে গমন করে যে। (ব.শ.)। ⊓ পর্য্যায়ক্রম অন্বেষণকারী, শর, যাচক, অর্থী, সংবীক্ষণ। *

মার্গদর্শক : ● **মার্গ** (কর্ম্মপদ্ধতি বা কার্য্যক্রমের প্রত্যেক ক্রমিক পদক্ষেপ) দর্শন করাইয়া দেন যিনি। ▫ পথিপ্রদর্শক। *

মার্গশীর্ষ : ● **মার্গ**-এর (কর্ম্মপদ্ধতির বা কার্য্যক্রমের) শীর্ষ যাহাতে (যে কালে); অথবা, যথা, ধানচাষ রূপ কার্য্যের **মার্গ** বা ক্রমগুলি অবশেষে পৌঁছায় যে শীর্ষে (যে ফসল কাটায় বা ফসল কাটার কালে)। ▫ ফসল কাটার কাল, অগ্রহায়ণ মাস। ... *

মার্জ্জ : ● **মার্জ** (**মার**-পিট জননপূর্ব্বক বিতাড়ন) জনিত হয় যাহাতে; অথবা, মানসিক ত্রুটি বিচ্যুতি বা কর্ম্ম**মল**াদিকে বিতাড়িত করা হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) ধুলো-ময়লাদিকে ঝাড়পিট-মারপিট করিয়া বিতাড়িত করা হয় যাহাতে। ▫ মার্জ্জক,

শোধক, শোধন, মার্জ্জনা, রজক। *

মার্জ্জন : ● **মার্জ্জ** (মারপিট করিয়া মলাদি ঝাড়িয়া সাফ করা) অন (চলমান) যাহাতে। /যাহা দ্বারা মার্জ্জন সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ❒ শোধনদ্রব্য, প্রক্ষালন, পোঁছা, ঘর্ষণপূর্ব্বক পরিষ্করণ, মাজা, ঝাঁট দেওয়া ...।

মার্জ্জনা : ● **মার্জ্জন**-এর আধার যে। ❒ শোধন, প্রক্ষালন, মূর্চ্ছনা, ক্ষমা। *

মার্জ্জনীয় : ● **মার্জ্জনী**র যাত্রা থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে **মার্জ্জনা** (মানসিক শোধন করা বা শোধিত হইতে দেওয়া) কর্ত্তব্য; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহাকে ধোয়া-ঝাড়া করা উচিত। ❒ শোধনীয়, প্রক্ষালনীয়, ক্ষমার্হ। *

মার্জ্জার : ● **মার্জ্জ**-এর (মাজিয়া সাফ করার) আধার রহে যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক সত্তা বাহ্যসম্পদ আত্মসাৎ করিয়া আত্মসাৎ-এর সকল চিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিয়া রাখে। / যে খাইয়া মুখ শোধন করে। (ব.শ.)। ❒ বিড়ালব্রতী, বিলি-ভকত, **ভিজে**-বেড়াল; মা ষষ্ঠীর বাহন।

মার্জ্জিত : ● **মার্জ্জ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যে বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি, তাহার ভাষা, আচরণ, কর্ম্মাদিকে **মার্জ্জন** করা বা পরিশীলিত করা গিয়াছে। ❒ শোধিত, ক্ষালিত, মৃদিত, সম্মার্জ্জনীশোধিত, প্রোঞ্ছিত, সামাজিক ক্রিয়ায় বিশুদ্ধ। *

মাল : ● **মল** (**মল**করণ) হইতে জাত যাহা; অথবা, যে **মল** (উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বা পণ্য) কোনো না কোনো **মল্লযোদ্ধা** কর্ত্তৃক কমপক্ষে একবার ক্রীত বা বিক্রীত হইয়াছে; কিংবা, বৈদিক যুগে প্রথম **মাল** বা পণ্য লেনদেন করার জন্য যাহাদিগকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল এবং যাহারা বেদে, সাপুড়ে, মাল, ম্লেচ্ছজাতি রূপে আজও তুলনামূলকভাবে কষ্টকর এলাকায় বা বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতে থাকেন (কেননা, মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতার উন্মেষের পর মানুষ বিতাড়িত হইয়া বা আপন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দুরূহ স্থানগুলিতে বসবাস করিতে গিয়াছে, শখ করিয়া নহে।)। / যিনি লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেন। (ব.শ.)। ❒ পণ্যদ্রব্য, সামগ্রী, উপভোগ্য বিষয়, স্ত্রীলোক, ভূসম্পত্তি; পার্ব্বতীয় অসভ্য ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ, বাহুযোধী, উন্নত ভূতল, সাপুড়ে, বেদে। *

মালতী : ● **মাল** (মল হইতে জাত) তারিত হইয়া সক্রিয় যে আধারে; অথবা, জ্ঞান ধন যৌবনাদি মানসিক ও দৈহিক প্রাপ্তিজনক **মাল** তারণ করে যে (গ্রন্থ, গ্রন্থকার, পণ্য, পণ্যজীবী, দোকান, ধনপতি, যুবতী প্রভৃতি); কিংবা, ধন জ্ঞান রূপ গুণ যৌবনের সুরভিতে পরিপূর্ণ যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে ফুলের রূপে গুণে (গন্ধে) চারিদিক **সুরভিত হইতে** থাকে। / যাহা সৌরভ ধারণ **করে; অথবা**, যাহা বিষ্ণুকে পায়। (ব.শ.)। ❒ **ভবভূতিকৃত** 'মালতীমাধব', কুড্মল, কোরক, **যুবতী**, (সাদৃশ্যে) পুষ্পলতাবিশেষ, মালতীপুষ্প, জ্যোৎস্না, মালতীবৎ শুভ্র মিষ্টান্নবিশেষ। *

মালতীলতা : ● **মালতী** লালিত ও তারিত হয় যে আধারে; অথবা, যে **নৈরঞ্জনা** বা নিরঞ্জনব্যবস্থা হইতে জ্ঞান ধন যৌবনাদির সৌরভ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মালতী পুষ্প ফুটে যে লতায়।

মালব : ● **মাল** বহন করে যে; অথবা, যে দেশ বা জাতি বৈদিক ব্যবস্থার রীতি অমান্য করিয়া পণ্যজীবিতা বা **মাল**বহন করিতে শুরু করিয়া দিয়াছিল। ❒ মধ্যভারতস্থ

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

দেশভেদ, মালবরাজগণ, অবন্তিবাসিগণ। *

মালবশ্রী : ● **মাল** বহনের শ্রী থাকে যাহাতে; অথবা, যে রাগিণীতে পণ্যজীবিতার গভীরে মানবমনের যে অনুরাগ বা অনুরাগিণী সক্রিয় থাকে। ⊓ মালশ্রীরাগিণী। *

মালয় : ● **মলয়** হইতে জাত; কিংবা, **মাল**-এর যাত্রা থাকে যাহাতে বা যাহা হইতে; অথবা, যে ব্যবস্থা (সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, বৃক্ষ ...) হইতে রপ্তানিযোগ্য **মল** বা পণ্য উৎপাদিত হইত; কিংবা, মধ্যযুগে যে দেশে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি করা হইত। ⊓ মলয়সম্বন্ধী, মলয়গিরিস্থিত, মলয়াদ্রিসম্ভব, চন্দনবৃক্ষ, চন্দনপঙ্ক, মলয়দ্বীপ, মালয়েশিয়া।

মালা : ● **মাল**-এর আধার যে; অথবা, **মাল** (জ্ঞানবস্তু) সুবিন্যস্তভাবে সাজান থাকে যাহাতে (যে তত্ত্বকথায়, সংজ্ঞাদিতে, নামতা ... ইত্যাদিতে); কিংবা, **মাল** (পণ্যবস্তু) সুবিন্যস্তভাবে সাজান থাকে যাহাতে (যে গুচ্ছ, ডজন, কুড়ি ... ইত্যাদিতে); অথবা, **মাল** (পুষ্প) সুবিন্যস্তভাবে সাজান থাকে যাহাতে (যে পুষ্পদামে, গ্রন্থিত ফুলমালায়)। / মস্তকে ন্যস্ত (যে) পুষ্পদাম; অথবা, মস্তক-ভিন্ন অবয়বে বা অন্যত্র ন্যস্ত (যে) পুষ্পদাম। (ব.শ.)। ◻ অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অনেক কার্য্যজ্ঞাপন, মালাকারে গ্রথিত বস্তুমাত্র, শ্রেণী, হার, সমূহ, নিচয়; মাল্য। *

মালাকর (মালাকার) : ● **মালা** করে যে; অথবা, **মাল**কে (পণ্যবস্তুকে) শ্রেণীতে বা মালার আকারে গ্রথিত করিত যে বা যাহারা; কিংবা, বৌদ্ধযুগের যে কারুজ পণ্য উৎপাদক ও বিনিময়কারীগণকে নবোত্থিত হিন্দু সভ্যতা অবমাননা করিয়াছিল। ◻ বর্ণসঙ্কর-জাতি-বিশেষ, মালিক, মালী (পৌরাণিক ভাষায়) **বিশ্বকর্ম্মা** হইতে শূদ্রার গর্ভে, মতান্তরে, তৈলিকীর গর্ভে জাত কর্ম্মকারপুত্র।

মালিক (মালেক) : ● **মাল**-কে সক্রিয় করে যে; অথবা, **মাল**-এর লেনদেন করিবার অধিকারী যে; কিংবা, যাহারা পুষ্পমাল্য প্রস্তুত করিত। ◻ স্বামী, অধিকারী, প্রভু, ভূস্বামী, কর্ত্তা, নিয়ন্তা; মালানির্ম্মাণশিল্পী, পুষ্পমাল্য, পক্ষিবিশেষ। *

মালিকা : ● **মালিক**-এর আধার যে। ⊓ প্রভুপত্নী, স্ত্রীমনিব; মাল্য, গ্রীবালঙ্কার, হার, নবমালিকা, তিসী (ইহার ডাঁটায় মালা হয়।), মালাতুল্য প্রাসাদ, সুরাভেদ, পক্ষিবিশেষ। *

মালিকানা (মালিকান) : ● মালিকগিরি অন (চলমান) যে আধারে। ⊓ স্বামীগত (proprietary), প্রজার নিকটে মালিকের প্রাপ্য দস্তুরী, স্বামিত্ব, স্বত্ব। *

মালিনী : ● **মাল**কে সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিয়া রাখে যে (পণ্যপ্রবাহ, নদী); অথবা, যে পণ্য-প্রবাহে মহর্ষি কণ্ব তাঁহার **তপোবন**-এর উৎপাদিত পণ্যসম্ভার **নিরঞ্জন** করিতেন; কিংবা, ফুলের মালা বিক্রয় করেন যে নারী। ⊓ মাল্যযুক্ত, মালারূপে তত্ত্বদ্বস্তুবিশিষ্ট। *

মালী : ● **মাল**-এর সক্রিয় আধার যে। /যাহারা ফলফুলের বাগান করে। (ব.শ.)। ⊓ মালা-বান, মালাযুক্ত, মালারূপে তত্ত্বদ্বস্তু-বিশিষ্ট, মালাবিক্রয়ী জাতিবিশেষ, মালাকার।

মাল্লা : ● **মাল** লালন করে যে; অথবা, যাহারা নৌকায় **মাল** দেখাশোনা বোঝাই-খালাস ইত্যাদি করে। (দ্র. **মাঝিমাল্লা**)। *

মাল্য : ● **মাল** (জ্ঞানবস্তু, পণ্যবস্তু, পুষ্প) থাকে যাহাতে; অথবা, পাইকারী **মাল** থাকে যাহাতে। ⊓ মস্তকে ধার্য্য, মস্তকে পরিধেয় পুষ্পদাম, মালা, মালামাত্র, পুষ্প।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

মাল্যকার : ● **মাল্য** করণ যাহার। ⊓ মালাকার।

মাল্যবান : ● **মাল্য** বহন অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, পাইকারী **মাল** ক্রয়বিক্রয় করে যে (ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ব্যবস্থা, দেশ, বর্ষ)। ◻ দাক্ষিণাত্যস্থ পর্ব্বতবিশেষ, রাবণের মাতামহ সুমালীর ভ্রাতা, মালাশোভিত। ✱

মাস : ● **মস** (পরিমিত কালের নির্য্যাস) হইতে জাত। / যাহা পক্ষদ্বয় বা সৌরাদি মান দ্বারা পরিমিত। (ব.শ.)। ⊓ পক্ষদ্বয়াত্মক কাল, বৈশাখজ্যৈষ্ঠাদি। (চান্দ্র, সাবন, সৌর, নাক্ষত্র — এই চতুর্ব্বিধ মাস। ...)।

মাস-পালানী : ● **মাস** বা মাংস ভরা **পালান** যে গাভীর; অথবা, যে গাভীর **পালান** মাংসেই ভরপুর, আকারে বড় কিন্তু তুলনায় কম দুগ্ধযুক্ত। (দ্র. **মউ-পালানী**)। ⊓ মাস-পালানী (গাই)। ✱

মাহাত : ● **মহৎ** (আদিম যৌথসমাজের তারক) হইতে জাত যে জনগোষ্ঠী; অথবা, বৈদিক সভ্যতার বা দক্ষপন্থী বেদবাদীগণের উত্থান যে সনাতনপন্থী আদি ব্রাহ্মণদিগকে মর্য্যাদাচ্যুত করিয়াছিল; কিংবা, যেকারণে 'মাহাতরাই বড় ঘর' বলিয়া একটি জনশ্রুতি আজও প্রচলিত আছে। ⊓ হিন্দু ও আদিবাসীদের উপাধি। ✱

মাহালী : ● **মাহ** (**মহ**জাত) আধারিত হইয়া সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে; অথবা, যে জাতির মধ্যে **মহান** যুগের উত্তরাধিকার আজও বর্ত্তমান আছে। ◻ মেদিনীপুরের জঙ্গল-মহলের একটি আদিবাসী সম্প্রদায়। ✱

মাহিতি (মাইতি) : ● **মাহি**-কে (**মহ**জাত-এর সক্রিয়তাকে) সক্রিয়ভাবে তারণ করে যে; অথবা, যাহারা আদিম যৌথযুগ হইতে আগত অন্নসংস্থান প্রক্রিয়াকে (কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে) কার্য্যকরীভাবে সফল করিতেন; অথবা, যাঁহাদের উত্তরসূরীগণ পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় আজও কৃষিকার্য্য করিয়া এদেশের অন্নচিন্তা দূর করিয়া চলিয়াছেন। ◻ **মাহিষ্য** প্রভৃতি জাতির উপাধিবিশেষ। ✱

মাহিষ : ● **মহিষ**-এর (আদিম যৌথসমাজের বীরপুরুষের) সহিত সম্বন্ধিত যে (যে সকল সত্তা); অথবা, যাঁহারা যৌথসমাজের উৎপাদন কর্ম্ম-পরিচালক বীরপুরুষদিগের সহিত কৃষি-কার্য্যে সহযোগিতা করিতেন; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা কিছু পশুমহিষের বা কাঁড়ার সহিত সম্বন্ধিত। ◻ আদিম বীরদিগের সহিত সম্বন্ধিত, তাহাদের সদৃশ, অন্তঃপুর; (সাদৃশ্যে) মহিষসম্বন্ধী, মহিষদুগ্ধজাত। ✱

মাহিষ্য : ● **মাহিষ** (আদিম বীরপুরুষদিগের সহযোগী) থাকে যাহাতে; অথবা, যাঁহারা আদিম যৌথসমাজের যৌথকৃষিকার্য্যের দায়িত্বে নিরত ছিলেন এবং এখনও প্রধানত কৃষকের জীবিকায় থাকিয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেন; কিংবা, যে সনাতনপন্থী ও বেদবিরোধী জনগোষ্ঠী প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত বারংবার আক্রান্ত হইয়াছে এবং তাহাদেরই অধিকাংশ বাংলার শূদ্র ম্লেচ্ছ মুসলমান প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রান্তিক জাতিতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী ও তাহার খণ্ড-বিখণ্ড অংশগুলির মানুষদের জীবন-যাত্রায় আজও আদিসাম্যের গন্ধ পাওয়া যায়। (দ্র. **কৈবর্ত্ত**)। ◻ গ্রাম-বাংলার কৃষিকর্ম্মে রত প্রধান জাতি। ✱

মি (-মি) : ● সীমায়ন, পরিমাপন বা সঙ্কোচন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সঙ্কুচিত সত্তা আর সঙ্কুচিত না হইয়া তদবস্থায় সক্রিয় আছে; (কিংবা, যথা, **বোকা**-র স্বভাব সক্রিয় যাহাতে

বা যে বোকামিতে)। ❐ তদবস্থার অনুবর্ত্তন, স্নিগ্ধ হওয়া, নরম হওয়া, মিইয়া যাওয়া।

মিছ : ● **মি**-এর (সক্রিয় সীমায়িত সত্তার) আচ্ছাদন যাহাতে।

মিছা : ● **মিছ** (সক্রিয় সীমায়িত সত্তা আচ্ছাদিত) যে আধারে; অথবা, সত্যের সীমায়িত স্বরূপ (সংক্ষিপ্ত প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি, নকল, ধারণাদি) আচ্ছাদিত থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। ❐ অসত্য, অন্তঃসারশূন্য, ভুয়া, অমূলক ...। ✱

মিছামিছি : ● **মিছা** ও **মিছি** যাহাতে; অথবা, **মিছ** থাকে যে আধারে এবং **মিছ** সক্রিয় যাহাতে। ❐ অনর্থক, বৃথা।

মিছে : ● **মিছা** (আচ্ছাদিত সীমায়িত সত্যবিকার) দিশাগ্রস্ত যাহাতে। ❐ অকারণ, অনর্থক, অমূলক। ✱

মিট : ● **মি** (সক্রিয় সীমায়ন) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে আত্মসঙ্কুচিত হইতে হইতে নিজের ভিতরে নিজেই 'টুপ' করিয়া ডুবিয়া যায়, নিভিয়া যায়, অদৃশ্য হয়, বা মিলাইয়া যায়। ❐ লুপ্ত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, নিষ্পন্ন হওয়া, শান্ত বা তৃপ্ত হওয়া, চরিতার্থ বা পূর্ণ হওয়া, অবসান হওয়া, চুকিয়া যাওয়া, মিলিত হওয়া; উপশমিত করা। ✱

মিটন : ● **মিট** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ বিলোপন, লুপ্ত করা।

মিটমাট : ● **মিট** ও **মাট** (**মট** হইতে জাত); অথবা, যাহা সরাসরি বিলুপ্ত হয় এবং ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইতে হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ❐ বিবাদের অপনয়ন, বিবাদ-নিষ্পত্তি বা মীমাংসা। ✱

মিটমিট : ● **মিট**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা **মিট মিট** করিয়া নিভে (বারংবার নিভে বা চোখ বন্ধ করে); অথবা, যে **টিম টিম** করিয়া জ্বলে (বারংবার জ্বলে বা চোখ খুলে তাকায়); অর্থাৎ কিনা, যাহা মুহূর্ত্ত পরে পরে একবার জ্বলে (দেখে), পরক্ষণেই নিভে (চোখ মুদে) এবং পুনরায় জ্বলে আবার নিভে ... এইভাবে চলিতে থাকে; কিংবা, যাহা **মিট মিট** করিয়া নিভে (কারণ তাহা **টিম টিম** করিয়া জ্বলে)। ❐ চক্ষুর ঈষৎ উন্মীলননিমীলন-ভাব, জ্যোতিষ্কের বা দীপালোকের মৃদুভাব। ✱

মিটমিটে : ● **মিটমিট** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। / যাহা মিটমিট করিয়া জ্বলে। (ব.শ.)। ❐ ক্ষীণালোকবিশিষ্ট, মৃদু, বাহিরে মৃদু অর্থাৎ ভালমানুষ কিন্তু ভিতরে খল। ✱

মিটা : ● **মিট**-এর আধার যে; অথবা, **মিট**করণ থাকে যাহাতে। ❐ **মিট**, লুপ্ত হওয়া ... উপশমিত করা। ✱

মিটান : ● **মিটা** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ মিটা। (দ্র. **মিট**)।

মিটিমিটি : ● **মিটি** (**মিট** সক্রিয় যাহাতে) পুনরাবৃত্ত যাহাতে। ❐ চক্ষুর ঈষৎ উন্মীলন-নিমীলন-ভাব, দীপালোকের মৃদুভাব। ✱

মিটিরমিটির : ● **মিটির** (**মিটি** রহে যাহাতে) পুনরাবৃত্ত যাহাতে। ❐ ঈষৎ উন্মীলিত-নিমীলিত ভাবে। ✱

মিত[১] : ● **মি** (সক্রিয় সীমায়ন বা পরিমাপন) তারিত যাহাতে। ❐ কৃতপরিমাণ, পরিমিত, পরিচ্ছিন্ন, স্বল্প, নিয়মিত।

মিত[২] : ● **মি** (মিইয়া বা বিগলিত হইয়া) তারিত হয় যে; অথবা, যে সীমায়িত সত্তা সক্রিয় হইয়া (উৎপাদিত-উদ্বৃত্ত শব্দাদি রূপে বা আবেগ রূপে) কথকের বা দ্রষ্টার নিকট আসে। ❐ মিত্র, বন্ধু। ✱

মিতব্যয়ী : ● মিত[১] ব্যয় করেন যিনি।

মিতভুক্ : ● মিত[১] ভোজন করেন যিনি।

মিতভুক্ত : ● যিনি **মিত**[১] ভোজন করিয়াছেন।

মিতা : ● **মিত**-এর আধার যে। ❐ মিত্রপত্নী, মিত্রতাপন্না নারী, সখীত্বসূচক সম্বন্ধবিশেষ।

মিতাক্ষর : ● যাহাতে **মিত**[১] বা কম সংখ্যক অক্ষর থাকে। ❐ পরিমিতবর্ণ, স্বল্পাক্ষর, ছন্দোবদ্ধ।

মিতাক্ষরা : ● **মিতাক্ষর**-এর আধার যে (গ্রন্থ); অথবা, যে গ্রন্থে ভারতের হিন্দিভাষী অঞ্চলের হিন্দুর উত্তরাধিকার-ধর্ম্ম (আইন) লিপিবদ্ধ আছে। ❐ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যানগ্রন্থ, বিজ্ঞানেশ্বরভট্টারক-কৃত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

মিতালি : ● **মিতার** লালন সক্রিয় যাহাতে। ❐ মিত্রকরণ, বন্ধুত্ব করা।

মিতালী : ● **মিতালির** আধার যে। ❐ মিত্রতা, বন্ধুত্ব, মেয়েদের নাম।

মিতিন : ● মিত সক্রিয়ভাবে অনকৃত যাহাতে। ❐ মিত্রপত্নী, মিত্রতাপন্না নারী, সখীত্বসূচক সম্বন্ধবিশেষ। ✱

মিতিনী : ● **মিতিন**-এর সক্রিয় আধার যে। ❐ মিত্রপত্নী, মিত্রতাপন্না নারী, সখীত্বসূচক সম্বন্ধবিশেষ। ✱

মিত্র : ● **মি**-কে (সক্রিয় সীমায়িত সত্তাকে বা এক 'আমি'কে) ত্রাণ করে যে (অন্য 'আমি'); অথবা, বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে ত্রাণ করে যে ব্যক্তি। ❐ বন্ধু, সহায়তাকারী, সখা, প্রীতিকর্ত্তা, অরিভূমির অগ্রবর্তী রাজা।

মিত্‌র : ● **মি**-এর (তদবস্থায় সঙ্কুচিত সত্তার সক্রিয়তা হইতে উৎপাদিত উদ্বৃত্তের) তারণকে (উত্তরণকে) ত্রাণ করে যে; অথবা, যে সত্তা ব্যাপ্ত করে বা হয়; অথবা, যে সত্তা আপন অস্তিত্বের বাহিরে মুক্তি লাভ করে বা করিতে চায়; কিংবা, 'দান করি', 'দান করিতে পারি', এই অভিমান যাহার; অথবা, যে সত্তা সর্ব্বপ্রকার তেজের লালন করে। / যিনি সর্ব্বভূতে স্নেহ করেন; অথবা, যিনি সব জানেন; কিংবা, যিনি কিরণক্ষেপন করেন। (ব.শ.)। ❐ মিত্‌র দেবতা, অহরভিমানী দেব, দ্বাদশ আদিত্যের একতম, মরুদ্‌বিশেষ, জনগণকে দানকারী রাষ্ট্রীয় 'পাত্রমিত্র' বা রাজপুরুষ, পণ্যবিক্রয়কারী, কায়স্থের ও বারুই-এর উপাধি (এই উপাধিগুলি **মিত্র** বানানে লিখলে যথার্থ হয় না।) ✱

মিত্‌রাবরুণ : ● **মিত্‌র** ও **বরুণ** - এই দুই সত্তা একত্রে সক্রিয় যাহাতে; অথবা, আত্মোপলব্ধিপ্রাপ্ত তেজের 'ব্যাপ্ত হইব (**মিত্‌র**), না কি যেমন আছি সেরূপ থাকিব (**বরুণ**)' - এই দুই প্রকার ইচ্ছা যাহাতে। ✱

মিথ : ● **মি** (আত্মসঙ্কোচন বা স্বাতন্ত্র্য) **থ** (থাকে) যাহাতে; অথবা, **মি** (সক্রিয়ভাবে সীমায়িত সত্তা বা তাহার অধিকারবোধ) থাকে যাহাতে (যে আধারে); কিংবা, 'ইহা সীমায়িত হইয়া আমার অধিকারে আসিয়াছে' - এইরূপ বোধ থাকে যাহাতে; অথবা, সত্যের সীমায়িত (সঙ্কুচিত) স্বরূপ থাকে যাহাতে; কিংবা, সত্য নহে, সত্যের সীমায়িত ধারণাদিকে (প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি, প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি সত্য-বিকারকে) 'সত্যের স্বরূপ' বলিয়া ধারণ করিয়া রাখা হয় যাহাতে। ❐ বধ, হিংসা, মেধা, সত্যবিকার, সমগমন, সঙ্গ। ✱

মিথঃ (মিথস্) : ● **মিথ**-এর (সীমায়িত সত্তার) বিসর্জ্জমান নির্য্যাস বা উদ্বৃত্ত রূপ যাহাতে; অথবা, উদ্বৃত্ত দান বা গ্রহণের কারণে যে সত্তা (অধিকারী) অন্য সত্তার (অধিকারীর)

সহযোগিতা করে। ❐ সহ, অন্যোন্য, পরস্পর, রহঃ, একান্তে, নিভৃতে। ❋

মিথি : ● **মিথ** (সীমায়িতের অধিকারবোধ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়া) উৎপাদিত ফসল (মানসফসল বা বাহ্যফসল) সরাসরি বিনিময় করা হয় যাহাতে বা করে যে (বা যাহারা); কিংবা, উৎপন্ন পণ্যে পরিণত হয় যাহাতে। (দ্র. **নিমি, বিদেহ**)। ❐ নিমির পুত্র। ❋

মিথিল : ● **মিথি** (সরাসরি বিনিময়) লালিত যেখানে বা যাহাতে। ❐ মিথিলাবাসিগণ।

মিথিলা : ● **মিথিল**-এর আধার যে। ❐ জনক-রাজের পুরী **বিদেহ**রাজধানী ত্রিহুত। ❋

মিথিলাধিপতি : ● **মিথিলা**র অধিপতি যিনি। ❐ মিথিলারাজ (জনক)।

মিথুন : ● **মিথ** (আত্মকেন্দ্রিক স্বতন্ত্র সত্তা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া (অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে স্বতন্ত্র সত্তা অন্য স্বতন্ত্র সত্তার সহিত লেনদেনে রত হইয়াছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম যাহাতে। ❐ বিনিময়কারী যুগল, ক্রেতা-বিক্রেতা; (লক্ষণার্থে) যুগ্মবিশিষ্ট, দ্বয়, যুগ্ম, দ্বন্দ্ব, যুগল; (সাদৃশ্যে) স্ত্রীপুরুষের রতি, মেলন, সঙ্গম, স্ত্রীসম্ভোগ।

মিথুনভাব : ● **মিথুন** (দুয়ে মিলে থাকা) ভাব থাকে যাহাতে। ❐ যুগলভাব, যুগ্মতা, সঙ্গম।

মিথুনব্রতী : ● **মিথুন** (দুয়ে মিলে থাকা) ব্রত যাঁহাদের। ❐ দাম্পত্যধর্ম্মবান। ❋

মিথ্যা : ● **মিথ** (সত্যবিকার) থাকে যে আধারে; অথবা, **মিথ** (সত্য নহে, সত্যের সীমায়িত ধারণাদি — প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি, প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি সত্যবিকার — 'সত্যের স্বরূপ' হইয়া বা সাজিয়া) থাকে যে আধারে; কিংবা, যে বিকৃত সত্যকে প্রকৃত সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। ❐ অলীক, ভ্রমমূলক, নিরর্থক, সব্যাজ, অসত্যপ্রতীয়মান, অধর্ম্মপত্নী। ❋

মিথ্যাক্রয় : ● **মিথ্যা** (সত্যমূল্য না দিয়া সত্যের ভান করিয়া) ক্রয় যাহাতে। / অল্পমূল্যে ক্রয় যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ অযথার্থ ক্রয়।

মিন : ● সীমায়িত সত্তা সক্রিয়ভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে সঙ্কুচিত ক্ষুদ্র শব্দকণা বা তদ্রূপ সত্তা ক্ষীণভাবে উচ্চারিত হয়।

মিনতি : ● **মিন**কৃতের (সঙ্কুচিতভাবে আবেদনের) তারণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **মিনমিন** করিয়া ক্ষীণস্বরে কিছু নিবেদন করা হয়। ❐ বিজ্ঞপ্তি, দুঃখ বিষয়ে বিদিতকরণ, নিবেদন।

মিনমিন : ● **মিন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে সঙ্কুচিতভাবে ক্ষীণস্বরে পর পর কিছু বলা হয়। ❐ বিন্দুবিন্দুভাব, ক্ষীণ-ধারার ভাব।

মিনমিনে : ● **মিনমিন** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। / যে নাকীসুরে কথা বলে। (ব.শ.)। ❐ বিন্দু বিন্দু হেতু, ঘ্যানঘেনে, প্যানপেনে।

মিল : ● **মি** (সক্রিয় সীমায়িত সত্তা) লালিত যাহাতে; অথবা, **মি** (সক্রিয় সীমায়িত সত্তা) লয়প্রাপ্ত যাহাতে; কিংবা, যে সীমায়িত সত্তা নিজেকে প্রস্ফুটিত করিয়া ধরে বা **মেলিয়া** ধরে; অথবা, প্রস্ফুটিতের দেখাদেখি প্রস্ফুটিত হইলে তাহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য (**মিল**) দেখিতে পাওয়া যায়; কিংবা, (সমগোত্রীয় দেখিয়া) যে সীমায়িত সত্তা বিগলিত হইয়া (**মিইয়া**) লয়প্রাপ্ত হইয়া যায় বা পরিপূরক পক্ষের সহিত মিলাইয়া যায়। ❐ সাদৃশ্য, অনন্যভাব, সুরের সঙ্গতি, মেলন, পদ্যে দুই চরণের শেষ অক্ষরের অভেদ; সংযুক্ত

হওয়া, এক বা অভেদ হওয়া ... ইত্যাদি; উন্মীলিত করা, মিলে ধরা, মিলিত করা। ❋

মিলন : ● **মিল** অন (চলমান) যাহাতে; **মিল**-করণ বা **মিল**-হওয়ন চলিতে থাকে যাহাতে। ❒ সংশ্লেষ, সঙ্গ, সংযোগ, সমাগম, সম্পর্ক, সংসর্গ।

মিলমিশ : ● **মিল** ও **মিশ** যাহাতে; অথবা, বিগলিত হইয়া পরিপূরক সত্তায় হারাইয়া যাওয়া এবং দানা দানা ভাবে অন্য সত্তার মধ্যে সংযুক্ত হওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, মনে মনে মিলিয়া এক হইয়া যাওয়া এবং দেহে দেহে মিশিয়া (কিন্তু বিগলিত না হইয়া স্বতন্ত্র থাকিয়া) একত্রিত হওয়া হয় যাহাতে। ❒ সদ্ভাব, বনিবনা। ❋

মিলা : ● **মিল**-এর আধার যে; অথবা, **মিল**-করণ বা **মিল**-হওয়ন থাকে যাহাতে। ❒ মিলিত হওয়া, গলিয়া মিশ্রিত হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, মিলিত হইতে আসা ...। ❋

মিলামিশা : ● **মিলা** ও **মিশা** যাহাতে। (দ্র. **মিলমিশ**)।

মিলান : ● **মিলা** অন (চলমান) যাহাতে। ❒ মিলাইয়া দেওয়া, মিলাইয়া দেখা।

মিলিত : ● **মিল** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ❒ বিগলিত হইয়া অবলুপ্ত, সংশ্লিষ্ট, পরিপূরকের ভিতরে বিলুপ্ত, সঙ্গত। ❋

মিশ : ● **মি** (সক্রিয় সীমায়িত সত্তা) সার্ব্বিকভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে একত্রিত হয় কিন্তু বিগলিত হইয়া স্বতন্ত্র সত্তা হারাইয়া ফেলে না; কিংবা, যাহা শারীরিকভাবে একত্রিত হয় কিন্তু রাসায়নিক বা মানসিকভাবে পরস্পরের মধ্যে মিলাইয়া যায় না; অথবা, সক্রিয় স্বতন্ত্র সত্তাসমূহ সর্ব্বাধিক পরিমাণে একত্রিত যাহাতে। ◌ মিশ্রিত, স্বাতন্ত্র্য রক্ষাপূর্ব্বক একত্রহওয়ন, মিশ্রিত করা, সমস্বর বা সংবাদী করা।

মিশকাল : ● **মিশ**-এর (অতিঘন-র) ন্যায় কাল যে। ◌ মিশির মতো কাল, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

মিশা : ● **মিশ**-এর (স্বাতন্ত্র্যসহ একত্র হওয়নের) আধার যে; অথবা, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পূর্ব্বক মিলন থাকে যাহাতে। ❒ মিশ্রিত হওয়া, স্বাতন্ত্র্যমূলক মিলিত হওয়া।

মিশান : ● **মিশা** অন (চলমান) যাহাতে। ◌ মিশ্রিত করা।

মিশুক : ● **মিশ**-কে (স্বাতন্ত্র্য রক্ষাপূর্ব্বক একত্রিত হওয়াকে) নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, একত্রিত হওয়নের জন্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে না যে; কিংবা, মানুষের সহিত মিলিত হইবার ক্ষেত্রে (রবীন্দ্রকথিত) 'স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা' বিসর্জ্জন দিয়া চলে যে। ❒ আলাপ পরিচয়ে কুশল।

মিশ্র : ● **মিশ** (স্বাতন্ত্র্যসহ একত্র হওয়ন) রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে দুই বা ততোধিক বিষয় বা বস্তু একত্রিত থাকে কিন্তু তাহারা বিগলিত হইয়া কেহ কাহারও মধ্যে অন্তর্হিত হয় না; কিংবা, যে ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন সমাজতন্ত্রবাদী (বৈদিক) ভারতের পাশাপাশি বৌদ্ধ ভারতেরও রীতিনীতি ধারণ করিবার যোগ্যতা ধরিতেন। ❒ মিশ্রিত, সংযুত, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, প্রধান, চতুর্ব্বিধ গজজাতির একতম, (সঙ্গীতে) শ্রুতিবিশেষ, কান্যকুব্জসারস্বত-প্রভৃতি ব্রাহ্মণের উপাধি। ❋

মিশ্রক : ● **মিশ্র** করে যে। ◌ মিশ্রণকর্ত্তা, অপদ্রব্যের সহিত ধান্যাদির মিশ্রণকারক, ভেজালদার, ক্ষারমৃত্তিকাজাত লবণ।

মিশ্রজ : ● **মিশ্র** হইতে জাত। ◌ অশ্বতর, খচ্চর।

মিশ্রণ : ● **মিশ্র** অন (চলমান) যাহাতে। ◌

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◌ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

সংযোজন, সংশ্লেষণ, সঙ্কলন।

মিশ্রধন : ● সুদ মিশ্রিত ধন যাহাতে। ⊓ বৃদ্ধিসহিত মূল।

মিষ : ● মি-এর (সক্রিয় সীমায়িতের) দিশাগ্রস্ত শক্তি বিচ্ছুরণ যাহাতে; অথবা অন্যকে অভিভব করিতে ইচ্ছা করে যে। ⊓ স্পর্দ্ধা, অভিভবেচ্ছা, ছল, ব্যাজ, ব্যপদেশ।

মিষ্ট : ● **মিষ** (অভিভবেচ্ছা) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা (কোনো প্রকার **মধুর** রসে) মানসিক ও দৈহিক রসনাকে অভিভূত করে। ⊓ স্পর্দ্ধিত, মধুররসযুক্ত, শ্রুতিসুখকর, মধুররস, মধুরখাদ্য, মোদকাদি দ্রব্য, মিষ্টান্ন।

মিষ্টমুখ : ● **মিষ্ট** মুখ যাহার। ⊓ মধুরভাষী।

মিষ্টি : ● **মিষ্ট** সক্রিয় যাহাতে। ⊓ মিষ্ট, মধুররসযুক্ত, শ্রুতিসুখকর, প্রীতিজনক।

মিষ্টিমুখ : ● **মিষ্টি** মুখ যাহাতে; অথবা, মুখে মিষ্টি দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, যাহার মুখ দেখিতে অত্যন্ত মধুর। ⊓ মুখে মিষ্টি, মুখ মিষ্টি।

মিহ : ● **মি**-এর (সক্রিয় সীমায়িতের) হওয়ন যাহাতে; অথবা, অণু-অণু কণা-কণা বিন্দু-বিন্দু হওয়ন চলে যাহাতে; কিংবা, শুধুমাত্র পুচ-পুচ **গোবব** (hard cash) ছুর-ছুর **গোমূত্র** (liquid money) লাভের উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন বা মূত্রপূরীষকরণ চলে যাহাতে। ⊓ সেচন, ক্ষরণ, মূত্রপূরীষকরণ।

মিহি : ● **মিহ** (সীমায়িতের কণা-কণা হওয়ন) সক্রিয় যাহাতে। ⊓ সূক্ষ্ম, সরু, সূচল, জিল (সুর), ছোট, নিষ্পিষ্ট, ক্ষীণ।

মিহিদানা : ● **মিহি** যে দানা। ⊓ ছোট দানা, মোতিচুরবিশেষ।

মিহির : ● **মিহ** (আলোকণার ধারাবাহিক বিচ্ছুরণ) সক্রিয়ভাবে রহে যাহাতে; অথবা, বিচ্ছুরিত কিরণ দ্বারা ধরিত্রীর জলসমূহকে মেঘে পরিণত করিয়া পুনরায় বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টির ধারা রূপে বর্ষণ করে যে। / মেঘরূপে সেচন করে যে। (ব.শ.)। ⊓ সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ, মেঘ, বায়ু, চন্দ্র, বরাহমিহির।

মী : ● সীমায়িতের সক্রিয় আধার যে।

মীন : ● **মী** (সক্রিয় সীমায়িতের আধার) অনকৃত যাহাতে; অথবা, **মী** (ব্যক্তিমালিক, **মৎস্য**) অনকৃত (বিকাশশীল) যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মাছের পোনা বিকাশশীল যাহাতে। ⊓ মাছের পোনা, মৎস্যবীজ, মীনরাশি, বিষ্ণুর মৎস্যাবতার, কামের মীনাকার রথধ্বজ, চৈত্রমাস। *

মীমাংস : ● **মী**-এর (ব্যক্তিমালিকের) **মাংস** (মালিকানার অংশ) যাহাতে। ⊓ ব্যক্তির অংশভাগ নির্ণয়, বিচারকরণ।

মীমাংসক : ● **মীমাংস** করে যে; অথবা, ব্যক্তি-মালিকের মালিকানা নির্দ্ধারণ করে যে। ⊓ সিদ্ধান্তকারক, বিচারক, মীমাংসাদর্শন-বেত্তা, সিদ্ধান্তপূর্ব্বক বিবাদ-মীমাংসাকারক। *

মীমাংসা : ● **মীমাংস**-এর আধার যে; অথবা, **মীমাংস**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যে বা যাহা দ্বারা **মীমাংস**করণ করা হয়। / মীমাংসা করে যে। (ব.শ.)। ⊓ বিচার, বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বনির্ণয় বা সিদ্ধান্ত, জৈমিনিকৃত দর্শনশাস্ত্র-বিশেষ (মীমাংসা দুই ভাগে বিভক্ত, পূর্ব্ব-মীমাংসা, উত্তরমীমাংসা)।

মীমাংসিত : ● **মীমাংস** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ⊓ বিচারিত, তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক নির্ণীত, সিদ্ধান্তিত।

মু : ● সীমায়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা আর সীমায়িত না হইয়া বিপরীত আচরণ করে বা অসীমায়ন করে।

মুকু : ● **মু**-করণ (... অসীমায়িত বা উন্মুক্ত করণ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাকে মোচন করা হইয়াছে তাহার বন্ধন-মুক্তির ছুট যাহাতে; কিংবা, নির্মুক্তের বন্ধনমুক্তির সুখ বা আনন্দ যাহাতে; অথবা, উৎপাদিত (আবেগাদি, জ্ঞান-ধন-পণ্যাদি ...) গতিরুদ্ধ বা বদ্ধ হইলে তাহার সেই বন্ধন-মুক্তির উচ্ছ্বাস যাহাতে। ⊓ মুক্তি, মোক্ষ। ✻

মুকুন্দ : ● **মুকু**-কে অনকরণ দান করে যে; অথবা, নির্মুক্তের মুক্তিসুখের কামনাকে অনকরণ করিয়া দেয় যে; কিংবা, রুদ্ধ-মনোব্যথা, রুদ্ধ-সংবাদ, রুদ্ধপণ্য, রুদ্ধ-দেহব্যথা ... ইত্যাদিকে মুক্ত করিয়া মুক্তিসুখ দেয় যে। ⊓ মুক্তিদাতা, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, রোগমুক্তিদাতা, পারদ, কুবেরের নিধিবিশেষ, রত্নভেদ, কুন্দুরু, ঢক্কাবিশেষ। ✻

মুকুন্দরাম : ● যে **রাম** (বিনিয়োগযোগ্য মানসিক জ্ঞানপুঁজির অধিকারী) বিদ্রোহী জনগণের রুদ্ধ-মনোব্যথাকে ('চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করিয়া) মুক্তিসুখের পথ দেখাইয়াছিলেন। ⊓ 'কবিকঙ্কণ' মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামবাসী হৃদয়মিশ্রের পুত্র, চণ্ডীকাব্য রচয়িতা, ও 'কবিকঙ্কণ' উপাধি প্রাপ্ত। ✻

মুকুর : ● **মুকু** (...নির্মুক্ত-মুক্তিকামী) রহে যাহাতে; অথবা, সত্তার শরীর নির্মুক্ত হইয়া প্রতিচ্ছবি রূপে গিয়া বদ্ধ হয় ও মুক্তি-সুখের কামনায় অপেক্ষা করে যাহাতে। ⊓ দর্পণ, আরশি, কোরক, কুঁড়ি, বকুলবৃক্ষ, কুমারের চাকঘুরান লাঠি, কুলালদণ্ড, মল্লিকালতা, কোলিবৃক্ষ। ✻

মুকুল : ● **মুকু** (...নির্মুক্ত-মুক্তিকামী) লালিত যাহাতে। ⊓ আত্মার কলি, অদৃশ্য মানসিক কলি, বিকাসোন্মুখ কলিকা, (সাদৃশ্যে) কুঁড়ি, মুকুলাকৃতি বস্তুমাত্র, মুকুলাকৃতি স্তন। ✻

মুকুলিকা : ● **মুকুল**-কে সক্রিয় করে যে ক্ষুদ্র মুকুল। / যাহার সম্বন্ধে চক্ষুর মুকুলভাব আছে; অথবা, শিশুকে ঘুম পাড়ানর নিদ্রাকর্ষক গুনগুন সুর (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ◻ মানসিক কলি বা কোমলদর্শন, কোমলস্বর, (সাদৃশ্যে) মুকুলাকার কর্ণভূষণ, মুকুলসদৃশ বিকাসোন্মুখী। ✻

মুকুলিত : ● **মুকুল** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ⊓ সঞ্জাতমুকুল, কোরকিত, মুকুলাবস্থাগত, মুকুলাকৃতিস্তনবিশিষ্ট; মুক্ত, এলো। ✻

মুক্ত : ● **মুক** (অসীমায়িত করণ বা সীমার বন্ধন খুলিয়া দেওয়া) তারিত যাহাতে; অথবা, ঘিরিয়া ধরা বন্ধনাদি হইতে (ছিঁড়িয়া, ভাঙিয়া ...) বাহিরে আসিয়াছে যে; কিংবা, খোলস বন্ধন ইত্যাদি যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। ⊓ মুক্তিপ্রাপ্ত, বন্ধনরহিতী-ভূত, মোক্ষপ্রাপ্ত, সংসারবন্ধন-রহিত নিরাসঙ্গ নিরীহ পুরুষ; ত্যক্ত, বহির্ভূত, পরিত্রাত, নিঃসারিত। ✻

মুক্তক : ● যাহাকে **মুক্ত** করা হয় বা হইয়াছে। ⊓ অর্থগ্রহণার্থ পদ্যান্তর নিরপেক্ষ একমাত্র শ্লোক; ক্ষেপণীয় অস্ত্র, শরাদি।

মুক্তকচ্ছ : ● **মুক্ত** কচ্ছ যাহার; অথবা, যাহার **কচ্ছ** (আচ্ছাদিত করণ-চয়ন-প্রযুক্তি বা মালিকানা বা টাকাকড়ি) খোলা পড়িয়া আছে; কিংবা, যাহারা ধনসম্পদের মালিক না হওয়ার উত্তরাধিকার বহন করে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহার ধুতির কাছা খুলিয়া গিয়াছে; কিংবা, যাহাদের নিম্নবাসে কাছা দেওয়া থাকে না। ◻ অসতর্ক ধনী; (সাদৃশ্যে) বৌদ্ধ, লুঙ্গিপরা মুসলমান, কাছাখোলা মানুষ। ✻

মুক্তকেশী : ● **মুক্ত** **কেশ** যাহার; অথবা,

অবদ্ধ কেশ যাহার; কিংবা, যাহার মালিকানা বিন্যস্ত গোছানো বা বিধিবদ্ধ করা নেই। ⊓ শ্রমিকশ্রেণী, কর্ম্মীবাহিনী; (পৌরাণিক ভাষায়) অবদ্ধকেশী, কালী।

মুক্তবেণী : ● **মুক্ত** বেণী যাহার; অথবা, অবদ্ধ বেণী যাহাতে; কিংবা, বেণী মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় যেখানে; অথবা, যে স্থান (**ত্রিবেণী**সঙ্গম) হইতে জ্ঞানোৎপন্নের ধারা (সরস্বতী), বেসরকারী পণ্যধারা (গঙ্গা) ও সরকারী পণ্যধারা (যমুনা) এই তিন ধারা তিন দিকে প্রবাহিত হইত। ⊓ অদৃশ্য ত্রিবেণীসঙ্গম ও তাহার ত্রিধারা; (সাদৃশ্যে) হুগলী জেলার ত্রিবেণী। ✱

মুক্তা : ● **মুক্ত**-এর আধার যে; অথবা, সর্ব্বপ্রকার বর্ণ ধূলি ময়লাদিতে হইতে মুক্ত যে; কিংবা, বিবাহবন্ধনাদি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে যে নারী; অথবা, বিবাহবন্ধনাদির অন্তর্ভুক্ত না হইয়া 'লিভ-টুগেদার'কারী বা তদ্রূপ স্বেচ্ছাচারিণী যে নারী। / যাহা শুক্তি কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছে। (ব.শ.)। ⊓ পুংশ্চলী, রত্নবিশেষ, মৌক্তিক, মোতি।

মুক্তি : ● **মুক্ত**করণ (সীমার বন্ধন খুলিয়া দেওয়া) সক্রিয় যাহাতে। ⊓ মোচন, মোক্ষণ, ত্যাগ, বন্ধন-রাহিত্য, নির্ব্বাণ, সংসারবন্ধন-রাহিত্য, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। ✱

মুক্তিক্ষেত্র : ● মুক্তি পাওয়া যায় যে ক্ষেত্রে; অথবা, বৈদিক যুগে যখন 'পৃথিবী'তে (অর্থাৎ, বেদবাদী শাসকদের শাসনাধীন এলাকায়) উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রি করাও নিষিদ্ধ ছিল, তখন 'পৃথিবীর বাইরে' যে ক্ষেত্রে (মনের বোঝার ভার, পণ্যের বোঝার ভার লইয়া) যাইলে (ঐ ভার হইতে) মুক্তি পাওয়া যাইত। ⊓ মুক্তিতীর্থ কাশী, **বারাণসী**। ✱

মুক্তিমণ্ডপ : ● যে **মণ্ডপ**-এ আধ্যাত্মিক সামাজিক পারিবারিক বন্ধনাদি হইতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ⊓ (আধ্যাত্মিক) বিশ্বেশ্বর ও জগন্নাথের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মণ্ডপ, (সামাজিক, পারিবারিক ...) চরিত্রনাশক অপকৃষ্টস্থান, গুলি মদ ইত্যাদির আড্ডা, বেশ্যালয়। ✱

মুক্তিয়ার (মোক্তার) : ● **মুক্তি**-রূপ যাত্রার আধার রহে যাহাতে; অথবা, **মুক্তি**র ব্যবস্থা করিয়া দেয় যে। ⊓ ফৌজদারী আদালতের উকীলবিশেষ, মোকদ্দমা ইত্যাদির তদ্বিরের নিমিত্ত জমিদারের প্রতিনিধি-কর্ম্মচারী।

মুখ : ● **মু** (নবোত্তীর্ণ সীমিত) **খ** (খননসাধন) যাহাতে; অথবা, যে সীমায়িত (দৃশ্য বা অদৃশ্য) সত্তা নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া মূল অবয়বের নিমিত্ত খাদ্যখনন করিয়া **আনয়ন** করে; কিংবা, যে খননসাধন-যন্ত্রকে ঢাকিয়া সাজাইয়া সুন্দর ('উইন্ডো ড্রেসিং') করিয়া রাখিতে হয়; অথবা, যে খাবলানোর যন্ত্রটি সর্ব্বাগ্রে চলে বা থাকে। / বিধাতা কর্ত্তৃক খাত; অথবা, যাহার দ্বারা খাদ্যখনন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ আনন (মূর্ত্তি বা ভাবমূর্ত্তির আনন), মুখোপলক্ষিত সমুদয় মুখভাগ, বদনমণ্ডল, মুখস্বরূপ প্রতিনিধিবক্তা।

মুখপোড়া : দ্র. **পোড়ামুখো**।

মুগ : ● **মু**-এর (অসীমায়িতের) গমন যাহাতে; অথবা, যাহা বল দান করে কিন্তু তাহার কোনো প্রাবল্য থাকে না। ⊓ (সাদৃশ্যে) রবিশস্যবিশেষ, কলায়বিশেষ। ✱

মুগুর : ● **মুগ** (অসীমায়িতের গমন) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে। ⊓ ব্যায়ামার্থ কাষ্ঠময় গদা, কামারের বড় কাঠের হাতুড়ি, গদাসদৃশ কাষ্ঠখণ্ডমাত্র।

মুগ্ধ : ● **মু**-এর (অসীমায়িতের) গমন ধারিত যাহাতে; অথবা, যে মানসিক-গমনকারী কোনো বিষয়ের মোহে ধরা পড়িয়া তাহাতেই স্থির হইয়া আছে। ❐ মোহগ্রস্ত, অবিবেক, সরল, অকপট। ❋

মুগ্ধবোধ : ● যাহা দ্বারা **মুগ্ধে**র বোধ ঘটে। / মূঢ়ের বোধয়িতা (মূঢ়কে বুঝিয়ে দেয় যে)। (ব.শ.)। ❐ ব্যোপদেবকৃত ব্যাকরণ।

মুচ : ● **মু**-এর (অসীমায়িতের) চয়ন যাহাতে; অথবা, মুক্তিকামীর তাহাকে ঘিরিয়া থাকা দেয়াল-ভাঙার অল্প অল্প চেষ্টা যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা মুচ করিয়া ভাঙে। ❐ মোক্ষ, চূর্ণীকরণ।

মুচক : ● মোচন করা হইয়াছে যাহাকে; অথবা, যে সত্তাকে (হাসি ইশারা ইত্যাদিকে) একটু একটু করিয়া মোচন করা হয়। ❐ স্মিত করা, একটু হাসা।

মুচকি : ● **মুচক** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, মুচক মুচক করিয়া যে হাসি বাহির হইতে থাকে। ❐ অল্প অল্প হাস্য, ঈষৎ হাস্য, স্মিত।

মুচড় : ● **মুচ** (অসীমায়িতের চয়ন) গড়ায় যাহাতে। ❐ মুটিত, মুড়িয়া ভাঙা, ঘৃষ্ট করা, মর্দ্দন করা, পাক দেওয়া।

মুচড়ান : ● **মুচড়** (পাক দেওয়া) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ মুটিত করা, মোড়া দিয়া ভাঙা, ঘৃষ্ট করা, মর্দ্দন করা, পাক দেওয়া।

মুচমুচে : ● **মুচমুচ** (ভগ্ন হইবার কারণে ঈষৎ শব্দ) করে যে। ❐ মুচ মুচ শব্দকারক।

মুছ : ● **মু**-এর (অসীমায়িতের) চয়নস্থিত যাহাতে; অথবা, নির্মুক্তের বন্ধনমুক্ত হইয়া বাহির হইতে গিয়া যে পূর্ব্বস্মৃতি-জলকাদা-ধুলোবালি-ময়লাদি দেহেমনে লাগিয়া থাকে তাহা সাফ করা হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে কোনো বাহ্য দ্রব্যকে সাফ করা হয় যাহাতে। ❐ বস্ত্রাদির দ্বারা গাত্রাদির জল-ইত্যাদি অপসারণ বা পরিষ্কার করা, মোছা। ❋

মুছন : ● **মুছ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **মুছ**করণ চলে যাহাতে। ❐ মুছকরণ, মোছা।

মুছা : ● **মুছ**-এর আধার যে; অথবা, **মুছ**করণ থাকে যাহাতে। ❐ মুছকরণ করা, মোছা।

মুছান : ● **মুছা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **মুছ**করণ করান হয় যাহাতে। ❐ কাহারও দ্বারা মুছকরণ করা।

মুছি : ● **মুছ**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে **মুছ**করণ করি; কিংবা, নির্মুক্তের মোচন স্থিত হয় যেখানে বা যেরূপে। ❐ সোনা রূপা ইত্যাদি গলানর মৃৎপাত্রবিশেষ, ছোট শরার মত আসকিয়া পিঠা গড়ার মাটির ঢাকনি, কচি নারিকেল। ❋

মুড় : ● **মু**-এর (অসীমায়িতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, সীমা ভেদপূর্ব্বক বাহির হইয়া এদিক ওদিক করে (দক্ষিণে-বামে শির নাড়ে) যে; কিংবা, যাহার বহির্গত রূপ সাফসুফ ও গোলাকার হইয়া (মুড়ির ন্যায় মুড়াইয়া দেওয়া হইয়া) যায়; অথবা, **মুড়**করণ করিয়া ঢাকা দেওয়া হয় যাহাতে। ❐ চূর্ণ, মোটন, মোড়া; মুণ্ডিতমস্তক, নেড়া, শাখাপত্রহীন; আবৃত করা, বেষ্টিত করা; আবৃত, ঢাকা; মুণ্ডিত করা, শাখাপত্রহীন করা ...।

মুড়কি : ● **মুড়**-করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, চালের সীমা চূর্ণ করিয়া বাহির হইয়া (খই হইয়া) সক্রিয় থাকে যে। ❐ গুড় বা চিনির রসে মাখান খই। ❋

মুড়ন : ● **মুড়**করণ (মুড়িয়া সাফসুফ গোলাকার করিয়া দেওয়া) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ মুড়করণ বা মুড়িয়া দেওয়া,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

কেশহীনীকরণ, মাথায় খুর দেওয়া, বৃক্ষাদির ডালপালা কাটিয়া স্থাণুবৎ করা।

মুড়লা : ● **মুড়** (মাথা) লালিত হয় যে আধারে। ❒ বরের টোপর, নৌকার মুড়ার (মাথার) সজ্জা মাল্যাদি। ✻

মুড়লী : ● **মুড়**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **মুড়** (মাথা) লালিত হয় যে সক্রিয় আধারে; কিংবা, যথা, মাটির ঘরের দেয়ালের মাথায় বা শীর্ষস্থানে যে **মুড়**করণ করা হয়। ❒ ঘরের দেয়ালের মাথা। ✻

মুড়া : ● **মুড়**-এর আধার যে; অথবা, **মুড়**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাকে **মুড়**করণ করা বা **মুড়াই**য়া দেওয়া (পরি-বাপন করা) হইয়াছে। / যে ঝাঁটার আগা ক্ষয়প্রাপ্ত। (ব.শ.)। ❒ মাথা, মাছের মাথা, গেঁড়; মোটন করা, মোড়া দেওয়া; বেষ্টিত করা; মুণ্ডিতমস্তক, নেড়া, শাখাপত্রহীন; ঢাকা; মুণ্ডিত করা, শাখাপত্রহীন করা ...।

মুড়ামাখন : ● যে মাখনের মাথাকে **মুড়ি**য়া দেওয়া হয়। ❒ জল-মরা কাঁচা-খাওয়ার মাখন।

মুড়ামুড়ি (মোড়ামুড়ি) : ● **মুড়া** ও **মুড়ি** যাহাতে; অথবা, **মুড়**করণ থাকে যাহাতে এবং **মুড়**করণ সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে কোনো সত্তাকে গুটাইয়া **মুড়**করণ করিয়া রাখা হয়। ✻

মুড়ি : ● **মুড়**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **মুড়**-এর (মুড়ার বা মাথার) ন্যায় ব্যবহার করা হয় যাহাকে; কিংবা, চালের সীমা ভাঙিয়া **মুড়াই**য়া দেওয়া গোলাকার অবয়বে সক্রিয় যে। ❒ মুণ্ড, মাছের মাথা, চেকবহির যে অর্দ্ধাংশ মালিকের কাছে থাকে; আচ্ছাদন, ঢাকনা; হালকা ফাঁপা ভাজা চাল।

মুড়িবেচুনী : ● **মুড়ি** বেচে যে মেয়ে। ❒ মুড়িওয়ালী।

মুণ্ড : ● **মুণ** (অসীমায়িতের অনকরণ) উড্ডীন যাহা হইতে; অথবা, যে সত্তার (মাথার) **কেশ** উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; অথবা, যাহাকে **মুড়াই**য়া দেওয়া বা **নিকেশ** করা যায়; কিংবা, যে-সত্তাকে (মাথাটিকে) নেড়া করে দেওয়া হইয়াছে। / যাহার কেশ রহিত করা হইয়াছে। (ব.শ.)। ❒ নেড়ামাথা, পরিবাপিত, মুণ্ডিত, কেশহীন মস্তক, শাখাপল্লবহীন, মুড়া, নেড়া ...।

মুণ্ডচণক : ● যে চণকের **মুণ্ডন** করা (মাথা মুড়ান) হইয়া গিয়াছে (তাই তাহার শূক নাই)। ❒ মুণ্ডাকার চণক, কলায়, মটর।

মুণ্ডধান্য : ● যে ধান্যের **মুণ্ডন** করা (মাথা মুড়ান) হইয়া গিয়াছে (তাই তাহার শুঁয়া নাই)। ❒ শূকহীন ধান্য।

মুণ্ডন : ● **মুণ্ড**করণ (মাথা মুড়ান) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ পরিবাপন, কেশচ্ছেদন।

মুণ্ডপাত : ● যাহাতে **মুণ্ড**-এর পতন থাকে। ❒ মুণ্ডচ্ছেদন, গালিবিশেষ।

মুণ্ডমালা : ● **মুণ্ড** দ্বারা গ্রথিত যে মালা। ❒ মুণ্ডসমূহের মালা।

মুণ্ডমালিনী : ● **মুণ্ডমালার** অধিকারিণী যে; অথবা, যে কালী (বিদ্রোহী শ্রমিকশ্রেণী) বহু **কেশ**বানকে **নিকেশ** (ধনীকে নির্ধন) করিবার ইতিহাস বহন করেন; অথবা, (সাদৃশ্যে) মানুষের নেড়ামাথার মালা পরেন যিনি। ❒ 'মুণ্ডমালাবতী', কালী।

মুণ্ডা : ● **মুণ্ড**-এর (নেড়ামাথার) আধারশক্তি যে। ❒ পরিব্রাজিকা, বিধবা, মুণ্ডীরিকা বৃক্ষ; নিঃশেষে কেশচ্ছেদন করান, মুড়ান।

মুণ্ডিত : ● **মুণ্ড** সক্রিয়রূপে তারিত যাহাতে। ❒ কৃতমুণ্ডন, পরিবাপিত।

মুণ্ডী : ● **মুণ্ড**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ কেশচ্ছেদনবান, মুণ্ড, শৃঙ্গহীন (মৃগ), নাপিত; ছোটমণ্ডা বা সন্দেশ, মুণ্ডীর মতো দ্রব্য।

মুণ্ডু : ● **মুণ্ড** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। ⊓ মুণ্ড, মাথা, (বিরক্তিতে, ক্রোধে) গালি।

মুদ : ● **মু** (অসীমায়িতের) দান যাহাতে; অথবা, মু-এর (নিগম্যের ক্ষণিক বা খানিক সারের) দান যাহাতে; কিংবা, যাহা (জানালার দুই পাল্লার বা চক্ষুর পাতার ন্যায়) উন্মুক্ত হইয়া (দৃষ্টি বা তদ্রূপ কিছু) দান করিয়া পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়। ⊓ হর্ষ; মুদ্রিত করা, নিমীলিত করা, বন্ধ করা ...।

মুদা : ● **মুদ**-এর আধার যে। ⊓ হর্ষ।

মুদারা : ● **মুদা** রহে যে আধারে। ⊓ স্বরসপ্তকের মধ্যম সপ্তক।

মুদি : ● **মুদ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, প্রাচীন ভারতে ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকায় যে (চাল ডাল নুন তেলের) দোকানের জানালার পাল্লা চোখের পাতার ন্যায় খুলিত এবং মুদিত হইয়া যাইত। ⊓ চাল ডাল নুন তেল ইত্যাদির প্রাচীন বিক্রয়রীতি (grocery)। *

মুদিত : ● **মুদ** গতিশীল রূপে তারিত যাহাতে। ◻ হর্ষাবিষ্ট, হৃষ্ট, হর্ষ, নিমীলিত, মুকুলিত, মুদ্রিত, রুদ্ধ। *

মুদী : ● **মুদির** সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **মুদি**খানা চালায়; কিংবা, **মুদী**র উত্তরাধিকারীগণ (যাঁহাদের অনেকেই এখন নামের শেষে **মুদী**র পরিবর্তে **মোদী** লিখেন)। ⊓ প্রাচীন মুদিখানার মালিক (grocer)।

মুদ্রণ : ● **মুদ্র** (ছাপা) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ মুদ্রিত করা, মোহর করা, মুদ্রাঙ্কণ, চিহ্নকরণ, অঙ্কন, বন্ধ, নিরোধ, নিমীলন। *

মুদ্রা : ● যাহাতে **মু** (সীমায়ন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া বা খানিক অসীমায়িত হইয়া) পলায়ন করে; অথবা, যাহাতে সীমায়িত সত্তা পূর্ণ সীমায়িত হয় না, নিজের কোনো অংশ, প্রতীক, চিহ্ন, প্রতিকৃতি প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। ◻ প্রত্যয়কারিণী, নামের মোহর, নামাক্ষরযুক্ত অঙ্গুরীয়ক, স্বর্ণরৌপ্যাদি-মুদ্রা, চিহ্ন, মুদ্রাঙ্কিত অনুজ্ঞাপত্র (pass), ছিপি, গূঢ়বিষয়, ভঙ্গি, মুদ্রণ, সঙ্কোচ, গীতবাদ্যাদি-কালে অঙ্গভঙ্গি ... ইত্যাদি। *

মুদ্রাদোষ : ● প্রচলিতের সুদীর্ঘ পুনরাবৃত্তির কারণে যে **মুদ্রা** (আচরণ, বাচন বা অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি) দোষ রূপে কথিত। ⊓ গীতবাদ্যাদি-কালে অঙ্গভঙ্গি, কথা কহার সময়ে ভাবসূচক অঙ্গভঙ্গি বা অনর্থকবাক্যপ্রয়োগ। *

মুদ্রারক্ষক : ● **মুদ্রা** রক্ষা করে যে। / যে মোহর (নামাঙ্কিত সীল) রাখে। (ব.শ.)। ⊓ মোহরার, মহুরী।

মুদ্রারাক্ষস : ● **মুদ্রা**কে রক্ষার নামে ভক্ষণ করে যে। ◻ বিশাখ-দত্তকৃত সংস্কৃত রূপক-বিশেষ। *

মুদগ : ● **মুদ** (অসীমায়িতের দান) গমন করে যাহাতে। ⊓ জলবায়স, পানীকৌড়ী, শমীধান্যভেদ, মুগের গাছ, মুগকলায়। *

মুদগপর্ণী : ● **মুদগ পর্ণে**র সক্রিয় আধার যে। ⊓ বনমুদ্‌গ, মুগানী।

মুদগবড়া : ● **মুদগ** হইতে জাত বড়া। ⊓ মুগের বড়া বা পিষ্টক।

মুদগমোদক : ● **মুদগ** হইতে প্রসূত মোদক বা মুগের জিলিপি ইত্যাদি। ◻ মুদ্‌গকৃত মোদক।

মুদগর : ● **মুদ**-কে (হর্ষকে) গ্রাস করে যে (দ্র. **অজগর**)। ⊓ হর্ষনাশক, লৌহময় আয়ুধ-বিশেষ, মুগুর, কামরাঙা গাছ, মল্লিকাবিশেষ।

মুদ্‌গল : ● **মুদগ** (হর্ষের গমন) লালিত

যাহাতে; অথবা, স্বর্গের চার দোষের (স্বর্গে কৃতকর্ম্মের ফল বা অর্জ্জিত-সঞ্চিত ধন ভোগ করিতে হয়; নূতন কর্ম্ম করিয়া নতুন অর্জ্জন করা যায় না; অপরের সম্পদ দেখিলে মনে অসন্তোষ হয়; এবং সঞ্চিত ধন শেষ হইয়া গেলে পৃথিবীতে আবার পতন হয়) কারণে যিনি স্বর্গে গমন করিতে অস্বীকার করেন। ❐ গোত্রকার মুনিবিশেষ, উপনিষদ্ভেদ। ✱

মুনি : ● **মু** (নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়ন) সক্রিয়-ভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, **মন**করণ **মুন**করণে পরিণত হইয়া সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, সীমায়ন অসীমায়ন রূপে সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যিনি কোনো ক্রিয়া বা ক্রিয়াকারীকে সীমায়িত রূপে বুঝিয়া লইয়া পুনরায় তাহাকে অসীমায়িত করিয়া দেন; কিংবা, কারুজ কুটীর শিল্পের উৎপাদনের বুদ্ধি অর্জ্জন করিয়া (সেই **দক্ষ**বিদ্যা) বিতরণ করেন বা **মুন**করণ করেন যিনি; অথবা, যাঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পুঁজিবাদের পক্ষে (**মুন**, moon, **চন্দ্রবংশ**-এর পক্ষে) কার্য্য করিতেন এবং নীরব (মৌন) থাকিতেন। ❐ মননশীল, মৌনব্রতী, মননহেতু সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা, শাকপত্রফলমূলভোজী বনবাসী নিত্যশ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ, পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, জিন, বুদ্ধ, (সাদৃশ্যে) আম্রবৃক্ষ, প্রিয়াল, পলাশ। ✱

মুনিত্রয় : ● যে তিনজনকে **মুনি** বলিয়া অবশ্যই স্মরণ করা হয়। ❐ **পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি**। ✱

মুনিবন (মুনিস্থল, মুনিস্থান) : ● **মুনি**-অধ্যুষিত যে সংসার অরণ্য বা বন (স্থল, স্থান) ❐ **তপোবন**, কারুশিল্পের কারখানা এলাকা, কুটীর শিল্পের উৎপাদন-এলাকা। ✱

মুনিবৃত্তি : ● **মুনি**র বৃত্তি যাহার; অথবা, যে **মুনি**র বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে; অথবা, যৌথ-সমাজের বাইরে কোনো **তপোবনে (নিকুঞ্জে)** ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কারুজ উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে; কিংবা, কুটীর শিল্পনগরীতে ব্যক্তি-মালিকানাধীন শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত থাকে যে। ❐ তাপসবৃত্তি, বানপ্রস্থাশ্রমী, মুনির কার্য্য।

মুনিব্রত : ● **মুনি**র **ব্রত**ই যাহার ব্রত। ❐ **চান্দ্রায়ণ**াদি তাপসব্রত।

মুনিষ : ● **মুনি**র ইচ্ছা থাকে যাহাতে; অথবা, **মুনি**র ইচ্ছা রূপায়িত করে যে। ❐ মজুর, চাকর। ✱

মুনীন্দ্র : ● **মুনি**গণের ইন্দ্র যিনি। ❐ মুনিশ্রেষ্ঠ, মহামুনি, শিব, ভরতমুনি, জিন, গৌতম।

মুনীশ : ● **মুনি**দিগের ঈশ যিনি। ❐ মুনিশ্রেষ্ঠ, বাল্মীকি, শাক্যমুনি।

মুর : ● **মু** (নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়ন বা অসীমায়ন) রহে যাহাতে; অথবা, যে বা যাহারা সমাজদেহের ত্বকরূপে সমাজের বহির্দেশে বা উপরিতলে থাকে; কিংবা, যে আদি পণ্যজীবী (লুঠেরা সম্প্রদায়) প্রাচীন ভারতের সমাজদেহকে বেষ্টন করিয়া সমাজের বাহিরে সদা সক্রিয় থাকিত; অথবা, যে **মুর**-সত্তা প্রাচীন ভারত হইতে আরব অতিক্রমপূর্ব্বক স্পেন দেশে পৌঁছায় ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানচর্চা ও ধনচর্চার ভিত্তি গড়িয়া দেয়; কিংবা, যাহাদের অর্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়াই পাশ্চাত্যের পরবর্তী সামাজিক বিকাশ এবং আধুনিক শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপ রূপে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছিল। ❐ দৈত্যবিশেষ, বেষ্টন। ✱

মুরল : ● **মুর**-এর লালন থাকে যাহাতে; অথবা, সমাজদেহের উপরিতলের যে পণ্যজীবী

মানুষেরা (**মৎস্যেরা**) সীমান্ত বরাবর দেশকে বেষ্টন করিয়া থাকা **মুর**সত্তাকে পণ্যাদি বিক্রয় করিত; অথবা, (সাদৃশ্যে) জলের উপরি-তল বরাবর যে **মৎস্যে**রা ভাসিতে থাকে। / বেষ্টন গ্রহণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ দেশের সীমান্ত বরাবর স্থিত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, (সাদৃশ্যে) ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ, মৌরলা মাছের ঝাঁক।

মুরলী : ● / অঙ্গুলিবেষ্টন গ্রহণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ মূলী (বংশ), বংশী, বংশনালিকা।

মুরলীধর : ● **মুরলী** ধরেন যিনি। / যাঁহার মুখে মুরলী। (ব.শ.)। ❐ শ্রীকৃষ্ণ।

মুরা : ● **মুর**-এর আধার যে; অথবা, **মুর**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যে পণ্য-উৎপাদকগণ গুপ্তভাবে পণ্য উৎপাদন করিয়া বা ক্রয় করিয়া উপরিতলের বা বহির্দেশীয় **মুর**গণকে পণ্য বিক্রয় করিত। ❐ নন্দরাজ-স্ত্রী চন্দ্রগুপ্ত-জননী, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

মুরারি : ● **মুর**-এর অরি যে; অথবা, পরবর্তীকালের যে আধুনিক নারায়ণ-সত্তা বহির্দেশীয় **মুর**সত্তাকে বিতাড়িত বা হত্যা করিয়াছিল। ❐ মুরদৈত্যশত্রু, কৃষ্ণ। *

মুশল (মুষল, মুসল) : ● মু-এর (অসীমায়িতের) সার্বিক (শ) দিশাগ্রস্ত (ষ) একরৈখিক (স) শক্তি বিচ্ছুরণ (প্রয়োগ) লালিত যাহাতে। ❐ তণ্ডুলকণ্ডনার্থ লৌহমুখ দণ্ড, কণ্ডনদণ্ড, অয়োগ্র, মোনা (pestle), আয়ুধবিশেষ, শল্যাস্ত্রবিশেষ, কুলনাশন মূর্খ পুত্র; মুষল ও উলূখল।

মুশকিল : ● **মুশ** (অসীমায়িতের সার্ব্বিক শক্তি প্রয়োগ) **কিল** রূপে দেখা দেয় যাহাতে; অথবা, যাহা করিতে গেলে বা যে অবস্থায় সব দিক হইতে কিল আসিয়া পড়ে। ❐ বিপদ, বিঘ্ন, ক্লেশ, গোলযোগ।

মুষড়া : ● **মুষ**-এর (অসীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বলপ্রয়োগের) গড়ান-উড়ান যে আধারে। ❐ মুষিতবৎ হওয়া, উৎসাহহীন বা হতোদ্যম হওয়া, ম্লান হওয়া, শুষ্কপ্রায় হওয়া, আমরান।

মুষলধারা : ● **মুষল**-এর ন্যায় ধারা পতিত হয় যাহাতে। ❐ মুষলের মতো স্থূল বৃষ্টিধারা।

মুষলধারী : ● **মুষল** ধারণ করেন যিনি। ❐ **মুষলী**।

মুষলধারে : ● **মুষল**-এর ন্যায় ধারায় যাহা পতিত হইতেছে।

মুষলী : ● **মুষল**-এর সক্রিয় আধার যে। ❐ মুষলধারী, বলদেব, শিব, (সাদৃশ্যে) গৃহ-গোধিকা, টিকটিকী।

মুষিত : ● **মুষ** (অসীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বলপ্রয়োগ) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ❐ হৃত, চোরিত, খণ্ডিত, অপহৃত, হৃতসর্ব্বস্ব, রুদ্ধ, প্রলোভিত, হৃতদৃষ্টি, আকৃষ্ট (**মনস্**) বঞ্চিত, হৃতবুদ্ধি।

মুষ্টি : ● **মুষ** (অসীমায়িতের দিশাগ্রস্ত বলপ্রয়োগ) সক্রিয়ভাবে টঙ্কারিত যাহাতে। / যাহা দ্বারা অঙ্গুলি মুষিত হয়। (ব.শ.)। ❐ মুষিতাঙ্গুলি পাণি, বদ্ধপাণি, মুঠা ... ইত্যাদি।

মুষ্টিক : ● **মুষ্টি** করে যে বা কৃত যাহাতে। /শত্রুবলকে মোষণ করে যে; মোষণকে প্রযোজন করে যে। (ব.শ.)। ❐ হস্তের অবস্থান-ভেদ, স্বর্ণকার, ডোম, একস্থানে মুষ্টিপাতের ভাব দেখাইয়া অন্যত্র মুষ্টিপাতন, মুষ্টিযুদ্ধ-ভেদ, কংসমল্লবিশেষ।

মুষ্টিবিসর্গ : ● **মুষ্টি**বদ্ধকরণের বিপরীত সর্গ যাহাতে। ❐ মুষ্টিবিশ্লেষ, মুঠা খোলা।

মুষ্টিমেয় : ● **মুষ্টি** দ্বারা পরিমেয় যে বা যাহা। ❐ মুষ্টিপরিমিত, মুষ্টিগ্রাহ্য।

মুষ্টিযোগ : ● **মুষ্টি**র যোগ থাকে যাহাতে। ❐ বিশেষ পরিমাণ বা কালের যোগে প্রস্তুত

ঔষধ, টোটকা; কিলমারা।

মৃ : ● নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়নের আধার যে; অথবা, অসীমায়িত (মুক্ত) সত্তার আধার যে।

মূক : ● মূ (অসীমায়িতধারীর) করণ যাহাতে; অথবা, যাহার কথা পেট হইতে মুখে আসিয়া আটকাইয়া যায়, বাহির হয় না; কিংবা, যে কথা বলিতে খুব চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। /বদ্ধ বাক যাহার। (ব.শ.)। ❒ বাক্যরহিত, অবাক, বোবা ... ইত্যাদি। ✱

মূঢ় : ● মূ-এর (অসীমায়িতের আধারের) গড়ান চলিতেই থাকে যাহাতে; অথবা, যে মানসিক-গমনকারী কোনো বিষয়ের দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া ক্রমে সেই বিষয়ের ভিতরে ডুবিয়া যাইতেছে। ❒ অবিবেকী, মোহে ডুবন্ত, তত্ত্বজ্ঞানহীন, কার্য্যপরিজ্ঞানহীন, স্নেহানুবন্ধ হেতু মুগ্ধ, নীচ, মূর্খ ...। ✱

মূর্খ : ● মূ-এর (অসীমায়িতকারীর) আবর্ত্তন যাহাতে; অথবা, কোনো একটি মানসিক অবস্থানে গিয়া সেখানেই আবর্ত্তিত হইতে থাকে যে। /মোহকে প্রাপ্ত হইয়াছে যে। (ব.শ.)। ❒ মূঢ়, অজ্ঞ, অপরিপক্কবুদ্ধি, গায়ত্রীরহিত, মন্দধী ...। ✱

মূর্চ্ছ : ● মূর (অসীমায়িতধারীর আবর্ত্তন) আচ্ছাদিত যাহাতে; অথবা, একই অবস্থানে ঘূর্ণমান প্রকাশনেচ্ছা বা ব্যর্থ প্রকাশেচ্ছা আচ্ছাদিত হয় যাহাতে। ❒ মূর্চ্ছিত হওয়া, বিহ্বল হওয়া, মূর্চ্ছিত করা, অচেতন করা।

মূর্চ্ছন : ● মূর্চ্ছ (আচ্ছাদিত জ্ঞানরহিতীভাব) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ মোহকর, মূর্চ্ছা, কামের অস্ত্রবিশেষ, মোহ, উচ্ছ্রায়, গন্ধকের যোগে পারদভস্মীভাব।

মূর্চ্ছনা : ● মূর্চ্ছন-এর আধার যে। ❒ গীতাঙ্গ বিশেষ, স্বরের আরোহ-অবরোহ-ক্রমভেদ ...।

মূর্চ্ছা : ● মূর্চ্ছ-এর (আচ্ছাদিত জ্ঞানরহিতীভাবের) আধার যে। ❒ মোহ, মূর্চ্ছনা, অজ্ঞান।

মূর্ত্ত : ● মূর-কে (অসীমায়িতের আবর্ত্তমানতাকে) তারণ করে যে; অথবা, যাহা প্রকাশিত হওয়ার জন্য ঘুরিয়া মরিতেছিল (দ্র. মূর্চ্ছ) তাহা তারিত বা প্রকাশিত হয় যাহাতে; কিংবা, সক্রিয় কিন্তু অদৃশ্য অবাহ্য সত্তা দৃশ্য বাহ্য শরীর লাভ করিয়া প্রকাশিত হয় যাহাতে; অথবা, ভাবলোকের (মনোলোকের) কোনো সত্তাকে শরীর দান করিয়া মূর্ত্তিমান করা হয় যাহাতে। ❒ মূর্ত্তিমান, দেহধারী, পরিচ্ছিন্ন, কঠিন, ভূতাত্মক, ভৌতিক। ✱

মূর্ত্তি : ● মূর্ত্ত (বাহ্য শরীরধারী) সক্রিয় যাহাতে (যে দেহে)। / যাহা বাড়ে। (ব.শ.)। ❒ তনু, দেহ, শরীর, শরীরাবয়ব, শরীরপার্থিবভাগ।

মূর্ত্তিধর : ● মূর্ত্তি ধরে যে। ❒ শরীরধারক।

মূল : ● মূ (অসীমায়িতধারী) লালিত যাহাতে। /বৃক্ষাদির বন্ধন করে যে; অথবা, বৃক্ষাদির স্থিতি সাধন করে যে; কিংবা, যে স্বামী না হইয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করে; অথবা, পটাদির উৎপাদনার্থ বণিক যে সকল দ্রব্য বিনিয়োগ করে। (ব.শ.)। ❒ শিকড়, বৃক্ষাদির নিম্নতম ভাগ, **পিপ্পলী**মূল, পাদ (চরণ), উৎপত্তিস্থান, আদিগ্রন্থ, মূলধন (ভাণ্ড, পুঁজি), বর্গমূল, রাজার স্বীয় দুর্গরাষ্ট্র, অস্বামী বিক্রেতা, পটাদির উৎপত্তিকারণ, বন, নিকুঞ্জ। ✱

মূলচ্ছেদ (মূলোচ্ছেদ) : ● যাহার **মূল**কে (উৎপত্তিস্থানকে, শিকড়কে) ছেদ করা হইয়াছে; অথবা, যাহার **মূল**কে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ❒ মূলকর্ত্তন, উৎপাটন, সমূলবিনাশ।

মূলধন : ● যে ধন কোনো সত্তার **মূল** (ধারক শিকড়) রূপে সক্রিয় হয়। ❒ পুঁজি। ✱

মূলপ্রকৃতি : ● যে **প্রকৃতি** সকল প্রকৃতির

মূল (আদি) রূপে সক্রিয় থাকে। ◻ বিশ্বের আদিকারণ, প্রধান, আদ্যাশক্তি, মণ্ডলের মূল-ভূত, মধ্যম বিজীগিষু উদাসীন ও শত্রু। ❋

মূলব্যসনবৃত্তি : ● যে বৃত্তি সকল প্রকারের ব্যসনবৃত্তির **মূল** (প্রধান) তাহা করে যে; অথবা, একালে যে বৃত্তিধারীকে 'সুপারি কিলার' বলে। / বধ্যের মারণরূপ জীবিকা যাহার। (ব.শ.)। ◻ খুনে, সুপারি-কিলার।

মূলমন্ত্র : ● সকল **মন্ত্র**-এর মূলে যে **মন্ত্র** সক্রিয় থাকে। ◻ জীবনদর্শন, জীবনের **মূলমন্ত্র**।

মূল্য : ● **মূল** (বিনিয়োগ) থাকে যাহাতে; অথবা, উৎপাদন-খরচ থাকে যাহাতে; কিংবা, সেকালে এদেশে যে (শ্রমমূল্য হিসাব করিবার যথাযথ) নিয়মে পণ্যাদির দাম নির্ণয় করা হইত। / যাহা মূলোৎপাটন বিনা সংগ্রহ করা অশক্য; অথবা, মূলদ্রব্যের সহিত যে অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রেতার সম্মতিতে লাভ করা যায়। (ব.শ.)। ◻ সমূলে উৎপাটনীয়, মূলের সমান, বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থ, দাম, গুরুত্ব, সারবত্তা। ❋❋

মূল্যক : ● **মূল্য** করে যে বা কৃত যাহাতে। ◻ দ্রব্যনির্ম্মাণব্যয়, মজুরী, মূল্য।

মূল্যবান : ● **মূল্য** বহন অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◻ মহামূল্য, দামী।

মূষিক : ● **মূষ** (অসীমায়িতকারীর দিশাগ্রস্ত বলপ্রয়োগকে) সক্রিয় করে যে; অথবা, যে **মূষ মূষ** করিয়া বা একটু একটু করিয়া ধন-সম্পদ কাটিয়া লইয়া যায়। ◻ কেরানি, গণেশের **বাহন**, চৌর; (সাদৃশ্যে) ইন্দুর (মূষ = mouse)।

মৃ : ● সীমায়িতের আবর্ত্তন যাহাতে।

মৃগ : ● **মৃ** (সীমায়িতের আবর্ত্তনমূলক) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, কর্ম্মব্যাপারে সীমায়িত যে প্রজাগণ (চাষী, তাঁতি, জেলে, শিক্ষক ... প্রভৃতি যে প্রজাগণ) তাহাদের যার যার তার তার নিজ নিজ কালিক (বাৎসরিক, ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক ...) পরিক্রমণ পথে গমন করে; কিংবা, যথা, চাষীকে ধান উৎপাদনের জন্য বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস অবধি যে পর্য্যায়ক্রমিক কার্য্যক্রম করিয়া তাহার বাৎসরিক পরিক্রমণ পথ পার হইতে হয়; অথবা, যথা, শিক্ষককে পরবর্ত্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিবার জন্য তাঁহার ছাত্রদিগকে যে বাৎসরিক পর্য্যায়ক্রমিক পাঠক্রম পর পর পড়াইয়া তাঁহার পরিক্রমণ পথ পার হইতে হয়; কিংবা, বনের ভিতর দিয়া বহু দূর পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুনির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক পরিক্রমার পথ অতিক্রম করে যাহারা (যে বন্য হরিণেরা)। / ব্যাধ কর্ত্তৃক মার্গণীয়। (ব.শ.)। ◻ চাষী, তাঁতি ... প্রভৃতি এক একটি পেশার পেশাদার প্রজা, (সাদৃশ্যে) হরিণ, পশুমাত্র, মৃগয়ার্থ পশু। ❋

মৃগয়া : ● **মৃগ**-এর (নির্দ্দিষ্ট পেশাদার প্রজাগণের) উদ্দেশ্যে যাত্রা থাকে যাহাতে; অথবা, প্রজাদিগকে লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত সমাজশাসকের উদ্যোগ বা যাত্রা থাকে যাহাতে; কিংবা, বাজেট করা, খাজনা বা দাম ... ইত্যাদি বাড়াইয়া যাহা করা হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) হরিণযূথকে ঘিরিয়া ধরিয়া হত্যা করা হয় যাহাতে। দ্র. **পাপর্দ্ধি**। / যাহাতে মৃগ অন্বেষণ করে। (ব.শ.)। ◻ শাসকশ্রেণীর প্রজালুণ্ঠন, (সাদৃশ্যে) আখেট, শিকার। ❋❋

মৃচ্ছকটিক (মৃৎ-শকটিক) : ● / মৃৎকৃত শকটিক যাহাতে; অথবা, যে প্রকরণে মৃচ্ছ-কটিকাবিষয় আছে। (ব.শ.)। ◻ শূদ্রক

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

নৃপতিকৃত প্রকরণবিশেষ, মাটির খেলনা গাড়ী, (সাদৃশ্যে) গরুগাড়ীর **লিক**।

মৃৎ (মৃদ্) : ● মৃ-র (আবর্ত্তমান সীমায়িতের) তারণ (দান) যাহাতে; অথবা, যে নিজেই সঙ্কুচিত সীমায়িত হইতে হইতে চলিয়াছে (দ্র. **মাটি**) তাহার তারণ থাকে যাহাতে। ⊓ মৃত্তিকা, মৃত্তিকাপিণ্ড, লোষ্ট্র, উদ্ধৃতমৃত্তিকা, মৃত্তিকাস্তূপ, সুগন্ধিমৃত্তিকা বিশেষ।

মৃৎকণ : ● **মৃৎ**-এর কণা। ❒ মৃত্তিকালেশ।

মৃৎকর : ● **মৃৎ** (কর্ম্ম) করে যে। ⊓ কুম্ভকার।

মৃৎপাত্র : ● **মৃৎ** দ্বারা নির্ম্মিত যে পাত্র। ⊓ মৃন্ময়ভাজন।

মৃৎপিণ্ড : ● **মৃৎ**-এর **পিণ্ড** যে। ❒ মৃত্তিকার তাল, পিণ্ডাকার মৃত্তিকা।

মৃত : ● মৃ (সীমায়িতের আবর্ত্তন) তারিত যাহাতে; অথবা, যে সত্তা সীমায়িত হইয়া (প্রাণ ত্যাগ করিয়া) শুধুমাত্র প্রাণহীন দেহটুকু লইয়া তদবস্থায় স্থিত আছে। ⊓ গতপ্রাণ, গতাসু, নাশপ্রাপ্ত, ভস্মীভূত, মরণযুক্ত ...।

মৃত্তিকা : ● **মৃৎ** সক্রিয়ভাবে তারণকৃত যাহাতে। ⊓ মৃৎ, মাটি, সুগন্ধিমৃত্তিকা বিশেষ।

মৃত্যু : ● **মৃত্য** (মৃত থাকে যাহাতে) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **মৃত** সত্তা তদবস্থায় স্থিত না থাকিয়া পচিয়া গলিয়া বিলুপ্তির দিকে চলিয়াছে; কিংবা, যে **মৃতদেহ** বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ⊓ মরণ, নিধন, অন্ত। ✽

মৃদঙ্গ : ● / মৃৎ অঙ্গ যাহার; অথবা, যাহা আহত হয়; কিংবা, যাহা মৃন্ময়। (ব.শ.)। ⊓ মুরজ, পাখোয়াজ, খোলবাদ্য, ঘোষ, শব্দ। ✽

মৃদঙ্গার : ● **মৃৎ** অঙ্গার হইয়া থাকে যাহাতে। ❒ মৃত্তিকার অন্তর্গত অঙ্গার, পাথুরে কয়লা। ✽

মৃদু : ● মৃ-র (আবর্ত্তমান সীমায়িতের) দান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে আঘাত ব্যথা দূর করে। ❒ কোমল, সুকুমার, আর্দ্র, ধীরপ্রবাহ, মন্দ, অতীক্ষ্ণ, নিঃসত্ত্ব, শান্ত, নম্র, অনুচ্চৈঃ, দয়াপ্রধান, সাম, কোমলতা।

মৃন্ময় : ● **মৃৎ ময়** যাহাতে (দ্র. **ময়**); অথবা, যাহা **মৃৎ** দ্বারা নির্ম্মিত; কিংবা, যাহাতে **মৃৎ** সর্ব্বময় হইয়া আছে। ❒ মৃদ্‌বিকার, মৃত্তিকা-রচিত, মৃত্তিকাবয়ব, মৃত্তিকামূর্ত্তি। ✽

মৃন্ময়ী : ● **মৃন্ময়**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ মৃত্তিকা নির্ম্মিত দেবীপ্রতিমা।

মৃশ্য : ● **মৃশ** (সার্ব্বিক তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ) থাকে যাহাতে। ⊓ বিচার্য্য।

মে : ● দিশাগ্রস্ত সত্তা সীমায়িত যাহাতে।

মেঘ : ● **মে** (দিশাগ্রস্ত সীমায়িত সত্তার) গমনস্থিতি যাহাতে; অথবা, মিহি মিহি অনুদান বর্ষণ করে যে গর্জ্জনকারী (আমলাতন্ত্র); কিংবা, রাষ্ট্রের শাসনতাপে খাজনাদিতে রূপান্তরিত (সূর্য্যতাপে বাষ্পীভূত) জন-সাধারণের যে সম্পদ রাষ্ট্রের কোনো কোনো বিভাগের মাধ্যমে (অসুরস্বামিক বা ইন্দ্রস্বামিক মেঘের মাধ্যমে) অনুদান রূপে জনসাধারণের উপর (ধারাজ, করকাভব, তৌষার, হৈম - এই চারিপ্রকারে) বর্ষিত হয়; অথবা, **মিহ** (মূত্রপুরীষকরণ) করে যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা হইতে মিহি মিহি জলকণা বর্ষিত হয়। /সেচন করে যে। (ব.শ.)। ❒ রাষ্ট্রের আমলা-তান্ত্রিক বিতরণ বিভাগ বা ধনীর দানছত্র; (সাদৃশ্যে) জলদ, জলধর, রাগবিশেষ। ✽

মেঘনা : ● **মেঘ** অন (চলমান) থাকে যে আধারে; অথবা, লুঠতরাজ ও অনুদানের ধারাবর্ষণ যুগপৎ চালায় যে রাষ্ট্রীয় বিভাগ; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে নদীর জলধারা গ্রীষ্মে ক্ষীণ ও বর্ষায় বিপুল হইয়া দেখা দেয়। ❒

বাংলাদেশের বিখ্যাত নদী।

মেটে : ● মে (দিশাগ্রস্তভাবে সীমায়িত) দিশাগ্রস্তভাবে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহা ক্রমশ সঙ্কুচিত হইতে হইতে মাটিতে পরিণত তাহা আরও দিশাগ্রস্ত হইয়াছে যাহাতে; কিংবা, মাটি বা মাটির সংস্পর্শ রহে যাহাতে; অথবা, **মাটি**র সহিত সম্বন্ধ থাকে যাহার। ⊓ মৃত্তিকা-সম্বন্ধী, মাটিতে করণীয়, মাটির মতো বর্ণ-বিশিষ্ট, মাটি হইতে প্রাপ্ত, মৃত্তিকাংশযুক্ত।

মেদ : ● মে (দিশাগ্রস্ত সীমায়িত) প্রদত্ত যাহাতে; অথবা, সমাজশরীরের উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য উদ্বৃত্ত হইয়া গিয়া সঞ্চিত হয় যাহাতে (সামাজিক চর্ব্বিতে বা ধনসম্পদে); কিংবা, (সাদৃশ্যে) মানবশরীরের উৎপাদিত ভোগ্য তেজাদি উদ্বৃত্ত হইয়া সঞ্চিত হয় যাহাতে (মানবদেহের চর্ব্বিতে)। ⊓ ধনসম্পদ, সমাজের ধনীসম্প্রদায় বা ধনসঞ্চয়কারী উৎপাদন ব্যবস্থা; (সাদৃশ্যে) শরীরস্থ মাংসজাত ধাতুবিশেষ, বসা, অলম্বুষাবৃক্ষ। *

মেদা : ● **মেদ**-এর আধার যে; অথবা, **মেদ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, বৃক্ষের উৎপাদিত খাদ্যের উদ্বৃত্ত খায় যে পরগাছা। □ ওষধিবিশেষ। *

মেদামারা : ● অত্যধিক **মেদ**-এর কারণে মরো মরো হইয়া রহিয়াছে যে। ⊓ নিষ্কর্ম্মা।

মেদিনী : ● **মেদ** সক্রিয়রূপে অনকৃত থাকে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে সমাজের নিজস্ব সামাজিক সম্পদ (রাষ্ট্রীয়পুঁজি) সক্রিয় রহিয়াছে; কিংবা, বৈদিক যুগে একবার সামাজিক উৎপন্নাদি বিতরণের আধিকারিক-গণের হস্তে বিপুল সম্পদ সঞ্চিত হইয়া গেলে সেই সম্পদ অধিগ্রহণ করিয়া যে সামাজিক-পুঁজির উদ্ভব হয়, তাহা লইয়া যে আদি সম্পদ-বানসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল; অথবা, (পুরাণ অনুসারে) বিষ্ণুর কর্ণমলজাত দৈত্য মধু ও কৈটভকে নিহত করিলে তাহাদের **মেদ** হইতে সঞ্জাত হয় যে। □ ধনসম্পদশালী মানবসমাজ, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবান দেশ বা জাতি, রাজ্য; (সাদৃশ্যে) বাহ্য পৃথিবী, ভূতল। *

মেদিনীকোষ : ● 'নানার্থরত্নকোষ' নামে যে কোষগ্রন্থটি **মেদিনী কর** রচনা করিয়া-ছিলেন। □ 'নানার্থরত্নকোষ'।

মেদিনীজ : ● **মেদিনী** হইতে জাত; অথবা, **মেদ**বান সমাজদেহ হইতে যে ধনী জন্মায়; (সাদৃশ্যে) **মেদ**বান মানবশরীর হইতে যে কুব্জ জন্মায়। □ কুজ, মঙ্গলগ্রহ।

মেদিনীধর : ● **মেদিনী**-কে ধরিয়া রাখে যে; অথবা, সম্পদবান সমাজকে ধরিয়া রাখে যে ব্যবস্থা (রাষ্ট্র); কিংবা, (সাদৃশ্যে) বাহ্য ভূমিকে ধরিয়া রাখে যে দৃশ্য পর্ব্বত। ⊓ সামাজিক শাসন বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা; (সাদৃশ্যে) ভূধর, পর্ব্বত।

মেধ : ● **মে**-র (দিশাগ্রস্ত-সীমায়িতের) ধারণ যাহাতে; অথবা, যে মানসিক অর্জ্জন (একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিকারী দক্ষবুদ্ধি) মনে জমিতে থাকিলে মনের চর্ব্বি (অভিমান, অহঙ্কার) হইয়া যায়; কিংবা, যে মানসিক অর্জ্জন (দক্ষবুদ্ধি) সামাজিক কর্ম্মযজ্ঞে নিয়োগ করা (বলি দেওয়া) হয়। / যাহাতে (পশু) হত হয়। (ব.শ.)। ⊓ যজ্ঞ, যজ্ঞীয় পশু।

মেধজ : ● **মেধ** (মানসিক অর্জ্জন) হইতে জাত যে। / যজ্ঞ হইতে জাত যে। (ব.শ.)। ⊓ যজ্ঞপতি, বিষ্ণু।

মেধা : ● **মেধ**-এর আধার যে; অথবা, **মেধ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, দক্ষবুদ্ধি (কর্ম্মময়ী অবিদ্যা, স্কুল কলেজের বিদ্যা) থাকে যাহাতে। / যাহাতে সর্ব্ব বহুশ্রুত সঙ্গ

ত হয়। (ব.শ.)। ⌐ গ্রন্থাদিতে ধারণাশক্তিযুক্ত বুদ্ধি, ধারণাবতী বুদ্ধি, বুদ্ধি, দক্ষকন্যা ধর্ম্মপত্নী, মাতৃকাবিশেষ।

মেধাবান : ● **মেধা** বহন অন (চলমান) যাহাতে। ⌐ মেধাবী।

মেধাবী : ● **মেধা** বহনের সক্রিয় আধার যে। ⌐ ধারণাবদ্‌বুদ্ধিযুক্ত, মেধাবান, বুদ্ধিমান, মদিরা, ব্যাড়িমুনি। *

মেধ্য : ● **মেধ** (দক্ষবুদ্ধি) থাকে যাহাতে; অথবা, যে **মেধ**কে (দক্ষবুদ্ধিকে) বলি দিতে হয়। ⌐ মেধনীয়, যজ্ঞার্হ, পূত, বিহিত লক্ষণ-সম্পন্ন (বলি), মেধাকৃৎ, মেধাজনক; (সাদৃশ্যে) ছাগ, খদিরবৃক্ষ, যব। *

মেধ্যা : ● **মেধ্য**-এর আধার যে। ⌐ রোচনা, কেতকী, জ্যোতিষ্মতীলতা, ব্রাহ্মী, শমী, রক্তবচা, শ্বেতবচা, শঙ্খপুষ্পী। *

মেনকা : ● **মে**-কে (দিশাগ্রস্ত সীমায়িতকে) অন করে যে আধারশক্তি; অথবা, **পুরুষে**র অভিপ্রায় অনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিশায় কর্ম্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে যে প্রকৃতিশক্তি; কিংবা, যে আদি রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ অধিরাষ্ট্রের (হিমালয়ের) নির্দ্দেশে কর্ম্ম করিত; অথবা, যে আদি ঠিকাকর্ম্মীবৃন্দ আদি ব্যক্তিমালিকদের নির্দ্দেশে কর্ম্ম করিত। ⌐ হিমালয়মহিষী উমা-জননী মেনা, শকুন্তলার জননী মেনকা-নাম্নী স্বর্গবেশ্যা অপ্সরা-বিশেষ। *

মেয় : ● **মে** (দিশাগ্রস্তভাবে সীমায়িত, পরিমিত, সঙ্কুচিত, মর্দ্দিত ...) হইয়া যায় যে; অথবা, যাহাকে পরিমাপ করিয়া হিসাবের একটি অঙ্কমাত্রে (ধারণায়) সীমায়িত বা অতি-সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা গিয়াছে; কিংবা, যাহাকে (দৈহিক বা মানসিকভাবে) একদিশায় মর্দ্দিত করিয়া সঙ্কুচিত বা সীমায়িত করিয়া রাখা হয়; অথবা, (যথা) কার্য্যত 'দুই বিঘা জমি' সশরীরে আসে নাই, শব্দ তিনটির মাধ্যমে আসিয়াছে শুধু তাহার **মেয়** (অর্থাৎ তাহার পরিমাপ ও তদ্বিষয়ক ধারণা)। ⌐ পরিমেয়, মানার্হ, পরিচ্ছেদ্য, 'দুই বিঘা জমি'। *

মেয়ে (মেয়া) : ● **মেয়** (দিশাগ্রস্তভাবে পরিমিত) থাকে যে নির্দ্দিষ্ট আধারে (**মেয়**-র আধার যে); অথবা, যাহাকে (দৈহিক ও মানসিকভাবে) মর্দ্দনপূর্ব্বক সঙ্কুচিত-সীমিত করিয়া নির্দ্দেশিত জীবনযাত্রাপথে চলিতে দেওয়া হয়। ⌐ স্ত্রীলোক, স্ত্রী, ঝি, বউ, সামান্য স্ত্রীলোক, কন্যা, বলহীনা নারী, অবলা, পাত্রী, বিয়ের কনে, কন্যাসদৃশী স্নেহপাত্রী। *

মেয়েছেলে : ● **মেয়ে**রূপী যে সন্তান (**ছেলে**) অথবা, যে **ছেলে** (পূর্বসূরীর দিশাগ্রস্ত ইচ্ছা দিশাগ্রস্তভাবে লালিত যাহাতে) **মেয়ে** রূপ লইয়া জাত হইয়াছে। ⌐ কন্যাসন্তান।

মেয়েমর্দ্দ : ● **মেয়ে** ও **মর্দ্দ** যাহাতে; অথবা, যে মর্দ্দিত হয় (**মেয়ে**) এবং যে মর্দ্দন করে (**মর্দ্দ**); কিংবা, যে মৃদুমন্দ মর্দ্দিত হইয়া আদর খায় (**মেয়ে**) এবং যে মৃদুমন্দ মর্দ্দন করিয়া আদর করে (**মর্দ্দ**); অথবা, যে নিপীড়িত মর্দ্দিত সঙ্কুচিত সীমায়িত পরিমিত হয় (**মেয়ে**) এবং যে নিপীড়ন মর্দ্দন সঙ্কোচন সীমায়ন পরিমিতকরণ করে (**মর্দ্দ**)। ⌐ স্ত্রী-পুরুষ। *

মেয়েমানুষ : ● **মেয়ে**-রূপী **মানুষ**। ⌐ স্ত্রীলোক, আধারশক্তিরূপী মানুষ।

মেয়েলী : ● **মেয়ে** সত্তার আচরণাদির লালন সক্রিয় যে আধারে। ⌐ স্ত্রীলোকোচিত, মেয়ের মতো (গড়ন, ঢঙ), স্ত্রীসুলভ, মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত (কথা, ভাষা)।

মেরু : ● দিশাগ্রস্ত সীমায়িতের আবর্ত্তন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে আবর্ত্তনে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ঘূর্ণমান সত্তার রসসার তাহার শীর্ষদেশের দিকে পাক খাইতে খাইতে চলিয়া যায় (বা **মেরুকরণ হইয়া যায়**); কিংবা, যে সমাজমনের **মেরুদণ্ড**কে (জাতীয়তাবোধকে) কেন্দ্র করিয়া জাতির মন ও সমাজদেহের **মেরুদণ্ড**কে (রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বা শাসক-শাসিত সম্বন্ধকে) কেন্দ্র করিয়া জাতির দেহ আবর্ত্তমান থাকে; অথবা, যে মানবমনের **মেরুদণ্ড**কে (আত্মমর্য্যাদাবোধকে) কেন্দ্র করিয়া মানুষের মন ও মানবদেহের **মেরুদণ্ড**কে (শিরদাঁড়াকে) কেন্দ্র করিয়া মানুষের দেহ 'বর্ত্ত'মান থাকে; কিংবা, (পৌরাণিক ভাষায়) যে মেরুপর্ব্বতের (রাষ্ট্রব্যবস্থার) উপর সূর্য্যাদি (রাজকোষ প্রভৃতি) গ্রহগণ ঘুরিয়া চলিয়াছে ... ইত্যাদি; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে কাল্পনিক রেখাকে (অক্ষকে, axis-কে) কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া চলিয়াছে। ℸ জাতীয়তাবোধ, সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, পর্ব্বতবিশেষ, পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর ও সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্ত। ❋

মেরুদণ্ড : ● **মেরুকরণ** যে **দণ্ডে**র উপর নির্ভর করে; অথবা, যে **দণ্ড**কে কেন্দ্র করিয়া মানবসমাজ, মানব, ও (সাদৃশ্যে) ভূগোলক পৃথিবী আবর্ত্তমান থাকে; কিংবা, যাহা না থাকিলে একটি জাতিকে আত্মসম্মানবোধহীন বা জাতীয় মর্য্যাদাবোধহীন (মেরুদণ্ডহীন) জাতি এবং একজন মানুষকে আত্মসম্মান-বোধহীন বা ব্যক্তিত্বহীন (মেরুদণ্ডহীন) মানুষ বলিয়া নিন্দা করা হইয়া থাকে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে **দণ্ড** মানবশরীরের শির ও পুচ্ছদেশকে সংযুক্ত রাখে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে **দণ্ড** বা কল্পিত রেখা (অক্ষ, axis) বাহ্য পৃথিবীর মেরুদ্বয়কে যুক্ত করে। ℸ জাতির জাতীয়তাবোধ বা জাতিত্ব, রাষ্ট্রব্যবস্থা, মানুষের ব্যক্তিত্ব, (সাদৃশ্যে) মানবশরীরের শিরদাঁড়া, পৃথিবীর অক্ষরেখা (axis)। ❋

মেলা : ● দিশাগ্রস্ত **মিলা** যাহাতে; অথবা, যেখানে বিভিন্ন দিক হইতে এক কেন্দ্রের দিশায় আসিয়া মানুষেরা মনে মনে **মিলাইয়া** এক হইয়া যায়; কিংবা, সীমায়িত সত্তা দিশাগ্রস্তভাবে নিজেকে স্ফুটিত করে বা **মেলিয়া** ধরে যাহাতে; অথবা, (লক্ষণার্থে) যেখানে বহু সত্তার আগমন ঘটে। ◻ সমাগম, সঙ্গ, সংযোগ, সভা, সমাজ, পর্ব্বাদিতে বা উৎসবে বহু লোকের সমাগম, পুঞ্জ, মসি, অঞ্জন, নীলীবৃক্ষ, আধিক্য, প্রাচুর্য্য। ❋

মেলান : ● দিশাগ্রস্ত **মিলা** চলমান যাহাতে; অথবা, **মেলা** অন (চলমান) যাহাতে। ℸ উন্মীলন, প্রসারণ, বিগলিত করিয়া মিলাইয়া দেওয়া; অনুরূপ কিনা মিলাইয়া দেখা।

মেলানি : ● **মেলান** সক্রিয় যাহাতে। ◻ মেলনসম্বন্ধী, কুটুম্বাদির সহিত মেলনে (সাক্ষাৎকারে) দেয় সামগ্রীসম্ভাররূপ সামাজিক উপহারবিশেষ, বিদায়কালে মেলনে দেয় উপহারসামগ্রী, বিদায়ে আলিঙ্গন-পাদবন্দনসম্ভাষণাদি সামাজিক শিষ্টাচার, বিদায়গ্রহণ, বিদায়। ❋

মেলানিভার : ● **মেলানি**-র ভার (দ্রব্য-সম্ভার) যাহাতে। ℸ উপহারসামগ্রীসমূহ।

মেলামেশা : ● দিশাগ্রস্ত যে **মিলামিশা**। ◻ পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ বা সাহচর্য, সংসর্গ।

মেষ : ● দিশাগ্রস্ত **মিষ** (অভিভবেচ্ছাকারী) যাহাতে; অথবা, যাহারা **বিশ্ব**কর্ম্মের তেজ বহন করে এবং তাহার সাহায্যে অন্যকে অভিভূত করিতে চায়; কিংবা, যে শিক্ষিত (ট্রেনিংপ্রাপ্ত) চাকুরিজীবী (কর্ম্মচারী সৈন্যাদি প্রভৃতি চাকরেরা) নিয়োগকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে

নানা সুকর্ম্ম-কুকর্ম্ম করিয়া নিজের 'শিক্ষা'-তেজের দম্ভ প্রকাশ করে; অথবা, (জনশ্রুতিব গৌরবে বঙ্গভাষী জানেন) 'মেঢ়া লড়ে খুঁটির জোরে'। /স্পর্দ্ধা করে যে। (ব.শ.)। ◻ অগ্নি-**বাহন**, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত; (সাদৃশ্যে) মেঢ্র, ভেড়া, মেষরাশি। *

মেষযূথ : ● **মেষ**দিগের যূথ যাহাতে; অথবা, একই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হয় বলিয়া যাহারা একইরকম শিক্ষিত বা একইরকম মূর্খ হয়; কিংবা, যে শিক্ষা লাভ করিলে 'সব শেয়ালের এক রা' হয়; অথবা, 'শিল্প না গড়িলে দেশের উন্নতি নাই' — এইরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় বলিয়া দেশকালপাত্র বদলাইয়া গেলেও একই কথা যে মেঢ়ারা একবাক্যে বলিতে থাকে; কিংবা, যে ভেড়াদেব একজন চলন্ত রেলগাড়ীর তলায় (লাইন পার হইবার চেষ্টায়) মারা পড়িলে বাকি সবাই (বিবেকানন্দ কথিত) **ভেড়িয়াধসান** করিয়া একইভাবে মারা পড়ে। ◻ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত, (সাদৃশ্যে) মেষসমূহ। *

মৈ : ● দিশাগ্রস্ত সীমায়িত ধারী।

মৈচ্যান্দর : দ্র. **মৎস্যেন্দ্র**।

মৈত্রেয়ী (মৈত্‌ত্রেয়ী) : ● **মিত্‌ত্র** হইতে জাত সত্তার দিশাগ্রস্ত যাত্রা সক্রিয়ভাবে আধারিত যাহাতে; অথবা, যে প্রকৃতিশক্তি **মিত্‌ত্র**রূপ পুরুষকে ধারণ করিয়া থাকেন; কিংবা, যে জনগোষ্ঠী বিক্রয়ের জন্য পণ্য উৎপাদন করিতেন (ভোগের জন্য নহে)। ◻ **যাজ্ঞবল্ক্যের** স্ত্রী। এঁর অন্য স্ত্রীর নাম **কাত্যায়নী**। *

মৈথিলী : ● **মিথিলা**য় জাত যে, তাহার আধার। ◻ 'মিথিলাভবা', সীতা।

মৈথিলী-ব্রাহ্মণ : ● **মিথিলা**-নীতির প্রবর্ত্তক যে ব্রাহ্মণ; অথবা, যাঁহারা উৎপন্নকে পণ্যে পরিণত করার সামাজিক প্রক্রিয়াকে দার্শনিক দিশা দান করিয়াছিলেন; কিংবা, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে একটি মাত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ **মৎস্য** ভক্ষণ করা উচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন। *

মৈথুন : ● **মিথুন** (দুয়ে মিলে পারস্পরিক লেনদেন করিতে থাকা) হইতে জাত। ◻ মিথুন-সম্বন্ধী, মিথুনসাধ্য, সুরতসম্বন্ধী ...। *

মৈনাক : ● **মেনকা** হইতে জাত; অথবা, আদি আমলাতন্ত্র হইতে জাত যে প্রতিষ্ঠানের দুইটি পক্ষ (ক্রেতাপক্ষ ও বিক্রেতাপক্ষ) বা ডানা ছিল (দ্র. **পক্ষী**); কিংবা, **ইন্দ্র** বজ্রাঘাতে যখন পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদ করেন, তখন জন-সমুদ্রের সখা **মৈনাক** জনসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া স্বীয় পক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন। ◻ মেনকাভব, হিমালয়পুত্র পর্ব্বতবিশেষ। *

মো : ● সীমায়িতের সার্ব্বিক আধার যে।

মোক্ষ : ● **মোক**-এর (সার্ব্বিক অসীমায়িত করণের) দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, মুক্তিকামীর বন্ধন-ক্ষয়করণ যাহাতে; কিংবা, যাহাতে মুক্তিকামী তাহাকে ঘিরিয়া রাখা দেয়াল ক্ষয় করিয়া বা ভাঙিয়া বাহির হয়। ◻ বন্ধন পাপ অভাব কারা ... হইতে মুক্তি, বন্ধননাশ, মোক্ষণ, ক্ষেপণ, আত্মস্বরূপদর্শন।

মোক্ষক : ● **মোক্ষ**দান করে যে। ◻ মোচক, ক্ষেপক, মোচনকারক, উদ্ধারক, ত্রাতা।

মোক্ষণ : ● **মোক্ষ** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ মোচন, ত্যাগ, বর্জ্জন, ক্ষেপণ, নিঃসারণ।

মোক্ষদ : ● **মোক্ষ** দান করে যে। ◻ মোক্ষদাতা।

মোক্তব্য : ● যাহাকে মোচন করা বা ত্যাগ করা উচিত বা করা হইবে। ◻ ত্যক্তব্য, মোক্ষণীয়, লক্ষ্যে ত্যক্তব্য, ক্ষেপণীয়।

মোক্তা : ● **মুক্ত** করায় যে; অথবা, বদ্ধ বা

আটককে মুক্ত করায় যে। ⊓ ত্যক্তা, মোচনকারী, শোধয়িতা।

মোক্তার : ● **মোক্তা** রহে যাহাতে; অথবা, আটককে মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই যাহার কার্য্য। □ মুক্তিয়ার।

মোক্তারী : ● **মোক্তার**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **মোক্তার**-এর কার্য্য করে যে। □ মোক্তারের কাজ বা পেশা।

মোঘ : ● **মোহ্**-তে গত ও স্থিত যে। ⊓ ব্যর্থ, নিষ্ফল, পরাঙ্মুখ, দীন, নিরর্থক, বৃথা।

মোচ : ● সার্ব্বিক **মুচ**করণ যাহাতে; অথবা, যে বৃক্ষ তাহার ত্বক উন্মোচন এবং পুষ্পকোষ নির্মোচন করে। / ত্বক মোচন করে যে। (ব.শ.)। ⊓ কদলী, কলাগাছ, শোভাঞ্জনবৃক্ষ, কদলীফল, শাল্মলী, নীলী; মোচন করা।

মোচক : ● **মোচ**করণ (উন্মোচন, বিমোচন, নির্মোচন ... ইত্যাদি) করে যে। ⊓ মোচন-কারক, ত্যাগী, ত্রাতা, কদলী, শোভাঞ্জন ...।

মোচড় : ● **মোচ**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে নির্মোচিত সত্তা বামে-দক্ষিণে পাক খায় বা খাওয়ান হয়। ⊓ মুটিতকরণ, মোড়া, মর্দ্দন, পাক দেওয়া।

মোচড়া : ● **মোচড়**-এর আধার যে; অথবা, **মোচড়**করণ থাকে বা করা হয় যাহাতে। □ মুটিত করা, মোড়া দিয়া ভাঙা, ঘৃষ্ট করা, মর্দ্দন করা, পাক দেওয়া।

মোচড়ান : ● **মোচড়া** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **মোচড়া**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ⊓ মোটন, মোড়া।

মোচন : ● **মোচ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **মোচ**করণ (উন্মোচন, বিমোচন, নির্মোচন ... ইত্যাদি) চলে যাহাতে। □ মোচন, নাশন, গর্ব্বনাশন, ত্রাণ, নিঃসারণ, ত্যাগ, বন্ধনমুক্তি, শাঠ্যকরণ, শোধন ...।

মোচনির্য্যাস : ● **মোচ** হইতে যে নির্য্যাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; অথবা, শিমূল গাছের মোচা (কাঁচা ঠোলা) হইতে যে আঠা পাওয়া যায়। ⊓ শাল্মলীরস, শিমূলের আঠা।

মোচনীয় : ● যাহাকে **মোচন** করা উচিত। ⊓ ত্যক্তব্য।

মোচা : ● **মোচ**-এর আধার যে; অথবা, **মোচ**করণ থাকে যাাহতে; কিংবা, যাহাকে **মোচন** করা হইয়াছে। □ কলার পুষ্পকোষ।

মোচ্য : ● **মোচ** থাকে যাহাতে। / যাহা ছাড়া উচিত। (ব.শ.)। ⊓ অবশ্যমোচনীয়, ত্যাজ্য, মোচনীয়।

মোছ : ● সার্ব্বিক **মুছ**করণ যাহাতে। □ বস্ত্রাদির দ্বারা গাত্রাদির জল-ইত্যাদি অপসারণ বা পরিষ্কার করা, মুছা।

মোছন : ● সার্ব্বিক **মুছন** যাহাতে। □ মুছকরণ।

মোছা : ● সার্বিক **মুছা** যাহাতে। □ মুছকরণ করা।

মোছান : ● সার্ব্বিক **মুছান** যাহাতে। □ কাহারও দ্বারা মুছকরণ করা।

মোট : ● **মো** (নবরূপে উত্তীর্ণ সার্ব্বিক সীমায়িতের) টঙ্কার যাহাতে; অথবা, কথনযোগ্য বহনযোগ্য লেনদেনযোগ্য ... ইত্যাদি করিবার জন্য সামূহিক একত্রীকরণ বা সীমায়ন করা হয় যাহাতে। □ বস্তা ইত্যাদিতে বদ্ধ দ্রব্যসমূহ, আবদ্ধকৃত, হিসাবকৃত, ভার, বোঝা, কূপ হইতে জল তোলার চর্ম্মপুটবিশেষ। *

মোটক : ● **মোট** (সামূহিক একত্রীকরণ) করা হয় যাহাতে। □ পিতৃদানার্থ দ্বিগুণভুগ্ন কুশত্রয়, মোটুক, মোড়া।

মোটকথা : ● **মোট** (সামূহিক একত্রীকৃত বা সীমায়িত বা সঙ্কুচিত) যে কথা। □ সকল

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

বিষয়ের সমষ্টিভূত সারকথা।

মোটন : ● **মোট**করণ অন (চলমান) যাহাতে। ▫ প্রমর্দ্দক, নিষ্পেষক, বায়ু, প্রমর্দ্দন, সঞ্চূর্ণন, নিষ্পেষণ, ভঙ্গ, মোড়ন। *

মোটমাট : ● **মোট** (সামূহিক একত্রীকরণ যাহাতে) ও **মাট** (সঙ্কোচন হইতে জাত যে) যাহাতে; অথবা, যাহাকে বাহির হইতে মুড়িয়া-মুচড়াইয়া একত্রীকরণ করা হইয়াছে এবং যাহা ভিতর হইতে আত্মসঙ্কুচিত হইয়াছে। (দ্র. **যোড়শব্দ**)। ▫ ভার-বোঝা, ছোট-বড় মোট, সর্ব্বসমেত, সবসুদ্ধ। *

মোটা : ● **মোট**-এর আধার যে; অথবা, **মোট**করণ (সামূহিক একত্রীকরণ) থাকে যাহাতে (যে শব্দে, স্বরে, স্পর্শে, রূপে, আলোয়, রসে, গন্ধে)। / যাহা মিহি নয়; যাহা জিল নয়। (ব.শ.)। ▫ স্থূল, মাংসল, পুরু, জড় (বুদ্ধি), ভোঁতা, স্থূলাগ্র ...। *

মোটাই : ● **মোটা** সক্রিয় যাহাতে। ▫ স্থূলত্ব, ঘনত্ব।

মোটান : ● **মোটা** অন (চলমান) যাহাতে। ▫ মোটাই।

মোটামুটি : ● **মোটা** ও **মুটি** (**মুট** সক্রিয় যাহাতে); অথবা, সামূহিক একত্রীকরণ কৃত যে আধারে এবং আর সীমায়ন না করিয়া যা-যতটুকু সীমায়িত করা গিয়াছে তাহাকেই মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তুলিয়া ধরা যাহাতে। ▫ স্থূল, সংক্ষিপ্ত (বিবরণ), সাধারণের যোগ্য, স্থূল-ভাবে, সংক্ষেপে, স্থূল হিসাবে ...। *

মোটাসোটা : ● যে **মোটা** সে-ই **সোটা** যাহাতে; অথবা, যে কেবল খাইয়া খাইয়া **মোটা** বা স্থূল হইয়াছে এমন নহে, সে সুস্থ বা 'সুস্থিত-পুষ্টিত'ও (অর্থাৎ 'সুষ্ট'ও) বটে। ▫ স্থূলকায়, হৃষ্টপুষ্ট, স্থূল। *

মোড় : ● সার্ব্বিক **মুড়**করণ যাহাতে; অথবা, যে স্থানে-কালে-পাত্রে **মুড়**-করণ হয়, হইয়াছে, হইয়া থাকে। ▫ রাস্তার বাঁক বা সন্ধিস্থল, নদীর বাঁক, কুটিলতা, মোড়া, গা-মোড়া; সাপ রাখার চুপড়ি, গাভীর (মুকুটাকার) স্তন বা পালান ... ইত্যাদি।

মোড়ক : ● **মোড়** করে যে বা যাহা দ্বারা **মোড়** করা হয় বা হইয়াছে। ▫ কাগজ-প্রভৃতি দ্বারা মোড়া দিয়া ঢাকা দ্রব্য, ঔষধাদির পুরিয়া বা মোড়া।

মোড়ল : ● **মোড়** (**মুণ্ড, মুড়া**) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, (গ্রামসমাজের) **মুণ্ড** বা **মুড়া** (**মোড়**) লালিত যাহাতে; কিংবা, যিনি গ্রামের সমাজদেহের **মুড়া** বা **মোড়ল** রূপে সক্রিয় থাকেন; অথবা, গ্রাম-বাসীগণের জীবনযাত্রাপথে কখন কোথায় কোন দিকে **মোড়**করণ করিতে (মোড় নিতে) হইবে, তাহা নির্ণয় করিয়া দেন যিনি। / স্বজাতিচক্রের অধ্যক্ষ বা মুখপাত্র যে। (ব.শ.)। ▫ মণ্ডলের অধিপতি, গ্রামমুখ্য, গ্রামণী, (জমিদারের প্রতিনিধিরূপে জমি বিলি, খাজনা আদায় করা মোড়লের কার্য্য ছিল; এখন এরূপ মোড়লী নাই।) উপাধিবিশেষ, দলপতি, প্রধান। *

মোড়লী : ● **মোড়ল**-এর সক্রিয় আধার যে। ▫ মোড়লের কাজ, কর্তৃত্ব, মোড়লের পদ।

মোড়া : ● **মোড়**-এর আধার যে। ▫ মোটিত, আবর্ত্তিত, আবেষ্টিত, আবৃত, আচ্ছাদিত, মোটন, আবর্ত্তন, ঢাকা, মর্দ্দন, মলা, পাক, সূতার মোড়া-দেওয়া ফেটী, মোড়া দিয়া বাঁধা বাঁশের শলার বেতে-ছাওয়া আসন-বিশেষ, বেষ্টনাদি, বেড়।

মোদ : ● সার্ব্বিক **মুদ** যাহাতে; অথবা, **মুদ**-

এর আশ্রয় যাহাতে। / যাহা দ্বারা হর্ষ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ হর্ষ, সৌরভ, সামান্য গন্ধ; আনন্দলাভ করা, নিমীলিত করা, মোদা।

মোদক : ● **মোদ** (মিষ্টতা ও স্বাদে আমোদিত) করে যে। ◻ হর্ষক, আনন্দয়িতা, ভক্ষ্যবিশেষ, মোয়া, লড্ডুক, গুড়, শর্করাদি দ্বারা পক্ব ঔষধবিশেষ।

মোদন : ● **মোদকরণ** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ মোদক, শিক্থক, মোম, আনন্দন, প্রীণন।

মোদা : ● **মোদ**করণের আধার যে। ⊓ আচ্ছাদিত, ঢাকা; আনন্দলাভ করা ...।

মোদিত : ● **মোদ** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ◻ সঞ্জাতমোদ, হর্ষিত, আনন্দিত, প্রীণিত।

মোদিনী : ● **মোদন**-এর সক্রিয় আধার যে। ◻ প্রীণয়িত্রী, মল্লিকা, যূথিকা, বৃত্তমল্লিকা, অজমোদা, কস্তূরী, মদিরা।

মোহ : ● **মুহ্**-এর (অসীমায়িতের হওয়নের) সার্ব্বিক আশ্রয় যে; অথবা, যাহাতে পড়িলে মানুষ অভিভূত হইয়া দিশাহীন হইয়া যায়; কিংবা, অশুভের **মুহ্**-এর (মুখগহ্বরের) ভিতর ঢুকিয়া পড়া বা **মুগ্ধ** হওয়া হয় যাহাতে। ⊓ অবিবেক, মিথ্যাভিনিবেশ, শাস্ত্রাবিবেক, চিত্তবৈকল্য ... ইত্যাদি; মোহিত করা, আকৃষ্ট করা, অভিভূত করা। ❋

মোহন : ● **মোহ** (মুগ্ধ হওয়া) অন (চলমান) যাহাতে। / যাহা দ্বারা মোহ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ মোহজনক, মোহকর ... ইত্যাদি।

মোহনা (মোহনী) : ● **মোহন**-এর আধার যে; অথবা, পুকুর নদী প্রভৃতির যে মুখ বা মুহ-এর অনকৃত সার্ব্বিক আধার হইতে জলধারা অন্তর্গত বা নির্গত হয়। ⊓ পুকুরের মুখ, নদীর মুখ, দোমোহনা, দোমোহনী।

মোহিত : ● **মোহ** (মুগ্ধ হওয়া) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ⊓ প্রাপিতমোহ, অভিভূত, মূঢ়বুদ্ধি ... ইত্যাদি।

মোহিনী : ● **মোহ** সক্রিয়ভাবে অনকৃত যে আধারে। ◻ মনোহারিণী নারী, মায়াবিদ্যা-বিশেষ, মল্লিকা-বিশেষ, মায়াবিনী, প্রিয়া।

মৌ : ● সীমায়িতের সার্ব্বিক আধার হইতে জাত যে; অথবা, আত্মকেন্দ্রে সঙ্কোচন থাকে যাহাতে; কিংবা, সংক্ষিপ্তসার হইতে যে রস নিঃসারিত হয়। ◻ মধু।

মৌন : ● **মৌ** অন (চলমান) যাহাতে, অথবা, **মুনি**র সামগ্রিক আচরণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে মুখে কিছু না বলিয়া যৌথ-সমাজের বিরোধী ধনপুঁজি বিকাশের পথ সুগম করা হইয়াছিল, অথবা, মুনিগণ কারুজ-শিল্পপণ্য উৎপাদন করা ও তাহা বিক্রিবাটা করার পক্ষে **মৌন** থাকিয়া সবকিছু করিয়াছিলেন বলিয়া 'মৌনং সম্মতিলক্ষণং' কথাটি আজও প্রবাদরূপে এদেশে প্রচলিত আছে; অথবা, দৃশ্যত নীরব হইলেও কার্য্যত সম্মতির লক্ষণ থাকে যাহাতে; কিংবা, **মুনি**র ন্যায় আচরণ যাহার। ◻ মুনিকর্ম্ম, তুষ্ণীম্ভাব, অভাষণ, নির্ব্বাক, মৌনী, নীরব। ❋

মৌরলা : দ্র. **মুরল**।

মৌল : ● **মূল**-এর (আদির বা প্রথমোৎপত্তির) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহা সর্ব্বদা **মূল**-এর অনুযায়ী বা তদ্রূপে বর্ত্তমান থাকে। / মূল হইতে আগত। (ব.শ.)। ◻ মূলসম্বন্ধী, মূলপুরুষাগত, গ্রামনির্ম্মাণকাল হইতে পুরুষানুক্রমে তদ্গ্রামস্থিত (জন) ...। ❋

মৌলবাদ : ● **মৌল** (**মূল**-এর অনুসারী) যে **মতবাদ**; অথবা, যে মতবাদ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত কোনো এক প্রকার জ্ঞান, ধারণা, বিশ্বাস, আচরণ বা কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিতে

অনড় অচল ভাবে বিশ্বাস করে। ❐ ধর্ম বা অন্য কোনো মতবাদের অবিকৃত মূলতত্ত্ব, অন্ধ বা গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস। ✻✻

মৌলিক : ● **মৌল** (**মূল**-এর অনুসারী) সক্রিয় কৃত যাহাতে; কিংবা, **মৌল**-কে সক্রিয় করে যে। ❐ মূলসম্বন্ধী, আদিম, মূলীভূত, মূলগত, কৌলীন্যহীন, মূলবিক্রয়ী। ✻

ম্লাত : ● **ম্লা** (অতিসীমিতের অনকৃত আধার) তারিত যাহাতে; অথবা, সত্তা অতিসীমায়িত হইয়া একটি শব্দমাত্রে পরিণত হইয়া উচ্চারিত হয় বা হইয়াছে যাহাতে। ❐ অভ্যস্ত, অনুশীলিত, অধীত, পঠিত।

ম্লান : ● যাহাতে **ম্ল**-র (সীমায়িতের লালন) না-কৃত থাকে; অথবা, সীমায়িত সত্তাকে লালন করা না-কৃত করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ❐ কান্তিহীন, বিবর্ণ, শোভাহীন, মলিন, বিষণ্ণ, দীন, অসিত, কাল, শুষ্ক।

ম্লানি : ● **ম্লান** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ম্লান**করণ চলে যাহাতে। ❐ হর্ষক্ষয়, বিষাদ, কান্তিক্ষয়, বিবর্ণীভাব, ম্লানভাব, সমলভাব।

ম্লানিমা : ● **ম্লানি** সীমায়িত রূপে থাকে যাহাতে। ❐ ম্লানভাব, বৈবর্ণ্য।

ম্লেচ্ছ : ● **ম্লে** (সীমায়িত সত্তার দিশাগ্রস্ত লালন) আচ্ছাদিত যাহাতে; অথবা, যে সীমায়িত সঙ্কুচিত করিয়া রাখা সত্তার লালনকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়; কিংবা, যাহার ভিতরে সবকিছু মিলিয়া-জুলিয়া আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। / যে সংস্কৃতে কথা বলে না। ❐ অব্যক্তভাষী, অনার্য্যজাতি, বৈদেশিক জাতি, কিরাতাদি চণ্ডালভেদ, (পৌরাণিক ভাষায়) সগররাজ যে ক্ষত্রিয়গণকে মুণ্ডিতমস্তক করিয়া বেদাচারবহিষ্কৃত করিয়াছিলেন সেই শক-যবন-পারদ-পহ্লবাদি, গোমাংসভক্ষক (পণ্যবিক্রয়পূর্ব্বক তাহার মূল্যভক্ষক) বিরুদ্ধভাষী (বেদবাদীগণের দৃষ্টিতে) সর্ব্বাচারহীন অন্ত্যজ জাতি, স্বধর্ম্মাচরণহীন নির্দ্দয় পরপীড়ক উগ্র সতত-হিংসাশীল যথেচ্ছাচারী জন, বাপীকূপতড়াগ-সরোবর ও সাধারণ ভোগ উপবনের নিঃশঙ্ক-ভাবে রোধক ব্রাহ্মণ, বেদবাহ্য দুরাচার জন, যযাতিসূত অনুর পুত্রগণ, অসংস্কৃতকথন, অপভাষণ, হিঙ্গুল, তাম্র, মুসলমান। ✻

ম্লেচ্ছকন্দ : ● **ম্লেচ্ছ** রূপ যে কন্দ; অথবা, যাহা (যে বনবাসী ম্লেচ্ছ জনগোষ্ঠী) হইতে লবণরস (খাজনাদি) পাওয়া যায় না। ❐ লশুন, লবণরসহীন', মহাকন্দ (সুধাচৌর্য্য হেতু বিষ্ণু কর্ত্তৃক ছিন্ন রাহুর গল হইতে যে সুধাবিন্দু ভূমিতে পতিত হয়, তাহা রসোনত্ব প্রাপ্ত হয়।)। ✻

ম্লেচ্ছজাতি : ● বেদবাদীগণ যে জনগোষ্ঠীকে **ম্লেচ্ছ** বলিয়া ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছে। ❐ পুলিন্দাদি ম্লেচ্ছগণের জাতি, শূদ্রাদি ম্লেচ্ছ জনগোষ্ঠীসমূহ, মুসলমান প্রভৃতি। ✻

ম্লেচ্ছদেশ : ● হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল দেশে **ম্লেচ্ছ**গণ বাস করেন বলিয়া সেই সব দেশে ব্রাহ্মণের যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ❐ ম্লেচ্ছাধ্যুষিত দেশ, নিন্দিত দেশ, চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানরহিত স্থান, শিষ্টাচাররহিত ভারতবর্ষের অন্তদেশ, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ... প্রভৃতি দেশ, গোবলয় বাদে প্রায় সমগ্র ভারত। ✻

ম্লেচ্ছিতবিকল্প : ● **ম্লেচ্ছ**গণ সক্রিয়ভাবে তারিত যে **বিকল্প** গুপ্তভাষে; অথবা, শাসক-দিগের গুপ্তভাষা **অক্ষরমুষ্টিকাকথন**-এর বিপরীতে ম্লেচ্ছগণ যে বিকল্প গুপ্তভাষা সৃজন করিয়াছিলেন।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

য

য (য়) : ● ['ইঅ' = **য** (j), **য়** (y)] **ই-অ** করে যে; অথবা, গতি ও স্থিতি করে যে; কিংবা, এক পা যখন গতিশীল অন্য পা তখন স্থিতিশীল রাখে যে; অথবা, হাঁটে যে বা (গতি-স্থিতি-গতি করিয়া) যাইতেছে যে; কিংবা, পুরুষ-প্রকৃতি পরস্পর নির্ভর হইয়া চলে যাহাতে। (হাঁটা শুরু এক পা তুলে গতিশীল হয়ে, শেষ হয় স্থিতিশীল হয়ে; তাই শব্দের শুরুতে **য**, মাঝে **য য়** দুই এবং শেষে **য়** হয়। শুরুতে কখনো **য়** এবং শেষে কখনো **য** হয় না। যথা - **যা**ওয়া, যযাতি, **যা**তায়াত।) ◻ যায়ী, যাতা, যাত্রী। ✻

যইছে : ● **য** (যায়ী) সক্রিয় হইয়া দিশাগ্রস্ত-ভাবে আচ্ছাদিত যাহাতে; অথবা, যে সত্তা বিশেষ দিকে চলিয়াছে। ◻ যাদৃশ, যে প্রকারে, যেমন।

যক : ● **য** (যাওন) করে যে; অথবা, (ধনাদির অদৃশ্য হওয়া বা চলিয়া) যাওয়াকে অনকৃত করিয়া দেয় যে; কিংবা, **যক** (ধনাদি অদৃশ্য করিয়া দেয় বা ধোঁকা) দেয় যে; অথবা, **যক** দিয়া ধনাদি আত্মসাৎ করে যে। ◻ যক্ষ, ধনশালী কৃপণ।

যকার ধন (যকের ধন) : ● **যক** দিয়া (ধোঁকা দিয়া) সংগৃহীত ও সঞ্চিত বা লুক্কায়িত ধন থাকে যাহাতে; অথবা, যে **যকার** করে তাহার ধন থাকে যাহাতে। ◻ যক্ষের ধন।

যক্ষ : ● **যক** (যায়ীর করণ) দিশাগ্রস্ত (একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিতে পরিণত) যাহাতে; অথবা, যে কেবল ভিতরের দিকে ক্ষয় (খাত) করিয়া লইয়া যায়; কিংবা, বৈদিক সমাজে যাহারা 'সবাইকে ভাগ করিয়া দিয়া দিব' বলিয়া যৌথসম্পদ ভাগ করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু ভাগ করিয়া না দিয়া নিজেরা লুকাইয়া রাখিত; অথবা, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির নীতিতে পরি-চালিত বৈদিক সমাজে যে সত্তা **দক্ষ** ও **রক্ষ**-এর সহিত একত্রে সক্রিয় হইয়াছিল। ◻ দেবযোনিবিশেষ, কুবের, গুহ্যকমাত্র, ধনরক্ষক, ভূতবিশেষ। ✻

যক্ষাধিপতি : ● **যক্ষ**গণের অধিপতি যিনি; অথবা, (অসৎভাবে) সঞ্চয়কারীগণের অধিপতি যিনি। ◻ **কুবের**।

যক্ষ্মা : ● **যক্ষ** (দিশাগ্রস্ত যায়ীর করণ) সীমায়িত যে আধারে; অথবা, যে রোগ হইলে দেহের (সমাজদেহের বা মানবদেহের) উৎপাদিত তেজ দিশাগ্রস্তভাবে একদিকে সঞ্চিত হইয়া সীমায়িত বা ক্ষয় হইয়া যায়; কিংবা, রোগসমূহের রাজা যে (রোগ)। ◻ যক্ষ্মগ্রস্ত, রাজরোগ, ক্ষয়।

যখন : ● **য** (যায়ী) **ক্ষণ** যে; অথবা, যে ক্ষণ যাইতেছে বা যাইতেছিল সেই ক্ষণ যাহাতে। ◻ যে ক্ষণে, যে সময়ে, যে হেতু।

যজ : ● **য** (যায়ী) জনন করা হয় যাহাতে; অথবা, মেধা-শ্রমাদি-রূপ **যায়ী**র (গমনকারীর) জনন করা হয় যাহাতে (যে প্রকল্পে); অথবা, যাহা দ্বারা জীবন **যায়** সেই **যায়ী** জনন করা হয় যাহাতে; কিংবা, খাদ্যাদি (বা জীবন-**যাত্রা**র উপায়) জনন করা হয় যাহাতে (যে উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে বা কর্ম্মকাণ্ডে); কিংবা, কৃষিকার্য্যাদি (বা গোপালন, অথবা, অন্যতর উৎপাদন ব্যবস্থা রূপায়ণ) করা হয় যাহাতে; অথবা, অদৃশ্য কাম্য সিদ্ধি (উৎপন্নাদি) লাভের জন্য মেধা-শ্রমাদি **দেবন** করা (দেওয়া) হয় যে কর্ম্মযজ্ঞে; কিংবা, (সাদৃশ্যে)

সমগ্র কৃষিকার্য্যাদির প্রতীকী আচরণ করা হয় যাহাতে। ❒ উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞাদি করা, কৃষিকার্য্যাদি প্রকল্প রূপায়ণ করা; (সাদৃশ্যে) পূজা করা, ভজনা করা।

যজন : ● **যজ** (যায়ীজনন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, উৎপন্নাদি চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) কৃষিকার্য্যাদির প্রতীকী আচরণ চলমান থাকে যাহাতে। ❒ উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ বা কর্ম্মকাণ্ড করিতে থাকা; (সাদৃশ্যে) দেবপূজন, যাগকরণ।

যজমান : ● **যজ**করণ (প্রকল্প রূপায়ণকর্ম্ম) করেন যিনি; অথবা, যে গৃহপতি গৃহের সদস্যদিগকে এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ ও তাঁহার সহযোগীদের (পরিদর্শকদের, সুপারভাই-জারদের) লইয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের বা দক্ষ জ্ঞানী পরামর্শদাতার (ব্রাহ্মণের) উপদেশ-নির্দ্দেশ অনুসারে (বিশাল কৃষিকার্য্য বা তদ্রূপ অন্য কোনো) প্রকল্প রূপায়ণ করিতে থাকেন। / যে যাগ করিতেছে বা করে; অথবা, যজ্ঞে 'আমার ইষ্ট সম্পাদনার্থ আপনি যথার্থ কর্ম্ম করুন' — এই বলিয়া যিনি ঋত্বিগ্‌গণকে যজ্ঞার্থ আদেশ করেন। (ব.শ.)। ❒ গৃহপতি, প্রতিপালক, মহাদেবের পশুপতিমূর্ত্তি।

যজা : ● **যজ**করণ থাকে যাহাতে। ❒ যাগ করান, যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করা।

যজুঃ : ● **যজ** (প্রকল্প) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে (যে সম্পূর্ণ বিদ্যাবুদ্ধিতে); অথবা, কর্ম্মযজ্ঞ চালানো হয় যে প্রযুক্তিজ্ঞানে বা দক্ষসুলভ বিদ্যাবুদ্ধিতে; কিংবা, তত্ত্বচর্চা ও বণ্টনকর্ম্ম স্বরূপ যজ্ঞ বাদে যে কর্ম্মযজ্ঞ চালান হয় তাহার প্রযুক্তি ('টেকনলজি') থাকে যাহাতে। / যাহা দ্বারা দেবগণের পূজা সাধন করা যায়; অথবা, ঋক্-সাম ভিন্ন যজ্ঞে বিশেষভাবে উচ্চার্য্য আবশ্যক মন্ত্রসমূহ থাকে যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ কর্ম্মপ্রযুক্তি, **মন্ত্র**।

যজুর্ব্বেদ : ● **যজুঃ** (প্রকল্প রূপায়ণের বিদ্যা বা প্রযুক্তিজ্ঞান বা 'টেকনলজি') থাকে যে বেদ-গ্রন্থে ('যাহা দ্বারা বিদিত হওয়া যায়' সেই গ্রন্থে)। ❒ যর্জুনামক বেদ বিশেষ। (এই বেদ দুই প্রকার; যৌথতাবাদী বৈদিকগণের যজুর্ব্বেদের নাম **কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ** এবং **যাজ্ঞবল্ক্য** দ্বারা প্রবর্ত্তিত ব্যক্তিমালিকানাবাদী যজুর্ব্বেদের নাম **শুক্ল-যজুর্ব্বেদ**।) *

যজ্ঞ : ● **যজ** (যায়ীর জনন) রহস্যরূপী যাহাতে; অথবা, যে কর্ম্মকাণ্ডে মেধা-শ্রমাদির জনন করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়; কিংবা, যে কর্ম্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্দ্দিষ্ট বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বা প্রস্তুত করা হয়; অথবা, বছরের শুরু হইতে শেষ অবধি রাজা তাঁহার নিজের সকল পাত্র-মিত্র-অমাত্য ও আমলাতন্ত্রের সহযোগিতায় প্রজাদের লইয়া যে **পদ্ধতি**র উৎপাদন কর্ম্মকাণ্ড করিয়া থাকেন; কিংবা, (সাদৃশ্যে) বাস্তব সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মকাণ্ডকে (লিখিত প্রকল্প উপস্থাপনের রীতি তখনও প্রচলিত না হওয়ায়) বৈদিক সমাজের জ্ঞানীগণ যে প্রতীকী আচরণের মাধ্যমে করিয়া দেখাইতেন। / যাহাতে দেবতা পূজিত। (ব.শ.)। ❒ উৎপাদন কর্ম্মকাণ্ড, প্রকল্প রূপায়ণ, অধ্বর, ক্রতু, যাগ; (সাদৃশ্যে) হোমকুণ্ড জ্বালাইয়া প্রতীকী যাগ করা। *

যত : ● **য** (যায়ী) তারিত যাহাতে; অথবা, যে পরিমাণ (সংখ্যক, প্রকার ...) যাওয়ার ততখানি গিয়া স্থির হইয়া আছে যে; কিংবা, যাহার তারণ উপসংহৃত বা **সংযত** হইয়া আছে। ❒ উপরত, নিবৃত্ত, সংযত, উপসংহৃত,

উপশম; যৎপরিমাণ, যৎসংখ্যক, যাবৎপ্রকার।

যতি : ● **যত** (সংযমিত বা সংযত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে দাঁড়াইয়া আছে; কিংবা, যেখানে দাঁড়াইতে হয়; অথবা, সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনার দায়িত্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে বা স্থিতিধর্ম্ম (**যতিধর্ম্ম**) গ্রহণ করিয়াছে যে; কিংবা, **দক্ষযজ্ঞ**-এর মহাবিবাদের পর যে আদি ব্রাহ্মণেরা (শিব) 'আমরা আর সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনা বা সমাজ পরিচালনা করিব না, তোমরা (দক্ষেরা) সমাজ-সংসার চালাও; আমরা কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্থিত থাকিতেছি, তোমরা আমাদের যজ্ঞভাগ দিয়া যাইবে;' — এই বলিয়া লালবস্ত্র পরিয়া আদি-**ভিক্ষুধর্ম্ম** গ্রহণ করিয়াছিলেন। ❒ শিব, ভিক্ষু, (লক্ষণার্থে) নিবৃত্তি, বিরাম। ✻

যতীন্দ্র : ● **যতি**গণের মধ্যে **ইন্দ্র** যিনি। ❒ যতিশ্রেষ্ঠ, মহাযতি, নামরূপে প্রচলিত।

যত্ন : ● **যত** (**যত**করণ বা সংযতকরণ) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কোনো সত্তাকে সংযত করার (নিয়ন্ত্রণ করার, শান্ত করার, পোষ মানানোর) চেষ্টা চলিতে থাকে। ❒ চেষ্টা, উদ্যোগ, ব্যবসায়, অবধান, সমাদর।

যত্ন-আত্তি : ● **যত্ন** ও **আত্তি** যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা যত্ন বা সংযত করিবার এবং আত্তি বা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। ❒ 'সেরাযত্ন' অর্থে প্রচলিত।

যত্র : ● **য** (যায়ী) ত্রাণ পায় যে স্থান-কাল-পাত্রে। ❒ যেখানে, যে কালে, যে বিষয়ে।

যথ : ● **য**-এর (যায়ীর) থাকন বা স্থিতি (যাহাতে); অথবা, যায়ী স্বভাবতই যে স্বরূপ অবলম্বন করিয়া চলমান থাকে তদ্রূপ স্থিতি (যাহাতে)। ❒ **যথাযথ**।

যথা : ● **যথ**-এর আধার যে; অথবা, **য** (যায়ী) থাকে যে আধারে; অথবা, যে পাত্রের চলমানতায় কোনো সত্তা থাকে; কিংবা, কোনো সত্তা যেরূপে সক্রিয় (তদ্রূপে)। ❒ যে প্রকারে, যেমন ... ইত্যাদি।

যথাযথ : ● **যথা** (যে রূপে স্থিত তদ্রূপে) **যথ** (যায়ীর স্বাভাবিক স্থিতি) যে; অথবা, স্বভাবত বা প্রকৃতিগতভাবে যাহার যেরূপে থাকার কথা তদ্রূপে স্থিত যে। ❒ যথাস্ব, যথাপ্রকৃতি।

যথার্থ : ● **যথা** (যে রূপ বা প্রকার) **অর্থ** যাহার (তদ্রূপ অর্থ থাকে যাহাতে)। / অর্থ অতিক্রম না করিয়া স্থিতিবান যে। (ব.শ.)। ❒ অবিতথ, সত্য, ভ্রমরহিত, সার্থক ...।

যথেচ্ছ : ● **যথা** (যে প্রকার) **ইচ্ছা** হয় (সেই প্রকার ইচ্ছা যাহাতে)। ❒ ইচ্ছানুরূপ।

যথেষ্ট : ● **যথা** (যে প্রকারে) **ইষ্ট** হয় (সেই প্রকার ইষ্ট যাহাতে)। ❒ যথাভিমত, পর্য্যাপ্ত।

যদ : ● **য**-এর (যায়ীর) **দান** যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো গমনশীল সত্তা প্রদত্ত থাকে; কিংবা, **কারণ** থাকে যে অস্তিত্বে। ❒ যে বা যাহা (হেতু, কারণ, ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদি)।

যদা : ● **য** (যায়ী) প্রদত্ত যে আধারে; অথবা, যে কালের চলমানতায় কোনো সত্তা থাকে; কিংবা, কোনো সত্তা যেকালে সক্রিয় (তৎকালে)। ❒ যে সময়ে, যখন।

যদি : ● **য**-এর (যায়ীর) দান সক্রিয় যাহাতে; অথবা, স্থান কাল বা পাত্রের চলমানতায় সক্রিয় হয় বা হইতে পারে যে; কিংবা, বর্ত্তমান হইতে অন্য কোনো স্থান কাল বা পাত্রের চলমানতায় সক্রিয় হইতে পারে যে। ❒ পক্ষান্তর, বিকল্প, প্রশ্ন, সম্ভাবনা।

যদু : ● **য**-এর (যায়ীর) দান নবরূপে উত্তীর্ণ

যাহাতে; অথবা, যাহা চলিয়া যায় তদ্রূপ কোনো সত্তাকে প্রতিদানের বদলে দানের নিমিত্ত প্রস্তুত করে যে; অথবা, পণ্যাদি (বিক্রয়যোগ্য উৎপন্নাদি) উৎপাদন করে যে। ❒ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ, যদুর অপত্যগণ।

যন্ত্র : ● য-কে (যায়ীকে) তাহার অন (চলমান) থাকার সমস্যা হইতে ত্রাণ করে যে; অথবা, মানুষকে তাহার মেধা শ্রম ইত্যাদিকে ক্ষেত্রে (জমিতে, কাঁচামালে ...) নিষেক করিবার (যাইবার) সমস্যা হইতে ত্রাণ করে যে; কিংবা, যে নিজে চলিতে পারে না, চালাইতে হয় এবং চালাইলে জড়ের নিয়মে সক্রিয় হইয়া থাকে। / যাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ❒ নিয়ন্ত্রণ, নিগড়, কৌশলপূর্ব্বক কার্য্য-সাধনোপায়, কল।

যন্ত্রণ : ● **যন্ত্র** (নিয়মনকারী) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, নিয়ামক নিয়মন করিতে থাকে যাহাতে। ❒ নিয়মন, সংযম, নিগ্রহ।

যন্ত্রণা : ● **যন্ত্রণ**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **যন্ত্রণ**কর্ম্ম থাকে; কিংবা, যাহাতে কোনো সত্তাকে নিয়মন করিয়া বিশেষ দিকে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা চলিতে থাকে (ফলত যাহাকে নিয়মন করা হয়, সে নিগৃহীত সংযত সঙ্কুচিত হইতে গিয়া কষ্ট পাইতে থাকে)। ❒ বন্ধন, পীড়া, ক্লেশ।

যন্ত্রপাতি : ● **যন্ত্র** (নিয়ন্ত্রক কল) ও তাহার **পাতি** (পত্র, সমূহ বা সহযোগী হাতিয়ারসমূহ) যাহাতে। ❒ যন্ত্র ও সহযোগী হাতিয়ার সমূহ।

যন্ত্রী : ● **যন্ত্র**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ যন্ত্রবান, যন্ত্রযুক্ত, নিয়ময়িতা।

যব : ● য (যায়ীকে) বহন করে যে; অথবা, কোনো আধার হইতে নিষ্ক্রান্ত সত্তা নির্গমন করিয়া তদ্রূপে বাহিত হয় বা থাকিয়া যায় যাহাতে (যে স্থান কাল বা পাত্রে); কিংবা, দেশান্তরীগণ যায় বা গিয়া থাকে যাহাতে (যে স্থানে বা পাত্রে); কিংবা, যে দেশে মধ্যযুগের ভারতীয় পণ্য ও পণ্যজীবীগণ যাইত; (সাদৃশ্যে) যে ধান্যের শূক নির্গত হইয়া ধান্যের পুচ্ছদেশে লাগিয়া থাকে। ❒ **যব**দেশ, **যব**দ্বীপ, যাবা (জাভা); (সাদৃশ্যে) শূকধান্যবিশেষ, (লক্ষণার্থে) অঙ্গুলির ষষ্ঠাংশ বা অষ্টমাংশ পরিমাণ।

যবন : ● **যব** (যায়ী-বাহক) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে যায়ী মূল দেহ (সমাজ-দেহাদি) হইতে নির্গত হইয়া দেহের বহির্দ্দেশে নবসম্প্রদায় রূপে স্থিতি করে; কিংবা, পরবর্ত্তীকালে সমাজদেহের বাহিরের অংশে স্থিত (নির্গত বা আগত) যে কোনো সম্প্রদায়কে যে নামে ডাকা হইত। ❒ সগর-রাজ কর্ত্তৃক বেদবহিষ্কৃত ক্ষত্রিয়গণ, বেদবিরোধী হৈহয় ক্ষত্রিয়গণ, বেদবাদ-অমান্যকারী, স্বাতন্ত্র্যবাদী-ধনবাদী-পণ্যবাদী, বিদেশাগত বণিকজাতি, মুসলমান। ✱

যবনিকা : ● **যবন**-কে (নিষ্ক্রান্ত হওয়নকে) সক্রিয় করে যে আধার; অথবা, যাহার ওপারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাওয়া হয়। ❒ রঙ্গমঞ্চের পট, কানাত, পর্দা।

যম : ● য-এর (যায়ীর) সীমায়ন যাহাতে; অথবা, যায়ীকে সীমায়িত করে যে; কিংবা, প্রাচীন ভারতে সামাজিক ন্যায়ধর্ম্মকে বা তাহার অংশ 'আদালত'কে যে নামে ডাকা হইত; অথবা, পুরাণমতে রাষ্ট্রের দান-দক্ষিণার দিকটির সর্ব্বোচ্চ অধিকারী যে; কিংবা, (সারূপ্যে) প্রতীকী সংযমকারী শাসকের কল্পনা যাহাতে। ❒ **ধর্ম্ম**, পুরাণ

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

মতে ইনি **দক্ষিণের** দিক্‌পাল। ❋

যমজ : ● **যম** (সীমায়িত যায়ী) জাত যাহাতে; অথবা, দ্বৈত সত্তা একত্রে জাত যাহাতে। ❒ যুগল, 'যামাজোড়া', একত্রে দুই।

যমল : ● **যম** (দুই) লালিত যাহাতে। ❒ যমগ্রাহক, যুগল, মিথুন, যুগ্ম।

যমুনা : ● **যম** (রাষ্ট্রের দান-দক্ষিণা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অন থাকে যে আধারে; অথবা, যে সম্পদের ধারা (রেশনব্যবস্থা) রাষ্ট্র**ধর্ম্ম** কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে নদী বা জলধারা হিমালয়ের (অধিরাষ্ট্রের) যমুনোত্রী শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া এলাহাবাদে গঙ্গা ও অন্তঃসলিলা সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ❒ কালিন্দ পর্বত হইতে যমুনা নদীর উৎপত্তি। এই নদী সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে যমের সঙ্গে যমজ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ❋

যযাতি : ● **য** (যাহা) **যাতি** (যেরূপে যাইতেছে বা যায়); অথবা, যাহা যেরূপে যাইতেছে তাহা সেরূপেই যাক — এই নীতি যাহার; কিংবা, একালের ভাষায়, 'স্ট্যাটাস-কো মেইনটেইন' বা স্থিতাবস্থ করে যে। ❒ চন্দ্রবংশীয় রাজা **নহুষের** পুত্র। ❋

যশ : ● **য**-এর (যায়ীর) শক্তিরূপে বিচ্ছুরণ যাহাতে; অথবা, যে **যায়ী** (সুকীর্ত্তিকথার যাওয়া) সার্বিকভাবে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। ❒ 'সর্ব্বত্রব্যাপী', কীর্ত্তি, শৌর্য্যাদি-জাত খ্যাতি। ❋

যা : ● **য**-এর (পায়ের স্থিতি-গতি-স্থিতির) আধার যে; অথবা, হাঁটা থাকে যাহাতে; কিংবা, 'যা' (যাঃ, চলিয়া গেল!) বলিয়া বিস্ময়প্রকাশ যাহাতে। ❒ যাহা, যে, যাউক, যাও, হাঁটা, গমন করা, যা-ব্বাবা (বিস্ময়প্রকাশ)।

যাই : ● **যা** (হাঁটা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সত্তা (দৃশ্য-অদৃশ্য স্থান, কাল, পাত্র) চলিয়া যাইতেছে। ❒ যাহাই, যেই, যখনই, যেহেতু, হাঁটি, গমন করি।

যাও : ● **যা**-এর (যা-করণের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যা-করণ করিতে থাকা চলে যাহাতে; কিংবা, যা-করণ করিবার নির্দ্দেশ যাহাতে।

যাওন : ● **যাও** (যা-করণ করা) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ গমন, প্রস্থান, যাত্রা।

যাওয়া : ● **যাও** (যা-করণ করা) যায় বা হয় যে আধারে; অথবা, মানসিক ও বাহ্যিক **যাবন** (যাওয়ন করা, গমন করা) থাকে যাহাতে (দ্র. **খাওয়া, গাওয়া, ধাওয়া** ইত্যাদি)। ❒ গমন করা, যাবন (যাওয়ন) করা। ❋

যাগ : ● **যগ** (যায়ীর গমন) হইতে জাত যে; অথবা, মেধা-শ্রমাদি-রূপ **যায়ী**র (গমনকারীর) গমন থাকে যাহাতে (যে প্রকল্পে); কিংবা, যে কর্ম্মকাণ্ডে মেধা-শ্রম প্রভৃতিকে যথাযথ ক্ষেত্রে গমন করাইয়া সন্তান (বৎস বা ফসলাদি) উৎপাদন করা হয়। / যাহাতে দান আছে। (ব.শ.)। ❒ ক্রতু, যজ্ঞ, বলি, হোমদ্রব্য।

যাগকর্ম্ম : ● **যাগ** (প্রকল্প) রূপ **কর্ম্ম** করা হয় যাহাতে। ❒ যজ্ঞকার্য্য।

যাচ : ● **যা** (যাইয়া) চায় যে; অথবা, প্রার্থনা যায় যাহাতে। ❒ প্রার্থনা করা, চাওয়া।

যাচক : ● **যাচ** (প্রার্থনা) করণ করে যে। ❒ প্রার্থয়িতা, প্রার্থী জন।

যাচাই : ● **যাচ**-এর (প্রার্থনার) আধার সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **যাচ**করণ করিয়া বা যাচিয়া দেখিয়া লওয়া হয় যাহাতে। / প্রার্থনা করিয়া পণ্যের গুণদোষ পরীক্ষা করাইয়া মূল্য নিরূপণ করা (হয় যাহাতে)। (ব.শ.)। ❒ যাচান, পণ্যের মূল্যনিরূপণ।

যাজক : ● **যজন** করে যে; অথবা, উৎপাদন

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

কর্ম্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করায় যে; কিংবা, রাজনির্দ্দেশে যে জ্ঞানযোগী (ব্রাহ্মণ) বা কর্ম্মযোগী (ক্ষত্রিয়) প্রজাদিগকে লইয়া সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনা করেন। ❐ যাজ্ঞিক, রাজহস্তী।

যাজ্ঞবল্ক্য : ● **যজ্ঞ**-এর (বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালানোর) **বল্ক** (যজ্ঞ-বৃক্ষের বা সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সুরক্ষাবল) থাকে যাহাতে; অথবা, বৈদিক ব্যবস্থার বিপরীতে যে ঋষিগণ পণ্যবাদী উৎপাদন **কর্ম্মযজ্ঞ** চালাইতেন। ❐ সংহিতাকার ঋষি ও ব্যাসের (বৈশম্পায়নের) শিষ্য। এঁর প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থের নাম যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা শতপথব্রাহ্মণ ও **বৃহদারণ্যকে**র ইনিই সংগ্রহীতা। ❋

যাতনা : ● **যত্ন** বা **যতন** (সংযতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ) হইতে জাত যে ব্যথা; অথবা, পোষ মানানোর জন্য নিয়ন্ত্রণ-চেষ্টায় যে অত্যাচার করা হয় তাহা হইতে যে **যন্ত্রণা** হয়। ❐ অতিবেদনা, তীব্র বেদনা।

যাতায়াত : ● **যা** (যাওয়া বা গমন করা) তারিত যে আধারে এবং **য়া** (আসা বা আগমন করা) তারিত যে আধারে; অথবা, যাওয়া ও আসা থাকে যাহাতে। ❐ গমনাগমন, গতাগত।

যাত্রা : ● **যা** (যাওয়া) ত্রাণ পায় যাহাতে (যে গমনে); অথবা, জীবন**যাত্রা** বিবৃত হয় যে বৃত্তান্তে। ❐ গমন, দেশান্তরগমন, **যাত্রা**দল, জয়**যাত্রা**, তীর্থ**যাত্রা** ...।

যাদব : ● **যদু** (পণ্যউৎপাদক) হইতে জাত সত্তাকে বহন করে যে; অথবা, বিক্রয়যোগ্য বা বিক্রীত পণ্য (বিক্রয়ের জন্য) বহন করে যে; অথবা, মূল্য গ্রহণ করিয়া পণ্যবিনিময় করে যে। (দ্র. **মাধব**)। ❐ যদুসম্বন্ধী, যদুর অপত্য বা পুত্রপৌত্রাদি।

যাদু : ● **যদু** (পণ্যউৎপাদক) হইতে জাত যে; অথবা, **ভোজ**বাজীর ন্যায় রাতারাতি উৎপাদিত বস্তুসম্ভার হাজির করিয়া দেয় যে। ❐ বশীকরণ বিদ্যা, মোহিনী, বালক কৃষ্ণ, কুহকমুগ্ধ, ইন্দ্রজাল, ভেলকি।

যাদুকর : ● **যাদু** (স্বল্পকাল মধ্যে পণ্যের পাহাড় গড়িয়া মোহগ্রস্ত) করে যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) ইন্দ্রজাল (ম্যাজিক) দেখায় যে। / যাহারা মায়া দ্বারা ভোজক্রীড়া করে। (ছা.অ.)। ❐ পাইকারী পণ্য-উৎপাদক, (সাদৃশ্যে) ঐন্দ্রজালিক।

যান : ● **যা** (যাওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা যাইতেছে; কিংবা, যাহা দ্বারা বাহ্যিক বা মানসিক গমন সাধিত হয়। ❐ দর্শন, অধ্যাত্মবোধ, (সাদৃশ্যে) রথ, গাড়ী ইত্যাদি। দ্র. দেব**যান**, বজ্র**যান**।

যানবাহন : ● যে **যান** বা গাড়ী, (মালপত্রাদি) বহন করে; অথবা, যাওয়া ও বাহিত হওয়ার উপায়স্বরূপ দর্শন ও সামাজিক সত্তা যাহাতে। ❐ **যান** ও **বাহন**; (সাদৃশ্যে) গাড়ি বাস ট্রাম ইত্যাদি।

যাপক : ● **যাপ** (যাওয়া-পালন) করে যে; অথবা, কালের প্রতিটি মুহূর্ত্তে পা ফেলিয়া ফেলিয়া আগাইয়া চলে যে; কিংবা, কাল অতিবাহিত করে যে। ❐ গময়িতা, প্রাপক।

যাপন : ● **যাপ** (যাওয়া-পালন করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, কালের প্রতিটি মুহূর্ত্তে পা ফেলিয়া ফেলিয়া অগ্রগমন চলে যাহাতে। ❐ প্রতিকারক, কালক্ষেপ, বর্ত্তন।

যাবৎ : ● **যাব**-এর (যাওয়া-বহনের) তারণ যাহাতে; অথবা, যাওয়া বাহিত হয় যাহাতে (যে সকল স্থান ও পাত্রে)। ❐ যৎপরিমাণ,

সাকল্যে, যতগুলি, অবধি, মর্য্যাদা ...।

যাবন : ● **যবন** (নির্গমিন) হইতে জাত যে; অথবা, **যাওয়ন** চলে যাহাতে। ❐ যবন-সম্বন্ধী, যবনদেশজাত; যাওয়ন, যাওয়া।

যাম : ● **যম** (সংযম) হইতে জাত; অথবা, **যা** (যাওয়া) সীমায়িত যাহাতে। / যাহা যায়; অথবা, যাহা দিন রাত্রি উপরত হয়। (ব.শ.)। ❐ সংযম, যমসম্বন্ধী, যমকারিত, অহোরাত্রের অষ্টমাংশ, তিন ঘণ্টা।

যামল : ● **যমল** হইতে জাত যে। ❐ যমলভাব, যুগল।

যামিনী : ● **যাম** (সীমায়িত যাওয়া) ধারণ করে যে প্রকৃতিসত্তা; অথবা, সীমায়িত যাওয়া বা **যাম** সক্রিয় হইয়া চলমান থাকে যে আধারে। ❐ যামবতী, ত্রিযামযুক্তা, রাত্রি।

যাযাবর (যাযাবর-বংশ) : ● **যাযাকে** (যাওয়া চলিতে থাকাকে) বরণ করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে পুনঃপুনঃ গমনশীলতাকে বরণ করিয়া লওয়া হয়; কিংবা, যাহারা প্রত্যহ ধান্য যাচ্ঞা করে। (দ্র. **জটা, জটাচার্ব্ব-বংশ**)। ❐ পরিব্রাজক, জরৎকারু।

যায়ী : ● যায় যে। ❐ গামী।

যাস্ক : ● **যাস** (**আয়াস**, **প্রয়াস** বা চেষ্টা) করে যে; অথবা, যে পণ্ডিতগোষ্ঠী প্রচলিত শব্দসমূহের নির্ব্বচন করিবার প্রয়াস করেন (করিতেন); কিংবা, যে পণ্ডিতগোষ্ঠী **নিরুক্ত** নামে বেদাঙ্গ গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ❐ বৈদিক শব্দার্থবোধক শাস্ত্রকার। ❋

যাহা : ● **যা** (যাওয়া) হয় যাহাতে; অথবা, যে সত্তার মাধ্যমে কোনো সত্তা যায়। ❐ যে কোনো প্রকার বস্তু।

যিনি : ● সক্রিয় যায়ীর (গামীর) চলমানতা সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে গামী সমাজে সক্রিয় থাকেন। ❐ সম্মানীয় যে।

যু : ● **য** (যায়ী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **যায়ী** (গতি-স্থিতি, পুরুষ-প্রকৃতি, ডানপা-বামপা) আর **যায** না, নবরূপ লাভ করে (পরস্পরকে শক্তিদান করে)। ❐ মিশ্রণ, অমিশ্রণ, পৃথককরণ।

যুক্ (যুজ্) : ● **য**-এর (গতি-স্থিতি, পুরুষ-প্রকৃতি, ডানপা-বামপা ... উভয় যায়ীর) নবরূপী করণ (জনন) যাহাতে; অথবা, যায়ী না যাইয়া গমনশক্তি যোজন করে যাহাতে (কাঠের গুঁড়ির দুই প্রান্তে, টানা জালের দুই প্রান্তে বা তদ্রূপ কোনো পরিপূরক কার্য্যে)। ❐ যোজক, দাতা, যোক্তা, যুক্ত, যুগ্ম, যোগ।

যুক্ত : ● **যুক** (যোজক) তারিত যাহাতে; অথবা, **যুক**করণ কৃত যাহাতে; কিংবা, (পরিপূরক রূপে) অবকাশ মতো যোজন করা হইয়াছে যাহাতে। ❐ সংশ্লিষ্ট, সমন্বিত, সমেত, নিয়োজিত ...।

যুক্তি : ● **যুক্ত** (পরিপূরক রূপে যোজিত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **যুক্ত**করণ চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে একের পর এক (কথার, সূচীর, সুচিসূত্রের) শক্তি যুক্ত হইতে থাকে; অথবা, মানুষের মস্তিষ্ক যে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া জগতের বিচার বিশ্লেষণ করে। (দ্র. **হৃদয়**)। ❐ যোগ, সম্পর্ক, যুগে যোজন, বন্ধন, সংমিশ্রণ, প্রয়োগ ...।

যুগ : ● **যু**-এর (পরিপূরক যোজনার) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, পরিপূরক শক্তিদাতা-গণ টানিয়া বা ঠেলিয়া লইয়া যায় যাহাকে (যে লাঙলের, গরুগাড়ির, সমাজরথের অগ্রগতির কালখণ্ডের জোয়ালকে); কিংবা, পুরাণে বা বৌদ্ধসাহিত্যে 'যুগ-বাহক বলীবর্দ্দরা' বিভাজিত পৌরাণিক দীর্ঘ কালখণ্ডকে বা

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

সত্যযুগ ত্রেতাযুগ প্রভৃতি যুগকে টানিয়া লইয়া যাইত। ❒ শকট ও লাঙ্গলের অঙ্গ বিশেষ, জোয়াল, যুগল, মিথুন, যুগ্মক।

যুগন্ধর : ● সমাজরথের **যুগ** বা জোয়ালকে ধরিয়া রাখে যে (রাষ্ট্রব্যবস্থা); অথবা, (সাদৃশ্যে) দৃশ্য রথের বা গরুগাড়ির জোয়ালকে ধরিয়া রাখে যে। ❒ পর্ব্বত-বিশেষ, রথের যুগধারক কাষ্ঠ, কূবর।

যুগসন্ধ্যা : ● দুই **যুগ** সন্ধিকৃত হয় (সমান ধ্যানকৃত) যে কালখণ্ডে; অথবা, দুই যুগের মধ্যবর্ত্তী যে কাল। ❒ যুগপরিমাণের দশমাংশ কাল (অর্থাৎ সত্যযুগ ৪০০০, যুগসন্ধ্যা ৪০০, ত্রেতাযুগ ৩০০০, যুগসন্ধ্যা ৩০০, দ্বাপরযুগ ২০০০, যুগসন্ধ্যা ২০০, কলিযুগ ১০০০, যুগসন্ধ্যা ১০০)।

যুগল : ● **যুগ** (পরিপূরক যোজনার গমন) লালিত যাহাতে। ❒ গৃহীতযুগ, যুগ্ম, মিথুন, দ্বিসংখ্যক, জোড়।

যুগী : দ্র. **যোগী**।

যুগ্ম : ● **যুগ** (পরিপূরক যোজনার গমন) সীমায়িত যাহাতে। ❒ সম, দ্বিসংখ্যক, দ্বন্দ্ব, যুগল, মিথুন।

যুজ : দ্র. **যুক্**।

যুঝ : ● **যু**-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ যায়ীর) জননস্থিত যাহাতে; অথবা, যে পরিপূরক বা বিপরীত সত্তা নিজে যায় না, বাক্যাদি (বাণ, তীর, লোষ্ট্র, গালাগালি) জনন বা নিক্ষেপ করে। ❒ যুদ্ধ করা, বিবাদ করা, বাদানুবাদ করা।

যুড় : ● **যু**-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ যায়ীর) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে পরিপূরক সত্তা গড়াইয়া বা উড়াইয়া লইয়া যায়। ❒ যুক্ত করা, লাগান, যোজনা করা।

যুড়ি : ● **যুড়** (যুক্তকরণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, পরিপূরক সত্তাদ্বয় সক্রিয় যাহাতে। ❒ যুগল, জোড়া।

যুত : ● **যু** (নবরূপে উত্তীর্ণ যায়ী) তারিত যাহাতে; অথবা, যে গমনকারী আর না গিয়া তাহাতেই গুলিয়া মিশিয়া যায়। ❒ মিশ্রিত, সংশ্লিষ্ট।

যুদ্ধ: ● **যুদ** (নবরূপে উত্তীর্ণ যায়ীর দান) ধারিত যাহাতে; অথবা, বিপরীত সত্তার বাণ তীর গুলি বোমা ... প্রভৃতি ধারিত যাহাতে (যে ক্রিয়ায়)। ❒ কৃতরণ, সমর, সংগ্রাম, গ্রহগণের প্রতিকূলভাব।

যুধ : ● **যু** (নবরূপে উত্তীর্ণ যায়ী) ধারিত যাহাতে; অথবা, অপরকে অভিভব করিতে যাওয়া ধারিত যাহাতে (যে ক্রিয়ায়)। ❒ যুদ্ধ, পরস্পর-অভিভবেচ্ছা।

যুধিষ্ঠির : ● **যুদ্ধে** স্থির থাকেন যিনি; অথবা, পণ্যজীবীদিগের নীতি নির্দ্ধারণ করেন যিনি। ❒ প্রথম পাণ্ডব, ধর্ম্মপুত্র।

যুব : ● **যু** (পরিপূরক শক্তিদান) বহন করে যে। ❒ তরুণ, প্রাপ্তযৌবন।

যুবক : ● **যুব** (পরিপূরক শক্তি বহন) করে যে; অথবা, (যুবতীর) পরিপূরক রূপে সক্রিয় হওয়ার নিমিত্ত বীর্য্য বহন করে যে। ❒ যুবা।

যুবনাশ্ব : ● **যুবন** যে অশ্ব; অথবা, যে **অশ্ব** (রাজপুরুষ) পরিপূরক শক্তি বহন করিয়া থাকে (কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করে না, এবং তাহার ফলে রাণীর অভিশাপে যাঁহাকে আপন পেটে গর্ভ ধারণ করিয়া **মান্ধাতা** নামক পুত্রের জন্ম দিতে হয়)। ❒ একজন সূর্যবংশীয় রাজা। *

যুবা : ● **যুব**-এর (পরিপূরক শক্তি বহনের) আধার যে। / যে আপনাকে পত্নীর সহিত মিশ্রিত করে। (ব.শ.)। ❒ প্রাপ্ত-যৌবন,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

তরুণ, নিসর্গবলশালী।

যুয়াল : ● **যু** (নবরূপে উত্তীর্ণ যায়ী বা **যুগ**) যায় যে আধারে তাহার লালন যাহাতে। ⌐ গাড়ী বা লাঙলের অগ্রে আড়ভাবে বদ্ধ বলদের স্কন্ধস্থ দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড, যুগকাষ্ঠ, জোয়ালি।

যুয়ালি : ● **যুয়াল (যুগ)** সক্রিয় যাহাতে।

যূ : ● **যু**-এর (ভিতরে ঢুকে পড়ার বা মিশ্রণের) আধার যে।

যূক : ● **যূ** (অন্তর্ভুক্ত হওয়ন) করে যে; অথবা, মালিকানার সূত্রসমূহের (কেশের) ভিতরে মিশিয়া থাকে যে। ⌐ পাহারাদার, দারোয়ান; (সাদৃশ্যে) কেশকীট, উকুণ, মৎকুণ।

যূথ : ● **যূ** (পরিপূরকগণ বা **বৃন্দ**) থাকে যাহাতে; অথবা, পরস্পরের পরিপূরক মানুষেরা থাকে যে দলবদ্ধ গোষ্ঠীতে। ⌐ তির্য্যগ্‌বৃন্দ, পশুপক্ষিবৃন্দ, গণ, সমূহ, বৃন্দ।

যূথিকা : ● **যূথ**-কে (বৃন্দকে) সক্রিয় করে যে আধার; অথবা, **যূথ** বা থোকা-বদ্ধ হইয়া থাকে যে। ⌐ পুষ্পবৃন্দযুক্তা।

যূপ : ● **যূ** (নবোত্তীর্ণ যায়ী) পালিত হয় যাহাতে; অথবা, যে যায়ী বলিরূপে উৎসর্গীকৃত হইবে তাহাকে রাখা হয় যাহাতে। ⌐ হাড়িকাঠ।

যূষ : ● **যূ**-এর (নবোত্তীর্ণ যায়ীর) দিশাগ্রস্ত প্রবাহ যাহাতে; অথবা, কোনো সত্তার নির্য্যাস থাকে যাহাতে; কিংবা, জ্ঞানার্জ্জিতের বা ধনার্জ্জিতের সার-রস বা **মধু** থাকে যাহাতে। ⌐ পীযূষ; (সাদৃশ্যে) ঝোল।

যে : ● দিশাগ্রস্ত **য** (যায়ী) যাহাতে। ⌐ যাহা।

যেই : ● **যে** (দিশাগ্রস্ত যায়ী) সক্রিয় যাহাতে। ⌐ যে-কেহই, যাহাকেই।

যেথা : ● **যে** (দিশাগ্রস্ত যায়ী) থাকে যাহাতে। ⌐ যে স্থানে, যে অবয়বে ...।

যেন : ● **যে** (দিশাগ্রস্ত যায়ী) অনকৃত যাহাতে; অথবা, বিশেষ দিশায় যায়ী যায় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা বিশেষ দিশায় যাওয়া গিয়াছে। (দ্র. **কেন**)। ⌐ যাহার দ্বারা, যাদৃশ, যেরূপ, যে প্রকার, যেমন ...।

যেমন : ● **যে**-র (দিশাগ্রস্ত যায়ীর) **মত** (মন্য-মানিত) যে। ⌐ যে-প্রকার, যেরূপ, যেমত।

যেমনি : ● **যেমন** সক্রিয় যাহাতে। ⌐ যেপ্রকারই, যেরূপই, যেমতি।

যো : ● যায়ীর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যায়ীর নবোত্তীর্ণ আধার যাহাতে। ⌐ যে, যাহা, সুযোগ, উপায়, তদনুকূল অবস্থা।

যোঁক : ● যে **যক্ষ** (যকা, যঁকা) রহস্যময়-ভাবে বাহ্যসম্পদ অপহরণ করে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) রক্ত শোষণ করিয়া লয় যে জীব। (দ্র. **ছিনাযোঁক**)। ⌐ তৃণস্থিত জলৌকা-বিশেষ, ছিনেজোঁক।

যোগ : ● **যুগ**-এর (পরিপূরক যোজন-গমনের) সার্ব্বিক আধার যাহাতে; অথবা, আশ্রিত নবোত্তীর্ণ যায়ীর গমন যাহাতে; কিংবা, যাহাতে **যুক্ত** হওয়ন সংঘটিত হয়; অথবা, **পুরুষ**-এর (জ্ঞানাদির) ও **প্রকৃতি**র (কর্ম্মাদির) পরস্পরের সহিত মিলন ঘটে যাহাতে; কিংবা, একই পুরুষ-প্রকৃতি কর্ম্ম**যোগ** (বা যুক্তকরণ) ব্যাপারকে সমান্ত-রালভাবে তিন স্তরে (জাগতিক সামাজিক ও মানবিক এই তিন শরীরের ত্রিস্তরে) দৃষ্ট হয় যাহাতে। (দ্র. **যোগমায়া**)। ⌐ যোজন, যুক্ত হওয়া বা করা, সঙ্গতি, সম্মেলন।

যোগক্ষেম : ● **যোগ** সহিত **ক্ষেম** যাহাতে; অথবা, **প্রয়োগ** সহিত দিশাগ্রস্ত পুনঃ পুনঃ ক্ষিকরণ বা **ক্ষেম** (scheme) যাহাতে। / অপ্রাপ্ত ধনের প্রাপ্তি ও প্রাপ্তের রক্ষণ

যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ যোগক্ষেমহেতুভূত মন্ত্রিপুরোহিত-ইত্যাদি, অপ্রাপ্তপ্রাপ্তি-প্রাপ্তপরিপালন, চৌরাদি হইতে রক্ষণ ও মঙ্গলপ্রতিবিধান, রক্ষণ-অবেক্ষণ।

যোগবাহ (যোগবাহী) : ● **যোগ** বহন করে যে; অথবা, যাহার মাধ্যমে **যোগ**করণ বাহিত হইয়া যথাক্ষেত্রে নিহিত হয়। / সংজ্ঞায় উল্লেখ না থাকিলেও প্রয়োগ-নির্ব্বাহক অনুস্বরাদি যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ দাসমাত্র, অনুঘটক; (সাদৃশ্যে) অনুপান, মধু, পারদ, সাজিমাটি।

যোগবিৎ : ● **যোগ** (কর্ম্মযোগ) বিষয়ে বিদিত যিনি; অথবা, কোন কোন উপাদানের সহিত কী কী কীভাবে এবং কাহার দ্বারা যুক্ত করিলে উদ্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুটি প্রস্তুত করা যাইবে, তাহা জানেন যিনি। ❐ উপায়জ্ঞ, যোগশাস্ত্রজ্ঞ, যোগমার্গবিৎ, শিব, ঐন্দ্রজালিক, ঔষধমিশ্রণকারক।

যোগমায়া : ● কর্ম্মক্ষেত্রে **যোগ** করা হয় যে **মায়া**বিদ্যাকে; অথবা, যে ঐন্দ্রজালিক শক্তিস্বরূপ গুণত্রয়কে [ইচ্ছা, প্রযুক্তিবিদ্যা (প্রয়োগবিজ্ঞান) ও শ্রম এই গুণত্রয়কে (**মায়া**কে)] ক্ষেত্রে (উদাহরণস্বরূপ, কৃষিক্ষেত্রে, তন্ত্রে বা তাঁতে) **যোগ** করিলে ভেলকিবাজীর ন্যায় যথাক্রমে বিপুল শস্যসম্ভার ও বস্ত্র-সম্ভার উদগত হইয়া থাকে; কিংবা, উৎপাদনের উপায়সমূহ (ক্ষেত্র, লাঙল, তাঁত, ঘানিকল ... ইত্যাদি) ও তাহাদের অধিকারীকে (**ভগবান**কে) অধিকার করে যে; অথবা, বাহ্যসম্পদ উৎপাদন করিবার জন্য **ভগ**-এর (উৎপাদনের উপায়সমূহের) মালিকের যে **মায়া**-শক্তির (আবিষ্কারকের উদ্ভাবিত জ্ঞান, দক্ষবুদ্ধি, প্রযুক্তিবিজ্ঞান ...) একান্ত প্রয়োজন হয়। ❐ গুণত্রয়ের যোগ (ঘটন)-রূপা মায়া, ভগবৎসমাধিকৃতা মায়া, ভগবানের জগৎসর্জ্জনার্থা শক্তি, বিষ্ণুমায়া, যোগের ঐন্দ্রজালিক শক্তি (technology, applied science, applied mathematics physics chemistry etc.)। ✻

যোগসাধনা : ● পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলন ঘটাইবার জন্য যে সাধনা করা হয়; অথবা, তত্ত্বের সহিত প্রয়োগের, জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের ... ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকারের **প্রকৃতি**-র সহিত তত্ত্ব-প্রকারের **পুরুষ**-এর **যোগ** করিবার জন্য সাধনা করা হয় যাহাতে। দ্র. **যোগমায়া**। ❐ দৈহিক বা মানসিক সংযোগচেষ্টা।

যোগসিদ্ধ : ● **যোগসাধনা** করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে যে; অথবা, তত্ত্বকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া অভীষ্ট ফললাভ করিয়াছে যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যোগ করিয়া যে যোগফল পাওয়া গিয়াছে। ❐ জ্ঞানযোগী বা কর্ম্মযোগী পুরুষ, যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত, যোগফলগত।

যোগা : ● **যোগ**-এর আধার যে; অথবা, **যোগ**করণ থাকে বা চলে যাহাতে। ❐ যুক্ত করা, নিকটে আনিয়া দেওয়া, যুগাইয়া দেওয়া, যোগ করা, যোগানো।

যোগাড় : ● **যোগ**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, কাজ-চলাকালীন কর্ম্মযজ্ঞের যাহা **প্রয়োজন** আগেভাগে তাহা সংগ্রহ (**আয়োজন**) করিয়া যথাসময়ে যথাদিষ্ট দ্রব্যাদি **যোগাই**য়া দেওয়া হয় যাহাতে। ❐ সংগ্রহ, আয়োজন।

যোগাড়যন্ত্র : ● **যোগাড়** ও **যন্ত্র** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে একদিকে কর্ম্ম-যজ্ঞের প্রয়োজন **যোগাড়** (সংগ্রহ) করা হয় এবং অন্যদিকে সংগৃহীতকে **নিয়ন্ত্রিত** করিয়া

(প্রয়োজন অনুসারে ভিজাইয়া, শুকাইয়া, বাঁধিয়া, বিন্যস্ত করিয়া বা অন্য কিছু করিয়া) রাখা হয়। ◘ আয়োজনাদি।

যোগাড়ে : ● **যোগাড়** (প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির **যোগান**) দেয় যে; অথবা, কাজ-চলাকালীন কর্ম্মযজ্ঞের প্রয়োজন প্রধান কর্ম্মীকে **যোগাইয়া** দেয় যে। ◘ রাজমিস্ত্রী ছুতোরমিস্ত্রী প্রভৃতি দক্ষকর্ম্মীর সহায়ক কর্ম্মী, ফালতু, হেলপার।

যোগান : ● **যোগ**করণ (যুক্ত করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, কাজ চলাকালীন যখন যা প্রয়োজন তখন তা সরবরাহ করা হয় যাহাতে; কিংবা, যে যজ্ঞবেদীতে (কুমোরের চাক, কামারের নেহাই, ছুতোরের কাজের ঠেক্না উঁচু চারপাই ... ইত্যাদিতে) কারুকর্ম্মী-গণ তাঁহাদের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ◘ নিয়মিত সরবরাহ, যুগিয়ে যাওয়া, কর্ম্মের সাহচর্য্য ক্ষেত্র, সাহচর্য্য।

যোগানিঞা : ● **যোগান** সক্রিয় হইয়া রহস্যময়ী যাহাতে; অথবা, নির্দ্দেশানুসারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগান দেয় যে। / যে যোগান দেয়। (ব.শ.)। ◘ নিত্য সরবরাহকারী।

যোগাযোগ : ● **যোগ** ও **আযোগ** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **যোগ**করণ (যুক্ত হওয়ার জন্য *গমন*) চলে এবং **আযোগ** (যুক্ত হওয়ার জন্য *আগমন*) চলে। / পরস্পরের যোগ বা সমাগম যাহাতে। (ব.শ.)। ◘ মেলনের জন্য গমনাগমন, সংঘটন, সম্পাদন।

যোগিনী : ● **যোগ** (কর্ম্মযোগ) সক্রিয় রূপে চলমান থাকে যে প্রকৃতি আধারে; অথবা, যাহারা (যে কর্ম্মীগণ) **যোগী**র (উদ্ভাবকের বা দক্ষ-বিশেষজ্ঞের) নির্দ্দেশানুসারে কর্ম্মে রত থাকেন; কিংবা, যে কর্ম্মীরা নিয়োগকর্ত্তার বা তাহার প্রতিনিধির নির্দ্দেশানুশারে কর্ম্মরত থাকেন। ◘ সমাধিশীলা, **যোগযুক্তা নারী**, **মায়া**-নিপুণা নারী, দুর্গার সখি, যোগীর স্ত্রী। ✱

যোগী : ● **যোগে**র সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে (দৈহিক বা মানসিক) **যোগসাধন** করে; অথবা, জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের, তত্ত্বের সহিত প্রয়োগের, জ্ঞানযোগী-কর্ম্মযোগীদের সহিত বিরাট কর্ম্মীবাহিনীর, পুরুষের সহিত প্রকৃতির **যোগ** সাধন করে যে; কিংবা, দক্ষযজ্ঞের পর যাঁহাদিগকে সমাজে পতিত করিয়া দিয়া **যুগী** (পালকিবহন প্রভৃতি কর্ম্মের অধিকারী) করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ◘ ব্রহ্মবিদ্বান, প্রয়োগকারী, প্রযুক্তির ব্যবহার-কারী। ✱

যোগীশ্বর : ● **যোগী**দিগের ঈশ্বর যিনি; অথবা, যিনি সর্ব্বপ্রকার আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত কর্ম্মজ্ঞান (প্রযুক্তিবিদ্যা) জানেন; অথবা, **মায়া**জ্ঞানীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে; কিংবা, বৈদিক যুগেই ভোগাতিরিক্ত উৎপাদন করিবার নীতি গ্রহণ করিয়া **সামাজিক** উৎপাদন **কর্ম্মযজ্ঞে** বন্ধলস্বরূপ **হইয়া নব** নব মায়াবিদ্যার প্রয়োগ করিয়াছিলেন যিনি। ◘ মহাযোগী, শিব, যাজ্ঞবল্ক্য, মায়িশ্রেষ্ঠ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ।

যোজ : ● **যো** (**যু**-এর বা পরিপূরককে শক্তিদানের সার্ব্বিক আধার) জনিত হয় যাহাতে; অথবা, শক্তিদান, তেজদান, সজোর চীৎকার পূর্ব্বক জানান ... প্রদত্ত হয় যাহাতে।

যোজন : ● **যোজ** (জ্ঞানকর্ম্মের যুক্ত করিবার চেষ্টা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, নবরূপে উত্তীর্ণ যায়ী জনিত হইয়া চলমান যাহাতে; কিংবা, **যোগী**র উপরোক্ত সর্ব্ব-প্রকার **যোগসাধনা** চলমান যাহাতে; অথবা, চীৎকার করিয়া বক্তব্য যুক্ত করিবার চষ্টা

বা জানান দেওয়া যে অবধি যায়; অথবা, গলার আওয়াজের মাধ্যমে **যোগ**করণ যে পর্যন্ত যায়। ◻ যোগ, যুগে বন্ধন, যথাস্থানে স্থাপন, নিয়োগ, লীলাবতী মতে ৮০০০ হাত, চার ক্রোশ, জীবাত্মার যোগস্থান।

যোজনগন্ধা : ● **যোজন** (যোগকরণ) করিবার জন্য যে গন্ধ যায় তাহার আধার যে; অথবা, যাহার বা যে **গন্ধবতী**র **গন্ধ** (দুর্গন্ধ, পরে যা সুগন্ধে রূপান্তরিত) এক **যোজন** দূর অবধি যায়। ◻ **মৎস্যগন্ধা**।

যোজনা : ● **যোজন**-এর আধার যে; অথবা, **যোগী**র সর্ব্বপ্রকার **যোগসাধনা** করা হয় যাহাতে। ◻ যোগ।

যোড় : দ্র. **তোড়যোড়**।

যোড়শব্দ : ● পরিপূরক, পুরুষ-প্রকৃতি, সহোদর, ও অনুকারী - এই চারপ্রকার শব্দ যোড়করণ করা হয় যাহাতে। (**পরিপূরক যোড়শব্দ** - আশেপাশে, আধিব্যাধি, যত্নআত্তি ...; **পুরুষ-প্রকৃতি যোড়শব্দ** - হাতাহাতি, বলাবলি, চালাচালি ...; সহোদর যোড়শব্দ - মিটমাট, কাটকুট, চুপচাপ ...; এবং **অনুকারী যোড়শব্দ** - জলটল, ভাতটাত, গুরুটুরু ...।)

যোনি : ● **যুনি**র (নবরূপে উত্তীর্ণ যায়ী বা অযায়ী সক্রিয়ভাবে অন যাহাতে তাহার) আশ্রয় যে; অথবা, যাহা যায় না, পরিপূরক অন্যের আসার অপেক্ষায় অন থাকে; অথবা, যুক্ত হইবার জন্য অন (চলমান) হইয়া থাকে যে। ◻ স্ত্রীচিহ্ন, **ভগ**, গর্ভাশয়, ভ্রূণস্থান, উৎপত্তিস্থান ...। *

যোয়াল : ● **যোয়া** (পরিপূরক যোজনের যাওয়া) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা টানিয়া বা ঠেলিয়া লইয়া গেলে সংসার, পরিবার, গাড়ী, লাঙল ... চলিতে থাকে; কিংবা, যাহা সংসার-টানা সংসারীর, পরিবার-টানা কর্ত্তার, গাড়ী-টানা বা লাঙল-টানা গরুর ঘাড়ে চাপিয়া বসে এবং তাহারা তাহা টানিয়া লইয়া চলে। ◻ গাড়ী বা লাঙলের অগ্রে আড়ভাবে বদ্ধ বলদের স্কন্ধস্থ দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড, যুগকাষ্ঠ, জোয়ালি।

র

র : ● রহে যে; অথবা, আত্মকে বা নিজেকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তন করে যে; অর্থাৎ, বর্ত্তমান যে; কিংবা, একই চক্রে ক্রমক্ষীয়মান গতিতে বর্ত্তমান (= আবর্ত্তমান) যে; অথবা, ক্রমক্ষীয়মান চক্রে ক্রমক্ষীয়মান গতিতে **বর্ত্ত**মান (= আবর্ত্তমান) যে; কিংবা, অতিরক্ষণ করে যে; অর্থাৎ, ভক্ষণ করে যে। ◻ রহনকারী, অস্তিত্ববান, আবর্ত্তনকারী, বর্ত্তমান, রক্ষক, ভক্ষক, রক্ষক-ভক্ষক। *

রই : ● র (আবর্ত্তনকারী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, 'বর্ত্তমান আছি' - এই ঘোষণা যাহাতে। ◻ থাকি।

রওনা : ● র (আত্মকেন্দ্রিক আবর্ত্তমান সত্তা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অন (চলমান) যাহাতে (যে ক্রিয়ায়); অথবা, যে তাহার বর্ত্তমান চক্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যত্র চলিয়াছে। ◻ যাত্রার্থ নিষ্ক্রান্ত।

রং : ● র (আবর্ত্তমান) রহস্যময় যাহাতে। দ্র. **রঙ্গ**।

রংচং (রঙচঙ, রংচঙে) : ● **রং** (আবর্ত্তমান রহস্যময়) এবং **চং** (চয়নপূর্ব্বক রহস্যময়) যাহাতে; অথবা, **রং** চয়ন করিয়া সতেজ দীপ্ত (**চঙ্গ** বা **চাঙ্গা**) যে। ◻ নানাবিধ বা

চিত্রিত বর্ণযুক্ত।

রংঢং : ● **রং** (আবর্ত্তমান রহস্যময়) এবং **ঢং** (ডয়নস্থিত রহস্যময়) যাহাতে। ⊓ রং-তামাশা।

রক্ত : ● **রক** (আবর্ত্তমান-করণ) তারিত যাহাতে (যে রাগে); অথবা, বিশেষ শব্দে বা স্পর্শে বা রূপে বা রসে বা গন্ধে বর্ত্তমান-কৃত যে; কিংবা, যে সত্তার আবর্ত্তমানতা পঞ্চভূতের কোনো এক ভূত দ্বারা রঞ্জনকৃত বা রাগযুক্ত হইয়াছে; অথবা, যে বিশেষ রং (রাগ, সুর, আদর্শ, দর্শন ...) দ্বারা মানুষের মন (মনোরস) 'রাঙানো' হইয়া থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বিশেষ রং দ্বারা মানুষের দেহরস রাঙানো থাকে। ⊓ রাগযুক্ত, রাগাশ্রিত, অনুরাগযুক্ত, অনুরক্ত, শ্রব্য, ক্রীড়ারত, লোহিত, রক্তবর্ণ, রুধির ...।

রক্তকণ্ঠ : ● **রক্ত** (রাগযুক্ত) কণ্ঠ যাহার। ⊓ কোকিল, মধুর রব।

রক্তবীজ : ● **রক্ত** (রাগযুক্ত) **বীজ** যাহার; অথবা, যাহার দেহের এক বিন্দু **রক্ত** মাটিতে পড়িলে তাহার আর একটি স্বরূপ জন্মলাভ করে; কিংবা, দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিশেষ আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী যে গোষ্ঠীর (বা মৌলবাদী শাসকগোষ্ঠীর) একজনও শহীদ হইয়া গণমনের মাটিতে পড়িলে তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ একটি গোষ্ঠীর জন্ম হইয়া থাকে। / যাহার রক্ত বীজবৎ উৎপত্তিকারণ। (ব.শ.)। ⊓ মানুষের চোখে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আদর্শবাদী গোষ্ঠী, **দানব**রাজ রম্ভের রূপান্তরিত রূপ; (সাদৃশ্যে) ডালিম, রিঠাগাছ। ✱

রক্তি : ● **রক্ত** (রাগযুক্ত) সক্রিয় যাহাতে। ⊓ রাগ, অনুরাগ, বর্ণান্তরাপাদন, গুঞ্জা।

রক্তিম : ● **রক্তি** (রাগযুক্ত সক্রিয়রূপে) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহা কিঞ্চিৎ **রক্ত**বর্ণ লাভ করিয়াছে। ⊓ রক্ত, লোহিত।

রক্ষ : ● **র**-এর (আবর্ত্তমানের) ক্ষয় থাকে যাহাতে; অথবা, (বাইরের আঘাত ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া) **বর্ত্ত**মান সত্তাকে তাহার নিজের মতো ঘুরিতে (পুনরাবৃত্ত হইতে) দেয় যে; অথবা, সত্তার বর্ত্তমানকে বা আবর্ত্তনকে ক্রমক্ষীয়মাণ হইতে (একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির নীতিতে চলিতে) দেয় যে; অথবা, ভারতসমাজের ইতিহাসে **দক্ষ** ও **যক্ষ**-এর সহিত জন্মলাভ করিয়াছিল যে সামাজিক সত্তা। ⊓ রক্ষক, পালক, রাক্ষস। ✱

রক্ষঃ (রক্ষস্) : ● **রক্ষ**-এর (রক্ষণের) অন্তিম বা শেষ বা পূর্ণতা যাহাতে; অথবা, ক্রমক্ষীয়মাণ আবর্ত্তন পুনরাবৃত্ত হইতে হইতে স্থির অনড় অটলে পরিণত হয় যাহাতে; কিংবা, রক্ষা করিতে করিতে শেষ করিয়া ফেলা হয় বা ভক্ষণ করিয়া ফেলা হয় যাহাতে; অথবা, যে রক্ষক একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিকারী (মৌলবাদী) বলিয়া ভক্ষকে পরিণত না হইয়া পারে না; কিংবা, ভারতসমাজের ইতিহাসে বৈদিক আদর্শ পুনরাবৃত্তিবাদী (মৌলবাদী) আদর্শে পরিণত হওয়ায় যে মৌলবাদীগণের (রাক্ষসগণের) জন্ম হইয়াছিল। / যাহা হইতে হবিরাদি রক্ষিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ রাক্ষস, একালের সরকারী সংস্থা।

রক্ষক : ● **রক্ষ**ণ করে যে। ⊓ রক্ষাকারক, ত্রাতা, পালক।

রক্ষণ : ● **রক্ষ** (আবর্ত্তমানকে তাহার ন্যায় ঘুরিতে দেওয়া) অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ রক্ষাকরণ।

রক্ষণাবেক্ষণ : ● **রক্ষণ** ও **অবেক্ষণ** (অব-ঈক্ষণ, অবলোকন) যাহাতে। ⊓ রক্ষা-পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

রক্ষরজা : দ্র. **ঋক্ষরজা**।

রক্ষা : ● **রক্ষ**করণের আধার যে; অথবা, **রক্ষ**করণ চলে যাহাতে। ⊓ পালন, রক্ষা-সাধনমাত্র।

রক্ষিত : ● **রক্ষ**করণ সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **রক্ষা** করা হইয়াছে; কিংবা, প্রাচীন ভারতের যে রাজকর্ম্মচারী কোনো বিশেষ সত্তাকে (বিশেষ প্রজা-গোষ্ঠীকে, বিশেষ রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ...) **রক্ষা** করিবার কর্ত্তব্য পালন করিতেন। ⊓ পালিত, সুগুপ্ত, উপাধিবিশেষ।

রক্ষী : ● **রক্ষ**করণ সক্রিয় যে আধারে; অথবা, **রক্ষ**ণের বা বাহ্যিক সুরক্ষার কাজ করে যে। ◻ রক্ষক, রক্ষাপুরুষ, রাজগোপ্তা, রাজাঙ্গরক্ষক।

রক্ষেন্দ্র, রক্ষেশ্বর : ⊓ রাক্ষসরাজ।

রক্ষোগণ : ⊓ রাক্ষসসমূহ।

রক্ষোঘ্ন : ● **রক্ষঃ** (**রাক্ষস**গুণকে, রাক্ষস-সমূহকে) হনন করে যে। ⊓ **রাক্ষস**ঘাতক, ভল্লাতকবৃক্ষ, ভেলাগাছ, সাদা সরিষা, কাঞ্জিক, হিঙ্গু।

রক্ষোজন : ⊓ **রাক্ষস**জাতি, রাক্ষসসমূহ।

রক্ষোজননী : ⊓ **রাক্ষস**মাতা, (সাদৃশ্যে) রাত্রি।

রক্ষোনাথ : ⊓ **রাক্ষস**রাজ, রাবণ।

রগ : ● র (আবর্ত্তমান) গমন করে যাহাতে (যাহার মাধ্যমে); অথবা, যাহা দিয়া দেহের রক্ত আবর্ত্তমান হয়; কিংবা, রক্তসংবাহন চলে যাহার মাধ্যমে। ⊓ শিরা, স্পষ্টদৃষ্ট বলিয়া কপালের পার্শ্বস্থ শিরা।❖

রগচটা : ● রগ (রক্তসংবাহক) চটিয়া যায় যাহার। (দ্র. **চট, চোট**)। ⊓ কোপনস্বভাব।

রগড় : ● র-এর (আবর্ত্তমানের) গড়ান থাকে যাহাতে। (দ্র. **গড়**)। ◻ ঘর্ষণ, কৌতুক, তামাশা, আনন্দ, আমোদ।

রগড়ান : ● **রগড়**করণ (আবর্ত্তনমূলক গড়ান) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ ঘর্ষণ করা, মর্দ্দন করা, টানাটানি, ঘর্ষণ, মর্দ্দন।

রগরগে : ● **রগ**-এর (রক্তসংবাহকের) উদ্দীপ্তভাবের পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, **রগরগ** করে যে। ◻ অতিদীপ্ত, জ্বলন্ত ...।

রঘু : ● র-এর (আবর্ত্তনের) গমনস্থিতি নব-রূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে শাসকগোষ্ঠী প্রচলিত বৈদিক ব্যবস্থাকে (অধঃপতিত আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে) **লঙঘন** করিয়া নূতন পন্থা (আদি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা) গ্রহণ করিয়াছিল; কিংবা, যে শাসক প্রচলিত বৈদিক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাধর সম্পদ-বানদের লুণ্ঠন করিয়া প্রজাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল; অথবা, 'আমার নাম রাজা রঘু, ভিটাতে চরাই ঘুঘু' - পূর্ব্বতন সম্পদবানদের ভিতর এই জনশ্রুতির জন্ম দিয়াছিল যে। / যিনি শত্রু ও শাস্ত্রের পারগমনে সমর্থ। (ব.শ.)। ◻ সূর্য্যবংশীয় সম্রাটবিশেষ; রামচন্দ্রের পূর্বসূরী। ✱

রঘুকুলতিলক, রঘুচূড়ামণি, রঘুত্তম, রঘুনাথ, রঘুনায়ক, রঘুপতি, রঘুবর, রঘুমণি, রঘুশ্রেষ্ঠ, রঘুসিংহ : ⊓ রামচন্দ্র।

রঙ : ● র (আবর্ত্তমান) রহস্যকৃত যাহাতে। দ্র. **রঙ্গ**।

রঙ্গ : ● **রং**-এর (আবর্ত্তমানের রহস্যময়) গমন যাহাতে; অথবা, যে বর্ত্তমান সত্তা রহস্য-ময়ভাবে গমন করিয়া থাকে; কিংবা, রমণীয় গমন যাহার (যে মানসিকতার, নাচের, গানের, ক্রীড়ার, আচরণের ...); অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দেখিতে রঙ্গীন। ◻ রাগ, বর্ণ, রঙ।

রঙ্গচঙ্গ : ● **রঙ্গ** (আবর্ত্তমানের রহস্যময় গমন) ও **চঙ্গ** (চয়নপূর্ব্বক রহস্যময় গমন)

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যাহাতে; অথবা, রঙ্গ (রং, রঙ) চয়ন করিয়া (নিজের গায়ে মাখাইয়া) **চঙ্গ** বা সতেজ সুদীপ্ত **(চাঙ্গা) যে।** ⊓ রংচঙে, রঙ্গে বিচিত্র, রাঙ্গাচাঙ্গা।

রঙ্গঢঙ্গ : ● রঙ্গ (আবর্ত্তমানের রহস্যময় গমন) ও **ঢঙ্গ** (ডয়নস্থিতের ক্রিয়াভঙ্গির গমন) যাহাতে। ⊓ কৌতুক ও অঙ্গভঙ্গি।

রঙ্গরস : ● রঙ্গ (আবর্ত্তমানের রহস্যময় গমন) হইতে যে মনগ্রাহ্য রস নির্গত হয়; অথবা, কোনো সত্তার রমণীয় গমন হইতে যে আনন্দরসের নির্গমন ঘটে। ⊓ আমোদ-সামোদ, কৌতুক-রহস্য, হাস্যপরিহাস।

রচ : ● র (বর্ত্তমানকরণ বা সংরক্ষণ) চিত বা বিন্যস্ত যাহাতে; অথবা, প্রস্তুত করিয়া সুবিন্যস্তভাবে রাখা হয় যাহাতে; কিংবা, সৃজন করা হয় যাহাতে। ⊓ নির্ম্মাণ করা, গড়া, গাঁথা, সৃষ্টি করা, বিন্যাস করা ...।

রচনা : ● রচ (সৃজন) অন (চলমান) যে আধারে। ⊓ নির্ম্মাণ, গ্রন্থন, সন্দর্ভ ...।

রজ : ● র-এর (বর্ত্তমানের) জনন থাকে যাহাতে। ⊓ পুষ্পরেণু, পরাগ, ধূলি, রজোগুণ।

রজঃ (রজস্) : ● রজ-এর (অস্তিত্ববানের) নির্য্যাস থাকে যাহাতে; অথবা, অস্তিত্ববানের ধূলিরূপ নির্য্যাস ত্যাগকরণ যাহাতে। / বর্ণান্তর প্রাপণ করে যে। (ব.শ.)। ⊓ পুষ্পরেণু, পরাগ, ধূলি, রেণু, চষা জমি, স্ত্রীকুসুম, প্রকৃতিজাত গুণত্রয়ের একতম; রজোগুণ ...।

রজক : ● রজ (ধূলিরূপ নির্য্যাস জনন বা ত্যজন) করে যে। / বস্ত্র মল শুদ্ধ করে যে। (ব.শ.)। ⊓ ধাবক, ধোপা।

রজত : ● রজ (তেজাদির নির্য্যাস ত্যজন) তারিত যাহাতে। ⊓ রৌপ্যময়, হস্তিদন্ত, হার।

রজনী : ● রজ (তেজাদির নির্য্যাস ত্যজন) অন (চলমান) থাকে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রে) সন্তানাদি (বৎস্য, পণ্য ... ইত্যাদি) উৎপাদন সক্রিয় থাকে। / যাহাতে রাগিজন অনুরক্ত। (ব.শ.)। ⊓ নিশা, যামিনী, রাত্রি।

রজ্জু : ● রজ (তেজাদির নির্য্যাস ত্যজন) জনিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, সন্তানাদির (পণ্যাদির) সহিত যে সম্পর্কসূত্র থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) ভাসমান নৌকা যে গুণ বা দড়ির সাহায্যে টানা হইয়া থাকে। ⊓ গুণ, দড়ি।

রট : ● র (বর্ত্তমান) টঙ্কারিত যাহাতে। ⊓ উচ্চারণ করা, বলা, প্রচার করা, ঘোষণা করা, শব্দ করা ...।

রটনা : ● রট (বর্ত্তমানের টঙ্কার) অনকৃত যে সক্রিয় আধারে। ⊓ প্রচার, ঘোষণা।

রড় (রঢ়) : ● র-এর (আবর্ত্তমানের) গড়ান-উড়ান (গড়ানস্থিতি-উড়ানস্থিতি) যাহাতে; অথবা, লড়াই দেয় বা মার খাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়ায় যে বা যাহারা।

রণ : ● র-এর (আবর্ত্তমানের বা অস্তিত্ববানের) টঙ্কার রহস্যময় যাহাতে। / বীরগণ যাহাতে শব্দ করে। (ব.শ.)। ⊓ শব্দ, গতি, বীণার ছড়ি, (লক্ষণার্থে) সংগ্রাম, যুদ্ধ।

রণিত : ● রণ (... রহস্যময় টঙ্কার) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, **রণ**নকৃত হইয়াছে যে। ⊓ ধ্বনিত, রুত, শব্দযুত, শিঞ্জিত, গুঞ্জিত।

রত : ● র (আবর্ত্তমান) তারিত যাহাতে; অথবা, 'আবর্ত্তনের সীমায়িত রূপ' (**রম**) তারিত যাহাতে; কিংবা, কর্ম্মযজ্ঞে আপন বর্ত্তমানতা লইয়া যথাবিহিত কর্ম্মে ব্যাপৃত (সঙ্গমিত, কর্ম্মরত) যে। ⊓ রমিত, নিষ্ঠিত,

অভিনিবিষ্ট, ব্যাপৃত, সমাহিত ...।

রতন : দ্র. **রত্ন**।

রতি : ● **রত** (রমিত বা রমণতারণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, কর্ম্মরত-হওয়ন চলিতে থাকে যাহাতে (যে প্রকৃতির দ্বারা)। ❒ কর্ম্মচারীগণ, শ্রমিকগণ, মায়াবতী, কামদেবের স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা। ❋

রত্ন : ● **রত** (রমণতারণ) অনকৃত যাহাতে। ❒ রমণীয় সুবর্ণমণিমুক্তাদি।

রথ : ● **র** (আবর্ত্তমান) থাকে যাহাতে; অথবা, 'আবর্ত্তমানের সীমায়িত রূপ' (**রম**) থাকে যাহাতে; কিংবা, ঘূর্ণমান চক্রের উপর বর্ত্তমান থাকে যে। ❒ যুদ্ধার্থ সচক্র যান, ভ্রমণার্থ স্যন্দন, শকট, গাড়ী ...।

রন্ধন : ● **রন** (নাকৃত আবর্ত্তমান) ধারিত হইয়া অনকৃত যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তিতের রহস্যরূপকে ধারণপূর্ব্বক অন করা হয় যাহাতে। ❒ হিংসা, বধ, ছেদন, পাক, রাঁধা।

রব : ● **র**-কে (আবর্ত্তমানকে) বহন করে যে; অথবা, যাহা মুখের কথায় কথায় শব্দে শব্দে গুঞ্জনে গুঞ্জনে আবর্ত্তিত হইয়া হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। ❒ শব্দ, চীৎকার, কূজন, গুঞ্জন। ❋

রবাহূত : ● **রবে** আহূত যে বা যাহারা; কিংবা, যাহাকে বা যাহাদিগকে সরাসরি আহ্বান করিয়া আসিতে বলা হয় নাই। ❒ রব শুনিয়া আগত।

রবি : ● **রব** (আবর্ত্তমান-বাহী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **রব**করণ সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, যিনি **রব** করেন; অথবা, মানবসমাজের যে (পরিচালন) কেন্দ্র (কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা, অর্কবৃক্ষ) হইতে বিভিন্ন প্রকার ঘোষণা করা হয়। / যাহার স্তব করা কর্ত্তব্য। (ব.শ.)। ❒ সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ, শ্রেষ্ঠার্থ। ❋

রম : ● **র** (আবর্ত্তন) সীমায়িত যাহাতে (যে ক্রিয়ায়, আচরণে)। ❒ ক্রীড়া, রতি, রমণ; ক্রীড়া করা, রমণ বা সম্ভোগ করা ...।

রমণ : ● **রম** (আবর্ত্তনকে সীমায়িত করা) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ রময়িতা, প্রীতিপ্রদ, রতিজনক ...।

রমণীয় : ● / যাহাতে আসক্ত হয়। (ব.শ.)। ❒ প্রীতিকর, মনোরম, সুন্দর, মোহন।

রমা : ● **রম**-এর (আবর্ত্তনকে সীমায়িত করার) আধার যে; অথবা, **রম**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, শান্তি দেয় যে। ❒ রমণীয়া, রমিত করা, আসক্ত করা ...।

রম্ভ : ● **রম**কে (আবর্ত্তনের সীমায়নকে) ভক্ষণ করিয়া লয় যে; অথবা, যে **রাক্ষস** কৃষিসম্পদ রক্ষা করিব বলিয়া ভক্ষণ করিয়া লইত। (দ্র. **করম্ভ, আরম্ভ**)। ❒ দানবরাজ, মহিষাসুরের পিতা, **রক্তবীজ**-এর অন্য নাম। ❋

রম্ভা : ● **রম্ভ**-এর (আবর্ত্তনফল-ভক্ষণের) আধার যে; অথবা, **রম্ভ**করণ থাকে যাহাতে। ❒ কলাগাছ, কদলী, অপ্সরাবিশেষ, কুবেরপুত্র নলকুবরের পত্নী। ❋

রম্য : ● **রম** (আবর্ত্তনের সীমায়ন) থাকে যাহাতে। ❒ রমণীয়, মনোরম, বেদবিধান-অনুসারে অনুষ্ঠিত; চম্পক বৃক্ষ, ইন্দ্রিয়-প্রীতিকর ভোগ্যবস্তু।

রশ : ● **র**-এর (আবর্ত্তমানের) শক্তি বিচ্ছুরণ বা প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, সূর্য্যরশ্মির ন্যায় মনের ইচ্ছাসমূহের সর্ব্বদিকে গমন (ও মানসিকভাবে তাহাদিগকে আনয়ন) থাকে যাহাতে।

রশনা : ● **রশ**-এর (আবর্ত্তমানের শক্তি বিচ্ছুরণ বা প্রয়োগ) অন (চলমান) থাকে যে আধারের মাধ্যমে; অথবা, যাহা দ্বারা সর্ব্ব দিকের সবকিছুকে মনোবাঞ্ছা দিয়া স্পর্শ

করিয়া তাহাদের স্বাদ গ্রহণ করিয়া তাহাদের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করা হয়। ◘ মনের স্বাদনসূত্র, মনের জিহ্বা। (দ্র. **রসনা**)।

রশা : ● **রশ**-এর (মনোবাঞ্ছার) আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা বড়সড় বিষয়কে মানসিক ভাবে বাঁধিয়া আনা হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা বড় বাহ্যিক বস্তুকে বাঁধিয়া আনা হয়। ◘ মনের মোটা দড়ী; (সাদৃশ্যে) বাহ্যিক মোটা দড়ী, দড়া।

রশি : ● **রশ** (মনোবাঞ্ছা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা মানসিক বিষয়কে বাঁধিয়া আনা চলে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দ্বারা বাহ্যিক বস্তুকে বাঁধিয়া আনা চলে। ◘ মানসিক দড়ী মাত্র; (সাদৃশ্যে) বাহ্যিক ছোট দড়ী।

রশ্মি : ● **রশ** (আবর্ত্তনের শক্তিবিচ্ছুরণ) সক্রিয়রূপে সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যে জ্ঞানালোকের বা ধনালোকের কিরণ **অশ্বকে** (বিশেষজ্ঞ দক্ষকে) বাঁধিয়া রাখে। ◘ কিরণ, কর, অশ্ববন্ধনরজ্জু, বল্গা ...।

রস : ● র-এর (আবর্ত্তিতের) নির্য্যাস থাকে যাহাতে; অথবা, কলাদিসহ নানা প্রকার জ্ঞানরসিক, ধনরসিক, খাদ্যরসিক প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকারের রসিকেরা যে দৃশ্য বা অদৃশ্য তরল বস্তু পান করিতে ভালবাসেন। ◘ রসতন্মাত্র, রসনাগ্রাহ্য গুণবিশেষ, মধুর অম্ল লবণ কটু কষায় তিক্ত - এই ছয় রস।

রসনা : ● **রস** (রসগ্রহণ) অন (চলমান) থাকে যে আধারে। / রস আস্বাদন করে যে। (ব.শ.)। ◘ মনের জিহ্বা ও দেহের জিহ্বা।

রসাত্মক : ● / রস আত্মা যাহার; অথবা, রস যাহার সাররূপত্ব হেতু জীবন আধায়ক। (ব.শ.)। ◘ রসপ্রাণ, রসময়, ভাবপ্রচুর, অমৃতময়, স্বাদু, মধুর ...।

রসায়ন : ● রস হইতে রসে উত্তরণের অয়ন বা গতিপথ জানা যায় যাহাতে। / দিব্যদেহতা পাদক যে; অথবা, রস রক্তাদি ধাতুর আশ্রয়তুল্য যে। (ব.শ.)। ◘ রসের আশ্রয়।

রসিক : ● **রস**কে সক্রিয় করে যে। ◘ রসকলাবিৎ, রসজ্ঞ।

রহ : ● র-এর (অস্তিত্ববানের) হওয়ন বা থাকা যাহাতে। ◘ ত্যাগ, নির্জন, একান্ত, অবস্থান করা, থাকা, বাস করা ...।

রহঃ (রহস্) : ● **রহ**-এর (অস্তিত্বলাভের) নির্য্যাস ত্যাগ যাহাতে। / অন্য কর্ত্তৃক ত্যক্ত যে। (ব.শ.)। ◘ বিজন দেশ, একান্ত, গূঢ় বিষয়, তত্ত্ব, গুহ্যদেশ ...।

রহস্য : ● **রহস** (ত্যক্তনির্য্যাস, গুপ্ত সারবস্তু) থাকে যাহাতে; অথবা, গূঢ় বিষয় থাকে যাহাতে। ◘ রহোভব, গোপনীয়, গুহ্য, অপ্রকাশ, গূঢ় ...।

রা : ● র-এর (আবর্ত্তনের) আধার যে; অথবা, **র**-করণ রহে যাহাতে; কিংবা, আবর্ত্তনের কারণে পাকের ভিতরে টানা বা পাক হইতে নিক্ষেপ করে যে; অথবা, শব্দাদি ত্যজন করে যে; কিংবা, র-গণ (আবর্ত্তনকারীগণ বা অস্তিত্ববানগণ) রহে যাহাতে। ◘ দান, গ্রহণ; শব্দ, রব, পক্ষিরব, কূজন, ভূষণধ্বনি ..., এরা, মানুষেরা, বালিকারা।

রাই : ● **রা** (শব্দাদি ত্যজনকারী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাসনাদি করে যে। ◘ রাজা, শ্রেষ্ঠ।

রাইকিশোরী : ● কিশোরীদিগের মধ্যে রাজাস্বরূপ বা শ্রেষ্ঠা যে। ◘ রাধা।

রাইসরিষা : ● সরিষার মধ্যে রাজাস্বরূপ বা বড় যে। ◘ রাজসর্ষপ, রাইসর্ষে, বড় জাতের সর্ষে।

রা-কাড়া : ● **রা** (শব্দ করিয়া নজর) কাড়া

(আকর্ষণ করা) হয় যাহাতে। ㄱ সাড়া দেওয়া, শব্দ করা।

রাক্ষস : ● **রক্ষস** হইতে জাত; অথবা, যাহাতে যে-রক্ষক সে-ই ভক্ষক হইয়া যায়; অথবা, যে সত্তা (বা বৈদিক সমাজের যে পরিচালকেরা প্রজাদিগকে, তাহাদের সম্পদকে) রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল এবং রক্ষা করিতে করিতে অতিরক্ষণ বা ভক্ষণ করিয়া ফেলে; কিংবা, একালের ভাষায়, সামাজিক ক্ষেত্রে যাহাকে 'পাবলিক সেকটর-এর পরিচালক-গোষ্ঠী' বলে। ❐ রাক্ষসসম্বন্ধী, রক্ষোযোগ্য, তমঃপ্রধান, অষ্টবিধ **বিবাহ**-এর একতম, নন্দরাজমন্ত্রী, যোগবিশেষ। ⁕

রাক্ষসীবেলা : ● যে **বেলা** (সময়) রাক্ষসীতে খাইয়া ফেলে; অথবা, দিবসের যে কালখণ্ড কর্ম্মে বা বিশ্রামে ব্যয়িত হয় না, অকারণে খরচ হইয়া যায়। ㄱ **বিকাল**, গোধূলিবেলার পূর্ব্বকাল। ⁕

রাখ : ● **রা** (আবর্ত্তমানকে তদবস্থ) করা সম্পন্ন হয় যাহাতে। ㄱ রক্ষা, রক্ষা কর, পালন।

রাখা : ● **রাখ**-এর (... তদবস্থকরণের) আধার যে; অথবা, **রাখ**করণ করা হয় যাহাতে। ㄱ রক্ষা করা, পালন করা ...।

রাখাল : ● **রাখা** (**রাখ**করণ) লালিত যাহাতে; অথবা, যে **রাখাকর্ম্ম** করে। ❐ রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক, গবাদিপালক।

রাখী : ● **রাখ**-এর (**রাখ**করণের বা রাখার) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা (সূত্রবদ্ধ ব্যক্তিকে) রাখিবে বা রক্ষা করিবে। ㄱ শ্রাবণী পূর্ণিমায় দক্ষিণ হস্তে বন্ধনীয় রাঙা মঙ্গলসূত্র।

রাগ : ● **রা**-এর (আবর্ত্তমানের) গমন থাকে যাহাতে (যে ষড়রাগে, ষড়ৈশ্বর্য্যে বা ষড়-রিপুতে); অথবা, যাহা ছয় প্রকার স্বরের, মানসিক ঐশ্বর্য্যের ও মানসিক রিপুর (বিশেষত ক্রোধের) যে-কোনো একটির বা একাধিকের রঙে রঞ্জিত হইয়া আছে। / যাহা দ্বারা রঞ্জন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ স্বরান্তরে গমন, বর্ণান্তরপ্রাপণ, ক্রুদ্ধ হওয়া, রাগা; সংগীতে স্বরবিন্যাসবিশেষ।

রাগময় : ● নানা প্রকার **রাগ**-এর (এক বা একাধিক **রাগ**-এর) ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে যাহাকে। ❐ অনুরাগ বহুল।

রাগমার্গ : ● প্রেম দ্বারা রঞ্জিত বা রাগযুক্ত ভজনার পথ যাহাতে। / অনুরাগরূপ ভজন-পথ যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ মধুরভাব।

রাগা : ● **রাগ**-এর (... ক্রোধ দ্বারা রঞ্জিতের) আধার যে; অথবা, **রাগ**করণ (ক্রুদ্ধ হওয়ন) থাকে যাহাতে। ❐ ক্রুদ্ধ হওয়া।

রাগাত্মক : ● / রাগ আত্মা যাহার। (ব.শ.)। ❐ তন্ময়ী ভক্তি।

রাগারাগি : ● **রাগা** ও **রাগি** যাহাতে; অথবা, **রাগ**কৃত ও **রাগ**করণ যাহাতে। ❐ পারস্পরিক ক্রোধ প্রকাশন।

রাগাশ্রয়ী : ● **রাগ**-কে (... বিশেষ প্রকার শব্দ বা স্বর দ্বারা রঞ্জিতকে) আশ্রয় করিয়া চলে যে (সঙ্গীত)।

রাগিণী : ● **রাগ**-কে (... বিশেষ প্রকার শব্দ বা স্বর দ্বারা রঞ্জিতকে) সক্রিয়ভাবে চলমান রাখে যে উপ**রাগ**। ❐ ছত্রিশ প্রকার কনিষ্ঠা স্বরবিন্যাস।

রাঘব : ● **রাঘ**-কে (আপন আবর্ত্তে গমন-স্থিতকে) বহন করে যে; অথবা, যে (গ্রাসকারী) সত্তা অন্যকে নিজের ভিতরে গমন করাইয়া স্থিত করিতে সক্ষম তাহাকে বহন করে যে। ㄱ রঘুসম্বন্ধী, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র, রঘুবংশজ।

রাঘববোয়াল : ● যে বৃহৎ বোয়াল মাছ অন্য

মাছেদের গ্রাস করে। ◻ অন্যের সম্পদ-গ্রাসকারী ধনী; (সাদৃশ্যে) বড় বোয়াল মাছ।

রাজ : ● **রজ** (নির্য্যাস জনন) হইতে জাত যে; অথবা, যে আবর্ত্তমান সত্তা তাহার রজোগুণের প্রকাশ করে (ফলে আধিপত্য করা হইয়া যায়)। ◻ রাজা, অধিপতি।

রাজধানী : ● **রাজ**-কে (রজোগুণ প্রকাশ-কেন্দ্রকে) ধারণ করিয়া অন (চলমান) রাখে যে সক্রিয় আধার। ◻ রাজপুর, রাজার স্থান।

রাজর্ষি : ● যিনি রাজা তিনিই ঋষি; অথবা, যিনি রজোগুণ (বাহুবলাদি) প্রকাশ করেন এবং আবার মনোভূমি (বাহ্যভূমি) কর্ষণও করেন। ◻ জনকাদি।

রাজসূয় : ● যে রাজকীয় উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে বিপুল পরিমাণে রাষ্ট্রীয় পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া প্রচুর পরিমাণ উৎপন্নাদি প্রসব করার প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়। ◻ (একালের ভাষায়) রাষ্ট্রীয় উৎপাদন (পাবলিক সেকটর) কর্ম্মযজ্ঞ।

রাজা : ● **রাজ**-এর আধার যে; অথবা, যিনি **রাজ**করণ (রজোগুণ প্রকাশকরণ) করেন। / যিনি দীপ্তি পান; অথবা, যিনি প্রজারঞ্জন করেন। (ব.শ.)। ◻ নৃপ, ভূপতি, অধিপতি।

রাজড়া : ● **রাজ**সত্তার গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে সেনাপতি পাত্র মিত্র লোকলস্কর লইয়া রাজার রাজকর্ম্মাদি চলে। (দ্র. **ভড়**)।

রাজ্য : ● **রাজ** (রাজকরণ) থাকে যে স্থানে। ◻ রাজাধীন রাষ্ট্র, রাজাধীন জনপদ।

রাজ্যবর্দ্ধন : ● যাহা দ্বারা রাজ্যাধীন জনপদের এলাকা বৃদ্ধি করা হয় বা করে যে সত্তা; অথবা, **গোবর্দ্ধন** (ভারতের ইতিহাসে কাছাকাছি ৭০০ খৃষ্টাব্দে ব্যাপক পণ্যোৎপাদন) করিবার কারণে যে **রাজ্যবর্দ্ধন**কে সক্রিয় হইতে হইয়াছিল। ◻ সাম্রাজ্যবাদ; গোবর্দ্ধনের পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন। দ্র. **হর্ষবর্দ্ধন**।

রাট : ● **রা**-এর (শব্দাদি ত্যজনের) টঙ্কার থাকে যাহাতে; অথবা, নানা প্রকার ঘোষণা বহির্গত হয় যাহা হইতে। ◻ লাট, **স্বরাট**, **বিরাট**, **বিরাট**পুরুষ, রাষ্ট্র।

রাঢ় : ● (৭৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের বেদবিরোধী যুদ্ধে) যে দেশের মানুষেরা সেই দেশের ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগকে **রঢ়** (পালটা মার) দিয়াছিল; অথবা, (বেদবাদীগণের দৃষ্টিতে) যে দেশের মানুষেরা 'উদ্ধতস্বভাব, রূক্ষপ্রকৃতি, গোঁয়ার' ছিল। ◻ গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ ভূভাগ, পশ্চিমবঙ্গ।

রাঢ়ী : ● **রাঢ়**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহারা বেদবিরোধী যুদ্ধে **রঢ়** দেওয়ার (লড়াই করার) কারণে বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা নিন্দিত হইয়া যায়। (দ্র. **বারেন্দ্র**)। ◻ রাঢ়দেশবাসী বা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

রাণা : ● **রণ** হইতে জাতর আধার যে; অথবা, **রণ** পরিচালনা করে যে; কিংবা, **রা** (রা-কাড়া বা শব্দাদি ত্যজন বা হুকুম জারি করা) অনকৃত যাহা হইতে। ◻ রাজা, মেবারের রাজার উপাধি।

রাণী (রানী) : ● **রাণা**র আধারশক্তি যিনি। ◻ মহিষী, রাজযোষিৎ, রাজার স্ত্রীমাত্র।

রাত্রি : ● **রা** (আবর্ত্তমান) সক্রিয়ভাবে ত্রাণ পায় যাহাতে (যে কালখণ্ডে)। / কামিজনকে প্রীতি দান করে যে; অথবা, বিশ্রাম দান করে যে। (ব.শ.)। ◻ রজনী, যামিনী।

রাধ : ● **রা** (আবর্ত্তমানকে) ধারণ করে যে; অথবা, যে আবর্ত্তিত হইলেই বৃদ্ধি পায় তাহাকে ধারণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, ধার-করণ থাকে যাহাতে। ◻ অপ**রাধ**, আ**রাধ**না।

রাধন : ● **রাধ** (আবর্ত্তমান-ধারণ) অন (চলমান) যাহাতে। ㄱ সাধন, নিষ্পাদন, প্রাপ্তি, তোষ।

রাধা : ● **রাধ**-এর (আবর্ত্তমান-ধারণের) আধার যে; অথবা, **রাধ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, ধার করে যে; অথবা, কৃষ্ণধনকে আ**রাধা**না করে যে; কিংবা, যে স্বয়ং সাদা ('রাধা কিঁউ গোরী' ...) হয়। ㄱ অজ্ঞাত জ্ঞানের উপাসকগণ, কালোটাকার উপাসকগণ; কৃষ্ণপ্রেমিকা **গোপ**বালা; সারথি অধিরথের স্ত্রী এবং কর্ণের পালিকা মাতা। *

রানী : দ্র. **রাণী**।

রান্না : ● **রান** (আবর্ত্তমান নাকৃত) হইয়া অনকৃত হয় যে আধারে। ㄱ রন্ধন, পাক।

রাবণ : ● **রাব** (**রব** হইতে জাত) অনকৃত যাহাতে; অথবা, (তোমাদের জন্য হ্যান করিয়া দিব, ত্যান করিয়া দিব, স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিয়া দিব - ইত্যাকার) উচ্চ**রব** করে যে; কিংবা, যে নেতৃবৃন্দ বা শাসকগোষ্ঠী (বৌদ্ধযুগে ষোড়শমহাজনপদ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে) প্রজা-সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। / যে রব করে। (ব.শ.)। ㄱ ব্রহ্মার (জ্ঞানজীবীর) পুত্র পুলস্ত্য (অসময়ের জন্য উৎপন্ন সঞ্চয়-কারী), তাঁহার পুত্র বিশ্রবা বা বিশ্বশ্রবা (মজুতদার); তাঁহার পুত্র **রাবণ**, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। *

রাবী : ● **রাব**-এর (রবজাত-র) সক্রিয় আধার যে। ㄱ রবকারী, শব্দকারী।

রাম : ● **রম** (আবর্ত্তনের সীমায়ন) হইতে জাত; অথবা, আবর্ত্তমানের বা ক্রীড়াকারীর ক্রীড়ার সর্ব্বোচ্চ সীমা যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রে); কিংবা, অস্তিত্ববানের আবর্ত্তের সর্ব্বোচ্চ সীমায় ক্রীড়ারত যে। / যে স্থানে রমণ করা হয়। (ব.শ.)। ❐ চারু, মনোজ্ঞ; 'তজ্জাতীয়ের মধ্যে বৃহৎ'। *

-রাম : ● **রামরাজত্ব** প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং রাজকার্য্যে তাঁহাদের সর্ব্বাধিক যোগদান ছিল বলিয়া **রাম** উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (যেভাবে মোগলযুগে যাঁহারা সরকারে কাজ করিতেন তাঁহারা **সরকার** উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ); অথবা, বৌদ্ধযুগ গত হইলে ও হিন্দুযুগের সূচনা হইলে শঙ্করাচার্য্য অনুসারী সমাজশাসকগণ যে **রাম**দিগকে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন (যেকারণে একালে **রাম**-পদবীযুক্ত সমস্ত ভারতীয়কেই অস্পৃশ্য 'চামার' হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়); কিংবা, গান্ধী আসিয়া যাঁহা-দিগকে **হরিজন** ঘোষণা করিয়া আরও বিড়ম্বিত করিয়া দেন। (দ্র. **ছিঃ ছিঃ রাম রাম**)। ❐ ঢোঁড়াই **রাম**, জগজীবন **রাম**, কাঁশি **রাম**।

রামকলা (রামরম্ভা) : ● কলা (রম্ভা) সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় (জাতের) যে কলা (রম্ভা)। ❐ বড় জাতের কলা।

রামকাড়া : ● কাড়া (শ্রবণ কাড়ে এমন বাদ্যযন্ত্র) সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় (ধরনের) যে কাড়া। ㄱ বৃহৎকাড়া।

রামখিলিকা : ● খিলিকা (পানের খিলিকা) সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে খিলিকা। ㄱ পানের বড় খিলি।

রামঘুঘু : ● ঘুঘু (দ্র. **ঘুঘু**) সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় (জাতের) যে ঘুঘু। ❐ অতি ধূর্ত বা মহাঘুঘু, বড় জাতের ঘুঘু পাখী।

রামচকা : ● চকা (চক্রবাক পাখী) সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় (জাতের) যে চকা। ❐

বড় জাতের চকা পাখী।

রামচন্দ্র : ● চন্দ্র (চাঁদি, কাঁচা টাকা, লক্ষ্মীমন্ত বিনিয়োগ পুঁজি, যে টাকা খেলে সেই ক্রীড়াকারী পুঁজি) সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় (পরিমাণের) যে চন্দ্র। ❒ লক্ষ্মীমন্ত বৃহৎপুঁজি।

রামছাগল : ● ছাগল সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় (জাতের) যে ছাগল; কিংবা, **কদম**-তলায় যে **রামছাগল**-এর (বড় বিশেষজ্ঞের) বিয়ে হয়। ❒ বড় বিশেষজ্ঞ, বড় ছাগল।

রামঝিঙ্গা : ● ঝিঙ্গা সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় (জাতের) যে ঝিঙ্গা।

রামদা : ● দা (দাউলি, কাটারি) সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে দা (দাউলি, কাটারি)। ❒ বড় আকারের দা।

রামধনু : ● ধনু (দ্র. **ধনু**) সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় (আশা-উদ্দীপক) যে ধনু। ❒ ইন্দ্রধনু।

রামরাজত্ব : ● সবচেয়ে বড় যে রাজত্ব; অথবা, বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে 'ষোড়শমহা-জনপদ' নামক ভাবগতভাবে যে বৃহৎ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রামরাজ্য : সবচেয়ে বড় বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কাম্য যে রাজ্য।

রামশিঙা : ● শিঙা সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় শিঙা। ❒ বড় আকারের শিঙা।

রামায়ণ : ● **রাম**-এর **অয়ন** বোধে পরিণত যাহাতে; অথবা, যে **মহাকাব্যে রাম**-এর বিষয়ে সব কথা লিখিত বা গীত হইয়াছে। ❒ বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত ও কৃত্তিবাস ওঝা রচিত বাংলা **রামায়ণ** গ্রন্থ।

রায় : ● **রা** (... নির্য্যাস ত্যজন) যায় যাহা হইতে; অথবা, সিদ্ধান্ত করিয়া আদেশ করা হয় যাহাতে বা করেন যিনি; কিংবা, সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যিনি। ❒ রাজা, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, 'রায়' উপাধিধারী।

রাশ : ● **রশ** (... আনয়ন করা) হইতে জাত যে ; অথবা, পরিচালকেরা কখনো কখনো যাহা টানিয়া ধরেন; অথবা, যাহা দ্বারা মানসিক বা বাহ্যিকভাবে বাঁধিয়া রাখা হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা বাঁধিয়া আনয়ন করা ও একত্রিত করিয়া রাখা (**রাশ** করা) হয়। ❒ স্তূপ, সমূহ, গাদা; আবদ্ধ রশি, বল্গা, লাগাম।

রাশি : ● **রাশ** (একত্রিতকরণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **রাশ**করণ চলে যাহাতে। / ব্যাপন করে যে। (ব.শ.)। ❒ পুঞ্জ, কূট, সমূহ; (গণিতে) সংখ্যক (ত্রৈ**রাশি**ক - ১০০-৯৯৯); (জ্যোতিষে) জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশাংশ।

রাষ্ট্র : ● **রাষ**-এর (দিশাগ্রস্ত **রাশ**-এর) টঙ্কার রহে যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে বিশেষ ধরনের বিধিনিষেধ প্রচারিত হয় এবং জন-মানসে তাহা বিশ্বাসের বন্ধন রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে; কিংবা, প্রচারিত বিধিনিষেধের উপর প্রজাগণের বিশ্বাস ভাঙিয়া পড়িলে যাহার (যে রাষ্ট্রের) ধ্বংস অবধারিত। ❒ রাজ্য, দেশ, প্রচার। (দ্র. **ধৃতরাষ্ট্র**)।

রাহু : ● **রহ্** হইতে জাত সত্তা (**রাহ্**) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে সত্তা **সূর্য্য** ও **চন্দ্র** উভয়কেই সাময়িকভাবে গ্রাস করিতে সক্ষম। ❒ বিষ্ণুপুরাণ মতে বিপ্রচিত্তি দানবের ঔরসে ও দিতির কন্যা সিংহিকার গর্ভে উৎপন্ন চতুর্দশ সন্তানের অন্যতম। *

রি : ● **র** (আবর্ত্তন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, পুনরাবৃত্তি যাহাতে।

রিক্ত : ● **রিক** (পুনরাবৃত্তিজনক জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ) তারিত যাহা হইতে; অথবা, যাহার যত আয় ততই ব্যয় হইয়া যায়,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

(**অতিরিক্ত** হয় না)। ◻ বিযুক্ত, দ্রব্যরহিত, খালি, প্রান্তিক, অন্তঃসারশূন্য। (দ্র. **ঋক**)।

রিক্‌থ : ● **রিক** (পুনরাবৃত্তিজনক জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ) থাকে যাহাতে। (দ্র. **ঋক্‌থ**)। / যাহা বিভক্ত হয়। (ব.শ.)। ◻ পিত্র্যধন, বাপকেলে সম্পদ, ধনসামান্য।

রিঠা : ● **রি**-এর (পুনরাবৃত্তির) টঙ্কার স্থিত যে আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা রেষারেষি (ঘষাঘষি) করে। ◻ রিষ্ট, রেশমী ও পশমী কাপড় কাচার আঠাল ফলবিশেষ; ইহা জলে চটকাইলে সাবানের মত ফেনা হয়।

রিপু : ● **রি**-এর (পুনরাবৃত্তির) পালন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে সত্তাগুলি অস্তিত্বের সক্রিয় আবর্ত্তনকে বা পুনরাবৃত্তি-মূলক কার্য্যাদিকে অতিপালন করিতে গিয়া তাহার অত্যন্ত ক্ষতিসাধন করে। ◻ অরি, বৈরী, দেহস্থ কামক্রোধাদি।

রিমঝিম : ● **রিম** ও **ঝিম** যাহাতে; অথবা, সক্রিয় আবর্ত্তন সীমায়িত (**রিম**) বা বিন্দুরূপে নিঃসৃত এবং **ঝিম**ানোতে বা ক্রমশ ত্রসরেণুতে পরিণত যাহাতে। ◻ নিরন্তর মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ।

রিষ্ট : ● **রিষ** (পুনরাবৃত্তির দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ বা রেষারেষি, ঘৃষাঘৃষি, কৃষাকৃষি, ঋষ ... ইত্যাদি) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, রেষারেষি-কৃত যাহাতে। ◻ হিংসিত, অশুভ, খড়্গ, ফেনিলবৃক্ষ, রিঠাগাছ, হিংসা ...।

রী : ● **র**-এর (পুনরাবৃত্তির) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে আপনাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে; কিংবা, যে (আবর্ত্তমান) আছে।

রীতা : ● **রী** (পুনরাবৃত্তিকারী) তারিত যে আধারে; অথবা, সামাজিক পারিবারিক ... পুনরাবৃত্তিমূলক আচার-আচরণ (রীত) পালন করে যে; কিংবা, পরীক্ষিত স্বীকৃত সামাজিক-পারিবারিক নিয়মাদি পালন করে (পুনরাবৃত্ত করে) যে। ◻ মেয়েদের নাম।

রীতি : ● **রীত** (পুনরাবৃত্তির তারণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা পরীক্ষিত স্বীকৃত জাগতিক-সামাজিক-পারিবারিক আচার-আচরণ রূপে সক্রিয় আছে। / যাহা দ্বারা গুণসমূহের বিশেষ জানা যায়। (ব.শ.)। ◻ ধর্ম্ম, পদ্ধতি, বিধি, আচার-পরম্পরা ...।

রীতিনীতি : ● **রীতি** ও **নীতি** যাহাতে; অথবা, যাহা (পরীক্ষিত স্বীকৃত ... বলিয়া) পুনঃপুনঃ আচরণ করা হয় (**রীতি**) এবং যাহা দ্বারা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়ম (বা বিবেকস্বীকৃত নিয়ম) মান্য করিয়া (কোনো কিছু) **নীত** করা হয় বা আনয়ন করা হয় (**নীতি**)। ◻ প্রথা ও আদর্শ, আচারব্যবহার, পদ্ধতিব্যবস্থা।

রু : ● **র** (আবর্ত্তন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা আর আবর্ত্তন করে না বা রহে না, অন্য কিছু করে; কিংবা, যাহা আবর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত, নিক্ষিপ্ত, জাত হয়। ◻ রব, শব্দ।

রুই : ● **রু** (আবর্ত্তমুক্ত সত্তা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাকে পূর্ব্বতন আবর্ত্ত হইতে বিযুক্ত করিয়া অন্যত্র রোপন করা হয়; কিংবা, যে সত্তা জাল হইতে লাফ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়; অথবা, যাহা জাল হইতে পলাইয়া যায়, ধরা পড়ে না, সেটিই বড় মৎস্য বা রুই-কাৎলা। ◻ রোপন করি, রোহিত মৎস্য।

রুক্ষ : ● **রুক** (**রু**করণ বা আবর্ত্তের বিরোধিতাকরণ) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা আবর্ত্তমান সত্তার বিপরীত আচরণ করে; কিংবা, যাহার উপরিতল বন্ধুর বা কাটখোট্টা; অথবা, যাহা মুখোমুখি হইলে **রুখি**য়া দাঁড়ায়।

☐ অপ্রেমা, প্রণয়শূন্য, অস্নিগ্ধ, কর্কশ, কাটখোট্টা, পরুষ, কোপন।

রুখা : ● **রুখ**-এর (**রু**-করণস্থিতের) আধার যে; অথবা, **রুখ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, উপরিতল (বহিরাবরণ, বাহ্যিক ব্যবহার) আবর্ত্তবিরোধী (অমসৃণ, কাটখোট্টা) যাহার; অথবা, যাহা (যে আচরণ) দ্বারা আক্রমণের বিপরীতে **রুখি**য়া দাঁড়ায়। ☐ কর্কশ, রুক্ষ।

রুখাশুখা : ● **রুখা** ও **শুখা** যে; অথবা, কাটখোট্টা ও আবেগহীন ব্যবহার যাহার; কিংবা, যাহা উঁচুনীচু বা কাঁটাখোঁচা-ভরা ও নীরস। ☐ কাটখোট্টা ও আবেগহীন, অমসৃণ ও শুষ্ক।

রুগী : ● **রু**-এর (আবর্ত্তবিরোধীর বা অস্তিত্ববিরোধীর) গমন সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যে দেহে দেহবিরোধী শক্তি ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ☐ রোগী।

রুগ্ন : ● **রু**-এর (আবর্ত্তবিরোধীর) গমন অনকৃত যাহাতে; অথবা, দেহবিরোধী শক্তি ঢুকিয়া সক্রিয় আছে যে দেহে। / ব্যাধি হেতু কুটিল যে। (ব.শ.)। ☐ ভগ্ন, নিপীড়িত, ভুগ্ন, রোগান্বিত।

রুচ : ● **রু**-এর (আবর্ত্তবিরোধীর) চয়ন থাকে যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তে যাহা নাই তদ্রূপ নূতন সত্তার চয়ন থাকে যাহাতে; কিংবা, আবর্ত্তের ভিতরে যাহার অভাব অত্যন্ত অনুভূত তাহার চয়ন থাকে যাহাতে। ☐ প্রীতিকর, ভাল লাগা।

রুচক : ● **রুচ** (আবর্ত্তের অভাবপূর্ণকারী চয়ন) করে যে; অথবা, অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত অভাব পূর্ণ করে বলিয়া যাহা চয়নপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে ভাল লাগে। ☐ প্রীতিকর, রুচিকর।

রুচি : ● **রুচ** (... ভাল লাগা সত্তাকে চয়ন করা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **রুচ**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যে আপন ভাল লাগা অনুসারে মানসিক বা বাহ্যিক খাদ্য গ্রহণ করে। ☐ অনুরাগ, স্পৃহা, তৃপ্তিকর, এক প্রজাপতি; সূর্য্যের এক পত্নী, নহুষের কন্যা। ❋

রুচির : ● **রুচি** (... ভাল লাগা) রহে যাহাতে; অথবা, যাহাতে আলো আছে কিন্তু সূর্য্য ও তাহার তেজ নাই; কিংবা, সামঞ্জস্য থাকে যাহাতে। ☐ উজ্জ্বল, ভাসুর, চারু, সুন্দর।

রুত : ● **রু** (আবর্ত্তবিরোধী সত্তা) তারিত যাহাতে; অথবা, (দেহবিরোধী সত্তা দেহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়ায়) যে (দেহী) কাঁদিতেছে। ☐ ধ্বনি, রব, পশুরব, পক্ষিরব, ভ্রমররব, হস্তিরব ...।

রুদ : ● **রু** (আবর্ত্তবিরোধী সত্তা) দান করে যে; অথবা, (অস্তিত্ববিরোধী সত্তার কারণে উদ্ভূত দুঃখস্বরূপ) চোখের জল দান করে যে (কান্না)। ☐ অশ্রুবিমোচন।

রুদন : ● **রুদ** (... অশ্রুমোচন) অন (চলমান) যাহাতে। ☐ রোদন।

রুদ্ধ : ● যাহাকে **রোধ** করা হইয়াছে। ☐ কৃতরোধ, নিরুদ্ধ।

রুদ্র : ● **রু**-এর (আবর্ত্তবিরোধী সত্তার) দান বা রোদন রহে যাহাতে; কিংবা, বুকফাটা কান্না কাঁদিতে না পারায় ভয়ানক মূর্ত্তি ধরে যে; অথবা, বৈদিক-পূর্ব্ববর্ত্তী সনাতন যুগে যে সত্তা **মহান** রূপে ভারতবর্ষের আদিম সমাজ পরিচালনা করিত; কিংবা, বৈদিক যুগের সূচনার প্রাক্কালে যে সত্তা একাদশ রূপে বিভক্ত হইয়া পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। / রোদয়িতা বা যে রোদন করে। (ব.শ.)। ☐ ভীষণ, ভয়ঙ্কর, বিশাল, গণদেবতা-বিশেষ, একাদশ রুদ্র। ❋

রুধ : ● **রু** (আবর্ত্তবিরোধী) ধারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে ধরিয়া রাখিতে বা আট-কাইতে না পারিলে অস্তিত্ব বিপন্ন হয় বা হইতে পারে। ▭ আবরণ, অবরুদ্ধ, রোধ।

রুধির : ● **রুধ** (অবরুদ্ধ) সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, যাহা শিরা-উপশিরা ফাটাইয়া বাহিরে চলিয়া যায় না; কিংবা, যাহাকে শিরাদি দ্বারা রোধ করিয়া সমগ্র দেহে সক্রিয় রাখা হয়। /চর্ম্ম শিরা দ্বারা রুদ্ধ যে। (ব.শ.)। ▭ শোণিত, রক্ত।

রুরু : ● **রু**-এর **রু** যাহাতে; অথবা, আবর্ত্ত-বিরোধীর (অস্তিত্ববিরোধীর) বিরোধী যে; কিংবা, বৈদিক ভারতের যে সত্তা গ্রাম্য উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিত (?)। ▭ **ভৃগু**পুত্র **চ্যবনে**র ঔরসে ও সুকন্যার গর্ভে জাত প্রমতির ঔরসে **ঘৃতাচী** অপ্সরার গর্ভে রুরু নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। *

রুষ্ট : ● **রু**-এর (অস্তিত্ববিরোধীর) দিশাগ্রস্ত শক্তিপ্রয়োগ টঙ্কারিত যাহাতে। ▭ ক্রুদ্ধ, কুপিত।

রুহ : ● **রু** (বর্ত্তমানে না থাকিয়া তাহা হইতে বহির্গত) হয় যে; অথবা, পূর্ব্বতন আবর্ত্তন ত্যাগ করিয়া নবরূপে উদগত হয় যে। ▭ জন্ম, উৎপত্তি, স্ফূর্ত্তি, জাত, লোম।

রূ : ● র-এর (আবর্ত্তনের) নবোত্তীর্ণ আধার যে। ▭ আবর্ত্তনোত্তীর্ণ, অনাবর্ত্তী, আবর্ত্ত-বিরোধী।

রূক্ষ : ● **রূক** (রুকারী বা আবর্ত্তবিরোধী) দিশাগ্রস্ত যাহাতে। ▭ অস্নিগ্ধীভাব, পারুষ্য, কর্কশতা, কোপনতা।

রূঢ় : ● **রূ**-এর (আবর্ত্তনোত্তীর্ণ সত্তার) গড়ান-উড়ান স্থিতি যাহাতে; অথবা, প্রচলিত (পারিবারিক বা তদ্রূপ অন্যতর) পরিচয়ের আবর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত বা উত্তীর্ণ হইয়া যে সত্তা নবরূপে স্থিত বা আসীন হইয়াছে; কিংবা, আবর্ত্তনের বাইরে নূতন রূপে আগন্ত এবং সেকারণে অপরিচিত বলিয়া যাহাকে অ-ন্যায়, মৌলিক, বা অশিষ্ট (অসংস্কৃত) মনে হয়। / যে শব্দের ব্যুৎপত্তি নাই, কিন্তু তদর্থে প্রসিদ্ধ। (ব.শ.)। ▭ জাত, উৎপন্ন, বীজজাত, অতিবৃদ্ধিগত, অতিশয়জাত ...।

রূঢ়ি : ● **রূঢ়** (... নবরূপে আসীন) সক্রিয় যাহাতে। / যে শক্তি দ্বারা প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থ-ব্যতিরেকে প্রসিদ্ধি হেতু শব্দার্থবোধ হয়; অথবা, ব্যুৎপত্তিলব্ধ জ্ঞান বিনা শব্দের সমুদায়শক্তিতে শব্দার্থবোধ যাহাতে। (ব.শ.)। ▭ জন্ম, বীজজন্ম, অতিশয়বৃদ্ধি, প্রসিদ্ধি, প্রয়োগপ্রবাহ হেতু প্রসিদ্ধি।

রূপ : ● **রূ**-কে (... নবাবস্থায় উত্তীর্ণধারীকে) পালন করে যে; অথবা, কোনো নবরূপে উত্তীর্ণ সত্তাকে (আবর্ত্তমান অস্তিত্বকে বা আধেয়কে) ধারণ করে যে বাহ্য দেহ বা আধার। ▭ আকৃতি, মূর্ত্তি, কায়, চক্ষুর্বিষয়মাত্র।

রে : ● র (পুনঃপুনঃ আবর্ত্তমান বা অস্তিত্ববান) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, কোনো বিশেষ দিশায় বিকশিত হইতেছে বা চলিয়াছে যে। ▭ কীরে, তোমারে, চাঁদেরে, **রে** দুর্মতি ...।

রেখা : ● **রে**-র (দিশাগ্রস্ত পুনরাবর্ত্তমান সত্তার) করণ স্থিত যে আধারে; অথবা, ভূমির উপর দিয়া যাইবার কালে দিশাগ্রস্ত আবর্ত্তমান সত্তা যে **খাত**করণ করিয়া গিয়াছে। ▭ বিন্দুপুঞ্জকৃত দণ্ডাকার লিপি-বিশেষ, দাঁড়ি, বিস্তারহীন বিভাগার্হ দীর্ঘ পদার্থবিশেষ ...।

রেচক : ● **রে**-র (দিশাগ্রস্ত পুনরাবর্ত্তমান সত্তার) চয়ন কৃত যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত রীচ (ঋচ) অন বা রেচন করে যে; কিংবা, যাহা দ্বারা জল বায়ু প্রভৃতির সাহায্যে

দেহনালাদি ধুইয়া সাফ (শূন্য) করিয়া দেওয়া হয়। ❑ শূন্যীকারক, নিঃসারক, মলনিঃসারক, বায়ুনিঃসারক ...।

রেণু : ● **রেণ** (দিশাগ্রস্ত পুনরাবৃত্তিকারী সত্তার রহস্যময় টঙ্কার) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, উত্তর প্রজন্মের অস্তিত্বের রহস্যময় টঙ্কার থাকে যাহাতে; কিংবা, নবজন্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র থাকে যাহাতে। ❑ সুদপুঁজি, রজঃ, পুষ্পরজঃ; (সাদৃশ্যে) ধূলি, বালুকাকণ ... ইত্যাদি।

রেণুকা : ● **রেণু** (নবজন্মের সূক্ষ্মসূত্র) করণের আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী **জমদগ্নি**র (সঞ্চিত অর্থের) আধারস্বরূপা সক্রিয় থাকে; কিংবা, যে জনগোষ্ঠী অন্যের অভাবের সময় কিংবা কৃষিজ বা কারুজ কর্ম্মাদি করিবার জন্য অল্প টাকা অতি অল্প সুদে দাদন দিত বা অল্প সুদে টাকা খাটাইত। ❑ জমদগ্নির পত্নী, পরশুরামের মাতা।

রেতঃ : ● **রে**-র (দিশাগ্রস্ত পুনরাবৃত্তিকারী সত্তার) তারণের নির্য্যাস থাকে যাহাতে; অথবা, জ্ঞানসম্পদের যে অংশকে বা যে তত্ত্বাদিকে উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে প্রয়োগ করা হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা নারীগর্ভে নিষেক করা হয়। ❑ শিববীর্য্য, উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত জ্ঞান, প্রযুক্তি, 'টেকনলজি'; (সাদৃশ্যে) বীর্য্য, শুক্র।

রেতঃপাত : ● **রেতঃ**-র পতন ঘটান হয় যাহাতে; অথবা, অর্জ্জিত প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রয়োগ করা হয় যাহাতে (যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে); কিংবা, আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে আমাদের মুনিঋষিগণকে নানা স্থান-কাল-পাত্রে যে গৌরবজনক কার্য্য (**রেতঃপাত**) প্রায়শই করিতে দেখা যায়; এবং 'পাদোদক-মূঢ়' আমরা তাহার অর্থ না বুঝিয়া তাহাকে 'নারীগর্ভে বীর্য্যপাত' ভাবিয়া নিজেরা বোকা বনি এবং পূর্ব্বসূরী মুনিঋষিগণকে অমর্য্যাদা করি। ❑ প্রযুক্তিপ্রয়োগ; (সাদৃশ্যে) শুক্রপাত।

রেবতী : ● **রেব** (দিশাগ্রস্ত আবর্ত্তমানকে বহন) তারিত যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী কৃষিকার্য্য করিয়া উদ্বৃত্ত ধান্যাদি বিক্রয় করিয়া সেভাবেই যুগের পর যুগ অতিক্রম করে। (**দ্র. কেকয়ী**)। ❑ রেবতকন্যা, বলরামপত্নী।

রেবা : ● **বেব**-এর (দিশাগ্রস্ত আবর্ত্তমানকে বহনের) আধার যে; অথবা, উদ্বৃত্ত শস্যের পণ্যধারা বহন করে যে; কিংবা, নির্ম্মল পণ্যধারা প্রবাহিত যাহাতে। ❑ (সাদৃশ্যে) নর্ম্মদা নদী।

রেশ : ● **রে**-র (দিশাগ্রস্ত আবর্ত্তমানের) শক্তি বিচ্ছুরণ থাকিয়া যায় যাহাতে। ❑ সুরের অনুরণন বা আমেজ, স্বল্প নিদর্শন বা চিহ্ন।

রেষারেষি : ● **দিশাগ্রস্ত রিষ যাহাতে। দ্র. রিষ্ট**। ❑ **পরস্পরের প্রতি হিংসা, দ্বেষাদ্বেষি।**

রৈ : ● **র-এর (আবর্ত্তমানের) সক্রিয় আধার** যে; **অথবা, যে দিশাগ্রস্ত আবর্ত্তমান সত্তা** বিশেষ দিকে বিকশিত হইতেছে বা চলিতেছে। ❑ ধন, শব্দ।

রৈখিক : ● **রেখ**-এর আধারকে সক্রিয় করে যে। ❑ রেখাসম্বন্ধী, রেখাকৃত, রেখারচিত।

রৈবত মনু : ● 'চাষ করিব খাইব, উদ্বৃত্ত হইলে বেচিয়া দিব' — যে কালে এইরূপ মননশীল মানুষের রাজত্ব চলিত। দ্র.❖ **বৈবস্বত মনু**। ❑ চতুর্দশ মনুর ইনি অন্যতম। ইনি অতীত মনুদের পঞ্চম স্থানীয় ছিলেন। রৈবত মনুর সময়ে বিভু ইন্দ্র ছিলেন। *

রো : ● **র**-এর (আবর্ত্তনের) সার্ব্বিক আধার

যে; অথবা, যাহা দ্বারা আবর্ত্তনকে (বা আবর্ত্তনের বাধাজনিত ব্যথাকে) নবরূপে উত্তীর্ণ করা হয়। ◻ রোদন করা, রোপন করা।

রোগ : ● **রো** (... ব্যথা) গমন করে যাহাতে (যাহা দ্বারা)। ◻ ব্যাধি, পীড়া,

রোগা : ● **রোগ**-এর আধার যে। ◻ রোগযুক্ত, পীড়িত।

রোগী : ● **রোগ**-এর সক্রিয় আধার যে। (দ্র. **রুগী**)। ◻ রোগযুক্ত, রোগার্ত্ত, পীড়িত।

রোদ : ● **রো** (... ব্যথা) দান করে যে (তাপ)। ◻ সূর্য্যকিরণ।

রোদন : ● **রোদ** (... ব্যথা দেওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, ব্যথা দেওয়া চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, ফলস্বরূপ অশ্রুবিমোচন চলে যাহাতে। ◻ অশ্রুমোচন, ক্রন্দন।

রোম : ● **রো** (... ব্যথা) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, সমাজদেহের ভিতরের তাপজনিত ব্যথার বোধ থাকে যাহাতে (সমাজদেহের **ত্বকে** ছড়িয়ে থাকা যে **কেশ**-এ বা সামাজিক অধিকারবোধে); কিংবা, (সাদৃশ্যে) মানবদেহের তাপজনিত ব্যথার বোধ থাকে যাহাতে (মানবদেহের ত্বকে ছড়িয়ে থাকা যে **কেশ**-এ। ◻ গাত্রকেশ, লোম।

রোমন্থন : ● **রো** (... ব্যথা) মন্থন করা চলে যাহাতে। / উদ্‌গিরণপূর্ব্বক চর্ব্বিতের পুনশ্চর্ব্বণ যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ জাবর কাটা।

রোমহর্ষণ (লোমহর্ষণ) : ● **রোম**-এর (লোম-এর) **হর্ষ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সমাজদেহের যে **রোমাদি** (সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অধিকারীগণ) ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত শুনিয়া হর্ষিত (ভয়ে-বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত) হইতেন। ◻ রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণ বেদব্যাসের একজন প্রধান শিষ্য। *

রোমাঞ্চ : ● **রোম**সমূহ খাড়া হইয়া যায় যাহাতে (যাহা শুনিয়া, দেখিয়া, জানিয়া বা উপলব্ধি করিয়া)। / রোমের অঞ্চ (উদগম) যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ রোমের উদগম, পুলক, সাত্ত্বিক-ভাববিশেষ।

রোহ : ● **রুহ্**-এর (নবরূপে রহনের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহার পূর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান রহা অস্বস্তিকর বলিয়া নবরূপে উদ্গত হইয়াছে। ◻ জাত, আরূঢ়, জন্ম, উৎপত্তি ...।

রোহণ : ● **রোহ** (... নবরূপে উত্তীর্ণ হওয়া) অন (চলমান) যাহাতে। ◻ জন্ম, অঙ্কুরোদগম, প্রাদুর্ভাব।

রোহিণী : ● **রোহ** (... নবরূপে উত্তীর্ণ হওয়া) সক্রিয় হইয়া চলমান যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে প্রজাগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও পণ্যজীবিতার আরাধনা করিয়া **রোহিত** বা লালে লাল হইয়া গিয়াছে। / কোপাদি হেতু রক্তবর্ণা নারী যে। (ব.শ.)। ◻ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী প্রজাগণ; (সাদৃশ্যে) লাল গাই, ভূ-তৃণ, বটবৃক্ষ, রোহিতকবৃক্ষ, বলরাম-জননী।

রোহিণীশ : ◻ চন্দ্র, বসুদেব।

রোহিত : ● **রোহ** (...নবরূপে উত্তীর্ণ) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, প্রাণবন্ত স্বভাব বা লাল রঙ যাহার। ◻ লোহিত, শোণ, লাল রঙ, রুই মাছ ...।

রৌদ্র : ● **রুদ্র** হইতে জাত; অথবা, **রুদ্র**-এর ভয়ানক স্বরূপ হইতে জাত যে (তেজ বা তাপ); কিংবা, (সাদৃশ্যে) সূর্য্য হইতে যে ভয়ানক তাপ জাত হয়। ◻ রুদ্রসম্বন্ধী, তীব্র, যম, সূর্য্যতাপ ...।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ল

ল : ● লালন করে যে; অথবা, লয় যে বা গ্রহণ করে যে; কিংবা, যে বিষয় বা বস্তুর দ্বারা নিজেকে বা অপরকে লালন করা যায়; অথবা, অভীষ্টদান করে যে; কিংবা, যেখানে লয়প্রাপ্ত বা লাত হয়, কিংবা, (প্র-পরাদি) লালিত যে। ❒ লালন-লয়ন, দান-গ্রহণ, লেন-দেন, লওয়ন, লালনকারী (বিষয় বা বস্তু), লয়নকারী, লওয়নেচ্ছাকারী, দাতা-গ্রহীতা, দানী, গ্রাহী। ❋

লই : ● ল (গ্রহণ, লওয়া) সক্রিয় যাহাতে। ❒ গ্রহণ করি।

লওয়া : ● **ল** (গ্রহণ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যায় যাহাতে। ❒ গ্রহণ করা, গ্রহণ করান।

লকপক : ● **লক** (লওনেচ্ছা করা) ও **পক** (পলায়নেচ্ছা করা) চলে যাহাতে (যাহার ভিতরে); অথবা, যাহাতে একদিকে 'লিয়ে লে, লিয়ে লে' বলিয়া লেলিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্যদিকে 'পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়' বলিয়া ফিরিয়া আসিতে বলা হয়। ❒ লোলভাব, চঞ্চলভাব, দোদুল্যমান হওয়া।

লকলক : ● **লক**-এর (লওয়নেচ্ছা করার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ❒ আস্বাদনার্থ জিহ্বার লোলভাব, শাকাদির ডগার লোলভাব।

লক্ষ : ● **লক**-এর (লালনেচ্ছা বা লওয়নেচ্ছা করার) দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, (মানসিক কিংবা বাহ্যিকভাবে) লালন করিবার বা লইবার ইচ্ছায় দৃষ্টিপাত্-করণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, গণনার প্রচলনকালে যে সংখ্যক বিষয় বা বস্তু অবধি দৃষ্টিপাত করা যাইত। ❒ প্রণিধান, দর্শন, কৃপাদৃষ্টি, শতসহস্র, দৃষ্টিপাত করা।

লক্ষণ : ● **লক্ষ** (লওয়নেচ্ছাদির দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **লক্ষ**করণ চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, **লক**-এর (লালন করার) দিশাগ্রস্ত চেষ্টা অন (চলমান) থাকে যাহাতে (যে চিহ্নাদিতে)। / যাহা দ্বারা লক্ষ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ লিঙ্গ, ব্যঞ্জন, চিহ্ন, স্বরূপ, রোগ**লক্ষণ** ...।

লক্ষণা : ● **লক্ষণ**-এর আধার যে; অথবা, গুণাগুণ বা চিহ্নাদি থাকে যে আধারে। / অভিধাবৃত্তি দ্বারা অর্থগ্রহ না হইলে, শব্দের যে শক্তি দ্বারা, রুঢ়ি বা প্রয়োজন হেতু মুখ্যার্থ-সম্বন্ধী অন্য অর্থ প্রতীত হয়। (ব.শ.)। ❒ শব্দের গৌণবৃত্তি, ৮০ প্রকার লক্ষণা। (উদাহরণস্বরূপ - 'তুমি ক দিলে আমি খ দিব, এইরূপ অঙ্গীকার' পূর্ণ করাকে **পণ** দেওয়া (বি**পণ**ন, কন্যা**পণ**) বলে; কিন্তু তাহার **লক্ষণার্থ** হইয়া যায় 'প্রতিজ্ঞা'।)

লক্ষ্মণ : ● **লক্ষ্ম**-এর (লওয়নেচ্ছার দিশাগ্রস্ত প্রয়োগের মনন বা পরিমাপন) চলে যাহাতে বা করে যে; অথবা, **লক্ষ্ম** (বাহ্যসম্পদ) সংগ্রহ করে যে; কিংবা, (বিনিয়োগ হইতে অর্জ্জিত বা প্রাপ্ত) টাকা গোনে যে। ❒ লক্ষ্মীবান, শ্রীবিশিষ্ট, ভাগ্যবান, রামভ্রাতা। ❋

লক্ষ্মী : ● **লক্ষ্ম**-এর (বাহ্যসম্পদের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, **নগদ-নারায়ণ**-এর (পুঁজির মনের) আধারশক্তি (পুঁজির দেহ) যিনি; কিংবা, আনীত বাহ্যসম্পদ থাকে যাহাতে। /যিনি নীতিমানকে দেখেন। (ব.শ.)। ❒ শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের দেবী, আদিত্যের স্ত্রী, প্রজাপতির কন্যা, বিষ্ণুর স্ত্রী, কামের মাতা। ❋

লক্ষ্মীপুঁজি : ● যে **পুঁজি লক্ষ্মী** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অথবা, যে পুঁজি অন্ধ নহে; কিংবা, যে পুঁজির শুধুমাত্র বৃদ্ধিগুণ নাই, কল্যাণী গুণও থাকে

বলিয়া তাহা মানুষের তথা সমাজের কল্যাণ করে; অথবা, যে পুঁজি থামিতে জানে (কুবের-**পুঁজি**র ন্যায় শুধুই বৃদ্ধিলাভ করে না)।

লক্ষ্য : ● **লক্ষ** (... দৃষ্টিপাত করা) থাকে যাহাতে; অথবা, লালিত ইচ্ছা যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ◘ দর্শনীয়, দ্রষ্টব্য, আলোচনীয়, বেধ্যরূপে দর্শনীয় ...।

লগ : ● **ল**-এর (লওয়নেচ্ছাকারীর) গমন যাহাতে; অথবা, যাহা অন্যের সংলগ্ন হয় (ঠেকিয়া যায়); কিংবা, যাহা গায়ে গিয়া **লাগে** বা আসিয়া **লাগে** (সাঁটিয়া যায়); অথবা, যাহা দূরে বাড়াইয়া কোনো সত্তার গায়ে **লাগান** বা ঠেকান যায়। ◘ সঙ্গ, লগ্নীভাব, নিকটে যাওয়া।

লগড়ঝগড় : ● **ল**-এর (লওয়নেচ্ছার) গড়ান যাহাতে এবং **ঝ**-এর ('আমার'-বোধের) গড়ান (দ্র. **ঝগড়**) যাহাতে। ◘ গায়ে লাগালাগি ও ঝগড়াঝাঁটি।

লগন : ● **লগ**করণ (গায়ে ঠেকান বা লাগা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, একালের ভাষায়, লগ-অন (log on) করা হয় যাহাতে। ◘ লগ্ন, সংসক্ত।

লগা : ● **লগ**-এর (...ঠেকানর) আধার যে; অথবা, **লগ**করণ থাকে যাহাতে। / যে দীর্ঘ বংশদণ্ডের আঁকশি ফল ইত্যাদিতে **লাগাইয়া** পাড়া হয়। (ব.শ.)। ◘ সুদীর্ঘ বাঁশ, আকর্ষী।

লগি : ● **লগ** (... ঠেকান) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, জলতলের **শক্ত** ভূমিতে **লাগাইয়া** যাহা দ্বারা নৌকা ঠেলা হয়। ◘ সরু শক্ত নাতিদীর্ঘ বাঁশ।

লগুড় : ● যে **লগ** (... ঠেকানর দণ্ড) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া উড়িয়া গিয়া পড়ে; অথবা, যে দণ্ড ঠ্যাঙাড়েরা ছুঁড়িয়া মারিত। ◘ মোটা ছোট ডাণ্ডা, কোঁৎকা।

লগ্ন : ● **লগ** (**লগ**করণ) অনকৃত যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রে); অথবা, যে কালে কোনো সত্তা অন্য কোনো সত্তার গায়ে লাগে (ঠেকে বা সাঁটিয়া যায়)। ◘ সংস্পর্শযুক্ত, গায়-গায়-লাগা, দৃঢ়নিবিষ্ট, কৃতাঘাত, সক্ত; শুভমুহূর্ত্ত, কার্য্যার্থ নির্ণীত কাল ...।

লঘিমা : ● **লঘ** (গ্রাহীর গমনস্থিতি) সক্রিয় হইয়া সীমায়িত যে আধারে; অথবা, যাহা হইতে লঘু আর হয় না; কিংবা, যাহা ক্ষণমধ্যে অসীম অনন্তে বিহার করিতে পারে। ◘ লঘুভাব, লঘুত্বগুণ, সাত্ত্বিকভাব, অষ্টসিদ্ধির একতম, শিবের **ষড়ৈশ্বর্য্য**-এর একতম।

লঘু : ● **ল**-এর (গ্রাহীর) গমনস্থিতি নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা সত্তার স্বরূপ-লক্ষণ হইতে গমন করিয়া তটস্থলক্ষণে উত্তীর্ণ বা স্থিত হইয়াছে; কিংবা, মেদ-মাংস ঝরাইয়া হাল্কা হইয়াছে যে। / যাহা অনায়াসে জীর্ণ হয়। (ব.শ.)। ◘ দ্রুত, ক্ষিপ্র, অল্পভার, ক্ষুদ্র, অস্থূল, হীনবল, হালকা ...।

লঙ্কা : ● **ল** (লালন-লয়ন) রহস্যময় কৃত যে আধারে; অথবা, (প্রজাগণকে ও তাঁহাদের সম্পদকে) 'লালন করিব' বলিয়া (সেই সম্পদ) 'লওয়ন' করা হয় যে স্থানে; কিংবা, যেখানে অধিষ্ঠিতেরা **রমণ** করে; অথবা, যে স্থানে গেলে লোকে **রাবণে** পরিণত হইয়া যায়; কিংবা, যাহা জনসমুদ্রের মাঝে দ্বীপ রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে; অথবা, যাহাতে (যে রাষ্ট্রীয় শাসনে) মুখ দিলেই তাহার ঝাল টের পাওয়া যায়; কিংবা, যাহাতে রজোগুণ ও তমোগুণ একত্রে থাকে। / যে স্থানে রাক্ষসেরা রমণ করে। (ব.শ.)। ◘ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকেন্দ্র, (একালের ভাষায়) বিধানসভা ও লোকসভাব

সদস্য মন্ত্রী উপ-মন্ত্রীগণ ও তাঁদের আমলাতন্ত্র-পুলিশপ্রশাসন, **রক্ষঃ**পুরী, **রাক্ষস**রাজ রাবণের পুরী; (সাদৃশ্যে) গাছমরিচ, ঝাল, শ্রীলঙ্কা। ❋

লঙ্গ : ● **ল**-এর (দাতা-গ্রহীতার) রহস্যময় গমন যাহাতে; অথবা, যাহার চলন স্বাভাবিক নহে। ❒ খঞ্জ, খোঁড়া, উপপতি।

লঙ্ঘ : ● **ল**-এর (গ্রাহীর) রহস্যময় গমন স্থিত হয় যাহাতে; অথবা, যে রহস্যময়ভাবে গমন করিয়া গিয়া স্থিত হয়; কিংবা, দৃশ্য বা অদৃশ্য বাধা লাফ দিয়া পার হইয়া গিয়া দাঁড়ায় যে। ❒ লাফাইয়া অতিক্রম করা, ডিঙান, অবজ্ঞা করা, অবহেলা করা, অমান্য করা।

লঙ্ঘন : ● **লঙ্ঘ** (অতিক্রম করা) অনকৃত যাহাতে। ❒ প্লবন, উত্তরণ, উল্লঙ্ঘন, অবহেলন।

লচপচ : ● যে **লচ** করে ও **পচ** করে; অথবা, **ল** (লালন) চয়ন ও **প** (পালন) চয়ন করে যে; অথবা, যাহা একবার গ্রহণ (গ্রাস, আক্রমণ) করিতে যায় এবং পরক্ষণেই পলায়ন করে। ❒ ভারের চাপে সরু লম্বা পদার্থের বাঁকিয়া যাওয়ার ভাব।

লজ্জ : ● **লস্‌জ্‌** (লওয়নেচ্ছার লেশমাত্র জনন) থাকে যাহাতে (যে জননে); অথবা, লওয়নেচ্ছার লেশ-জননের কারণে অস্বস্তি জনিত হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে সত্তার অগোচরে তাহার লওয়নেচ্ছার (অথবা, নিজ-অভাব পূরণের নিমিত্ত কাহারও কোনো কিছু লওয়নেচ্ছার) বিন্দু বিন্দু বিচ্ছুরণ (জনন) ঘটিয়া যায় এবং সেকারণে সেই সত্তার আচরণে অস্বস্তি জনিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ❒ ব্রীড়িত, ত্রপ, **সলজ্জ**।

লজ্জা : ● **লজ্জ**-এর (... অস্বস্তিজননের) আধার যে; অথবা, **লজ্জ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, নিজের বা অন্য কাহারও অস্বাভাবিক আচরণ দর্শনে অস্বস্তি জনিত হয় যাহাতে; অথবা, মানুষের অস্বাভাবিকতা-দোষ শোধনের নিমিত্ত অন্য মানুষের মধ্যে প্রকৃতিপ্রদত্ত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন যে আচরণ দৃষ্ট হয়। / অকর্ত্তব্যকর্ম্মে পরজ্ঞান ভয় থাকে যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্রীড়া, ত্রপা। দ্র. **অষ্টপাশ**। ❋

লট : ● **ল**-এর (লালিতের) টঙ্কার যাহাতে।

লটক : ● **লট** (লালনটঙ্কার) করে যে বা কৃত যাহাতে। ❒ লম্বিত হওয়া, ঝোলা।

লটকান : ● **লটক** (লালনটঙ্কারকারী) অনকৃত কৃত হয় যাহাতে। ❒ লম্বিত করা, ঝুলান।

লটপট : ● **লট**করণ ও **পট**করণ যাহাতে; অথবা, লালিতের টঙ্কার ও পালিতের টঙ্কার যুগপৎ যাহাতে; কিংবা, যাহা আলুলায়িত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে এবং যাহাকে সপাটে তুলিয়া বিন্যস্ত করা হয়। ❒ স্রস্ত, শিথিল, শিথিল-দোদুল্যমান, বিশৃঙ্খল।

লটবহর : ● **লট**-এর (লালিত-টঙ্কারশীল সত্তাসমূহের) বহর (বহন রহে) যাহাতে; অথবা, একালের ভাষায়, লট-বস্তুর (lot of things-এর) বহর বা ভার যাহাতে। ❒ সঙ্গের ভার-বোঝা বা জিনিস-পত্র।

লড় : ● **ল**-এর (লালিতের) গড়ান উড়ান যাহাতে; অথবা, সঞ্জাত সত্তার গড়ান বা উড়ান যাহাতে; কিংবা, যাহা নড়ানড়ি, গড়াগড়ি, উড়াউড়ি বা তদ্রূপ স্থিরতাবিরোধী কর্ম্ম করে বা করায়; অথবা, যাহা সঞ্জাত সত্তাকে তাহার ভূমি হইতে গড়াইয়া বা উড়াইয়া ফেলিবার (স্থানচ্যুত করিবার) চেষ্টা করে। ❒ দৌড়, বেগ, লাফ, প্রস্থান করা, স্থানচ্যুত হওয়া, সরা, যুদ্ধ করা, স্পর্ধা করা।

লড়ন : ● **লড়** (নড়া বা নড়ান) অনকৃত

যাহাতে। ❒ স্পন্দন, নড়া-চড়া।

লড়া : ● **লড়**-এর (নড়ার বা নড়ানর) আধার যে; অথবা, **লড়**-হওয়ন বা **লড়**-করণ থাকে যাহাতে। ❒ হেলিয়া যাওয়া, অস্থির হওয়া, অস্থির করা, যুদ্ধ করা।

লড়াই : ● **লড়া** (নড়ান-কারী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, অনড়ের সহিত নড়ান-কারীর দ্বন্দ্ব সক্রিয় যাহাতে। ❒ লড়াসম্বন্ধী, যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কথা কাটাকাটি।

লণ্ড : ● **ল**-এর (লালিতের) রহস্যময় টঙ্কারের গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, লালিতের (সন্তানের, পণ্যের, মলের ...) গড়ান-উড়ান (জনন, উৎপাদন, ত্যজন) যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা হয়; অথবা, পণ্য উৎসর্জ্জিত হয় (রপ্তানি বা আমদানি হয়) যাহাতে (যে রূপে)। ❒ পণ্য, পণ্যায়ন প্রকল্প; (সাদৃশ্যে) মলদণ্ড, পুরীষ, শিশ্ন।

লণ্ডন : ● **লণ্ড** (পণ্য আমদানি-রপ্তানি) অনকৃত যাহাতে (যে স্থান হইতে)। ❒ ২০০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটেন দ্বীপের বন্দর শহর।

লণ্ডভণ্ড : ● **লণ্ড**-কে (পণ্য আমদানি-রপ্তানি প্রকল্পকে) **ভণ্ড** (ব্যর্থ বা বিপর্য্যস্ত) করে যে। ❒ উৎসাদপ্রাপ্ত, বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত ...।

লত : ● **ল**-এর (লালিতের) তারণ যাহাতে; অথবা, লতাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে।

লতপত : ● **লত** (লতাইয়া চলনচেষ্টা) ও **পত** (পতিত হওয়ন) যাহাতে; অথবা, দূর বা অতিদূর সম্পর্কের আত্মীয়তা যাহাতে।

লতা : ● **লত**-এর (লালিত-তারণের) আধার যে; অথবা, যে পরিবার বা ক্ষুদ্র উৎপাদন সংস্থা কোনো বৃহৎ সংস্থার (আদেশানুসারে সরবরাহের বা 'অর্ডার সাপ্লাই'-এর উপর) নির্ভর করিয়া চলে বা বাঁচিয়া থাকে। / যে আধার-প্রকৃতি বৃক্ষাদিকে বেষ্টন করে। (ব.শ.)। ❒ বল্লী, ব্রততী, 'দীর্ঘতা, তনুতা, কোমলতা, সৌন্দর্য্য, বক্রতা' প্রভৃতির সূচক ... লতাকৃতি চিত্র, ... লতার মতো ক্রমান্বয়িক হিসাব, কুবেরপিতা বিশ্রবাঃ-র প্রথম পত্নী।

লতান : ● **লতা** (লালিতের তারণাধার) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহা লতাইয়া চলিতে থাকে।

লতি : ● **লত** (লালিততারণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সত্তার (কানের) যে অংশ লতার ন্যায় ঝুলিয়া থাকে। ❒ কানের লতি।

লতিকা : ● **লত** (লালিততারণ) সক্রিয় করে যে আধারশক্তি। ❒ লতা, ক্ষুদ্র লতা।

লপ : ● **ল**-এর (লালিতের) **প** (পালন) যাহাতে; অথবা, মনোভাব শব্দে ও ভাষায় লালিত-পালিত যাহাতে; কিংবা, মনোভাব শব্দে ও ভাষায় রূপান্তরিত হয় যে উচ্চারণে। ❒ কথন।

লব : ● **ল**-এর (লালনকারী বিষয় বা বস্তুর) বহন থাকে যাহাতে; অথবা, লালন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে (বাহিত হয়) যে আধারে; কিংবা, বিনিয়োগ পুঁজি (নগদ-নারায়ণরূপী রাম) মজুর বা জন করিয়া পাইকারী কৃষি উৎপাদন করার ক্ষেত্রে (জনকের সীতায়) নিয়োগ করিলে বাড়তি যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে পুঁজির সুদ (**কুশাদ**) বাদে যে লভ্যাংশ (**লব**) আসে; অথবা, যতগুলি অংশে **হরণ** করা হয়, সেগুলির যে অংশ প্রাপ্যরূপে পাওয়া যায়। ❒ ছেদন, ছিন্নাংশ, ভাগ; (সাদৃশ্যে) শস্যচ্ছেদন, পুষ্পচয়ন, গোপুচ্ছলোম; লবকোট বা লাহোর শহরের প্রতিষ্ঠাতা।

লবঙ্গ : ● **লব**-এর (লালনকারী সত্তা-বাহকের) রহস্যময় গমন যাহাতে; অথবা, যে

রহস্যময় সত্তা লালনের বিরুদ্ধ শক্তিকে ছেদন করে। / শ্লেষ্মা ছেদন করে যে। (ব.শ.)। দ্র. **পদ্মা**। ◻ দেবকুসুম, লঙ্গ, লবঙ্গকলিকা।

লবণ : ● লব-এর (লালনকারী সত্তাবাহকের) রহস্যময় টঙ্কার যাহাতে; অথবা, প্রধানত জনসমুদ্র (প্রজাগণের উৎপন্নাদি) হইতে যাহা (যে সম্পদ, লবণ) অর্জ্জিত হয়; কিংবা, অধীনস্থ রাজাদিগকে সম্রাটের রাজসূয় যজ্ঞাদিতে যাহা (যে ধনরত্ন, মুদ্রাদি, লবণ) উপঢৌকন রূপে অবশ্যই দিতে হইত (দ্র. যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, কালীপ্রসন্ন); অথবা, যে সম্পদ সংগ্রহ করিয়া **লবণ**দৈত্য **মধুপুরী** (মথুরা) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিংবা, যাহা (যে লবণ) ভোগ করিলে চোখে মুখে **লাবণ্য** ফুটিয়া উঠে। / জড়তা ছেদন করে যে। (ব.শ.)। ◻ ভোগ্যসম্পদ, বাহ্যসম্পদ, ধনরত্ন ও মুদ্রাদি, লাবণ্যযুক্ত, লবণদৈত্য; (সাদৃশ্যে) নুন, সৈন্ধব বিট রুচক - এই তিন প্রকারের নুন, নোনাগুণযুক্ত, স্বাদু।

লব্ধ : ● লব (লালনকারী সত্তার বাহক) ধারিত যাহাতে (যে প্রাপ্ত ধনাদিতে)। ◻ প্রাপ্ত, অধিকৃত, প্রাপ্ত বিষয় বা বস্তু।

লব্ধি : ● লব্ধ (প্রাপ্ত বিষয়াদি) সক্রিয় যাহাতে। ◻ লাভ, প্রাপ্তি, আয়।

লব্য : ● লব (হরের এক এক ভাগ) থাকে যাহাতে; অথবা, প্রাপ্তির বা হরণের এক একটি ভাগ থাকে যাহাতে বা ছেদন করিয়া রাখা হয় যাহাতে। ◻ ছেদ্য, একলব্য।

লভ : ● ল-এর (লালনকারী বিষয় বা বস্তুর) অন্তর্ভুক্তকরণ (প্রাপণ) করা হয় যাহাতে। ◻ লাভ করা, পাওয়া।

লভন : ● লভ (ধনসম্পদাদি প্রাপ্ত হওয়া) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে **লভ**করণ চলিতে থাকে। ◻ লাভ, প্রাপ্তি।

লভ্য : ● লভ (... প্রাপ্তি) থাকে যাহাতে। ◻ প্রাপ্য, লব্ধব্য, আয় ...।

লম্পট : ● লম (লালন-সীমায়িতের, অপলালিতের বা লালায়িতের) **পতন** টঙ্কারিত যাহাতে (যাহার আচরণে)। ◻ লালস, লোলুভ, মূর্খ, কামলালস, কামুক ব্যক্তি, লুচ্চা।

লম্ফ : ● লম (লালন-সীমায়িতের বা অবলালিতের) পতনস্থিত যাহাতে। ◻ প্লুতগতি, উল্লম্ফন, লাফ দেওয়া।

লম্ফঝম্প : ● যাহাতে **লম্ফ** (লাফ) দিয়া এবং **ঝম্প** (ঝাঁপ) দিয়া পতিত হওয়া থাকে। ◻ লাফ-ঝাঁপ।

লম্ব : ● লম (লালন সীমায়িত বা অবলালিত) বাহিত যাহাতে; অথবা, লালিত হইয়া ঊর্ধ্বে বা পরিপার্শ্বে যাইতে পারে না বলিয়া যাহা নিম্নাভিমুখী চলিতে থাকে; কিংবা, ভূমির উপর ঝুলন্ত থাকে যে। ◻ দীর্ঘ, আয়ত, প্রাংশু, স্থূল, উৎকোচ, লম্বিত হওয়া, ঝোলা।

লম্বমান : ● লম্ব (ভূমির উপর ঝুলন্ত) রূপে চলমান যে। ◻ লম্বিত, অবস্রংসমান।

লম্বা : ● লম্ব-এর (... ঝুলন্তের) আধার যে। ◻ লম্বিত, দীর্ঘ, দীর্ঘকায়, অতিবাড়ান।

লয় : ● ল-এর (লয়নকারীর) যাওয়া যাহাতে; অথবা, আত্মকেন্দ্রে লীন হইয়া যাওয়া যাহাতে; অথবা, যে লয়প্রাপ্ত হয়; কিংবা, যে লয় বা গ্রহণ (লওয়ন) করে। ◻ সংশ্লেষ, অঙ্গ সংকোচ, তিরোভাব, অন্তর্দ্ধান, বিনাশ, বিলীনতা; গ্রহণ করে, (সঙ্গীতে) গীতবাদ্য-পাদন্যাসাদির ক্রিয়াকালের পরস্পরসাম্য, তালসাম্য।

লল : ● লওনেচ্ছাকে লালন করে যে; অথবা, 'লে' 'লে' ('গ্রহণ কর, গ্রহণ কর', অথবা,

'ধাবিত হইয়া ধরিয়া গ্রহণ কর, গ্রহণ কর') বলিয়া লেলাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ⊓ ঈপ্সা, প্রাপ্তীচ্ছা।

ললনা : ● **লল** (লওয়নেচ্ছা লালনকারী) অনকৃত যে আধারে; অথবা, (জিহ্বা, নারী ... প্রভৃতি) যে সকল সত্তা (কোনো কিছু) গ্রহণ করিবার ইচ্ছা লালন করে। ⊓ বিলাসকারিণী, সুন্দরী, স্ত্রীমাত্র, জিহ্বা।

ললাট : ● **লল**-এর (লওয়নেচ্ছা লালন-কারীর) আধার টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, কাহার কীরূপ অভিজ্ঞতা (জ্ঞানসম্পদ) অর্জ্জিত হইয়াছে, পরমাপ্রকৃতি সেকথা লিখিয়া দেন মানবদেহের যে স্থানে (যে কপালের রেখায়); অথবা, (তদনুযায়ী) সামাজিক সম্পদের কে কতখানি লইতে পারিবে, তাহা লেখা থাকে যেখানে; কিংবা (পরবর্ত্তীকালে), কাহার কীরূপ প্রাপ্তি ঘটিবে সেকথা লেখা থাকে সারির রকমফের অনুযায়ী যে তিলকে, তাহা কাটা থাকে যেখানে; অথবা (একালের ভাষায়) 'সাইনবোর্ড টাঙানো হয় যেখানে'। / তিলকাদি প্রাপ্তীচ্ছা করে যে। (ব.শ.)। ⊓ ভাল, কপাল, ভাগ্য। (উদাহরণ : পশ্চিমবাংলার শহুরে দোকান-গুলির **ললাট** লিখনে আজকাল বাংলা শব্দের দেখা মেলে না।)

ললিত : ● **লল** (লওয়নেচ্ছা লালনকারী) সক্রিয়রূপে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিকভাবে (সামঞ্জস্যপূর্ণ-ভাবে) লালন করা হইয়াছে। ⊓ ঈপ্সিত, সুন্দর, মধুর, মনোহর ...।

ললিতা : ● **ললিত**-এর আধার যে। ⊓ নারী, বিলাসিনী ...।

লস : ● **ল**-এর (লালনের) নির্য্যাস বা একরৈখিক শক্তিপ্রয়োগ যাহাতে; অথবা, অন্য স্থান-কাল-পাত্রে গিয়া নিষ্ফলা ক্রিয়া বা ক্রিয়ার ভাণ করিবার ইচ্ছা যাহাতে। ⊓ শ্লেষণ, আলিঙ্গন, ক্রীড়া, দীপ্তি, **অলস**।

লহ : ● **ল** (লওয়ন) হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে গ্রহণ করা রূপ কর্ম্ম করা হয়। ⊓ গ্রহণ কর।

লহনা : ● **লহ** (গ্রহণ করা) অন (চলমান) যে আধারে; অথবা, যে (ধার দেওয়া) টাকায় প্রত্যহ গ্রহণ করা চলিতে থাকে (সুদ যোগ হইতে থাকে)। ⊓ লভ্য, পাওনা, কর্জ্জ-দেওয়া টাকা, ধনপতি সদাগরের বড় স্ত্রী (দ্র. **লতা, নিকষা**)।

লহরী : ● **লহ** (লওয়নকর্ম্ম) রহে যে সক্রিয় আধারে। ⊓ মহাতরঙ্গ, স্বরতরঙ্গ।

লা : ● **ল**-এর (লেন-দেনের) আধার যে; অথবা, লালিত হওয়া বা লালন করা চলে যাহাতে; কিংবা, যে (অন্য কাহাকেও লালনের জন্য) দান করে বা (নিজেকে লালনের জন্য) গ্রহণ করে; অথবা, লইবার বা লয় করিবার আধার যে। ⊓ দান, গ্রহণ।

-লা : ● (যেহেতু প্রত্যেক মানুষই দানকারী বা গ্রহণকারী হইতে পারেন, গ্রামবাংলার মানবীগণ সেকারণে অন্যদের সম্বোধন করেন —) **হ্যাঁলা**, কী **লা** ... ইত্যাদি। ⊓ হে দানকারিণী, হে গ্রহণকারিণী।

লাই : ● **লা** (লা, লিয়ে আয়, বা লও, ভয় নেই, যাও, লইয়া আস, গ্রহণ কর ... ইত্যাদি বলিয়া লালিত করা বা লেলাইয়া দেওয়া) সক্রিয় যাহাতে। ⊓ প্রশ্রয়, অতিরিক্ত আদর।

লাউ : ● **লা** (লালিত হওয়া) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা লালিত হওয়নের স্বাভাবিক ঊর্দ্ধসীমা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া

অতিশয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়; কিংবা, বঙ্গসমাজের ইতিহাসে **লাউসেন** যে দ্রুততায় আত্মবিস্তার বা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ❐ অলাবু, তুম্বী, লাউগাছ।

লাগ : ● **লগ** (লওয়নেচ্ছায় গমন) হইতে জাত যে; অথবা, মানুষের অদৃশ্য বা দৃশ্য অংশে গিয়া ঠেকে যে; কিংস্বা, মানুষের মনে চেতনায় বুদ্ধিতে অহঙ্কারে হাতে গায়ে জিহ্বায় ... গিয়া লগ্ন হওয়া যাহাতে। ❐ সংলগ্নভাব, সাহচর্য্য, সান্নিধ্য, সঙ্গ ... ভাল লাগা, ব্যথা লাগা, তিতো লাগা ইত্যাদি।

লাগা : ● **লাগ**-এর (... ঠেকার) আধার যে; অথবা, **লাগ**-হওয়ন বা **লাগ**-করণ থাকে যাহাতে। ❐ সংলগ্ন হওয়া, সংলগ্ন করা, জোড়া, ঠেকা ...।

লাগান : ● **লাগা** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ লগ্ন, লাগাইয়া মনোভঙ্গ করা।

লাগানি : ● **লাগান** সক্রিয় যাহাতে। ❐ লগ্ন, একের নিকটে অন্যের দোষকীর্ত্তন।

লাগালাগি : ● **লাগ**-করণ থাকে যাহাতে এবং **লাগ**-করণ সক্রিয় যাহাতে। ❐ পরস্পর-লগ্ন, ঘেঁষাঘেঁষি।

লাগে : ● **লাগ** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। ❐ নিমিত্তে।

লাঙ্গল : ● **লাঙ্গ** (**লঙ্গ** হইতে জাত বা **লঙ্গজ**) লালিত যাহাতে; অথবা, **লাঙ্গ** (লালনের রহস্যময় গমন) লালিত যাহাতে; অথবা, খঞ্জের ন্যায় একপ্রকার ধাক্কা খাইতে খাইতে চলে যে; অথবা, যাহা দ্বারা খিলভূমিকে (পতিত জমিকে) **লাঙ্গ** (লালনের রহস্যময় গমন) দ্বারা লালিত-ভূমি বা **লাল**ভূমিতে পরিণত করা হয়; কিংবা, যে দর্শন দ্বারা মনোভূমি চষিয়া 'পাইকারী দক্ষকর্ম্ম'কে সঠিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়। ❐ ভূকর্ষণ-যন্ত্র, হল, সীর; ('খিলভূমি লিখে লাল'-মুকুন্দরাম)।

লাঙ্গুল : ● **লাঙ্গ** (লালনের রহস্যময় গমন) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত যাহাতে; অথবা, মনোভূমি বা বাহ্যভূমি কর্ষণের বা লালনের যে দক্ষজ্ঞান বা বিদ্যা উপাধিতে (ডিগ্রিতে) উত্তীর্ণ হইয়া তদ্রূপ বিদ্যাধরের নামের পশ্চাতে যুক্ত থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) বানরের পশ্চাদ্দেশে যাহা ঝুলিয়া থাকে। ❐ শিক্ষিতের চিহ্ন, উপাধি, ডিগ্রি; (সাদৃশ্যে) পুচ্ছ, লেজ।

লাজ : ● **লা** (গ্রহণের ব্যথাসুখ) জনিত যাহাতে; অথবা, উপতাপ-মাত্র গ্রহণ করিয়া ছিটকাইয়া যায় যে। ❐ লজ্জা, লজ্জা পাওয়া, (সাদৃশ্যে) খই।

লাট : ● **লট** হইতে জাত; অথবা, যাহা ঝুলিয়া নড়িতে থাকে বা লাট খায়; কিংবা, যাহা একত্রে উপর্যুপরি গাদা (স্তূপ) করিয়া রাখা হয়।

লাঠ : ● **লা**-এর (লইবার বা লয় করিবার) টঙ্কারস্থিতি যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা লওয়া যায় বা পিটাইয়া লয় করা যায়।

লাঠা : ● **লাঠ**-এর (পিটাইবার) আধার যে; অথবা, **লাঠ**করণ থাকে যাহাতে।

লাঠালাঠি : ● **লাঠ**করণ থাকে যাহাতে এবং **লাঠ**করণ সক্রিয় যাহাতে। ❐ পরস্পর লাঠি দিয়া মারামারি।

লাঠি : ● **লাঠ**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **লাঠ**করণ (পিটাপিটি) করা হয়। ❐ দণ্ড, লগুড়।

লাঠিয়াল : ● / যে লাঠি দিয়া লড়াই করে। ❐ যাষ্টিক, লেঠেল।

লাথ : ● **লা**-এর (লইবার বা লয় করিবার) তারণস্থিতি যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে

পদ দ্বারা) অগ্রগমন করিয়া লওয়া যায় বা পদাঘাতে লয় করা যায়।

লাথা : ● **লাথ**-এর (... পদাঘাতের) আধার যে; অথবা, **লাথ**করণ (পদাঘাত-করণ) থাকে যাহাতে।

লাথালাথি : ● **লাথ**করণ থাকে যাহাতে এবং **লাথ**করণ সক্রিয় যাহাতে। ❐ পরস্পর পদাঘাত করিয়া মারামারি।

লাথি : ● **লাথ**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **লাথ**করণ (পদাঘাত-করণ) করা হয়। ❐ পদাঘাত।

লাপ : ● **লপ** (মনোভাবের ভাষায় রূপান্তরণ) হইতে জাত; অথবা, মনোভাব ব্যক্তকরণ চলে যাহাতে। ❐ কথন, ভাষণ।

লাবণ্য : ● **লবণ** (ধনসম্পদ-ভোগ বা সুখভোগ) হইতে জাত চাকচিক্য থাকে যাহাতে। ❐ লবণভাব, কান্তি, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য।

লাভ : ● **লভ** (ধনসম্পদাদি প্রাপ্ত হওয়ন) হইতে জাত যাহা। / মূলধন দ্বারা লব্ধ অধিক ধন যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ প্রাপ্তি, উপলব্ধি, বৃদ্ধি, লভ্য।

লাল : ● **লল** (লওয়নেচ্ছা লালনকারী) হইতে জাত যে; অথবা, যাহাকে (যে সন্তানাদিকে বা কৃষিজমিকে) আদর সেবা যত্ন করিয়া **লালন** করা হয়, হইতেছে, বা হইয়াছে; কিংবা, যাহা অত্যধিক **লালন** পাইয়া রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে (... কারণে প্রাপ্ত ধনসম্পদে ফুলিয়া ফাঁপিয়া **লাল** হইয়া গিয়াছে)। (দ্র. **লাবণ্য**)। ❐ প্রিয় বালক, পুত্র, শিশু, কৃষিযোগ্য জমি, সস্নেহে পালন করা, অতিলালিত, রক্তবর্ণ।

লালক : ● **লালন** করে যে। ❐ লালনকারী, লালয়িতা।

লালন : ● **লাল** (লওয়নেচ্ছা লালন করিতে উৎসাহ দেওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সন্তানাদিকে তাহাদের নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে চলিবার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে যেরূপ পালনে এবং কদাপি সংযত করিবার চেষ্টা করা হয় না বরং কঠোরতার মুখোমুখি পড়িতে দেওয়া হয়। ❐ স্নেহপূর্ব্বক পালন।

লালনপালন : ● **লালন** ও **পালন** যাহাতে; অথবা, যাহাতে (**লালন**) ইচ্ছাখুশি চলিতে উৎসাহিত করা এবং (**পালন**) বিপদ হইতে রক্ষাও করা হয়; কিংবা, যাহাতে কঠোরতার মুখোমুখি হইতে দেওয়া হয় এবং অতি-কঠোরের বিপদ হইতে রক্ষাও করা হয়। (স্মর্ত্তব্য যে, সেকালে ছেলেমেয়েদের **লালন-পালন** করা হইত, আধুনিক অ্যাকাডেমি-শিক্ষা ছেলেমেয়েদের **লালন** করে না, কেবল **পালন** করে; ফলে উত্তরপ্রজন্ম ক্ষুদ্র ও নষ্ট মানুষে পরিণত হয়।)

লালসা : ● **লাল**-এর (লওয়নেচ্ছা লালনের) শেষ থাকে যাহাতে; অথবা, লওয়নেচ্ছার অত্যন্ত লালন আসক্তি বা রোগে পরিণত হইয়াছে যাহাতে। ❐ অতি উৎসুক, লোলুপ, মহাভিলাষ, তৃষ্ণাতিরেক, অতিস্পৃহা।

লালা : ● **লাল**-এর (লওয়নেচ্ছা লালনের) আধার যে; অথবা, যে সত্তা (জিহ্বার রস, রাষ্ট্রের পক্ষে করসংগ্রহকারী ব্যক্তি) লওয়নেচ্ছা লালন করে। / যাহা (খাদ্য) পাইতে ইচ্ছা করে। (ব.শ.)। ❐ স্যন্দিনী, লাল বা নাল, পশ্চিমা কায়স্থজাতিবিশেষ বা কায়স্থের উপাধি।

লালায়িত : ● **লালা** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, লওয়নেচ্ছার লালন শোভনতার সীমা অতিক্রম করিয়া তারিত

যাহাতে। ❐ লালাবিশিষ্ট, কাতর, অতিক্লিষ্ট, অতিস্পৃহায় লালাস্রাবযুক্ত, ভোজনার্থ অতিস্পৃহান্বিত।

লালিত : ● যাহাকে **লালন** করা হইয়াছে।

লালিত্য : ● **লালিত** থাকে যাহাতে; অথবা, যথাযথভাবে **লালিত** (হইয়া বড়) হওয়ায় যে সত্তার অবয়ব হইতে **ললিত**ভাব বা **লাবণ্য** প্রকাশিত হইতে থাকে।

লাস : ● **লস** (...নিষ্ফলা ক্রিয়া) হইতে জাত; অথবা, নিষ্ফলা ক্রিয়া বা ক্রিয়ার ভাণ করিয়া সুখদান ও সুখলাভের ইচ্ছা থাকে যাহাতে। ❐ কামচেষ্টা, ভ্রান্তিবি**লাস**, বি**লাস**।

লাহা : ● **লাহ্**-এর (**লহ** হইতে জাত-র) আধার যে; অথবা, **লহ্না** যাহার অস্তিত্বের ও ঐশ্বর্য্যের বাড়বৃদ্ধির কারণ রূপে থাকে। ❐ সুবর্ণবণিকের উপাধি।

লাহিড়ী : ● **লাহ্**-এর (**লহ** হইতে জাত-র) সক্রিয় গড়ান-উড়ান চলে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, **লাহ্**-এর (বা সম্পদ গ্রহণ করার) কনৌজীয় (**কন্যাকুব্জা**য় 'উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ক্রয়-বিক্রয় করা হউক') নীতিকে যাহাদের পূর্ব্ব-সূরীগণ **সমর্থন** করিয়াছিলেন; কিংবা, যাহাদের **পূর্ব্ব**সূরীগণ বৈদিক বিতরণব্যবস্থার (অসুরস্বামিক মেঘের) বদলে পুঁজিবাদী বিতরণব্যবস্থার (ইন্দ্রস্বামিক মেঘের) সমর্থন করিয়াছিলেন। ❐ বারেন্দ্র-শ্রেণী ব্রাহ্মণের **গাঁই** বা উপাধিবিশেষ।

লি : ● **ল** (লেন-দেন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, গ্রহণ-বর্জ্জন, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, বা টানাটানি চলে যাহাতে; কিংবা, 'লে' (গ্রহণ কর) বা 'লি' (গ্রহণ করি) বলা থাকে যাহাতে। ❐ স্বীকার করা, গ্রহণ করা, লওয়া, দেওয়া।

লিক : ● **লি** (আকর্ষণ করিয়া বা টানিয়া লইয়া যাওয়া) কৃত যাহাতে; অথবা, ভূমির উপর দিয়া গরুগাড়ী টানিয়া লইয়া যাইবার ফলে সম্পাদিত 'সুদীর্ঘ সমান্তরাল দুইটি ধূলিময় স্থূল রেখাচিহ্ন' (বা **লিক**) থাকে যাহাতে। ❐ **মৃচ্ছকটিক**।

লিকলিক : ● **লিক**-এর (টানিয়া লইয়া যাওয়ার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছে (বলিয়া যাহা দীর্ঘ ও অদৃঢ় হইয়া গিয়াছে)। / যাহা লিকলিক করে। (ব.শ.)। ❐ লম্বা সরু দ্রব্যের লোলভাব, দীর্ঘকায় রোগা (লোক)।

লিখ : ● **লি**-এর (টানিয়া-ঠেলিয়া লইয়া যাওয়ার) করণস্থিতি যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা পটাদির (কাগজ, কাপড়, পাথর, দেয়াল প্রভৃতির) উপর কোনো কিছু টানাটানি করিয়া (কর্ষিত করিয়া) লইয়া যাওয়ার বিশেষ প্রকার করণ (দাগ রূপে) স্থিত থাকে। ❐ অক্ষর-বিন্যাস, লেখন, চিত্রীকরণ, কোনো বিষয় লিপিবদ্ধ করা, লেখা, **অঙ্কিত** করা ...।

লিখন : ● **লিখ** (টানিয়া-ঠেলিয়া বিশেষ প্রকার রেখাঙ্কন করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **লিখ**করণ চলিতে থাকে। ❐ রেখাঙ্কন, কর্ষণ, চিত্রীকরণ, অঙ্কন ...।

লিঙ্গ : ● **লি**-র (টানাটানির) রহস্যময় গমন যাহাতে; অথবা, প্রযুক্তি ধারণ ও বহন করে যে; অথবা, আবিষ্কৃত জ্ঞানের যে প্রায়োগিক রূপকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালান হয়; কিংবা, আবিষ্কারক উদ্ভাবকের আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত জ্ঞানের প্রায়োগিক রূপ (প্রযুক্তিজ্ঞান) থাকে যাহাতে; অথবা, পৌরাণিক ভাষায়, শিবের দ্যোতক মূর্ত্তিরূপে যাহা **বিশ্ব**সৃষ্টি করিয়া থাকে; কিংবা, যে জ্ঞান কর্ম্মযজ্ঞে লীন হইবার জন্য

('পার্টিসিপেট' করিবার জন্য) গমন করে; অথবা, তজ্জনিত অভিজ্ঞতা হইতে যে নব নব জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকে; কিংবা, একালের ভাষায়, কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীগণ যাহাকে 'পার্টিসিপেটার' নামে চিহ্নিত করিতে পারিয়াছেন; অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দ্বারা নারীগর্ভে বীর্য্য নিষেক করিয়া সন্তান উৎপাদন করা হয়; কিংবা, **পাদোদক-মূঢ়তার** কারণে যাহার প্রকৃত অর্থ (প্রযুক্তি) সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তাহার সাদৃশ্য অর্থটি (শিশ্নটি) লইয়াই আধুনিক শিক্ষিতেরা গ্লানিগ্রস্ত থাকে। (দ্র. **বাঁড়া**)। / যাহার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত জ্ঞানের প্রায়োগিক রূপ, উদ্ভাবিত তত্ত্বের প্রায়োগিক রূপ, প্রযুক্তিজ্ঞান, প্রযুক্তি; (পৌরাণিক ভাষায়) শিবের দ্যোতক মূর্ত্তি; (সাদৃশ্যে) পুরুষের শিশ্ন, বাঁড়া। * *

লিঙ্গানুশাসন : ● **লিঙ্গ**-এর (প্রযুক্তির) অনুশাসন থাকে যাহাতে; অথবা, আমাদের ভাষার ক্রিয়াকারী (বিশেষ্য) শব্দেরা যে সত্তাদিগকে চিহ্নিত করে তাহারা জগতে কে কীভাবে প্রযুক্ত হয় বা গমন করে (চলে) তাহার নিরীখে তাহাদিগকে (পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ, প্রধানত এই) তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয় যে অনুশাসনে। ⊓ লিঙ্গ নির্ণয়বিধি।

লিঙ্গায়ৎ : ● **লিঙ্গ**-এর (প্রযুক্তিজ্ঞানের) আয়করণ তারিত যাহাতে; অথবা, যাঁহারা প্রযুক্তিজ্ঞান অধ্যয়ন ও চর্চা করিয়া থাকেন; অথবা, সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের নিমিত্ত 'অর্জ্জিত তত্ত্বজাত প্রযুক্তিজ্ঞানের' (শিবলিঙ্গের) উপাসনা করিতেন যে সম্প্রদায়ের মানুষেরা; কিংবা, অতীতবিস্মৃতি ও ভাষা-সংকটের কারণে যাঁহাদের প্রায় সমগ্র উত্তরাধিকারই অর্থহীন নিষ্ফলা 'শিশ্নপূজা'র অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আছে; পরিবর্ত্তে, তাঁহাদের 'প্রযুক্তিজ্ঞানের আয়করণ' এর সমগ্র কর্ম্মকাণ্ড হস্তগত করিয়া একালের আইআইটি আইটিআই প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক প্রমুখ আধুনিক **লিঙ্গায়ৎ**গণ বর্ত্তমানে তাহার অধ্যয়ন ও চর্চাদি করিয়া থাকেন। ❐ একালের **লিঙ্গায়ৎ** : আই আই টি (Indian Institute of Technology) প্রভৃতি প্রযুক্তিজ্ঞানের চর্চাকেন্দ্র ও তাহার চর্চাকারী ছাত্রশিক্ষকগণ। সেকালের **লিঙ্গায়ৎ** : শিবলিঙ্গের উপাসক শৈব সম্প্রদায়।

লিঙ্গার্চ্চন : ● শিব**লিঙ্গ**-এর (তত্ত্বপ্রযুক্তির) অর্চ্চনা (পুনরাবৃত্তিমূলক চয়ন) করা হয় যাহাতে; অথবা, আবিষ্কারকদিগের আবিষ্কৃত তত্ত্বকে যে প্রযুক্তির দ্বারা কার্য্যে রূপায়িত করা হয় তাহার পুনরাবৃত্তিমূলক চয়ন করা হয় যাহাতে; কিংবা, সবাইকে জানানোর জন্য সেকালে (যখন 'শিব', 'লিঙ্গ', 'অর্চ্চনা' প্রভৃতির অর্থ সবাই জানিত বুঝিত সেই কালে) যে অর্থপূর্ণ প্রতীকী রীতিতে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা স্থান কাল পাত্রভেদে নানাভাবে অনুষ্ঠিত হইত; অথবা, যাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রায়োগিক রূপের চর্চার (শিবলিঙ্গের অর্চ্চনার) যে গভীর উপলব্ধি সেকালের ভারতবাসীকে শিবলিঙ্গে জলঢালা-দুধঢালার প্রতীকী আচরণে অনূদিত করিয়া লইতে প্ররোচিত করিয়াছিল; কিংবা, (সাদৃশ্যে) প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হইয়া খানিকটা শিশ্নপূজা অর্থে আজও শিবলিঙ্গের পূজা করা হয় যাহাতে। ❐ শিবলিঙ্গপূজা।

লিঙ্গী : ● **লিঙ্গ**-এর (প্রযুক্তির) সক্রিয় আধার

যে; অথবা, যে যেরূপ **প্রযুক্তিকে** পেশা রূপে গ্রহণ করিয়াছে তদ্রূপ **প্রযুক্তিবিদ** বা পেশাদার (**লিঙ্গী**) যে; অথবা, বিশেষ প্রযুক্তিজ্ঞান (চাষ করা, হাঁড়ি বানান হইতে পরমাণু বোমা মারা অবধি যে কোনো প্রকারের প্রযুক্তিজ্ঞান) আছে যাহার; কিংবা, তাহার জ্ঞাত বিশেষ প্রযুক্তি সক্রিয় করিতে বা কার্যে রূপায়িত করিতে পারে যে; অথবা, যে যার নিজ নিজ প্রযুক্তিজ্ঞান অনুসারে যেরূপ পোষাক, চিহ্নাদি পরিধান করে। ◻ বিশেষ বিশেষ পেশার পেশাদার, পেশানুসারে পোষাক পরিহিত; (সেকালের ভাষায়) লিঙ্গবান, চিহ্নবান, লক্ষণবিশিষ্ট, কপটচিহ্নবান, ভেকধারী, লিঙ্গদেহবান, সূক্ষ্মশরীরী, ব্রতী।

লিপ : ● **লি** (টানা-ঠেলা করা) পালিত যাহাতে; অথবা, কাহারও গায়ে পড়া বা পড়িয়া লেপটে যাওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা কোনো সত্তার উপর হাত টানাটানি করিয়া মসী ইত্যাদি মাখাইয়া দেওয়া হয়। ◻ লেপন করা, লেপা, মাখান।

লিপি : ● **লিপ** (কালি লেপন করা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, মসী প্রভৃতি সুচারুরূপে লেপন করিয়া অক্ষরবিন্যাস করা হয় যাহাতে। / লিখিতাক্ষরের আকৃতি যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ লেপন, অক্ষরবিন্যাস, লেখনবিদ্যা।

লিপ্ত : ● **লিপ** (লেপন করা) তারিত যাহাতে; অথবা, কোনো কিছুতে মাখামাখি হইয়া যাওয়া বা জড়াইয়া যাওয়া হয় যাহাতে। ◻ কৃতলেপন, ম্রক্ষিত, বিষদিগ্ধ, ভক্ষিত।

লিপ্সা : ● **লিপ**-এর (**লিপকরণের**) ইচ্ছা যাহাতে। ◻ লাভেচ্ছা, ঈপ্সা।

লী : ● **ল**-এর (লেনদেন-করণের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে লেনকরণ বা দেনকরণ করে। ◻ লীনভাব, পরস্পর মিলন, গতি, সংযোগ, প্রাপ্তি।

লীন : ● **লী** (লেনদেন-করা) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহা লেনকৃত বা দেনকৃত হইয়া গ্রাহকের নিকট গিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। ◻ শ্লিষ্ট, লয়প্রাপ্ত, তিরোভূত, অভিনিবিষ্ট।

লীলা : ● **লী** (লেনদেন-করা) লালিত-লয়প্রাপ্ত হয় যে আধারে; অথবা, যাহা করিলে লেনদেন করা লালিত ও লয়প্রাপ্ত করা হইয়া যায়; অথবা, যাহাতে **লী** (দান-গ্রহণ) ও **লা** (লয়ন-লালন) যুগপৎ চলিতে থাকে। / লীনভাব গ্রহণ করে যে। (ব.শ.)। ◻ ক্রীড়া, কেলি, বিলাস, দেবতার খেলা, দেবতার অবতাররূপে ক্রীড়াচ্ছলে অনুষ্ঠান।

লীলাখেলা : ● **লীলা**স্বরূপ খেলা যাহাতে। ◻ ক্রীড়ামাত্র (দেবতার বেলায় লীলাখেলা, দোষ কেবল মানুষের বেলা।)

লীলাবতার : ● যিনি **লীলা** করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ◻ লীলার্থ বিষ্ণুর মীনাদিরূপে মূর্ত্তিগ্রহণ।

লীলাবাপী : ● **লীলা** করা হয় যে বাপীতে। ◻ জলক্রীড়া বাপী (swimming pool)।

লীলায়িত : ● **লীলা**করণ সক্রিয়ভাবে গত যাহাতে। ◻ লীলাকরণ, খেলা, বিলসিত, লীলাযুক্ত, সখেল।

লু : ● **ল** (লালন-লয়ন) নবরূপে (অলালন, অলয়ন, অতিলালন, কাড়িয়া লয়ন ... ইত্যাদিতে) উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে লালন বা লয়ন, দান বা গ্রহণ ইত্যাদি করে না, দেখে, নাড়ানাড়ি করে, এলোমেলো করে, কাড়িয়া লয় বা বা অন্য কিছু করে।

লুক : ● **লু** ('দেখ' 'দেখ' বলে বা) করে যে; অথবা, লুকায় বা ('খোঁজ' বলিয়া)

আত্মগোপন করে যে; কিংবা, অনুসন্ধানী দৃষ্টি থাকে যাহাতে।

লুকলুকানি : ● **লুক**-এর পুনরাবৃত্তি বা **লুকলুক** চলমান ও সক্রিয় থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে কেহ লুকায় (আত্মগোপন করে) এবং কেহ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। ◘ লুকালুকিসম্বন্ধী শিশুদিগের খেলাবিশেষ, লুকাচুরি খেলা।

লুকা : ● **লুক**-এর আধার যে; অথবা, **লুক**করণ থাকে যাহাতে। ◘ লুক্কায়িত, গুপ্ত, নিলীন হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অপ্রকটিত হওয়া, চাপিয়া রাখা, গোপন করা।

লুকিবিদ্যা : ● **লুক** (আত্মগোপন) সক্রিয় করিবার বিদ্যা থাকে যাহাতে। / নিজ দেহ লুকাইবার বিদ্যা যাহাতে। (ব.শ.)। ◘ অণিমাসিদ্ধি। (এই বিদ্যায় সিদ্ধ ব্যক্তি সম্মুখে থাকিলেও কেহ দেখিতে পায় না।)

লুক্কায়িত : ● যে আপনাকে গোপন করিয়া আছে বা নিজেকে লুকাইয়াছে। ◘ অন্তর্হিত, নিলীন।

লুচি : ● **লু**-এর (অতিলালিতের) চয়ন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ঘিয়ের **ময়ান** দিয়া অত্যন্ত করিয়া থাসিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের **লেচি** দিয়া যাহা ঘিয়ে ভাজিয়া প্রস্তুত করা হয়। ◘ ময়দা হইতে প্রস্তুত ঘিয়ে ভাজা মচমচে খাদ্যবিশেষ।

লুট : ● **লু** (অলালন-অলয়ন) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে অলালিত হয় কিন্তু তাই বলিয়া লয়প্রাপ্ত হয় না; কিংবা, যে সত্তা লালন হইতে ধূলিতে পতিত হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে না, গড়াইয়া ধূলিধূসরিত হইতে থাকে। ◘ লোটা, ধূলায় লোটা।

লুটান : ● **লুট** (অলালন-অলয়নের টঙ্কার) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **লুট**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ◘ গড়াগড়ি দেওয়ান।

লুটাপুটি (লুটোপুটি) : ● **লুট**-এর (অলালন-অলয়নের) আধার (সার্ব্বিক আধার) যাহাতে এবং **পুট** (অপালনের টঙ্কার) সক্রিয় যাহাতে। ◘ গড়াগড়ি।

লুঠ : ● **লু**-এর (কাড়িয়া লওয়নের) টঙ্কার-স্থিতি যাহাতে। ◘ বলপূর্ব্বক ধনাদি-গ্রহণ, লুণ্ঠন, ডাকাতি।

লুঠতরাজ : ● **লুঠত**-এর (কাড়িয়া লওয়ন তারিত হওয়ার) রাজত্ব চলে যাহাতে (যে সমাজে)। ◘ বলপূর্ব্বক ধনাদি গ্রহণ, লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি।

লুঠপাট : ● **লুঠ** এর (কাড়িয়া লওয়নের) **পাট** (দ্র. **পাট**[৪]) চলে যাহাতে। ◘ লুণ্ঠন ও আক্রমণ, দস্যুবৃত্তি ও মারপিট।

লুঠেরা : ● **লুঠ** (কাড়িয়া লওয়নের টঙ্কার-স্থিতি) দিশাগ্রস্তভাবে রহে যে আধারে; অথবা, যে বা যাহারা **লুঠ**করণ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ◘ লুণ্ঠনকারী, দস্যু, ডাকাত।

লুণ্ঠন : ● **লুণ্ঠ** (কাড়িয়া লওয়নের রহস্যময় টঙ্কারস্থিতি) অনকৃত বা চলমান যাহাতে। ◘ চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি।

লুপ্ত : ● **লুপ** (**লু**-এর বা অলালিতের পালন) তারিত যাহাতে; অথবা, অলালনকে বা নষ্ট হইতে থাকাকে তদ্রূপে চলিতে দেওয়া বা পালন করা তারিত যাহাতে; কিংবা, যে নষ্ট হইতেছে তাহাকে সেইভাবে যাতে নষ্ট হইতে থাকে সেদিকে কৃপাদৃষ্টি রাখার ফল ফলে যাহাতে। ◘ অপগত, লোপপ্রাপ্ত, নষ্ট।

লুল : ● **লু** (অলালন) লালিত যাহাতে। ◘ লোল, লোল করা, ঝুলিয়া পড়া, শিথিল হইতে দেওয়া, শিথিলাঙ্গ হওয়া, সঞ্চলিত

করা, বিমর্দ্দিত বা আন্দোলিত করা।

লুলাপ : ● **লুল**-এর (অলালন-লালিতের) আধারকে পালন করে যে; অথবা, প্রাচীন যৌথ-সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা শিথিল অংশ অবধি সমগ্র সমাজকে পালন করিতেন যৌথ মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের যে পুরুষেরা। ⊓ **মহিষ**।

লুলাপকান্তা : ● **লুলাপ**-এর **কান্তা** যে; অথবা, প্রাচীন যৌথ মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কর্ত্রী যে। ⊓ **মহিষী**।

লূ : ● **লু**-এর (অলালিত প্রভৃতির) আধার যে; অথবা, লূ-করণ যাহাতে। ⊓ ছেদন।

লূতা : ● **লূ** (অলালিতকারী) তারিত হয় যে আধারে; অথবা, যে ছেদন করে বা কামড়ায়। / যে তন্তুজাল করিয়া ছেদন করে। (ব.শ.)। ⊓ মাকড়সা, পিপীলিকা।

লে : ● **ল** (লওয়ন) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, লওয়া চলিতে থাকে যাহাতে। ⊓ প্রেম, প্রণয়, গ্রহণ করা, নীত করা, লইতে থাকা, গ্রহণ কর।

লেখ : ● **লিখ** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। ⊓ চিত্রীকরণ, অঙ্কন, লেখ্য, পত্র।

লেখক : ● **লেখ**করণ করে যে; অথবা, দলিল ইত্যাদি লেখে যে; কিংবা, (একালের ব্যবহারে) গল্প কবিতাদি লেখে যে। ⊓ লিপিকর, কেরানী, লেখাকারক, দলিললেখক।

লেখনী : ● **লেখ** (লিখালিখি) অন (চলমান) যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা লিখালিখি করা যায়। / যাহা দ্বারা লেখন সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ⊓ কলম।

লেখা : ● **লেখ**করণের আধার যে। ⊓ বর্ণন্যাস, চিত্রীকরণ, অঙ্কন।

লেখাযোখা : ● **লেখা** (লেখকরণ করা) ও **যোখা** (**যক্ষ**করণ বা ভাণ্ডারভুক্ত করা) হয় যাহাতে; অথবা, লিখিয়া গুদামজাত করা হয় যাহাতে। (দ্র. **মাপাযোখা**)।

লেঙ্গট : ● **লেঙ্গ**-এর (দিশাগ্রস্তভাবে আবৃত **লিঙ্গ**-এর) টঙ্কার যাহাতে; অথবা, যে ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড দ্বারা যোগীর লিঙ্গকে আবৃত করিয়া রাখা হয়। ⊓ কৌপীন।

লেঙ্গটা : ● **লেঙ্গট**-এর আধার যে; অথবা, **লেঙ্গট** পরিধান করে যে (যে উলঙ্গ যোগী)। ⊓ উলঙ্গ।

লেঙ্গটি : ● **লেঙ্গট** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, উলঙ্গ যোগীর দেহে যে **লেঙ্গট** পরিহিত থাকে। ⊓ কৌপীন।

লেচি : ● **লে**-র (দিশাগ্রস্ত লালিতের) চয়ন সক্রিয় যাহাতে। ⊓ লুচি বেলার নিমিত্ত ময়দার ক্ষুদ্র পিণ্ড।

লেজ : ● **লে**-র (দিশাগ্রস্তভাবে লওয়ার) **জনন থাকে যাহাতে; অথবা, যে উপাধির কারণে নিয়মিত জীবিকা জনিত হইয়া থাকে। দ্র. লাঙ্গুল**। ⊓ **পুচ্ছ, লাঙ্গুল**। •

লেজুড় : ● **লেজ-এর উড়ান থাকে যাহাতে;** অথবা, যাহা লেজের সহিত জুড়িয়া থাকে। ⊓ চামচা, সাগরেদ, লেজের মত জুড়িয়া দেওয়া রসি ইত্যাদি, (উপহাসে) উপাধি।

লেনদেন : ● **লে** (দিশাগ্রস্ত লওয়া) অন (চলমান) যাহাতে এবং **দে** (দিশাগ্রস্ত দেওয়া) অন (চলমান) যাহাতে। ⊓ লওয়া-দেওয়া।

লেপ : ● **লে** (দিশাগ্রস্ত লালনকে) পালন করে যে; অথবা, দেয়াল প্রভৃতিতে মলম লাগানর ন্যায় কোনো কিছু মাখাইয়া (লিপিয়া বা চাপাইয়া) দেওয়া হয় যাহাতে। ⊓ অভ্যঞ্জন, ম্রক্ষণ, মলম লাগান, গোবর লেপা।

লেলিয়ে-দেওয়া : ● দিশাগ্রস্তভাবে লালিত করা হয় যাহাতে; অথবা, লওয়নেচ্ছাকৃত

বিষয় বা বস্তুকে লইয়া আসার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় যাহাতে। □ পশ্চাদ্ধাবন করিতে উৎসাহ দেওয়া।

লেলিহান : ● **লেলিহ্** (দিশাগ্রস্তভাবে লওয়ন করিয়া লিহন করা বা চাটা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা লোভাতুর হইয়া অতিশয় চাটিয়া লইতেছে। □ অতিশয় বা পুনঃপুনঃ লেহনকারক।

লো : ● **ল**-এর (অবলালিত হইতে অতিলালিত অবধি সর্ব্বপ্রকার লালনাদির) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, আপন মনের সার্ব্বিক বাহক যে; কিংবা, যে সত্তা বিন্দু হইতে সিন্ধু অবধি কিছু না কিছু বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। □ মনোবাহক, বাহকমাত্র।

-লো : ● (মানুষ মনপ্রধান প্রাণী, প্রাচীন পূর্ব্বসূরীগণ তা জানতেন। অন্যেরা সেই উত্তরাধিকার অনেকখানি বিস্মৃত হইলেও গ্রামবাংলার মানবীগণ আজও সেই উত্তরাধিকার বহন করেন। তাঁরা অন্যদের সম্বোধন করেন —) ও-**লো**, অর্থাৎ, 'হে মনিনী বা মনোবহনকারিণী!' □ ও**লো**, হ্যাঁ**লো**, কী**লো**, হ্যা**লো** (hallo)।

লোক : ● **লুক**-এর (অনুসন্ধানী দৃষ্টির) সার্ব্বিক আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহার (যে ভুবনের) সমগ্র এলাকা দেখিতে পাওয়া যায়; অথবা, যে মানসিক ও বাহ্যিক চক্ষুষ্মান (বড়মানুষ) সবকিছুর ভিতরে **লোকন** করিতে পারেন; কিংবা, যাহার (যে মানুষের) ভিতরে অনায়াসে **লোকন** করা যায় (এতই স্বচ্ছ)। □ ভুবনসামান্য, পৃথিবী, বড়**লোক**, মহর্ষি, জন, মনুষ্য, ত্রিলোক, সপ্তলোক, স্থাবরলোক, জঙ্গমলোক ..., **লোক** = sphere, যথা financial sphere, political sphere ... ইত্যাদি।

লোকচক্ষু : □ জনসাধারণের দৃষ্টি।

লোকচেষ্টাময় : □ লৌকিককর্ম্মপ্রচুর, নানাসাংসারিক কর্ম্মবিশিষ্ট।

লোকধর্ম্ম : □ লোকানুষ্ঠিতধর্ম্ম।

লোকন : ● **লোক** (সার্ব্বিক অনুসন্ধানী দৃষ্টি) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **লোক**করণ (সার্ব্বিক অনুসন্ধানী দৃষ্টি দ্বারা দর্শন) চলে যাহাতে।

লোকযাত্রা : □ লোকব্যবহার, লোকাচার, লোকচরিত।

লোকলজ্জা : □ কুকর্ম্ম হেতু লোকনিন্দাজন্য লজ্জা।

লোকায়ত : ● / যাহা লোকে আয়ত; অথবা, যাহা অনায়াসসিদ্ধি হেতু লোকে বিস্তীর্ণ। (ব.শ.)। □ চার্ব্বাকশাস্ত্রানুসারী, চার্ব্বাকশিষ্য, নাস্তিক, চার্ব্বাকমতসিদ্ধ ধর্ম্ম।

লোকারণ্য : ● **লোক**জনের **অরণ্য** (**অরণ** বা 'অবিদ্যমান যুদ্ধ' থাকে যাহাতে); অথবা, হাটবাজারে সমবেত মানুষেরা যাহা করেন। (দ্র. **মল্লযুদ্ধ**)। / লোকের অরণ্যতুল্য। (ব.শ.)। □ জনারণ্য, ভিড়।

লোচন : ● **লোচ** (অতিলালিতের সার্ব্বিক আধার চয়ন করা) অন (চলমান) যাহাতে (**লুচ**, **লুচি**); অথবা, যাহা দ্বারা মনোলোকের স্মৃতিসৌধে রক্ষিত জাগতিক সত্তাসমূহের প্রতিচ্ছবির ভাণ্ডার (**অক্ষি** প্রেরণ করিয়া **চক্ষু**র সাহায্যে চাখিয়া **দেখিয়া** বা **দর্শন** করিয়া অর্থাৎ ছবি তুলিয়া **নেত্র** দ্বারা সেই ছবি **আনয়ন** করিয়া প্রত্যেক মানুষ তাহার মনোলোকে যে ভাণ্ডার গড়িয়া তোলে, তাহা) হইতে প্রয়োজনীয় বস্তুটির ছবিকে (**আলোচনা**র জন্য) খুঁজিয়া আনে;

কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বাহ্য চোখের সাহায্যে দেখা যায়। / যাহা দ্বারা দর্শন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◘ মনশ্চক্ষুঃ, দীপক, প্রকাশক; (সাদৃশ্যে) বাহ্যচক্ষুঃ, চোখ।

লোটন : ● **লোট** (অলালিতের সার্ব্বিক আধারের টঙ্কার) অন (চলমান) যাহাতে (**লুট**); অথবা, যথেষ্ট যত্ন না করায় ঝুলিয়া নীচে পড়িয়া ধূলিতে গড়াগড়ি দেয় যে। ◘ বিচেষ্টন, গড়াগড়ি দেওয়া, পৃষ্ঠে দোলায়মান বেণী, একজাতীয় পায়রা।

লোটা : ● **লোট**-এর (**লোট**করণের) আধার যে। / যাহা লোটে বা ঝোলে; অথবা, যাহা গড়ায়। (ব.শ.)। ◘ দোলায়মান, ঝোলা, গড়াগড়ি দেওয়া, ধূলায় গড়ান।

লোপ : ● **লো** (**লু**-এর বা অলালিতের সার্ব্বিক আধার) পালিত যাহাতে; অথবা, নষ্ট হইতে দেওয়াকে তদ্রূপে পালন করে যে; অর্থাৎ, নষ্ট হওয়ন বা **লুপ্ত**-হওয়ন চলে যাহাতে। ◘ ছেদন, উচ্ছেদন, বিনাশ ...।

লোপাট : ● **লোপ**-এর আধার টঙ্কারিত যাহাতে। ◘ লুপ্ত, অপহৃত, নিঃশেষ, নষ্ট।

লোপামুদ্রা : ● **লোপ**কৃত মুদ্রা যাহাতে; অথবা, যে প্রকৃতিসত্তার বহুকাল ক্রমাগত **মুদ্রা** (সুনির্দ্দিষ্ট আচার আচরণ অঙ্গভঙ্গি ... প্রভৃতি) দোষ (মুদ্রাদোষ) রূপে প্রতীয়মান হওয়ায় সেগুলি লোপ করা হইয়াছে; কিংবা, যে প্রজাগণ তাঁহাদের বহুকাল ক্রমাগত উৎপাদন-বণ্টন পদ্ধতি লোপ করিয়া নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। / যিনি নারীদের রূপাভিমান লোপ করেন এবং স্রষ্টার সৃষ্টিকে মুদ্রিত (চিহ্নিত) করেন। (পৌ.অ.)। ◘ অগস্ত্যের স্ত্রী। ❋

লোভ : ● **লো**-র (লওয়নকারীর সার্ব্বিক আধারের) ভরণ-ভক্ষণ যাহাতে; অথবা, লইয়া আত্মভরণেচ্ছা থাকে যাহাতে। / পরদ্রব্য গ্রহণের অভিলাষ থাকে যাহাতে। (ব.শ.)। ◘ লিপ্সা, তৃষ্ণা, ভোগেচ্ছা, স্পৃহা।

লোভন : ● **লোভ** (লইয়া আত্মভরণেচ্ছা) অন থাকে যাহাতে; অথবা, **লোভ**করণ চলে যাহাতে। ◘ লোভজনন, তৃষ্ণা-উৎপাদন।

লোভী : ● **লোভ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **লোভ** করে যে। ◘ লোভকারী, লোভশীল, লোভযুক্ত।

লোম : ● **লো** (লইবার অধিকার) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, উৎপাদিতের উপর মালিকানা থাকে যাহাতে। ◘ (সাদৃশ্যে) তনুরুহ, রোম।

লোমপাদ : ● **লোম** (মালিকানা) পাদে যাহার; অথবা, যে সমাজের উৎপাদকেরাই উৎপন্নের অধিকারী। ◘ অঙ্গদেশের রাজবিশেষ। ❋

লোমহর্ষণ : দ্র. **রোমহর্ষণ**।

লোল : ● **লো** (অতিলালিতের সার্ব্বিক আধার) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা (লইবার ইচ্ছায়) অস্থির বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ◘ চপল, চঞ্চল, অস্থির, লালস, আসক্ত, লম্বিত, নত, সঞ্চলিত হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝোলা।

লোলুপ : ● **লোল** (লইতে লালায়িত) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া পালিত হয় যাহাতে; অথবা, লইবার বাসনা লালসায় উত্তীর্ণ হইয়া পালিত হয় যাহার মনে। ◘ গৃধ্নু, লুব্ধ, অভিলাষুক।

লোহ : ● **লো** (লইতে উদ্যত) হয় যে; অথবা, উদ্যোগ গ্রহণ করে যে; কিংবা, প্রাণপ্রাচুর্য্যে লজ্জায় বা ক্রোধে লাল হইয়া

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◘ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যায় যে। ◻ লোহযুক্ত, রক্তবর্ণ, লোহিত।

লোহা : ● **লোহ**-এর (উদ্যোগের) আধার যে; অথবা, ক্রোধে বা তাপে লাল হইয়া যায় যে। ◻ লৌহ।

লোহার : ● **লোহা** (লৌহ) আবর্ত্তমান রা রহে যাহাতে। ◻ লৌহের কর্ম্মকারক সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ।

লোহিত : ● **লোহ** (উদ্যোগ) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, প্রাণপ্রাচুর্য্যের কারণে যে সত্তা রক্তবর্ণ দেখায়। ◻ রক্তবর্ণযুক্ত, শোণ, লাল। দ্র. **রোহিত**।

লৌকিক : ● **লোক** হইতে জাতকে সক্রিয় করে যে। ◻ লোকসম্বন্ধী, লোকে বিদিত, আচারপ্রাপ্ত, লোকব্যবহারসিদ্ধ।

লৌহ : ● **লোহ**-এর (উদ্যোগের) আশ্রয় যাহাতে; অথবা, যাহা বিকারগ্রস্ত হইলে শক্ত ধাতুতে পরিণত হয়। ◻ লোহবিকার, আয়স, লৌহনির্ম্মিত।

লৌহিত্য : ● **লৌহ** (উদ্যোগের বা নব নব জ্ঞানমূলক সৃষ্টি) সক্রিয়ভাবে তারিত হইয়া (প্রবাহিত) থাকে যাহাতে। ◻ লোহিত নদ, ব্রহ্মপুত্র।

শ

শ : ● আপাতপূর্ণ শক্তির যোজন বা প্রয়োগ করে যে বা শক্তির সার্ব্বিক বিচ্ছুরণ করে যে; অথবা, যতখানি মানসিক বা দৈহিক যেরূপ শক্তি চাই ততখানি ও সেরূপ শক্তি প্রয়োগ করে যে; কিংবা, আপাতপূর্ণ জ্ঞানশক্তির, করণশক্তির, মননশক্তির, গণনশক্তির ... বা ঐপ্রকার কোনো শক্তির প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করে যে; কিংবা, শক্তি দান করে যে। ◻ আপাতপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় শক্তির যোজন বা প্রয়োগকরণ, তদ্রূপ শক্তিপ্রয়োগকারী, শক্তিদাতা, শক্তিমান। *

শংস : ● **শং**-এর (শক্তিমানের রহস্যরূপের) স্বীকৃতি বা কথনটুকু যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা শক্তির-অধিকারী বিষয়ে রহস্যময় বাচন বা স্তুতি করা হয়; কিংবা, মিথ্যা স্তুতি দ্বারা (ফুলাইয়া) ক্ষতি করা হয় যাহাতে। ◻ স্তুতি, প্রশংসা, কথন, হিংসা।

শংসন : ● **শংস** (স্তুতি করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **শংস**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ◻ স্তুতি, কথন।

শংসা : ● **শংস**-এর (স্তুতির) আধার যে; অথবা, **শংস**করণ থাকে যাহাতে। ◻ স্তুতি, প্রশংসা।

শক : ● **শ** (প্রয়োজনীয় শক্তি যোজন বা প্রয়োগ) করে বা করিতে পারে যে; অথবা, কোনো কিছু করার জন্য যে পরিমাণ (মানসিক, দৈহিক প্রভৃতি) শক্তির প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে যে; কিংবা, — পারে যে; অথবা, ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসারে, বশিষ্ঠ-পরিচালিত সম্প্রদায় বা **কামধেনু** (রামায়ণ মতে শবলা, মহাভারত মতে নন্দিনী) হইতে নির্গত যে মানুষেরা (আক্রমণকারীকে মারিয়া বিতাড়ন করিতে) পারিয়াছিল; কিংবা, (মনুসংহিতা মতে) পরবর্ত্তীকালে যে ক্ষত্রিয়দিগের (**শক**দিগের) ক্রিয়াদি লোপ করিয়া তাহাদিগকে 'শূদ্র' ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; অথবা, (হরিবংশপুরাণ মতে) সগররাজা যে ক্ষত্রিয়দিগকে (**শক**দিগকে) পরাজিত করিয়া অর্দ্ধমুণ্ডিত-মস্তক করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিংবা, পরবর্ত্তীকালে

যাহারা (যে **শকেরা**) কনিষ্কের নেতৃত্বে বেদবাদীগণের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন; অথবা, যাঁহাদের শ্রেষ্ঠ নৃপতি শালিবাহনের মৃত্যুদিন হইতে 'শকাব্দ' গণনার সূচনা হইয়াছিল। ▫ সমর্থ হওয়া, পারা; জাতিবিশেষ, শকজাতি। *

শকট : ● **শক** (...করিতে পারা) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, বহন করিতে পারার বা সামর্থ্যের টঙ্কার থাকে যাহাতে। / যাহা বহন করিতে সমর্থ। (ব.শ.)। ▫ যান, গাড়ী।

শকল : ● **শক** (... পারা) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা বাহ্যিক আঘাত সহন করিতে পারে। / ঘাত সহনে সমর্থ যে। (ব.শ.)। ▫ ত্বক, বল্কল, মৎস্যত্বক, ডিমের খোলা।

শকাদিত্য : ● **শক**দিগের (**শক**জাতির) আদিত্য যিনি। ▫ শকশ্রেষ্ঠ, শালিবাহনরাজ।

শকান্তক : ● যিনি **শক**দিগের অন্ত করিয়াছিলেন। ▫ শকনাশক, বিক্রমাদিত্য।

শকাব্দ : ● **শক**রাজ শালিবাহনের মৃত্যুদিন হইতে যে অব্দ-গণনার সূচনা হইয়াছিল। ▫ শকরাজ শালিবাহন-প্রচলিত বর্ষগণনাভেদ।

শকুন : ● **শক** (... পারা, শক্য হওয়া) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অনকৃত থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা যতদূর প্রয়োজন ততদূর যাইতে বা দেখিতে পারে; কিংবা, কোন কোন বস্তু উৎপাদন করিয়া কোন হাটে কীভাবে পাঠাইলে কী কী ঘটিতে পারে তাহার কারণ, নিমিত্ত, চিহ্নাদি দেখিতে পায় যে। /দূর গমনে সমর্থ যে; অথবা, দূর দর্শনে সমর্থ যে। (ব.শ.)। ▫ দূরদ্রষ্টা, পণ্যের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা; (সাদৃশ্যে) পক্ষী, গৃধ্র, শুভাশুভফলসূচক পক্ষিপ্রভৃতি, শুভলক্ষণ।

শকুনজ্ঞ : ● **শকুন** (... দূর বা ভবিষ্যৎ) বিষয়ে জানেন যিনি; অথবা, শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কী করা যাইবে না যাইবে সে বিষয়ে জানেন যিনি। ▫ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, কাকচরিত্র, নিমিত্তজ্ঞ, চিহ্নজ্ঞ।

শকুনি : ● **শকুন** (... পণ্যের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, উদ্বৃত্ত উৎপন্নকে বা পণ্যকে এপাশ হইতে ওপাশ করিবার বা বিক্রিবাটা করিবার (পাশা খেলিবার, **অক্ষ**-ক্রীড়া বা **দ্যুত**ক্রীড়া করিবার) ভবিষ্যৎ কী হইতে পারে তাহা জানেন যিনি। ▫ দ্যুতক্রীড়া বিশেষজ্ঞ ('মার্কেটিং স্পেশালিস্ট'); (সাদৃশ্যে) গৃধ্র, চিল্ল; (পৌরাণিক ভাষায়) পক্ষিণীরূপ-ধারিণী পূতনা, গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র ও **গান্ধারী**র ভ্রাতা ও **দুর্যোধন**াদিব মাতুল। *

শকুন্ত : ● **শকুন** (... দূরগমনে দূরদর্শনে সমর্থ, পণ্যের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহারা পণ্যের ভবিষ্যৎ দেখিতে পায় বলিয়া পণ্য লইয়া পণ্যাকাশে দূরদেশ অবধি ভাসিয়া বেড়ায়। ▫ আদি পাইকার বা বণিক সম্প্রদায়; (সাদৃশ্যে) পক্ষী, ভাসপক্ষী।

শকুন্তলা : ● **শকুন্ত** (... দূরগমনে সমর্থ) কর্তৃক লালিত যে; অথবা, **শকুন্ত** (আদি বণিক বা পাইকারেরা) **কণ্ব**মুনির **তপোবনে**র যে কারুজ-পণ্য উৎপাদনকারীগণকে (তাহাদের উৎপাদিত পণ্য দূর দেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া দিয়া) লালন করিয়াছিল। (দ্র. **বিশ্বামিত্র, মেনকা, মালিনী, দুষ্মন্ত**)। / শকুন্ত কর্তৃক ল (লাত, গৃহীত) যে স্ত্রী। (ব.শ.)। ▫ **কণ্ব**মুনি পরিচালিত সম্প্রদায় (পালিতা কন্যা)। *

শক্ত : ● **শক** (করিতে পারা) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহার ভিতরে **শক** (করিতে পারা) অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকায় তাহা আঘাত প্রভৃতি

করিতে পারে, সহিতেও পারে। ⌐ সমর্থ, দানসমর্থ, সহনক্ষম, দৃঢ়, কঠিন, দুশ্ছেদ্য, দুর্ব্বোধ, কর্কশ। (সক্‌না, shock)।

শক্তি[১] : ● **শক্ত** (করণসামর্থ্য) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, জড়ের দুনিয়ায় যাহা তাপ আলোক বিদ্যুৎ চুম্বক ... প্রভৃতি নানা রূপে সক্রিয় বলিয়া বিজ্ঞানীগণ উপলব্ধি করিয়াছেন (বৈদিকগণ যাহাকে **অগ্নি**র দৈহিক বা লৌকিক রূপ হিসাবে উপলব্ধি করিয়া, মানসিক রূপের সহিত একত্রে, বেদের অধিকাংশ শ্লোকে যাহার বন্দনা করিয়া গিয়াছেন)। ⌐ বাহ্যক্ষমতা, দৈহিক ক্ষমতা, লৌকিক ক্ষমতা, পরাক্রম, পারগতা, প্রতিকারসামর্থ্য, উদ্যোগ।

শক্তি[২] : ● **শক্ত** (করণসামর্থ্য) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা মানবমনে ও সমাজ-মনে সক্রিয় থাকিয়া মানুষকে ও তাহার সমাজকে নানা কর্ম্মে সমর্থ করিয়া রাখে (বৈদিকগণ যাহাকে **অগ্নি**র মানসিক বা অলৌকিক রূপ হিসাবে উপলব্ধি করিয়া, দৈহিক রূপের সহিত একত্রে, বেদের অধিকাংশ শ্লোকে যাহার বন্দনা করিয়া গিয়াছেন); কিংবা, বিগত কালের মনীষী ও ধর্ম্মস্রষ্টাগণ যাহাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলিয়া কমবেশি চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন। ⌐ মানসিক ক্ষমতা, অলৌকিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা, নৈতিক ক্ষমতা।

শক্তিপূজা : ● **শক্তি**[২]র পূজা বা আরাধনা করা হয় যাহাতে; অথবা, রাজনৈতিক অর্থ-নৈতিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনাদি করা হয় যাহাতে; কিংবা, ভারতীয় উপ-মহাদেশের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানীগণ যাহাকে সামাজিক ক্ষমতার (অলৌকিক ক্ষমতার) বিভিন্ন রূপ হিসাবে (পরমাত্মার ক্রিয়াশক্তি, সিতা-স্বরূপা শান্তপ্রকৃতি গৌরী-প্রভৃতির এবং অসিতা-স্বরূপা উগ্রপ্রকৃতির দুর্গা-কালী-প্রভৃতির দ্বিবিধাশক্তি, ত্রিস্বরূপে ত্রয়ীশক্তি, অষ্টশক্তি, মহামায়া, নবদুর্গা, কালী, তারা, চণ্ডী, চামুণ্ডা ... ইত্যাদি হিসাবে) চিহ্নিত ও উপলব্ধি করিয়া 'শক্তিপূজা'র (গণ**তন্ত্র**, ধন**তন্ত্র**, সমাজ**তন্ত্র** প্রভৃতি **তন্ত্র**সাধনার) মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আধ্যাত্মিক কর্ম্মকাণ্ড চালাইতেন; কিংবা, '**পাদোদক মূঢ়তা**'র কারণে বিগত দুশো বছরে ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে সেই 'শক্তিপূজা' (**তন্ত্র**সাধনা) একদিকে ক্রমশ মহামায়া দুর্গা কালী প্রভৃতি শক্তি-রূপিণীর অর্থহীন মূর্ত্তিপূজা-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং অপরদিকে পাশ্চাত্য হইতে 'পার্টি পলিটিকস হিউম্যান রাইটস লিবার্টি ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ব্যক্তিস্বা**তন্ত্র্য** ধন**তন্ত্র** সমাজ**তন্ত্র** গণ**তন্ত্র** ...' ইত্যাদি অজস্র নামে ও রূপে সেই **তন্ত্রে**র আমদানি করিয়া সেগুলির আরাধনা চলিতেছে, সেগুলি যে আসলে 'শক্তি-আরাধনা'রই অজস্র খণ্ড বিখণ্ড বিচূর্ণীভূত নানা নাম ও রূপ সেসব কথা না বুঝিয়াই; অথবা, যে দেশীয় 'শক্তিপূজা'কে বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণ পাশ্চাত্যের 'শক্তি আরাধনা' বা 'রাজনৈতিক কর্ম্মকাণ্ড'-এর সহিত মিলাইয়া দেশমাতৃকার সাধনার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শক্তিশেল : দ্র. **শেল**।

শক্য : ● **শক** (করিতে পারা) থাকে যাহাতে। ⌐ সাধ্য, শক্ত্যাশ্রয়, সাধনযোগ্য।

শঙ্ক : ● **শম** (শক্তির সীমায়ন) কৃত যাহাতে;

অথবা, মারিয়া সীমায়িত বা শান্ত (ঠাণ্ডা) করিতে পারে বলিয়া যে শক্তি হইতে ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। ㄱ ভয় করা।

শঙ্কর : ● **শঙ্ক** (আপাতপূর্ণ শক্তিকে বা আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত জ্ঞানশক্তিকে সীমায়িত করিয়া) রাখে যে; অথবা, প্রজাদিগের মঙ্গল চেষ্টায় **শিবের** আবিষ্কারক বা উদ্ভাবক শক্তিকে কিঞ্চিৎ সীমায়িত করিয়া **দক্ষের** পুনরাবৃত্তিমূলক সামাজিক (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতার সহিত মিলাইয়া চলেন যিনি; কিংবা, নানা পরস্পরবিরোধী শক্তি মিশ্রিত যাহাতে। ㄱ লৌকিক সুখকর, মঙ্গলকরণশীল, শুভকর, শঙ্করাচার্য্য; (সাদৃশ্যে) একপ্রকার মৎস্য।

শঙ্করাচার্য্য : ● **শঙ্কর** নামে অভিহিত যে আচার্য্য; অথবা, যিনি উত্তরাধিকারলব্ধ আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত জ্ঞানকে তৎকালের (প্রায় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের) সামাজিক ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সীমায়িত করিয়া লইয়া-ছিলেন; ফলত, তাঁহার চেষ্টায় বৌদ্ধবিপ্লবে (রামরাজত্বে) বিপর্যস্ত বৈদিক ধর্ম্মের যুগসম্মত পুনরুত্থান ঘটিয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। ㄱ স্বনামখ্যাত আচার্য্য শঙ্কর। ... ইনিই ভারতে ব্রাহ্মণের আধিপত্য পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা করেন। (ব.শ.)।

শঙ্কা : ● **শঙ্ক**-এর আধার যে; অথবা, **শঙ্ক**করণ থাকে যাহাতে। ㄱ ভয়, ত্রাস, আতঙ্ক, সংশয়।

শঙ্কিত : ● **শঙ্ক** সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ㄱ ভীত, ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন।

শঙ্কু : ● **শঙ্ক** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে মারমুখী সত্তা আর ভয়ানক নহে, সাধারণ কীলাদিতে পরিণত হইয়া মানুষের কাজে লাগে। ㄱ কীল, গোঁজ, শল্য, শেল।

শঙ্খ : ● **শম**-এর (আপাতপূর্ণ শক্তির সীমায়িত প্রয়োগের) করণ স্থিত (রহস্যরূপে টঙ্কারিত) যাহাতে; অথবা, তৎকাল অবধি অর্জ্জিত বিশুদ্ধ (শুক্র, স্বীকৃত) জ্ঞানশক্তির প্রায়োগিক রূপ (টঙ্কারিত) যাহাতে; অথবা, ব্যক্তিগত বা সার্ব্বজনীন সামাজিক প্রতিটি শুভকর্ম্মে যে প্রায়োগিক জ্ঞানশক্তির (প্রযুক্তির, মতবাদের) ঘোষণা থাকে (এবং শুক্রবর্ণের শাঁখ বাজাইয়া যাহার প্রতীকী আচরণ করা হয়); কিংবা, (কবে সকল জ্ঞান অর্জ্জিত হইবে, তাহার পর তদনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে, এমন পরিস্থিতির জন্য মানুষের অপেক্ষা করিবার উপায় থাকে না বলিয়া) কার্য্যে রূপায়ণের বা কর্ম্মের পথপ্রদর্শনের অব্যবহিত পূর্ব্বে নিয়ত চলমান মানসিক শক্তি অর্জ্জনকে (বা জ্ঞানার্জ্জনকে) সাময়িক-ভাবে সীমায়িত করিয়া আপাতপূর্ণ জ্ঞান ধরিয়া প্রাপ্ত প্রযুক্তি মতবাদ প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মযজ্ঞে নিযুক্ত হয় যাহাতে; অথবা, যে সীমায়িত বা আপাতপূর্ণ জ্ঞানশক্তি (বেদ, দর্শন, মতবাদ, প্রযুক্তি) কর্ম্মজীবনের পথপ্রদর্শন করিয়া মানুষের **শঙ্কাহরণ** (শ-ং-ক-হ) করে; কিংবা, বিপদকালে যাহার (যে আপাতপূর্ণ জ্ঞানের, মতবাদের) উচ্চনাদ দ্বারা সবাইকে, 'কী হইয়াছে এবং কী করিতে হইবে' তাহা জানাইয়া দেওয়া হয়; কিংবা, যাহা (যে দৃশ্য শাঁখ) বাজাইয়া সবাইকে সতর্ক বা সাবধান করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় বা যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। / যাহা দ্বারা অশুভশান্তি হয় (ব.শ.)। ㄱ প্রযুক্তি, মতবাদ, আপাত পূর্ণজ্ঞান, বিপত্তারিণী বুদ্ধি ও তাহার ঘোষণা, নিধিবিশেষ, লক্ষ কোটি; (সাদৃশ্যে) সমুদ্রজাত জন্তুবিশেষ ও তাহার কোষাস্থি বা শাঁখ ...।

শঙ্খক : ● **শঙ্খ** (সমুদ্রজাত দৃশ্য শাঁখ) হইতে কৃত যাহা; অথবা, **শঙ্খ** কাটিয়া (হিন্দু সধবাদিগের অবশ্য ব্যবহার্য্য) যে শঙ্খবলয় প্রস্তুত করা হয়। ❐ শাঁখা।

শঙ্খকার : ● **শঙ্খ** (শাঁখ) নির্ম্মাণ করে বা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে। ❐ শাঁখারি।

শঙ্খচিল : ● **শঙ্খ**বলয়ের (শাঁখার) ন্যায় গোল বলয়াকার সাদা চিহ্ন গলায় থাকে যাহার। ❐ গলা-সাদা চিলবিশেষ।

শঙ্খচূড় (শঙ্খাসুর) : ● **শঙ্খ** (আপাতপূর্ণ জ্ঞানশক্তি, মতবাদ, দর্শন, বেদ) চূড়ায় যাহার; অথবা, যে দৈত্য দেবগণকে পরাজিত করিয়া (স্বর্গস্থিত) বেদ সমুদ্রতলে লইয়া গিয়াছিল [অর্থাৎ, যে যৌথতাবাদী-বেদবাদীগণ স্বাতন্ত্র্যবাদীগণকে পরাজিত করিয়া তৎকাল অবধি মানুষের অর্জ্জিত ও প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত (specialisation of knowledge) হইয়া পড়া জ্ঞানসমূহকে জনসমুদ্রের মাঝে লইয়া (generalisation of knowledge করিয়া) জনগণকে সেই জ্ঞান বিতরণ করিতে শুরু করিয়াছিলেন]; কিংবা, যে **শঙ্খচূড়**কে নিরস্ত করিবার জন্য হেন অপকর্ম্ম নাই, নারায়ণ (লক্ষ্মীপতি পুঁজিপতি) যাহা করেন নাই (যাহার ফলস্বরূপ তাঁহাকে নারায়ণ-শিলায় পরিণত হইতে হইয়াছে); অথবা, (সাদৃশ্যে) যে সাপের চূড়ায় বা মাথায় **শঙ্খ**চিহ্ন থাকে। ❐ (সাদৃশ্যে) একপ্রকার সাপ। দ্র. **তুলসী**। *

শচী : ● **শচ**-এর (শুক্র জ্ঞানশক্তি চয়নের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, **শচ**করণ (সত্যবাচন) করেন যিনি। / যিনি ব্যক্ত ভাষিণী। (ব.শ.)। ❐ ইন্দ্রাণী, শতমূলী।

শজনে : ● **শজ** (বিশেষপ্রকার শক্তিজনন) দিশাগ্রস্তভাবে অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহার ফল আঙুলের ন্যায় শীর্ণ কিন্তু একদিশায় অনকৃত (প্রায় একহাত দীর্ঘ) শরের ন্যায় বা **শজা**রুর এক একটি কাঁটার ন্যায় লম্বা শুঁটির ভিতরে জন্মায়; কিংবা, যাহার পাতা ফুল ও ফলে মানুষের রোগ-প্রতিরোধী বিশেষপ্রকার শক্তি অনকৃত থাকে। ❐ শোভাঞ্জন, শজিনা-গাছ, শজনে-ফুল, শজনে-খাড়া বা ডাঁটা, শজনে-পাতা।

শজারু : ● **শজ** (বিশেষপ্রকার শক্তিজনন) যে আধারে রয় তাহা নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে সত্তার সর্ব্বদিকে কন্টকবৎ (প্রায় শজনে খাড়ার ন্যায়) লোম থাকে। ❐ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী; (সাদৃশ্যে) শল্লকী, porcupine।

শঠ : ● **শ**-এর (জ্ঞানশক্তি প্রয়োগের) টঙ্কার-স্থিতি যাহাতে; অথবা, যে পরিমাণ সাংসারিক জ্ঞানশক্তির প্রয়োগ করিলে অন্যকে প্রতারিত করা যায় তাহার টঙ্কার থাকে যাহাতে (যে সত্তায়)। ❐ বঞ্চক, প্রতারক, দুর্ব্বৃত্ত।

শণ : ● / সূত্র দেয় যে। (ব.শ.)। ❐ শণগাছ, শণের আঁশ।

শত : ● **শ** (আপাতপূর্ণ গণনাশক্তি) তারিত যাহাতে; অথবা, যে পরিমাণ গণনা করিতে পারিলে একপ্রকার পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিংবা, যে গণনাশক্তি এক শততে গিয়া বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আর অগ্রসর হয় নাই (দুইশত পাঁচশত কুড়িশত কিংবা শত শততে সকল পরিমাণকে গণনা করিয়া ফেলে)। ❐ দশদশক-পরিমাণ, শতসংখ্যা, বহু।

শতক : ● / শত পরিমাণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ শত সংখ্যা, শতসংখ্যাবিশিষ্ট।

শতক্রতু : ● **শত** বা শত শত ক্রতু বা যজ্ঞ (উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ) করিয়াছে যে; অথবা,

যে সত্তা শত শত উৎপাদন প্রকল্প সম্পন্ন করিয়াছে। ❑ কৃতশতযজ্ঞ।

শতদ্রু : ● যাহাতে শত শত দ্রু (বৃক্ষ, উৎপাদন-ব্যবস্থা) থাকে; অথবা, শত (বহু) দ্রু (দ্রুতবেগে স্বরূপত্যাগ) যাহাতে; কিংবা, শত ধারা প্রবাহিত যাহাতে; অথবা, প্রাচীন ভারতের উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী যে যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা শত শত ক্ষুদ্র সংস্থায় বিভাজিত হইয়া তাহাদের উৎপন্নের ধারা সচল রাখিয়াছিল; কিংবা, (সাদৃশ্যে) পাঞ্জাবের যে জলধারা অজস্র ক্ষুদ্র ধারায় বিভক্ত আছে। / শত ধারা প্রবাহিত যাহার। (ব.শ.)। (দ্র. **দ্রুপদ**)। ❑ পাঞ্জাবের নদীবিশেষ (Sutlej), পঞ্চনদের অন্যতম, সিন্ধুধারার অন্যতম। ✱

শতধা : ● শত ভাগে বা স্থানে ধারিত যে। ❑ শত ভাগে বিভক্ত।

শতপথব্রাহ্মণ : ● যে **ব্রাহ্মণে** (তত্ত্বকথায়) শত শত পথের কথা আছে; অথবা, 'শত পুষ্প বিকশিত হোক' - এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব (বিশ্বে সর্ব্বপ্রথম) ঘোষিত হইয়াছিল যে গ্রন্থে; কিংবা, ব্যাসবিরোধী যাজ্ঞবল্ক্যের সংকলিত শুক্ল-যজুর্ব্বেদের যে **ব্রাহ্মণ** গ্রন্থে (মাধ্যন্দিনে) শত অধ্যায় আছে। ✱

শতপথী : ● **শত** পথের সক্রিয় অধিকারী যিনি; অথবা, 'শত পুষ্প বিকশিত হোক' তত্ত্বের বা আদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্বের সক্রিয় অধিকারী যিনি। ❑ উপাধিবিশেষ।

শত্রু : ● **শ**-এর (শক্তিযোজনের) ত্রাতা নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে ত্রাতা ত্রাণ করিবে বলিয়া মাঝপথে বিশ্বাসঘাতকতা করে; অথবা, মানুষের (পরিবারের, সংস্থার, রাজ্যের ...) বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত যে আপনজন তাহার দায়িত্ব পালন না করিয়া (হঠাৎ মাঝপথে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া) মানুষের (পরিবারের, সংস্থার, রাজ্যের ...) ক্ষতি করিয়া দেয়; কিংবা, লক্ষণার্থে, মানুষের বা তার পরিবার প্রভৃতির ক্ষতিসাধন বা সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে যে সত্তা। ❑ ঘরশত্রু বিভীষণ, রিপু, অরি, দুষমন। ✱

শত্রুঘ্ন : ● **শত্রুকে** হনন করে যে; অথবা, যে সম্পদ দ্বারা বিদেশাগত পণ্য ক্রয় করা যায়। ❑ শত্রুনাশক, বিদেশী মুদ্রা, রাজা দশরথের স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভজাত যমজ পুত্রের মধ্যে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ও শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ। ✱

শনশন : ● যাহাতে **শ** (শক্তিযোজন) অনকৃত থাকে তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, রাষ্ট্রশক্তির দৃষ্টির কিরণসমূহ শরের ন্যায় চলমান থাকে যে সমাজ-সংসারে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে শর কানের পাশ দিয়া চলিয়া যায় (ভাগ্যক্রমে আঘাত করে না)। ❑ শর ইত্যাদির দ্রুতগতির শব্দ।

শনি : ● **শন** (...অনকৃত শক্তিযোজন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, রাষ্ট্রের যে বিভাগ (একালের ভাষায় - আয়কর, বিক্রয়কর, কাস্টমস প্রভৃতি বিভাগ) জনগণের সম্পদের উপর নজর রাখে; কিংবা, যাহার দৃষ্টি পড়িলে কিছু না কিছু জরিমানা দিতে হয় বা ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ❑ গ্রহবিশেষ, সৌরি; সূর্যের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী ছায়ার গর্ভে দুই পুত্র শনি ও সাবর্ণি মনুর জন্ম হয়। ✱

শনিবার (শনিচর) : ● যে চব্বিশ ঘণ্টা (দিবসরজনী) **শনির** ভাগে (পালায়, বারে) আসে (অথবা, যে কালে শনি চরিয়া বেড়ায়); কিংবা, **শনিকে** বরণ করিয়া লয় যে দিবস-রজনী। (দ্র. **সপ্তাহ**)। ❑ শনিভোগ্য দিন, সপ্তাহের শেষ বার।

শনৈঃ : ● **শনি**র (কর-বিভাগসমূহের) অধিকৃত বলিয়া যাহার (যে সংস্থার উৎপাদনের) অগ্রগতি শ্লথ বা মন্দ হইয়া গিয়াছে। ◻ শ্লথ, অদ্রুত, মন্দ, ধীর, অত্বরায়।

শপথ : ● **শপ** (সুনির্দ্দিষ্ট শক্তিপ্রয়োগের পালন) **থা**কে যাহাতে (যে ঘোষণায়); অথবা, যাহাতে পূর্ব্বাহ্নে ঘোষণা করিয়া বিশেষ পরিমাণ ঘোষিত শক্তির প্রয়োগ অবশ্যই করা হয়। / 'যদি মিথ্যা বলি, নরকে যাইব' ইত্যাদি স্বরূপ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◻ মিথ্যানিরসন, আক্রোশ, 'তোমার দিব্য' এই বলিয়া ছোঁয়া।

শব : ● **শ** (প্রাণশক্তিকে) বহন করে যে; অথবা, প্রাণশক্তি চলিয়া গেলে তাহার যে বাহক (শরীর) পড়িয়া থাকে; কিংবা, ঘটনা অতীত হইলে তাহার যে বাহক (ভূতাদি বা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি অর্থাৎ প্রতিধ্বনি প্রতিচ্ছবি প্রভৃতি) থাকিয়া যায়; অথবা, 'ঝাঁক-আমি'ত্ব (যূথতান্ত্রিকবোধ, জাতি-তান্ত্রিকবোধ বা জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি) হইতে বিতাড়িত হইলে যে আমিত্ববোধহীন ফাঁকা ব্যক্তিসমূহ পড়িয়া থাকে বা 'ব্যক্তি-আমি'ত্ব (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য) লাভের চেষ্টা করে। / যাহা বিকৃত হয় বা পচে। (ব.শ.)। ◻ ঘটনার আওয়াজ বা প্রতিচ্ছবি প্রভৃতি, প্রাণহীন প্রাণবাহী, মৃতদেহ, মড়া।

শবর : ● **শব** (...যূথশক্তির বাহক) **র**হে যাহাতে; অথবা, যে যৌথতাচ্যুত বা জাতি-চ্যুত ব্যক্তিগণ যে কাজ পায় তাহাই করিয়া স্বতন্ত্রভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে শুরু করিয়াছিল (বৈদিক রীতি মান্য করিয়া কোনো বিশেষ পেশায় পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত থাকিত না); কিংবা, বৈদিক সমাজের 'আবর্জ্জনা নিক্ষেপ-স্থানে ফেলিয়া দিব তবু উদ্বৃত্ত উৎপন্ন কাহাকেও দান বা বিক্রয় করিব না' - এই নীতির বিরোধিতা করিয়া যাহারা **কিরাত** হইয়া গিয়াছিল। ◻ কিরাত-পুলিন্দাদি, কিরাতরূপী শিব, ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ, অসভ্যজাতি।

শবরস্বামী : ● **শবর**দিগের বা **শবর**-সম্প্রদায়ের পরিচালক বা স্বামী যিনি; অথবা, যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ঋগ্‌বেদে গাভী বিষয়ক কয়েকটি ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিংবা, যিনি 'যৌথসম্পদের অংশ কাহার কী ভাগে পাওয়া উচিত', তাহার **মীমাংসা**-গ্রন্থের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন; অথবা, **সায়ণাচার্য্য** নামে যিনি অধিক খ্যাত ছিলেন।

শবরী : ● **শবর**-এর (স্বতন্ত্রজীবীর) আধার যে; অথবা, যৌথতার নীতি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অনন্যোপায় যাহারা স্বতন্ত্রভাবে জীবিকার্জ্জন করিত; অথবা, যে জনগোষ্ঠী 'উদ্বৃত্ত উৎপন্ন নিক্ষেপ না করিয়া দান বা বিক্রয় করা হউক' - এই কথা বলায় বেদজীবীগণের দ্বারা ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘোষিত ও বিতাড়িত হইয়াছিল; কিংবা, রামের দর্শনে তাহার মুক্তি ঘটিবে জানিয়া সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছিল যে (অর্থাৎ, বিনিয়োগ পুঁজি আসিবে, বিক্রিবাটার রমরমা হইবে, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিন আসিবে - এই কথা জানিয়া যে জনগোষ্ঠী একই ভাবে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছিল)। ◻ (সাদৃশ্যে) নিম্ন-কুলোদ্ভবা বৃদ্ধা তপস্বিনী ও ব্রহ্মচারিণী।

শবল : ● **শব** (প্রাণহীন প্রাণবাহক) **লা**লিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কাজ চালাইয়া লওয়া হয় কিন্তু তাহাকে প্রাণবন্ত বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই; কিংবা, যাহা স্বীকৃত (**শুক্ল**) নহে, নিষিদ্ধও (**কৃষ্ণও**) নহে, **কপিল**

বটে (একালের ভাষায় যাহাকে 'গ্রে' / grey বলা হয়)। / অনন্তরবৃত্তি (ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয়াদি-বৃত্তি) দ্বারা লব্ধ ধন যাহাতে। (ব.শ.)। ❑ নানাবর্ণযুক্ত, বিচিত্র, ব্যামিশ্র, বিবর্ণ।

শবলা : ● **শবল**-এর আধার যে; অথবা, যে সম্প্রদায় (কামধেনু) মহর্ষি বশিষ্ঠের পরিচালনায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন করিত; কিংবা, যে গোষ্ঠীর উৎপন্ন বৈদিক ব্যবস্থার দ্বারা স্বীকৃত নয়, নিষিদ্ধও হয় নাই; অথবা, যে জনসম্প্রদায় **কপিলাবস্তু** উৎপাদন করিত। ❑ আদি পুঁজিবাদী উৎপাদন সংগঠন, (পৌরাণিক ভাষায়) বশিষ্ঠের কামধেনু।

শব্দ : ● **শব** (সংঘাতশক্তির বাহক) দান করে যে (আওয়াজ); অথবা, ক্রিয়ার বা ঘটনার **শব** দান করে যে (আওয়াজ); কিংবা, সংঘাত ক্রিয়া বা ঘটনা অতীত হইলেও তাহার যে মৃতদেহ আওয়াজ রূপে চাউর হইয়া থাকে; অথবা, মনোভাবের **শব** দান করে যে (বাক্যের উপকরণ); অথবা, মানুষের ভাষার বাক্যকে খণ্ড খণ্ড করিলে যে অর্থপূর্ণ ধ্বনি পাওয়া যায়। ❑ অর্থপূর্ণ ধ্বনি, রব, নিঃস্বন, নাদ, শ্রোত্রগ্রাহ্য আকাশগুণ, কণ্ঠস্বর, কলকল।

শব্দিত : ● **শব্দ** (অর্থপূর্ণ ধ্বনি) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ❑ কৃতশব্দ, ধ্বনিত, অভিহিত, কথিত, শব্দযুক্ত।

শম : ● **শ**-এর (... শক্তির প্রয়োগ) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, সত্তার (ত্রিতাপজনিত) অভাব পূর্ণ করিয়া বা তাহার অভাবপূরণ-চেষ্টাকে শক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক (ভয় দেখাইয়া বা মারিয়া) সীমায়িত বা শান্ত করা হয় যাহাতে; কিংবা, সংযম দ্বারা বা জোরপূর্ব্বক শান্ত করা হয় যাহাতে। ❑ শান্তীভাব, নিবৃত্তি, কামক্রোধাদিপ্রশম, চিত্তনিগ্রহ, সর্ব্বকর্ম্ম-নিবৃত্তি, নির্ব্বাণ; শান্ত হওয়া।

শমন : ● **শম** (... সীমায়িত করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **শম**করণ চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, যে শান্ত করে, দোষনাশ করে ... প্রয়োজনে মারিয়া ঠাণ্ডা করে। ❑ শান্তীকারক, দোষনাশক, যম, প্রাণীগণের শময়িতা, শান্তীকরণ, নিবর্ত্তন, শান্তি, নিবৃত্তি।

শমিত : ● **শম** (... শক্তির সীমায়ন) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে শান্ত করা হইয়াছে; কিংবা, যাহাকে নিগ্রহ, বিনাশিত বা হত্যা করা হইয়াছে। ❑ শান্তীকৃত, নিবর্ত্তিত, বিনাশিত, হত, নিয়ন্ত্রিত, নিগৃহীত।

শমিতা : ● **শমিত**-এর আধার যে; অথবা, **শমিত**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, শান্ত করে যে বা মারিয়া ঠাণ্ডা করে যে। ❑ 'শময়িতা', শান্তকারিণী, (পৌরাণিক ভাষায়) যজ্ঞে পশু-বধকারী ঋত্বিক (কর্ম্মযজ্ঞে **পশু**কে বা কর্ম্মীকে কর্ম্মে নিয়োগ করে যে; **নিয়োগী**); (সাদৃশ্যে, একালের ভাষায়) কসাই।

শমী : ● **শম**-এর (... শক্তির সীমায়নের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে জ্ঞানী জ্ঞানশক্তিকে (অগ্নিকে) নিজের ভিতরে সীমায়িত করিয়া বা ধরিয়া রাখে; কিংবা, যে মানুষ আপন ষড়রিপুকে (কামক্রোধাদি-শক্তিকে) সংযত করিয়া রাখে; অথবা, যে সমাজব্যবস্থার ভিতরে, প্রয়োজনে সক্রিয় করিবার নিমিত্ত, যোদ্ধা ও যুদ্ধাস্ত্র সর্বদা প্রজ্জ্বলিতভাবে প্রস্তুত বা রক্ষিত থাকে। / সমিদ্‌রূপে গ্রহাদিদোষ শান্ত করে যে। (ব.শ.)। ❑ শমনশীল, ইন্দ্রিয়সংযমশীল, বৃক্ষবিশেষ।

শমীক : ● **শম**-কে (... শক্তির সীমায়নকে) সক্রিয়ভাবে ধারণ করেন যিনি; অথবা, প্রাচীন

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❑ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ভারতে নিজ নিজ (কামক্রোধাদি) ষড়রিপুর শক্তিকে যে ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত শান্ত করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; কিংবা, যাঁহারা নিবৃত্তিমূলক জীবনযাত্রা ('life from withdrawal') অতিবাহিত করিতেন। ❒ মুনিবিশেষ।

শম্পা : ● **শম** (... সীমায়ন) পালিত হয় যে আধারে; অথবা, যাহা হইতে সহসা বিদ্যুতের ঝলক বাহিরায়। (দ্র. **পম্পা**)। ❒ বিদ্যুৎ, তড়িৎ, বিজলী।

শম্বুক : ● **শম**-এর (... শক্তির সীমায়িত রূপের) বাহককে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, যে সীমায়িত কর্ম্ম (জীবিকা) জীবককে নবরূপে উত্তীর্ণ করিয়া দেয় তদ্রূপ জীবিকা গ্রহণ করে যে; কিংবা, যে পণ্যজীবী (পণ্য উৎপাদন করিয়া বা করাইয়া বিক্রয়কর্ম্ম-জীবী) স্বভাবতই ক্রমে বৃহত্তর জীবিকা (১ বিঘের চাষী হইতে ১০০০ বিঘের চাষী, কিংবা, ফেরিওয়ালা হইতে চাঁদবণিকের জীবিকা) গ্রহণ করিতে থাকে; অথবা, পণ্য (= শুধুমাত্র বিক্রয়ের জন্য উৎপাদিত বস্তু) উৎপাদনের বেদবিরোধী নীতি গ্রহণ করিবার জন্য বেদবাদীগণের তীব্র বিরোধিতার মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে যাহার হত্যা করিতে হইয়াছিল; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে খোলস খোলসধারী জীবকে নবরূপে (পরবর্ত্তী উচ্চতর অধ্যায়ে) উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। ❒ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়-জীবী; শূদ্রতাপস; (সাদৃশ্যে) শামুক, ঘোঙ্গ, ঘঙা।

শম্ভু : ● **শম**-করণকে (... সীমায়িতকরণকে) হওয়ান যিনি; অথবা, যে ত্রিতাপজনিত অভাব পূরণার্থে সত্তা তাহার সাধ্যমত শক্তির প্রয়োগ করিতে যায়, সেই অভাব পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া সত্তাকে শান্ত করেন যিনি; কিংবা, মানুষের অভাব পূর্ণ করেন যিনি; অথবা, **শম**-রূপে (জ্ঞান, ধন বা অন্যতর শক্তির প্রয়োগ প্রমিত যাহাতে, তদ্রূপে) ভূ (অস্তিত্ববান) হন যিনি; অথবা, জ্ঞান ধন বা অন্যান্য নানা শক্তির প্রয়োগ যেখানে **শম**-এ আসিয়া ঠেকে, শক্তিপ্রয়োগের সেই সাময়িক সম্পূর্ণ প্রমিত রূপ লইয়া **ভূত** হন বা অস্তিত্ববান হন যিনি। / যিনি সুখের ভাবনা ভাবেন বা সুখ জনন করেন। (ব.শ.)। ❒ ত্রিতাপহরণ, সুখের জনয়িতা, কল্যাণকর, শিব, রুদ্রবিশেষ। ❋

শয় : ● **শ**-এর (শক্তির) চলন থাকে যাহাতে; অথবা, যে অবস্থায় দৈহিক-শক্তি, মানসিক-শক্তি, আর্থিক-শক্তি, বাসনা-শক্তি ... ইত্যাদি শায়িত থাকিয়া সক্রিয় থাকে। / সর্ব্বকর্ম্ম-শয়নের যে স্থান। (ব.শ.)। ❒ শায়ী, সর্প, শয়নস্থান, শয্যা, পাণি, পণ, গ্রহ; আ**শয়**, সং**শয়**, অতি**শয়** প্রভৃতি।

শয়ন : ● **শয়** (দৈহিক শক্তি) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **শয়**কর্ম্ম চলে যাহাতে; কিংবা, খাদ্য পরিপাককরণ পূর্ব্বক শক্তি সঞ্চয়ন চলে যাহাতে (কিন্তু মানসিক শক্তির সক্রিয়তা থাকে না)। ❒ স্বপ্ন, নিদ্রা, নিদ্রাস্থান, শয্যা।

শয়ান : ● **শয়ন** (**শয়**করণ) করিয়া রহিয়াছে যে। ❒ শয়িত, নিদ্রিত।

শয্যা : ● **শয়** (শায়ী) থাকে যে আধারে। ❒ শয়নস্থান, বিছানা।

শর : ● **শ** (কামনাশক্তি) রহে (আবর্ত্তমান থাকে) যাহাতে; অথবা, যাহা দূর হইতে লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত বা নিক্ষিপ্ত হয়। / যাহা দ্বারা হিংসা সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ প্রত্যাশা, কাম**শর**, বাণ; (সাদৃশ্যে) তৃণ-

---

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

বিশেষ, শরগাছ, শরের ডাঁটা।

শরণ : ● **শর** (... লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হওয়া) অনকৃত যাহাতে; অথবা, **শর**করণ বা আশ্রয়ের প্রত্যাশা করা চলে যাহাতে। ❒ রক্ষণ, শীতাদিক্লেশনাশক, রক্ষিতা, রক্ষক, পালক, আশ্রয়, আশ্রয়স্থান।

শরণার্থী : ● **শরণ**-এর (আশ্রয়-প্রত্যাশার) অর্থী বা প্রার্থী যে। ❒ রক্ষণার্থী, পরিত্রাণার্থী।

শরৎ : ● **শর** (**শর**বর্ষণ) হইতে জীবের তারণ থাকে যাহাতে (যে কালখণ্ডে); অথবা, যে কালখণ্ডে গ্রীষ্মতাপের শরবর্ষণ বা বর্ষাবারির শরবর্ষণ কোনো শরবর্ষণ থাকে না; কিংবা, মেঘের **শর**বর্ষণের অন্ত হয় যে কালখণ্ডে। ❒ মেঘান্ত, ঋতুবিশেষ।

শরশয্যা : ● **শর** (বাণ বা বিধিনিষেধ) নির্ম্মিত যে শয্যা; অথবা, (মহাভারত মতে) ভীষ্মের ইচ্ছানুসারে তাঁহার জন্য **অর্জ্জুন** যে **শয্যা**র ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন; অথবা, (একালের ভাষায়) 'প্ল্যানিং কমিশনের' স্বেচ্ছা-মৃত্যুকালে সাদা টাকার মালিকেরা তাহার জন্য যে বিধিনিষেধের শয্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ❒ বিধিশয্যা, (সাদৃশ্যে) শর বা তীর দ্বারা নির্ম্মিত বিছানা।

শরীর : ● **শর**-এর (দৈহিক শক্তির আবর্ত্তনের) সক্রিয় আধার রহে যাহাতে; অথবা, যে আবর্ত্তন ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হয়; কিংবা, (জীবনের মধ্যাহ্নকালের পর হইতে) যাহা ক্রমশ শীর্ণ হয়। / রোগাদি দ্বারা হিংসিত হয় যে। (ব.শ.)। ❒ প্রাণীকায়, কলেবর, দেহ।

শর্ম্ম (শর্ম্মন) : ● **শর**-এর (নানাপ্রকার শক্তির আবর্ত্তনকে) পরিমাপনপূর্ব্বক সীমায়ন যাহাতে; অথবা, জ্ঞানশক্তির পরিরক্ষণ যাহাতে। / অশুভ নাশ করে যে। (ব.শ.)। ❒ প্রীতি, মঙ্গল, হর্ষ, সুখ।

শর্ম্মা : ● **শর্ম্ম**-এর (জ্ঞানশক্তি চর্চ্চাপূর্ব্বক রক্ষণের) আধার যে; অথবা, জ্ঞানশক্তিকে ধরিয়া রাখে যে। ❒ ব্রাহ্মণের নামের শেষে প্রযোজ্য উপপদবিশেষ, দ্বিজ, ঠাকুর।

শর্ম্মিষ্ঠা : ● **শর্ম্ম**-এর (জ্ঞানশক্তি পরি-রক্ষণের) ইষ্ট (অভিপ্রেত) স্থিতরূপে থাকে যাহাতে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী অর্জ্জিত জ্ঞানশক্তির অভিপ্রেত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ❒ অতিশর্ম্মবতী, অসুররাজ **বৃষপর্বা**র কন্যা ও **নহুষ**-পুত্র যযাতির কনিষ্ঠা স্ত্রী। *

শল : ● **শ**-কে (প্রয়োজনীয় শক্তিকে) লালন করে যে; অথবা, যে স্বাতন্ত্র্যের কাঁটা ('স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা') ব্যক্তিমালিকের মানসিক শক্তিকে লালন করে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) শজারুকে তাহার যে কাঁটাসমূহ বাঁচাইয়া রাখে। ❒ সংবরণ, আচ্ছাদন, শ্লাঘা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য; (সাদৃশ্যে) শজারুর কাঁটা।

শলতে (শলিতা) : ● **শ**-এর (তাপশক্তির বা অগ্নির) লালন দিশাগ্রস্তভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখা হয়। ❒ সূতার বা কাপড়ের পাকান পলিতা।

শলা : ● **শল**-এর (শক্তিলালকের) আধার যে; অথবা, যাহাতে শক্তিমানের শক্তি লালিত হইয়া থাকে; কিংবা, যাহা দ্বারা শক্তিমান তাহার শক্তিপ্রয়োগ করিয়া থাকে। ❒ দীর্ঘ সরু কাঠি, শলাকা।

শলাকা : ● **শলা** (শক্তিলালনকর্ম্ম) করে যে আধার; অথবা, যে দণ্ড প্রভৃতির দ্বারা শক্তিমান তাঁহার শক্তি বিশেষ দিকে বিশেষ কর্ম্মে প্রয়োগ করিয়া থাকে। ❒ দণ্ড, যষ্টি, শল্য, দাঁড়, শলা, কাঠি, শঙ্কু, কীলক ...।

শল্ক : ● **শল**-এর (শক্তিধারীর লালন) করে

যে; অথবা, সম্প্রদায়কে, বৃক্ষকে, মৎস্যকে (বাহিরের আঘাত হইতে) লালন করে যথাক্রমে তাহাদের যে যোদ্ধাগণ, যে ছাল, এবং যে আঁষ; কিংবা, মানুষের মানসিক শক্তিকে লালন করে তাহার যে তন্ত্রবোধ (যৌথসমাজে থাকিলে যূথতান্ত্রিক বোধ বা প্রকৃত জাতীয়তাবোধ, ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে থাকিলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ)। ╒ প্রকৃত জাতীয়তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য; (সাদৃশ্যে) শকল, বল্কল, মৎস্যত্বক, আঁইষ।

শল্য : ● **শল** (বিন্ধশক্তির লালন) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা (যে স্বাতন্ত্র্য বা পণ্য অন্যকে) বিঁধে তাহার লালন করে যে (দ্র. **বিন্ধ্য**)। ❒ **মদ্র**দেশের রাজা, **পাণ্ডু**র স্ত্রী **মাদ্রী**র সহোদর ভ্রাতা। ❋

শল্লকী : ● **শল**-এর (বিন্ধশক্তির) লালন করে যে সক্রিয় আধার; অথবা, যে ব্যক্তি-মালিক তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কাঁটা বিঁধাইয়া শজারুর ন্যায় বসবাস করে; কিংবা, যে ফল খাইতে গেলে তাহার গাছের কাঁটা অবশ্যই বিঁধে। ╒ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, ব্যক্তিমালিক; (সাদৃশ্যে) শ্বাবিৎসদৃশ (শজারুসদৃশ) স্থূললোমা জন্তুবিশেষ, সশল্কমৎস্য, সিঁয়াকুল, গজাশন।

শশ : ● **শ**-এর (গতিশক্তির) সহিত **শ** (উল্লম্ফনশক্তি) থাকে যাহাতে; অথবা, ছুটিতে ছুটিতে মাঝে মাঝে লাফাইয়া চলে যে। / প্লুত (লাফাইয়া) গমন করে যে। (ব.শ.)। ❒ মৃগবিশেষ, খরগোস, **শশ**গাড়ী (galloping train)।

শশক : ● **শশ** (লাফাইয়া গমন) করে যে। ❒ খরগোস।

শশব্যস্ত : ● / শশকের তুল্য ব্যস্ত যে। (ব.শ.)। ❒ অতিব্যস্ত, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, অতিব্যাকুল।

শশী : ● **শশ**-এর (মাঝে মাঝে লাফাইয়া চলার) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা (যে ধনতান্ত্রিক পুঁজি) রাতারাতি লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়ে বা কমে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) আকাশের চাঁদ যেভাবে বাড়ে বা কমে; অথবা, শশক চিহ্ন বুকে ধারণ করে বলিয়া 'শশী' - এই যে **পাদোদক মূঢ়তা** বা বোকামি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতগণের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে। ╒ ধনতান্ত্রিক পুঁজি, শশযুক্ত; (সাদৃশ্যে) হ্রাসবৃদ্ধিধারী আকাশের চাঁদ।

শস : ● **শ**-এর (সামাজিক শক্তির) কিরণের প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, যে সামাজিক ক্ষমতার প্রেরিত তাপ অন্যকে তাপ দিয়া সুখী করিয়া বা সন্ত্রস্ত ভীত সঙ্কুচিত করিয়া আয়ত্ত করে। ╒ আয়ত্ত করা, মনোহরণ, হিংসা।

শসন : ● **শস** (সামাজিক শক্তির কিরণ দ্বারা তপ্ত করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, তাপ দ্বারা সুখীকরণ বা ধমকান চলে যাহাতে। ❒ আয়ত্তকরণ, মনোহরণ, ধমকান, সঙ্কুচিতকরণ।

শস্ত : ● **শস** (সামাজিক শক্তির কিরণ দ্বারা তাপন) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে তপ্ত করা গিয়াছে। ❒ আয়ত্তাগত; স্তুত, প্রশস্ত, মনোহর; শসিত, মারিত, হত।

শস্ত্র : ● **শস**-কে (... তাপনকর্ম্ম) ত্রাণ (বহন করিয়া লক্ষ্যে নয়ন) করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা লক্ষ্যে আঘাত করিয়া তাহাকে সংযত করা হয়; কিংবা, যাহা (যে তরোয়াল প্রভৃতি) হাতে রাখিয়া মারা হয় (অস্ত্রের ন্যায় ছুঁড়িয়া মারা হয় না)। / যাহা দ্বারা হিংসা সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ অসি-প্রভৃতি।

শস্য : ● **শস** (... আয়ত্তকরণ) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে সামাজিক শক্তির কিরণাদি প্রয়োগ করিয়া (কর্ম্মীগণকে কাজে লাগাইয়া) সংগ্রহ করিয়া আনা হয়। ⌐ ছেদনীয়, ক্ষেত্রগত ধান্যাদি, ফলের সারভাগ বা শাঁস।

শহর : ● **শ**-এর (সামাজিক শক্তিধরের) হওয়ন আবর্ত্তমান (রহে) যাহাতে (যে স্থানে); অথবা, যে স্থানে সমাজশাসক বা তাহার প্রতিনিধি সক্রিয় থাকেন। ⌐ নগর, মহানগর, রাজধানী।

শা : ● **শ**-এর (প্রয়োজনীয়, আপাতপূর্ণ, বা নানাপ্রকার শক্তির) আধার যে। ⌐ শক্তির বা প্রাণের আধারমাত্র, দেহ, শরীর।

শাক : ● **শক** (সমর্থ) হইতে জাত যে; অথবা, (হিংসাপূর্ব্বক অন্যকে ভক্ষণ না করিয়া) যে নিজের অন্ন নিজেই উৎপাদন করিয়া লয় বা লইতে পারে; কিংবা, অন্য রাজা বা জমিদারের প্রতি শক্তিপ্রয়োগ করিবার জন্য যাহাদিগকে ব্যবহার করা হইত। (দ্র. **নবশাক**)। ☐ কৃষিজীবী; (সাদৃশ্যে) নটে পিড়িং পুঁই প্রভৃতি শাক।

শাকম্ভরী : ● **শাক** (নিজের অন্ন নিজে উৎপাদন করণ) দ্বারা আত্মভরণ করে যে; অথবা, যে মধ্যবিত্ত জনসাধারণ নিজেদের প্রয়োজনীয় অন্ন নিজেরা উৎপাদন করিয়া লয়। ⌐ মধ্যবিত্ত জনসাধারণ, দুর্গা।

শাক্ত : ● যাঁহারা জন**শক্তি**র উপাসনা করেন; অথবা, যাঁহারা মধ্যবিত্তশ্রেণীর (দুর্গার), শ্রমিকশ্রেণীর (কালীর) ও তাঁহাদের দ্বারা উৎপাদিত উৎপন্নাদি লালনপালনকারী জনগণের (জগদ্ধাত্রীর) উপাসনা করেন; কিংবা, যাঁহারা পরমাপ্রকৃতিকে অনুরূপ বিশেষ বিশেষ গুণের সমষ্টি রূপে আরাধনা করেন। ☐ শক্তিসম্বন্ধী, শক্তিদেবীসম্বন্ধী, শক্তির উপাসক।

শাক্য : ● **শক**জাত (সমর্থজাত) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহারা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা উৎপাদন করিয়া লইতে পারে এবং উদ্বৃত্ত উৎপন্নও করিতে পারে তাহারা থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহারা **কপিল**মুনির আশ্রমে **শাক**নামক বৃক্ষের (ব্যবস্থার) মধ্যে বাস করিয়া **কপিল**-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। / শকদেশে যাহার অভিজন। (ব.শ.)। ☐ বুদ্ধ, ঈক্ষ্বাকুবংশীয় কতিপয় রাজপুত্র। (দ্র. **শবল**, **কপিলাবস্তু**)।

শাক্যসিংহ : ☐ গৌতম বুদ্ধ।

শাখা : ● **শাখ**-এর (শক্তিধারীর করণস্থিতের) আধার যে; অথবা, শক্তি প্রয়োগকারী যাহা দ্বারা (তাহার যে দেহাংশ দ্বারা) খায়; কিংবা, (লক্ষণার্থে) দেহাংশ থাকে যাহাতে। / ব্যাপন করে যে। (ব.শ.)। ☐ ডাল, দেহাংশ-ভেদ, বাহু, পরিচ্ছেদ, বিভাগ ...।

শাখী : ● **শাখ**-এর (শক্তিপ্রয়োগকারীর করণস্থিতের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে সত্তা (সংস্থা, সামাজিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি) তাহার একাধিক দেহাংশ সহ (বা তাহাদের মাধ্যমে) সক্রিয় থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বৃক্ষ তাহার একাধিক শাখার পত্রপল্লবের মাধ্যমে সালোক-সংশ্লেষ (রান্না-বান্না) চালায়, ফুল ফল ফলায়। ☐ একাধিক শাখাবান, বহুশাখাবান সংস্থা, (সাদৃশ্যে) বহুশাখাবান গাছ।

শাড়ী : ● **শড়**-এর (বয়নশক্তির গড়ান-উড়ান) হইতে জাতের সক্রিয় আধার যে। ⌐ সধবার পরিধেয় বস্ত্র।

শান্ত : ● **শাম**-কে (**শম** হইতে জাতকে)

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

তারিত করা হইয়াছে যাহাতে; অথবা, যাহার অভাব পূর্ণ করা হইয়াছে; কিংবা, যে তাহার নিজের অভাবপূরণচেষ্টাকে সংযত করিয়াছে; অথবা, যাহার অভাবপূরণচেষ্টাকে মারিয়া ঠাণ্ডা করা হইয়াছে; কিংবা, যাহার উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে অনুদ্বিগ্ন করা হয়। ◻ শমান্বিত, নিবৃত্ত, অনাকুল, ইন্দ্রিয়ক্ষোভশূন্য, শমিত ...অনুদ্বিগ্ন।

শান্তনু : ● **শান্তন** (**শান্ত**করণ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহার বংশবিস্তার **শান্ত** বা শমিত করা হইয়াছিল তাহার বংশ-বিস্তারের পুনরায় আরম্ভ যাহাতে; কিংবা, উৎপন্ন যাহাতে উদ্বৃত্ত না হয় সেই লক্ষ্যে উৎপাদনে বিরত যে সমাজচালকেরা, সমাজে পণ্যপ্রবাহের (**গঙ্গা**ধারার, বিক্রয়মূলক বণ্টনের) আবির্ভাব হইয়া যাওয়ায়, পুনরায় উৎপাদন শুরু করিয়াছিল। / উপরত (বিরত) বংশের বিস্তার যাহার। (ব.শ.)। ◻ চন্দ্রবংশীয় প্রতীপ-রাজপুত্র, ভীষ্মাদির পিতা।

শান্তা : ● **শান্ত**-এর (অনুদ্বিগ্নের) আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী যৌথব্যবস্থায় (দশরথকন্যা রূপে) লালিত এবং জোর-পূর্ব্বক পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনকারীর (ঋষ্যশৃঙ্গের) প্রকৃতি রূপে তাহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। ◻ কৌশল্যাগর্ভজাতা দশরথ-কন্যা, ঋষ্যশৃঙ্গপত্নী।

শান্তি : ● **শান্ত** (শমিত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **শান্তা**বস্থা চলে যাহাতে; কিংবা, অভাব পূর্ণকৃত বলিয়া, বুঝাইয়া ইচ্ছাসমূহকে সংযত করা গিয়াছে বলিয়া, বা পিটাইয়া ও পিটানোর ভয় দেখাইয়া ঠাণ্ডা করা গিয়াছে বলিয়া, যে **শান্তা**বস্থা তদ্রূপে চলমান আছে। ◻ শম, কামাদিপ্রশম, উপশম, নিবৃত্তি, মোক্ষ, কৈবল্য, নির্ব্বাণ, ইন্দ্রিয়োপশম ...।

শাপ : ● **শপ** (... শক্তির পাতন) হইতে জাত যে; অথবা, যাহাতে কাহারও উপর ক্ষতিকর শক্তি আপতিত হয়; কিংবা, শক্তিমান মুখে যে অনিষ্টের কথা বলে, শক্তিমানের সহকারীগণ তাহা অবশ্যই বাস্তবায়িত করিয়া ছাড়ে; অথবা, (উদাহরণ-স্বরূপ) যাহাতে 'যথাসময়ে তোলা দাও নাই, তাই তোমার ব্যবসার **সর্ব্বনাশ হইবে**' - নেতা এই **শাপ** দিবার পর ব্যবসায়ীর ব্যবসাক্ষেত্রে কাহারা যেন আগুন লাগাইয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেয়। / 'অনিষ্ট হউক' ইত্যাদিরূপ অপ্রিয় আশংসা যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ অভি-সম্পাত, শপথ, দিব্য, উপদ্রব; শাপ দেওয়া।

শাপভ্রষ্ট : ● **শাপ**-এর (... ক্ষতিকর শক্তির আপতনের) ফলে আপন আবর্ত্ত (সামাজিক বৃত্তি) হইতে ভ্রষ্ট যে। ◻ শাপ হেতু স্বদশাচ্যুত বা দশান্তরপ্রাপ্ত।

শাপান্ত : ● **শাপ**-এর (ক্ষতিকর শক্তির আপতনের) অন্ত হয় যাহাতে; অথবা, যাহা করিলে ঘোষিত **শাপ** হইতে মুক্তি লাভ করা যায়; কিংবা, যাহাতে **শাপ**দাতাকে তুষ্ট করিতে পারিলে তিনিই সেই **শাপ**কে ব্যর্থ করিবার উপায় বলিয়া দেন। ◻ শাপনিবৃত্তি, শাপমুক্তি।

শাপশাপান্ত : ● **শাপ** দেওয়া এবং পরে সেই **শাপ**-এর অন্ত করিবার উপায় বলিয়া দেওয়া হয় যাহাতে।

শাবক : ● **শাব** (**শব** হইতে জাত) করে যে; অথবা, প্রাণহীন-প্রাণবাহক হইতে জাতকে প্রাণবাহী সন্তানরূপে বহন করে যে; কিংবা, মেধা-শ্রম হইতে জাতকে মেধাশ্রমধারী উৎপন্ন

রূপে বহন করে যে। / সতত গমন করে যে। (ব.শ.)। ◻ উৎপন্ন, শিশু, ছা, ছাওয়াল।

শামুক : ● **শাম**কে (**শম**জাতকে) নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, সত্তার অভাব পূর্ণ করিয়া তাহাকে তাহার খোলসের চাইতে বড় করিয়া দেয় যে। ◻ শম্বুক।

শায়ক : ● **শয়ন** করে যে; অথবা, যাহারা শত্রুকে মারিয়া শয়ান করাইয়া বা শুয়াইয়া দেয় বা দিতে পারে। (দ্র. **নবশায়ক**)। ◻ শয়নকারী, শায়ী।

শারদ : ● **শরৎ** হইতে জাত যে; অথবা, যখন তাপের বা বারির শরবর্ষণ চলিয়া গিয়াছে সেই **শরৎ**-কালখণ্ড হইতে যাহা কিছু হয়। ◻ শরৎসম্বন্ধী, শরদ্ভব।

শারিকা : ● **শার**-কে (কাম**শর** হইতে জাতকে) সক্রিয় করে যে আধারশক্তি। ◻ যাদুকরী স্ত্রী, ময়নামতী, ডাকিনী, পুরুষডাকিনী (sexy), খলস্বভাব নারী, কুটনী; (সাদৃশ্যে) মদনশারিকা, ময়না, শুক-স্ত্রীজাতি, শুকী।

শাল : ● **শল** (প্রয়োজনীয় শক্তির লালন) হইতে জাত যে; অথবা, ব্যক্তিগত উদ্যোগে একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির নীতিতে ব্যাপক-ভাবে (পাইকারী হারে) উৎপাদন করা হয় যে ব্যবস্থায়; অথবা, আঘাত করিতে পারে এমন মানসিক বা বাহ্যিক শক্তি (স্বাতন্ত্র্য-শক্তি, বিন্ধ্য বা বিঁধিবার শক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মূলক বিদ্যাদি, ব্যক্তিগত পণ্যাদি, শলাকা, কাঁটা প্রভৃতির চর্চা উৎপাদন লেনদেন ইত্যাদি) থাকে যাহাতে; কিংবা, 'আমি এই এই প্রকার বিদ্যাপণ্য, ভোগ্যপণ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারি' - ইত্যাকার ঘোষণা থাকে যাহাতে। ◻ শ্লাঘা, প্রশংসনীয়, সর্জ্জতরু, **শাল**মাছ বা গজাল মাছ; **শাল**গাছ, রান্না**শাল**, ঢেঁকি**শাল**।

শালগ্রাম : ● **শাল**-এর (**শল**জাত সত্তার) **গ্রাম** বা সমিতি যাহাতে; অথবা, যে নগদ-নারায়ণ একনিষ্ঠ পুরোহিতগণের (তুলসীর) শাপে পণ্যজীবীগণের অনড়-অচল ব্যবসায়ী সমিতিতে পরিণত হইয়া যান; কিংবা, যে প্রাচীন ব্যবসায়ী সমিতিকে বৌদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগ হইতে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে শুরু করেন; অথবা, যাহাতে সেই প্রকৃত সামাজিক ঘটনাকে প্রতীকীরূপে পালন করিবার জন্য গণ্ডকী নদীর দৃশ্য শালগ্রাম-শিলা বহন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার দায়িত্ব পুরোহিত স্বয়ং তাহার আপন স্কন্ধে তুলিয়া লয়। / শালবৃক্ষ উপলক্ষিত যে গ্রাম। (ব.শ.)। ◻ (সাদৃশ্যে) বুড়িগঙ্গা বা গণ্ডকী-জাত বজ্রকীটকৃত চক্রচিহ্নযুক্ত শিলাময় বিষ্ণুমূর্ত্তিবিশেষ।

শালা[১] : ● **শাল**-এর (**শল**জাত সত্তার) আধারস্বরূপ যে স্থান; অথবা, যে সকল স্থানে স্বতন্ত্র বিদ্যাচর্চ্চা, স্বতন্ত্র কৃষিকর্ম্ম, স্বতন্ত্র গোমহিষাদি-পালন, স্বতন্ত্র কারুকর্ম্ম ... ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক কর্ম্মসমূহ করা হয়; কিংবা, লক্ষণার্থে, যে কোনো প্রকার ব্যক্তিমালিকানাধীন **শাল**করণ চলে যে স্থানে। ◻ ভবন, গৃহ, কক্ষ, কারুকর্ম্ম**শালা**, শিল্প**শালা**, পাঠ**শালা**, রন্ধন**শালা**, কামার-**শালা**, ধর্ম্ম**শালা**, গো**শালা** ... ইত্যাদি।

শালা[২] : ● **শাল**-এর (শ্যৈ-এর বা দিশাগ্রস্ত শক্তি থাকে যাহাতে তাহার) আধারস্বরূপ যে পাত্র; অথবা, (প্রাচীন যৌথসমাজে) যে ব্যক্তি দিশাগ্রস্ত শক্তিরূপিণীর (বা শুধুমাত্র স্বামীর সন্তান জননকারিণীর) লালন করিত। ◻ স্ত্রীর ভাই, **শ্যালক**।

শালাতুরীয় : ● পাঠ**শালা**সমূহের **তুরীয়**

অধিকারী যে; অথবা, যে পণ্ডিতগোষ্ঠী প্রাচীন ভারতের (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব্ব ২০০ সালের) পাঠ**শালা**সমূহের বা বিদ্যাপণ্য বিক্রয়কারী-দিগের সর্ব্বোচ্চ সমিতির অধিকারী ছিলেন। /শালাতুর গ্রাম যাঁহার অভিজন। (ব.শ.)। ◻ পাণিনি।

শালি : ● **শাল** (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানসিক বা বাহ্যিক উৎপাদনকর্ম্ম) সক্রিয় যাহাতে।

শালিক : ● **শালি** (ব্যক্তিমালিকানাবাদী উৎপাদনকর্ম্ম কার্য্যকরীভাবে) করে যে বা করা হয় যাহাতে (যে স্থানে); অথবা, **শালি**র (ব্যক্তিমালিকানাবাদী উৎপাদন কর্ম্মশালার) অধিকারী যে; কিংবা, কৃষিকর্ম্ম-ক্ষেত্রে (শালায়) ব্যক্তিমালিকানার নীতিতে যে ধান চাষ করা হয়। ◻ শালাবান, শিল্পিগ্রাম, শালা, গৃহ, কর্ম্মশালা, আধার, শালিধান্য, শারিকা।

শালিনী : ● কোনো না কোনো প্রকার উৎপাদন কর্ম্ম**শালা**র অধিকারিণী যিনি। /শালার অধিকারিণী যিনি; অথবা, রূপের শ্লাঘা করেন যিনি। (ব.শ.)। ◻ গৃহস্বামিনী, সুন্দরী।

শালিবাহন : ● **শালি**সমূহের (ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক উৎপাদন কর্ম্মশালাসমূহের) বাহন ছিল যে (রাষ্ট্রব্যবস্থা); অথবা, ভারতের যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সংস্থা (**প্রতিষ্ঠান**) বা উৎপাদন কর্ম্মশালা-সমূহের উৎপাদিত পণ্যের বাহকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। / প্রতিষ্ঠান নগরে যাঁহার রাজধানী ছিল। (ব.শ.)। ◻ রাজবিশেষ।

শালী : ● **শাল**-এর (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কর্ম্মশালার বা তাহা হইতে উৎপাদিত সম্পদের ও তৎসম্পর্কিত আচার আচরণের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, তত্তদ বিষয়, বস্তু ও আচার সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা যাহার। / শ্লাঘা করে যে। (ব.শ.)। ◻ তদ্‌বিশিষ্ট, তৎপ্রচুর, শ্লাঘ্য, শালাবান, সম্পদ**শালী**, ঐশ্বর্য্য**শালী**, বিত্ত**শালী**।

শালীন : ● **শালী** (... আচার আচরণ) অনকৃত যাহাতে; অথবা, 'আপনি আর কপনি' করিবার জন্য বা যূথবিরোধী চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম্ম ও আচার-আচরণ করিবার জন্য সদা লজ্জিত যে; অথবা, স্বাতন্ত্র্যবাদী রীতি-নীতি আচার-আচরণ রপ্ত যাহার; কিংবা, ধনতান্ত্রিক বিদ্যা**শালা** ও কর্ম্ম**শালা** সমূহের রীতিনীতি চালচলনে অভ্যস্ত বলিয়া স্বাতন্ত্র্যবাদী পুঁজিবাদী সভ্যতা যাহাকে 'ভদ্র' বলিয়া মনে করে; অথবা, অনাদিকালের যৌথতা ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিত্ত**শালী** হইবার জন্য লজ্জিত যে; কিংবা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর **কুবেরপুঁজি**র (কর্পোরেট পুঁজির) শাসন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যে বিত্ত-**শালী**গণ নির্লজ্জ হইয়া গিয়াছে। / অপ্রগল্‌ভতা হেতু অন্যত্র যাইতে অশক্ত, (অতএব) শালা-প্রবেশের যোগ্য যে। (ব.শ.) ◻ অধৃষ্ট, সলজ্জ, অপ্রাগল্‌ভা, অযাচিতবৃত্তি।

শাল্মল (শাল্মলি, শাল্মলী) : ● **শাল**কৃত (কর্ম্ম**শাল** হইতে উৎপাদিত ও পণ্যপ্রবাহে প্রবাহিত) মল যাহার (... মল সক্রিয় যাহাতে; মলের সক্রিয় আধার যে); অথবা, যাহার উৎপাদিত ঝাঁক ঝাঁক পণ্য পণ্যপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে সুদীর্ঘ শিমূলগাছের তুলো বায়ুপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। /দৈর্ঘ্য লইয়া শ্লাঘা করে যে। (ব.শ.)। ◻ শিমূলগাছ, সপ্তদ্বীপের তৃতীয় দ্বীপ, শাল্মলনির্য্যাস, রোহিতকবৃক্ষ।

শাশ্বত : ● **শাশ** (**শশ** হইতে জাত) বহন

তারিত যাহাতে; অথবা, **শশ**বৎ আগত যে; অথবা, (সুপ্রাচীন কাল হইতে) ছুটিয়া লাফাইয়া বাহিত হইয়া যাহা কিছু আজ অবধি আসিয়াছে; কিংবা, বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কাল (**পৃথুর** কাল) হইতে যাহা কিছু আজ অবধি পরম্পরাগতভাবে আসিয়াছে; অথবা, যে শব্দকোষকার আজও 'অনেকার্থসমুচ্চয়-কোষ' (প্রাচীনকাল হইতে আগত বহু অর্থবাচক ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক কোষ) সংকলন করিয়া থাকেন। ▫ শশ্বদ্‌ভব, চিরন্তন, বৈদিক, পারম্পর্য্যাগত।

শাশ্বতী : ● **শাশ্বত**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **পৃথু** (রাষ্ট্রব্যবস্থা) শাসিত যে স্থান ও তথায় বসবাসকারী জনসমূহ **শাশ্বত**-এর আধার রূপে আজও বর্ত্তমান আছে। ▫ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রশাসিত এলাকা; (পৌরাণিক ভাষায়) পৃথিবী।

শাস : ● **শস** (তোয়াজ করিয়া বা ধমকাইয়া আয়ত্তকরণ) হইতে জাত যে; অথবা, যাহা আয়ত্তকরণের সহিত সম্পর্কিত কর্ম্মরূপে করা হয়। ▫ অনুশাসন, উপদেশ, শাসন, আজ্ঞা; সরোষে বা বিরক্তভাবে বলা।

শাসক : ● **শাসন** করে যে। ▫ শাসনকর্ত্তা, শাস্তা, অনুশাসক।

শাসন : ● **শাস** (আয়ত্তকরণ সম্পর্কিত কর্ম্ম) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **শাস**করণ চলে যাহাতে। (দ্র. **অগ্রহার**)। ▫ শাসক, উপদেশ-কর্ত্তা, দমন।

শাস্তি : ● **শাস** (ধমকাইয়া আয়ত্তকরণ) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, মারিয়া ঠাণ্ডা করা বা শান্ত করার (আয়ত্তে আনয়ন করার) রকমফের থাকে যাহাতে। ▫ রাজদণ্ড, শাসন, আদেশ, কষ্ট, যন্ত্রণা।

শাস্ত্র : ● **শাস**-কে (আয়ত্তকরণ কর্ম্মকে) তাহার সমস্যা হইতে ত্রাণ করে যে (বিদ্যা); অথবা, যে গ্রন্থাদিতে বা বিদ্যায় শাসন করিবার কলাকৌশলসমূহ লিখিত বা কথিত থাকে। ▫ শাসনগ্রন্থ, নীতিশিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ, শাসন।

শাস্ত্রী : ● **শাস্ত্র**-এর (শাসনবিদ্যার) সক্রিয় আধার যিনি; অথবা, **শাস্ত্র**বিদ্যার অধিকারী যিনি; কিংবা, একালের ভাষায়, যিনি যে কোনো বিদ্যায় (চিকিৎসাশাস্ত্রে, রসায়নশাস্ত্রে ... ইত্যাদিতে) বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন। ▫ শাস্ত্রজ্ঞানবান, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, শাস্ত্রাচার্য্য, পণ্ডিত, পণ্ডিতের উপাধি।

শি : ● সক্রিয় শক্তিযোজন যাহাতে।

শিং : ● **শি**-র (সক্রিয় শক্তিযোজনের) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, অগ্রণী সত্তার সম্মুখে যাহা আত্মরক্ষার বা অপরকে আক্রমণের নিমিত্তরূপে থাকে। ▫ শৃঙ্গ।

শিংশপা : ● **শিংশ**-কে (সক্রিয় শক্তিযোজনের রহস্যময় ক্ষমতাকে) পালন করে যে (ব্যবস্থা, বৃক্ষ); অথবা, যে পরিবার-ব্যবস্থা, সংস্থা, বা প্রতিষ্ঠানের শিং (আক্রমণকারী গুণ্ডাদল, পুলিশ, সেনাবাহিনী প্রভৃতি) থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) **শিং**-এর ন্যায় অত্যন্ত শক্ত বা শক্তিসম্পন্ন কাঠ যে গাছের। ▫ (সাদৃশ্যে) শিশুগাছ (Dalbergia Sisu)।

শিকড় : ● **শিক**-এর (সক্রিয় **শক**-এর বা বাহ্যিক সামর্থ্যের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক সংস্থা বা ব্যবস্থাদির গড়ান-উড়ান চলে; কিংবা, যাহার উপর নির্ভর করিয়া গাছের প্রাণরস সংগ্রহ, খাড়া হওয়া ও আকাশের দিকে ধাবিত হওয়া চলে। ▫ সমাজ সংগঠনের মূল; (সাদৃশ্যে) গাছের মূল, গোড়া।

শিকল : ● **শিক** (সক্রিয় **শক** বা বাহ্যিক সামর্থ্য) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা কোনো কিছুকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে। ⊓ শৃঙ্খল।

শিকার : ● **শিকা** (সক্রিয় বাহ্যিক সামর্থ্য-করণ) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা ভারতীয় রাজাগণ তাঁহার সৈন্যদিগকে প্রকৃত যুদ্ধের প্রায়োগিক শিক্ষা (প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং) দিতেন। ⊓ মৃগয়া, (লক্ষণার্থে) পশুপক্ষীবধ।

শিক্য : ● **শিক** (সক্রিয় বাহ্যিক সামর্থ্য) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা প্রদত্ত ভার ধারণ করিয়া রাখে বা রাখিতে পারে। ⊓ দড়ির ছিকা, শিকা।

শিক্ষ : ● (শিক-ষ) **শিক**-এর (সক্রিয় মানসিক সামর্থ্যকরণের) দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, যাহাতে নিজেকে বা অন্যকে বিশেষ দিকে (গণনায়, কৃষিতে, বিজ্ঞানে, রাজ্যশাসনে, **বিশ্ব**ব্যাপারে ...) সমর্থ করিয়া তোলা হয়; কিংবা, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিমূলক বিদ্যাবুদ্ধি বা দক্ষবিদ্যা দান বা গ্রহণ করা হয় যাহাতে। ⊓ বিদ্যাদান, বিদ্যাগ্রহণ।

শিক্ষক : ● **শিক্ষণ** (দক্ষবিদ্যা দান বা গ্রহণ) করে যে; অথবা, **শিক্ষা** দান বা গ্রহণ করে যে; কিংবা, বৌদ্ধযুগের প্রাক্কাল হইতে জ্ঞানচর্চা ত্যাগ করিয়া যে 'বিদ্যাবিক্রয়জীবী' (ব্রহ্মা) রাষ্ট্রের (রাবণের) দাপটে সরকারী আনুকুল্যে পুষ্ট বিদ্যালয়সমূহে (লঙ্কায়) বালকগণকে পড়ানর দায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ('জগতের কর্ত্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি। পড়াই বালকগণে লঙ্কাতে আপুনি।।' - কৃত্তিবাস); অথবা, বর্ত্তমানে যাঁহাদের অধিকাংশ সরকারী বা বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ, বিদ্যাপণ্য বিক্রয়ের দোকানসমূহের নিজ নিজ বিক্রয়মঞ্চের বা সেলস্ কাউন্টারের সেলসম্যান বা) বেচারাম রূপে চাকুরি করিয়া থাকেন; কিংবা, জ্ঞানচর্চ্চাকেই জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়া শিষ্যদিগের সহিত মিলিয়া একনিষ্ঠ-ভাবে সেই ব্রত পালনকারী যে জ্ঞানযোগী 'গুরু'-সত্তাটি বর্ত্তমানে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীতে পরিণত হইতেছেন। ⊓ শিক্ষাকারক, শিক্ষয়িতা, অধ্যাপক ... বিদ্যাপণ্য-বেচারাম, বিলুপ্তপ্রায়-জ্ঞানযোগী।

শিক্ষণ : ● **শিক্ষ** (... দক্ষবিদ্যা দান বা গ্রহণ করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **শিক্ষা**-করণ বা **শিক্ষা**-দেওয়ন চলে যাহাতে। ⊓ বিদ্যাগ্রহণ, শিক্ষা করান, শিখান, অধ্যাপনা।

শিক্ষা : ● **শিক্ষ**-এর (পুনরাবৃত্তিমূলক দক্ষ বিদ্যাবুদ্ধি দান বা গ্রহণ করিবার) আধার যে; অথবা, **শিক্ষণ** থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে মানবসভ্যতার অর্জ্জিত (আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত) জ্ঞানসমূহকে পুনরাবৃত্তিমূলক বিদ্যাপণ্যে রূপান্তরিত (প্রথমে চারভাগে বিভক্ত এবং পরে পরে অজস্র-সহস্র ভাগে বিভক্ত) করিয়া সরকারী-বেসরকারী 'শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান'-স্বরূপ বিদ্যাবিক্রয়ের দোকানগুলি হইতে বিক্রয় করা হয়; অথবা, যাহাতে বিদ্যাপণ্যে রূপান্তরিত আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত জ্ঞানকে (কৃত্রিম আলো-কে) 'করে-খাওয়ার বিদ্যারূপে অর্থের বিনিময়ে উত্তরপ্রজন্মকে বিক্রয় করা' হয় (যাহা পশুপাখীরাও করে না) এবং সেই উত্তরপ্রজন্মের পক্ষে জগতের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জ্ঞান (সূর্য্যালোক) অর্জ্জনের পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ⊓ বিদ্যাগ্রহণ, শিক্ষণ, শেখা, শিক্ষা দেওয়া, শেখান।

শিক্ষানবিশ : ● **শিক্ষা**র (... পুনরাবৃত্তিমূলক দক্ষবিদ্যা লাভের) **নব** ইচ্ছা করে যে। /

কোনো বিষয় প্রথম শিখে যে। (ব.শ.)। ◻ প্রথম শিক্ষার্থী, লেখক, কেরানি।

শিক্ষিত[১] : ● **শিক্ষা** (... পুনরাবৃত্তিমূলক দক্ষবিদ্যা দান) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে কমবেশি শিক্ষা লাভ করিয়া মনোজগতে শুধুমাত্র সেই শিক্ষার কৃত্রিম আলোটুকু জ্বালাইয়া রাখে না যে; বরঞ্চ, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে সর্ব্ব-প্রকারের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জ্ঞানার্জ্জন (সূর্য্যালোকের আরাধনা) করিতে হয় যাহাকে বা করে যে-সাধারণ বাংলাভাষী (ডিগ্রিপ্রাপ্ত বা ডিগ্রিহীন) জনসাধারণ। ◻ কৃতশিক্ষণ, গৃহীতবিদ্য, শিক্ষাপ্রাপ্ত।

শিক্ষিত[২] : ● **শিক্ষা** (... পুনরাবৃত্তিমূলক দক্ষবিদ্যা দান) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে হাজার ভাগে বিভক্ত শিক্ষার একটিমাত্র বিষয়ে অতি উচ্চ**শিক্ষা** (ডিগ্রি প্রভৃতি) লাভ করিয়াছে যে (অর্থাৎ, বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে বাকি ৯৯৯ টি বিষয়ে মূর্খ হইয়া গিয়াছে যে); কিংবা, যে তাহার নিজের মনোলোকে মোমবাতি বিজলিবাতি প্রভৃতি কৃত্রিম আলোকবর্ত্তিকাই শুধু জ্বালাইয়া রাখে এবং বিশ্বাস করে যে, এ জগতে সূর্য্যালোক (স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জ্ঞানের অতি বিশাল ও মহত্তম আলোক) বলিয়া কোনো পদার্থ নাই; অথবা, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে; অথবা, ধনকুবেরগণ যাহাকে (যে যন্ত্রকে) দিয়া যে কোনো দুষ্কর্ম্ম করাইতে পারে; কিংবা, যে অতি উচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত ও মনুষ্যত্বহীন যন্ত্রে পরিণত ব্যক্তি করিতে পারে না হেন দুষ্কর্ম্ম নাই। ... ◻ কৃতশিক্ষণ, গৃহীতবিদ্য, শিক্ষাপ্রাপ্ত।

শিখ : ● (ি-শিক-হ) **শি**-র (সক্রিয় মানসিক শক্তিযোজনের বা সামর্থ্যের) হওয়ন যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা মানুষ মানসিক-ভাবে আরও সমর্থ হইয়া উঠে; কিংবা, যাহা জ্ঞানের অগ্নিশিখা রূপে জ্বলে; অথবা, যাঁহারা গুরুনানক প্রদত্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ◻ শিক্ষা করা, শেখা, জ্ঞানলাভ করা; গুরুনানকের শিষ্য বা শিষ্যসম্প্রদায়, শিখজাতি।

শিখর : ● **শিখ** (জ্ঞানকর্ম্মের অগ্নিশিখা) রহে যে স্থানে; অথবা, ক্ষমতা (অগ্নি) ধারী রহে যে উচ্চ স্থানে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) অগ্নি-শিখার ন্যায় শিখা রহে যাহাতে। ◻ শিখাযুক্ত; (সাদৃশ্যে) শৈলাগ্র, শৃঙ্গ, কূট।

শিখা : ● **শিখ**-এর (**শিখকরণের** বা শিখিবার) আধার যে; অথবা, **শিখাশিখি** থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা মানসিক সামর্থ্য দান করিয়া উচ্চে লইয়া যাইতেছে; (সাদৃশ্যে) যাহা **উর্ধ্ব**গামী করে বা হয়। ◻ **সদর্থে শিক্ষালাভ করা, জানা, মানসিকভাবে অধিগত** করা; (সাদৃশ্যে) মস্তক-মধ্যস্থ কেশগুচ্ছ, চূড়া, জ্বালা, অর্চ্চিঃ, অগ্নিমাত্র, ময়ূরচূড়া, অগ্রমাত্র।

শিখী : ● **শিখ**-এর (... উর্দ্ধগামীর) সক্রিয় আধার যে; অথবা, জ্ঞানকর্ম্মের অগ্নিশিখা ধারণ করে যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহার শিরে অগ্নিশিখার ন্যায় শিখা থাকে। (দ্র. **শিব**)। ◻ শিখাবান, অগ্নিশিখাতুল্য-জ্ঞানময়শিখাযুক্ত, বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, কুক্কুট, ঘোটক, বৃষভ, পর্ব্বত।

শিঙ্গা (শিঙা) : ● **শিং**-এর (সক্রিয় শক্তির রহস্যরূপের) গমন যে আধারে; অথবা, **শিং**-এর দ্বারা টঙ্কারিত হয় যে; কিংবা, মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ার (মরিবার) কালে যাহা বাজান হইয়া থাকে; অথবা,

মৃত্যু উপস্থিত হইলে লোকে যাহা ফুঁকে। ❒ শৃঙ্গনির্ম্মিত বাদ্যবিশেষ।

শিঙ্গাড়া : ● **শিঙ্গার** (শিং-এর) গড়ান-উড়ান যে আধারে; অথবা, যাহার তিনখানি শিং থাকে। ❒ পানিফল, পানিফলের মত ময়দার ঘৃতপাক খাদ্যবিশেষ।

শিট (শিঠ) : ● **শি**-র (সক্রিয় শক্তি-যোজনের) টঙ্কার (টঙ্কারস্থিতি) যাহাতে; অথবা, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন লইয়া টঙ্কার করে (বিক্রয় করে) যে সামাজিক সত্তা। ❒ উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের বিনিময়জীবী, ব্যবসায়ী, অবশিষ্টাংশ, পিষ্ট বা চর্ব্বিত দ্রব্যের অসার ভাগ, গাদ, মল, ক্ষেতে ঝরিয়া-পড়া ধান; উপাধিবিশেষ।

শিথিল : ● **শি**-এর (সক্রিয় শক্তি যোজনের) স্থিতি লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে শক্তি যোজনকর্ম্ম থামাইয়া দেওয়ায় তাহা আর কষিয়া ধরিতে পারে না। ❒ স্রস্ত, শ্লথ, স্খলিত, শ্লথবদ্ধ, অবসন্ন, মন্দোৎসাহ।

শিপ্র : ● **শি**-এর (সক্রিয় শক্তিযোজন) পালনপূর্ব্বক রক্ষণ করা হয় যাহাতে; অথবা, (যৌথ বা রাষ্ট্রীয়) সামাজিক সম্পদ রাখা হয় যাহাতে (যে রাজকোষে)। ❒ রাজকোষ; (সাদৃশ্যে) হিমালয়প্রস্থস্থিত সরোবিশেষ।

শিপ্রা : ● **শিপ্র**-এর আধার যে; অথবা, রাজকোষের সম্পদের যে ধারা **উজ্জয়িনী**র (পণ্যের **উজান** সৃষ্টিকারী নগরের) পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া জনসমুদ্রে গিয়া পড়ে। ❒ (সাদৃশ্যে) শিপ্রনিঃসৃতা উজ্জয়িনী পার্শ্বে প্রবাহিতা দক্ষিণ-সাগরগতা নদীবিশেষ।

শিব : ● **শি** (সক্রিয় শক্তিযোজনা) বহন করেন যিনি; অথবা, জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তির অগ্নিশিখা বহন করেন যিনি; কিংবা, সম্পর্ক-জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান আবিষ্কার-উদ্ভাবন করেন যিনি; অথবা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন করিয়া তাহা কর্ম্মে প্রয়োগ করেন যিনি; কিংবা, সেকেলে হইয়া পড়া পূর্ব্বতন অর্জ্জিত জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া (লয় করিয়া) নূতন আবিষ্কার করেন বা 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধি'করণ করেন যিনি; অথবা, সৃষ্টি করেন যিনি; কিংবা, যে আদি ব্রহ্মজ্ঞানী (সম্পর্কজ্ঞানী বা ব্রাহ্মণ) তাঁহার সামাজিক অস্তিত্বের যাথার্থ্য বুঝাইতে জ্ঞান-কর্ম্মের অগ্নিশিখার প্রতীকস্বরূপ শিরে বাহ্য-শিখাবৎ কেশগুচ্ছ ধারণ করিতেন; অথবা, যে ব্রহ্মজ্ঞানী (সম্পর্কজ্ঞানী) বৈদিক-পূর্ব্ববর্ত্তী (সনাতন, মহান) সমাজের পরিচালক রূপে সর্ব্বজনস্বীকৃত ছিলেন; কিংবা, বাহ্যসম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া যে ব্রহ্মজ্ঞানী শিরের সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিয়া **টিকি**টুকু মাত্র ছাড়িয়া দিতেন। / যে স্থানে সর্ব্ব শয়ন করেন। (ব.শ.)। (দ্র. **শিখী**)। ❒ উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, আদি ব্রহ্মজ্ঞানী, স্রষ্টা, প্রকৃত হিতকারী, সর্ব্বলোকহ্লাদক, (সাদৃশ্যে) টিকিধারী বামুন, ত্রিমূর্তির অন্যতম। ✻✻

শিবতা : ● **শিব** (সক্রিয় উদ্ভাবনাদিশক্তির বাহক) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে জগতের মঙ্গল সাধিত হয়। / স্বাভাবিক বিশুদ্ধিকরণ চলে যাহাতে। (শিবপুরাণ)। ❒ শুভ, মঙ্গল।

শিবদ্রুম : ❒ বেলগাছ।

শিববাহন : ❒ বৃষ, ষাঁড়।

শিবা : ● **শিব**-এর (... অগ্নিশিখা বহনের) আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী **শিব**কে (ব্রহ্মজ্ঞান-সত্তারূপ অগ্নিকে) ধারণ করেন; কিংবা, (সাদৃশ্যে) রাত্রিকালে যে খেঁক-শেয়ালের মুখ দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে থাকে। ❒ দুর্গা, ভবানী, (সাদৃশ্যে) শৃগালী।

শিবি : ● **শিব** (... সম্পর্কজ্ঞানী) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, শরণাগতকে অবশ্যই রক্ষা করেন যিনি; কিংবা, (প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অনুসারে) অসঞ্চয়ী **কপোতবৃত্তি**-ধারীর সহিত পণ্যবাদী **বাজপক্ষীর** বিরোধে যিনি **কপোত**-এর (ব্রহ্মজ্ঞানীর) পক্ষ অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। ◘ উশীনরের পুত্র। ❋

শিবিকা : ● **শিব**-কে গতিশীল করে যে আধার; অথবা, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সনাতন সমাজের পরিচালককে বা **শিবকে** (বৃদ্ধ হইয়া গেলেও) তাঁহার অনুগামীগণ পরম প্রেম ও ভক্তিতে যে মাচায় তুলিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইত; কিংবা, কালে কালে যে **শিবিকা** যানবিশেষে (পালকী, ডুলিতে) অনুবর্ত্তিত হইয়া যায়। ◘ শিবকে বহন করিবার মাচা, 'শিবকারিকা', যানবিশেষ, পালকী, ডুলী।

শিবির : ● **শিব** (সনাতন সমাজপরিচালক) সক্রিয় হইয়া রহে যে স্থানে; অথবা, শাসক তাঁহার লোকলস্কর লইয়া যে স্থানে সাময়িক বসত করেন। ◘ 'শয়নস্থান', আগন্তুক সৈন্যাবাস, কটক, পটগৃহমাত্র।

শির : ● **শি** (সক্রিয় শক্তিযোজন) রহে যেখানে; অথবা, সর্ব্বোচ্চ শক্তিকেন্দ্র থাকে যেখানে (যে উপরিস্থ স্থানে)। ◘ মাথা, শ্রেষ্ঠ।

শিরা : ● **শির**-এর (... শক্তিকেন্দ্রের) আধার যে; অথবা, উপরে বা উচ্চে স্থিত শক্তিকেন্দ্র থাকে যাহাতে; কিংবা, পর্ব্বতমালার (কামরাঙা ফলের শিখর ও খাদের ন্যায় বা উচ্চমুখী ও নিম্নমুখী ধারার) ন্যায় উচ্চমুখী ধারা থাকে যাহাতে; অথবা, মানবদেহে যে 'উচ্চমুখী ধারা' রক্তাদি বহন করে। / যাহা বিদ্ধ হয়। (ব.শ.)। ◘ নাড়ী, **ধমনী** ...।

শিরাল : ● **শিরা** (উচ্চমুখী বা নিম্নমুখী ধারা) লালিত যাহাতে (যে ফলে); অথবা, যে ভূমিকর্ষণে নিম্নমুখী ধারা লালিত হয়। ◘ কামরাঙা ফল, হাড়ভাঙা গাছ, লাঙ্গলের ফালকৃষ্ট খাত।

শিরোনাম : ● **শিরে** (... উপরে) যে নাম লিখিত থাকে।

শিল : ● **শি** (সক্রিয় মানসিক শক্তিযোজন) লালিত যাহাতে; অথবা, একই জ্ঞানের পুনঃ পুনঃ যোজন লালিত হইতে হইতে যাহা ধ্রুবসত্য স্বরূপ অনড়-অচল-অপরিবর্ত্তনীয় কঠিন (স্বতঃসিদ্ধ-প্রতিম) বোধে পরিণত হইয়া যায়; কিংবা, যে অর্জ্জিত জ্ঞান বারংবার সত্য হইয়া ধ্রুবসত্য বা ধ্রুবসত্য-সমান বোধের পাথরে পরিণত হইয়াছে; অথবা, যুগপৎ নিত্যসত্য ও চিরন্তন সত্যের গন্ধ থাকে যে বোধে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) সক্রিয় বাহ্যিক শক্তিযোজন লালিত যাহাতে; অথবা, পলি পড়িতে পড়িতে যাহা পাললিক শিলায় পরিণত হইয়া যায়। ◘ মানসপ্রস্তর; (সাদৃশ্যে) বাহ্যপ্রস্তর, শানপাথর, বাটনা বাটার পাথর।

শিলবৃত্তি : ● **শিল**-এর (অপরিবর্ত্তনীয় বোধের) অনুসরণ বৃত্তি যাহার; অথবা, বৈদিক যুগের সূচনার পর হইতে যে দক্ষ (অত্রি) ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্মের পরামর্শদাতা রূপে (ফলাফল পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য) ক্ষেতে ক্ষেতে মঞ্জরী সংগ্রহ করিতেন এবং কৃষকগণ সেই ব্রাহ্মণের সকল বাহ্য প্রয়োজন পূর্ণ করিত; কিংবা, যুগের পর যুগ এই প্রথা চলিতে থাকায় ক্রমে কৃষকগণের অনাদর দেখা যায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মঞ্জরীসংগ্রহ 'ধান কেটে তুলে নেওয়া ক্ষেতে পড়ে থাকা ধান কুড়োনোয়' অধঃপতিত হয় এবং কৃষকগণের নিকট হইতে সেবাগ্রহণ ব্রাহ্মণের 'ওঁছাবৃত্তি' (**উঞ্ছবৃত্তি**)

বলিয়া সাধারণ্যে নিন্দিত হইয়া যায়। / গৃহীতশস্য ক্ষেত্র হইতে অবশেষচয়ন যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ শিলজীবী, ধানশিষ কুড়ানো।

শিলা : ● **শিল**-এর (... অপরিবর্ত্তনীয় বোধের) আধার যে; অথবা, **শিল**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-কর্ম্মের চর্চ্চা করিবার নিমিত্ত মনের গভীরে চর্চ্চাক্ষেত্রস্বরূপ (কামারের বা ছুতোরের **যোগান**-এর ন্যায়) যে ধ্রুবসত্য স্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত 'বোধপাথর'-এর একান্ত আবশ্যক হয় (অন্যথায় কোনো প্রকার জ্ঞানার্জ্জন বা কর্ম্ম করা একেবারেই অসম্ভব); অথবা, (সাদৃশ্যে) যে পাথরের উপর মুগ মসুর গম প্রভৃতি রাখিয়া উপরে আর একটি পাথর ঘুরাইয়া সেগুলি ভাঙা বা গুঁড়ানো হয়। ◻ ধ্রুবসত্যসমূহ, বোধের 'গাছ-পাথর', দৃষদ্‌; (সাদৃশ্যে) পাষাণ, প্রস্তর, পাললিক **শিলা**; (লক্ষণার্থে) যে কোনো প্রকার পাথর।

শিল্প[1] : ● **শিল** (ধ্রুবসত্য বা ধ্রুবসত্যসমান বোধন) পালিত যাহাতে; অথবা, যে সকল কৃতিতে ও সংস্কৃতিতে (দেহভোগ্য, মনোভোগ্য, বা উভয়ভোগ্য কর্ম্মাদিতে) ধ্রুবসত্য বা ধ্রুব-সত্যসমান বোধ পালিত হইয়া থাকে; কিংবা, মহাসত্যের (যুগপৎ নিত্যসত্য ও চিরন্তন সত্যের বা সুন্দরের) গন্ধ থাকে যে কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে; অথবা, যে কর্ম্মের মাধ্যমে মিথ্যার মোড়কে সত্য এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ (সুন্দর) ভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, তাহারা পরস্পর-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কেহ কাহাকেও ধ্বংস না করিয়া পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার করে। / যাহাতে সমাহিত হয়। (ব.শ.)। ◻ নৃত্যগীত-বাদ্য ইত্যাদি ৬৪ প্রকার বাহ্যক্রিয়া-রূপ কলা, ক্রিয়াকৌশল, কারুকর্ম্মাদি, স্বর্ণকারাদি-কর্ম্ম, চিত্রকর্ম্মাদি, সূত্র-নির্ম্মাণাদি, চাতুর্য্য, আয়ুর্ব্বেদাদি। (এ বিষয়ে লেখক-দ্বয়ের 'সুন্দর হে সুন্দর' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

শিল্প[2] : ● **শিল** (... পুনঃ পুনঃ যোজনার লালন) পাতিত যাহা হইতে; অথবা, যাহা হইতে অবিরাম একের পর এক উৎপন্ন উপর্যুপরি পতিত হইতে বা নির্গত হইতে থাকে; কিংবা, পাইকারী হারে উৎপাদনের চূড়ান্ত করিবার নিমিত্ত মানুষ যাহা উদ্ভাবন করিয়াছিল; অথবা, ইউরোপে 'শিল্পবিপ্লব'-এর প্রাক্কালে সমাজপরিচালকদিগের নিকট যাহা তিনটি আবশ্যিক শর্ত পূর্ণ করিবার দাবি করিয়াছিল — ১) বন পাহাড় সমুদ্র স্থলভূমি যাহাকে যখন যতখানি প্রয়োজন ততখানি তাহাকে গিলিয়া খাইতে দিতে হইবে; ২) প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাই সে করিতে পারিবে; ৩) উপর্যুপরি যে উৎপন্ন নির্গত হইবে তাহাকে বাহিত হইয়া চলিয়া যাইবার পথ করিয়া দিতে হইবে এবং এই তিনটি শর্ত পূর্ণ করার জন্য মানব-সভ্যতা যদি ধ্বংস হইয়া যায় তো যাক; কিংবা, যাহার শর্ত পূর্ণ করিতে গিয়া মানব-সভ্যতা দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে উন্মাদের লক্ষণপ্রাপ্ত হইতেছে। ◻ বৃহৎ কারখানা, 'ইন্ডাস্ট্রি'।

শিল্পী : ● **শিল্প**[1]-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, শিলায় পরিণত সত্যজ্ঞানকে কর্ম্মে রূপান্তরিত করেন যিনি; কিংবা, যাহার (যে জ্ঞানরস-বিতরণকারী, উৎপাদন কর্ম্মকারী, শাসনকর্ম্মকারী বা নেতৃত্বদানকারী, নৃত্যকারী, সঙ্গীত-সাহিত্য-সৃষ্টিকারী, অভিনয়কারী, চিত্র বা ভাস্কর্য্য নির্ম্মাণকারী, নানাপ্রকারের ক্রীড়া-কারী, ... মায় সবজি কাটা, মাছ কাটা বা

রান্না করা অবধি সর্ব্বপ্রকারের যে) কর্ম্মে বা কর্ম্মফলে মহাসত্যের গন্ধ থাকে। ⌐ মহাসত্য রূপায়ণকারী — প্রশস্তশিল্পবান; সত্যজ্ঞান রূপায়ণকারী — শিল্পকুশল, শিল্পপটু জন, কারুকার্য্যপণ্ডিত, পূর্ত্তকর্ম্ম-কুশলজন, চিত্রাদিকারক, তক্ষাদি, সূত্রধারাদি।

শিশির : ● **শিশ**-এর (সক্রিয় শক্তিযোজনের শক্তিযোজন) সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, যে সঙ্কুচিত (আক্রান্ত, শীতার্ত্ত) সত্তা অন্যকে সঙ্কুচিত (আক্রান্ত, শীতার্ত্ত) করিতে পারে; কিংবা, অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দ্রষ্টার শরণাগত হইয়াছে যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) বাস্প জমিয়া জলবিন্দু হইয়া যাওয়া যে সত্তার সংস্পর্শে শীত অনুভূত হয় তাহা রহে যাহাতে। ▫ আক্রান্ত-শরণাগত; হিমযুক্ত, সন্তাপহর, হিম, নীহার, শীতলস্পর্শ, শৈত্য।

শিশু : ● **শিশ** (সক্রিয় শক্তিযোজনের শক্তিযোজনা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে নবজাত সত্তা অতি দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে। ▫ অল্পবয়স্ক, অচিরোদিত, নব, অবোধ, অপত্য, বৎস, শিংশপা।

শিশুপাল : ● অতিদ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে এমন নবজাত দোকানদারদের পালন করিত যে শাসকসত্তা। /শিশু পালন করে যে। (ব.শ.)। ▫ বৃষ্ণিবংশীয় নৃপতিবিশেষ। (ইনি হিরণ্যকশিপু রূপে বিষ্ণু হস্তে, রাবণ রূপে রাম হস্তে, এবং শিশুপাল রূপে কৃষ্ণ হস্তে নিহত হন।) *

শিশ্ন : ● **শিশ** (সক্রিয় শক্তিযোজনের শক্তিযোজনা) অনকৃত যাহাতে; অথবা, বীর্য্য নিষেকের জন্য উদ্যত যে। ▫ (সাদৃশ্যে) পুংজনন, মেঢ্র।

শিষ : ● **শি**-র (সক্রিয় শক্তিযোজনের) দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, যাহা এক দিশায় বৃদ্ধিলাভ করিয়া চূড়ান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ▫ পরিশেষীকরণ, সীমন্ত, ধান্যাদির শীর্ষ, প্রদীপশিখা, পেনসিলের ডগা।

শিষ্ট : ● **শিষ** (দিশাগ্রস্ত সক্রিয়-শক্তিযোজন) তারিত বা টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিংবা, যাহাকে শেষ পর্য্যন্ত (উপদেশাদি) দেওয়া হইয়াছে। ⌐ পরিশেষীকৃত, অবশিষ্ট, কৃতশাসন, উপদিষ্ট, আদিষ্ট, নীতিজ্ঞ, শান্ত ...।

শিষ্য : ● **শি** (সক্রিয় মানসিক-শক্তিযোজন) দিশাগ্রস্তভাবে থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা বা যাহাকে মানসিক শক্তিদান করার কাজ চলিতে থাকে। ▫ বক্তব্য, নির্দ্দেশ্য, শাসনার্হ, উপদেষ্টব্য।

শিহরণ : ● **শি**-র (সক্রিয় শক্তিযোজনার) হরণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার সকল শক্তি মুহূর্ত্তে হৃত হইয়া যায়। ⌐ আনন্দে শিখরযুক্ত বা পুলকিত হওয়া, শিউরে ওঠা, ভয়ে রোমাঞ্চিত হওয়া।

শী : ● শক্তিযোজনের সক্রিয় আধার যে; অথবা, সক্রিয়ভাবে শক্তিযোজন করে যে। (দ্র. **শয়**)। ⌐ সংশয়, আশয়, উপাধিবিশেষ।

শীঘ্র : ● **শী**-র (সক্রিয় শক্তিযোজনার) গমন-স্থিত রহে যাহাতে; অথবা, যে গমনে সক্রিয়-ভাবে শক্তিযোজন করা চলে (বলিয়া তাহাতে অতিদ্রুত গমন সম্ভব হয়)। ▫ লঘু, ক্ষিপ্র, দ্রুত, ত্বরিত, বেগবান, অবিলম্বিত।

শীত : ● **শী** (সক্রিয় তাপ-শক্তিযোজনা) তারিত যাহা হইতে; অথবা, যাহা বাহির হইতে আসিয়া আক্রমণ করে; কিংবা, যাহা সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। ▫ বহিরাক্রমণকারী, শীতস্পর্শ, শীতল, জড়, অলস, নিরুদ্যম, হিমগুণ।

শীতল : ● **শীত** লালিত যাহাতে। ▫

শীতবান, শিশির, অনুষ্ণ, শান্ত।

শীতলপাটী : ● **শীতল** যে **পাটী**। ❐ বেতের মতো ক্ষুপবিশেষের ত্বকে নির্ম্মিত শীতল-স্পর্শ মসৃণ পাতলা মাদুরবিশেষ।

শীতা : ● **শী** (সক্রিয় শক্তিযোজনা) তারিত যে আধারে; অর্থাৎ, শক্তিযোজনা ক্রমান্বয়ে চালাইতে থাকিলে যাহা বাড়তি হয় তাহা তারণ করা হয় যে আধারে; অথবা, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন উত্তীর্ণ হয় যে আধারে; কিংবা, যে প্রকারে কৃষিকার্য্য করিলে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত হইয়া তারিত হইতে (বিক্রয়ের জন্য যাইতে) বাধ্য হয় যে আধারে; অথবা, যাহা উদ্বৃত্ত উৎপন্ন গ্রহণ করে। ⊓ পাইকারী কৃষিকর্ম্ম পদ্ধতি, রামপত্নী, নভঃসরিৎ, আকাশগঙ্গা, চন্দ্র।

শীতাংশু : ● **শীতার** (... উদ্বৃত্ত উৎপন্ন গ্রহণকারীর) **অংশু** (কিরণসমূহ) যাহাতে; অথবা, বিনিময় পুঁজির বা ধনতান্ত্রিক পুঁজির (চন্দ্রের) আলো বিচ্ছুরিত যাহাতে। ⊓ শীতলকিরণ, হিমকর, হিমাংশু, চন্দ্র।

শীতার্ত্ত : ● **শীত** কর্ত্তৃক ঋত বা আর্ত্ত যে; অথবা, **শীত** আবর্ত্তনপূর্ব্বক তারিত যাহাতে। ❐ শীতপীড়িত।

শীর্ণ : ● **শীর**-এর (সক্রিয় শক্তিযোজনার আবর্ত্তনের) রহস্যময় টঙ্কার যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে শক্তি সক্রিয়ভাবে আবর্ত্তিত হইয়া নির্গত হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। ❐ হিংসিত, বিশীর্ণ, পতিত, ভিন্ন।

শীর্ষ : ● **শীর**-এর (সক্রিয় শক্তিযোজনার আবর্ত্তনের) দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন যাহাতে; অথবা, সত্তামাত্র সক্রিয়ভাবে শক্তিলাভ করিয়া যে দিশার বা দিকের চূড়ান্তে গিয়াছে; কিংবা, সত্তা শক্তিলাভ করিয়া যে দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে বা হইয়াছে। ⊓ শির, অগ্রভাগ, সম্মুখভাগ।

শীল : ● **শী** (সক্রিয় শক্তিযোজনা) লালিত যাহাতে; অথবা, সক্রিয়ভাবে মানসিক শক্তিযোজনা লালন করে যে; কিংবা, কোনো না কোনো প্রকারের (সনাতনবাদী বা স্বাতন্ত্র্যবাদী) মানসিক ইচ্ছাশক্তি লালিত হয় যে আচরণে বা কর্ম্মে; অথবা, যে শব্দে প্রধানত বেদবাদী ইচ্ছাশক্তির লালনকেই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। / কামক্রোধাদি-রহিত চরিত যাহার। (ব.শ.)। ❐ অভ্যাস, অতিশয়-করণ, প্রবৃত্তিকারক, স্বভাব, প্রকৃতি, উপাধিবিশেষ।

শীল (শীল) : ● **শী** (সক্রিয় শক্তিযোজনা) লালিত যাহাতে; অথবা, সক্রিয়ভাবে প্রদত্ত শক্তিযোজনা লালন করে যে; কিংবা, (যথা, **চিন্তাশীল** অর্থে) চিন্তাশক্তির সক্রিয় যোজনা লালন করে যে। ❐ চিন্তা**শীল**, ধৈর্য্য**শীল**, গমন**শীল** প্রভৃতি, উপাধিবিশেষ।

শীলন : ● **শীল** (সক্রিয় শক্তিযোজনার লালন করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, (স্বীকৃত আচরণ অভ্যাসকরণ বা) **শীল**করণ চলে যাহাতে। ❐ প্রবর্ত্তন, অভ্যাস, উপধারণ, পরিধান, অতিশয়করণ।

শীলবান : ● **শীল** (সক্রিয় শক্তিযোজনার লালন) বহন করে যে; অথবা, বেদস্বীকৃত আচার বা সদাচার বহন করে যে। ❐ প্রশস্ত-স্বভাব, সৎপ্রকৃতি, সচ্চরিত্র, সদাচারসম্পন্ন।

শু : ● শক্তিযোজন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা শক্তির যোজন না করিয়া এমন কিছু করে যাহাতে যোজনা করা বা দেওয়া উলটে লওয়া হইয়া যায়; কিংবা, মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় যাহাতে। ❐ গ্রহণযোগ্য-করণ, শু-করণ, গ্রহণ।

শুঁক : ● **শুঁ**-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ শক্তি-

যোজনকে রহস্যময়) করা হয় যাহাতে; অথবা, শক্তিযোজন না করিয়া উলটে রহস্যময় গ্রহণ (গন্ধগ্রহণ, রসাদিশোষণ) করা হয় যাহাতে। ⊓ আঘ্রাণ করা, শোঁকা।

শুঁটকি : ● **শুঁট** (... রসাদিশোষণের বা শুষ্ককরণের টঙ্কার) করা সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা রসশোষণ করিয়া শুষ্ক করার টঙ্কার সক্রিয় করে; কিংবা, যে সত্তা গুটাইয়া-গুটাইয়া থাকার টঙ্কার বা ঘোষণা করিতে থাকে। ◻ শুষ্কদেহ, শীর্ণ, রোগা, শুখনা মাছ।

শুঁটি : ● **শুঁট** (... গুটাইয়া থাকার টঙ্কার) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সত্তা আত্ম-সঙ্কোচন পূর্ব্বক গুটাইয়া থাকে। ◻ কলায় প্রভৃতির বীজকোষ, কলাই**শুঁটি**।

শুঁড় : ● **শুঁ**-এর (... গন্ধগ্রহণ বা রসাদিশোষণ করার) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, রসাদি শোষিত হইয়া গড়াইয়া-উড়াইয়া যাহার মাধ্যমে আসে। ◻ হস্তিশুণ্ড, কচ্ছপের শুণ্ডাকৃতি মুখ, কীটপতঙ্গাদির **শুণ্ডবৎ** আল্।

শুঁড়ি : ● **শুঁড়** (... মদ্যাদি রসের গড়ান) সক্রিয় যাহাতে (যে সত্তায়); অথবা, যে ব্যক্তির মাধ্যমে মদ্যাদি অভিষুত হয় বা চোয়ানো হইয়া আসে। ◻ শৌণ্ডিক, মদ্যকারক ও মদ্যবিক্রেতা জাতিবিশেষ।

শুক : ● **শু** (... মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বা ভাল) করে যে; অথবা, (দুঃখাদি) **শুষ**করণ বা শোষণ করে যে; কিংবা, শু-গ্রহণ (শোষণ), শু-জনন (সৃজন), শু-ধন (শোধন, শুদ্ধকরণ, পবিত্রকরণ), শু-ভরণ/ভক্ষণ (শোভন) ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের **শু**-করণ করে যে; অথবা, শুভ্র স্নিগ্ধ স্বল্প নির্ম্মল পবিত্র (প্রচলিত, স্বীকৃত) ইত্যাদি করণ ধর্ম্ম যাহার; অথবা, যাহার রসাদি শোষণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ◻ শুভ্রকর্ম্মা, সৃজনকারী, (সাদৃশ্যে) কীর, টিয়া, তোতা, ময়না।

শুকতারা : ● **শুক** (শুভ্রকর্ম্ম করে) যে তারা; অথবা, যে সামাজিক নক্ষত্র (স্টার-প্লেয়ার) শুভ্রকর্ম্ম করে। ◻ (সাদৃশ্যে) শুক্রতারা।

শুকদেব : ● **শুক** (নানা প্রকার **শু**-করণকারী) যে দেবতা; অথবা, যিনি শ্বেতকণিকার (যৌথতার) পাশাপাশি লোহিতকণিকার (স্বাতন্ত্র্যের) অস্তিত্ব সামাজিকভাবে স্বীকার করিতেন; কিংবা, যিনি যৌথসমাজের সমাজতন্ত্রবাদী শিক্ষা পূর্ণ করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদী পণ্যজীবিতার (**দেবন** করিবার) শিক্ষাও সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন; (অর্থাৎ, যিনি যৌথতা-বাদী **বেদব্যাস**-এর পুত্র হইয়াও স্বাতন্ত্র্যবাদী **দেবগুরু বৃহস্পতি** ও **মিথিলা**র রাজা **জনকে**র নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।)।

শুকা : ● **শুক**-এর (শুষকরণ বা শোষণের) আধার যে; অথবা, **শুককরণ থাকে যাহাতে**। ◻ **শুষ্ক হওয়া, নীরস হওয়া, শুষ্ক করা** ...।

শুক্ত : ● **শুক** (**শুষ্কতা**) **তারিত যাহাতে**; অথবা, যাহা কার্য্যত **শুভ ফল দানকারী** হইলেও প্রথমে শুষ্ক তিক্ত কর্কশতা ... প্রভৃতি দ্বারা আবৃত থাকে; কিংবা, অন্তে বা অন্তরে শুভ, শুভ্র, স্নিগ্ধাদি থাকে যাহার। / যাহা স্বভাবতঃ মধুর, (তবে) দধ্যাদিসম্পর্কে অম্লাদি-ভাব প্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। ◻ শুষ্ক তিক্ত পত্র, অম্ল, পরুষ, নিষ্ঠুর, কর্কশ, শ্লিষ্ট, মাংস, ফলমূলাদি হইতে অভিষুত দ্রবদ্রব্যবিশেষ।

শুক্তা : ● **শুক্ত**-এর আধার যে; অথবা, **শুক্ত** থাকে যাহাতে। ◻ শুষ্ক তিক্ত পত্র, **শুক্ত**।

শুক্তি : ● **শুক্ত** (... অন্তে বা অন্তরে শুভ্রাদিকরণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **শুক্ত**-করণ চলিতে থাকে যাহাতে। / যাহা

(মুক্তার্থ) ভিন্ন হয়। (ব.শ.)। ▫ ঝিনুক, শঙ্খ।

শুক্র : ● **শুক** (শু-করণ বা সৃজন) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে সন্তানাদি (ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি) জাত হয়। / যাহাতে কামিনীর শোক থাকে। (ব.শ.)। ▫ মজ্জ-জাত ধাতু, রেতঃ, বীর্য্য, তেজঃ, সারাংশ, শুক্লবর্ণ।

শুক্রাচার্য্য : ● **শুক্র** (... জননশক্তি) নিষেক দ্বারা সন্তানাদি (ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি) উৎপাদন করিবার আচরণাদি শিক্ষা দেন যিনি; অথবা, যৌথসমাজের (বৈদিক বা আদিম সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের) উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালানোর বিদ্যাদান করিতেন যিনি। ▫ (একালের ভাষায়) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতন্ত্রের সমর্থক অধ্যাপক-গণ; (সেকালের ভাষায়) ভৃগুর পুত্র ও অসুর-গুরু। ✱

শুক্ল : ● **শুক** (শু-করণ) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। / যে অর্থ স্ববৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত হইয়াছে। (ব.শ.)। ▫ শুক্লগুণবান, শ্বেত, উজ্জ্বল, নির্ম্মল, পবিত্র, শুদ্ধতত্ত্বরূপ, বর্ণবিশেষ। (দ্র. **শবল, কৃষ্ণ**)।

শুচ : ● **শু**-এর (শু-করণের) চয়ন যাহাতে; অথবা, উৎপন্নের অভাব হেতু অনুশোচনা যাহাতে। / পুত্রাদির অদর্শন হেতু দুঃখানুভব যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ শোক, দীপ্তি, শৌচ, শুদ্ধি, আর্দ্রীভাব, পূতীভাব, বিশরণ।

শুচি : ● **শুচ** (অনুশোচনা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, কৃতকর্ম্মের (কৃত উদ্বৃত্ত উৎপন্নের জন্য) অনুশোচনা (এবং প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা স্বীকৃতি লাভ) করা চলে যাহাতে। ▫ শুদ্ধ, নির্ম্মল, শ্বেত, নিষ্কলঙ্ক, কল্যাণকৃৎ ... শুদ্ধি, পবিত্রতা, শুদ্ধভাব, দোষমুক্তি ...।

শুচিস্মিত : ● **শুচি** (অনুশোচনা-কৃত) স্মিত যে; অথবা, সলজ্জ হাসি হাসেন যিনি; কিংবা, যিনি শুভ্র স্নিগ্ধ স্বল্প নির্ম্মল পবিত্র হাসি হাসেন। ▫ বিশদমন্দহাস।

শুচিস্মিতা : ● **শুচিস্মিত**-এর আধার যিনি; অথবা, যে নারী শুচিস্মিত হাসি হাসেন। ▫ শুভ্রহাস নারী।

শুদ্ধ : ● **শুদ** (শু-করণের দান) ধারিত যাহাতে; অথবা, যাহা প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; কিংবা, যে উৎপাদিত সম্পদের কর দেওয়া হইয়া গিয়াছে। ▫ শুদ্ধিপ্রাপ্ত, পবিত্র, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, নির্দ্দোষ, সাধু ..., পবিত্রবস্তুমাত্র, সৈন্ধব, মরিচ।

শুদ্ধি : ● **শুদ্ধ** (... স্বীকৃতিলাভ) সক্রিয় যাহাতে। ▫ শোধন, নৈর্ম্মল্যসম্পাদন, পূতীভাব, স্বচ্ছতা, দোষহীনতা।

শুদ্ধোদন : ● সমাজস্বীকৃত ভোজন করেন যিনি; অথবা, যাঁহার উৎপন্নের কর প্রদান করা হইয়া গিয়াছে। / শুদ্ধ ওদন যাঁহার। (ব.শ.)। ▫ বুদ্ধদেবপিতা শাক্যরাজ।

শুধ : ● **শু**-করণ ধারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা প্রাপ্য শোধ করিয়া উৎপন্নকে দায়মুক্ত করা হয়। ▫ শুদ্ধ বা আবর্জ্জনাহীন করা, ঋণ শোধ করা।

শুধরা : ● **শুধ** (শুদ্ধকরণ) রহে যে আধারে; অথবা, খেসারত দিয়া দায়মুক্ত বা চলন-যোগ্য (বিক্রয়যোগ্য) হয় যাহাতে। ▫ নির্দ্দোষ হওয়া, অবস্থানুরূপ হওয়া।

শুধরান : ● **শুধরা** অন (চলমান) যাহাতে। ▫ সংশোধন করা, সংস্কার করা।

শুধা : ● **শুধ**-এর (শুদ্ধকরণের) আধার যে; অথবা, **শুধ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা দেওয়া হইয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করা হয় যাহাতে। / 'সত্য

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▫ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

কি না' ইহা জানার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করা যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ শুদ্ধ করা, জিজ্ঞাসা করা।

শুধু : ● **শুধ** (... প্রাপ্যপ্রদান) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা শাসকের প্রাপ্য না মিটাইয়া প্রচলিত হইতে পৃথক বা একাকী হইয়া যায়; কিংবা, লক্ষণার্থে, যাহা কিছুই একা হইয়া যায়। ❐ কেবল, একমাত্র, একাকী, একা, নিছক।

শুন : ● **শু**-করণ অনকৃত যাহাতে; অথবা, শ্রবণপূর্ব্বক গ্রহণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, শুনিয়া লওয়া হয় যাহাতে। ❐ শ্রবণ করা, শোনা, সহানুভূতির সহিত শোনা, শ্রবণ-পূর্ব্বক গ্রহণ বা পালন করা।

শুনঃশেপ : ● **শুনঃ** (শ্রবণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া) দিশাগ্রস্তভাবে শক্তিযোজনা পালিত যাহাতে; অথবা, শর্ত শ্রবণপূর্ব্বক দাদন লইয়া উৎপাদিত পণ্য শর্তানুসারে দিতে অস্বীকার করে (এবং প্রচলিত বাজারদর দাবি করে) যে। ❐ ঋষিপুত্র, বিশ্বামিত্রের শরণাগত, ঋচীক মুনির পুত্র। ❋

শুনী : ● **শুন**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে সত্তা **শ্রবণ** করে বা শোনে বা পণ্য গ্রহণ করে। ❐ কুক্কুরী, সরমা। (দ্র. **সরমা**)।

শুভ : ● **শু** (**শু**-করণ) ভাত যাহাতে; অথবা, গ্রহণযোগ্য ভাত বা দীপ্ত যাহাতে; কিংবা, মানুষের পক্ষে গৃহীতব্য প্রকাশিত যাহাতে। ❐ শোভাযুত, মঙ্গল, শোভনাকৃতি, প্রশস্ত ...।

শুভা : ● **শুভ**-এর (দীপ্ত গৃহীতব্যের) আধার যে; অথবা, **শুভ** থাকে যাহাতে। ❐ শোভা, কান্তি, ইচ্ছা, বংশরোচনা, গোরোচনা, শমী, দেবসভা, গবী, কল্যাণী, ব্যোমচারী পুর।

শুভাপ্রসন্ন : ● **শুভা** (**শুভ**-এর আধার) প্রসন্ন যাহার; অথবা, মঙ্গলাধার (কান্তি) নির্ম্মল (দীপ্ত) যাহার।

শুভ্র : ● **শু**-করণ আবর্ত্তমান যাহাতে; অথবা, গ্রহণযোগ্য স্বীকৃত দীপ্তভাবে বর্ত্তমান যাহাতে। ❐ শোভাকর, দীপ্ত, শ্বেত, শুক্ল, বিশদ, বিমল।

শুল্ক : ● **শুল** (...গ্রাহ্যের লালন) করে যে; অথবা, রাজগ্রাহ্য অর্থ গ্রহণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, পণ্যপ্রবাহের বিভিন্ন ঠেকে ঠেকে যে রাজকর দিতে দিতে যাইতে হয়। / পথের ঘাটিতে, গুল্ম-প্রতোলী (পণ্যের তোলা তোলে যেখানে) প্রভৃতিতে যে অর্থ দিতে হয়; অথবা, জলপথে ব্যবসায়ী বণিগ্‌গণের নিকট হইতে দ্রব্যানুসারে নির্দ্ধারিত স্থানে যে রাজকর গ্রহণ করা হয়। (ব.শ.)। ❐ ঘট্টাদিদেয়, রাজকর, যৌতুকাদি; (একালের ভাষায়) কাস্টমস, সেলস্ ট্যাক্স ইত্যাদি।

শুশ্রূষক : ● **শুশ্রূ**-র (গৃহীত শ্রুত কথার নবোত্তীর্ণ কর্ম্মের) দিশাগ্রস্তভাবে যোজনা করা হয় যাহাতে; অথবা, (প্রভুর বা রোগীর) নির্দ্দেশ আদেশ আজ্ঞা ইত্যাদি শুনিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করে যে কর্ম্মীগণ; কিংবা, নির্দ্দেশ শুনিয়া কর্ম্ম করিবার জন্য যে বা যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে। ❐ শ্রবণেচ্ছু, নিদেশবর্ত্তী, (একালের ভাষায়) 'অ্যাটেনডেন্ট'। (সেকালের ভাষায়) চারপ্রকার কর্ম্মকর ও দাস; [চতুর্ব্বিধ কর্ম্মকর - শিষ্য (বেদশিক্ষার্থী) অন্তেবাসী (শিল্পশিক্ষার্থী), ভৃত (বেতনগ্রাহী কর্ম্মকারক), অধিকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মকারকগণের অধ্যক্ষ) ও পঞ্চদশ প্রকার দাস।]

শুশ্রূষা : ● **শুশ্রূ**-র (গৃহীত শ্রুত কথার নবোত্তীর্ণ কর্ম্মের) দিশাগ্রস্তভাবে যোজনা যাহাতে; অথবা, (প্রভুর বা রোগীর) নির্দ্দেশ আদেশ আজ্ঞা ইত্যাদি শুনিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করা হয় যাহাতে; কিংবা, নির্দ্দেশ

অনুসারে সেবা করা হয় যাহাতে। ❒ শ্রবণেচ্ছা, সেবা, পরিচর্য্যা, আজ্ঞাকরণ, নির্দেশপালন।

শুষ্ক : ● **শুষ** (গ্রহণকে দিশাগ্রস্ত) করা হইয়াছে যাহা হইতে; অথবা, যাহার ভিতরের গ্রহণযোগ্য রসাদিকে একদিকে চোঁ করিয়া টানিয়া গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; কিংবা, যাহার ভিতরে আর কোনো স্নেহাদি ব্যাপার নাই। ❒ শোষপ্রাপ্ত, নীরস, জলহীন, স্নেহরহিত, কর্কশ।

শূ : ● **শু**-এর (... গ্রহণের) আধার যে; অথবা, গ্রহণ করে বা করিতে পারে যে; কিংবা, গ্রহণেচ্ছায় (আঘাত প্রভৃতি) দেয় যে।

শূক : ● **শূ** (গ্রহণেচ্ছায় আঘাত) করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা কাহারও মানসসম্পদে বা বাহ্যসম্পদে হুল ফোটান হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দ্বারা বাহ্যিক দেহে হুল ফোটান হয়। ❒ (সাদৃশ্যে) সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ অগ্র, ধান্যাদির শূয়া, তীক্ষ্ণ দৃঢ়লোম, কীটের হুল।

শূদ্র : ● **শূ**-এর (গ্রহণেচ্ছায়) দান রহে যাহাতে; অথবা, প্রতিদান পাইবে এই আশায় শ্রমাদি দান করে যে; কিংবা, পূর্ণ মর্য্যাদা পাইবে এই আশায় যাহারা নিজের উপর, সমাজের উপর ও জগতের উপর মানুষের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিজ নিজ অধিকার সম্প্রদায়-পরিচালক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দিয়াছিল (কিন্তু সেই মর্য্যাদা আজও পায় নাই)। / যাহারা নিকৃষ্টত্ব হেতু শোক করে; অথবা, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা বৃত্তি যাহাদের; কিংবা, পৌণ্ড্রাদি (অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র প্রভৃতি) দেশে যে ক্ষত্রিয়দিগের ক্রিয়াদি লোপ করিয়া দিবার কারণে তাহারা শূদ্রতাপন্ন হইয়াছিল; অথবা, যে বিপ্রগণ লাক্ষা লবণ কুসুম্ভ দুগ্ধ ঘৃত মধু মাংস বিক্রয় করে। (ব.শ.)। ❒ চতুর্থ বর্ণ, দাস, অবরবর্ণ, বৃষল।

শূন্য : ● **শূ** (গ্রহণেচ্ছা) নাকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে গ্রহণ করা যাইতে পারে এমন কিছুই নাই; কিংবা, যাহা খালি পড়িয়া আছে। / শু (অতিশয়) ঊন যে। (ব.শ.)। ❒ অভাব-বিশিষ্ট, রিক্ত, জনহীন, বিহীন ...।

শূর : ● **শূ** (গ্রহণেচ্ছা) আবর্ত্তমান রহে যাহাতে; অথবা, গ্রহণ করিতে পারে এমন ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে যাহার; কিংবা, হিংসা বা আঘাত করিয়া গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে যাহার। ❒ বিক্রান্ত, বীর, বীরপুরুষ।

শূরণ : ● **শূর** (গ্রহণেচ্ছার ক্ষমতা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **শূরকরণ** (হিংসাপূর্ব্বক গ্রহণেচ্ছা করণ) চলে যাহাতে। ❒ বিক্রমশীল, হিংসক, (সাদৃশ্যে) ওল।

শূর্প : ● **শূর** (গ্রহণেচ্ছার ক্ষমতা) পালিত হয় যাহাতে; অথবা, যাহার গ্রহণ করিবার এক পরিমাপের ক্ষমতা আছে। / যাহা দ্বারা পরিমাণ সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ❒ বংশ-দলকৃত পাত্রবিশেষ, শূপ, কুলা।

শূর্পনখা : ● **শূর্প**-এর (কুলার) ন্যায় **নখ** যাহার; অথবা, কুলার ন্যায় বিশাল বিশাল **নখ**-সমন্বিত হস্ত দ্বারা প্রজাদের সম্পদে ভাগ বসাইত যে সরকারী প্রতিনিধি; কিংবা, বিশাল খাঁই যে সরকারের করসংগ্রাহক আমলাতন্ত্রের চেলাদের; অথবা, **মলদ** ও **কারুষ** জনপদে করসংগ্রহ করিত যে সরকারী প্রতিনিধি। ❒ একজন **রাক্ষসী**। **রাবণ** ও **কুম্ভকর্ণ** এর অগ্রজ ও **বিভীষণ** এর অনুজ। *

শূল : ● **শূ** (গ্রহণেচ্ছা) লালিত যাহাতে। / পীড়ন করে যে। (ব.শ.)। ❒ সূক্ষ্ম অগ্র

লোহাস্ত্র, বর্শা, লৌহশলাকা, বিক্রেয় বস্তু, শূলবৎ দুঃখদ, শূলের অগ্রভাগ।

শৃ : ● শক্তিযোজনার আবর্ত্তনপূর্ব্বক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গমন যাহাতে; অথবা, যাহা আবর্ত্তিত হইয়া নব নব স্তরের শক্তিযোজনা করে বা মারে; কিংবা, ফিরিয়া ফিরিয়া মারে যে।

শৃগাল : ● **শৃগ** (শক্তিযোজনার্থে আবর্ত্তন-পূর্ব্বক গমনকারী) লালিত যাহাতে; অথবা, যে বারংবার বা ফিরিয়া ফিরিয়া অপহরণ করে; কিংবা, যে পণ্যজীবী পণ্য লইয়া বারংবার আসে ও ঠকায়। ❒ পণ্যজীবী, ভীরু; (সাদৃশ্যে) ফেরু, ধূর্ত্ত, জম্বুক, বঞ্চক, (পৌরাণিক ভাষায়) বাসুদেব।

শৃঙ্খল : ● **শৃং**-এর (শক্তিযোজনার্থে আবর্ত্তন-কারী রহস্যময়) করণস্থিত লালিত যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তনের ক্রমান্বয় যোজন দ্বারা যে বন্ধনরজ্জু প্রস্তুত করা হয়। ❒ পর্য্যায়, পরম্পরা, ক্রম, শিকল, নিগড়, লৌহরজ্জুভেদ।

শৃঙ্গ : ● **শৃং**-এর (শক্তিযোজনার্থে আবর্ত্তন-কারীর রহস্যময়) গমন যাহাতে; অথবা, দেহ হইতে যাহা পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া বাহিরিয়া শিরোপরি শস্ত্ররূপে উদ্যত থাকে; কিংবা — / যাহা দ্বারা হিংসা সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❒ বিষাণ, শিঙ, শিঙা, শিখর, গৃহচূড়া ...।

শৃঙ্গবের : ● **শৃঙ্গ** (পেঁচাল শস্ত্রবৎ দেহাংশ) বের (শরীর) যাহার; অথবা, (বারংবার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া) যে চণ্ডাল-সমাজের সারা শরীরেই শিং গজাইয়া গিয়াছে। (দ্র. **কুবের**)। /যাহার দেহে শৃঙ্গ। (ব.শ.)। ❒ আর্দ্রক, শুণ্ঠী।

শৃঙ্গবের পুর : ● **শৃঙ্গবের** (সারা দেহে শিং গজানো সমাজদেহের) দ্বারা নির্ম্মিত যে পুর; অথবা, নিষাদরাজ (চণ্ডালরাজ) গুহক যে পুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ❒ গঙ্গাতীরস্থ গুহকের পুর, প্রয়াগ হতে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে **গঙ্গার** উত্তর তটস্থিত **নিষাদ**-রাজ গুহকের রাজধানী; বর্তমানে শিঙ্গরুর বা সাঙ্গার নামে অভিহিত।

শৃঙ্গার : ● / শৃঙ্গ (মন্মথ) আর (আগমন) যাহাতে; অথবা, কামোদ্রেক প্রাপ্ত যে; কিংবা, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর রতিক্রীড়াদিকারণভূত সম্ভোগস্পৃহা যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ রতিস্পৃহা, ভূষণ, শৃঙ্গযুক্ত, লবঙ্গ।

শৃঙ্গী : ● **শৃঙ্গ**-এর সক্রিয় আধার যে। ❒ শিঙিমাছ।

শে : ● দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন যাহাতে।

শেখর : ● (কোনো সত্তা লাভে) দিশাগ্রস্ত হইয়াছে যে **শিখর**। (**চন্দ্র**কে পাইয়া দিশাগ্রস্ত যে **শিখর** = **চন্দ্রশেখর**।) / শিখায় ক্ষিপ্ত বা স্থিত মাল্য। (ব.শ.)। ❒ শিরোভূষণ, শিখর।

শেঠ : ● (কোনো সত্তা লাভে) দিশাগ্রস্ত হইয়াছে যে **শিঠ** (**শিট**); অথবা, উৎপাদকদিগের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন (**ছিবড়া**) লইয়া ধনী যে; কিংবা, বৌদ্ধযুগে যাহারা পাইকারীভাবে পণ্য উৎপাদন করিয়া ও পণ্য-বিনিময় করিয়া শ্রেষ্ঠ ধনী বা **শ্রেষ্ঠী**তে পরিণত হইয়াছিল। ❒ ধনী বণিক, ধনী বণিকের উপাধি।

শেল : ● (কোনো সত্তা লাভে) দিশাগ্রস্ত হইয়াছে যে **শিল**। (**শক্তি**কে পাইয়া দিশাগ্রস্ত যে **শিল** = **শক্তিশেল**।) ❒ শেলতুল্য মর্ম্ম-পীড়াকর বস্তু, সূক্ষ্মাগ্র আয়ুধবিশেষ।

শেষ : ● (কোনো সত্তা লাভে) দিশাগ্রস্ত হইয়াছে যে **শিষ**। (**অব** কিংবা **পরি**কে পাইয়া দিশাগ্রস্ত হইয়াছে যে **শিষ** = **অবশেষ**, **পরিশেষ**।) ❒ পরিশেষীকৃত, অবশিষ্ট, পরিশেষীকরণ, সমাপ্তি, অবশিষ্টাংশ, সীমা, অবধি, চূড়ান্ত।

শেষনাগ : ● **শেষ** (চূড়ান্ত) যে নাগ; অথবা, যে নাগ এতই বিশালবপু যে তাহার **শেষ** নাই; কিংবা, যে নাগের **অনন্ত** মালিক (ফণা) থাকে; অথবা, যে ধনসম্পদের মালিকের কোটি কোটি শির লইয়া একটি মহাশির সক্রিয় থাকে; অথবা, (একালের বোধ অনুসারে) ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে থাকা যে টাকা বা নগদ-নারায়ণ বহু মালিকানার অধিকারে (অনন্তনাগের ক্রোড়ে) শয়ান থাকে। ❐ অনন্ত, নাগরাজ, **নাগ** বংশের রাজা ও **পাতালে**র অধিনায়ক। সহস্র ফণাযুক্ত শেষনাগের মস্তকে প্রত্যেক **কল্পে**র শেষে **বিষ্ণু** অবস্থান করেন। ✱

শৈ : ● শক্তিযোজনের দিশাগ্রস্ত আধার যে।

শৈত্য : ● **শীত**-ত্ব বা **শীত**-এর দিশাগ্রস্ত অস্তিত্ব থাকে যাহাতে। ❐ শীতভাব, শীতলতা।

শৈব : ● **শিব**-ত্ব বা **শিব**-এর দিশাগ্রস্ত অস্তিত্ব থাকে যাহাতে। ❐ শিবসম্বন্ধী।

শৈল : ● **শিল**-ত্ব বা **শিল**-এর দিশাগ্রস্ত অস্তিত্ব থাকে যাহাতে। ❐ শিলবিকার, পাষাণময়, শিলাপ্রতিমারূপ, শিলাসম্বন্ধী।

শৈলজা : ● হিমালয় **শৈল** হইতে জাতা যে, অথবা, ভারতসমাজের **অধিরাষ্ট্র** (হিমালয়) লালিতা বা জাতা যে প্রজাগণ। ❐ গিরিজাতা, পার্ব্বতী, দুর্গা।

শৈলী : ● **শৈল**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, শব্দভিত্তিক বা রূপভিত্তিক **শিল্প**[১]-কর্ম্মে **শিল**-এর (ধ্রুবসত্যের বা মহাসত্যের) যে গন্ধ ধরা থাকে। ❐ শীল, স্বভাব, প্রজ্ঞপ্তি, সঙ্কেতভেদ।

শৈশব : ● **শিশু**-ত্ব (দিশাগ্রস্তভাবে) বাহিত হয় যে আচরণে বা কালে। ❐ শিশুত্ব, শিশুভাব, শিশুকাল।

শো : ● **শু**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **শু**-করণ (নবকোষ নির্ম্মাণ) চলে যাহাতে। ❐ তনুকরণ, ঘুমান।

শোঁ : ● **শো**-এর রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, মোহগ্রস্ত (নিদ্রিত) গমন থাকে যাহাতে। ❐ শরাদির দ্রুতগতিজন্য বায়ুর প্রতিঘাতশব্দ।

শোঁকা : ● **শুঁক**-এর সার্ব্বিক আধার যে। ❐ আঘ্রাণ করা।

শোক : ● **শুক**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, ইষ্টাদি জননের নিমিত্ত চিন্তা যাহাতে। ❐ চিত্তবিকারভেদ, ইষ্টবিয়োগ অনুচিন্তন, মিত্রাদিবিয়োগজনিতা মনঃপীড়া।

শোচ : ● **শুচ**-এর সার্ব্বিক আধার যে। ❐ শোক।

শোচক : ● **শোচ** করে যে। ❐ শোককারক।

শোচনা : ● **শোচ** (শুচকরণের সার্ব্বিক আধার) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ শোকশীল।

শোণ : ● **শো**-এর (নবনির্ম্মাণের) রহস্যময় টঙ্কার থাকে যাহাতে। ❐ রক্তবর্ণ, লোহিত।

শোণিত : ● **শোণ** সক্রিয় রূপে তারিত যাহাতে। ❐ সঞ্জাতশোণ, লোহিত, কুসুম।

শোধ : ● **শুধ**-এর সার্ব্বিক আধার যাহাতে। ❐ শুদ্ধি, শোধন, ঋণশোধন, প্রতিশোধ নির্যাতন।

শোভ : ● **শুভ**-এর সার্ব্বিক আধার যাহাতে। ❐ শোভা পাওয়া, সুন্দর দেখান।

শোভন : ● **শোভ** অন (চলমান) যাহাতে। ❐ সুন্দর, চারু, কান্ত, মনোরম, রুচির।

শোল : ● **শূল**-এর সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে মাছ **শূল**-এর ন্যায় দৃষ্ট হয়। ❐ (সাদৃশ্যে) শউল, মৎস্যবিশেষ।

শোষ : ● **শুষ**-এর সার্ব্বিক আধার যে। ❐

শোষণ, জলশূন্যতা, শুষ্কতা, রসাকর্ষণ।

শোষণ : ● **শোষ** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **শোষ**করণ চলিতে থাকে যাহাতে। ❒ শোষয়িতা, শোষক, পীড়ক।

শৌ : ● শোকরণ থাকে যাহাতে।

শৌচ : ● **শুচি**র সার্ব্বিক আধারকরণ যাহাতে। ❒ শুচিভাব, প্রক্ষালন, মলমূত্রত্যাগ, ধোয়া।

শৌচাগার : ● **শৌচ** করিবার আগার যে; অথবা, যে স্থানে মলমূত্রত্যাগ ও জলদ্বারা প্রক্ষালনাদি বা **শৌচাদি** করা হয়।

শৌর্য্য : ● **শূ**রত্বের সার্ব্বিক আধারকরণ যাহাতে। ❒ শূরভাব, বীরত্ব।

শ্ম : ● শক্তিযোজন সম্পূর্ণ সীমায়িত বা স্তব্ধ থাকে যাহাতে। ❒ শরীর, দেহমাত্র, শব।

শ্মশান : ● **শ্ম** (শবদেহ) আধারমাত্র রূপে অন থাকে যাহাতে; অথবা, যেখানে শবদেহ পড়িয়া থাকে বা শায়িত থাকে; কিংবা, যে স্থানে মড়া পোড়ান হয়। / **শ্ম শয়ন** বা শবের শয়নস্থান যেখানে। (ব.শ.)। ❒ মড়াচির, চিতাস্থান।

শ্মশানমশান : ● **শ্মশান** ও **মশান** যাহাতে; অথবা, যেখানে মড়া (মৃতমানুষ) পোড়ান হয় (**শ্মশান**) এবং যেখানে জ্যান্ত মানুষকে মারা ও পোড়ান হয় (**মশান**)। ❒ মড়াচির ও বধস্থলী।

শ্মশ্রু : ● **শ্ম**-এর (দেহের) **শ্রু** (শক্তিরক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে)। ❒ দাড়ি।

শ্যা : ● নূতন শক্তিযোজন থাকে যে আধারে।

শ্যাওলা : ● **শ্যা** (নূতন শক্তিযোজিত আধার) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত হয় যাহাতে। ❒ গাছের ডালে জাত ছেদলা, শৈবাল।

শ্যাম : ● **শ্যা** (নূতন শক্তিযোজিত আধার) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, (মানসিক, বাহ্যিক, বা উভয় প্রকার) নূতন শক্তিযোজিত আধার সীমায়িত যে রূপে; কিংবা, নূতন আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত জ্ঞানের, সেই জ্ঞানজাত নূতন কর্ম্মের, সেই কর্ম্মের কর্ম্মফলের সীমায়িত রূপ যাহাতে; অথবা, যে নবজাত বা নবার্জ্জিত জ্ঞান, কর্ম্ম, অর্থ, উৎপন্ন, পণ্য, আচার-আচরণ ... ইত্যাদি (জন্মলাভ করিয়া সাবালক হইয়া গেলেও) এখনও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেনি; কিংবা, যাহা শ্রী**কৃষ্ণ** (সমাজ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ, কালো) নয়, **শুক্ল**ও (সমাজস্বীকৃত, গৌরাঙ্গ, সাদা) নয়; **শবল** (**কপিল**) বটে। / যাহাতে মন যায়। (ব.শ.)। ❒ শ্যামবর্ণযুক্ত, শবল, কপিল, হরিৎ, তরুণ, প্রাপ্তযৌবন, সবুজরঙ, মরিচ, সিন্ধুলবণ। [জ্ঞান ও ধনের তিনটি রূপ আছে। ১) **অজ্ঞাত** = কালো বা **শ্রীকৃষ্ণ** = black **যে-যে বিষয় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, যার এলাকা অসীম = যার সম্পর্কে অ্যাকাডেমি কিছুই জানে না** = intutive knowledge = যে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ এখনও মানুষের নাগালের বাইরে রয়েছে = not taxable। ২) **জ্ঞাত** = সাদা বা ফর্সা বা **গৌরাঙ্গ** (গৌরী) = white = যা ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত, যার এলাকার একটা সীমা আছে = যার সম্পর্কে অ্যাকাডেমি জানে ও তার সত্যতা স্বীকার করে এবং তাকে নিয়েই অস্তিত্ব রক্ষা করে = explicit knowledge = rational knowledge = যে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ এখন মানুষের নাগালের মধ্যে এসে গেছে = taxable। ৩) **সদ্যজ্ঞাত** = **শ্যাম**বর্ণ = শবল (কপিল)

= grey = যা সবেমাত্র আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হয়েছে, দু-চারজন তার মর্ম বুঝলেও অধিকাংশ মানুষ তাকে এখনও জানে না, যার এলাকার একটা সীমা আছে = যার সম্পর্কে অ্যাকাডেমি শুনেছে বটে কিন্তু বিস্তারিত জানে না, স্বীকারও করে না বরং বিরোধিতা করে, ফর্সা নয় বলে নিন্দা করে = new invention or discoveries = new knowledge = যে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ কিছু মানুষের হাতে এসে গেছে কিন্তু সমাজ তাকে এখনও স্বীকৃতি দেয়নি = black রূপে শনাক্ত নয়, কিন্তু white কি না তাও স্থিরীকৃত হয়নি; ফলে tax নেওয়া হবে কি না, এখনও সিদ্ধান্ত করা যায়নি।] * *

শ্যামল : ● **শ্যাম** (শ্যামজ্ঞান, শ্যামধন, শ্যামবর্ণ প্রভৃতির একটি, দুটি, বা সবক'টি) লালিত যাহাতে; অথবা, নবার্জ্জিত (নবাবিষ্কৃত) জ্ঞান, ধন, বর্ণ লালন করে যে; কিংবা, নবসৃষ্টি থাকে যাহাতে; অথবা, টাটকা সবুজ রং যাহার। ❒ আবিষ্কার, উদ্ভাবন, নবসৃষ্টি, শবলার্থ; (সাদৃশ্যে) শ্যামবর্ণযুক্ত, হরিৎ, সবুজ।

শ্যামা : ● **শ্যাম**-এর আধার যে; অথবা, **শ্যাম**গুণ থাকে যাহার। / যাহার সন্তান হয় নাই তদ্রূপ (যুবতী) নারী; অথবা, সদা ষোড়শ বর্ষ বয়স যাহার। (ব.শ.)। ❒ ছায়া, ধরণী, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি, হিমালয়সুতা কালী, কালো গাই, কোকিলা, নীলগাছ, হরিদ্রা।

শ্যালক : ● **শ্যা**-কে (নূতন শক্তিযোজিত আধারকে) লালন করে যে; অথবা, যুবতী নারীকে লালন করে তাহার যে ভাই (প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজে যাহা ছিল স্বাভাবিক); কিংবা, ভাই ভগিনী ভগিনীপতির সম্পর্কের ক্রমবিবর্ত্তনের ছাপ থাকিয়া গিয়াছে 'গালি'তে পরিণত যে সম্বন্ধের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে। (দ্র. **ভ্রাতৃদ্বিতীয়া**)। ❒ পত্নীর ভাই, গালি।

শ্যেন : ● **শ্যে** (দিশাগ্রস্ত প্রয়োজনীয় শক্তিযোজন থাকে যাহাতে তাহা) অন থাকে যাহাতে। ❒ কপোতারি, বাজপাখী।

শ্র : ● শক্তিযোজনের আবর্ত্তন রহে যাহাতে; অথবা, বিশেষ প্রকার (পরিমাণ) মানসিক দৈহিক বা অন্য কোনো প্রকার শক্তি-যোজনের তত্তদ প্রকার আবর্ত্তন রহে যাহাতে।

শ্রদ্ধা : ● **শ্রৎ** (বিশেষ প্রকার মানসিক শক্তির তারণ) ধারিত থাকে যাহাতে; অথবা, 'তিনি আছেন বলিয়াই আমার এইরূপ অস্তিত্ব বা অর্জ্জন ইত্যাদি সম্ভব হইয়াছে' - এইরূপ প্রত্যয় ধারিত থাকে যে আচরণে; কিংবা, জাগতিক **পিতৃগণ**, সামাজিক **পিতৃগণ**, ব্যক্তিগত **পিতৃ** আছেন বা ছিলেন বলিয়াই আমার এইরূপ অস্তিত্ব বা অর্জ্জনাদি সম্ভব হইয়াছে, এই প্রত্যয় ধারিত থাকে যে আচরণে। ❒ বিশ্বাস, প্রত্যয়, শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়, আদর, আদরাতিশয়।

শ্রদ্ধাপতি : ● **শ্রদ্ধা** লাভ করেন যে সমাজপতি (**পিতৃগণ**)। ❒ ভৃগু।

শ্রদ্ধাবান : ● **শ্রদ্ধা** (... তত্তদ সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস) বাহিত হইয়া অনকৃত থাকে যাহাতে; অথবা, যিনি কাহারও প্রতি **শ্রদ্ধা** বহন করেন। ❒ আস্তিক্যবুদ্ধিমান, বিশ্বাসী।

শ্রব : ● **শ্র** (বিশেষ প্রকার মানসিক ও দৈহিক শক্তির বিশেষ প্রকার আবর্ত্তন) বাহিত যাহাতে; অথবা, বিশেষ প্রকার উৎপাদিত শব্দ (পণ্য) গ্রহণ করা হয় যাহাতে (যে কানে,

---

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যে দোকানে)। ❐ শ্রবণ, আকর্ণন, কানে শোনা, দোকানে (বিক্রয়ের জন্য) কেনা ।

শ্রবণ : ● **শ্রব** (কানে শোনা বা দোকানে কেনা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, উৎপাদিত শব্দ (পণ্য) গ্রহণ করা চলে যাহাতে। / যাহা দ্বারা শ্রবণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ আকর্ণন, কানে শোনা, দোকানে (আগত পণ্যকে বিক্রয়ের জন্য) কেনা, ধীগুণবিশেষ, কর্ণ, দোকান।

শ্রবা : ● **শ্রব**-এর (কানে শোনার ও দোকানে কেনার) আধার যে; অথবা, **শ্রব**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যে উঁচু শোনে (**উচ্চৈঃ-শ্রবা**); অথবা, যে বিক্রয়ের জন্য ভূরি ভূরি পণ্য কেনে (**ভূরিশ্রবা**)। ❐ উৎপাদিত শব্দ, যশঃ, কীর্ত্তি, শ্রবণ, কর্ণ, উৎপাদিত পণ্য, কেনা, বাহ্যসম্পদ, দোকান।

শ্রবিষ্ঠা : ● **শ্রব**-এর (পণ্যের) ইষ্ঠ-এর আধার যে; অথবা, পণ্যের বা বাহ্যসম্পদের (ধনের) ইষ্ঠ থাকে যে আধারে। / শ্রববতী (ধনবতী) ইষ্ঠ - আ; ধনবত্তমা, ধনিষ্ঠানক্ষত্র, ইহাতে জন্মিলে নর ধনী হয়। (ব.শ.)। ❐ ধনিষ্ঠানক্ষত্র।

শ্রম : ● **শ্র** (বিশেষ প্রকার মানসিক ও দৈহিক শক্তিযোজনার বিশেষ প্রকার আবর্ত্তন) সীমায়িত যাহাতে (যে কর্ম্মে); অথবা, যে কর্ম্মে বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে তত্তদ উদ্দেশ্যের সহযোগী হাতিয়ার ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রকার শক্তিযোজন করা হয়; অথবা, উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে যথাবিহিত হাতিয়ার ব্যবহার করিয়া দৈহিক আয়াস দান করা হয় যাহাতে। ❐ তপস্যা, তপশ্চরণ, ক্লান্তি, প্রয়াস, আয়াস।

শ্রমণ : ● **শ্রম** (উদ্দেশ্যপূর্ণ হাতিয়ার-ব্যবহার্য দৈহিক আয়াস দান) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **শ্রম**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যিনি **শ্রম**করণ করেন। ❐ শ্রমকারী, শ্রমী, শ্রমিক, তপস্বী, তাপস, বৌদ্ধসন্ন্যাসী, ভিক্ষু।

শ্রাদ্ধ : ● **শ্রদ্ধা** (... **পিতৃ**র বা **পিতৃগণ**-এর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কৃপার কারণে প্রত্যয়) হইতে জাত যে আচারাদি; অথবা, জাগতিক সামাজিক ব্যক্তিগত **পিতৃগণ**কে শ্রদ্ধাবশত যাহা দেওয়া হইয়া থাকে; কিংবা, জাগতিক **পিতৃগণ**কে উৎসর্গাদি রূপে, সামাজিক **পিতৃগণ**কে কর খাজনা রাজস্বাদি রূপে, এবং নিজের **পিতৃ**কে অন্নাদিরূপে যাহা প্রদান করা হয়; অথবা, সেকালে (ভারতবর্ষে ধর্ম্মের দ্বারা সমাজশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া) **পিতৃগণ**কে গিয়া ডাকিয়া অনুরোধ-উপরোধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যাহা দেওয়া হইত এবং একালে (পাশ্চাত্যের আইনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত বলিয়া) **পিতৃগণ** (রাষ্ট্রের বাপেরা) যাহা ঘাড়ে ধরিয়া আদায় করিয়া লয় (তবে সংস্কারের বা আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া জাগতিক পিতৃশ্রাদ্ধ ও আপন পিতৃশ্রাদ্ধ যে করা হয়, তাহা করা হয় কী করা হইতেছে তাহার কোনো অর্থই না বুঝিয়া) (দ্র. **তর্পণ**); কিংবা, বিশ্বামিত্র মতে ১২ প্রকারে, বৃহস্পতি মতে ৫ প্রকারে, মৎস্যপুরাণ মতে ৩ প্রকারে, এবং বিষ্ণু মতে ২ প্রকারে **পিতৃগণ**-এর (নিজের ও সমাজের বাপেদের) শ্রাদ্ধ করিবার বিধি আছে। / পিত্রুদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদিদান যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ শ্রদ্ধাপ্রয়োজনক কর্ম্ম।

শ্রাদ্ধদেব : ● **শ্রাদ্ধ** গ্রহণ করেন যে দেবতা; অথবা, প্রাচীন ভারতে প্রজাগণের দ্বারা প্রদত্ত **শ্রাদ্ধ**রূপ দান গ্রহণ করিতেন সমাজশাসক-

গণের যে প্রতিনিধি। ❐ বিশ্বদেবভেদ (বোধ হয়, ঋগ্বেদের পুরূরবাঃ অগ্নির প্রসাদে 'বিশ্বদেবত্ব' লাভ করিয়াছিলেন। ইনি পার্ব্বণে যজনীয় শ্রাদ্ধদেব)। (ব.শ.)।

শ্রান্ত : ● **শ্রম** তারিত যাহা হইতে; অথবা, যে সত্তা তাহার তৎ-কালখণ্ডের সকল শ্রম দান করিয়া দিয়াছে; কিংবা, যাহার শ্রম করিবার তাৎক্ষণিক ক্ষমতা নাই। ❐ খিন্ন, ক্লিষ্ট, মন্থর, তপোযুক্ত, শান্ত।

শ্রান্তি : ● **শ্রান্ত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **শ্রান্তা**বস্থা চলিতেছে যাহার। ❐ শ্রম, ক্লেশ।

শ্রাবণ : ● **শ্রবণ** হইতে জাত যে; অথবা, কানে কথার ধারা, দোকানে পণ্যের ধারা, ভূমিতে বৃষ্টির ধারা প্রপাত করা হয় যাহাতে (যে কালে)। ❐ শ্রবণসম্বন্ধী, শ্রৌত, শ্রবণ-গ্রাহ্য, শ্রুতিপ্রত্যক্ষ, শ্রবণ বিষয়ক জ্ঞান, শ্রবণ করান, আকর্ণন, শুনান, শ্রবণ নক্ষত্রে জাত, শ্রাবণমাস ...।

শ্রি : ● **শ্র** (শক্তিযোজনের আবর্ত্তন) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **শ্র**-করণ (শক্তির আবর্ত্তের অন্তর্ভুক্তকরণ) চলে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে শ্রয়করণ বা শক্তির অন্তর্ভুক্তকরণ চলে। ❐ আশ্রয়, আশ্রয় করা, অবলম্বন করা।

শ্রিত : ● **শ্রি** (সক্রিয় **শ্র**-করণ) তারিত যাহাতে। ❐ আ**শ্রিত**, গত, অধিষ্ঠিত।

শ্রী : ● **শ্র**-এর (বিশেষ প্রকার মানসিক ও/বা দৈহিক শক্তিযোজনের বিশেষ প্রকার আবর্ত্তনের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহার জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বাহ্যজ্ঞান অবধি যে কোনো প্রকার বা সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞান) আছে, যাহার (... কোনো প্রকার ...) ধন আছে, যাহার (... কোনো ...) শক্তি আছে, যাহার (...) নৈপুণ্য আছে, যাহার ... প্রেম আছে, যাহার ... মায়া আছে, যাহার ... ... আছে; কিংবা, যিনি **শ্রী**সম্পন্ন বলিয়া তাঁহার নিকট দেওয়ার মতো কিছু না কিছু দরকারী লৌকিক অলৌকিক বিষয় বা বস্তু আছে; অথবা, যিনি সর্ব্বহারা নন, গ্রাসকারী বুর্জোয়াও নন; অথবা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হইয়া নিজের প্রতি সম্মানবোধ হারাইয়া নিজের নামের মাথায় মুকুটস্বরূপ **শ্রী** রাখার কোনো কারণ দেখিতে না পাইয়া আধুনিক বাঙালী যাহাকে ত্যাগ করিয়া **শ্রী**মুক্ত হইয়াছে, যাহাতে বি**শ্রী** হইবার পথে তাহার আর কোনো বাধা না থাকে। / যিনি হরিকে আশ্রয় করেন। (ব.শ.)। ❐ লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাণী, বিত্ত, ধন, সম্পদ, সম্পত্তি, অভ্যুদয়, বৃদ্ধি, উদয় ...।

শ্রীকণ্ঠ : ● **শ্রী** কণ্ঠে যাঁহার। / যাঁহার কণ্ঠে কালকূটশ্রী থাকে; অথবা, যাঁহার কণ্ঠে সরস্বতী থাকেন। (ব.শ.)। ❐ ভবভূতির অলৌকিক কবিশক্তিপরিচায়ক উপাধি, রবীন্দ্রনাথের শিশুকালের বৃদ্ধ গায়কবন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য : ● **শ্রীকৃষ্ণ** বিষয়ক চেতনা থাকে যাহাতে। ❐ শ্রীচৈতন্যদেব।

শ্রীখণ্ড : ● **শ্রী**-র দধিখণ্ড বা ভূমিখণ্ড থাকে যাহাতে। / যাহাতে শোভার খণ্ড। (ব.শ.)। ❐ দধি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার অতি উচ্চ-মানের মিষ্টান্ন, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য যে স্থানে থাকিতেন তাহার নাম, চন্দনবৃক্ষ, চন্দনকাষ্ঠ।

শ্রীগৃহ : ● **শ্রী**সম্পন্ন দেবনকারী থাকেন যে গৃহে। ❐ দেবমন্দির।

শ্রীঘর : ● **শ্রী** (ক্ষমতা) দ্বারা আবৃত যে ঘর। ❐ কারাগার।

শ্রীচৈতন্য : ● **শ্রী** বিষয়ক **চৈতন্য** যাহাতে;

অথবা, ব্রহ্ম-জ্ঞান বা ধন-জ্ঞান (লক্ষ্মী-সরস্বতী) বিষয়ক সর্ব্বোচ্চ চেতনা ধারণ করেন যিনি। ▢ কলিকালে ভগবদবতার-বিশেষ। ✱

শ্রীপতি : ● **শ্রী**-র (লক্ষ্মীর) পতি যিনি। ▢ লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু।

শ্রীপর্ণ : ● **শ্রী** (সৌন্দর্য্য, লক্ষ্মী, ক্ষমতা) **পর্ণে** যাহার। / যাহার পর্ণে শোভা। (ব.শ.)। ▢ সমাজবৃক্ষের উচ্চপদ, রাষ্ট্রীয় শাসনপদ, শাসকের বা পরিচালকের জীবিকা, অগ্নিমন্থ-বৃক্ষ, পদ্ম।

শ্রীফল : ● **শ্রী** যাহার ফলে বা ফুলে; অথবা, যে ফলে সর্ব্বোচ্চ পুষ্টিগুণ ('প্রোটিন') থাকে। /যাহার ফলে শ্রী। (ব.শ.)। ▢ বিল্ববৃক্ষ, বেল, বেলফুল।

শ্রীমৎ : ● **শ্রী** (জ্ঞানাদির) মিত তারণ যাহাতে। ▢ শোভান্বিত, অভিরাম, কান্ত।

শ্রীমতী : ● **শ্রীমত**-এর (জ্ঞানাদির মিত তারণের) সক্রিয় আধার যিনি। ▢ সৌভাগ্য-বতী, কুমারী ও সধবার নামের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য পদ।

শ্রীমন : ● **শ্রী**-র **মন** (তদ্রূপে সীমায়ন অনকৃত) যাহাতে; অথবা, যে ব্যক্তি ধন-জ্ঞান বা লক্ষ্মী-সরস্বতীকে অর্জ্জন করিতেছে।

শ্রীমন্ত : ● **শ্রীমন** তারিত যাহাতে। ▢ লক্ষ্মীমন্ত, সম্পত্তিশালী, রূপবান।

শ্রীমান : ● **শ্রী**-র **মান** (তদ্রূপে সীমায়িত থাকা অনকৃত) যাহাতে; অথবা, যাহার স্বভাবে বিশেষ **শ্রী** বর্ত্তমান আছে। ▢ শোভান্বিত, সুন্দর, অভিরাম।

শ্রীযুক্ত : ● **শ্রী** যুক্ত (যোজিত, অবকাশে বদ্ধ) যাহাতে। ▢ শ্রীমান, সৌভাগ্যশালী।

শ্রীযুত : ● **শ্রী** যুত (মিশ্রিত) যাহাতে। ▢ শোভান্বিত, লক্ষ্মীবান।

শ্রীল : ● **শ্রী** লালিত যাহাতে।

শ্রীশ : ● **শ্রী**-শক্তি যোজিত যে; অথবা, যাহার অনেক কল্যাণকারী ধনসম্পদ আছে। ▢ লক্ষ্মীপতি, শ্রীরাম।

শ্রু : ● **শ্র** (... শক্তিযোজনের তত্তদ প্রকার আবর্ত্তন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা বা যে মানসিক বা দৈহিক শক্তিযোজন আর আবর্ত্তিত না হইয়া স্থির রূপে থাকে; কিংবা, যাহা যেভাবে বলা হইয়া যায়, তাহা (বাক্যে) সেইভাবে স্থির থাকিয়া যায় যাহাতে। ▢ শ্রবণ।

শ্রুত : ● **শ্রু** (শ্রবণ) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **শ্রু**করণ (শ্রবণ) করা হইয়াছে। ▢ আকর্ণিত, পরস্পর আকর্ণিত, বিশ্রুত, প্রখ্যাত।

শ্রুতি : ● **শ্রুত** (আকর্ণিত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **শ্রুতকরণ** চলে যাহাতে; কিংবা, যাহা শুনিয়া শুনিয়া (স্মৃতির মাধ্যমে বাহিত হইয়া) চলিয়া আসিয়াছিল, চলিয়া আসে। ▢ বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অংশ, বার্ত্তা, জনশ্রুতি, প্রসিদ্ধি।

শ্রুতিধর : ● **শ্রুতি**কে ধরিয়া রাখে যে; অথবা, শোনামাত্র মনে ধরিয়া বা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে যে। ▢ শ্রবণমাত্রে ধারক।

শ্রেণী : ● দিশাগ্রস্ত **শ্রি**-র (আশ্রয়করণের) রহস্যময় টঙ্কারের সক্রিয় আধার যে; অথবা, একই নিয়মকে আশ্রয় করিয়া **পঙ্ক্তি**বদ্ধ হইয়া রহে যাহাতে। ▢ পঙ্‌ক্তি, আবলি, বীথি, গণ, সমূহ, পরিষৎ, সজাতীয় শিল্পীসঙ্ঘ, সামাজিক বিভাগ।

শ্রেয় : ● দিশাগ্রস্ত **শ্রি** (আশ্রয়করণ) চলে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা অবলম্বন নিশ্চয়

হইতে থাকে। ❒ শুভ, মঙ্গল।

শ্রেয়সী : ● **শ্রেয়**-র (দিশাগ্রস্ত সক্রিয় আশ্রয়করণের) নির্য্যাসের বা উচ্চতর রূপের সক্রিয় আধার যে। ❒ প্রশস্ততর, উৎকৃষ্টতর, (সাদৃশ্যে) হরিতকী, রাস্না, গজপিপ্পলী।

শ্রেষ্ঠ : ● **শ্রেষ**-এর (দিশাগ্রস্ত শক্তি-আবর্ত্তনের দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজনের) টঙ্কারস্থিতি যাহাতে; অথবা, যাহা (আ)বর্ত্তমান শক্তির (জ্ঞানবল ধনবল বাহুবল প্রভৃতি শক্তির) দিশাগ্রস্ত বিকাশের চূড়ান্তে পৌঁছিয়াছে। ❒ উৎকৃষ্টতম, হিততম, কল্যাণতম, অতিশুভ ...।

শ্রেষ্ঠী : ● **শ্রেষ্ঠ**-র সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে সত্তা ধনবলের দিশাগ্রস্ত বিকাশের চূড়ান্তে পৌঁছিয়াছে। ❒ শ্রেষ্ঠধনাদিমান, শিল্পিকুলশ্রেষ্ঠ বণিক, শেঠ।

শ্রোতা (শ্রোতৃ) : ● **শ্রু**-র (শ্রবণের) সার্ব্বিক আধার তারিত (আবর্ত্তিত) যাহাতে। (দ্র. **পিতা, পিতৃ**)। ❒ শ্রবণকারক, আকর্ণয়িতা, শ্রবণশীল।

শ্লথ : ● **শ্ল** (শক্তিযোজন লয়প্রাপ্ত) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে আর কষিয়া ধরা হইতেছে না। ❒ দৌর্ব্বল্য, শিথিলীভাব, শিথিল, অবদ্ধ, পর্য্যাকুল, এলো।

শ্লাঘা : ● **শ্লা**-এর (শক্তিযোজন লালিত-করণের) ঘা (আঘাত) থাকে যাহাতে; অথবা, অপরকে আহত করে এমন অতিকথন থাকে যাহাতে। ❒ বিকত্থন, প্রশংসা।

শ্লীল : ● **শ্লী** (শক্তি-লালনের সক্রিয় আধার) লালিত যাহাতে; অথবা, যে সক্রিয় আধার জ্ঞানবল ধনবল বাহুবল ইত্যাদির এক বা একাধিক শক্তির যোজনাকে লালন করে; কিংবা, যাহাতে সমাজ কর্ত্তৃক অনিন্দিত জ্ঞান ধন বীর্য্যাদি থাকে। ❒ শ্রীমান, লক্ষ্মীবান, শোভান্বিত, শোভন, অজুগুপ্সিত, অনিন্দিত।

শ্লেষ : ● যাহাতে **শ্লে** (একমুখী শক্তিযোজনের লালন) উদ্দিষ্ট সত্তার মানসদেহ বা বাহ্য-দেহের ফাঁকে ফাঁকে প্রবিষ্ট হইয়া আঘাত করে; অথবা, সত্তার দুর্ব্বল বা ত্রুটিপূর্ণ স্থানে অনুপ্রবেশ করিয়া ঘা (দুঃখ) দেয় যে। ❒ সংযোগ, পরিষ্বঙ্গ, সন্ধি, আলিঙ্গন ...।

শ্লোক : ● **শ্ল**-কে (প্রদত্ত জ্ঞানশক্তির লালনকে) নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; অথবা, কোনো জ্ঞানমূলক কথনকে ছন্দে গ্রথিত করিয়া ধরিয়া রাখে যে। ❒ ছন্দোগ্রথিত বাক্য, পদ্য।

শ্বশুর : ● **শ্বশ** (শক্তিবাহক শক্তিমান) নবরূপে উত্তীর্ণ (শক্তিহীন) হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, বংশের যে বাহক শক্তিহীন হইয়া এখনও বর্ত্তমান আছেন। ❒ পতি ও পত্নীর পিতা।

শ্বশুরঠাকুর : ● যিনি **শ্বশুর** তিনিই **ঠাকুর** (যাহাতে); অথবা, যে **শ্বশুর** তাঁহার সমগ্র পরিবার-ব্যবস্থাটিকে প্রাণবন্ত রাখেন (**ঠাকুর**)। ❒ পূজনীয় শ্বশুর।

শ্বশ্রূ : ● **শ্বশ**-এর (শক্তিবাহক শক্তিমানের) আধারশক্তি নবরূপে উত্তীর্ণ (শক্তিহীন) যাহাতে; অথবা, শ্বশুরের আধারশক্তি শক্তিহীন যাহাতে। ❒ পতি ও পত্নীর মাতা, শ্বশুরপত্নী।

শ্বস : ● **শ্ব**-এর (প্রয়োজনীয় শক্তিযোজন-বাহকের) বিসর্জ্জন যাহাতে; অথবা, যে বায়ু প্রাণশক্তি দান করিয়া (উৎসৃষ্ট রূপে) বিসর্জ্জিত (নির্গত) হয়; কিংবা, বায়ুবাহিত প্রাণশক্তি গ্রহণ করিয়া (বাহককে) বিসর্জ্জন করা হয় যাহাতে। ❒ প্রাণন, জীবন, নিঃশ্বাস ফেলা, প্রবাহিত হওয়া।

শ্বসন : ● **শ্বস** (বায়ুবাহিত প্রাণশক্তি গ্রহণ ও প্রাণশক্তিহীন-বায়ুর বিসর্জ্জন) অনকৃত যাহাতে; অথবা, **শ্বস**করণ চলে যাহাতে। / যাহা দ্বারা প্রাণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ বায়ু, সমীর, প্রাণন, প্রাণধারণ, বাত ...।

শ্বাস : ●**শ্বস** (বায়ুবাহিত প্রাণশক্তি গ্রহণ ও খালি বায়ুকে ত্যাগ করা) হইতে জাত যাহা; অথবা, যাহা হইতে মানসিক ও দৈহিক প্রাণবায়ু লাভ করা যায়। ❐ শ্বসিত, প্রাণবায়ুব্যাপার, নিঃশ্বাস ...। দ্র. **বিশ্বাস**।

শ্বেত : ● **শ্বে** (দিশাগ্রস্ত শক্তিবাহক) তারিত যাহা হইতে; অথবা, যাহাতে কোনো বিশেষ প্রকার শক্তিবাহক নাই; কিংবা, যাহা সর্ব্বজন স্বীকৃত রীতিনীতি অনুসরণ করে। ❐ শুভ্র, শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ।

ষ

ষ : ● দিশাগ্রস্ত (সুনির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও পরিমাণে) শক্তিযোজন বা প্রয়োগ করে যে; অথবা, শক্তির দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহাতে; কিংবা, একই দিশায় বারংবার শক্তিযোজন যাহাতে; কিংবা, একই জ্ঞানশক্তি কর্ম্মশক্তি ... ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, একই জ্ঞানের পুনরাবৃত্তির কারণে পূর্ব্বজ্ঞান ভুলাইয়া দেয় বা ক্ষয় করে যে; কিংবা, দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন স্বভাবতই যে ছয়টি আবর্ত্ত (চক্র, অধ্যায়, পর্ব্ব) ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে; অথবা, যে দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন ছয় পাক খাইয়া যোজিত বা গৃহীত হইয়া থাকে; কিংবা, যে শব্দের সূচনায় ষ থাকে তাহা কার্য্যত **ষষ** (দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন এবং ছয় প্রকার) বুঝাইয়া থাকে। ❐ দিশাগ্রস্ত সুনির্দ্দিষ্ট শক্তিযোজন, ... যোজনকারী, ক্ষয়কারী, ছয় পাক অতিক্রম কারী। *

ষট : ● **ষ**-এর (... ছয় প্রকার আবর্ত্তনকারীর) টঙ্কার চলে যাহাতে (যে ক্ষেত্রে); অথবা, লক্ষণার্থে, ছয় সংখ্যক (বস্তু বিষয়াদি) টঙ্কারিত যাহাতে। ❐ সংখ্যাবিশেষ, ছয়।

ষটক : ● **ষট** (ছয় প্রকার আবর্ত্তের টঙ্কার) করে যে। / ষট্ (ছয় গ্রন্থাদি) দ্বারা ক্রীত যাহা। (ব.শ.)। ❐ ষট্‌সমূহ, ষড়্গণ, কামাদি ষড়রিপু।

ষটকর্ম্ম : ● **ষট** (ছয় প্রকার আবর্ত্তন বা) কর্ম্ম থাকে যাহাতে; অথবা, প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগ হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ যে ছয় প্রকার কর্ম্ম করিতেন [১) নিজে চাষাবাদ রূপ কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করা (যজন), ২) অন্যকে তাহার কর্মযজ্ঞে পরামর্শ দেওয়া (যাজন), ৩) নিজে জ্ঞান অর্জন করা (অধ্যয়ন), ৪) অন্যকে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা (অধ্যাপন), ৫) প্রার্থীকে জ্ঞানসম্পদ পরামর্শাদি দেওয়া (দান), ৬) জ্ঞানাদি দানের পরিবর্ত্তে কিছু নেওয়া (প্রতিগ্রহ)।] ❐ **ব্রহ্মসাধকের ষট্‌কর্ম্ম** : যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ (স্মৃতিমতে); **তন্ত্রসাধকের ষট্‌কর্ম্ম** : মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, বশীকরণ, ও শান্তি (তন্ত্রমতে); **যোগসাধকের ষট্‌কর্ম্ম** : দৃঢ়তা, ধৈর্য, স্থৈর্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ, নির্লিপ্তি, শোধন (যোগশাস্ত্রমতে)।

ষটকর্ম্মী : ● **ষটকর্ম্ম**-এর আধার যে; অথবা, **ষটকর্ম্ম** করে যে বা যাহারা; কিংবা, নিজ নিজ **ষটকর্ম্ম** করেন যে ব্রহ্মসাধক, তন্ত্রসাধক, যোগসাধক প্রমুখ সাধকেরা; অথবা, যে গৃহস্থাশ্রমী ছয় প্রকার কর্ম্ম করেন [১) ঋত (মানবসভ্যতার অর্জ্জিত সত্যজ্ঞান

ধারণ ও বিতরণ), ২) অযাচিত (না চাহিতে দান বা গ্রহণ), ৩) ভৈক্ষ (ভিক্ষা করা), ৪) কৃষি (চাষাবাদ করা), ৫) বাণিজ্য (পণ্য বিনিময় করা), ও ৬) কুসীদ (সুদ খাওয়া)]।

ষটচক্র : ● **ষট** (ছয় প্রকার আবর্ত্তন বা) চক্র থাকে যাহার (যে শরীরের); অথবা, শরীরের (মানবশরীরের, সমাজশরীরের, জগৎশরীরের) যে ছয়টি (মূলাধারাদি) চক্রের (আবর্ত্তের) মাধ্যমে দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন গৃহীত বা সক্রিয় হইয়া থাকে। (দ্র. **নাড়িনক্ষত্র**)। ▫ তন্ত্র মতে, শরীরে সুষুম্ণা নাড়ী-মধ্যস্থ পদ্মাকৃতি ষট্সংখ্যক চক্র; যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা। ❋❋

ষটচরণ (ষটপদ, ষটপদী) : ● **ষট** (ছয়টি) চরণ (পা) আছে যাহার; অথবা, যে ছয় প্রকার আবর্ত্তনের তাড়নায় (ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যু দ্বারা) তাড়িত হইয়া জীবের জীবন অতিবাহিত হয়; কিংবা, যে শ্লোক বা পদ্যসমূহের ছয়টি করিয়া চরণ (পদ) থাকে। ▫ ষট্পদের (ক্ষুধাদি ষটকের) সমাহার, ষট্চরণযুক্ত ছন্দোবিশেষ, ষট্শ্লোকাত্মক পদ্যসমূহ; (সাদৃশ্যে) ষট্পদ, ভ্রমর, যূকা, ভ্রমরী, মধুকরী।

ষটপ্রজ্ঞ : ● যে ছয় প্রকার আবর্ত্তে মানুষ ও তাহার সমাজ আবর্ত্তিত হয় সে বিষয়ে জ্ঞাত যিনি। / চতুর্ব্বর্গ (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ), লোকতত্ত্ব ও তত্ত্বার্থ - এই ষড়্বিষয়ে যাঁহার প্রজ্ঞা। (ব.শ.)। ▫ ধর্ম্মাদিপ্রজ্ঞ বৌদ্ধ, কামুক।

ষড়ঋতু : ● বৎসরকাল যে **ষড়** (ছয়) ঋতুর (পর্য্যায়ের) ভিতর দিয়া অতিক্রম করে। ▫ গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত - এই ছয় কালখণ্ড।

ষড়ঙ্গ : ● **ষড়** (ছয়টি) অঙ্গ (পৃথক পৃথক শরীর) যাহার; অথবা, সভ্যতার অর্জ্জিত দক্ষজ্ঞান-শিক্ষার (বেদের) যে ছয়টি অঙ্গ (আবর্ত্ত, পর্য্যায়) আছে; অথবা, লক্ষণার্থে, যাহারই ছয়টি বিভাগ আছে। ▫ **ষড়ঙ্গ বেদ** — শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ; **ষড়ঙ্গ সেনা** — হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, সেনা, কর্ম্মকর; **ষড়ঙ্গ দেহ** — জঙঘাদ্বয়, বাহুদ্বয়, মস্তক, কটি; **ষড়ঙ্গ মঙ্গল দ্রব্য** — গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, সর্পিঃ, দধি, গোরোচনা; অর্থাৎ, যথাক্রমে, লিকুইড মানি, হার্ড ক্যাশ, করস্বরূপ-সম্পদ, জমাপুঁজি, ব্যক্তিপুঁজি, খুচরা-মুদ্রাদি।

ষড়ঙ্গী : ● **ষড়ঙ্গ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, ষড়ঙ্গ-বেদ অধিগত যাঁহার (যে পণ্ডিতের)। ▫ ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। (ষড়ঙ্গ রাজা, দেহ, পূজোপচার ইত্যাদি হইতে পারে, তবে সেগুলি এখন আর ব্যবহার হয় না; কিন্তু উপাধিরূপে **ষড়ঙ্গী** আজও প্রচলিত।)

ষড়গুণ : দ্র. **ষড়ৈশ্বর্য্য**।

ষড়জ : ● **ষড়** (ছয়) হইতে জাত যে; অথবা, (নাক গলা মূর্দ্ধা তালু জিভ দাঁত - এই) **ষড়** (ছয়) স্থান হইতে জাত হয় যাহা (যে স্বর)। ▫ স্বরসপ্তকে প্রথম স্বর - সা।

ষড়দর্শন : ● (বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, ও মীমাংসা — এই) **ষড়** (ছয় প্রকার দার্শনিক আবর্ত্ত বা) দর্শন যাহাতে।

ষড়বর্গ : ● **ষড়** (ছয়) প্রকার **বর্গ** (সমজাতীয়ের দল) যাহাতে; অথবা, মানবাত্মার **মন** ও তাহার পঞ্চ **ইন্দ্রিয়** (পাঁচ শ্রেণীর কর্ম্মচারী) এই ছয় শ্রেণী বা আবর্ত্তনকারীতে বিভক্ত

যে (যে মানবাত্মা); কিংবা, কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য্য - মানবাত্মার এই পাঁচ শ্রেণীর ঘরশত্রুরা থাকে যাহাতে (যে ছয় আবর্ত্তে)। দ্র. **ষড়রিপু**।

ষড়যন্ত্র : ● ষড় (ছয়) প্রকার **যন্ত্র**-এর প্রয়োগ করা হয় যাহাতে; অথবা, যে **ধনতন্ত্র** গণতন্ত্র সমাজ**তন্ত্র** ইত্যাদি **তন্ত্র** প্রতিষ্ঠার-সাধনায় (তন্ত্রসাধনায়) প্রচলিত তন্ত্রকে ধ্বংস করিবার জন্য তান্ত্রিকগণ যে ছয় প্রকার **যন্ত্র** (মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ - এই ষড়বিধ হিংসাত্মক যন্ত্র) প্রয়োগ করিবার বুদ্ধি বাহির করিয়াছিলেন; কিংবা, রাজনীতিকারীগণ যে **ষড়যন্ত্র** আজও সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, কিন্তু **পাদোদক-মূঢ়তার** কারণে আমরা তাহার 'গোপনে-কৃত' ভাবটিকে 'conspiracy' শব্দে চিহ্নিত করিতে পারি মাত্র। (স্মর্ত্তব্য : সাধারণভাবে গণহত্যাকারীগণ 'মারণ' ও মৌলবাদীগণ 'মোহন' ও 'বিদ্বেষণ' **যন্ত্র** প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনেক দেশের কিছু রাজনীতিক 'উচ্চাটন' এবং প্রায় সকল দেশের সব রাজনীতিকগণই 'বশীকরণ' **যন্ত্র** প্রয়োগ করিয়া থাকেন। **অগস্ত্যমুনি** 'স্তম্ভন' **যন্ত্রটি** প্রয়োগ করিয়াছিলেন)।

ষড়রস : ● **ষড়** (ছয়) রস যাহাতে; অথবা, মানুষের খাদ্যরস যে **ষড়** (ছয়) প্রকার (টক ঝাল মিষ্টি লবণ তিক্ত কষায়) রসের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ষড়রাগ : ● **ষড়** (ছয়) রাগ যাহাতে; অথবা, জগতের **রাগ** যে **ষড়** (ছয়) প্রকার (ভৈরব শ্রী মেঘ হিন্দোল মালকৌশ দীপক) রাগের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ষড়রিপু : ● **ষড়** (ছয়) রিপু যাহাতে; অথবা, যে ছয় প্রকার ঘর**শত্রু** (কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য্য) মানবাত্মার গভীরে থাকে; অথবা, শয়তানের যে ছয় দোষ স্বভাবতই থাকে (বলিয়া মনে করা হয়); কিংবা, মানবাত্মার গভীরে থাকা যে ছয় দোষের উপর নির্ভর করিয়া একালের আধুনিকতাবাদী মার্কসবাদী বিপ্লববাদী তত্ত্বস্রষ্টাগণ তাঁহাদের মতবাদগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন ও প্রচার করিয়া থাকেন।

ষড়ানন : ● **ষড়্** (ছয়টি) আনন (যাহা দ্বারা আনয়ন করা হয়) যাহার; অথবা, যে আদি সৈন্যবাহিনী ছয় সম্প্রদায়ের ছয় প্রকার অনুদানে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ❐ কার্ত্তিকেয়। (ইনি ছয় মুখে ষট্‌কৃত্তিকার স্তন্যপান করেন বলিয়া 'ষড়ানন' নামে খ্যাত।)

ষড়ৈশ্বর্য্য : ● **ষড়** (ছয়) প্রকার ঐশ্বর্য্য [ঐশ্বর্য্য (অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামবসায়িতা নামক অষ্টসিদ্ধি), জ্ঞান, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য] যাহাতে; অথবা, ঈশ্বরের যে ছয়গুণ স্বভাবতই থাকে; কিংবা, যে **গুণ** মানুষের কমবেশি থাকে এবং বাকিটা যে অর্জ্জন করিতে পারে; অথবা, **মানুষের** যে ছয়গুণের (**ষড়ৈশ্বর্য্য**-এর) উপর নির্ভর করিয়া সেকালের (সনাতন, বৈদিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম, হিন্দু প্রভৃতি) ধর্ম্মস্রষ্টাগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

ষণ্ড : ● **ষণ**-এর (দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজনের রহস্যরূপের) গড়ান উড়ান যাহাতে; অথবা, জীবদেহের বা প্রজাতির পুনর্জননন-শক্তি (যথাবিহিত ক্ষেত্রে) যোজন করে যে; কিংবা, সৃজনশীল যে সত্তা অত্যন্ত শক্তিমান হইলেও দৈনন্দিন দক্ষকর্ম্মে যোগদানে অলস

যে। ⊓ বৃষ, ষাঁড়, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র ছিল। ❋

ষণ্ডা : ● **ষণ্ড**-এর আধার যে; অথবা, **ষণ্ড**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, **ষণ্ড**-এর (ষাঁড়ের) ন্যায় শক্তিমান ও গোঁয়ার যে। ❒ বলবান, কাণ্ডজ্ঞানহীন, গোঁয়ার।

ষণ্ডামার্কা : ● **ষণ্ডা** (বল ও গোঁয়াতুমি) চিহ্ন যাহার; অথবা, প্রাচীন ভারতের শুক্রাচার্য্যের পুত্র **ষণ্ড** ও **অমর্ক** বা **ষণ্ডামর্ক** কালে কালে এবং ইংরেজের ভারতদখলের পর যে প্রকার রূপ লাভ করে। ❒ মূর্খ, গোঁয়ার, বেরসিক, গুণ্ডাস্বরূপ। ❋

ষণ্ডামি : ● **ষণ্ড**-এর আধার সীমায়িত রূপে সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **ষণ্ড**-স্বভাব সক্রিয় থাকে যাহাতে। ❒ ষণ্ডপনা, ঔদ্ধত্য, গোঁয়ারের কাজ।

ষণ্ঢ : ● **ষণ**-এর (দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজনের রহস্যরূপের) ডয়নস্থিতি যাহাতে; অথবা, যাহার জননশক্তি যোজিত হইতে যায় না, স্থিত থাকে; কিংবা, যে দৈহিক শক্তি দান করিতে পারে বটে কিন্তু জননশক্তি দান করিতে পারে না। ❒ ক্লীব, নপুংসক, খোজা, বন্ধ্যপুরুষ, বলদ, বলদের মালিক।

ষত্ব (ষত্ববিধান) : ● **ষ**-এর তারণ বহন করে যে; অথবা, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কোথায় কোথায় **শ** বা **স** না হইয়া **ষ** হইবে, এবং তাহার ফল কী হইবে, তাহা থাকে যে বিধানে।

ষষ : ● **ষ** (দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজনের) **ষ** (ছয় আবর্ত্ত) যাহাতে। দ্র. **ষ**।

ষষ্ট : ● **ষষ** (...ছয় আবর্ত্তের) টঙ্কার যাহাতে; অথবা, ছয় সংখ্যা (সংখ্যক আবর্ত্তনকারী) পূর্ণ হইয়া স্বঘোষিত যাহাতে। ❒ ষষ্টির পূরণ।

ষষ্টি : ● **ষষ্ট** (ছয় সংখ্যা) সক্রিয় যাহাতে (যে দশগুণে); অথবা, ছয়-দশ ষাট থাকে যাহাতে। ❒ সক্রিয় ছয় সংখ্যা, ষাট।

ষষ্টিক : ● / যে ধান্য ষষ্টিসংখ্যক (ষাট) রাত্রিতে পাকে। (ব.শ.)। ❒ ধান্যবিশেষ, ষষ্টিশালি।

ষষ্ঠ : ● **ষষ**-এর (... ছয় আবর্ত্তের) টঙ্কারস্থিতি যাহাতে; অথবা, ছয় সংখ্যা (সংখ্যক আবর্ত্তনকারী) পূর্ণ হইয়া স্বঘোষিতভাবে স্থিত যাহাতে। ❒ ষট্‌পূরণ, ছএর পূরণ, অর্থাৎ, পাঁচের পরবর্ত্তী, ষষ্ঠ ভাগ, ষষ্ঠাংশ, ছয়।

ষষ্ঠী : ● **ষষ্ঠ**-এর (**ষষ**-এর টঙ্কারস্থিতির) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে **ষ**-এ বা ছয়টি আবর্ত্তে (দিনে, পর্য্যায়ে, পর্ব্বে) মাতৃজাতি **ষ**-করণ (দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন) করেন; কিংবা, প্রাচীন ভারতে যে ষট-কৃত্তিকা কার্ত্তিকেয়কে (আদি সৈন্যবাহিনীকে) লালন-পালন করিয়াছিলেন; অথবা, যে প্রকৃতি সত্তা মানুষের ঘরে ঘরে সন্তান জনন ও লালন-পালন করিয়া থাকেন; কিংবা, ছা-জনন ও ছা-পোষা যাহার ব্রত; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে সত্তা যথেষ্ট পরিমাণে সন্তান জনন করে এবং তাহাদের লালনপালনের জন্য বিড়াল-ব্রত (মার্জ্জারবৃত্তি) গ্রহণ করিতেও পিছপা হয় না। ❒ গৃহদেবী, কাত্যায়নী, দুর্গা, ছট পর্ব্ব, ষষ্ঠী পর্ব্ব, হিন্দুস্থানীদের পর্ব্ববিশেষ; ষষ্ঠীদেবীর বাহন মার্জ্জার।

ষষ্ঠীতলা : ● **ষষ্ঠী** (ছাপোষা প্রকৃতি) থাকেন যে সমাজবৃক্ষের আশ্রয়ে বা তলায়; অথবা, (সাদৃশ্যে) প্রতীকী আচরণ রূপে ষষ্ঠীপূজায় ষষ্ঠীর মূর্ত্তি বা ঘট বটপল্লবের মূলে স্থাপন করা হয় যে কারণে। ❒ রাষ্ট্রব্যবস্থার ছায়া,

(সাদৃশ্যে) ষষ্ঠীদেবীর অধিষ্ঠিত বটবৃক্ষের তলদেশ।

ষাঁড় : ● ষ-এর (দিশাগ্রস্ত সুনির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও পরিমাণে শক্তিযোজনের) রহস্যরূপী আধারের গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যে সত্তা মানবপ্রজাতির উৎকৃষ্ট সন্তান সৃজন করিতে পারে; কিংবা, যে মানুষ কাহারও চাকুরি করে না; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে পুং-গরুকে 'বৃষোৎসর্গ' করা হয়; কিংবা, যে গরুর মালিক থাকে না এবং যে কাহাকেও বলদান করে (বলদের কাজ) করে না। ▫ সৃজনশীল সমাজসেবক মানুষ, (সাদৃশ্যে) বৃষ, দেবোদ্দেশে বা ধর্ম্মার্থে উন্মুক্ত বৃষ, স্বেচ্ছাচারী উদ্ধত ব্যক্তি, গোঁয়ার-গুণ্ডা।

ষাট : ▫ ষষ্ঠীসংখ্যক।

ষাটকৌশিক : ● জীবের শরীরে শক্তির দিশাগ্রস্ত যোজন সক্রিয় থাকে যে **ষট** (ছয়) প্রকার আবর্ত্তে বা কোশে; অথবা, লোম রক্ত মাংস স্নায়ু (মেদঃ) অস্থি মজ্জা - এই ছয় প্রকার আবর্ত্তনকারী বা কোশ থাকে যে দেহের। ▫ ছয় কোশ সম্পন্ন দেহ, জীবদেহ।

ষাণ্মাসিক : ● **ষট**-মাস হইতে জাতকে সক্রিয় করে যে; অথবা, যাহা ছয় মাসে একবার ঘটে বা হয়; কিংবা, যাহা ছয় মাস ধরিয়া চলে। ▫ ষণ্মাসে ভূত, ষণ্মাসে ভাবী, ষণ্মাসসম্বন্ধী।

ষোড়শ : ● / ষড়্-অধিক দশ যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ ষোড়শের পূরণ, ষোল।

ষোড়শী : ● **ষোড়শ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, ষোল বৎসর অতিক্রান্ত যে নারীর; কিংবা, যে মহামায়া দশমহাবিদ্যার তৃতীয় মহাবিদ্যা রূপে আবির্ভূতা হন। ▫ যুবতী, দেবী শতাক্ষীর (দুর্গাদেবীর এক নাম) দেহ হতে উৎপন্ন এক মহাশক্তি, তৃতীয় মহাবিদ্যা।

ষোল : ● ষো (ষোড়শ > ষড়-দশ > ষশ > ষো) লালিত যাহাতে; অথবা, ষোড়শ সংখ্যা লালিত যাহাতে। ▫ ১৬ সংখ্যা।

ষ্ঠীবন : ● **ষ্ঠী** (দিশাগ্রস্ত শক্তিপ্রয়োগের টঙ্কারস্থিতির সক্রিয় আধার) বাহক অনকৃত যাহাতে; অথবা, কোনো বিশেষ দিশায় থুৎকার নিষ্কাশিত করা হয় যাহাতে। ▫ নিষ্ঠীবন, থুৎকার, থুথু ফেলা, নিষ্ঠ্যুত শ্লেষ্মাদি।

স

স : ● শক্তিযোজনের সূচনা বা সমাপ্তি যাহাতে; অথবা, যৎসামান্য বা কণামাত্র শক্তিযোজন করে যে; কিংবা, যে শক্তিযোজিত হইলে সত্তা অস্তিত্বলাভ করে; অথবা, যে শক্তি বিসর্জ্জিত বা বিচ্ছুরিত হয়; কিংবা, যে শক্তি ত্যক্ত হইলে সত্তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়; অথবা, তেজকণা (স্) ও তাহার আধার (অ) যে; কিংবা, কখনো কখনো **সম, সর্ব্ব, সহ** প্রভৃতি শব্দের সংক্ষিপ্ত ধ্বনি রূপে কথিত হয় যে। ▫ শক্তিযোজন, শক্তিযোজন-কারী, অস্তিত্বলাভকরণ, অস্তিত্বমাত্র, সত্তামাত্র। দ্র. **শ** ও **ষ** বর্ণের অর্থ।

সই[১] : ● স (সত্তা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে সত্তা একত্রে খাদ্যগ্রহণ (করিয়া শক্তিলাভ) করে। ▫ সখি, সহেলী।

সই[২] : ● স (সত্তা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার স্বরূপের চিহ্ন চলমান থাকে। ▫ সহি, স্বাক্ষর।

সই[৩] : ● স (সত্তা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, আক্রান্ত হইলেও যে সত্তা চলমান থাকিয়া যায়, বিলুপ্ত হয় না। ▫ সহ্য করি।

সং (সঙ) : ● স-এর (সত্তার) রহস্যরূপ যাহাতে। / আপনার বাস্তবিক রূপ ঢাকার

নিমিত্ত ধৃত কৃত্রিম বেশ যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ হাস্যোদ্দীপক বেশধারী, কৌতুকজনক অভিনয়, ঢঙ।

সংক্রম : ● **সম** (সমান বা যথাবৎ) ক্রম (পর্য্যায়) যাহাতে; অথবা, ক্ষেত্র যতগুলি ক্রমে বা পর্য্যায়ে বিন্যস্ত, (মানসিক বা বাহ্যিক-ভাবে) ততগুলি পর্য্যায় অতিক্রম করা হয় যাহাতে। ◻ গমন, সমপর্য্যায় অতিক্রম, নদীসেতু, রাশিতে সূর্য্যাদির সঞ্চার বা গমন।

সংক্রমণ : ● **সংক্রম** অন (চলমান) যাহাতে; সমপর্য্যায় অতিক্রম করা চলে যাহাতে। ◻ সঙ্গতি, স্থানান্তরপ্রাপ্তি, নদীসেতু অতিক্রমণ।

সংক্রান্ত : ● **সংক্রমণ** তারিত যাহাতে; অথবা, তদ্বিষয়ের যতগুলি ক্রম বা পর্য্যায়, ততগুলি পর্য্যায় অতিক্রম করা হইয়াছে যে (মানসিক বা বাহ্যিক) গমনে। ◻ গত, প্রাপ্ত, সঞ্চরিত।

সংক্রান্তি : ● **সংক্রান্ত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, একজাতীয় ক্রম বা পর্য্যায়সমূহ অতিক্রম করা শেষ হওয়ন সক্রিয় যাহাতে; কিংবা, ত্রিশ দিবসীয় মাসের (তদ্রূপ ক্রমযুক্ত সত্তার) শেষ যে দিনে। ◻ গতি, স্থানান্তর-গমন, সূর্য্যাদির রাশি-অন্তর গমন।

সংক্ষিপ্ত : ● **সম্যক** ক্ষিপ্ত হওয়ন যাহাতে; অথবা, যতগুলি (প্রয়োজনীয় বিষয় বা বস্তুগুলি) হাতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে ততগুলি ক্ষেপন করা (বা রাশীকৃত করা) হইয়াছে যাহাতে। ◻ একত্র কৃত, রাশীকৃত।

সংখ্য : ● সমান **খ্যা** (খ্যাপন) করা হয় যাহাতে; অথবা, একটিকে দেখাইয়া 'এক', পরেরটি দেখাইয়া 'দুই' ... এইভাবে যতগুলি চিহ্নিত হয় ততগুলি উচ্চারণপূর্ব্বক গণন করা হয় যাহাতে; কিংবা, বস্তু বিষয় বা ঘটনার সমান খ্যাপন করা হয় যাহাতে বা করে যে। ◻ গণয়িতা।

সংখ্যা : ● **সংখ্য** (সমান খ্যাপন) থাকে যাহাতে (যে আধারে)। / যাহা দ্বারা গণনা সাধিত হয়। (ব.শ.)। ◻ গণনা, এক হইতে ক্রমান্বয় যুক্ত অঙ্ক।

সংগুপ্ত : ● **সং**-পূর্ব্বক গুপ্ত যে; অথবা, যাহাকে **সম্যক**ভাবে বা রহস্যময়ভাবে গুপ্ত করা বা রাখা হইয়াছে। ◻ সুরক্ষিত, সংবৃত।

সংগ্রহ : ● সম্যক গ্রহণ করা হয় যাহাতে; অথবা, (কোনো স্থান কাল পাত্র হইতে) প্রয়োজনীয় ও যথাযথ বিষয়াদি গ্রহণ করিয়া একত্রিত করা হয় যাহাতে। ◻ সম্যক গ্রহণ, স্বীকার, সঞ্চয়।

সংগ্রাম : ● সম্যকভাবে **গ্রাম**করণ (সমিতিবদ্ধ-করণ বা সংহতকরণ) যাহাতে; অথবা, ঝাঁকের সকল সদস্যকে একত্রিত করিয়া সংহত হইলে যেরূপ হয় তাহার সমান সংহতি ঘটে যাহাতে; কিংবা, ঝাঁক প্রজাতির জীবের কোনো ঝাঁক যুদ্ধার্থে যে মহাশরীর লাভ করে। / সম্ (সঙ্গত) গ্রাম (গ্রামবাসী) যাহাতে; অথবা, যে বিবাদে গ্রামবাসী মিলিত (প্রতিদ্বন্দ্বী)। (ব.শ.)। ◻ মহাশরীরগ্রহণ, সমাজশরীরগ্রহণ, (সাদৃশ্যে) যুদ্ধ, সমর।

সংজ্ঞা : ● সম্যক জ্ঞান থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে যেভাবে জানা গিয়াছে তাহাকে সেভাবেই বলা বা লিখিয়া রাখা হয় যে বাক্যে; কিংবা, সকলের নিকট যাহা সমান জ্ঞানবাহী বা অর্থবাহী হয় তদ্রূপ জ্ঞানবাক্য কথিত বা লিখিত যাহাতে; অথবা, (ভারতীয় পুরাণাদি অনুসারে) যাহা হইতে আইনবোঝা নাগরিকগণের (বৈবস্বত মনুর), আইনশাস্ত্রের বা সংবিধানের ও বিচারব্যবস্থার (যমের)

ও সরকারী সম্পদ বিতরণের ধারার (যমুনার) জন্ম হইয়াছিল। / যাহা দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। □ সম্যক্ জ্ঞান বা বোধ, চেতনা, হস্তাদি দ্বারা অর্থসূচনা, জ্ঞানোপায়, নাম, শাস্ত্রীয় সঙ্কেতার্থশব্দ (definition), বিশ্বকর্মার কন্যা ও সূর্যের স্ত্রী। *

সংবর্দ্ধনা : ● **সম্যক** বর্দ্ধনা যাহাতে; অথবা, যিনি বাস্তবে জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ প্রভৃতির যেরূপ বৃদ্ধি ঘটাইয়াছেন তাহার সমান্তরালে তাঁহার সামাজিক মর্য্যাদা বা সম্মানের বৃদ্ধি ঘটনো হয় যাহাতে। □ সম্মাননা, সম্যক্ বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি।

সংবাদ : ● সমান **বাদ** (কথা) থাকে যাহাতে; অথবা, বাস্তবে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সমান কথন থাকে যাহাতে। □ সম্ভাষণ, সংবাদরূপ গ্রন্থ, অভেদকথন, বার্ত্তা, সমাচার ...।

সংবিৎ (-দ্) : ● সম্যক বিদিত হওয়া হয় যাহাতে; অথবা, বাস্তবের সমান বেদন ঘটে যে মানসব্যবস্থার দ্বারা; কিংবা, যাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া গেলে মানুষ কিছুই বুঝিতে পারে না। □ জ্ঞান, বোধ, সংবেদন, কৃতব্যবস্থা ...।

সংবিধান : ● সম্যক বিধান থাকে যাহাতে; অথবা, যে যে **বিধা**-র (বিপরীতভাবে ধারণকারী আধারের বা নীতি প্রভৃতির) দ্বারা সমাজদেহ ধারিত হইয়া চলমান থাকে তাহার সমান **বিধা** লিখিত থাকে যাহাতে; অথবা, সমাজের মন যে ন্যায়শয্যায় (**শরশয্যায়**) শয়ন করে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মানুষের দেহ যে কাষ্ঠশয্যায় শয়ন করে। / যে সকল দ্রব্য (কুশাদি শয়নসামগ্রী) দ্বারা সংবিধান সাধিত হয়। (ব.শ.)। □ সম্পাদন, আয়োজন, সম্যক বিধান, উপায় ...।

সংযত : ● সম্যকরূপে **যত** যে; অথবা, যাহাকে তাহার অভাবপূর্ণ করিয়া, বা তাহার অভাবপূরণচেষ্টাকে লাগামবদ্ধ করিয়া, কিংবা ভয় দেখাইয়া বা মারিয়া একই স্থানে স্থির রাখা হইয়াছে; অথবা, যাহাকে নোঙ্গর করিয়া একস্থানে ভাসমান রাখা হইয়াছে। / কীল দ্বারা নিশ্চলীকৃত যে। (ব.শ.)। □ বদ্ধ, কীলিত, কারারুদ্ধ, বন্দীকৃত ...।

সংযম : ● সম্যক **যম**করণ যাহাতে; অথবা, সত্তার অভাবপূরণচেষ্টাকে লাগামবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ হইতে টানিয়া ধরা হয় যাহাতে; কিংবা, চক্ষুকর্ণ-প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ('আমি'র কর্ম্মচারীগণকে) **সংযত** করা হয় যাহাতে। □ নিগ্রহ, নিয়মন, নিয়ন্ত্রণ, বন্ধন ...।

সংযুক্ত : ● **সম্যক**ভাবে যুক্ত যে; অথবা, যে যে অবকাশে যোজিত হইবার সুযোগ থাকে সেই সেই স্থানে (চুক্তি বা দড়ি দিয়া বদ্ধ) যোজিত হয় যাহাতে; কিংবা, পরিপূরকভাবে (খাপে খাপে) যুক্ত যে। □ সংহিত, সম্যগ্‌যুক্ত।

সংযুত : ● **সম্যক**ভাবে যুত (মিশ্রিত) যে; অথবা, যাহাতে গুলিয়া মিলিয়া যোজিত হইয়া গিয়াছে যে। □ সংমিশ্রিত, উপেত।

সংলাপ : ● সম্যক কথন বা **লাপ** (মনোভাব লালনপূর্ব্বক পালনকারী বা **লপ** হইতে জাত) যাহাতে; অথবা, যাহাতে একপক্ষ যে বিষয়ে যেরূপ কথা বলে, অন্যপক্ষ তাহার সমগোত্রীয় পরিপূরক কথা বলে যাহাতে। □ অন্যোন্যভাষণ, সম্যগ্‌ভাষণ।

সংশপ্তক : ● (অপর সহযোদ্ধার) সমান **শপ্ত** (শক্তি পালনপূর্ব্বক তারিত) করে যে; অথবা, যাহারা প্রত্যেকে একই প্রকার **শপথ** করিয়া একত্রে তদনুরূপ কার্য্য করে। / সম্ (সম্যক্, সত্য) শপ্ত (শপথ) যাহাদের; অথবা, 'আমরা এই স্থানেই থাকিয়া যুদ্ধ করিব' - এইরূপ

নিয়ম বা কুলাচার হেতু যাহারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয় না। (ব.শ.)। ❑ সম-শপথকারী সহযোদ্ধা, সংগ্রাম হইতে অনিবর্ত্তী যোধগণ, (মার্কসবাদীদের ভাষায়) কমরেড।

সংশয় : ● সমান **শয়** (শায়িত থাকিয়া সক্রিয় থাকা) যাহাতে (যে জ্ঞানে); অথবা, শায়িত-সক্রিয় সত্তার সমান শায়িত-সক্রিয় জ্ঞান যাহাতে; জানা ও না-জানা একত্রে সক্রিয় যাহাতে। /একধর্ম্মিকবিরুদ্ধ-উভয়প্রকারক জ্ঞান যাহাতে। (ব.শ.)। ❑ সন্দেহ, বিচিকিৎসা।

সংশ্রব : ● সম্যক **শ্রবণ** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে যথাযথভাবে শব্দ বা পণ্য গ্রহণ করা হয় (কানে শোনা হয়, দোকানে কেনা হয়)। ❑ সম্যক শ্রবণ, সুস্পষ্ট শ্রবণ।

সংশ্লিষ্ট : ● সম্যকভাবে শ্লিষ্ট যে; অথবা, পরিপূরকভাবে যুক্ত যে; কিংবা, অবকাশে অবকাশে (খাপে খাপে) যোজিত বা মিলিত যে। ❑ আলিঙ্গিত, সংলিপ্ত, মধ্যগত।

সংসদ : ● সমান **সদ** (... শক্তিদানকারীগণ) থাকেন যাহাতে; অথবা, সমান জ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি দানকারীগণ যে সামাজিক বর্গে একত্রিত হইয়া সক্রিয় থাকেন; কিংবা, (একালের ভাষায়) ইংরাজগণ যাহাকে 'পার্লামেন্ট' বলে, কমিউনিস্টরা বলেন 'সুয়োরের খোঁয়াড়', বাংলাভাষায় যাহাকে 'গরুর গোয়াল' বলা চলে। (ভারতের ক্ষেত্রে এই **সংসদ** বর্ত্তমানে কার্য্যত এক অদ্ভুত 'গোয়ালে' পরিণত হইয়াছে — এই গোয়ালে ৫৪২টি গরু থাকে। নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি ঐ গোয়ালের মালিক অর্থাৎ ৫৪২টি গরুর মালিক, সেই ব্যক্তিই ভারত নামক দেশটির মালিক। তবে, ৫৪২টি গরুর মালিক হওয়ার জন্য সত্য সত্যই ৫৪২টি গরুর মালিক হওয়ার দরকার পড়ে না, ২৭২টি গরুর মালিক হইলেই আইনানুসারে মানিয়া লইতে হয় যে, সে ৫৪২টি গরুর মালিক। তাহলেই সে ভারতের মালিক হইতে পারে! অবশ্য তারও দরকার পড়ে না, বিশ-পঞ্চাশটি বা ১০০-২০০ বা ২৫০টি গরুর মালিকও যদি ডাকের সময় চোট্টামি করিয়া কমপক্ষে ২৭২টি গরুকে হাজির করিয়া দিতে পারে, তাহলেই সে ৫৪২টি গরুর মালিক বলিয়া আইনত স্বীকৃতি লাভ করে এবং আমাদের সাধের ভারত নামক দেশটির মালিক হইয়া ভারতকে সমৃদ্ধ করিতে বা লুঠ করিতে পারে। যে সাংসদগণের মনুষ্যত্ব, জ্ঞান, বুদ্ধি, সততা আছে, তাঁহারা অসহায়ভাবে এই চোট্টামি সহ্য করিতে বাধ্য হন, চীৎকার চেঁচামেচি ছাড়া তাঁহাদের কিছুই করার থাকে না।) ❑ সভা, পরিষৎ, গোষ্ঠী, সামাজিক বর্গ, 'পার্লামেন্ট', ভারতের লোকসভা।

সংসর্গ : ● সম্যক সর্গ যাহাতে; অথবা, যাহাতে একপক্ষের সৃজনের পরিপূরক রূপে অন্যপক্ষও সমান সৃজন করে (এবং দুইয়ের সৃজন মিলিয়া পূর্ণ সৃষ্টি সম্ভব হয়)। ❑ সহবাস, সম্বন্ধ।

সংসার : ● সম্যকভাবে অগ্রসর হয় বা সরে সরে যায় যে; অথবা, সমাজব্যবস্থার অগ্রগতির সমান তালে (সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে) অগ্রসর হয় যে পরিবারব্যবস্থা। / মিথ্যাজ্ঞান-জন্য বাসনা যাহাতে; অথবা, স্বীয় অদৃষ্টনিবন্ধন শরীরগ্রহণ করা হয় যাহাতে। (ব.শ.)। ❑ স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গ, গৃহস্থাশ্রম।

সংস্করণ : ● সম্যক সূচনাকরণ করা হয় যাহাতে; অথবা, আদিতে প্রথম যেভাবে (মন্ত্রপ্রোক্ষণ করিয়া বা নবাবিষ্কার প্রয়োগপূর্ব্বক) **বিশ্ব** সৃষ্টি করা হইয়াছিল, পুনরায় তদ্রূপে করা হয় যাহাতে; কিংবা,

(অকৃত্রিম বা কৃত্রিম কোনো একটি) **বিশ্ব** সৃষ্টির সূচনার পর হইতে বর্ত্তমান অবধি তাহাতে যে পরিমাণ গ্লানি জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বর্জ্জন করিয়া (সেই **বিশ্ব** সৃষ্টির মন্ত্র জানিয়া বা পুনরাবিষ্কার করিয়া) পুনরায় নবরূপে তাহার সূচনা করা হয় যাহাতে; অথবা, ত্রুটি বিচ্যুতি গ্লানি প্রভৃতি দূর করিয়া পুনরায় নবরূপে আরম্ভ করা হয় যাহতে। ❒ প্রতিযত্ন, নবরূপায়ণ, গুণান্তরাধান, শবদাহ, সংশোধন। ✱

সংস্কার : ● সংস্করণ কৃত যাহাতে; অথবা, পূর্ব্বতন তত্ত্বাদির আবিষ্কারকে নবরূপে প্রয়োগ (মন্ত্রপ্রোক্ষণাদি) করা হয় যাহাতে। / মন্ত্রপ্রোক্ষণাদি দ্বারা গুণান্তরাধান যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ প্রতিযত্ন, সৌরভাধান, জীর্ণসন্ধান, অলঙ্করণ, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মরণজনক শক্তিবিশেষ।

সংস্কৃত : ● যাহার **সংস্কার** করা হইয়াছে; অথবা, কোনো সত্তা আদিতে যেভাবে প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই নিয়ম জানিয়া বা পুনরাবিষ্কার করিয়া তদ্রূপে পুনরায় আগাগোড়া সৃষ্টি করিয়া লওয়া হইয়াছে যাহাকে। ❒ শোধিত, বিশুদ্ধ, মন্ত্রপ্রোক্ষণাদি-শোধিত, কৃত-গুণাধান।

সংস্কৃতভাষা : ● যে ভাষাকে সংস্কার করিয়া পুনঃসৃষ্টি করা হইয়াছে; অথবা, প্রকৃতি যে নিয়মে ধ্বনিকে ভাষারূপে ব্যবহার করিতে মানুষকে শিক্ষা দিয়াছিল (আজও দেয়), সেই বিজ্ঞান বা নিয়ম জানিয়া (আবিষ্কার করিয়া) তাহা দ্বারা তৎকালের (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দের) পরিপার্শ্বে প্রচলিত ভাষাগুলি হইতে শাব্দিক উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ও তাহাদের সার্ব্বিক **সংস্কাব** করিয়া প্রকৃতিদত্ত বনিয়াদের উপর যে ভাষাকে নবসৃষ্ট করা হইয়াছিল; কিংবা, মানুষের দুনিয়ায় সর্ব্বপ্রথম যে ভাষা মানুষ সচেতনভাবে (ভাষার ভিতরে প্রকৃতির নিয়ম কীভাবে সক্রিয় তাহা জানিয়া তদনুসারে) নির্ম্মাণ করিয়াছিল; অথবা, যে কালে সমাজের লালনপালনকারী **মহা**-পুরুষদের **অসুর ও দেবতা** উভয় শব্দেই চিহ্নিত করা হইত, সেই কালে তাঁহারা ঐ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় কথা বলিতে শুরু করিয়াছিলেন বলিয়া ভাষাটিকে আজও 'দেবভাষা' বলা হইয়া থাকে; কিংবা, যে বিজ্ঞানসম্মত ভাষার উত্তরাধিকার সর্ব্বাধিক যে-ভাষা আজও বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে তাহাকেই 'বঙ্গ ভাষা', 'বাঙালভাষা', 'গ্রাম্যবাংলা' প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে (একালের অ্যাকাডেমিতে প্রচলিত 'আধুনিক বাংলাভাষা' নয়)। ❒ ব্যাকরণদোষরহিত ভাষা, প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগলক্ষণসিদ্ধ ভাষা, ব্যাকরণ-লক্ষণোপেত ভাষা।

সংস্কৃতি : ● সংস্কৃত সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে মূল আবিষ্কারের ও পুনরাবিষ্কারের (উদ্ভাবনের ও পুনরুদ্ভাবনের) সহিত **কার** হইতে **সংস্কাব** অবধি (অর্থাৎ প্রথম প্রয়োগ হইতে পুনরাবিষ্কারমূলক প্রয়োগ অবধি) সকল প্রকার **কৃতি**র মানসিক স্মৃতি সক্রিয় থাকে। ❒ কুলাচার, 'কালচার'।

সংস্থা : ● সম্যকরূপে স্থিত যে; অথবা, দৃশ্যলোকে **পর্ব্বত**াদির মহাশরীর যেভাবে স্থিতিলাভ করে, অদৃশ্যলোকে তদ্ভাবে যে মানুষিক মহাশরীর স্থিতিলাভ করে। ❒ সম্যগবস্থান, স্থিতি, সন্নিবেশ, সাদৃশ্য, ব্যবস্থা।

সংস্রব : ● সম্যক **স্রব** (ঝরিয়া বাহিত হওয়ন)

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যাহাতে; বাহ্যিক (সম্পদ প্রভৃতির উত্তরাধিকারের) পরম্পরার সমান্তরালে মানসিক পরম্পরা যাহাতে। ❐ প্রক্ষরণ, প্রবাহ, হস্তগলিত অর্ঘ্যোদক, সম্পর্ক, সংস্পর্শ।

সংহত : ● **সম্যক** হত যে; অথবা, নিজ নিজ বিশেষত্ব হনন করিয়া একই বা সমান স্বভাব লইয়া একীভূত হইয়াছে যে বা যাহারা। ❐ সম্যক হত, হিংসিত, সংযুক্ত, সঙ্গত, সহিত, মিলিত, একীভূত।

সংহার : ● **সম্যক** হরণ (সংগ্রহকরণ) করা হয় যাহাতে; অথবা, বিস্তারণ বন্ধ করিয়া রাশ টানিয়া ধরা (সংকোচন করা) হয় যাহাতে; কিংবা, বিপরীত পক্ষকে বিনাশ করা হয় যাহাতে। /যাহা দ্বারা বিনাশ সাধন করা হয়। ❐ সংগ্রহ, সংক্ষেপ, সংকোচন; নিয়মন, নিয়ন্ত্রণ।

সংহিত : ● **সম্যক** ভাবে **ধাত** বা **হিত** যে; অথবা, নিজ নিজ বিশেষত্ব লইয়া তদ্ভাবে সমান সম্মানে বা মর্য্যাদায় ধারিত যে বা যাহারা; কিংবা, যে যেভাবে আছে তাহাকে তদ্ভাবে ধারণ করা হয় যে সম্মিলনে। ❐ সংযুক্ত, সংশ্লিষ্ট ... ইত্যাদি।

সংহিতা : ● **সংহিত**-এর আধার যে; অথবা, যে গ্রন্থে জীবের কর্ম্মধর্ম্ম, জীবিকা, সংস্কারাদি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামতকে সমমর্য্যাদায় একত্রীভূত করিয়া ধরিয়া রাখা হইয়াছে। / সম্যক্ হিত (প্রতিপাদ্য) যাহার। (ব.শ.)। ❐ মনুসংহিতা, ঋগ্‌বেদসংহিতা, মন্বাদি প্রণীত প্রায় ১৯টি সংহিতাগ্রন্থ (ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতি) প্রভৃতি। *

সকল : ● **কলা**র সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে (যাহারা); অথবা, অগণিত কলায় বিভক্ত সত্তার বিভাজিত অংশগুলির একটি বা সবগুলি থাকে যাহাতে। / কলার সহ। (ব.শ.)। ❐ কলাসমূহবিশিষ্ট, অংশবান, সর্ব্ব, সমস্ত, অশেষ, অখণ্ড, সম্পূর্ণ ...।

সকাল : ● **কাল**-এর সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে; অথবা, যাহার সহিত কাজ-কর্ম্মের **কাল** অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান থাকে; কিংবা, যাহার পর হইতে কাজকর্ম্মের **কালে**র সূচনা হয়। (দ্র. **বিকাল**)। / নির্দ্ধারিত কালের পূর্ব্বে (যে কাল)। (ব.শ.)। ❐ প্রত্যূষ, দিবসের পূর্ব্বভাগ।

সখা : ● খাদকের সহিত অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান যে (বা যাহারা); অথবা, যে দুই বা ততোধিক মানুষ যাহা পায় একত্রে ভাগ করিয়া খায়। ❐ সহবিদ্যমান, মিত্র, সমপ্রাণজন।

সখী : ● পুং বা স্ত্রী-খাদকের সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে (স্ত্রী)। ❐ বয়স্যা, আলী, সহচরী।

সগর : ● **গর** বা বিষের সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে; অথবা, যে সত্তা বেদবিরোধী (তালজঙ্ঘ, হৈহয় প্রভৃতি) ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করিয়া বেদবাদীগণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। / গর সহিত বিদ্যমান যে। (ব.শ.)। ❐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। *

সগুণ : ● গুণ-এর সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে।

সঙ্কট : ● সম **কট** (কারীর টঙ্কার) যাহাতে; অথবা, যে **কট** উৎকট বা বিকট নহে, সম্মুখস্থ সত্তার সমান এবং সেকারণেই সত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। ❐ সংবাধ, কুঞ্জীকৃত, বিঘ্নবহুল।

সঙ্কর : ● সম করণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তাসমূহকে সমজাতীয় করিয়া একত্রিত করা হইয়াছে। ❐ সংমিশ্রণ, সম্মেলন।

সঙ্কল্প : ● সম্যক **কল্প** যাহাতে; অথবা, যে পদ্ধতিতে একের পর এক কর্ম্ম করিয়া কাম্য

ফলপ্রাপ্তি ঘটিবে সেই বাস্তব **কল্প**-এর সমান **কল্প** (প্রকল্প, 'প্রোজেক্ট') মনে মনে ভাবনাচিন্তা করিয়া স্থির করা হয় যাহাতে। / 'আমি ইহা করিবই' এইরূপ মানসব্যাপার যাহাতে; অথবা, এই কর্ম্মে এই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে - এইরূপ বুদ্ধি যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ মানস-কর্ম্ম, চিন্তন, ভাবনা।

সঙ্কীর্ণ : ● সম্যক **কীর্ণ** যাহাতে; অথবা, যাহা একই স্থান কাল পাত্রে ক্ষেপণ করা হইয়াছে; কিংবা, যাহা সমস্থানে বা সমকালে বা সমপাত্রে ক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার ব্যাপকতা নাই। / যে যুদ্ধে এককালেই নানাস্ত্র প্রযুক্ত হয় বা অনেকের সহিত যুদ্ধ হয়। (ব.শ.)। ◻ আকীর্ণ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অপ্রশস্ত, অপ্রসর ...।

সঙ্গ : ● গামীর সমান গামী যাহাতে; অথবা, গামীর সহিত সমান তালে গমন করা চলে যাহাতে। ◻ সংসর্গ, সম্মেলন, সমাগম, সম্ভোগ, সহবাস, মিলন।

সঙ্গত : ● **সঙ্গ** তারিত যাহাতে; অথবা, সমগতিতে গত যে; কিংবা, গানের সমান তালে বাদন (বাজনা) চলে যাহাতে। ◻ মিলিত, মেলন, সমবেত, সমবায় ...।

সঙ্গতি : ● **সঙ্গত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **সঙ্গত**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, **সঙ্গত** করিবার জন্য বা সমগতিতে গতিশীল হইবার জন্য যাহা লাগে। ◻ মেলন, সম্বন্ধ, যোগ্যতা, পূর্ব্বাপরসামঞ্জস্য, সহিত, সামর্থ্য।

সঙ্গম : ● **সঙ্গ** সীমায়িত যাহাতে। ◻ মেলন, সহবাস, সংসর্গ, কান্তসম্পর্ক, সুরত।

সঙ্গী : ● **সঙ্গ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **সঙ্গ**করণ করে যে বা সঙ্গে থাকে যে; সমগমন করে যে বা সহযাত্রা করে যে। ◻ সঙ্গবান, অনুবন্ধী, লগ্ন, সহচর।

সঙ্গীত : ● **সম** গীত যাহাতে; অথবা, নৃত্য গীত ও বাদ্য এই তিন তূর্য্য (তুরিয়তিক) সমানভাবে (পরস্পরের সমান্তরালভাবে) চলে যাহাতে। ◻ নৃত্যগীতবাদ্য - এই ত্রিবিধ, তৌর্য্যত্রিক, মিলিতভাবে গীত।

সঙ্গোপন : দ্র. **সংগোপন**।

সঙ্ঘ : ● **সম্যক** ঘাত যাহাতে; অথবা, সমান ভাবে হনন (ঘাত) করা হইয়াছে যাহাদের বিশেষত্ব; কিংবা, সমান বোধসম্পন্ন মানুষেরা যেখানে গিয়া স্থিত হয়। ◻ সংহনন, মেলন, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় জন্তুর সমূহ, প্রাণিসমূহ, সম্প্রদায়, সমাজ, বৌদ্ধভিক্ষুসমূহ।

সচ : ● স-চয়ন বা চয়নের সহিত বিদ্যমান যে; অথবা, শক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক চয়ন করে যে; কিংবা, যে সত্তা যাহা চয়ন করে তাহাই বলে। ◻ সমবায়, রাশীকরণ, অকপট, উদার, সত্য, যথার্থ, ঠিক।

সচরাচর : ● চরাচরের (যাহারা চরিয়া বেড়ায় এবং যাহারা চরিয়া বেড়াইতে পারে না তাহাদের) সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে; অথবা, সাধারণ জাগতিক অবস্থা যাহাতে। ◻ বিদ্যমানচরাচর, জঙ্গমস্থাবরসহিত, সামান্য।

সচ্চিদানন্দ : দ্র. **ব্রহ্ম**।

সচ্ছল : ● **সচ**-এর (সৎ-এর) ছলনা করে যে। ◻ সঙ্গতিপন্ন, সমৃদ্ধ, উপার্জ্জনক্ষম।

সচ্ছাস্ত্র : ● সৎ-শাস্ত্র যাহাতে। ◻ শ্রুতিস্মৃতি অবিরোধী শাস্ত্রমাত্র।

সঞ্চয় : ● সম্যক চয়ন যাহাতে। ◻ সংগ্রহ, সমাহরণ, সঞ্চিতদ্রব্য, রাশি, সমষ্টি ...।

সঞ্চার : ● পথের সমান চারণ থাকে যাহাতে; অথবা, যতদূর পথ ততদূর যাতায়াত করা হয় যাহাতে। ◻ পরিভ্রমণ, গমনাগমন, প্রসার, সম্যকচারণ, পরিপোষণ ...।

সঞ্চালক : ● সম্যকভাবে চালন করে যে; অথবা, যেভাবে যতদূর চালনা করা সম্ভব বা করার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহার সমান বা সেইভাবে ততদূর চালনা করে যে। ◻ প্রেরয়িতা, সঞ্চারক ...।

সঞ্জিত : ● সম্যকভাবে জিত বা পরাজিত যে।

সঞ্জিৎ : ● সম্যকভাবে জয়ী যে।

সট : ● টঙ্কারের সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে; অথবা, যে সত্তা মুহূর্ত্তে সক্রিয় ও টঙ্কারিত হইয়া পরমুহূর্ত্তে উধাও হইয়া যায়। ◻ ক্ষিপ্রতার ভাব।

সটকা : ● **সট** (সটঙ্কার তিরোভাব) করণ চলে যাহাতে; অথবা, যাহা **সট** করিয়া সরিয়া পড়ে। ◻ ঝট করিয়া বা চট করিয়া যাওয়া, বেমালুম পালান বা সরিয়া পড়া।

সটকান : ● **সটকা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **সটকে** পড়া চলে যাহাতে।

সটাসট : ● **সট**-এর পর **সট**করণ করা হয় যাহাতে; অথবা, অতি ক্ষিপ্রতার সহিত একের পর এক কর্ম্ম করা হয় যাহাতে। ◻ অতি দ্রুত কাজ সারা।

সড়গড় : ● **সড়ন** (আত্মকেন্দ্রে দ্রুত সঙ্কুচিত হওয়ন) ও **গড়ন** (গড়গড় করিয়া গড়াইয়া চলন) যাহাতে। ◻ মুখস্থ, রপ্ত, আয়ত্ত। (দ্র. **জড়সড়**)।

সড়াক : ● **সড়**-করণ করে যে; অথবা, কেন্দ্রের দিকে দ্রুত সঙ্কুচিত হইয়া উধাও করণ করা হয় যাহাতে। ◻ দ্রুত সবেগ ভাব।

সড়াৎ : ● **সড়**-করণের তারণ যাহাতে; অথবা, কেন্দ্রের দিকে দ্রুত তারণ বা পলায়ন যাহাতে। ◻ দ্রুত সবেগ ভাব।

সণ্ডীন : ● সম্যক **ডীন** যে; অথবা, যাহা বৃক্ষ-সমান উড্ডীন হয়। ◻ পক্ষীর গতিক্রিয়াবিশেষ, বৃক্ষাদিতে পক্ষীর পতন বা উড়িয়া বসা, পরিক্রমণপূর্ব্বক পক্ষীর প্রপতন।

সৎ : ● **স**-এর (শক্তির) তারণ যাহাতে; অথবা, অস্তিত্বের বা সত্তার তারণ যাহাতে; অথবা, তেজকণা ও তাহার আধারের তারণ যাহাতে; কিংবা, অস্তিত্ববান বা সত্তাবান যে; অথবা, অস্তিত্বের কারণ বা নিহিতার্থ থাকে যাহাতে (যে জ্ঞানে বা জ্ঞানীতে, দক্ষতায় বা দক্ষে); কিংবা, যাহার অস্তিত্বের তারণ সামাজিক বিধিনিষেধ মান্য করিয়া চলে; অথবা, যাহার অস্তিত্ব সামাজিক নিষেধের ঊর্দ্ধসীমা ও নিম্নসীমার দুই বাঁধের মধ্য দিয়া চলমান বিধিস্রোতে তারিত বা প্রবাহিত হয়। ◻ বর্ত্তমান, সত্য, সত্যজ্ঞান, দক্ষতা, সত্যজ্ঞানী, দক্ষ, সাধু, ধার্ম্মিক, অস্তিত্ব, সত্তা।

সতত : ● **তত**-এর (সেই পর্য্যন্তের) সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে; অথবা, **তত**-এর সহিত যে **তত** নিরন্তর চলমান থাকে। ◻ অবিচ্ছেদবান, নিরন্তর, অবিরত।

সততা : ● **সৎ** (শক্তিযোজনের তারণ) তারিত যে আধারে; অথবা, **সৎ**-ভাবে (সামাজিক বিধিনিষেধের মধ্য দিয়া) চলন থাকে যাহাতে। ◻ সাধুতা, ন্যায়পরতা।

সতর্ক : ● **তর্ক**-এর সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে; অথবা, সম্ভাব্য আগন্তুকদিগকে (ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, পরিস্থিতি ইত্যাদিকে) তুলনামূলক বিচার (**তর্ক**) করিতে নিরত যে। ◻ তর্কসহিত, সাবধান, অবহিত, বিমৃশ্যকারী। ✱

সতী : ● **সৎ**-এর (শক্তি-তারণের) সক্রিয় আধার যে প্রকৃতিশক্তি; অথবা, সামাজিক বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিয়া চলেন যিনি; কিংবা, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একপতিপত্নীত্বের নীতি মান্য করিয়া চলেন যিনি; অথবা, প্রাচীন

ভারতের যে জনগোষ্ঠী তাহাদের পরিচালক **শিব**-এর নিন্দাও সহ্য করিতে পারেন নাই। ... ❐ আদিম যৌথসমাজের নেতা-অনুসারী জনসাধারণ, ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও মহাদেবের স্ত্রী। ✱

সতীন : ● **সতী**-স্বভাব অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে স্ত্রী তাহার পতির অন্য স্ত্রী থাকিলেও নিজের **সতী**-স্বভাব অনকৃত বা চলমান রাখে। ❐ সপত্নী, এক স্বামীর অন্য অন্য স্ত্রী।

সতীর্থ : ● একই **তীর্থ** যাহার বা যাহাদের; অথবা, যাহারা একত্রে কোনো জ্ঞানধারার **তীর্থে**র (গুরুর) মাধ্যমে সেই জ্ঞানধারায় অবতরণ ও অবগাহন করেন। / সমান তীর্থ যাহার; অথবা, যাহাদের একগুরু। (ব.শ.)। ❐ সমানগুরু, এক গুরুর শিষ্য। ✱

সত্তর : ● **সত** (সাত) তর যাহাতে; অথবা, সাত দশ তারিত যাহাতে। ❐ সপ্ততি, ৭০।

সত্তা : ● **সৎ** (শক্তিধারীর তারণ বা তেজকণা ও তাহার আধারের তারণ) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে শক্তিমাত্র বা তেজ ও তাহার আধার তারিত হইয়া বিদ্যমান থাকে। ❐ বিদ্যমানতা, অস্তিত্ব।

সত্য : ● **সৎ** (জ্ঞানশক্তির তারণ) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা ঘটিয়া গিয়াছে; কিংবা, যাহা অবশ্যই ঘটে; অথবা, যাহা ভূত হইয়াছে বা হয়; কিংবা, যাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান; অথবা, যাহা (পদার্থের অভ্যন্তরে বা পদার্থের সহিত পদার্থের যে সম্বন্ধ) আছে বলিয়াই বিশ্বভুবন বর্ত্তমান স্বরূপে বিদ্যমান। ❐ যথার্থ, ঋতত্ব, যথাভূতার্থ, ব্রহ্ম বা সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত জ্ঞান।

সত্যঙ্কার : ● **সত্যম**-এর (সীমায়িত সত্যের) কার যাহাতে। / 'আমার ইহা অবশ্যবিক্রেয়' এইরূপ সত্যাকরণ যাহাতে; অথবা, আমার ইহা অবশ্য ক্রেতব্য - এইরূপ সত্যাকরণ যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ শপথকরণ, সত্যাকৃতি, বায়না দেওয়া। (দ্র. **আপণ, অহঙ্কার, প্রতিজ্ঞা, দিব্য**)।

সত্যজ্ঞান : ● অস্তিত্বের নিহিতার্থ বা **কারণ**স্বরূপ যে **সৎ**-জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞানী শিব বা আবিষ্কারক-উদ্ভাবক দার্শনিক জ্ঞানী-বিজ্ঞানীগণ) আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেন বা করিয়া গিয়াছেন এবং যেগুলি বারংবার প্রয়োগপূর্ব্বক অভীষ্ট ফললাভ করা গিয়াছে বা **সত্য** প্রমাণিত হইয়াছে; অথবা, কালে কালে একই জ্ঞানকর্ম্মের পুনরাবৃত্তির নীতি অনুসরণকারী দক্ষের (সভ্যযুগের) প্রভাবে যে জ্ঞান **দক্ষ**জ্ঞানে বা বিশেষজ্ঞের জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। (দ্র. **মৌলবাদ**)। ❐ দক্ষজ্ঞান, দক্ষতা, বিশেষজ্ঞতা।

সত্যনারায়ণ : ● যে **সত্য**স্বরূপ **নারায়ণ** **(নর দ্বারা বিষয়ীকৃত অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম) সক্রিয় থাকিয়া সমাজে মানসিক বাহ্যিক নানা প্রকারের লেনদেন সম্পন্ন করিয়া থাকেন**। ❐ নারায়ণমূর্ত্তিভেদ, সত্যপীর।

সত্যবতী : ● সভ্যতার ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম যে জনগোষ্ঠী **সত্যঙ্কার**পূর্ব্বক পণ্য লেনদেন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ❐ (দ্র.) **গন্ধকালী, গন্ধবতী, মৎস্যগন্ধা**।

সত্যব্রত : ● **সত্য**ই ব্রত যাহার; অথবা, **সত্য**জ্ঞান অর্জ্জন করাই ব্রত যাহার; কিংবা, **সত্যঙ্কার**পূর্ব্বক লেনদেন করাই ব্রত যাহার। ... ❐ সত্যপ্রিয়, সত্যতৎপর। দ্র. **ঋতব্রত**।

সত্যভামা : ● **সত্য**-এর (**সত্যঙ্কার**-পূর্ব্বক যথাযথ লেনদেনের) নিমিত্ত মুখঝামটা, ধমক-ধামক বা অভিমান করিত যে জনগোষ্ঠী। (দ্র.

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ভামা)। ◻ (পৌরাণিক ভাষায়) শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যাবিশেষ। (যাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত হরণ করিতে হইয়াছিল।)

সত্যলোক : ● **সত্য** থাকে যে **লোক**-এ; অথবা, আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত নিষ্কলুষ **সত্যজ্ঞান** বা তত্ত্বসমূহ ('থিয়োরী') থাকে যে **লোক**-এ; কিংবা, যাহা লইয়া **সপ্তলোক**-এর শেষ **লোক** বর্ত্তমান। ◻ দ্র. **সপ্তলোক**।

সত্র (সত্‌ত্র) : ● **সদ**-কে (জ্ঞানশক্তির দান বা **সত্যজ্ঞান**কে) তারিত করে যে (কর্ম্মযজ্ঞ); অথবা, যে সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে (**সত্‌ত্রে**) বিপুল উৎপাদন হয় ও দানদক্ষিণাদি (বেতন প্রভৃতি) দেওয়া হয়। ◻ যজ্ঞ, ধর্ম্মকর্ম্ম, দক্ষিণা সহ অন্নদান।

সত্ত্ব : ● **সৎ**-এর (শক্তির তারণ) বাহিত যাহাতে; অথবা, অস্তিত্বের (অকৃত্রিম বা কৃত্রিম **বিশ্বে**র) ভিতরে নিহিত **কারণ**কে বহন করে যে; কিংবা, কৃত্রিম **বিশ্ব** বা **বস্তু** যে মনোগুণ ও শ্রম দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, **বস্তু**র ভিতরে নিহিত মানুষের সেই মেধা-শ্রমের অধিকার বা মালিকানা থাকে যাহাতে। ◻ সৎ-এর ভাব, বিদ্যমানতা, বস্তুমাত্র, বস্তুমূল্যমাত্র, স্বভাব, আত্মভাব, মূল্যাধিকার, ব্যবসায় ...।

সদ : ● **সৎ**-জ্ঞান (জ্ঞানশক্তি বা **সত্যজ্ঞান**) ধারণ বা প্রদান করে যে বা যাহারা; অথবা, সত্যজ্ঞানী বা দক্ষজ্ঞানীগণ থাকেন যেখানে; কিংবা, যাহা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জ্ঞান হইতে ভিন্নতর বলিয়া ভেদের কারণ হয়; অথবা, দক্ষজ্ঞানাদি প্রদান হইতে যে ফল লাভ করা যায়। ◻ ভেদ, বৃক্ষফল, ক্ষেত্রফল, লাভ...।

সদঃ (সদস্) : ● **সৎ**-জ্ঞানের (জ্ঞানশক্তির বা **সত্যজ্ঞান**-এর বা দক্ষজ্ঞানের) ধারকের দ্বারা পূর্ণ যে সত্তা; অথবা, দক্ষজ্ঞান ও দক্ষজ্ঞানীগণ সক্রিয় যাহাতে (যে দলে, কর্ম্মযজ্ঞে)। ◻ পরিষৎ, গোষ্ঠী, সমিতি, সংসদ, যজ্ঞমণ্ডপ।

সদন : ● **সদ** (জ্ঞানশক্তির দান) অনকৃত যাহাতে; অথবা, **সত্যজ্ঞান বা দক্ষজ্ঞান** প্রদান করা চলে যে স্থানে, গৃহে বা যজ্ঞশালায়। ◻ শালা, কর্ম্মশালা, আগার, কারখানা ঘর, (সাদৃশ্যে) ভবন, মন্দির, যে কোনো গৃহ।

সদস্য : ● **সদস্** (জ্ঞানশক্তিদাতার একক) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাদের (যে সভা**সদ**, সাং**সদ** প্রভৃতি **সদ**গণকে লইয়া যথাক্রমে) সভা, সংসদ প্রভৃতি সামাজিক বর্গ গড়িয়া উঠে; কিংবা, **সদ**-এর (জ্ঞানশক্তি দানকারী সামাজিক বর্গের) একক বলিয়া তাহা সমগ্র **সদ**-এর (সভার বা সংসদের) প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। /শ্রুতিবিহিত যাগবিধির দ্রষ্টা সভাপণ্ডিত যিনি; অথবা, যে ঋত্বিক যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠানদর্শনার্থ নিযুক্ত হন। (ব.শ.) ◻ 'যজ্ঞশালে সাধু', ঋত্বিক, বিচারনিযুক্ত-পুরুষ, ধর্ম্মাধিকরণিক, সভ্য, সভাসদ্।

সদা : ● **স** (সর্ব্ব) প্রকারের স্থান-কাল-পাত্রের দান থাকে যাহাতে। ◻ সকল সময়ে।

সদাগম : ● **সদ**-এর (দক্ষজ্ঞানের বা দক্ষজ্ঞানীর) আগম যাহাতে। ◻ সৎ-শাস্ত্র পুরাণাদি, সৎ পুরুষের আগমন।

সদাচার : ● **সদ**-এর (দক্ষজ্ঞান বা বেদজ্ঞান) দ্বারা স্বীকৃত যে আচার।

সদাশিব : ● **সদ**-এর আধারস্বরূপ যে **শিব**; অথবা, যে আবিষ্কারক-উদ্ভাবক সত্তা (সম্পর্ক-জ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী, **শিব**) **সদ**-কে (দক্ষজ্ঞান ও দক্ষজ্ঞানীদের) বা একই জ্ঞানের পুনরাবৃত্তিকারী বিশেষজ্ঞদের ক্ষমাঘেন্না করিয়া লহেন, কিছু বলেন না, বলিয়াই সভ্যযুগ

চলমান থাকে। ❐ ঠাণ্ডা 'স্থিতপ্রজ্ঞ' মানুষ।

সদৃশ : ● **সমান দৃশ** (দেখিতে) যে।/ যাহাকে সমান দেখা যায়; অথবা, যে সমান দেখায়। (ব.শ.)। ❐ সমানরূপ, অনুরূপ, উচিত, সমান জাতীয়, স্থানার্থগুণপ্রমাণ-বিষয়ে সমান।

সদ্য : ● **সদ** (সৎ-জ্ঞান) থাকে যাহাতে; অথবা, যে **সৎ**-জ্ঞান সবেমাত্র আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হইয়াছে (সত্যজ্ঞানে বা দক্ষজ্ঞানে পরিণত হয় নাই); কিংবা, লক্ষণার্থে, যাহা কিছু সবেমাত্র জানা গিয়াছে বা ঘটিয়াছে। ❐ তৎক্ষণাৎ, তৎকাল, ইদানীং, সম্প্রতি ...।

সদ্‌গোপ : ● **সৎ** যে গোপ; অথবা, যাহারা **গোপ**-এর ন্যায় গোপনে পণ্যাদি উৎপাদন বা লালনপালন করে না, প্রকাশ্যে সমাজস্বীকৃত-ভাবে গোমহিষাদি পালন করে। ❐ নব-শায়কবিশেষ, গোয়ালা।

সধবা : ● **ধব**-এর সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে আধারশক্তি; অথবা, যে নারীর **ধব** (সন্তাপহারক, স্বামী) তাহার সহিত বিদ্যমান আছে। /সহ ধব যাহার। (ব.শ.)। ❐ বিদ্যমান-ধবা, সভর্তৃকা, পতিবত্নী।

সন : ● **স** (জ্ঞানশক্তি, কর্ম্মশক্তি, জীবনীশক্তি ... ইত্যাদি কোনো না কোনো প্রকার এক বা একাধিক শক্তি) অনকৃত যাহাতে; অথবা, ... কোনো না কোনো শক্তির যোজন বা দান দ্বারা যে নব নব সত্তারা জন্মায়; কিংবা, যে প্রক্রিয়া নিত্য ও চিরন্তন ভাবে চলমান; অথবা, (পুরাণানুসারে) মানবজাতির জ্ঞানসত্তার প্রথম যে সন্তানেরা (আবিষ্কারকেরা) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ❐ সম্ভক্তি, সেবা, দান, সমর্পণ, ব্রহ্মার মানসপুত্রবিশেষ। ❋

সনক : ● **সন** (... শক্তিযোজন) করে যে; অথবা, (পুরাণানুসারে) মানবজাতির জ্ঞানসত্তার প্রথম যে সন্তানেরা (আবিষ্কারকেরা) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ❐ ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্রের অন্যতম। ❋

সনৎকুমার : ● **সনৎ** (সন-এর তারণ করে) যে **কুমার**। ❐ নিত্যকুমার, ব্রহ্মার মানস-পুত্রদের অন্যতম। ❋

সনাতন : ● **সনা**র (সন-এর আধারের) যে **তন**; অথবা, **সন**-এর আধার তারিত হইয়া অনকৃত থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা **সনাতন** বা নিত্য ও চিরকালীন (নূ**তন** ও চিরন্**তন**) বলিয়া অধুনা**তন** বটে, পুরা**তন**ও বটে; অথবা, যাহা বিন্দুবৎ স্থান-কাল-পাত্রে সত্য বলিয়া অনন্ত স্থান-কাল-পাত্রেও সমান সত্য। / বীজান্তর হইতে অনুৎপন্ন যে। (ব.শ.)। ❐ সদাভব, নিত্য, চিরকালীন, পরম্পরাপ্রাপ্ত।

সনাতন যুগ : ● বৈদিক যুগের (সভ্যযুগের) **পূর্ব্ববর্ত্তী** যে যুগ; অথবা, যে যুগের **মানব-সমাজে** নিত্য ও চিরন্তন নীতি বা **সনাতন** নীতি অনুসৃত হইত।

সন্ত : ● **সন** (নিত্য ও চিরকালীন) **তারিত** যাহাতে; অথবা, যে সত্তা নিত্য ও চিরন্তনকে পায়। ... ❐ নিত্যপ্রাপ্ত, সুখনিধান, সাধু**সন্ত**।

সন্তত : ● **তত**-এর সমান যে **তত**; অথবা, **তত** (তৎপরিমাণ স্থান-কাল-পাত্র) হইতে তদ্রূপ **তত** (তৎপরিমাণ স্থান-কাল-পাত্র) বহির্গত হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা **তত**-র পরে **তত** এবং তাহার পরে পুনরায় **তত**-**তত** করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ❐ নিরন্তর, অবিচ্ছিন্ন, বিস্তৃত, সতত।

সন্ততি : ● **সন্তত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **সন্তত**-হওয়ন চলে যাহাতে; কিংবা, জীবশরীর বিস্তারিত হয় যাহাতে (যে সন্ততিতে)। ❐ অবিচ্ছেদ, পরম্পরা ভাব,

পারম্পর্য্য, বিস্তার, পুত্র।

সন্তরণ : ● সমান **তরণ** যাহাতে; অথবা, যতখানি **তরণ** করিলে জলের তরণ-এলাকা পার হইয়া যাওয়া যায়, ততখানি **তরণ** করা হয় যাহাতে। ◻ সাঁতার, সাঁতরে পেরোনো, উত্তরণ, পরপারগমন, উল্লঙ্ঘন, অতিক্রম।

সন্তর্পণ : ● সমান **তর্পণ** যাহাতে; অথবা, যেভাবে ঋণস্বরূপ **তর** লাভ করা গিয়াছিল, সেইরকম নিঃশব্দসঞ্চারে সৌষ্ঠবসহকারে ঋণ শোধ করা হয় যাহাতে। (দ্র. **তর্পণ**, **পিতৃতর্পণ**)। ◻ সুখজনকভাবে, সাবধানে, কোমলভাবে, নিঃশব্দসঞ্চারে, ধীরে, সৌষ্ঠবভাবে। ✱

সন্তান : ● সমান **তান** যাহাতে; অথবা, যাহাতে মূলসত্তার **তান**-এর সমান **তান** বিস্তারিত হয়। (দ্র. **দেবতরু**)। ◻ অবিচ্ছেদ, বিস্তার, প্রবাহ, পরম্পরা, পুত্র, অপত্য, পুত্রপৌত্রাদি, কন্যা, উৎপন্ন, পণ্য ...। ✱

সন্তুষ্ট : ● সম্যক **তুষ্ট** যে; অথবা, ত্রিতাপ-দুঃখের কারণে তাপের চাহিদা যতখানি তাহার সমান তোষণ-তাপে **তুষ্ট** যে; কিংবা, চাহিদা-মতো যোগান পাইয়া তুষ্ট যে। ◻ প্রীত, দৈবলব্ধ দ্রব্যে পর্য্যাপ্তিবুদ্ধি ...।

সন্ত্রস্ত : ● সম্যকরূপে **ত্রস্ত** যে। ◻ অতিভীত, অতিভয়, মহাশঙ্কা।

সন্দর্ভ : ● সমান **দর্ভ** যাহাতে; অথবা, বাহ্যিক **দর্ভ**-এর (বাহ্যসম্পদ-সারের) সমান্তরালে যে মানসিক **দর্ভ** (মানসসম্পদ-সার) সৃজিত হইয়া থাকে। ◻ গ্রন্থন, নিবন্ধ, রচনা, গ্রথিত বিষয়, প্রবন্ধ, গূঢ়ার্থ, রহস্য, তত্ত্ব।

সন্দেশ : ● সমান **দেশ** (দেশন, দিশাদর্শন) থাকে যাহাতে; অথবা, কোনো নতুন **দেশ** (রাজ্য) দেখিলে যতখানি আনন্দ হয়, সমান আনন্দ হয় যে মানসিক দিশাদর্শনকারী সংবাদে বা মনোলোকের নতুন **দেশ** দেখানোয় (দিগন্ত উন্মোচনকারী সংবাদে); কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা খাইলে মনের দিগন্ত-উন্মোচনকারী সংবাদপ্রাপ্তির আনন্দের ন্যায় আনন্দ হয়; অথবা, যাহা খাইলে জিহ্বার সামনে নতুন স্বাদের দুনিয়া খুলিয়া যায়। ◻ সন্দিষ্ট অর্থ, বার্ত্তা, বিবরণ; (সাদৃশ্যে) মিষ্টান্ন, নারিকেল নাড়ু, ছানা-চিনির পক্ক মিষ্টান্নবিশেষ। ✱

সন্দেহ : ● সমান **দেহ** ('যাহা বাড়ে') যাহাতে; অথবা, খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহ যতখানি বৃদ্ধি পায়, জিজ্ঞাসার উত্তর পাইয়া সমান পরিমাণে কৌতূহল বাড়িয়া যায় যাহাতে; কিংবা, যে কৌতূহল হইতে উদ্ভূত জিজ্ঞাসার উত্তর যতই সংগ্রহ করা যায়, সেই কৌতূহল ততই বাড়িয়া যায়। /একধর্ম্মিক বিরুদ্ধভয়-প্রকারকজ্ঞান (যাহাতে)। (ব.শ.)। ◻ স্ত্রীর সততার প্রতি স্বামীর বা স্বামীর সততার প্রতি স্ত্রীর কৌতূহল; বিচিকিৎসা ...।

সন্ধা : ● সম্যক ধারণ (ধারণচেষ্টা) থাকে যাহাতে; অথবা, অন্য সত্তা হইতে তাহার গ্রহণীয় অংশকে (জ্ঞানরস, ধনরস, বাহ্যরস প্রভৃতিকে) ধারণ করা বা করিবার চেষ্টা থাকে যাহাতে। ◻ চোয়ান, সংশ্লেষ, অনুসন্ধান।

সন্ধান : ● **সন্ধা** (...জ্ঞানরসাদি ধারণেচ্ছা) অনকৃত বা চলমান যাহাতে। ◻ ধারক; সংঘট্টন, অন্বেষণ, মদ্যসন্ধানকরণ ...।

সন্ধি : ● সমান ধারণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে দুই পক্ষ সমমর্য্যাদায় আধারিত হয়। ◻ শ্লেষ, সম্মেলন, সন্ধান, অতিসন্নিকৃষ্ট-বর্ণদ্বয়ের বিকারপূর্ব্বক সংযোগ, সংহিতা।

সন্ধ্যা : ● সমান **ধ্যান** থাকে যাহাতে; অথবা,

সমান **ধ্যান** করে যে; অথবা, যে সত্তা দুই প্রকার স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে থাকিয়া উভয়কে সমানভাবে **ধ্যান** করে; অথবা, যে কন্যা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয়ের প্রতি সমান অনুরাগিনী। / সন্ধিস্থানে জন্মায় যে। (ব.শ.)। ▫ রাত্রিদিবার মধ্যবর্ত্তী দণ্ডদ্বয় কাল, পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের সন্ধিকাল, সন্ধ্যামণি ফুল (ইহা সন্ধ্যায় ফোটে)।

সন্ধ্যাভাষা : ● **সন্ধ্যা**স্বরূপ যে **ভাষা**; অথবা, যে ভাষা অব্যক্ত (অলৌকিক, অনুভূত, স্বর্গীয়, অদৃশ্য ...) ও ব্যক্ত (লৌকিক, ভূত, মর্ত্ত্য, দৃশ্য ...) উভয় প্রকার বিষয়কে একই প্রকার কথনে প্রকাশ করে। ▫ দুর্বোধ্য ভাষা, ইঙ্গিতময় বা সংকেতময় ভাষা।

সন্নিপাত : ● যাহা **সম** স্থান-কাল-পাত্রে **নিপাতিত** হয়; অথবা, যাহা একই সময়ে একই পাত্রের বা একই ক্ষেত্রের উপর নিপাতিত হয়। ▫ বিচ্যুতি, সঙঘাত, সংমিশ্রণ, মরণ ...।

সন্নিবিষ্ট : ● সম্যকভাবে **নিবিষ্ট** যে; অথবা, ভিতরে যতখানি অবকাশ ততখানি প্রবিষ্ট যে। ▫ সম্যক নিবিষ্ট, প্রবিষ্ট, সংস্থিত।

সন্নিহিত : ● সমান ভাবে **নিহিত** (নিধাত, নিধানকৃত) যে; অথবা, একজন যেভাবে ধারিত, পাশের জন্য ঠিক সেভাবেই ধারিত যাহাতে। ▫ সমীপস্থ, আসন্ন, সান্নিধ্য ...।

সন্ন্যাস : ● সম্যক **ন্যাস** করা হয় যাহাতে; অথবা, পরিস্থিতির ও প্রার্থীর প্রত্যাশা বা আবেদনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সমান উপদেশ ন্যাস করা হয় যাহাতে (যে আশ্রমে) কিংবা, **বানপ্রস্থে** সমাজসেবা করিবার পর জ্ঞানব্রতী (জ্ঞানযোগী) শেষ যে আশ্রম গ্রহণ করেন। ▫ সৎ-জ্ঞানন্যাস, সদ্বস্তুন্যাস, সমীচীন-বস্তুনিক্ষেপ, চতুর্থাশ্রম।

সপ : ● শক্তির পালন যাহাতে; অথবা, যাহা ভূমিতে শায়িত থাকে; কিংবা, দ্রুত শোষণ-পূর্ব্বক পান করা হয় যাহাতে। ▫ দ্রুত চুষে খাওয়া, লম্বা মাদুরবিশেষ, পাটী।

সপাট : ● **সপ**করণ টঙ্কারিত যাহাতে (**সপা-ট**); অথবা, **পাট** সহিত বিদ্যমান যে (**স-পাট**)। ▫ পাটীর ন্যায় চেটোর আঘাত, **সপাটে** চড় কষানো।

সপাৎ : ● **সপ**করণের তারণ যাহাতে; অথবা, যাহা প্রলম্বিত রেখার ন্যায় (পিঠের উপর দিয়া) অকস্মাৎ গমন করে। ▫ বেত বা চাবুকের দ্রুতচালনের শব্দ।

সপাসপ : ● **সপ**করণের পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে তরল খাদ্য (যাহা পেয় নয় লেহ্যও নয়, মাঝামাঝি, তাহা) হাতে তুলিয়া দ্রুত আত্মসাৎ করা হয় বা দ্রুত শোষণপূর্ব্বক পান করা হয়।

সপাসপ-গপাগপ : ● **সপাসপ ও গপাগপ** (দ্রুত গ্রাসপালন বা গিলিয়া খাওয়ন) যাহাতে; কিংবা, যাহাতে (পান্তাভাতের ক্ষেত্রে) ভাতগুলি **গপাগপ** করিয়া বা দ্রুত গিলিয়া খাওয়া হয় এবং তাহার **আমানি** হাতের চেটো দিয়া তুলিয়া **সপাসপ** করিয়া বা শোষণ-পূর্ব্বক পান করিয়া খাওয়া হয়। ▫ সংস্রব ও গিলন, দ্রুত তরল মেশানো খাদ্য খাওয়া, দ্রুত পান্তাভাত বা পাতলা দইচিড়ে খাওয়া।

সপ্ত : ● শক্তিযোজনার পালন তারিত যাহাতে; অথবা, (শিবের) পুরুষের পাঁচ রূপের সহিত প্রকৃতির (শক্তিরূপিণীর) যে সাত রূপ মিলিয়া 'সাতে-পাঁচে' এই বিশ্বভুবন সৃজিত হইয়াছে, সেই সপ্ত যাহাতে; কিংবা, লক্ষ্যার্থে, যে কোনো বিষয় বা বস্তুর সাত সংখ্যা মাত্র যাহাতে। ▫ সপ্তসংখ্যক, সাত, ৭।

সপ্ত-গোদাবরী : ● সাতটি পাইকারী পণ্যের ধারা প্রবাহিত যাহাতে (যে সমাজভূমিতে)। ☐ (সাদৃশ্যে) গোদাবরীর সাতটি শাখানদী — বাণগঙ্গা, ঊর্দ্ধা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রাবতী, গোদাবরী।

সপ্ত-চিরজীবী : ● মানবসমাজের ধারক যে সাতপ্রকার সত্তা নানা যুগে নানা নামে বর্ত্তমান ছিলেন, আজও আছেন এবং মানবসমাজ যতদিন থাকিবে ততদিন অবশ্যই কোনো না কোনো নামে বর্ত্তমান থাকিবেন। ☐ (সেকালে, বৈবস্বত মন্বন্তরে) : ব্যাস, বলি, পরশুরাম, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ, অশ্বত্থামা; (একালে আমাদের বিচারে তাঁহারা যথাক্রমে) : শিক্ষক, নেতা, ধনপতি, মহাপণ্ডিত (ডিগ্রিধারী), সরকারী বিশেষজ্ঞ, পরিচালক, দক্ষ (টেকনোক্র্যাট)। ※

সপ্তদ্বীপ : ● ভারতসমাজে যে সাত প্রকার অদৃশ্য **দ্বীপ** (মধ্যস্বত্বভোগীদের বাসভূমি) গড়িয়া উঠিয়াছিল (সেকালের পণ্ডিতেরা যে দ্বীপগুলিকে **জম্বুক, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর** - এই সাতটি অভিধায় চিহ্নিত করিয়াছিলেন); অথবা, ভৌগোলিক ভাবে যে দ্বীপগুলিকে চিহ্নিত করিতে গিয়া একালের ঐতিহাসিক পুরাণবিদগণ নাস্তানাবুদ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সপ্তম : ● **সপ্ত** সীমায়িত যাহাতে; অথবা, ছয় সংখ্যার পর হইতে যাত্রা করিয়া যেখানে গিয়া আটের সূচনার পূর্ব্বে এই যাত্রার অন্ত হয়। ☐ সপ্তসংখ্যার পূরণ, ষট্‌সংখ্যার পরবর্ত্তী।

সপ্তর্ষি : ● মানবসমাজের এক এক **মন্বন্তরে** সেই মন্বন্তরের ধ্রুবসত্যকে ঘিরিয়া যে সাত সামাজিক নক্ষত্র (সমাজের 'স্টার প্লেয়ার') আজও সমাজ-আকাশে ঘুরিয়া বেড়ান; অথবা, পরবর্ত্তীকালে যে সপ্ত সত্তা **সপ্ত-চিরজীবী** রূপে চিহ্নিত হইয়া থাকেন; কিংবা, বাহ্যিক আকাশে ধ্রুব-নক্ষত্রকে ঘিরিয়া যে সাতটি নক্ষত্র পরিক্রমণ করে। ☐ সপ্তর্ষিমণ্ডল — 'মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা, ও বশিষ্ঠ'। ※

সপ্তলোক : ● যে **সপ্ত লোক** দৃশ্য বা অদৃশ্য থাকিয়া জনসমাজে সর্ব্বদা অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। ☐ ভূলোক (দৃশ্য জগৎ), ভুবর্লোক (সৃষ্ট জগৎ), স্বর্লোক (ব্যক্তিমালিকদের জগৎ), মহর্লোক (অমালিক মহৎ মানুষদের জগৎ), জনলোক (কৃষিজ বস্তুর জগৎ), তপোলোক (কারুজ বস্তুর জগৎ), সত্যলোক (আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত পরীক্ষিত তত্ত্বের জগৎ)।

সপ্তসুর (সপ্তস্বর) : ● সা রে গা মা পা ধা নি — এই সাত সুর বা স্বর যাহাতে; অথবা, যথাক্রমে অস্তিত্বলাভকরণ (সা), তদ্রূপে পুনরাবর্ত্তন (রে), অভাব পূরণোদ্দেশ্যে অন্য সত্তার নিকট গমন (গা), তাহা হইতে আনয়নযোগ্যকে মিতকরণ (মা), আনীতের পালন (পা), পালিতের ধারণ (ধা), এবং গ্রহণযোগ্যকে গ্রহণ ও অগ্রাহ্যকে ত্যজন বা নির্গতকরণ (নি) — জীবনের এই সাত সুর বা স্বর থাকে যাহাতে।

সপ্তাহ : ● সামাজিক অগ্রগতির পর্য্যায়-গুলিকে প্রতি সাতদিনে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল যাহাতে (নিম্নে বর্ণিত হইল); অথবা, যে ইতিহাস বাংলার ও ভারতের হাতে সম্পূর্ণ থাকিলেও এতদিন আমরাও তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, দুনিয়ার অন্যান্য জাতি তো ভুলিয়াছেনই। /সপ্ত অহের সমাহার যাহাতে। (ব.শ.)। ☐ দিনসপ্তক, রবিবারাদি দিবসসপ্তক। দ্র. **বার**[১]। [যে সামাজিক

অগ্রগতির পর্য্যায়গুলি এইরকম — প্রথমে যূথশক্তির (**রবির**, Sun-এর) পালা। তারপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (**সোমের**, Moon-এর) পালা। ফলত পরের দিন (যূথতার ও স্বাতন্ত্র্যের বা শ্বেতকণিকা ও লোহিত কণিকার পারস্পরিক সহযোগিতায় সমাজদেহের বা মানুষের) **মঙ্গলের** পালা কাটে। কিন্তু তারপরই সোমের বা চন্দ্রের কল্যাণে জন্মায় **বুধ** বা ব্যক্তজ্ঞান এবং জ্ঞানবৃক্ষের পালা চলে পরের দিন। তার ফলে, পরের দিন স্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যক্তজ্ঞানীর বা **বৃহস্পতির** রমরমা হয়; আর তারই প্রতিক্রিয়ায় জেগে ওঠেন যূথতার সমর্থনকারী **শুক্র**, শুরু হয় ঝামেলা, বিরোধ। কার্য্যত পরের দিন সমাজকে **শনিতে** ধরার পালা পড়ে এবং নব-মন্বন্তরের পুনরায় সূচনা হয় পরদিন **রবিবার** থেকে। স্মর্ত্তব্য যে, রবি সোম আমাদের এবং Sun Moon ইংরেজের নিজস্ব প্রাচীন শব্দ, নিজ নিজ উত্তরাধিকার থেকেই এসব শব্দ যে যার পেয়েছেন। অতি প্রাচীন কালে সব জাতির 'ধারণাগত উপলব্ধি' যে একই ছিল এবং তারা যে একই সমাজের অংশ ছিল, এগুলি তারই প্রমাণ।]

সব[১] : ● **স** (সামান্য শক্তি বা শক্তিকণা) বাহিত যাহাতে; অথবা, যে সত্তার ভিতরে তেজ বা শক্তি আধেয় রূপে বর্ত্তমান আছে। ❒ অস্তিত্বমাত্র, সকল, সমস্ত, বহু, সমুদয়।

সব[২] : ● **স** (সত্তা) নবরূপে বাহিত যাহাতে; অথবা, যাহা চুয়াইয়া বা ঝরিয়া পড়ে। ❒ সোমরস নিষ্কর্ষণ, চোয়ানো, প্রসব।

সবন : ● **সব**[২] (প্রসব হওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **সবকরণ** চলে যাহাতে। (দ্র. **পুংসবন**)। ❒ অভিষব, সোমনিষ্পীড়ন, প্রসব।

সবিতা (সবিতৃ) : ● **সব**[২]কে (প্রসব করাকে) সক্রিয় করিয়া তারিত করে যে; অথবা, যে সামাজিক জ্ঞানসম্পদ ও বাহ্যসম্পদ মানুষকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া উৎপন্নাদি প্রসব করিতে অভিনিযুক্ত করে। ❒ **সর্ব্বপ্রসবিতা**, জগৎস্রষ্টা, সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ।

সব্য : ● **সব**[১] (শক্তি) থাকে যাহাতে; অথবা, প্রচলিতের বিপরীতে যে শক্তি লাগে তাহা থাকে যাহাতে; কিংবা, নিবারণের জন্য যে শক্তি লাগে তাহা থাকে যাহাতে। ❒ বাম, বামভাগবর্ত্তী, বামহস্ত, দক্ষিণ, দক্ষিণদিক্‌স্থ, প্রতিকূল, বিপরীত।

সব্যসাচী : ● **সব্য** (শক্তিপ্রয়োগক্ষম হস্ত) দ্বারা **সচ** (শক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক চয়ন) করিতে পারে (বা কাড়িয়া লইতে পারে) যে; অথবা, যে বাম হস্ত দ্বারা ঠেকাইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কাড়িয়া লইতে পারে; কিংবা, যাহার দুই হাত সমান চলে; অথবা, যে সমান গতিতে বা শক্তিতে এক হাতে দিতে ও অন্য হাতে গ্রহণ করিতে পারে; কিংবা, যে সমান গতিতে লেনদেন করিতে পারে। / বামহস্তে শরসন্ধানশীল যে। (ব.শ.)। উভয় হস্তে সমভাবে পারদর্শী যে। (ঢা.অ.)। ❒ অর্জ্জুন।

সভ : ● **স** (সহ) **ভ** (ভাত বা শোভিত) যে বা যাহারা। ❒ একত্রে শোভমান।

সভা : ● **সভ**-এর (একত্রে শোভমান হওয়ার) আধার যে। / যাহা সজ্জন দ্বারা ভাত; অথবা, যেখানে সকলে মিলিতভাবে শোভা পায়। (ব.শ.)। ❒ পরিষদ্, সভাস্থ জন, নগরাদিতে নিয়ত জনসমূহস্থান। *

সভ্য : ● **সভ** (একত্রে শোভমানতা) থাকে যাহাতে; অথবা, সহযোগীরূপে শোভা পাওয়া থাকে যাহাতে বা যে যোগ্যতায়; অথবা, 'স্বাতন্ত্র্যের কাঁটা' নিয়ন্ত্রিত করিয়া সভার অপর সদস্যদের পাশে বসার যোগ্যতা থাকে যাহাতে; কিংবা, যে নির্দিষ্ট দূরত্ব রক্ষা করিয়া

ঘনিষ্ট হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিলে শজারু-মানুষেরা প্রত্যেকে অপরের সহিত একত্রে শোভমান হইতে পারে। ⊓ সভায় সাধু বা নিপুণ, সভোচিত (বাক্য), সামাজিক, পারিষদ, সাধু, সভিক ...। *

সভ্য-ভব্য : ● **সভ্য** ও **ভব্য** যে; অথবা, **সভ**নশীল ও **ভব**নশীল দিগের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলে বা চলিতে পারে যে; কিংবা, যে মানুষ একই সঙ্গে নাগরিক-দিগের মানব**সভা**র **সভ্য** হইবার যোগ্যতা ধরে এবং জগতের সকল জীবের সহিত একজন জীবরূপে বর্ত্তমান থাকিবারও যোগ্যতা ধরে। ⊓ নাগরিক-ধার্ম্মিক, শিষ্ট-শান্ত। *

সম : ● **স** (সত্তা) সীমায়িত যাহাতে (যে অবকাশে); অথবা, যতখানি অবকাশ পায় সত্তা ততখানি সীমায়িত হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে সত্তা অধিক সীমায়িত হয় না, অল্পও সীমায়িত হয় না, প্রাপ্ত অবকাশ মতো সীমায়িত হয়। ⊓ সম্যক্‌প্রকার, তুল্যার্থ, সমুচ্চয়; সমস্ত, তুল্য, তুল্যভাবে ভাবিত, অনুরূপ, অভিন্ন, একরূপ, সমান, সমানপ্রকৃতিজন ...।

সমগ্র : ● পশ্চাৎ হইতে **অগ্র** পর্য্যন্ত যতখানি, ততখানি অবকাশে সীমায়িত থাকে যে সত্তা; অথবা, যে সত্তা তাহার শুরু হইতে শেষ অবধি অবকাশে সীমায়িত হইয়া বর্ত্তমান থাকে। / সম্ (সঙ্গত) অগ্র যাহার। (ব.শ.)। ⊓ সকল, অখণ্ড, পূর্ণ, পূর্ণবিম্ব, সম্পূর্ণ, সাঙ্গ।

সমঞ্জস : ● **সমা**ন **অঞ্জস** (পরিপূরক সত্তাকে গ্রহণেচ্ছার বা ভরণেচ্ছার অবকাশ বা সুযোগ) যাহাতে; অথবা, যতখানি চাহিদা ততখানি যোগানেচ্ছা থাকে যাহাতে। / যাহাতে সম্যক্ অঞ্জসা (তত্ত্ব) আছে; অথবা, উচিত হইতে অচলন যাহাতে। (ব.শ.)। ⊓ উচিত, ন্যায্য, সমীচীন।

সমতা : ● **সম** (তুল্য) তারিত যে আধারে; অথবা, যাহাতে **সম**-রূপগুণ আধারিত আছে। ▫ সমভাব, তুল্যতা, সাদৃশ্য ...।

সমস্ত : ● সম্যক অন্ত যাহাতে; অথবা, দিগন্তঘেরা বিশাল প্রান্তরের মাঝে দাঁড়াইয়া দেখিলে সকল দিকে যে সমান অন্ত দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ক্ষেত্র বা সীমা যাহাতে; কিংবা, (সেকালের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে) একজন **সামন্ত** কমপক্ষে যতখানি ভৌগোলিক এলাকায় প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। / অন্তকে সঙ্গত যে। (ব.শ.)। ▫ অন্তপ্রাপ্ত, সমগ্র, সম্পূর্ণ, সীমা, সর্ব্বতঃ, চতুর্দ্দিকে।

সমবায় : ● **সমবেত** গমন যাহাতে। / এক কর্ম্মে অনেক ধর্ম্মের সন্নিপাত যাহাতে; অথবা, 'আমরা মিলিত হইয়া কর্ম্ম করি' - এইরূপে মিলিত বাণিজ্য যাহাতে। (ব.শ.) । ▫ মেলন, সংহতি, সমূহ, যৌথকারবার ...।

সমবেত : ● **সম** অব ইত যাহাতে; অথবা, সমান অবস্থান গ্রহণ করিয়া চলিতেছে যাহারা। ▫ মিলিত।

সমব্যথী : ● **ব্যথী**র (সক্রিয় বেদনাপ্রাপ্ত-র) সমান **ব্যথী** (বেদনাপ্রাপ্ত) যে। ▫ সমবেদনাযুক্ত।

সময় : ● **সম** অয় (অয়ন, আয়, গমন, যায়) করণ যাহাতে; অথবা, কাল যেভাবে যায় তাহার সমান হিসাব যায় (চলে) যাহাতে; কিংবা, সাধারণত পাত্রের সহিত যাহা দেশের যামল রূপে অঙ্গাঙ্গী থাকে; অথবা, পাত্র বিলুপ্ত হইলে দেশের সহিত যাহার অবশ্যই বিলুপ্তি ঘটে; কিংবা, যাহাতে সমান অয়ন-গমন, আয়-যায় (আয়-ব্যয়)

গমনাগমন, যাতায়াত বা লেনদেন চলে। / যাহা যায়। (ব.শ.)। ❐ কাল, কালসামান্য, **পণ**, পণ্য লেনদেন, সম-লেনদেনচুক্তি।

সমর : ● সম্যক আবর্ত্তন যাহাতে; অথবা, একপক্ষ যেভাবে আবর্ত্তিত হইয়া আসে, বিপরীত পক্ষ **সম**ভাবে আবর্ত্তিত তাহার দিকে যায় যাহাতে। ❐ সংগ্রাম, রণ, যুদ্ধ।

সমর্থ : ● **সমান** অর্থবান বা ক্রিয়াবান যে; অথবা, প্রত্যাশানুসারে যেরূপ ক্রিয়া করিবার কথা, সেইরূপ (তাহার সমান) ক্রিয়া করে বা করিতে পারে যে; কিংবা, প্রত্যাশিত কার্য্যের সমান কার্য্য করে বা করিতে পারে যে। ❐ শক্তিমান, অধিকারী, সম্যক ক্রিয়াবান, সক্ষম, স্বামীসহবাসযোগ্যা, সোমত্ত।

সমর্থক : ● **সমর্থ** করে যে; অথবা, **সমর্থ**-কে (সক্ষমকে) সমর্থ হইতে সহায়তা করে যে। ❐ দৃঢ়ীকারক, নিশ্চায়ক, প্রমাণীকারক ...।

সমর্থন : ● **সমর্থ** (প্রত্যাশিত ক্রিয়ার সমান ক্রিয়া করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **সমর্থ**-করণ চলে যাহাতে; কিংবা, প্রত্যাশিত কার্য্যের সমান কার্য্য করিতে থাকে যে। ❐ সম্প্রধারণা, সুদৃঢ়ীকরণ, হেতুবাদ, সামর্থ্য।

সমর্পণ : ● সম্যক অর্পণ করে যে; অথবা, কোনো কিছুর সমান অর্পণ করে যে। ❐ দান, ত্যাগ, নিবেদন।

সমষ্টি : ● **সমান অষ্টি** যাহাতে; অথবা, **অষ্ট** (পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বায়ু অগ্নি ঈশান নৈর্ঋত) দিক ঘিরিয়া একত্রিত করিলে যতখানি হয়, তাহার সমান হয় যাহাতে; কিংবা, অস্তিত্বের শক্তিবিচ্ছুরণ যে সকল সত্তাকে লইয়া সক্রিয়ভাবে তারিত হয়, গণনা করিয়া তাহাদের সমান সংখ্যা পাওয়া যায় যাহাতে। ❐ সমুদয়ভাব, সংঘীভূত **সমস্ত** পদার্থ, ...।

সমস্ত : ● সমান **অস্ত** (একক অস্তিত্ব) যাহাতে; অথবা, একক অস্তিত্বগুলিকে একত্র করিলে যত হয়, তাহার সমান অস্তিত্ব যাহাতে; কিংবা, যূথের সবাই থাকে যাহাতে। / একত্র ক্ষিপ্ত যাহাতে। (ব.শ.)। (দ্র. **ব্যস্ত**, **ব্যস্তসমস্ত**, **মহা**)। ❐ সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট, সর্ব্ব, সকল, সংক্ষিপ্ত, সম্পূর্ণ।

সমস্যা : ● সমান **অস** (অস্তিত্বের শক্তিযোজন) থাকে যে আধারে; অথবা, যে অস্তিত্বগুলির প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশেষত্ব লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তাহাদের একত্রীকরণ করিতে গেলে যে বাধার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহার সমান বাধা থাকে যাহাতে। / যাহা দ্বারা সংক্ষেপ সাধিত হয়; অথবা, যাহার অর্থ সংক্ষিপ্যমান; কিংবা, যাহার কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ দুরূহ। (ব.শ.)। ❐ সমাসার্থ, পূরণ, কূটপ্রশ্ন, জটিল বিষয়।

সমাকীর্ণ : ● যাহা **সম**ভাবে **আকীর্ণ**। ❐ সমাচিত, ব্যাপ্ত, সংযুত। (**স্মর্ত্তব্য : সংকীর্ণ, পরিকীর্ণ, বিকীর্ণ**)

সমাজ : ● সমান **অজকরণ** যাহাতে; অথবা, যাহারা একই নিয়মে **অজকৃত** হইয়া (কোনো না কোনো প্রকারের **ন-জনন** স্বীকার করিয়া লইয়া) যূথবদ্ধ থাকে (**সভ্যসমাজ**-এর মানুষেরা যেরূপ **দক্ষ**নীতির বা **ছাগ**নীতির আধিপত্য স্বীকার করিয়া সঙঘবদ্ধ থাকে)। (দ্র. **হিমালয়**)। ❐ জনসমূহ, সঙঘ, সভা, সমূহ, সজাতীয় লোকসমূহ।

সমাধা : ● সম **অধ** (অস্তিত্বের ধারণ) যে আধারে; অথবা, যে আধেয়কে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সমানভাবে আধারিত করা গিয়াছে; কিংবা, যাহা আর **সমস্যা**গ্রস্ত বা **ব্যস্তসমস্ত** হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে না। ❐

নিষ্পত্তি, নিষ্পাদন, বিরোধভঞ্জন।

সমাধান : ● **সমাধা** (সম-আধারিতকরণ) অন (চলমান) যাহাতে। ▢ ধ্যেয়ে একাগ্রভাবে মনঃসংস্থাপন রূপ ধ্যান, ধ্যেয়ে চিত্তস্থিরীকরণ, প্রণিধান, নিষ্পাদন ...।

সমাধি : ● সম **অধি** (অস্তিত্বের ধারণ সক্রিয়) যাহাতে; অথবা, **সম্য**করূপে **অধি**গত যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে শব-সংরক্ষণ স্থানে সাধু দেহরক্ষা করিয়াছেন বা সমাধিস্থ আছেন। / যে প্রকার ধ্যানে চিত্তে অন্য কোনো প্রকার বৃত্তি থাকে না, কেবল নিবিড় জ্ঞেয়াকৃতি বৃত্তিপ্রবাহ থাকে। ▢ ধ্যেয়ে একাগ্রভাবে মনঃসংস্থাপন রূপ ধ্যান, ধ্যেয়ে চিত্তস্থিরীকরণ, ধ্যানপরিপাক।

সমান : ● **সম** (তুল্যার্থ) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, **সম**করণ বা **সম**হওয়ন চলে যাহাতে। /সমান মান যাহার। ▢ সমপরিমাণ, একমান, সদৃশ, অভিন্ন, একপ্রকার, একরূপ, সকলের সাধারণ, নাভিস্থিত বায়ুবিশেষ।

সমাপন : ● সম **আপ** (**অপ**জাত) করণ থাকে যাহাতে। ▢ সমাপ্তিরূপ, সমাপ্তি, মরণ, বধ, পরিচ্ছেদ, সমাধান, সিদ্ধান্ত, লব্ধ, লাভ।

সমাপ্ত : ● সম্যকরূপে **আপ্ত** যে; অথবা, অবকাশ মতো আপ্ত বা গৃহীত (আপন করা) হইয়াছে যে; কিংবা, দানছত্র গুটাইয়া লওয়া হইয়াছে যাহাতে; অথবা, যাহার পরে আর কোনো কিছু গ্রহণ করা যায় না। ▢ নিবৃত্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, অবসিত, অতীত ...।

সমাপ্তি : ● **সমাপ্ত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **সমাপ্ত**করণ চলিতং যাহাতে। ▢ সমাপন, নিঃশেষতা, পরিণতি, নির্বৃত্তি, অবসান ...।

সমাবর্ত্তন : ● সম আবর্ত্তন যাহাতে; অথবা, যেভাবে আবর্ত্তন করিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে সেভাবে আবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় যাহাতে (যে অনুষ্ঠানে); অথবা, **দীক্ষান্ত-ভাষণ** দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে। / বেদাধ্যয়নের পরে গার্হস্থ্যাধিকারার্থ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিশেষ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ✱

সমাস : ● সম **অস** (অস্তিত্ব) থাকে যাহাতে। / দুই বা ততোধিক সমর্থপদের বিভক্তি লোপপূর্ব্বক সংক্ষেপ করা হয় যাহাতে। (ব.শ.)। ▢ সম্বন্ধ, সমুদায়, সংক্ষেপ।

সমাহিত : ● সম **আহিত** (আধাত) হইয়াছে যে। ▢ অভিনিবেশিত, সমাধিস্থ ... ইত্যাদি।

সমিৎ : ● সম সক্রিয় হইয়া তারণ করে যাহাতে; অথবা, পরস্পরের দিকে সমান চলন যাহাতে। ▢ সংগ্রাম।

সমিত : ● **মিত**[২]-এর সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে; অথবা, যে মিতা বা মিত্রদিগের সহিত থাকে। / সহ (সমান) মিত যাহার। (ব.শ.)। ▢ সঙ্গত, মিলিত, সহিত, সমীপগত।

সমিতি : ● **সমিত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, মিত্রগণের একত্র সক্রিয়তা যাহাতে। / যোদ্ধারা যাহা প্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। ▢ সংহতি, সঙ্গম, সন্নিপাত, সংসদ, সভা।

সমিধ : ● সম্যক ইন্ধন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা জ্ঞানাগ্নি, কর্ম্মাগ্নি, যজ্ঞাগ্নি, উদরাগ্নি ... প্রজ্জ্বলিত রাখা যায়। / যাহা দ্বারা অগ্নির দীপ্তি সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব তথ্য, শিক্ষিত বেকার, ফলমূলাদি খাদ্যাদি; (সাদৃশ্যে) কাষ্ঠ, শুকনো কাঠ।

সমীকরণ : ● **সম** রূপগুণাদির সক্রিয় আধারীকরণ করা হয় যাহাতে। ▢ সমতলীকরণ, তুল্যরূপে পরিগণন।

সমীক্ষা : ● প্রতিষ্ঠিত ধারণার বা ছাঁচের **সমান** কি না, তাহা মিলাইয়া **ঈক্ষণ** করা

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ▢ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

বা দেখা হয় যাহাতে। ◘ সম্যগ্‌জ্ঞান, পর্য্যালোচনা, বিচারণা।

সমীচীন : ● সম-এর সক্রিয় আধার চয়নকারী অনকৃত যাহাতে; অথবা, অভাবপূরণ-**সমর্থ** যথাযথ বিষয় বা বস্তু প্রভৃতির চয়ন চলমান থাকে যাহাতে। /সম্যচ্‌ ঈন যাহাতে। (ব.শ.)। ◘ সম্যক, সত্য, সঙ্গত, অনুরূপ, যোগ্য।

সমীপ : ● সম-এর সক্রিয় আধার পালিত যাহাতে; অথবা, দূরত্বলাঘব-**সমর্থ** পালিত হয় যাহাতে। ◘ নিকট, আসন্ন, নিকটস্থ।

সমীর : ● সমান ঈর (ঈরণ) যাহাতে; অথবা, (প্রাচীন যৌথসমাজের উৎপন্নের) সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিবার যে সংবাদ ভোক্তাদিগের দিকে প্রবাহিত হয় বা ছড়াইয়া পড়ে; কিংবা, (সারূপ্য-অনুভবে) সমান বা একই গতিতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়। / যাহা সম্যক্‌ যায়। (ব.শ.)। (দ্র. **কুটীর, মলয**)। ◘ বায়ু, দেহস্থ পঞ্চবায়ু, পবনদেব। ✱

সমীরণ : ● **সমীর** (সমবায়ু) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **সমীর**-প্রবাহ চলে যাহাতে। ◘ প্রেরণ, নিক্ষেপ।

সমীহ : ● কাহারও **সমীহা** দেখিয়া তাঁহার প্রতি যে সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়। ◘ (ব্যঞ্জনার্থে) সম্ভ্রম, সম্মান, সম্ভ্রম প্রদর্শন।

সমীহা : ● সম ঈহা থাকে যাহাতে; অথবা, **ঈহামৃগ** (নবাবিষ্কার বা সৃষ্টি করিবার কিংবা রবীন্দ্রকথিত 'সোনার হরিণ') ধরিবার জন্য যে পরিমাণ একনিষ্ঠ চেষ্টার প্রয়োজন হয়, তাহার সমান চেষ্টা থাকে যাহাতে। ◘ সম্যক চেষ্টা, প্রযত্ন, ইচ্ছা, অভিলাষ।

সমুচ্চয় : ● এক পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে যে পরিমাণ সহায়তা করে বা উচ্চে তুলিয়া ধরে (কথা বলে), দ্বিতীয় পক্ষও প্রথম পক্ষকে সেই পরিমাণ সহায়তা করে বা উচ্চে তুলিয়া ধরে (কথা বলে) যাহাতে। ◘ একত্রে অনেক প্রচয়, শব্দ বা বাক্যের অন্বয়, বন্ধুত্বকরণ।

সমুদয় : ● সম উদয় যাহাতে; অথবা, যতগুলি উঠিয়া আসিতে পারে তত পরিমাণের বা ততগুলি সংখ্যার সমান বোধ থাকে যাহাতে। ◘ সম্যগ্‌ উদয়, সমুদগম, অভ্যুদয়, সঙ্গম, অত্যুন্নতি, সমবায় ...।

সমুদ্র : ● সমান উন্দ (উপরে না উঠিয়া পরিপার্শ্বকে উচ্চতা-দান) রহে যাহাতে; অথবা, যে **জনসমুদ্র** স্বভাবতই সমোচ্চশীলতার (সাম্যমূলক সামঞ্জস্যের) ধর্ম্ম মান্য করিয়া চলে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে জলসমুদ্র স্বভাবতই সমোচ্চশীল। ◘ জনসমুদ্র, (সাদৃশ্যে) জলসমুদ্র, পারাবার, অর্ণব, সাগর।

সমুদ্রমন্থন : ● সমুদ্র **মন্থন** যাহাতে; অথবা, জনসমুদ্র **মন্থন** করা হইয়াছিল যাহাতে; কিংবা, (আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব্বাব্দে) জ্ঞানী ও ধনী (বেদজীবী ও পণ্যজীবী) মানুষেরা হাত ধরাধরি করিয়া ভারতসমাজের **জনসমুদ্র মন্থন** (পীড়নপূর্ব্বক সর্ব্বস্বগ্রহণ) করিয়া যে বিপুল সম্পদ সঞ্চয় বা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; অথবা, বেসরকারী (সুর) ও সরকারী (অসুর) চেষ্টা একত্রে জনসাধারণকে লুঠ করে যাহাতে; কিংবা, সাম্প্রতিক উদাহরণস্বরূপ, ভারতে গ্যাস তেল সার ইত্যাদির দাম বাড়াইয়া যে লুঠতরাজ চালান হইতেছে। (দ্র. **মন্দর**)। ◘ (পুরাণে) সুরাসুরকৃত সাগরমন্থন। ✱

সমূহ : ● সম্যক **উহ** (উর্দ্ধাচারীর হওয়ন) থাকে যাহাতে; অথবা, যে সকল বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে মনোলোকে একপ্রকার ধারণা করা গেছে; কিংবা, সম্যক **উহ** (সারাংশ

নিষ্কাশন) করিতে পারে যে। ⊓ নিকর, সমুদয়, বহু, প্রচুর, স্তূপ, গণ, সঙ্ঘ।

সমৃদ্ধ : ● সম ঋদ্ধ (আবর্ত্তনফল ধারণ করে) যে; অথবা, ভূমিতে (কর্ম্মভূমিতে, মনোভূমিতে, বাহ্যভূমিতে ...) এক একবার আবর্ত্তন করিতে পারিলে যে পরিমাণ ফসল ফলে তাহা দ্বারা সম্পন্ন হয় যে। ⊓ অতিশয় সম্পদযুক্ত, সম্পন্ন, সম্যগ্‌বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

সম্পত্তি : ● **সম্পৎ**-এর (সম্পদ-এর) তারণ সক্রিয় যাহাতে। / যাহা দ্বারা সম্পন্ন হয়। (ব.শ.)। ⊓ সম্পদ, লক্ষ্মী, শ্রী, প্রাচুর্য্য ...।

সম্পদ : ● সম্যক **পদ** (পা) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা দৈহিক মানসিক সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়; অথবা, যাহা দিয়া খাদ্যাদির **পদ** ভক্ষণ করিয়া দৈহিক পদক্ষেপ, কবিতাদির বা পদাবলীর **পদাদি** উপভোগ করিয়া মানসিক পদক্ষেপ, সংস্থার সরকারের বা সমাজের উচ্চ **পদ** অলঙ্কৃত করিয়া সংস্থাগত-সরকারী-সামাজিক পদক্ষেপ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়; কিংবা; (সাদৃশ্যে) বাহ্যসম্পদ থাকে যাহাতে। ⊓ ভূতি, বৈভব, ঐশ্বর্য্য, টাকা, ধনসম্পত্তি ...। *

সম্পর্ক : ● সমান **পর্ক** (পালিতকে রক্ষাকারী) যাহাতে; অথবা, পালিতকে রক্ষাকারী সম্বন্ধ থাকে যাহাতে। ⊓ মেলক, মেলন, সংযোগ, সংসর্গ, জেঠা খুড়া ইত্যাদি সম্বন্ধ।

সম্পাত : ● সম্যক পাতন করা (নীচে ফেলা) হয় যাহাতে। ⊓ সবেগগতি, পক্ষীর গতিবিশেষ, উৎপতন, অভিসম্পাত।

সম্পাদক : ● **সম্পাদন** (সম্যক পাদন) করে যে। ⊓ সাধক, কারক, কার্য্যনির্ব্বাহক, গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা ও সংস্কারক।

সম্পাদন : ● সম্যক **পাদন** (পদবিক্ষেপ চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা **পাদন** করিয়া করিয়া (প্রতি পাদে পা ফেলিয়া ফেলিয়া) সাধন করিতে হয়; অথবা, প্রতিটি পর্য্যায়ের কার্য্য সাধনপূর্ব্বক সমগ্র কর্ম্ম সমাধা করা হয় যাহাতে। ⊓ সাধন, করণ, বয়ন, সংশোধন।

সম্পাদনা : ● **সম্পাদন**-এর আধার যে; অথবা, **সম্পাদন**-কর্ম্ম থাকে যাহাতে।

সম্পাদিত : ● সম্যক **পাদ** সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে। ⊓ সাধিত, অনুষ্ঠিত, কৃত, সঙ্কলিত ও সংস্কৃত (গ্রন্থ), পরিচালিত (সংবাদপত্রাদি)।

সম্পাদ্য : ● সম্যক **পাদ** থাকে যাহাতে; অথবা, যে কার্য্য প্রতি পর্য্যায়ে পাদবিক্ষেপ করিয়া সাধন করিতে হয়। ⊓ সাধ্য, করণীয়, জ্যামিতিতে যে প্রতিজ্ঞায় ক্ষেত্রাদি-অঙ্কন আবশ্যক (problem)।

সম্পীড়ন : ● সম্যক **পীড়ন** যাহাতে; অথবা, যাহাতে পীড়িতকে পীড়া দিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায় অথচ পীড়িত মরিয়া যায় না। ⊓ সম্যক নিষ্পেষণ, নির্ম্মথন, সংক্লেশন।

সম্পূর্ণ : ● সম্যক পূর্ণ যে; অথবা, ঠিক যতখানি অবকাশ, ততখানি পূর্ণ যাহাতে; কিংবা, যথা, প্রেক্ষাগৃহে যতগুলি দর্শকাসন আছে, সমান বা ততজন দর্শক দ্বারা প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ যাহাতে। (দ্র. **পরিপূর্ণ**)। ⊓ সম্যক্ পূরিত।

সম্প্রতি : ● **সম্যক প্রতি**-ক্রিয়া যাহাতে; অথবা, যে ক্রিয়া ঘটিয়াছে তাহার সমান প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ এখন যাহা ঘটিতেছে বা ঘটিতে চলিয়াছে কিংবা ঘটিবে। ⊓ ইদানীং, অধুনা, এ সময়ে, এখন, আজ।

সম্প্রদান : ● **সম্যক** প্রদান (প্রকৃষ্ট দান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা করিয়া সভ্যযুগের

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ◆ দ্র. ভূমিকা-২।

(দক্ষযুগের, বৈদিকযুগের) সূচনাকালে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ **সম্প্রদায়**-এ পরিণত হইয়া গিয়াছিল। / স্বত্বত্যাগপূর্ব্বক দান যাহাতে। (ব.শ.)। ⊓ সমর্পণ।

সম্প্রদায় : ● দক্ষযজ্ঞের মহাপ্রলয়ের পর যাঁহারা তাঁহাদের তিনটি **মৌলিক অধিকাব** (১. নিজের উপর নিজের অধিকার; ২. সমাজের সদস্য হিসাবে সমাজের উপর নিজের অংশগত অধিকার, এবং ৩. জগতের একজন হিসাবে জগতের উপর নিজের অংশগত অধিকার) নিজেদের পরিচালক মহর্ষির (এক বা একাধিক ঋষির) হস্তে **সম্প্রদান** করিয়াছিল। ⊓ গুরু-উপদেশযুত জন, বিভাগ, দল।

সম্বন্ধ : ● **সম্যক** বন্ধন থাকে যাহাতে; অথবা, যে বন্ধনে বদ্ধ সত্তাগণ পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের **সমুচ্চয়**-মূলক বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন; কিংবা, প্রকৃত **বন্ধু**দিগের মধ্যে যে প্রকার বন্ধন থাকে; অথবা, রবীন্দ্রনাথের মতে, যে বন্ধনে মুক্তি মেলে। ⊓ সমুচ্চয় মূলক বন্ধনের বা **বন্ধু**ত্বের সম্পর্ক।

সম্বন্ধী : ● **সম্বন্ধ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে সম্বন্ধে সম্বন্ধিতগণ পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার করিতেন এবং তদ্রূপে সহায়তা করিতেন (আজও কেউ কেউ করেন); কিংবা, যে সম্বন্ধের তুলনায় শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ আর হয় না; অথবা, যে কারণে শালা-ভগিনীপতির সম্পর্কে আজও 'বড়কুটুম্ব' সম্বোধন প্রচলিত দেখা যায়। ⊓ জামাতা, শ্যালক, বড়কুটুম।

সম্বিৎ (সম্বিত, সম্বিদ) : ● সম্যক বিৎ (বিত, বিদ) যাহাতে; অথবা, পরিপার্শ্ব সম্পর্কে বিদিত থাকিতে হইলে যতখানি সচেতন থাকা দরকার, ততখানি চেতনা থাকে যাহাতে। ◻ চেতনা, জ্ঞান, সুস্থভাব, ধৈর্য্য।

সম্ভব : ● সম্যক **ভবন** (হওয়ন) যাহাতে। /আধেয়ের আধার হইতে অনতিরিক্ততা অথবা, আধেয়ের আধারে সমাবেশন (যাহাতে); অথবা, যাহা সম্যগ্‌ভোগার্থ পুনঃ পুনঃ হয়। (ব.শ.)। ⊓ সম্ভূত, উৎপত্তি, জন্ম, সহায়, স্থূলশরীর, গর্ভাধান, হেতু, সাধকত্ব। ✱

সম্ভার : ● সম্যক **ভার** থাকে যাহাতে। ◻ একত্র ধারণ, সংগৃহীত দ্রব্য, সাধন, ধন, সমূহ, ব্যঞ্জন সাঁৎলানর নিমিত্ত সম্ভৃত রন্ধনের মশলা, সাঁৎলান। ✱

সম্ভ্রম : ● সম্যক **ভ্রম** থাকে যাহাতে; অথবা, কোনো ব্যক্তিকে দেখিয়া 'কী করিব না করিব' ঠিক করিতে পারা যায় না যাহাতে। ⊓ ব্যাকুল, সমন্তাৎ ভ্রমণ, অতিশয় ভ্রম, ভয়াদিজনিত ত্বরা, শঙ্কা, আবেগ, আদর, সম্মান, ব্যাকুলতা, আটোপ।

সম্ভ্রান্ত : ● সম্যক্‌রূপে **ভ্রান্ত** (ভ্রমগ্রস্ত বা ঘূর্ণিত) যে। ⊓ অতিভ্রান্ত, অতিভীত, শঙ্কিত, দ্রুত, ক্ষিপ্র, সমাদৃত, সম্মানিত, মর্য্যাদাপন্ন, গৌরবান্বিত, মান্য, সম্ভ্রমশালী, আদরণীয়, সম্যক্‌ ভ্রান্ত, ত্বরাবিশিষ্ট।

সম্ভ্রান্তসমাজ : ● **সম্ভ্রান্ত**গণের সমাজ (aristocrat society)। ⊓ ইংলণ্ড দেশের রাজকীয় সভাসংক্রান্ত সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদের সভা।

সম্ভ্রান্তি : ● **সম্ভ্রান্ত** সক্রিয় যাহাতে। ◻ সম্ভ্রম, ত্বরা, উন্মাদ।

সম্মত : ● (অন্য কোনো মতের) সমান মত যাহার। ◻ একমত, ইচ্ছু, রাজী।

সম্মতি : ● **মতি**র (মতসমূহের সক্রিয়তার) সমান যে **মতি**। ⊓ অনুমতি, অভিলাষ, অনুজ্ঞা, সম্মাননা, সমীচীনা মতি বা জ্ঞান। ✱

সম্মান : ● (সামাজিক পদমর্য্যাদার বা অন্য

কিছুর) সমান মান যাহাতে। ⊓ সমাদর।

সম্মিলন : ● সম্যক **মিলন** যাহাতে। ❒ সমাগম, মেলন। ❋

সম্মিলিত : ● যাহা সম্যকভাবে **মিলিত**। ❒ সমাগত, মিলিত।

সম্মুখ : ● **সম** মুখ-কৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে দুটি সত্তা পরস্পরের দেহ ও মনের মুখোমুখি দাঁড়ায়, কিন্তু বলা হয় তাহারা শুধুমাত্র পরস্পরের দেহের **মুখোমুখি** দাঁড়াইয়াছে — ঠিক যেভাবে পুড়ে যায় মানুষের মন, বলা হয় পুড়ে যাচ্ছে তার গা (**গাত্রদাহ**)। (অবশ্য বিপরীত কথাও বলা হয় — দ্র. **সামনা**)। / সঙ্গত বা সম্প্রাপ্ত মুখ যাহা কর্ত্তৃক। (ব.শ.)। ⊓ অভিমুখাগত, পরস্পর মুখোমুখি; (face to face)।

সম্মেলন : ● সম্যক **মেলন** যাহাতে। ⊓ সমাগম, মেলন, সঙ্গম, যোগ।

সম্যক : ● **সম** থাকে যে প্রকার করণে; অথবা, তত্তদ বিষয় বা বস্তু প্রভৃতির সমান করা হয় যাহাতে; কিংবা, যথা স্থিত তদ্রূপভাবে বা তাহার সমানভাবে করা হয় যাহাতে। ❒ সত্য, সঙ্গত, যথোচিত, যথাবৎ, যথার্থ, যথান্যায়, তদ্রূপভাবে, তাহার সমান ভাবে।

সম্রাট (-জ্) : ● / যিনি রাজসূয় করিয়াছেন এবং যিনি মণ্ডলেশ্বর ও রাজগণের শাসক; অথবা, যিনি দুই কোটি হইতে দশ কোটি পর্য্যন্ত প্রজার অধিপতি। (ব.শ.)। ⊓ মণ্ডলেশ্বর, সার্ব্বভৌম, বিরাটরাজ।

সর : ● শক্তিযোজন আবর্ত্তমান রহে যাহাতে; অথবা, যাহা সরিয়া সরিয়া যায়; কিংবা, প্রজাদিগের উৎপন্ন (দুধ) হইতে যে সারাংশ সরিয়া সরিয়া সম্পদে বা **সর**-এ পরিণত হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) গোরুর দুধ গরম করিলে তাহার সারাংশ সরিয়া সরিয়া যে **সর**-এর পরিণত হয়; কিংবা, সমগ্র এলাকার (উপত্যকার) জল সরিয়া সরিয়া যে জলাশয়ে গিয়া সঞ্চিত হয়। ⊓ গমনশীল, সারয়িতা, সারক, গামী, যায়ী, সামাজিক সম্পদ, (সাদৃশ্যে) দুধের সর, সরসী, হ্রদ; গমন করা, যাওয়া, একটু পশ্চাতে নড়া।

সরকার : ● **সর** (সামাজিক সম্পদ একত্র) করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে **মন্থনদণ্ড** বা আমলাতন্ত্র দ্বারা) প্রজাদিগের উৎপন্নের (দুধের) সারাংশ (**সর**) রাজকোষের রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করা হয়; কিংবা, যাহারা রাজ-সরকারে বা আমলাতন্ত্রে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া তাঁহাদের উত্তরসূরীগণ আজও **সরকার** উপাধি বহন করেন। ❒ আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজা, অধিপতি, প্রভু, মনিব, অধিকারী, মালিক, সরকারের কোনো বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, হিন্দু ও মুসলমানের উপাধিবিশেষ।

সরখেল : ● **সর** (রাজকোষের সম্পদ) লইয়া ক্রীড়া (খেল) করেন যিনি; অথবা, রাজকোষের হিসাবের রক্ষণাবেক্ষণের সর্ব্বোচ্চ পদে কর্ম্ম করিতেন যিনি এবং তাঁহার উত্তর-সূরীগণ। ❒ অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণের উপাধি।

সরণী : ● **সর** (সরিয়া সরিয়া যাওয়া) অনকৃত যে সক্রিয় আধারে; অথবা, (বাহ্যিক কিংবা মানসিক) **সর**করণ চলে যাহাতে (যে দৃশ্য বা অদৃশ্য মার্গে)। / যাহা দ্বারা গমন সাধিত হয়। ❒ মানসপথ, বাহ্যপথ, বর্ত্ম, মার্গ, পথ।

সরমা : ● যে জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সম্পদ-বৃদ্ধিকে যৌথসম্পদ (মানস সরোবর) গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে রাষ্ট্রশক্তি (শৈলুষ) 'মা সর' ('সরিও না', অর্থাৎ, আর সরিয়া আসিয়া গ্রাস করিও না) বলিয়া নিবারণ

করিয়াছিল; [**উমা** বা ছাত্রসমাজ যেরূপ 'মা উ' বা 'শ্রম করিও না' শুনিয়া আর শ্রম (উ) করিতে যায় না, লেখাপড়া করিতে যায়, খানিক সেইরূপ]; অথবা, বৌদ্ধযুগের প্রাক্কালে যে জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের (রাবণের) আড়ে নিজেদের সম্পদবৃদ্ধি চলমান রাখিয়াছিল। ⌐ দেবশুনী, কুক্কুরী, **শুনী**, দক্ষকন্যা ও কশ্যপপত্নী, বিভীষণপত্নী রাক্ষসীবিশেষ, সীতার একসময়ের প্রিয়সখী। ✱

সরযূ : ● **সর**-এর যাওয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, কোশল জনপদের কুশলতাজাত কারুশিল্পজাত পণ্যাদি (বস্ত্রাদি) যে পণ্যধারায় প্রবাহিত হইত। ⌐ অযোধ্যার নদীবিশেষ, কোশল জনপদ ইহার তীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ✱

সরল : ● **সর** লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা স্বভাবত সোজা পথে সরিয়া সরিয়া যায় বা বৃদ্ধিলাভ করে। ⌐ উদার, কাপট্যরহিত, ঋজুস্বভাব, অবক্র, ঋজু।

সরস (স-রস) : ● (মানসিক বা বাহ্যিক) রসের সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে। ▫ রসযুক্ত, সিক্ত, কামরসযুক্ত, স্নিগ্ধ, প্রীতিপূর্ণ, কাব্যরসযুক্ত, ললিত, জলযুক্ত।

সরসী (সর-সী) : ● **সর**-এর শক্তিকণাসমূহের সক্রিয় আধার যে; অথবা, অভিজ্ঞতাসমূহ যে মানস সরোবরে ('থিঙ্ক ট্যাঙ্কে') গিয়া জমা হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) জলসমূহ যে পুষ্করিণীতে গিয় জমা হয়। ⌐ মহৎসরঃ, মানসসরোবরাদি, তড়াগ, সরঃ, পুষ্করিণী।

সরস্বতী : ● যে সক্রিয় আধারশক্তি **সরস** (স-রস, সর-স) বাহককে তারণ করে; অথবা, যে জনসাধারণ জ্ঞানসম্পদ লইয়া **ব্যস্তসমস্ত** থাকেন বা জ্ঞান**সর**-এর ধারাকে প্রবাহিত রাখেন; কিংবা, যে জনগোষ্ঠী এককালে জ্ঞানব্রতীগণের সহযোগী (ব্রহ্মার পত্নী) ছিলেন, পরে বিদ্যাপণ্য বিক্রয়কারী নগদ নারায়ণের সহযোগী (নারায়ণের পত্নী) হইয়া যান; অথবা, **শিক্ষক** ও ছাত্রদিগের মধ্যে যাহা বিদ্যাপণ্যের ধারারূপে বর্ত্তমানে প্রবাহিত আছে; কিংবা, **দৃষদ্বতী**র (বা ধ্রুবসত্যের **শিলা**সমান জ্ঞানধারার) উপরে **ব্রহ্মাবর্ত্ত**কে সক্রিয় রাখার জন্য নব নব জ্ঞানরসের যে প্রবাহকে (**সরস্বতী**কে) তাহার উপরে স্থাপিত করা হয়। /বহুসরোযুক্তা বনস্থলী যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ নদীবিশেষ, বাগ্‌দেবতা, বাক্, বাণী, ভারতী।

সরা : ● **সর**-এর আধার যে। ▫ ছোট জলপাত্র, সরা-জায়গা, সরা-বাসন, সরান, স্থানান্তর করা।

সরাই : ● সরা সক্রিয় যাহাতে; অথবা, লোকে সরিতে সরিতে দূরদেশে যাইতে যাইতে যে স্থানে গিয়া ঠেক লয়। ⌐ পান্থশালা, মুসাফিরখানা, হাটিয়াল, হোটেল।

সরিৎ : ● **সর**-কে (পণ্যসম্পদকে) সক্রিয়ভাবে তারণ করে যে; অথবা, মধ্যবিত্ত জনসাধারণ তাঁহাদের উৎপাদিত পণ্যকে যে হাটবাজারের মাধ্যমে বিক্রয় করিয়া দেন; কিংবা, (সাদৃশ্যে) ক্ষুদ্র জলের স্রোতস্বিনী যাহাতে। ▫ প্রবাহিণী, নদী, সূত্র, দুর্গা।

সরু : ● **সর** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা সরিয়া সরিয়া আর যায় না, ক্রমশ ক্ষীণদেহ হইয়া শীর্ণ হইয়া যায়; কিংবা, লক্ষণার্থে, ক্ষীণদেহ সত্তামাত্র যাহাতে। ▫ ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত, সূক্ষ্মাগ্র, শীর্ণ, রোগা, মিহি, পাতলা, তীক্ষ্ণ, অপ্রশস্থ।

সরোবর : ● জ্ঞানসম্পদ, ধনসম্পদ, জলসম্পদ

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

... ইত্যাদি যাহা যাহা সরিয়া সরিয়া আসে, তাহাকে বরণ করিয়া লয় যে (যে জ্ঞান-সম্পদের পুকুর বা মানস-সরোবর; যে ধনসম্পদের পুকুর বা সেকালের **ঋষিকুল্যা** কিংবা, একালের 'ব্যাঙ্ক' বা তজ্জাতীয় বিভিন্ন ধনভাণ্ডার; এবং জলসম্পদের পুকুর বা ছোটবড় জলাশয়)।

সর্গ : ● শক্তিযোজনার আবর্ত্তনমূলক গমন যাহাতে; অথবা, যে শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহা আবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় পৌঁছায়; কিংবা, যথা, যে বীজ পুঁতিলে তাহা বৃক্ষে পরিণত হইয়া পুনরায় বহু বীজে রূপান্তরিত হইয়া যায়; অথবা, যে সৃষ্টি ক্রমান্বয়ে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। ⊓ সৃষ্টি, উৎপাদন, ত্যাগ, উৎসর্গ, সৃষ্টিসম্ভার, পণ্যসম্ভার।

সর্জ্জ : ● শক্তিযোজনার আবর্ত্তনমূলক জনন জনিত যাহাতে; অথবা, যে কর্ম্মশালা হইতে উৎপন্নাদি নির্গত হইতে থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বৃক্ষ হইতে সর্জ্জরস নির্গত হয়। /নির্য্যাস ত্যাগ করে যে। (ব.শ.)। ⊓ কারুকর্ম্মশাল; (সাদৃশ্যে) শাল, পীতশাল, সর্জ্জরস।

সর্প : ● **সর** (ধনসম্পদ) পালন করে যে। ⊓ সর্পবৎ গতি, ধনপতি; (সাদৃশ্যে) নাগ, ভুজঙ্গ, অহি।

সর্পমেধ-যজ্ঞ : ● **সর্প**দিগকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত যে যজ্ঞ আয়োজিত হইয়াছিল; অথবা, অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ দেশের নেতৃত্বে বেদবিরোধী **জনমেজয়** দ্বারা ভারতসমাজের **সর্প**দিগকে (প্রাচীনপন্থী ধনপতিদিগকে) ধ্বংস করিয়া নবযুগের সূচনা করিবার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছিল; অথবা, **জরৎকারু**-পুত্র (মনসাপুত্র) **আস্তীক** যে যজ্ঞকে (সামাজিক বিপ্লবকে) ব্যর্থ করিয়া সেই ধনপতিদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিংবা, বাংলার স্বর্ণযুগের মঙ্গলকাব্যের কবি মনসামঙ্গল কাব্য গাহিয়া মহাভারতীয় ঘটনাবলীর সেই ব্যর্থ সামাজিক বিপ্লবে সর্ব্বস্বান্ত জনগোষ্ঠীর (**বেহুলার**) কান্নাকে পুনর্নবীকৃত করিয়া দেন।

সর্পিঃ : ● **সর** সক্রিয়ভাবে পালিত হইয়া একপ্রকার পূর্ণতা পায় যাহাতে; অথবা, মানুষের অভিজ্ঞতার জ্ঞানসার বা জ্ঞানসম্পদ, শ্রমমেধাজাত উৎপন্নাদির সার বা বাহ্যসম্পদ, দুধের সার বা ঘৃতসম্পদ থাকে যাহাতে।/ যাহা ক্ষরিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ ঘিলু, জ্ঞানসম্পদ, বাহ্যসম্পদ, ঘৃত। (দ্র. **আজ্য, হবিঃ**)।

সর্ব্ব : ● শক্তিযোজনার আবর্ত্তনমূলক প্রবাহকে বহন করে যে; অথবা, যাহা দ্বারা **বিশ্ব** সৃষ্ট হয়; অথবা, যে সত্তা আত্মআবর্ত্তন-পূর্ব্বক নবরূপে জাত বা উদ্ভূত হয়; কিংবা, যে সত্তা কখনো বিলুপ্ত হয় না (কেবল রূপান্তরিত হয় মাত্র)। ⊓ বিশ্ব, সমস্ত, সকল, সমস্ত জগৎ, বিশ্বমানব, সর্ব্বপ্রাণিগত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ...।

সর্ব্বত্র : ● (মানসিক কিংবা বাহ্যিক) **সর্ব্ব** (সকল দেশ-কাল-পাত্র) ত্রাত হয় যাহাতে। ⊓ সকল দিকে-দেশে-স্থানে, সকল বিষয়ে, সর্ব্বজীবে।

সর্ব্বদা : ● সর্ব্বদ-র (**সর্ব্ব** দানকরণের) আধার যে (কাল); অথবা, যাহা **সর্ব্ব** দানকরণের আধার হইবার যোগ্য; অথবা, যাহা সর্ব্ব-স্থানে বা সর্ব্ব-পাত্রে করা যায় না, কিন্তু সর্ব্বকালে করা যায়। ⊓ সকল সময়ে, সদা, সতত, সর্ব্বদাতা।

সর্ব্বস্ব : ● **সর্ব্ব** (সকল) স্ব (আমার) থাকে যাহাতে। ⊓ সর্ব্বধন, সমুদয় বিত্ত।

সর্ব্বস্বান্ত : ● **সর্ব্বস্ব** অন্ত (শেষ) যাহার। ❒ সর্ব্বপ্রকার ধনবিহীন, অতিদরিদ্র।

সর্ব্বেসর্ব্বা : ● **সর্ব্বেসর্ব্ব**-র আধার যে; অথবা, **সর্ব্বে** (সবকিছুতে) **সর্ব্ব** (সর্ব্বাধিকারী) রূপে থাকে যে। / যিনি সর্ব্বে ও সর্ব্বা। (ব.শ.)। ❒ সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বময় কর্ত্তা (all-in-all)।

সল : ● শক্তিযোজনার লয়ন যাহাতে; অথবা, কোনো কিছুতে শক্তি যোজিত হইয়া চলিয়া যায় বা লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে। ❒ গতি।

সলিতা : ● **সল** সক্রিয়ভাবে তারিত যে আধারে; অথবা, যে সত্তার (প্রদীপের তেলে ডোবানো পাকানো বস্ত্রখণ্ড) দ্বারা প্রদীপের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। ❒ পলিতা, প্রদীপশিখার বস্ত্রখণ্ড।

সলিল : ● **সল** (শক্তির লয়ন) সক্রিয়ভাবে লালিত যাহাতে; অথবা, শক্তিযোজনা যাহাতে লয়প্রাপ্ত হইয়া লালিত হয়। ❒ 'গতিশীল', জল, নীর, নেত্রজল, বৃষ্টিজল।

সহ : ● **স**-এর (শক্তিযোজনার) হওয়ন থাকে যাহাতে (যে অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে); অথবা, যাহা হইতে **সহ**যোগিতা স্বীকার করিতে হয়; কিংবা, যাহাকে **সহন** বা সহ্য করিতে হয়। ❒ ক্ষম, সহিষ্ণু, শক্ত, সহ্য করা, সহা, ক্ষমা করা ..।

সহঃ (সহস্) : ● **সহ**-এর (শক্তিযোজিতের হওয়া) বিসর্জ্জিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা শক্তিযোজিত হওয়ার প্রকাশ ঘটিয়া যায়। ❒ বল, সামর্থ্য, পরাক্রম, জ্যোতিঃ, দীপ্তি।

সহকার (স-হকার) : ● **হ**-কারের সহিত অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে; অথবা, 'এখানে হইতেছে', 'জন্মাইতেছে', 'পণ্য উদ্ভূত হইতেছে' - ইত্যাকার সৌরভ ছড়ায় যে ব্যবস্থা (বৃক্ষ) হইতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে গাছের ফলের গন্ধে সকল দিক ভরিয়া যায়। ❒ অতিসৌরভ আম্র, আম্রবৃক্ষ।

সহকারী (সহ-কারী) : ● **কার**-এর সহিত কার করে যে; অথবা, কার্য্যকারীর সহিত কার্য্য করে যে। ❒ মিলিত কার্য্যকারক, সাহায্যকারক।

সহজ : ● **সহ** (সহিত) জাত যে; অথবা, জাত-এর সহিত জাত হয় যে; কিংবা, একই সঙ্গে অনায়াসে জন্মায় যে। ❒ স্বভাবজ, একশরীরাবয়বত্ব হেতু সহজাত, সুগম, সোজা, অনায়াসসাধ্য, সাধারণ, সামান্য।

সহজযান : ● **সহজ** যে **যান**; অথবা, যে সহজাত ও অনায়াসসাধ্য **যান**-এ (মানস-বিমানে বা দর্শনে) ভর করিয়া মানুষ তাহার জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে বা **ত্রিতাপ-দুঃখসাগর** হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ❒ দ্র. **বজ্রযান, দেবযান** ... প্রভৃতি।

সহজিয়া : ● যে জনগোষ্ঠী **সহজ**যান ব্যবহার করিয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেন। ❒ বাংলার বিখ্যাত সম্প্রদায়।

সহন : ● সহ (সহ্য করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, সহ্যকরণ চলে যাহাতে। ❒ সহিষ্ণু, ক্ষমা।

সহযোগ : ● যোগ-করণের সহিত যোগদান করে যে। ❒ একযোগ, সমবায়, সংযোগ।

সহযোগিতা : ● **সহযোগ** সক্রিয় হইয়া তারিত যে আধারে। ❒ সহকারিতা, সাহায্য।

সহযোগী : ● **সহযোগ**-করণের সক্রিয় আধার যে। ❒ সহকারী, সহায়।

সহসা : ● **সহস**-এর আধার যে; অথবা, শক্তিযোজিতের হওয়ার আকস্মিক প্রকাশ ঘটিয়া যায় যাহা হইতে। ❒ অতর্কিত,

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ❒ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

অকস্মাৎ, হঠাৎ, শীঘ্র।

সহস্র : ● **সহস** রহে যাহাতে; অথবা, শত শত হাজার হাজার বহু বহু **সহস** (শক্তিযোজিতের হওয়ার বিসর্জ্জন) রহে যাহাতে; অথবা, দেবরাজ যে সকল হাজার হাজার যজ্ঞ করিয়া থাকেন। ⊓ দশশত সংখ্যা, হাজার, বহু।

সহায় : ● **সহ** অয়-করণ করে যে; অথবা, (কাহারও) চলার সহিত চলে (অয়করণ করে) যে; অথবা, কাহারও জীবনযাত্রার সহযোগী যাত্রাকারী যে। ⊓ অনুচর, সহচর, সহকারী, মিত্র।

সহিত (স-হিত, সহ-ইত) : ● **হিত**-এর (**ধাত**-এর) সঙ্গে অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যে; অথবা, **সহ** গত যাহাতে; অথবা, **সহ** সক্রিয়ভাবে (চলমানভাবে) তারিত যাহাতে। ◻ হিতসহিত, শুভান্বিত; মিলিত, সংযুক্ত।

সহিষ্ণু : ● **সহন** করিতে (সহ-যোগিতা বা সঙ্গ স্বীকার করিতে কিংবা সহ্য করিতে) ইচ্ছুক যে। ⊓ সহনশীল, তিতিক্ষু।

সহোদর : ● / সমান উদর যাহার। (ব.শ.)। ⊓ একগর্ভজাত।

সহ্য : ● **সহ** থাকে যে অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে; অথবা, (অস্তিত্ব লাভ করিয়া ভূত) হইবার কালে যে (অনুকূল বা প্রতিকূল, প্রিয় বা অপ্রিয়) **সহ**-যোগিতা বা সঙ্গ স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সেই **সহন** থাকে যাহাতে। ◻ সহনীয়, প্রীতিকর, সমধুর, আরোগ্য,

সা : ● শক্তিযোজিতের আধার যে; অথবা, আধেয়যুক্ত আধার (সত্তা) যে; অথবা, সঙ্গে যুক্ত হয় যে; কিংবা, অস্তিত্বলাভ করে যে; অথবা, সহযোগিতা করে যে। ⊓ সত্তামাত্র, সহিত, সপ্তস্বরের প্রথম স্বর।

সাউ : ● **সা** (আধেয়যুক্ত আধার, পণ্যধারী মানুষ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাঁহারা বৌদ্ধযুগে পণ্যের আধার রূপে **সাধু**বৃত্তি (ব্যবসাবৃত্তি) করিতেন; কিংবা, প্রাচীনকালের যে পণ্য-বিনিময়জীবীগণকে (বৌদ্ধযুগের শেষে হিন্দুযুগের সূচনা লগ্নে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকালে) 'রাম', 'বাল্মিকী' প্রভৃতি পদবীধারীদের ন্যায় অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, শূদ্র প্রভৃতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (দ্র. **সাধু**, **সাহু**)। ◻ 'ব্যাপারী, চাষাধোপার উপাধিবিশেষ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্যবসায়ী ছিলেন (?)।' (ব.শ.)। বণিক, সওদাগর, মহাজন।

সাউকার : ● **সাউ**বৃত্তি (সাধুবৃত্তি, সাহুবৃত্তি) করে যে। ◻ বড় বণিক।

সাংখ্য : ● **সংখ্য** (উচ্চারণপূর্ব্বক গণনা-করণ) হইতে জাত যে জ্ঞান তাহা থাকে যাহাতে বা তাহা জানেন যিনি। /যাহাতে জ্ঞাতব্য পদার্থসমূহ সংখ্যাত অর্থাৎ বিচার পূর্ব্বক প্রকটিত হয়। (ব.শ.)। ⊓ সংখ্যাসম্বন্ধী।

সাংখ্য-দর্শন : ● যে দর্শনের সাহায্যে জগৎকে মাত্র পঁচিশটি পদার্থে সংখ্যাত বা গণনা করিয়া বোধগম্য করিয়া ফেলা যায়; অথবা, সনাতনের পরে পরে বৈদিক তান্ত্রিক ঔপনিষদিক দর্শনের উদ্ভবের পরবর্ত্তীকালে মহর্ষি **কপিল** যে দর্শনের প্রবক্তারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ⊓ সাংখ্যদর্শনবিৎ, আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞানবান। [**পঁচিশটি মূল পদার্থ বা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব** — মূলপ্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ (পঞ্চতন্মাত্র), চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়), বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ (পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়) ও মন, ক্ষিতি-অপ-

তেজ-মরুৎ-ব্যোম (পঞ্চভূত), পুরুষ।] *
সাংঘাতিক : ● **সংঘাত** হইতে জাতকে সক্রিয় করে যে; অথবা, সংঘাতে প্রাণহানিকে সক্রিয় করে। /যাহা সংঘাতে যোগ্য বা সমর্থ। (ব.শ.)। ◻ মারাত্মক, প্রাণান্তক।
সাংবাদিক : ● **সংবাদকে** সক্রিয় বা গতিশীল করে যে; অথবা, বাস্তবে যেমন ঘটিয়াছে তাহার সমান বাদকে বা কথাবার্ত্তাকে (পত্রপত্রিকাদির মাধ্যমে) সর্ব্বত্র গতিশীল করে যে। ◻ সংবাদকুশল, তর্কপটু, নৈয়ায়িক।
সাঁই : ● **সাঁ** (শক্তিযোজিত বা শক্তিপ্রাপ্ত আধারের রহস্যরূপ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, পরমসত্যকে প্রাপ্ত সত্তার রহস্যরূপ সক্রিয় যাহাতে (প্রভু, সন্ন্যাসী প্রভৃতিতে)। ◻ প্রভু, সন্ন্যাসী, ফকির, চৈতন্যসম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ।
সাঁগা : দ্র. **সাঙ্গা**।
সাঁগাত : দ্র. সাঙ্গাত।
সাঁচি : ● **সাঁ** (শক্তিপ্রাপ্ত আধারের রহস্যরূপ) সক্রিয়ভাবে চয়িত যাহাতে; অথবা, সত্যপ্রাপ্ত সত্তার রহস্যরূপ সক্রিয় যাহাতে (যে খাঁটি, টাটকা ... দ্রব্যাদিতে)। ◻ বিশুদ্ধ, খাঁটি, সত্য, যথার্থ; **সাঁচি**-স্তূপ, **সাঁচি**-লাউ।
সাঁজ : ● **সাঁ** (শক্তিপ্রাপ্ত আধারের রহস্যরূপ) জনিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে নূতন কাল অনুপ্রবেশ করিতে শুরু করিয়াছে। ◻ সন্ধ্যা, সায়ংকাল, সন্ধিকালমাত্র।
সাঁজাল : ● **সাঁজ**-এর বেলায় (সন্ধ্যাকালে) লালিত যে; অথবা, সন্ধ্যাকালে (মশা তাড়ানোর জন্য গোয়ালে) যে (তুষাগ্নি জ্বালিয়া ধোঁয়া দেওয়া রূপ) কার্য্য করিতে হয়; কিংবা, যে সত্তা সান্ধ্যভ্রমণ করিতে বাহির হয়। ◻ সাঁজাল-ধোঁয়া, সাঁজাল-চিংড়ি।
সাকার : ● আকার সহিত বিদ্যমান যে; অথবা, যাহার মূর্ত্ত বা দৃশ্য চেহারা আছে। ◻ মূর্ত্তিমান, সুশ্রী।
সাকেত : ● **কেত**-এর (... দিশাগ্রস্ত ঠিকানার বা নিকেতনের) সহিত বিদ্যমান যে; অথবা, যে স্থানের মানুষ দিশাগ্রস্ত উৎপন্নের (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করিবার বা পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিবার) আবহে বাস করিত; কিংবা, দুনিয়ার প্রতিটি জনপদকেই **সাকেত**-এ পরিণত করে বলিয়াই বর্ত্তমান যুগটিকে **সাকেতন**-যুগ ('গ্লোবালাইজেশনের'-যুগ) বলা যেতে পারে; (অথবা, যে যুগের ও স্থানের মানুষেরা যে-যার নিজ নিজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও ব্যক্তিগত পণ্যের **কেতন** উড়াইয়া তাহাই বেচিয়া খাইয়া কালাতিপাত করে)। ◻ অযোধ্যা, অযোধ্যাপুর।
সাক্ষাৎ : ● **সাক্ষ** (**অক্ষ**-করণের বা দৃষ্টি ব্যাপ্তকরণের সহিত বিদ্যমান) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা দ্রষ্টব্যকে দৃষ্টি দ্বারা দেখা হয় বা হইয়াছে। ◻ প্রত্যক্ষ, সমক্ষ, সদৃশ।
সাক্ষাৎকার : ● (কাহাকেও বা কাহারও সহিত) **সাক্ষাৎ**-করণ করা হয় যাহাতে। ◻ সাক্ষাৎকরণ।
সাক্ষী : ● **অক্ষি**র সহিত সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান যে; অথবা, বাহ্যিক বা মানসিক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখে বা দেখিয়াছে যে। / যে সমক্ষে দেখে বা শ্রবণ করে। (ব.শ.)। ◻ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা বা শ্রোতা।
সাক্ষ্য : ● **সাক্ষ** (... দৃষ্টি ব্যাপ্তকরণ) থাকে যাহাতে; অথবা, সাক্ষিকার্য্য করা ও তাহার বিবরণ দেওয়া হয় যাহাতে। ◻ সাক্ষিকর্ম্ম, ব্যবহারে বৃত্তবৃত্তান্তকথনরূপ সাক্ষিকার্য্য।

সাগর : ● **সগর** হইতে জাত যাহা; অথবা, বৈদিক যুগের মধ্যাহ্নে যে ক্ষত্রিয়-নিধনকারী ও ব্রাহ্মণসত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী সত্তা (**সগর**) সমুদ্রসমান বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিল। /সগর কর্ত্তৃক নিবৃত্ত যে; অথবা, সগর কর্ত্তৃক খানিত যাহা; কিংবা, সগরতনয়-গণ কর্ত্তৃক খাত যাহা। (ব.শ.)। ◘ (সম্পদের) বিপুল আধার, প্রাচুর্য্য, (সাদৃশ্যে) সমুদ্র, সিন্ধু, সাগরতুল্য বৃহৎ নদী বা জলাশয়।

সাঙা : দ্র. **সাঙ্গা**।

সাঙাত : দ্র. **সাঙ্গাত**।

সাঙ্গ : ● **অঙ্গ**-এর সহিত বিদ্যমান যে; অথবা, **স-অঙ্গ** বা **সাঙ্গ** (শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ সহিত বেদপাঠ) করিয়াছে যে। ◘ অঙ্গসহিত, সাবয়ব, অঙ্গবিশিষ্ট, সমাপ্ত।

সাঙ্গা (সাঁগা, সাঙা) : ● **সঙ্গ** করা হইতে জাত যাহা; অথবা, সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত নয় নিষিদ্ধও নয় এমনভাবে নর নারীর একপ্রকার বিবাহ (নিকাহ) হয় যাহাতে; কিংবা, একালের ভাষায় যাহাকে 'লিভ-টুগেদার' বলা হইয়া থাকে। / একাধিকবার পুরুষান্তরের সঙ্গ যাহাতে; অথবা, নিম্নশ্রেণী হিন্দু সধবা বা বিধবার একাধিকবার বিবাহ যাহাতে। (ব.শ.)। ◘ বিবাহ, সাঙা, নিকা, আলগ্নী, সাঙ্গা করা বা প্রথমবারের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ... বার বিবাহ করা।

সাঙ্গাত (সাঁগাত, সাঙাত, স্যাঙাত) : ● **সঙ্গত** হইতে জাত যাহা; অথবা, যাহারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া কাল কাটায়; কিংবা, যাহারা একত্রে জীবনযাত্রাপথে হাঁটে বা সঙ্গে চলে। ⊓ সহচর, সখা, মিত্র।

সাঙ্গোপাঙ্গ : ● **অঙ্গ** ও **উপাঙ্গ**-এর সহিত বিদ্যমান যে; অথবা, যাহার সহিত মূল **অঙ্গ** (মানবশরীর, সমাজশরীর, রাষ্ট্রশরীর ... ইত্যাদি) এবং **উপ-অঙ্গ** (তাহাদের নিজ নিজ সহযোগী শরীর) একত্রে থাকে। ◘ অঙ্গ-উপাঙ্গ-সহিত, অঙ্গ ও অঙ্গাঙ্গ পারিষদের সহিত, সঙ্গীসাথী।

সাজ : ● **সা** (শক্তিযোজিত আধার) জনিত যাহাতে; অথবা, যে আবরণাদি আবৃতকে (রোদ বৃষ্টি ঝড় কিংবা দৃষ্টিবাণ হইতে মারণবাণ প্রভৃতির আঘাত হইতে) রক্ষা করে। ◘ সজ্জা, ভূষণ, সজ্জিত হওয়া, ভূষিত হওয়া।

সাজা : ● **সাজ**-এর আধার যে; অথবা, **সাজ**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, দুগ্ধকে দইয়ের বেশ বা **সাজ** পরাইয়া দেয় যে। ◘ দইয়ের সজ্জা, সজ্জিত করা, বেশভূষা পরা বা পরানো।

সাজান : ● **সাজা** (সাজকরণ করা) অন (চলমান) থাকে যাহাতে। ◘ সজ্জিত, যথাক্রমে স্থাপিত, শৃঙ্খলাযুক্ত, বেশভূষায় শোভিত; সজ্জিত করা, বেশভূষা পরানো।

সাড় : ● **সা**-এর (সত্তার) গড়ান-নড়ান যাহাতে; অথবা, নড়িয়া নিজের অস্তিত্ব জানান দেয় যে; কিংবা, **অসাড়** হইয়া গেলে যাহা (যে অস্তিত্বের জানান) সে দিতে পারে না। ◘ বাহ্যজ্ঞান, চৈতন্য।

সাড়া : ● **সাড়**-এর আধার যে; অথবা, **সাড়**করণ থাকে যাহাতে। ◘ শব্দ, রব, ডাক, কণ্ঠস্বর, উত্তর।

সাড়ে : ● **আড়ে**-র (আড়া-আড়ি ভাগ হইলে এক এক ভাগে যে **আড়** বা অর্দ্ধ থাকে তাহার) সহিত বিদ্যমান যাহা। ◘ অর্দ্ধসহিত, সার্দ্ধ।

সাৎ : ● **সা**-এর (শক্তিযোজনার) তারণ যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা কোনো সত্তাকে **সাৎ**-করণ (আত্মসাৎ-করণ) করা হয়। ◘

অধিকৃত, আত্মগত।

সাত : ● **সা**-এর (সত্তার) তারণ যাহাতে; অথবা,. **সত্তার** (ব্যক্তিসত্তার, বংশসত্তার, গোষ্ঠীসত্তার, রাষ্ট্রসত্তার, সমাজসত্তার, জগৎসত্তার) তারণ যে আধারে (তাহাদের নিজ নিজ যে **সপ্ত** আধারে)। ◻ সপ্ত, ৭।

সাতবাহন : ● যে রাষ্ট্রসত্তার **সাত**টি আধার বাহনরূপে স্পষ্ট বা ঘোষিত ছিল। / সাতনামক গুহ্যক যাহার বাহন। (ব.শ.)। ◻ শালিবাহনরাজ।

সাতাশ নক্ষত্র : ● প্রাচীন ভারতীয় উপ-মহাদেশের জ্ঞানব্রতীগণ মানবসমাজে যে সাতাশটি **নক্ষত্র** ('স্টার প্লেয়ার') সত্তাকে চিহ্নিত করিয়া তাহাদের নিম্নপ্রকার নামকরণ করিয়া প্রতীকী রূপে আকাশে তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়াছিলেন। ◻ অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী - এই সাতাশটি নক্ষত্র। পরবর্তীকালে আর একটি নক্ষত্রের নাম পাওয়া যায় - **অভিজিৎ**।

সাতে-পাঁচে : ● **সাত** সংখ্যক জ্ঞানশক্তি ও **পাঁচ** সংখ্যক কর্ম্মশক্তি যে দেহব্যবস্থায় (জাগতিক, সামাজিক, ও জৈবিক ব্যবস্থায়) থাকে; অথবা, (সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে) সমাজের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের কেন্দ্রকে (**সূর্য্যকে**) যে সপ্তাশ্বে, সপ্তর্ষিতে, সপ্ত-চিরজীবীতে টানিয়া লইয়া চলে এবং যে পাঁচ শ্রেণীর জনগোষ্ঠী (**পঞ্চকন্যা**) সেই সম্পদ সৃজনে নিয়োজিত থাকেন; কিংবা, মানবজনমে যে **সাতে-পাঁচে** না থাকিবার কোনো উপায় বা সম্ভাবনাই নেই।

সাত্ত্বত : ● **সত্ত্ব**গুণকে তারণ করে যে; অথবা, (মেধা ও শ্রম দ্বারা উৎপাদিত) **বস্তুতে** নিহিত মনোগুণ (দক্ষজ্ঞান) বা মেধার অধিকারের দাবিতে যে মেধাদাতা শ্রমদাতাকে তাহার শ্রমের মূল্য দিয়া বস্তুর সম্পূর্ণ অধিকারী বা 'ব্যক্তিমালিক' হইয়া যায়। ◻ বিষ্ণু, সত্ত্বতের গোত্রাপত্য, বলরাম, যদুবংশীয় নৃপতিবিশেষ।

সাত্ত্বিক : ● **সত্ত্ব**গুণকে সক্রিয় করে যে; অথবা, অকৃত্রিম বা কৃত্রিম **বিশ্বে** নিহিত **কারণ**কে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে যে; কিংবা, যে সত্তা সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে শুধুমাত্র দক্ষজ্ঞান দান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ◻ সত্ত্বনির্বৃত্ত, সত্ত্বসম্ভূত, মনোগুণনিষ্পাদিত, সত্ত্বপ্রধান, সত্ত্বসম্বন্ধী, সত্ত্বগুণযুক্ত।

সাত্যকি : ● সত্যকের (সত্যকরণের) অপত্য সক্রিয় যাহাতে। ◻ সত্যকসম্বন্ধী, সত্যকাপত্য, মহাভারত যুদ্ধশেষে বেঁচে থাকা পাণ্ডব-পক্ষীয়দের একজন বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়।

সাথী : ● **সা** (শক্তিযোজনা) থাকে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে আধাররূপী সত্তা সঙ্গে থাকিয়া শক্তিযোজনা করিতে থাকে; কিংবা, যে সহচর সহযোগিতা করে। ◻ সহচর, সহচরী, সখী, সহকারী।

সাদ : ● **সদ** (**সৎ**) হইতে জাত; অথবা, নিষ্কলুষ তত্ত্বজ্ঞান থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দিয়া অভেদ্যকে ভেদ করিয়া দেওয়া যায়। ◻ ভেদ, উপরম, গতি, প্রসাদ।

সাদা : ● **সাদ**-এর (...নিষ্কলুষতার) আধার যে। ◻ শ্বেত, সরল, অকপট ...।

সাদৃশ্য : ● **সা** (সমরূপ) দৃশ্য থাকে যাহাতে। ◻ সদৃশভাব, সঙ্গতি, আকারসাম্য।

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

সাধ : ● **সা** (শক্তিযোজনা অথবা শক্তিযোজিত হওয়া বা শক্তিযোজনা করা) ধারিত যাহাতে; অথবা, যে পাইতে চায় (সাধ করে, সাধনা করে বা পাইতে ইচ্ছা করে); কিংবা, যে দিতে চায় (সাধে, উৎসর্গ করে, 'নিন, বাবু নিন' বলে)। ❒ সাধন, সম্পাদন, প্রাপ্তি, অভিলাষ, ধার্ম্মিক, ভালমানুষ, বণিক, ব্যবসাদার; সম্পাদন করা, সিদ্ধ করা ...।

সাধক : ● **সাধ** (পাইবার বা দেওয়ার চেষ্টা) করে যে। ❒ নিষ্পাদক, কার্য্যসাধনে অকুণ্ঠ, মন্ত্রাদি (তত্ত্ব বা থিয়োরি) লাভের চেষ্টাকারী, যোগী, সিদ্ধ।

সাধন : ● **সাধ** (পাইবার বা দেওয়ার চেষ্টা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **সাধ**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা **সাধ**-করণ সম্পন্ন করা যায়। ❒ নির্ব্বাহক, ফলনিষ্পত্তি-কারক, সিদ্ধি, নিষ্পত্তি, গমন, মারণ, মন্ত্রসিদ্ধিকরণ, কার্য্যসাধন-সামগ্রী ... ইত্যাদি।

সাধব : ● **সাধ** (পাইবার ও দেওয়ার চেষ্টা) বহন করে যে; অথবা, যাহারা **সাধু**দিগের (বড় বণিকদিগের) ইচ্ছানুসারে কর্ম্মের দায়-দায়িত্ব বহন করিত; কিংবা, মধ্যযুগের নৌ-বাণিজ্যে যে যুবকেরা বড় বণিকদিগের (**সাধু**-দিগের) কর্ম্মচারী **মাল্লা** রূপে নৌযাত্রা করিত। ❒ মধ্যযুগে উড়িষ্যার কটকের মহানদী হইতে বালিদ্বীপে নৌবাণিজ্যের জন্য যে যাত্রা হইত, তাহাতে যে যুবকেরা যাইত তাহাদিগকে **সাধব** বলা হইত। এখনও কটকের মহানদীর শুষ্ক প্রান্তরে প্রতিবছর সেই বিস্মৃত-স্মৃতি লইয়া 'বালিযাত্রার মেলা' বসিয়া থাকে।

সাধভক্ষণ : ● গর্ভবতীকে তাঁহার **সাধ** (... ইচ্ছা) **অনুসারে** (মন ভরিয়া) ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয় যাহাতে। ❒ গর্ভিণীর দোহদভক্ষণ-সংস্কারবিশেষ।

সাধা : ● **সাধ**-করণের আধার যে; অথবা, পাইবার বা দেওয়ার জন্য বারংবার চেষ্টা চালান হয় বা অনুরোধ করা হয় যাহাতে; কিংবা, সুর-লাভের জন্য বা সুরে অভ্যস্ত হইবার জন্য চেষ্টা চালান হয় যাহাতে। ❒ পর্দ্দার সুরের সহিত সঙ্গত বা মিলিত, স্বরবিশেষে অভ্যস্ত, গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা; প্রার্থনা করা।

সাধারণ : ● **স-আধার** অনকৃত যাহাতে; অথবা, আধেয় লইয়া যে আধার বর্ত্তমান থাকে। / স-আধারণ যে; অথবা, আধারণ সহিত (বিদ্যমান যে); কিংবা, সমান ধারণ যাহার; অথবা, সমান ধারণ বিশিষ্ট যে। (ব.শ.)। ❒ সামান্য, সমান, অনেকের স্বত্ববিশিষ্ট দ্রব্য বা ধন, সামান্যবিধি।

সাধু : ● **সাধ** (পাইবার ও দিবার ইচ্ছা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, লেনদেন (দাম লইয়া পণ্য দিবার ইচ্ছা) জীবনের বৃত্তিরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, বৈদিক ও হিন্দু সমাজ পরিচালকেরা পণ্যজীবিতার ঘোর বিরোধী ছিলেন বলিয়া ভারতীয় বৈশ্য বা ব্যবসায়ীগণ স্বভাবত অত্যন্ত ভীত, বারংবার শাস্তিপ্রাপ্ত ও বিধ্বস্ত, সন্ত্রস্ত, বিনয়ী, **সাধু**পুরুষ হইয়া একনিষ্ঠ ও সৎভাবে ব্যবসায় নিরত থাকিতেন এবং প্রায় ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তাঁহাদের এই স্বভাব কমবেশি অব্যাহত ছিল; অথবা, (হয়তো-বা ভারত-সমাজ-পরিচালকদের সেই সুদীর্ঘ সামাজিক অবহেলার বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়াতেই) বর্ত্তমান ভারতীয় বড় বণিকেরা বিশ্বের সকল দেশের বড় বণিকদের (কর্পোরেট ধনীদের) তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা আক্রমণাত্মক, নির্মম, হৃদয়হীন,

লজ্জাসঙ্কোচহীন, মনুষ্যত্বহীন রাক্ষসরূপে ভারতীয় জনসাধারণের উপর লুঠতরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ⊓ শোভন, নির্দ্দোষ, বিনীত, প্রশংসনীয়, পুণ্যশীল, অর্চ্চয়িতা, হিতকারী; ধার্ম্মিক, সজ্জন, মহাত্মা, নিপুণ, মুনি, উত্তমর্ণ, বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর, বণিক, সদাগর, অলম্, যথেষ্ট, প্রচুর।

সাধু-খাঁ : ● যে **সাধু** (বণিক) মোগল আমলে রাজপ্রদত্ত উপাধি 'খাঁ' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। □ তৈলিকের উপাধিবিশেষ, সাধ-খাঁ।

সাধ্য : ● **সাধ**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহার **সাধনা** করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। ⊓ সম্পাদনীয়, সাধনশক্য।

সাধ্যসাধনা : ● **সাধ্য**কে সফল করিবার জন্য সাধাসাধি করা (অনুনয়-বিনয়) করা হয় যাহাতে। / কার্য্যসিদ্ধার্থ প্রসাদন যাহাতে। (ব.শ.)। □ অনুনয়-বিনয়।

সাধ্বী : ● স্বামীর **সাধনা**ই সাধনা যে স্ত্রীর; অথবা, স্বামী জ্ঞানসাধনা / কর্মসাধনা /কাব্যসাধনা / কৃষিসাধনা / শিল্পসাধনা / খন্দের-লক্ষ্মীর সাধনা / শিবসাধনা / পীরসাধনা / মাদারটেরেসার সাধনা / বিশেষ দলের সাধনা / ডাব-বাবার-সাধনা / বড় সাহেবের-সাধনা / মাস্তান-সাধনা করলে স্ত্রীও স্বামীর সেই সাধনার শরিক হন যাহাতে।

সান : ● **সা** (শক্তিযোজনা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে বাদ্যরব দ্বারা উৎসাহ দেওয়া হয়। □ (সাদৃশ্যে) মিশান, চটকান।

সানাই : ● **সান**-এর আধার সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা বাজাইয়া শুভকর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে; কিংবা, যাহা বিবাহাদিতে বাজান হয়। □ বংশীবিশেষ।

সান্নিধ্য : ● পাশাপাশি **সন্নিহিত** বা **সন্নিধান**-কৃত যাহাতে। □ সন্নিধি, সন্নিধান, সামীপ্য।

সাপ : ● **সপ** (দ্রুত গমনকারী) হইতে জাত যে; অথবা, যাহা ভূমিতে শায়িত থাকে এবং কাহারও সাড়া পাইলেই দ্রুত সরিয়া যায়; কিংবা, যে পদার্থ একরৈখিকভাবে (দড়ির ন্যায়) দ্রুত চলিয়া যায়। □ সর্প।

সাপটা : ● **সপাট** হইতে জাত যাহা; অথবা, **সাপ**-এর ন্যায় দ্রুতগমন টঙ্কারিত যাহাতে; কিংবা, **সপ** বা পাটীর (শীতলপাটীর) ন্যায় ভূমিতে শায়িত রাখা হয় যাহাকে; অথবা, **সপ** বা পাটীর ন্যায় হাতের চেটো দিয়া দই-জাতীয় দ্রব্যকে টানিয়া লওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, যাহাতে (জাপটাইয়া নয়, ঝাপটাইয়াও নয়) **সাপ**টাইয়া লওয়া বা গ্রহণ করা হয়; অথবা, যাহা **সপ** বা পাটীর ন্যায় সমতলিক (**সাপটা**) দরে কিনিয়া লওয়া হয়। /যাহাতে ইতরবিশেষ নাই; অথবা, যাহা সবারই জন্য। (ব.শ.)। □ **সপাসপ** খাওয়া, সাপটা (এক দরে) খরিদ করা, **পাটি-সাপটা**, সোজা-**সাপটা** (একরৈখিক-সমতলিক)।

সাপটান : ● **সাপটা** অন (চলমান) যাহাতে। □ সাপটাইয়া খাওয়া বা লওয়া, দ্রুত দড়ির ন্যায় টানিয়া লওয়া।

সাবধান : ● অবধান সহিত বিদ্যমান যে। □ সচেতন, সতর্ক।

সাবল : ● **সবল** (বলের সহিত বিদ্যমান) হইতে জাত যে; অথবা, যাহা দ্বারা সবলে মৃত্তিকাদি খনন করা যায়। □ লোহার লম্বা খননাস্ত্র।

সাবাড় : ● **সাৎ**-কৃত বাড় যাহাতে; অথবা, (যাহা বাড়িয়াছে বা বাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে) তাহাকে আত্মসাৎ করা হয় যাহাতে। ⊓ সমাপ্ত, শেষ, সমূহগৃহীত, বিধ্বস্ত, অপব্যয়ে

নিঃশেষ (টাকা)।

সাবিত্রী : ● **সাবিত্র** (প্রসবন বা উৎপাদন কার্য্যকে ত্রাণ করে) যে সক্রিয় আধারশক্তি; অথবা, যে জনগোষ্ঠী জাতির জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ প্রসব বা উৎপাদন করিয়া থাকেন। ▫ সবিতৃসম্বন্ধিনী, গায়ত্ত্রী, সূর্য্যরশ্মি। *

সাব্যস্ত : ● / স-ব্যবস্থ (ব্যস্ত) কৃত যাহাতে। (ব.শ.)। ▫ ব্যবস্থিত, নির্ণীত, স্থির, ঠিক।

সাম (সামবেদ) : ● **সম** হইতে জাত যাহা; অথবা, যৌথ-উৎপন্নকে সমভাবে বণ্টন করা হইত যাহাতে; কিংবা, যে বেদগ্রন্থে সেকালের সমাজের যৌথ জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ সমভাবে বণ্টনের রীতিনীতি লিখিত আছে; অথবা, **পাদোদক-মূঢ়**তার কারণে যে বেদমন্ত্রগুলিকে অর্থহীন গান বলিয়া সাপের মন্ত্রের ন্যায় গাওয়া হইয়া থাকে। ▫ 'সাম'বেদ, সম-আশ্বাসন, প্রিয়োক্তি; সমভাব, সাম্য, আমসহিত, যোগ, (প্রাচীন সমবণ্টনকারী) কায়স্থের উপাধি।

সামগ্রী : ● প্রাচীন যৌথসমাজের যে **সাম** বা উৎপন্নসম্ভার সকলে মিলিয়া সমভাবে গ্রহণ করা হইত। ▫ যৌথসমাজের দ্রব্যসমূহ, উপাদাননিচয়, সমগ্রভাব, সমস্ততা, করণসমূহ।

সামঞ্জস্য : ● **সামঞ্জস** (**সমঞ্জস** হইতে জাত) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে পরিপূরক সত্তাসমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রয়োজন অনুসারে পরস্পরকে দান-গ্রহণের প্রক্রিয়া চালান হইতে থাকে। ▫ সমঞ্জসভাব, ঔচিত্য, সঙ্গতি।

সামনা : ● **সামন** করা হয় যাহাতে; অথবা, **সামন** (**সমন**জাত) করা হয় যাহাতে; অথবা, মনের মুখোমুখি মন যাহাতে; অথবা, দেখা হয় দেহমনের সহিত দেহমনের কিন্তু বলা হচ্ছে, দেখা হয় শুধুমাত্র মনের সহিত মনের (**সামন**); ঠিক যেভাবে **সম্মুখ**-এর বেলায় বলা হয়, দেখা হয়েছে কেবল মুখের সহিত মুখের; যেমন কিনা, **গাত্রদাহ**-এর বেলায়, জ্বলে যায় মানুষের মন, বলা হয়, জ্বলে যাচ্ছে মানুষের গা। ▫ মানসিক-মুখোমুখি।

সামনা-সামনি : ● **সামন**-কৃত যাহাতে ও **সামন**করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে এক মনের সহিত আরেক মনের দেখাসাক্ষাৎ হয়। ▫ পরস্পরের মনের সামনে, মনের মুখোমুখি।

সামনে : ● **সামন** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, এক মনের মুখোমুখি আরেক মন আসিয়া দাঁড়ায় যাহাতে। ▫ মনে মনে মুখোমুখি; সম্মুখে, প্রত্যক্ষে।

সামন্ত : ● **সমন্ত** হইতে জাত যে; অথবা, **সমন্ত**-ক্ষেত্রের অধিপতি যিনি; কিংবা, যিনি রাজার নিকট হইতে **সমন্ত**-পরিমাণ ক্ষেত্রের শাসনাধিকার লাভ করিয়াছেন।

সাময়িক : ● সময়জাতকে সক্রিয় করে যে; অথবা, যে সময়ে হওয়ার বা করার কথা সেই বিশেষ কালখণ্ডে যাহা হয় বা করা হয়। ▫ বিশেষ কালখণ্ড-সম্ভব, উপনতকাল, সময়ানুসারে নিষ্পাদ্য, সময়সম্বন্ধী।

সামর্থ্য : ● **সামর্থ** (সমর্থ-জাত) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা থাকিলে কোনো কার্য্যে **সমর্থ** হওয়া যায়। ▫ সমর্থভাব, ক্ষমতা, শক্তি, যোগ্যতা, শ্লাঘত্ব।

সামলা : ● **সাম** (সহ-আম বা তেজের সহিত বিদ্যমান) লালিত যাহাতে; অথবা, নিজের বা অন্যের তেজ সংবরণ করা হয় যাহাতে।

□ সংবরণ করা, রোধ করা, সংযত করা।

সামলান : ● **সামলা** (...সংযত করা) অন (চলমান) যাহাতে। □ সংযতকরণ।

সামান্য : ● **সমান** (ভাগ) থাকে যাহাতে; অথবা, যে যৌথ-জ্ঞানসম্পদ তন্ত্রায়িত করিয়া (মন্ত্রে পরিণত করিয়া) গোপন করা (দক্ষনীতি অনুসারে specialisation of knowledge করা) হইত না, (শিবনীতি অনুসারে) সাধারণীকরণ (generalisation of knowledge) করিয়া সবাইকে বলিয়া দেওয়া হইত; কিংবা, যৌথ-ধনসম্পদের যে অংশ প্রত্যেকে তাহার ভাগে পায়; কিংবা, মোট যৌথ-ধনসম্পদের তুলনায় এক এক জনের ভাগে পাওয়া সম্পদ অনেক কম বলিয়া যাহাকে স্বল্প বা অত্যল্প বলিয়া মনে হয়; অথবা, (**মহান** শিব পরিচালিত সনাতন যুগের যৌথসমাজে) অতন্ত্রায়িত (অমন্ত্রায়িত) জ্ঞানসম্পদ অবিভাজ্য বলিয়া প্রত্যেকে **সমগ্র** জ্ঞানে অধিকার লাভ করিত এবং **ধনসম্পদ** বিভাজ্য বলিয়া প্রত্যেকে তাহার সমান ভাগের এক ভাগ পাইত এবং সেকারণেই **সামান্য** বলিতে 'সমগ্র' এবং 'অল্প' দুইই বুঝাইত; কিংবা, লক্ষণার্থে, যে কোনো স্বল্প পরিমাণ বোঝান হয় যাহাতে। ⊓ মন্ত্রে অগোপনীয়, সমান, সাধারণ, বহুস্বামিক; স্বল্প, অত্যল্প।

সামাল : ● সমতা বা **সাম্যাবস্থা লালিত** যাহাতে; অথবা, যাহা আত্মসংবরণ করিয়া যথাস্থিতি বজায় রাখে এবং অন্য কাহাকেও আসিয়া সেই স্থিতি নষ্ট করিতে দেয় না, ঠেকাইয়া রাখে। ⊓ সাবধান, সতর্ক, সংবরণ করা, নিবারণ করা, ঠেকান।

সাম্য : ● **সাম** (সমতা) থাকে যাহাতে। /উৎকর্ষ অপকর্ষের অভাব যাহাতে। (ব.শ.)। □ সমভাব, সমতা, সমদর্শিতা, একরূপতা, অভিন্নতা।

সায় : ● সহ-গমন (সহিতে যাওয়ন) করে যাহাতে; অথবা, (কালের বা সূর্য্যের সহিত) সহগমন (অবসিত, অবসান, অবসন্ন হওয়ন) থাকে যাহাতে; কিংবা, সহগমন করিয়া ডুবিতে বা মরিতে রাজি হইয়া যায় যাহাতে। /যাহাতে সায় বা সম্মতি থাকে। (ব.শ.)। □ দিবসের অবসান, অবসান, সমাপ্ত, নিঃশেষে প্রাপ্য পরিশোধ, সম্মতি, অনুমতি, অভিপ্রায়।

সায়ং (সায়ংসন্ধ্যা) : ● **সায়** (সহগমন) রহস্যময় যাহাতে; অথবা, যাহাতে একদিকে কালের অবসান (**বিকাল**) এবং অপরদিকে কালের সূচনা (**সকাল**) সক্রিয় থাকে; কিংবা, দুই কালের সন্ধিকাল (**সন্ধ্যা**) থাকে যাহাতে। ⊓ সন্ধ্যাকাল, সায়াহ্ন, (সায়াহ্নের সন্ধিকাল, পশ্চিমা সন্ধ্যা)।

সায়ক : ● **সায়** করে যে; অথবা, **সায়** দিতে (অবসিত হইতে বা স্বীকার করিয়া লইতে) বাধ্য করে যে। □ শর, বাণ, খড়্গ। দ্র. **শায়ক**।

সায়ণ (সায়ন) : ● (**শবরস্বামী** নামে) যে পণ্ডিত বেদবাদীদের প্রকল্পে **সায** দিয়াছিলেন। (দ্র. **শবরস্বামী**। বেদমন্ত্র রচয়িতা এই **শবরস্বামী-সায়ণাচার্য্য**কে বহু পরবর্ত্তীকালের হিন্দুযুগের শৃঙ্গেরী মঠের আরও এক 'সায়নাচার্য্য'-এর সহিত গুলাইয়া রাখা হয়। তিনি নাকি ১৩৫০-১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সক্রিয় ছিলেন। বিষয়টি গবেষণাসাপেক্ষ।)

সায়ন্তন : ● **সায়ং** (রহস্যময় সহগমন) তারিত হইয়া অন (চলমান) যাহাতে; কিংবা, যাহা **চিরন্তন** বা **সনাতন** কিংবা **পুরাতন** নহে, এমনকি **অধুনাতন** বা **নূতন**ও নহে; অথবা, যাহা কেবলমাত্র **বিকাল** ও **সকাল**-

এর মধ্যবর্ত্তী ক্ষণ-কালখণ্ডিক মাত্র। ◻ সান্ধ্য, সায়ংকালিক।

সায়াহ্ন : ● অহ্ন বা দিন অবসিত হয় (বা সূর্য্যের সহিত সহগমন করে) যে কালখণ্ডে। /অহের সায় (অহ্নঃ সায়ঃ) যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ দিনের অবসানভাগ, সায়ংকাল, দিনান্ত, পঞ্চধা বিভক্ত দিনের শেষ পঞ্চমভাগ।

সার : ● **সর** (সরিয়া সরিয়া যাওয়া) হইতে জাত; অথবা, সরিয়া সরিয়া মূল সত্তা জমা হয় যাহাতে; কিংবা, যাহা সরিয়া সরিয়া যায় বা **সারিত** (প্রসাবিত, উৎসাবিত, অপসাবিত ... ইত্যাদি) হয়। /যাহা কালান্তর যায়। (ব.শ.)। ◻ বলবান, সুদৃঢ়, স্থিরাংশবান, শ্রেষ্ঠ ...; বৃক্ষের স্থিরকাষ্ঠাংশ, মজ্জা...; জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধিকারক; উৎসারিত-প্রসারিত-অপসারিত ... ইত্যাদি করা।

সারণ : ● **সার** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা **সারিত** হইয়া চলিয়াছে। ◻ দূরীকরণ, অপসারণ, প্রসারণ।

সারণি : ● **সারণ** সক্রিয় যাহাতে। ◻ ছোট নদী, তালিকা।

সারণিক : ● **সারণ**কে সক্রিয় করে যে; অথবা, যে বণিক (সমগ্র সমাজে) পণ্য প্রসারিত করে। ◻ প্রসারিণীপ্রধান বণিক (distributor)।

সারণী : ● **সারণ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যেখানে **সার** দিয়া কোনো তথ্য লিখিয়া রাখা হয়। ◻ তালিকা, পীঠিকা, নির্ঘণ্ট।

সারথি : ● জ্ঞানশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যোজন করিয়া **রথ**কে (দৃশ্যরথ বা সমাজরথকে) সক্রিয় বা চলমান রাখে যে। ◻ রথচালক, সূত, সহায়, নায়ক।

সারদা : ● (জ্ঞানাদির) **সার** দান করেন যিনি। /সার দান করেন যিনি। (ব.শ.)। ◻ সরস্বতী।

সারমেয় : ● **সরমার** (যৌথসমাজে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধিকারীর) উত্তরসূরী যাহারা; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে কুকুর অন্যকে খাইতে দেয় না, নিজে খায়। / কশ্যপপত্নী সরমার অপত্য যে। (ব.শ.)। ◻ দেবশুনীকুলোদ্ভব, কুকুর।

সারস : ● **সরস** হইতে জাত; অথবা, যে সত্তা (জ্ঞানরস, ধনরস, বা জলরসের) সরোবরে চরিয়া বেড়ায়। /সরোবরে চরে যে। (ব.শ.)। ◻ সরোভব, সরোবর সম্বন্ধী, হংস, পক্ষীভেদ ...।

সারা : ● **সার**-এর আধার যে; অথবা, **সার**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা **সার**কৃত করা হইয়া গিয়াছে; অথবা, যাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি **সারিত** (অপসারিত ... ইত্যাদি) করা হইয়া গিয়াছে। ◻ সমাপ্তি ইত্যাদি, সমাপ্ত, কাতর, সকল, সব, সমগ্র, মেরামত করা, সারিয়া লওয়া।

সারাৎসার : ● / সার হইতে সার যাহা। (ব.শ.)। ◻ শ্রেষ্ঠতম।

সারান : ● **সারা** অন (চলমান) যাহাতে। ◻ মেরামত করা।

সারি : ● **সার** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সরিয়া সরিয়া সরলরেখায় পর পর স্থির হইয়াছে যাহারা। ◻ সারিফলক।

সারিকা : দ্র. **শারিকা**।

সারী : ● **সার**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **সার**বস্তুর কার্য্যকরী আধার যে; কিংবা, **সার**বস্তুসমূহ ধরিয়া রাখে যে। ◻ সারবান, স্থিরাংশযুক্ত, বলবান, উর্ব্বর, বলকর, পুষ্টিজনক, বুদ্ধিমান।

-সারী : ● **সার**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, সরিয়া সরিয়া ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকে

যে। ◘ গামী, অনুযায়ী, **অনুসারী**।

সারূপ্য : ● সমান বা সদৃশ রূপের সহিত বিদ্যমান থাকা যাহাতে। ◘ স্বরূপভাব, সাদৃশ্য, অনুরূপতা।

সার্থ : ● **অর্থ** (ক্রিয়া) সহিত বর্ত্তমান যে; অথবা, ফললাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্রিয়া করা হয় যাহাতে (যে একক বা দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় বা যাত্রায়); কিংবা, একদেশ হইতে পণ্যসম্ভার ক্রয় করিয়া অন্যদেশে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত দলবদ্ধ বণিকগণ যাত্রা করে যাহাতে। ◘ অর্থসহিত, সাভিধেয়, সপ্রয়োজন, সধন; সমূহ, সজাতীয় বা বিজাতীয় জন্তুর সমূহ, সঙঘ, বণিকসমূহ, জনসমূহ, বণিক্-প্রভৃতি, পথিকসঙঘ।

সার্থক : ● **সার্থ** (... ফললাভের উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করিয়া ফললাভ) করে যে। ◘ সফল, অন্বর্থ, যথার্থ।

সার্থবাহ : ● **সার্থ**-এর (... দলবদ্ধ বণিক-দলের যাত্রার) দায়িত্ব বহন করে যে। ◘ বণিকসমূহের নেতা।

সার্দ্ধ : ● **অর্দ্ধ**-এর সহিত বিদ্যমান যাহা। ◘ অর্দ্ধসহিত, সাড়ে।

সার্ব্বভৌম : ● **সর্ব্বভূমি** হইতে জাত বা যাহা **সর্ব্বভূমি**র সহিত সম্বন্ধিত; অথবা, যিনি **সর্ব্বভূমি**র অধিপতি; কিংবা, (অদৃশ্য ও দৃশ্য) ভূলোকের সহিত অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান অদৃশ্য জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ প্রভৃতির সৃজন ও বিতরণের যে সকল লোক (production sphere, educational sphere, cultural sphere, marketing sphere ... ইত্যাদি) থাকে সেই সকল ভূমির আধিপত্য থাকে যাহাতে। /সর্ব্বভূমির নিমিত্ত সংযোগ বা উৎপাত যাহাতে; অথবা, যাহা সর্ব্বভূমিতে বিদিত; কিংবা, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী যাঁহার বশ্য, তাহার রাজা। (ব.শ.)। ◘ সর্ব্বভূমির ঈশ্বর, চক্রবর্ত্তী, উত্তরদিকের দিগ্‌গজ, কুবেরের গজ ঔপবাহ্য; পণ্ডিত ব্রাহ্মণের উপাধি।

সাল : ● **সল** (শক্তিযোজনার লয়ন) হইতে জাত যাহা; অথবা, মানবজাতির সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে শক্তিযোজনার লয়ন চলে যাহাতে (যে কালখণ্ডে); অথবা, যে বার্ষিক আবর্ত্তন কালে মানবজাতি তাহাদের শক্তিযোজনার বার্ষিক লয়ন ঘটাইয়া থাকে। ◘ বর্ষ, বর্ষকাল, সম্বৎসর, বঙ্গাব্দ।

সাশ্রয় : ● **আশ্রয়**-এর (অবলম্বন ধরিয়া রাখার) সহিত বিদ্যমান যে; অথবা, যে অর্থ-সম্পদকে **আশ্রয়**হারা হইতে দেওয়া হয় না, যথাপূর্ব্বং অধিকারে রাখা হয়। ◘ ব্যয় বাঁচান, ব্যয়লাঘব।

সাষ্টাঙ্গ : ● অষ্ট অঙ্গ সহিত করণীয় যাহা (যে প্রণিপাত); অথবা, দুই পাদাঙ্গুষ্ঠ, দুই হাঁটু, দুই কনুই অবধি হাত, নাক ও কপাল — এই অষ্ট অঙ্গ ভূমিতে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করা হয় যাহাতে।

সাহ : ● **সহ** হইতে জাত যে; অথবা, সহিত (সঙ্গে) থাকার (অনুকূল-প্রতিকূল ইচ্ছার) প্রকাশ, সুবিধা, ফললাভ ... ইত্যাদি থাকে যাহাতে। ◘ মর্ষণ, সাধনা বা পূজা করা, সংগ্রহ করা, আদায় করা।

সাহস : ● **সহস** (শক্তিযোজিত হওয়ার বা সামর্থ্যের দীপ্তির প্রকাশ) হইতে জাত যে; অথবা, প্রচলিত ব্যবস্থাকে লঙঘন করিবার চেষ্টা করে বলিয়া যাহাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়। ◘ বলপূর্ব্বক কৃত, অবিবেক-কৃত, সহোভব ...।

সাহসিক : ● সাহসকে সক্রিয় করে যে। ◘

সহসা প্রবৃত্ত, অবিচারপূর্ব্বক কার্য্যকারী, নির্ভীক,

সাহসী : ● **সাহস**-এর সক্রিয় আধার যে। ⊓ স্ববলাবষ্টম্ভকারী, অবিমৃশ্যকারী, হঠকারী।

সাহা : ● **সাহ**-এর আধার যে; অথবা, **সাহ**করণ করে যে; কিংবা, পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করে যে; অথবা, উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের **সহি**ত থাকিয়া (অনুকূল-প্রতিকূল ইচ্ছার) প্রকাশ, সুবিধা ও ফললাভ করে যে। ⊓ বণিক, বাণিজ্যকারী, সওদাগর, বণিকের উপাধি।

সাহায্য : ● **সাহা**র (**সাহ**করণকারীর) যাওয়া থাকে যাহাতে; অথবা, যে সকল দৃশ্য-অদৃশ্য প্রদত্ত কর্ম্মাদি ও দ্রব্যাদিতে দাতার **সাহ**করণ বা **সহ**যোগিতা থাকে। ⊓ সহায়ভাব, সহায়কর্ম্ম।

সাহিত্য : ● **সহিত** (**স-হিত** ও **সহ-ইত** ... ইত্যাদি) হইতে জাত থাকে যাহাতে; অথবা, সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে লিপ্ত মানুষের হাতে বাহ্য-উৎপাদনের **সহিত** তাহার সমান্তরালে যে মানসিক-উৎপন্ন উপজাত হইয়া থাকে; কিংবা, কাজেকর্ম্মে জীবনযাত্রায় আলাপে বিলাপে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে মানুষ যে সুন্দরের সাধনা করে (সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে যাহা ক্রমক্ষীয়মাণ), লিখিত রচনাদিতে তাহার যে প্রকাশটুকু ঘটে। ⊓ সহিতভাব, সহভাববিশিষ্ট।

সাহু : ● **সাহ** (পণ্যবিনিময় করা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে সত্তা আর **সাহ**করণ (পণ্যবিনিময়) না করিয়া টাকা সুদে খাটায়। ⊓ সাউকার, পদবীবিশেষ।

সি : ● **স** (অস্তিত্ব, সত্তা) সক্রিয় যাহাতে (যে বন্ধনে, আধারে, আধারের বন্ধনে); অথবা, **স** (শক্তির বিসর্জ্জন বা বিচ্ছুরণ) সক্রিয় যাহাতে (যে বন্ধনাদিতে)। ⊓ বন্ধন, সে, অবধারণ।

সিউনী : ● **সি** (সক্রিয় সত্তা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া অনকৃত (চলমান) থাকে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যাহা দ্বারা দোলনচালে জলোত্তোলনপূর্ব্বক শস্যক্ষেত্রে প্রক্ষিপ্ত হয়; কিংবা, দুই দিকে দড়িবাঁধা যে পাত্র দিয়া দুজন লোক মিলিয়া পুকুরপাড়ে বা খালপাড়ে দাঁড়াইয়া জলসেচন করে। ◻ সেচনী, জলসেচনার্থ পাত্র।

সিউনীঝাল : ● সেচন করিবার জন্য নির্ম্মিত যে ঝাল (**ঝাল**[২]); অথবা, খাল বা পুকুরের ধারে দুদিকে দুজনে দাঁড়াইয়া (বারংবার **ঝালাই**তে হয় এমন) যে স্থান হইতে **সিউনী** দিয়া জল সেচন করে। ⊓ পুকুরের বা খালের পাড়ে জলসেচনের স্থান।

সিংহ : ● **সিং** (সক্রিয় শক্তিপ্রয়োগ রহস্যময়) হইয়া হনন করে যে; অথবা, যে সত্তা সক্রিয় ও রহস্যময় হইয়া হনন করে; অথবা, হিংসা করে যে; কিংবা, যে সামাজিক সত্তা বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অন্যকে হত্যা করে; অথবা, যে সামাজিক সত্তা বাহুবলে সমাজে রাজত্ব করিয়া থাকে; কিংবা, যাঁহাদের উত্তরসূরীগণ আজও **সিংহ** উপাধি বহন করেন; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে পশু দৃশ্য-বন (forest) মধ্যে অন্য পশুদের হত্যা করে। ◻ পরাক্রমী পুরুষ, শ্রেষ্ঠপুরুষ, ক্ষত্রিয়, সমাজবনের সিংহ, রাজপুরুষ, সিংহবিক্রম পুরুষ (Lions' Club-এর সদস্যগণ), নানা শ্রেণীর ক্ষত্রিয় ও কায়স্থের উপাধি; (সাদৃশ্যে) দৃশ্য-বনের (forest-এর) সিংহ (lion) নামক পশু (animal)। *

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

সিংহবাহিনী : ● সমাজবনের **সিংহ**গণ (বাহুবলীগণ) যে জনগণমন-শক্তিরূপিণীকে বহন করিয়া লইয়া যায়; অথবা, প্রতীকীরূপে, দৃশ্য-বনের সিংহ যে দেবীমূর্ত্তিকে বহন করে। ▫ বাহুবলীবাহিত জনগণমনশক্তি, দেবী দুর্গা।

সিংহল : ● (সমাজবনের বা দৃশ্য-বনের) **সিংহ**-কে লালন করে যে (দৃশ্য বা অদৃশ্য দেশ); অথবা, ভাগবত মতে, সমাজবনের **সিংহ** (... বাহুবলী) কর্ত্তৃক লালিত যে (অদৃশ্য দেশ); কিংবা, (সাদৃশ্যে) 'বাঙালীর ছেলে বিজয়**সিংহ**' যে দেশকে লালন করিয়াছিল; অথবা, যে দেশের দৃশ্য-বনে অনেক পশু-সিংহের দেখা মেলে। ⌐ শ্রীলঙ্কা।

সিংহাসন : ● **সিংহ**-এর আসন; অথবা, সামাজিক **সিংহ** (বাহুবলী) বসেন যে ক্ষমতার আসনে বা রাজাসনে। ⌐ সিংহ-উপলক্ষিত আসন, রাজাসন, বীরাসন।

সিঁচা : ● **সিঁ** (সক্রিয় শক্তিযোজনার রহস্য-রূপ) জলাদি চয়ন করে যাহাতে; অথবা, **সিঞ্চন** বা সিঁচন চলে যাহাতে। ⌐ সিক্ত করা, সেচনপাত্রে করিয়া জল তুলিয়া ফেলা।

সিঁড়ি : ● **সিঁ**-র (সক্রিয় শক্তিযোজনার রহস্যরূপের) উড়ান (ঊর্দ্ধগমন) সক্রিয় যাহাতে। ▫ সোপানাবলী, সোপান, পইঠা, বড় মই।

সিঁথি : ● **সিঁ** (সক্রিয় শক্তিযোজনের রহস্যরূপ) স্থিত হওয়ন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **সিথান** চলে যাহাতে; অথবা, যে দুই মালিকানার এলাকার মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া (উভয় এলাকার) পণ্যাদি গমনাগমন করিয়া থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) স্বামীযোজিতার প্রতীকী ঘোষণা থাকে যাহাতে। ⌐ সীমন্ত, নারীর সীমন্তভূষণবিশেষ।

সিঁদ (-ধ) : ● **সিঁ** (সক্রিয় শক্তিযোজনের রহস্যরূপ) প্রদত্ত (দানস্থিত) যাহাতে; অথবা, ভেতরে প্রবেশ করিবার জন্য গৃহের দেয়ালে যে ছিদ্র কাটা হইয়াছে; কিংবা, **সিন্দন** বা সেঁধানো চলে যাহা দিয়া। ▫ গৃহে প্রবেশার্থ চৌরকৃত ছিদ্র, সুড়ঙ্গ। দ্র. **সিন্ধ**।

সিঁদুর : ● দ্র. **সিন্দুর**।

সিঁধেল চোর : ● যে গোপনে **সিঁদ** কাটিয়া (দেয়ালে ছিদ্র করিয়া) তাহার ভিতর দিয়া গৃহে **সিঁধা**ইয়া (ছিদ্র দিয়া গলিয়া প্রবেশ করিয়া) চুরি করে।

সিক (সিচ) : ● **সি** (সক্রিয় শক্তিযোজন) করা হয় যাহাতে; (অথবা, সক্রিয় শক্তিযোজন ত্যক্ত যাহাতে); কিংবা, জলাদি তুলিয়া ত্যাগ করা বা ছিটান যাহাতে; অথবা, **সেচ**করণ করা হয় যাহাতে।

সিকতা : ● **সিক** (সক্রিয় শক্তিযোজন বা জলাদি তুলিয়া বিসর্জ্জন বা ত্যাগকরণ) তারিত যাহাতে বা যাহা হইতে; অথবা, **সিচ**করণ (আবেগাদির বিসর্জ্জন) তারিত যাহা হইতে; কিংবা, যাহা হইতে আবেগাদি (আর্দ্রতা) ত্যক্ত হইয়াছে; অথবা, (সাদৃশ্যে) জলসেচ করিয়া ফেলার পর যাহা পড়িয়া থাকে। ▫ প্রেম-ভক্তি-আবেগহীন শুষ্ক মানুষ, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষ, (সাদৃশ্যে) বালুকাকণা, বালুকাময় ভূমি।

সিক্ত : ● **সিক** (...**সেচ**করণ) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে প্রেমাবেগে, ভক্তিতে, বা জলে ভিজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ▫ কৃতসেচন, আর্দ্রীকৃত।

সিজা : ● **সি** (সক্রিয় তাপশক্তির যোজন) জনন করে যাহাকে; অথবা, **সিজ**করণ (তাপশক্তি লাভ করিয়া সত্তার অন্যতর

রূপে জন্মলাভ করা) চলে যাহাতে (যে ক্রিয়ায়)। ⊓ সিদ্ধ হওয়া, অগ্নিপক্ক হওয়া।

সিঞ্চন : ● **সিঞ** (সক্রিয় শক্তিযোজনার রহস্যময়) চয়ন চলমান যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা আবেগাদির বা জলের সেচন চলমান থাকে। ⊓ সেচন, আর্দ্রীকরণ।

সিত : ● **সি** (শক্তির সক্রিয় বিসর্জ্জন) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহার (যে আয়কৃত টাকার) কর দেওয়া হইয়া গিয়াছে; অথবা, সেকেলে ভাষায়, যাহার **পিণ্ড**দান করা হইয়া গিয়াছে। / যে হিংসাযুক্ত ধর্ম্মও ত্যাগ করে। (ব.শ.)। ⊓ ধবল, শুক্ল, শুদ্ধ, পিণ্ডীকৃত ...।

সিতাংশু : ● **সিত** (সাদা) অংশু (সূতা, সূতার ন্যায় কিরণরেখা) যাহার। /শ্বেত কিরণ যাহার। (ব.শ.)। ⊓ লক্ষ্মী-ব্যবসায়ী, সাদা-ব্যক্তিপুঁজি; (সাদৃশ্যে) চন্দ্র, কর্পূর।

সিথান : ● যে স্থানে পণ্যাদি (বিক্রয়ের জন্য **দামে** বদ্ধ করিয়া রাখা) থাকে; অথবা, যে স্থানে (বালিশে) মাথা রাখা হয়; কিংবা, যে স্থানে গরু প্রভৃতি (**দামে** বা দড়িতে) বাঁধা থাকে। (দ্র. **বাথান**)। ⊓ মাথার বালিশ।

সিদ্ধ : ● **সি** (জ্ঞানশক্তি-কর্ম্মশক্তি-তাপশক্তি ... ইত্যাদির সক্রিয় যোজনা) প্রদত্ত হইলে তাহা ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় যে। ⊓ নিষ্পন্ন, অমোঘ, প্রসিদ্ধ, কৃতকার্য্য, সিদ্ধিপ্রাপ্ত, মন্ত্রসিদ্ধিবিশিষ্ট; (সাদৃশ্যে) তপ্ত জলে পরিপক্ক, অগ্নিপক্ক, সিজা।

সিদ্ধান্ত : ● **সিদ্ধ** অন্তে যাহার; অথবা, যে আলাপ-আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিজ্ঞতা বা তর্কাদি গিয়া শেষাবধি **সিদ্ধ** (শক্তিধারণে সমর্থ) হয় যাহাতে; কিংবা, তত্ত্বাদির প্রয়োগ অভীষ্ট ফল দেয় যাহাতে। / সিদ্ধ অন্ত যাহা দ্বারা; অথবা, স্বসিদ্ধান্ত ব্যবস্থায় শঙ্কাক্ষেপ পরিহার যাহাতে। (ব.শ.)। ⊓ জ্যোতিঃশাস্ত্র-ভেদ, প্রামাণিকভাবে অভি-উপগত অর্থ, পণ্ডিতের উপাধি।

সিদ্ধার্থ : ● **সিদ্ধ** অর্থ (ক্রিয়া, প্রয়োজনাদি) যাহার; অথবা, যাহার অর্জ্জিত (কথিত, প্রচারিত) তত্ত্ব বা জ্ঞানাদি বাস্তবক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করে (এবং প্রমাণ করে যে, তত্ত্বটি ঠিক); কিংবা, ভারতসমাজে (মৌলবাদী হয়ে-পড়া) যৌথ সামাজিক ব্যবস্থার প্রবক্তাগণকে (বেদবাদীগণকে, রাক্ষসগণকে) হত্যা করা সঠিক - এই অর্থ যাহার দ্বারা **সিদ্ধ** (কৃতকার্য্য) হইয়াছিল। / রক্ষঃ হননাদি অর্থ যাহা দ্বারা সিদ্ধ। (ব.শ.)। ⊓ সিদ্ধপ্রয়োজন, কৃতার্থ, আপ্তকাম, শাক্যসিংহ, শ্বেতসর্ষপ।

সিদ্ধি : ● **সিদ্ধ** (... প্রদত্ত শক্তিধারণে সমর্থ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **সিদ্ধ**করণ চলিতে থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা নূতন তত্ত্ব অর্জ্জনপূর্ব্বক কার্য্যে রূপায়ণ ও কাম্যফল লাভ করিয়া **সিদ্ধ** বা কৃতকার্য্য হওয়া যায়; অথবা, প্রচলিত তত্ত্ব-প্রয়োগ ব্যবস্থার বেড়া ভাঙিয়া দিয়া নূতন তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাইয়া সফল হওয়া যায় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা সেবন করিলে মানুষ প্রচলিত আচরণের বেড়া ভাঙিয়া **উদ্ভট** আচরণ করে। (দ্র. **ভাং**) ⊓ নিষ্পত্তি, ফলসিদ্ধি, ঋণশুদ্ধি, বৃদ্ধি।

সিধা : ● **সি** (সক্রিয় সত্তা) ধারিত যে আধারে। ⊓ সোজা, অবক্র, সমান, একটানা অথবা, বাঁয়ে ডাইনে না ঘুরিয়া সোজা, বাক্যভঙ্গিহীন, অকপট, সরল।

সিন : ● **সি** (সক্রিয় সত্তা) অনকৃত বা নাকৃত যাহাতে। ⊓ দধ্যাদি ব্যঞ্জনমিশ্রণে স্বয়ংই বদ্ধ, শুক্লগুণবিশিষ্ট; অবধারণে, নিশ্চয়ে।

সিন্দ : ● **সিন**-এর (অনকৃত সক্রিয় শক্তির) দান থাকে যাহাতে; অথবা, যে শক্তি দেয়ালে গমনাগমনের ছিদ্রপথ কাটিয়া দেয়। ⌐ সিঁদ কাটা।

সিন্দূর : ● **সিন্দ** (গমনাগমনের ছিদ্রপথ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহে যাহাতে; অথবা, গমনাগমনের পথের সংবাদ রহে যাহাতে; কিংবা, স্বামীযোজিতার প্রতীকী ঘোষণা রহে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **স্যন্দনী** প্রকটিত হয়। ⌐ রক্তচূর্ণবিশেষ, সীমন্তক, সিঁদুর, সিন্দূর-বর্ণযুক্তা, রক্তচেলিকা, রোচনী, গাতকী।

সিন্ধু : ● **সিন** (অনকৃত সক্রিয় শক্তির) ধারণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, 'দিতে পারি, দিতে পারি' — এই আদি অভিমান লইয়া গমনাগমন করে যে (**অতিবাহগণ**); কিংবা, যে ধনসম্পদের প্রবাহ প্রাচীন ভারতের যৌথসম্পদের আধার (মানস সরোবর) হইতে উৎপন্ন হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হইত; অথবা, যে সম্পদ বিতরকগণ (দেবগণ) **স্যন্দন**-স্বভাব-হেতু অভিমানী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের **লালায়** (**স্যন্দনীতে**) পরিণতি অনিবার্য ছিল; কিংবা, (সাদৃশ্যে) হিমালয়ের মানস সরোবর হইতে জাত যে নদ পশ্চিম ভারতের উপর দিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। (দ্র. **ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু**)। ⌐ স্যন্দনস্বভাব-আদ্যভিমানী দেবগণ, সমুদ্র, (সাদৃশ্যে) বিশাল আধার, নদবিশেষ, সিন্ধুনদীতীরস্থ দেশ ... ইত্যাদি; **বৈশ্য**বংশজাত অন্ধ মুনির ঔরসে শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত জনৈক মুনিকুমার। ✱

সী : ● শক্তিযোজনের সক্রিয় আধার যে।

সীতা : ● **সীত** (কর্ষণশক্তির যোজনাকারী তারিত) যে আধারে (যে জনগোষ্ঠীর মনোভূমিতে, যে পুরুষাধিকৃত বাহ্যভূমিতে); অথবা, (জন বা মজুর করে যে, সেই) **জনক** দ্বারা আহুত ও স্বীকৃত হইয়া তাহার 'পাইকারী কৃষি-উৎপাদন' কর্ম্মযজ্ঞে যে জনগোষ্ঠী দলে দলে মজুরী লইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিংবা, (জগতে প্রথম) পাইকারী হারে লাঙ্গল চালনা পূর্ব্বক ব্যাপক কৃষি-উৎপাদনে মজুর খাটিতে গিয়া যে বিশাল কৃষিমজুরগোষ্ঠী জন্মলাভ করিয়াছিল; অথবা, যাহাদের সহিত পরে নগদ-নারায়ণের ক্রীড়াকারী রূপের (বৃহৎপুঁজির বা **রামচন্দ্র**-এর) বিবাহ (চুক্তিপূর্ব্বক কর্ম্মরত হওয়ন) হইয়াছিল। ⌐ কৃষিমজুরগোষ্ঠী, **মিথিলার** রাজা **জনকের** কন্যা। ✱

সীত্য : ● **সীত** (কর্ষণশক্তির যোজনাকারী তারিত) থাকে যাহাতে; অথবা, **সীত**করণ করা হইয়াছে যাহাতে; কিংবা, (তখনকার কালে নবযুগের পথিক বলিয়া) যে জনগোষ্ঠীর মানুষেরা মাথার চুলে **সিঁথি** (সীঁতা, সীমন্ত) কাটিতে শুরু করিয়াছিল; অথবা, লাঙ্গল দিয়া **সীর**-এর পর **সীর** কাটিয়া (তু. শিরা) যে বাহ্যভূমিকে চষিয়া ফেলা হইয়াছে। ⌐ সিঁথি (সীঁতা) কাটা মাথা, হলাগ্র দ্বারা সমিত বা সমতলীকৃত, চষিয়া সমান-করা ক্ষেত্র।

সীবন : ● **সীব** (যুক্তিশক্তির বাহক) অনকৃত যাহাতে। ⌐ সেলাই করা, তন্তুসন্তান, সূচীকর্ম্ম।

সীম : ● **সী**-র (... কৃষিশক্তি যোজনকারীর) মিতকরণ বা সীমায়ন যাহাতে (যে অবধি); অথবা, (দৃশ্য বা অদৃশ্য লোকের) কোনো সত্তা যে এলাকায় সক্রিয়, তাহার **মর্য্যাদা** যে অবধি প্রতিষ্ঠিত বা সীমায়িত থাকে; কিংবা, যে সীমায়িত প্রকৃতিক্ষেত্র চাষকৃত হয় বা

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

হইয়াছে। □ সীমা, প্রান্ত, অবধি, চূড়ান্ত।

সীমন্ত : ● **সীম** (সীমায়িত শক্তিযোজনকারী) অনকৃত হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যে সীমায়িত মনোলোকের ক্ষেত্র বা ভূ-প্রকৃতির ক্ষেত্র চাষকৃত হইয়াছে; কিংবা, হলযোজিতার ঘোষণা থাকে যে দ্বিফালকৃত কেশবিন্যাসে। □ ফালকৃত কৃষিক্ষেত্র, (সাদৃশ্যে) কেশবিন্যাস, দ্বিফালবিন্যস্ত কেশের মধ্যস্থ বীথি।

সীমন্তিনী : ● **সীমন্ত**-কে অনকৃত করিয়া সক্রিয়ভাবে ধারণ করে যে; অথবা, **সীমন্ত** (দ্বিফালকৃত সিঁথি-কাটা) আছে যে নারীর কেশবিন্যাসে। □ নারী, স্ত্রী।

সীমা : ● **সীম**-এর (সীমায়িত শক্তিযোজন-কারীর) আধার যে; অথবা, কোনো সত্তার সক্রিয় থাকার এলাকা যে অবধি প্রসারিত আছে, তাহার বাহিরে নাই। □ গ্রামাদির প্রান্তভাগ, গ্রামদ্বয়ের মর্য্যাদা, সীমানা।

সীমানা : ● **সীমা** নাকৃত যে স্থান হইতে; অথবা, যে সীমাচিহ্নের বাইরে এলাকার সক্রিয়তা নাই, থাকে না; কিংবা, যে বেড়া, প্রাচীর, কাঁটাতারের বেড়া, সীমাখুঁটি ... ইত্যাদি অবধি এলাকার সীমা সক্রিয় থাকে। □ সীমা, প্রান্তভাগ, অবধি, শেষ, ক্ষেতের সীমা বা আল, সীমাচিহ্ন স্তম্ভাদি।

সীমান্ত : ● **সীমা**র অন্ত যাহাতে; অথবা, যে বেড়া, প্রাচীর, কাঁটাতারের বেড়া, সীমাখুঁটি ... ইত্যাদিতে গিয়া **সীমা**র অন্ত হইয়াছে। □ সীমাশেষ, শেষসীমা, সীমাস্বরূপ, সীমাসন্নিহিত দেশ বা ভূমি।

সীমা-সুরক্ষাবল : ● দেশের **সীমা** সুরক্ষিত রাখে যে সেনাবল। □ সীমারক্ষক সেনা-বাহিনী, 'বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স'।

সীর : ● **সী** (... শক্তিযোজনকারী) রহে যাহাতে; অথবা, যে দর্শন দ্বারা পাইকারী হারে কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করা হইত; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দ্বারা (যে কলম বা লাঙ্গল দ্বারা) মনোভূমিতে বা বাহ্যভূমিতে যথাবিহিত শক্তিযোজন করা যায়। □ **লাঙ্গল**-দর্শন; (সাদৃশ্যে) বাহ্য লাঙ্গল, হল, লাঙ্গলাকৃতি আয়ুধবিশেষ।

সীরধ্বজ : ● **সীর** (পাইকারী কৃষিপণ্য উৎপাদন) **ধ্বজা** যাহার; অথবা, বৌদ্ধযুগের প্রাক্কালে যে সমাজপরিচালক সত্তা 'পাইকারী হারে কৃষিজ পণ্য-উৎপাদন করা উচিত' - এইরূপ নীতিকে উচ্চকিত করিয়াছিল। □ মিথিলা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা মিথির পুত্র জনকরাজার অন্য নাম, বলরাম। *

সু : ● **স** (শক্তির যোজন, বিচ্ছুরণ, বিসর্জ্জন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, সক্রিয়তার প্রচলিত সীমার সর্ব্বোচ্চ (স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক, প্রকৃতিস্থ) রূপ থাকে যাহাতে; কিংবা, সত্তা নবরূপে উত্তীর্ণ বা প্রসূত যাহাতে। □ প্রশংসা, উৎকৃষ্ট, ভাল, অতিশয়, শোভন, প্রশস্ত, শুভ, শুদ্ধ ...; প্রসব, সুত।

সুঁই : ● **সুঁ** (সত্তা নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহস্যময়ভাবে) সক্রিয় যাহাতে। □ বেধনী, **সূচী**।

সুঁচ : ● **সুঁ** (সত্তা নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহস্যময়ভাবে) ত্যক্ত বা স্ফুটীকৃত যাহাতে। □ বেধনী, **সূচী**।

সুকণ্ঠ : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) কণ্ঠ যাহার। □ সুস্বর, কলকণ্ঠ।

সুকুমার : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) যে **কুমার**; অথবা, যে প্রচলিতের ঊর্ধ্বসীমালঙ্ঘনকারী প্রচলিতকে মারিতে পারে, তাহার উত্তম প্রকারে জন্ম যাহাতে; অথবা, যে নবজাত সত্তা

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। □ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

ভবিষ্যতে মহাজ্ঞানী বা মহাবলী হইবেন; কিংবা, (লক্ষণার্থে) কোমল-কান্ত বালক যে। ❐ (লক্ষণার্থে) অতিকোমল, কোমল, মৃদুল, সুললিত, কোমল-কান্ত, উত্তম বালক ...।

সুকৃতি : ● সু (শুভ) কৃত সক্রিয় যাহাতে; অথবা, (সমাজের চোখে) ভাল কাজ চলে যাহাতে (যে কর্ম্মে, যে কর্ম্মীর দ্বারা)। ❐ শোভন কর্ম্ম, ভাল কাজ, সুকর্ম্মা, সার্থককর্ম্মা।

সুকৃতী : ● সু (শুভ) কৃত-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, (সমাজের চোখে) ভাল কাজ বা শুভ কর্ম্ম করিয়াছে যে। ❐ সুকৃতবান, ধন্য।

সুখ : ● সু (উৎকৃষ্ট) খ (... খাওয়ন) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা উৎকৃষ্ট মানসিক ও বাহ্যিক খাদ্য খননপূর্ব্বক খাওয়ন করা হয়; কিংবা, যে উৎকৃষ্ট মানসিক ও বাহ্যিক খাদ্য-খাওয়ন করিয়া ত্রিতাপ-দুঃখের কারণস্বরূপ অভাবসমূহ পূর্ণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায় (তবে, আনন্দলাভ করা যায় না); অথবা, (লক্ষণার্থে) যাহা দ্বারা তৃপ্তিলাভ করা যায়। ❐ মনোহর, প্রীতিকর, ত্রিতাপদুঃখনাশ। (স্মর্ত্তব্য : রবীন্দ্র মতে, **সুখ** পাওয়া যায় সুগন্ধী সাবানে গায়ের ধুলো ধুয়ে; আর **আনন্দ** মেলে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে।)

সুখদ : ● **সুখ** দেয় যে; অথবা, যাহা হইতে সুখ লাভ করা যায়।

সুখটাক : ● **সুখ** হইতে জাত যে **টাক**; অথবা, নিশ্চিন্ত সুখী মানুষের মাথায় যে **টাক** হয়। ❐ স্বস্তিজাত টাক।

সুখী : ● **সুখ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **সুখ** ভোগ করিতেছে যে।

সুগত : ● সু (নবরূপে উত্তীর্ণ সত্তা) গত যাহাতে; অথবা; যাঁহার গতি নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে; কিংবা, যিনি উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন। / সুখে সংসার হইতে গত যিনি। (ব.শ.)। ❐ শোভনগতিবিশিষ্ট, বুদ্ধ, বৌদ্ধ।

সুগন্ধ : ● সু (উত্তম) গন্ধ যাহার; অথবা, ঘ্রাণসুখকর (শুঁখিতে ভাল লাগে) গন্ধ যাহার; অথবা, যাহার **গন্ধ** (খবর) তমগুণসম্পন্ন বলিয়া সমাজস্বীকৃত (রাষ্ট্রস্বীকৃত) নহে; কিংবা, যে পণ্যের গন্ধ (খবর) সমাজের (রাষ্ট্রের) নাকের আড়ালে চলাচল করে; অথবা, যে পণ্য সমাজের (রাষ্ট্রের) চোখ-কান-নাকের আড়ালে লেনদেন করা হয়; কিংবা, **গন্ধ**বণিকেরা যে **গন্ধদ্রব্য** লেনদেন করেন; অথবা, 'সুগন্ধ সমিতির' সদস্যেরা (চোরেরা) যে পণ্য লেনদেন করিয়া থাকেন। /সু গন্ধ যাহার (অ-স্বাভাবিকত্ব হেতু ই-অভাব); অথবা, যাহার অ-স্বাভাবিকগন্ধ শোভন; কিংবা, শোভন গন্ধ বা দ্রব্য যাহার। (ব.শ.)। (স্বাভাবিক গন্ধ বুঝাইলে 'সুগন্ধি'। ছা.অ.)। ❐ সুগন্ধবান, চন্দনবৃক্ষ, গন্ধক, গন্ধবণিক, চন্দন, জিরা। ('ঢাকা সুগন্ধ সমিতি' নামে চোরদিগের একটি সংগঠনের সংবাদ একবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদ-কীয়তে ছিল।)

সুগন্ধি : ● **সুগন্ধ** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে **গন্ধ** (যে পণ্যগন্ধ) সমাজ (রাষ্ট্র) কর্ত্তৃক স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে; কিংবা, যে গন্ধ তমোগুণসম্পন্ন হইলেও শুঁখিতে ভাল লাগে এবং সমাজও (রাষ্ট্রও) তাহা মানিয়া লইয়াছে। / সু গন্ধ যাহার - তদেকান্তগ্রহণ হেতু সমাসান্ত 'ই'; বহুব্রীহি সমাসে সু উদ্ পূর্তি সুরভি শব্দের পরবর্ত্তী 'গন্ধ' শব্দের উত্তর 'ই' হয়। (ব.শ.)। ❐ সদ্গন্ধযুক্ত, সুরভি, ধার্ম্মিক, সহকার, ধনে।

সুগ্রীব : ● সু (উৎকৃষ্ট) গ্রীবা যাহার; অথবা,

যে দূর হইতে গলা বাড়াইয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে; কিংবা, **রামরাজত্বে** যাহাদিগকে লইয়া আমলাতন্ত্রের পদগুলি পূর্ণ করা হইয়াছিল। ❐ **কিষ্কিন্ধ্যা**পতি বানররাজ। ইনি **বালি**র কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ❋

সুচারু : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **চারু**; অথবা, উৎকৃষ্ট সামঞ্জস্য বজায় করিয়া চারিয়ে দেওয়া বা বিন্যস্ত করা হইয়াছে যাহাকে। ❐ সুমনোহর, অতিকমনীয়, সুন্দর, সমধুর।

সুচেল : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) যে **চেল** (বস্ত্র, বস্ত্র-উৎপাদক)। ❐ সুন্দর বস্ত্র, সূক্ষ্ম বসন, পট।

সুজন : ● **সু** (ভাল) যে **জন**; অথবা, যে ব্যক্তি (কর্ম্মী) ভাল (যথাযথ, ঠিকঠাক) শ্রম-**জন**ন করে বা করিতে পারে; কিংবা, সৎভাবে শরীরায়াস বিক্রয় করে যে; অথবা, যথাবিধি পারিশ্রমিক লইয়া ঠিকঠাক **জন** খাটে যে (ফাঁকি দেয় না, কাজের ক্ষতিও করে না); অথবা, লক্ষণার্থে, যে মানুষ কথামতো কাজ বা লেনদেন করে। ⊓ ভালমুনিষ, (লক্ষণার্থে) ভালমানুষ, সজ্জন, সাধু।

সুজয় : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) জয় থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে অনায়াসে জয় করা যায়; কিংবা, যে অনায়াসে (কাহাকেও) জয় করিতে পারে। ❐ সুখে জেয়, সর্ব্বোৎকর্ষ।

সুজিত : ● ভালভাবে জিত (পরাজিত) যে।

সুজিৎ : ● ভালভাবে জয়ী যে।

-সুটি : ● **সু**-এর (উৎকৃষ্টের) টঙ্কার সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট বা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক (প্রকৃতিস্থ) থাকার টঙ্কার নির্গত হইয়া থাকে। (দ্র. **গুটিসুটি**)।

সুড়ঙ্গ : ● **সুড়**-এর (ভাল গড়ানের) **ঙ্গ** (রহস্যরূপে গমন) যাহাতে (যাহার মাধ্যমে); অথবা, যাহার ভিতর দিয়া ভালভাবে গড়াইয়া বা গলিয়া গমন করা যায়। ❐ মাটির ভিতরে খাত শুণ্ডাকৃতি সরু পথ, সিঁধ।

সুড়সুড় : ● **সুড়**-এর (ভাল গড়ানের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে দ্রুত বা শ্লথ, বিঘোষিত বা অঘোষিত ... ইত্যাদি ভাবে যাওয়ন বা করণ ঘটে না - স্বাভাবিক বা প্রকৃতিস্থভাবে ঘটে। / কোনো কাজের জন্য অবয়ববিশেষের কণ্ডূতিবোধ যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ শুকনো পাতার উপর সর্পাদির মৃদু গমনের শব্দ।

সুড়সুড়ি : ● **সুড়সুড়** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, গায়ের কোনো স্থানে পালক, শুকনো ঘাস, মৃদু অঙ্গুলিচালন ... ইত্যাদির **সুড়সুড়** গমন চলিলে যে অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। / অবয়বে অঙ্গুলির লঘুমৃদু অবমর্শনজন্য স্পর্শবোধবিশেষ যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ কাতুকুতু। ('হাসিয়া পায়ের তলে দেয় **সুড়সুড়ি**'; রবীন্দ্র।)

সুত : ● **সু** (সত্তা নবরূপে উত্তীর্ণ বা প্রসবিত) হইয়া **ত**ারিত যাহাতে (যে সত্তায়); অথবা, যাহা (সন্তান রূপে) প্রসূত হইয়াছে। ❐ উৎপাদিত, জনিত, অভিষুত, চোয়ান, পুত্র, বৎস, সন্তান।

সুতপা : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **তপ** (শ্রম) করে যে বা যাহারা; অথবা, যে (বা যাহারা) সবচেয়ে বেশি ও উৎকৃষ্ট পরিশ্রম করে; কিংবা, যাহাদের শ্রমের গুণ ও পরিমাণ দুইই উৎকৃষ্ট। ❐ খাটিয়ে, পরিশ্রমী, কর্ম্মযোগী।

সুতরাং : ● **সুত** (ক্রমান্বয়ে তারিত বা প্রসূত) **রাং** (রহে যাহাতে তাহার রহস্যরূপ) যাহাতে; অথবা, যাহা ক্রমান্বয়ে তারিত হইয়া সন্তান-পরম্পরায় (যুক্তি-পরম্পরায়) তদবধি আসিয়াছে। ❐ অধিকতরভাবে,

অতিশয়, অত্যন্ত; অতএব, এই হেতু।

সুতো : ● **সুত**-এর (ক্রমান্বয়ে তারিত বা প্রসূত সত্তার) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, কার্পাসাদি হইতে প্রসূত বা ক্রমান্বয়ে তারিত সত্তা বা তন্তুর সর্ব্বপ্রকার রূপ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা বস্ত্রাদি বয়ন করা হয়। ◘ বৃক্ষাদির আঁশ দ্বারা প্রস্তুত সূক্ষ্ম দড়ি, বস্ত্রের মূল উপকরণ।

সুদ : ● **সু** (... প্রসূত) হইয়া **দত্ত** যাহাতে; অথবা, যাহা সন্তান রূপে প্রদত্ত হয়; কিংবা, মূলপুঁজির বা বিনিয়োগ পুঁজির বৎসরূপে যাহা বৃদ্ধি পায়; অথবা, **রামচন্দ্র** হইতে যে **লব** ও **কুশ**-এর জন্ম হইয়াছিল। ◘ লাভ, কুশ, কুসীদ, বৃদ্ধি।

সুদামা (সুদামন) : ● **সু** (উত্তম) **দাম**-এর আধার যে; (অথবা, উত্তম **দাম** চলমান যাহাতে); কিংবা, যে প্রয়োজনে না-খাইয়া থাকিতে পারে কিন্তু অধিক **দাম** না পাইলে মাল ছাড়ে না, উচ্চ **দাম**-এর সাহায্যে ধরিয়া রাখে। (দ্র. **দামন, দামিনী**)। ◘ শোভনদাতা, ভূরিদাতা, মেঘ, পর্ব্বতবিশেষ, সমুদ্র, ঐরাবত, 'শ্রীদামা', কৃষ্ণের সখা।

সুদেষ্ণা : ● **সুদ** (... বৃদ্ধি) গ্রহণে ইচ্ছুক যে জনগোষ্ঠী; অথবা, ভারতের ইতিহাস অনুসারে ব্যক্তিমালিকানাবাদী শাসকের (মৎস্যরাজার) যে প্রজাগণ উদ্বৃত্ত উৎপাদন করিয়া তাহা বেচিয়া লাভ বা বৃদ্ধি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল; কিংবা, ভারতে কর ও খাজনাদির প্রচলনকারী শাসকের যে প্রজাগণ টাকার সুদ বা বৃদ্ধি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। ◘ **মৎস্যরাজ** বিরাটের স্ত্রী, **বলি**রাজার স্ত্রী। ❋

সুধা : ● **সু** (উৎকৃষ্ট বা প্রসূত) ধারিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে শ্রেষ্ঠ সত্তা বা প্রসূত সত্তা ধারিত হইয়া থাকে; কিংবা, যে উৎকৃষ্টকে ধারণ করিবার অত্যন্ত চেষ্টা করা হয়; অথবা, অতি উচ্চমানের জ্ঞানজাত (জ্ঞানরস, অর্থরস, কাব্যরস ...) বা কর্ম্মজাত (পণ্যরস, অর্থরস, টাকা ...) সত্তা থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা মানসিক বা দৈহিকভাবে পান করিতে মধুর লাগে। / যাহা সুখে পান করা যায়। (ব.শ.)। ◘ জ্ঞানরস, ধনরস, চন্দ্রকর, (সাদৃশ্যে) মধু, রস, জল, দুগ্ধ।

সুধাংশু : ● বিক্রিবাটার মাধ্যমে বিকীর্ণ বৃহৎপুঁজির যে ক্ষুদ্রাংশ (অংশু) গ্রহণ করিতে **সুধা**সমান মধুর লাগে; অথবা, (সাদৃশ্যে) বিকীর্ণ চন্দ্রকিরণের যে ক্ষুদ্রাংশ (অংশু) ভোগ করিতে **সুধা**সমান মধুর লাগে। / সুধা অংশু যাহার; অথবা, যাহার কিরণ সুধাতুল্য। (ব.শ.)। ◘ বৃহৎপুঁজি, (সাদৃশ্যে) চন্দ্র, কর্পূর।

সুধাকর : ● **সুধা** (... মধুর ন্যায় ভোগ্যের) **আকর** (করসমূহের আশ্রয়) যাহাতে; অথবা, **কবা** (কৃত) বা উৎপাদিত পণ্যাদি বিক্রিবাটা করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা রাশী হয় যাহাতে; কিংবা, ব্যক্তিপুঁজি সঞ্চিত হয় যাহাতে। / সুধার আকর যে। (ব.শ.)। ◘ বৃহৎপুঁজি, (সাদৃশ্যে) চন্দ্র।

সুধাময় : ● **সুধা** (... মধুর ন্যায় ভোগ্য) **ম** (বিন্দুবৎ পরিমিত) রূপ গ্রহণ করিয়া ব্যাপ্ত থাকে যাহাতে; অথবা, ব্যক্তিপুঁজির বা ধনরসের ভাণ্ডার যে। ◘ বৃহৎপুঁজি, (সাদৃশ্যে) চন্দ্র।

সুধী : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) যে **ধী** (জ্ঞানাদি রসের সক্রিয় আধার যে); অর্থাৎ, জ্ঞানাদির যে সক্রিয় আধার উৎকৃষ্ট। ◘ শোভনবুদ্ধি,

প্রাজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সহজ ভাল বুদ্ধি ...।

সুধীর : ● **সুধী** (উৎকৃষ্ট প্রাজ্ঞ সত্তা) রহে যাহাতে; অথবা, যিনি যথেষ্ট প্রাজ্ঞ বলিয়া স্বভাবত অতিধীর। ⌐ অতিধীর, সুপণ্ডিত, সুশান্ত।

সুনিষণ্ণক (সুষুনিশাক) : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **নিষণ্ণ** (নি-সদনকৃত, নিবসিত, উপবিষ্ট) করে যে। / সু নিষণ্ণ (নিদ্রা) যাহা দ্বারা; অর্থাৎ, যাহা দ্বারা গাঢ় নিদ্রা হয়। (ব.শ.)। ◻ এক প্রকার শাক।

সুনীত : ● যাহা **সু** (উৎকৃষ্ট) ভাবে আনীত হইয়াছে; অথবা, যাহা **সু**-ভাবে বা সমাজস্বীকৃত-নীতি অনুসারে আনয়ন করা হইয়াছে। ◻ সম্যক পরিচালিত, সুনীতি সহিত, শোভন আনয়ন-কৃত, সাধু রাজনীতি।

সুন্দর : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **উন্দ** (আত্মোন্নয়ন না করিয়া নিম্নে অবস্থিতের সমান হওয়া) রহে যাহাতে; অথবা, উৎকৃষ্ট সামঞ্জস্য সাধন করে যে বা কৃত যাহাতে; কিংবা, উৎকৃষ্ট সামঞ্জস্য সাধিত বলিয়া যাহা স্বভাবতই দৃষ্টিনন্দন বা মনোহর হয়; অথবা, হ্যাঁ ও না-এর বা পুরুষ ও প্রকৃতির সর্বোচ্চ মিলনসাধন করা থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে পরস্পরবিরোধী দুই সত্তা পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার করে, তদ্রূপ করা থাকে যাহাতে। ⌐ রুচির, চারু, মনোজ্ঞ, মনোরম, কান্ত।

সুন্দরী : ● **সুন্দর**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে নারী তাঁহার পরিপার্শ্বের সকলের সহিত আপন সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলেন (যার ফলে তাঁহাকে আপনার সমান বলিয়া মনে হয় অন্যদের)। ◻ মানসিকভাবে সুন্দর, যোষিদ্‌বিশেষ, উত্তম স্ত্রী; (সাদৃশ্যে) রূপ-লাবণ্যসম্পন্না স্ত্রী। (সংকলকদ্বয়ের 'সুন্দর হে সুন্দর' গ্রন্থে এই বিষয়ে অতি বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।)

সুপর্ণ : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **পর্ণ** (জীবিকা, বৃত্তি, পেশা) যাহার; অথবা, যে উৎকৃষ্ট পেশায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করে; কিংবা, যাহার ভাগে সমাজবৃক্ষের ভাল পাত পড়িয়াছে; অথবা, খুব ভাল 'চাকুরী' করে যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে গাছের পাতা বা ফুলের পাপড়ি উৎকৃষ্ট। ◻ শোভনপত্র, স্বর্ণচূড়, নাগকেশর।

সুপ্ত : ● **স** (সত্তা) **উপ্ত** (নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া পালন-তারিত) যাহাতে; অথবা, যে সত্তার পালন নবরূপে উত্তীর্ণ (শায়িত) হইয়া তারিত হইয়া আছে; কিংবা, দেহ ও মন উভয়েই আমিত্বের (আত্মার) নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া স্বতন্ত্র হইয়া চলমান থাকে যাহাতে; অথবা, যে শায়িত দেহ ও উড়ন্ত মন অনিয়ন্ত্রিত কিন্তু অচেতন নহে; কিংবা, যাহার দেহ শায়িত হইয়া স্বভাবত সক্রিয় আছে, কিন্তু মন শায়িত না হইয়া অনিয়ন্ত্রিতভাবে যাচ্ছেতাই করিতেছে; অথবা, যে সত্তা দৈহিকভাবে শায়িত হইয়া দৈহিক শক্তি অর্জ্জন এবং মানসিকভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি, মিথ্যা পরিশ্রম বা ব্যায়ামাদি করিয়া মানসিক শক্তি অর্জ্জন করিতেছে। ◻ শয়িত, নিদ্রিত, কৃতশয্যাগ্রহণ, স্বকার্য্য-অক্ষম, লীন, নষ্টচেতন।

সুপ্তি : ● **সুপ্ত** (দৈহিক শয়ন এবং মানসিক মিথ্যা পরিশ্রম বা ব্যায়ামকরণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **সুপ্ত**-হওয়ন চলে যাহাতে। ◻ নিদ্রা, শয়ন, শয্যাগ্রহণ, স্পর্শ-অজ্ঞতা, সুপ্ত-অঙ্গতা।

সুবচনী : ● **সুবচন**-এর (উচ্চারিত অর্থপূর্ণ

সুকথার) আধার যে; অথবা, যে প্রকৃতি সুবচন ধারণ করেন; কিংবা, যথাযথ বাস্তব ধারণার বা অর্থের সুপরিবহনকারী শব্দের ব্যবহার করিতে পারেন বা করেন যিনি। / যাঁহার বাক্য সফল। (ব.শ.)। ◻ 'শুভচণ্ডী' মূল, স্ত্রীপূজ্য দেবীবিশেষ।

সুবর্ণ : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **বর্ণ** (রং) যাহার। ◻ শোভনবর্ণ, উত্তমবর্ণবিশিষ্ট, সুরূপ, স্বর্ণময়, কাঞ্চন, হেম।

সুবর্ণবণিক : ● / সুবর্ণের বাণিজ্য করে যে। (ব.শ.)। ◻ সোনার বেনে।

সুবাদ : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) যে **বাদ** (কথা); অথবা, যাহাতে ইষ্ট কথাবার্ত্তা থাকে; কিংবা, সুকথা বলে যাহারা (যে আত্মজনেরা)। ◻ সুকথা, সম্বন্ধ, সম্পর্ক।

সুবিধা : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **বিধা** (বিশেষ, বিকল্প, বিপরীত ভাবে ধারিত রীতিনীতি বা পন্থা) যাহাতে; অথবা, উৎকৃষ্ট পন্থা থাকে যাহাতে। ◻ সুপ্রকার, অনুকূলভাব, সুযোগ, সদুপায়।

সুব্রত : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **ব্রত** (... দায়িত্ব বহনে রত থাকা) যাহার; অথবা, যে ব্যক্তি ভাল ভাবে তাহার সামাজিক দায়িত্বস্বরূপ কর্ম্ম (জ্ঞানদানব্রত, বাণীব্রত, সত্যব্রত, কৃষিব্রত, গোপালন-ব্রত, রাজসেবা-ব্রত বা সরকারী চাকুরী, দেবব্রত বা বাণিজ্য-ব্রত ... যে কোনো এক বা একাধিক **ব্রতকর্ম্ম**) করিয়া থাকে; কিংবা, (সায়ণ মতে) শোভন কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি নিয়মবান যে; অথবা, যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ব্রতস্বরূপ শোভনভাবে, প্রয়োজনে না খাইয়া, উৎপন্নাদি সঞ্চয় করিয়া ও বিক্রিবাটা করিয়া কালাতিপাত করে। ◻ সংশিত ব্রত, ব্রহ্মচারী।

সুব্রতা : ● **সুব্রত**-এর সক্রিয় আধারশক্তি যিনি; অথবা, **সুব্রত**-এর ব্রতই একমাত্র ব্রত (অর্থাৎ, **সুব্রত**-এর ব্রতকে সফল করাই একমাত্র ব্রত) যে নারীর; কিংবা, (সাদৃশ্যে) (লাথি মারে না বলিয়া) যে গাভীকে সুখে দোহন করা যায়। ◻ পতিব্রতা, (সাদৃশ্যে) সুখে দোহনীয়া গাই।

সুভগা : ● যে প্রকৃতির **সু** (উৎকৃষ্ট) **ভগ** (উৎপাদনের উপায়) আছে (বলিয়া তাহাতে পুরুষ কর্ম্মরত হইতে যায়); অথবা, যে ভূপতির উৎকৃষ্ট জমি, সেচব্যবস্থা, লাঙ্গল, বলদ ও দড়ি-দড়া কোদাল-কাস্তে ইত্যাদি থাকে (বলিয়া তাহাতে কৃষিমজুরস্বরূপ 'পুরুষ' কর্ম্মরত হইতে যায়); কিংবা, যে শিল্পপতির উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি সম্বলিত কর্ম্মশালা বা কারখানা এবং তাহার উপযোগী কয়লা তেল প্রভৃতি থাকে (বলিয়া তাহাতে শ্রমিকস্বরূপ 'পুরুষ' কর্ম্মরত হইতে যায়); অথবা, (সাদৃশ্যে) যে নারীর ভাল **ভগ** বা যোনি আছে (বলিয়া তাহাতে পুরুষ কর্ম্মরত হইতে যায়)। ◻ **ভগবতী, ভাল কর্ম্মক্ষেত্রপতি,** বাহ্যভূমিক্ষেত্রপতি, কারখানাপতি, শোভন-ভাগ্য, রমণীয়া, ভাগ্যবতী।

সুমন : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **মন** (মানুষকে দেওয়া প্রকৃতির জগৎ-পরিমাপকরণকারী অনুপম ব্যবস্থা) যাহার (যে পুরুষের)। দ্র. **মন, মত**।

সুমনা : ● **সুমন** থাকে যে আধারে; অথবা, **সুমন**কে ধারণ করে যে প্রকৃতি (স্ত্রী)।

সুমনাঃ (সুমনস্) : ● **সুমন**-এর আধার সম্পূর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **মনঃ (মনস্)** কার্য্যকরীভাবে আপাত সম্পূর্ণ বলিয়া তাহা বাস্তবকে যথাযথ **মনন** (পরিমাপ করিয়া **মত** বা **অমত**-এ পৌঁছিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ) করিতে পারে; কিংবা, যে **মন** এতই উৎকৃষ্ট যে সে যেরূপ ভাবিয়া স্থির করে তাহাই কার্য্যে

পরিণত করা যায়। / সঙ্কল্পমাত্রে সিদ্ধিলাভ হেতু শোভনমনা যে; অথবা, যাহা মনকে প্রীত করে ও শ্রী ধারণ করে। (ব.শ.)। ❐ শোভনবুদ্ধি, প্রশস্তচিত্ত, উদারচেতাঃ, সন্তুষ্ট-মনস্ক, সুর, দেব, সজ্জন, বেদাধ্যেতা, (সাদৃশ্যে) নিম্ব, গোধুম, পুষ্প, মালতীলতা, জাতীপুষ্প, চামেলী, শতপত্রী।

সুমিত্রা (সুমিত্‌ত্রা) : ● সু (উৎকৃষ্ট) **মিত্‌ত্র**-এর (**মিত্‌ত্র**-দেবতার) আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠী কৃষি ও শিল্প (কৃষিজ ও কারুজ) উভয় প্রকার উৎপন্নের উদ্বৃত্ত সংগ্রহ ও বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করে; কিংবা, কৈকেয়ী (কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী) ও কৌশল্যা (কুশলতাজীবী বা কারুজীবী জনগোষ্ঠী) খাইয়া ফেলার পর যে দুইখানি **আম**-এর ছালটুকু যাহার ভাগে পড়ে। ❐ দশরথের তৃতীয়া স্ত্রী ও যমজ সন্তান লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নর মাতা। *

সুমেরু : ● সু (উৎকৃষ্ট) **মেরুকরণ** যাহাতে; অথবা, যে **মেরু**তে সমাজের সম্পদ মেরুকৃত হইয়া পুঞ্জীভূত হয়; অথবা, সমাজের সুখস্বর্গ-লোক থাকে যে স্থানে; কিংবা, (পৌরাণিক ভাষায়) যাহার পৃষ্ঠে স্বর্গ বা সুরালয় বলিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ যে স্থানে আবাস করেন ... ইত্যাদি। / উচ্চতা হেতু সুষ্ঠু জ্যোতিঃ প্রক্ষেপণ করে যে। (ব.শ.)। ❐ সমাজের সুখস্বর্গলোক, রাষ্ট্রের শাসকগণের সুখস্বর্গলোক, (পৌরাণিক ভাষায়) মেরুপর্ব্বত, হেমাদ্রি, রত্নসানু ... ইত্যাদি, (সাদৃশ্যে) পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত (north pole)। *

সুয়া : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **য়া** (যাওয়া থাকে) যাহাতে; অথবা, যাহাতে (যে নারীতে) গমন করিতে ভাল লাগে; কিংবা, (লক্ষণার্থে) যে নারী পতিপ্রিয়া হয়। ❐ সুভগা স্ত্রী, পতিপ্রিয়া।

সুয়ো : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **য়ো** (যাওয়া নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে) যাহাতে; অথবা, যে নারীতে গমন করিতে ভাল লাগে বলিয়া সেই নারী পতিপ্রদত্ত সকল সুযোগ লাভ করে।

সুর : ● **সু** (প্রসূত, উৎকৃষ্ট) **শব্দ** (পণ্য) রহে যাহাতে; অথবা, যে উৎকৃষ্ট প্রসূত সত্তা **শ্রবণ** এ গত হয়; কিংবা, প্রসূত পণ্যাদির সার বা ধনসম্পদ ভোগ করেন বা ভোগের নেশায় নেশাগ্রস্ত থাকেন যাঁহারা; কিংবা, যাঁহারা ধনসম্পদ ভোগ করিয়া সুখস্বর্গলোকে থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট মনে হয়; অথবা, জনসমুদ্র মন্থন করিয়া যে ধনসম্পদ (অমৃত) 'প্রসবিত' হয় তাহা ভোগ করেন যাঁহারা; কিংবা, যাহা দোকানে পৌঁছায়; অথবা, (সারূপ্যে) যাহা কানে পৌঁছায়। / যিনি দীপ্তি পান বা প্রভুত্ব করেন; অথবা, যাঁহারা মন্থনোত্থিত সুরা গ্রহণ করেন। (ব.শ.)। ❐ রাষ্ট্রীয় পুঁজির অধিকারী, ব্যক্তি পুঁজির অধিকারী, ধনপতি, দেব, দেববিগ্রহ, সূর্য্য, পণ্ডিত, কায়স্থের উপাধি; (সারূপ্যে) গলার স্বর, বাদ্যধ্বনি।

সুরকামিনী : ❐ **অপ্সরা**।

সুরগণ : ❐ **দেবগণ**।

সুরগায়ক : ❐ **গন্ধর্ব্ব**।

সুরত : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) ভাবে (কর্ম্ম) **রত** যে; অথবা, যাহাতে **পুরুষ** ও **প্রকৃতি** পরস্পরে যুক্ত হইয়া ভালভাবে **কর্ম্মরত** আছে। / যাহাতে অত্যাসক্তি হয়। (ব.শ.)। ❐ ক্রীড়াযুক্ত, **নিধুবন**, মৈথুন। দ্র. **কেলি, ক্রীড়া, লীলা**।

সুরতরু : ❐ **কল্পতরু**।

সুরতহাল : ● **সুরত**-এর হাল জানা হয় যাহাতে; অথবা, **পুরুষ** ও **প্রকৃতি** (শাসক-শাসিত, জমিদার-প্রজা, নিয়োগী-নিযুক্ত,

প্রভু-ভৃত্য, শিক্ষক-ছাত্র, স্বামী-স্ত্রী ...) পরস্পরে যুক্ত হইয়া যে যাহার কর্ম্মরত অবস্থা ঠিকঠাক চালাইতেছে কিনা, তাহার হাল-হকিকৎ জানা হয় যাহাতে; কিংবা, কর্ম্মরত **পুরুষ-প্রকৃতির সুরতিতে** কোনো বাধা পড়েছে কিনা তাহা জানা হয় যাহাতে। ◘ ঘটনার প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা বা প্রকৃত অবস্থা, ঘটনার প্রকৃত অবস্থার তদারক।

সুরতি : ● **সুরত** সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে উৎকৃষ্ট প্রকারে কর্ম্মরত অবস্থা চলিতেছে। ◘ নিধুবন।

সুরনদী : ◘ **গঙ্গা**।

সুরপুর : ◘ **স্বর্গ**।

সুরভি : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **রভ** (রক্ষণ-ভক্ষণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে **সম্প্রদায়** উৎকৃষ্ট দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া তাহার পরিচালক-মহর্ষিদের নির্দ্দেশানুসারে উৎকৃষ্ট সম্পদ উৎপাদন করিত; কিংবা, সমাজস্বীকৃত (রাষ্ট্রস্বীকৃত) পণ্য-উৎপাদনব্যবস্থা, পণ্য, পণ্যগন্ধ থাকে যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে গাভী তাহার প্রভুর মনোহারী ক্ষীরাদি উৎপাদন করিত। / যাহাতে হৃষ্ট হয়। (ব.শ.) ◘ সাধুগন্ধ, বিখ্যাত, চম্পকবৃক্ষ, শমী, কদম্ব, বকুল, গোমাতা, কপিলা, সমুদ্রমন্থনকালে উত্থিতা অতি শক্তিশালিনী, অদ্ভুতকর্মা **কামধেনু**; মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী। *

সুরা : ● **সুর**-এর আধার যে; অথবা, **সুর** থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহার (যে ধন-সম্পদের) নেশায় **সুর**গণ (দেবগণ) নেশাগ্রস্ত থাকেন তাহা থাকে যাহাতে (যে ধনরত্নে, কাঁচা টাকায়); অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহার নেশায় মাদকাসক্তগণ ডুবিয়া থাকে। ◘ অভিযুত দ্রব্য, কাঁচা টাকা, (সাদৃশ্যে) মদ্য।

সুশ্রী : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **শ্রী** (জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য) যাহাতে; অথবা, যাহার উৎকৃষ্ট রূপ ও গুণ (রূপসম্পন্ন ও গুণসম্পন্ন সম্পদ) উভয়ই আছে। ◘ শোভনদীপ্ত, দিব্যশ্রী, অতিসুন্দর।

সুশ্রুত : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **শ্রুত** করণ করিয়াছিলেন যিনি; অথবা, যে জন বা গোষ্ঠী শুনিয়া শুনিয়া সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র রপ্ত করিয়াছিলেন; কিংবা, যিনি বা যে গোষ্ঠী আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক পুস্তক 'সুশ্রুত-সংহিতা' রচনা করিয়াছিলেন। ◘ লোকে প্রসিদ্ধ, সাবধানে আকর্ণিত, বহুশ্রুত, শ্রুতিজ্ঞানসম্পন্ন, চিকিৎসা শাস্ত্রবিশেষের প্রণেতা **বিশ্বামিত্রের** পুত্র। *

সুষুনিশাক : ● সুষুপ্তি সক্রিয়ভাবে অন (চলমান) করে যে শাক। দ্র. **সুনিষণ্ণক**।

সুষম : ● / সু (শোভন) সম (সর্ব্ব) যাহাতে। (ব.শ.)। ◘ শোভনসম, সুন্দর, চারু, সম, সমতল।

সুস্থ : ● **সু** (ভাল) **স্থ** (থাকা) যাহাতে; অথবা, যে (শারীরিক ও মানসিক ভাবে) ভাল আছে। ◘ অনাতুর, অনাকুল, শান্ত, শান্তিকাল।

সুহিত : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) ধাত (হিত) যে বা যাহাতে; অথবা, উৎকৃষ্টভাবে ধারিত যে। ◘ অতিহিতকর, বিহিত, তৃপ্ত, তৃপ্তি।

সুহৃৎ (-হৃদ্) : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **হৃৎ** (হরণপূর্ব্বক তারণ) করে যে; অথবা, উৎকৃষ্টভাবে দুঃখাদি হরণপূর্ব্বক তারণ করে যে; কিংবা, মিত্রের দুঃখ হরণ করে যে। / সু হৃদয় (হৃদ্) যাহার; অথবা, প্রত্যুপকার অপেক্ষা না করিয়া উপকার করে যে। (ব.শ.)। ◘ মহাত্মা, মিত্র, সতত অনুমত বা অনুকূল জন, স্বভাবতঃ হিতাশংসী।

সুস্মা (সুম্ভ) : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) **স্মা** (হওয়ন

সীমায়িত) যাহাতে; অথবা, যাহাদের (যে দেশের অধিবাসীদের) অস্তিত্বকে (অত্যধিক কর বসাইয়া) অত্যন্ত সীমায়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ❒ দেশবিশেষ, বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিকের দেশসমূহ, বলিপুত্র সুহ্মের নামানুসারে তদধিকৃত দেশ। (পঞ্চ বলিপুত্র **অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম**। দ্র. **দীর্ঘতমা**।)

সূ : ● **স** (শক্তির যোজন, বিচ্ছুরণ, বিসর্জ্জন) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া আধারিত যাহাতে; অথবা, সক্রিয়তার প্রচলিত সীমার সর্ব্বোচ্চ (স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক, প্রকৃতিস্থ) রূপ থাকে যে আধারে; কিংবা, সত্তা নবরূপে উত্তীর্ণ বা প্রসূত যে আধারে।

সূক্ত : ● **সু** (উৎকৃষ্ট) উক্ত (কথিত) যাহা; অথবা, যাহা উৎকৃষ্টভাবে, শুদ্ধভাবে, শুভভাবে ... বলা হয় বা হইয়াছে; কিংবা, প্রাচীন ভারতের মনীষীবচন সমূহকে যে অভিধায় চিহ্নিত করা হইত। ❒ সাধুকথিত, গম্ভীরার্থ, বেদের স্তোত্র, শোভনবচন, হিতকর বচন।

সূক্তি : ● **সূক্ত** (উৎকৃষ্ট কথা) সক্রিয় যাহাতে। ❒ শোভনবাক্য, সৎবাক্য, সরসবাক্য।

সূক্ষ্ম : ● **সূক্** (প্রসূতকরণ) দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজনপূর্ব্বক সীমায়িত যাহাতে; অথবা, সূচ (সুঁই) সমান সত্তাকে বিশেষ দিশায় প্রয়োগ করিয়া সীমায়িত করিয়া রাখা হয় যাহাতে। ❒ অল্প, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, অতি পাতলা, অতি সরু।

সূচ : ● **সূ**-কে (প্রসূতকে) **চ** (ত্যাগকরণ) যাহাতে; অথবা, যাহা প্রসূত হইয়া ব্যক্ত বা স্ফুটীকৃত হয়; কিংবা, প্রসূতের ত্যাগকরণের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়া থাকে; অথবা, যাহার প্রসবিত কচি, সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ মুখ কুশঘাসের বা সুঁইয়ের ন্যায় (পরোক্ষে পরদোষকথনের ন্যায়) দেহের বা মনের চামড়ায় স্ফুটিত হয় বা ফোটে। ❒ পৈশুন্য, ব্যক্তীকরণ, বিজ্ঞাপন; সূচনা করা, ব্যক্ত করা; দর্ভাঙ্কুর; সুঁচ, সুঁই।

সূচক : ● **সূচ** (...ব্যক্তীকরণ) করে যে; অথবা, সুকথা কুকথা অকথা আওয়াজ ... ইত্যাদি প্রসব করে যে। / যে কানে পরোপকারের কথা বলে; অথবা, যে পরের বর্ত্তমান বা অবর্ত্তমান দোষ বলে; কিংবা, পরদোষদর্শনার্থ রাজার নিযুক্ত যে ব্যক্তি পরদোষ জানিয়া রাজার নিকটে প্রকাশ করে; অথবা, নাটককথা সূত্রের সূচনা করে যে। (ব.শ.)। ❒ ব্যক্তীকারক, অন্তর্দ্রোহী, কর্ণেজপ, কুক্কুর, কাক, শৃগাল, বিড়াল, সিদ্ধগণ, পিশাচ, বুদ্ধ, সূত্রধার, কথক।

সূচনা : ● **সূচ** (...ব্যক্তীকরণ) অন (চলমান) হয় যে আধারে। ❒ উপক্রম, আরম্ভ।

সূচি : ● **সূচ** (...ব্যক্তীকরণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **সূচ**করণ চলে; কিংবা, যাহা দ্বারা ব্যক্তিকরণপূর্ব্বক বিপরীত পক্ষকে স্ফুটীকরণ করা (ফোটানো) চলিতে থাকে। ❒ আঙ্গিকাভিনয়বিশেষ, নৃত্যভেদ, সূক্ষ্মাগ্রভাগ, হুল, শলাকা, কন্টক, সূচিমুখ দ্রব্যমাত্র।

সূচিত : ● **সূচি** (সক্রিয় ব্যক্তীকরণ) তারিত যাহাতে; অথবা, **সূচ**করণ সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে। ❒ ব্যক্তীকৃত, ঘোষিত, জ্ঞাপিত, কথিত।

সূচী : ● **সূচ** (...ব্যক্তীকরণ) সক্রিয় যে আধারে; অথবা, যাহা **সূচ**কে সক্রিয়ভাবে ধারণ করে; কিংবা, যাহা ব্যক্তীকরণকারীকে বা ব্যক্তীকরণপূর্ব্বক স্ফুটীকরণকারীকে সক্রিয়ভাবে ধারণ করে। ❒ গ্রন্থবিষয়সূচনপত্র,

বিষয়ানুক্রমণিকা, তালিকা, সীবনসাধন-দ্রব্যবিশেষ, বেধনী, সুঁই (ছুঁই)।

সূত : ● সূ (প্রসব-কৃত সত্তা) তারিত যাহাতে; অথবা, প্রচলিত ব্যবস্থার জয়গানের মাধ্যমে ইতিহাস প্রসূত হইতে থাকে যাহার কথনে; কিংবা, রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত যে সর্ব্বাধিকারী সকল রাজপুরুষদিগকে (অশ্বদিগকে) পরিচালনা করেন। / যে অশ্বকে প্রেরণ করে; অথবা, সারথ্যে প্রেরিত যে। (ব.শ.)। ⊓ প্রসূত, প্রেরিত, উৎপাদক, সারথি, পৌরাণিক (সূত ও মাগধ), পুরাণবক্তা উগ্রশ্রবাঃ সৌতি, বন্দী, রোমহর্ষণ।

সূতা : ● **সূত**-এর আধার যে; অথবা, যাহা কার্পাস বা অন্য কোনো দ্রব্য হইতে জাত হইয়া ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া থাকে। ⊓ সূত্র, সূত্রপরিমাণ, সুতো।

সূত্র : ● সূ (...প্রসূতসত্তা) ত্রাণ করে যাহাতে; অথবা, যে প্রসূত মানসতন্তু বা বোধের দ্বারা কোনো বিষয়কে গ্রথিত করা যায়; কিংবা, যাহা দ্বারা (যে সূত্র দ্বারা) ঘটনা-পরম্পরা পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে; অথবা, যে প্রসূত বাহ্যতন্তু বা সুতোর দ্বারা কোনো দৃশ্য দ্রব্যসমূহকে বেষ্টিত বা গ্রথিত করা হয়। / যাহা দ্বারা গ্রন্থন সাধিত হয়; অথবা, সূত্রের ন্যায় যাহা দ্বারা শাস্ত্রবিষয় প্রকরণভেদে গ্রথিত হয়, তাদৃশ গ্রন্থ। (ব.শ.)। ⊓ বেষ্টন, গ্রন্থন, তন্তু, সূতা, যজ্ঞোপবীত, মৃণালতন্তু, ধাতুকৃত তন্তু, তার।

সূত্রধর : ● **সূত্র** ধরে যে; অথবা, যে কারিগর 'একসুতো', 'দুসুতো' এইরূপ **সূত্র**-এর (ইঞ্চির ১৬ ভাগের ১ ভাগ) মাপে মাপামাপি করিয়া কাঠের কাজ করে। ⊓ ছুতার, তক্ষ।

সূত্রধার : ● **সূত্র**-এর (... প্রসূত মানসতন্তুর) আধার যে; অথবা, যে গ্রন্থে **সূত্র**সমূহ লিখিত থাকে; কিংবা, যে ব্যক্তি **সূত্র**সমূহ ধরিয়া রাখেন; অথবা, কোনো নাটকের বা ঘটনা পরম্পরার যোগসূত্রের **সূত্র** ধরিয়া রাখেন যিনি। □ নাট্যকথাসূত্রপ্রাপ্ত, 'অ্যাঙ্কর'।

সূদ : ● সূ (শক্তিযোজনকারীর) শক্তিবিচ্ছুরণ বা দান থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে বলপ্রয়োগ করিয়া নাশ করা হয়। □ হনন, ক্ষরণ।

সূদন : ● **সূদ** (... বলপ্রয়োগে হত্যা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, বলপ্রয়োগে হনন করা চলে যাহাতে বা চালায় যে। ⊓ হন্তা, ঘাতক, মধু**সূদন**।

সূনা : ● সূ (শক্তিযোজনকারী) অনকৃত থাকে যে আধারে; অথবা, যে স্থানে শক্তিযোজন-কারী শক্তিযোজন করিয়া থাকে বা পশুপক্ষী প্রভৃতি বধ করিয়া থাকে। / যে স্থানে পীড়ন করা হয়। (ব.শ.)। □ পশুবধস্থান, মৃগপক্ষী-বধস্থান, গৃহস্থের **পঞ্চসূনা**।

সূপ : ● সূ (প্রসূত সত্তা) পালিত যাহাতে; অথবা, জল দ্বারা সিদ্ধ করিলে যাহা প্রসূত হয় তাহা পালিত হয় যাহাতে (যে ব্যঞ্জনে)। □ ব্যঞ্জন, লবণার্দ্রকহিঙ্গুযুক্ত দালী।

সূর : ● সূ (... শক্তি, তেজ, আলো, ইত্যাদির প্রসূতকারী) রহে যাহাতে; অথবা, জ্ঞানশক্তি ধনশক্তি বাহ্যশক্তি ... সকল শক্তির কেন্দ্র (ব্যবস্থা, বৃক্ষ) যে; কিংবা, মানবসমাজের জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ বাহ্যসম্পদ কেন্দ্রীভূত হয় যে স্থানে (ব্যবস্থায়); অথবা, (সাদৃশ্যে) বাহ্য আকাশে যে বাহ্যতেজধারীকে দেখা যায়। □ প্রসবিতা, সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ, সূরি।

সূর্য্য : ● **সূর**-এর (... তেজাদির) যাওয়া থাকে যাহাতে; অথবা, ... তেজাদি প্রসূতকারী

রহে যে আধারে; অথবা, সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের আধার যে (সামাজিক ক্ষমতাকেন্দ্র); কিংবা, দক্ষ-পরিচালিত প্রাচীন যৌথসামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে জাত উৎপন্নাদি লোকজন দিয়া আনয়ন করিতেছিল বলিয়া (যজ্ঞীয় **পুরোডাশ** ভক্ষণ করিতেছিল বলিয়া) শিবের সহযোগীরা যাহার দাঁত ভাঙিয়া দেন; অথবা, অপমানিত যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাসের যজুর্ব্বেদ (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ) বমি করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহার (যে সমাজকেন্দ্রের বা সূর্য্যের) নিকট হইতে শুক্ল যজুর্ব্বেদ লাভ করিয়াছিলেন; কিংবা, যে অদৃশ্য সমাজকেন্দ্র আছে বলিয়া লোকে সকালে উঠিয়া যে যার কাজে যায়; অথবা, ভারতবর্ষে যে যৌথ-সমাজকেন্দ্রের জন্ম বিকাশ ইত্যাদি কীভাবে ঘটিয়াছে, পুরাণাদিতে লিখিত তাহার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবারের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তা বিস্তারিতভাবে বলা আছে (কিন্তু **অদিতি, আদিত্য, বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্য, অরুণ, সংজ্ঞা, সমুদ্র, ঘোটকী, ছায়া, বৈবস্বত মনু, যম, শনি, অশ্বিনী, যমুনা, কুন্তী, কর্ণ, বালী, তপতী,** ... প্রভৃতি শব্দের অর্থবিস্মৃতির কারণে সেই সব কথার অর্থ এতকাল আমরা জানিতাম না); কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে প্রতিদিন সকালবেলা উঠে ও সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। /যে আকাশে যায়; অথবা, যে কর্ম্মে প্রেরণ করে। (ব.শ.)। ◘ সমাজকেন্দ্র, সমাজের ক্ষমতাকেন্দ্র, সমাজের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের কেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় জ্ঞানভাণ্ডার ও ধনভাণ্ডার, রাষ্ট্র, জাতীয়তাবোধ, রাজকোষ ('পাবলিক মানি'), (সাদৃশ্যে) আকাশের দৃশ্য বাহ্য সূর্য্য। **

সূর্য্যগ্রহণ : দ্র. **গ্রহণ**।

সূর্য্যবংশ : ● **সূর্য্য** (...যৌথতাবাদী সমাজ-কেন্দ্র) হইতে আগত যে বংশ; অথবা, যে মানব বংশের সন্তানেরা যৌথব্যবস্থার দর্শনাদিতে বিশ্বাস করিত বা করে; কিংবা, (একালে) যাহাদিগকে আমরা 'সমাজতান্ত্রিকদের বংশ' এবং 'ধনতান্ত্রিকদের বংশ' বলিতে পারি, সেকালে তাহাদিগকেই যথাক্রমে **সূর্য্যবংশ** ও **চন্দ্রবংশ** বলা হইত। *

সৃ : ● **স**-এর (শক্তিকণার বা সত্তার) আবর্ত্তন যাহাতে; অথবা, যাহা আবর্ত্তিত হইতে হইতে চলে বা অগ্র**সর** হয়। ◘ সরণ (অনুসরণ, অপসরণ, নিঃসরণ)

সৃক্ (সৃজ্) : ● **সৃ** (শক্তিযোজনার আবর্ত্তন) করা যাহাতে; (অথবা, শক্তিকণার জনন বা বর্ষণ করা যাহাতে)। ◘ স্রষ্টা, বর্ষী।

সৃজ : ● **সৃ** (যথাযথ শক্তিকণার) জনন বা বিসর্জ্জন করা হয় যাহাতে; অথবা, জ্ঞানশক্তি কর্ম্মশক্তি ইত্যাদির যথাযথ ত্যজন করা হয় যাহাতে (ফলত যাহা হইতে কোনো সত্তার নির্ম্মাণ হইয়া যায়); কিংবা, শক্তির আবর্ত্তনপূর্ব্বক যোজন এমনভাবে করা হয় যে, তাহা হইতে কোনো সত্তা জনিত হইয়া আবর্ত্তিত হইতে থাকে। ◘ সৃষ্টি, নির্ম্মাণ, বিসর্জ্জন, ত্যাগ, সৃষ্টি করা, নির্ম্মাণ করা, উৎপাদন করা, উদ্ভাবন করা, প্রবর্ত্তিত করা।

সৃজন : ● **সৃজ** (শক্তির আবর্ত্তনপূর্ব্বক জনন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **সৃজ**করণ চলে যাহাতে। ◘ সৃষ্টি, নির্ম্মাণ, উৎপাদন, সৃষ্ট বস্তু।

সৃষ্ট : ● **সৃষ** (শক্তির আবর্ত্তনপূর্ব্বক দিশাগ্রস্ত যোজন) তারিত বা টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা যথাযথ শক্তিযোজন করিয়া দুই পরস্পরের

পরিপূরক **পুরুষ-প্রকৃতি**কে সমুচ্চিত করা হয় যাহাতে (ফলে, উভয়ে মিলিয়া নূতন সত্তায় রূপান্তরিত হইয়া যায় যাহাতে)। ❒ নির্ম্মিত, কৃত, উৎপাদিত, নিবেশিত, সৃজিত।

সৃষ্টি : ● সৃষ্ট (... সমুচ্চিত **পুরুষ-প্রকৃতি** মিলিত নবসত্তা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **সৃষ্ট**করণ চলে যাহাতে; অথবা, যাহা **পুরুষ-প্রকৃতি**র সমুচ্চিত নবসত্তা রূপে জাত হয় বলিয়া **সৃষ্টি** মাত্রেই **সুন্দর** হয়; কিংবা, যাহা দ্বারা কৃত্রিম ও অকৃত্রিম **বিশ্ব** উদ্ভূত হইয়া থাকে। ❒ বিশ্বনির্ম্মাণ, বিশ্ব, জগৎ, নিবেশ, নির্ম্মাণ, নির্ম্মিতি, কৃতি, উৎপাদন, বিসর্গ, দান, ত্যাগ, সৃষ্ট বস্তু।

সৃষ্টি-অধিকারী : ● সৃষ্টির (... কৃত্রিম **বিশ্ব**নির্ম্মাণের) অধিকারী যিনি; অথবা, আবিষ্কারক-উদ্ভাবক (শিব) হইতে সৃজনশক্তি গ্রহণ করিয়া যে জ্ঞানবাহক দক্ষগণ নব নব কৃত্রিম বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। ❒ জ্ঞানবাহক শিক্ষক সম্প্রদায়, ব্রহ্মা।

সৃষ্টিছাড়া : ● সৃষ্টি (... কৃত্রিম **বিশ্ব**) ছাড়িয়া থাকিবার চেষ্টা করে যে; অথবা, যাহা **সৃষ্টি**র এলাকার বাহিরে সক্রিয় থাকে বা থাকিবার চেষ্টা করে। ❒ সৃষ্টির বহির্ভূত, সংসারছাড়া, অলৌকিক।

সে : ● স (শক্তিযোজক, সত্তা) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, (যেহেতু যে কোনো বিষয় বা বস্তু বিশেষ দিশায় স্থিত বা চলমান, সেই কারণে) যাহা দ্বারা (যে শব্দ দ্বারা) যে কোনো (বিশেষ দিশায় চলমান) সত্তা-মাত্রকেই চিহ্নিত করা যায় বা যাইতে পারে। ❒ তৎ, তাহা।

সেই : ● সে (তাহা) সক্রিয় যাহাতে। ❒ তাহাই।

সেঁউতী : ● সেঁ (দিশাগ্রস্ত সত্তার রহস্যরূপ) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তারিত হয় যে সক্রিয় আধারে; অথবা, শিবানীর পা পড়িলে যাহা সোনায় পরিণত হইয়া যায়; কিংবা, যে অতিক্ষুদ্র কাঠের ডোঙায় নৌকার ভিতরের ঝরা-জল সেচন করিয়া বাহিরে ফেলা হয়। ❒ জল ছেঁচার ডোঙা, সাদা গোলাপ বিশেষ।

সেচ : ● দিশাগ্রস্ত **সিচ** (জলাদি তুলিয়া ছিটান) যাহাতে; অথবা, জলাদি বিশেষ দিকে ত্যাগকরণ বা বিচ্ছুরিত করা হয় যাহাতে। ❒ সেচন করা, ছিটান, গাছে জল দেওয়া, আর্দ্র করা।

সেচক : ● সেচন করে যে। ❒ আর্দ্রীকারক, সেক্তা।

সেচন : ● সেচ (জল তুলিয়া বিশেষ দিকে ঢালা বা ছিটান) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ আর্দ্রীকরণ, সেক।

সেতু : ● সে-র (দিশাগ্রস্ত সত্তার) তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা (যে বাঁধ বা জাঙ্গাল দ্বারা) জনসাধারণকে (জলকে) দ্বিধাবিভক্ত করিয়া (দুইটি পৃথক জনপদে বা গ্রামে আলাদা করিয়া) রাখা যায় বা রাখা হয়; অথবা, যাহা দ্বারা (যে বাঁধ দ্বারা) জলের উপর দিয়া যাওয়া যায়। / যাহা দ্বারা জলবন্ধন সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ❒ আলী, জাঙ্গাল, সীমালিঙ্গ, সেতুবন্ধতীর্থ, সংক্রম, সাঁকো।

সেথা : ● সে (তাহা) স্থিত যে আধারে। ❒ সেস্থানে, সেখানে, তথা।

সেন : ● সে (দিশাগ্রস্ত বলপ্রয়োগকারী) অনকৃত (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে বা যাহারা বিপরীত পক্ষের উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে। ❒ বৈদ্য, কায়স্থ, ও বারুইয়ের

উপাধি।

সেনা : ● **সেন**-এর (চলমান বলপ্রয়োগকারীর) আধার যে; অথবা, **সেন**দিগকে লইয়া যাহা গড়িয়া তোলা হয়। / শত্রু বন্ধন করে যে। (ব.শ.)। ◘ বাহিনী, সেনাবল।

সেব : ● **সে** (দিশাগ্রস্ত বলপ্রয়োগ) বাহিত হয় যাহাতে; অথবা, বাহ্যিক সংবাহন (হাত-পা-গা টেপাটেপি) করিয়া গায়ের ব্যথা-প্রশমন এবং মানসিক সংবাহন করিয়া মনের ব্যথা-প্রশমন করার চেষ্টা করা হয় যাহাতে; কিংবা, দৈহিক এবং/বা মানসিক তোষণ বা তুষ্টিসাধন করা হয় যাহাতে। ◘ সংবাহন করা, তুষ্টিসাধন, শুশ্রূষা করা, ভোজন করা, উপভোগ করা।

সেবক : ● **সেব** (.. তোষণ) করে যে; অথবা, (প্রভুর বা আত্মার) **সেবা** করে যে। ◘ সেবাকারক, অনুজীবী, উপাসক, পূজক, পরিচারক, ভৃত্য, কিঙ্কর, ভক্ত।

সেবতী (সেবন্তী) : ● **সেব** (... তোষণ) তারিত হয় যে সক্রিয় আধারে; (অথবা, **সেবন** তারিত হয় যে সক্রিয় আধারে); কিংবা, নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মপদে অভিষিক্ত (তুষিত) করা হয় যাহাতে। ◘ (সাদৃশ্যে) সাদা গোলাপ।

সেবন : ● **সেব** (... তোষণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **সেবা** চলমান যাহাতে। ◘ সেবা, উপাসনা, আরাধনা, চিত্তানুবৃত্তি, পরিচর্য্যা, উপভোগ, ভোজন, পান।

সেবা : ● **সেব**-এর (... তোষণের) আধার যে; অথবা, **সেব**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা **সেব**করণ (দেহমনের ব্যথা-প্রশমন করার চেষ্টা) করা হয়। ◘ সেবন, পরিচর্য্যা, উপভোগ, পান, ভোজন।

সেবাইত : ● **সেবা** (... তোষণাধার) সক্রিয় হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, যিনি (কাহারও) **সেবা** করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন। ◘ দেববিগ্রহের সেবাজীবী, দেবল, পূজারী।

সেবা-শুশ্রূষা : ● **সেবা** (প্রভুর বা রোগীর দেহমনের সন্তুষ্টিসাধন) ও **শুশ্রূষা** (আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক সন্তুষ্টিসাধন) করা হয় যাহাতে।

সেবিকা : ● **সেব**-কে (... সন্তুষ্টিসাধন) সক্রিয় করে যে আধারশক্তি। ◘ কিন্নরী, মিষ্টান্নবিশেষ, সেওয়াঞি।

সেয়ান : ● **সে**-র (দিশাগ্রস্ত সত্তার) যাওয়া চলমান যাহাতে। ◘ চতুর, বুদ্ধিমান, চালাক, পণ্ডিত, বিদগ্ধ, রসিক।

সেলাই : ● **সে**-র (দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজনের) লালনকারী সক্রিয় যাহাতে। ◘ সূচীকর্ম্ম, টাঁকা।

সৈ : ● সত্তার দিশাগ্রস্ত আধার যে; অথবা, দিশাগ্রস্ত সত্তাধারী যে।

সৈকত : ● **সিকতা** (... স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা বালুকাকণা) হইতে জাত যাহা; অথবা, আবেগহীন নীরস (যুক্তিবাদী) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষদের লইয়া জনসমুদ্রের পাড়ে (তুলনায় উঁচুতে) যে সভা, পরিষদ, সংসদ ইত্যাদি গড়িয়া উঠে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) আর্দ্রতাহীন শুষ্ক বালুকণাদের লইয়া জলসমুদ্রের পাড়ে যে বালুকাবেলা গড়িয়া উঠে। ◘ সভা, পরিষদ, সংসদ, (সাদৃশ্যে) সিকতাবিকার, বালুকানির্ম্মিত, সিকতাসংসৃষ্ট, বালুকাতট, পুলিন।

সৈনিক : ● **সৈন**-কে (দিশাগ্রস্ত বলপ্রয়োগে সক্ষম হইতে জাতকে) সক্রিয় করে যে; অথবা, যে **সেন** (... বলপ্রয়োগে সক্ষম) সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়াছে। ◘ সেনাসমবায়গত, সেনাসম্বন্ধী, যোধ।

সৈন্য : ● **সৈন** থাকে যাহাতে; অথবা, **সেন**দিগকে লইয়া গড়িয়া তোলা বাহিনীর একজন **সেন** যে। / সেনায় সমেত যে। (ব.শ.)। ⊓ সেনোত্থ, সেনা-সমবেত, সৈনিক।

সো : ● **স**-এর (শক্তিযোজনার, সত্তার) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **স** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

সোঁ-সোঁ : ● শক্তির রহস্যময় যোজন বা গমনের সার্ব্বিক আধারের পুনরাবৃত্তি চলে যাহাতে; অথবা, শুকনো মাঠের উপর দিয়া ক্ষুদ্র নবজলধারা প্রবাহিত হইলে (জলধারা সংশ্লিষ্ট শুষ্ক ভূমি যথেষ্ট পরিমাণে জল শুষিয়া লয় বলিয়া) যে **সোঁ-সোঁ** শব্দ হয়। ⊓ ক্রমাগত বেগে বায়ুপ্রবাহের শব্দ।

সোঁতা : ● **সুত**-এর (...সন্তান পরম্পরার) রহস্যময় ও সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যাহা পরম্পরা অনুসারে ক্রমান্বয়ে অগ্রণী হইলেও দুর্ব্বল গতিসম্পন্ন হওয়ায় বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার খাত থাকিয়া গিয়াছে; কিংবা, **সোঁ-সোঁ** করিয়া যে স্রোতের জল ভূমিগত হইয়াছে এবং স্রোতের খাত রাখিয়া গিয়াছে। ⊓ স্বল্পস্রোত বিলুপ্ত ক্ষুদ্রনদীর খাত, কুসরিৎ-এর খাত।

সোঁদা : ● প্রথম বৃষ্টির পর শুকনো মাঠ **সোঁ-সোঁ** করিয়া বৃষ্টিজল আত্মসাৎ করিলে যে গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ⊓ সদ্‌গন্ধ, সুরভি।

সোজা : ● শক্তিযোজনার সার্ব্বিক আধার জনিত হয় যে আধারে; অথবা, যে (**সহজাত** বা স্বাভাবিক) শক্তিযোজনা (অনায়াস বলিয়া) যে কেউ করিতে পারে। / যাহা সহজাত। (ব.শ.)। ⊓ সুখসাধ্য কাজ, সরল লোক, সহজ বিষয়, ঋজু পথ, স্পষ্ট কথা।

সোজাসুজি : ● **সোজা** ও **সুজি** (নবরূপে উত্তীর্ণ শক্তিযোজন জনিত হইয়া সক্রিয়) যাহাতে। / যাহা মনে মনে থাকে না, ব্যক্ত হয়। (ব.শ.)। ⊓ সুপ্রকাশিত, খোলাখুলি, সরলভাবে যাওয়া, একটানা ...।

সোনা : ● **সো** (সার্ব্বিক অর্থশক্তির যোজনা) অন (চলমান) থাকে যে আধারে; অথবা, যাহাতে অর্থশক্তি (ধনসম্পদ, টাকা) চলমান থাকে। ⊓ স্বর্ণ, সুবর্ণ, স্বর্ণালঙ্কার।

সোনালী : ● **সোনা** (সোনারং) লালিত হয় যে সক্রিয় আধারে। ⊓ স্বর্ণনির্ম্মিত, সোনার রঙের, স্বর্ণলেপমণ্ডিত, স্বর্ণাভ।

সোপান : ● **স**-উপান (**উপ-অন**) যাহাতে; অথবা, যাহা **স**হযোগে বা একযোগে **উপ**রে **অন** (চলমান) হইয়া থাকে। / উপান (ঊর্দ্ধ গমন) সহিত যাহাতে; অথবা, ঊর্দ্ধগমনার্থ ইষ্টকাদিকৃত পৈঠা যাহাতে। (ব.শ.)। ⊓ অধিরোহণী, নিঃশ্রেণী, সিঁড়ি।

সোম : ● **সো**-কে (সার্ব্বিক অর্থশক্তির বিচ্ছুরণকে) সীমায়িত করে যে; অথবা, যৌথ সামাজিক সম্পদের সমবণ্টন রীতির বিপরীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সীমায়িত সম্পদ বণ্টনরীতি অনুসরণ করে যে; কিংবা, কায়িক শ্রম (তপস্যা) ত্যাগপূর্ব্বক মননকর্ম্ম করা হয় যাহাতে বা করে যে; অথবা, যৌথতন্ত্র (যৌথপুঁজি) ও স্বাতন্ত্র্যের (ব্যক্তিপুঁজির) **সাম**ঞ্জস্য সাধন করে যে; অথবা, সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের **ঋক-যজু-অথর্ব্ব**াদি নয়, শুধুমাত্র **সাম**-এর উপর অর্থাৎ কর্ম্মযজ্ঞ-জাত উৎপন্নসম্ভার **সম**বণ্টন, **সামা**ন্যীকরণ ... ইত্যাদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে থাকিতে ব্যক্তিপুঁজির ধারক-বাহকে পরিণত হইয়া যায় যে সত্তা। / উমা সহ যে; অথবা, অমৃত প্রসব করে যে; কিংবা, হরশিরে স্থিতি হেতু

যে উমার সহিত থাকে। (ব.শ.)। ⊓ ধনতান্ত্রিক পুঁজি, ব্যক্তিপুঁজি, ইন্দু, চন্দ্র, গ্রহবিশেষ, বসুভেদ, পিতৃগণ, বানর-রাজ সুগ্রীব, কায়স্থের উপাধি।

সোমগ্রহ : ● যে **গ্রহ** নিয়মিত **সোমরস** গ্রহণ করিয়া সোমরসে ভরপুর থাকে। ⊓ সোমরসাধার।

সোমগ্রহণ : ● ধনতান্ত্রিক পুঁজিকে (সোমকে, চন্দ্রকে, চাঁদিকে) গ্রাস করার চেষ্টা চলে যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) আকাশের চাঁদকে গ্রাস করার চেষ্টা করা হয় যাহাতে। ⊓ চন্দ্রগ্রহণ।

সোমপায়ী : ● ধনসম্পদরূপ অমৃত পান করে যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) সুরা বা ধেনো মদ (কাঞ্জিক) ... ইত্যাদি পান করে যে। ⊓ সোমরসপানশীল।

সোমবংশ : দ্র. **চন্দ্রবংশ**, **সূর্য্যবংশ**।

সোমবার : ● যে দিবসরজনীতে **সোম**-এর পালা পড়ে। দ্র. **সপ্তাহ**।

সোমযজ্ঞ (সোমযাগ, সোমক্রতু) : ● **সোম**রস ঢালিয়া (ব্যক্তিপুঁজি বিনিয়োগ করিয়া) যে উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ পরিচালনা করা হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) একালের বিশাল বিশাল কর্ম্মযজ্ঞ শুরু করিবার আগে যেরূপ 'প্রোজেক্ট রিপোর্ট', 'ডিজাইন', 'নকশা' 'মডেল প্রোজেক্ট' ইত্যাদির 'প্রেজেন্টেশন' বা উপস্থাপন দ্বারা সমগ্র পরিকল্পনা নানা রূপে আগেভাগে বুঝিয়া লওয়ার চেষ্টা করা হয়, সেকালে তাহাই প্রতীকী রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য পুরোহিতগণ ক্ষুদ্র যজ্ঞকুণ্ড বানাইয়া তাহাতে আগুন জ্বালিয়া নানা আচরণের মাধ্যমে সেই 'ভবিতব্য উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ' অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া দিতেন (বাস্তববিচ্যুত হওয়ায় যাহার উত্তরাধিকার একালে অর্থহীন কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে)। / অগ্নিষ্টোম অত্যগ্নিষ্টোম উক্থ্য ষোড়শী বাজপেয় অতিরাত্র আপ্তোর্যাম — এই সপ্ত শ্রৌত যজ্ঞে সোমরসের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ায়, ইহারা 'সোমযাগ' নামে কথিত। (ব.শ.)। (বিপ. **হবির্যজ্ঞ**)।

সোমরস : ● **সোম**যাগসমূহ হইতে যে অমৃত (পণ্য ও তজ্জাত ধনসম্পদ বা পুঁজি) উঠিয়া আসে; অথবা, (সাদৃশ্যে) সোমলতা হইতে নির্গত কাল্পনিক (পারিজাত-এর ন্যায়) মাদক রস থাকে যাহাতে (যে সোমলতা খুঁজিয়া আত্মসাৎ করিবার জন্য গাদা-গাধা পাশ্চাত্য ধান্দাবাজ ভারতের পুঁথি ও বনজঙ্গল তছনছ করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে)। ⊓ অমৃত, পুঁজি, কাঁচা টাকা, (সাদৃশ্যে) ধেনোমদ, কাঞ্জিক, হাঁড়িয়া।

সোমলতা (সোমবল্লী, সোমরাজী) : ● **সোম**গুণসম্পন্ন লতা, বল্লী, রাজী যাহাতে; অথবা, যে লতা, বল্লী, রাজী আজও খুঁজিয়া পাওয়া যায়নি যাহাতে **সোম**গুণ (মাদকশক্তি-সম্পন্ন অমৃতগুণ) যথার্থে বিদ্যমান (অগত্যা ব্রাহ্মী, গুড়ুচী ... প্রভৃতিকে **সোম** বলিয়া চালান হয়)। ⊓ গুড়ুচী, ব্রাহ্মী, পাতালগরুড়ী, বাকুচী।

সোহম : ● 'সঃ অহম্' বা 'তিনিই আমি' এই সত্য বলেন যিনি; অথবা, ভারতীয় মনীষা যে সত্যকে অর্জ্জন করিয়া 'সো-অহম্' শব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন; অথবা, খৃষ্টানগণ যে সত্যকে অর্জ্জন করিয়া 'I and my father are One' বলিয়া থাকেন; কিংবা, সুফি মুসলমানগণ যে সত্যকে অর্জ্জন করিলে বলেন 'অনল্ হক্'। / আমি সেই উপাস্যদেব (বলা হয় যাহাতে); অথবা, উপাস্যের সহিত উপাসকের তন্ময়তা থাকে যাহাতে। (ব.শ.)।

সোহাগ : ● **সো** (সার্ব্বিক **সু** বা নবরূপে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⊓ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

উত্তীর্ণ সত্তা) হইয়া গমন করে যাহাতে; অথবা, সত্তা তরল বা নরম হইয়া গমন করে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা প্রেমাবেগে সিক্ত করা হয়। ⌐ স্বামীর আদর, নায়কের আদর, স্নেহ, প্রণয়।

সোহাগা : ● **সোহাগ**-এর (মানবিক আবেগের) আধার যে; অথবা, **সোহাগ** থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা বিপরীত পক্ষের মন গলাইয়া দেওয়া হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দ্বারা সোনা গলানো হয়। ❐ মানবিক আবেগ, প্রেমাবেগ, (সাদৃশ্যে) টঙ্কন (borax)।

সোহাগী : ● **সোহাগ**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে নারী **সোহাগ** পায় বা **সোহাগ** করে। ⌐ প্রিয়া, আদরিণী, স্নেহবতী, বৎসলা।

সোহিনী : ● **সো** (সার্ব্বিক **সু** বা নবরূপে উত্তীর্ণ সত্তা) সক্রিয় হইয়া অন (চলমান) থাকে যে সক্রিয় আধারে; অথবা, সত্তা তরল বা নরম হইয়া চলিতে থাকে যে সক্রিয় আধারে; কিংবা, যে প্রকৃতিসত্তা মানবিক আবেগময়ী হইয়া বর্ত্তমান থাকেন। ⌐ আবেগময়ী, স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, রাগিনীবিশেষ।

সৌগত : ● **সুগত** (...উত্তম গতিপ্রাপ্ত) হইতে জাত যে। ❐ সুগতসম্বন্ধী, বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত।

সৌজন্য : ● **সুজন**-জাত (ভালমানুষ হইতে জাত) থাকে যাহাতে; অথবা, **সুজন** যে সকল আচরণ করে, তাহা থাকে যাহাতে। ❐ সুজনভাব, সাধুতা, সুজনকর্ম্ম, অনুরাগ।

সৌদামিনী : ● **সু** (উত্তম) **দামিনী** হইতে জাত যে; অথবা, গভীরতম **দাম**-এ (প্রেমের ডোরে) বাঁধিয়া পরিবারের চোখরাঙানির বা পর্দার অন্তরাল হইতে হাসির ঝিলিক দেয় যে; কিংবা, উচ্চ **দাম**-এ (মূল্যের বন্ধনে) বাঁধিয়া (সেকালের ভারতসমাজে, যখন পণ্যবিনিময় নিষিদ্ধ ছিল তখনকার) সামাজিক চোখরাঙানির অন্তরাল হইতে গোপনে জ্ঞাপনের বা বিজ্ঞাপনের ঝিলিক দেয় যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) ভয়-ভরসার **দাম**-এ (বরষার ভরসার বন্ধনে) বাঁধিয়া মেঘের অন্তরালে থাকিয়া বিদ্যুতের ঝিলিক দেয় যে। ❐ প্রেমবন্ধনকারিণী, বৃহৎ পাইকারি পণ্যবিক্রেতা, অপ্সরোভেদ; (সাদৃশ্যে) তড়িৎ, বিদ্যুৎ, তড়িদ্‌ভব। ✱

সৌন্দর্য্য : ● **সুন্দর** (... সুসামঞ্জস্য) হইতে জাত থাকে যাহাতে। / অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ ও সুশ্লিষ্ট সন্ধিবদ্ধ যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ সুন্দরভাব, চারুতা, রূপ, শ্রী।

সৌভাগ্য : ● **সু** (ভাল) **ভাগ্য** (ভাগে প্রাপ্তি) হইতে জাত যাহা; অথবা, পরমাপ্রকৃতির বা সমাজপ্রকৃতির বিলিবণ্টন ব্যবস্থায় ভাগে প্রাপ্ত যে বিষয় ও বস্তু প্রভৃতি প্রাপকের পক্ষে শুভ হইয়া থাকে।

সৌমিত্র : ● **সু** (ভাল) **মিত্র** (...বিপত্তারক) হইতে জাত যে; অথবা, **সুমিত্রকরণ** থাকে যাহাতে; কিংবা, লক্ষ্মণার্থে, যে কোনো প্রকার সহায়তা করার ব্যাপার বা ভাব থাকে যাহাতে। ❐ বিপত্তারণ-স্বভাব, সহায়তাকারী।

সৌমিত্‌ত্র : ● **সু** (উত্তম) **মিত্‌ত্র**-এর (... ব্যাপ্তকারীর) আধার হইতে জাত যে; অথবা, পণ্যপ্রসারণের সহায়তা করে যে; কিংবা, **রামচন্দ্র**-এর (লক্ষ্মীমন্ত বৃহৎপুঁজির) সহায়তা করে যে। / সুমিত্‌ত্রা হইতে জাত যে। (ব.শ.)। ❐ লক্ষ্মণ।

সৌম্য : ● **সোম** (...যৌথতা ও স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য) হইতে জাত থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা স্বভাবতই **সামঞ্জস্য**-গুণসম্পন্ন

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

হইয়া থাকে। ❐ সোমসম্বন্ধী, মনোজ্ঞ, চারু, সুন্দর, প্রিয়দর্শন।

সৌরভ : ● **সুরভি** হইতে জাত যে; অথবা, সমাজস্বীকৃত (রাষ্ট্রস্বীকৃত) **সুগন্ধি** বিস্তার করে যে। ❐ সুরভিজাত, সুগন্ধিবান, সৌরভ্য, গুণবত্তা, (সাদৃশ্যে) ধন্যাক, ধনে।

স্কন্ধ : ● **স্ক** (অস্তিত্বকারী) অনকৃত রূপে ধারিত যাহাতে; অথবা, কার্য্যকরী অস্তিত্বকে ধারণ করিয়া রাখে যে। / মস্তক ধারণ করে যে; অথবা, তরুর মূল হইতে শাখাবধি অংশ যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ বৃক্ষের গুঁড়ি, কাণ্ড, গ্রন্থবিভাগ, কাঁধ।

স্খল : ● **স্খ** (অস্তিত্বের করণস্থিতি) লালিত যাহাতে; অথবা, (ব্যবস্থা, বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা) কৃত বা প্রসূত সত্তাকে লালন করে যে; কিংবা, (সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ায়) যাহা পূর্ব্বাবস্থা হইতে ত্যক্ত হয়; অথবা, যাহা **খুলিয়া** আসে বা খোলে বা **খুলিয়া** পড়ে। ❐ স্খলিত হওয়া, বৃন্তচ্যুত হওয়া।

স্খলন : ● **স্খল** (... খুলিয়া পড়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো সত্তা পূর্ব্বাবস্থান হইতে **খুলিয়া** পড়িতে থাকে। ❐ পতন, স্বস্থানভ্রংশ, চ্যুতি।

স্তন : ● **স্ত** (সত্তার মানসিক বা বাহ্যিক তারণ) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে (যে সমাজশরীরে) উচ্চরব করিয়া সামাজিক উৎপন্নাদি উচ্চে (সমাজভাণ্ডারে) তারণ করা হয়; কিংবা, যাহাতে (যে মানবদেহে) কুন্থনমূলক শব্দ করিয়া বা কোঁৎ পাড়িয়া কোনো দেহাংশ তারণ করা হয় (অদৃশ্য সত্যকে বলার জন্য এরূপ বলা। দ্র. **পারিজাত**); অথবা, (সাদৃশ্যে) **তরুণ** হইলে স্ত্রী-অবয়বে যে মাংসপিণ্ড (দুগ্ধভাণ্ডার) উচ্চ হইয়া উঠে। / যাহা শব্দ করে; অথবা, যাহা তারুণ্যোদয় বলে। (ব.শ.)। ❐ পয়োধর, কুচ, স্তনবৎ মাংসপিণ্ড, পুরুষাবয়ববিশেষ, স্ত্রীপশুর পয়োধর, পালান।

স্তনন : ● **স্তন** (... উচ্চে তারণ) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **স্তন**করণ (শব্দকরণ) চলিতে থাকে যাহাতে। ❐ ধ্বনিমাত্র, মেঘধ্বনি, কুন্থন (কোঁৎ পাড়া), কুন্থনরূপ গর্ভিণীধর্ম্মবিশেষ।

স্তন্য : ● **স্তন**-এ যাহা থাকে; অথবা, দুগ্ধ (ধান্যাদি) থাকে যে সমাজভাণ্ডারে; কিংবা, দুগ্ধ থাকে যে **স্তনে** বা মাংসপিণ্ডে। /স্তন হইতে যাহা জন্মায়। (ব.শ.)। ❐ 'রেশনে' দেওয়া চাল-গমাদি; (সারূপ্যে) মাতৃস্তনদুগ্ধ, দুগ্ধ।

স্তব : ● **স্ত** (সত্তার মনোভাব তারণ) বহন করে যে; অথবা, মানসিক তোষণমূলক মনোভাবের তারণ বাহিত হয় যাহাতে। /যাহা দ্বারা স্তুতি সাধিত হয়। (ব.শ.)। ❐ স্তুতি, প্রশংসা।

স্তবক : ● **স্তব** (...তুষ্টিবহন) করে যে বা কৃত যাহাতে; অথবা, যে তুষ্টিমূলক বাক্যাদি (ছন্দমূলক শব্দাদি) দ্বারা **স্তব** (তুষ্টিসাধন) করা হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে পুষ্পগুচ্ছ দিয়া তুষ্টিসাধন করা হয়। ❐ স্তুতিমূলক কবিতার ছন্দময় বাক্য, (সাদৃশ্যে) গুচ্ছক ফুলের থোবা বা তোড়া, সমূহ, রাশি।

স্তব্ধ : ● **স্তব** (...তুষ্টিবহন) ধারিত যাহাতে; অথবা, তুষ্টিবাহক কথা বলিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াও তাহা না বলিয়া নীরব থাকে যাহাতে; কিংবা, লক্ষণার্থে, যাহা তাহার যথোচিত ক্রিয়া না করিয়া নিস্পন্দ বা স্থির থাকে। /অন্য বন্দনীয়ের অভাবে অনম্র যে। (ব.শ.)। ❐ স্থির, নিস্পন্দ, জড়ীভূত,

উচিতক্রিয়াশূন্য, অনিমেষ।

স্তাবক : ● **স্তবক** (...তুষ্টিবহনকারী কথা বা দ্রব্যাদি) হইতে জাত; অথবা, যে তুষ্টিসাধক কথাবার্ত্তাদি বহন করিয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। ❒ স্তুতিকার, চাটুকার, খোশামুদে। (দ্র. **প্রস্তাব**)।

স্তর : ● **স্ত** (সত্তার তারণ) রহে যাহাতে; অথবা, যাহা বিস্তারিত বা বিছানো হইয়া বর্ত্তমান থাকে। ❒ আস্তর, শয্যা।

স্তু : ● সত্তার তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, সত্তার মনোভাব অন্যের তোষণকারী বাক্য রূপে তারিত হয় যাহাতে; কিংবা, সত্তার দেহভাব (শ্রমমেধাদি) অন্যের তোষণকারী দ্রব্যাদি রূপে তারিত হয় যাহাতে। ❒ স্তুতি, প্রশংসা।

স্তুত : ● **স্তু** (... তোষণকারী বাক্যাদি) তারিত যাহাতে; অথবা, যে সকল তুষ্টিসাধক বাক্য বলা হইয়া গিয়াছে; কিংবা, যে সকল তুষ্টিসাধক দ্রব্যাদি বানানো বা নির্ম্মিত (**প্রস্তুত**) হইয়া গিয়াছে। ❒ ঈড়িত, প্রণত, শস্ত, স্তুতি।

স্তুতি : ● **স্তুত** (কথিত, নির্ম্মিত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **স্তুত**করণ চলে যাহাতে। ❒ স্তবন, স্তব, প্রশংসা। (দ্র. **প্রস্তুতি**)।

স্তূপ : ● **স্তূ** (সত্তার নবরূপে উত্তীর্ণ তারণধারী) পালিত যাহাতে; অথবা, মহাত্মার ইতিহাস (মানসিক ফসলসম্ভার, 'মহাভার') স্মৃতিরূপে পালিত হয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) উৎপাদিত ফসলসম্ভার রাশীকৃত যাহাতে। / যাহা রাশীকৃত হইয়াছে। (ব.শ.)। ❒ ধান্যাদিরাশি, রাশীকৃতমৃত্তিকাদি, সঙঘাত, সমাধিস্তম্ভ, ঢিপি আকারের।

স্ত্রী : ● **স্ত্র**-এর (সত্তাকে ত্রাণের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, পুরুষ সত্তাকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রজাতিকে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ত্রাণ করে যে (দ্র. **ভার্য্যা**); কিংবা, প্রজাতিকে পরবর্ত্তী প্রজন্মে উত্তীর্ণ করে যে। / যাহাতে গর্ভ সংহত বা কঠিন হয়। (ব.শ.)। ❒ যোষিৎ, সীমন্তিনী, নারী, স্ত্রীজাতিমাত্র, পত্নী, স্ত্রীলিঙ্গ।

স্থ : ● সত্তা থাকে যাহাতে; অথবা, সচল সত্তাকে অচল রূপে স্থিত করা হয় যাহাতে; অথবা, (স্থির রূপে) থাকে যে; কিংবা, যাহাকে তাহার কোনো একটি রূপে স্থির করিয়া স্থিত করা হইয়াছে। ❒ স্থিত, মধ্যবর্ত্তী, অবস্থিত।

স্থপতি : ● **স্থ**-এর (স্থিতকরণের) পতি যে; অথবা, যে কর্ম্মযজ্ঞের আশ্রয়ে মানব (মানব-সমাজ) সুস্থিত হইতে পারে তাহা (জীবেষ্টিযাগ, বৃহস্পতিযাগ) করে যে; অথবা, যে গৃহের আশ্রয়ে মানুষ সুস্থিত হইতে পারে তাহা (গৃহাদি) করে যে। ❒ জীবেষ্টিযাজক, বৃহস্পতিযাগযাজী, গৃহাদিকর্ত্তা, শিল্পী।

স্থবির : ● **স্থ**-এর (স্থির স্থিত সত্তার) সক্রিয় বহন রহে যাহাতে; অথবা, যে তাহার কোনো একটি স্থির অচল রূপে কালাতিপাত করিতেছে; কিংবা, যাহার আর বিবর্ত্তন হইতেছে না। / বিষয়ব্যাবৃত হইয়া স্থিত যে। (ব.শ.)। ❒ অচল, স্থির, বৃদ্ধ।

স্থল : ● **স্থ**-কে (...সত্তার থাকাকে) লালন করে যে; অথবা, যাহার উপর স্থিত হইলে সে সেই স্থিতিকে ধারণপূর্ব্বক লালন করে, গ্রাস করে না; কিংবা, যে মানসিক বা বাহ্যিক ভূমির উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়ান বা থাকা যায়। ❒ কৃত্রিমাকৃত্রিমসামান্য ভূমি, ভূমি, উন্নতভূপ্রদেশ।

স্থা : ● **স্থ**-এর (থাকার) আধার যে; অথবা, **স্থ**করণ (থাকন) থাকে যাহাতে। ❒ স্থিতি,

স্থিরীভাব, থাকা।

স্থাণু : ● **স্থা**-এর (স্থির থাকার) **অণ**করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, স্থির রূপে থাকা একপ্রকার দর্শনে পরিণত হয় যাহাতে; কিংবা, **দক্ষ**-এর (বিশেষজ্ঞগণের) মৌল-বাদিতার বিপরীতে **শিব** (আবিষ্কারক-উদ্ভাবকগণ) যে মৌলবাদী রূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (দ্র. **যতি**)। ◻ স্থির, অবিকারী, তমোগুণী রুদ্র (রুদ্রকে ব্রহ্মা যখন শিবসম প্রজাসৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন, তখন তিনি 'স্থিতোহস্মি' - এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রজাসৃষ্টি কার্য্য ত্যাগ করেন। ... এই কারণে ইনি স্থাণু নামে প্রসিদ্ধ হন)।

স্থান : ● **স্থা** (... থাকা) অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, অবস্থিত হওয়া, স্থির থাকা বা রাখা চলে যে মানস বা বাহ্য ভূমিতে। / পণ্য কত কাল থাকিলে কত লাভ হইবে, এইরূপ বিচার যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ স্থিতি, অবস্থান, যুদ্ধে অবস্থান, স্থিতি, দেশ, স্থল, পদ, বাসস্থান।

স্থাপ : ● **স্থা** (স্থিত করা) পালিত যাহাতে; অথবা, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা কোনো সত্তাকে স্থিত রাখিয়া বা রক্ষণ করিয়া পালন করা হয় বা যায়। ◻ বিন্যস্ত করা, রাখা, বাস করান, বসান, প্রতিষ্ঠিত করা, আধান করা।

স্থাপন : ● **স্থাপ** (... স্থিতকে পালন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **স্থাপ**করণ (রক্ষণ) চলে যাহাতে; কিংবা, যাহাকে যেরূপে স্থিত করা হয়, তাহাকে তদ্রূপে পালন করিতে থাকা চলিতে থাকে যাহাতে। ◻ বিন্যাস, দেববি-গ্রহাদির প্রতিষ্ঠাপন, রক্ষণ, প্রতিষ্ঠাকরণ।

স্থাপত্য : ● **স্থাপ**-এর (... স্থিতকে পালনের) তারণ থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **স্থাপ**করণকে (রক্ষণকে) দীর্ঘস্থায়ী বাহ্যরূপে (পাথর প্রভৃতিতে) তারিত করিয়া রাখা হয়; কিংবা, **স্থপতি** যাহা করে। ◻ স্থপতিকর্ম্ম, নির্ম্মাণশিল্প, বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্র।

স্থাবর : ● **স্থা** (... স্থিত) বরণকৃত যাহাতে; অথবা, যে স্থিত অচল সত্তাকে বরণ করিয়া লওয়া হয়। ◻ স্থিতিশীল, স্থির, স্থিতিমান দ্রব্যমাত্র, ভূমিগৃহাদি স্থিতিশীল সম্পত্তি।

স্থায়ী : ● **স্থা** (স্থিত থাকা) যায় যে সক্রিয় আধারে; অথবা, যে সক্রিয় আধার **স্থা**-কে (স্থিত সত্তাকে) লইয়া চলে বা ধারণ করে। ◻ স্থির, স্থিতিশীল।

স্থিত : ● **স্থ** (স্থির থাকা) সক্রিয়ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, চলমান সত্তা স্থির হয় যে অবস্থানে। (দ্র. **ঠিক**)। ◻ বর্ত্তমান, প্রতিষ্ঠিত, গমনবিরত, অবস্থিত।

স্থিতি : ● **স্থিত** (রক্ষিত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **স্থিত**কৃত সত্তা তদবস্থায় সক্রিয় থাকে যাহাতে; কিংবা, যে সত্তা স্থিত রূপেই আছে বা থাকে। ◻ অবস্থান, আসনা, বাস, দাঁড়ান।

স্থির : ● **স্থ** (থাকা) সক্রিয় রহে যাহাতে; অথবা, থাকা তদবস্থায় রহে যাহাতে। ◻ অচল, স্থিত, নিবৃত্তগতি, অবিচলিত।

স্থূল : ● **স্থ**-এর (স্থিতের) নবরূপধারীকে লালন করে যে; অথবা, একই (মানসিক বা বাহ্যিক) অবস্থানে বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে স্বভাবত (দেহেমনে) মোটা (মূঢ়বুদ্ধি) বা বৃহদাকার হইয়া গিয়াছে যে। ◻ মোটা, বৃহৎ, বিশাল, বেধযুক্ত, পুরু, মন্দ, মূঢ়, পৃথু।

স্না : ● **স্ন**-এর (সত্তাকে নাকৃত ও অনকৃত করার) আধার যে; অথবা, অথবা, সত্তার মলাদি বিধৌত (নাকৃত) করিয়া শুদ্ধসত্তাকে (অনকৃত) চলমান-কৃত করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে (যে **সংস্কার** কর্ম্মের দ্বারা); কিংবা,

(সাদৃশ্যে) জলাদিতে নিমজ্জনপূর্ব্বক দোষাদি ক্ষালন ও শুদ্ধ হওয়ন যাহাতে। ◻ শৌচ, (সাদৃশ্যে) জলে ডুবাইয়া ধোয়া বা স্নান।

স্নাত : ● **স্না** (দোষাদি ক্ষালন ও শুদ্ধ হওয়ন) তারিত যাহাতে; অথবা, **স্না**করণ (সংস্কার) করা হইয়াছে যাহাতে; কিংবা, **স্নান** কৃত যাহাতে। ◻ সংস্কৃত; (সাদৃশ্যে) কৃতস্নান, উদ্বর্ত্তনপূর্ব্বক ক্ষালিত, নিষ্ণাত।

স্নাতক : ● **স্নাত** (স্রোতধারায় **স্নান**) করণ সমাপ্ত করিয়াছে যে; অথবা, যে জ্ঞানতাপস চতুষ্পাঠীর বিশেষ প্রকার বিদ্যাস্রোতের ধারায় বহুবর্ষ নিমজ্জিত থাকিয়া তপস্যা করিয়াছে বা **স্নান** করিয়াছে যে; কিংবা, (একালে) যে জ্ঞানতাপস বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত বিদ্যাধারার স্রোতে নির্দ্দিষ্টকাল নিমজ্জিত থাকিয়া তপস্যা করিয়াছে বা **স্নান** করিয়াছে; অথবা, (সাদৃশ্যে) জলস্রোতের ধারায় ডুবিয়া স্নান করিয়াছে যে। ◻ (সেকালে) চতুষ্পাঠীর স্নাতক, বিদ্যাব্রত-স্নাতক; (একালে) 'গ্র্যাজুয়েট' বা স্নাতক।

স্নান : ● **স্না** (দোষাদি ক্ষালন করা ও শুদ্ধ হওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, অদৃশ্য বিদ্যাধারায় নিমজ্জিত হইয়া নিজ মনের দোষাদি স্খালন ও মন শুদ্ধকরণ চলে যাহাতে; কিংবা, দৃশ্য জলধারায় (নদীতে) নিমজ্জিত হইয়া নিজ দেহের ধূলিময়লা ধৌতকরণ ও নিজদেহ শুদ্ধকরণ করা চলে যাহাতে। ◻ তীর্থাবগাহন, সমাবর্ত্তন, অবগাহ, মজ্জন, জলে ডুবিয়া স্বদেহ ধৌতকরণ। দ্র. তীর্থ।

স্নায়ু : ● **স্না**-এর (দোষাদি ক্ষালন ও শুদ্ধ হওয়নের) যাওয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে নলব্যবস্থা বা নালী-প্রণালী দ্বারা সর্ব্ব শরীরে রক্তাদির ধারা প্রবাহিত করিয়া জীবদেহ তাহার আভ্যন্তরীণ **স্নান**করণ করিয়া থাকে। / যাহা দ্বারা দেহ স্নাত হয়। (ব.শ.)। ◻ সূত্রবৎ অস্থিবন্ধনীয় নাড়ীবিশেষ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গসন্ধিবন্ধন।

স্নিগ্ধ : ● **স্নি**-এর (সক্রিয় **স্ন**-এর বা সত্তাকে নাকৃত-অনকৃত করার) গমন ধারিত যাহাতে; অথবা, **স্নি**-কারীর গমনকে ধরিয়া রাখে, যাইতে দেয় না যে; কিংবা, **স্নেহ** থাকে যাহাতে। ◻ স্নেহযুক্ত, বৎসল, তৈলাদিরসযুক্ত, মসৃণ, চিক্কণ, হিতকারী, আর্দ্র।

স্নেহ : ● দিশাগ্রস্তভাবে চলমান **স্ন** (সত্তার নাকৃত-অনকৃত করা) হয় বা জন্মায় যাহাতে; অথবা, যে দিশাগ্রস্ত **স্ন**-কারী সত্তা মানব-মনের অপ্রিয় ধারণাগুলিকে বাদ দেয় ও প্রিয় ধারণাগুলিকে একত্র করিয়া (প্রেমাবেগ রূপে) ধারণ করে; কিংবা, মানবমনে যে প্রেমাবেগ জন্মায়; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে দিশাগ্রস্ত **স্ন**-কারী সত্তা মানবদেহের দুষ্ট কোষাদিকে বাদ দেয় ও সুস্থ কোষাদিকে একত্র করিয়া (তৈলাদিরস রূপে) ধারণ করে; কিংবা, মানবদেহে যে তৈলাদিরস জন্মায়। / ইষ্টসাধন-নিবন্ধন প্রেমাপরনামা মমতা-অভিমান যাহাতে; অথবা, যে গুণে চূর্ণীকৃত দ্রব্য পিণ্ডাকৃতি ধারণ করে। (ব.শ.)। ◻ প্রীতি, অনুরাগ, বাৎসল্য, প্রণয়, প্রীতিবস্তু, (সাদৃশ্যে) তৈলাদিরসদ্রব্য, বসা, চিক্কণতা, দৈহিক জল।

স্পন্দ : ● **স্পন** (সত্তাকে পালনপূর্ব্বক চলমান) করিয়া দান করে যে; অথবা, সত্তার যে আচরণ তাহার চলমানতাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। ◻ ঈষৎ কম্পন, কিঞ্চিৎ চলন, কাঁপা।

স্পন্দন : ● **স্পন্দ** (ঈষৎ কম্পন) অন (চলমান) যাহাতে; **স্পন্দ**-করণ চলে

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ◻ প্রতীকী অর্থ। ✻ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যাহাতে। ⌐ ঈষৎ চলন, কাঁপা।

স্পর্দ্ধা : ● **স্পর** (সত্তা-পালকের আবর্ত্তন) দানের ধারণ থাকে যে আধারে; অথবা, আবর্ত্তমান পালক সত্তার (আপন আবর্ত্তনের ভিতরের দেশকাল দান করিয়া) ধারণ করিবার ইচ্ছা থাকে যাহাতে। □ পরিভবেচ্ছা, ক্রমসমুন্নতি, আস্পর্দ্ধা, গর্ব্ব, বা'ড়, বলগর্ব্ব।

স্পর্শ : ● **স্পর** (সত্তা-পালকের আবর্ত্তন) শক্তির যোজন থাকে যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তমান পালক সত্তার শক্তিযোজন বা মানসিক সংসর্গ (সংবাদ, জ্ঞানাদি 'দান) যাহাতে; কিংবা, আবর্ত্তমান পালক সত্তার শক্তিযোজন বা দৈহিক সংসর্গ (ত্বকে ত্বকে ছোঁয়া, ছোঁয়াছুঁয়ি) যাহাতে। □ সংসর্গ, মৃদুতা, সংযোগ, বায়ুর গুণ।

স্পষ্ট : ● **স্পষ** (সত্তা-পালকের দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন) টঙ্কারিত যাহাতে (যে প্রকাশে); অথবা, যে পালকের দিশাগ্রস্ত প্রকাশন টঙ্কারিত হইয়া বা ফাটিয়া-ফুটিয়া বাহির হয়; কিংবা, যে অকপট রাখঢাক-হীন প্রকাশন সোজা-সাপটা বাহিরায়। □ স্ফুট, প্রব্যক্ত, সহজবোধ্য, সরল, বিকসিত।

স্পৃশ্য ⁎ ● **স্পৃশ** (সত্তা-পালকের আবর্ত্তন শক্তির যোজন) থাকে যাহাতে; অথবা, **স্পর্শ**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, মানসিক সংসর্গ (সংবাদ, জ্ঞানাদি দান ইত্যাদি) থাকে যাহাতে; অথবা, দৈহিক (বাহ্যিক) সংসর্গ (ছোঁয়াছুঁয়ি) থাকে যাহাতে। □ স্পর্শনীয়, স্পর্শনার্হ, শুদ্ধ।

স্ময় : ● **স্ম** (তন্মাত্রে সীমায়িত সত্তা) যায় যাহাতে; অথবা, যে মানববিরোধী সত্তা সীমায়িত হইয়া ত্রসরেণুবৎ হইয়া সমগ্র মনোলোকে ছড়াইয়া পড়ে; কিংবা, যে সত্তা মনকে ময়গ্রস্ত করে। □ অদ্ভুত, গর্ব্ব, বিস্ময়।

স্মর১ : ● **স্ম** (তন্মাত্রে সীমায়িত সত্তা) রহে যাহাতে; অথবা, যে মৃত সত্তা সীমায়িত হইয়া মনোলোকের ধারণাভাণ্ডারে ছায়াছবি (চলচ্চিত্র) রূপে রক্ষিত থাকে; কিংবা, প্রয়োজন হইলে যে চলচ্চিত্রকে মনোলোকের ছায়াছবি-ঘরে চালু করিয়া আগাগোড়া দেখিয়া লওয়া যায় বা **স্মরণ** করা যায়। ⌐ অতীতের ঘটনাবলী মানসচক্ষে পুনরায় দেখা, মনে করা।

স্মর২ : ● **স্ম** (তন্মাত্রে সীমায়িত সত্তা) রহে যাহাতে; অথবা, যে প্রকল্পিত সত্তা জন্মাইয়া নানা কার্য্য করিবে, মনোলোকে তাহার যে সীমায়িত কাল্পনিক রূপ (পরিকল্পনা) রক্ষিত হয়; কিংবা, ভবিষ্যৎ প্রকল্পকে মনোলোকের ছায়াছবি-ঘরে চালু করিয়া তাহাতে কর্ম্মরত থাকিবার ইচ্ছা বা সুরতেচ্ছা করে যে বা সুরতেচ্ছায় নিমগ্ন থাকে যে। / উৎকণ্ঠার সহিত কান্তাকে স্মরণ করে যে। (ব.শ.)। □ কামদেব, প্রণয়, সুরতেচ্ছা।

স্মরণ : ● **স্মর১** (সীমায়িত সত্তার রক্ষা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, **স্মর**করণ করা (মনোলোকের ছায়াছবি-ঘরে পূর্ব্বতন ঘটনাবলীর চলচ্চিত্র দেখা) হয় যাহাতে; কিংবা, অতীতের ঘটনাবলী মানসচক্ষে পুনরায় দেখা হয় যাহাতে। / যাহা দ্বারা স্মৃতি সাধিত হয়। (ব.শ.)। □ স্মৃতি, আধ্যান, অনুচিন্তন, অনুধ্যান, চিন্তন, মনে উদিত।

স্মর্ত্তব্য : ● যাহা **স্মর**করণ করা (মানসচক্ষে পুনর্দর্শন করা বা মনে করা) উচিত বা প্রয়োজন। □ স্মরণীয়, চিন্তা, ধ্যেয়।

স্মারক : ● **স্মর**করণ হইতে জাত যে; অথবা, যাহা দেখিলেই তৎসংশ্লিষ্ট অতীত মানসচক্ষে পুনরায় দৃষ্ট হইতে থাকে বা মনে পড়িয়া

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ✱ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

যায়। ⌐ স্মরয়িতা, স্মারক-চিহ্ন, স্মারক-কার্য্য।

স্মার্ত্ত : ● **স্মৃতি** হইতে জাত যাহা; অথবা, যাহা কিছু স্মৃতির (ব্যক্তিগত ও সামাজিক এবং বাহ্যভাবে রক্ষিত স্মৃতির) সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা থাকে যাহাতে। ⌐ স্মৃতিসম্বন্ধী, স্মরণসম্বন্ধী, স্মৃতিবিষয়ক, স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক, স্মৃতিবিহিত, ব্যবহারশাস্ত্রসম্মত, স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ।

স্মিত : ● **স্ম** (তন্মাত্রে সীমায়িত সত্তা) তারিত হইয়া সক্রিয় যাহাতে; অথবা, দৃষ্ট বা জ্ঞাত ঘটনাদির অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ্ততম তন্মাত্ররূপে প্রকাশিত হয় যে ঈষৎ হাস্যে। ⌐ কৃতস্ময়, বিকসিত, ঈষৎ হাস্যযুক্ত, অদৃষ্টদর্শন হাস্য, বিস্মিত।

স্মৃতি : ● **স্মৃ** (সীমায়িত সত্তার আবর্ত্তন) তারিত হইয়া সক্রিয় যাহাতে; অথবা, বাস্তবের ব্যক্তিগত বা সামাজিক অভিজ্ঞতা **স্মর**রূপে থাকে মানবমনের বা সমাজমনের ভাণ্ডারে; কিংবা, যে পুঁথিপত্র গ্রন্থাদিতে সেই অভিজ্ঞতা-বলী লিখিয়া রাখা হয়; অথবা, মানুষের যে ক্ষমতা, সভ্যতার বাহ্যিক অগ্রগতি যে পরিমাণে ঘটে, সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। /যাহা দ্বারা বেদার্থস্মরণ হয়। (ব.শ.)। ⌐ অনুভূত বিষয়ের জ্ঞান, স্মরণ, ব্যভিচারিভাববিশেষ, স্মরণশক্তি।

স্মৃতিশাস্ত্র : ● **স্মৃতি**র মাধ্যমে বাহিত হয় যে শাস্ত্র। / পূর্বানুভূত বিষয়ে যে জ্ঞান মানুষের স্মৃতিশক্তিতে থাকে ও গুরু পরম্পরায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে (যথা, বেদাঙ্গ, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ইত্যাদি স্মৃতির পর্যায়ে পড়ে। **সাত্ত্বিক স্মৃতিশাস্ত্র** : বাসিষ্ঠ হারীত ব্যাস পারাশর ভারদ্বাজ কাশ্যপ; **রাজস স্মৃতিশাস্ত্র** : চ্যাবন যাজ্ঞবল্ক্য আত্রেয় দাক্ষ কাত্যায়ন বৈষ্ণব; **তামস স্মৃতিশাস্ত্র** : গৌতম বার্হস্পত্য সাংবর্ত্ত যাম শাঙ্খ ঔশনস। (পৌ.অ., ব.শ.)। ব্যবহারশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র।

স্যন্দ : ● **স্যন** (শক্তিযোজিত অনকৃত সত্তা) দান করে যে; অথবা, পণ্যের দ্রুত ক্রমনির্গমন চলে যাহা হইতে। / সুধা ক্ষরণ করে যে। (ব.শ.)। ⌐ পণ্যক্ষরণকারী, চন্দ্র, স্রুতি, ক্ষরণ, ঝরা, (সাদৃশ্যে) স্বেদোদগম।

স্যন্দন : ● **স্যন্দ** (পণ্যাদির ধারা) অন (চলমান) যাহাতে। / যাহা দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ⌐ পণ্যাদির প্রবাহ, স্রাবী, ক্ষরণ, স্রাব, (লক্ষণার্থে) শীঘ্র, বেগগামী।

স্যন্দনস্বভাবাৎ অভিমানী দেবগণ : ● 'আমরা বিপুল পণ্য বিতরণ করিতে পারি' - এই অভিমান যাহাদের। ⌐ সিন্ধু।

স্যন্দনী : ● **স্যন্দন**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, পণ্য প্রবাহিত করিয়া পরিবর্ত্তে অর্থলাভ ঘটিবে - এই বাসনার প্রকাশ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা হইতে বাসনার লালা ঝরে। ⌐ লালা।

স্রষ্টা : ● **স্রষ** (শক্তিযোজনার দিশাগ্রস্ত আবর্ত্তন) টঙ্কারিত যাহা হইতে; অথবা, মেধাশ্রমাদি প্রয়োগ করিয়া **সৃজন** করে যে। ⌐ সৃষ্টিকর্ত্তা, নির্ম্মাতা, কর্ত্তা।

স্রুত : ● **স্রু** (শক্তিযোজনার আবর্ত্তন নবরূপে উত্তীর্ণ) হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি হইতে জাত সত্তা ক্ষরিত হয় যাহাতে। ⌐ ক্ষরিত, গলিত, স্খলিত...।

স্রোত : ● **স্রুত**-এর (ক্ষরিতের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, **স্রুত**-এর ধারা প্রবাহিত যাহাতে। ⌐ প্রবাহ, ধারা, নদীরয়, স্বতঃ অনুসরণ।

স্ব : ● সত্তাকে (সত্তার 'আমি'কে) বহন করে যে; অথবা, যাহার ভিতরে সত্তার 'আমি'র

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। ⌐ প্রতীকী অর্থ। ❋ দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

কিয়দংশ প্রবেশ করিয়া বাহিত হইতেছে (যে কারণে তাহা 'আমি'র বা সত্তার অধিকার-বিহিত)। ❒ স্বকীয়, স্বীয়, স্বাধিকার-বিহিত, সত্তার নিজের, আত্মার, আত্মীয়, আত্মা, নিজের, আপনার।

স্বকীয় : ● **স্ব** (সত্তার 'আমি' দ্বারা) কৃতের সক্রিয় আধার যায় (থাকে) যাহাতে; অথবা, যাহা **স্ব**-এর বা সত্তার 'নিজ' দ্বারা কৃত হইয়াছে। ❒ আত্মসম্বন্ধী, স্বীয়, নিজ।

স্বগত : ● **স্ব**-এ (সত্তার 'আমি'তে) গত যে; অথবা, যাহা সত্তার নিজের ভিতরে গত (অন্য কেহ যাহা গ্রহণ করিতে বা শুনিতে পায় না)। ❒ আত্মগত, মনোগত।

স্বচ্ছ : ● **সু** (ভাল, অবাধ) **অচ্ছ** (অনাচ্ছাদিত) যে; অথবা, যাহার ভিতর দিয়া দৃষ্টি খুব ভালভাবে পরপারে যাইতে পারে, আটকায় না। ❒ পারদর্শিনী, সুবিমল, অনাবিল, নির্ম্মল, **আচ্ছা**।

স্বচ্ছন্দ : ● নিজ ছন্দে চলে যে। / স্ব ছন্দ যাহার বা যাহাতে; অথবা, যাহার বা যাহাতে স্বীয় বশ বা অভিপ্রায় আছে। (ব.শ.)। ❒ স্ব-তন্ত্র, স্ববশ, স্বাধীন, স্বৈরী, অবাধ, অব্যাহত, ইচ্ছানুরূপ, স্বেচ্ছা।

স্বচ্ছল : ● **স্বচ্ছ** (সুবিমল অন্তর) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহার অন্তর সম্পূর্ণ পরিষ্কার। /সু অচ্ছল যে। ❒ সম্পূর্ণ ছলরহিত, একেবারেই অকপট।

স্বতঃ : ● **স্ব** (সত্তার 'আমি'র) তারণ বিসর্জ্জিত হয় যাহা হইতে। ❒ আপনি, স্বয়ং, নিজে।

স্বতন্ত্র : ● **স্ব** (নিজ) তন্ত্র (ব্যবস্থা) যাহাতে; অথবা, যে সত্তা তাহার নিজ ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত। ❒ স্বপ্রধান, স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন, স্বৈরী।

স্বত্ব : ● **স্ব**-এর (সত্তার 'আমি'র) তারণ বাহিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে সত্তার নিজত্ব আছে। / দ্রব্যের শাস্ত্রসম্মত যথেষ্ট বিনিয়োগযোগ্যতা যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ স্বামিত্ব, অধিকার।

স্বপ্ন : ● **স্ব**-এর (সত্তার 'আমি'র) পালন অনকৃত যাহাতে; অথবা, যাহাতে নিদ্রিত (নিশ্চেষ্ট) 'আমি'র নিয়ন্ত্রণহীন দেহ শায়িত থাকিয়া পরিপাকাদি কার্য্য করিয়া দৈহিক শক্তি অর্জ্জন করে এবং নিদ্রিত (নিশ্চেষ্ট) 'আমি'র নিয়ন্ত্রণহীন স্বেচ্ছাচারী মন তাহার মনোভূমিতে স্থান-কাল-পাত্রদিগকে মান্য বা অমান্য করিয়া নানাবিধ স্বাভাবিক অস্বাভাবিক অদ্ভুত কিম্ভূত কার্য্য বা ব্যায়ামাদি করিয়া মানসিক শক্তি অর্জ্জন করে এবং তাও প্রত্যেক শয়নকালে নয়; কিংবা, যে কার্য্য বাস্তবায়িত হইলে মানুষের 'আমি'ত্ব পালিত হয়, সেই কার্য্যের কল্পনা অনকৃত থাকে যাহাতে। ❒ প্রসুপ্তের বিজ্ঞান, নিদ্রিতের অনুভূতি, প্রসুপ্তের দর্শন।

স্বভাব : ● **স্ব** (নিজ) ভাব থাকে যাহাতে; অথবা, সত্তার নিজ প্রকৃতিলব্ধ (সহজাত) ভাব থাকে যাহাতে; কিংবা, যে ভাবের উপর সত্তার নিজের হাত থাকে না; অথবা, সত্তাকে যে মূল ভাব দিয়া প্রকৃতি জন্ম দিয়াছে; কিংবা, সত্তার ভিতরে প্রকৃতি যে রূপে বিরাজ করে। ❒ স্বীয়ভাব, স্বতঃসিদ্ধভাব, প্রকৃতি, ভয়াদিব্যতিরিক্ত সহজভাব, আত্মভাব।

স্বয়ং (স্বয়ম্) : ● **স্ব**-এর (সত্তার নিজের) যাওয়া বা চলা সীমায়িত যে রূপে; অথবা, যে রূপে কোনো সত্তা আপাত-সম্পূর্ণ হইয়া বিরাজ করে। ❒ আপনি, নিজে।

স্বয়ম্ভু : ● **স্বয়ং** (নিজেই) **ভূত** (আবির্ভূত) হয় যে; অথবা, যে নিজে নিজেই জন্মায়। /

স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ করে যে। (ব.শ.)। ◻ স্বজাত, স্বেচ্ছাজাত, (অগ্নিপুরাণ অনুসারে) দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানজীবী (ব্রহ্মা), আবিষ্কারক-উদ্ভাবক (শিব)।

স্বর : ● **স্ব** (সত্তার বহন, স্ব-ত্ব, নিজস্বতা) **র**হিয়া যায় যাহাতে (সত্তার যে ব্যক্তিগত উৎপন্নে — রবে, শব্দে, পণ্যে, সম্পদে); অথবা, যে রবের ভিতর রবকারী (রবকারীর বিশেষত্ব) থাকিয়া যায়; অথবা, উৎপাদকের **স্বত্বা**ধিকার থাকিয়া যায় যাহাতে; কিংবা, জীবসমূহের কোটি কোটি নিজ নিজ **স্বর**সমূহকে বিশ্লেষণ করিয়া মানবজাতির আদি **স্বর**জ্ঞানীগণ তাহাদিগকে মূল যে **সপ্তসুর** বা **স্বর**-এ সুবিন্যস্ত করিয়াছিলেন। ◻ তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিত ষড়জাদি-সপ্তক, স্বরবর্ণ, কণ্ঠধ্বনি, রব, শব্দ, ধ্বনি, নাদ ...। *

স্বরুচি : ● **স্ব**-এর (নিজের) **রুচি** থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে নিজ নিজ **রুচি** অনুসারে মানসিক বা দৈহিক খাদ্যাদি গ্রহণ করা হয়। ◻ স্বতন্ত্র, স্বাধীন, নিজরুচি, সেচ্ছা।

স্বর্গ : ● **স্বর** (...ব্যক্তিগত উৎপন্ন) গমন করে যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রে); অথবা, মানুষের **স্বর**সমূহ (উৎপাদিত শব্দাদি) যে বাহ্যিক **উর্দ্ধ**লোকে (আকাশের সর্ব্বোচ্চ স্তরে) গমন করে; কিংবা, মানুষের স্বরসমূহ (উৎপাদিত পণ্যাদি) যে সামাজিক উর্দ্ধলোকে (সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে বা সুখস্বর্গলোকে) গমন করে; অথবা, সমাজের জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ যে স্থানে গিয়া জমা হয়। ◻ সম্পদবানদের বা দেবতাদের বাসস্থান। *

স্বর্গদোষ : ● **স্বর্গ**-এর যে চারপ্রকার দোষ থাকে (১. স্বর্গে কৃতকর্মের ফল বা অর্জ্জিত-সঞ্চিত ধন ভোগ করিতে হয়; ২. নূতন কর্ম্ম করিয়া নতুন অর্জ্জন করা যায় না; ৩. অপরের সম্পদ দেখিলে মনে অসন্তোষ হয়; এবং ৪. সঞ্চিত অর্জ্জন শেষ হইয়া গেলে পৃথিবীতে আবার পতন হয়)। দ্র. **মুদগল**।

স্বস্তি : ● **সু** (ভাল) অস্তি (অস্তিত্ব) যাহাতে; অথবা, যে অস্তিত্বে বহিরাক্রমণ কিংবা অন্তর্দ্রোহ নাই, স্বাভাবিকতা আছে; কিংবা, যে অস্তিত্বে কোনো প্রকার টানাপোড়েন নাই, নিশ্চিন্তভাবে আপন অভাব পূর্ণ করিয়া বাঁচিয়া থাকা আছে। ◻ মঙ্গল, শুভ, আশীর্ব্বাদ, অবিনাশ, যোগক্ষেমসম্পত্তি, কুশল, কল্যাণ।

স্বাগত : ● যে আগমনকারীকে 'আসুন আসুন' বলিয়া সাদরে আপ্যায়ন করা হয়। / সু আগত যে। (ব.শ.)। ◻ সুখে আগত, ন্যায্যভাবে আগত, ন্যায়ার্জ্জিত, কুশলাগমন, সুখাগমন, শোভমান আগমন।

স্বাগতম : ● **স্বাগত** (সাদর আপ্যায়নে আগমন) সীমায়িত বা আপাত-সম্পূর্ণ যাহাতে।

স্বাদ : ● **স্বদ** (সত্তার জিহ্বা ও দন্ত দান) হইতে জাত; অথবা, কোনো খাদ্যবস্তুকে **স্বদ** করিলে (জিহ্বা ও দন্ত দিয়া কামড় দিলে) যে অনুভূতি লাভ করা যায়; কিংবা, কোনো মানসিক খাদ্যকে **স্বদ** করিলে (মানসিক জিহ্বাদি দিয়া গ্রহণ করিলে) যে অনুভূতি লাভ করা যায়। ◻ আস্বাদন, ভোজন, রুচি, আস্বাদ, রস, কাব্যরস।

স্বাদু : ● **স্বাদ** (খাদ্যগ্রহণের অনুভূতি) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে মানসিক বা বাহ্যিক খাদ্য গ্রহণ করিলে সুখানুভূতি হয়। ◻ রসবান, স্বাদবান, মধুর, মিষ্ট, মনোজ্ঞ, শোভন, সুখকর, মধুররস, সুস্বাদ।

স্বাধীন : ● **স্ব**-এর (নিজের) **অধীন** যে; অথবা, ঝাঁকজীব বলিয়া সম্পূর্ণভাবে যাহা

হওয়া মানুষের পক্ষে অবাস্তব (রবীন্দ্রমতে, তাহা হইলে রবিনসন ক্রুশোর ন্যায় তাহাকে জনহীন দ্বীপে গিয়া থাকিতে হয়)। /যে আপনাতে আছে; অথবা, যে আপনার অধীন। (ব.শ.)। ❐ স্বতন্ত্র, স্বৈরী, স্বায়ত্ত, স্ববশগত।

স্বাভাবিক : ● **স্বভাব**জাতকে সক্রিয় করে যে। ❐ স্বভাবভব, নৈসর্গিক, সহজ, নিত্যসিদ্ধ, অযত্নসিদ্ধ।

স্বামী : ● **স্ব** (নিজ) **আম**-এর (তেজপ্রাপ্ত-এর) সক্রিয় আধার যে; অথবা, নিজ মানসিক এবং (বা) শারীরিক আয়াস হইতে অর্জ্জিত জ্ঞানসম্পদ এবং (বা) ধনসম্পদের সক্রিয় অধিকারী যিনি; কিংবা, লক্ষণার্থে, অধিকারী-মাত্রকেই যে শব্দে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। ❐ অধিপতি, প্রভু, রাজা, অধিকারী, মালিক, পতি, ভর্ত্তা, গুরু, পরমহংস-প্রভৃতির উপাধি।

স্বায়ম্ভুব-মনু : ● **স্বয়ম্ভু** (নিজেই আবির্ভূত) হইতে জাত যে **মনু**; অথবা, যে মানব-প্রজাতি স্বয়ং (স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবে) ভূত হইয়াছে; অথবা, যে আদিম মানুষেরা সর্ব্বাগ্রে আত্মসচেতন হইয়া নিজেরা নিজেদের সচেতনভাবে পরিচালনা করিতে শুরু করিয়াছিল; কিংবা, পুরাণ অনুসারে, চৌদ্দ যুগে যে চৌদ্দ রকম স্বভাবের মানুষ জন্মানর কথা, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম যে স্বভাবের মানুষ জন্মলাভ করিয়াছিল। ❐ প্রথম মনু, আদিম মানুষ, সনাতন মানুষ, বৈদিকযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মানুষ।

স্বারোচিষ-মনু : ● **স্বরুচি** (নিজ নিজ **রুচি**) হইতে জাত যে মানুষেরা দিশাগ্রস্তভাবে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিত; অথবা, যে মানব-প্রজাতি নিজেদের অভিরুচি অনুসারে চলিতে শুরু করিয়াছিল; অথবা, ভারতীয় পুরাণ অনুসারে **স্বায়ম্ভুব-মনু**র পর যাহাদের জন্ম হয়। ❐ দ্বিতীয় মনু, আদি-বৈদিকমানুষ, আদি স্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষ।

স্বার্থ : ●·**স্ব**-এর (নিজের) **অর্থ** থাকে যাহাতে; অথবা, নিজের মানে বা **অর্থ** থাকে যাহাতে; কিংবা, নিজের 'মানে' বা অর্থ থাকে যাহাতে; অথবা, সত্তার নিজের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ থাকে যাহাতে। ❐ স্বপ্রয়োজনক, আত্মনিমিত্তক, স্বকার্য্যসাধনপর, শব্দতদর্থ, স্বধন।

স্বাস্থ্য : ● **স্বস্থ** (নিজের স্থিতি) হইতে জাত থাকে যাহাতে; অথবা, সত্তা থাকে যে দেহে তাহার ভালমন্দ থাকে যাহাতে (যে প্রকৃতিস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থায়)। ❐ স্বস্থভাব, প্রকৃতিস্থতা, আরোগ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাকাঙ্ক্ষ-ভাব, স্বাভাবিক-ভাব, স্বভাবপ্রফুল্লভাব।

স্বেদ : ● **স্ব**-এর (সত্তাবাহক দেহের) দিশাগ্রস্ত দান থাকে যাহাতে; অথবা, মানবদেহের অভ্যন্তর হইতে যে শ্রমজাত জল রোমকূপের ছিদ্রপথগুলি দিয়া বাহির হইয়া যায়; কিংবা, সমাজদেহের অভ্যন্তর হইতে যে শ্রমজাত উৎপন্নাদি সীমান্তের ছিদ্রপথ-গুলি দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। /শ্রমাদি হেতু যে গাত্রজল প্রক্ষরণ হয়। (ব.শ.)। ❐ উদ্বৃত্ত উৎপন্নের বহির্গমন, (সাদৃশ্যে) গাত্রপ্রক্ষরণ, ঘামা, ঘাম।

স্বেদজ : ● **স্বেদ** (...শ্রমজাতের দান) হইতে জাত যে বা যাহারা; অথবা, সমাজদেহ হইতে বহির্গত উদ্বৃত্ত উৎপন্নাদি গ্রহণ করিয়া বিদেশে বিক্রয় করিবার জন্য সীমান্তে নানা জাতের যে সকল চোরাইমাল-ব্যবসায়ীগণের উদ্ভব হইয়া থাকে; কিংবা, (সাদৃশ্যে)

মানবদেহের ঘামগন্ধ পাইয়া যে সকল মশকাদি ছুটিয়া আসে। /তাপ হেতু পার্থিবদ্রব্যের ক্লেদ হইতে জাত যাহারা। (ব.শ.)। ▫ স্বেদজাত, কৃমি ডাঁশ মশা মৎকুণ ইত্যাদি।

হ

হ : ● হ-করণ যাহাতে; অথবা, হওয়াকরণ হইতে 'অত্যন্ত হওয়াকরণ' (= না-হওয়াকরণ) অবধি সর্ব্ব প্রকারের হ-করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, অতিসচল-অবাস্তবকে (হ বলিয়া দাঁড় করানো বা) স্থিরকরণ (= ভবকরণ, ভবিত-করণ বা ভূতকরণ, বাহ্য-রূপীকরণ) এবং সেই ভাবে স্থিতকারী আত্মকেন্দ্রে আবর্ত্তনকারী অচলকে আরো আরো হওয়াকরণ (আত্মকেন্দ্রে সংহতকরণ) করিতে করিতে 'অত্যন্ত হওয়া-করণ' (স্তব্ধকরণ, বিলুপ্তকরণ, হনকরণ) করা হয় যাহাতে; অথবা, সর্ব্ব প্রকারের ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারীর হওয়াকরণ হইতে না-হওয়াকরণ অবধি প্রত্যেক সত্তার হ-করণ যাহাতে। ▫ ভবিত, ভূত, উদ্ভূত, জাত, স্থিতি, স্থির, উদ্ভূত হওয়া, জন্মগ্রহণ করা, সঙঘটিত হওয়া।

হই : ● হ (ভবিত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সত্তার ভূত হওয়ন ঘোষিত যাহাতে। ▫ ... গুণ বা রূপ গ্রহণ করি, জন্মাই, ভবন করি।

হইতে : ● **হই** (ভবিত) দিশাগ্রস্তভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, হই-স্বরূপ স্থান কাল পাত্রে তারিত হওয়া (যাওয়া, আসা) যাহাতে; কিংবা, **হওয়া** চলিয়া যায় যাহাতে; অথবা, যাহা ভবিত বা ভূত হইতেছে বা হইয়াছে তাহার সহিত কথিতের তুলনা যাহাতে। ▫ ভবন (হওয়ন) করিতে, চেয়ে, থেকে, অপেক্ষায়।

হই-হই : ● হই-এর (ভবিতের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে অজস্র প্রকারের হইতেছে হইতেছ হইতেছি ... প্রভৃতি হই-হই-কারীরা যে যার নিজ নিজ ভূত হওয়নের ঘোষণা করিতে থাকে; কিংবা, 'তুমি বা তোমরা এভাবে হইলে আমি বা আমরা কীভাবে হইব' - ইত্যাকার নানাপ্রকারের পরস্পরবিরোধী হইকারীগণের **হই-হই**-করণের ঘোষণা চলিতে থাকে যাহাতে। ▫ কোলাহল, মহাকোলাহল।

হউক (হোক) : ● হ-এর (ভবিতের) নবরূপে উত্তীর্ণ করণ যাহাতে। ▫ ঘটুক, ভবন ঘটুক।

হও : ● হ-এর (ভবিতের) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, হ-করণ বা ভবন করিতে থাকা চলে যাহাতে; কিংবা, হ-করণ বা ভবন (হওয়ন) করিবার নির্দ্দেশ যাহাতে।

হওয়ন : ● হও (ভব্যমানতা) অন (চলমান) যাহাতে। ▫ ভবন, মানসিক বা বাস্তবিক রূপ লাভ করণ, বাহ্যরূপ গ্রহণ।

হওয়া : ● হও (ভব্যমানতা) যায় বা হয় যে আধারে; অথবা, মানসিক ও বাহ্যিক **হবন** (হওয়ন করা, ভবন করা) থাকে যাহাতে (দ্র. **খাওয়া, গাওয়া, ধাওয়া, যাওয়া** ইত্যাদি)। / যে ভাত ফুটিয়া সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। (ব.শ.)। ▫ হওয়ন, উৎপত্তি, জন্ম, সংঘটিত, নিষ্পন্ন। (দ্র. **অনুভব, ভব, ভবন**)।

হংস : ● হং-এর (ভবিত সত্তার রহস্যময়-তার) অস্তিত্ব থাকে যাহাতে; অথবা, 'তিনিই আমি' ('সো-অহং' > স-হং) বলে বা বলিতে সক্ষম যে; কিংবা, জনগণের ভিতর হইতে ধনীদিগকে বাদ দিয়া অন্যদের সহিত থাকেন যিনি; অথবা, উৎপন্নাদি হইতে

মালিকানা বাদ দিয়া সেগুলি গ্রহণ করেন যিনি; কিংবা, জনসাধারণের মধ্যে বিচরণ করে যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) জলে বিচরণ করে যে। (দ্র. **উমা**, **সিংহ**)। / সংসৃষ্ট সোমজল হইতে বেদরূপ কিরণ দ্বারা সোম বিযুক্ত করিয়া পান করেন যিনি; অথবা, মন্দ গমন করে যে; কিংবা, যে যায়। (ব.শ.)। ❒ পরমজ্ঞানী, আত্মা-অনাত্মা-বিবেকী, জ্ঞানাভ্যাসরত বানপ্রস্থ-বিশেষ, মহাত্মা, নির্লোভ নৃপ, (সাদৃশ্যে) মরাল, হাঁস।

হঁ : ● হ্-এর (ভবিতের) রহস্যরূপ যাহাতে। ❒ স্বীকার, হাঁ।

হক : ● হ্-করণ (ভবিতকরণ) করা হয় যাহাতে বা করে যে; অথবা, বাধা দিয়া দাঁড় করান (স্থিত বা ভবিত করা) হয় যাহাতে।

হকচকা : ● হ্-করণ ও চ-করণ যুগপৎ ঘটে যাহাতে; অথবা, বাধা দিয়া দাঁড় করাইয়া বা স্থিত (হ্) করিয়াই চয়ন করিতে (পরিচয় দিতে, কিছু গ্রহণ করিতে, চিহ্নিত করিতে, গলায় মালা দিতে) উদ্যত যাহাতে, (ফলত, বিপরীত পক্ষ ঘাবড়াইয়া যায় যাহাতে); কিংবা, লক্ষণার্থে, আকস্মিক বিস্ময় যাহাতে। ❒ ঘাবড়াইয়া যাওয়া, হতচকিত হওয়া।

হক্ক : **হক** (...দাঁড় করান) করা থাকে যাহাতে; অথবা, যাহার উপর (যে প্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য অধিকারের উপর) নির্ভর করিয়া মানুষ মানসিক, আর্থিক বা সামাজিকভাবে দাঁড়াইতে পারে।

হঙ্গাম : ● **হং** (**হন**ন করিতে) দলবদ্ধভাবে গমন বা তদ্রূপ গমনজাত আচরণাদি যাহাতে। ❒ দ্র. হাঙ্গামা।

হট : ● হ্-এর (ভবিতের বা **হওয়ন**-এর) টঙ্কার যাহাতে; অথবা, সত্তা হইয়া বা আবির্ভূত হইয়া (অর্থাৎ সকলের মাঝে স্থান লাভ বা দখল করিয়া, জন্মিয়া, বৃদ্ধিলাভ করিয়া) অন্যের গায়ে গিয়া টঙ্কারিত হয় যাহাতে; কিংবা, '... হইয়াছি' এই অভিমানে টঙ্কার করে বা 'হটো, হটো' (সরিয়া যাও, সরিয়া যাও) বলে যে। ❒ দ্রোহবুদ্ধি, বিদ্বেষ, শত্রুতা, বিবাদ, ক্রোধ (hot)।

হটা : ● **হট**-এর (... 'হটো হটো' করণের) আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **হট**করণ করা (বকাঝকা করিয়া বা ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা) হয়। ❒ হটো হটো বলা, সরান।

হটান : ● **হটা** (**হট**করণ করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **হটা**করণ বা সরাইয়া দেওয়ার কাজ চলিতে থাকে। ❒ দূরে সরান।

হট্ট : ● **হট** (**হওয়ন**-এর টঙ্কার) টঙ্কারিত যাহাতে (যে স্থানে); অথবা, যে স্থানে 'আমার ক্ষেতে আলু হইয়াছে, 'আমার পটল হইয়াছে', 'আমার তাঁতে শাড়ী হইয়াছে' - এইরূপ নানা কিছু **হওয়ন**-এর টঙ্কার টঙ্কারিত হইতে থাকে; কিংবা, যে স্থানে (ক্রয়বিক্রয়ের নিমিত্ত বহুজন সমবেত হইয়া) সবাই সবাইকে 'হটো হটো' বলে বা ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। ❒ হাট, বেচাকেনার কেন্দ্র।

হট্টগোল : ● **হট্ট**-স্থানে যে **গোলমাল** হয়। ❒ হাটের গোল, মহাকোলাহল।

হট্টমন্দির : ● **হট্ট**-এর জন্য (নির্ম্মিত ও) ব্যবহৃত হয় যে গৃহ বা মন্দির। ❒ হট্টগৃহ, হাট-চালা।

হঠ : ● হ্-এর (ভবিতের) টঙ্কারস্থিতি যাহাতে; অথবা, ভবিত (আবির্ভূত) হইয়াই টঙ্কারপূর্ব্বক (চোট মারিয়া গ্রহণপূর্ব্বক) স্থিত হয় যাহাতে; কিংবা, অভাবিত টঙ্কারপূর্ব্বক গ্রহণ যাহাতে;

অথবা, শুধুমাত্র বাহ্যিক বা দৈহিক বৃদ্ধি লাভের অভাবিত **ছিনতাই**করণ যাহাতে। / অনৌচিত্যপূর্ব্বক করণ যাহাতে; অথবা, অচিন্তিত ও অতর্কিত বিষয়ের লাভ যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ সহসা জোরপূর্ব্বক গ্রহণ, পরোপতাপ, সহসা উৎপীড়ন।

হঠকারী : ● *হঠ* (... অভাবিত আঘাতপূর্ব্বক লাভ) করে যে। / যে হঠ বা অনুচিত বল-প্রয়োগ করে। (ব.শ.)। ❐ অশিষ্ঠ, গোঁয়ার।

হঠধর্ম্ম : ● *হঠ* (...শুধুমাত্র দৈহিক বা বাহ্যিক বৃদ্ধি লাভের অভাবিত চেষ্টা) রূপ ধর্ম্ম যাহাতে। /হঠাৎ আক্রমণপূর্ব্বক লুণ্ঠন যাহাতে। (ব.শ.)।

হঠযোগ : ● *হঠ* (...শুধুমাত্র দৈহিক বৃদ্ধি লাভের অভাবিত) **যোগ**করণ থাকে যাহাতে; অথবা, দেহের (সমাজদেহতন্ত্রের) দৈহিক বৃদ্ধি লাভের জন্য অভাবিত (উপপ্লব, বিদ্রোহ প্রভৃতি) যোগ যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) দেহের (মানবদেহতন্ত্রের) দৈহিক বৃদ্ধি লাভের জন্য অভাবিত (শ্বাসহীনতার কালবৃদ্ধি অর্থাৎ ভূগর্ভে বা জলতলে পাঁচ ঘণ্টা থাকিতে পারা ... ইত্যাদি) যোগ যাহাতে। /... চিত্তবৃত্তি নিরোধাত্মক যোগ যাহাতে। (ব.শ.)।

হঠযোগী : ● যিনি বা যাঁহারা **হঠযোগ** সাধনা করেন বা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ❐ হঠযোগসিদ্ধ পুরুষ (ইঁহাদের লইয়া সমরেশ বসুর বহুপ্রচারিত গ্রন্থ আছে)।

হঠাৎ : ● *হঠ*-এর (... অভাবিতের) আধার হইতে তারণ যাহাতে; অথবা, যাহা (যে ছিনতাই-করণ) ভাবনাচিন্তা না করিয়া অকস্মাৎ করিয়া ফেলা হয়। ❐ অকস্মাৎ, অতর্কিতভাবে, সবলে।

হঠে-শঠে : ● সহসা বলপূর্ব্বক গ্রহণ যাহাতে এবং **শঠ**তা করিয়া বা **ঠকা**ইয়া গ্রহণ যাহাতে। ❐ '*হঠে-শঠে*' ফেলে দান জিনিবার তরে। (ব.শ.)।

হড় : ● হ-এর (ভবিতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, যাঁহারা মূল ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের রীতিনীতি অস্বীকার করিয়া গড়াইয়া, হড়কাইয়া বা সরিয়া আসিয়াছিলেন। ❐ রাঢ়ীয় কাশ্যপ-গোত্র ব্রাহ্মণের উপাধি। দ্র. **হোড়**।

হড়কা : ● হড়-করণের আধার যে; অথবা, হড়কাইয়া বা পিছলাইয়া যাওয়া থাকে যাহাতে। ❐ পিছলাইয়া পড়া।

হড়কান : ● **হড়কা** (... পিছলাইয়া যাওয়া) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ পিছলান।

হড়কা-বান : ● যে বানের জলস্রোত **হড়কাই**য়া নামিয়া আসে; অথবা, পাহাড়ী শুষ্ক নদী দিয়া অকস্মাৎ যে (দশ-বিশ হাত উঁচু ও নদীখাত-পূর্ণ) জলস্রোত **হড় হড়** করিয়া তীব্র বেগে নামিয়া আসে (আর, শুষ্ক নদীখাতে থাকা জড় ও জীবসমূহকে মহাবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধ ঘণ্টার মধ্যে নদীখাত পুনরায় জলহীন হইয়া যায়)। ❐ নদীর একপ্রকার আকস্মিক বন্যা।

হড়বড় : ● **হড়**করণ ও **বড়**করণ যাহাতে; অথবা, যে করণে একবার **হড়**কাইয়া এবং পরক্ষণে **বড়**কাইয়া (আবর্ত্তিত হইয়া) অগ্রসর হইবার বা প্রকাশিত হইবার চেষ্টা থাকে। / দ্রুত অস্পষ্ট বাক্যোচ্চারণ যাহাতে। (ব.শ.)। ❐ ত্বরান্বিত হওয়া, ব্যস্ত হওয়া।

হড়হড়ে : ● **হড়**-এর (ভবিতের গড়ানের) পুনরাবৃত্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যাহা **হড়হড়** করে বা গড়ানশীল; কিংবা, যাহা স্বভাবতই পিচ্ছিল।

হড্ড : ● হ্-এর (ভবিতের) ডয়ন ডয়িত যাহাতে; অথবা, ভবিতের সংহত হওয়ন সংগঠিত যাহাতে। ▢ অস্থি, হাড়।

হত : ● হ্ (অত্যন্ত হ্-করণ বা **হন**করণ) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে অত্যন্ত হ্-করণ (আত্মক্ষেত্রে অত্যন্ত সঙ্কুচিতকরণ বা বিলুপ্তিকরণ) করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ▢ নিহত, মারিত, বধিত, তাড়িত, আহত।

হতচকিত : ● **হত** (সংহত) করা ও **চকিত** (সচকিত) করা হয় যাহাতে; অথবা, অকস্মাৎ মারিয়া বা ভয় দেখাইয়া সঙ্কুচিত করা এবং কোনো কিছু কাড়িয়া লওয়া হয় যাহাতে; ফলত, বিপরীত পক্ষ অবাক হইয়া যায় যাহাতে। ▢ অবাক হওয়া, হকচকান।

হতচ্ছাড়া : ● **হত** (অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া মরিয়া যাওয়া বা নিহত) হওয়া **ছাড়া** বাকি সবকিছু হইয়া গিয়াছে যাহার। ▢ লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা, হতশ্রী।

হতভম্ব : ● **হত** (আহত বা সঙ্কুচিত) হইয়া গিয়াছে **ভম্ব** (আত্মসন্তুষ্টির বোধ) যাহার। ▢ হতবুদ্ধি, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, বোকা।

হতভাগা : ● **হত** (আহত বা সঙ্কুচিত) হইয়া গিয়াছে **ভাগ্য** (ভাগে পাওয়া অংশগত বাহ্যসম্পদ) যাহার। ▢ হতভাগ্য।

হত্যা : ● **হত** (অত্যন্ত হ্-করণের তারণ বা **হন**) থাকে যাহাতে তাহার আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **ঘা** দিয়া চরম সংহত করা বা অবলুপ্ত করা হয়। ▢ হনন, বধ, হিংসা।

হদ : ● হ্ (স্থিতি) দান করে যে; অথবা, পুকুরের জলকে ময়লা কাটাইয়া পরিষ্কার ও সূর্য্যালোক ঠেকাইয়া ঠাণ্ডা রাখে যে। ▢ একপ্রকার পানা।

হন : ● হ্-করণ (স্তব্ধকরণ) অনকৃত যাহাতে; অথবা, কোনো সত্তাকে স্তব্ধ করিয়া দিবার জন্য আঘাত করিতে যায় যে বা আঘাত করে যে বা করা হয় যাহাতে; কিংবা, অস্তিত্বের **হওয়া**কে নাকৃত করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ▢ হিংসা, বধ, হন্তা, ঘাতক।

হনন : ● **হন**করণ (... আঘাত করিয়া সত্তাকে নাকৃত করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, ঘা দিয়া মারিয়া ফেলা হয় যাহাতে। /যাহা দ্বারা হনন বা বধ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ▢ হন্তা, ঘাতক, হিংসা, বধ, মারণ, তাড়ন, প্রহার; ঢক্কাবাদনদণ্ড, কীটবিশেষ। ❖

হনহন : ● **হন**-এর (... আঘাত করিতে গমন করার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, কাহাকেও মারিবার জন্য দ্রুত গমন করা থাকে যাহাতে। ▢ দ্রুতগমনে প্রতিকূলগামী বায়ুর শব্দ।

হনু : ● **হন** (আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা আঘাত করিয়া বা কামড় দিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা নবরূপে (দক্ষবিদ্যায়) উত্তীর্ণ যাহাতে; কিংবা, মানবজাতির মানসিক ও বাহ্যিক খাদ্যাদি সংগ্রহের বিদ্যাবুদ্ধি থাকে যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহা দ্বারা মানুষ কামড় দিয়া খায়। /ভক্ষ্যকে হত্যা করে যে; অথবা, বর্ণান্তর নাশ করে যে। (ব.শ.)। ▢ কপোলের পরবর্ত্তী ভাগ, চোয়াল, চিবুক ...।

হনুমন্ত : ● **হনু**র (... দক্ষবিদ্যার) তদ্রূপে সীমায়িত থাকা অনকৃত হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, কর্ম্মযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া খাদ্যাদি সংগ্রহের নিমিত্ত কীভাবে কী করিতে হইবে, যে সর্ব্বোচ্চ দক্ষবিদ্যাধরগণ **সঙ্গীত**-এর মাধ্যমে তাহা বলিয়া দিতেন। ▢ হনুমান, সঙ্গীতের মহাপণ্ডিত।

হনুমান : ● **হনু** (... দক্ষবিদ্যার) তদ্রূপে

সীমায়িত থাকা অনকৃত যাহাতে; অথবা, বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষে যাঁহারা দক্ষবিদ্যার সর্ব্বোচ্চ উপাধির (ডিগ্রির) অধিকারী ছিলেন; কিংবা, অশোকের যুগে ভারতে বিশ্বের প্রথম শিল্পবিপ্লব (বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা, রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা) সফল করিবার লঙ্কাকাণ্ডে যে পণ্ডিতসত্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; অথবা, সপ্তচিরজীবীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া যে (উপাধিধারী বা ডিগ্রিধারী) সত্তা আজও জীবিত আছেন, যদিও, বিধিবদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া (বাম হনু ভগ্ন বলিয়া) ইঁহারা নূতন আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিতে অক্ষম, কিন্তু অর্জ্জিত দক্ষবিদ্যায় পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ হইয়া থাকেন; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহাদের এত দীর্ঘ ও ওজনদার **লাঙ্গুল** (লেজ, উপাধি, ডিগ্রির লেজ) ছিল যে স্বয়ং **ভীম** (ধনতান্ত্রিক প্রচার) তাহা তুলিয়া সরাইতে অক্ষম, আজও। ☐ প্রশস্তহনুযুক্ত, অঞ্জনা-গর্ভজাত পবনতনয় বানরবিশেষ। ❋

হন্নে : ● **হন** (আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলা) অনকৃত ও দিশাগ্রস্ত যাহাতে। ☐ **হন্যে**।

হন্য : ● **হন** (আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলা) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাকে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলা হয় বা মারিয়া ফেলিতে হয়। ☐ হননীয় প্রাণী, শিকার।

হন্যমান : ● **হন্যরূপ মান** যাহাতে; অথবা, আঘাত করিয়া মারা-রূপ কার্য্য চলমান যাহাতে। / যে হত হইতেছে। ☐ বধ্যমান, বিপরিণম্যমান।

হন্যে : ● **হন** (আঘাত করিয়া মারা) দিশাগ্রস্ত রূপে থাকে যাহাতে; অথবা, আঘাত করিয়া মারার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিতেছে যে। ☐ ক্ষিপ্ত, পাগলা, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, খাপ্পা।

হব : ● **হ** (ভবিত হওয়া বা জন্মলাভ করা) বাহিত যাহাতে বা বহন করে যে। ☐ অগ্নি, অধ্বর, যজ্ঞ, আহ্বান, আজ্ঞা।

হবন : ● **হব** (ভবিত হওয়া) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, উৎপাদিত **হওয়া** চলে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে খাদ্যাদি উৎপাদিত **হওয়া**র করণ (দক্ষতা, মেধা, শ্রমাদি) ও উপকরণ (কাঁচামাল, বীজ প্রভৃতি) কর্ম্মযজ্ঞে প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে (কর্ম্মক্ষেত্রে, কর্ম্মশালায়) ঢালিয়া দিতে হয়; অথবা, (সাদৃশ্যে) প্রতীকী যজ্ঞকুণ্ডে যে ঘৃতাদি ঢালিয়া দিতে হয়। / যাহা দ্বারা হোম সাধিত হয়। (ব.শ.)। ☐ (সাদৃশ্যে) হোম, আহুতি, হবনীয় দ্রব্য, অগ্নি।

হবি : ● **হব** (ভবিত-বাহক) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে শ্রমাগ্নি করণ ও উপকরণ সমূহকে উৎপন্নে রূপায়িত করে; কিংবা, যাহা দ্বারা কর্ম্মযজ্ঞের (ধনসম্পদ বিনিয়োগ করিয়া প্রজ্জ্বলিত) যজ্ঞাগ্নিতে করণ ও উপকরণসমূহ রূপে ঢালিয়া সেগুলিকে উৎপন্নে রূপায়িত করিতে দিতে হয়। ☐ হবনীয় দ্রব্য, **শ্রমাদি**, (সাদৃশ্যে) ঘৃতাদি।

হবিঃ : ● **হবি** (...যৌথ জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ প্রভৃতি) বিসর্জ্জন বা বিনিয়োগ করা হয়া যাহাতে; অথবা, যৌথ সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে যে সকল করণ ও উপকরণে জনগণের শ্রমাগ্নি ঢালিয়া দেওয়া হয়। ☐ অগ্নিতে হুত দ্রব্য, ঘৃতাদি, নীবারাদি দুগ্ধ সোমরস পূতিগন্ধাদিহীন মাংস ও সৈন্ধবাদি স্বাভাবিক হবিঃ, অন্নাদি। (দ্র. **সর্পিঃ**)।

হবির্ব্বহ : ● হবিঃ-কে (...শ্রমাদিকে) বহন করে যে (যজ্ঞাগ্নি); অথবা, কর্ম্মযজ্ঞে **হুত** করণ-উপকরণসমূহকে বহন করিয়া লইয়া যায় যে (যজ্ঞাগ্নি)। ☐ হোমদ্রব্যের বাহক,

বহুজনের শ্রম ও মেধা, শ্রমাগ্নি, (সাদৃশ্যে) দৃশ্য বাহ্য অগ্নি, আগুন।

হবির্ভূক (-জ) : ● **হবিঃ** (...শ্রমাদিকে) ভক্ষণ করে যে; অথবা, কর্ম্মযজ্ঞে **হুত** শ্রমাদিকে ভক্ষণ করে যে (যজ্ঞাগ্নি); অথবা, জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ বিনিয়োগ করিয়া যে সামাজিক পিতৃদেবগণ (সমাজের বাপেরা) যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং তাহাতে করণ ও উপকরণাদির সহিত জনসাধারণের মেধা (দক্ষতা) ও শ্রম ঢালিয়া উৎপাদিত উৎপন্নাদি ভোগ করেন। ❐ হুতদ্রব্যের ভোক্তা, ক্ষত্রিয়-গণের পিতৃগণ, অগ্নিদেবতা, (সাদৃশ্যে) অগ্নি।

হবির্যজ্ঞ : ● **হবিঃ** (...যৌথসমাজের মেধা ও শ্রম) দ্বারা যে কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়; অথবা, কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের নিয়মাদি প্রয়োগ করিয়া যে কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় (শুক্ল-যজুর্ব্বেদের নিয়মাদি প্রয়োগ করিয়া নয়); কিংবা, যৌথপুঁজি বিনিয়োগ করিয়া যে কর্ম্মযজ্ঞ চালান হয় (ব্যক্তিপুঁজি বিনিয়োগ করিয়া নহে)। ❐ ঘৃতাদিসাধ্যযজ্ঞঃ দশ পৌর্ণমাসাদি। (বিপ. **সোমযজ্ঞ**)।

হবিষ্যান্ন : ● **হবিষ্য** (**হবিঃ** বা মেধাশ্রমাদি দিশাগ্রস্তভাবে থাকে যাহাতে) রূপ যে অন্ন; কিংবা, কর্ম্মযজ্ঞে নিযুক্ত কর্ম্মব্রতীদের দেহমন সুস্থ সবল স্বাভাবিক রাখে যে অন্ন; অথবা, (সাদৃশ্যে) **শ্রাদ্ধা**দিকালে যেরূপ অন্ন ভক্ষণ করিতে হয়। / হবির নিমিত্ত হিত যে অন্ন। (ব.শ.)। ❐ তিলব্রীহিযবাদিরূপ অন্ন, ব্রতাদিতে ভক্ষণীয় আতপান্ন সৈন্ধব ঘৃত দধি দুগ্ধ আম্রকদলীপ্রভৃতি ফল।

হবু : ● **হব** (...হওয়া) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে সত্তা এখন হয় না, পরে হইবে। ❐ ভাবী, ভবিষ্যৎ।

হবুচন্দ্র : ● **হবু** (হইবেন) যে চন্দ্র; অথবা, যিনি পরে ধনী বা সম্পদশালী হইবেন, এখন নহে (এখন তিনি হবচন্দ্র বা হাবাচন্দ্র); কিংবা, যিনি আজ ধনহীন ক্ষমতাহীন হইলে কী হইবে, কাল তিনি ধনবান ক্ষমতাবান হইবেন (এবং সেইরূপ ধনবান ক্ষমতাবানের ব্যবহার যিনি আজই করিতে থাকেন)।

হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্র : ● **হবুচন্দ্র** (হইবেন যে চন্দ্র) রাজার মন্ত্রীস্বরূপ যে **গবুচন্দ্র** (গবগব করিয়া খাইবেন যে চন্দ্র); অথবা, যে ভিখারী কাল রাজা হইবে বলিয়া (ভাবিয়া) আজই রাজার ন্যায় আচরণ করে (এবং সেকারণেই সকলের হাস্যাস্পদ হয়)।

হয় : ● হওয়ায় যে; অথবা, 'করে যে' তাহাকে যেরূপ **কর** বলে, তদ্রূপ 'হওয়ায় যে' তাহাকেও **হয়** বলে; কিংবা, যাহা কিছু উৎপাদন করা **হয়**, সেগুলির বিদ্যাবুদ্ধি দিয়া হওয়ান যিনি; অথবা, আবিষ্কৃত হইবার পর স্থির হওয়া জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া চলেন যিনি। ❐ দক্ষশ্রেষ্ঠ, বিশেষজ্ঞ, (সাদৃশ্যে) ঘোটক, বড়বা, অশ্ব, পুরুষজাতিবিশেষ।

হয়গ্রীব : ● **হয়**-এর ন্যায় **গ্রীবা** যাহার। ❐ দৈত্যবিশেষ ও হয়গ্রীব শিরোধর বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। *

হয়ঘ্ন : ● **হয়**কে (ঘোড়ারোগকে) হত্যা বা নাশ করে যে; অথবা, ঘোঁট পাকাইয়া (ঘোটালা করিয়া) ধনসম্পদ ও ক্ষমতা আত্মসাৎকারীর বিনাশ করে যে; কিংবা, (গরীবের) ঘোড়ারোগকে নাশ করে যে; অথবা, ধনপতি কুবের যেরূপ **ঘোটক** (দক্ষ-বিশেষজ্ঞদের) কিনিয়া তাহাদের দিয়া **ঘোটালা** করিয়া প্রচুর ধনসম্পদ ও ক্ষমতা আত্মসাৎ করে, তদ্রূপ করিবার রোগ নাশ করে যে।

❐ ধ্রুবসত্যসমূহ, দৃষদ্বতী, শিল, (সাদৃশ্যে) **করবীর** বৃক্ষ।

হয়দ্বিষন : ● হয়-এর (ঘোটালাকারীকে) দ্বেষণা করে যে। / অশ্বের শত্রু যে। (ব.শ.)। ❐ মহিষ।

হয়বাহন : ● হয় (ঘোটক বা দক্ষশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণ) যাহাকে বহন করিয়া লইয়া চলে। ❐ কুবের।

হয়মুখ : ● হয় (বড়বা) মুখ যাহার; অথবা, সুদখোর যাহার (যে কুবের সত্তার) মুখ রূপে সক্রিয় থাকে। ❐ অশ্বমুখ, বড়বামুখ।

হর : ● হ (স্থিত বা স্থিরীকৃত) রহে যাহাতে; অথবা, (এদিক-ওদিক-সেদিক হইতে লইয়া) স্থির রূপ দিয়া (হ-করিয়া বা স্থিত করিয়া) রাখা হয় যাহাকে; কিংবা, যাহা কিছু (সাময়িক-ভাবে) স্থিত বা স্থির রূপে আছে; অথবা, সমগ্র জগৎকে বা জগতের প্রত্যেকটি সত্তাকে অতি-চলমান (প্রলয়) লোক হইতে আনিয়া (আপাত) স্থির রূপ দিয়া রাখিয়াছেন যিনি; কিংবা, প্রতিটি সত্তাকে তদ্রূপে হ (স্থিত) করিয়া রাখিয়াছেন যিনি। /প্রলয়ে হরণ করেন যিনি; অথবা, যাহা দিয়া ভাগ করা হয়। (ব.শ.)। ❐ অস্তিত্বমাত্র, প্রত্যেক (হরেক), শিব, গণিতের ভাজক, ভগ্নাংশের নিম্নরাশি।

হরণ : ● হর (অস্থির হইতে আনিয়া স্থির করা) অন (চলমান) যাহাতে। ❐ আনয়ন, গ্রহণ, অপনয়ন, হারক, নাশক, শময়িতা।

হরতাল : ● হর (হর-এক বা প্রত্যেক) দোকানে তালা দেওয়া হয় যাহাতে। ❐ হাট-বাজারের কেনাবেচা বন্ধ থাকা, বনধ। (দ্র. **ঘটবারি, ধর্ম্মঘট**)।

হরদম : ● হর (হর-এক বা প্রত্যেক) দম-এ (শ্বাসগ্রহণকালে) যাহা করা হয়; অথবা, যাহা প্রতিক্ষণে বা বারংবার করা হয়। ❐ প্রতিক্ষণ, সর্ব্বদা।

হরধনু : ● হর-এর (শিবের) ধনু (সামাজিক নিয়ম); অথবা, বৈদিক যুগের প্রাক্কালে আদি জ্ঞানকর্ম্মযোগীগণ যে সামাজিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিংবা, পরে **রামচন্দ্র** যে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নিজ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ❐ ইন্দ্রধনু, রামধনু। ❋

হরবোলা : ● হর (হরেক বা প্রত্যেক) প্রকার বোল বলিতে পারে যে; অথবা, যে পশু পাখী জীব জন্তু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীর বোল নকল করিয়া বলিতে পারে। / নানাপ্রকার বোল বলিতে পারে যে। (ব.শ.)।

হরি : ● হর (...স্থির বা স্থিরকরণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে যেরূপে স্থিত সে সেরূপে স্থিত থাকুক - এই সক্রিয়তা চলে যাহাতে বা এই সক্রিয়তা চালান যিনি; কিংবা, অন্য কোনো স্থান-কাল-পাত্র হইতে আনিয়া স্থিরকরণ চলে যাহাতে বা করে যে; অথবা, যিনি কিরণতাপে ভূপৃষ্ঠ হইতে জলকে বাষ্পরূপে হরণ করিয়া থাকেন; কিংবা, যে রাজকোষ শাসনতাপে সমগ্র সমাজ হইতে করস্বরূপ ধনসম্পদ হরণ করিয়া থাকে; অথবা, যে বিধাতা আপন মাহাত্ম্যগুণের কিরণ দ্বারা মানবমনসমূহ হইতে দুঃখ ব্যথাদি হরণ করিয়া লহেন (বলিয়া বিশ্বাস করা হয়)। ❐ চিত্তহারক, কপিল, হারক, পাপহারক, যম, সূর্য্য, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ।

হরিক : ● হরি (সক্রিয়ভাবে হরকরণ) করে যে; অথবা, যে দক্ষ-বিশেষজ্ঞ যৌথতা ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হইয়া গিয়াছেন; কিংবা, **পাশা** খেলিয়া যে অপহরণ করিয়া

লয়; অথবা, হরণ করে যে। ▫ পীতহরিৎবর্ণ অশ্ব, চৌর, পাশা-খেলোয়াড়।

হরিগুণ : ● **হরি** (হরিকরণ) প্রধান গুণ যাহাতে; অথবা, স্থিত সত্তারা তত্তদ রূপে স্থিত থাকুক এই সক্রিয়তা চালাইতে থাকা প্রধান গুণ যে (ঈশ্বরপ্রতিম) সত্তার; অথবা, একই জ্ঞানের কর্ম্মের ধর্ম্মের মতবাদের ... পুনরাবৃত্তি চালাইতে থাকা প্রধান গুণ যাহাতে; কিংবা, যাহা যেভাবে চলিতেছে তাহা সেভাবেই চলুক এই **যযাতিগুণ** ('স্ট্যাটাস-কো মেইনটেইন' গুণ) থাকে যাহাতে; অথবা, 'বুদ্ধির ঢেঁকি' যাহার বাহন সেই দেবর্ষি নারদ যে হরিগুণ গাহিয়া থাকেন। ▫ হরিমাহাত্ম্য।

হরিচন্দন : দ্র. **দেবতরু**।

হরিজন : ● **হরি**র (...ঈশ্বরপ্রতিম সত্তার) জনগণ যাঁহারা; অথবা, যাঁহারা 'হরে রাম, হরে কৃষ্ণ; কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' করেন, সেই হরিপ্রিয় জনগণ যাঁহারা; অথবা, শঙ্করাচার্য্য অনুসারীগণ **অস্পৃশ্য** ঘোষণা করিয়া যাঁহাদিগের গায়ে সামাজিক নিষেধ-নিন্দার গু ঢালিয়া দিয়াছিল বলিয়া মহাত্মা গান্ধী কৃপাপরবশ হইয়া, কিন্তু সেই নিষেধ-নিন্দার গু না-ধুইয়াই, তাঁহাদের গায়ে চন্দন ঢালিয়া (তাঁহাদের নামে **হরিজন** শব্দ আরোপ করিয়া) তাহাদিগকে চরম বিড়ম্বনাগ্রস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। (দ্র. - **রাম, বাল্মীকি**)। ▫ ভগবানের ভক্ত, হরিদাস, ইতরজাতীয় মনুষ্য। (ব.শ.)।

হরিণ : ● **হরি** (সক্রিয়ভাবে স্থির থাকা) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে সত্তা যে রূপে স্থিত বা ভূত হইয়াছে, সেইভাবে সক্রিয় থাকে বা থাকিতে ভালবাসে; কিংবা, যাহারা নিজেদের অন্ন নিজেরা উৎপাদন বা সংগ্রহ করিয়া নিষ্কলুষভাবে **তৃণ**-এর ন্যায় জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে (কাহারও কোনো কিছু কাড়িয়া লয় না); অথবা, (সাদৃশ্যে) যাহারা তৃণ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ▫ পাণ্ডুরবর্ণ, পাণ্ডুর, বিশদ, পঞ্চবিধ মৃগ : ঋষ্য (চাষজ্ঞানী, চাষী), খড়্গ (শিকারজীবী), রুরু (?), পৃষত (টুলো পণ্ডিত), মৃগ (জেলে তাঁতি প্রভৃতি সাধারণ পেশাজীবী)।

হরিণবাড়ী : ● যে বাড়ীতে **হরিণ**কে (সাধারণ পেশাজীবীকে) আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ▫ কারাগার, জমিদারের কয়েদখানা।

হরিৎ (হরিত) : ● **হরি**র (সক্রিয় **হর**-এর বা স্থিতির) তারণ যাহাতে বা **হরি** (সক্রিয় **হর** বা স্থিরসত্তা) তারিত যাহাতে; অথবা, নিজের স্থিত রূপকে সক্রিয় করিয়া **শ্যামল** হইয়া উঠিয়াছে যে; কিংবা, যৌথতার বাহিরে আসিয়া স্বতন্ত্র রূপে উৎপাদন করিয়া (রুজি-রোজগার করিয়া) **শ্যামল** বা **কপিল** হইয়া উঠিয়াছে যে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে লতাপাতা বৃক্ষাদি বিকশিত হইয়া সবুজ-শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে। ▫ শ্যাম, পীতাভ, নীলপীত মিশ্রিত বর্ণ, কপিল।

হরিৎখন্দ : ● **হরিৎ** যে খন্দ। দ্র. **চৈতালী**।

হরিদ্রা : ● **হরি** (সক্রিয় **হর**) **দ্রা** (অপসারিত) যাহাতে; অথবা, মানববিরোধী গুণাগুণ হরণ করিয়া অপসারণ করে যে। (দ্র. **নিশা, নিদ্রা**)। ▫ হরিত-বর্ণগত, ওষধিবিশেষ, পীতা, হলুদগাছ। *

হরিবংশ : ▫ হরির বা শ্রীকৃষ্ণের বংশ, হরিবংশ-বর্ণনাত্মক মহাভারতের পরিশিষ্ট ব্যাসকৃত পুরাণবিশেষ, খিলহরিবংশ। দ্র. **খিল**।

হরিশ্চন্দ্র : ● **হরিঃ** (সক্রিয় **হর**-এর পূর্ণতালব্ধ) যে চন্দ্র (দ্র. **রামচন্দ্র**); অথবা, পূর্ণতালব্ধ সক্রিয় **হর** (= **হরিঃ** > হর্ষবান > হরিস > হরিষ > বা হরিশ) যে চন্দ্র; অথবা, ভারতসমাজের ইতিহাসে যে ব্যক্তিপুঁজি-সত্তা স্বচেষ্টায় যথেষ্ট সম্পদবান হইলেও যৌথ-পুঁজির সহিত শত্রুতা না করায় প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদীগণ যাহাকে চরম লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত করিয়াছিল। ❑ সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। ইঁহার পিতা ত্রিশঙ্কু, মহিষী শৈব্যা, ও পুত্র **রোহিতাশ্ব**। ❋

হরিহর-আত্মা : ● হর আত্মা হইলে হরি দেহ রূপে এবং হরি আত্মা হইলে হর দেহরূপে সক্রিয় থাকেন যে অর্দ্ধনারীশ্বর (দ্বৈতাদ্বৈত, two-in-one) রূপে। / হরিহরের ন্যায় আত্মা যাহাদের। (ব.শ.)। ❑ অভেদাত্মা, একমন-একপ্রাণ।

হরীতকী : ● হর-এর (স্থির সত্তার) **সক্রিয়** আধারকে তারণ করে যে **সক্রিয় আধার**; অথবা, যে তরুণ প্রজন্ম (**কুমার**) সমাজ-দেহের আধিব্যাধিকে বিতাড়ন করিয়া সমাজদেহকে পরিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করে (?); কিংবা, (সাদৃশ্যে) যে বৃক্ষফল মানব-দেহের রোগ-বালাই হরণ করিয়া মানবদেহকে শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করে। ❑ অভয়া, হরীতকী গাছ বা ফল।

হরেক : ● **হর** এক যাহাতে; অথবা, একটি হর (অস্তিত্বমাত্র) যাহাতে; অথবা, প্রতি হর-এর বা প্রত্যেক সত্তার প্রসঙ্গ যাহাতে। ❑ প্রত্যেক, নানা, সকল।

হরেদরে : ● **হরণ** করিয়া ও **কদর** করিয়া, অথবা, যথাক্রমে বিনামূল্যে ও মূল্যে গ্রহণ করিলে অবশেষে মোটমাট হিসাবে যাহা দাঁড়ায়। ❑ গড়ে, মোটামুটি হিসাবে।

হরেরাম হরেকৃষ্ণ : ● দিশাগ্রস্তভাবে **হরণ**কৃত **রামচন্দ্র** ও **কৃষ্ণচন্দ্র** যাহাতে; অথবা, ভারতবর্ষের ইতিহাসে শঙ্করাচার্য্যা-নুসারী বৈদিক পুনরুত্থানবাদ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ-যুগের বৃহৎপুঁজি ও তৎপরবর্ত্তী কালের অঙ্গ বঙ্গকলিঙ্গের নিষিদ্ধপুঁজিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার পর পর্য্যুদস্ত ব্যর্থ লাঞ্ছিত নিপীড়িত যে বিশাল সংখ্যক রামভক্ত-কৃষ্ণভক্ত ভারত-বর্ষীয় জনগোষ্ঠী আজও 'ওরে, আমাদের রামকে নিয়ে গেল রে; ওরে, আমাদের কৃষ্ণকে নিয়ে গেল রে; ওরে, আমাদের রামের কী হল রে; ওরে, আমাদের কৃষ্ণের কী হল রে ...' ইত্যাদি বলিয়া নিয়মিত অষ্টমপ্রহর কীর্ত্তনগানের মাধ্যমে তাহাদিগের বুকচাপা কান্না কাঁদিতে থাকে; আজও। ❑ কীর্ত্তনের কলি — 'হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে।।'

হর্ত্তা : ● **(সমস্যাদি, দুঃখাদি, ধনসম্পদাদি) হরণ**পূর্ব্বক তারণ করে যে; **অথবা**, যে বিপদ ও দুঃখাদি হইতে রক্ষা করে; কিংবা, যে ধনসম্পদ অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ❑ হারক, অপহারক, বাহক, বিক্রেতা, চোর।

হর্ষ : ● **হর**-এর (স্থিতকরণের) দিশাগ্রস্ত প্রয়োগ যাহাতে; অথবা, প্রয়োজনীয় বিষয় বা বস্তুকে (আ) নয়নপূর্ব্বক স্থিত করা গিয়াছে এই সুখের দিশাগ্রস্ত প্রকাশ যাহাতে। /ইষ্টপ্রাপ্তিজন্য চিত্তপ্রসাদ বা সুখবিশেষ যাহাতে। (ব.শ.)। ❑ প্রীতি, প্রমোদ, আনন্দ, শর্ম্ম, সুখ, রোমোদগম, রোমাঞ্চ, হৃষ্ট, হাসিখুশী।

হর্ষবর্দ্ধন : ● **হর্ষ** বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যিনি; অথবা, যে ভারতবর্ষীয় শাসকসত্তা

বৌদ্ধযুগের রামরাজত্বের শেষ কালখণ্ডে দেশের ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের **হর্ষ** বর্দ্ধন করিয়াছিলেন; কিংবা, **গোবর্দ্ধন**-এর পুত্র **রাজ্যবর্দ্ধন** হইতে **রাজ্যশ্রী** (একালের ভাষায় - পণ্যবর্দ্ধন বা শিল্পবিপ্লবের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে 'গ্লোরি অব এমপায়ার') ফিরিয়া আসিলে যাঁহার শাসনে দেশের মানুষের **হর্ষবর্দ্ধন** হইয়াছিল। □ হর্ষদেব, শ্রীহর্ষ।

হল : ● হ-কে (ভবিতকে, হওয়াকে, সংহত বা ঘন হওয়াকে) লালন করে যে বা লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা হইয়া গিয়াছে; কিংবা, যাহা দ্বারা (ভূ-কর্ষণাদি করিয়া ধান্যাদির) হওয়া **লালন** করা হয় (বা ধান্যাদি হইবার ব্যবস্থা করা হয়)। /যাহা দ্বারা ভূমিকর্ষণ করা হয়। (ব.শ.)। □ বিলেখন, কর্ষণ, লাঙ্গল, আয়ুধবিশেষ। দ্র. **কোলাহল**।

হলকা : ● **হল**করণ থাকে যে আধারে; অথবা, যে **হল**করণে বা হওয়ার **লালনে** তেজাদির দৃশ্য অস্তিত্ব থাকে না কিন্তু তাহার ঝাপটা থাকে; যথা, যে **হল**করণে বা হওয়ার **লালনে** (যুগযুক্ত দুটি গরুকে বিতাড়নাদি প্রভৃতি কর্ম্মে) তেজাদির রূপান্তরণকে বা উদ্দেশ্যকে (১টি ধানকে আবর্ত্তিত করিয়া ১০০টি ধানে পরিণত করা) দেখিতে পাওয়া যায় না, বোঝাও যায় না, শুধুমাত্র মনে ঐ তেজাদি-রূপান্তরণের একটা ঝাপটা অনুভূত হইয়া থাকে; কিংবা, যাহাতে তেজ বা আগুনকে পাওয়া যায় না, শুধুমাত্র তাহার ঝাপটা লাগে। □ কর্ম্মতেজের ঝাপটা; (সাদৃশ্যে) উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ, আগুনহীন **ঝলকা** বা তপ্তবায়ুর ঝাপ্টা, আগুনের **হলকা**।

হলদি : ● **হল**-এর দান সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যাহা মানবদেহের **হ**ওয়াকে (মানবদেহকে মলহীন বা নির্ম্মল রাখিয়া) **লালন দান** সক্রিয় রাখে; কিংবা, যে কারণে ঐ দ্রব্যকে ব্যঞ্জনের অনুষঙ্গ রূপে প্রদান করা হয়; অথবা, যে কারণে ঐ দ্রব্যের রংকে **হলদি**-রং বলা হয়। □ হরিদ্রা।

হলদিয়া : ● **হলদি** (হরিদ্রা) যায় বা থাকে যে আধারে; অথবা, যে নদীতে **হলদি** রঙের জল প্রবাহিত হয় সেই নদীর পাড়ে অবস্থিত যে জনপদ। □ মেদিনীপুরের **হলদি** নদীর মোহনার এক পাড়ে অবস্থিত একটি সমুদ্র-বন্দরের নাম।

হলন্ত : ● **হল** (হওয়ার লালন) অন্তে যাহার; অথবা, যাহাতে বর্ণে কথিত ক্রিয়ার সাধিত **হওয়ার লালন** চলমান আছে (বন্ধ বা আধারিত হইয়া যায় নাই)। □ ব্যঞ্জনান্ত শব্দ।

হলাভিযোগ : ● **হল**-এর (লাঙ্গলের) অভিযোজন যাহাতে; অথবা, কৃষকের ভূমিতে বছরের প্রথম যেদিন লাঙ্গল চালান হয়; কিংবা, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা কৃষিবর্ষ-চক্রের সূচনা করা হয়। □ হলকর্ষণারম্ভ।

হলায়ুধ : ● **হল**কেন্দ্রিক জীবনচক্র (কৃষিবর্ষ-চক্র) যাহার আয়ু ধারণ করে (**আয়ুধ**) বা যাহাকে বাঁচাইয়া রাখে। / হল যুদ্ধাস্ত্র যাঁহার। (ব.শ.)। □ বলরাম, কৃষিশক্তি, কৃষিপুঁজি।

হলাহল : ● **হল**-এর **আহল** যাহাতে; অথবা, হওয়ার লালন অন্যদের সহিত শত্রুতায় পরিণত হইয়া যায় যাহাতে; কিংবা, (ঝাঁকজীবের ক্ষেত্রে অন্যদের সহিত একত্রে) লালিত হইবার কালে অতি-ঘনিষ্ঠতার কারণে বিকর্ষণ বিষময় হইয়া যায় যাহাতে। □ ব্রহ্মসর্প, অঞ্জনা, মূলজাত বিষভেদ।

হলাহলি : ● **হলাহল** সক্রিয় যাহাতে; অথবা,

যে বিকর্ষণ শত্রুতামূলক না হইয়া চুলকানির ন্যায় মধুর হইয়া যায় যাহাতে। ◻ বন্ধুত্ব।

হলাহলি-গলাগলি : ● **হলাহলি ও গলাগলি** থাকে যাহাতে। / যে বন্ধুত্বে উভয়ে সর্ব্বদা গলায়-গলায় বা সতত সাহচর্য্যে থাকে। (ব.শ.)। ◻ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

হলুদ : ● যাহা দ্বারা **হল** (হওয়ার লালন) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া প্রদত্ত হয়; অথবা, যে দেহনির্ম্মলকারী সত্তা ভবিষ্যৎ নির্ম্মল বা মলমালিন্যহীন রাখিবার জন্য (শুভরঞ্জনী রূপে) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ◻ হরিদ্রা, গায়ে **হলুদ**।

হল্য : ● **হল** (লাঙ্গল করা) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে **হল**করণ করা যায়, করা হয়, বা করা হইয়াছে। ◻ হলকর্ষণযোগ্য, হলকৃষ্ট।

হল্যা : ● **হল্য**-এর আধার যে; অথবা, যে 'জনপদ-অধ্যুষিত ভূভাগ'-এ লাঙ্গল করা যায় বা করা হইয়াছে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে নারীকে আলিঙ্গন করা যায়। ◻ দ্র. **অহল্যা**।

হল্লা : ● **হল**-এর (হইল-এর) লালন থাকে যাহাতে; অথবা, 'এ **হল**, সে **হল**, কী **হল**, কত **হল**, কেন **হল**, কীভাবে **হল** ...' ইত্যাকার অজস্র **হল**-এর সচীৎকৃত ঘোষণা ও জিজ্ঞাসা একত্রে ধ্বনিত যাহাতে। ◻ কোলাহল।

হস (হঃ) : ● হ-এর (**হইয়া** সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির) সুখ-বিসর্জ্জন (একরৈখিক শক্তি-বিসর্জ্জন) যাহাতে; অথবা, অন্যের অসম্পূর্ণতা দেখিয়া বিসুখ-বিসর্জ্জন যাহাতে; অথবা, নিজের পূর্ণতার সুখ প্রকাশ করা হয় যে হাসিতে; কিংবা, অন্যের অপূর্ণতার **বিসুখ** প্রকাশ করা হয় যে হাসিতে। / অপূর্ব্বপ্রীতি হেতু কপোল বিকসিতীকরণ যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ বিকসন, হাস্য করা, পরিহাস বা তামাসা করা, উপহাস করা।

হসন : ● **হস** (হওয়ার সুখ-শক্তি-বিসর্জ্জন) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, হাস্য-পরিহাসাদি চলে যাহাতে। ◻ হাস্য, পরিহাস, আলোকপ্রকাশ।

হসন্ত : ● **হস** (হওয়ার সুখ-শক্তি-বিসর্জ্জন) অন্তে যাহার; অথবা, যে সত্তা তাহার হওয়ার সুখ বিসর্জ্জন করিতেছে বা হাসিতেছে; কিংবা, যে বর্ণ (বা ক্রিয়াবাহী) তাহার ক্রিয়ার শক্তিবিসর্জ্জন বা সাধন করিতেছে; অথবা, বর্ণে কথিত ক্রিয়ার সাধন **হওয়ার** একরৈখিক শক্তিবিসর্জ্জন চলমান যাহাতে (দ্র. **হলন্ত**); কিংবা, (সংস্কৃত ভাষায়) ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে আধারহীনতা প্রকাশ করিতে যে চিহ্ন প্রদান করা হয়। (বাংলায় এই রীতি সেভাবে মান্য করা হয় না)। ◻ শব্দের শেষে ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হস (্) চিহ্ন।

হস্ত : ● **হস** (...সুখ-হাসি ও বিসুখ-হাসি উভয়) তারিত যাহাতে; **অথবা**, নিজেদের অসাধ্যসাধন-ক্ষমতা দেখিয়া **সুখ-হাসি** তারণ করে যে (দক্ষেরা বা **সমাজদেহের হস্ত**); কিংবা, অন্যান্য সত্তাদের অসাধ্যসাধন-অক্ষমতা দেখিয়া বিসুখ-হাসি বা উপহাস তারণ করে যে (দক্ষেরা বা **সমাজদেহের হস্ত**); অথবা, (সাদৃশ্যে) মানবদেহের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে উপহাস করে এবং নিজের শ্রেষ্ঠতার জন্য হাসে যে (**হস্ত**)। / প্রাধান্য হেতু অন্যাবয়বের উপহাস করে যে। (ব.শ.) ◻ বিস্তৃতকর প্রকোষ্ঠ, কনুই-এর নিম্ন হইতে মধ্যাঙ্গুলির অগ্রপর্য্যন্ত হস্তাংশ, পাণি।

হস্তক্ষেপ : ● সামাজিক বা মানুষিক, অদৃশ্য বা দৃশ্য **হস্ত** ক্ষেপন করা হয় যাহাতে। ◻ হস্তার্পণ, হাত দেওয়া।

হস্তান্তর : ● **হস্ত**-এর অন্তর যাহাতে; অথবা, যাহা সামাজিক দৃশ্য বা অদৃশ্য **হস্ত** হইতে সামাজিক দৃশ্য বা অদৃশ্য **হস্তে** তুলিয়া দেওয়া হয়; কিংবা, যাহা এক বা একাধিক মানুষের দৃশ্য বা অদৃশ্য **হস্ত** হইতে এক বা একাধিক মানুষের দৃশ্য বা অদৃশ্য **হস্তে** তুলিয়া দেওয়া হয়। ▫ অন্যের হাতে তুলে দেওয়া।

হস্তিনাপুর : ● মহাভারতের যুগে ভারত-সম্রাটের **হস্তী**গণ (দিগ্‌গজগণ বা বড় আমলাগণ) যে নগরে বাস করিতেন। দ্র. **ইন্দ্রপ্রস্থ**।

হস্তিমূর্খ : ● **হস্তী** (উচ্চশিক্ষিত, বিশেষজ্ঞ, **বুদ্ধির ঢেঁকি**) হইয়া যে আসলে **মহামূর্খ** হইয়া গিয়াছে। ▫ শিক্ষিত-মূর্খ, বুদ্ধির ঢেঁকি, কাট-মূর্খ। (দ্র. **আকাট-মূর্খ, গণ্ডমূর্খ**)।

হস্তী : ● **হস্ত**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, বাংলায় যাঁদের **দিগ্‌গজ** ও হিন্দিতে যাঁদের 'বড়ি হস্তী' বলা হইয়া থাকে; কিংবা, যে বিদ্যাধরেরা তাঁহাদের বিশাল ও নিপুণ **হস্ত**-এর কারণে সমাজের বা রাষ্ট্রের (প্রশাসন, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ... ইত্যাদি) বিভিন্ন দিক রক্ষা করিবার দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে করধারী করীগণ বা শুণ্ডওয়ালা হস্তীগণ সমাজবনে বিচরণ করিয়া থাকে। ▫ দিগ্‌গজ, সর্ব্বাধিকারী (প্রধান সচিব), অধিকারী (বিভাগীয় সচিব), আমলা, বুরোক্র্যাট; (সাদৃশ্যে) হস্তবান, শুণ্ডবান, করী, গজ। ✱

হা : ● **হ্**-এর (...ভবিতের) আধার যে; অথবা, হ্-করণের আধার যে; কিংবা, হ্-করণ করে যে বা কামড়াইয়া কাটিয়া খাবলাইয়া ... আনে যে; অথবা, যে শূন্যস্থানে (ফাঁক করা মুখে) কিছু (খাওয়া) হয়, হইবে, হইয়াছে, কিংবা, হয় নাই বলিয়া হাহাকার চলিতেছে। ▫ ঘাতক, শোচনীয়তা, শোক, মুখবিস্তার করা।

হাই : ● **হা** (হ্-করণের আধার বা মুখের শূন্যস্থান) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে শূন্যস্থান (**হা**) হইতে আর কিছু গ্রহণ না করিবার ইচ্ছার বা তৃপ্তির প্রকাশ চলে। ▫ জৃম্ভণ, **হাই** তোলা। (দ্র. **তেহাই**)।

হাইলাকান্দী : ● **হাই** (...তৃপ্তি) লালিত যে **কান্দী**তে (সুবিন্যস্ত কর্ম্মফলাদির কেন্দ্রে); অথবা, যে কর্ম্মফল-কেন্দ্র (বা **কান্দী**) কর্ম্মফলে এতই পরিপূর্ণ যে, তাহা জনপদ-বাসীকে তৃপ্ত রাখিতে পারিত বা পারে। ▫ 'কাছাড়ের শস্যভাণ্ডার' রূপে চিহ্নিত আসামের এক বঙ্গভাষী অধ্যুষিত জেলার নাম।

হাউ : ● **হা** (হ্-করণের আধার) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে (মুখের) শূন্যস্থান তাহার কাম্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া **হা**-করিতে উদ্যত; কিংবা, শূন্যাধারের অভাব পূরণেচ্ছা বা গ্রাসেচ্ছা প্রকাশিত যাহাতে। ▫ কল্পিত ভয়ানক জন্তুবিশেষ, জুজু।

হাউই : ● **হাউ** (... **হা**-করিতে উদ্যত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, কাহাকেও গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া চলে যে। ▫ উর্দ্ধগামী আতসবাজী।

হাউমাউ : ● **হাউ** ও **মাউ** যাহাতে; অথবা, অভাবপূরণ চেষ্টার বা গ্রাসেচ্ছার ও (ভয়ে) সঙ্কুচিত হইবার ইচ্ছার (মিতেচ্ছার) যুগপৎ প্রকাশ যাহাতে। ▫ শিশু ও মেয়েদের অকস্মাৎ ভয়ে চীৎকারপূর্ব্বক কান্নাকাটি।

হাউহাউ : ● **হাউ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, অভাবের কষ্টের জন্য ও তাহা পূরণেচ্ছার বা পূরণেচ্ছার অসুবিধার জন্য চীৎকার ও কান্নাকাটি যাহাতে। ▫ চীৎকার।

হাওয়া : ● **হওয়ার** (...ভব্যমানতার) আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা 'এখানে রূপশালী ধান্য হইয়াছে', 'ওখানে ধনেখালী শাড়ী হইয়াছে', 'সেখানে আলিবাবা মন্ত্রী হইয়াছেন' ... ইত্যাকার অজস্র **হওয়ার** সংবাদ প্রবাহিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) যাহা **পুষ্পাদির গন্ধ** বহন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। ❒ সংবাদপ্রবাহ, জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ প্রভৃতির খবরের প্রবাহ, সমীর, মলয়, 'মিডিয়া', (সাদৃশ্যে) বায়ু, বায়ুপ্রবাহ, বাতাস।

হাঃ হাঃ : ● **হা**-এর (হ-করণের আধারের) পূর্ণতার প্রকাশ যাহাতে; অথবা, হসকরণ বা সুখানুভূতি বর্জ্জন করা হয় যাহাতে। ❒ অট্টহাস্য শব্দ।

হাঁ : ● **হা**-এর (হ-করণের আধারের) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, মানসিকভাবে **হা**-করণ বা গ্রাসকরণ (স্বীকার করা) হয় যাহাতে; কিংবা, দৈহিকভাবে **হা**-করণ বা গ্রাসকরণ করা হয় যাহাতে। ❒ হাঁ-করা, গ্রাস করা, স্বীকার, সম্মতি।

হাঁই : ● **হাঁ** (রহস্যময় গ্রহণেচ্ছা) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, সজোরে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করা হয় যাহাতে। ❒ '**হাঁই** মারো মারো টান হাঁইয়ো'।

হাঁইফাঁই : ● **হাঁই** ও **ফাঁই** যাহাতে; অথবা, যাহাতে **হাঁ** করিয়া গ্রহণ করা এবং **ফাঁ** (রহস্যময় পালনস্থিত) করিয়া সক্রিয় করা চলিতে থাকে। ❒ শ্বাসকষ্ট জন্য গলশব্দ, অতিশ্রম হেতু ঘন নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ।

হাঁউ : ● রহস্যময় **হাউ** (... **হা** করিতে বা কামড়াইতে উদ্যত) যাহাতে; অথবা, আকস্মিক, ভয়াবহ, নীতিবিরুদ্ধ ... ইত্যাকার কোনো বিশেষ প্রকার **হাউ** যাহাতে। ❒ হাঁ করিয়া গ্রাস করিতে যাওয়া, খাবলানো।

হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ : ● **হাউ-মাউ-খাউ** রহস্যময় যাহাতে; অথবা, যাহা আকস্মিক-ভাবে, ভয়াবহভাবে, নীতিবিরুদ্ধভাবে ... ইত্যাকার কোনোভাবে **হাউমাউ** করিয়া **খাউ** (গিলিয়া খাইতে) করিতে যায়। ❒ অতি ক্ষুধায় রাক্ষসের ব্যাকুল 'খাই-খাই' রব।

হাঁক : ● **হাঁ** (রহস্যময় **হা**-করণ) করা হয় যাহাতে; অথবা, গ্রহণ করিবার, স্বীকার করিবার, বা তদ্রূপ অন্য কিছু করিবার কথা **হাঁ** করিয়া বা সজোরে চীৎকার করিয়া জানান হয় যাহাতে; কিংবা, 'আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে শাস্তি দিব' ... ইত্যাকার ঘোষণা থাকে যাহাতে; অথবা, গ্রহণেচ্ছা-মূলক বিশেষ শব্দ প্রেরণ থাকে যাহাতে (শ্রোতা তাহা শুনিয়া বিহ্বল হইবে না কি চলিয়া আসিবে, সে তাহার অভিরুচি)। ❒ মহারব, চীৎকার, উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করা।

হাঁকডাক : ● **হাঁক**-করণ করিয়া **ডাক**-করণ করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহাতে গ্রহণেচ্ছা উচ্চৈঃস্বরে জানান হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে আসিতে বলা হয়। ❒ উচ্চরব, চীৎকার।

হাঁ-করা : ● **হাঁ** কৃত যাহাতে; অথবা, স্বীকার বা গ্রহণ করার জন্য মনের মুখ **হাঁ** করিয়াছে যাহাতে; কিংবা, খাইবার জন্য দেহের মুখ **হাঁ**-কৃত যাহাতে; অথবা, এমন অদ্ভুত বিষয় সম্মুখে আসিয়াছে যে তাহাকে স্বীকার বা গ্রহণ করা হইবে কি না এই বিস্ময়ে মনের মুখ **হাঁ** করিয়া থাকিয়া যায় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) দেহের মুখ **হাঁ** করিয়া থাকিয়া যায় যাহাতে। /কোনো জিনিস বিস্ময়ে হাঁ করিয়া দেখে যে। (ব.শ.)। ❒ বিস্মিত হওয়া, বিস্তারিত মুখ।

হাঁকা : ● **হাঁক**-করণের (...বিশেষ শব্দ প্রেরণের)-আধার যে; অথবা, **হাঁক**-করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা **হাঁক**-করণ করা বা বিশেষ শব্দ প্রেরণ করা হয়। ❒ উচ্চরবে কিছু জানানো।

হাঁকান : ● **হাঁকা** (...শব্দ প্রেরণ করা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে উচ্চরবে কাহাকেও কোনো কিছু জানান হয় না, জীবজন্তুকে তাড়াইয়া বা **হাঁকাইয়া** দেওয়া হয়। ❒ বিতাড়ন করা, তাড়াইয়া দেওয়া, পাখী বা গরু তাড়ান।

হাঁকার : ● **হাঁকা**-করণ রহে যাহাতে। ❒ উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করা।

হাঁকাহাঁকি : ● যাহাতে **হাঁক**-করণ করা হইয়াছে এবং যাহাতে **হাঁক**-করণ করা চলিতেছে। ❒ পরস্পর হাঁকা।

হাঁচি : ● **হাঁ**-এর (রহস্যময় **হা**-করণের) চয়ন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে (সমাজ-দেহের বা মানবদেহের) উদ্বৃত্ত উৎপন্ন গর্ব্ববোধে ঢুকিয়া যায় (নাকে ঢুকিয়া যায়) বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে না পারিলে চরম অস্বস্তিকর অবস্থা হয়; কিংবা, যাহার বহির্গমনের বেগ ধারণ করিতে নাই, অবশ্যই ত্যাগ করিয়া দিতে হয়; অথবা, ভারতের ইতিহাস অনুসারে যে সামাজিক **হাঁচি** হইতে ইক্ষ্বাকু বংশের জন্ম হইয়াছিল। ❒ ক্ষুৎ।

হাঁট : ● **হাঁ** (রহস্যময় **হা**-করণ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, গ্রহণেচ্ছায় হেথা হোথা যাতায়াত করা হয় যাহাতে। / প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য যাতায়াত করা হয় যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ পায়ে চলা।

হাঁটকা : ● **হাঁট**-করণ করা হয় যাহাতে; অথবা, রহস্যময়ভাবে ইহা উহা **হটাইয়া** দেখা হয় যাহাতে। ❒ আবর্ত্তিত করা, বিপর্য্যস্ত করা, উলটপালট করা।

হাঁটন : ● **হাঁট**-করণ করা অন (চলমান) যাহাতে। ❒ পাদচার, পায়চারি, হাঁটা।

হাঁটা : ● **হাঁট**-করণের আধার যে; অথবা, **হাঁট**-করণ করা হয় যাহাতে। ❒ পায়ে চলা।

হাঁটান : ● **হাঁটা**-করণ অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে অন্য কাহাকেও **হাঁটা**-করণ করান হয়। ❒ পায়চারি করান, চলান।

হাঁটাহাঁটি : ● যাহাতে **হাঁট**-করণ করা হইয়াছে এবং **হাঁট**-করণ করা চলিতেছে। ❒ পুনঃপুনঃ যাওয়া আসা।

হাঁটু : ● **হাঁট**-করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, **হাঁট**-করণের শক্তি থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা ভাঙিয়া গেলে **হাঁটা** বন্ধ হইয়া যায়। ❒ জানুর নিম্নের জোড়।

হাঁড়ি : ● **হাঁ**-এর গড়ান সক্রিয় যাহাতে; অথবা, রহস্যময় **হা**-করণের গড়ান চলে যাহাতে; কিংবা, ভাতপ্রভৃতি রান্না করা বা রাখা হয় যাহাতে। ❒ রন্ধনার্থ মুখচওড়া মৃৎপাত্রবিশেষ।

হাঁড়িয়া : ● **হাঁড়ি**-তে রাখিয়া পচানো হয় যে ভাত। ❒ ভাত পচানো মাদকদ্রব্য।

হাঁড়িশাল : ● **হাঁড়ি** লইয়া চলে যে কর্ম্মশালা। ❒ রান্নাশাল।

হাঁদা : ● **হাঁ**-এর (... অভাবপূরণেচ্ছায় গৃহীতের) দান থাকে যাহাতে; অথবা, যে নিজের প্রাপ্য অন্যকে ছাড়িয়া দেয়। ❒ অজ্ঞানান্ধ, মূর্খ।

হাঁদু : ● **হাঁদা** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে **হাঁদা** তাহার সরলতার জন্য অন্যদের আদর পায়। ❒ আদুরে হাঁদা।

হাঁস : ● **হাঁ**-এর একরৈখিক শক্তিপ্রয়োগ

যাহাতে; অথবা, যাহা সর্ব্বদা খাই খাই করিতে থাকে; কিংবা, যাহার মুখ সর্ব্বদা হাঁ হইয়া থাকে। ▫ হংস।

হাঁসকল : ● **হাঁস**-কৃত কল যাহাতে; অথবা, **ডুমনি** ভিতরে ঢুকিবে বলিয়া যাহা সর্ব্বদা হাঁ করিয়া থাকে; কিংবা, দরজার পাল্লাকে খোলা-বন্ধ করিবার জন্য যে **হাঁসকল-ডুমনি** লাগান থাকে। ▫ ছিটকিনির মুষলের গর্ত্ত। *

হাঁসা : ▫ পুরুষ হাঁস।

হাঁসুলী (হাঁসুলীবাঁক) : ● **হাঁস** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত হয় যে সক্রিয় আধারে; অথবা, গ্রাসকারীর **হাঁ**-মুখ যেরূপ প্রায়-বন্ধ অর্দ্ধবৃত্তাকার হয় (Ω) তদ্রূপ সত্তা থাকে যাহাতে; কিংবা, নদীর যেরূপ বাঁকের সংশ্লিষ্ট জনপদ লইয়াই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি লিখিয়াছিলেন। ▫ রূপার তৈরী অর্দ্ধবৃত্তাকার কণ্ঠহারবিশেষ।

হাগ : ● **হা** (হ-কৃতের) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে হ-কৃতে (ঘনীভূত উচ্ছিষ্টে) পরিণত করিয়া ফেলা গিয়াছে তাহার গমন থাকে যাহাতে। ▫ মলত্যাগ।

হাগা : ● **হাগ**-এর আধার যে; অথবা, **হাগ**-করণ থাকে যাহাতে। ▫ মলত্যাগ করা।

হা-ঘরে : ● ঘরের জন্য হাহাকার যাহাদের; অথবা, যাহাদের ঘর নাই; কিংবা, যাহারা উন্মুক্ত প্রান্তরে বা গাছের তলায় বাস করে; (অবশ্য, তাহারা ঘরের জন্য সত্যই হাহাকার করে কি না সন্দেহ। আমরা ঘরোয়া মানুষেরা ঐরূপ ভাবি, এইমাত্র)। ▫ যাযাবর জাতি-বিশেষ, বেদে।

হাঙ্গর : ● **হা**-এর (গ্রাসকরণের) রহস্যময় গমন রহে যাহাতে; অথবা, জনসাধারণের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সম্পদ ভক্ষণ করে যে হিংস্র ব্যক্তি; কিংবা, (সাদৃশ্যে) জলে থাকিয়া অন্য মৎস্যদের গ্রাস করে যে মৎস্যাকৃতি জন্তু। ▫ মৎস্যাকৃতি হিংস্র জলজন্তুবিশেষ, shark।

হাঙ্গামা : ● **হঙ্গাম** হইতে জাত যাহা। ▫ দ্র. **হঙ্গাম, দাঙ্গা**।

হাট : ● **হট** (**হওয়ন**-এর টঙ্কার) হইতে জাত যাহা; অথবা, যে স্থানে 'আমার ক্ষেতে আলু হইয়াছে, 'আমার পটল হইয়াছে', 'আমার তাঁতে শাড়ী হইয়াছে' - এইরূপ নানা কিছু **হওয়ন**-এর টঙ্কার হইতে থাকে। ▫ নির্দ্দিষ্ট দিনে উৎপাদক ও ব্যবসায়ীগণের ক্রয়বিক্রয় স্থান, সম্মেলনস্থান, হট্ট।

হাটিম : ● যাহারা **হা-টিম হা-টিম** করে; অথবা, যাহাদের (যে ক্ষুদ্র চাষীদের) **টিম টিম** করিয়া জ্বলা কৃষিনির্ভর জীবনদীপটি নিভাইয়া দেওয়ায় (তাহাদের কৃষি-উৎপন্ন লুণ্ঠন করায়) তাহারা অনন্যোপায় হইয়া **হা-টিম হা-টিম** করিতে থাকে। *

হাড় : ● **হা** (আত্মকেন্দ্রে সংহত) গড়ন যাহার; অথবা, যে নিজের ভিতরে নিজে ক্রমশ ঘনীভূত-সংহত এবং ফলত শক্ত হইয়া উঠে। ▫ অস্থি, ফলের অস্থি, আঁটি (hard)।

হাড়গিলা : ● **হাড়** গিলিয়া খায় যে (পক্ষী)। ▫ অস্থিভক্ষক পক্ষিবিশেষ, দীর্ঘ পদ-কণ্ঠ-চঞ্চু গলায় থলিওয়ালা শকুনির মত পক্ষিবিশেষ (Leptoptilus dubius)।

হাড়গোড় : ● **হাড়** (দেহের ছোট ছোট অস্থি) ও **গোড়** (পায়ের লম্বা লম্বা অস্থি) থাকে যাহাতে। ▫ অস্থিসমূহ।

হাড়জোড়া : ● যাহা দ্বারা (যে লতার দ্বারা) শরীরের ভাঙা **হাড়** জুড়িয়া যায়; অথবা, সেকালে গ্রামবাংলার মানুষেরা যে লতা-বাটা ছোপ দিয়া ভাঙা **হাড়** জুড়িয়া লইতেন। ❑ অস্থিভঙ্গ লতা, অস্থিশৃঙ্খলা লতা, হাড়জোড়া লতা (Vitis quadrangularis)।

হাড়-বজ্জাত : ● যাহার বজ্জাতি **হাড়**-এর ন্যায় অতি-ঘনীভূত, সংহত, বা শক্ত।

হাড়-হাভাতে : ● যাহার হাভাতে-পনা **হাড়**-এর ন্যায় অতি-ঘনীভূত, সংহত বা শক্ত।

হাড়ী : ● **হাড়**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে জনগোষ্ঠীর মানুষেরা শোষিত-নিপীড়িত ও দরিদ্র হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় অতি-ঘনীভূত সম্পূর্ণ মেদবর্জ্জিত হাড্ডিসার শক্ত মানুষে পরিণত হইয়াছে; কিংবা, যাহারা পালকীবহন প্রভৃতি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া কোনোমতে বাঁচিয়া থাকে; অথবা, সেকালের জমিদারেরা যাহাদিগকে অন্যের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী রূপে ব্যবহার করিত; কিংবা, যাহাদের বিদ্রোহের কথাকেই হাড়ী-চণ্ডী রূপে ময়নামতীর গান ও ধর্ম্মমঙ্গলাদি কাব্যে নানাভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ❑ নীচজাতি-বিশেষ (hardy)।

হাড়ীর-হাল : ● **হাড়ীর** ন্যায় হাল হইয়াছে যাহার; অথবা, চরম দারিদ্র্যে **হাড়ীর** ন্যায় হাড্ডিসার চেহারা হইয়াছে যাহার।

হাড্ডা : ● **হড্ড** (অস্থি) হইতে জাত-র আধার যে; অথবা, **হাড়**-নির্ভর কঠিন করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা **হাড্ড**করণ (অস্থিনির্ভর শক্তিপ্রয়োগ) করে।

হাড্ডাহাড্ডি : ● **হাড্ডা** ও **হাড্ডি** যাহাতে; অথবা, **হাড্ড**করণ কৃত যাহাতে এবং **হাড্ড**করণ করা চলিতেছে যাহাতে।

হাড্ডি : ● **হাড্ড** (হাড়) সক্রিয় যাহাতে। ❑ হাড়।

হাড্ডিসার : ● **হাড্ডি** (**হাড়-ই**) সার যাহার; অথবা, যে দেহে মেদমাংসাদি নাই, কেবল অস্থিগুলিই বর্ত্তমান আছে। ❑ অস্থিচর্ম্মসার।

হাত : ● **হা** (হ-করণের আধার) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা হ-করণের উপায় করা যায়; কিংবা, যাহা দ্বারা করে; অথবা, যাহা দ্বারা, যাহা কিছু গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, তাহাদের তদ্রূপ করে যে। ❑ কর, পাণি, হস্ত, বাহু, কনুই হইতে অঙ্গুলির অগ্র পর্য্যন্ত অবয়ব, প্রভুত্ব, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব; (সাদৃশ্যে) হাতীর শুঁড়।

হাতড়া : ● **হাত**-এর গড়ান থাকে যে আধারে; অথবা, যাহাতে **হাত**কে এদিক-সেদিক বুলাইয়া কোনো কিছু খোঁজা হয়। ❑ আঁধারে বা ঘুমঘোরে হাত বুলাইয়া খোঁজা।

হাতড়ান : ● **হাতড়া** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **হাতড়ে হাতড়ে** খোঁজা চলিতে থাকে।

হাতপাকা : ● যাহার হাত পাকিয়াছে; অথবা, যাহার হাত কোনো কাজের সমস্ত কৌশলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র পর্যায়ক্রম বা **পাক** অতিক্রম করিয়া **পাকা** হইতে পারিয়াছে।

হাতা : ● **হাত**-এর আধার যে; অথবা, **হাত**করণ থাকে যাহাতে; কিংবা, যাহা দ্বারা **হাত**করণ করা বা হস্তগত করা হয়; অথবা, হাত বা তদ্রূপ কোনো হাতিয়ার দিয়া গ্রহণ করা হয় যাহাতে। ❑ হাতকরণ করা, কাঠ বা ধাতু নির্ম্মিত হাতা, দর্ব্বি, জামার হাতা।

হাতান : ● **হাতা**করণ অন (চলমান) থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা **হাত**-এর আয়ত্তে আনয়ন করা চলিতে থাকে। ❑ হস্তগত করা।

হাতাহাতি : ● যাহাতে **হাত** ব্যবহার করা হইয়াছে এবং যাহাতে **হাত** ব্যবহার করা চলিতেছে। ◻ হাতে হাতে টানাটানি মারামারি।

হাতিয়ার : ● **হাত**-এর সক্রিয়ভাবে যাওয়া বহে যাহাতে; অথবা, উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে যে সকল কর্ম্মসাধনীর মাধ্যমে কর্ম্মীগণের **হাত** সক্রিয় হয় বা হইতে পারে। ◻ আয়ুধ, যুদ্ধাস্ত্র, কর্ম্মীর কর্ম্মসাধনী, যন্ত্রপাতি।

হাতী : ● **হাত**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, সমাজবনের কর্ম্মযজ্ঞে নিযুক্ত **হাতসমূহের** পরিচালক যে (দক্ষ-বিশেষজ্ঞ); কিংবা, (সাদৃশ্যে) বাহ্যবনে যে **হাত**-এর (শুঁড়ের) অধিকারী বিরাজ করে। ◻ দক্ষ-বিশেষজ্ঞ (ব্যুরোক্র্যাট), (সাদৃশ্যে) হাতী।

হাতুড়ি : ● **হাত** নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সক্রিয়ভাবে গড়ান-উড়ান করে যাহাতে; অথবা, যে প্রাথমিক কর্ম্মসাধনীর উপর নির্ভর করিয়া **হাত** তাহার শক্তি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে; কিংবা, যাহা দ্বারা **হাত**-এর শক্তি উড়িয়া বহুগুণিত হইয়া লক্ষ্যের উপর পতিত হয়। ◻ বাঁশের হাতল দেওয়া লোহার ছোট মুগুর।

হাতুড়িয়া : ● **হাতুড়ির** (...প্রাথমিক সাধনীর) উপর নির্ভর করিয়া চলে যাহার; অথবা, যে তাহার কর্ম্মের বিষয়ে সবিশেষ জানে না, কেবল **হাতুড়ির** বা প্রাথমিক সাধনীর উপর নির্ভর করিয়া কাজ চালায়। ◻ নিজ ব্যবসায়ে অশিক্ষিত কিন্তু পাণ্ডিত্যা-ভিমানী ব্যক্তি, প্রায়ই চিকিৎসক।

হাতুড়ে : ● **হাতুড়ি** দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, যে ব্যক্তি **হাতুড়ি** বা প্রাথমিক সাধনীর উপর নির্ভর করিয়া দিশাগ্রস্তভাবে জীবিকা-র্জ্জন করে। ◻ হাতুড়িয়া।

হান : ● **হন** (...স্তব্ধকরণ) হইতে জাত; অথবা, **হন**করণ-চেষ্টা হইতে যাহা ঘটে। ◻ পরিত্যাগ, হানি, হনন, আঘাত, খোঁচা, বধ করা, আঘাত করা, বিদ্ধ করা, খোঁচান।

হানা : ● **হান**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **হান**করণ থাকে; কিংবা, আঘাত করিয়া কোনো সত্তার প্রাচীর ভাঙিয়া দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, বাঁধ কাটিয়া দেওয়া (বাঁধে হানা দেওয়া) হয় যাহাতে। ◻ হনন, আঘাত, ঘা, আক্রমণ।

হানাহানি : ● যাহাতে **হান**করণ করা হইয়াছে এবং যাহাতে **হান**করণ করা চলিতেছে। ◻ পরস্পর হানা।

হানি : ● **হান** (**হন**জাত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **হান**করণ করা চলিতেছে যাহাতে; কিংবা, **হান**করণের ফলে হানিতের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়। ◻ হানা দেওয়া, **ক্ষয়**, **ক্ষতি**।

হাপর : ● **হা**-এর (**হওয়ন**-এর আধারের) পালন রহে যাহাতে; অথবা, অগ্নি, বীজ, মাছ প্রভৃতি জীবন্ত করা বা রাখা হয় যাহাতে। ◻ বীজ অঙ্কুরিত করার স্থান, মাছ জিয়াইবার মৎস্যাধার, কামারের বা স্বর্ণকারের অগ্নিকুণ্ডে ফুঁ দেওয়ার যন্ত্র।

হাপু (হাপুখেলা) : ● **হা-প** (হাহাকারের পালন) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, হাহাকার মনোরঞ্জনে পর্য্যবসিত যাহাতে; কিংবা, নিজেদের হাহাকার দ্বারা অন্যের মনোরঞ্জন করিয়া প্রাপ্ত সহানুভূতি (ভিক্ষান্ন) দ্বারা হাহাকার দূর করিবার চেষ্টা যাহাতে; অথবা, যাহারা পিঠে পাঁচনবাড়ি মারিয়া ও বগল বাজাইয়া **হাপু**গান (নিম্নে দ্রষ্টব্য) গাহিয়া ভিক্ষান্ন প্রার্থনা করে; অথবা, যাহারা

তাহাদের শিল্পসাহিত্যের মাধ্যমে হাহাকার বেচে। ◻ চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হওয়া, কষ্টভোগ করা। (হাপুগানের নমুনা - 'হাট গেলম বাজার গেলম কিনে আনলম নাড়ু, নাড়ু খেয়ে খেঁদির মায়ের পেটটি হল গাড়ু - হায় হাপু, হায় হাপু!' বলিয়া নিজের পিঠে বেশ কয়েক ঘা পাঁচনবাড়ির মার দেওয়া। এতে মনোরঞ্জনের কারণ হল, খেঁদির মা ঐ হাপুগায়কের স্ত্রী।)

হাপুষনয়নে : ● হা-পুষ (হাহাকার পোষিত) যে নয়নে; ফলে, যে নয়ন অশ্রুধারে পরিপূর্ণ। ◻ অজস্রগলদশ্রুধারে।

হাপুস-হুপুস : ● **হাপুস** ও **হুপুস** যাহাতে; অথবা, আগ্রহ সহকারে খাদ্যাদি টানিয়া খাইয়া মুখ পূর্ণ করা হয় যাহাতে এবং জোরপূর্ব্বক ঠেলিয়া বা ঠুসিয়া খাদ্যাদি দিয়া মুখ পূর্ণ করা হয় যাহাতে। ◻ জোরে গাঢ় খাদ্য খাওয়ার শব্দ।

হাবড় (হাওড়) : ● **হাব-ড়** বা **হা-বড়** যাহাতে; অথবা, **হাব**-এর (**হা**-কার বহনের) গড়ান যাহাতে বা **হা** (হাহাকার বা শূন্যতা) **বড়** যাহাতে; অথবা, যে বিশাল নিম্নভূমিতে চারিদিকের বর্ষার জল, নর্দ্দমার ময়লা, কাদা, হাবিজাবি সবকিছু আসিয়া জমা হয়। (দ্র. **খাওয়া**) ◻ সুবিস্তৃত জলাভূমি, গভীর কর্দ্দম।

হাবড়া (হাওড়া) : ● **হাবড়**-এর আধার যে; অথবা, যে **হাবড়** যত সব হাবিজাবি জলকাদা হা হা করিয়া খায় বা গ্রহণ করে; কিংবা, যে বৃদ্ধ খাঁই খাঁই করিতে থাকে। ◻ খাদ্যলোভপরবশ।

হাবলা : ● **হা** (হা-কার বা শূন্য) **বলা** যাহাতে; অথবা, কী বলিবে না বলিবে ঠাহর করিতে পারে না বলিয়া প্রায়শই চুপ করিয়া থাকে যে। ◻ বিচারশক্তিহীন।

হাবা : ● **হা** বহন করে যে; অথবা, **হা**-এর (হা-কারের বা অভাবের) বাহক যে; অথবা, বোধবুদ্ধি ও তাহার প্রকাশক্ষমতা প্রভৃতির অভাব আছে যাহার; কিংবা, যে প্রায়শই কথা বলে না। ◻ অবোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, বুদ্ধিস্ফূর্ত্তিহীন, হতবুদ্ধি।

হাবাগোবা : ● **হাবা** (হা-বহন করে) এবং **গোবা** (গো-বহন করে) যে; অথবা, যে নিজের বোধবুদ্ধির অভাব বহন করে এবং যে পরের বুদ্ধি বা প্ররোচনা বহন করে।

হাবু : ● **হাবা** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে আর **হা**-বহন (বুদ্ধিহীনতা বহন) করে না, বরং নির্দ্দেশাদি বহন করে। ◻ ছেলেদের ডাকনাম।

হাবুডুবু : ● **হাব** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে এবং **ডুব** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে আর শ্বাসাভাব বহন করে না, সে অভাব পূর্ণ করিতে খানিক জল খাইয়া ফেলে (**হাবু**) এবং যে ডুবে নাই, এখনও কিয়দংশ (জলাদির) উপরে দৃশ্য আছে (**ডুবু**)। ◻ নিমজ্জনজন্য শ্বাসকষ্ট, জলে ডোবা ও হাঁপানর কষ্ট।

হা-ভাতে : ● **ভাত**-এর জন্য **হা**হাকার করে যে।

হায় : ● **হা** (হা-কার) যায় যাহাতে; অথবা, কোনো কিছুর অভাবের জন্য মনোব্যথা প্রকাশিত হয় যাহাতে; কিংবা, কন্যার (বিবাহ দিয়া) বিদায়কালে অভিভাবকদের মধ্যে যে প্রিয়বিয়োগ-ব্যথার **হাহাকার** দেখা যায়; অথবা, পোষা গরু ছাগল হাঁসমুরগি বা উৎপাদিত ধানচাল প্রভৃতি (অর্থমূল্যে) দিয়ে দেওয়ার কালে উৎপাদকের যে প্রিয়বিয়োগ-ব্যথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ◻ শোক, বিষাদ,

আক্ষেপ, অনুতাপ, পালিত-পোষিত উৎপন্নাদির জন্য বিয়োগব্যথা।

হায়ন : ● **হা** (হা-করণ বা কাটিয়া আনা) অনকৃত যাহাতে; অথবা, শস্যাদি কাটিয়া আনা হয় যাহাতে; অথবা, **হয়ন** (আবর্ত্তিত হওয়ন-জাত অনকৃত) যাহাতে; অথবা, একটি ধান আবর্ত্তিত হইয়া শতাধিক ধানে পরিণত **হয়** যাহাতে (যে কালখণ্ডে); কিংবা, কৃষি-উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের সূচনা হইতে সমাপ্তি অবধি সম্পন্ন **হয়** যে কালচক্রে (যাহা বৈশাখের **হলাভিযোগ** দিয়া শুরু করিয়া চৈত্র-সংক্রান্তির চড়কের কাল-বৈশাখীর আবাহন দিয়া শেষ হয়)। /যাহা ভাব বা পদার্থ ত্যাগ করে; অথবা, যাহা উদক ত্যাগ করে। (ব.শ.)। ❒ বর্ষ, বৎসর, বর্ষ (বয়োবাচক)।

হায়-লাগা : ● **হায়** (... প্রিয়বিয়োগব্যথার প্রকাশ) লাগিয়া যায় যাহাতে; অথবা, নিপীড়নের কারণে প্রিয়বিয়োগ মানিয়া লইতে বাধ্য হইলে যে **হায় হায়** করা চলিতে থাকে, নিপীড়কের উপর তাহার যে প্রতিক্রিয়া ঘটিবে বলিয়া মনে করা হয়।

হার : ● **হর** (হরকরণ বা **হরণ**) হইতে জাত যে; অথবা, **হরণ** করিলে যাহা পাওয়া যায়; কিংবা, **হরণ** করিলে যাহা খোয়া যায়; অথবা, যে **হরণ** করে; কিংবা, যে **হরিত** হয়; অথবা, যাহা দ্বারা মনোহরণ করা হয়; কিংবা, যে ক্রমে **হরণ** চলে; অথবা, এক পক্ষ হরণ করিলে বিপরীত পক্ষের ভাগে যাহা জোটে; ... ইত্যাদি। ❒ হারক, বাহক, গ্রাহক, হরণ, স্বীকার, মালা, হরিসম্বন্ধী, পদবী, হারা, পরাজয়, পরাভব হওয়া, হারে।

হারক : ● **হার** (হরকরণ) করে যে; অথবা, অপরকে **হারায়** বা পরাজিত করিয়া তাহার কোনো কিছু গ্রহণ করে যে। ❒ হর্ত্তা, নাশক, হারী, বাহক, চৌর, ধূর্ত্ত।

হারা : ● **হার**-এর আধার যে; অথবা, যাহাতে **হার**করণ থাকে; কিংবা, যাহা খোয়া গিয়াছে। ❒ নষ্ট করা, হারান, খোয়ান, দেখিতে না পাওয়া ..., অপহৃত, হীন ...।

হারাণ : ● **হারা** অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যে হারিতেছে বা দ্রব্যাদি খোয়াইতেছে। / ন্যায়পূর্ব্বক পরাজিত হইয়াছে যে। (ব.শ.)। ❒ খোয়ান, পরাজিত, পরাজিত করা।

হারি : ● **হার** (...খোয়ান) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **হার**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, যে সক্রিয় **হার**করণ ভাল লাগে। (দ্র. **বলিহারি**)। ❒ রুচির, মনোহর, দ্যূতাদিতে পরাজয়।

-হারী : ● **হার**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, মনপ্রভৃতি **হরণ** করে যে। /দেয় স্বীকার করে যে। (ব.শ.)। ❒ হারক, অপহারক, প্রাপক, নাশক, গ্রাহী, মনোহরণশীল।

হাল : ● **হল** (**হইল**) হইতে জাত; অথবা, **হা** (হ-করণের আধার) লালিত যাহাতে; কিংবা, কোনো কিছু হইলে বা **হলে** তাহার সম্পর্কে কীরূপ **হল**, কেমন **হল** ... প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যাহাতে; অথবা, যাহা হইয়া হইয়া বা অতি-**হল** হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। ❒ লাঙ্গল, হলসম্বন্ধী, নৌকার পরিচালক কর্ণ, দশা, অবস্থা, **হাল**-হকিকৎ।

হাল-আমল : ● যে **হলাভিযোগ** বা **হাল** (লাঙ্গল) চলার পর হইতে **আমলটি** বা কালচক্রটি চলিতেছে (এবং পরবর্ত্তী **হলাভিযোগ**-এ যাহা শেষ হইয়া পরবর্ত্তী চক্রটির সূচনা হইবে)। ❒ চলমান বৎসর,

সম্প্রতিকাল, বর্ত্তমান কাল।

হালই : ● **হাল**কে (লাঙ্গলকে) সক্রিয় করে যে। ◘ কৃষক, হালিয়া।

হালকা : ● **হাল** (অতি-**হল**) কৃতের আধার যে; অথবা, যাহা হ-কৃত হইয়া হইয়া ভবিতের সারে বা সারাৎসারে (দুধ হইতে মাখনে, মাখন হইতে ঘি-তে, ঘি হইতে ঘি-এর গন্ধে) পরিণত হইতেছে বা হইয়াছে। ◘ লঘু, স্বল্পভার, পাতলা।

হালত : ● **হাল** (... দশা) তারিত যাহাতে। ◘ অবস্থা, দশা।

হালদার : ● **হাল** (...নৌকার **হাল**) দান রহে যাহাতে; অথবা, কোনো বিশেষ ব্যাপারের **হাল** ধরেন যিনি। ◘ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ও নাপিতের এবং মুসলমানের উপাধি।

হালা : ● **হাল**-এর আধার যে।

হালি : ● **হাল** সক্রিয় যাহাতে।

হালিক : ● **হাল**কে (লাঙ্গলকে) সক্রিয় বা গতিশীল করে যে। / হল দ্বারা ভূমি খনন করে যে। (ব.শ.)। ◘ হলকর্ষক, হলবাহক, সৈরিক, কৃষিবল, কৃষক।

হালিয়া : ● **হাল** কাঁধে টানিয়া লইয়া যায় যে। ◘ হেলে-গরু, হালের বলদ।

হাস : ● **হস** (**হ**হয়া সুখবিসর্জ্জন বা বিসুখবিসর্জ্জন) হইতে জাত; অথবা, **হা** (হ-করণ) করিয়া বা গ্রহণপূর্ব্বক ফুলিয়া বা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠা হয় যাহাতে (যে অদৃশ্যলোকে, সমাজদেহে); কিংবা, শ্বাস-গ্রহণপূর্ব্ব একরৈখিক শক্তিবর্জ্জন যাহাতে (যে দৃশ্যলোকে, মানবদেহে)। ◘ হাস্য, হাস্য করা, বিকাশ, প্রস্ফুটন।

হাসন : ● **হাস** (**হস**জাত বা সুখ-বিসুখ বিসর্জ্জন-জাত আচরণ করা) অন (চলমান) যাহাতে। ◘ হাস্যকরণ, হাসা।

হাসা : ● **হাস**-এর আধার যে; অথবা, **হাস**করণ থাকে যাহাতে। ◘ হাস্য করা।

হাসাহাসি : ● যাহাতে **হাস**করণ করা হইয়াছে এবং যাহাতে **হাস**করণ করা চলিতেছে। ◘ পরস্পর হাস্য করা।

হাসি : ● **হাস** (**হস**জাত বা সুখ-বিসুখ বিসর্জ্জনজাত) সক্রিয় যাহাতে। ◘ হাস্য, উপহাস।

হাসী : ● **হাস**-এর (সুখ-বিসুখ বিসর্জ্জন-জাতর) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে মেয়ে কেবলই হাসিতে থাকে। ◘ হাস্যকারী, হাস্যবান, মেয়েদের নাম।

হাস্য : ● **হাস** (**হস**-জাত) থাকে যাহাতে; অথবা, **হাস** করা উচিত বা দরকার যাহাতে। ◘ পরিহসনীয়, উপহাস্য, পরিহাস।

হাহা : ● **হা**-এর (হ-করণ আধারের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, অভাব পূরণের নিমিত্ত **হা**করণ করা হয় যাহাতে; কিংবা, **হা হা** করা বা দাও দাও করা হয় যাহাতে; অথবা, যে পাইকারেরা (গন্ধর্ব্বেরা) চাষীদের শস্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত 'দাও' 'দাও' করিত বা করে। ◘ শোক, বিষাদ; 'হাহা' নামের গন্ধর্ব্ববিশেষ (দ্র. **হুহু**)।

হাহাকার : ● **হা** (অভাবপূরণচেষ্টা) করার পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, অভাব প্রকট করা হয় বা 'দাও, দাও' করা হয় যাহাতে। ◘ আর্ত্তরব করা।

হা-হুতাশ : ● **হা**-করণের পাশাপাশি **হুত**করণ করা হয় যে **আশা**; অথবা, অভাবপূরণেচ্ছার পাশাপাশি আশা ত্যাগ করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে। ◘ আক্ষেপ।

হি : ● **হ** (ভবিত বা স্থির সত্তা) সক্রিয় যাহাতে;

অথবা, যে সত্তা স্থিতরূপে কম্পিত হইতে (নড়িতে) বা গতিশীল হইতে (বৃদ্ধিলাভ করিতে) থাকে। ❒ গতি, বৃদ্ধি, হেতু, নড়া।

হিং : ● হি (সক্রিয় স্থিরসত্তা) রহস্যময় যাহাতে। (দ্র. **হিঙ, হিঙ্গ**)। ⌐ হিঙ্গু।

হিংস (হিন্‌স্‌) : ● রহস্যময় **হি**-করণের (স্থির সত্তাকে সক্রিয়করণের) একরৈখিক শক্তিপ্রয়োগ যাহাতে; অথবা, সক্রিয়ভাবে **হন**করণের (আঘাতপূর্ব্বক নাকৃত করার) নিমিত্ত একরৈখিক শক্তিপ্রয়োগ যাহাতে। ❒ বধ, হিংসা করা।

হিংসন : ● হিংস (...নাকৃত করা) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ হিংসা, বধ, বিনাশ, অহিতসাধন।

হিংসা : ● হিংস-এর (...নাকৃত করণের) আধার যে; অথবা, **হিংস**করণ (নাকরণ বা মারণ বা ক্ষতিসাধন চেষ্টা) থাকে যাহাতে; কিংবা, **সিংহ** যাহা করে। ⌐ নাকৃত-করণচেষ্টা, মারণচেষ্টা, অপঘাতকরণচেষ্টা।

হিংসাত্মক : ● যাহাতে **হিংসা** আত্মকৃত হইয়া থাকে। / হিংসা আত্মা যাহার। (ব.শ.)। ❒ পরপীড়কস্বভাব, মারকস্বভাব।

হিংসিত : ● হিংস (...নাকৃত করা) সক্রিয়-ভাবে তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে **হিংসা** করা হইয়াছে। ❒ মারিত, নাশিত, অপকার।

হিংস্র : ● হিংস (...নাকৃত করা) বর্ত্তমান রহে যাহাতে (যে সত্তায়)। ❒ হিংসক, হিংসারত, পীড়ক, অপকারক।

হিংসুটে : ● হিংস (...নাকৃত করা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া দিশাগ্রস্তভাবে টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যে হিংসা করিয়া মারিতে যায় না, শুধুমাত্র প্রতিপক্ষকে নিন্দা বা গালিগালাজ করে। ⌐ পরশ্রীকাতর, হিংসাপরায়ণ।

হিঁচড় : ● হিঁচ (স্থিতকে সক্রিয় ও রহস্যময়ভাবে বা সজোরে চয়নপূর্ব্বক) গড়ান হয় যাহাতে। ❒ বলপূর্ব্বক টানা, আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাওয়া।

হিঁচড়ান : ● হিঁচড় (...জোরপূর্ব্বক গড়াইয়া আনা) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, হিঁচড়াইয়া আনা চলে যাহাতে।

হিক্কা : ● হিক (...কম্পিতকরণ) কৃত যে আধারে; অথবা, খরা-বন্যা তাড়িতদের জন্য ত্রাণখাদ্যাদি ('রিলিফ') পৌঁছাইলে সে খবরে সমাজদেহে যে প্রাণঘাতী কম্পন (**হিক্কা**) উঠিতে থাকে; কিংবা, অতিক্ষুধার্ত্তের গপাগপ খাওয়ার কারণে মানবদেহে যে প্রাণঘাতী কম্পন ওঠে। /প্রাণকে হত্যা করিতে পারে যে; অথবা, অন্নপানাদি শীঘ্রগলাধঃকরণজন্য সহসা পীড়িত বায়ু উর্দ্ধগামী হওয়ায় কণ্ঠজাত 'হিক' শব্দ যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ হেঁচকি, রোগবিশেষ।

হিজল : ● হিজ (...কম্পজনন) লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা প্রায় অকারণে কাঁপিতে থাকে বা এদিক ওদিক ঝুঁকিয়া পড়ে; কিংবা, যে গাছ সাধারণ জলের ধারে জন্মায় এবং প্রায়শই জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। ❒ বৃক্ষবিশেষ, নিচুল জলজ, হিজল গাছ।

হিজিবিজি : ● হিজ (কম্পজনন) সক্রিয় যাহাতে এবং **বিজ** (বিকল্পজনন) সক্রিয় যাহাতে (দ্র. **ব্যজন**); অথবা, যাহাতে লেখালেখি বা তদ্রূপ কোনো জনন কর্ম্ম সোজা পথে চলিতেই পারে না - কাঁপিয়া বাঁকিয়া অর্থহীন হইয়া পড়ে। ❒ বাঁকাচুরা-জটিল রেখাময়, অর্থসঙ্গতিহীন বা এলোমেলো বাক্যে রচিত।

হিঞ্চা : ● হিং (হি-করণের বা নড়নের

রহস্যরূপ) চয়িত যে আধারে; অথবা, হেলিয়া পড়াকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থিত করিয়া রাখে যে; কিংবা, মানবশরীরকে (এদিক-ওদিক নড়িতে না দিয়া অর্থাৎ রাজসিক বা তামসিক হইতে না দিয়া) সুস্থিত রাখে যে। ❒ হিলমোচিকা, হেলেঞ্চা।

হিড়হিড় : ● **হিড়**-এর (নড়িয়া গড়ানর) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহা পড়ি-মরি করিয়া গড়াইতে বা দৌড়াইতে থাকে; কিংবা, যাহাতে ঘাড়ে ধরিয়া টানিয়া বা গড়াইয়া আনা হয়। ❒ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ বা টানা।

হিড়িক : ● **হিড়**কে (...পড়ি-মরি দৌড়কে) সক্রিয় করে যে; অথবা, যাহাতে (যে বিশেষ ব্যাপারে) জনসমুদয় পড়ি-মরি করিয়া ছোটে। ❒ লোকসংমর্দ্দ, ভিড়, হুজুক।

হিড়িম্বা : ● **হিড়ি** (...পড়ি-মরি ছুট) সীমায়িতরূপে বাহিত যে আধারে; অথবা, বিশেষভাবে পরিমিত করা খবর **হিড়িক**-এর ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে যাহাতে (যৌথ-সমাজের যে জনগোষ্ঠীর দ্বারা)। (দ্র. **ভীম, ঘটোৎকচ**)। ❒ হিড়িক তোলা জনগোষ্ঠী, (পুরাণে) হিড়িম্বভগিনী ভীমসেনের স্ত্রী ও ঘটোৎকচের মাতা।

হিত : ● **হি** (স্থিতের নড়ানড়ি) তারিত বা গত যাহা হইতে; অথবা, যাহাকে সুস্থিত করা হইয়াছে। ❒ নিহিত, স্থাপিত, শুভ, মঙ্গল।

হিতা : ● **হিত**-এর (সুস্থিতের) আধার যে; অথবা, **হিত**করণ থাকে যাহাতে। / হিত করে যে। (ব.শ.)। ❒ জলসেতু, নাড়ীবিশেষ।

হিতৈষী : ● **হিত**-এর (সুস্থিত রাখার) এষণার (বাসনার) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যে 'হিত হউক' - এইরূপ ইচ্ছা করে। ❒ হিতকামী, শুভাকাঙ্ক্ষী।

হিন্দ : ● **হিন** (স্থিতের সক্রিয়তা বা নড়ানড়িকে অনকরণ বা নাকরণ) দান করে যে; অথবা, যে দেশ তাহার দেশবাসীকে সচল করে, অচলও করে।

হিন্দী : ● **হিন্দ**-এর (...অগ্রগতি অনকরণ-নাকরণকারী দেশের মানুষের একটি বোলের) সক্রিয় আধার যে (যে জনগোষ্ঠী, যে ভাষা)। ❒ ভারতে প্রচলিত ভাষাবিশেষ, হিন্দীভাষা, হিন্দীভাষী।

হিন্দু : ● **হিন্দ** (...অগ্রগতি অনকরণ-নাকরণকারী দেশবাসী) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যে ভারতবর্ষীয় জনগোষ্ঠী অগ্রগতিকে অনকরণ (সচল) করে না, নাকরণও (অচলও) করে না, সচল-অচল করার বাইরে অন্য কিছু করে; কিংবা, যে ভারতবর্ষীয় জনগোষ্ঠী বৈদিক-পূর্ব্ব **সনাতন** (নিত্য ও চিরন্তন) পথে হাঁটে অথবা হীনতার দ্বারা দুষ্ট বা নষ্ট হইয়া অন্যকে হীন (অস্পৃশ্য) করে এবং ফলত নিজেও হীন হইয়া থাকে। / হীন দূস্ যাঁহাদের তাঁহারা। (ছা.অ.)। ❒ সনাতন-হিন্দু, সনাতন-হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জন, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জন।

হিন্দোল : ● **হিন্দ** (...অগ্রগতি সচল-অচলকারী) সার্ব্বিকভাবে নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত যাহাতে; অথবা, যাহাতে সচল হইয়া একদিকে অনেকটা উঁচুতে চলিয়া যায় এবং তাহার পরই অচল হইয়া বিপরীত দিকে সমান গতিতে ও পরিমাণে পিছু হাঁটে। ❒ দোলন, দোলা, শ্রীকৃষ্ণের দোলনোৎসব, রাগবিশেষ, হিল্লোল, তরঙ্গ; আন্দোলিত বা বিচলিত হওয়া।

হিম : ● **হি** (স্থিতের নড়ানড়ি) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহা আর নড়ানড়ি না

করিয়া নিজের ভিতরে নিজে ক্রমশ সীমায়িত হইয়া যায়; কিংবা, আত্মকেন্দ্রে সীমায়িত হইয়া ঠাণ্ডা বরফে পরিণত হয় যে; অথবা, কর্ম্মফলাদি সঙ্কুচিত হইয়া রূপান্তরিত হয় যে মুদ্রায় বা চাঁদিতে। ◻ হিমযুক্ত, শীতল, চন্দ্র, কর্পূর ...।

হিমগিরি : ● **হিম** (...বরফ) আবৃত যে **গিরি** (**পর্ব্বত**); অথবা, **হিম**শীতল (আত্ম-কেন্দ্রিকতায় শীতল) ব্যবহার করে যে **গিরি** (নিগীরণ-উদগীরণকারী, দ্র. **মেঘ**); কিংবা, যে **অধিরাষ্ট্র**-ব্যবস্থা তাহার প্রজাদিগের সহিত হিমশীতল ব্যবহার করিয়া থাকে; অথবা, (সাদৃশ্যে) ভারতবর্ষের উত্তরে স্থিত যে **পর্ব্বত**। ◻ প্রাচীন ভারতবর্ষীয় অধিরাষ্ট্র-ব্যবস্থা, (সাদৃশ্যে) তুষারপর্ব্বত, হিমালয়।

হিমালয় : ● **হিম**-এর (আত্মকেন্দ্রিকতার বা বরফের) আলয় যে; অথবা, মানুষের আদি ঝাঁকব্যবস্থাকে যে নামে ডাকা হইত (রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'সমাজ'); কিংবা, ভারতভূমিতে রাষ্ট্রের (**পৃথিবীর**) উদ্ভবের আগে যে অধিরাষ্ট্রের (**সমাজ**-এর বা হিমালয়ের) উদ্ভব ঘটিয়াছিল; অথবা, ভারতবর্ষের যে সমাজব্যবস্থা (অধিরাষ্ট্র-ব্যবস্থা, **পর্ব্বত**) তাহার জ্ঞানপ্রবাহ, যৌথ ও ব্যক্তিগত পণ্যপ্রবাহের (নদীপ্রবাহের) দ্বারা ভারতবর্ষীয়গণের মনোলোককে সার্ব্বিক-ভাবে পরিপোষিত করিয়া রাখিয়াছে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) ভারতবর্ষের যে পর্ব্বতমালা তাহার মানস সরোবর, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, গঙ্গা প্রভৃতি নদীসমূহের দ্বারা ভারতবর্ষীয়গণের বাহ্যলোককে পরিপোষিত করিয়া রাখিয়াছে। ◻ সমাজ, অধিরাষ্ট্র, সর্ব্বোচ্চ সংস্থা বা ব্যবস্থা, (পৌরাণিক ভাষায়) মেনকার পতি এবং মৈনাক ও পার্ব্বতীর বা উমার পিতা গিরিরাজ দক্ষ; (সাদৃশ্যে) হিমবান, হিমাচল, শ্বেতখদির।

হিয়া : ● হি-এর (সক্রিয় স্থিত সত্তার) যাওয়া বা গমন চলে যাহাতে; অথবা, অন্তর্গত বা আগত অবাহ্যিক বিষয়াদিকে (আবেগাদিকে) লইয়া চলে যাহার; কিংবা, যে বিশ্বব্যবস্থা আবেগ-যুক্তি, কালো-সাদা, আঁধার-আলো, কৃষ্ণ-রাধা, হর-গৌরী ... ইত্যাদি দ্বৈতাদ্বৈতকে লইয়া চলমান, তাহার আবেগ-কালো-আঁধার-কৃষ্ণ-হর ... কে লইয়া চলিবার জন্য পরমাপ্রকৃতি মানুষকে যাহা (যে **হিয়া** বা **হৃদয়**) দিয়াছিলেন (এবং যুক্তি-সাদা-আলো-রাধা-গৌরী ... কে লইয়া চলিবার জন্য পরে যে **মস্তিষ্ক** দিয়াছেন)। ◻ হৃদয়, অন্তর-তমাংশ, বক্ষ, মন।

হিরণ : ● হি-এর (সক্রিয় স্থিত সত্তার) আবর্ত্তন অনকৃত (সচল) যাহাতে; অথবা, যে বাহ্যসম্পদ **আবর্ত্তিত** (**বিনিয়োগকৃত**) হইবার যোগ্যতা ধরে (এবং আবর্ত্তিত হইলেই বাড়ে)। ◻ স্বর্ণ, রেতঃ, বরাটক, টাকাকড়ি।

হিরণ্ময় : ● **হিরণ** (...বিনিয়োগ-যোগ্যতাধারী) দ্বারা **ময়** (পরিব্যাপ্ত) যে। ◻ স্বর্ণময়, হৈম, বর্বিশেষ।

হিরণ্য : ● **হিরণ** (...বিনিময়-যোগ্যতাধারী) থাকে যাহাতে; অথবা, সোনা টাকাকড়ি বা তদ্রূপ আরও মূল্যবান দ্রব্যাদির আধার যে। ◻ বিনিয়োগ-পুঁজি, স্বর্ণ, হেম, স্বর্ণমুদ্রা।

হিরণ্যক : ● **হিরণ্য** (...বিনিয়োগ-পুঁজি) করে যে বা অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করে যে। ◻ সুবর্ণেচ্ছা।

হিরণ্যকশিপু : ● **হিরণ্যক**-এর (...বিনিয়োগ-পুঁজি অর্জ্জনেচ্ছার) **শিপু** (জ্ঞান-কর্ম্মের

অগ্নিশিখা-পালন নবরূপে উত্তীর্ণ) যাহাতে; অথবা, যে জ্ঞানকর্ম্মযোগীগণ তাঁহাদের কর্ম্মযোগে অবহেলা করিয়া (যৌথব্যবস্থার ভিতরেই) বিনিয়োগ-পুঁজি সঞ্চয়েচ্ছায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ❒ আদিদৈত্য, দৈত্যরাজবিশেষ। (দ্র. **জয়-বিজয়**)। ✻

হিল : ● হি (...কম্পন) লালিত যাহাতে; অথবা, সুস্থিত অবস্থা হইতে যাহা এদিক-ওদিক নড়ানড়ি বা হেলাহেলি চলে যাহাতে। ❒ চলিত হওয়া, হেলা, দোলা।

হিলন : ● হিল (...হেলাহেলি) অন (চলমান) যাহাতে। ❒ হেলিয়া অবস্থান।

হিলমোচিকা : ● হিল (...সুস্থিত অবস্থাকে তাহার এদিক-ওদিক নড়ানড়ি) হইতে মোচন করে যে; অথবা, সমাজশরীরকে রাজসিক (গোবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি) ও তামসিক (প্রজাপীড়নাদি) রোগে রোগগ্রস্ত হইয়া এদিক-ওদিক ঢলিয়া পড়া হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় সুস্থিত করে যে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) মানবশরীরকে রাজসিক (মাংস-ভক্ষণাদি) ও তামসিক (মদাসক্তিপ্রভৃতি) রোগে রোগগ্রস্ত হইয়া এদিক-ওদিক ঢলিয়া পড়া হইতে মুক্ত করিয়া সুস্থিত করে যে। / তিক্ততা হেতু রতি মোচন করে যে। (ব.শ.)। ❒ সাময়িক মিলিটারি শাসন, ... (সাদৃশ্যে) জলজ তিক্তশাকবিশেষ, **হিঞ্চা**, হেলেঞ্চা (healing, Enhydra Hingcha)।

হিল্লোল : ● হিল (...হিলাইয়া বা নাড়াইয়া) **লোল** (...অতিলালিতের লালন) দেওয়া হয় যাহাতে; অথবা, যাহাকে নাড়াইয়া ঝুলাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতে থাকে। ❒ দোলয়িতা, তরঙ্গ, দোলন।

হিসাব-নিকাষ : ● হিসাব (হিস্যা বা অংশ বাহিত যাহাতে) ও **নিকাষ** (অঙ্ক কষিয়া বাহির করা ফলাফল) যাহাতে। ❒ আয়-ব্যয় নির্ণয়ার্থ হিসাবের সমাপ্তি। ✻

হিস্যা : ● **হিস** (সক্রিয় স্থিত সত্তার শক্তি-প্রয়োগ) থাকে যে আধারে; অথবা, যাহার ভিতরে সত্তার শ্রমমেধা প্রযুক্তরূপে থাকে; কিংবা, উৎপন্নের ভিতরের যে অংশে সত্তার অংশ বা মালিকানা থাকে। ❒ অংশ, ভাগ।

হিস্যাদার : ● **হিস্যা**র (অংশের) অধিকার দান রহে যাহাতে; অথবা, যে অংশ কাহাকেও দিবার অধিকার থাকে যাহার। ❒ অংশীদার, ভাগীদার।

হী : ● হ-এর (স্থিত হওয়নের) সক্রিয় আধার যে; অথবা, যাহা সত্তাকে তাহার আত্মকেন্দ্রে ক্রমসঙ্কুচিত করে; কিংবা, যাহা সত্তাকে তাহার সারাংশের দিকে বা বিলুপ্তির দিকে লইয়া যায়। ❒ বিস্ময়, দুঃখ, বিষাদ।

হীন : ● হী (...বিলুপ্তির দিকে যাত্রা) অনকৃত যাহাতে; অথবা, আত্মকেন্দ্রে ক্রমসঙ্কুচিত হইতে থাকার কারণে অন্যদের তুলনায় নিকৃষ্ট যে; কিংবা, মূলসত্তা হইতে ত্যাগ করিয়া দেওয়ার কারণে যে সত্তা প্রাণশক্তির অভাবে ঊন হইয়া গিয়াছে। ❒ অপকৃষ্ট, ঊন, ত্যক্ত, বিরহিত।

হীর : ● হী (...সারাংশের দিকে যাত্রা) রহে যাহাতে; অথবা, জ্ঞানসম্পদের বা ধনসম্পদের সারাংশ গ্রহণ করে যে। ❒ হারক, হর, শিব, সিংহ, সর্প।

হীরক : ● **হীর** (সারাংশ) কৃত যাহাতে; অথবা, জ্ঞানসম্পদের বা ধনসম্পদের সারাৎসার থাকে যাহাতে। ❒ হীররত্ন, হীরা।

হীরা : ● **হীর**-এর (সারাংশকৃত জ্ঞান-ধনের) আধার যে। ❒ হীরক, হীরকখণ্ড, হীরক-

খণ্ডবৎ মহার্ঘ দ্রব্য।

হীরের টুকরো ছেলে : ● হীরার টুকরার ন্যায় যে ছেলে; অথবা, যে ছেলের মন হীরার ন্যায় স্বচ্ছ ও রঙহীন (মতাদর্শ দ্বারা দিশাগ্রস্ত নয়) বলিয়া এবং উচ্চমানের জ্ঞানীর (দক্ষ হীরামিস্ত্রির) দ্বারা শিক্ষাদান (কাটছাঁট) ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার ভিতরে জ্ঞানের আলো পড়িয়া সর্ব্বদিকে সমভাবে বিচ্ছুরিত হইতে পারে ... ইত্যাদি। ◻ অতি ভাল ছেলে। (বিষয়টি প্রবন্ধাকারে অন্যত্র অতি বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।)

হু : ● হ্-করণ (স্থিতকরণ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, যাহাতে কোনো কিছুকে দাঁড় করাইয়া সরাসরি ভবিত করা (স্থিতকরণ করা) হয় না, প্রক্ষেপণ করিয়া দেওয়া হয়; কিংবা, যাহাতে প্রক্ষিপ্ত বিষয়াদির গ্রাহক নবপ্রাপ্তিতে সুখলাভ করিতে পারে, আক্রান্ত ভাবিতে বা হইতে পারে এবং দুঃখলাভ করিতে ও ক্রোধান্বিত হইতে পারে; অথবা, (দৃশ্যলোকে) কর্ম্মযজ্ঞ হইতে উৎপাদিত বস্তু পাইকারকে দিবার জন্য কর্ম্মযজ্ঞের যজ্ঞাগ্নিতে (কাঁচামাল যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে) নিজের মেধাশ্রমাদি (সাদৃশ্যে ঘৃতাদি) হু (প্রক্ষেপণ) করা হয় যাহাতে। / দেবতাকে সম্প্রদান করিবার জন্য বহ্নির অধিকার নিমিত্তক বস্তুত্যাগ যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ প্রক্ষেপ, অদন, আদান, প্রীণন।

হুই : ● হু (...কর্ম্মযজ্ঞে প্রক্ষেপণ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে কর্ম্মযোগীগণ সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের প্রয়োজনীয় বস্তু (যথা : ধান্য-উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে বীজধান, মজুর নিয়োগ পূর্ব্বক তাহাদের শ্রম ইত্যাদি) যজ্ঞকুণ্ডে হু (প্রক্ষেপণ) করিতেন; কিংবা, তাঁহাদের যে উত্তরসূরীগণ আজও তাঁহাদের নামের শেষে হুই উপাধি বহন করিয়া থাকেন। ◻ ক্ষত্রিয়ের উপাধি।

হুং : ● হু-এর (প্রক্ষেপণের) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, সমাজদেহের (মানবদেহের) মণিতে (বা নিয়ামক-কেন্দ্রে, তন্ত্রমতে মণিপদ্মে) যে বিশেষ বিশেষ প্রক্ষেপণ কার্য্য (হুং) করিলে সমাজদেহ (মানবদেহ) রোগমুক্ত হয়। (দ্র. **ধন্বন্তরি**)। ◻ রহস্যময় প্রক্ষেপণ।

হুঁ : ● / কথিত বিষয়ের স্বীকার বা সমর্থন যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ অবধারণ, ই।

হুকু : ● হু-করণ (প্রক্ষেপকরণ) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, কর্ম্মযজ্ঞে শ্রমাদি প্রক্ষেপ করণ সরাসরি না করিয়া নির্দ্দেশাদির মাধ্যমে করা হয় যাহাতে; কিংবা, হুকু হুকু করে বা 'নির্দ্দেশ দিন, হুকুম করুন' ... ইত্যাদি বলে যে। ◻ নির্দ্দেশ, নির্দ্দেশ প্রার্থনা, দক্ষ (শিক্ষিত) কর্ম্মীদের বা আমলার প্রার্থনা, (সাদৃশ্যে) বানরের বা হনুমানের ডাক।

হুকুম : ● হুকু (...নির্দ্দেশাদি) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, বিশেষ সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যাহাতে বা দেয় যে। ◻ আদেশ, আজ্ঞা।

হুক্কাহুয়া : ● হুক (প্রক্ষেপণ করা) কৃত যে আধারে তাহা হু-কৃত হইয়া আছে কি না এই জিজ্ঞাসা যাহাতে; অথবা, উৎপাদিত পণ্যাদি কোথাও প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে কি না এই জিজ্ঞাসা থাকে যাহাতে; কিংবা, ধূর্ত্ত শঠেরা যে খবরের জন্য সর্ব্বদা যে প্রকার প্রশ্নাদি করিতে থাকে। ◻ (সাদৃশ্যে) শিয়ালের ডাক।

হুঙ্কার : ● হুং (প্রক্ষেপণের রহস্যরূপ) কৃত

যাহাতে; অথবা, সমাজদেহকে (মানবদেহকে) রোগমুক্ত করার জন্য সমাজদেহের (মানবদেহের) **মণিপদ্মে** 'তপোবলসম্ভূত' **হুং** করা হয় যাহাতে; কিংবা, (সাদৃশ্যে) সজোরে **হুং** বা **হুম** শব্দ উচ্চারণ করা হয় যাহাতে। /'হুম' শব্দের উচ্চারণ যাহাতে; অথবা, তপোবলসম্ভূত হুম শব্দোচ্চারণ যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ হু করা; (সাদৃশ্যে) হুম-ধ্বনি করা, গর্জন করা।

হুজুক (-গ) : ● হু (প্রক্ষেপ) জননকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে (বা উত্তীর্ণ হইয়া গমন করে যাহাতে); অথবা, প্রক্ষিপ্ত যে ব্যাপার (কোনো ক্রিয়া বা তাহার খবর প্রভৃতি) জনিত হইয়া দ্রুতবেগে জনসমাজে ছড়াইয়া পড়ে। / ব্যাপক সাময়িক উত্তেজনা-বিশেষ যাহাতে। (ব.শ.)। ❒ জনরব, গুজব, ঘটোৎকচ।

হুট : ● হু-করণ (প্রক্ষেপণ) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, প্রক্ষিপ্তের ন্যায় দ্রুতবেগে গিয়া টঙ্কারিত যাহাতে; কিংবা, ছিটকাইয়া বহির্গমন করা হয় যাহাতে। ❒ অব্যক্ত শব্দ।

হুটপাট : ● **হুট**করণ ও **পাট**করণ যাহাতে; অথবা, ক্ষেপণ করা ও **পাটন** করা হয় যাহাতে; কিংবা, লক্ষণার্থে, তাড়াহুড়ো করা হয় যাহাতে।

হুটাপাটি : ● **হুটপাট**-এর আধার সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **হুটপাট** চলে যাহাতে।

হুড় : ● হু-এর (প্রক্ষেপণের) গড়ান যাহাতে; অথবা, প্রক্ষিপ্তের ন্যায় দ্রুতবেগে ঠেলিয়া গুঁতাইয়া ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় যাহাতে; কিংবা, খেলায় দ্রুতবেগে গোঁ ধরিয়া বা মানসিকভাবে গুঁতাইয়া নিজেদের পক্ষে সিদ্ধান্ত করার চেষ্টা (**হুড়**) করা হয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) লগুড় বা (পুলিশের লাঠির ন্যায়) ডাণ্ডা দিয়া গুঁতানো (ভিতরে প্রবেশ করানো বা **হুড়ানো**) হয় যাহাতে। (দ্র. **তাড়াহুড়া**)। ❒ লগুড়, গুঁতোনো যায় এমন ডাণ্ডা।

হুড়কা : ● **হুড়**করণের (...ডাণ্ডা প্রবেশ করানোর) আধার যে; অথবা, যাহা দ্বারা **হুড়**করণ করা (ভিতরে ঢুকাইয়া দেওয়া) হয়; কিংবা, দরজার পিছনে দুদিকের দেয়ালে করা গর্তে ডাণ্ডা ঢুকাইয়া দরজা রুদ্ধ করা হয় যাহাতে; অথবা, যাহা দ্বারা, রান্নাশালের শুকনো কাঠ রাখার অন্ধকার খুঁদি-ঘরে বা কাঠের বড় সিন্দুকে প্রাণভয়ে ভীত ভাম-প্রভৃতি জন্তুকে গুঁতাইয়া-খুঁচাইয়া মারা বা বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য করা হইত। ❒ অর্গল, দ্বাররোধার্থ কাষ্ঠাদির দণ্ড।

হুড়মুড় : ● **হুড়**করণ ও **মুড়**করণ যাহাতে; অথবা, তীক্ষ্ণমুখ (খুঁচাইয়া বা গুঁতাইয়া) গমন বা গড়ান যাহাতে এবং গোলাকৃতি-মুখ গমন বা গড়ান যাহাতে। ❒ ভূকম্পে ঘরবাড়ী ভাঙিয়া পড়ার শব্দ, জনতার বলপূর্ব্বক গৃহপ্রবেশের ভাব।

হুড়া : ● **হুড়**-এর (...গুঁতানোর বা খোঁচানোর) আধার যে; অথবা, **হুড়**করণ চলে যাহাতে; কিংবা, **হুড়**-করণপূর্ব্বক (...দ্রুতবেগে মানসিকভাবে গুঁতাইয়া) নিজপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করা হয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) লাঠির গুঁতা দেওয়া হয় যাহাতে; কিংবা, যে মাঠের মাটি লাঙল দিয়া খুঁড়িয়া দেওয়ায় চারিদিক জুড়িয়া থাকা শুকনো শক্ত ঢেলাগুলি সেই মাঠ দিয়া গমনকারী পথিকের পায়ে খোঁচা দিতে থাকে। ❒ তাড়া**হুড়া**, (সাদৃশ্যে) লাঠির গুঁতা, **হুড়া** মাঠ, **হুড়া**বন।

হুড়াহুড়ি : ● যাহাতে **হুড়**করণ (...দ্রুতবেগে

গুঁতাইয়া গমন) করা হইয়াছে এবং যাহাতে হুড়করণ (...দ্রুতবেগে গুঁতাইয়া গমন) করা চলিতেছে। ◻ পরস্পর সংমর্দ্দ, ঠেলাঠেলি, গুঁতাগুঁতি।

হুত : ● **হু** (...প্রক্ষেপণ) তারিত যাহাতে; অথবা, উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে যে মেধাশ্রমাদি ঢালিয়া দেওয়া (**আহুতি** দেওয়া) হয়; কিংবা, (সাদৃশ্যে) প্রতীকী যজ্ঞকুণ্ডে যে ঘৃতাদি ঢালিয়া দেওয়া হয়। (দ্র. **হবির্ব্বহ**)। ◻ কৃতহোম, হবনক্রিয়া, হোম, হুতদ্রব্য, হবিঃ।

হুতাশ : ● **হুত** (...প্রক্ষিপ্ত সত্তা) **অশন** (ভোজন) যাহার; অথবা, বিনিযুক্ত (আহুতি প্রদত্ত) মেধাশ্রমাদি ভক্ষণ করে যে (কর্ম্মযজ্ঞাগ্নি); কিংবা, নিজেদের মেধাশ্রমাদি যথাসর্ব্বস্ব কর্ম্মযজ্ঞে **হুত** করিয়া বা ঢালিয়া দিবার পর উৎপন্ন কী হইবে না হইবে এবং ভাগে কী পাওয়া যাইবে না যাইবে তাহা লইয়া দুশ্চিন্তা দেখা দেয় যাহাতে; অথবা, (সাদৃশ্যে) **আহুতি** প্রদত্ত ঘৃতাদি ভক্ষণ করে যে প্রতীকী যজ্ঞাগ্নি। ◻ কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মশালা, কারখানা, হুতদ্রব্যভোক্তা, অগ্নি, হতাশ, নিরাশ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা।

হুতাশন : ● **হুতাশ** (...মেধাশ্রমাদি বা ঘৃতাদি ভক্ষণ করা) অন (চলমান) যাহাতে। /হুতদ্রব্য ভোজন করে যে। (ব.শ.)। ◻ অগ্নি, জঠরানল।

হুতুম : ● **হুত** (... প্রক্ষিপ্ত বা আহুতি প্রদত্ত সত্তা) নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া সীমায়িত যাহাতে; অথবা, উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে বিনিয়োগকৃত অর্থাদি নিয়োজিত না হইয়া যাহার নিকট সঞ্চিত হইয়া যায়। ◻ পেচকবিশেষ।

হুপ : ● **হু** (প্রক্ষেপণ) পালিত যাহাতে বা পালন করে যে; অথবা, যে দক্ষ (শিক্ষিত) বিশেষজ্ঞ আমলাগণ মেধাশ্রমাদি **হু** (প্রক্ষেপণ) করিবার ব্যবস্থাদি পালন করিয়া থাকেন। /হনুমানের লাফ দিয়া আসিয়া পড়া যাহাতে। (ব.শ.)। ◻ অতর্কিতভাবে আসা, হনুমানের ডাক। (দ্র. **হুকু**)।

হুম : ● **হু** (প্রক্ষেপণ) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, নানারকম জিজ্ঞাসা, বিরক্তি, ক্রোধ, নিমরাজি হইয়া বা রাজি হইয়া সম্মতি ... ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মনোভাবের ক্ষেপণ শুধুমাত্র একটি **হুম** শব্দে সীমায়িত যাহাতে। ◻ পরিপ্রশ্ন, অনুপ্রশ্ন, অভি-অনুজ্ঞা, সম্মতি।

হুমকি : ● **হুম** (প্রক্ষেপণ সীমায়িত) করণ সক্রিয় যাহাতে; অথবা, ক্রোধ-প্রক্ষেপণ সীমায়িত যাহাতে (যে কথায় বা আচরণে)। ◻ ভয়প্রদর্শনার্থ হুঙ্কার।

হুমড়ি : ● **হুম**-এর (সীমায়িত প্রক্ষেপণের) গড়ান সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **হু**-করণ বা ঢালিয়া দেওয়া সীমায়িত হইয়া পায়ের নিকট গড়ানোতে পরিণত যাহাতে। ◻ উপুড় ভাব।

হুমরা-চুমরা : ● **হুম** (সীমায়িত প্রক্ষেপণ) রহে যে আধারে এবং **চুম** (সীমায়িত গ্রহণেচ্ছা বা দানেচ্ছা) রহে যে আধারে; অথবা, যে ক্ষমতাধর **হুম**-কার (**হুঙ্কার**) দিতে পারেন এবং **চুম**-কারও (**চুমাও**) দিতে পারেন। ◻ সদ্বংশজাত, মানসম্ভ্রমবিশিষ্ট, প্রতিপত্তিশালী।

হুল : ● **হু** (...প্রক্ষেপণপূর্ব্বক আক্রমণ) লালিত যাহাতে; অথবা, কীটাদি (মৌমাছি প্রভৃতি) মানবদেহে যাহা ফোটায়; কিংবা, বিদ্রোহীগণ সমাজদেহে যাহা (যে আকস্মিক গোপন বা প্রকাশ্য আক্রমণের **হুল**) ফোটায়। ◻ সমাজবিদ্রোহ, (সাদৃশ্যে) শূলাগ্রসদৃশ সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, সূচীবৎ অগ্র, মৌমাছিদের **হুল**।

হুল-উৎসব : ● **হুল** (...সমাজবিদ্রোহ) লইয়া উৎসব যাহাতে; অথবা, বিখ্যাত ব্যর্থ 'সাঁওতাল

বিদ্রোহ' লইয়া বর্ত্তমানে যে উৎসবাদি করা হয়। ◻ সাঁওতালদিগের উৎসব।

হুলস্থূল : ● **হুল** (...প্রক্ষিপ্ত সূক্ষ্মাগ্র) দ্বারা আক্রমণের ফলে আক্রান্ত দেহাংশ **স্থূল** (স্ফীত) হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, **হুল** ফুটাইলে সেই স্থান **স্থূল** বা ফুলিয়া মোটা হইয়া যায় যাহাতে; অথবা, মানবদেহে **হুল** ফুটাইলে (... প্রক্ষিপ্ত সূক্ষ্মাগ্র দ্বারা আক্রমণ করিলে) মানবদেহের সেই স্থানের পারিপার্শ্বিক কোষেরা যেরূপ ফুলিয়া বা ফুঁসিয়া উঠে; তদ্রূপ, সমাজদেহে **হুল** ফুটাইলে (...প্রক্ষিপ্ত সূক্ষ্মাগ্র দ্বারা আক্রমণ করিলে, দলবদ্ধ ডাকাতি বা খুন করিলে, উগ্রপন্থী হামলা করিলে বা থানা লুঠ করিলে) সমাজদেহের পারিপার্শ্বিক কোষেরা বা জনসাধারণ যেরূপ ফুলিয়া বা ফুঁসিয়া উঠে; ফলত, (লক্ষণার্থে) যাহাতে বিপুল চীৎকার চেঁচামেচি কোলাহল শুরু হইয়া যায়। ◻ কোলাহলপূর্ণ, তুমুলশব্দময়।

হুলো : ● **হুল** (...আক্রমণাত্মক দাঁতনখ) নবরূপে উত্তীর্ণ (শান্ত) হইয়া থাকে যাহাতে; অথবা, যে বিড়াল প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিতে পারে কিন্তু করে না। ◻ পুরুষজাতি বিড়াল।

হুহু : ● **হু**-এর (...প্রক্ষেপণের) পুনরাবৃত্তি যাহাতে; অথবা, যাহাতে **হু হু** করা বা 'দিই' 'দিই' করা হয়; কিংবা, **হাহা** নামক পাইকারদিগের (গন্ধর্ব্বের) ভ্রাতৃস্বরূপ যে পণ্যবিক্রেতারা (গন্ধর্ব্বেরা) বিক্রয় করিবার জন্য 'দিই' 'দিই' বা **হুহু** করে; অথবা, কামনায় বা চাহিদায় **হুহু** করিলে যাহা হুহু-করিয়া জ্বলিয়া উঠে; কিংবা, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যাহা হুহু-করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ◻ 'হুহু' নামের গন্ধর্ব্ববিশেষ, (সাদৃশ্যে) প্রবল বায়ু-প্রবাহের বা ঝটিকার শব্দ, প্রবল অগ্নিজননেব শব্দ, শোকাদির জন্য নৈরাশ্যের ভাব। *

হূ : ● নবরূপে উত্তীর্ণ হ্-এর (ভবিতের) আধার যে; অথবা, **হু** (...প্রক্ষেপণ) করে যে বা যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

হূণ : ● হূ-এর (তেজ-ক্ষেপণকারীর) টঙ্কার চলে যাহাতে; অথবা, যাহারা মার দিয়া, অত্যাচার করিয়া, হত্যা করিয়া, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। ◻ জনপদবিশেষ, ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ, পাপজাতিবিশেষ।

হূত : ● **হূ** (তেজ-প্রক্ষেপণ) করিবার জন্য আহ্বান ঘোষিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে মার দিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। ◻ আহূত, যুদ্ধার্থ আহূত।

হৃ : ● হ্-এর (স্থির সত্তার তদ্রূপে) আবর্ত্তন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহাতে বর্ত্তমান সত্তার আবর্ত্তনে অন্য সত্তা আকৃষ্ট হইয়া ঢুকিয়া পড়ে; কিংবা, অন্যসত্তাকে নিজের আবর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত (হরণ) করিয়া লওয়া হয় যাহাতে বা করিয়া লয় যে। ◻ হরণ, দেশান্তরপ্রাপণ, নাশন, স্বীকার, স্তেয়।

হৃৎ : ● **হৃ**-র (...হরণের) তারণ যাহাতে। দ্র. **হিয়া, হৃদয়**। ◻ হৃদয়, মানস, বুক্ক, বক্ষ, হৃৎকমল, অন্তরতমাংশ, সারভাগ।

হৃত : ● **হৃ** (...হরণ) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহাকে আপন আবর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে বা হরণ করা হইয়াছে। ◻ আনীত, প্রাপিত, গৃহীত,

হৃতি : ● **হৃত** (হরণকৃত) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, হৃত-করণ চলে যাহাতে। ◻ হরণ, নাশ, গ্রহণ।

হৃদ : ● **হৃ**-কে (...আপন আবর্ত্তনের

অন্তর্ভুক্তিকরণকে বা **অন্তঃকরণ**কে অর্থাৎ হরণকে) দান করা (নানা অবাহ্যিক বিষয়াদি বা আবেগাদি দেওয়া) হয় যাহাতে। □ হৃদয়, মন, বক্ষঃস্থল।

হৃদয় : ● **হৃ**-কে (...আপন আবর্ত্তনের **অন্তঃকরণ**কে বা হরণকে) দান করিয়া (নানা অবাহ্যিক বিষয়াদি বা আবেগাদি দিয়া) চলে যাহার। ... দ্র. **হিয়া**। / বিষয়হার্য্য বা যাহা দ্বারা বিষয় হরণ করা হয়। (ব.শ.)। □ আবেগালয়, কৃষ্ণালয়, চিত্ত, মানস, মনঃ, অন্তরতমাংশ।

হৃদয়ঙ্গম : ● **হৃদয়**-এ (**হিয়া**য়, আবেগালয়ে বা কৃষ্ণালয়ে) গমন থাকে যাহাতে; অথবা, যাহা **হৃদয়ে** (...কৃষ্ণালয়ে) গত হয়। □ হৃদয়গামী, হৃদয়সম্বন্ধ, হৃদ্য, হৃদয়স্পর্শী।

হৃদি : ● **হৃদ** (...আবেগাদি দান) সক্রিয় যাহাতে।

হৃদিস্থ : ● **হৃদি**-তে (...আবেগালয়ে) স্থিত বা থাকে যে।

হৃদ্য : ● **হৃদ** (...আবেগাদি দান) থাকে যাহাতে। / যাহার দ্বারা অন্যের হৃদয় বাঁধা বা বশ করা যায়। (ব.শ.)। □ হৃদয়ের প্রিয়, মনোহারী, দারুচিনি, সাদা-জিরে।

হৃষ : ● **হৃ**-র (...অন্তঃকরণের বা হরণের) দিশাগ্রস্ত শক্তিপ্রয়োগ যাহাতে; অথবা, প্রিয় আবেগাদির একাদিক্রমে অন্তঃকরণের ফলে যে **হর্ষ** বা আনন্দ হয়। □ চিত্তোৎসাহ, লোমহর্ষ।

হৃষীক : ● **হৃষ**-এর (...হর্ষের) সক্রিয় আধার কৃত যাহাতে; অথবা, যে বা যাহারা (সমাজের বা মানুষের) হর্ষবর্দ্ধন করে। / যাহা দ্বারা হর্ষ সাধিত হয়। (ব.শ.)। □ রাজপুরুষগণ, ইন্দ্রিয়।

হৃষীকেশ : ● **হৃষীক**-এর (...হর্ষসাধনকারীগণের) ঈশ যে; অথবা, দেহের (জগৎদেহের, সমাজদেহের, মানবদেহের) কর্ম্মচারীগণের **ঈশ** (সক্রিয় আধারশক্তি) বা প্রভু যে। □ ইন্দ্রিয়গণের প্রভু, মনঃ, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

হৃষ্ট : ● **হৃষ** (...হর্ষ বা হাসি) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, যাহার হৃদয় **হর্ষ** করিতেছে বা হাসিতেছে। □ রোমাঞ্চসংযুত, বিস্মিত, আনন্দিত, প্রহসিত।

হৃষ্টপুষ্ট : ● **হৃষ** (হর্ষ বা হাসি) টঙ্কারিত যাহাতে এবং **পুষ** (পোষি) টঙ্কারিত যাহাতে; অথবা, মনের খাদ্য (নানা ঘনত্বের আনন্দরস) গ্রহণ করিয়া যাহার মন সুস্থ সতেজ সবল হইয়া হর্ষযুক্ত (**হৃষ্ট**) হইয়াছে, এবং দেহের খাদ্য (নানা রকমের বাহ্য-ভোজন) গ্রহণ করিয়া যাহার দেহ সুস্থ, সতেজ, সবল বা পুষ্টিযুক্ত (**পুষ্ট**) হইয়াছে। □ চিত্তসন্তোষ-দেহপুষ্টিযুক্ত, সানন্দ ও পুষ্টদেহ। *

হে : ● **হ** (স্থিতবান) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, বিশেষ দিশায় চলিয়াছে যে স্থিতরূপী বা সত্তা; কিংবা, উদাহরণস্বরূপ - **হে** (বিশেষ দিশাগামী), এদিকে আসুন। □ সম্বোধন, আহ্বান, অসূয়াদি।

হেঃ : ● **হে**-র (বিশেষ দিশাগামীর) বিসর্জ্জন যাহাতে। □ অবজ্ঞা, ঘৃণা।

হেঁ : ● **হে**-র (বিশেষ দিশাগামীর) রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, ক্ষমতাবানের পশ্চাতে পশ্চাতে তোয়াজপূর্ণ প্রার্থনা বা **হেঁ হেঁ** করিতে করিতে যায় যে। □ অবজ্ঞাপূর্ণ অনুনয়, চামচাগিরি।

হেঁই : ● **হেঁ** (বিশেষ দিশাগামীর রহস্যরূপ) সক্রিয় যাহাতে; অথবা, **হাঁই** (গ্রহণেচ্ছার

● ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ। □ প্রতীকী অর্থ। * দ্র. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ। ❖ দ্র. ভূমিকা-২।

রহস্যরূপ) দিশাগ্রস্তভাবে সক্রিয় যাহাতে। ❑ ভারী জিনিস তোলার বা ঠেলার সময়ে বলপ্রয়োগে মুখের শব্দ।

হেঁকা : ● **হেঁ** (বিশেষ দিশাগামীর রহস্যময়) করণের আধার যে; অথবা, যাহাতে **হেঁক**-করণ করা হয়; কিংবা, যাহাতে লিঙ্গ (যোনিমধ্যে) গমনাগমন করিয়া বীর্য্যপাত করিয়া চলিয়া আসে (**হাঁক**-এর ন্যায় শুধুমাত্র শব্দ প্রেরণ করে না)। ❑ সঙ্গম করা।

হেঁচড়া : ● দিশাগ্রস্ত **হিঁচড়** যে আধারে।

হেঁচড়ান : ● দিশাগ্রস্ত **হিঁচড়ান** যে আধারে।

হেঁজিপেঁজি : ● **হেঁ** (...প্রার্থনা) জনন সক্রিয় যাহাতে এবং **পেঁ** (দিশাগ্রস্ত রহস্যময় প্রাপ্তি) জনন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, যে **হেঁ হেঁ** করে এবং যে **পেঁ পেঁ** করে। ❑ অবজ্ঞাত, সামান্য, অধম।

হেঁট : ● **হেঁ হেঁ** করা বা কাহারও অধীনতা স্বীকার করা টঙ্কারিত বা প্রকাশিত হয় যাহার আচরণে। ❑ অবনত, অধোগত, অবজ্ঞাত।

হেঁটমুণ্ড : ● **হেঁট** (অবনত) হইয়া থাকে মুণ্ড যাহার। ❑ অবনতমস্তক।

হেঁড়ে : ● **হাঁড়ির** ন্যায় কালো কুৎসিত ও বড় যে (মুণ্ড বা গলা)। ❑ হাঁড়ির ন্যায়।

হেঁতাল : ● দিশাগ্রস্ত ভবিতের রহস্যরূপ তারিত যে আধারে তাহা লালিত যাহাতে; অথবা, যে গাছের ডাল চারিদিকে ঝুঁকিয়া থাকে। ❑ হেঁতাল গাছ, ঐ গাছের ডাল।

হেঁতালচুটকি : ● হেঁতালের ডাল দিয়া বানানো **চুটকি** (গুলতি)। ❑ একপ্রকার বাটুল বা গুলতি। দ্র. **ফিঙ্গা**।

হেতু : ● হে (দিশাগ্রস্ত সত্তা) তারিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত সত্তা মাত্রের তদ্রূপ হওয়নের উৎপাদকসমূহ থাকে যাহাতে। /যাহা কার্য্যরূপতা প্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। ❑ কারণ, বীজ, প্রবর্ত্তক, উৎপাদক, কর্ত্তা। (দ্র. **জন্য**, **নিমিত্ত**)।

হেথা : ● হে (দিশাগ্রস্ত সত্তা) থাকে যে আধারে (যে স্থান কাল পাত্রে)। ❑ এখানে, এস্থানে, এ বিষয়ে।

হেন : ● হে (দিশাগ্রস্ত সত্তা) অনকৃত যাহাতে; অথবা, যে চলমান সত্তা এইরকম দিশাগ্রস্ত হইয়া চলিতেছে। ❑ এমন, এবংবিধ, এইপ্রকার।

হেম : ● হে (দিশাগ্রস্ত সত্তা) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, যাহা শীতার্ত, সঙ্কুচিত বা সারাৎসার-কৃত হইয়া আছে। ❑ স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণভূষণ, তুষার।

হেমকূট : ● **হেমময় কূট** (শিখর) যাহার; অথবা, ধনদৌলত-ময় শীর্ষদেশ যে রাষ্ট্রব্যবস্থার। ❑ ধনদৌলতাদিপূর্ণ রাষ্ট্রশীর্ষ, (সাদৃশ্যে) তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতশৃঙ্গ।

হেমন্ত : ● **হেম** (দিশাগ্রস্ত **হিম**) অনকৃত হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, ধনসম্পদের সারাৎসার গিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে যাহাতে (যে রাজকোষে, **হেমকূটে**); কিংবা, ধান্যাদি শস্যসম্ভারের সারাৎসার সঞ্চিত হইয়া (অর্থাৎ, বৈশাখের **হলাভিযোগ** হইতে একটানা ছয় মাসের চেষ্টার ফসল পাকিয়া কাটা-ঝাড়া হইয়া সঞ্চিত হইয়া) থাকে যাহাতে (যে কালখণ্ডে); / সন্তাপ হনন করে যে। (ব.শ.)। ❑ হিমালয়, প্রাচীন ভারতের অধিরাষ্ট্র, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস।

হেমন্তনন্দিনী : ● যিনি **হেমন্ত**-এর **নন্দিনী**। ❑ হিমালয় কন্যা, পার্ব্বতী, দুর্গা, চণ্ডী; (অর্থাৎ, যথাক্রমে — ভারত-অধিরাষ্ট্রের প্রজাগণ, পর্ব্বে পর্ব্বে বিন্যস্ত আমলাতান্ত্রিক

রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা শাসিত প্রজাগণ, যে জনশক্তিকে হারানো কঠিন, এবং বিদ্রোহী জনতা।)

হেয় : ● **হে** (**হে**-করণ) যায় বা গমন করে যাহাতে; অথবা, বিশেষ দিশায় গামী সত্তাকে সেই দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হয় (অবজ্ঞাত করা হয়) বা যাইতে বাধ্য করা হয় যাহাতে; কিংবা, অবজ্ঞাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা হয় যাহাকে। ❒ ত্যাগার্হ, পরিহার্য্য।

হের : ● **হে** (**হে**-করণ) রহে যাহাতে; অথবা, বিশেষ দিশাগামীকে তদুদ্দেশ্যে প্রেরণ করা রহে যাহাতে; কিংবা, যাহাতে পঞ্চইন্দ্রিয়-শক্তিকে তাহাদের কার্য্যে প্রেরণ করা হয়; অথবা, দৃষ্টিশক্তিকে দর্শন করিতে, বা ঘ্রাণশক্তিকে ঘ্রাণ করিতে, বা শ্রবণশক্তি শ্রবণ করিতে প্রেরণ করা হয় যাহাতে। ❒ দেখা, আঘ্রাণ করা, শ্রবণ করা, দৃষ্টিপাত করা, দেখ বা দেখিতে যাও।

হেরফের : ● **হের** ও **ফের** যাহাতে; অথবা, 'দেখিতে যাও' এবং 'ফিরিয়া আইস' বলা বা করা হয় যাহাতে; কিংবা, লেন ও দেন করা হয় যাহাতে; অথবা, (লক্ষণার্থে) পরস্পর-বিরোধী কার্য্য করা হয় যাহাতে। ❒ অনৈক্য, লেনদেন, উলট-পালট, গরমিল, ক্রমবিপর্য্যয়।

হেরম্ব : ● **হের**-এর (ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্যে প্রেরণকর্ম্মের) সীমায়ন বহন করে যে; অথবা, সমাজদেহের রাষ্ট্রীয় (অধিরাষ্ট্রীয়) কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া তাহাদের কর্ম্মফল একত্রিত করে যে (পরিচালক বা করণিক-কুলশ্রেষ্ঠ গণপ্রভু-গণ); কিংবা, মানবদেহের কর্ম্মচারী-দিগকে তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া তাহাদের কর্ম্মফল একত্রিত করে যে (মন, বুদ্ধি প্রভৃতি)। ❒ গণেশ, বিনায়ক।

হেল : ● **হে** (দিশাগ্রস্ত সত্তা) লালিত যাহাতে; অথবা, যথাস্থান হইতে এদিক-ওদিক চ্যুত হইয়া পড়া সত্তা লালিত যাহাতে; কিংবা, সত্তার মানসিক বা বাহ্যিক (স্বাভাবিক) স্থিতি হইতে নড়িয়া /বাঁকিয়া /ঝুঁকিয়া /টলিয়া যাওয়া লালিত হয় যাহাতে; অথবা, ঠেলিয়া যথাস্থান হইতে বিচ্যুত করা হয় যাহাতে। ❒ উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত হওয়া, নড়া, পাশে ঝোঁকা, বাঁকিয়া যাওয়া, টলা, অবজ্ঞা করা।

হেলন : ● **হেল** (...যথাস্থান হইতে চ্যুতি বা বিচ্যুতি) অন (চলমান) যাহাতে; অথবা, যাহাতে **হেল**-করণ (মুখ্যত বিচ্যুতিকরণ) চলিতে থাকে। ❒ অবজ্ঞা, অনাদর, ঠেস দেওয়া।

হেলা : ● **হেল**-এর (...যথাস্থান হইতে চ্যুতি-বিচ্যুতির) আধার যে; অথবা, **হেল**-করণ থাকে যাহাতে।

হেলে[১] : ● **হেল** (দিশাগ্রস্ত সত্তার লালন) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, কোনো কার্য্য করিতে যে সুস্থিতি লাগে, সেই সুস্থিতিতে না থাকিয়া **হেলকৃত** অবস্থাতেও (অর্থাৎ বাঁকিয়া ঝুঁকিয়া টলিয়াও) যাহা করা হইয়া যায়; কিংবা, **হেলা** ভরে যাহা করা যায় বা করা হয়; অথবা, যে নির্ব্বিষ সাপকে **হেলায়** ধরা যায়; কিংবা, গ্রামের কিশোরেরা যে সাপকে **অবহেলায়** ধরিয়া খেলা করে বা ছুঁড়িয়া ফেলে। ❒ হেলায়, অনাদরে, অনায়াসে, অবলীলায়; ভ্যাপটা সাপ, নির্ব্বিষ সাপ।

হেলে[২] : ● **হেল** (দিশাগ্রস্ত সত্তার লালন) দিশাগ্রস্ত যাহাতে; অথবা, দিশাগ্রস্ত হাল-

এর দিশাগ্রস্ত সত্তা যাহাতে; কিংবা, **হাল** টানে বা টানিবে যে। ◘ হালবাহী বলদ, দামড়া।

হৈ (হই): ● হে-র (দিশাগ্রস্ত সত্তার) আধার যে; অথবা, হে-কৃত যে; কিংবা, **হইয়াছে** যে; অথবা, হইয়াছি, হইয়াছে ... ইত্যাদি বলে যে; কিংবা, উদাহরণ স্বরূপ — 'হৈ (কে তুমি **হইয়াছ**), এদিকে আইস।' ◘ সম্বোধন, আহ্বান; **হই-হই**।

হৈম : ● **হেম** (...স্বর্ণ-তুষারাদি) হইতে জাত যে। ◘ হেমবিকার, হিরণ্ময়, হেমসম্বন্ধী।

হৈমবত : ● যে মানবসমাজের বুকের উপর তাহা হইতেই জাত বিশাল **হেমকূট**-ধারী সমাজ বা অধিরাষ্ট্র-ব্যবস্থা অচলায়তন হইয়া প্রতিষ্ঠিত আছে; অথবা, (সাদৃশ্যে) যে ভৌগোলিক দেশের বুকের উপর তাহা হইতেই জাত বিশাল **হেমকূট**-ধারী পর্ব্বত অচলায়তন হইয়া প্রতিষ্ঠিত আছে। / হিমবৎ পর্ব্বত হইতে জাত যে। ◘ হিমবদ্ভব, হিমালয়স্থ, ভারতবর্ষ।

হৈমবতী : ● **হৈমবত**-এর সক্রিয় আধার যে; অথবা, **হৈমবত**-সমাজ বা অধিরাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ধরিয়া রাখে যে জনসাধারণ; কিংবা, যাহা (যে প্রজাগণ) স্বভাবতই **হৈমবত** বা ঠাণ্ডা স্বভাবের। ◘ পার্ব্বতী, উমা, হরীতকী।

হৈহয় : ● **হৈ (হই-হই)** হয় যাহাতে বা করে যাহারা; অথবা, যাহারা 'ইহা উদ্বৃত্ত **হইয়াছে**, উহা উদ্বৃত্ত **হইয়াছে**' - ইত্যাকার **হই-হই** রব করে; কিংবা, বৈদিক সভ্যতার অপরাহ্ন কালে ব্রাহ্মণদিগের খাঁই মিটাইতে **দেউলিয়া** যে ক্ষত্রিয়গণ উদ্বৃত্ত উৎপাদন করিতে ও তাহা বিক্রয় করিতে শুরু করিয়াছিল; অথবা, বাহ্যসম্পদ-বিরোধী জ্ঞানব্রতী ব্রহ্মগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ (ক্ষত্রিয়রাজ-গণ যাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ) একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির **দক্ষনীতি** মান্য করার কারণে বংশানুক্রমে (ব্রহ্মগুণহীন) ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়া **জমদগ্নিতে** ('জমা বাহ্যসম্পদের মালিকে') পরিণত হইলে যে ক্ষত্রিয়গণ (**হৈহয়**গণ) তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল; কিংবা, বৈদিক সমাজের ভিতরে যাহাদের নেতৃত্বে বৃহত্তম ব্রাহ্মণ-বিরোধী সংগ্রাম হইয়াছিল। ◘ যাদববিশেষ, হৈহয়গণের অপত্যগণ, হৈহয়গণের রাজা কার্ত্তবীর্য্য বা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ✻

হৈ-হৈ : দ্র. **হই-হই**।

হো : ● হ্-এর (হওয়ার) সার্ব্বিক আধার যে; অথবা, যে সত্তা (মনোভাবাদি) ভবিত হইয়া কিন্তু স্থিত না থাকিয়া নবরূপে উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ বহির্গমন পূর্ব্বক বিচ্ছুরিত হয়; কিংবা, যাহা **হু হু** করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হয়; অথবা, যে **হু**-কৃত সত্তা দূরে চলিয়া যায়। ◘ সার্ব্বিক ঢালিয়া দেওয়া বা **হু**-করণ করা, উল্লাসের প্রকাশ, উচ্চহাস্য।

হোঃ হোঃ : ● **হো**-এর বিসর্জ্জন চলে যাহাতে; অথবা, ভবিত সুখের বা বিসুখের আনন্দ প্রকাশিত হয় যাহাতে। ◘ উচ্চহাস্য করা, উচ্চহাস্য-শব্দ।

হোঁ : ● **হো**-এর (সার্ব্বিক **হু**-করণের) রহস্যরূপ যাহাতে। ◘ হুঙ্কার।

হোঁচট : ● সার্ব্বিক আধারপ্রাপ্ত **হুঁচট** যাহাতে। দ্র. **হুঁচট**।

হোঁৎকা : ● **হোঁ** (রহস্যময় সার্ব্বিক **হু**-করণের) তারণ করে যে; অথবা, **হুঁ-হাঁ-হিঁ-হুঁ-হোঁ** করিয়া মারিতে আসে যে। ◘

বিষয়জ্ঞানহীন, গোঁয়ার, হিংস্রস্বভাব, কুপথগামী।

হোঁদল-কুতকুতে : ● যে হোঁ (...হুঙ্কার) দান লালনকারী **কুতকুত** (কোথা হইতে কী লইবে তাহা আন্দাজ) করিতে থাকে। ⊓ স্থূলোদর স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত কাল্পনিক জন্তুবিশেষ।

হোক : ● হো (ভবিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ হওয়া) কৃত বা করা হইবে যাহাতে। ⊓ হউক।

হোগলা : ● হো-এর (ভবিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণের) গমন লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা জলাজমিতে জন্মিয়া জল-রোদ রোধ করার ছাদ রূপে পরিণত হয়। ⊓ ত্রিকোণপত্র তৃণবিশেষ, সেই তৃণদ্বারা প্রস্তুত দোচালা সাময়িক ঘর, ছই।

হোড় : ● হো-এর (সার্ব্বিক হু-করণের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, (প্রাচীন ভারতীয় যৌথসমাজের যে বিতরকগণ খাদ্যাদি সম্পদ) হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া সুপ্রচুর (হোড়) করিয়া দিতেন; কিংবা, যাঁহাদের উত্তরসূরীগণ আজও সেই হোড়কে তাঁহাদের পদবী রূপে বহন করিয়া থাকেন। ⊓ ব্রাহ্মণের উপাধি, দ্র. হড়।

হোতা : ● হো (সার্ব্বিক হু-করণ) তারিত যে আধারে; অথবা, যিনি উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে মেধাশ্রমাদি তারণ করেন; কিংবা, যিনি কর্ম্মযজ্ঞের প্রযোজনা করিয়া থাকেন; অথবা, (সাদৃশ্যে) প্রতীকী যজ্ঞকুণ্ডে ঘি ঢালেন যিনি। ⊓ হোম নিষ্পাদক, হোমকর্ত্তা, হবনশীল, ঋত্বিগ্‌বিশেষ।

হোথা : ● হো (সার্ব্বিক হু-করণ) থাকে যাহাতে (যে স্থান কাল পাত্রে); অথবা, হু-কৃত বা বহির্গত সত্তা যে স্থান কাল পাত্রে গিয়া থাকে। ⊓ ওখানে, ঐখানে, ওদিকে।

হোথায় : ● হোথা-তে (...ঐ স্থান কাল পাত্রে) যাওয়া বা গমন যাহাতে। ⊓ ওখানে স্থিত।

হোম : ● হো (সার্ব্বিক হু-করণ) সীমায়িত যাহাতে; অথবা, উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে মেধাশ্রমাদি সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাপে বিনিয়োগ করা হয় যাহাতে; কিংবা, যাঁহারা সেই বিনিয়োগ কার্য্য করিয়া থাকেন; অথবা, (সাদৃশ্যে) প্রতীকী যজ্ঞকুণ্ডে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ঘি ঢালেন যিনি; কিংবা, যে **হোম**কারীগণের উত্তরসূরীগণ আজও তাঁহাদের নামের শেষে **হোম** উপাধি বহন করিয়া থাকেন। ⊓ হবনকারী, যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ।

হোমরা-চোমরা : দ্র. **হুমরা-চুমরা**

হোরি (হোলি) : ● হো-এর (... উল্লাসের) রক্ষণ বা লালন সক্রিয় যাহাতে; অথবা, উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে হো-করণের ফলে যে ফসল-প্রাপ্তি ঘটে তাহার উল্লাসের রক্ষণ বা লালন সক্রিয় থাকে যাহাতে। ⊓ বসন্তোৎসব, মদনোৎসব।

হ্যাংলা : ● হ্যা-এর (স্থিত থাকে যে আধারে তাহার) রহস্যরূপ লালিত যে আধারে; অথবা, হ্যাং-করণকে (সর্ব্বদা হাহাকার-কারী ইচ্ছাকে) লালন করে যে। ⊓ অতিলোভী, লোলুপ, রোগা।

হ্যাঁ : ● হঁ (রহস্যময় স্থিতি) থাকে যে আধারে; অথবা, হইয়াছে, আছে, পাওয়া গিয়াছে - ইত্যাকার স্থিতির কথা বলা হয় যাহাতে। ⊓ স্বীকার।

হ্রদ : ● হ্-এর (...স্থির হওয়ার) রক্ষণ দান করে যে; অথবা, যে স্থান জলকে স্থির রূপে

ধরিয়া রাখে। ◻ অগাধজল জলাশয়।

হ্রস : ● হ্র-এর (আত্মকেন্দ্রে সঙ্কুচিতের রক্ষণের) অন্তিমভাব বা সত্তাটুকু মাত্র যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে আর সঙ্কুচিত হইলে সত্তাটির বিলুপ্তি ঘটে। ◻ অল্পীভাব, হ্রাস।

হ্রস্ব : ● হ্রস-কে (অতি সঙ্কুচিত একমাত্রিক সত্তাকে) বহন করে যে; অথবা, সর্ব্বোচ্চ অল্পতাপ্রাপ্তকে বহন করে যে। ◻ অল্পতাপ্রাপ্ত, লঘুপ্রমাণ, খর্ব্ব।

হ্রাস : ● হ্রস (অতি সঙ্কুচিত একমাত্রিক সত্তা) হইতে জাত যে; অথবা, হ্রস-করণের ফলে যাহা হয়। ◻ অল্পীভাব, ন্যূনতা।

হ্রেষা : ● হ্রে (দিশাগ্রস্ত ভবিতের আবর্ত্তন) দিশাগ্রস্তভাবে প্রযুক্ত হয় যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তনমূলক উৎপাদনকর্ম্মে প্রতিযোগিতা করা হয় যাহাতে; কিংবা, উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের হোতা দক্ষ-বিশেষজ্ঞদিগের **হ্রেষা** বা রেষারেষি যাহাতে। ◻ রেষারেষি, অশ্বরব।

হ্লাদ : ● হ্লা (সত্তার লালনকে আধার) দান করে যে; অথবা, মানবমনকে ধরিয়া রাখে এমন আধার (সুখ, তৃপ্তি, আমোদ, আহ্লাদ প্রভৃতি) দান করে যে। ◻ সুখ, আহ্লাদ, মোদন।

হ্বান : ● **হওয়ন**বাহীর আধার (স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক ডাকা) অনকৃত যাহাতে; অথবা, উদ্দেশ্য-মূলক ধ্বনির প্রেরণ যাহাতে। ◻ শব্দ, ধ্বনি, পরিভবেচ্ছা, আহ্বান।

সমাপ্ত

সরল শব্দার্থকোষ

কলিম খান
রবি চক্রবর্তী



ISBN : 978-93-83521-02-9